পাদ্মপুরাণম্।

(বঙ্গানুবাদ-সমেতম্।)

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীতম্।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং [illegible]চরণ দত্তের ষ্ট্রীট "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ৪, চারি টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

পদ্মপুরাণ সুবিস্তৃত মহাপুরাণ। ধর্ম্ম উপদেশ, সাধনাপ্রণালী, বৈষ্ণব নিয়ম এবং কাব্যাংশ এই চারি সামগ্রীর সম্মিলন, পদ্মপুরাণের ন্যায় আর কোন মহাপুরাণে নাই। সেই পদ্মপুরাণের সারাংশ পাতালখণ্ড; পাতালখণ্ডের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এই নূতন।

মূল পদ্মপুরাণ ইতিপূর্ব্বেও মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কি মুদ্রিত, কি অমুদ্রিত, বহু পুস্তক মিলাইয়াও আমরা পাতালখণ্ডের মনোমত পাঠশুদ্ধি করিতে পারিলাম না। আদর্শমাত্রই পরিশুদ্ধ নহে। তাই বলিয়া স্বকপোল-কল্পিত পাঠ-যোজনা করি নাই। সুধী পাঠকগণ ধীরভাবে লক্ষ্য করিবেন।

শ্রীজগন্নাথ বিদ্যার্ণব, শ্রীবীরেশনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীমন্মথনাথ কাব্যতীর্থ এবং মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন পাতালখণ্ডের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা যে শ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

পাতালখণ্ড সূচীপত্র সমাপ্ত

হনূমংস্তং মন্দিরং ভ্রাতুর্নোদিতাং।
যোগেন গদ্গদীকৃতবিগ্রহম্ ॥ ৩
তিরং বীর সমীরণতনূদ্ভব।
শাং যষ্টিং বপুষো বিভ্রতং হঠাৎ ॥ ৪
পরীধত্তে জটাং ধত্তে শিরোরুহে।
ক্ষণমপি ন কুর্য্যাদ্বিরহাত্ততঃ ॥ ৫
মাত্তেব লোষ্টবৎ কাঞ্চনং পুনঃ।
নিবেক্ষেদ্‌যো বান্ধবো মম
ধর্ম্মবিৎ ॥ ৬
ঃখাগ্নি-জ্বালাদগ্ধকলেবরম্।
ন্দশ-পয়োবৃষ্ট্যাশু সিঞ্চ তম্ ॥ ৭
ং রামং লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্।
সীতয়া চ রক্ষোভিঃ সবিভীষণৈঃ ॥ ৮
নয় সুখাৎ পুষ্পকাসনসংস্থিতম্।
হনূমন্ শীঘ্রং সুখমেতি
মদাগমাৎ ॥ ৯

ইতি শ্রুত্বা ততো বাক্যং য,
জগাম ভরতাবাসং নন্দিগ্রাম
গত্বা স নন্দিগ্রামং তং মন্ত্রি
ভরতং ভ্রাতৃবিরহাৎক্লিষ্টং ধীমান্
কথয়ন্তং মন্ত্রিবৃন্দান্ রামচন্দ্রক
তদীয়পদপাথোজ-মকরন্দম্
নমশ্চকার ভরতং ধর্ম্মমূর্ত্তিমু
বিধাত্রা সকলাংশেন সত্ত্বেনে
তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শীঘ্রং প্রত্যু
স্বাগতং চেতি হোবাচ রাম
ইত্যেবং বদতস্তস্য ভুজে
হৃদয়াচ্চ গতঃ শোকো হর্ষা
বিলোক্য তাদৃশং দূতং প্রভু
নিকটে হি পুরঃপ্রাপ্তং বিদ্ধি রাম
রামাগমনসন্দেশামৃতসিক্তকলেবরঃ।
নন্দনম্ ॥ ১০

নন্দন বীর হনূমান্‌কে বলি-
। ওহে পবনতনয় বীর হনূ-
একটী কথা শ্রবণ কর; ভ্রাতা
বিচ্ছেদশোকে সাতিশয় কৃশ
হস্তে কালযাপন করিতেছেন,
নিকটে গিয়া আমার সংবাদ
তিনি আমার বিরহে জটা
করিয়া রহিয়াছেন, আমার
শাকে স-মূল ভক্ষণও পরিত্যাগ
তিনি পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায়
সামান্য মৃৎপিণ্ডের ন্যায় জ্ঞান
বর্গকে পুত্রবৎ দর্শন করেন,
মদীয় পরম বন্ধু ভরত আমার
হে দগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।
আগমনসংবাদরূপ জলবর্ষণে
তল কর। তুমি তাঁহাকে
—রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও
নক্তাতিগণ ও বিভীষণ প্রভৃতি
ভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরো-
স্বচ্ছন্দভাবে আগমন করিয়াছেন।
মার আগমন-সংবাদ পাইবা-

মাত্রই ভ্রাতা ভরত অবিলম্বে এখানে
বেন। ৩—৯। আজ্ঞাবহ হনূমান্
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিক
ভরতের বাসস্থান সেই নন্দিগ্রামে
করিলেন। ধীমান্ হনূমান্ তথায়
দেখিলেন, ভ্রাতৃশোকে একান্ত
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের সহিত রা
কথোপকথন করিতেছেন এবং
পাদপদ্মমকরন্দ-পানে সাতিশ
করিতেছেন। হনূমান্
সর্ব্বাংশে সত্ত্বগুণে নির্ম্মিত
ভরতকে প্রণাম করিলেন।
দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থা
কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া
বল” এই কথা বলিলেন। এ
করিবার সময়ে ভরতের দক্ষি
হইতে লাগিল, হৃদয় হইতে শ
হইল এবং মুখমণ্ডল আনন্দাশ্রু
হইয়া গেল। কপিবর হনূ
তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করি
রাম-লক্ষ্মণ অতি নিকটেই অ

... শ্রয়ং ধীমন্ রঘুনাথগুণোদয়ম্।
... মহ্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ। ৫

শেষ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ... ভাগ দ্বিজবর্য্যপুরস্কৃত।
... সাকাঙ্ক্ষুর্বৈকমনাঃ কিল। ৬
... বক্ত্রোজচ্যুতং রামাগমামৃতম্।
... ভূবাহো স্থগিতাঙ্গেন বিহ্বলা। ৭
কিং ... বিমূঢ়ায়াঃ কিংবা ভ্রমকরং বচঃ
... ভাগ্যায়াঃ কথং রামেক্ষণং পুনঃ। ৮
... কৃত্বা প্রাপ্তোহয়ং বৈ সুতঃ শিশুঃ
কেনচিদ্দ্রম ... পেন বিপ্রয়োগং গতঃ পুনঃ। ৯
... নী রামঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ।
কথং মাং ... রতে বীরো বনেচারী সুদুঃখিতাম্

ইতি সা বিললাপোচ্চৈ রঘুনাথ ...
ন বিবেদ নিজং কিঞ্চিৎপরকীয় ...
সুমুখোহপি তদা দৃষ্ট্বা দুঃখিতাং ...
বীজয়ামাস বাসোহগ্রৈঃ সংজ্ঞাম ... সা পুনঃ
উবাচ জননীং সৌম্যং বচো হর্ষকরং মুদা।
রঘুনাথাগমস্পারহৃষ্টাং তাং স ... পুনঃ। ১৪
মাতর্বিদ্ধি গৃহং প্রাপ্তং রঘুনাথং সলক্ষ্মণম্।
সীতয়া সহিতং পশ্য চাশীর্ভিরভি ... চ। ১৪
ইতি তথ্যং বচঃ শ্রুত্বা সুমুখেন প্রভাষিতম্।
যাদৃশং হর্ষমাপেদে তাদৃশং বেদি নো বয়ম্।
উত্থায় চাজিরে প্রাপ্তা রোমাঞ্চিততনূরুহা।
হর্ষবিহ্বলিতাঙ্গাশ্রু মুঞ্চন্তী রামমৈক্ষত। ১৬
তাবৎ স রামো রাজেন্দ্রো নরযা ... তঃ।
প্রাপ্তঃ স্বমাতুর্ভবনং কৈকেয্যাঃ সু ... যঃ।

... মন-সংবাদ-দাতাকে তিনি কি ... হে ধীমন্! অনুগ্রহপূর্ব্বক ... ট যথাযথ উক্ত ঘটনা সকল ... রামচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন করুন। ১— ... নন্তদেব কহিলেন,—হে মহাভাগ! ... দ্বিজগণ মান্য! আপনি উত্তম প্রশ্ন করি ... ছেন, আমি আপনার নিকটে তৎসমুদ্র ... স্পষ্টরূপে বলিতেছি, অবহিত হইয়া ... করুন। প্রথমতঃ কৌশল্যা দেবী ... র মুখপদ্ম বিনির্গত, রামের আগম ... রূপ সুধা মুহুর্মুহু পান করিয়া ... পড়িলেন। তাঁহার শরীর ... ত হইল। তিনি আশা করেন নাই যে, ... হার রাম আবার আসিবেন। রামের আ ... নে-সংবাদ শুনিয়া তিনি ভাবিলেন,—এ কি! মোহবশতঃ আমি স্বপ্ন দেখিতেছি! না—মিথ্যা কথা বলিতেছে! ... ভাগিনীর রামদর্শন-সম্ভাবনা কোথায়? আমি বহু তপস্যা করিয়া রামচন্দ্রকে ... পাইয়াছিলাম এবং নিজেরই ... আবার তাহাকে হারাইয়াছি। ... বাস্তবিক কি আমার রাম আসিয়াছে? ... সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম ... আছে ত? বনচারী হইয়া দুঃখিনী মাতাকে ভুলিয়া যায় নাই ত? ৬—১০। এই বলিয়া কৌশল্যাদেবী রামের কথা মনে হওয়ায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমে আত্মপরজ্ঞানশূন্য হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সুমুখ তাঁহাকে পুরাতন শোক জাগরিত হওয়ায় মোহপ্রাপ্ত দেখিয়া বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া বীজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কৌশল্যা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। সুমুখ বারংবার হর্ষকর রামাগমন সংবাদ শ্রবণ করাইয়া তাঁহাকে আনন্দোৎফুল্লা করিয়া কহিলেন,—মাতঃ! রঘুনাথ সীতা-লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন, আপনি আগমন করিয়া অবলোকন করুন,—তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। সুমুখ-কথিত এই তথ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি যাদৃশ হর্ষলাভ করিলেন, তাদৃশ হর্ষ যে লোকের হয়; ইহা আমি অবগত নহি। ১১—১৫। অনন্তর কৌশল্যাদেবী তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অঙ্গনে আসিয়া আনন্দবিহ্বল হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে রামের আগমনপথে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। এদিকে নীতিজ্ঞ রাজেন্দ্র রামও ...

শরীরে রোমহর্ষোঽভূদ্গদ্গদা বাগভূত্তদা।
হর্ষাশ্রূণি তু সোষ্ণানি প্রবাহং প্রাপুরাপদম্ ॥৩১
জননীং বীক্ষ্য বিনয়ী তাটঙ্কদ্বয়বর্জ্জিতাম্।
কণ্ঠাকল্পপদাকল্প-রহিতাং বিভ্রতীং তনুম্ ॥৩২
কিঞ্চিৎস্বদর্শনাদ্ধৃষ্টাং কৃশাঙ্গীং তাং স শোকভাক্।
দুঃখস্য সময়ো নায়মিতি মত্বা জগাদ তাম্ ॥৩৩
শ্রীরাম উবাচ।
মাতর্ম্ময়া ত্বচ্চরণৌ চিরকালং ন সেবিতৌ।
তৎক্ষমস্বাপরাধং বৈ ভাগ্যহীনস্য মামকম্ ॥৩৪
যে পুত্রা মাতাপিত্রোর্হি ন শুশ্রূষাসমুৎসুকাঃ।
তে মন্তব্যা নরা মাতঃ কীটকা রেতসো ভবাঃ
কিং কুর্ব্বে জনকাজ্ঞাতো গতো বৈ দণ্ডকং বনম্
তত্রাপি ত্বৎকৃপাপাঙ্গাদ্দুঃখং তীর্ণোঽস্মি দুস্তরম্
রাবণেন হৃতা সীতা লঙ্কায়াং গমিতা পুনঃ।
ত্বৎকৃপাতো ময়া লব্ধা তং হত্বা রাক্ষসেশ্বরম্॥
সীতেয়ং ত্বচ্চরণয়োঃ পতিতা বৈ পতিব্রতা।
সম্ভাবয়াশু চকিতাং ত্বৎপাদার্পিতমানসাম্ ॥ ৩৮
ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং পাদয়োঃ পতিতাং স্নুষাম্
আশীর্ভিরভিযুঞ্জানা বভাষে তাং পতিব্রতাম্
সীতে স্বপতিনা সার্দ্ধং চিরং বিলস ভামিনি।
পুত্রৌ প্রসূয় চ কুলং স্বকং পাবয় পাবনে ॥৪০
ত্বৎসদৃশ্যঃ পতিপরাঃ পতিদুঃখসুখানুগাঃ।
ভবন্তি দুঃখভাগিন্যো ন হি সত্যং জগত্রয়ে ॥৪১
কিং চিত্রং যৎপুমাংসস্ত বৈরিকোটিপ্রভঞ্জনাঃ।
যেষাং গেহে সতী ভার্য্যা স্বপতিপ্রিয়বাঞ্ছিকা ৪২
বিদেহপুত্রি স্বকুলং ত্বয়া পাবিতমাত্মনা।
রামপাদাব্জযুগলমনুযান্ত্যা মহাবনম্ ॥ ৪৩
ইত্যুক্ত্বা রঘুনাথস্য ভার্য্যামঞ্চিতলোচনাম্।

আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, সর্ব্বশরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইল, বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার নয়ন হইতে দরদরিত-ধারে উষ্ণ আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ২৬—৩১। বিনয়ী রাম দেখিলেন, মাতার হস্তে ও চরণে কোন ভূষণ নাই, তিনি তাটঙ্ক খুলিয়া ফেলিয়াছেন; বৈধব্য-চিহ্নধারণ করিয়াছেন; শোকে জীর্ণশীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহার শরীর একান্ত কৃশ ও মলিন হইয়া গিয়াছে; কেবল তাঁহাকে দেখিয়া আহ্লাদভাব ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং নিজের সাতিশয় শোকের আবির্ভাব হইলেও, এ সময়ে দুঃখপ্রকাশ করা উচিত নহে, মনে করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"মাতঃ! আমি বড়ই হতভাগ্য, তাই কখনও আপনার পদসেবা করিতে পারি নাই। এক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। মাতঃ! যে সকল পুত্র মাতা-পিতার পদসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা অতি অধম শুক্রকীট বলিয়া গণ্য হয়। কি করিব, পিতার আজ্ঞায় দণ্ডকারণ্যে গিয়াছিলাম; তথায় অপার দুঃখপারাবারে পতিত হইয়া আপনার কৃপায় তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিল। আপনার কৃপায় সেই রাক্ষসরাজকে নিহত করিয়া সীতাকে পাইয়াছি। এই পতিব্রতা সীতা আপনার পদতলে পতিতা হইয়াছে, আপনার পাদপদ্মে হৃদয় অর্পণপূর্ব্বক চকিতভাবে অবস্থান করিতেছে, ইহার উপর কৃপাদৃষ্টি অর্পণ করুন।" ৩২—৩৮। কৌশল্যা দেবী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, পাদতল-পতিতা পতিব্রতা পুত্রবধূ সীতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—অয়ি পতিদেবতে পবিত্রচরিতে সীতে! স্বামীর সহিত চিরকাল ঐশ্বর্য্য ভোগ কর এবং দুইটী পুত্র প্রসব করিয়া বংশ পবিত্র কর। তোমার ন্যায় পতির সুখে সুখিনী, পতির দুঃখে দুঃখিনী, পতিব্রতা রমণীগণ ত্রিজগতে কখনই দুঃখভাগিনী হয় না। যাহাদের গৃহে এইরূপ পরহিতৈষিণী সতী ভার্য্যা বিদ্যমান, সেই সকল পুরুষ যে কোটি কোটি শত্রু বিদলিত করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিদেহনন্দিনি! তুমি স্ব-ইচ্ছায় দুর্গম কান্তারেও স্বামীর পাদপদ্ম অনুসরণ করিয়া নিজবংশ পবিত্র করিয়াছ। ৩৯—৪৩। বহুদিনের পর পুত্র সন্দর্শন

তুষ্ণীং বভূব হৃষ্টা সা সমুদ্গতভনূরুহা ॥ ৪৪
অথ ভ্রাতাস্য ভরতঃ পিতৃদত্তং নিজং মহৎ।
রাজ্যং নিবেদয়ামাস রামচন্দ্রায় ধীমতে ॥ ৪৫
মন্ত্রিণস্তে প্রহৃষ্টাঙ্গা দৈবজ্ঞান্মন্ত্রকোবিদান্।
আহূয় মুহূর্ত্তং পপ্রচ্ছুঃ পদস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥৪৬
শুভে মুহূর্ত্তে সুদিনে শুভনক্ষত্রসংযুতে।
অভিষেকং মুদা রাজ্ঞঃ কারয়ামাসুরুদ্যতাঃ ॥
সপ্তদ্বীপবতীং পৃথ্বীং ব্যাঘ্রচর্ম্মণি সুন্দরে।
লিখিত্বোপরি রাজেন্দ্রো মহারাজোঽধিতস্থিবান্
তদ্দিনাদেব সাধূনাং মনাংসি প্রমুদং যযুঃ,
দুষ্টানাং চেতসো গ্লানিরভবৎপরিতাপিনাম্ ॥৪৭
স্ত্রিয়শ্চ পতিভক্ত্যা চ পতিব্রতপরায়ণাঃ।
মনসাপি কদা পাপং নাচরন্তি জনা মুনে ॥ ৫০
দৈত্যা দেবাস্তথা নাগা যক্ষাসুরমহোরগাঃ।
সর্ব্বে ন্যায়পথে স্থিত্বা রামাজ্ঞাং শিরসা দধুঃ।
পরোপকারণে যুক্তাঃ স্বধর্ম্মসুখনির্বৃতাঃ।
বিদ্যাবিনোদগমিতা দিনরাত্রিশুভেক্ষণাঃ ॥৫২
বাতোঽপি মার্গসংস্থানাং চলন্নাহরত্তে মহান্।
বাসাংস্যপি তু সূক্ষ্মাণি তত্র চৌরকথা ন হি ॥৫৩
ধনদো হ্যর্থিনাং রামঃ করুণাত্ম কৃপানিধিঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো নিত্যং গুরুদেবস্তুতিং ব্যধাৎ

শেষ উবাচ,

অথাভিষিক্তং রামং তু তুষ্টুবুঃ প্রণতাঃ সুরাঃ
রাবণাভিধদৈত্যোগ্র-বধহর্ষিতমানসাঃ ॥ ৫৫

দেবা ঊচুঃ।

জয় দাশরথে সুরার্ত্তিহন্
জয়তাদানববংশদাহক।
জয় দেববরাঙ্গনাগণ
ব্যপকর্ষাদিকরারিদারক ॥ ৫৬
তব যদ্দনুজেন্দ্রনাশনং
কবয়স্তৎ কথয়ন্তু চোৎসুকাঃ।
প্রলয়ে জগতাং ততীঃ পুন-
গ্র্সসে ত্বং ভুবনেশ লীলয়া ॥ ৫৭

হওয়ায় আহ্লাদে রোমাঞ্চিতশরীর কৌশল্যা দেবী, রামভার্য্যা সুলোচন সীতাকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর ভরত পিতৃদত্ত সুমহৎ রাজ্য ধীমান্ রামকে অর্পণ করিলেন তখন মন্ত্রিগণ সাতিশয় আহ্লাদিত হইয় মন্ত্রজ্ঞ দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া শুভ মুহূর্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে দৈবজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট শুভ নক্ষত্রযুক্ত উত্তম দিনে শুভ মুহূর্ত্তে পরমানন্দে রাজা রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন করিলেন। সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর আকৃতি-অঙ্কিত এমন এক সুন্দর ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি উপবেশন করিয়া মহারাজ রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে সেই দিন হইতেই সাধুদিগের মনে নিরতিশয় আহ্লাদ ও দুষ্ট পরশুভদ্বেষীদিগের মনে নিদারুণ কষ্ট হইল। রমণীগণ পতিভক্তিমতী হইয় কায়মনোবাক্যে পতিসেবায় কালক্ষেপ করিতে লাগিল। হে মুনে! তৎকালে জনগণ মনে মনেও কদাচিৎ পাপাচরণ করে নাই। ৪৪—৫০। দেব, দৈত্য, যক্ষ নাগ, উরগ সকলেই ন্যায়পথে থাকিয় রামের আজ্ঞা মস্তকে বহন করিত। সকলেই স্বধর্ম্মরত পরোপকারী হইয়া বিদ্যাচর্চ্চায় কালাতিপাত করত সুখে জীবনযাত্রা করিত। তৎকালে চৌরভীতি একেবারে ছিল না, অন্য চোরের কথা কি? পথিপর্য্যটনকারী পথিকের পরিহিত অতি-সূক্ষ্ম গাত্রবস্ত্র, প্রবল সমীরণেও হরণ করিতে পারে নাই; এমনই রামের মহিমা। কৃপানিধি রাম অর্থিবর্গের নিকট কুবেরস্বরূপ ছিলেন। তিনি প্রতিদিনই ভ্রাতৃবর্গের সহিত গুরু ও দেবতার স্তুতি করিতেন। অনন্তদেব কহিলেন,—দেবগণ, রাবণ রাক্ষস নিহত হওয়ায় একান্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, রামের রাজ্যাভিষেকের পর তাঁহারা প্রণত হইয়া রামের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫১—৫৫। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবগণের আর্ত্তিনাশন! দশরথনন্দন রাম! আপনার জয় হউক, হে রাম! আপনি দৈত্যবংশ দগ্ধ করিয়াছেন। আপনি দেবাঙ্গনাগণের প্রতি অত্যাচারকারী

জয় জন্মজরাদিদুঃখকৈঃ
পরিমুক্তপ্রবলোদ্ধরোদ্ধর।
জয় ধর্ম্মকরাবরাম্বুধৌ
কৃতজন্মন্নজরামরাচ্যুত॥ ৫৮
তব দেববরস্য নামভি-
র্ব্বহুপাপাশ্চ গতাঃ পবিত্রতাম্।
কিমু সাধুদ্বিজবর্য্যপূর্ব্বকাঃ
সুতনুং মানুষতামুপাগতাঃ॥ ৫৯
হরবিরিঞ্চিনুতং তব পাদয়ো-
র্যুগলমীপ্সিতকামসমৃদ্ধিদম্।
হৃদি পবিত্রযবাদিকচিহ্নিতৈঃ
সুরচিতং মনসা স্পৃহয়াম তে॥ ৬০
যদি ভবান্ন দদাত্যভয়ং ভুবো
মদনমূর্ত্তিতিরস্কৃতকান্তিভৃৎ।
সুরগণাশ্চ কথং সুখিনঃ পুন-
র্ন্নু ভবন্তি দয়াময় পাবন॥ ৬১
যদা যদাস্মান্ দনুজা হি দুঃখদা-
স্তদা তদা ত্বং ভুবি জন্মভাগ্‌ভব।
অজোঽব্যয়োঽপি প্রবরোঽপি সন্ বিভো
স্বভাবমাস্থায় নিজং নিজার্চ্চিতঃ॥ ৬২
মৃতসুধাসদৃশৈরঘনাশনৈঃ
সুচরিতৈরবকীর্য্য মহীতলম্।
অমনুজৈর্গুণশংসিভিরীড়িত-
স্ত্বমত আশু পুনঃ প্রবিশেঃ পদম্॥ ৬৩
ত্বমনাদিরাদ্যোঽজররূপধারী
হারী কিরীটী মকরধ্বজাভঃ।
জয়ং করোতু প্রসভং হতারিঃ
স্মরারিসংসেবিতপাদপদ্মঃ॥ ৬৪
ইত্যুক্তা তে সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মশক্রপ্রমুখা মুহুঃ।
প্রণেমুররিনাশেন প্রণতা রঘুনায়কম্॥ ৬৫
ইতি স্তত্যাতিসংহৃষ্টো রঘুনাথো মহাযশাঃ।
প্রোবাচ তান্ সুরান্ বীক্ষ্য প্রণতান্নতকন্ধরান্॥

অতিদুষ্ট ত্রিভুবনশত্রু রাবণকে বধ করিয়াছেন। আপনার জয় হউক। আপনার এই দৈত্যরাক্ষসবিনাশিনী কথা, কবিগণ আগ্রহসহকারে বর্ণন করুন। হে ভুবনেশ্বর! এই জগৎ আপনারই লীলা। এই লীলার অবসানে,—প্রলয়কালে আপনিই আবার এই জগৎসমূহ গ্রাস করিয়া থাকেন। আপনি জন্মজরাদি দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত; আপনার জয় হউক। আপনি অতি উদ্ধত দৈত্যদিগকে নিহত করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। হে অজর, অমর, অচ্যুত! আপনি সূর্য্যবংশরূপ সাগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক। হে দেব! হে দেববর! আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া বহুতর পাপী উদ্ধার পাইয়াছে, যাহারা সাধু দ্বিজবর সতত পুণ্যকারী সুমানুষ জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহাদের ত কথাই নাই; ঈপ্সিত-ফলদায়ী হরবিরিঞ্চিস্তুত পবিত্র যবাদিচিহ্নযুক্ত ভবদীয় পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করিতে আমাদের নিতান্ত স্পৃহা হইয়াছে। হে মদনমোহন, সুন্দরমূর্ত্তে! আপনি যদি পৃথিবীকে অভয়দান না করেন, তাহা হইলে হে দয়াময় পাবন! দেবগণ কিরূপে সুখী থাকিবে? হে সর্ব্বেশ্বর। হে বিভো! আপনি অজ, অব্যগ্র এবং স্বভাবে অবস্থিত হইলেও দৈত্যগণ যখন নিতান্ত উপদ্রবকারী হইবে, তখন অনুগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং এইরূপে মৃতব্যক্তির সঞ্জীবনী-সুধাকল্প পাপনাশন বহুগুণশোভিত অলৌকিক চরিত্রগুণে সমস্ত ভূতলে পূজিত হইয়া পুনরায় নিজপদে প্রবিষ্ট হইবেন। আপনিই সকলের আদি, আপনার আদি কেহই নাই। আপনি অজররূপধারী, কন্দর্পতুল্য রূপবান্, হারকিরীট-শোভিত। মহাদেব আপনার পাদপদ্মসেবা করিয়া থাকেন। আপনি নিখিলশত্রু নিহত করিয়াছেন, আপনার জয় হউক। ৫৫—৬৪। শত্রুনাশ করায় রঘুনাথের চরণে পূর্ব্ব হইতে অবনত ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এইরূপে তাঁহাকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। মহাযশস্বী রঘুনাথ দেবতাদিগের এই স্তবে অতিশয় আহ্লা-

শ্রীরাম উবাচ।
সুরা বৃণুত মে যূয়ং বরং কঞ্চিৎ সুদুর্লভম্।
যং কোঽপি দেবো দনুজো ন যক্ষঃ প্রাপ সোদর ॥
সুরা ঊচুঃ।
স্বামিন্ ভগবতঃ সর্ব্বং প্রাপ্তমস্মাভিরুত্তমম্।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং তু দশাননঃ ॥ ৬৮
যদা যদাসুরোঽস্মাকং বাধাং পরিদধাতি ভোঃ
তদা তদৈব কর্ত্তব্যমেতাবদ্বৈরিনাশনম্ ॥ ৬৯
তথেত্যুক্তা পুনর্ব্বীরঃ প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ ॥৭০
শ্রীরাম উবাচ।
সুরাঃ শৃণুত মদ্বাক্যমাদরেণ সমন্বিতাঃ।
ভবৎকৃতং মদীয়ৈর্ব্বৈ গুণৈর্গ্রথিতমদ্ভুতম্।
স্তোত্রং পঠিষ্যতি মুহুঃ প্রাতর্নিশি সকৃন্নরঃ ॥৭১
তস্য বৈরিপরাভূতির্ন ভবিষ্যতি দারুণা।
ন চ দারিদ্র্যসংযোগো ন চ ব্যাধিপরাভবঃ ॥৭২
মদীয়চরণদ্বন্দ্বে ভক্তিস্তেষাঞ্চ ভূয়সী।
ভবিষ্যতি মুদা যুক্তং স্বান্তং পুংসাং তু পাঠতঃ
ইত্যুক্তা সোঽভবত্তূষ্ণীং নরদেবশিরোমণিঃ।
সুরাঃ সর্ব্বে প্রহৃষ্টাস্তে যযুর্লোকং স্বকং স্বকম্ ॥
রঘুনাথোঽপি ভ্রাতৃংস্তানপালয়ত্তাতবদ্বুধান্।
প্রজাঃ পুত্রানিব স্বীয়াল্লীলয়া লোকনায়কঃ ॥ ৭৫
যস্মিন্ শাসতি লোকানাং নাকালমরণং নৃণাম্
ন রোগাদিপরাভূতির্গৃহেষু চ মহীয়সী ॥ ৭৬
নেতিঃ কদাপি দৃশ্যেত বৈরিজং ভয়মেব চ।
বৃক্ষাঃ সদৈব ফলিনো মহী ভূয়িষ্ঠধান্যকা ॥ ৭৭
পুত্রপৌত্রপরীবার-সনাথীকৃতজীবিতাঃ।
কান্তসংযোগজসুখৈর্নিরস্তবিরহজ্বরাঃ ॥ ৭৮
নিত্যং শ্রীরঘুনাথস্য পাদপদ্মকথোৎসুকাঃ।
কদাপি পরনিন্দাসু বাচস্তেষাং ভবন্তি ন। ৭৯
কারবোঽপি কদা পাপং নাচরন্তি মনস্যপি।

দিত হইয়া, নম্রগ্রীব হইয়া প্রণত সেই দেবতাদিগকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দেবগণ। কোন দেবতা, দৈত্য, যক্ষ অথবা আমার কোন সহোদরও আমার নিকট যে বর প্রাপ্ত হয় নাই, আপনারা আমার নিকটে সেইরূপ কোন দুর্লভ বর প্রার্থনা করুন। দেবগণ কহিলেন,—স্বামিন। আপনি যে আমাদের প্রবল শত্রু দশাননকে নিহত করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের উত্তম বর লাভ হইয়াছে; এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই যে, যখন যখনই কোন দৈত্য আমাদের উপদ্রব করিবে, তখন তখনই আপনি আমাদের সেই শত্রু বিনাশ করিবেন। ৬৮—৬৯। বীর রঘুনন্দন দেবতাদিগেরবাক্যে "তথাস্তু" বলিয়া পুনরায় বলিলেন,—দেবগণ! আপনারা যত্নপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ করুন,—আপনারা মদীয় গুণগ্রথিত যে অপূর্ব্ব স্তব করিলেন এই স্তোত্র, যে মানব প্রাতঃকালে অথবা সন্ধ্যাকালে একবারও পাঠ করিবে, সে কখনই শত্রুর নিকটে পরাভূত হইবে না, কখন দারিদ্র-কষ্ট ভোগ করিবে না, কখন রোগে ভুগিবে না এবং তাহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই আনন্দযুক্ত হইয়া মদীয় পদযুগলে একান্ত আসক্ত হইয়া থাকিবে। ৭০—৭৩। রাজশিরোমণি সেই রাম এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে দেবগণ আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব লোকে গমন করিলেন। লোকনাথ রাম পিতার ন্যায় ভ্রাতৃবর্গ পণ্ডিতগণ এবং প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। ৭৪—৭৫। তাঁহার রাজত্বকালে কাহারও অকালমৃত্যু ছিল না। কেহ কখন রোগে কষ্ট পাইত না, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি কদাপি দৃষ্টিগোচর হইত না, কাহারও শত্রুভয় ছিল না। বৃক্ষ সকল সর্ব্বদাই ফলবান হইয়া থাকিত। পৃথিবী প্রচুর শস্যশালিনী হইতেন। লোক সকল স্ত্রী-পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া সুখে জীবন যাপন করিত। কোনরূপেই স্বজনবিচ্ছেদ-দুঃখ কাহারও ছিল না। সকলেই প্রত্যহ রঘুনাথের পবিত্র কথায় কালযাপন করিত; তাঁহার পবিত্র চরিত্রগাথা শ্রবণে সকলেই একান্ত উৎসুক থাকিত। তৎকালে শিল্প-

রঘুনাথকরাঘাত-দুঃখশঙ্কাভিশংসিনঃ। ৮০
সীতাপতিমুখালোক-নিশ্চলীভূতলোচনাঃ।
লোকা বভূবুঃ সততং কারুণ্যপরিপূরিতাঃ।
রাজ্যং প্রাপ্তমসাপত্নং সমৃদ্ধবলবাহনম্।
ঋষিভির্হৃষ্টপুষ্টৈশ্চ রমাহাটকভূষণৈঃ। ৮২
সম্পূর্ণমিষ্টাপূর্ত্তানাং ধর্ম্মাণাং নিত্যকর্ত্তৃভিঃ।
সদা সম্পন্নশস্যঞ্চ সুচারুক্ষেত্রসঙ্কুলম্। ৮৩
সুদেশং সুপ্রজং স্বস্থং সুতৃণং বহুগোধনম্
দেবতায়তনানাঞ্চ রাজিভিঃ পরিরাজিতম্। ৮
সুপূর্ণা যত্র বৈ গ্রামাঃ সুবিত্তদ্ধিবিরাজিতাঃ।
সুপুষ্পরুচিরোদ্যানাঃ সুস্বাদুফলপাদপাঃ। ৮
সপদ্মিনীককাসারা যত্র রাজন্তি ভূময়ঃ।
নদ্যন্তা নিম্নগা যত্র ন যত্র জনতা ক্বচিৎ। ৮৬

কুলান্যেব কুলীনানি বর্ণানাং ন ধনানি চ।
বিভ্রমো যত্র নারীষু ন বিদ্বৎসু চ কর্হিচিৎ। ৮
নদ্যঃ কুটিলগামিন্যো ন যত্র বিষয়ে প্রজাঃ।
তমোযুক্তাঃ ক্ষপা যত্র বহুলেষু ন মানবাঃ। ৮
রজোযুজঃ স্ত্রিয়ো যত্র ন ধর্ম্মবহুলা নরাঃ।
ধনৈরনন্ধো যত্রাস্তি জনো নৈব চ ভোজনম্
অনয়ঃ স্যন্দনং যত্র ন চ বৈ রাজপুরুষঃ।
দণ্ডঃ পরশুকুদ্দালবালব্যজনরাজিষু। ৯০

কার বা বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের কেহ রামের ভয়ে মনে মনেও কাহাকেও প্রতা রণা করিবার অভিপ্রায় করিতে পারে নাই। ৭৬—৮০। লোক সকল একাগ্রদৃষ্টি হইয়া রামের সুন্দর মুখ-কমল দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইত। তখনকার সকল লোকই দয়াবান্ ছিল। সেই রাজ্য সর্ব্বদাই ধন-ধান্যে সৈন্য-সামন্তে সমৃদ্ধ থাকিত শত্রু একেবারে ছিল না। তৎকালে ঋষিগণ হৃষ্ট পুষ্ট এবং সর্ব্বদাই রমণীয় স্বর্ণভূষণে ভূষিত থাকিতেন; রাজ্যের মঙ্গলকামনায় নিয়ত ইষ্টাপূর্ত্ত ধর্ম্ম আচরণ করিতেন রামের রাজত্বকালে বিবিধ উত্তম শস্য-ক্ষেত্র সর্ব্বদাই প্রচুর শস্যে পূর্ণ থাকিত; গবাদির খাদ্য প্রচুর উৎপন্ন হইত, দেশের স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল; প্রজাগণ সকলেই সাধু ব্যবহারে কালযাপন করিত। গোধন প্রচুর ছিল। গ্রাম সকল বহুতর দেবালয়, উত্তম পুষ্পোদ্যান ও সুস্বাদুফলযুক্ত বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত ছিল। সকলেই সমৃদ্ধিশালী ছিল। বহুতর সরোবর এবং প্রত্যেক সরোবরেই পদ্মিনী শোভা পাইত। তৎকালে নদীই উদ্ধতবেগে চলিত, কিন্তু কোন লোকই উদ্ধতভাবে চলিত না। ৮১—৮৬। লোক সকল কুলীন (সদ্বংশজাত) ছিল। কাহারও অর্থ কুলীন (১) (চৌরভয়ে ভূগর্ভ নিহিত) ছিল না। রমণীগণেই বিভ্রম (বিলাস) ছিল, পণ্ডিতবর্গে কখনই বিভ্রম (ভ্রান্তি) দেখা যাইত না। নদীসকল বক্রগামী ছিল। প্রজাবর্গের মধ্যে কেহই বক্রগামী ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিই কেবল তৎকালে তমোযুক্ত (অন্ধকারময়) হইত, মনুষ্যগণ তমোযুক্ত ছিল না। রমণীরাই কেবল রজোযুক্ত (রজস্বলা) হইত, ধার্ম্মিক মানব কেহই কখন রজোযুক্ত (রাজসিক ভাবাপন্ন) ছিল না। মনুষ্যই কেবল ধনসত্ত্বেও অনন্ধ (অমত্ত) ছিল, ভোজন অনন্ধ (২) অর্থাৎ অন্নশূন্য ছিল না।—৮৭—৮৯। তৎকালে অনয় (৩) অর্থাৎ লৌহসম্পর্কশূন্য রথ ছিল, কিন্তু রাজপুরুষ কেহই অনয় অর্থাৎ নীতিশূন্য

(১) কুলীন কু পৃথিবী, তাহাতে লীন লুক্কায়িত। চোরের ভয়ে পূর্ব্বকালের লোকেরা মাটীর ভিতরে অর্থ লুকাইয়া রাখিত, রাম-রাজ্যে চোরের ভয় না থাকায় কাহাকেও তাহা করিতে হয় নাই।

(২) অনন্ধঃ—অন্ধস্—অন্ন, তৎকালে অন্নাহার সকলেরই জুটিত, অন্নাভাবে কাহাকেও ফল-মূল খাইয়া কাটাইতে হইত না।

(৩) অয়স্—লৌহ, অনয় লৌহশূন্য কাষ্ঠময়।

আতপত্রেষু নাম্যত্র কচিৎ ক্রোধোপরোধজঃ ।
অক্ষক্রীড়কবৃন্দেভ্যঃ কচিন্ন পরিদেবনম্‌ ॥ ৯১
আক্ষিকা এব দৃশ্যন্তে যত্র পাশকপাণয়ঃ ।
জাড্যবার্ত্তা জলেষ্বেব স্ত্রীমধ্যা এব দুর্ব্বলাঃ ॥
কঠোরহৃদয়া যত্র সীমন্তিন্যো ন মানবাঃ ।
ওষধীষ্বেব যত্রাস্তি কুষ্ঠযোগো ন মানবে ॥৯৩
বেধো যত্র সুরত্নেষু শূলং মূর্ত্তিকরেষু বৈ ।
কম্পঃ সাত্বিকভাবোত্থো ন ভয়াৎকাপি কস্যচিৎ
সংজ্বরঃ কামজো যত্র দারিদ্র্যং কলুষস্য চ ।
দুর্লভত্বং সদৈবস্য সুকৃতে ন চ বস্তুনঃ ॥ ৯৫
ইভা এব প্রমত্তা বৈ যুদ্ধে বীচ্যো জলাশয়ে ।
দানহানির্গজেষ্বেব তীক্ষ্ণা এব হি কণ্টকাঃ ॥৯৬
বাণেষু গুণবিশ্লেষো বক্রোক্তিঃ পুস্তকে দৃঢ়া ।

ছিল না। কুঠার, কুদ্দাল, চামর,ছত্র প্রভৃতিতেই দণ্ড ছিল (অপরাধী না থাকায়) অপরাধীর উপরে ক্রোধজ দণ্ড ছিল না। দ্যূতকরদিগেরই পরিদেবন (ক্রীড়া) ছিল, আর কোথাও পরিদেবন অর্থাৎ শোকজ বিলাপ ছিল না। দ্যূতকরেরাই পাশকহস্ত হইত,—(অক্ষ হস্তে লইয়া ক্রীড়া করিত) আর কেহই পাশক হস্ত অর্থাৎ অপরাধে পাশ অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ-হস্ত হইত না। জড়তার (শীতলতার) কথা জলেই ছিল, আর কাহারই জড়তা (মূর্খতা) ছিল না। শাসনগুণে সকলেই সুশিক্ষিত ছিল। স্ত্রীলোকেরাই দুর্ব্বলা ছিল (১) আর কেহ তৎকালে দুর্ব্বল (আহারাভাবে) ছিল না। হৃদয়ের কঠোরতা একমাত্র রমণীদিগেরই ছিল, (২) আর কাহারও ছিল না। ঔষধিসমূহের মধ্যে কুষ্ঠ (৩) ছিল, কোন মনুষ্যের কুষ্ঠ ছিল না। উত্তম রত্নেই বেধ (১) ছিল, আর কাহারও বেধ ছিল না। প্রতিমার হস্তেই শূল (২) দেখা যাইত, আর কাহারও শূল ছিল না। সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে কম্প হইত, ভয়জনিত কম্প কাহারই ছিল না; কামজ্বর ছিল, আর কোনরূপ জ্বর ছিল না; পাপের দারিদ্র (অভাব) ছিল, আর কাহারও দারিদ্র ছিল না। ভাগ্যাধীন পুণ্যকারী দুর্লভ ছিল (৩) তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য দুর্লভ ছিল না। হস্তীরাই যুদ্ধে মত্ত হইত, অন্য কেহ মদ মত্ত হইত না। জলাশয়েই বীচি ছিল, অন্য কাহারও বীচি (৪) ছিল না। হস্তীতেই দানাভাব (৫) দৃষ্ট হইত। কণ্টকেই তীক্ষ্ণতা (৬) দেখা

---

(১) স্ত্রীলোকদিগের দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক, সুতরাং তাহা প্রশংসাই।

(২) হৃদয়ের কাঠিন্যও স্ত্রীলোকদিগের বর্ণনীয় বিষয়, নিন্দনীয় নহে। কবিরা শিরীষ পুষ্পের উপমা দিয়া সুন্দরী রমণীর বর্ণনা করিয়াছেন, শিরীষ পুষ্প অতি কোমল, কিন্তু বৃন্ত অতি কঠিন; স্ত্রীলোক বাহ্যাবয়বে বড়ই কমল, হৃদয় কঠিন।

(৩) কুষ্ঠ—কুড় কাষ্ঠ, অন্যত্র কুষ্ঠ রোগ।

(১) বেধ—ছিদ্র, অন্যত্র বেধ, গৃহচ্ছিদ্র অথবা শত্রুর বাণে বিদ্ধ হওয়া।

(২) শূল অস্ত্র, অন্যত্র শূল রোগবিশেষ।

(৩) শাসনগুণে কেহই পাপকর্ম্ম করিবার সুযোগ পাইত না, সকলেই পুণ্য কার্য্য করিত; এই কারণে জন্মান্তরীণ শুভাদৃষ্টবলে স্বতই পুণ্য কর্ম্মে মতি কাহার আছে, তাহা লক্ষ্য করা কঠিন হইত।

(৪) জলাশয়ে বীচি, তরঙ্গ। অন্যত্র বীচি, ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ।

(৫) হস্তীতে দান, অর্থাৎ মদের অভাব। সকল সময়ে হস্তীর মদক্ষরণ হয় না। অন্যত্র অর্থবিভাগের অভাব।

(৬) তীক্ষ্ণতা, উগ্রভাগ অপর কাহারও দেখা যাইত না।

স্নেহত্যাগঃ খলেষেব ন চ বৈ স্বজনে জনে ॥৯৭
তং দেশং পালয়ামাস লালয়ন্ললিতাঃ প্রজাঃ।
ধর্ম্মং সংস্থাপয়ন্ দেশে দুষ্টে দণ্ডধরো যমঃ ॥৯৮
ইত্থং পালয়তস্তস্য ধর্ম্মেণ ধরণীতলম্।
সহস্রাণি ব্যতীয়ুর্বৈ বর্ষাণ্যেকাদশ প্রভোঃ ॥৯৯
তত্র নীচজনাচ্ছ্রুত্বা সীতায়া অপমানতাম্।
রজকোক্ত্যা স্ববনিতাং তাং তত্যাজ রঘূদ্বহঃ ॥
পৃথ্বীং পালয়মানস্য ধর্ম্মেণ নৃপতেস্তদা।
সীতাবিরহিতামেকাং নিদেশেন সুরক্ষিতাম্ ॥
কদাচিৎ সংসদো মধ্যে হ্যাসীনস্য মহামতেঃ।
আজগাম মুনিশ্রেষ্ঠঃ কুম্ভোৎপত্তির্ম্মুনির্ম্মহান্ ॥
গৃহীত্বার্ঘ্যং সমুত্তস্থৌ বসিষ্ঠেন সমন্বিতঃ।
জনতাভির্ম্মহারাজো বার্দ্ধিশোষকমদ্ভুতম্ ॥১০৩
স্বাগতেন স সম্ভাব্য পপ্রচ্ছ তমনাময়ম্।
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং বভাষে রঘুনন্দনঃ ॥ ১০৪

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

ইত্থং স্বাগতসন্তুষ্টং ব্রহ্মচর্য্যতপোনিধিম্।
উবাচ মতিমান্ বীরঃ সর্ব্বলোকগুরুর্ম্মুনিম্ ॥ ১
স্বাগতং তে মহাভাগ কুম্ভভূতে তপোনিধে।
ত্বদ্দর্শনেন সর্ব্বে বৈ পাবিতাঃ সকুটুম্বকাঃ ॥ ২
কচ্চিন্নতিস্তে বেদেষু শাস্ত্রেষু পরিবর্ত্ততে।

যাইত। ৯০—৯৬। গুণচ্ছেদ (১) বাণেই ঘটিত, পুস্তকেই দৃঢ়বন্ধ (২) ছিল। খল-ব্যক্তিতেই লোকের স্নেহাভাব লক্ষিত হইত, আত্মীয় ব্যক্তির উপর কাহারও স্নেহাভাব হইত না। রাম শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং দেশের ধর্ম্মস্থাপন করত সেই রাজ্য পালন করিতেন। দুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তিনি সাক্ষাৎ যমস্বরূপ ছিলেন। প্রভু রামচন্দ্র এইরূপে ধর্ম্মানুসারে একাদশ সহস্র বৎসর সমগ্র পৃথিবীরাজ্য পালন করিলেন। অনন্তর রঘুনাথ একদিন কোন রজকজাতীয় নিকৃষ্ট ব্যক্তির মুখে সীতার রাবণগৃহে বসতিনিবন্ধন অপবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে (অম্লানবদনে) বনে ত্যাগ করিলেন। ৯৭—১০০। তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া (অন্তরে একান্ত অসুখী হইলেও) পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণভাবে যথানিয়মে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে পৃথিবী সুরক্ষিতা; রাজ্যমধ্যে কোথাও অশান্তির লেশমাত্রও দৃষ্ট হইত না। একদা মহামতি রাম সভামধ্যে আসীন রহিয়াছেন, এমত সময়ে মুনিবর অগস্ত্যদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ রাম মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া সভাস্থিত জনগণ সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠদেবের সহিত, অর্ঘ্য-হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঐ সমুদ্রশোষক অদ্ভুতচরিত্র মুনিবরকে স্বাগতবাক্যে সংবর্দ্ধনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি সুখাসীন হইয়া বিশ্রাম লাভ করিলে রঘুনন্দন তাঁহাকে বলিলেন। ১০১—১০৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তদেব কহিলেন,—সকল লোকগুরু মতিমান্ রাম, তৎকৃত স্বাগত প্রশ্নে সুসন্তুষ্ট, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার নিধি মুনিবর অগস্ত্য-দেবকে কহিলেন,—হে মহাভাগ কুম্ভ-যোনে! হে তপোনিধে! আপনার মঙ্গল ত? আপনার দর্শনলাভে আমি সপরিবারে পবিত্র হইয়াছি; আপনার বেদশাস্ত্রের

(১) গুণচ্ছেদ জ্যাচ্ছেদ, অন্যত্র দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের অভাব।

(২) পুস্তক অর্থাৎ কাব্যে দৃঢ়বন্ধ,—পদ্মমুরজ প্রভৃতি বন্ধ, অন্যত্র অপরাধাভাবে উগ্রশাসন ছিল না।

স্তপোবিঘ্নকর্ত্তা বৈ নাস্তি ভূমণ্ডলে ক্বচিৎ । ৩
লোপামুদ্রা মহাভাগ যা চ তে ধর্ম্মচারিণী
যস্যাঃ পতিব্রতাধর্ম্মাৎ সর্ব্বং ভবতি শোভনম্
অপি শংস মহাভাগ ধর্ম্মমূর্ত্তে কৃপানিধে ।
অলোলুপস্য কিং কার্য্যং করবাণি মুনীশ্বর । ৫
ত্বত্তপোযোগতঃ সর্ব্বং ভবতি স্বেচ্ছয়া বহু ।
তথাপি ময়ি কৃত্বৈব কৃপাং শংস মহামুনে । ৬

শেষ উবাচ ।

ইত্যুক্তো লোকগুরুণা রাজরাজেন ধীমতা ।
উবাচ রামং লোকেশং বিনীততরভাষয়া । ৬

অগস্ত্য উবাচ ।

স্বামিংস্তব সুদুর্দ্দর্শং দর্শনং দৈবতৈরপি ।
কৃত্বা সমাগতং বিদ্ধি রাজরাজ কৃপানিধে । ৮
হতস্ত্বয়া রাবণাখ্যস্ত্বসুরো লোককণ্টকঃ ।
দিষ্ট্যাদ্য দেবাঃ সুখিনো দিষ্ট্যা রাজা
বিভীষণঃ । ৯
রাম ত্বদ্দর্শনান্মেঽদ্য গতং বৈ দুষ্কৃতং কিল ।
সম্পূর্ণো মে মনঃক্ষোভো হতং সর্ব্বং সুদুষ্কৃতম্
ইত্যুক্ত্বাপি বভূবাশু তূষ্ণীং কুম্ভসমুদ্ভবঃ
রামসন্দর্শনাহ্লাদ-বিহ্বলীকৃতমানসঃ । ১১
রামঃ পপ্রচ্ছ তং ভূয়ো মুনিং জ্ঞানবিশারদম্ ।
লোকাতীতং ভবন্তাবি সর্ব্বং জ্ঞাতারমিঙ্গিতম্
মুনে কথয় মে সর্ব্বং পৃচ্ছতো হি সবিস্তরম্ ।
কোঽসৌ ময়া হতো যো হি রাবণো বিবুধার্দ্দনঃ
কুম্ভকর্ণোঽপি কস্তেষ কা জাতিস্তৈস্য দুরাত্মনঃ ।
দেবো দৈত্যঃ পিশাচো বা মানবো বা মহামুনে
সর্ব্বমাখ্যাহি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বং জানাসি বিস্তরাৎ ।
তথা কুরু মহাদেশং কৃপাং কৃত্বা মমোপরি । ১৫
ইতি শ্রুত্বা ততো বাক্যং কুম্ভজন্মা তপোনিধিঃ
যৎপৃষ্টং রঘুরাজেন প্রবক্তুং তৎপ্রচক্রমে । ১৬
রাম সৃষ্টিকরো ব্রহ্মা পুলস্ত্যস্তৎসুতোঽভবৎ

আলোচনা নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে ত ? আপনার তপস্যার বিঘ্ন কেহ করিতেছে না ত ? হে মহাভাগ ! আপনার সহধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা যাঁহার পতিব্রতাধর্ম্মে জগৎ মঙ্গলময় হইয়াছে, তিনি কুশলে আছেন ত ? হে ধর্ম্মমূর্ত্তে কৃপাময় মুনীশ্বর ! আমি জানি, আপনার কোন বিষয়ে স্পৃহা নাই এবং অচিরেই যদিও হয় ত তপোবলে তাহা পূরণ করিতে পারেন, তথাপি আপনার কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, কৃপা করিয়া আজ্ঞা করুন । ১—৬ । অনন্তদেব কহিলেন,—রাজরাজেশ্বর লোকগুরু ধীমান্ রাম এই কথা বলিলে, অগস্ত্যদেব অতি বিনীতভাষায় বলিলেন,—"হে স্বামিন্ ! হে হে কৃপানিধে রাজেশ্বর ! আমি দেবদুর্লভ তোমার দর্শনলাভ করিবার নিমিত্তই আসিয়াছি জানিবে । তুমি রাবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া লোকের কণ্টক দূর করিলে, সৌভাগ্যক্রমে আজ দেবগণ সুখী । সৌভাগ্যক্রমে আজ বিভীষণ লঙ্কার রাজা । হে রাম ! তোমার দর্শনে আজ আমার পাপরাশি বিদূরিত হইল । মনঃক্ষোভ সুসম্পূর্ণ হইল । সমস্ত পাপ ধ্বংস হওয়ায় আমার মনোরথ সম্পূর্ণ হইল ।" রামসন্দর্শন-জনিত আনন্দে বিহ্বলচিত্ত মুনিবর অগস্ত্য এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । রাম ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নিখিল অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞাতা জ্ঞানবিশারদ মুনিবর অগস্ত্যকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর ! আমি আপনার নিকটে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বিস্তৃতভাবে তৎসমুদয়ের উত্তর দিন । আমি দেবগণের পীড়াদায়ক যে রাবণকে বধ করিয়াছি, ঐ রাবণ কে ? কুম্ভকর্ণ কে ? আর দুরাত্মা রাবণের জাতিই বা কে ? মুনিবর ! ঐ রাবণ দেব, দৈত্য, পিশাচ বা মানুষের মধ্যে কাহার বংশে উৎপন্ন ? আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি সমস্তই জানেন ; অতএব বিস্তৃতভাবে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন । দয়া করিয়া এই বিষয়ের উত্তর দিয়া আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন । ৭—১৫ । তপোনিধি কুম্ভজ, রামকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতে আরম্ভ

ততস্তু বিশ্রবা যজ্ঞে বেদবিদ্যাবিশারদঃ। ১৬
তস্য পত্নীদ্বয়ং জাতং পাতিব্রত্যচরিত্রভৃৎ।
একা মন্দাকিনীনাম্নী দ্বিতীয়া কৈকসী স্মৃতা॥
পূর্ব্বস্যাং ধনদো জজ্ঞে লোকপালবিলাসধৃক্।
যোঽসৌ শিবপ্রসাদেন লঙ্কাবাসমচীকরৎ॥১৯
বিদ্যুন্মালীসুতায়াং তু পুত্রত্রয়মভূন্মহৎ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তথা পুণ্যো বিভীষণঃ॥ ২০
রাক্ষস্যাদরজন্মত্বং সন্ধ্যাসময়সম্ভবৎ।
দ্বয়োরধর্ম্মনিপুণা মতিরাসীন্মহামতে॥ ২১
একদা তু বিমানেন পুষ্পকেণ সুশোভিনা।
কাঞ্চনীয়োপভূষেণ কিঙ্কিণীজালমালিনা॥ ২২
আরুহ্য পিতরৌ দ্রষ্টুং যযৌ শোভাসমন্বিতঃ।
স্বগণৈঃ সংস্কৃতো ভূত্বা নানারত্নবিভূষণৈঃ॥২৩
আগত্য পিত্রোশ্চরণে পতিত্বা চিরমাত্মজঃ।
হর্ষ-বিহ্বলিতাত্মা চ রোমাঞ্চিততনূরুহঃ॥ ২৪
উবাচ মেঽদ্য সুদিনং মহাভাগ্যফলোদয়ম্।
যন্মে যুষ্মৎপদৌ দৃষ্টৌ মহাপুণ্যপ্রদর্শনৌ॥ ২৫
ইত্যাদিভিঃ স্তুতিপদৈঃ স্তুত্বাগাৎ স্বকমন্দিরম্।
পিতরাবপি সংহৃষ্টৌ পুত্রস্নেহাদ্বভূবতুঃ॥ ২৬
তং দৃষ্ট্বা রাবণো ধীমান্ জগাদ নিজমাতরম্।
কোঽয়ং পুমান্ সুরো বাথ যক্ষো
বাথ নরোত্তমঃ॥ ২৭
যোঽসৌ মম পিতুঃ পাদৌ সন্নিষেব্য
গতঃ পুনঃ।
মহাভাগ্যনিধিঃ স্বীয়ৈর্গণৈঃ সম্পরিবারিতঃ॥২৮
কেনেদং তপসা লব্ধং বিমানং বায়ুবেগধৃক্।
উদ্যানারামলীলাদি-বিলাসস্থানমুত্তমম্॥ ২৯
শেষ উবাচ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য জননী রোষবিক্লবা।
উবাচ পুত্রং বিমনাঃ কিঞ্চিন্নেত্রবিকারিণী॥ ৩০

করিলেন—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুলস্ত্য নামে এক পুত্র হয়; সেই পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা, তিনি বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সুচরিত্রা পতিব্রতা দুইটী পত্নী ছিল। প্রথমা পত্নীর নাম মন্দাকিনী, দ্বিতীয়া পত্নীর নাম কৈকসী। বিশ্রবার প্রথমা পত্নী মন্দাকিনীর গর্ভে লোকপাল কুবেরের জন্ম হয়। মহাদেবের অনুগ্রহে সেই কুবেরই প্রথমে লঙ্কা-রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পরে বিশ্রবার দ্বিতীয়া পত্নী বিদ্যুন্মালীর কন্যা কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এই তিনটী পুত্র উৎপন্ন হয়। হে মহামতে! বিভীষণ ধর্ম্মাত্মা। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে মতি ছিল। একে রাক্ষসীর গর্ভে, তাহাতে আবার সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া রাবণ ও কুম্ভকর্ণের সর্ব্বদাই অধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি ছিল। ১৬—২১। একদা কুবের পিতা-মাতাকে দেখিবার নিমিত্ত সুবর্ণমণ্ডিত কিঙ্কিণীজালবিভূষিত পুষ্পকবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া,নানা রত্নবিভূষিত স্বগণ সমভিব্যাহারে পিতামাতার সমীপে গমন করিলেন; এবং তাঁহাদের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত-শরীর ও বিহ্বল হইয়া বলিলেন,—"আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য,—বড়ই সুদিন; যেহেতু মহাপুণ্য-প্রদ—আপনাদের পাদপদ্ম দেখিতে পাইলাম"—ইত্যাদি প্রকার বিনয়-মধুর স্তুতি বাক্যে পিতামাতাকে স্তব করিয়া কুবের স্বভবনে গমন করিলেন। মাতা-পিতাও পুত্র স্নেহবশতঃ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ২২—২৬। ধীমান্ রাবণ ইতিপূর্ব্বে কুবেরকে কখন দেখে নাই, সুতরাং তাহাকে জানিত না; তৎকালে তাহাকে দেখিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ঐ যে বহু আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া আগমনপূর্ব্বক আমার পিতার পদসেবা করিয়া চলিয়া গেল; ঐ মহাভাগ্যবান্ পুরুষটী কে? কোন দেবতা, যক্ষ অথবা কোন প্রধান মনুষ্য? ঐ ব্যক্তি কিরূপ তপস্যা করিয়া উদ্যান প্রভৃতি স্থানে ক্রীড়া করিবার প্রধান সহায় এই বায়ুর ন্যায় বেগবান্ উত্তম বিমান লাভ করিয়াছে? অনন্তদেব কহিলেন,—রাবণমাতা কৈকসী পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ও ঈর্ষ্যায় বিহ্বলা

রে পুত্র শৃণু মদ্বাক্যং বহুশিক্ষাসমন্বিতম্।
এতস্য জন্মকর্মাদি বিচারচতুরাধিকম্॥ ৩১
সপত্ন্যা মম কুক্ষিস্থং নিধনং সমুপস্থিতম্।
যেন স্বমাতুর্বিমলং কুলমুজ্জ্বলিতং মহৎ॥ ৩২
ত্বং তু মৎকুক্ষিগঃ কীটঃ স্বোদরস্য প্রপূরকঃ।
যথা খরঃ স্বকং ভারং জানাতি ন চ তদ্গুণম্॥
তথা ত্বং লক্ষ্যসেঽজ্ঞানী শয়নাশনভোগবান্।
সুপ্তো গতঃ ক্বচিদ্ভ্রষ্ট ইত্যেব তব সম্ভবঃ॥৩৪
অনেন তপসা লব্ধং শিবসন্তোষকারিণা।
লঙ্কাবাসো মনোবেগং বিমানং রাজ্যসম্পদঃ॥
সুধন্যা জননী তস্য সুভাগ্যা সুমনোদয়া।
যস্যাঃ পুত্রো নিজগুণৈর্লব্ধবান্ মহতাং পদম্॥

হইয়া নেত্রবিকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কিছু দুঃখিত-ভাবে প্রকাশ করিয়া কহিল। ২৭—৩০। রে পুত্র! এই ব্যক্তি কে? কোথায় জন্ম, কিরূপ কার্য্য করে, ইত্যাদি বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর, শুনিলে তোমার বহুতর শিক্ষা—জ্ঞানলাভ হইবে। এ ব্যক্তি আমার সপত্নীর গর্ভজাত, এবং তাহার অমূল্য নিধিস্বরূপ; কারণ এ নিজ মাতার নির্ম্মল কুল উজ্জ্বল করিয়াছে। তুমি আমার গর্ভজাত কীটস্বরূপ—কোন কর্ম্মের নহ; কেবল নিজ উদর পূরণে সমর্থ। গর্দ্দভ যেরূপ নিজ ভারের গুণাগুণ কিছুই বুঝে না, কেবল বহিতে পারে মাত্র; সেইরূপ তুমি শয়ন, ভোজন, ভোগবিলাসে বিলক্ষণ পটু; কিন্তু ঘোর অজ্ঞ। তুমি আমার পুত্র বটে, কিন্তু তোমার থাকা, না-থাকার মধ্যে গণ্য, তুমি যে আমার জীবিত পুত্র, তাহা ত মনে হয় না। মনে হয় তুমি নিদ্রিত আছ, অথবা কোথায়ও চলিয়াছ, কিংবা হইয়া নষ্ট হইয়াছ। এই দেখ, এই ব্যক্তি তপোবলে মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে লঙ্কা নগরীর অতুল ঐশ্বর্য্য ও মনের ন্যায় বেগবান্ মনোহর বিমান লাভ করিয়াছে। ৩১—৩৫। যাহার পুত্র নিজগুণে এইরূপ মহৎ ঐশ্বর্য্য ও পদ লাভ

ইতি ক্রুধা ভাষিতমার্ত্তয়া তয়া
মাত্রা স্বয়াকর্ণ্য দুরাত্মসত্তমঃ।
শেষং বিধায়াত্মগতং পুনর্বচো
জগাদ তাং নিশ্চয়ভূত্তপঃ প্রতি॥ ৩৭

রাবণ উবাচ।

অনন্যাকর্ণয় বচো মম গর্ব্বসমন্বিতম্।
রত্নগর্ভা ত্বমেবাসি যস্যাঃ পুত্রাস্ত্রয়ো বয়ম্॥ ৩৮
কোঽসৌ কীটঃ স ধনদঃ ক তপঃ স্বল্পকং পুনঃ
কা লঙ্কা কিন্তু তদ্রাজ্যং স্বল্পসেবকসংযুতম্॥৩৯
মাতঃ শৃণু মমোৎসাহাৎ প্রতিজ্ঞাং করুণাবিতে
ন কেনাপি কৃতাং কর্ত্তা মহাভাগ্যে হি কৈকসি
যদ্যহং ভুবনং সর্ব্বং বশে ন স্থাপয়ামি বৈ।
তপোভির্দুষ্করৈঃ কৃত্বা ব্রহ্মসন্তোষকারকৈঃ।
অন্নোদকে সদা ত্যক্ত্বা নিদ্রাং ক্রীড়াং
তথা পুনঃ

করিয়াছে, সেই মাতাই ভাগ্যবতী পুণ্যবতী ও অতি ধন্যা।” দুরাত্মাদিগের অগ্রগণ্য রাবণ, মাতা কর্ত্তৃক দুঃখ ও ক্রোধ সহকারে কথিত উক্ত প্রকার কটুবাক্য শ্রবণ করত, মনে মনে অতিশয় অপমান বোধ করিয়া তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিল—“মাতঃ! আমার সগর্ব্ব উক্তি শ্রবণ কর। যখন আমরা তোমার তিন পুত্র বর্ত্তমান, তখন তুমিই মা রত্নগর্ভা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঐ কীটতুল্য কুবের অথোর কে? উহার ক্ষুদ্র তপস্যাই বা কি? নির্দ্দিষ্ট কতিপয় সেবক-সমন্বিত অতি ক্ষুদ্র উহার লঙ্কারাজ্যই বা কি? উহা ত অতি সামান্য। হে দয়াময়ি মাতঃ! তুমি কটু বাক্যে আমাকে উত্তেজিত করিয়া যথেষ্ট পুত্রবাৎসল্য প্রদর্শন করিলে। আমি উৎসাহ সহকারে তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি—এরূপ প্রতিজ্ঞা আর কেহ কখন করে নাই। হে মাতঃ কৈকসি! তুমি মহাভাগ্যবতী; আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। আমি নিদ্রা ক্রীড়া, এমনি কি অন্নজল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মার সন্তোষকর দুষ্কর তপস্যা

চেত্তদা পিতৃলোকস্য ঘাতাৎ পাপং ভবেন্মম ।
কুম্ভকর্ণোঽপি কৃতবান্ বিভীষণসমন্বিতঃ ।
রাবণোঽথ সহ ভ্রাতৃভ্যাং ত্যক্তাগাদ্-
গিরিকাননম্ । ৪৩

অগস্ত্য উবাচ ।

অথোগ্রং স তপো দৈত্যো দশবর্ষসহস্রকম্ ।
চকার ভানুমক্ষ্য চ পঞ্চমূর্দ্ধং পদে স্থিতঃ । ৪৪
কুম্ভকর্ণোঽপি কৃতবাংস্তপঃ পরমদুশ্চরম্ ।
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা চচার পরমং তপঃ । ৪৫
তদা প্রসন্নো ভগবান্ দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ ।
দেবদানবযক্ষাদিমুকুটৈঃ পরিসেবিতঃ । ৪৬
দদৌ রাজ্যং চ সুমহদ্‌ভুবনত্রয়ভাস্বরম্ ।
বপুশ্চ কৃতবান্ রম্যং দেবদানবসেবিতম্ । ৪৭
তদা সত্বা পতো ভ্রাতা ধনদো ধর্ম্মবুদ্ধিমান্ ।
বিমানং তু ততো নীতং লঙ্কা চ নগরী হঠাৎ ।

ভুবনং তাপিতং সর্ব্বং দেবাশ্চৈব দিবো গতাঃ
হতবান্ ব্রাহ্মণকুলং মুনীনাং মূলকৃন্তনঃ । ৪৯
তদাতিদুঃখিতা দেবাঃ সেন্দ্রা ব্রহ্মাণমাযযুঃ ।
স্তুতিং চক্রুর্মহাত্মানো দণ্ডবৎপ্রণতিং গতাঃ ।
তে তুষ্টুবুঃ সুরাঃ সর্ব্বে বাগ্‌ভিরিষ্টাভিরাদৃতাঃ
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ কিং করোমীতি
চাব্রবীৎ । ৫১ ।
ততো নিবেদয়াঞ্চক্রুর্ব্রহ্মণে বিবুধাঃ পুরা ।
দশগ্রীবাচ্চ সঙ্কষ্টং তথা নিজপরাভবম্ । ৫২
ক্ষণং ধ্যাত্বা যযৌ ব্রহ্মা কৈলাসং ত্রিদশৈঃ সহ
তস্য শৈলস্য পার্শ্বে তু বৈচিত্র্যেণ সমাকুলাঃ ।
স্থিতাঃ সন্তুষ্টুবুর্দ্দেবাঃ শম্ভুং শক্রপুরোগমাঃ ।
নমো ভবায় শর্ব্বায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ ।
নমঃ স্থূলায় সূক্ষ্মায় বহুরূপায় তে নমঃ । ৫৪

করিয়া, যদি ত্রিভুবন বশীভূত করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার পিতৃহত্যার পাপ হয়। ৩৬—৪২। বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণও মাতার নিকটে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। অনন্তর রাবণ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত গিরিকাননে গমন করিল। অগস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সেই রাবণ, ঊর্দ্ধদিকে সূর্য্যাভিমুখে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিল। কুম্ভকর্ণ ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও ঐরূপে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। অনন্তর দেব, দৈত্য, যক্ষগন্ধর্ব্বাদি সকলেই পদানত হইয়া যাঁহার সেবা করিতে ব্যগ্র হয়, সেই ভগবান্ দেবদেব প্রজাপতি রাবণাদির উক্ত প্রকার কঠোরতম তপস্যায় সাতিশয় প্রীত হইয়া সাক্ষাৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক ত্রিভুবনের আধিপত্য প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগের শরীর দেবদানব-সেবিত অতি রমণীয় করিয়া দিলেন। ৪৩—৪৭। অনন্তর দুরাত্মা রাবণ তপঃপ্রভাবে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি কুবেরকে অশেষপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে লাগিল, পুষ্পক বিমান কাড়িয়া লইয়া লঙ্কারাজ্য হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল এবং স্বয়ং সেই লঙ্কানগরীতে অবস্থানপূর্ব্বক সমস্ত জগতে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ রাবণ-হস্তে নিহত হইলেন। বহুতর মুনি রাবণ হস্তে নির্ব্বংশ হইলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবগণ মধুর বচনে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মার স্তব করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন,—"তোমাদের কি কার্য্য করিব বল।" অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে রাবণ হইতে আপনাদের দুর্গতি ও পরাভব নিবেদন করিলে, ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরে দেবগণ সমভিব্যাহারে কৈলাসে গমন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় গমনপূর্ব্বক সেই কৈলাস পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে অবস্থানপূর্ব্বক পর্ব্বত-শোভা দর্শনে বিস্ময়বিহ্বল হইয়া শম্ভুকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৮—৫৩। "হে দেব! আপনি ভব, শর্ব্ব এবং

ইতি সর্ব্বমুখেনোক্তাং বাণীমাকর্ণ্য শঙ্করঃ।
প্রোবাচ নন্দিনং দেবানানয়েতি মমান্তিকম্॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবা আহূতা নন্দিনা ধ্রুবম্।
প্রবিশ্যান্তঃপুরে দেব দদৃশুর্ব্বিস্মিতেক্ষণাঃ॥৫৬
ব্রহ্মাগত্য দদর্শাথ শঙ্করং লোকশঙ্করম্।
গণকোটিসহস্রৈস্তু সেবিতং মোদশালিভিঃ॥৫৭
নগ্নৈর্বিরূপৈঃ কুটিলৈর্ধূসরৈর্বিকটৈস্তথা।
প্রণিপত্যাগ্রতঃ স্থিত্বা সহ দেবৈঃ পিতামহ॥৫৮
উবাচ দেবদেবেশং পশ্যাবস্থাং দিবৌকসাম্।
কৃপাং কুরু মহাদেব শরণাগতবৎসল॥৫৯
দুষ্টদৈত্যবধার্থং চ সমুদ্যোগং বিধেহ্যতঃ।
সোঽপি তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈন্যশোকসমন্বিতম্॥৬০
ত্রিদশৈঃ সহিতঃ সর্ব্বৈরাজগাম হরেঃ পদম্।
তুষ্টুবুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে সসুরোরগকিন্নরাঃ॥৬১
জয় মাধব দেবেশ জয় ভক্তজনার্ত্তিহন্।
কৃপাং কুরু মহাদেব বিলোকয় স্বসেবকান্॥৬২
ইত্যুচ্চৈর্জগদুঃ সর্ব্বে দেবাঃ শর্ব্বপুরোগমাঃ॥৬৩

ইত্যুক্তমাকর্ণ্য সুরাধিনাথো
দুষ্টাং সুরার্ত্তিং পরিচিন্ত্য বিষ্ণুঃ।
জগাদ দেবান্ জলদোচ্চয়া গিরা
দুঃখং তু তেষাং প্রশমং নয়ন্নিব॥৬৪
ভো ব্রহ্মশর্ব্বেন্দ্রপুরোগমামরাঃ
শৃণ্বন্তু বাচং ভবতাং হিতে রতাম্।
জানে দশগ্রীবভয়ং কৃতং ব-
স্তন্নাশয়াম্যদ্য কৃতাবতারঃ॥৬৫
পুরী অযোধ্যা রবিবংশজাতৈ-
র্নৃপৈর্মহাদানমখাদিসৎক্রিয়ৈঃ।
প্রপালিতা ভূতলমণ্ডলালয়া
বিরাজতে রাজতভূমিভাগৈঃ॥৬৬
তস্যাং দশরথো রাজা নিরপত্যঃ শ্রিয়ান্বিতঃ।
পালয়ত্যধুনা রাজ্যং দিক্চক্রং জয়বান্ বিভুঃ॥৬৭

নীলগ্রীব, আপনাকে নমস্কার; আপনি স্থূল সূক্ষ্ম—বহুরূপী, আপনাকে নমস্কার।" মহাদেব দেবগণের এইরূপ স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণকে নিকটে আনয়ন করিবার জন্য নন্দীকে আদেশ করিলেন। হে দেব! ব্রহ্মাদি দেবগণ নন্দী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মহাদেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত-নেত্রে দেখিলেন,—লোককল্যাণকারী শঙ্কর, সর্ব্বদাই আনন্দমত্ত নগ্ন বিকৃতাকার কুরূপ কুটিল সহস্রকোটি প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে অগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন,—"হে শরণাগতবৎসল, মহাদেব! অনুগ্রহ করিয়া দেবগণের দুরবস্থা অবলোকনপূর্ব্বক দুষ্ট দৈত্যদিগের বধের নিমিত্ত উদ্যোগ করুন।" মহাদেব ব্রহ্মার শোকপ্রকাশক কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণকে সঙ্গে লইয়া বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণুর নিকটে গমন করিলেন। তথায় গিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ প্রভৃতি সকলেই নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৪—৬১।

"হে মাধব! হে দেবেশ! আপনি ভক্তবৃন্দের আর্ত্তিনিবারক, আপনার জয় হউক! হে দেবকুলচূড়ামণে! আমরা আপনার সেবক, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।" মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে কথিত ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবেশ্বর বিষ্ণু, দেবগণের নিদারুণ মনঃকষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া, জলদগম্ভীর স্বরে যেন তাঁহাদের দুঃখ সঙ্গে সঙ্গে উপশমিত করত কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমাদের হিত কথা শ্রবণ কর। যাঁহারা বড় বড় যজ্ঞ দানাদি সৎকর্ম্ম করিয়া বিখ্যাত, সেই সূর্য্যবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত যে অযোধ্যা নগরী রজতময় ভূভাগ ও উৎকৃষ্ট সুরম্য ভূভাগ দ্বারা শোভা পাইতেছে, সেই অযোধ্যানগরীতে অপত্যবিহীন রাজশ্রী-সম্পন্ন দশরথ নামে রাজা আছেন। সেই প্রবল বিক্রান্ত দিগ্বিজয়ী বীর দশরথ এক্ষণে সমস্ত রাজ্যপালন করিতেছেন। ৬২—৬৭।

স তু বন্ধ্যাদৃষ্যশৃঙ্গাৎ প্রার্থিতাৎ পুত্রকাম্যয়া।
পুত্রেষ্ট্যাং বিধিনা যজ্বা মহাবলসমন্বিতঃ। ৬৮
ততোহহং প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং তপসা তেন তোঃ সুরাঃ।
পত্নীষু ভূত্বা তিসৃষু চতুর্দ্ধাপি ভবৎকৃতে। ৬৯
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্ন-ভরতাখ্যাসমন্বিতঃ।
কর্ত্তাস্মি রাবণোদ্ধারং সমূলবলবাহনম্। ৭০
ভবন্তোহপি স্বকৈরংশৈরবতীর্য্য চরন্বিহ।
ঋক্ষবানররূপেণ সর্ব্বত্র পৃথিবীতলে। ৭১
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু নভসীরিতবাঙ্মুনে।
দেবাঃ শ্রুত্বা মহদ্বাক্যং সর্ব্বে বৈ হৃষ্টমানসাঃ। ৭২
প্রচক্রুর্গদিতং যাদৃগ্‌দেবদেবেন ধীমতা।
স্বৈঃ স্বৈরংশৈর্ম্মহী পূর্ণা ঋক্ষবানররূপিভিঃ। ৭৩
যোহসৌ বিষ্ণুর্ম্মহাদেবো দেবানাং দুঃখনাশনঃ।
স ত্বমেব মহারাজ ভগবান্ কৃতবিগ্রহঃ। ৭৪
ভরতোহয়ং লক্ষ্মণশ্চ শত্রুঘ্নশ্চ মহামতে।
তাবকাংশো দশগ্রীবো নিহতশ্চ সুরার্দ্দিকঃ। ৭৫
পূর্ব্ববৈরানুবন্ধেন জানকীং হৃতবান্ পুনঃ। ৭৬
স ত্বয়া নিহতো দৈত্যো ব্রহ্মরাক্ষসজাতিমান্।
ব্রাহ্মণানাং সুখং তদ্বন্মুনীনাং তাপসং বলম্।
শিবানি সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সুসংহিতাঃ।
পুলস্ত্যপুত্রো দৈত্যেন্দ্রঃ সর্ব্বলোকৈককণ্টকঃ।
পাতিতঃ পৃথিবী সর্ব্বা সুখমাপ মহেশ্বর। ৭৮
ত্বয়ি রাজ্ঞি জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
সুখং প্রপেদে বিশ্বাত্মন্ জগদ্যোনে নরোত্তম।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোহহং ত্বয়ানঘ।
উৎপত্তিশ্চ বিপত্তিশ্চ ময়া মত্যনুসারতঃ। ৮০

যথাবিধি যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত সেই রাজা পুত্রকামনায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনাইয়া তাঁহা দ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ করাইতেছেন। হে সুরগণ! পূর্ব্বে তিনি কঠোর তপস্যায় আমাকে সুপ্রীত করিয়া আমাকে পুত্ররূপে পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছেন; সেই কারণে এবং তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি তাঁহার তিন পত্নীর গর্ভে চারি মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি নামে অভিহিত হইয়া সমূলে রাবণ-বংশ ধ্বংস করিব, তাহার সৈন্য সামন্ত কিছুই রাখিব না। তোমরাও স্ব স্ব অংশে ভল্লুক ও বানররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বিরলে চারিদিকে বিচরণ করিতে থাক। হে মুনে! ভগবান নারায়ণ শূন্য-পথে এইরূপ বাক্য বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। এবং দেবদেব ধীমান্ নারায়ণ যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহাই করিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ অংশে ভল্লুক ও বানররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৮—৭৩। হে মহারাজ! আপনিই সেই ভগবান্ দেবদেব নারায়ণ,—দেবতাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্যই মূর্ত্তিমান্ হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে মহামতে! এই ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন—উঁহারাও আপনার অংশ। দেবগণের পীড়নকারী সেই দশানন পূর্ব্বতন শত্রুতাবশে আপনার জানকীকে হরণ করিয়া, আপনার হস্তে নিহত হইয়াছে। ব্রহ্মরাক্ষসজাতীয় সেই রাবণকে বধ করিয়া আপনি ব্রাহ্মণগণকে সুখী করিলেন, মুনি-দিগের তপোবল বৃদ্ধি করিলেন, মঙ্গলময় তীর্থ সকল এবং সমুদয় যজ্ঞের সুরক্ষা করিলেন। হে মহৈশ্বর্য্যশালিন্! নিখিল লোকের একমাত্র কণ্টক পুলস্ত্যতনয় দৈত্যেন্দ্র রাবণকে নিপাত করায় আপনি সমগ্র পৃথিবীকে সুখী করিলেন। হে নরোত্তম! হে জগন্নিদান! হে বিশ্ব-রূপিন্! আপনি রাজা হওয়াতে নিখিল জগদ্বাসী দেব দৈত্য মানব সকলেই সাতিশয় সুখী হইয়াছে। হে অনঘ! আপনি রাবণের জন্ম ও বিনাশের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই যথামতি আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। ৭৩—

ইত্থং নিশম্য দিতিজেন্দ্রকুলারিকারি-
বার্ত্তাং মহাপুরুষ ঈশ্বর ঈশিতা চ।
সংরুদ্ধবাষ্পগলদশ্রুমুখারবিন্দো
ভূমৌ পপাত সদসি প্রথিতপ্রভাবঃ ॥ ৮১

শেষ উবাচ।

বাৎস্যায়ন মুনিশ্রেষ্ঠ কথা পাপপ্রণাশিনী।
রক্ষ্যাদেবদেবস্য সর্ব্বধর্ম্মৈকরক্ষিতুঃ ॥ ৮২
রাজানং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা কুম্ভজন্মা তপোনিধিঃ।
শনৈঃশনৈঃ করেণাশু পস্পর্শাঙ্গং জগাদ চ ॥ ৮৩
ভো রামাশ্বসিহি ক্ষিপ্রং কিমর্থমত্র সীদসি।
ভবান্ দৈত্যকুলচ্ছেত্তা মহাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৮৪
ভূতং ভব্যং ভবচ্চৈব জগৎ স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ত্বদৃতে নাস্তি কিঞ্চিদ্বৈ কিমর্থমিহ মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৮৫
শ্রুত্বা বাক্যং মহারাজঃ কুম্ভজন্মসমীরিতম্।
উত্তস্থৌ বিগলন্নেত্রবাষ্পপূরিতসন্মুখঃ ॥ ৮৬
উবাচ দীনদীনঞ্চ বিস্পষ্টাক্ষরবিস্তরম্।
ত্রপাভরনমন্মূর্দ্ধা ব্রহ্মদ্রোহপরাঙ্মুখঃ ॥ ৮৭

শ্রীরাম উবাচ।

অহো মে পশ্যতাজ্ঞানং বিমূঢস্য দুরাত্মনঃ।
যদ্ ব্রাহ্মণকুলে জাত হতবান কামলোলুপঃ ॥ ৮৮
মহিলার্থে হতঃ বিপ্র বেদশাস্ত্রবিবেকবান্।
হতবান্ বাড়বকুলং বুদ্ধিহীনোঽতিদুর্ম্মতিঃ ॥ ৮৯
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো ব্রাহ্মণো ন দুরুক্তিভাক্।
ঈদৃশং কুর্ব্বতা কর্ম্ম ময়ৈতৎ সুকলঙ্কিতম্ ॥ ৯০
যে ব্রাহ্মণাস্তু পূজার্হা দানসম্মানভোজনৈঃ।
তে ময়া নিহতা বিপ্রাঃ শরসন্ধানসংহিতৈঃ ॥ ৯২
কাংস্তু লোকান্ গমিষ্যামি কুম্ভীপাকোঽপি
দুঃসহঃ।
নেদৃশং তীর্থমপ্যস্তি যস্মাৎ পাবয়িতুং ক্ষমম্ ॥ ৯২
ন যজ্ঞো ন তপো দানং ন দেবপ্রতিমাদিকম্।

৮০। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বিখ্যাত প্রভাবশালী ঈশ্বর মহাপুরুষ রাম এই প্রকার রাবণ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল দরদরিত বিগলিত অশ্রু-প্রবাহে প্লাবিত হইয়া গেল। অনন্তদেব কহিলেন,—হে মুনিবর বাৎস্যায়ন! নিখিল ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মণ্যদেব দেব রামের পবিত্র কথা শ্রবণে পাপরাশির ক্ষয় হয়। অনন্তর তপোনিধি কুম্ভযোনি অগস্ত্য রামকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া করদ্বারা ধীরে ধীরে তদীয় অঙ্গমার্জ্জনা করত কহিলেন,—হে রাম! আপনি সত্বর আশ্বস্ত হউন, আপনি দৈত্যকুলের উচ্ছেদকারী সনাতন মহাবিষ্ণু! আপনি কিজন্য এরূপ বিষণ্ণ হইয়াছেন। আপনা ব্যতিরেকে এই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিখিল চরাচর জগতের সত্তাই নাই। আপনার এরূপ মূর্চ্ছার কারণ কি? মহারাজ রাম অগস্ত্যমুনির উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিগলিত অশ্রুধারায় আপ্লুতানন হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ব্রহ্মহত্যা করিয়াছেন মনে করিয়া, গুরুতর লজ্জায়, ঘৃণায় অধোবদন হইয়া, বিস্পষ্ট ভাষায় অতি কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—অহো! আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি, আমি অতি দুরাত্মা; আমার অজ্ঞানতা আপনারা অবলোকন করুন। আমি বেদশাস্ত্রবেত্তা বিবেকী হইয়াও কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য (সামান্য) মহিলার নিমিত্ত ব্রাহ্মণসন্তানকে বধ করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণবংশ সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি। আমি অতি দুর্ম্মতি, আমার ন্যায় নির্ব্বোধ আর নাই। ৮১—৮৯। যে ইক্ষ্বাকুবংশে ব্রাহ্মণের সম্মান চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কদাপি কোন ব্রাহ্মণই কটুবাক্যে অভিহিত হন নাই; আমি ঈদৃশ ব্রহ্মহত্যা করিয়া সেই ইক্ষ্বাকু-বংশ ঘোর কলঙ্কিত করিয়াছি। যে ব্রাহ্মণ-দিগকে উপযুক্ত ভোজন দান ও সম্মান দ্বারা পূজা করা উচিত, আমি তাঁহাদিগকে শর দ্বারা নিহত করিয়াছি। না জানি, আমার কোন লোকে গতি হইবে; কুম্ভীপাক নরকেও আমার স্থান হইবে না। এমন তীর্থও ত দেখি না, যাহা আমাকে পবিত্র করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ যজ্ঞ, দান,

যত্র বৈ ব্রাহ্মণদ্রোগ্ধুর্ম্মম পাবনতারকম্‌। ১৩
যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং নরৈর্নিরয়গামিভিঃ।
তে নরা বহুশো দুঃখং ভোক্ষ্যন্তি নিরয়ং গতাঃ
বেদা মূলন্তু ধর্ম্মাণাং বর্ণাশ্রমবিবেকিনাম্‌।
তন্মূলং ব্রাহ্মণকুলং সর্ব্ববেদৈকশাখিনঃ। ১৫
মূলচ্ছেত্তুর্ম্মমৌদ্ধত্যাৎ কো লোকো নু ভবিষ্যতি।
কিং ময়া করণীয়ং বৈ যেন মে হি শিবং ভবেৎ
শেষ উবাচ।
বিলপন্তং ভৃশং রামং রাজেন্দ্রং রঘুপুঙ্গবম্‌।
মায়ামনুষ্যবপুষং কুম্ভজন্মাব্রবীদ্বচঃ। ১৭
অগস্ত্য উবাচ।
মা বিষাদং মহাবীর কুরু রাজন্‌ মহামতে।
ন তে ব্রাহ্মণহত্যা স্যাদ্দৈত্যানাং নাশমিচ্ছতঃ।
ত্বং পুমান্‌ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
কর্ত্তা হর্ত্তাবিতা সাক্ষান্নিগুণঃ স্বেচ্ছয়া গুণী। ১৯
সুরাপো ব্রহ্মহত্যাকৃৎ স্বর্ণস্তেয়ী মহাঘকৃৎ।
সর্ব্বে ত্বন্নামবাদেন পূতাঃ শীঘ্রং ভবন্তি হি।
ইয়ং দেবী জনকজা মহাবিদ্যা মহামতে।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ মুক্তা যাস্যন্তি সদ্গতিম্‌।
রাবণোঽপি ন বা দৈত্যো বৈকুণ্ঠে তব সেবকঃ।
ঋষীণাং শাপতোহ বাপ্তং দৈত্যত্বং দনুজান্তক
তস্যানুগ্রহকর্ত্তা ত্বং ন তু হন্তা দ্বিজন্মনঃ।
এবং সঞ্চিন্ত্য মা ভূয়ো নিজং শোচিতুমর্হসি।
ইতি শ্রুত্বা ততো বাক্যং রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
উবাচ পরমং বাক্যং গদ্গদস্বরভাষিতম্‌। ২০।
রাম উবাচ।
পাতকং দ্বিবিধং প্রোক্তং জ্ঞাতাজ্ঞাতবিভেদতঃ
জ্ঞাতং যদ্বুদ্ধিপূর্ব্বং হি হ্যজ্ঞাতং তদ্বিবর্জ্জিতম্‌
বুদ্ধিপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম ভোগেনৈব বিনশ্যতি।

তপস্যা, বা দেবপূজাও ত দেখি না, যাহা দ্বারা এই ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই। যে সকল মানব ব্রাহ্মণকুলের কোপোৎপাদন করিয়াছে, তাহারা নরকে গমন করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিবে, সন্দেহ নাই। বেদ,—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল; ব্রাহ্মণকুল, সেই বেদের মূল; আমি সেই বেদের শাখাবলম্বনকারী হইয়া ঔদ্ধত্যবশতঃ তাহার মূলচ্ছেদ করিয়াছি, আমার কি গতি হইবে। আমি কি করিব? কি করিলে আমার মঙ্গল হইবে? ১০—১৬। অনন্তদেব কহিলেন,—মায়ামনুষ্যরূপী রঘুনাথ রাম এইরূপে সাতিশয় বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—হে রাজন্‌! আপনি মহামতি ও মহাবীর হইয়া কি নিমিত্ত এরূপ শোক করিতেছেন; আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আপনি দুষ্টের নিধন করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্রহ্মহত্যা করা হয় নাই। আপনি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ ঈশ্বর নির্গুণ পরমপুরুষ। আপনি নিজ ইচ্ছায় সগুণভাব ধারণ করিয়াছেন। আপনি সৃষ্টি, পালন ও সংহারের কর্ত্তা। আপনার নাম উচ্চারণ করিলে সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, স্বর্ণাপহারী, ঘোরতর পাতকীও অবিলম্বে পাপমুক্ত হয়। ১৭—১০। হে মহামতে! এই দেবী জনকনন্দিনী সাক্ষাৎ মহাবিদ্যাস্বরূপা; ইহাঁকে স্মরণ করিলেই জীবগণ ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। রাবণও সামান্য দৈত্য নহে, বৈকুণ্ঠবাসী আপনারই একজন সেবক; ঋষিদিগের অভিসম্পাতে দৈত্য হইয়াছে। হে দনুজান্তক! আপনি উহাকে বধ করিয়া উহার উপরে অনুগ্রহ প্রকাশই করিয়াছেন, তাহাতে আপনার ব্রহ্মহত্যা করা হয় নাই। এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিলে আপনার শোক করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই।" শত্রুবিজয়ী রাম, অগস্ত্য ঋষির উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া গদ্গদস্বরে পুনরপি পরমবাক্য বলিতে লাগিলেন।—পাতক দুই প্রকার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত; যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক অর্থাৎ জানিয়া করা হয়, তাহার নাম জ্ঞাত আর যাহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক না জানিয়া করা হয়, তাহাকে

বিলিখ্য ভূমিং বহুশশ্চতুর্যোজনসম্মিতাম্ ।
মণ্ডপান্ রচয়ামাস যজ্ঞার্থং স নরোত্তমঃ ॥১৪৬
কুণ্ডঞ্চ বিধিবৎ কৃত্বা যোনিমেখলয়ান্বিতম্ ।
অনেকরত্নরচিতং সর্ব্বশোভাসমন্বিতম্ ॥ ১৪৭
মুনীশ্বরো মহাভাগো বশিষ্ঠঃ সুমহাতপাঃ ।
সর্ব্বং তৎ কারয়ামাস বেদশাস্ত্রবিধিশ্রিতম্ ॥
প্রেষিতাস্তেন মুনিনা শিষ্যা মুনিবরাশ্রমান্ ।
কথয়ামাসুরুদযুক্তং হয়মেধে রঘূত্তমম্ ॥ ১৪৯
আকারিতাস্তদা সর্ব্ব ঋষয়স্তপতাং বরাঃ ।
আজগ্মুঃ পরমেশস্য দর্শনে ত্বরিতামনাঃ ॥১৫০
নারদোঽসিতনামা চ পর্ব্বতঃ কপিলো মুনিঃ ।
জাতূকর্ণ্যাঙ্গিরা ব্যাস আর্ষ্টিষেণোঽত্রিগৌতমৌ
হারীতো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ সংবর্ত্তঃ শুকসংজ্ঞকঃ ।
ইত্যেবমাদয়ো রাম-হয়মেধবরং যযুঃ ॥ ১৫২

তান্ সর্ব্বান পূজয়ামাস রঘুরাজো মহামুদা ।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যামর্ঘ্যবিষ্টরকাসনৈঃ ॥১৫৩
গাং হিরণ্যং দদৌ তেভ্যঃ প্রায়শো দৃষ্টবিক্রমঃ
মহদ্ভাগ্যং ত্বদ্য মেঽস্তি যদ্ভবতাং দর্শনং গতাঃ ॥

শেষ উবাচ ।

এবং সমাকুলে ব্রহ্মন্ ঋষিবর্য্যসমাগমে ।
ধর্ম্মবার্ত্তা বভূবাসে বর্ণাশ্রমসুসংমতা ॥ ১৫৫

বাৎস্যায়ন উবাচ ।

কা ধর্ম্মবার্ত্তা তত্রাসীৎ কিং বা কথিতমদ্ভুতম্ ।
সাধবঃ সর্ব্বলোকানাং কারুণ্যাৎ কিমুতাব্রুবন্ ।

শেষ উবাচ ।

তান্ সমেতান মুনীন্ দৃষ্ট্বা রামো দাশরথির্ম্মহান
পপ্রচ্ছ সর্ব্বধর্ম্মাংশ্চ সর্ব্ববর্ণাশ্রমোচিতান্ ॥ ১৫৭
তে তু পৃষ্টা হি রামেণ ধর্ম্মান প্রোচুর্ম্মহাগুণান্ ।
তানপ্রবক্ষ্যামি তে সর্ব্বান্ যথ শ্রাব শৃণুষ তান

সুবর্ণময় লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞের উপযুক্ত মনোরম স্থান কর্ষণ করিয়া লইলেন। চতুর্যোজন-পরিমিত স্থান পরিষ্কার করিয়া, যজ্ঞোপযোগী গৃহ সকল নির্ম্মাণ করাইলেন। ১৩৭—১৪৬। নরোত্তম রাম তথায় যথাবিধানে যোনি ও মেখলাসমন্বিত করিয়া এক যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই কুণ্ড অনেকবিধ রত্নে ও সর্ব্ববিধ শোভায় সুশোভিত হইল। অমিত-তপোবল সমন্বিত মহাভাগ মুনিবর বশিষ্ঠ বেদশাস্ত্রবিধানে যজ্ঞের আয়োজন করাইয়া লইলেন। পরে নিজ শিষ্যদিগকে প্রধান প্রধান মুনিদিগের আশ্রমে প্রেরণ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। বশিষ্ঠের শিষ্যগণ, মুনিদিগের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক রঘুনাথের অশ্বমেধযজ্ঞের উদ্যোগবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। অনন্তর তপস্বিপ্রবর ঋষিগণ আহূত হইয়া অতি ত্বরাসহকারে পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্ম নিতান্ত উৎসুক হইয়া আগমন করিলেন। নারদ, অসিতনামা, পর্ব্বত, কপিল, জাতূকর্ণ্য, অঙ্গিরা, ব্যাস, আর্ষ্টিষেণ, অত্রি, গৌতম, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, সংবর্ত্ত, শুক ইত্যাদি বহুতর ঋষিগণ রামের অশ্বমেধযজ্ঞে আগমন করিলেন। মহারাজ রাম, প্রত্যুদ্গমন, অভিবাদন, অর্ঘ্য ও আসনদান দ্বারা পরমানন্দে সেই ঋষিদিগকে পূজা করিলেন। বিখ্যাত-বিক্রম রাম তাঁহাদিগকে বহুতর গো ও হিরণ্য দান করিয়া কহিলেন, আমার অদ্য পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদিগের দর্শনলাভ করিলাম। ১৪৭—১৫৪। অনন্তদেব কহিলেন,—ব্রহ্মন। এইরূপ নানাদেশীয় বিখ্যাত মহর্ষিগণের সমাগম হইলে, সেই যজ্ঞসভায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা কথা হইয়াছিল। বাৎস্যায়ন জিজ্ঞাসিলেন, তথায় কিরূপ ধর্ম্মকথা হইয়াছিল? সাধু মহর্ষিগণ নিখিল লোকের উপরে দয়া করিয়া কিপ্রকারে সেই ধর্ম্মকথা বলিয়াছিলেন? তাহার মধ্যে অদ্ভুত কথা কি হইয়াছিল, আপনি বলুন। অনন্তদেব কহিলেন,—মহাত্মা দাশরথি রাম, সেই মুনিবর্গকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদিগের নিকটে বর্ণাশ্রমকথা জিজ্ঞাসা করেন; ঋষিগণ তদুত্তরে নিখিলগুণসম্পন্ন যে সকল ধর্ম্মকথা বলিয়াছেন, আমি আপনার নিকটে তাহা অবিকল বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ঋষয় ঊচুঃ।

ব্রাহ্মণেন সদা কার্য্যং যজনাধ্যাপনাদিকম্।
বেদান্ পঠিত্বা বিরজেদ্বো বা গার্হস্থ্যমাবিশেৎ
ব্রাহ্মণেন সদা ত্যাজ্যং নীচসেবানুজীবনম্।
আপদ্গতোহপি জীবেত ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন।
ঋতুকালাভিগমনং ধর্ম্মোহয়ং গৃহিণঃ পরঃ।
স্ত্রীণাং বরমনুস্মৃত্যাপত্যকামোহথবা ভবেৎ।
দিবাভিগমনং পুংসামনায়ুষ্যকরং মতম্।
শ্রাদ্ধাহঃ সর্ব্বপর্ব্বাণি যত্নাত্ত্যাজ্যানি ধীমতা। ১৬২
তত্র গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং মোহাদ্ধর্ম্মাৎপ্রচ্যবতে পরাৎ
ঋতুকালাভিগামী যঃ স্বদারনিরতশ্চ যঃ। ১৬৩
স সদা ব্রহ্মচারীহ বিজ্ঞেয়ঃ সদ্গৃহাশ্রমী।
ঋতুঃ ষোড়শযামিন্যশ্চতস্রস্তাসু গর্হিতাঃ। ১৬৪
পুত্রদাস্তাসু যা যুগ্মা অযুগ্মাঃ কন্যাকাপ্রদাঃ।
ত্যক্ত্বা চন্দ্রমসং দুষ্টং মঘাং মূলং বিহায় চ। ১৬৫
শুচিঃ সন্নিবিশেৎ পত্নীং পুন্নামর্ক্ষে বিশেষতঃ
শুচিং পুত্রং প্রসূয়েত পুরুষার্থপ্রসাধনম্। ১৬৬

১৫৫—১৫৮। ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,—যজন-অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণের নিত্য কার্য্য। ব্রাহ্মণ বেদপাঠের পর বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বন করিবেন অথবা গৃহস্থ হইবেন। নীচ সেবা-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ; বিপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ কখনই শ্ববৃত্তি—অর্থাৎ চাকুরী অবলম্বন করিবেন না। অপত্য কামনায় ঋতুকালে স্ত্রীগমনই গৃহীর পক্ষে পরম ধর্ম্ম। দিবাভাগে স্ত্রীগমনে আয়ুঃক্ষয় হয়, শ্রাদ্ধদিনে বা পর্ব্ব-দিনে স্ত্রীগমন একান্ত নিষিদ্ধ; মোহবশতঃ উক্ত দিবসে স্ত্রীগমন করিলে ধর্ম্মহানি হয়। যে ব্যক্তি স্বদার-নিরত এবং ঋতুকালে অভিগমনকারী, সে উৎকৃষ্ট গৃহাশ্রমী ব্রহ্ম-চারী বলিয়া পরিগণিত হয়। ষোড়শ রাত্রি,—ঋতুকাল; তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি নিষিদ্ধ, তৎপরবর্ত্তী ষোড়শ দিনের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মদিনে স্ত্রীসঙ্গমে পুত্র, এবং অযুগ্মদিনে স্ত্রীসঙ্গমে কন্যা জন্মে। মঘামূলাদি কতিপয় নক্ষত্র ব্যতীত শুভ পুংনামক

আর্ষে বিবাহে গোদ্বন্দ্বং যদুক্তং তৎপ্রশস্যতে।
শুল্কমণ্বপি কন্যায়াঃ কন্যাবিক্রেতৃপাপকৃৎ। ১৬৭
বাণিজ্যং নৃপতেঃ সেবা বেদানধ্যয়নং তথা।
কুবিবাহঃ ক্রিয়ালোপঃ কুলপাতনহেতবঃ। ১৬৮
অন্নোদকপয়োমূল-ফলৈর্ব্বাপি গৃহাশ্রমী।
গোদানেন তু যৎপুণ্যং পাত্রায় বিধিপূর্ব্বকম্।
অনর্চ্চিতোহতিথির্গেহাদ্ভগ্নাশো যস্য গচ্ছতি।
আজন্মসঞ্চিতাৎ পুণ্যাৎ ক্ষণাৎস হি বহির্ভবেৎ
পিতৃদেবমনুষ্যেভ্যো দত্বাশ্নীতামৃতং গৃহী।
স্বার্থং পরমঘং ভুঙ্ক্তে কেবলং স্বোদরম্ভরিঃ।
ষষ্ঠ্যষ্টম্যোর্ব্বিশেষৎ পাপা তৈলে মাংসে সদৈবহি
চতুর্দ্দশ্যাং তথামায়াং ত্যজেত ক্ষুরমঙ্গনাম্। ১৭২
রজস্বলাং ন সেবেত নাশ্নীয়াৎ সহ ভার্য্যয়া।

নক্ষত্রে পুরুষের চন্দ্রশুদ্ধিযুক্ত দিবসে পবিত্র ভাবে থাকিয়া স্ত্রীসঙ্গম করিলে পুরুষার্থসাধক শুচি পুত্রের উৎপত্তি হয়। ১৫৯—১৬৬। আর্ষ বিবাহে দুইটী গো-দান করিবে। যৎসামান্য পণ গ্রহণ করিয়াও কন্যার বিবাহ দিলে কন্যাবিক্রয়ের পাপ হইবে। বাণিজ্য, রাজসেবা, বেদপাঠ না করা, কুবিবাহ, ক্রিয়া-লোপ এ কয়েটীতে বংশ পতিত হইল। গৃহস্থ অন্ন, জল, দুগ্ধ অভাবে ফল-মূল দ্বারাও যথাবিধি উপযুক্ত অতিথিকে পরি-তৃপ্ত করিলে গোদানের ফললাভ করিতে পারে। অতিথি যাহার গৃহ হইতে অপূজিত হইয়া ভগ্নমনোরথে ফিরিয়া যায়, তাহার আজন্ম সঞ্চিত পুণ্য ক্ষণকাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। গৃহস্থ দেবতা, পিতৃলোক ও মনুষ্যকে দানপূর্ব্বক যাহা ভোজন করিবে, তাহা অমৃত স্বরূপ হইবে; দেবতা, পিতৃলোক ও মনুষ্যদিগকে বঞ্চনা করিয়া কেবল নিজের উদরপূরণে ব্যস্ত হইয়া যাহা ভক্ষণ করে, তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয়। ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যায় স্ত্রী, তৈল ও মাংসসেবন ও ক্ষৌরকার্য্য করিবে না। ১৬৭—১৭২। রজস্বলাগমন, ভার্য্যার সহিত একত্র ভোজন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এক-

একবাসা ন ভুঞ্জীত ন ভুঞ্জীতোৎকটাসনে।
নাশ্নতীং স্ত্রীং সমীক্ষেত তেজঃকামো নরোত্তমঃ
মুখেনোপধমেদগ্নিং নগ্নাং নেক্ষেত যোষিতম্॥
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নেন্দ্রচাপং প্রদর্শয়েৎ।
ন দিবোদ্ধৃতসারঞ্চ ভক্ষয়েদ্দধি নো নিশি॥১৭৪
নাগ্নিং প্রতাপয়েদগ্নৌ ন বস্তুশুচি নিক্ষিপেৎ
প্রাণিহিংসাং ন কুর্ব্বীত ন শ্নীয়াৎ সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ
স্ত্রীধর্ম্মিণীং নাভিবাদেন্নাদ্যাদাতৃপ্তি রাত্রিষু।
কৌর্য্যত্রিকবিয়ো ন স্যাৎ কাংস্যে পাদৌ ন ধাবয়েৎ।
ন ধারয়েদন্যভুক্তং বাসশ্চোপানহাবপি।
ন ভিন্নভাজনেঽশ্নীয়ান্নাশ্নীয়াদ্ভাবদূষিতে॥১৭৮
সংবিশেন্নার্দ্রচরণো নোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদাব্রজেৎ।

বস্ত্র হইয়া বা ভগ্ন অপবিত্র আসনে বসিয়া ভোজন করিবে না। তেজঃকামী মানব, স্ত্রীর ভোজনকালে, তাহাকে দেখিবে না। মুখ দিয়া অনলে ফুৎকার দিবে না। বিবস্ত্রা রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। গোবৎস দুগ্ধপান করিতেছে দেখিলে, তৎস্বামীকে বলিয়া দিবে না; ইন্দ্রধনু কাহাকেও দেখাইবে না। রাত্রিকালে দধি ভক্ষণ করিবে না এবং যাহার সার অর্থাৎ নবনীত উদ্ধৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে, ঈদৃশ দধি দিবাভাগেও ভোজন করিবে না। অগ্নিতে পদ উত্তপ্ত করিবে না, অগ্নিতে অশুচি বস্তু নিক্ষেপ করিবে না, প্রাণিহিংসা করিবে না, উভয় সন্ধ্যায় আহার করিবে না। ১৭৩—১৭৬। ঋতুমতী নারীকে অভিবাদন করিবে না। রাত্রিকালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিবে না। নৃত্য-গীত বাদ্যে আসক্ত হইবে না। কাংস্যপাত্রে পদপ্রক্ষালন করিবে না। অন্যের ব্যবহৃত পাদুকা বা বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। ভগ্ন বা অপবিত্র পাত্রে ভোজন করিবে না। আর্দ্রচরণ হইয়া শয়ন করিবে না। উচ্ছিষ্ট মুখে বা উচ্ছিষ্ট হস্তে কোথাও গমন করিবে না। শয়ান হইয়া ভোজন করিবে না, উচ্ছিষ্ট-অবস্থায় নিজ মস্তক স্পর্শ করিবে

শয়ানো বা ন চাশ্নীয়ান্নোচ্ছিষ্টঃ সংস্পৃশেচ্ছিরঃ
ন মনুষ্যস্তুতিং কুর্য্যান্নাত্মানমবমানয়েৎ।
অভ্যুদ্যন্তং ন প্রণমেৎ পরমর্ম্মাণি নো বদেৎ।
এবং গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বানপ্রস্থাশ্রমং ব্রজেৎ।
সস্ত্রীকো বিগতস্ত্রীকো বিরজেত ততঃ পরম্।
ইত্যেবমাদয়ো ধর্ম্মা গদিতা ঋষিভিস্তদা।
শ্রুতা রামেণ মহতা সর্ব্বলোকহিতৈষিণা॥১৮২

শেষ উবাচ।

ইত্থং সংশৃণ্বতো ধর্ম্মান্ বসন্তঃ সমুপস্থিতঃ।
যত্র যজ্ঞক্রিয়াদীনাং প্রারম্ভঃ সুমহাত্মনাম্॥১৮৩
দৃষ্ট্বা তং সময়ং ধীমান্ বসিষ্ঠঃ কলশোদ্ভবঃ।
রামং লোকমহারাজং প্রত্যুবাচ যথোচিতম্॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রামচন্দ্র মহাবাহো সময়ঃ পর্য্যভূদ্ভব।
হয়ো যত্র প্রমুচ্যেত যজ্ঞার্থং পরিপূজিতঃ॥১৮৫
সামগ্রী ক্রিয়তাং তত্র আহূয়ন্তাং দ্বিজোত্তমাঃ।
করোতি পূজাং ভগবান্ ব্রাহ্মণানাং যথোচিতম্

না। মনুষ্যের স্তুতি করিবে না, আত্মাকে অবজ্ঞা করিবে না। উদীয়মান সূর্য্যকে প্রণাম করিবে না, যাহাতে পরের মর্ম্মপীড়া হয়, এরূপ কোন কথা বলিবে না। ১৭৭—১৮০। প্রথমে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম করিয়া পরে সস্ত্রীক অথবা অস্ত্রীক হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আচরণ করিবে। সর্ব্বলোকহিতৈষী মহাত্মা রাম তৎকালে ঋষিগণের নিকটে ইত্যাদিরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম (যত্নপূর্ব্বক) শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনন্তদেব কহিলেন,—এইরূপ ধর্ম্মকথা শুনিতে শুনিতে বসন্তকাল উপস্থিত হইল, সেই বসন্তকালেই মহাত্মা মুনিগণ যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। ধীমান্ বশিষ্ঠ যজ্ঞোপযোগী বসন্তকাল উপস্থিত দেখিয়া মহারাজ রামকে কহিলেন, হে মহাবাহু রাম! এক্ষণে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব পূজা করিয়া ছাড়িয়া দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি যজ্ঞোপযোগী সামগ্রী আহরণ করিয়া উপযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান কর এবং ব্রাহ্মণদিগের যথাযোগ্য

দীনান্ধকৃপণানাং চ দানং শাস্তসমুদ্গাতম্।
দদাতু বিধিবত্তেষাং প্রতিপূজ্যাধিবাসনৈঃ॥১৮৭
ভবান্ কনকসৎপত্ন্যা দীক্ষিতোহত্র ব্রতং চর।
ভূমিশায়ী ব্রহ্মচারী বসুভোগবিবর্জ্জিতঃ॥১৮৮
মৃগশৃঙ্গধরঃ কট্যাং মেখলাজিনদণ্ডভৃৎ।
করোতু সর্ব্বসম্ভারঃ সর্ব্বদ্রব্যসমন্বিতঃ॥১৮৯
ইতি শ্রুত্বা মহদ্বাক্যং বাসিষ্ঠস্য যথার্থকম্।
উবাচ লক্ষ্মণং ধীমান্নানার্থপরিবৃংহিতম্॥১৯০
শ্রীরাম উবাচ।
শৃণু লক্ষ্মণ মদ্বাক্যং শ্রুত্বা তৎ কুরু সত্বরম্।
হয়মানয় যত্নেন বাজিমেধক্রিয়োচিতম্॥১৯১॥
শেষ উবাচ।
শ্রুত্বা বাকং রঘুপতেঃ শক্রজিল্লক্ষ্মণস্তদা।
সেনাপতিমুবাচেদং বচো বিবিধবর্ণনম্॥১৯২
লক্ষ্মণ উবাচ।
বীরাকর্ণয় মে বচঃ সুমধুরং শ্রুত্বা ত্বরাতঃ পুনঃ
কুর্ব্বন্তু ক্ষিতিপালমৌলিমুকুটপ্রেঙ্খাংহি রামাজ্ঞয়া
সেনাং কালবলপ্রঘাতনবলপ্রোদ্যৎসমর্থাঙ্গিনীং
সজ্জাং সদ্রথহস্তিপত্তিহয়িনীমারাদ্বিধেহ্যবিতঃ॥
সজ্জীকৃতা-বায়ুজবাশ্বরঙ্গা-
স্তরঙ্গমালা ললিতাঙ্ঘ্রিপাতাঃ।
সদশ্বচারৈর্ব্বহুশস্ত্রধারিভিঃ
সংরোহিতা বৈরিবলপ্রহারিভিঃ॥১৯৪
সংলক্ষ্যন্তাং হস্তিনঃ পর্ব্বতাভা
আধোরণৈঃ প্রাসকুন্তাগ্রহস্তৈঃ।
শূরৈঃ স্রংসদ্দুর্দিনদানোপহারাঃ
ক্ষীবাণাস্তে সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপূর্ণাঃ॥১৯৫
বিততবহুসমৃদ্ধিভ্রাজমানা রথা মে
পবনজবনবেগৈর্ব্বাজিভির্যুক্তদেহাঃ।
বিবুধরিপুবিনাশস্মারকৈরায়ুধাস্ত্রৈ-
র্ভূতবলভিবিভাগা নীয়তাং সূতবৃন্দৈঃ॥১৯
পত্তয়ঃ শতশো মহমায়াস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ।
হয়মেধাহবাহস্য রক্ষণে বিততোদ্যমাঃ॥১৯৭

পূজা কর। ১৮১—১৮৬। দীন দরিদ্র অন্ধ ব্যক্তিদিগকে মনোমত বস্তু দান কর। যথাযোগ্য অর্থ ও বস্ত্র দান করিয়া তাহাদিগের পূজা ও সমাদর কর এবং তুমি সীতার কনকময়ী প্রতিমা পত্নীর প্রতিনিধি করিয়া তৎসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া ভোগবিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কটীতটে মেখলা ও মৃগচর্ম্ম পরিধান, মৃগশৃঙ্গ ধারণ, ও ভূতলে শয়ন করত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর এবং যজ্ঞোপযোগী সমস্ত বস্তু আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে থাক। ধীমান রাম বশিষ্ঠদেবের উক্তপ্রকার যথার্থ মহদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া সদ্যুক্তিপূর্ণ বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, - লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা শ্রবণ করিয়া সত্বর অশ্বশালা হইতে অশ্বমেধযজ্ঞের উপযোগী উত্তম অশ্ব বাছিয়া আনয়ন কর। ১৮৭—১৯১। অনন্তদেব কহিলেন,—শত্রুজিৎ লক্ষ্মণ রামের বাক্য শুনিয়া সেনাপতিকে বলিলেন,—হে বীর! তুমি আমার সুমধুর বাক্য শ্রবণ কর; রামের আজ্ঞানুসারে তুমি সত্বর অন্তক-তুল্য প্রবল শত্রুদিগের দলনসমর্থ উত্তম রথ সহ হস্তী অশ্ব ও পদাতিক সেনা সুসজ্জিত কর। সেই সুসজ্জিত সেনাগণ বলদর্পে প্রতিদ্বন্দ্বী ভূপালবর্গের মৌলিমুকুটে বিরাজ করুক। যাহাদের পদবিক্ষেপ তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় মনোহর, বায়ুর ন্যায় বেগগামী ঈদৃশ অশ্বসকল সুসজ্জিত হউক, শত্রুসৈন্য দলনসমর্থ প্রবলবিক্রম অশ্বারোহী সৈন্যগণ বহুতর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেই সকল অশ্বের উপরে আরোহণপূর্ব্বক শোভা পাইতে থাকুক। বহুমদস্রাবী পর্ব্বততুল্য বৃহৎকায় উন্মত্ত হস্তী সকল, বহুতর অস্ত্রশস্ত্র পৃষ্ঠে বহনপূর্ব্বক প্রাসকুন্তাস্ত্রধারী পরাক্রান্ত হস্তিপক সহ বিরাজ করিতে থাকুক। আমাদের যে সকল অস্ত্র দর্শন করিলে লোকের দৈত্যযুদ্ধের কথা মনে হয়, সারথিগণ সেই সকল অস্ত্রে বলভিভাগ পূর্ণ করিয়া সুসজ্জিত বিবিধ ধনরত্নপূর্ণ উত্তম রথে পবনের ন্যায় বেগগামী উত্তম অশ্ব সকল যোজনা করুক। শতাধিক শস্ত্রপাণি পদাতিক সৈন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
সেনানীঃ কালজিন্নামা কারয়ামাস সজ্জিতম্॥
দশধ্রুবকমাণ্ডিতো লঘুসুরোমশোভাম্বিতো
বিবক্ষুগলশুক্তিভূষিতকণ্ঠকোশে মণিঃ।
মুখে বিশদকান্তিযুক্ শিতিসুহৃৎকর্ণদ্বয়ো-
ব্যরাজত তদা হয়ো ধৃতনবাগ্র্যরাশিচ্ছটঃ॥১৯৯
কবলাশোভিতমুখঃ স্ফুরদ্রত্নবিশোভিতঃ।
মুক্তাফলানাং মালাভিঃ শোভিতো নির্যযৌ হয়ঃ॥
শ্বেতাতপত্ররচিতঃ সিতচামরশোভিতঃ।
বহুশোভাপরীতাঙ্গো নির্যযৌ হয়রাট্ ততঃ॥
অগ্রতো মধ্যতশ্চৈকে পৃষ্ঠতঃ সৈনিকাস্তথা।
দেবা হরিং যথা পূর্বং সেবন্তে সেবনোচিতম্
অথ সৈন্যং সমাহূয় সর্বমাজ্ঞাপয়ত্তদা।
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং বৃন্দৈঃ সুবহুসঙ্কুলম্॥২০৩
ততস্ততঃ সমেতানাং সৈন্যানাং শ্রূয়তে ধ্বনিঃ
ততো দুন্দুভিনাদোঽভূত্তস্মিন্ পুরবরে তদা॥২০৪॥
তন্নিনাদেন শূরাণাং প্রিয়েণ মহতা তদা।
কম্পন্তে গিরয়স্তুঙ্গাঃ প্রাসাদা বিচলন্তি চ॥২০৫
হ্রেষারবো মহানাসীদ্বাজিনাং মুহুস্তাং নৃপ।
রথাঙ্গরবসঙ্ঘুষ্টা ধরা সঞ্চলতীব সা॥২০৬॥
চালদ্বৈর্গজযূথৈশ্চ পৃথ্বী রুদ্ধা সমন্ততঃ।
রজস্তু প্রচলত্তত্র জনাদৃষ্টানমাদধাৎ॥২০৭॥
নির্জগাম মহাসৈন্যং ছত্রৈঃ সঞ্ছাদ্য ভাস্করম্।
সেনান্যা কালজিন্নাম্না প্রেরিতং জনসঙ্কুলম্॥
গর্জন্তস্তত্র বীরাগ্র্যাঃ কুর্বন্তো রণসম্ভ্রমম্।
রঘুনাথস্য যাগায় সজ্জাস্তে প্রযযুর্মুদা॥২০৯॥
মৃগমদময়মঙ্গেষ্বঙ্গরাগং দধানাঃ
কুসুমবিমলমালাশোভিনশ্চোত্তমাঙ্গাঃ।
মুকুটকটকভূষাভূষিতাঙ্গাঃ সমস্তা
যযুরবনিপতেস্তে ত্বাজ্ঞয়া চাপি সর্বে॥২১০

করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া আমার নিকটে আগমন করুক। ১৯২—১৯৭। মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়া সেনাপতি কালজিৎ অবিলম্বে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন,—যজ্ঞীয় অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আনীত হইল; সেই অশ্বের অঙ্গে দশটী ধ্রুবক চিহ্ন, গলদেশে, পবিত্র শুক্তি চিহ্ন, গ্রীবাদেশে মণি এবং সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমরাজি বিরাজমান; তাহার কর্ণযুগল শ্যামবর্ণ এবং অতি খর্ব্ব, মুখে শ্বেতবর্ণ কান্তি, এবং অঙ্গ হইতে অভিনব জ্যোতি বাহির হইতেছে; মুখে প্রদত্ত খাদ্যগ্রাস শোভা পাইতেছে, শ্বেত ছত্র ও শ্বেত চামরে সুশোভিত ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ রত্ন এবং গলদেশে মুক্তামালা দ্বারা সুশোভমান, সুসজ্জিত সেই অশ্বরাজ বহির্গত হইলেন,—দেবগণ যেমন হরির চতুঃপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া অবস্থান করেন, তদ্রূপ সৈনিকগণ সেই হরির অর্থাৎ অশ্বের অগ্র পশ্চাৎ, এবং পার্শ্বদেশ বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। অনন্তর হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক গণে অতিসঙ্কুল সেই সৈন্যগণ তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া সকলকে আদেশ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই অযোধ্যা-নগরীতে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগত সৈন্যগণের কোলাহল, এবং দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। ১৯৮—২০৪। বীরপ্রিয় সেই উচ্চ দুন্দুভি-নিনাদে পর্ব্বত কম্পিত ও উচ্চ প্রাসাদ সকল বিচলিত হইয়া গেল। রণোন্মত্ত অশ্বগণের হ্রেষারব এবং রথচক্রসমূহের ঘর্ঘরধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ তুমুল হইয়া উঠিল, পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। প্রচলিত গজযূথে পৃথিবী চারিদিকে রুদ্ধ হইয়া গেল। ধূলিরাশি উড্ডীন হওয়ায় লোক সকল অদৃশ্য হইয়া গেল। সেনাপতি কালজিৎ কর্ত্তৃক প্রণোদিত সেই জনসঙ্কুল সৈন্যবর্গ ছত্রসমূহে সূর্য্য-দেবকে আচ্ছন্ন করিয়া বহির্গত হইল। রঘুনাথের যজ্ঞের নিমিত্ত সজ্জিত সেই সকল বিখ্যাত বীরগণ বীরদর্পে গর্জ্জন করত লোকের মনে সংগ্রাম-শঙ্কা উৎ-পাদনপূর্ব্বক পরমানন্দে নির্গত হইতে লাগিলেন। ২০৫—২০৯। সেই বীর-গণের অঙ্গে কস্তুরীর অঙ্গরাগ, গলে উৎ-

ইত্যেবং তে মহারাজং যযুঃ সেনাচরাস্তরাঃ।
ধনুর্দ্ধরাঃ পাশধরাঃ খড়্গধরাঃ স্ফুটবিক্রমাঃ॥২১১
এবং শনৈঃ শনৈঃ প্রাপ্তো মণ্ডপং যাগ-
চিহ্নিতম্
হয়ঃ খুরক্ষতভূতলাং ভূমিং কুর্ব্বন্নভঃ প্লবন্॥২১২॥
রামো দৃষ্ট্বা হয়ং প্রাপ্তং বহুসন্তুষ্টমানসঃ।
বসিষ্ঠং প্রেরয়ামাস ক্রিয়াকর্ত্তব্যতাং প্রতি॥২১৩
বসিষ্ঠো রামমাহূয় স্বর্ণপত্নীসমন্বিতম্।
প্রয়োগং কারয়ামাস ব্রহ্মহত্যাপনোদনম্॥২১৪
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধরো মৃগশৃঙ্গপরিগ্রহঃ।
তৎকর্ম্ম কারয়ামাস রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥২১৫॥
প্রারেভে যাগকর্ম্মার্থং কুণ্ডং মণ্ডপসংস্থিতম্।
তত্রাচার্য্যোঽভবদ্ধীমান বেদশাস্ত্রবিচারবিৎ॥
বসিষ্ঠো রঘুনাথস্য কুলপূর্ব্বগুরুর্মুনিঃ।
ব্রহ্মাংস্তত্রাচরদ্রাজ্ঞ্যং কর্ম্মাগস্ত্যস্তপোনিধিঃ॥
বাল্মীকির্মুনিরধ্বর্য্যুর্মুনিঃ কণ্বস্ত দ্বারপঃ।
অষ্টৌ দ্বারাণি তত্রাসন্ সতোরণযুতানি
বৈ॥২১৮॥
দ্বারি দ্বারি দ্বয়ং বিপ্র ব্রাহ্মণঃ ধিমন্ত্রবিৎ।
পূর্ব্বদ্বারে মুনিশ্রেষ্ঠৌ দেবলাসিতসংজ্ঞিতৌ॥
দক্ষিণদ্বারি ভূমানৌ বশ্যপাত্রী তপোনিধী।
পশ্চিমদ্বারি ঋষভৌ জাতুকর্ণোঽথ জাজলিঃ।
উত্তরদ্বারি মুনী তৌ দ্বিতৈকৈকতাপসৌ॥২২০
এবং দ্বারবিধিং কৃত্বা বসিষ্ঠঃ কুম্ভসম্ভবঃ।
হয়স্য সৎপূজাং কর্ত্তুমারভত দ্বিজ॥২২১॥
সুবাসিন্যাস্ত্রিয়স্তত্র বাসোঽলঙ্কারশোভিতাঃ।
হরিদ্রাক্ষতগন্ধাদ্যৈঃ পূজয়ামাসুরর্চ্চিতম্॥২২২
নীরাজনং ততঃ কৃত্বা ধূপয়িত্বাগুরুক্ষদৈঃ।
বর্দ্ধাপনং জগ্মু [illegible] বাড়বাজ্ঞয়া॥২২৩

কণ্ঠে পুষ্পমালা, মস্তকে মুকুট,—এবং হস্তাদি অবয়বে কেয়ূরাদি ভূষণ। তাহারা সকলে রাজার আদেশে যজ্ঞমণ্ডপে গমন করিতে সজ্জিত হইলেন। এইরূপে সেনা-গণ, ধনু পাশ ও খড়্গাদি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে মহারাজের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। সুসজ্জিত যজ্ঞীয় অশ্বও সবেগগতি দ্বারা আকাশে উৎপ্লবন এবং খুরাঘাতে ভূবিদারণ করত ধীরে ধীরে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। রাম যজ্ঞীয় অশ্ব উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হওত বশিষ্ঠমুনিকে যজ্ঞের ইতিকর্ত্তব্য সম্পা-দন করিতে আদেশ করিলেন। বশিষ্ঠ, সুবর্ণময়ী পত্নীসমন্বিত রামকে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপনাশক কার্য্য সকল অগ্রে সম্পাদিত করিলেন। ১০—২১৪। শত্রুবিজয়ী রামও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক মৃগশৃঙ্গ ধারণ করিয়া, বশিষ্ঠদেব যে যে কার্য্য করিতে বলিলেন, তৎসমস্তই করি-লেন। অনন্তর সেই যজ্ঞমণ্ডপের অনুরূপ যজ্ঞীয় কুণ্ডে প্রকৃত যাগ আরম্ভ হইল। বেদ-শাস্ত্রে পারদর্শী রামের কুলগুরু ধীমান বশিষ্ঠমুনি সেই যজ্ঞের আচার্য্য হইলেন। হে ব্রাহ্মণ! তপোনিধি অগস্ত্যদেব ব্রহ্মা হইয়াছিলেন। বাল্মীকি মুনি হোতৃ-রূপে ব্রতী হইলেন। কণ্বমুনি দ্বাররক্ষ-কের কার্য্য করিতে লাগিলেন। সেই যজ্ঞ-গৃহে উত্তম তোরণযুক্ত আটটী দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। হে বিপ্র! প্রত্যেক দ্বারে এক একজন মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধিষ্ঠিত রহিলেন। পূর্ব্বদিকের দুই দ্বারে দেবল ও অসিত নামক দুই মুনি, দক্ষিণের দুই দ্বারে তপো-নিধি কাশ্যপ ও অত্রি, পশ্চিমদিকের দ্বারদ্বয়ে জাতুকর্ণ ও জাজলি, এবং উত্তরদিকের দ্বার-দ্বয়ে দ্বিতীয় ও একত মুনি নিযুক্ত হইলেন। ২১৪—২২০। হে দ্বিজ! এইরূপে দ্বাররক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যমুনি যজ্ঞীয় অশ্বের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সুবাসিনী বিলাসিনী রমণীগণ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আগমন করত ঋত্বিক্‌দিগের আদেশানুসারে হরিদ্রা অক্ষত ও গন্ধাদি-দ্বারা সেই পূজিত যজ্ঞীয় অশ্বের পূজা করিয়া নীরাজনা (বরণ) ও অগুরু ধূপদ্বারা বর্দ্ধনা করিল। তৎপরে কুঙ্কুমাদি সুগন্ধ দ্রব্য-

সুপ্তান্ ভ্রষ্টান্ বিগতবসনান্ ভীতভীতান্
প্রপন্নান্ ॥
মা হন্যাস্তান সুকৃতিকৃতিনো যেন শংসন্তি কর্ম্ম
বিরথান রথসংস্থস্তং যে বদন্তি বয়ং তব।
তে ত্বয়া ন নিহন্তব্যাঃ শক্রেণ সুকৃতৈষিণা॥২৩৯
যো হন্যাদ্বিমদং মত্তং সুপ্তং ভগ্নং ভয়াতুরম্।
তাবকোঽহং করোমীতি স ব্রজেত্যধমাং গতিম্॥
পরস্বে চিত্তবৃত্তিং স্বং মা কৃথাঃ পরদারকে।
নীচে রতিং মা বিদধ্যাঃ সর্ব্বসদ্গুণভূষিতঃ॥
পূর্ব্বং প্রহারং বৃদ্ধানাং মা কুরুষ্ব রথীন্দ্র।
পূজ্যপূজাব্যতিক্রামং মা বিধেহি দয়ান্বিতঃ॥
গাং বিপ্রং স্বং নমস্কৃত্য বৈষ্ণবং ধর্ম্মসংযুতম্।
অভিবাদ্য যতো গচ্ছেত্তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সাক্ষী সর্ব্বব্যাপকদেহভৃৎ।
যে তদীয়া মহাবাহো তদ্রূপা বিচরন্তি হি॥ ২৪৪
যে স্মরন্তি মহাবিষ্ণুং সর্ব্বভূতহৃদি স্থিতম্।
তে মন্তব্যা মহাবিষ্ণু-সমরূপা রঘূত্তম॥ ২৪৫
যস্য স্বীয়ো ন পারক্যো যস্য মিত্রসমো রিপুঃ।
তে বৈষ্ণবাঃ ক্ষণাদেব পাপিনং পাবয়ন্তি হি॥
যেষাং প্রিয়ং ভাগবতং তেষাং বৈ
ব্রাহ্মণাঃ প্রিয়াঃ
বৈকুণ্ঠাৎ প্রেষিতাস্তেঽত্র লোকপাবনহেতবে
যেষাং মুখে হরের্নাম হৃদি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
উদরে বিষ্ণুনৈবেদ্যং স শ্বপাকোঽপি বৈষ্ণবঃ
যেষাং বেদাঃ প্রিয়তমা ন চ সংসারজং সুখম্।
স্বধর্ম্মনিরতা যেঽত্র তান্নমস্কুর্ব্বিহান্বিতান্॥ ২৪৯
শিবে বিষ্ণৌ ন বা ভেদো ন চ ব্রহ্মমহেশয়োঃ

করিতে আসিবে, তুমি নিজের গুণপনা দেখাইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া অশ্ব-রক্ষা করিবে, তুমি সুপ্ত, পলায়িত, ভয়ে গলিতবসন, প্রণত এবং যাহারা সৎকর্ম্মে অনুরাগী মহাত্মা একপ লোককে প্রহার করিও না। রথহীনের সহিত রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিও না; তুমি সৎকর্ম্মরত, তোমাকে এবিষয়ে উপদেশ করা বাহুল্যমাত্র। তথাপি বলিতেছি,—সুপ্ত, মত্ত, ভয়াতুর, এবং যে ভয়ে শরণাগত হইয়াছে ও যাহার আদৌ বলগর্ব্ব নাই; এরূপ ব্যক্তিকে বধ করিলে অন্তিমে অধোগতি হইয়া থাকে। ২৩৭ ২৪০ হে অরিদমন! তুমি সর্ব্ববিধ সদ্গুণে ভূষিত, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, পরধনে বা পরদারে কদাচ লোভ করিও না। নিকৃষ্ট লোকের সংবাস করিও না। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে অগ্রে প্রহার করিও না। সর্ব্বদা সদয় ভাবে থাকিবে। নৃশংসতা প্রকাশ করিবে না এবং পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজার ত্রুটি করিও না। তুমি গো, বিপ্র, ও ধার্ম্মিক বৈষ্ণব দেখিলে প্রণাম করিবে। ইঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া যেখানে যাইবে, তথায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। হে মহাবাহো! সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী দেহ ধারণপূর্ব্বক সকলের অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা সেই নিখিল প্রাণীর হৃদয়বিহারী মহাবিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা বিষ্ণুস্বরূপ হইয়া বিচরণ করেন। হে রঘূত্তম! তুমি সেই বিষ্ণুভক্ত মহাত্মাদিগকে মহাবিষ্ণু-স্বরূপ জ্ঞান করিবে। যাহার নিকটে আত্মীয় পর সবই এক, আবক কি অনিষ্টকারী শত্রুও মিত্র বলিয়া পরিগণিত; সেই বিষ্ণু-ভক্ত ব্যক্তির সংসর্গে পাপী ব্যক্তি ক্ষণকাল মধ্যেই পবিত্র হইয়া যায়। ভাগবত যাঁহাদের প্রিয় বস্তু, ব্রাহ্মণকে যাঁহারা ভক্তি করেন, তাঁহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন, তাঁহারা লোকদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত, বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত। যাঁহার মুখে সর্ব্বদা হরিনাম, হৃদয়ে সনাতন বিষ্ণু, এবং উদরে বিষ্ণু-নৈবেদ্য অর্থাৎ যাঁহারা খাদ্যবস্তু বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া আহার করেন, তিনি জাতিতে চণ্ডাল হইলেও পরম বৈষ্ণব। ২৪১—২৪৮। যাহারা বেদবাক্যকে প্রিয়তম জ্ঞান করেন, সংসারসুখ তুচ্ছ মনে করেন, এবং স্বধর্ম্মে নিরত থাকেন, তুমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিও। শিবে এবং

তেষাং পাদরজঃ পূতং বহাম্যঘবিনাশনম্ ॥২৫০
গৌরী গঙ্গা মহালক্ষ্মীর্যস্য নাস্তি পৃথক্তয়া।
তে মন্তব্যাঃ নরাঃ সর্ব্বে স্বর্গলোকাদিহামরাঃ॥
শরণাগতরক্ষী চ মহাদানপরায়ণঃ।
যথাশক্তি হরেঃ প্রীত্যৈ স জ্ঞেয়ো বৈষ্ণবোত্তমঃ।
যস্য নাম মহাপাপ-রাশিং দহতি সত্বরম্।
তদীয়চরণদ্বন্দ্বে ভক্তির্যস্য স বৈষ্ণবঃ॥ ২৫৩
ইন্দ্রিয়াণি বশে যেষাং মনোঽপি হরিচিন্তকম্।
তান্ নমস্কৃত্য পূয়াৎ স আজন্মমরণান্তকম্॥
পরস্ত্রিয়ং ত্বং করবালবত্ত্যজন
ভবের্যশোভূষণভূতভূমিঃ।
এবং মমাদেশ্যমাচরংশ্চ
লভেঃ পরং ধাম সুযোগমীড্যম্॥ ২৫৫

ইতি শ্রীপদ্মে পাতালখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুতে কোনও ভেদ নাই, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরে কোন পার্থক্য নাই। আমি তাঁহাদের পবিত্র পদরজ মস্তকে ধারণ করি। যাঁহারা গৌরী, গঙ্গা ও মহালক্ষ্মীকে অভিন্ন জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে স্বর্গ লোক হইতে আগত দেবতা জ্ঞান করিবে। যিনি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, এবং বিষ্ণুর প্রীতিকামনায় যথাশক্তি প্রচুর দান করেন, তাঁহাকে বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া জানিবে। যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে অবিলম্বে মহাপাপরাশি নষ্ট হয়, তাদৃশ মহাত্মার চরণযুগলে যিনি ভক্তিমান, তিনি বৈষ্ণব। যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, এবং মনে মনে সর্ব্বদা হরিচিন্তায় মগ্ন, তাহাদিগকে নমস্কার করিলে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। হে ভ্রাতঃ! তুমি পরস্ত্রীকে সুতীক্ষ্ণতরবারির ন্যায় জ্ঞান করিয়া, পরিত্যাগ করত আমার আদেশমত কার্য্য কর, তাহা হইলে ইহলোকে অসীম যশস্বী হইয়া অন্তে প্রশংসনীয় পরম ধামে গমন করিতে পারিবে। ২৪৯—২৫৫।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।
এবমাজ্ঞাপ্য ভগবান্ রামশ্চামিত্রকর্ষণঃ।
বীরানালোকয়ন্ ভূয়ো জগাদ শুভয়া গিরা॥১
শত্রুঘ্নস্য মম ভ্রাতুর্বাজিরক্ষাকরস্য বৈ।
কো গন্তা পৃষ্ঠতো রক্ষন্ মদাদেশপ্রপালকঃ॥২
যঃ সর্ব্ববীরান্ প্রতিমুখ্যমাগতান্
বিনির্জ্জয়েন্মর্ম্মভিদস্ত্রসঙ্ঘৈঃ।
গৃহ্ণাত্বসৌ মে করবীটকং তদ্-
ভূমৌ যশঃ সম্প্রথয়ন্ সুবিস্তরম্॥ ৩
ইত্যুক্তবতি রামে তু পুষ্কলো ভরতাত্মজঃ।
জগ্রাহ বীটকং তস্মাদ্রঘুরাজকরাম্বুজাৎ॥ ৪
স্বামিন্ গচ্ছামি শত্রুঘ্ন-পৃষ্ঠরক্ষাং করোম্যহম্।
সন্নদ্ধঃ সর্ব্বতঃ শস্ত্র-চাপবাণধরঃ প্রভো॥ ৫
সর্ব্বমদ্য ক্ষিতিতলং ত্বৎপ্রতাপো বিজেষ্যতে
এতে নিমিত্তভূতা বৈ রামচন্দ্র মহামতে॥ ৬

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্ত দেব কহিলেন,—শত্রুবিজয়ী ভগবান রাম, ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে এইরূপ আদেশ করিয়া বীরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করত শুভবাক্যে কহিলেন, 'আমার ভ্রাতা শত্রুঘ্ন অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন, কে ইঁহার আদেশ পালন করত অনুগামী হইতে চাহেন? যিনি ইঁহার অনুগমন করত মর্ম্মভেদী অস্ত্রসমূহদ্বারা পরাভবোদ্যত বীরবর্গকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি আসুন, আমার হস্ত হইতে তাম্বূল-বীটিকা গ্রহণ করুন, তাম্বূল বীটিকা লইয়া ভূতলে যশোরাশি বিস্তার করুন।" রামের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরতের পুত্র পুষ্কল রামের করপদ্ম হইতে বীটিকা গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন,—জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়! আমিই ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া কনিষ্ঠপিতৃব্যমহাশয়ের অনুসরণ করত ইঁহার পৃষ্ঠরক্ষা করিব। ১—৫। "হে মহামতি রাজাধিরাজ! আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র,

ভবৎকৃপাতঃ সকলং সসুরাসুরমানুষম্ ।
উপস্থিতং প্রযুদ্ধার্থং নিবারণক্ষমো হ্যহম্ ॥ ৭
সর্ব্বং স্বামী জানাসি মম বিক্রমদর্শনাৎ ।
এষ গচ্ছামি শত্রুঘ্ন-পৃষ্ঠরক্ষাপ্রকারকঃ ॥ ৮

এবং ব্রুবন্তং ভরতাত্মজং স
প্রশস্য সাধ্বিত্যমলৈর্ব্বচোভিঃ ।
শশংস সর্ব্বান কপিনায়কান্ স
প্রভঞ্জনোদ্ভূতমুখান হরিঃ প্রভুঃ ॥৯

ভো হনূমন্মহাবীর শৃণু মদ্বাক্যমাদৃতঃ ।
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া প্রাপ্তমিদং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥১০
সীতায়া মম সংযোগো যোঽভবজ্জলধির্নরৈঃ ।
তারিতস্তদ্বলং বেদ্মি সর্ব্বং তব কপীশ্বর ॥ ১১
ত্বং গচ্ছ মম সৈন্যস্য পালকস্ত্বমমাত্যবৎ ।
শত্রুঘ্নঃ সোদরো মহ্যং পালনীয়স্ত্বয়া যথা ॥ ১২
যত্র যত্র মতিভ্রংশঃ শত্রুঘ্নস্য প্রজায়তে ।
তত্র তত্র প্রবোদ্ধব্যো ভ্রাতা মম মহামতে ॥১৩

ইতি শ্রুত্বা মহদ্বাক্যং রামচন্দ্রস্য ধীমতঃ ।
শিরসা তৎসমাদায় প্রণামমকরোৎ তদা ॥১৪
অথাদিশন্মহারাজো জাম্ববন্তং কপীশ্বরম্ ।
রঘুনাথস্য সেবায়ৈ কপীশ্বমজঃ প্রভুঃ ॥ ১৫
অঙ্গদো গবয়ো মৈন্দস্তথা দধিমুখঃ কপিঃ ।
সুগ্রীবঃ প্লবগাধীশঃ শতবলিরক্ষকো কপী ॥১৬
নীলো নলো মনোবেগোঽধিগন্তা বানরাঙ্গজঃ
ইত্যেবমাদয়ো যূয়ং সন্নদ্ধা ভবন্তু ভোঃ ॥১৭
সর্ব্বে রথৈঃ সদশ্বৈশ্চ তপ্তহাটকভূষণৈঃ ।
কবচেন শিরস্ত্রাণৈর্ভূষিতা যান্তু সত্বরাঃ ॥ ১৮

শেষ উবাচ ।

সুমন্ত্রমাহূয় সুমন্ত্রিণং তদা
জগাদ রামো বলবীর্য্যশোভিতঃ ।
অমাত্যমৌলে বদ কেঽত্র যোজ্যা
নরা হয়ং পালয়িতুং সমর্থাঃ ॥১৯

তদ্বাক্যমেবমাকর্ণ্য জগাদ পরবীরহা ।
হয়স্য রক্ষণে যোগ্যান বলিনোঽত্র নরাধিপান্

আপনার জগদ্ব্যাপী প্রতাপেই সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিবে। আপনার কৃপায় আমি দেব, দৈত্য, মনুষ্য—যে কেহ যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইবে, তাহাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিব। আপনি আমার বিক্রমের বিষয় সমস্তই অবগত আছেন, আপনাকে অধিক বলা ধৃষ্টতামাত্র। পিতৃব্য মহাশয়ের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া এই আমি যাত্রা করিলাম।” ভরতনন্দন পুষ্কল এইরূপ কহিলে পর, রাম সাধুবাদদ্বারা তাঁহার প্রশংসা অনুমোদন করত হনূমান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরগণকে কহিলেন,—ওহে মহাবীর হনূমন্! তুমি সযত্নে আমার কথা শ্রবণ কর। আমি তোমারই অনুগ্রহে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছি। ৬—১০। হে কপিবর! নর-বানরগণের সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গমন, সীতার উদ্ধার, এ সমস্ত যে তোমারই বলে সম্পন্ন হইয়াছে—ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি আমার আদেশে সৈন্য-গণের রক্ষক হইয়া গমন কর, আমার সহো-দর শত্রুঘ্নকে আমার ন্যায় দেখিও এবং বিপদে রক্ষা করিও। হে মহামতে! শত্রুঘ্নের কোথাও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিলে, আমার ভ্রাতা বলিয়া তুমি ইহাকে যুক্তিদান করিবে। হনূমান এইপ্রকার রামবাক্য শ্রবণ করিয়া শিরোধার্য্য করত প্রণাম করিলেন।১১—১৪। অনন্তর পূর্ণব্রহ্ম মহারাজ রাম, কপিবর জাম্ববান্‌কে শত্রুঘ্নের অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন এবং অঙ্গদ, গবয়, দধি-মুখ, মৈন্দ, বানররাজ সুগ্রীব, শতবলি, অক্ষক, নল, নীল, প্রভৃতি মনের ন্যায় বেগগামী বানরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বানরগণ! তোমরা সকলে কবচ ও শিরস্ত্রাণ ধারণপূর্ব্বক উজ্জ্বল স্বর্ণা-লঙ্কারে বিভূষিত ও সুসজ্জিত হও, এবং আনন্দে উত্তম অশ্বযোজিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের অনুগমন কর। ১৫—১৮। অনন্তদেব কহিলেন,—অনন্তর বলবীর্য্য-শালী রাম মন্ত্রিবর সুমন্ত্রকে ডাকিয়া বলি-লেন,—মন্ত্রিশিরোমণে! কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে অশ্বরক্ষায় নিয়োগ করা যাইতে

রঘুনাথ শৃণুষ্বৈতাংস্তব বীরান সুসংহিতান্।
ধনুর্দ্ধরান্ মহাবিদ্যান্ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদান ॥১৯
প্রতাপাগ্র্যং নীলরত্নং তথা লক্ষ্মীনিধিং নৃপম্।
রিপুতাপং চোগ্রহয়ং তথা শস্ত্রবিদং নৃপম ॥২২
রাজন্ যোঽসৌ নীলরত্নো মহাবীরো রথাগ্রণীঃ
স এব লক্ষং রক্ষেত লক্ষং যুধ্যেত নির্ভয়ঃ ॥
অক্ষৌহিণীভির্দ্দশভির্যাতু বাহস্য রক্ষণে।
দংশিতৈঃ সর্ব্বশস্ত্রৈর্বলাত্ [illegible] ॥২৪
প্রতাপাগ্র্যো য [illegible] ।
সন্ধ্যানসন্ধানাপান্নো লোকে [illegible] ॥২৫
এষোঽক্ষৌহিণীবিংশত্যা যাতু যজ্ঞহয়াবনে।
সন্নদ্ধো রিপুনাশায় যুক্তঃ কোদণ্ডদণ্ডভৃৎ ॥২৬
তথা লক্ষ্মীনিধিস্তেন যাতু রাজন্যসত্তম।
যস্তপোভিঃ শতপর্ব্বং প্রসাদ্যাস্ত্রাণি চাভ্যগাৎ ॥
ব্রহ্মাস্ত্রং পাশুপতাস্ত্রং গারুড়ং নাগসংজ্ঞিতম্।
মায়াস্ত্রং নাকুলং রৌদ্রং বৈষ্ণবং মেঘসম্ভবম্ ॥২৮
বজ্রং পাশিতদস্ত্রং চ তথা বায়ব্যসংজ্ঞিতম্।
ইত্যাদিকানামস্ত্রাণাং সম্প্রয়োগবিসর্গবিৎ ॥২৯
স এব নিজসৈন্যানামক্ষৌহিণ্যৈকয়া যুতঃ।
যাতু শূরাগ্র্যমুকুটঃ শত্রুবৈরিপ্রভঞ্জনঃ ॥৩০
রিপুতাপোঽয়মেতাং গচ্ছত্বগ্রণীর্ধনুর্ভৃতাম্।
সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকুশলো রিপুবংশদবানলঃ ॥৩১
গচ্ছত্বৎ সেনয়া যুক্তঃ চতুরঙ্গসমেতয়া।
শত্রুঘ্নাজ্ঞাং শিরসা [illegible] বলোৎকটাঃ ॥
উগ্রাশ্বোঽপি মহারাজঃ শস্ত্রবিদেষ চ।
সর্ব্বে যান্তু সুসন্নদ্ধা বাহস্য পালকাঃ ॥৩৩
ইতি ভাষিতমাকর্ণ্য মন্ত্রিণঃ প্রজহর্ষ চ।
আজ্ঞাপয়ামাস তান্ সুমতিকথিতান ভটান্॥
তেঽপ্যাজ্ঞাং রঘুনাথস্য প্রাপ্য মোদং প্রপেদিরে

পারে, তাহা বল। শত্রুজয়-সমর্থ সুমতি রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কোন্ কোন্ নরপতি বলবান এবং অশ্বরক্ষার উপযুক্ত তাহা বলিতে লাগিলেন। হে রঘুনাথ! আপনার নিকটে সকল প্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী সুপণ্ডিত ধনুর্ধর এই বীরবর নীলরত্ন, প্রতাপাগ্র্য, লক্ষ্মীনিধি, রিপুতাপ, উগ্রাশ্ব এবং শস্ত্রবিৎ রাজার পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৯—২২। রাজন্! ঐ যে রথীদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর নীলরত্ন, উনি নির্ভীকচিত্তে একাকীই লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ এবং লক্ষ লোককে রক্ষা করিতে পারেন। উনি, শিরস্ত্রাণকবচধারী বলগর্ব্বিত দশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া অশ্ব রক্ষা করিতে গমন করুন। নিখিল অস্ত্রবিদের অগ্রণী যে প্রতাপাগ্র্য, যুগপৎ দুই হস্তে বাণ বর্ষণ করত অক্লেশে অসংখ্য শত্রু অবসন্ন ও ক্লান্ত করিয়াছেন, তিনি শত্রুবিনাশে উদ্যত হইয়া বর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক বিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া অশ্বরক্ষায় গমন করুন। ২৩—২৬। আর এই রাজন্য-সত্তম লক্ষ্মীনিধি,—যিনি তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে, পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নাগপাশ, মায়াবাস্ত্র, নাকুলাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, বারুণাস্ত্র বজ্রাস্ত্র, পাশিত ও বায়ব্যাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রসমূহের প্রয়োগ সংহার শিক্ষা করিয়াছেন, সেই বীরবর্গ-শিরোমণি নিখিল শত্রুবর্গের পক্ষে ভীম প্রভঞ্জনস্বরূপ লক্ষ্মীনিধি এক অক্ষৌহিণী নিজ সৈন্য লইয়া সঙ্গে গমন করুন। আর ধনুর্ধরদিগের অগ্রগণ্য সকল প্রকার অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ রিপুবংশের দাবানলস্বরূপ এই রিপুতাপ অদ্য অশ্বরক্ষায় যাত্রা করুন। ইহারা কুমার শত্রুঘ্নের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে অনুগামী হউন। আর এই মহারাজ উগ্রাশ্ব এবং এই শস্ত্রবিৎ ইহারা সকলেই যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আপনার অশ্ব রক্ষা করিতে [illegible] করুন। মহারাজ রাম এই প্রকার সুমন্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়া সুমন্ত্রকথিত সেই যোদ্ধৃগণকে আদেশ করিলেন। ২৭—৩৪। সেই রণোন্মত্ত ভূপালগণ বহুদিন হইতে যুদ্ধ কামনা করিতেছিলেন; তৎকালে রামের ঐরূপ আদেশ পাইয়া সাতিশয়

চিরকালং সাম্পরায়ং বাঞ্ছন্তো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥৩৫
সন্নদ্ধাঃ কবচাদ্যৈশ্চ তথা শাস্ত্রাস্ত্রবর্ত্তনৈ ।
যযুঃ শত্রুঘ্নসংবাসং সীতাপতিপ্রণোদিতাঃ ॥৩৬

শেষ উবাচ ।

অথোক্তো ঋষিণা রামো বিধিনাপূজয়ৎ স হ ।
আচার্য্যাদীনৃষীন্ সর্ব্বান্ যথোক্তবরদক্ষিণৈঃ ॥
আচার্য্যায় দদৌ রামো হস্তিনং ষষ্টিহায়নম্ ।
হয়মেকং মনোবেগং রত্নমালাবিভূষিতম্ ॥৩৮
পৌরটং রথমেকং চ মণিরত্নবিভূষিতম্ ।
চতুর্ভির্ব্বাজিভির্যুক্তং সর্ব্বোপস্করসংযুতম্ ॥৩৯
মণিলক্ষং তু প্রত্যক্ষং মুক্তাফলতুলাশতম্ ।
বিদ্রুমস্য তুলানাঞ্চ সহস্রং স্ফুটতেজসাম্ ॥৪০
গ্রামমেকং সুসম্পন্নং নানাজনসমাকুলম্ ।
বিচিত্রশস্যনিষ্পন্নং বিবিধৈর্ম্মন্দিরৈর্বৃতম্ ॥৪১
ব্রহ্মণেঽপি তথৈবাদাদ্ধোত্রেঽপ্যধ্বর্য্যবে স্মৃতম্ ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যো ভূরিশো দত্ত্বা প্রণনাম রঘূত্তমঃ ॥
সর্ব্বে তে বর্দ্ধয়ন্ বাগ্‌ভিরাশীর্ভিরভিপূজিতাঃ

চিরং জীব মহারাজ রামচন্দ্র রঘূদ্বহ ॥৪৩
কন্যাদানং ভূমিদানং গজদানং তথৈব চ ।
অশ্বদানং স্বর্ণদানং তিলদানং সমৌক্তিকম্ ॥৪৪
অন্নদানং পয়োদানমভয়দানমেব চ ।
রত্নদানানি সর্ব্বাণি বিপ্রেভ্যশ্চাদিশন্মহান্ ॥৪৫
দেহি দেহি ধনং দেহি মা নেতি ব্রূহি কস্যচিৎ
দদাত্বন্নং দদাত্বন্নং সর্ব্বভোগসমন্বিতম্ ॥৪৬
ইত্থং প্রাবর্ত্তত মখো রঘুনাথস্য ধীমতঃ ।
সদাক্ষিণৈর্দ্বিজবরৈঃ পূর্ণঃ সর্ব্বশুভক্রিয়ঃ ॥৪৭
অথ রামানুজো গত্বা মাতরং প্রণনাম হ ।
আজ্ঞাপয়স্ব রক্ষার্থমেব গচ্ছামি শোভনে ॥৪৮
ত্বৎকৃপাতো রিপুকুলং জিত্বা শোভাসমন্বিতঃ ।
আয়াস্যামি মহারাজৈর্হয়বর্য্যসমন্বিতঃ ॥৪৯

আনন্দিত হইলেন। রামের আদেশে তাঁহারা বর্ম্মাদি পরিধানপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে শত্রুঘ্নের অনুগমনার্থ যাত্রা করিলেন। অনন্তদেব কহিলেন,—অনন্তর রাম মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে যথাবিধি দক্ষিণাদি দান করিয়া যথাবিধানে আচার্য্য প্রভৃতি কর্ম্মে ব্রতী ঋষিদিগের পূজা করিলেন এবং আচার্য্যকে ষষ্টিবৎসরবয়স্ক একটী হস্তী, রত্নমালাভূষিত মনের ন্যায় বেগগামী একটী অশ্ব, মণিরত্নভূষিত চারিটি অশ্বে যোজিত ও সকল প্রকার সজ্জায় সুসজ্জিত একখানি সুবর্ণময় রথ, এক লক্ষ বিশুদ্ধ মণি, শততুলা পরিমিত মুক্তা, সহস্রতুলা পরিমিত উজ্জ্বল প্রবাল, এবং বিবিধ শস্যশালী নানাবিধ-দেবমন্দির-শোভিত জনসঙ্কুল একখানি সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা, হোতা এবং অধ্বর্য্যু (যজুর্ব্বেদজ্ঞ হোতা) প্রভৃতি ঋত্বিক্‌দিগকেও এইরূপ প্রচুর অর্থদান করিলেন। পরে সকলকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা সকলে এইরূপে রাম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া—"হে মহারাজ! রঘুনাথ! রামচন্দ্র! আপনি চিরজীবী হউন" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র তৎকালে ব্রাহ্মণদিগকে কন্যাদান, ভূমিদান, হস্তিদান, অশ্বদান, স্বর্ণদান, মুক্তাসহ তিলদান, অন্নদান, পয়োদান, অভয়দান রত্ন প্রভৃতি সকল প্রকার দান করিতে আদেশ করিলেন। ৩৫—৪৫। রঘুনাথের সেই বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞে কেবল "অর্থ দাও, অর্থ দাও, কাহাকেও না বলিও না, প্রচুর সুস্বাদু উপকরণ সহ অন্নদান কর, কাহাকেও বঞ্চিত করিও না" এইরূপে দানকার্য্যে উৎসাহ প্রদান হইতে লাগিল। দক্ষিণাদানে সন্তুষ্ট দ্বিজগণ দ্বারা সেই যজ্ঞের সকল অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। এদিকে রামানুজ শত্রুঘ্ন (অশ্বরক্ষণার্থ যাত্রা করিয়া) জননীদেবীর নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—অয়ি শোভনে মাতঃ! অনুমতি করুন, আমি অশ্বরক্ষা করিতে গমন করি। আমি রাজবর্গের সহিত যজ্ঞীয় অশ্বের অনুগমন করত আপনার আশীর্ব্বাদে শত্রুকুল জয় করত বিজয়শ্রীসম্পন্ন হইয়া আগমন

মাতোবাচ।

পুত্র গচ্ছ মহাবীর শিবাঃ পন্থান এব তে।
সর্ব্বান্ রিপুগণান্‌জিত্বা পুনরাগচ্ছ সন্মতে॥৫০
পুষ্কলং পালয় নিজভ্রাতৃজং ধর্ম্মবিত্তমম্।
মহাবলিনমদ্যাপি বালকং লীলয়া যুতম্॥ ৫১
পুনরাগচ্ছসি চেদ্‌যুক্তঃ পুষ্কলেন শুভান্বিতঃ।
তদা মম প্রমোদঃ স্যাদন্যথা শোকভাগিনী॥৫২
ইতি সম্ভাষমাণাং স্বাং মাতরং প্রত্যুবাচ সঃ।
পুষ্কলং পালয়িত্বাহং নিজাঙ্গমিব শোভনে॥৫৩
স্বনামসদৃশং কৃত্বা পুনরেষ্যামি মোদবান্।
ত্বদীয়চরণদ্বন্দ্বং স্মরন্ প্রাপ্স্যামি শোভনম্॥৫৪
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বীরো রামং স মখমণ্ডপে।
আসীনং মুনিবর্য্যাদ্যৈর্ম্মুনিবেষধরং বরম্॥৫৫
উবাচ মতিমান্ বীরঃ সর্ব্বশোভাসমন্বিতঃ।
রামাজ্ঞাপয় রক্ষার্থং হয়স্যানুজ্ঞয়া তব॥৫৬
রঘুনাথোঽপি তচ্ছ্রুত্বা ভদ্রমস্ত্বিতি চাব্রবীৎ।
বালং স্ত্রিয়ং প্রমত্তং ত্বং মা হন্যাঃ শস্ত্রবর্জ্জিতম্
তদা লক্ষ্মীনিধির্ভ্রাতা জানক্যা জনকাত্মজঃ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্নয়নে নর্ত্তয়ন রামমব্রবীৎ॥৫৮

লক্ষ্মীনিধিরুবাচ।

রামচন্দ্র মহাবাহো সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ।
শত্রুঘ্নং শিক্ষয় তথা যথা লোকোত্তরো ভবেৎ
কুলোচিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নগ্রজাচরিতং তথা।
গচ্ছেৎ স পরমং ধাম তেজোবলসমন্বিতম্॥৬০
ত্বয়া প্রোক্তং মহারাজ ব্রাহ্মণং নাবমানয়েৎ।
পিতা তব হতো বিপ্রঃ পিতৃভক্তিপরায়ণঃ॥৬১
ত্বয়াপি সুমহৎ কর্ম্ম কৃতং লোকে বিগর্হিতম্।
অবধ্যাং মহিলাং যস্ত্বং হতবান্নিয়তং ততঃ॥৬২
অগ্রজোঽস্য মহারাজ কৃতবান যং পরাক্রমম্।
স ন কেন কৃতঃ পূর্ব্বং রাক্ষস্যাঃ কর্ণকর্ত্তনম্॥৬৩

করিব। ৪৬—৪৯। সুমিত্রাদেবী কহিলেন,—পুত্র! তুমি মহাবীর, অতএব (তোমাকে প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিতেছি) তুমি অশ্বরক্ষা করিতে স্বচ্ছন্দে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। সুবুদ্ধে! তুমি সমুদয় শত্রু জয় করিয়া কুশলী হইয়া প্রত্যাগমন কর। তোমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র পুষ্কল যদিও ধর্ম্মজ্ঞতর ও মহাবলশালী, তথাপি বয়সে ক্রীড়াপ্রিয় বালক। তুমি ইহাকে সাবধানে রক্ষা করিবে। বৎস! তুমি পুষ্কলের সহিত বিজয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিলে আমার বড়ই আনন্দ হইবে, নতুবা শোকের সীমা থাকিবে না। ৫০—৫২। সুমিত্রাদেবী এইরূপ বলিলে পর শত্রুঘ্ন তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন;—মাতঃ! আমি বৎস পুষ্কলকে নিজ শরীরের ন্যায় রক্ষা করত নিজ নামানুরূপ কার্য্য দ্বারা বিজয়ী হইয়া পরমানন্দে প্রত্যাগমন করিব। আপনার পদযুগল ধ্যান করত আমি নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি করিব। সর্ব্বশোভাসমন্বিত বুদ্ধিমান বীরবর শত্রুঘ্ন মাতৃদেবীকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞমণ্ডপে গমনপূর্ব্বক মুনিবরদিগের সহিত সমাসীন মুনিবেশধারী রামচন্দ্রকে কহিলেন,—অগ্রজ মহাশয়! অশ্বরক্ষার্থ অনুমতি করুন। আমি আপনার অনুমতি লইয়া যাত্রা করি। রঘুনাথ তদুত্তরে বলিলেন,—বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অশ্ব লইয়া গমন কর; বালক, নারী বা নিরস্ত্র ব্যক্তির অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিও না। ৫৩—৫৭। তৎকালে সীতার ভ্রাতা জনকপুত্র লক্ষ্মীনিধি ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাসব্যঞ্জক নয়নভঙ্গী প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন,—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাবাহু রামচন্দ্র! শত্রুঘ্ন যাহাতে আপনাদের ন্যায় অলৌকিক কার্য্য করেন, এইরূপভাবে আপনি ইহাঁকে শিক্ষা দান করুন। অগ্রজ কর্ত্তৃক আচরিত কুলোচিত কার্য্য করিলেই ইনি তেজোবলসমন্বিত পরম ধামে গমন করিবেন। মহারাজ! আপনি বলিলেন, ব্রাহ্মণের অপমান করিতে নাই, কিন্তু আপনার পিতা, পিতৃভক্ত সুব্রাহ্মণের হত্যা করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি আপনিও অবধ্য নারী-বধরূপ অতিমহৎ লোকগর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ৫৮—৬১। মহারাজ! এই শত্রুঘ্নের অগ্রজ

এবং করিষ্যতি নৃপ শক্রঘ্নঃ শিক্ষয়া তব ।
যদি নায়ং তথা কুর্য্যাৎকুলস্যাসদৃশং ভবেৎ ॥
ইত্যুক্তবন্তং তং রামঃ প্রত্যুবাচ হসন্নিব ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সর্ব্ববাক্যবিশারদঃ ॥ ৬৫
যূয়ং তু যোগিনঃ শান্তাঃ সমদুঃখসুখাঃ পুনঃ ।
জানন্ত্যপারসংসার-নিস্তারতরণাদিকম্ ॥ ৬৬
যে শূরাঃ সুমহোযোগাঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদাঃ ।
তে জানন্তি নিযুদ্ধস্য বার্ত্তাং ন তু ভবাদৃশাঃ ॥
পরোপতাপিনো যে বৈ যে লোকাপথবিসারিণঃ
তে হন্তব্যা নৃপৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বলোকহিতৈষিভিঃ

ইত্যুক্তমাকর্ণ্য সভাসদস্তে
সর্ব্বে স্মিতং চক্রুররিন্দমস্য ।
কুম্ভোদ্ভবঃ পূজিতমেনমশ্বং
বিমোচয়ামাস সুশোভিতং হি ॥ ৬৯

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য বশিষ্ঠঃ কলসোদ্ভবঃ ।
করাব্জেন স্পৃশন্নশ্বং মুমোচ জয়কাঙ্ক্ষয়া ॥ ৭

বাজিন গচ্ছ যথালীলং সর্ব্বত্র ধরণীতলে ।
যাগার্থে মোচিতো যেন পুনরাগচ্ছ সত্বরঃ ॥৭১
অশ্বস্তু মোচিতঃ সর্ব্বৈর্ভটৈঃ শস্ত্রাস্ত্রকোবিদৈঃ ।
পরিতঃ প্রযযৌ প্রাচীং দিশং বায়ুজবান্বিতঃ ॥
প্রচচাল বলং সর্ব্বং কম্পয়দ্ধরণীতলম্ ।
শেষোঽপি কিঞ্চিন্নতয়া ফণয়া ধৃতবান্ ভুবম্ ॥
দিশঃ প্রসেদুঃ পরিতঃ ক্ষ্মাতলং শোভয়ান্বিতম্
বায়বস্তু শক্রঘ্নং পৃষ্ঠতো মন্দগামিনঃ ॥ ৭৪
শক্রঘ্নস্য প্রয়াণাখ্যভুদ্যতস্য ভুজোঽস্ফুরৎ ।
দক্ষিণঃ শুভমাশংসী জয়ায় চ বভূব হ ॥ ৭৫
পুষ্কলঃ স্বগৃহং রম্যং প্রাবিবেশ সমৃদ্ধিমৎ ।
বিচিত্রভিত্তিভির্ভিঃ শোভিতং রত্নবেদিকম ॥
তত্রাপশ্যন্নিজাং ভার্য্যাং পতিব্রতপরায়ণাম্ ।
কিঞ্চিৎস্মিতদর্শনাঙ্কুরাং ভর্ত্তুর্দর্শনলালসাম্ ॥ ৭৭

লক্ষ্মণ, রাক্ষসীর কর্ণকর্ত্তনে যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, আর কেহই পূর্ব্বে সেরূপ বিক্রম প্রকাশ করে নাই। হে নৃপ! শক্রঘ্নও আপনার উপদেশে সেইরূপ কর্ম্মই করিবেন, যদি তাহা না করেন, ত বংশের অনুরূপ কার্য্য করা হইবে না। লক্ষ্মীনিধি এইরূপ বলিলে পর বাগ্মিপ্রবর রাম মেঘগম্ভীর বচনে পরিহাস করত কহিলেন,—তোমরা শান্তচিত্ত যোগী, তোমাদের সুখদুঃখে সমজ্ঞান, কি উপায়ে অপার সংসারপারাবার পার হওয়া যায়, ইহাই কেবল তোমরা জান, আমাদের কার্য্যের ভালমন্দ তোমরা কি বুঝিবে? যাহারা সকল প্রকার অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী বিখ্যাত শূরবীর; সেই বীরগণই যুদ্ধবার্ত্তার ভালমন্দ বুঝিতে পারেন। যাহারা কুপথগামী ও পরের উৎপীড়নকারী, ঈদৃশ দুষ্টলোকের বিনাশ করা লোকহিতৈষী রাজগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ।৬৩—৬৮। সভাসদ্গণ শত্রুবিজয়ী রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিলেন। বশিষ্ঠদেব করপদ্ম দ্বারা সেই সুশোভিত অশ্বের গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক পূজা করিয়া, বিজয়কামনায় "হে অশ্ব! তোমাকে যজ্ঞার্থ মোচন করিলাম, তুমি স্বচ্ছন্দভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া সত্বর আগমন কর।" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলেন। সেই উৎসৃষ্ট যজ্ঞাশ্ব অস্ত্রবিদ্যানিপুণ যোদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া বায়ুবেগে পূর্ব্বদিকে গমন করিল। সৈন্যগণ পদভরে মেদিনী বিকম্পিত করিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই সৈন্যবর্গের পদভারাক্রান্ত মেদিনীর ভরে অনন্তদেবের ফণা কিঞ্চিৎ নত হইয়া পড়িল। তাঁহাদের যাত্রাকালে দিক্ সকল নির্ম্মল হইল, ধরিত্রীদেবী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন, শক্রঘ্নের পৃষ্ঠভাগে মন্দ মন্দ অনুকূল বায়ু বহিতে লাগিল। যাত্রাকালে শক্রঘ্নের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইয়া শুভ জয়ের সূচনা করিল। ৬৯—৭৫। ভরতপুত্র পুষ্কল ধনসমৃদ্ধিপূর্ণ বহুভিত-শোভিত রত্নবেদিকাযুক্ত রমণীয় নিজ ভবনে প্রিয়তমার নিকট বিদায় লইবার জন্য গমন করিলেন। তথায় তাঁহার সাধ্বী ভার্য্যা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা ছিলেন; স্বামীকে দেখিয়া তিনি আহ্লাদিতা

মুখারবিন্দেন চ নাগবল্লী-
দলং সকর্পূরকমত্র চর্ব্বতী ।
নাসাফলং তোয়ভবং মহাধনং
বাহ্বোর্মৃণালীসদৃশোঃ সুকঙ্কণে ॥ ৭৮
কুচৌ তু মালূরফলোপমৌ বরৌ
নিতম্ববিম্বং রসনাবিশোভিতম্ ।
পাদৌ তুলাকোটিবরৌ সুকোমলৌ
দধত্যহো বৈক্ষত সা পতিং স্বকম্ ॥ ৭৯
পরিরভ্য প্রিয়াং বীরো গদ্গদস্বরভাষিণীম্ ।
ভুজয়োজপরীরম্ভ-নির্ভরীকৃতদেহকাম্ ॥ ৮০
উবাচ ভদ্রে গচ্ছামি শত্রুঘ্নপৃষ্ঠরক্ষকঃ ।
রামাজ্ঞয়া বাজিমখস্য পালনে প্রসংস্থিতঃ ॥ ৮১
ত্বং তু মে মাতরঃ পূজ্যাঃ পাদসম্বাহনাদিভিঃ ।
তদুচ্ছিষ্টং হি ভুঞ্জানা তৎকর্ম্ম চরণাদরা ॥ ৮২
সর্ব্বাঃ পতিব্রতা নার্য্যো লোপামুদ্রাদিকাঃ শুভাঃ
নাবমান্যাস্ত্বয়া ভীরু স্বতপোবলশোভিতাঃ ॥ ৮৩

ইত্যুক্তবন্তং স্বপতিং বীক্ষ্য প্রেম্না সুনির্ভরা ।
প্রত্যুবাচ হসন্তীব কিঞ্চিদ্গদ্গদভাষিণী ॥ ৮৪
নাথ তে বিজয়ো ভূয়াৎসর্ব্বত্র রণমণ্ডলে ।
শত্রুঘ্নাজ্ঞা প্রকর্ত্তব্যা হয়রক্ষা যথা ভবেৎ ॥ ৮৫
স্মরণীয়া হি নাথত্র সেবিকা ত্বৎপদানুগা ।
কদাপি মানসং নাথ ত্বত্তো নান্যত্র গচ্ছতি॥৮৬
ঘোরমায়োধনে কান্ত স্মর্ত্তব্যাহং ন জাতুচিৎ ।
সত্যাং ময়ি তব স্বান্তে যুদ্ধে বিজয়সংশয়ঃ ॥৮৭
পদ্মনেত্র তথা কার্য্যমূর্ম্মিলায়া যথা মম ।
হাস্যং নৈব প্রকুর্ব্বন্তি মামীক্ষ্য করতাড়নৈঃ ॥৮৮
ইয়ং পত্নী মহাভীরোঃ সংগ্রামে প্রপলায়িতুঃ ।
কাতরা যদি যুধ্যন্তি শূরাণাং সময়ঃ কুতঃ ॥ ৮৯
ইত্যেবং ন হসন্ত্যুচ্চৈর্যথা মে দেবরাঙ্গনাঃ ।
তথা কার্য্যং মহাবাহো রামস্য হয়রক্ষণে ॥ ৯০
যোদ্ধা ত্বমাদৌ সর্ব্বত্র পরে যে তব পৃষ্ঠতঃ ।

হইলেন ; সেই অনিন্দ্যসুন্দরী পুষ্কলপত্নীর নাসায় মহামূল্য মুক্তা, মৃণালোপম কোমল বাহুযুগলে উৎকৃষ্ট কঙ্কণ, সুকোমল পদযুগলে মনোহর নূপুর, নিতম্বমণ্ডলে মনোহর নীবী, স্তনযুগল বিল্বফলের ন্যায় পীনোন্নত। তিনি তৎকালে কর্পূরবাসিত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে-ছিলেন। স্বামীকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া গদ্গদস্বরে স্বামীকে সম্ভাষণ করিলেন ; বীরশ্রেষ্ঠ পুষ্কল তাঁহাকে সুগাঢ় আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে! আমি জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞে আরোহণপূর্ব্বক কনিষ্ঠ পিতৃব্য মহাশয়ের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যজ্ঞাশ্ব রক্ষা করিতে গমন করিতেছি। তুমি এক্ষণে পাদসম্বাহনাদি দ্বারা মাতৃদেবীদিগের সেবাকার্য্যে রত থাকিবে এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করত পরম যত্নে তাঁহাদের আদেশ পালন করিবে। অয়ি ভীরুস্বভাবে! লোপামুদ্রা প্রভৃতি তপোবলশালিনী পতিব্রতা ঋষিপত্নী-দিগকে ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিবে, কদাচ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিও না। ৬৬—৮৩।

পুষ্কলকামিনী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেমগদ্গদ হইয়া সস্মিত বচনে গদ্গদস্বরে স্বামীকে উত্তর দিলেন—নাথ! সকল সংগ্রামে আপনি বিজয়ী হউন, একাগ্রচিত্তে অশ্বরক্ষায় যত্নবান হইয়া পিতৃব্য মহাশয়ের আজ্ঞা পালন করুন। আপনার পদাশ্রিত এই সেবাকারিণীকে মনে রাখিবেন। নাথ! আমি বাক্যমনোবাক্যে আপনাকে ধ্যান করত কাল অতিবাহিত করিব। কান্ত! ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে, কদাপি আমার চিন্তা করিও না, কারণ তাহা হইলে যুদ্ধে বিজয় সন্দেহের বিষয় হইবে। হে কমলাক্ষ! ঊর্ম্মিলা দেবী যেরূপ স্বামীর বীরত্বে লোকের নিকটে গরীয়সী হইয়াছেন, আমিও যেন সেইরূপ হইতে পারি। আমাকে দেখিয়া করতালি দিয়া কেহ যেন উপহাস না করিতে পারে। 'ইহার স্বামী বড় ভীরু, যুদ্ধ করিতে গিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়া আসিল। যে যুদ্ধ করিতে গিয়া কাতর হয়, তাহাতে আবার বীরোচিত গুণ কি?' এই বলিয়া দেবরপত্নীগণ যেন আমাকে উপহাস না করিতে পারে ; হে মহাবাহো!

ধনুষ্টঙ্কারবধিরাঃ ক্রিয়ন্তাং বলিনঃ পরে ॥ ৯১
তব প্রোদ্যৎকরাম্ভোজ-করবালভিয়া বলম্।
পরেষাং ভবতাৎ ক্ষিপ্রমত্যোন্ত ভয়মাকুলম্ ॥৯২
কুলং মহৎ ত্বলং কার্য্যং পরান্ বিজয়তা ত্বয়া।
গচ্ছ স্বামিন্মহাবাহো তব শ্রেয়ো ভবত্বিহ ॥৯৩
ইদং ধনুর্গৃহাণাশু মহদ্গুণবিভূষিতম্।
যস্য গর্জ্জিতমাকর্ণ্য বৈরিবৃন্দং ভয়াতুরম্ ॥৯৪
ইমৌ তে ত্বিষুধী বীর বধ্যেতাং শং যথা ভবেৎ
বৈরিকোটিবিনিপ্পেষ বাণকোটিসুপূরিতম্ ॥ ৯৫
কবচং ত্বিদমাধেহি শরীরে কামসুন্দরে।
বজ্রপ্রভামহাদীপ্তি হতসন্তমসং দৃঢ়ম্ ॥ ৯৬
শিরস্ত্রাণং নিজোত্তংসে কুরু কান্ত মনোরমম্।
ইমে বতংসে বিশদে মণিরত্নবিভূষিতে ॥ ৯৭
ইতি সুবিমলবাচং বীরপুত্রীং প্রপশ্য-
ন্নয়নকমলদৃষ্ট্যা বীক্ষমাণস্তদা তাম্।
অধিগতপরিমোদো ভারতী শত্রুজেতা
রণকরণসমর্থস্তাং জগাদাধিবীরঃ ॥ ৯৮

পুষ্কল উবাচ।

কান্তে যথা ত্বং বদসি তথা সর্ব্বং চরাম্যহম্।
বীরপত্নি ভবেৎকীর্ত্তিস্তব বাঞ্ছিতমভীপ্সিতা ॥ ৯৯
ইতি কান্তিমতীদত্তং কাচং মুকুটং বরম্।
ধনুর্ম্মহেষুধী বীরঃ সর্ব্বশাস্ত্রাস্ত্রকোবিদঃ ॥ ১০০
ত্বমরশস্ত্রশোভাঢ্যং বীরমালাবিভূষিতম্।
কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরী-চন্দনাদিকচর্চ্চিতম্ ॥ ১০১
নানাকুসুমমালাভিরাজানুপরিশোভিতম্।
নীরাজয়মাস মুতস্তত্র কান্তিমতী সতী ॥ ১০২
নীরাজয়িত্বা বহুশঃ কিরন্তী মৌক্তিকৈর্মুহুঃ।
গলদশ্রুজলা চৈব পরিরেভে পতিং নিজম্ ॥

আপনি অশ্বরক্ষা করিতে গিয়া বিশেষ সাবধানে যুদ্ধ করিবেন। ৮৪—৯০। তুমি সর্ব্বত্র যোদ্ধা হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিবে এবং বলবান্ বিপক্ষদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া ধনুকের টঙ্কাররবে বধির করিয়া তুলিবে। তোমার হস্তোত্তোলিত নিশিত তরবারি দর্শন করিয়া শত্রুসৈন্যগণ ভয়ে একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ুক। হে স্বামিন্! তুমি শত্রুবিজয় দ্বারা বংশের গৌরববৃদ্ধি কর। হে মহাবাহো। নিশ্চিন্তভাবে যাত্রা কর, তোমার মঙ্গল হউক। সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত এই ধনু গ্রহণ কর, দেখিবে ইহার গর্জ্জন শুনিলে শত্রুগণ ভয়ে কাতর হইবে। হে বীর! এই তূণীদ্বয় পৃষ্ঠে বন্ধন কর, এই তূণীদ্বয়ে কোটি-শত্রুর পেষণকারী কোটি বাণ রহিয়াছে; ইহাতে তোমার যথেষ্ট ইষ্টসিদ্ধি হইবে; কন্দর্পমনোহর এই শরীরে বর্ম্ম পরিধান কর। এই বর্ম্ম-সন্নদ্ধ হীরকের জ্যোতি দ্বারা পার্শ্বস্থ অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইবে। ৯১—৯৬। কান্ত! মণিরত্নভূষিত এই বিমল শিরোভূষণ গ্রহণ করুন এবং এই শিরোভূষণের উপর মনোহর শিরস্ত্রাণ মুকুট পরিধান করুন। প্রিয়তমার এইরূপ নির্ম্মল মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুবিজয়ী রণদক্ষ ভরতনন্দন পুষ্কল সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সস্নেহ নয়নে সেই বীরনন্দিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—অয়ি কান্তে কান্তিমতি! তুমি বীরের উপযুক্ত পত্নী, তুমি যাহা বলিলে, আমি তৎসমস্তই করিব; তোমার অভিলষিত কীর্ত্তিলাভ অবশ্যই হইবে। সকল প্রকার অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ সেই ভরতপুত্র এই বলিয়া প্রিয়তমাপ্রদত্ত সেই বর্ম্ম মুকুট ধনু এবং তূণীদ্বয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কুঙ্কুম,অগুরু,কস্তুরী ও চন্দনাদিদ্বারা চর্চ্চিত, এবং গলদেশে বিবিধ পুষ্পদ্বারা গ্রথিত পুষ্পমাল্য আজানুলম্বিত হওয়ায় অতিশয় শোভা হইয়াছিল। তৎকালে তিনি এইরূপ বীরমাল্যবিভূষিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করত অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পতিপরায়ণা তদীয় পত্নী কান্তিমতী নীরাজনা করত তাঁহার শরীরে মুক্তা বর্ষণ দ্বারা যাত্রাকালীন মঙ্গলকার্য্য সমাধা করিয়া গলদশ্রুনেত্রে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ৯৭—১০৩। তৎকালে পুষ্কলও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিলেন,—কান্তিমতি! বীর-

দৃঢ়ং স পরিরভ্যৈনাং চিরমাশ্বাসয়ৎ তদা ।
বীরপত্নি কান্তিমতি বিরহং মা কৃথা মম ॥১০৪
এষ গচ্ছামি সবিধে তব ভামে পতিব্রতে ।
ইত্যুক্ত্বা তাং নিজাং পত্নীং রথমারুরুহে বরম্॥
তং প্রয়ান্তং পতিশ্রেষ্ঠং নয়নৈর্নিমিষোজ্ঝিতৈঃ
বিলোকয়ামাস তদা পতিব্রতপরায়ণা ॥১০৬
স যযৌ জনকং দ্রষ্টুং জননীং প্রেমবিহ্বলাম্ ।
গত্বা পিতৃবমম্বাং চ ববন্দে শিরসা মুদা ॥১০৭
মাতা পুত্রং পরিষজ্য স্বাঙ্কে চারোপয়ৎ তদা ।
মুঞ্চন্তী বাষ্পনিচয়ং স্বস্ত্যস্তু নিজগাদ সা ॥১ ৮
পিতরং প্রাহ ভরতং রামো যজ্ঞকরঃ পরঃ ।
পালনীয়ো লক্ষ্মণেন ভবাদ্ভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥১০৯
আজ্ঞপ্তোঽহসৌজনন্যা চ পিত্রা সংহর্ষিতাঙ্গকঃ ।
যযৌ শত্রুঘ্নকটকং মহাবীরবিভূষিতম্ ॥ ১১০
রথিভিঃ পত্তিভিঃ শূরৈঃ সদশ্বৈঃ সাদিভির্বৃতম্
যযৌ মুদা রঘূত্তংস-মহাযজ্ঞহয়াগ্রণীঃ ॥১১১
গচ্ছনপাঞ্চালদেশাংশ্চ কুরূংশ্চৈবোত্তরান্‌কুরূন্
দশার্ণশ্রীবিশালাংশ্চ সর্বশোভাসমন্বিতঃ ॥১১২
তত্র তত্রোপশৃণ্বানো রঘুবীরযশোঽখিলম্ ।
রাবণাসুরঘাতেন ভক্তরক্ষাবিধায়কম্ ।
পুনশ্চ হয়মেধাদি-কার্য্যমারভ্য পাবনম্ ॥ ১১৩
যশো বিতন্বনভুবনেলোকানরামোঽবিতাভয়াৎ
তেভ্যস্তুষ্টো দদৌ হারান রত্নানি বিবিধানি চ
মহাধনানি বাসাংসি শত্রুঘ্নঃ প্রবরো মহান্ ।
সুমতির্নাম তেজস্বী সর্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥ ১১৫
রঘুনাথস্য সচিবঃ শত্রুঘ্নানুচরো বরঃ ।
যযৌ তেন মহাধীরো গ্রামানজনপদান বহূন্ ॥
রঘুনাথপ্রতাপেন ন কোঽপি হৃতবান্ হয়ম্ ।

পত্নী হইয়া তোমার শোক করা উচিত নহে, আমার জন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না; পতিব্রতে! আমি অবিলম্বেই আবার তোমার নিকটে আগমন করিতেছি। এই বলিয়া তিনি পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া উত্তম রথে আরোহণ করিলেন। পতিপরায়ণা কান্তিমতী গমনকালে অনিমিষ-নেত্রে স্বামীকে দেখিতে লাগিলেন। প্রিয়তমার নিকট বিদায় লইয়া পুষ্কল পিতা ও স্নেহময়ী মাতাকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন এবং পরমানন্দে পিতা-মাতার পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তখন মাতা মাণ্ডবী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্রু-বিসর্জন করত "বৎস! তোমার মঙ্গল হউক" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে পুষ্কল পিতাকে কহিলেন,—জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় এক্ষণে যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেন, আমি তাঁহার আদেশে যজ্ঞাশ্ব রক্ষার সাহায্যার্থ যাইতেছি, অতএব আপনি এবং মধ্যম পিতৃব্য মহাশয় তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ (ও সাহায্য) করিবেন।১০৪—১০৯। অনন্তর পুষ্কল মাতাপিতার নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে রথী পদাতি বড় বড় বীর উত্তম অশ্ব ও অশ্বারোহী সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া শত্রুঘ্ন-শিবিরে গমন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা শত্রুঘ্ন বীরবর্গসমভিব্যাহারে সেই যজ্ঞীয় অশ্বের অগ্রবর্ত্তী হইয়া দিগ্বিজয় করিতে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বপ্রকারে যুদ্ধসজ্জায় সুশোভিত হইয়া তিনি পাঞ্চাল, কুরু, উত্তরকুরু, দশার্ণ, এবং উজ্জয়িনীপ্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন। যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানে, "সুরগণদ্বেষী রাবণকে বধ করিয়া রাম ভক্তবৃন্দকে রক্ষা করিয়াছেন" এই বলিয়া সকলে রামের যশোগান করিতেছেন—শুনিতে পাইলেন। এবং সেই সর্ব্বব্যাপী যশোরাশির মধ্যে আবার তাৎকালিক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান-জনিত পবিত্র যশোরাশি বিস্তার করিতে লাগিলেন। রাম পূর্ব্বে যে সকল লোককে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, শত্রুঘ্ন সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মহামূল্য বস্ত্র, হার ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ তেজস্বী মহাবীর সুমতি নামে রামের এক মন্ত্রী শত্রুঘ্নের সহচর হইয়া নানা দেশ ও নানা গ্রামে ভ্রমণ

দেশাধিপা যে বহবো মহাবলাবতুলিতাঃ ॥১১৭
হস্ত্যশ্বরথপাদাত-চতুরঙ্গসমন্বিতাঃ।
সম্পদো বহুশো নীত্বা মুক্তামাণিক্যসংযুতাঃ।
শত্রুঘ্নং হয়রক্ষায়ামাগতং প্রণতা মুহুঃ ॥১১৮
ইদং রাজ্যং ধনং সর্ব্বং সপুত্রপশুবান্ধবম্ ॥১১৯
রামচন্দ্রস্য সর্ব্বং হি ন মদীয়ং রঘূদ্বহ ॥১১৯
এবং তদুক্তমাকর্ণ্য শত্রুঘ্নঃ পরবীরহা।
আজ্ঞাং স্বাং তত্রসংজ্ঞাপ্য যযৌ তৈঃ সহিতঃ পথি
এবং ক্রমেণ সম্প্রাপ্তঃ শত্রুঘ্নো হয়সংযুতঃ।
অহিচ্ছত্রাং পুরীং ব্রহ্মন্নানাজনসমাকুলাম্ ॥১২১
ব্রহ্মদ্বিজসমাকীর্ণাং নানারত্নবিভূষিতাম্।
সৌবর্ণৈঃ স্ফাটিকৈর্হর্ম্ম্যৈর্গোপুরৈঃ সমলঙ্কৃতাম্
যত্র রম্ভাতিরস্কার-কারিণ্যঃ কমলাননাঃ।
দৃশ্যন্তে সর্ব্বহর্ম্ম্যেষু ললনা লীলয়ান্বিতাঃ ॥১২৩
যত্র স্বাচারললিতাঃ সর্ব্বভোগৈকভোগিনঃ।
ধনদানুচরা যদ্বত্তথা লীলাসমন্বিতাঃ ॥১২৪
যত্র বীরা ধনুর্হস্তাঃ শরসন্ধানকোবিদাঃ।
কুর্ব্বন্তি তং সুরাজানং সুহৃষ্টং সুমদাভিধম্ ॥
এবংবিধং দদর্শাসৌ নগরং দূরতঃ প্রভুঃ।
পার্শ্বে তস্য পুরশ্রেষ্ঠস্যোদ্যানং শোভয়ান্বিতম্ ॥
পুন্নাগৈর্নাগচম্পৈশ্চ তিলকৈর্দেবদারুভিঃ।
অশোকৈঃ পাটলৈশ্চূতৈঃ মন্দারৈঃ
কোবিদারকৈঃ ॥ ১২৮
আম্রজম্বুকদম্বৈশ্চ প্রিয়ালপনসৈস্তথা।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ মল্লিকাজাতিযূথিভিঃ ॥
নীপৈঃ কদম্বৈর্বকুলৈশ্চম্পককর্ণিকারভিঃ।
শোভিতং স দদর্শাথ শত্রুঘ্নঃ পরবীর ॥১২৯
হয়ো গতস্তদ্বনমধ্যদেশে
তমালতালাদিসুশোভিতে বৈ।

করিতে লাগিলেন। ১১০—১১৬। রঘুনাথের প্রতাপে কেহই অশ্ব হরণ করিতে সাহসী হয় নাই। মহাবলশালী বহুতর রাজা হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক, চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে প্রণাম করিয়া 'হে রঘুকুলতিলক! আমাদের এই রাজ্য ধন পুত্র পৌত্র কলত্রাদি সমস্তই—মহারাজ রামচন্দ্রের অনুগ্রহলব্ধ; অতএব ইহা আপনাদের সামগ্রী, এই বলিয়া মণি-মুক্তা তাঁহাকে উপহার দিতে লাগিলেন। শত্রুবীরহন্তা শত্রুঘ্ন তাঁহাদের বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে আজ্ঞাবহ করত সমভিব্যাহারে লইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিলেন। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে তিনি অশ্ব লইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে অহিচ্ছত্রা নগরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অহিচ্ছত্রা নগরী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বহুতর জাতির আবাসস্থান, নানা রত্নে বিভূষিত সুবর্ণময় স্ফটিকময় বড় বড় অট্টালিকা ও অত্যুচ্চ তোরণশ্রেণীর দ্বারা অলঙ্কৃত। তথাকার সকল অট্টালিকাতেই রম্ভাতিরস্কারিণী কমলাননা বিলাসিনী রমণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১১৭—১২৩। সেই নগরীর অধিবাসী লোক সকল সদাচারসম্পন্ন কুবেরের অনুচরদিগের ন্যায় সকল প্রকার সুখ-ভোগে রত ও বিলাসী। ১২৪। সেই নগরীতে শরসন্ধাননিপুণ ধনুর্দ্ধারী বীরগণ নিজ বীরত্বে তত্রত্য রাজা সুমদকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। ১২৫। প্রভাবশালী শত্রুঘ্ন দূর হইতে এবম্বিধ নগরী সন্দর্শন করিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক সেই নগরীর পার্শ্বদেশে এক রমণীয় উদ্যান দর্শন করিলেন। সেই উদ্যানটীই নগরীর মধ্যে দর্শনীয় বস্তু। ১২৬। সেই উদ্যানমধ্যে পুন্নাগ, দেবদারু, পাটল, চূত, মন্দার, কোবিদার, আম্র, জম্বু, কদম্ব, পিয়াল, কাঁটাল তাল, তমাল, শাল, বকুল প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষ, এবং তিলক, নাগচম্পক, মল্লিকা, জাতী, যূথিকা প্রভৃতি সুরম্য পুষ্পবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। বলমত্ত বিপক্ষ যাঁহার হস্তে নিহত হয়, সেই শত্রুঘ্ন সেই উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব তমাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা শোভিত সেই কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল; বীর শত্রুঘ্ন অমনি সেই

হয়ো ভতঃ পৃষ্ঠত এব বীরো
ধনুর্দ্ধরৈঃ সেবিতপাদপদ্মঃ ॥ ১৩০
দদর্শ তত্র রচিতং দেবায়নমদ্ভুতম্।
ইন্দ্রনীলৈশ্চ বৈদূর্য্যৈস্তথা মারকতৈরপি ॥ ১৩১
শোভিতং সুরসেবাহ্যং কৈলাসপ্রস্থসন্নিভম্।
জাতরূপময়স্তম্ভৈঃ শোভিতং সদ্মনাং বরম্ ॥
দৃষ্ট্বা তদ্রঘুনাথস্য ভ্রাতা দেবালয়ং বরম্।
পপ্রচ্ছ সুমতিং স্বীয়ং মন্ত্রিণং বদতাং বরম্ ॥
শত্রুঘ্ন উবাচ।
বদামাত্যবরেদং কিং কস্য দেবস্য কেতনম্।
কা দেবতা পূজ্যতেহত্র কস্মা হেতোঃ
স্থিতানঘ ॥ ১৩৪
এবমাকর্ণ্য সর্ব্বজ্ঞো মন্ত্রিবিনিগদাদ হ।
শৃণুষ্বৈকমনা বীর যথাবদিহ সর্ব্বশঃ ॥ ১৩৫
কামাখ্যায়াঃ পরং স্থানং বিদ্ধি বিশ্বৈকশর্ম্মদম্
যস্যা দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৩৬
দেবাসুরাশ্চযাং স্তুত্বা নত্বা প্রাপ্তাখিলাংশ্রিয়ম্।
ধর্ম্মকামার্থমোক্ষাণাং দাত্রী ভক্তানুকম্পিনী ॥
যা চৈতা সুমদেনাত্রাহিচ্ছত্রাপতিনা পুরা।
স্থিতা করোতি সকলং ভক্তানাং দুঃখহারিণী ॥
তাং নমস্কুরু শত্রুঘ্ন সর্ব্ববীরশিরোমণে।
নত্বা সুসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সমুরাসুরদুর্লভাম্ ॥
ইতি শ্রুত্বাথ তদ্বাক্যং শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ।
পপ্রচ্ছ সকলাং বার্ত্তাং ভবান্যাঃ পুরুষর্ষভঃ ॥১৪০
শত্রুঘ্ন উবাচ।
কোঽহিচ্ছত্রাপতী রাজা সুমদঃ কিংতপঃ কৃতম্
যেনেয়ং সর্ব্বলোকানাং মাতা তুষ্টাত্র সংস্থিতা ॥
বদ সর্ব্বং মহামাত্য নানাপরিবৃংহিতম্।
যথাবত্ত্বং হি জানাসি তস্মাদ্বদ মহামতে ॥ ১৪২

অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পাদপদ্মসেবী ধনুর্দ্ধরগণও তাঁহার অনুসরণ করিল। ১২৭—১৩০। শত্রুঘ্ন তথায় গিয়া দেখিলেন,—ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, ও মরকত মণি দ্বারা রচিত দেবতাদিগের বাসযোগ্য অপূর্ব্ব এক দেবালয় কৈলাস পর্ব্বতের সানুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই অদ্ভুত দেবালয়টীর স্তম্ভগুলি সুবর্ণময়। রঘুনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই মনোহর দেবালয় দর্শন করিয়া নিজ মন্ত্রী বাগ্মিপ্রবর সুমতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৩১—১৩৩। শত্রুঘ্ন কহিলেন,—অমাত্যবর! হে অনঘ! এই মন্দিরটী কোন্ দেবতার? ইহার নাম কি? এই মন্দিরে কোন্ দেবতার পূজা হয়? সেই দেবতা কি নিমিত্ত এই স্থানে বাস করিতেছেন? তাহা বলুন। সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রিবর সুমতি শত্রুঘ্নের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে বীর! যথাযথ বিবরণ বিস্তৃতভাবে বলিতেছি, আপনি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। যাঁহার দর্শনমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সেই ভগবতী কামাখ্যা দেবী এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, বিশ্বমধ্যে এই স্থান একমাত্র সুখপ্রদ বলিয়া জানিবেন। এই কামাখ্যা দেবী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দান করিয়া থাকেন, ভক্তের প্রতি ইহার অতুল কৃপা দেবদৈত্যগণ ইহাঁকে স্তব ও প্রণাম করিয়া নিখিল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। ভক্তদুঃখহারিণী ভগবতী কামাখ্যা দেবী এই অহিচ্ছত্রা নগরীর অধীশ্বর সুমদের প্রার্থনায় এই স্থানে অবস্থান করত সকলের অভীষ্ট সাধন করিতেছেন। হে নিখিল বীরের শিরোমণি শত্রুঘ্ন! ইহাঁকে প্রণাম করিলে দেবাসুরদুর্লভ সুসিদ্ধি লাভ হয়, অতএব আপনি ইহাঁকে প্রণাম করুন। ১৩৪—১৩৯। পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুতাপন শত্রুঘ্ন তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবতী ভবানীর সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসু হইলেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন,—ঐ অহিচ্ছত্রাধিপতি রাজা সুমদ কে? তিনি কি তপস্যা করিয়াছিলেন? যাহাতে সর্ব্বলোকমাতা ভগবতী কামাখ্যাদেবী তুষ্ট হইয়া এইস্থানে অবস্থান করিলেন। হে মহামতি মহামন্ত্রিন্! আপনি সমস্ত ঘটনাই জানেন

সুমতিরুবাচ।
হেমকূটো গিরিঃ পুতঃ সর্ব্বদেবোপশোভিতঃ।
তত্রাস্তি তীর্থং বিমলমৃষিবৃন্দসুসেবিতম্ ॥১৪৩
সুমদো হি তপস্তেপে হতমাতৃপিতৃপ্রজঃ।
অরিভিঃ সর্ব্বসামন্তৈর্জ্জগাম তপসে হি তম্।১৪৪
বর্ষাণি ত্রীনি স পদা ত্বেকেন মনসা স্মরন্।
জগতাং মাতরং দধ্যৌ নাসাগ্রস্তিমিতেক্ষণঃ॥
বর্ষাণি ত্রীণি শুষ্কাণাং পর্ণানাং ভক্ষণং চরন্।
চকার পরমুগ্রং স তপঃ পরমদুশ্চরম্॥ ১৪৬
বর্ষাণি ত্রীণি সলিলে শীতকালে মমজ্জ সঃ।
গ্রীষ্মে চচার পঞ্চাগ্নীন্ প্রাবৃট্সু জলদোন্মুখঃ॥
ত্রীণি বর্ষাণি পবনং সংরুধ্য স্বান্তগোচরম্।
ভবানীং স স্মরন্ ধীরো ন চ কিঞ্চন পশ্যতি॥

বর্ষে তু দ্বাদশেহতীতে দৃষ্ট্বৈতৎ পরমং তপঃ।
বিভাব্য মনসাতীব শক্রঃ পস্পর্দ্ধ তং ভয়াৎ॥
আদিদেশ স কামন্তু পরিবারসমাবৃতম্।
অপ্সরোভিঃ সুসংযুক্তং ব্রহ্মেন্দ্রবিজয়োদ্যতম্
গচ্ছ কাম সখে মহ্যং প্রিয়মাচর মোহন।
সুমদস্য তপোবিঘ্নং সমাচর যথা ভবেৎ॥১৫১
ইতি শ্রুত্বা মহদ্বাক্যং তুরাসাহঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
উবাচ বিশ্ববিজয়ে প্রৌঢগর্ব্বো রঘূদ্বহ॥ ১৫
কাম উবাচ।
স্বামিন্ কোহসৌহিসুমদঃ কিং তপঃস্বল্পকংপুনঃ
ব্রহ্মাদীনাং তপো ভগ্নং করোম্যস্য তু কা কথা
মদ্বাণবর্গনির্ভিন্নশ্চন্দ্রস্তারাং গতঃ পুরা।
ত্বমপ্যহল্যাং গতবান্ বিশ্বামি স্তথোর্ব্বশীম্॥
চিন্তাং মা কুরু দেবেন্দ্র সেবকে ময়ি সংস্থিতে
এষ গচ্ছামি সুমদং দেবান্ পালয় মারিষ॥১৫৫

অতএব এই নানার্থসম্পন্ন অপূর্ব্ব উপাখ্যান আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। সুমতি কহিলেন,—দেবগণ যে স্থান শোভিত করিয়া রহিয়াছেন, সেই হেমকূট পর্ব্বতে ঋষিবৃন্দসেবিত নির্ম্মল একটি তীর্থ আছে। পূর্ব্বে কোন কারণে সামন্তরাজগণের সহিত শত্রুতা হওয়ায় ঐ সুমদ ক্রমে বলহীন হইয়া পড়িলে তাঁহার পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ সমস্তই একে একে শত্রু-হস্তে নিহত হন; তাহার পর সুমদ রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ হেমকূট তীর্থে গিয়া কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম তিন বৎসর তিনি নাসার অগ্রভাগে নিশ্চল ভাবে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে জগন্মাতাকে ধ্যান করিয়াছিলেন। তিন বৎসর শুষ্ক পত্র ভক্ষণ করত অন্যের অসাধ্য অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। তাহার পরে তিন বৎসর শীতকালে জলমগ্ন, গ্রীষ্মকালে পঞ্চ অগ্নির মধ্যে অবস্থিত, এবং বর্ষাকালে বৃষ্টিসলিলে আর্দ্র হইয়া তপস্যা করিলেন। তাহার পরে তিন বৎসর অন্তঃপ্রবাহী বায়ুরোধ করিয়া মনে মনে একমাত্র ভগবতী কামাখ্যা দেবীকে স্মরণ করত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তপস্যা করিলেন। ১৪০—১৪৮। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে পর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ কঠোর তপস্যা দর্শন করিয়া মনে মনে সাতিশয় ভীত হইলেন। তৎপরে, যিনি ব্রহ্মাদিকে জয় করিতে সমর্থ সেই কন্দর্পকে সপরিবারে অপ্সরা সমভিব্যাহারে যাইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন,—সখে কাম! তুমি আমার একটি প্রিয় কর্ম্ম সম্পাদন কর; হে মোহন! তোমাকে অদ্য সুমদের তপোবিঘ্ন করিতে হইবে। হে রঘুনাথ! ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্ববিজয়গর্ব্বিত প্রভাব-শালী কন্দর্প তাঁহাকে কহিলেন,—স্বামিন্! ঐ সুমদ ত সামান্য কথা, উহার তপস্যাও ত যৎকিঞ্চিৎ। আমি মনে করিলে ব্রহ্মাদির তপোভঙ্গ করিতে পারি, ইহার ত কথাই নাই। পুরাকালে মদীয় বাণবিদ্ধ হইয়া, চন্দ্র তারাগমন, আপনিও অহল্যাগমন এবং বিশ্বামিত্র উর্ব্বশীগমন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র! আমি সেবক থাকিতে আপনার কোন চিন্তা নাই। হে বিদ্বন্!

এবমুক্ত্বা কামদেবো হেমকূটং গিরিং যযৌ।
বসন্তেন যুতঃ সখ্যা তথৈবাপ্সরসাং গণৈঃ ॥১৫৬
বসন্তস্তত্র সকলান্ বৃক্ষান্ পুষ্পফলৈর্যুতান্।
কোকিলাষট্পদশ্রেণ্যা ঘুষ্টানাশু চকার সঃ ॥
বায়ুঃ সুশীতলো বাতি দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতঃ।
কৃতমালাসরিত্তীরে লবঙ্গকুসুমান্বিতঃ ॥ ১৫৮
এবংবিধে বনে বৃত্তে রম্ভা নামাপ্সরোবরা।
সখীভিঃ সংবৃতা তত্র জগাম সুমদান্তিকম্ ॥ ৫৯
তত্রারভত গানং সা কিন্নরস্বরশোভনা।
মৃদঙ্গপণবানেক-বাদ্যভেদবিশারদা ॥ ১৬০
তদ্গানমাকর্ণ্য নরাধিপোঽসৌ
বসন্তমালোক্য মনোহরঞ্চ।
তথাঙ্গপুষ্টারটিতং মনোরমং
চকার চক্ষুঃপরিবর্ত্তনং বুধঃ ॥ ১৬১

তং প্রবুদ্ধং নৃপং বীক্ষ্য কামঃ পুষ্পায়ুধস্ত্বরন্।
চকার সজ্যং স তদা ধনুস্তৎপৃষ্ঠতোঽনঘ ॥
একাপ্সরা তত্র নৃপস্য পাদয়োঃ
সম্বাহনং নর্ত্তিতনেত্রপল্লবা।
চকার চান্যা তু কটাক্ষমোক্ষণং
চকার কাচিদ্ভ্রূশমঙ্গচেষ্টিতম্ ॥ ১৬৩
অপ্সরোভিস্তথাকীর্ণঃ কামবিহ্বলমানসঃ।
চিন্তয়ামাস মতিমান্ জিতেন্দ্রিয়শিরোমণিঃ ॥
এতা মে তপসো বিঘ্নকারিণ্যোঽপ্সরসাং বরাঃ।
শক্রেণ প্রেষিতাঃ সর্ব্বাঃ করিষ্যন্তি যথাতথম্ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সুতপাস্তা উবাচ বরাঙ্গনাঃ।
কা যূয়ং কুত্রসংস্থাঃ কিং ভবতীনাং চিকীর্ষিতম্
অত্যদ্ভুতং জাতমহো যদ্ভবত্যোঽক্ষিগোচরাঃ
যাস্তপোভিঃ সুদুষ্প্রাপাস্তা মে তপস আগতাঃ ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

আপনি দেবতাদের পালনরূপ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিশ্চিন্তভাবে সম্পন্ন করুন। আমি (এখনই) সুমদ রাজাকে জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিতেছি। এই বলিয়া কামদেব সখা বসন্ত এবং অপ্সরোগণকে সঙ্গে লইয়া হেমকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। প্রথমেই বসন্ত তথায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ সকলকে পুষ্প-ফলে সুশোভিত করিয়া কোকিলের কুহুরব ও ভ্রমরের ঝঙ্কার উৎপাদন করিলে দক্ষিণ দিক্ হইতে সুশীতল বায়ু কৃতমালা নদীর তীরজাত লবঙ্গকুসুম সৌরভ বহন করত মন্দ মন্দ ভাবে বহিতে লাগিল। ১৪৯—১৫৮। কাননে এইরূপ বসন্তশোভা উপস্থিত হইলে অপ্সরঃপ্রবরা রম্ভা সখীগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃদঙ্গ পণব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যে নিপুণা সেই রম্ভা কিন্নরের ন্যায় মধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জ্ঞানবান্ রাজা সুমদ কোকিলের কুহুরব ও সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ এবং বসন্তঋতুর আবির্ভাব দর্শন করিয়া নেত্র উন্মীলন করিলেন। হে অনঘ। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া পুষ্পায়ুধ কন্দর্প তখনই সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে জ্যারোপণ করিলেন। তৎকালে কোন অপ্সরা কটাক্ষবিক্ষেপ করিতে করিতে রাজার পদসম্বাহন করিতে লাগিল। কেহ (সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক) কেবল কটাক্ষবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কেহবা বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী করিতে লাগিল। জিতেন্দ্রিয়-শিরোমণি মতিমান্ সুমদ অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত ও কামবিহ্বলচিত্ত হইয়া ভাবিলেন, এই অপ্সরোগণ ইন্দ্রকর্ত্তৃক আমার তপোবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে (দেখিতেছি), ইহারা আপন কার্য্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। তপোনিধি সুমদ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সুন্দরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কে? কোথায় থাকেন? এখানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? আপনাদের দর্শনে আমি সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছি; কারণ, তপস্যা করিয়া আপনাদিগকে পাওয়া কঠিন; কিন্তু আমার

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য সুমদস্য তপোনিধেঃ।
জগদুঃ কামসেনাস্তং রম্ভাদ্যপ্সরসো মুদা॥ ১
ত্বত্তপোভির্বয়ং কান্ত প্রাপ্তাঃ সর্ব্বা বরাঙ্গনাঃ।
তাসাং যৌবনসর্ব্বস্বং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ত্যজ তপঃফলম্
ইয়ং ঘৃতাচী সুভগা চম্পকাভশরীরভৃৎ।
কর্পূরগন্ধললিতা ভুনক্তু ত্বন্মুখামৃতম্॥ ৩
এতাং মহাভাগ সুশোভিবিভ্রমাং
মনোহরাঙ্গীং ঘনপীনসৎকুচাম্।
কান্তোপভুঙ্‌ক্ষ্বাশু নিজোগ্রপুণ্যতঃ
প্রাপ্তাং পুনস্ত্বং ত্যজ দুঃখসাগরম্॥ ৪
মামপ্যনর্ঘ্যাভরণোপশোভিতাং
মন্দারমালাপরিশোভিবক্ষসম্।
নানারতাখ্যানবিচারচঞ্চুরাং
দৃঢ়ং যথা স্যাৎপরিরম্ভণং কুরু॥ ৫
পিবামৃতং মামকবক্ত্রনির্গতং
বিমানমারুহ্য বরং ময়া সহ।
সুমেরুশৃঙ্গং বহুপুণ্যসেবিতং
সম্প্রাপ্য ভোগং কুরু সত্তপঃফলম্॥ ৬
তিলোত্তমা যৌবনরূপশোভিতা
গৃহ্নাতু তে মূর্দ্ধনি তাপবারণে।
সুচামরৌ সন্ততবারয়াঙ্কিতৌ
গঙ্গাপ্রবাহাবিব সুন্দরোত্তম॥ ৭
শৃণুষ্ব ভোঃ কামকথা মনোহরাঃ
পিবামৃতং দেবগণাদিবাঞ্ছিতম্।
উদ্যানমাসাদ্য চ নন্দনাভিধং
বরাঙ্গনাভির্বিহরং কুরু প্রভো॥ ৮
ইত্যুক্তমাকর্ণ্য মহামতির্নৃপো
বিচারয়ামাস কুতো হ্যুপস্থিতঃ।

তপস্যাকালেই আপনারা স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। ১৫৯—১৬৭।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তদেব কহিলেন,—তপোনিধি সুমদের এই কথা শ্রবণ করিয়া কামসেনা সেই রম্ভাদি অপ্সরোগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল,—কান্ত! আপনার তপস্যাফলেই আমরা আসিয়াছি। আপনি তপস্যার অন্য ফল পরিত্যাগ করিয়া, এই সুন্দরীদিগের যৌবন-সর্ব্বস্ব উপভোগ করুন। এই সৌভাগ্যবতী,—যাঁহার শরীরকান্তি চম্পকপুষ্পসদৃশ এবং গাত্র হইতে কর্পূর-গন্ধ বাহির হইতেছে, ইনি আপনার মুখা-মৃত পান করুন। হে মহাভাগ! ইঁহার বিলাসবিভ্রম অতি মনোহর; ঐ দেখুন ইঁহার স্তনযুগল কিরূপ পীনোন্নত; এই মনোহরাঙ্গী আপনার সাতিশয় পুণ্যফলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি শীঘ্রই ইঁহাকে উপভোগ করুন। দুঃখ-সাগর পরিত্যাগ করুন। আমিও অমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বক্ষঃস্থলে পারিজাত-কুসুমের মাল্য পরিধান করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি, আমি বিবিধ রতি-ক্রীড়ায় সুনিপুণা; আপনি আমাকে গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করুন। আপনি আমার মুখামৃত পান করুন; আমার সহিত উত্তম বিমানে আরোহণ এবং বহু পুণ্য-লভ্য সুমেরু-শিখরে গমন করিয়া কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ মাদৃশী দেবাঙ্গনা সম্ভোগ করুন। হে সুন্দরোত্তম! এই রূপ-যৌবনশালিনী তিলোত্তমা আপনার মস্ত-কোপরি আতপত্র ধারণ করিয়া আপনার অঙ্গে শতধারাযুক্ত গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় দৃশ্য মনোহর চামর বীজন করুক। প্রভো! আপনি আমাদিগের নিকট মনোহর কাম-কথা শ্রবণ করুন; দেবাদিবাঞ্ছিত আমাদের মুখামৃত স্বচ্ছন্দে পান করুন, নন্দনকাননে গিয়া আমাদের সহিত বিহার করুন।১—৮। মহামতি রাজা সুমদ তাহাদের এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগ-

ময়া সুস্থষ্টাত্তপসঃ সুরাঙ্গনা
প্রত্যূহ এবাত্র বিধেয়মেষ কিম্ ॥ ৯
ইতিচিন্তাতুরো রাজা স্বান্তে সাঞ্চন্ত্য ধীরধীঃ ।
জগাদ মতিমান্ বীরঃ সুমদো দেবতাঙ্গনাঃ ॥১০
যূয়ং তু মম চিত্তস্থা জগন্মাতৃস্বরূপকাঃ ।
ময়া সঞ্চিন্ত্যতে যা হি সাপি স্বরূপিণী মতা ॥১১
ইদং তুচ্ছং স্বর্গসুখং ত্বয়োক্তং সবিকল্পকম্ ।
মৎস্বামিনী ময়া ভক্ত্যা সেবিতা দাস্যতে বরম্॥
যৎকৃপাতো বিধিঃ সত্যলোকং প্রাপ্তো মহানভূৎ
সা মে দাস্যতি সর্বং হি ভক্তদুঃখাপহারিণী ॥
কিং নন্দনং কিম্ গিরিঃ কনকেন সুমণ্ডিতঃ ।
কিং সুধা স্বল্পপুণ্যেন প্রাপ্যা দানবদুর্লভা ॥১৪
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য কামস্য বিবিধৈঃ শরৈঃ ।
প্রাহরন্নরদেবস্য কর্ত্তুং কিঞ্চিন্ন বৈ প্রভুঃ ॥ ১৫

কটাক্ষৈর্নূপুরারাবৈঃ পরিরম্ভৈর্বিলোকিতৈঃ ।
ন তস্য চিত্তবিভ্রান্তিং কর্ত্তুং শক্তা বরাঙ্গনাঃ ॥১৬
তদা যথাগতং শক্রং জগত্নুর্বীরধীর্নৃপঃ ।
উক্তাস্তা মঘবা জাতো মোঘমারম্ভমাত্মনঃ ॥ ১৭
অথ নিশ্চিত্য মনসা স্বপদাক্তেহস্য চাম্বিকা ॥
জিতেন্দ্রিয়ং মহাত্মানং ভক্ত্যাকৃষ্টসুযোগিনী
পঞ্চাস্যপৃষ্ঠমারূঢ়া পাশাঙ্কুশধরা বরা ।
ধনুর্বাণধরা মাতা জগৎপাবনপাবনী ॥ ২০
তাং বীক্ষ্য মাতরং ধীমান্ সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্
ধনুর্বাণসৃণীপাশান্ দধানাং হর্ষমাপ্তবান্ ॥ ২১
শিরসা প্রণনাম মাতরং ভক্তিভাবিতাম্ ।
হসন্তী নিজদেহে তু স্পৃশন্তীং পাণিনা মুহুঃ ॥২২
তুষ্টাব ভক্ত্যা ... তর্জ্জমহামতিঃ ।

লেন,—আমার এত আয়াসে অর্জ্জিত তপস্যার বিঘ্ন করিবার জন্য কোথা হইতে এই দেবাঙ্গনাগণ উপস্থিত হইল? এক্ষণে কি করা উচিত! বুদ্ধিমান রাজা সুমদ মনে মনে এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া ধীরভাবে চিন্তা করিয়া সুরকামিনীদিগকে কহিলেন,—আপনারা আমার চিত্তস্থিত জগন্মাতৃস্বরূপা। আমি আপনাদের ন্যায় রূপবতী ... বতী আদ্যাশক্তিকে চিন্তা করিতেছি। আপনি যে স্বর্গসুখের কথা বলিলেন, উহা সবিকল্পক, আমি উহা তুচ্ছ জ্ঞান করি। আমি ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিলে পরমেশ্বরী আমাকে ইহা অপেক্ষাও উত্তম বর দান করিবেন। বিধাতা যাঁহার কৃপায় মহত্ত্ব লাভ করিয়া সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ভক্তদুঃখনিবারিণী ভগবতী আমাকে সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিবেন। আমি ভগবতীর নিকটে যে বিষয় বাঞ্ছা করিয়া তপস্যা করিতেছি, তাহার নিকটে নন্দনকানন, স্বর্ণমণ্ডিত সুমেরুগিরি, এবং দানবদিগের কেবল ক্লেশকর অল্পপুণ্যলভ্য স্বর্গের সুধা অতি তুচ্ছ মনে করি। প্রভাবশালী কামদেব নরদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবিধ শরে প্রহার করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। সেই সুরসুন্দরীগণ কটাক্ষদৃষ্টি, নূপুরধ্বনি এবং আলিঙ্গনদান দ্বারা তাঁহার চিত্তবিভ্রম ঘটাইতে পারিলেন না। তাঁহারা যেরূপ আসিয়াছিলেন তেমনি ভাবে ফিরিয়া গিয়া ইন্দ্রকে রাজার জিতেন্দ্রিয়তার বিষয় জানাইলেন। দেবরাজ আপনার এত আয়াস বৃথা হইল দেখিয়া ভীত হইলেন। এদিকে অতুলযোগবলশালিনী ভগবতী অম্বিকা ধ্যানবলে জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা সুমদকে নিজ পাদপদ্মে দৃঢ় ভক্তিমান্ জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগতের নিখিল পবিত্র বস্তুও পবিত্রতাকারিণী ভগবতী জগন্মাতা পাশ অঙ্কুশ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই রাজার নিকটে প্রকাশিত হইলেন। ৯—২০। ধীমান্ সুমদ পাশ-অঙ্কুশ-ধনুর্ব্বাণ-ধারিণী কোটি সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমানা সেই জগন্মাতাকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে ভক্তিভাবে বারম্বার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসলা জগন্মাতা হাস্য করত পুনঃপুনঃ তাঁহার শরীরে

গদ্গদস্বরসংযুক্তঃ কণ্টকাঙ্গোপশোভিতঃ। ২৩
জয় দেবি মহাদেবি ভক্তবৃন্দৈকসেবিতে।
ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবেন্দ্র-সেবিতাঙ্‌ঘ্রি যুগেঽনঘে ॥২
মাতস্তব কলাবিদ্ধমেতদ্ভাতি চরাচরম্।
ত্বদৃতে নাস্তি সর্ব্বং তন্মাতর্ভদ্রেনমোঽস্তু তে॥২
মহী ত্বয়াধারশক্ত্যা স্থাপিতা চলতীহ ন।
সপর্ব্বতবনোদ্যান-দিগ্‌গজৈরুপশোভিতা ॥২৬
শূর্য্যস্তপতি খে তীক্ষ্ণৈরংশুভিঃ প্রতপন্মহীম্।
ত্বচ্ছক্ত্যাবসুধাসংস্থং রসং গৃহ্নন্ বিমুঞ্চতি ॥২৭
অন্তর্ব্বহিঃস্থিতো বহ্নির্লোকানাং প্রকরোতি শম্
ত্বৎপ্রতাপান্মহাদেবি সুরাসুরনমস্কৃতে। ২৮
ত্বং বিদ্যা ত্বং মহামায়া বিষ্ণোর্লোকৈকপাবনী
ত্বং শক্ত্যা সৃজসীদং ত্বং পালয়স্যপি মোহিনী।
ত্বত্তঃ সর্ব্বে সুরাঃ প্রাপ্য সিদ্ধিং সুখময়ন্তি বৈ
মাং পালয় কৃপানাথে বন্দিতে ভক্তবৎসলে ॥৩০
রক্ষ মাং সেবকং মাতস্ত্বদীয়চরণাম্বুজে।
কুরু মে বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিং মহাপুরুষপূর্ব্বজে॥৩১

সুমতিরুবাচ।

এবং তুষ্টা জগন্মাতা বৃণীষ বরমুত্তমম্।
উবাচ ভক্তং সুমদ তপসা কৃশদেহিনম্। ৩২
ইত্যেতদ্বাক্যমাকর্ণ্য প্রহৃষ্টঃ সুমদো নৃপঃ ॥৩৩
বব্রে নিজং হৃতং রাজ্যং হতদুর্জ্জনকণ্টকম্।
মহেশীচরণদ্বন্দ্বে ভক্তিমব্যভিচারিণীম্ ॥৩৪
প্রান্তে মুক্তিন্তু সংসারবারিধেস্তরণীং পুনঃ ॥৩৫

কামাখ্যোবাচ।

রাজ্যং প্রাপ্নুহি সুমদ সর্ব্বত্র হতকণ্টকম্।
মহিলারত্নসঞ্জুষ্ট-পাদপদ্মদ্বয়ো ভব ॥ ৩৬ ॥

করস্পর্শ করিলেন। মহামাত সুমদ ভক্তিভরে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে গদ্গদস্বরে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবি! আপনার জয় হউক, হে মহাদেবি! আপনিই ভক্ত-বৃন্দের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। হে নির্ম্মল-স্বভাবে! ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবেশ্বরগণ আপনার পদযুগল সেবা করিয়া থাকেন। মাতঃ! আপনার আংশিক সত্তা থাকাতেই এই চরাচর বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে, আপনি ব্যতিরেকে (আপনার সত্তা না থাকিলে) এই নিখিল বিশ্বের কিছুমাত্র সত্তা নাই বা থাকিত না। হে ভদ্রে মাতঃ! আপনাকে নমস্কার। আপনি আধারশক্তি প্রদান করিয়া স্থির রাখিয়াছেন বলিয়া পর্ব্বত, অরণ্য, উদ্যান ও দিগ্‌গজ-শোভিত এই পৃথিবী স্থিরভাবে রহিয়াছেন, বিচলিত হন না। আপনারই শক্তি-বলে সূর্য্যদেব আকাশে উদিত হইয়া পৃথিবীকে তাপপ্রদান করত পৃথিবীর রসভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার পরি-ত্যাগ করিতেছেন। হে সুরাসুরবন্দিতে মহাদেবি! আপনার প্রতাপেই অগ্নিদেব লোকসমূহের অন্তরে-বাহিরে বিদ্যমান থাকিয়া মঙ্গল করিতেছেন। আপনি বিদ্যা, আপনিই লোকসমূহের একমাত্র পাবনী বিষ্ণুর মহামায়া। আপনিই স্বীয় শক্তিবলে এই জগতের সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্ট জীবগণের মোহ উৎপাদন করত রক্ষা করিতেছেন। দেবগণই আপনার নিকট হইতে সিদ্ধিলাভ করিয়া সুখভোগ করেন। অতএব হে কৃপাময়ি ভক্তবৎসলে লোক-বন্দিতে ভগবতি! আমাকে পালন করুন। মাতঃ! আমি আপনার পাদ-পদ্মের সেবক, আমাকে রক্ষা করুন। হে আদ্যাশক্তি! আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ২১—৩১। সুমতি কহিলেন,—তপস্যায় কৃশ-দেহ দেবীভক্ত সুমদ এইরূপে স্তব করিলে জগন্মাতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্তম বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাজা সুমদ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, দুর্জ্জনরূপ কণ্টক নিহত করিয়া অপহৃত নিজ রাজ্য পুনর্ব্বার যাহাতে পাইতে পারেন, এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন আর মহেশ্বরীর পদযুগলে অচলা ভক্তি ও অন্তিমে সংসারসাগরের তরণীস্বরূপ মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। কামাখ্যাদেবী কহিলেন,

তব বৈরিপরাভূতির্মা ভূয়াৎ সুমদাভিধ।
যদা তু রাবণং হত্বা রঘুনাথো মহাযশাঃ ॥ ৩৭
করিষ্যত্যশ্বযজ্ঞং হি সর্ব্বভাবোপশোভিতম্।
তস্য ভ্রাতা মহাবীরঃ শত্রুঘ্নঃ পরবীরহা ॥৩৮
পালয়ন্ হয়মায়াস্যত্যত্র বীরাদিভির্বৃতঃ।
তস্মৈ সর্ব্বং সমর্প্য ত্বং রাজ্যমৃদ্ধিধনাদিকম্॥৩৯
পালয়িষ্যসি যোধৈঃ স্বৈর্ধনুর্দ্ধারিভিরুত্তটৈঃ।
ততঃ পৃথিব্যাং সর্ব্বত্র ভ্রমিষ্যসি মহামতে ॥৪০
ততো রামং নমস্কৃত্য ব্রহ্মেন্দ্রেশাদিসেবিতম্।
মুক্তিং প্রাপ্স্যসি দুষ্প্রাপাং যোগিভির্যমসাধনৈঃ
তাবৎকালমিহ স্থাতা যাবদ্রামহয়াগমঃ।
পশ্চাত্ত্বাং তু সমুদ্ধৃত্য নেষ্যামি পরমং পদম্ ॥৪২
ইত্যুক্তান্তর্দ্দধে দেবী সুরাসুরনমস্কৃতা।

—সুমদ! তুমি কণ্টক উদ্ধার করিয়া নিজ-রাজ্য লাভ কর। উত্তম রমণীরত্ন তোমার পাদসেবা করুক। হে সুমদ! তুমি কখনই শত্রুর নিকটে পরাজিত হইবে না। মহাযশস্বী রামচন্দ্র রাবণকে নিহত করত যখন সকল প্রকার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সুচারুরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে থাকিবেন, সেই সময়ে তদীয় ভ্রাতা শত্রুবিজয়ী মহাবীর শত্রুঘ্ন, বীরাদি-পরিবৃত হইয়া অশ্বরক্ষা করিতে আগমন করিবে, তখন তুমি তোমার রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সমস্তই শত্রুঘ্নহস্তে সমর্পণ করিয়া নিজ বল-বান্ ধনুর্দ্ধর যোদ্ধার সাহায্যে তাঁহার অশ্ব-রক্ষার সাহায্য করিবে। হে মহামতে! তুমি শত্রুঘ্নের সহচর হইয়া পৃথিবীতে পরি-ভ্রমণ করিবে। ৩২—৪০। তাহার পর ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার সেবা করেন সেই রামচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া জিতেন্দ্রিয় যোগিজনদুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। রামের যজ্ঞীয় অশ্বের আগমকাল পর্য্যন্ত তুমি এইখানে থাকিবে; তাহার পরে আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়া পরমপদে লইয়া যাইব। এই বলিয়া সুরাসুরবন্দিতা

সুমদোঽপ্যহিচ্ছত্রায়াং শত্রূন্ হত্বা নৃপো-
ঽভবৎ ॥ ৪৩
এষ রাজা সমর্থোঽপি বলবাহনসংযুতঃ।
ন গ্রহীষ্যতি তে বাহং মহামায়াসুশিক্ষিতঃ ॥৪৪
শ্রুত্বা প্রাপ্তং পুরীপার্শ্বে হয়মেধহয়োত্তমম্।
ত্বাঞ্চ সর্ব্বমহারাজৈঃ সেবিতাঙ্ঘ্রিং মহামতিঃ।
সর্ব্বং দাস্যতি সর্ব্বজ্ঞ রাজা সুমদনামধৃক্।
অধুনা তন্মহারাজ রামচন্দ্রপ্রতাপতঃ ॥ ৪৬
শেষ উবাচ।
ইতি বৃত্তং সমাকর্ণ্য সুমদস্য মহাযশাঃ।
সাধু সাধ্বিতি চোবাচ জহর্ষ মতিমান্ বলী ॥৪৭
অহিচ্ছত্রাপতিঃ সর্ব্বৈঃ স্বগণৈঃ পরিবারিতঃ।
সভায়াং সুখমাস্তে যো বহুরাজন্যসেবিতঃ ॥৪৮
ব্রাহ্মণা বেদবিদ্বাংসো বৈশ্যা ধনসমৃদ্ধয়ঃ।
রাজানং পর্য্যুপাসন্তে সুমদং শোভয়ান্বিতম্।
বেদবিদ্যাবিনোদেন স্থায়িনো ব্রাহ্মণা বরাঃ।

ভগবতী কামাখ্যাদেবী তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। সুমদও তৎপরে শত্রুবর্গকে নিহত করিয়া অহিচ্ছত্রারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। এই রাজা বলবাহন-সাহায্যে আমাদের অশ্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেও মহামায়ার আদেশে অশ্ব গ্রহণ করিবেন না। পরন্তু হে সর্ব্বজ্ঞ! ঐ মহামতি রাজা সুমদ, নগরী-পার্শ্বে অশ্বমেধ-যজ্ঞীয় অশ্ব, এবং নিখিল মহারাজ কর্ত্তৃক সেব্যমান আপনার আগমন বার্ত্তা শুনিতে পাইলে মহারাজ রামচন্দ্রের প্রতাপে এক্ষণেই আপনাকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিবেন। অনন্তদেব কহিলেন,—শ্রীমান্ পরাক্রমশালী মহাযশাঃ শত্রুঘ্ন সুমদ রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করত সাধুবাদ প্রদান করিলেন। এদিকে অহিচ্ছত্রাপতি সুমদ বহুতর ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক সেবিত ও আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় সুখাসীন রহিয়াছেন, এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ও মহাসমৃদ্ধিশালী বৈশ্যগণ সেই শোভান্বিত রাজা সুমদের উপাসনা করিতেছেন। বেদ-বিদ্যার চর্চ্চায় কাল-

বদন্তি চাশিষং ভূপং সর্ব্বলোকৈকরক্ষকম্ ॥৫০
এতস্মিন্ সময়ে কশ্চিদাগত্য নৃপতিং জগৌ।
স্বামিন্ন জানে কস্যাস্তি হয়ঃ পত্ররো-ন্তিকে ॥৫১
তচ্ছ্রুত্বা সেবকং শ্রেষ্ঠং প্রেষয়ামাস সত্বরঃ।
জানীহি কস্য রাজ্ঞোঽয়মশ্বো মম পুরান্তিকে ॥
গত্বাথ সেবকস্তত্র জ্ঞাত্বা বৃত্তান্তমাদিতঃ।
নিবেদয়ামাস নৃপং মহারাজন্যসেবিতম্ ॥ ৫৩
স শ্রুত্বা রঘুনাথস্য হয়ং চিরমনুস্মরন্।
আজ্ঞাপয়ামাস জনং সর্ব্ব রাজা বিশারদঃ ॥৫৪
লোকা মদীয়াঃ সর্ব্বে যে ধনধান্যসমাকুলাঃ।
তোরণাদীনি গেহেষু মঙ্গলানি সৃজন্তিহ ॥ ৫৫
কন্যাঃ সহস্রশো রম্যা রম্যাভরণভূষিতাঃ।
গজোপরি সমারূঢা যান্তু শত্রুঘ্নসম্মুখম্ ॥ ৫৬
ইত্যাদি সর্ব্বমাজ্ঞাপ্য যযৌ রাজা স্বয়ং তদা।
পুত্রপৌত্রমহিষ্যাদি-পরিবারসমাবৃতঃ ॥ ৫৭
শত্রুঘ্নঃ সুমহামাত্যৈঃ সুভটৈঃ পুষ্কলাদিকৈঃ।
সংযুক্তো ভূপতিং বীরং দদর্শ সুমদাভিধম্ ॥
হস্তিভিঃ সাদিসংযুক্তৈঃ পত্তিভিঃ পরতাপনৈঃ।
বাজিভির্ভূষিতৈর্বীরৈঃ সংযুক্তং বীরশোভিতম্
অথাগত্য মহারাজং শত্রুঘ্নং নতবান্ মুদা।
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি সৎকৃতঞ্চ কৃতং বপুঃ
ইদং রাজ্যং গৃহাণাশু মহারাজোপশোভিতম্
মহামাণিক্যমুক্তাদি-মহাধনসুপূরিতম্ ॥ ৬১
স্বামিংশ্চিরং প্রতীক্ষেঽহং হয়স্যাগমনং প্রতি।
কামাখ্যাকথিতং পূর্ব্বং জাতং সম্প্রতি তন্মহৎ ॥
বিলোকয় পুরীং মহ্যং কৃতার্থীকুরু মানবান্।
পাবয়াস্মৎকুলং সর্ব্বং রামানুজ মহীপতে ॥৬৩
ইত্যুক্ত্বারোপয়ামাস কুঞ্জরং চন্দ্রসুপ্রভম্।
পুষ্কলং চ মহাবীরং তথা স্বয়মথারুহৎ ॥৬৪

যাপনকারী উত্তম ব্রাহ্মণেরা নিখিল লোকের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা রাজা সুমদকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ৪১—৫০। এমন সময়ে একটী লোক রাজার নিকটে গিয়া বলিল,—প্রভো! জানি না, কাহার একটী পত্রবাহী অশ্ব নিকটে বিচরণ করিতেছে (আমরা বুঝিতে পারিলাম না)। তাহা শুনিয়া রাজা সুমদ অবিলম্বে "আমার নগরীসমীপে কাহার অশ্ব বিচরণ করিতেছে, জানিয়া আইস" এই বলিয়া একটী উত্তম সেবককে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সেবক তথায় গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া রাজসমূহে পরিবেষ্টিত সেই সুমদের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। নিখিলগুণভূষিত সেই রাজা সুমদ, বহুদিবের বাঞ্ছিত বাহে র অশ্ব আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বতন ঘটনা মনে করত সকল লোককে আদেশ করিলেন,—আমার সমস্ত লোক ধনধান্যসমৃদ্ধি গ্রহণ-পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া গৃহের তোরণাদি সুসজ্জিত করুক। আর সহস্র সহস্র সুন্দরী কন্যা মনোহর আভরণে ভূষিত হইয়া গজোপরি আরোহণপূর্ব্বক শত্রুঘ্নের সমীপে গমন করুক সকলকে এইরূপ আদেশ করিয়া রাজা স্বয়ং স্ত্রী, পুত্র, পৌত্রাদি পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে শত্রুঘ্নের নিকটে গমন করিলেন। শত্রুঘ্ন উত্তম অমাত্যবর্গ এবং পুষ্কল প্রভৃতি মহাযোদ্ধবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দেখিলেন, বীরবর রাজা সুমদ মাহুত সহ হস্তী, সুসজ্জিত অশ্ব এবং শত্রুতাপন পদাতিক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া নিকটে আগমন করিতেছেন। অনন্তর সুমদ তথায় আগমনপূর্ব্বক আনন্দসহকারে মহারাজ শত্রুঘ্নকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—আমি অদ্য ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, আপনার সন্দর্শনে আজি আমার শরীর পবিত্র হইল।৫১—৬০। মহারাজ! উৎকৃষ্ট মণিমুক্তাদি-ধনসমৃদ্ধিশালী এই শোভাময় রাজ্য গ্রহণ করুন। প্রভো! আমি বহুদিন হইতে আপনাদের যজ্ঞিয় অশ্বের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, কামাখ্যাদেবী পূর্ব্বে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিতেছি তৎসমস্তই সুসম্পন্ন হইয়াছে। হে ভূপতে রামানুজ! ঐ নগরী অবলোকন করুন, দর্শনদানে আমার প্রজাবর্গকে কৃতার্থ করুন

ভেরীপণবতূর্য্যাণাং বীণাদীনাং স্বনস্তদা।
ব্যাপ্নোতি স্ম মহারাজ-সুমদেন প্রণোদিতঃ॥
কন্যাঃ সমাগত্য মহানরেন্দ্রং
শত্রুঘ্নমিন্দ্রাদিকসেবিতাঙ্ঘ্রিম্।
করিস্থিতা মৌক্তিকবৃন্দসঙ্ঘৈ-
র্বর্দ্ধাপয়ামাসুরিনপ্রযুক্তাঃ॥ ৬৬
শনৈঃ শনৈঃ সমাগত্য পুরীমধ্যে জনৈর্ন্ধপ।
বর্দ্ধাপিতো গৃহং প্রাপ তোরণাদিকভূষিতম্॥
হয়রত্নেন সংযুক্তস্তথা বীরৈঃ সুশোভিতঃ।
রাজ্ঞা পুরস্কৃতো রাজা শত্রুঘ্নঃ প্রাপ মন্দিরম্॥
অর্ঘ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা রঘুনাথানুজং মুদা।
সর্ব্বং সমর্পয়ামাস রামচন্দ্রায় ধীমতে॥ ৬৯
শেষ উবাচ।
অথ স্বাগতসন্তুষ্টং শত্রুঘ্নং প্রাহ ভূমিপঃ।
রঘুনাথকথাং শ্রেষ্ঠাং শুশ্রূষুঃ পুরুষর্ষভঃ॥ ৭০
সুমদ উবাচ।
কচ্চিদাস্তে সুখং রামঃ সর্ব্বলোকশিরোমণিঃ।
ভক্তরক্ষাবতারোঽয়ং মমানুগ্রহকারকঃ॥ ৭১
ধন্যা লোকা ইমে পুর্য্যাং রঘুনাথমুখাম্বুজম্।
যেঽনিশং পশ্যন্তি নেত্রপুটকৈঃ পরিমোদিতাঃ
[illegible] পুরুষর্ষভ।
কুলার্থং কুলভূম্যাদি সর্ব্বমাসীৎ মহামতে॥ ৭৩
কামাখ্যায়াঃ প্রসাদো মে কৃতঃ পূর্ব্বং দয়ার্দ্রয়া।
রঘুনাথপদাম্ভোজং দেক্ষ্যেঽদ্য সকুটুম্বকঃ॥ ৭৪
ইত্যুক্তবতি বীরে তু সুমদে পার্থিবোত্তমে।
সর্ব্বং তৎ কথয়ামাস রঘুনাথগুণোদয়ম্॥ ৭৫
দিনাত্রং তত্র বৈ স্থিত্বা রঘুনাথানুজঃ পরম্।
গমনং চকার ধিষণাং রাজ্ঞা সহ মহামতিঃ॥৭৬

(গৃহে পদার্পণ করিয়া) আমাদের বংশ পবিত্র করুন। এই বলিয়া সুমদ মহাবীর শত্রুঘ্ন এবং ভরতপুত্র পুষ্কলকে চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী উত্তম হস্তীর উপরে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং তদুপরি আরোহণ করিলেন। তৎকালে মহারাজ সুমদের আদেশে বীণা, বেণু, ভেরী, পণব, তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যের নিনাদে সেই নগরী তুমুল হইয়া উঠিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার পদসেবা করিয়া থাকেন, সেই মহারাজ শত্রুঘ্নের নিকটে বহুতর কন্যা প্রভুপ্রেরিত হইয়া কুঞ্জরোপরি আরোহণপূর্ব্বক আগমন করিয়া মুক্তাসমূহ বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। তজ্জন্য জনগণ পরমানন্দে সম্বর্দ্ধনা করিলে রাজা শত্রুঘ্ন ধীরে ধীরে সেই তোরণাদিবিভূষিত রাজভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বীরবর্গে পরিবৃত হইয়া অশ্বরত্ন-সমভিব্যাহারে সুমদ রাজার অগ্রে অগ্রে সুশোভা ধারণ করত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা আনন্দিত হইয়া রঘুনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ধীমান রামচন্দ্রের উদ্দেশে যথাসর্ব্বস্ব দান করিলেন।৬১—৬৯।

অনন্তদেব কহিলেন,—অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা সুমদ উত্তম রামকথা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া শত্রুঘ্নকে স্বাগত বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া কহিতে লাগিলেন। সুমদ কহিলেন,—যিনি ভক্তগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন সেই সর্ব্বলোকশিরোমণি রাম কুশলে আছেন ত? এই নগরীর এই লোক সকল ধন্য! যাহারা পরমানন্দসহকারে নেত্রযুগল দ্বারা অবিরত রামচন্দ্রের মুখপদ্ম পান করিতে পাইত। হে মহামতে! হে পুরুষপ্রবর! আমার বংশ, রাজ্য, সম্পত্তি সমস্তই অদ্য সার্থক হইল। ভগবতী কামাখ্যাদেবী দয়াপরবশ হইয়া আমার উপরে এতদূর অনুগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, (তাঁহারই অনুগ্রহে আমি রামচন্দ্রকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া চরিতার্থ হইলাম।) অদ্য আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে রঘুনাথের মুখ-কমল সন্দর্শন করিব। রাজশ্রেষ্ঠ বীর সুমদ এই কথা বলিলে পর রঘুনাথানুজ মহামতি শত্রুঘ্ন রঘুনাথের কীর্ত্তি-[illegible] তাঁহার নিকটে [illegible]।—পরে তথায় [illegible] অবস্থিতি করিয়া সেই রাজাকে

তজ্‌জ্ঞাত্বা সুমদঃ শীঘ্রং পুত্রং রাজ্যে-
হভ্যষেচয়ৎ
শত্রুঘ্নেন মহারাজ্ঞা পুষ্কলেনানুমোদিতঃ ॥ ৭
বাসাংসি বহুরত্নানি ধনানি বিবিধানি চ।
শত্রুঘ্নসেবকেভ্যোঽসৌ প্রাদাত্তত্র মহামতিঃ
ততো গমনমারেভে মন্ত্রিভির্বহুবিত্তমৈঃ।
পত্তিভির্বাজিভির্নাগৈঃ সদশ্বৈ রথকোটিভিঃ
শত্রুঘ্নঃ সহিতস্তেন সুমদেন ধনুর্ভৃতা।
জগাম মার্গে বিহসন্ রঘুনাথপ্রতাপভৃৎ ॥ ৮০
পয়োষ্ণীতীরমাসাদ্য জগাম সংসোত্তমঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ সর্ব্বে যোধা বৈরিপ্রহারিণঃ ॥৮
আশ্রমান্ বিবিধান্ পশ্যন্নৃষীণাং সুতপোভৃতাম্
তত্র তত্র বিশৃণ্বানো রঘুনাথগুণোদয়ম্ ॥ ৮২
এষ ধীমান্ হরির্যাতি হরিণা পরিরক্ষিতঃ।
হরিভির্হরিভিক্তৈশ্চ হরিবর্যানুগৈর্মুহুঃ ॥ ৯৩

ইতি শৃণ্বন্ শুভা বাচো মুনীনাং পরিতঃ প্রভুঃ
তুতোষ ভক্ত্যুৎকলিতচিত্তবৃত্তিভৃতাং মহান্ ॥
দদর্শ চাশ্রমং শুদ্ধং দ্বিজজন্তুসমাকুলম্।
বেদধ্বনিহতাশেষামঙ্গলং শৃণ্বতাং নৃণাম্ ॥ ৮৫
অগ্নিহোত্রহবির্ধূমপবিত্রিতনভোঽখিলম্।
মুনিবর্যাকৃতানেক-যাগযূপসুশোভিতম্ ॥ ৮৬
যত্র গাবস্তু হরিণা পাল্যন্তে পালনোচিতাঃ।
মূষকা ন খনন্ত্যস্মিন্ বিড়ালস্যাভয়াদ্বিলম্ ॥ ৮৭
ময়ূরৈর্নকুলৈঃ সার্দ্ধং ক্রীড়ন্তি ফণিনোঽনিশম্।
গজৈঃ সিংহৈর্নিত্যমত্র স্থীয়তে মিত্রতাং গতৈঃ
এণাস্তত্রত্যনীবার-ভক্ষণেষু কৃতাদরাঃ।
ন ভয়ং কুর্ব্বতে কাপ্যদ্রক্ষিতা মুনিবৃন্দকৈঃ ॥৮

সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ৭০—৭৬। মহামতি সুমদ তাহা জানিতে পারিয়া মহারাজ শত্রুঘ্ন ও পুষ্কলের অনুমতি অনুসারে অবিলম্বে পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং শত্রুঘ্নের ভৃত্যবর্গকে বহু বস্ত্র, রত্ন ও বিবিধ অর্থ প্রদান করিলেন। অনন্তর সুমদ, উৎকৃষ্ট অশ্ব, হস্তী, পদাতি ও কোটি রথ সঙ্গে লইয়া বহুদর্শী মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। শত্রুঘ্ন রঘুনাথের প্রতাপ ধারণপূর্ব্বক পথিমধ্যে সেই ধনুর্ধর সুমদের সহিত হাস্য-আমোদ করিতে করিতে (পরমসুখে) যাইতে লাগিলেন। শত্রুবিজয়ী যোদ্ধগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তাঁহারা পয়োষ্ণী নদীর তীর দিয়া যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে তীব্রতপা ঋষিদিগের বিবিধ আশ্রম দর্শন, এবং রঘুনাথের গুণ-গাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রভু শত্রুঘ্ন যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন, ঋষি-গণ বলিতেছেন,—"এই হরি (অশ্ব) হরি (শত্রুঘ্ন) দ্বারা রক্ষিত হরির (রামের) অনুগামী হরিভক্ত (রামভক্ত) জনগণ ও হরিগণে (বানরগণে) পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতেছে। রামভক্তদিগের অগ্রণী শত্রুঘ্ন চতুর্দিক্ হইতে ঋষিদিগের মুখে ঐরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যাইতে যাইতে পথে এক পবিত্র আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন,—ঐ আশ্রম মৃগপক্ষিগণে সমা-কীর্ণ, তথায় নিয়ত বেদপাঠ হইতেছে, ঐ বেদপাঠ-শ্রবণ করিয়া নরগণ পাপক্ষালন করিতেছে, অগ্নিহোত্র-ধূমরাশি উড্ডীন হওয়ায় সমস্ত নভোমণ্ডল পবিত্র হইয়া যাই-তেছে। স্থানে স্থানে মহর্ষিদিগের বহুতর যজ্ঞিয় যূপকাষ্ঠ শোভা পাইতেছে। ৭৭—৮৬ তথায় হিংসা-দ্বেষ একেবারেই নাই। সিংহ অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে গো-সেবা করিয়া থাকে। বিড়ালের ভয় না থাকায় মূষিককে তথায় গর্ত্ত খনন করিয়া বাস করিতে হয় না। সর্পেরা সর্ব্বদাই ময়ূর ও নকুলের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। হস্তী ও সিংহেরা সর্ব্বদা পরস্পর মিত্রতাপন্ন হইয়া বাস করে। থাকায় হরিণেরা ঋষিদিগের সংগৃহীত নীবার নির্ভয়ে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঋষিগণ বর্দ্ধিত (অপত্য নির্ব্বিশেষে) প্রতি-

গাবঃ কুম্ভসমোধস্কা নন্দিনীসমবিগ্রহাঃ।
কুর্ব্বন্তি চরণোত্থেন রজসেলাং পবিত্রিতাম্ ॥ ৯০
মুনিবর্য্যৈঃ সমিৎপাণি-পদৈর্দ্ধর্ম্মক্রিয়োচিতাম্।
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ সুমতিং সর্ব্বজ্ঞং রামমন্ত্রিণম্ ॥ ৯১

শত্রুঘ্ন উবাচ।

সুমতে কস্য সংস্থানং মুনের্ভাতি পুরোগতম্।
নির্ব্বৈরজন্তুসংসেব্যং মুনিবৃন্দসমাকুলম্ ॥ ৯২
শ্রোষ্যামি মুনিবার্ত্তাঞ্চ বিদধামি পবিত্রিতম্।
নিজং বপুস্তদীয়াভির্ব্বার্ত্তাভির্ব্বর্ণনাদিভিঃ ॥ ৯৩
ইতি শ্রুত্বা মহদ্বাক্যং শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
কথয়ামাস সচিবো রঘুনাথস্য ধীমতঃ ॥ ৯৪

সুমতিরুবাচ।

চ্যবনস্যাশ্রমং বিদ্ধি মহাতাপসশোভিতম্।
নির্ব্বৈরজন্তুসঙ্কীর্ণং মুনিপত্নীভিরাবৃতম্ ॥ ৯৫
যোহসৌ মহামুনিঃ স্বর্গবৈদ্যয়োর্ভাগমাদধাৎ।
স্বায়ম্ভুবমহাযজ্ঞে শক্রমানবিভেদনঃ ॥ ৯৬
মহামুনেঃ প্রভাবোহয়ং ন কেনাপি সমাপ্যতে।
তপোবলসমৃদ্ধস্য বেদমূর্ত্তিধরস্য তু ॥ ৯৭
শ্রুত্বা রামানুজো বার্ত্তাং চ্যবনস্য মহাত্মনঃ।
সর্ব্বং পপ্রচ্ছ সুমতিং শক্রমানাদিভঞ্জনম্ ॥ ৯৮

শত্রুঘ্ন উবাচ।

কদাসৌ দস্রয়োর্ভাগং চকার সুরপঙক্তিষু।
কিং কৃতং দেবরাজেন স্বায়ম্ভুবমহামখে ॥ ৯৯

সুমতিরুবাচ।

ব্রহ্মবংশেতিবিখ্যাতো মুনির্ভৃগুরিতি শ্রুতঃ।
কদাচিদ্ভগবান্ সায়ং সমিদাহরণং প্রতি ॥ ১০০
তদা মখবিনাশায় দমনো রাক্ষসো বলী।
আগত্যোচ্চৈর্জগাদেদং মহাভয়করং বচঃ ॥

পালিত ও রক্ষিত হওয়ায় তাহাদের অকালে মৃত্যুভীতি নাই। তথাকার গাভীদিগের কলসের ন্যায় পালান, বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীর ন্যায় আকার। আশ্রমভূমি তাহাদের খুর-ধূলি দ্বারা সর্ব্বদাই পবিত্রীকৃত হইতেছে। মহর্ষিগণ সমিৎকুশহস্তে নিয়ত ধর্ম্মকার্য্য করিতেছেন। শত্রুঘ্ন এইরূপ পবিত্র তপোবন দর্শন করিয়া, রামমন্ত্রী সর্ব্বজ্ঞ সুমতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন,—সুমতে! পুরোভাগে ঐ যে আশ্রম দেখা যাইতেছে, যথায় বহুতর মুনি বাস করিতেছেন, পরস্পর বিরোধী জন্তুগণ যেখানে হিংসাদ্বেষ-শূন্য হইয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে ঐ আশ্রম কোন্ মুনির? আমি ঐ মুনির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব। পবিত্র মুনি-চরিত শ্রবণ করিয়া শরীর পবিত্র করিব। ৮৭—৯৩। ধীমান্ রামচন্দ্রের মন্ত্রী, মহাত্মা শত্রুঘ্নের ঐ সাধু বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। সুমতি কহিলেন,—জন্তু যেখানে বিরোধ পরিহার করিয়া বাস করিতেছে, মহাতপস্বিগণ যেস্থান সুশোভিত করিয়া রহিয়াছেন, মুনিপত্নীগণ ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন; ঐ আশ্রমে মহামুনি চ্যবন বাস করেন, উহার নাম চ্যবনাশ্রম। ঐ যে মহামুনি চ্যবন, উনি স্বায়ম্ভুব মহাযজ্ঞে ইন্দ্রকে অপমানিত করিয়া স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়াছেন। ঐ তপোনিধি মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ; উহাঁর তপোবল অত্যধিক। উহাঁর প্রভাবের কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না। রামানুজ শত্রুঘ্ন মহাত্মা চ্যবনের প্রভাবের কথা শ্রবণ করিয়া, সুমতির নিকটে চ্যবনকৃত ইন্দ্রের অপমানাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন,—ঐ চ্যবনমুনি কোন্ সময়ে দেবতাদিগের যজ্ঞভাগ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দিবার ব্যবস্থা করেন? স্বায়ম্ভুব মহাযজ্ঞে দেবরাজ কি করিয়াছিলেন? (তাহা আপনি বলুন।) সুমতি কহিলেন,—ব্রহ্মার বংশে অতি বিখ্যাত ভৃগু নামে এক মহর্ষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি একদা সায়ংকালে সমিধ্ আহরণ করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে দমন নামে এক বলবান্ রাক্ষস যজ্ঞবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আশ্রমে আসিয়া অতি ভীষণ উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিল,—"কোথায় সে অধম ঋষি, আর

কুত্রাস্তি মুনিবন্ধুঃ স কুত্র তন্মহিলাংশুকা ।
পুনঃপুনরুবাচেদং বচো রোষসমাকুলঃ ॥ ১০২
তদা হুতবহো জ্ঞাত্বা রাক্ষসং ভয়মাগতম্ ।
দর্শয়ামাস তজ্জায়ামগ্নিস্তামনিন্দিতাম্ ॥ ১০৩
জগ্রাহ রাক্ষসস্তাং তু রুদতীং কুররীমিব ।
ভৃগো রক্ষ পতে রক্ষ রক্ষ নাথ তপোনিধে ॥
এবং বদন্তীমার্ত্তাং স গৃহীত্বা নিরগাদ্বহিঃ ।
দুষ্টবাক্যপ্রবাদেন ধর্ষয়ন্ স ভৃগোঃ সতীম্ ॥
ততো মহাভয়ত্রস্তো গর্ভস্তোদরমেধিতঃ ।
পপাত প্রজ্বলন্নেত্রো বৈশ্বানর ইবাঙ্গজঃ ॥১০৬
তেনোক্তং মা ব্রজস্বাশু ত্বং ভস্মীভব দুর্ম্মতে
ন হি সাধ্বীপরামর্শং কৃত্বা শ্রেয়োঽভিযাস্যসি ॥
ইত্যুক্তঃ স পপাতাশু ভস্মীভূতকলেবরঃ ।
মাতা তদার্ভকং নীত্বা জগামাশ্রমমুন্মনাঃ ॥১০৮

ভৃগুর্ব্বহ্নিকৃতং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা কোপসমাকুলঃ ।
শশাপ সর্ব্বভক্ষস্ত্বং ভব দুষ্টারিসূচক ॥ ১০৯
তদা শপ্তোঽতিদুঃখার্ত্তো জগ্রাহাঙ্ঘ্র্যো শুশুক্ষণিঃ
কুরু মেঽনুগ্রহং স্বামিন্ কৃপার্ণব মহামতে ১১০
ময়ানৃতবচোভীত্যা কথিতং ন গুরুদ্রুহা ।
তস্মান্মমোপরি কৃপাং কুরু ধর্ম্মিশিরোমণে ১১১
তদানুগ্রহমাধত্ত সর্ব্বভক্ষ্যো ভবান্ শুচিঃ ।
ইত্যুক্তবান্ হুতভুজং দয়ার্দ্রো মুনিতাপসঃ ॥১১২
গর্ভাচ্চ্যুতস্য পুত্রস্য জাতকর্ম্মাদিকং শুচিঃ ।
চকার বিধিবদ্বিপ্রো দর্ভপাণিঃ সুমঙ্গলৈঃ ॥১১৩
চ্যবনাচ্চ্যবনং প্রাহুঃ সর্ব্বে তত্র তপস্বিনঃ ।
শনৈঃ শনৈঃ স ববৃধে শুক্লপ্রতিপদিন্দুবৎ ॥১১৪

নির্ম্মলচরিত্র। তৎপত্নীই বা কোথায় ?” সাতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া রাক্ষস পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিল। মহর্ষি ভৃগুর গৃহ-রক্ষক অগ্নি রাক্ষসভীতি উপস্থিত দেখিয়া ভয়ে মহর্ষির অনুপমা ভার্য্যাকে দেখাইয়া দিলেন। ৯৮—১০৩। রাক্ষস সেই অসহায়া মুনিপত্নীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল, তখন ভৃগুপত্নী “কোথায় নাথ! কোথায় তপোনিধি ভৃগুদেব! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন” এই বলিয়া কুররীর ন্যায় করুণ-স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। দুরাত্মা দমন পতিব্রতা ভৃগুকামিনীর করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিল এবং মিষ্টবাক্যে তাঁহার ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর নিদারুণ ভয়ে ঋষিপত্নীর গর্ভপাত হইয়া গেল। তখন সেই গর্ভস্থ বালক অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিত হইয়া কহিল,—রে দুর্ম্মতে! তুই সাধ্বীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবি না, তুই আর যাবি কোথা ? অবিলম্বে ভস্ম হ”। সেই ঋষির ঔরসজাত বালক স্বতঃসিদ্ধ প্রভাব বলে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলে দুর্বুদ্ধি নিশাচর অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া পতিত হইল। তখন জননী সেই সদ্যো-জাত বালককে ক্রোড়ে করিয়া বিমর্ষভাবে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে ভৃগু আশ্রমে আসিয়া অগ্নির দোষে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে জানিতে পারিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া “রে দুষ্ট অনল! তুমি যেমন শত্রুহস্তে আমার পত্নীকে সমর্পণ করিয়াছ, সেই পাপে তুমি সর্ব্বভুক্ হও।” এই বলিয়া অগ্নিকে অভিসম্পাত করিলেন। অভিশপ্ত হইয়া অগ্নি সাতিশয় দুঃখিত হই-লেন এবং ঋষির পদধারণপূর্ব্বক কহিলেন,—প্রভো! দয়াসাগর! আমার প্রতি কৃপা করুন। মহামতে! আমি মিথ্যা কথা বলিবার ভয়েই রাক্ষসকে বলিয়া দিয়াছি, আপনার অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি এ কার্য্য করি নাই, অতএব হে ধার্ম্মিকশিরোমণে! আপনি আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। তখন মুনিবর ভৃগু অগ্নির কাতর বাক্যে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করি-লেন, বলিলেন,—“তুমি সর্ব্বভুক্ হইয়াও শুচি থাকিবে।” ১০৪—১১২। অনন্তর বিপ্রবর ভৃগু পবিত্রভাবে দর্ভ হস্তে যথা-বিধানে সেই গর্ভচ্যুত বালকের জাত-কর্ম্মাদি সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

ন জগাম তপঃকর্ত্তুং রেবাং লোকৈকপাবনীম্
শিষ্যৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈস্তপোবলসমন্বিতৈঃ ॥
গত্বা তত্র তপস্তেপে বর্ষাণামযুতং মহান্।
অংসয়োঃ কিংশুকৌ জাতৌ বল্মীকোপরি-
শোভিতৌ।
মৃগা আগত্য তস্যাঙ্গে কণ্ডূং বিদধ্রুকৎসুকাঃ।
ন কিঞ্চিৎ স হ জানাতি দুর্নিবারময়াদৃতঃ ॥১১৭
কদাচিন্মনুরুত্থাক্রন্তীর্থযাত্রা প্রতি প্রভুঃ।
সকুটুম্বো যযৌ রেবাং মহাবলসমাবৃতঃ ॥ ১১৮
তত্র স্নাত্বা মহানদ্যাং সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
দানানি বাডবেভ্যশ্চ প্রাদাদ্বিষ্ণুপ্রতুষ্টয়ে ॥১১৯
তৎকন্যা বিচরন্তী স বনমধ্য ইতস্ততঃ।
সখীভিঃ সহিতা রম্যা তপ্তহাটকভূষণা ॥ ১২০
তত্র দৃষ্ট্বাথ বল্মীকং মহাতরুসুশোভিতম্।
নিমেষোন্মেষরহিতং তেজ কিন্তু দদর্শ সা ॥১২১
গত্বা তত্র শলাকাভিরতুদদ্রুধিরং স্রবৎ।
দৃষ্ট্বা রাজ্ঞোহঙ্গজা খেদং প্রাপ্তবত্যথদুঃখিতা ॥
ন জনন্যৈ তথা পিত্রে শশংসাঘেন বিপ্লুতা।
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং শুশোচ সা ভয়াতুরা ॥১২৩
তদা ভূশ্চলিতা রাজন্ দিবশ্চোল্কা পপাত হ।
ধূম্রা দিশোহভবন্ সর্বাঃ সূর্য্যশ্চ পরিবেষিতঃ

তত্রত্য তপস্বিগণ গর্ভচ্যুত বলিয়া সেই বালককে 'চ্যবন' বলিয়া ডাকিতেন; তাহা তেই তাঁহার চ্যবন নাম হইল। তিনি শুক্লপক্ষীয় প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সেই ভৃগুনন্দন ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তপোবল-সম্পন্ন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে লোক-পাবনী রেবানদীর তীরে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। মহাত্মা চ্যবন তথায় গিয়া কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, তপস্যা করিতে করিতে অযুত বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহার সর্ব্ব শরীর বল্মীকমৃত্তিকায় আবৃত হইয়া পড়িল; দুই স্কন্ধে দুইটি কিংশুক বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। ক্রমে তিনি কঠিন মৃত্তিকাস্তূপে আবৃত হইয়া রহিলেন। হরিণেরা কখন কখন গাত্রকণ্ডূতিনিবৃত্তির অভিলাষে তথায় আগমন করিয়া তাঁহার শরীরে গাত্র ঘর্ষণ করিয়া যাইত। তাঁহার শরীর কঠিন মৃৎস্তূপ দ্বারা এমনই আবৃত ছিল যে, তিনি কিছু মাত্র তাহা জানিতে পারিতেন না। একদা মহারাজ মনু তীর্থযাত্রা করণাভিলাষে সপরিবারে বহির্গত হইয়া বলবান্ সৈন্যসমূহ সহ সেই রেবানদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনু সেই মহানদীতে স্নাত হইয়া পিতৃতর্পণ ও দেবপূজা করিয়া বিষ্ণুর প্রীতিকামনায় ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থদান করিলেন। সেই সময়ে উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা তদীয় পরমা সুন্দরী কন্যা সখীগণ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে মহাবৃক্ষশোভিত সেই বল্মীকস্তূপ দেখিতে পাইলেন। সেই বল্মীকস্তূপের মধ্য দিয়া সেই যোগিবর চ্যবনের উজ্জ্বল চক্ষুর জ্যোতি বহির্গত হইতেছিল। মনুনন্দিনী দূর হইতে সেই মৃত্তিকাস্তূপ-নিঃসৃত অনিমেষ নেত্রজ্যোতি দেখিতে পাইয়া বালিকাসুলভ কৌতূহল বশতঃ নিকটে গিয়া মৃত্তিকাস্তূপের যে ছিদ্র দিয়া জ্যোতি নিঃসৃত হইতেছিল, সেই ছিদ্র শলাকা-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ হইবামাত্র সেই ছিদ্র দিয়া রুধির নির্গত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে রাজনন্দিনী তন্মধ্যে জীবিত প্রাণী রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। ১১৩—১২২। নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন মনে করিয়া বড়ই ভীত হইলেন, পিতা মাতাকে সে কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। ঘোর পাপকার্য্য করিয়াছেন, মনে করিয়া আপনা-আপনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। রাজন্! এদিকে মনুর রাজ্যে ঘোরতর অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইল; ভূমিকম্প, আকাশ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল; দিক্‌সকল

তদা রাজ্ঞো হয়া নষ্টা হস্তিনো বহবো মৃতাঃ।
ধনং রত্নযুতং নষ্টং কলহোঽভূন্মিথস্তদা। ১২৫
তদালোক্য নৃপো ভীতঃ কিঞ্চিদুদ্বিগ্নমানসঃ।
জনানপৃচ্ছৎ কেনাপি মুনয়ে ত্বপরাধিতম্ ॥১২৬
পারম্পর্য্যেণ তজ্জ্ঞাত্বা স্বপুত্র্যাঃ পরিচেষ্টিতম্
যযৌ স দুঃখিতস্তত্র সমৃদ্ধবলবাহন. ॥ ১২৭
তং বৈ তপোনিধিং বীক্ষ্য মহতা তপসা যুতম্
স্তুত্বা প্রসাদয়ামাস মুনিবর্য্য দয়াং কুরু।
তস্মৈ তুষ্টো জগাদায়ং মুনিবর্য্যো মহাতপাঃ।
তবাত্মজাকৃতং সর্ব্বমুৎপাতদ্যমবেহি তৎ ॥১২৯
তব পুত্র্যা মহারাজ চক্ষুর্বিস্ফোটিনং কৃতম্।
বহু সুস্রাব রুধিরং জানতী ত্বামুবাচ ন। ১৩০
তস্মাদিয়ং মহাভূপ মহ্যং দেয়া যথাবিধি।
ততশ্চোৎপাতশমনং ভবিষ্যতি সুরার্চ্চিত॥
তচ্ছ্রুত্বা দুঃখিতো রাজা প্রজ্ঞাচক্ষুষ আত্মজাম্
দদৌ কুলবয়োরূপ-শীললক্ষণসংযুতাম্ ॥ ১৩১
দত্তা যদা নৃপেণৈবং কন্যা কমললোচনা।
তদোৎপাতাঃ শমং যাতাঃ সর্ব্বে মুনিকুধো-দ্ভাতাঃ ॥ ১৩৩
রাজা দত্বাত্মজাং তস্মৈ মুনয়ে তপসাংনিধে।
প্রাপ স্বাং নগরীং ভূয়ো দুঃখিতো দয়য়া পুনঃ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধূম্রবর্ণ হইল; সূর্য্যদেব মণ্ডলে বেষ্টিত হইলেন। রাজার বহুতর হস্তী ও অশ্ব প্রাণ-ত্যাগ করিতে লাগিল। ধন-রত্ন নষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। পরস্পর কলহবিবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। রাজা তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া 'তপস্বীর নিকটে কেহ কোন অপরাধ করিয়াছে কি না' সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে নিজ তনয়ার তৎকার্য্য লোকপরম্পরা অবগত হইয়া অতীব দুঃখিতহৃদয়ে সেই ঋষির নিকটে গমন করিলেন। তথায় কঠোর তপস্যা-নিরত সেই তপস্বিপ্রবরকে নিরীক্ষণ করিয়া "মুনিবর! দয়া করুন" বারংবার এই বলিয়া স্তব করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। মহাতপা মুনিবর প্রসন্ন হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন,—রাজন্! এই সমস্ত উৎপাত আপনার তনয়াকৃত; মহারাজ! আপনার কন্যা আমার চক্ষু বিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় আমার চক্ষু হইতে বহুতর রুধির-স্রাব হইয়াছে, আপনার কন্যা এ ঘটনা জানিয়াও আপনাকে বলে নাই। হে দেবমান্য মহারাজ! যদি আপনার এই কন্যাটীকে যথাবিধানে আমাকে সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনার এই সকল উৎপাত দূর হইবে। রাজা তপস্বীর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন এবং প্রজ্ঞাচক্ষুঃ সেই ঋষিপ্রবরকে কুল ও বয়সের অনুরূপ সুলক্ষণা সৎস্বভাবা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রাজা ঋষিকে কমলাক্ষী কন্যা সম্প্রদান করিবামাত্র মুনির ক্রোধ-সঞ্জাত উৎপাতসকল প্রশান্ত হইয়া গেল। হে তপোনিধে! রাজা সেই অন্ধ চ্যবনমুনিকে কন্যা-দান করিয়া তনয়াস্নেহে দুঃখিতভাবে রাজধানীতে পুনঃ প্রত্যাগমন করি-লেন। ১২৩—১৩৪।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সুমতিরুবাচ।

অথর্ষিঃ স্বাশ্রমগতো মানব্যা সহ ভার্য্যয়া।
মুদং প্রাপ হতাশেষপাতকো যোগযুক্তয়া। ১
সা মানবী তং বরমাত্মনঃ পতিং
নেত্রেণ হীনং জরসা গতৌজসম্।

সপ্তম অধ্যায়।

সুমতি কহিলেন,—অনন্তর যোগবলে বীতপাপ সেই চ্যবনমুনি ভার্য্যা মনুকন্যার সহিত পরমসুখে সেই আশ্রমে বাস করিতে

সিষেব এনং হরিমেধসোত্তমং
নিজেষ্টদাত্রীং কুলদেবতাং যথা ॥ ২
শুশ্রূষিতৌ তং পতিমিঙ্গিতজ্ঞা
মহানুভাবং তপসাং নিধিং প্রিয়ম্।
পরাং মুদং প্রাপ সতী মনোহরা
শচী যথা শক্রনিষেবণোদ্যতা ॥ ৩
চরণৌ সেবতে তন্বী সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা।
রাজপুত্রী সুন্দরাঙ্গী ফলমূলোদকাশনা ॥ ৪
নিত্যং তদ্বাক্যকরণে তৎপরা পূজনে রতা।
কালক্ষেপং চ কুরুতে সর্ব্বভূতহিতে রতা ॥ ৫
বিসৃজ্য কামদম্ভঞ্চ দ্বেষং লোভং ভয়ং মদম্।
অপ্রমত্তোদ্যতা নিত্যং চ্যবনং সমতোষয়ৎ ॥
এবং তস্য প্রকুর্ব্বাণা সেবাং বাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
সহস্রাব্দং মহারাজ সা চ কামং মনস্যধাৎ ॥ ৭
কদাচিদ্দেবভিষজাবাগতাবাশ্রমে মুনেঃ।
স্বাগতেন সুসম্ভাব্য তয়োঃ পূজাং চকার সা ॥
শর্য্যাতিকন্যাকৃতপূজনার্ঘ্য-
পাদ্যাদিনা তোষিতচিত্তবৃত্তী।
তাবূচতুঃ স্নেহবশেন সুন্দরৌ
বরং বৃণীষেতি মনোহরাঙ্গীম্ ॥ ৯
তুষ্টৌ তৌ বীক্ষ্য ভিষজৌ দেবানাং বরযাচনে
মতিং চকার নৃপতেঃ পুত্রী মতিমতাং বরা ॥ ১০
পত্যভিপ্রায়মালক্ষ্য তাবুবাচ নৃপাত্মজা।
দত্তং মে চক্ষুষী পত্যুর্যদি তুষ্টৌ যুবাং সুরৌ ॥
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা সুকন্যায়া মনোহরম্।
সতীত্বঞ্চ বিলোক্যেদমূচতুর্ভিষজাং বরৌ ॥ ১২
ত্বৎপতির্যদি দেবানাং ভাগং যজ্ঞে দধাত্যসৌ।
আবয়োরধুনা কুর্য্যাচ্চক্ষুষোঃ স্ফুটদর্শনম্ ॥ ১৩
চ্যবনোহপ্যোমিতি প্রাহ ভাগদানে বরৌজসোঃ

লাগিলেন। সেই মনুনন্দিনীও বৃদ্ধ অন্ধ পতিকে অভীষ্টদাতা কুলদেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরম ভক্তিসহকারে সেবা করিতে লাগিলেন। সেই স্বামীকে পরমেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার শুশ্রূষায় নিরত হইলেন। শচী যেমন ইন্দ্রের পদসেবায় রত থাকেন, সেইরূপ ইঙ্গিতবোধে নিপুণা সেই মনুনন্দিনী মহানুভব তপস্বী স্বামীর সেবায় সাতিশয় আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। সকল প্রকার সুলক্ষণান্বিতা ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরী রাজপুত্রী ফল-মূল ভক্ষণ করত (কায়মনে) স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিলেন। নিখিল প্রাণীর হিতসাধনে তৎপরা সেই রাজপুত্রী সর্ব্বদা স্বামীর পদপূজা এবং আজ্ঞাপালনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি কাম, দম্ভ, দ্বেষ, লোভ, ভয় এবং মদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি সাবধানে নিয়ত চ্যবন মুনির সন্তোষবিধান করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এইরূপে সহস্র বৎসরকাল কায়মনোবাক্যে স্বামিসেবা করার পর তাঁহার মনে কামাবির্ভাব হইল। সেই সময়ে এক দিন স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয় চ্যবনমুনির আশ্রমে আগমন করিলেন। চ্যবনপত্নী স্বাগতবাক্যে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের পূজা করিলেন। শর্য্যাতিকন্যা পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা করিলে সেই সুন্দর স্বর্বৈদ্যযুগল সন্তুষ্ট হইয়া স্নেহপ্রকাশ করত সেই মনোহরাঙ্গীকে কহিলেন,—তুমি মনোমত বর প্রার্থনা কর। অতি বুদ্ধিমতী রাজপুত্রী দেববৈদ্যযুগলকে সন্তুষ্ট দেখিয়া বর প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায় করিলেন। ১—১০। স্বামীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাজনন্দিনী তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দেবযুগল! আপনারা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ত আমার স্বামীর চক্ষু দুইটি প্রদান করুন। বৈদ্যপ্রবরদ্বয় এইরূপ মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া সুকন্যার পতিভক্তি দর্শনে (সবিশেষ তুষ্ট হইয়া) বলিলে,—যদি তোমার পতি দেবতারা যেরূপ যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত হন, আমাদেরও সেইরূপ যজ্ঞভাগ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার চক্ষু প্রদান করি। চ্যবনমুনি সেই তেজস্বী স্বর্গ-বৈদ্যযুগলকে

তদা তুষ্টাবশ্বিনৌ তমূচতুস্তপসাং বরম্ ॥ ১৪
নিমজ্জতাং ভবানস্মিন্ হ্রদে সিদ্ধবিনির্ম্মিতে।
ইত্যুক্তো জরয়া গ্রস্ত-দেহো ধমনিসন্ততঃ ॥১৫
হ্রদং প্রবেশিতোঽশ্বিভ্যাং স্বয়ঞ্চামজ্জতাং হ্রদে
পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থুরপীড্যা বনিতাপ্রিয়াঃ ॥ ১৬ ॥
রুক্মস্রজঃ কুণ্ডলিনস্তুল্যরূপান সুবাসসঃ।
তান্নিরীক্ষ্য বরারোহা সুরূপান সূর্য্যবর্চ্চসঃ
অজানতী পতিং সাধ্বী হ্যশ্বিনৌ শরণং যযৌ।
দর্শয়িত্বা পতিং তস্যৈ পাতিব্রত্যেন তোষিতৌ
ঋষিমামন্ত্র্য যযতুর্বিমানেন ত্রিবিষ্টপম্।
যক্ষ্যমাণে ক্রতৌ স্বীয়-ভাগকার্য্যাশয়া যুতৌ ॥

যজ্ঞভাগ প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া সেই তপস্বিপ্রবরকে কহিলেন,—"আপনি এই সিদ্ধনির্ম্মিত হ্রদে অবগাহন করুন।" এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় সর্ব্বাঙ্গে পরিদৃশ্যমান-শিরাব্যাপ্ত জরাজীর্ণ চ্যবনমুনিকে হ্রদে প্রবেশ করাইলেন এবং তাঁহারাও তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর হ্রদ হইতে রমণীবাঞ্ছিত তিনটী সুন্দর পুরুষ-মূর্ত্তি উত্থিত হইল। তিনটী মূর্ত্তিই দেখিতে একরূপ। সকলেরই গলে সুবর্ণময় মালা, কর্ণে কুণ্ডল, পরিধানে মনোহর বস্ত্র; সকলেই সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। সুন্দরী শর্য্যাতিনন্দিনী সুন্দর মূর্ত্তিত্রয় অবলোকন করিয়া কোনটি নিজ পতি, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না; মহা ভাবনাগ্রস্ত হইয়া সাধ্বী অশ্বিনীকুমারযুগলের শরণাপন্ন হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার পতিভক্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পতি দর্শন করাইলেন। (তাঁহার পাতিব্রত্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই তাঁহারা মায়া করিয়া এইরূপ তিনটি মূর্ত্তি আবির্ভূত করিয়াছিলেন।) পরে তাঁহারা চ্যবনমুনির নিকট বিদায় গ্রহণ করত ভবিষ্যৎ যজ্ঞে অংশ পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। শর্য্যাতিতনয়া এই-

কালেন ভূয়সা ক্ষামাং কর্শিতাং ব্রতচর্য্যয়া।
প্রেমগদ্গদয়া বাচা পীড়িতঃ কৃপয়াব্রবীৎ ॥২০॥
তুষ্টোঽহমদ্য তব মানিনি মানদায়াঃ
শুশ্রূষয়া পরময়া হৃদি চৈকভক্ত্যা।
যো দেহিনাময়মতীব সুহৃৎ সুদেহো
নাবেক্ষিতঃ সমুচিতঃ ক্ষপিতুং মদর্থে ॥ ২১ ॥
যে মে স্বধর্ম্মনিরতস্য তপঃসমাধি-
বিদ্যাত্মযোগবিজিতা ভগবৎপ্রসাদাঃ।
তানেব তে মদনুসেবনয়াবরুদ্ধান্
দৃষ্টিং প্রপশ্য বিতরাম্যভয়ানশোকান্ ॥ ২২ ॥
অন্যে পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্বিজৃম্ভ-
বিভ্রংশিতার্থরচনাঃ কিমুরুক্রমস্য।
সিদ্ধাসি ভুঙ্ক্ষ বিভবান্নিজধর্ম্মদোহান্
দিব্যান্নরৈর্দুরধিগমান্নৃপবিক্রিয়াভিঃ ॥ ২৩

রূপে ঋষির পরিচর্য্যায় বহুকাল অতীত করিলে পর একদা ঋষি কৃপাপরবশ হইয়া প্রেমগদ্গদ বচনে সেই তপঃকৃশা সহধর্ম্মিণীকে কহিলেন। ১১—২০। মানিনি! তোমার এই একাগ্রভক্তিসহকারে শুশ্রূষা দ্বারা আমি তোমার উপরে অদ্য তুষ্ট হইয়াছি। যে সুন্দর দেহ প্রাণীদিগের অনেক কার্য্যের সহায় বলিয়া যত্নে রক্ষণীয়, তুমি সেই সুন্দর শরীরের দিকে দৃক্পাত কর নাই; আমার শুশ্রূষা করিতে সেই শরীরকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছ। অতএব আমি স্বধর্ম্মে থাকিয়া তপ, সমাধি, বিদ্যা ও আত্মযোগদ্বারা যে ভগবৎপ্রসাদ (ঈশ্বরানুগ্রহ) লাভ করিয়াছি, আমার সেবা করায় তুমিও সেই ভগবৎ-প্রসাদ পাইবার উপযুক্ত; তোমাকে আমি সেই বিশোক ভীতিশূন্য ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করিতেছি, তুমি আমার বরে জ্ঞানদৃষ্টি প্রাপ্ত হও। মহাশক্তিশালী ভগবানের কটাক্ষপাতে যে সকল স্বর্গীয় ভোগ অনায়াসে সিদ্ধ হয়, তুমি মদীয় সেবারূপ পুণ্যবলে সেই সকল মনুষ্যদুর্লভ দিব্য রাজভোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে ইচ্ছামত সুখভোগ কর। নিখিল যোগ-

এবং ক্ৰ্যাণমবন্ধ্যাখিলযোগমায়া-
বিদ্যাবিচক্ষণমবেক্ষ্য গতাবিরাসীৎ।
সম্প্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষদ্-
ব্রীড়াবিলোকিবিলসদ্ধসিতা তমাহ ॥ ২৪

সুকন্যোবাচ।

রাদ্ধং বত দ্বিজবৃষৈতদমোঘযোগ-
মায়াধিপে ত্বয়ি বিভো তদবৈমি ভর্ত্তঃ।
যস্তেঽভ্যধায়ি সময়ঃ সকৃদঙ্গসঙ্গো
ভূয়াদ্গরীয়সি গুণপ্রসবঃ সতীনাম্ ॥ ২৫
তত্রেতিকৃত্যমুপশিক্ষ্য যথোপদেশং
যেনৈষ কর্শিততমোঽতিরিরংসয়াত্মা।
সিধ্যেত তে কৃতমনোভবধর্ষিতায়া
দীনস্তদীশ ভবনং সদৃশং বিচক্ষ ॥ ২৬

সুমতিরুবাচ।

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্বিচ্ছঞ্চ্যবনো যোগমাস্থিতঃ।
বিমানং কামদং রাজংস্তর্হ্যেবাবিরচীকরৎ ॥ ২৭
সর্ব্বকামদুঘং দিব্যং সর্ব্বরত্নসমন্বিতম্।
সর্ব্বর্দ্ধ্যুপচয়োদর্কং মণিস্তম্ভৈরুপস্কৃতম্ ॥ ২৮
দিব্যোপস্তরণোপেতং সর্ব্বকালসুখাবহম্।
পট্টিকাভিঃ পতাকাভির্বিচিত্রাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৯
স্রগ্ভির্বিচিত্রমালাভির্মঞ্জুশিঞ্জৎ ষড়ঙ্ঘ্রিভিঃ।
দুকূলক্ষৌমকৌশেয়ৈর্নানাবস্ত্রৈর্বিরাজিতম্ ॥ ৩০
উপর্য্যুপরিবিন্যস্তনিলয়েষু পৃথক্ পৃথক্।
ক্লৃপ্তৈঃ কশিপুভিঃ কান্তং পর্য্যঙ্কব্যজনাদিভিঃ
তত্র তত্র বিনিক্ষিপ্তনানাশিল্পোপশোভিতম্।
মহামরকতস্থল্যা জুষ্টং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ৩২
দ্বাঃসু বিদ্রুমদেহল্যা ভাতং বজ্রকপাটিকম্।
শিখরেষ্বিন্দ্রনীলেষু হেমকুম্ভৈরধিশ্রিতম্ ॥ ৩৩
চক্ষুষ্মৎপদ্মরাগাগ্র্যৈর্বজ্রভিত্তিষু নির্ম্মিতৈঃ।
জুষ্টং বিচিত্রবৈতানৈর্মুক্তাহারাবলম্বিতৈঃ ॥ ৩৪

বিদ্যাবিশারদ চ্যবনমুনির উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপুত্রীর এত দিনের মনঃ-ক্লেশ বিদূরিত হইল। তিনি ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া সস্মিত বদনে গদ্গদস্বরে প্রণয়গর্ভ-বিনীতবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন। সুকন্যা কহিলেন—দ্বিজবর! অমোঘ যোগমায়া আপনার বশীভূত, অতএব হে বিভো! হে স্বামিন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে মনে করি। গুণবান স্বামীর সহবাস সতী রমণীদিগের অশেষগুণের পরিচায়ক, আপনার কথিত আমার সহিত সহবাসরূপ সদাচার আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনুষ্ঠান করুন। হে ঈশ! আমি এযাবৎ আপনার সঙ্গে বাঞ্ছা করিয়াই কামশর-জর্জ্জরিত হইয়া শরীরকে অশেষ কষ্ট দিয়া কেবল আপনার আদেশ প্রতিপালনে কাল-হরণ করিয়াছি। এক্ষণে এই হতভাগিনীর চিরমনোরথ যাহাতে সিদ্ধ হয়, অনুগ্রহ করি. তাহা করুন। এক্ষণে কি করিতে হইবে উপদেশ করুন এবং আমাদের বৈষয়িক, সুখভোগের উপযুক্ত এক ভবন নির্দ্দেশ করুন। সুমতি কহিলেন,—হে রাজন্! মুনি-বর চ্যবন প্রিয়ার প্রীতিকামনায় যোগবলে তৎক্ষণাৎ এক কামপ্রদ বৃহৎ বিমান আবি-ষ্কার করিলেন। সেই দিব্য বিমান সকল প্রকার রত্নে বিভূষিত। তাহার স্তম্ভগুলি মণিময়, মধ্যে দিব্য আস্তরণ, উপরিভাগে বিচিত্র পতাকা শোভিত। সেই বিমানের এমনই দৈবী শক্তি যে, তাহাতে অবস্থান করিলে সকল সময়েই মনে এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয়, এবং তাহার প্রভাবে আরো-হণকারী উত্তরকালে অসীম সমৃদ্ধিশালী হয়। সেই বিচিত্র বিমানের অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত; সেই সকল পুষ্পমালায় ভ্রমরগণ মধুলোভে আসিয়া গুঞ্জন করি-তেছে। সেই গৃহসমূহের স্থানে স্থানে দুকূল, ক্ষৌম, কৌশেয় (তসর গরদ) প্রভৃতি বিবিধ বস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ২১—৩০। সেই বিমান দ্বিতল ত্রিতলাদি গৃহসমূহে সুশো-ভিত; প্রত্যেক গৃহে পর্য্যঙ্ক-ব্যজনাদি সুসজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেক গৃহেই অদ্ভুত শিল্পকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। গৃহের ভূমিভাগ মহামরকত মণিদ্বারা বিনির্ম্মিত; মধ্যে মধ্যে প্রবালনির্ম্মিত

হংসপারাবতব্রাতৈস্তত্র তত্র বিকূজিতম্।
কৃত্রিমান্ মন্যমানৈস্তানধিরুহ্যাবরুহ্য চ॥
বিহারস্থানবিশ্রাম-সংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈঃ।৩৫
যথোপজোষং রচিতৈর্বিস্মাপনমিবাত্মনঃ। ৩৬
ঈদৃগ্‌গৃহং প্রপশ্যন্তীং নাতিপ্রীতেন চেতসা।
সর্ব্বভূতাশয়াভিজ্ঞো প্রোবাচ বচনং স্বয়ম্। ৩৭
নিমজ্জ্যাস্মিন্ হ্রদে ভীরু বিমানমিদমারুহ।
সা তু ভর্ত্তুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা॥ ৩৮
সরজো বিভ্রতী বাসো বেণীভূতাংশ্চ মূর্দ্ধজান্।
অঙ্গঞ্চ মলপঙ্কেন সম্পন্নং শবলস্তনম্॥ ৩৯
আবিবেশ সরস্তত্র মুদা শিব জলাশয়ম্।

সান্তঃসরসি বেশ্মস্থাঃ শতানি দশ কন্যকাঃ।৪০
সর্ব্বাঃ কিশোরবয়সো দদর্শোৎপলগন্ধয়ঃ।
তা দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।৪১
বয়ং কর্ম্মকরাস্তুভ্যং শাধি নঃ করবাম কিম্।
স্নানেন তাং মহার্হেণ স্নাপয়িত্বা মনস্বিনীম্।৪২
দুকূলে নির্ম্মলে নূত্নে দদুরস্যৈ চ মানদ।
ভূষণানি পরার্দ্ধ্যানি বরীয়াংসি দ্যুমন্তি চ। ৪৩
অন্নং সর্ব্বগুণোপেতং পানঞ্চৈবামৃতাসবম্।
অথাদর্শে স্বমাত্মানং স্রগ্বিনং বিরজোঽম্বরম্॥
তাভিঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং কন্যাভির্বহুমানিতম্।
হারেণ চ মহার্হেণ রুচকেন বিভূষিতম্॥ ৪৫
নিষ্কগ্রীবং বলয়িনং কূজৎকাঞ্চননূপুরম্।
শ্রোণ্যোরধ্যস্তয়া কাঞ্চ্যা কাঞ্চন্যা বহুরত্নয়া॥

বেদিকা। প্রত্যেক দ্বারে প্রবাল-নির্ম্মিত দেহলী, হীরকময় কপাট। গৃহসমূহের ছাদ সকল ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা প্রস্তুত। সেই ছাদের উপরে সুবর্ণকলস সুসজ্জিত রহিয়াছে। গৃহগুলির ভিত্তি হীরক দ্বারা নির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল পদ্মরাগমণি দ্বারা বদ্ধ। গৃহসমূহের অভ্যন্তরে মুক্তাহার-বিলম্বিত অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ। চতুর্দ্দিক্ হইতে হংস ও পারাবত সকল আগমনপূর্ব্বক ঋষিপ্রবরের সঙ্কল্পরচিত সেই অট্টালিকার প্রদেশসকল যথার্থই কেহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে মনে করিয়া (নিঃশঙ্ক চিত্তে) ইতস্ততঃ আরোহণ ও অবরোহণ করত কূজন করিতে লাগিল সুব্যবস্থাসহকারে নির্ম্মিত বিহারস্থান, বিশ্রামস্থান ও চত্বরাদি অবলোকন করিলে মনে অপূর্ব্ব বিস্ময় উৎপন্ন হয়। সহধর্ম্মিণী সুকন্যা প্রফুল্লচিত্তে বিস্মিত হইয়া অট্টালিক অবলোকন করিতেছেন দেখিয়া সকলের অভিপ্রায়বিৎ চ্যবনমুনি তাঁহাকে কহিলেন,—"অয়ি ভীরু! তুমি প্রথমে এই হ্রদে অবগাহন করিয়া বিমানে আরোহণ কর. ঋষিপত্নী তৎকালে ঋতুমতী ছিলেন; সেই দিন ঋতুস্নাতা হইবেন; অঙ্গে ঋতুস্নানোপকরণ মাখিয়াছেন, অঙ্গলিপ্ত মলপঙ্কে পয়োধর বিচিত্রিত হইয়াছে, কেশকলাপ বেণীরূপে আবদ্ধ রহিয়াছে; এতাদৃশ বেশে সেই কুবলয়াক্ষী স্বামীর আদেশ পাইবামাত্র পরমানন্দে সেই মঙ্গলময় হ্রদে অবগাহন করিলেন। তিনি হ্রদমধ্যে অবগাহন করিবামাত্র গাত্রে উৎপলগন্ধবতী কিশোরবয়স্কা সহস্র কন্যা সেই বিমানের গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল। ৩১—৪১। "আমরা আপনার দাসী আপনার কি কার্য্য করিব আজ্ঞা করুন" এই বলিয়া তাহারা সেই মনস্বিনী ঋষিপত্নীর গাত্রে মহামূল্য স্নানোপকরণ লেপনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্নান করাইয়া নির্ম্মল নূতন বস্ত্র পরাইয়া দিল। হে মানদ! তৎপরে তাহারা তাঁহাকে উত্তম উজ্জ্বল বহুমূল্য অলঙ্কার পরিধান করাইয়া সর্ব্বগুণান্বিত অন্ন আহার এবং অমৃতাসব পান করিতে দিল এবং পরম সমাদরে তাঁহার জন্য মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। সুকন্যা স্নান করিয়া বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দর্পণে নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিধানবস্ত্র রজোহীন; গলে পুষ্পমালা, মহামূল্য হার ও রুচক শোভা পাইতেছিল। গ্রীবায় মোহর বিলম্বিত ছিল; হস্তে বলয়, পদে স্বর্ণনূপুর, কটীতটে রত্নখচিত সুবর্ণময় কাঞ্চী।

সুভ্রুবা সুদতা শুক্ল-স্নিগ্ধাপাঙ্গেন চক্ষুষা।
পদ্মকোশস্পৃধা (হা) নীলৈরলকৈশ্চ লসন্মুখম্‌॥
যদা সস্মার সুয়িতমৃষীণাং বল্লভং পতিম্‌।
তত্র চাস্তে সহ স্ত্রীভির্যত্রাস্তে স মুনীশ্বরঃ॥ ৪৮
ভর্ত্তুঃ পুরস্তাদাত্মানং স্ত্রীসহস্রবৃতং তদা।
নিশম্য তদ্‌যোগগতিং সংশয়ং প্রত্যপদ্যত॥
স তাং কৃতমলস্নানাং বিভ্রাজন্তীমপূর্ব্ববৎ।
আত্মনো বিভ্রতীং রূপং সংবীতরুচিরস্তনীম্‌॥
বিদ্যাধরীসহস্রেণ সেব্যমানাং সুবাসসম্‌।
জাতভাবো বিমানং তদারোপয়দমিত্রহন্‌॥ ৫১
তস্মিন্নলুপ্তমহিমা প্রিয়য়ানুষক্তো
বিদ্যাধরীভিরুপচীর্ণবপুর্ব্বিমানে।
বভ্রাজ উৎকটকুমুদ্গণবানপীড্য-
স্তারাভিরাবৃত ইবোডুপতির্নভঃস্থঃ॥ ৫২

তাঁহার ভ্রূযুগল অতি মনোহর, দশননিচয় অতি সুলক্ষণান্বিত, নয়নের অপাঙ্গদেশ শ্বেতাস্নিগ্ধ, মুখপার্শ্বে অলকগুচ্ছ বিরাজিত। বোধ হইতেছিল যেন মধুকরনিকর পদ্মভ্রমে মুখপার্শ্বে লীন হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর ঋতুস্নাতা সেই ঋষিপত্নী নিজ স্বামী মুনিবর চ্যবনকে যেমন স্মরণ করিলেন, অমনি দেখিলেন,—মুনিবর স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং নিজেও সহস্র স্ত্রীলোক দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। স্বামীর এইরূপ তপোমহিমা সন্দর্শন করিয়া তিনি সংশয়াকুল হইলেন। ৪২—৪৯। হে শত্রুতাপন! তখন মুনিবর চ্যবনও ঋতুস্নাতা হইয়া অপূর্ব্ব-শ্রীধারিণী ভার্য্যাকে মনোহর স্তনযুগল বস্ত্রাবৃত করিয়া তাঁহার অনুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত ও সহস্র বিদ্যাধরী দ্বারা সেবিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইলেন এবং উত্তম বসনপরিধানা সেই সুন্দরীকে সেই বিমানে আরোহণ করাইলেন। এইরূপে বিষয়ানুরক্ত হইলেও ঋষির তপোমহিমা অক্ষুণ্ণ রহিল; তিনি বিদ্যাধরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রিয়া-

তেনাষ্টলোকপবিহারকুলাচলেন্দ্র-
দ্রোণীষনঙ্গসখমারুতসৌভগাসু।
সিদ্ধৈর্নুতে দ্যুধুনিপাতশিবস্বনাসু
রেমে চিরং ধনদবল্ললনাবরূথী॥ ৫৩
বৈশ্রম্ভকে সুরবনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে।
মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রাময়া রতঃ॥৫৪
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সুমতিরুবাচ।
এবং তয়া ক্রীড়মানঃ সর্ব্বত্র ধরণীতলে।
নাবুধ্যত গতানব্দান্‌ শতসঙ্খ্যাপরীমিতান্‌॥১
ততো জ্ঞাত্বাথ তদ্বিপ্রঃ স্বকালপরিবর্ত্তিনীম্‌।
মনোরথেন পূর্ণাঙ্গ স্বস্থ প্রিয়তমাং বরাম্‌॥২

সমভিব্যাহারে সেই বিমানে আরোহণ করিয়া কুমুদবিকাসী তারাসমূহে পরিবেষ্টিত আকাশস্থিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সেই রমণীরত্ন লইয়া ধনপতির ন্যায় কিয়ৎকাল সেই বিমানে সুখভোগ করিয়া তাহার পর সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক প্রণত হইয়া অষ্টলোকপালদিগের বিহারস্থান কুলপর্ব্বতসমূহে—যথায় কন্দর্পসহচর মলয়ানিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত, যথায় মন্দাকিনীর জলপ্রপাতের মধুরধ্বনি শ্রুত সেই মলয়পর্ব্বত, হিমালয় পর্ব্বত, বৈশ্রম্ভক বন, দেবোদ্যান নন্দন, পুষ্পভদ্র, মানসসরোবর ও চৈত্ররথে বহুকাল ব্যাপিয়া বিহার করিলেন। ৫০—৫৪।

অষ্টম অধ্যায়।

এইরূপে সমস্ত ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণপূর্ব্বক সেই রমণীরত্নের সহিত বিহার করত তিনি কত বৎসর অতীত হইয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ, প্রিয়তমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে,

স্ববর্ত্ততাশ্রমং শ্রেষ্ঠং পয়োষ্ণ্যাস্তীরসংস্থিতম্
নির্ব্বৈরজন্তুজনতা-সঙ্কুলং মৃগসেবিতম্ ॥ ৩
তত্রাবসৎ স সুতপাঃ শিষ্যৈর্ব্বেদসমন্বিতৈঃ।
সেবিতাঙ্ঘ্রিযুগো নিত্যং ততাপ পরমং তপঃ
কদাচিদথ শর্য্যাতির্যিষ্টুমৈচ্ছত দেবতাঃ।
তদা চ্যবনমানেতুং প্রেষয়ামাস সেবকান্ ॥ ৫
তৈরাহুতো দ্বিজবরস্তদা গচ্ছন্ মহাতপাঃ।
সুকন্যয়া ধর্ম্মপত্ন্যা স্বাচারপরিনিষ্ঠয়া ॥ ৬
আগতং তং মুনিবরং পত্ন্যা সহ মহাযশাঃ।
দদর্শ দুহিতুঃ পার্শ্বে পুরুষং সূর্য্যবর্চ্চসম্ ॥ ৭
রাজা দুহিতরং প্রাহ কৃতপাদাভিবন্দনাম্।
আশিষো ন প্রযুঞ্জানো নাতিপ্রীতমনা ইব ॥ ৮
চিকীর্ষিতং তে কিমিদং পতিস্ত্বয়া
প্রলম্ভিতো লোকনমস্কৃতো মুনিঃ।
যা ত্বং জরাগ্রস্তমসম্মতং পতিং
বিহায় জারং ভজসেহমুমধ্বগম্ ॥ ৯
কথং মতিস্তেঽবগতান্যথা সতাং
কুলপ্রসূতেঃ কুলদূষণং ত্বিদম্।
বিভর্ষি জারং যদপত্রপা কুলং
পিতুঃ স্বভর্ত্তুশ্চ নয়স্যধস্তমাম্ ॥ ১০
এবং ব্রুবাণং পিতরং স্ময়মানা শুচিস্মিতা।
উবাচ তাত জামাতা তবৈষ ভৃগুনন্দনঃ ॥ ১১
শশংস পিত্রে তৎ সর্ব্বং বয়োরূপাভিলম্ভনম্।
বিস্মিতঃ পরমপ্রীতস্তনয়াং পরিষস্বজে ॥ ১২
সোমেনাযাজয়দ্বীরং গ্রহং সোমস্য চাগ্রহীৎ।
অসোমপোরপ্যশ্বিনোশ্চ্যবনঃ স্বেন তেজসা ॥১৩

প্রিয়তমা ইন্দ্রিয়-সেবায় চরিতার্থ হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া, যথায় পরস্পরবিরোধী মৃগ-পক্ষিগণ নির্ব্বিরোধে বাস করিতেছে, সেই পয়োষ্ণী নদীর তীরবর্ত্তী মনোহর শান্তিময় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই তপোনিধি সেই পূর্ব্বতন আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বেদপাঠ-নিরত শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া পুনরপি সর্ব্বদা কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। অনন্তর একদা রাজা শর্য্যাতি দেবতাদিগের উদ্দেশে যাগ করিবার অভিপ্রায়ে চ্যবনমুনিকে আনয়ন করিবার জন্য কতিপয় ভৃত্য পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্যগণ আসিয়া শর্য্যাতির আহ্বান নিবেদন করিলে মহাতপা দ্বিজবর চ্যবন, সদাচার-নিরতা ধর্ম্মপত্নী সেই সুকন্যাকে সঙ্গে লইয়া রাজভবনে গমন করিলেন। অশ্বিনী-কুমারের বরে ঋষির সে জরাগ্রস্ত আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি পাইয়াছেন; পত্নী-সমভিব্যাহারে তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইলে মহাযশস্বী রাজা শর্য্যাতি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি দুহিতার পার্শ্বে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সুন্দরমূর্ত্তি পুরুষ দেখিয়া কিছু রুষ্ট হইলেন। দুহিতা আসিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলে 'পরপুরুষসঙ্গতা হইয়াছে' মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন না, পরন্তু নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—তোমার এ কি কার্য্য? তুমি সর্ব্বলোকবন্দিত সেই তপস্বিপ্রবর স্বামীকে প্রতারণা করিয়াছ, তুমি সেই জরাগ্রস্ত স্বামীকে অপছন্দ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ পথিক উপপতিকে ভজনা করিতেছ, সদ্বংশসম্ভূতা হইয়া তোমার এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল কেন? তুমি আমার বংশে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিলে; লজ্জা ত্যাগ করিয়া এইরূপে জার-সঙ্গতা হইয়া পিতৃকুল ও পতিকুল অধোগামী করিতে বসিয়াছ। ১—১০। পিতা এই বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকিলে সেই নির্ম্মলহাসিনী সুকন্যা ঈষৎ হাস্য করিয়া পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! ইনিই সেই আপনার জামাতা ভৃগুনন্দন। এই বলিয়া যেরূপে স্বামীর রূপযৌবনপ্রাপ্তি ঘটিল, পিতার নিকটে তৎসমুদয় বিস্তৃত করিয়া বলিলেন। মহারাজ শর্য্যাতি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিলেন। তপোবলশালী চ্যবন যজ্ঞোৎসাহী শর্য্যাতিরাজাকে সোমযজ্ঞ

গ্রহস্তু গ্রাহয়ামাস তপোবলসমন্বিতঃ।
বজ্রং গ্রহীত্বা শক্রস্তু হন্তুং ব্রাহ্মণসত্তমম্॥ ১৪
অপঙ্‌ক্তিপাবনৌ দেবৌ কুর্ব্বাণং
পঙ্‌ক্তিকগোচরৌ।
শক্রং বজ্রধরং দৃষ্ট্বা মুনিঃ স্বহননোদ্যতম্॥১৫
হুঙ্কারমকরোৎ ধীমান্ স্তম্ভয়ামাস তদ্ভুজম্।
ইন্দ্রস্তব্ধভুজস্তত্র দৃষ্টঃ সর্ব্বৈশ্চ মানবৈঃ॥ ১৬
কোপেন শ্বসমানোঽহির্যথা মন্ত্রনিযন্ত্রিতঃ।
তুষ্টাব স মুনিং শক্রস্তব্ধবাহুস্তপোনিধিম্॥ ১৭
অশ্বিভ্যাং ভাগমাদানং কুর্ব্বন্তং নির্ভয়ান্তরম্।
কথয়ামাস ভোঃ স্বামিন্ দীয়তামশ্বিনোর্বলিঃ॥১
ময়া ন বার্য্যতে তাত ক্ষমস্বাঘং ময়া কৃতম্।
ইত্যুক্তঃ স মুনিঃ কোপং জহৌ তূর্ণং
কৃপানিধিঃ॥ ১৯
ইন্দ্রো মুক্তভুজস্ত্বাসীত্তদানীং পুরুষর্ষভ।
এতদ্বীক্ষ্য জনাঃ সর্ব্বে কৌতুকাবিষ্টমানসাঃ।
শশংসুর্ব্রাহ্মণানাং তু বলং দেবাদিদুর্লভম্।
ততো রাজা বহুধনং ব্রাহ্মণেভ্যোঽদদন্মহান্॥
চক্রে চাবভৃথস্নানং যাগান্তে শক্রতাপনঃ।
ত্বয়া পৃষ্টং যদাচক্ষ চ্যবনস্য মহোদয়ম্॥ ২২
স ময়া কথিতঃ সর্ব্বস্তপোযোগসমন্বিতঃ।
নমস্কৃত্বা তপোমূর্ত্তিমেনং প্রাপ্য জয়াশিষঃ॥
প্রেষয় ত্বং সপত্নীকং রামযজ্ঞে মনোরমে॥ ২৩
শেষ উবাচ।
এবং তু কুর্ব্বতো বার্ত্তাং হয়ঃ প্রাপাশ্রমং প্রতি
বিদধদ্বায়ুবেগেন পৃথ্বীং খুরবিলক্ষিতাম্॥২৪

করিতে আদেশ করিলে। যজ্ঞসম্পন্ন হইলে মুনিবর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্য যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এতাবৎ-কাল দেবসমাজে (বোধ হয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বলিয়া) ঘৃণিত ছিলেন; তাঁহারা দেবতাদিগের সহিত একপঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করিতে পাইতেন না বলিয়া যজ্ঞভাগ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। চ্যবনমুনি তেজোবলে বলপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবতাদিগের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র ক্রোধে সেই ব্রাহ্মণসত্তমকে হত্যা করিবার জন্য বজ্রগ্রহণ করিলেন। ইন্দ্র বজ্রগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া ধীমান্ মুনি এক হুঙ্কার করিয়া ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। তৎকালে মানবগণ দেখিল, বাহুস্তম্ভিত হওয়ায় ইন্দ্র মন্ত্রবলে নিরুদ্ধবীর্য্য বিষধর ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছেন। এদিকে তপোনিধি নির্ভীকচিত্তে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঋষির প্রভাবে স্তব্ধবাহু ইন্দ্র উপায়ান্তর না দেখিয়া ঋষির মহিমা কীর্ত্তন করত তাঁহাকে বলিলেন,—"প্রভো! আপনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদান করুন। তাত! আমি আপনাকে আর নিষেধ করিতেছি না, আমি না বুঝিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন।" কৃপানিধি মুনি ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্বর ক্রোধ ত্যাগ করিলেন। ১১—১৯। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তখন ইন্দ্র মুক্তবাহু হইলেন। তত্রত্য জনগণ এই ঘটনা অবলোকনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া দেবাদিদুর্লভ ব্রাহ্মণবলের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর শক্রতাপন মহাত্মা শর্য্যাতি রাজা ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর ধন দান করিলেন, আর যাগান্তে অবভৃথস্নান সমাধা করিলেন। আপনি আমার নিকটে চ্যবন মুনির যে মহান্ অভ্যুদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অভ্যুদয়বৃত্তান্ত ও অদ্ভুত তপোবল সমস্তই আপনার নিকটে বলিলাম। এক্ষণে এই মূর্ত্তিমান্ তপোরূপী মুনিকে প্রণাম করিয়া ইঁহার নিকট জয়াশীর্ব্বাদ লাভ করুন এবং মনোহর রামযজ্ঞে এই সপত্নীক মুনিবরকে প্রেরণ করুন। অনন্তদেব কহিলেন,—তাঁহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমত সময়ে সেই বেগবান্ যজ্ঞাশ্ব পৃথিবী খুরক্ষত করত বায়ুবেগে চ্যবনমুনির আশ্রমে উপস্থিত

দূর্ব্বাঙ্কুরান্ মুখাগ্রেণ চরংস্তত্র মহাশ্রমে ।
মুনয়ো যাবদাদায় দর্ভান্ স্নাতুং গতা নদীম্ ॥
শত্রুঘ্নঃ শত্রুসেনায়াস্তাপনঃ শূরসম্মতঃ ।
তাবৎ প্রাপ মুনের্বাসং চ্যবনস্যাধিশোভিতম্ ॥
গত্বা তদাশ্রমং বীরো দদর্শ চ্যবনং মুনিম্ ।
সুকন্যায়াঃ সমীপস্থং তপোমূর্ত্তিমিব স্থিতম্ ॥২
ববন্দে চরণৌ তস্য স্বাভিধাং সমুদাহরন্ ।
শত্রুঘ্নোঽহং রঘুপতের্ভ্রাতা বাহস্য পালকঃ ॥২৮
নমস্করোমি যুষ্মভ্যং মহাপাপোপশান্তয়ে ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য জগাদ মুনিসত্তমঃ ॥ ২৯
শত্রুঘ্ন তব কল্যাণং ভূয়াৎ নরবরর্ষভ ।
যজ্ঞং পালয়মানস্য কীর্ত্তিস্তে বিপুলা ভবেৎ ॥
চিত্রং পশ্যত ভো বিপ্রা রামোঽপি মখকারকঃ
যন্নামস্মরণাদীনি কুর্ব্বন্তি পাপনাশনম্ ॥ ৩১
মহাপাতকসংযুক্তাঃ পরদাররতা নরাঃ ।

হইয়া সেই মহাশ্রমে বিচরণ করত দূর্ব্বাঙ্কুর ভক্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই আশ্রমবাসী অপরাপর মুনিগণ দর্ভহস্তে নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে বীরসম্মানিত শত্রুতাপন শত্রুঘ্ন সুশোভাময় সেই চ্যবনাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বীর শত্রুঘ্ন আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, মুনিবর চ্যবন সুকন্যার সমীপে অবস্থান করত মূর্ত্তিমান্ তপোরাশির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। শত্রুঘ্ন মুনির চরণে প্রণাম করত নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—আমি রঘুনাথ রামচন্দ্রের ভ্রাতা, আমার নাম শত্রুঘ্ন, আমি যজ্ঞাশ্ব রক্ষা করিতে আসিয়াছি; মহাপাপক্ষালনের নিমিত্ত আপনাকে প্রণাম করিতেছি। মুনিসত্তম চ্যবন শত্রুঘ্নের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—বৎস নরবর শত্রুঘ্ন! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি রামের যজ্ঞ রক্ষা করিয়া অতুল কীর্ত্তি সঞ্চয় কর। ২০—৩০। ওহে বিপ্রগণ! তোমরা এক অদ্ভুত ঘটনা দেখ, যাহার নাম স্মরণ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়; সেই রামচন্দ্র যজ্ঞ করিতেছেন;

যন্নামস্মরণে যুক্তা মুদা যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২
পাদপদ্মসমুত্থেন রেণুনা গ্রাবমূর্ত্তিভৃৎ ।
তৎক্ষণাদ্ গৌতমার্দ্ধাঙ্গী জাতা
মোহনরূপধৃৎ ॥ ৩৩
যামকীয়স্য রূপস্য ধ্যানেন প্রেমনির্ভরা ।
সর্ব্বপাতকরাশিং সা দগ্ধা প্রাপ্তা স্বরূপতাম্ ॥
দৈত্যা যস্য মনোহারি রূপং প্রধনমণ্ডলে ।
পশ্যন্তঃ প্রাপুরেতস্য রূপং বিকৃতিবর্জ্জিতম্ ॥৩৫
যোগিনো ধ্যাননিষ্ঠাস্তু যং ধ্যাত্বা
যোগমস্থিতাঃ ।
সংসারভয়নির্ম্মুক্তাঃ প্রযতাঃ পরমং পদম্ ॥৩৬
ধন্যোঽহমদ্য রামস্য মুখং দ্রক্ষ্যামি শোভনম্ ।
পয়োজদলনেত্রান্তং সুনাসং সুভ্রু সন্নতম্ ॥৩৭
সা জিহ্বা রঘুনাথস্য নামকীর্ত্তনমাদরাৎ ।
করোতি বিপরীতা যা ফণিনো রসনাসমা ॥৩৮
অদ্য প্রাপ্তং তপঃপুণ্যমদ্য পূর্ণা মনোরথাঃ ।

পরদারনিরত মহাপাতকী নরগণ যাঁহার নাম স্মরণ করিলে পরমানন্দে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়, পাষাণমূর্ত্তিধারিণী গৌতমপত্নী যাঁহার পাদপদ্মের রেণুস্পর্শে তৎক্ষণাৎ অদ্ভুত মনোমোহন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই গৌতমভার্য্যা ভক্তিভরে আমার রামচন্দ্রের রূপ ধ্যান করিয়া নিখিল পাতকরাশি দগ্ধ করত নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈত্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহার মনোহর রূপ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার নির্ব্বিকার রূপ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মরূপ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইয়াছে, যোগমগ্ন যোগিগণ ধ্যানকালে যাঁহার ধ্যান করিয়া সংসারভীতি হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রাম অদ্য যজ্ঞ করিতেছেন। আমি অদ্য ধন্য, যে হেতু অদ্য আমি পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রের উত্তম নাসা ও সুন্দর ভ্রূযুক্ত মনোহর মুখ দেখিতে পাইব। যে জিহ্বা আদরে রঘুনাথের নামকীর্ত্তন করে, তাহাই প্রকৃত জিহ্বা; যে জিহ্বা তাহা না করে, তাহা সর্পজিহ্বার তুল্য। অদ্য আমি তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলাম।

যদদ্রক্ষ্যে রামচন্দ্রস্য মুখং ব্রহ্মাদিদুর্লভম্‌। ৩৯
তৎপাদরেণুনা স্বাঙ্গং পবিত্রং বিদধাম্যহম্‌।
বিচিত্রতরবার্ত্তাভিঃ পাবয়ে রসনাং স্বকাম্‌ ॥৪০
ইত্যাদিরামচরণস্মরণপ্রবৃদ্ধ-
প্রেমব্রজপ্রস্থতগদ্‌গদবাগুদশ্রুঃ।
শ্রীরামচন্দ্র রঘুপুঙ্গব ধর্ম্মমূর্ত্তে
ভক্তানুকম্পক সমুদ্ধর সংসৃতের্মাম্‌ ॥ ৪১
জয়নন্দকলাপূর্ণো মুনীনাং পুরতস্তদা।
নাজ্ঞাসীত্তত্র পারক্যং নিজধ্যানেন সংস্থিতঃ ॥
শত্রুঘ্নস্তং মুনিং প্রাহ স্বামিন্‌ নো মখসত্তমঃ।
ক্রিয়তাং ভবতা পাদরজসা সুপবিত্রিতঃ ॥ ৪৩
মহদ্ভাগ্যং রঘুপতের্যদ্‌ যুষ্মান্‌ মানসান্তরে।
তিষ্ঠত্যসৌ মহাবাহুঃ সর্ব্বলৌকিকপূজিতঃ ॥৪৪
ইত্যুক্তঃ সপরীবারঃ সর্ব্বাগ্নিপরিসংবৃতঃ।
জগাম চ্যবনস্তত্র প্রমোদপ্লবসম্প্লুতঃ ॥৩৫
হনূমাংস্তং পদা যান্তং রামভক্তমবেক্ষ্য চ।
শত্রুঘ্নং নিজগাদাসৌ বচো বিনয়সংযুতঃ ॥৪৬
স্বামিন্‌ কথয়সি ত্বং চেন্মহাপুরুষসুন্দরম্‌।
রামভক্তং মুনিবরং নয়ামি স্বপুরীমহম্‌ ॥৪৭
ইতি শ্রুত্বা মহদ্বাক্যং কপিবীরস্য শত্রুহা।
আদিদেশ হনূমন্তং গচ্ছ প্রাপয় তং মুনিম্‌ ॥৪৮
হনূমাংস্তং মুনিং স্বীয়ে পৃষ্ঠ আরোপ্য বেগবান্‌
সকুটুম্বং নিনায়াশু বায়ুঃ খ ইব সর্ব্বগঃ ॥৪৯
আগতং তং মুনিং দৃষ্ট্বা রামো মতিমতাং বরঃ
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং চক্রে প্রীতঃ প্রণয়বিহ্বলঃ ॥৫০
ধন্যোঽস্মি মুনিবর্য্যস্য দর্শনেন তবাধুনা।
পবিত্রিতো মখো মহ্যং সর্ব্বসম্ভারসংবৃতঃ ॥৫১
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য চ্যবনো মুনিসত্তমঃ।

অদ্য আমার মনোরথ পূর্ণ হইল; যে হেতু ব্রহ্মাদিদুর্লভ রামমুখ দেখিতে পাইব। অদ্য আমি তাঁহার পদরেণু দ্বারা সর্ব্বশরীর পবিত্র করিব এবং অদ্ভুততর রামকথায় নিজ রসনা পবিত্র করিব। মহাত্মা চ্যবন রামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্মরণে প্রেমরাশি উচ্ছলিত হওয়ায় গদ্‌গদস্বরে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে "হে রঘুনাথ রামচন্দ্র! হে ধর্ম্মমূর্ত্তি! হে ভক্তকৃপাময়! আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করুন" ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। তৎকালে মুনিবর চ্যবন আনন্দাশ্রুপ্লাবিত হইয়া মুনিদিগের সমক্ষে এইরূপ বলিতে বলিতে তন্ময় হওয়ায় একপ্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ৩১—৪২। তখন শত্রুঘ্ন তাঁহাকে বলিলেন,—প্রভো! আপনি পদধূলি দিয়া আমাদের মহাযজ্ঞ সুপবিত্র করুন। মহাবাহু রঘুনাথের মহা সৌভাগ্য যে তিনি আপনাদের চিত্তমধ্যেও অবস্থান করিতেছেন। যথার্থই তিনি নিখিল লোকের একমাত্র পূজনীয়। শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া মহামুনি চ্যবন সকল অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আনন্দপ্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে সপরিবারে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। হনূমান্‌ সেই রামভক্ত মুনিকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া বিনীতভাবে শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—প্রভো! আপনি যদি অনুমতি করেন, ত আমি এই মহাপুরুষ সুন্দর রামভক্ত মুনিবরকে পৃষ্ঠে করিয়া অযোধ্যায় লইয়া যাই। শত্রুঘ্ন কপিবর হনূমানের এই মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন, যাও তুমি মুনিকে লইয়া গমন কর। হনূমান্‌, পরিবারসহ সেই মুনিবরকে পৃষ্ঠে লইয়া সর্ব্বগামী বায়ুর ন্যায় অতিবেগে আকাশপথ দিয়া অবিলম্বে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। মতিমান্‌দিগের অগ্রগণ্য রাম সেই চ্যবনমুনিকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিগদ্‌গদ হইয়া প্রফুল্লচিত্তে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন, এবং বলিলেন,—মুনিবর! আপনার দর্শনে আজ আমি ধন্য হইলাম, আপনার আগমনে সকল প্রকার আয়োজনসম্পন্ন মদীয় যজ্ঞ আজ পবিত্র হইল। এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিসত্তম চ্যবনের সর্ব্বাঙ্গ

উবাচ প্রেমনির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতিঃ ॥৫২
স্বামিন্ ব্রহ্মণ্যদেবস্ত তব বাড়বপূজনম্।
যুক্তমেব মহারাজ ধর্ম্মমার্গপ্ররক্ষিতুঃ ॥৫৩
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

প্রেমভরে পুলকিত হইল; তিনি অতিশয় সুখী হইয়া কহিলেন,—মহারাজ! আপনি ধর্ম্মপথের রক্ষক; হে স্বামিন্! ব্রহ্মণ্যদেব হইয়া আপনার ব্রাহ্মণপূজা উপযুক্তই বটে। ৪৩—৫৩।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

শত্রুঘ্নশ্চ্যবনস্যাথ দৃষ্ট্বাচিন্ত্যং তপোবলম্।
প্রশশংস তপো ব্রাহ্মং সর্ব্বলোকৈকবন্দিতম্ ॥
অহো পশ্যত যোগস্য সিদ্ধির্ব্রাহ্মণসত্তমে।
যঃ ক্ষণাদেব দুষ্প্রাপং সুবিমানমচীকরৎ ॥২
ক ভোগসিদ্ধির্মহতী মুনীনামমলাত্মনাম্।
ক তপোবলহীনানাং ভোগেচ্ছা মনুজাত্মনাম্
ইতি স্বগতমাশংসন্ শত্রুঘ্নশ্চ্যবনাশ্রমে।
ক্ষণং স্থিত্বা জলং পীত্বা সুখসম্ভোগমাপ্তবান্

নবম অধ্যায়।

অনন্তদেব কহিলেন,—অনন্তর শত্রুঘ্ন চ্যবন মুনির অচিন্তনীয় তপোবন দর্শন করিয়া সর্ব্বলোকের একমাত্র বন্দিত ব্রাহ্ম তপস্যার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন;—দেখ, দ্বিজবরের কি অদ্ভুত যোগসিদ্ধি, ক্ষণকাল মধ্যেই যিনি দুর্লভ বিমান আবিষ্কার করিলেন। নির্ম্মলাত্মা মুনি দিগের এরূপ মহতী ভোগসিদ্ধি কোথায়? আর তপোবল-হীন মনুষ্যদিগের ভোগেচ্ছাই বা কোথায়?। মনে মনে এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে শত্রুঘ্ন সেই চ্যবনাশ্রমে ক্ষণকাল অবস্থিতি

হয়স্তস্যাঃ পয়োষ্ণাখ্য নদ্যাঃ পুণ্যজলাত্মনঃ।
পয়ঃ পীত্বা যযৌ মার্গে বায়ুবেগং পদং দধৎ ॥
যোধাস্তন্নির্গমং দৃষ্ট্বা পৃষ্ঠতোঽনুযযুস্তদা।
হস্তিভিঃ পত্তিভিঃ কেচিৎ রথৈঃ কেচনবাজিভিঃ
শত্রুঘ্নোঽমাত্যবর্গেণ সুমত্যাদ্যেন সংযুতঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুজগামাশু রথেন হয়শোভিনা ॥ ৭
গচ্ছন্ বাজী পুরং প্রাপ্তো বিমলাখ্যস্য ভূপতেঃ
রত্নাতটাখ্যং জনতা হৃষ্টপুষ্টসমাকুলম্ ॥ ৮
স সেবকাদুপশ্রুত্য রঘুনাথহয়োত্তমম্।
পুরান্তিকে হি সম্প্রাপ্তং সর্ব্বযোধসমন্বিতম্ ॥৯
তদা গজানাং সপ্তত্যা চন্দ্রবর্ণসমানয়া।
অশ্বানামযুতৈঃ সার্দ্ধং রথানাং কাঞ্চনত্বিষাম্ ॥
সহস্রেণ চ সংযুক্তং শত্রুঘ্নং প্রতি জগ্মিবান্।
শত্রুঘ্নং স নমস্কৃত্য সর্ব্বং প্রাদান্মহানৃপঃ ॥ ১১
বসুকোশং ধনং সর্ব্বং রাজ্যং তস্মৈ নিবেদ্য চ

করিয়া তত্রত্য পয়োষ্ণীনদীর জলপান করতঃ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার যজ্ঞাশ্ব সেই পুণ্যজলা পয়োষ্ণীনদীর জল পান করিয়া বায়ুবেগে পদক্ষেপ করিতে করিতে যাইতে লাগিল। অশ্ব চলিয়াছে দেখিয়া যোধগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ রথে, কেহ বা পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। শত্রুঘ্ন উত্তম অশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সুমতি প্রভৃতি অমাত্যবর্গ-সমভিব্যাহারে ক্ষিপ্রগমনে অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। এইরূপে অশ্ব যাইতে যাইতে বিমল নামক কোন রাজার হৃষ্টপুষ্ট-জনসঙ্কুল রত্নাতট নামক নগরে গিয়া উপস্থিত হইল। ১—৮। মহারাজ বিমল ভৃত্যমুখে রামচন্দ্রের যজ্ঞিয় অশ্বরত্ন বহু যোদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া নগরীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রতুল্যবর্ণ সপ্ততিসংখ্যক হস্তী, অযুত অশ্ব এবং স্বর্ণোজ্জ্বল সহস্র রথ লইয়া শত্রুঘ্নের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং শত্রুঘ্নকে প্রণাম করিয়া তৎসমুদয় উপঢৌকন করিলেন। তৎপরে

কিং করোমীতি রাজানং জগাদ পুরতঃ স্থিতঃ
রাজাপি তং স্বীয়পদে প্রণম্রং
দোর্ভ্যাং দৃঢ়ং তং পরিষস্বজে মহান্।
জগাম সাকং তনয়ৈঃ স্বরাজ্যং
নিক্ষিপ্য সর্ব্বং বহুধন্বিভির্বৃতঃ ॥ ১৩
রামচন্দ্রকথাং শ্রুত্বা সর্ব্বশ্রুতিমনোহরাম্।
সর্ব্বে প্রণম্য তং বাহং দদুর্বসু মহাধনম্ ॥ ১৪
এবং স গচ্ছংস্তন্মার্গে পর্ব্বতাগ্র্যং দদর্শ হ।
স্ফটিকৈঃ কানকৈ রৌপ্যৈ রাজিতপ্রস্থরাজিভিঃ
জলনির্ঝরসংহ্রাদ-ন নাধাতুকভূতলম্।
গৈরিকাদিকসদ্ধাতু-রাশিরঙ্গবিরাজিতম্ ॥ ১৬
বীণারণদ্ধংসশুক-ক .সুন্দরশোভিতম্।
যত্র সিদ্ধাঙ্গনাঃ সিদ্ধৈঃ ক্রীড়ন্ত্যপ্যকুতোভয়াঃ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগা যত্র ক্রীড়ন্তি লীলয়া।
গঙ্গাতরঙ্গসংস্পর্শ-শীতবায়ুনিষেবিতম্ ॥ ১৮
পর্ব্বতং বীক্ষ্য শত্রুঘ্ন উবাচ সুমতিং ত্বিদম্ ।
তদ্দর্শনসমুদ্ভূত-বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ ॥ ১৯
কোঽয়ং গিরির্মহামন্ত্রিন্ বিস্মাপয়তি মে মনঃ।
মহারজতপ্রস্থাঢ্যো মার্গে রাজতি মেহন্দ্ভুতঃ ॥
অত্র কিং দেবতাবাসো দেবানাং ক্রীড়নস্থলম্
যদেতন্মনসঃ ক্ষোভং করোতি শ্রীসমুচ্চয়ৈঃ ॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য জগাদ সুমতিস্তদা।
বক্ষ্যমাণগুণাগার-রামচন্দ্রপদাব্জধীঃ ॥২২
নীলো হয়ং পর্ব্বতো রাজন্ পুরতো ভাতি
ভূমিপ।
মহাশৃঙ্গৈর্মনোহারৈঃ স্ফটিকাদ্যৈঃ সমন্ততঃ ॥২৩

নিজ রাজ্য ধন বসু কোশ সমস্তই রাজা শত্রুঘ্নকে নিবেদন করিয়া তাঁহার পুরোভাগে (নতভাবে) দণ্ডায়মান হইয়া "আজ্ঞা করুন, কি করিব" এই বলিয়া তাঁহার পদে প্রণত হইয়া পড়িলেন। মহাত্মা রাজা শত্রুঘ্নও সেই পদানত ভূপতিকে উত্থাপিত করত বাহুযুগল দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে রাজা বিমল, পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বহু ধনুর্দ্ধরে পরিবৃত হইয়া শত্রুঘ্নের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। রামকথা সকলের কর্ণেই মনোহর। রামকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে প্রণাম করিয়া শত্রুঘ্নকে বহু ধনরত্ন প্রদান করিতে লাগিল। ৯—১৪। এইরূপে যাইতে যাইতে শত্রুঘ্ন পথিমধ্যে এক মনোহর পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। সেই পর্ব্বতের সানুদেশ সকল কতক স্ফটিকময়, কতক সুবর্ণময়, কতক বা রৌপ্যময়; তাহাতে ঐ পর্ব্বতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী বিবিধ-ধাতুময় ভূমিভাগ। উচ্চ হইতে পতিত নির্ঝর-সলিলে বিচিত্র শোভা ধারণ করিতেছে; গৈরিক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতুরাশির রঙ্গে ঐ পর্ব্বত সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতে হংস ও শুকপক্ষিগণ বীণা ধ্বনির ন্যায় সুমধুর কুজন করিতেছে। ঐ পর্ব্বতে সিদ্ধকামিনীগণ সিদ্ধগণের সহিত অকুতোভয়ে ক্রীড়া করিয়া থাকে। গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও নাগগণ ঐ পর্ব্বতে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করে। ঐ পর্ব্বতে গঙ্গাতরঙ্গস্পর্শে সুশীতল বায়ু সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইয়া থাকে। শত্রুঘ্ন ঐ পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া সুমতিকে কহিলেন,—মহামন্ত্রিন্! পথিমধ্যে ঐ যে অপূর্ব্ব পর্ব্বত শোভা পাইতেছে; যাহার অধিকাংশ সানুই সুবর্ণময়, ঐ পর্ব্বতটির নাম কি? ঐ পর্ব্বত দেখিয়া আমার মনে সাতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইতেছে; এই পর্ব্বতে কি কোন দেবতা বাস করেন? না ইহা দেবগণের ক্রীড়াভূমি? ইহার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে আমার মন বিচলিত হইতেছে।১৫—২১। মন্ত্রিবর সুমতি শত্রুঘ্নের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্রের মহিমা কীর্ত্তিত হইবে মনে করিয়া অশেষগুণাধার রামচন্দ্রের পাদপদ্মে মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—রাজন্! অগ্রে ঐ যে পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে স্ফটিকাদিধাতুময় মনোহর মহাশিখরে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে, উহার নাম

এবং পশ্যন্তি নো পাপাঃ পরদাররতা নরাঃ ।
বিষ্ণোর্গুণগণান্ যে বৈ ন মন্যন্তে নরাধমাঃ ॥২৪
শ্রুতিস্মৃতিসমুত্থং যে ধর্ম্মং সদ্ভিঃ সুসাধিতম্ ।
ন মন্যন্তে স্ব বুদ্ধিস্থ-হেতুবাদবিচারিণঃ ॥ ২৫
নীলীবিক্রয়কর্ত্তারো লাক্ষ্যবিক্রয়কারকাঃ ।
যো ব্রাহ্মণো ঘৃতাদীনি বিক্রীণাতি সুরাপকঃ ॥
কন্যাং রূপেণ সম্পন্নাং ন দদ্যাৎ কুলশালিনে ।
বিক্রীণাতি দ্রব্যলোভাৎ পিতা পাপবিমোহিত
সতীং দূষয়তে যশ্চ কুলশীলবতীং নরঃ ।
স্বয়মেবাত্তি মধুরং বন্ধুভ্যো ন দদাতি যঃ ॥ ২৮
মায়াবী ব্রাহ্মণার্থে চ পাকভেদং করোতি যঃ ।
কৃশরং পায়সং বাপি নিজার্থে পাচয়েৎ কুধীঃ ॥
অতিথীনবমন্যন্তে সূর্য্যোঢ়ান্ ক্ষুৎবর্দ্ধিতান্ ।
অন্তরিক্ষভূজো যে চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥৩০
ন পশ্যন্তি মহারাজ রঘুনাথপরাঙ্মুখাঃ ।

নীল পর্ব্বত। যে সকল মনুষ্য পরদাররত, পাপী এবং যাহারা বিষ্ণুর গুণমহিমা মানে না, সেই নরাধমেরা ঐ পর্ব্বত দেখিতে পায় না। যাহারা সাধুজন-সম্পাদিত শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত ধর্ম্ম মানে না, নিজ বুদ্ধির যুক্তি দেখাইয়া তর্ক বিচার করে, যাহারা নীলী ও লাক্ষা বিক্রয় করে; যে ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য পান ও ঘৃতাদি বিক্রয় করে, যে রূপবতী কন্যাকে সৎকুলজাত পাত্রে সমর্পণ না করে, পরন্তু পাপমোহিত হইয়া অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় করে; যে কুলশীলবতী সতী রমণীর চরিত্র দূষিত করে; যে উপাদেয় খাদ্য বন্ধুবর্গকে না দিয়া নিজেই ভোজন করে,যে কুবুদ্ধি লোক কপটতা করিয়া নিজের জন্য উত্তম পায়স পিষ্টকাদি পাক করিয়া, ব্রাহ্মণকে অন্য অপকৃষ্ট খাদ্য পাক করিয়া দেয়; যাহারা,সূর্য্য-তাপতাপিত ও অতিক্ষুধার্ত্ত হইয়া আগত অতিথিকে বিমুখ করে; যাহারা অন্তরীক্ষে ভোজন করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে, আর যাহারা রঘুনাথ রামচন্দ্রকে ভক্তি করে না, তাহারা ঐ পবিত্র পর্ব্বতকে দেখিতে পায়

অসৌ পুণ্যো গিরিবরঃ পুরুষোত্তমশোভিতঃ ॥
পবিত্রয়তি সর্ব্বান্ নো দর্শনেন মনোহরঃ ।
অত্র তিষ্ঠতি দেবানাং মুকুটৈরর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিকঃ ॥
পুণ্যবদ্ভিঃ সুদর্শার্হঃ পুণ্যদঃ পুরুষোত্তমঃ ।
শ্রুতয়ো নেতিনেতীতি-ব্রুবাণা ন বিদন্তি যম্ ॥
যৎপাদরজ ইন্দ্রাদিদেবৈর্মৃগ্যং সুদুর্লভম্ ।
বেদান্তাদিভিরন্যৈর্বাক্যৈর্বিন্দন্তি যং বুধাঃ ॥
সোঽত্র শ্রীমান্ মহাশৈলে বসতে পুরুষোত্তমঃ
আরুহ্য তং নমস্কৃত্য সম্পূজ্য সুকৃতাশিনা ॥৩৫
নৈবেদ্যং ভক্ষয়িত্বা বৈ ভূপ ভূয়াৎ চতুর্ভুজঃ ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৩৬
তং শৃণুষ্ব মহারাজ সর্ব্বাশ্চর্য্যসমন্বিতম্ ।
রত্নগ্রীবস্য নৃপতের্যদ্বৃত্তং সকুটুম্বিনঃ ।
চতুর্ভুজাদিকং প্রাপ্তং দেবদানবদুর্লভম্ ॥ ৩৭

না। মহারাজ! ঐ পবিত্র উত্তম পর্ব্বতে পুরুষোত্তম অবস্থিতি করিতেছেন। ২২—৩১ ঐ মনোহর পর্ব্বত দর্শন করিয়া অদ্য আমরা সকলে পবিত্র হইব। এই পবিত্র পর্ব্বতে পুণ্যপ্রদ ভগবান্ পুরুষোত্তম অবস্থিতি করিতেছেন। দেবগণ শিরোমুকুট স্পর্শ করাইয়া যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করেন,একমাত্র পুণ্যাত্মগণ যাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন, শ্রুতিগণ "তন্ন তন্ন"করিয়া যাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করেন, যাঁহার অতি দুর্লভ পদধূলি ইন্দ্রাদি দেবগণও অন্বেষণ করিয়া থাকেন, বুধগণ বেদান্তাদি বহুশাস্ত্র বাক্যের সাহায্যে যাঁহার তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন, সেই শ্রীমান্ পুরুষোত্তম এই মহাপর্ব্বতে বাস করিতেছেন। রাজন্! আপনি পুণ্যবলে ঐ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক ভগবান্‌কে প্রণাম ও পূজা করিয়া নৈবেদ্য ভক্ষণ করত চতুর্ভুজ হউন। এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস কথিত হইয়া থাকে। ৩২—৩৬। মহারাজ! বিবিধ অদ্ভুতঘটনাপূর্ণ সেই ইতিহাস আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অত্রত্য রাজা রত্নগ্রীব সপরিবারে যেরূপ দেবগণদুর্লভ চতুর্ভুজাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও

আসীৎ কাঞ্চী মহারাজ পুরী লোকে সুবিশ্রুত,
মহাজনপরীবার-সমৃদ্ধবলবাহনা॥ ৩৮
যস্যাং বসন্তি বিপ্রাগ্র্যাঃ ষট্‌কর্ম্মনিরতা ভৃশম্‌
সর্ব্বভূতহিতে যুক্তা রামভক্তিষু লালসাঃ॥ ৩৯
ক্ষত্রিয়া রণকর্ত্তারঃ সংগ্রামেঽপ্যপলায়িনঃ।
পরদারপরদ্রব্য-পরদ্রোহপরাঙ্মুখাঃ॥ ৪০
বৈশ্যাঃ কুসীদকৃষ্যাদি-বাণিজ্যশুভবৃত্তয়ঃ॥ ৪১
কুর্ব্বন্তি রঘুনাথস্য পাদাম্ভোজে রতিং সদা।
শূদ্রা ব্রাহ্মণসেবাভির্গতরাত্রিদিনা নরাঃ॥ ৪২
কুর্ব্বন্তি কথনং রাম-রামেতি রসনাগ্রতঃ।
প্রাকৃতাঃ কোঽপিনে পাপংকুর্ব্বন্তি মনসাত্র বৈ
দানং দয়া দমঃ সত্যং তত্র তিষ্ঠতি নিত্যশঃ।
বদতে ন পরাবাধং বাক্যং কোঽপি নরোঽনঘ
ন পারক্যে৽ধনে লোভং কুর্ব্বন্তি ন হি পাতক
এবং প্রজা মহারাজ রত্নগ্রীবেণ পাল্যতে॥৪৫
ষষ্ঠাংশং তত্র গৃহ্লাতি নান্যং লোভবিবর্জ্জিতঃ।
এবং পালয়মানস্য প্রজাং ধর্ম্মেণ ভূপতেঃ॥৪৬
গতানি বহুবর্ষাণি সর্ব্বভোগবিলাসিনঃ।
বিশালাক্ষীং মহারাজ একদা হ্যাচিবানিদম্‌॥
পতিব্রতাং ধর্ম্মপত্নীং পতিব্রতপরায়ণাম্‌।
পুত্রা জাতা বিশালাক্ষি প্রজারক্ষাধুরন্ধরাঃ॥৪৮
পরিবারো মহান্‌ মহ্যং বর্ত্ততে বিগতজ্বরঃ।
হস্তিনো মম শৈলাভা বাজিনঃ পবনোপমাঃ॥৪৯
রথাশ্চ স্বৈশ্বর্যযুক্তা বর্ত্তন্তে মম নিত্যশঃ।
মহাবিষ্ণুপ্রসাদেন কিঞ্চিন্ন্যূনং মমাস্তি ন॥৫০
পরং মনোরথস্ত্বেকস্তিষ্ঠতে মানসে মম।
পরং তীর্থং ময়া নাদ্য কৃতং পরমশোভনম্‌॥৫১
গর্ভবাসবিরামায় ক্ষমং গোবিন্দশোভিতম্‌।

আপনার নিকটে বলিতেছি। মহারাজ! ত্রিলোকবিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী জ্ঞানবান্‌ লোক-সমূহে এবং প্রচুর সৈন্য-সামন্তে ও অশ্ব-গজাদিতে পরিপূর্ণ কাঞ্চী নামে এক নগরী ছিল। তথায় সর্ব্বদা ষট্‌কর্ম্মরত ভাল ভাল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তত্রত্য ক্ষত্রিয়গণ নিখিল প্রাণীর হিতসাধনে নিরত রামভক্ত এবং সর্ব্বদা যুদ্ধোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা কখনই সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তথাকার বৈশ্যগণ পরদার-সংসর্গে, পরদ্রব্যে, ও পরের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল কৃষি-বাণিজ্য, অর্থ ধার দিয়া কুসীদ গ্রহণ প্রভৃতি স্বজাতীয় শুভ কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং সর্ব্বদা রামচন্দ্রের পাদ পদ্মে ভক্তিমান্‌ হইয়া কালযাপন করিত। শূদ্রগণ দিবারাত্রি ব্রাহ্মণের সেবায় নিযুক্ত থাকিত; আর জিহ্বাগ্রে সর্ব্বদা রামনাম উচ্চারণ করিত। নিকৃষ্টজাতীয় কোন লোকই মনে মনেও পাপচিন্তা করিত না। হে অনঘ! সেই নগরীতে দয়া, সত্য, শান্তি, ও দান প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকলেরই সর্ব্বদা দৃষ্ট হইত। পরের মনঃক্লেশকর কথা কেহই মুখে আনিত না। কেহই পরধনে লোভ বা অন্য কোনরূপ পাপকার্য্য করিত না। মহারাজ! রত্নগ্রীব (সবিশেষ যত্ন-সহকারে) প্রজাপালন করিতেন। লোভ-শূন্য হইয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে কেবল-মাত্র ষষ্ঠাংশ রাজস্ব গ্রহণ করিতেন; তদ্ভিন্ন আর কিছুই লইতেন না। এইরূপে ধর্ম্মানু-সারে প্রজাপালন করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। তিনি এইরূপে প্রজাপালন ও ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ করত বহুকাল অতিক্রম করিলেন। একদা মহারাজ নিজ পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী বিশালাক্ষীকে বলিলেন,—বিশা-লাক্ষি! পুত্রগণ প্রজাপালন করিবার উপযুক্ত হইয়াছে।৩৭—৪৮। আর আমার এই সুবহু পরিবার সকলেই স্বচ্ছন্দে অবস্থান করি-তেছে, কাহারও কোনরূপ কষ্ট নাই। পর্ব্বতোপম হস্তী সকল, বায়ুর ন্যায় বেগগামী অশ্ব সকল এবং উত্তম অশ্বযোজিত বহুতর রথ সমস্তই আমার সর্ব্বদা সুসজ্জিত রহি-য়াছে; মহাবিষ্ণুর অনুগ্রহে আমার কোন বিষয়েরই অভাব নাই। কিন্তু আমার মনে একটি অভিলাষ রহিয়াছে, গর্ভবাস-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিকামনায় আমি গোবিন্দ-মূর্ত্তিবিরাজিত পরম পবিত্র তীর্থ-

বৃদ্ধো জাতোঽস্ম্যহং তাবদ্বলীপলিতদেহবান্
করিষ্যামি মনোহারি-তীর্থসেবনমাদৃতঃ।
যো নরো জন্মপর্য্যন্তং স্বোদরস্য প্রপূরকঃ ॥৫৩
ন করোতি হরেঃ পূজাং স নরো গোবৃষঃ স্মৃতঃ
তস্মাদ্গচ্ছামি ভো ভদ্রে তীর্থযাত্রাং প্রতিপ্রিয়ে
সকুটম্বঃ সুতে ন্যস্য ধুরং রাজস্য নির্ভৃতাম্।
ইতি ব্যবস্য সন্ধ্যায়াং হরিং ধ্যায়ন্ নিশান্তরে
অদ্রাক্ষীৎ স্বপ্নমপ্যেকং ব্রাহ্মণং তাপসং বরম্
প্রাতরুত্থায় রাজাসৌ কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
সভাং মন্ত্রিজনৈঃ সার্দ্ধং সুখমাসেদিবান্ মহান্
তাবদ্ বিপ্রং দদর্শাথ তাপসং কৃশদেহিনম্ ॥
জটাবল্কলকৌপীন-ধারিণং দণ্ডপাণিনম্।
অনেকতীর্থসেবাভিঃ কৃতপুণ্যকলেবরম্ ॥ ৫৮

ক্ষেত্রে অদ্যাপি যাইতে পারি নাই। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, শরীরে বলী পলিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে যত্নপূর্ব্বক মনোহর তীর্থ সেবা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। যে মানব আজন্ম কেবল নিজ উদরপূরণে ব্যস্ত, কদাপি শ্রীহরির পূজা করিতে সমর্থ হয় না, সে ত গোবৃষ বলিয়া গণ্য। অতএব প্রিয়ে! আমি তীর্থযাত্রা-উদ্দেশে গমন করিব। রাজা এইরূপ স্থির করিয়া এতাবৎকাল যে রাজ্যভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন, সেই রাজ্য-ভার পুত্রের উপরে ন্যস্ত করিয়া সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিতে উদ্যোগ করিলেন। সন্ধ্যাকালে হরিধ্যান করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রিত হইয়া এক মহাতপস্বী ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে দেখিলেন। তৎপরদিবস প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজ সন্ধ্যাদি নিত্য-কার্য্য সমাপনান্তে মন্ত্রিবর্গের সহিত সভা করিয়া স্বচ্ছন্দে আসীন রহিয়াছেন, এমত সময়ে জটাবল্কলধারী কৌপীনপরিহিত কৃশকায় এক তপস্বী ব্রাহ্মণ দণ্ডহস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সেই ব্রাহ্মণ অনেক তীর্থ সেবা করিয়া বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন।

রাজা তং বীক্ষ্য শিরসা প্রণনাম মহাভুজা।
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং চক্রে প্রহৃষ্টাত্মা মহীপতিঃ ॥
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং পপ্রচ্ছ বিদিতং দ্বিজম্।
স্বামিন্ ত্বদ্দর্শনান্মেঽদ্য গতং দেহস্য পাতকম্
মহান্তঃ কৃপণান্ পাতুং যান্তি তদ্দেহমাদরাৎ।
তস্মাৎ কথয় ভো বিপ্র বৃদ্ধস্য মম সম্প্রতি ॥৬১
কো দেবো গর্ভবারায় কিং তীর্থং বা ক্ষমং
ভবেৎ।
যূয়ং সর্ব্বগতিশ্রেষ্ঠাঃ সমাধিধ্যানতৎপরাঃ ॥ ৬২
সর্ব্বতীর্থাবগাহেন কৃতপুণ্যাত্মনোঽমলাঃ।
যথাবচ্ছৃণ্বতে মহ্যং শ্রদ্দধানায় বিস্তরাৎ।
কথয়স্ব প্রসাদেন সর্ব্বতীর্থবিচক্ষণ ॥ ৬৩

৪৯—৫৮। মহাবাহু রাজা তাঁহাকে দর্শন করিয়া মস্তক অবনমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, এবং সাতিশয় হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সুখাসীন হইয়া পথশ্রম অপনয়ন করিলে পর, রাজা তাঁহার শ্রমাপনোদন হইয়াছে বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! অদ্য আপনার দর্শনে আমার শরীরের পাপ দূর হইল। মহদ্ব্যক্তিগণ দীন পাপাত্মা-দিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের দেহ পবিত্র করিবার জন্য আদরপূর্ব্বক তাহাদের নিকটে গমন করিয়া থাকেন। আপনিও মহাত্মা, তাই এই পাপাত্মার পাপ-ক্ষালন করিতে আসিয়াছেন) অতএব হে বিপ্র! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে গর্ভ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত কোন্ দেব-তার আরাধনা করিব, কোন্ তীর্থে গমন করিলে মুক্তি পাইব, তাহা আমাকে বলুন। আপনারা সমাধি-নিরত, সর্ব্বদা পরমেশ্বর-ধ্যানে তৎপর, নিখিল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছেন, সকল পুণ্যক্ষেত্রে গমন করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণে বিচক্ষণ হইয়াছেন; আপনার উপদেশ শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যথাযথ শুনিতে উদ্যত হইয়াছি, আমি

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শৃণু রাজেন্দ্র বক্ষ্যামি যৎপৃষ্টং তীর্থসেবনম্।
কস্য দেবস্য কৃপয়া গর্ভস্য বারণং ভবেৎ ॥ ৬৪
সেব্যঃ শ্রীরামচন্দ্রোঽসৌ সংসারজ্বরনাশকঃ।
পূজ্যঃ স এব ভগবান্ পুরুষোত্তমসংজ্ঞিতঃ ॥৬৫
পুর্য্যো নানা ময়া দৃষ্টাঃ সর্ব্বপাপক্ষয়াবহাঃ।
অযোধ্যা সরযুস্তাপী তথা দ্বারং হরেঃ পরম্।
অবন্তী বিমলা কাঞ্চী রেবা সাগরগামিনী।
গোকর্ণং হাটকাখ্যঞ্চ হত্যাকোটিবিনাশনম্ ॥৬৬
মল্লিকাখ্যো মহাশৈলো মোক্ষদঃ পশ্যতাংনৃণাম্
যত্রাঙ্গেষু নৃণাং তোয়ং শ্যামং বা নির্ম্মলংভবেৎ
পাতকস্যাপহারীদং ময়া দৃষ্টং তু তীর্থকম্।
ময়া দ্বারবতী দৃষ্টা সুরাসুরনিষেবিতা ॥ ৬৯
গোমতী যত্র বহতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মজলা শুভা।
যত্র স্বাপো লয়ঃ প্রোক্তোমৃতির্মোক্ষ ইতি শ্রুতিঃ

যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, অনুগ্রহপূর্ব্বক বিস্তৃত-ভাবে তাহা বলুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—রাজেন্দ্র আপনি যে তীর্থ সেবার কথা, এবং কোন্ দেবতার কৃপায় গর্ভযন্ত্রণা হইতে মুক্তি হয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আপনার নিকটে বলিতেছি শ্রবণ করুন। সংসার-রোগ-বিনাশী শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করা উচিত, তিনিই ভগবান্ পুরুষোত্তম নামে অভি-হিত; তিনিই সকলের পূজ্য। ৫৯—৬৪। আমি নিখিলপাপক্ষয়কারী নানা নগরী দর্শন করিয়াছি; অযোধ্যা, সরযু, তাপী, হরিদ্বার, অবন্তী, বিমলা, কাঞ্চী, সাগর-গামিনী রেবানদী, কোটিব্রহ্মহত্যা-বিনাশী গোকর্ণ, হাটক, দর্শনকারী মনুষ্যদিগের মুক্তিপ্রদ মল্লিকানামক মহা-পর্ব্বত প্রভৃতি নানা তীর্থ অবলোকন করিয়াছি। যথাকার শ্যাম নির্ম্মল সলিল মনুষ্যদিগের শরীরস্থ সকল প্রকার পাতক অপহরণ করে, সেই (সুপবিত্র) প্রয়াগতীর্থ দেখিয়াছি। সুরাসুর-সেবিত দ্বারবতীতীর্থ দর্শন করিয়াছি, যে দ্বারবতী-তীর্থে শুভ গোমতী নদী সাক্ষাদ্ ব্রহ্মরূপী

যস্যাং সংবসতাং নৃণাং ন কলিঃ প্রভবেৎক্কচিৎ
চক্রাঙ্কা যত্র পাষাণা মানবা অপি চক্রিণঃ ॥ ৭১
পশবঃ কীটপক্ষ্যাদ্যাঃ সর্ব্বে চক্রশরীরিণঃ।
ত্রিবিক্রমো বসেদ্‌যস্যাংসর্ব্বলোকৈকপালকঃ ॥৭২
সা পুরী তু মহাপুণ্যৈর্ম্ময়া দৃগ্‌গোচরীকৃতা।
কুরুক্ষেত্রং ময়া দৃষ্টং সর্ব্বহত্যাপনোদনম্ ॥ ৭৩
সমন্তপঞ্চকং যত্র মহাপাতকনাশনম্।
বারাণসী ময়া দৃষ্টা বিশ্বনাথকৃতালয়া।
যত্রোপদিশ্যতে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম ॥৭৪
যস্যাং মৃতাঃ কীটপতঙ্গভৃঙ্গাঃ
পশ্বাদয়ো বা সুরযোনয়ো বা।
স্বকর্ম্মসম্ভোগসুখং বিহায়
গচ্ছন্তি কৈলাসমতীতদুঃখাঃ ॥ ৭৫
মণিকর্ণা যত্র তীর্থং যস্যামুত্তরবাহিনী।

সলিলে পূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, যথায় নিদ্রা যাইলে লয় (স্বপ্নে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কার) এবং মরণেই মোক্ষ বলিয়া বেদে কথিত হইয়াছে, যেখানে বাস করিলে মান-বের কলিভয় থাকে না, যথাকার পাষাণ-মাত্রেই চক্রচিহ্নিত, অধিক কি যথাকার মানবমাত্রেই চক্রধারী; যেখানকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই চক্র-চিহ্নিত মূর্ত্তিধারী; সর্ব্বলোকৈকপালক দেব ত্রিবিক্রম যথায় বাস করিতেছেন, সেই দ্বার-বতী পুরী আমি মহাপুণ্যবলে দেখিয়াছি। যথায় গমন করিলে সর্ব্বপ্রকার হত্যাপাপের অপনোদন হয়, যথায় মহাপাতকনাশী সমন্ত-পঞ্চক অবস্থিত, সেই কুরুক্ষেত্রতীর্থ আমার দৃষ্ট হইয়াছে। যথায় বিশ্বনাথ অবস্থিতি করিতেছেন, যথায় তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ হইতেছে, সেই পবিত্র বারা-ণসীতীর্থ আমি দেখিয়াছি। ৬৫—৭৪। সেই পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি কিম্বা দেবযোনি সকলেই স্ব-স্ব-কর্ম্মপাশ-মুক্ত হইয়া বীতদুঃখ হওত কৈলাসধামে গমন করে; ধরাধামে পুনরাগত হইয়া আর

করোতি সংস্কৃতৈর্বন্ধচ্ছেদং পাপকৃতামপি ॥৭৬
কপর্দ্দিনঃ কুণ্ডলিনঃ সর্পভূষাধরা বরাঃ।
গজচর্ম্মপরীধানা বসন্তি গতদুঃখকাঃ ॥ ৭৭
কালভৈরবনামাত্র করোতি যমশাসনম্‌।
ন করোতি নৃণাং বার্ত্তাং যমো দণ্ডধরঃ প্রভুঃ।
এতাদৃশী ময়া দৃষ্টা কাশী বিশ্বেশ্বরাঙ্কিতা।
অনেকান্যপি তীর্থানি ময়া দৃষ্টানি ভূমিপ ॥ ৭৯
পরমেকং মহচ্চিত্রং যদ্দৃষ্টং নীলপর্ব্বতে।
পুরুষোত্তমসান্নিধ্যে তন্ন ক্বাপ্যক্ষিগোচরম্‌ ॥৮০

ব্রাহ্মণ উবাচ।

রাজংস্ত্বং শৃণু যদ্‌বৃত্তং নীলে পর্ব্বতসত্তমে।
যচ্ছ্রদ্দধানাঃ পুরুষা যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ॥৮১
ময়া পর্য্যটতা তত্র গতং নীলাভিধে গিরৌ।
গঙ্গাসাগরতোয়েন ক্ষালিতপ্রাঙ্গণে মুহুঃ ॥৮২
তত্র ভিল্লা ময়া দৃষ্টাঃ পর্ব্বতাগ্রে ধনুর্ভৃতঃ।
চতুর্ভুজা মূলফলৈর্ভক্ষ্যৈর্নির্ব্বাহিতক্রমাঃ ॥৮৩
তদা মে মনসি ক্ষিপ্রং সংশয়ঃ সুমহানভূৎ।
চতুর্ভুজাঃ কিমেতে বৈ ধনুর্ব্বাণধরা নরাঃ ॥৮৪
বৈকুণ্ঠবাসিনাং রূপং দৃশ্যতে বিজিতাত্মনাম্‌।
কথমেতৈশ্চরূপাসক্তং ব্রহ্মাদ্যৈরপি দুর্ল্লভম্‌ ॥৮৫
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-পদ্মোল্লসিতপাণয়ঃ।
বনমালাপরীতাঙ্গা বিষ্ণুভক্তা ইবাস্তিকে ॥৮৬
সংশয়াবিষ্টচিত্তেন ময়া পৃষ্টং তদা নৃপ।
যুয়ং কে বত যুষ্মাভির্লব্ধং চাতুর্ভুজং কথম্‌ ॥৮৭
তদা তৈর্ব্বহু হাস্যন্ত কৃত্বা মাং প্রতি ভাষিতম্‌।
ব্রাহ্মণোঽয়ং ন জানাতি পিণ্ডমাহাত্ম্যমদ্ভুতম্‌।
ইতি শ্রুত্বাবদং চাহং কঃ পিণ্ডঃ কস্য দীয়তে।

তাহাদিগের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। সেই বারাণসীতে উত্তরবাহিনী মণিকর্ণিকা নামে যে অতি পবিত্র তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে মহাপাতকীদিগেরও সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে। তথায় যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহারা সকলেই ভুজঙ্গ-ভূষিত গজচর্ম্মপরিহিত কুণ্ডলধারী শিবস্বরূপ হইয়া পরম সুখে বাস করে; তাহাদের আর কোনপ্রকার ক্লেশ থাকে না। তথায় কাল-ভৈরবনামক মহাদেবই যমের শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন; প্রাণীদিগের দণ্ড-দাতা প্রভু যমকে তত্রত্য প্রাণীদিগের কোন সংবাদ রাখিতে হয় না। হে মহারাজ! আমি বিশ্বেশ্বরকর্ত্তৃক চিহ্নিত এতাদৃশী মহতী কাশীপুরী দর্শনানন্তর অন্যান্য অনেক তীর্থ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু পুরুষোত্তম-সান্নিধ্যে নীলাচলে যে মহাশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, অন্য কুত্রাপি সেরূপ দেখি নাই। ব্রাহ্মণ কহিলেন;—হে রাজন্‌! আমি তোমার নিকট সেই পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ নীলা-চলবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহাতে শ্রদ্ধাশীল পুরুষগণ সনাতন ব্রহ্মপদ অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নীলাখ্য পর্ব্বতে গমন করিলাম, যাহার প্রাঙ্গণভাগ গঙ্গা-সাগরবারি দ্বারা সর্ব্বদা বিধৌত হই-তেছে। সেই পর্ব্বতের শিখর ভাগে ধনুর্ধারী চতুর্ভুজ ভিল্লগণ বিচরণ করিতেছে, ফল-মূল ভক্ষ্য দ্বারা তাহাদিগের ক্ষুৎক্লেশ নিবারিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই আমার মনে সুমহান্‌ সন্দেহ জন্মিল,—ইহারা কি ধনুর্ব্বাণধারী চতুর্ভুজ মানব? হে ভূপ! আমি তাহাদিগের সেই বিজিতাত্মা বৈকুণ্ঠবাসীদিগের ন্যায় রূপ দেখিয়া ভাবিলাম, ইহারা ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ এই রূপ কি প্রকারে প্রাপ্ত হইল?৭৫—৮৫। তখন আমি সংশয়াবিষ্টচিত্তে সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-পদ্ম-শোভিত বাহুচতুষ্টয়ধারী বনমালা-শোভিত-কলেবর ভিল্লগণকে পরম বিষ্ণুভক্ত জ্ঞানে সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভো ভো আপনারা কে? কি প্রকারেই বা এই চতুর্ভুজদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন? তখন তাঁহারা বহু হাস্য করিয়া আমার প্রতি কহিলেন,—এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও অদ্ভুত পিণ্ড-মাহাত্ম্য জানে না, আমি তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম,—হে চতুর্ভুজদেহধারিগণ!

তন্মম ভ্রাত ধর্ম্মিষ্ঠাশ্চতুর্ভুজশরীরিণঃ। ৮৯
তদা মদ্বাক্যমাকর্ণ্য কথিতং তৈর্মহাত্মভিঃ।
সর্ব্বং তত্র তু যদ্বৃত্তং চতুর্ভুজভবাদিকম্ ॥৯০
কিরাতা উচুঃ।
শৃণু ব্রাহ্মণ বৃত্তান্তমস্মাকং পৃথুকঃ শিশুঃ।
নিত্যং জম্বুফলাদীনি ভক্ষয়ন্ক্রীড়য়া চরন্ ॥৯১
একদা রমমাণস্তু গিরিশৃঙ্গং মনোরমম্।
সমারুরোহ শিশুভিঃ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥৯২
তদা তত্র দদর্শাথ দেবায়তনমদ্ভুতম্।
গারুত্মতাদিমণিভিঃ খচিতং স্বর্ণভিত্তিকম্ ॥ ৯৩
স্বকান্ত্যা তিমিরশ্রেণীং দারয়দ্রবিবদ্ভৃশম্।
দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপেদে কিমিদং কস্য বৈ গৃহম্ ॥৯৪
গত্বা বিলোকয়ামীতি কিমিদং মহতাং পদম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য গেহান্তর্জগাম বহুভাগ্যতঃ। ৯৫
দদর্শ তত্র দেবেশং সুরাসুরনমস্কৃতম্।
কিরীটহারকেয়ুরগ্রৈবেয়াদ্যৈর্বিরাজিতম্ ॥ ৯৬
অবতংসে মনোজ্ঞে তু ধারয়ন্তং সুনির্ম্মলে।
পাদপদ্মে তুলসিকা-গন্ধমত্তষড়ঙ্ঘ্রিকে ॥ ৯৭
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-পদ্মাদ্যৈর্মূর্ত্তিসংযুতৈঃ।
উপাসিতাঙ্ঘ্রিং শ্রীমূর্ত্তিং নারদাদ্যৈঃ
সুসেবিতম্ ॥ ৯৮
কেচিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্তি হসন্তি পরমাদ্ভুতম্।
প্রীণয়ন্তি মহারাজং সর্ব্বলোকৈকবন্দিতম্ ॥৯৯
হরিং বীক্ষ্য মদীয়োঽর্ভস্তত্র সঞ্জগ্মিবান্ মুনে।
দেবাস্তত্র বিধায়োচ্চৈঃ পূজাং ধূপাদিকং পুনঃ ॥
নৈবেদ্যং শ্রীপ্রিয়স্যার্থে কৃত্বা নীরাজনং ততঃ।
জগ্মুঃ স্বং স্বং মহারাজ কৃপাং পশ্যন্ত আদরাৎ ॥
মহাভাগ্যবশাত্তেন প্রাপ্তং নৈবেদ্যসিকথকম্।
পতিতং তত্র দেবাদি-দুর্ল্লভং ভক্তিমানুষম্ ॥১০২

সেই পিণ্ড কি? এবং কাহার উদ্দেশে বা উহা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা আমাকে বলুন। আমার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই মহাত্মগণ, চতুর্ভুজদেহপ্রাপ্তি প্রভৃতি তাবৎ বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। কিরাতগণ কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, এই নীল পর্ব্বতে পৃথুক নামক আমাদের এক শিশু নিত্য জম্বুফলাদি ভক্ষণ করত ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিত, একদা সে অন্যান্য বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরমানন্দে একটী মনোরম গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া একটী অদ্ভুত দেবালয় দর্শন করিল; উহার ভিত্তিসমূহ স্বর্ণময় এবং মরকতাদি নানাবিধ মণিদ্বারা সুশোভিত হইয়া সূর্য্যকিরণবৎ অত্যুজ্জ্বল সুকান্তি দ্বারা তত্রত্য অন্ধকাররাশি বিদূরিত করত আয়তনের অভ্যন্তরভাগ আলোকিত করিতেছে; তদ্দর্শনে সেই বালক বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিল—ইহা কি? কাহারই বা গৃহ? ৮৬—৯৪। যাহা হউক, আমি এই মহদাশ্রমের অভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখি; এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই বালক পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু ভাগ্যফলে সেই গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তন্মধ্যে শঙ্খ চক্র-গদা-শার্ঙ্গ পদ্মধারী দেবাধিদেব শ্রীহরির কিরীট হার কেয়ুর গ্রৈবেয়কাদি ভূষণ দ্বারা শোভিত সুরাসুরনমস্কৃত চতুর্ভুজমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে, তাঁহার কর্ণদ্বয়ে সুনির্ম্মল মনোজ্ঞ কর্ণভূষণ শোভা পাইতেছে। ভক্তজন-প্রদত্ত সচন্দন তুলসীর গন্ধযুক্ত পাদপদ্মদ্বয়ে মত্ত ষট্পদবৃন্দ মধুর গুঞ্জন করিতেছে। মূর্ত্তিমান্ শঙ্খচক্রাদি ও নারদাদি পরম-বৈষ্ণবগণ সেই পাদপদ্মের পূজা করিতেছেন। কেহ কেহ অদ্ভুত নৃত্য, কেহ কেহ গীত, কেহ কেহ বা অদ্ভুত হাস্য দ্বারা সেই সর্ব্বজনৈকবন্দিত ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন। হে বিপ্র! আমাদের সেই বালক এবংবিধ শ্রীহরিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল,—দেবগণ তথায় ধূপ দীপ নৈবেদ্য দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক সেই লক্ষ্মীবল্লভের পূজা করিলেন, পরে তাঁহাকে নীরাজনা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রত্যক্ষ দর্শন করত স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর সেই

তত্তক্ষণঞ্চ কৃত্বাথো শ্রীমূর্ত্তিমবলোক্য চ।
চতুর্ভুজত্বমাপ্তং বৈ পৃথুকেন সুশোভিনা ॥১০৩
তদাস্মাভির্গৃহং প্রাপ্তো বালকো বীক্ষিতো মুহুঃ।
চতুর্ভুজাদিকং প্রাপ্তঃ শঙ্খচক্রাদিধারকঃ ॥১০৪
অস্মাভিঃ পৃষ্টমেতস্য কিমেতজ্জাতমদ্ভুতম্।
তদা প্রোবাচ নঃ সর্ব্বান্ বালকঃ পরমাদ্ভুতম্ ॥
শিখরাগ্রে গতং পূর্ব্বং তত্র দৃষ্টঃ সুরেশ্বরঃ।
তত্র নৈবেদ্যসিকথস্তু ময়া প্রাপ্তং মনোহরম্ ॥
তস্য ভক্ষণমাত্রেণ কারণেন তু সাম্প্রতম্।
চতুর্ভুজত্বং সম্প্রাপ্তো বিস্ময়েন সমন্বিতঃ ॥১০৫
তচ্ছ্রুত্বা তু বচস্তস্য সদ্যঃ সম্প্রাপ্তবিস্ময়ৈঃ।
অস্মাভিরপ্যসৌ দৃষ্টো দেবঃ পরমদুর্লভঃ ॥১০৮
অন্নাদিকং তত্র ভুক্তং সর্ব্বস্বাদসমন্বিতম্।
বয়ং চতুর্ভুজা জাতা দেবস্য কৃপয়া পুনঃ ॥১০৯

সুসুন্দর পৃথুক মহাভাগ্যবশে তথায় পতিত দেবাদি-দুর্লভ অতিমানুষ নৈবেদ্য-সিকথ প্রাপ্ত হইল এবং অবিলম্বে উহা ভক্ষণানন্তর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র চতুর্ভুজত্ব প্রাপ্ত হইল। ৯৫—১০৩। অনন্তর সেই শঙ্খচক্রাদিধারক চতুর্ভুজ বালক গৃহাগত হইলে আমরা তাহাকে পুনঃপুন দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে বালক! তোমার এরূপ হইবার কারণ কি? কি প্রকারেই বা এই অদ্ভুত রূপ প্রাপ্ত হইলে? তখন বালক আমাদিগের নিকট সেই অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিল;—আমি প্রথমে শিখরাগ্রে গমন করিয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত সুরেশ্বরমূর্ত্তি দর্শন করিলাম, তথায় পতিত নৈবেদ্যসিকথ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষণ করিবামাত্রই চতুর্ভুজত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। আমরা পৃথুকমুখ-বিনিঃসৃত অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলেই নীলাচল-শিখরে গমন করত সেই পরমদুর্লভ দেবদর্শন ও তৎসন্নিধানে পতিত সর্ব্বাস্বাদসমন্বিত অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া তাঁহার কৃপায় এইপ্রকার চতুর্ভুজ-

গত্বা ত্বমপি দেবস্য দর্শনং কুরু সত্তম
ভুক্ত্বা তত্রান্নসিকথস্তু ভব বিপ্র চতুর্ভুজঃ।
ত্বয়া পৃষ্টং যদাচক্ষ্ব তদুক্তং বাড়বর্ষভ ॥ ১১০

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে নবমেঽধ্যায়ঃ॥

দশমেঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং ভিল্লানামহমদ্ভুতম্।
অত্যাশ্চর্য্যমিদং মত্বা প্রহৃষ্টোঽভবমিত্যুত ॥১
গঙ্গাসাগরসংযোগে স্নাত্বা পুণ্যকলেবরঃ।
শৃঙ্গমারুরুহে তত্র মণিমাণিক্যচিত্রিতম্ ॥ ২
তত্রাপশ্যং মহারাজ দেবং দেবাদিবন্দিতম্।
নমস্কৃত্বা কৃতার্থোঽহং জাতোঽহন্নপ্রাশনেন চ॥
চতুর্ভুজত্বং সম্প্রাপ্তঃ শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতম্।
পুরুষোত্তমদর্শনেন ন পুনর্গর্ভমাবিশম্ ॥ ৪
রাজংস্ত্বমেব তত্রাশু গচ্ছ নীলাভিধং গিরিম্।

দেহ প্রাপ্ত হইলাম। হে সত্তমবিপ্র! তুমিও তথায় গমনপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া চতুর্ভুজত্ব লাভ কর হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কথিত হইল। ১০৪—১১০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! আমি ভিল্লদিগের উক্ত অদ্ভুত বাক্য শ্রবণানন্তর উহা অত্যাশ্চর্য্য মনে করিয়া প্রহৃষ্টচিত্ত হইলাম এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানদ্বারা পবিত্রদেহ হইয়া নানা মণিমাণিক্যশোভিত নীলাচলশৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক দেবাদিবন্দিত সেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পতিত অন্নাদি ভক্ষণ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিত চতুর্ভুজদেহ প্রাপ্ত হইলাম এবং পুরুষোত্তম দর্শনরূপ মহাপুণ্যবলে পুনর্জন্মরহিত হই-

কৃতার্থং কুরু চাত্মানং গর্ভদুঃখবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বাড়বাগ্রস্য ধীমতঃ
পপ্রচ্ছ হৃষ্টগাত্রস্তু তীর্থযাত্রাবিধিং মুনিম্ ॥ ৬

রাজোবাচ।

সাধু বিপ্রাগ্র্য হে সাধো ত্বয়া প্রোক্তং মমানঘ
পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং শৃণ্বতাং পাপনাশনম্ ॥ ৭
ব্রূহি তত্তীর্থযাত্রায়াং বিধিং শ্রুতিসমন্বিতম্।
বিধিনা কেন সম্পূর্ণফলপ্রাপ্তির্নৃণাং ভবেৎ ॥৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি তীর্থযাত্রাবিধিং শুভম্
যেন সম্প্রাপ্যতে দেবঃ সুরাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ৯
বলীপলিতদেহো বা যৌবনেনান্বিতোঽপি বা।
জ্ঞাত্বা মৃত্যুমনিস্তীর্য্যং হরিং শরণমারজেৎ ॥১০
তৎকীর্ত্তনে তচ্ছ্রবণে বন্দনে তস্য পূজনে।
মতিরেব প্রকর্ত্তব্যা নান্যত্র বনিতাদিষু ॥ ১১
সর্ব্বং নশ্বরমালোক্য ক্ষণস্থায়ি সুদুঃখদম্।
জন্মদুঃখজরাতীতং ভক্তিবল্লভমচ্যুতম্ ॥ ১২
ক্রোধাৎ কামাদ্ভয়াদ্দ্বেষাল্লোভাদ্দম্ভাত্তথৈব পুনঃ।
যথাকথঞ্চিদ্বিভজন্ন স দুঃখং সমশ্নুতে ॥ ১৩
স হরির্জ্ঞায়তে সাধু-সঙ্গমাৎ পাপবর্জ্জিতাৎ।
যেষাং কৃপাতঃ পুরুষা ভবন্ত্যসুখবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৪
তে সাধবঃ শান্তরাগাঃ কামলোভবিবর্জ্জিতাঃ।
ব্রুবন্তি যন্মহারাজ তৎ সংসারনিবর্ত্তকম্ ॥ ১৫
তীর্থেষু লভ্যতে সাধু রামচন্দ্রপরায়ণঃ।
যদ্দর্শনং নৃণাং পাপ-রাশিদাহাশুশুক্ষণিঃ ॥ ১৬
তস্মাত্তীর্থেষু গন্তব্যং নরৈঃ সংসারভীরুভিঃ।
পুণ্যোদকেষু সততং সাধুশ্রেণিবিরাজিষু ॥ ১৭
তানি তীর্থানি বিধিনা দৃষ্টানি প্রহরন্ত্যঘম্।

লাম। হে মহারাজ! তুমিও নীলাচলে গমনপূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ ও গর্ভ-দুঃখবর্জ্জিত কর। সেই ধীমান্ বিপ্র-প্রবরের বাক্য শ্রবণানন্তর রাজা হৃষ্টগাত্র হইয়া তাঁহার নিকট তীর্থ-যাত্রাবিধি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে সাধো! হে অনঘ বিপ্র-প্রবর! আপনি আমার নিকট শ্রবণকারি-গণের পাপনাশন পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য উত্তম-রূপে কীর্ত্তন করিলেন ; এক্ষণে সেই তীর্থ-যাত্রার বেদানুমোদিত বিধি বর্ণন করুন। নরগণ কোন্ বিধি অবলম্বন করিয়া উক্ত তীর্থে যাত্রা করিলে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হন? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! আমি সেই শুভতীর্থ-যাত্রাবিধি বর্ণন করি-তেছি শ্রবণ কর, যাহাদ্বারা সুরাসুরনমস্কৃত দেব শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলী পলিতদেহ বৃদ্ধ অথবা যুবক সকলেরই মৃত্যুকে অনিবার্য্য জানিয়া শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করা উচিত। নাশশীল অত্যল্পকাল-স্থায়ী অতীব দুঃখদায়ক স্ত্রী পুত্র ধনাদি হইতে মতিকে সংযত করিয়া কেবল সেই জন্মদুঃখ ও জরাবর্জ্জিত ভক্তিপ্রিয় সচ্চিদা-নন্দ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনে, তল্লীলা শ্রবণে, তাঁহার স্তুতি করণে ও পূজনে একান্তমতি হওয়া উচিত। ১—১২। কাম ক্রোধ লোভ দ্বেষ ভয় ও দম্ভ প্রভৃতি যে কোন কারণে তাঁহার ভজনা না করিলে মানব অশেষদুঃখ-ভাগী হইবে। (অথবা ক্রোধ কাম লোভ দ্বেষ ও ভয় এবং দম্ভ প্রভৃতি যে কোন ভাব দ্বারা তাঁহার ভজনাকারী ব্যক্তি কখনই সংসারদুঃখ প্রাপ্ত হইবে না।) পাপবর্জ্জিত সাধুগণের সঙ্গদ্বারা মানব সেই শ্রীহরিকে বুঝিতে সক্ষম হয়। হে মহারাজ! যে সকল মহাপুরুষের কৃপা দ্বারা নরগণ সংসার-দুঃখবর্জ্জিত হইয়া থাকেন, সেই সকল শান্তরাগ কাম-লোভবর্জ্জিত সাধুগণ যে উপদেশ দান করেন, সেই সকল উপদেশই জন্মজরামৃত্যুযুক্ত ত্রিতাপদায়ক সংসারের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। ঐ রামচন্দ্রপরায়ণ (আত্মানন্দামৃতসেবী) সাধুগণ সদা তীর্থ-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের দর্শনরূপ অগ্নিদ্বারা তীর্থাগত জনগণের পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। তজ্জন্যই সংসারভীরু ব্যক্তিগণ পুণ্যোদকযুক্ত সাধুগণবিরাজিত তীর্থক্ষেত্র সমাজে অবশ্যই গমন করিবেন। সেই

তং বিধিং নৃপশার্দ্দূল কুরুষ শ্রুতিগোচরম্ ।১৮
বিরাগং জনয়েৎ পূর্ব্বং কলত্রাদিকুটুম্বকে ।
অসত্যভূতং তজ্জ্ঞাত্বা হরিন্তু মনসা স্মরেৎ ॥
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা রাম রামেতি চ ব্রুবন্
তত্র তীর্থাদিষু স্নাত্বা ক্ষৌরং কুর্য্যাদ্বিধানবিৎ ॥
মনুষ্যাণাঞ্চ পাপানি তীর্থানি প্রতি গচ্ছতাম্ ।
কেশমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তু তস্মাত্তদ্বপনং চরেৎ ॥২১
ততো দণ্ডন্তু নিগ্রন্থিং কমণ্ডলুমথাজিনম্ ।
বিভৃয়াল্লোভনির্ম্মুক্তস্তীর্থবেষধরো নরঃ ॥২২॥
বিধিনা গচ্ছতাং নৃণাং ফলাবাপ্তির্বিশেষতঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তীর্থযাত্রাবিধিং চরেৎ ।২৩
যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ ম-শ্চৈব সুসংহিতম্ ।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ।২৪

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ভক্তবৎসল গোপতে
শরণ্য ভগবন্ বিষ্ণো মাংপাহি বহুসংসৃতেঃ ॥
ইতি ব্রুবন্ রসনয়া মনসা চ হরিং স্মরন্ ।
পাদচারী গতিং কুর্য্যাত্তীর্থং প্রতি মহোদয়ঃ॥২
যানেন গচ্ছন্ পুরুষঃ সমভাগফলং লভেৎ ।
উপানদ্ভ্যাং চতুর্থাংশং গোযানে গোবধাদিকম্
ব্যবহারাৎ তৃতীয়াংশং সেবয়াষ্টমভাগভাক্ ।
অনিচ্ছয়া ব্রজংস্তত্র তীর্থমর্দ্ধফলং ভবেৎ ॥ ২৮
যথাযথং প্রকর্ত্তব্যা তীর্থানামভিযাত্রিকা ।
পাপক্ষয়ো ভবত্যেব বিধিদৃষ্ট্যা বিশেষতঃ॥২৯
তত্র সাধূন্ নমস্কুর্য্যাৎ পাদবন্দনসেবনৈঃ ।
তদ্দ্বারা হরিভক্তির্হি প্রাপ্যতে পুরুষোত্তমে॥৩০
ইতি তীর্থবিধিঃ প্রোক্তঃ সমাসেন ন বিস্তরাৎ
এবং বিধিং সমাশ্রিত্য গচ্ছ ত্বং পুরুষোত্তমম্॥

সকল তীর্থ শ্রুতিসম্মত বিধিপূর্ব্বক দর্শন-করিলে পাপপুঞ্জ বি-ষ্ট হয়। হে নৃপশার্দ্দূল! আমি তোমার নিকট সেই বিধি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩—১৮। তীর্থ-গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রথমে মায়ারচিত অসত্যভূত অনিত্য অপত্য-কলত্রাদির প্রতি জাতবিরাগ হইয়া একমাত্র শ্রীহরিকে সত্য জানিয়া তাঁহাকেই মনে মনে স্মরণ করিবে এবং 'রাম রাম' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া একক্রোশমাত্র গমন করত তত্রত্য তীর্থাদিতে বিধিপূর্ব্বক স্নান ও ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিবে; যেহেতু ঋষিগণ কহিয়া থাকেন যে, তীর্থযাত্রী মানবগণের পাপরাশি তাঁহাদিগের কেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। অনন্তর লোভ-মুক্ত হইয়া দণ্ড-নিগ্রন্থি কমণ্ডলু ও অজিন ধারণ পূর্ব্বক তীর্থবেশধারী হইবেন। বিধিপূর্ব্বক তীর্থগামিগণই সমধিক ফলভাগী হইয়া থাকেন, তজ্জন্য সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে তীর্থযাত্রাবিধি পালন করা কর্ত্তব্য। যাহার পদদ্বয় শ্রীহরিক্ষেত্রে গমনে রত, হস্ত-তাঁহার সেবনে ব্যাপৃত, মন তচ্চিন্তনে মগ্ন এবংযিনি শ্রীহরিবিষয়ক জ্ঞানকে বিদ্যা তপস্যা দ্বারা শ্রীহরিই লব্ধব্য ও তাঁহার অনুগ্রহ-লাভই কীর্ত্তি বলিয়া মনে করেন, তিনিই সম্যক্ তীর্থফল পাইতে সমর্থ। "হে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ভক্তবৎসল জগৎপতে শরণ্য ভগ-বন্ বিষ্ণো! আমাকে এই বিভীষিকাময় বিশাল সংসার হইতে রক্ষা কর" এইবাক্য জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিতে করিতে এবং মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে ধীমান্ ব্যক্তি পাদচারে তীর্থযাত্রা করিবেন। কোনরূপ যানে গমন করিলে অর্দ্ধফল, এবং চর্ম্মপাদুকা ব্যবহারে চতুর্থাংশ ফল প্রাপ্ত হয়। গোযানে গমন করিলে অধিকন্তু গোবধাদি পাপ হয়। মানব, বাণিজ্যপ্র ঙ্গে তীর্থে গমন করিলে ফলের তৃতীয়াংশ এবং কাহারও সেবা উপলক্ষে তীর্থে গমন করিলে অষ্টমাংশের ভাগী হয়। অনিচ্ছা পূর্ব্বক তীর্থগমনে অর্দ্ধফলভাগী হয়। বিধিদৃষ্টিপূর্ব্বক যথাযথরূপে তীর্থযাত্রা করিলে পাপক্ষয় হয়। ১৯—২৯। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সাধুগণের পাদবন্দন, সেবন ও পূজনানন্তর নমস্কার করিলে নিশ্চিতই শুদ্ধচিত্ত হইয়া হরিভক্তি প্রাপ্ত হইবে। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে তীর্থযাত্রাবিধি বর্ণন করি-

তুভ্যং তুষ্টো মহারাজ দাস্যতে ভক্তিমচ্যুতঃ।
যথা সংসারনির্ব্বাহঃ ক্ষণাদেব ভবিষ্যতি ॥ ৩২
তীর্থযাত্রাবিধিং শ্রুত্বা সর্ব্বপাতকনাশনম্ ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো উগ্রেভ্যঃ পুরুষর্ষভ ॥৩৩

সুমতিরুবাচ।

ইতি বাচং সমাকর্ণ্য ববন্দে চরণৌ মহান্ ।
তত্তীর্থদর্শনোৎসুক্য-বিহ্বলীকৃতমানসঃ ॥ ৩৪
আদিদেশ নিজামাত্যং মন্ত্রবিত্তমমুত্তমম্ ।
তীর্থযাত্রেচ্ছয়া সর্ব্বান্ সহ নেতুং মনো দধৎ ॥
মন্ত্রিন্ পৌরজনান্ সর্ব্বানাদিশ ত্বং মমাজ্ঞয়া।
পুরুষোত্তমপাদাব্জ-দর্শনপ্রতিহেতবে ॥ ৩৬
যে মদীয়ে পুরে লোকা যে চ মদ্বাক্যকারকাঃ
সর্ব্বে নির্যান্ত মে পুর্য্যা ময়া সহ নরোত্তমাঃ ॥৩৭
যে তু মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য স্বাস্যন্তি পুরুষা গৃহে।
তে দণ্ড্যা যমদণ্ডেন পাপিনোহধর্ম্মহেতবঃ ॥৩৮

কিং তেন সুহৃদ্বৃন্দেন বান্ধবৈঃ কিং সুহৃদ্গণৈঃ
যৈর্ন দৃষ্টোহত্র চক্ষুর্ভ্যাং পুণ্যদঃ পুরুষোত্তমঃ।
শূকরীযূথবত্তেষাং প্রসূতির্বিট্‌প্রভক্ষিকা ॥৩৯॥
যেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রা বা হরিং ন শরণং গতাঃ
যো দেবো নামমাত্রেণ সর্ব্বান্ পাবয়িতুং ক্ষমঃ।
তং নমস্কুরুত ক্ষিপ্রং মদীয়প্রকৃতিব্রজাঃ ॥৪০॥
ইতি বাক্যং মনোহারি ভগবদ্গুণগুম্ফিতম্ ।
প্রজহর্ষ মহামাত্য উত্তমঃ সত্যনামধৃৎ ॥ ৪১ ॥
হস্তিনং বরমারুহ্য পটহেন ব্যঘোষয়ৎ।
যথাদিষ্টং নৃপেণেহ তীর্থযাত্রাং সমিচ্ছতা ॥৪২
গচ্ছন্তু ত্বরিতা লোকা রাজ্ঞা সহ মহাগিরিম্ ।
দৃশ্যতাং পাপসংহারী পুরুষোত্তমনামধৃৎ ॥৪৩
ক্রিয়তাং সর্ব্বসংসার-সাগরো গোষ্পদং পুনঃ।
ভূষ্যতাং শঙ্খচক্রাদিচিহ্নৈঃ স্বস্বস্বনৈঃ ॥৪৪

লাম; তুমি এই বিধি অবলম্বন করিয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা কর। তাহা হইলে শ্রীহরি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষণকালমধ্যে তোমার সংসারবন্ধন ছিন্ন করিবেন। পুরুষগণ সর্ব্বপাপনাশন তীর্থযাত্রাবিধি শ্রবণ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কঠোর পাপসমূহ হইতে মুক্তি পাইয়া সুধার্ম্মিক হইয়া থাকেন। সুমতি কহিলেন,—রাজা ব্রাহ্মণের তৎসমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষোত্তমতীর্থ দেখিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন এবং অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন,—আমি শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম দেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শননিমিত্ত স্বগণ-সমভিব্যাহারে তত্তীর্থে যাত্রা করিব; তুমি আমার এই আজ্ঞা সাধারণ্যে প্রচার কর যে, মন্ত্রবিত্তম সচিব ভৃত্য ও পুরবাসিগণ সকলকেই আমার সহিত পুরুষোত্তমে যাইতে হইবে। যে সকল মহাপাপী আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহে অবস্থিতি করিবে, সেই সকল অধর্ম্মকারী পুরুষ যমদণ্ড দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে; অতএব সকলেই এই দণ্ডে আমার সহিত পুরুষোত্তম দর্শন উদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হউক। যে সকল ব্যক্তি পুণ্যদ পুরুষোত্তম দর্শনে চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদনে বিমুখ, তাদৃশ দুর্নীতিপরায়ণ বহুপুত্রে বা বান্ধবগণে প্রয়োজন কি? যাহাদিগের পুত্র ও পৌত্রগণ শ্রীহরির শরণাগত না হয় তাহাদিগের প্রসূতিগণ শূকরীযূথবৎ বিষ্ঠাভোজনকারিণী হইয়া থাকেন। দেব শ্রীহরি নিজনাম উচ্চারণকারী ব্যক্তির পাপরাশি তদ্দণ্ডেই দূর করত তাহাকে পবিত্র করেন; আমার প্রকৃতিপুঞ্জ সেই শ্রীহরিকে নমস্কার করুক। ৩০—৪০। সত্যনামধারী অমাত্যপ্রবর নৃপতির সেই ভগবদ্গুণগুম্ফিত মনোহর আজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মহাকায় হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক পটহধ্বনি-সহযোগে পুরুষোত্তম-গমনেচ্ছুক নৃপতির আজ্ঞা প্রচার করিলেন।—ভো ভো প্রকৃতিপুঞ্জ! তোমরা অবিলম্বে নৃপতিসমভিব্যাহারে পুণ্যধাম নীলাচলে গমন করত তত্রাধিষ্ঠিত পাপসংহারক পুরুষোত্তমদেবের দর্শনলাভ দ্বারা বিশাল সংসার-সাগরকে গোষ্পদে পরিণত করিয়া

ইত্যাদি ঘোষয়ামাস রাজাদিষ্টং যদদ্ভুতম্ ।
সচিবো রঘুনাথাঙ্ঘ্রি-ধ্যাননির্ব্বারিতশ্রমঃ ॥ ৪৫
তচ্ছ্রুত্বা তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা আনন্দরসসম্প্লুতা ।
মনো দধুঃ স্বনিস্তারে পুরুষোত্তমদর্শনাৎ ॥ ৪৬
নির্যযুর্ব্রাহ্মণাস্তত্র শিষ্যৈঃ সহ সুবেষিণঃ ।
আশিষো বরদানাঢ্যা দদতো ভূপতিং প্রতি ॥
ক্ষত্রিয়া ধন্বিনো বীরা বৈশ্যা বস্তুক্রিয়াঙ্কিতাঃ ।
শূদ্রাঃ সংসারনিস্তার-হর্ষিতস্বীয়বিগ্রহাঃ ॥ ৪৮
রজকাশ্চর্ম্মকাঃ ক্ষৌদ্রাঃ কিরাতা ভিত্তিকারকাঃ
সূচীবৃত্ত্যা চ জীবন্তস্তাম্বূলক্রয়কারকাঃ ॥ ৪৯
তালবাদ্যধরা যে চ যে চ রঙ্গোপজীবিনঃ ।
তৈলবিক্রয়িণশ্চৈব বস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা ॥ ৫০
সূতা বদন্তঃ পৌরাণাং বার্ত্তাং হর্ষসমন্বিতাঃ ।
মাগধা বন্দিনস্তত্র নির্গতা ভূমিপাজ্ঞয়া ॥ ৫১
ভিষগ্‌বৃত্ত্যা চ জীবন্তস্তথা পাশককোবিদাঃ ।
পাকস্বাদুরসাভিজ্ঞা হাস্যবাক্যানুরঞ্জকাঃ ॥ ৫২
ঐন্দ্রজালিকবিদ্যাঢ্যাস্তথা বার্ত্তাসু কোবিদাঃ ।
প্রশংসন্তো মহারাজং নির্যযুঃ পুরমধ্যতঃ ॥ ৫৩
রাজাপি তত্র নির্বিত্য প্রাতঃসন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
ব্রাহ্মণং তাপসশ্রেষ্ঠমানিনায় সুনির্ম্মলম্ ॥ ৫৪
তদাজ্ঞয়া মহারাজো নির্জ্জগাম পুরাদ্বহিঃ ।
লোকৈরনুগতো রাজা বভৌ চন্দ্র ইবোডুভিঃ
ক্রোশমাত্রং স গত্বাথ ক্ষৌরং কৃত্বা বিধানতঃ
দণ্ডং কমণ্ডলুং বিভ্রন্মৃগচর্ম্ম তথা শুভম্ ॥ ৫৬
শুভবেষেণ সংযুক্তো হরিধ্যানপরায়ণঃ ।
কামক্রোধাদিরহিতং মনো বিভ্রন্মহাযশাঃ ॥ ৫৭
তদা দুন্দুভয়ো ভের্য্য আনকাঃ পণবাস্তথা ।
শঙ্খবীণাদিকাশ্চৈবাধ্মাতাস্তদ্বাদকৈর্মুহুঃ ॥ ৫৮
জয় দেবেশ দুঃখঘ্ন পুরুষোত্তমসংজ্ঞিত ।
দর্শয়স্ব তনুং মহ্যং বদন্তো নির্যযুর্জ্জনাঃ ॥ ৫৯
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

আপন আপন অঙ্গ শঙ্খ-চক্রাদি-শোভিত চতুর্ব্বাহুযুক্ত কর। সচিবপ্রবর এই প্রকার অদ্ভুত রাজাজ্ঞা ঘোষণানন্তর রঘুনাথের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া শ্রম দূর করিলেন। প্রজাগণ রাজাজ্ঞা শ্রবণে আনন্দরস-পরিষিক্ত হইয়া পুরুষোত্তম দর্শন দ্বারা স্ব স্ব মুক্তিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। ব্রাহ্মণগণ সুন্দর তীর্থবেশ ধারণপূর্ব্বক ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে শিষ্যগণের সহিত পুরুষোত্তম উদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ধনুর্ধারী ক্ষত্রিয় বীর, কৃষিজীবী বৈশ্য ও শূদ্রগণ 'পুরুষোত্তম দর্শনে নিশ্চয়ই সংসারসাগর হইতে নিস্তার পাইব' এই আনন্দে পুলকিততনু হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। রজক, চর্ম্মকার, খনক, কিরাত, ভিত্তিকারক (স্থপতি), সূচীজীবী, তাম্বুল-ব্যবসায়ী, তালবাদ্যধর প্রভৃতি নাট্যোপজীবিগণ, তৈলবিক্রয়ী ও অন্যান্য বস্ত্র-বিক্রয়িগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইল। পুরাণবার্ত্তারত সূতগণ এবং মাগধ বন্দিগণ ভিষগ্‌বৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্যূতপণ্ডিত, পাকস্বাদু-রসাভিজ্ঞ (আহার-পটু), হাস্য-পরিহাসপটু (বিদূষক), ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাধর ও বাক্‌চতুর ব্যক্তিগণ সকলেই মহারাজের প্রশংসা করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে তদীয় আজ্ঞানুসারে পুরমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। ৪১—৫৩। রাজাও প্রাতঃসন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, তাপসশ্রেষ্ঠ শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে পুর মধ্য হইতে পুরুষোত্তম উদ্দেশে বহির্গমন করিলেন। তৎকালে তিনি সুবেশ জনগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রবেষ্টিত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। অনন্তর মহাযশা নরপতি ক্রোশমাত্র দূর গমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক ক্ষৌরস্নানকার্য্য সমাধা করিয়া দণ্ড, কমণ্ডলু ও অজিনরূপ শুভবেশ ধারণ করিলেন, এবং হরিধ্যানপরায়ণ হইয়া কামক্রোধাদিবর্জ্জিত স্থিরমনা হইলেন। তখন বাদ্যকরগণ মুহুর্মুহু দুন্দুভি, ভেরী, আনক, পণব, শঙ্খ, বীণা প্রভৃতির বাদ্য করিতে লাগিল, রাজাও স্বগণসহিত "হে দেবেশ পুরুষোত্তম! আমাকে দেখা

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সুমতিরুবাচ।

অথ প্রয়াতে ভূপালে সর্ব্বলোকসমন্বিতে।
মহাভাগ্যৈর্বৈষ্ণবৈশ্চ গায়ন্তিঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনম্‌॥১
শুশ্রাবাসৌ মহারাজ মার্গে গোবিন্দকীর্ত্তনম্‌।
জয় মাধব ভক্তানাং শরণ্য পুরুষোত্তম॥ ২
পথি তীর্থান্যনেকানি কুর্ব্বন্‌ পশ্যন্‌ মহোদয়ম্‌।
তাপসব্রাহ্মণাত্তেনাং মহিমানমথাশৃণোৎ॥ ৩
বিচিত্রবিষ্ণুবার্ত্তাভির্ব্বিনোদিতমনা নৃপঃ।
মার্গে মার্গে মহাবিষ্ণুং গাপয়ামাস গায়কৈঃ॥৪
দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ প[illegible]নাং বাসনোচিতম্‌।
দানং দদৌ মহারাজো বুদ্ধিমানবিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
অনেকতীর্থবিরজমাত্মানং ভব্যতাং গতম্‌।
কুর্ব্বন্‌ যযৌ স্বকৈর্লোকৈর্হরিধ্যানপরায়ণঃ॥ ৬
নৃপো গচ্ছন্‌ দদর্শাগ্রে নদীং পাপপ্রণাশিনীম্‌।
চক্রাঙ্কিতগ্রাবযুতাং মুনিমানসনির্ম্মলাম্‌॥ ৭
অনেকমুনিবৃন্দানাং বহুশ্রেণিবিরাজিতাম্‌।
সারসাদিপতত্রীণাং কূজিতৈরুপশোভিতাম্‌॥ ৮
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ বিপ্রাগ্র্যং তাপসং ধর্ম্মকোবিদম্‌।
অনেকতীর্থমাহাত্ম্য-বিশেষজ্ঞানজৃম্ভিতম্‌॥ ৯
স্বামিন্‌ কেয়ং নদী পুণ্যা মুনিবৃন্দনিষেবিতা।
করোতি মম চিত্তস্য প্রমোদভরনির্ভরম্‌॥ ১০
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য রাজরাজস্য ধীমতঃ।
বক্তুং প্রচক্রমে বিদ্বাংস্তীর্থমাহাত্ম্যমদ্ভুতম্‌॥১১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

গণ্ডকীয়ং নদী রাজন্‌ সুরাসুরনিষেবিতা।
পুণ্যোদকপরীবাহ-হতপাতকসঞ্চয়া॥ ১২
দর্শনান্মানসং পাপং স্পর্শনাৎ কর্ম্মজং দহেৎ।
বাচিকং স্বীয়তোয়স্য পানতঃ পাপসঞ্চয়ম্‌॥ ১৩
পুরা দৃষ্ট্বা প্রজানাথঃ প্রজাঃ সর্ব্বা বিপাপিনীঃ।

দাও" এই কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ৫৪—৫৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০

একাদশ অধ্যায়।

সুমতি কহিলেন,—সর্ব্বলোক-সমন্বিত রাজা গমনকালে পথিমধ্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনগান-কারী মহাভাগ্যবান্‌ বৈষ্ণবগণ-গীত "জয় মাধব ভক্তগণপ্রিয় পুরুষোত্তম" এই গোবিন্দ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে অনেকানেক তীর্থ দর্শন ও তৎকৃত্য সমাধা-পূর্ব্বক তাপসব্রাহ্মণ-মুখ হইতে তত্তত্তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে মনোরম বিষ্ণুবার্ত্তা শ্রবণে আনন্দিতচিত্ত রাজা সুগায়কগণ কর্ত্তৃক পথিস্থিত মহাবিষ্ণুর যশো-গান করাইয়াছিলেন। সেই মহাবুদ্ধিমান্‌ জিতেন্দ্রিয় রাজা দীন কৃপণ ও পঙ্গুদিগকে কামনোচিত দান দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। অনেকতীর্থ-দর্শনাদি দ্বারা মনকে তমোরজো বর্জ্জিত কুশলময় করিয়া শ্রীহরির ধ্যান করিতে করিতে স্বগণ সহিত গমন করিয়া-ছিলেন। ১—৬। রাজা পুরুষোত্তমপথে গমন করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী মুনিগণমানসতুল্য-নির্ম্মলজলা চক্রাঙ্কিতশিলাযুক্তা ইতস্ততঃশ্রেণীবদ্ধ-মুনিগণ-বিরাজিততটা এবং কূজনরত-সারসাদিজলচর পক্ষিগণ-পরিশোভিতা একটী নদী দর্শন করিয়া অনেক তীর্থের মাহাত্ম্যাভিজ্ঞ ধর্ম্ম-কোবিদ সেই তাপস বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—হে প্রভো! মুনিবৃন্দনিষেবিত এই পবিত্রা নদীর নাম কি? ইহাঁকে দেখিবামাত্র আমার চিত্তে প্রচুর প্রমোদ জন্মিয়াছে। ধীমান্‌ রাজরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবিজ্ঞ তাপসবিপ্র অদ্ভুত তীর্থমাহাত্ম্য কহিতে আরম্ভ করিলেন।—হে রাজন্‌! এই সুরাসুরনিষেবিতা স্রোতস্বতীর নাম গণ্ডকী, ইহার পবিত্র জলপ্রবাহ জীব-গণের পাপরাশি বিলুপ্ত করিয়া থাকে; ইহার দর্শনে মানস পাপ, স্পর্শনে কর্ম্মজ পাপ এবং পুণ্য সলিলপানে বাচিক পাপ দগ্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা

স্বগণ্ডবিপ্রষোহনেক-পাপঘ্নীং সৃষ্টবানিমাম্।১৪
এতাং নদীং যে পুণ্যোদাং স্পৃশন্তি সুতরঙ্গিণীম্।
তে গর্ভভাজো নৈব স্যুরপি পাপকৃতো নরাঃ
অস্যাং ভবা যে চাশ্মানশ্চক্রচিহ্নৈরলঙ্কৃতাঃ।
তে সাক্ষাদ্ভগবন্তো হি স্বস্বরূপধরাঃ পরাঃ।১৬
শিলাং সম্পূজয়েদ্যস্তু নিত্যং চক্রযুতাং নরঃ।
ন জাতু স জনন্যা বৈ জঠরং সমুপাবিশেৎ।১৭
পূজয়েদ্যো নরো ধীমান্ শালগ্রামশিলাং বরাম্
তেনাচারবতা ভাব্যং দম্ভলোভবিয়োগিনা।১৮
পরদারপরদ্রব্য-বিমুখেন নরেণ চ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন শালগ্রামঃ সচক্রকঃ॥ ১৯
দ্বারবত্যাং ভবং চক্রং শিলা বৈ গণ্ডকীভবা।
পুংসাং ক্ষণাদ্ধরত্যেব পাপং জন্মশতার্জ্জিতম্।
অপি পাপসহস্রাণাং কর্ত্তা তাবন্নরো ভবেৎ।

শালগ্রামশিলাপাথঃ পীত্বা পূয়েত তৎক্ষণাৎ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বেদপথি স্থিতঃ।
শালগ্রামং পূজয়িত্বা গৃহস্থো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।২২
ন জাতু বৈ স্ত্রিয়া কার্য্যং শালগ্রামস্য পূজনম্।
ভর্ত্তৃহীনাথ সুভগা স্বর্গলোকহিতৈষিণী। ২৩
মোহাৎ স্পৃষ্ট্বাথ মহিলা জন্মশীলগুণান্বিতা।
হিত্বা পুণ্যসমূহন্তু সত্বরং নরকং ব্রজেৎ।২৪
স্ত্রীপাণিমুক্তপুষ্পাণি শালগ্রামশিলোপরি।
সর্ব্বাভ্যধিকপাপানি বদন্তি ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।২৫
চন্দনং বিষপঙ্কাভং কুঙ্কুমং বজ্রসন্নিভম্।
নৈবেদ্যং কালকূটাভং ভবেদ্ভগবতঃ কৃতম্।২৬
তস্মাৎসর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স্ত্রিয়া স্পর্শঃ শিলোপরি।
কুর্ব্বতী যাতি নরকং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ২৭
অপি পাপসমাচারো ব্রহ্মহত্যাযুতোঽপি বা।
শালগ্রামশিলাতোয়ং পীত্বা যাতি পরাং গতিম্

প্রজাগণকে ঘোরপাতকী দেখিয়া তাহাদিগের নিস্তারের নিমিত্ত স্বীয় গণ্ডদেশ হইতে এই বহুপাপঘ্নী নদীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি এই পুণ্যদায়িনী ললিতলহরী-মালাশোভিতা নদী স্পর্শ করে, তাহারা অতীব পাপকারী হইলেও পুনর্ব্বার কখনই মাতৃগর্ভগত হইবে না। হে মহারাজ! এই গণ্ডকীহ্রদে যে সকল চক্র-চিহ্নিত বর্ত্তুল শিলা জন্মে, তৎসমুদয় সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। যে প্রতিদিন চক্রচিহ্নিত শিলার পূজা করিবে, সে কদাচ পুনর্ব্বার জননী-জঠরগত হইবে না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরম পবিত্র শালগ্রামশিলার পূজা করিবেন, তাঁহার দম্ভলোভবিরহিত ও নিষ্ঠাবান্ হওয়া উচিত। পরদার ও পরদ্রব্যে বিমুখ হইয়া যত্নাতিশয়ে সচক্র শালগ্রাম শিলার পূজা কর্ত্তব্য। দ্বারবতীজাত চক্র ও গণ্ডকী-জাত শিলা, পুরুষগণের শত জন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষণকাল মধ্যে হরণ করেন। ৭—২০। সহস্র পাপকারী হইলেও বেদমার্গাশ্রয়ী

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি মানব-গণ শালগ্রামশিলার স্নানোদক পান মাত্রই সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। শালগ্রামশিলার পূজা দ্বারা গৃহস্থগণ মোক্ষলাভ করিতে পারেন। পর-লোকশুভাভিলাষিণী স্বামিসৌভাগ্য-শালিনী বা ভর্ত্তৃহীনা নারী কখনই শালগ্রামশিলার পূজা করিবেন না। সৎকুলজাতা সর্ব্ব-সদ্গুণসম্পন্না নারী মোহবশতঃ শালগ্রাম স্পর্শ করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্যরাশি হারাইয়া সত্বর নরকগামিনী হইবেন। হে মহা-রাজ! ব্রাহ্মণোত্তমগণ কহিয়া থাকেন, শালগ্রাম শিলার উপর নারীহস্তমুক্ত পুষ্পই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পাপজনক স্ত্রীহস্ত-ক্ষিপ্ত চন্দন বিষপঙ্কবৎ, কুঙ্কুম বজ্রসদৃশ ও নৈবেদ্য কালকূটবৎ কথিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য স্ত্রীগণের শালগ্রাম স্পর্শ সর্ব্বথা অবিহিত। নিষেধবিধি অতিক্রম করিয়া কোন নারী শালগ্রাম স্পর্শাদি করিলে নিশ্চয়ই চতুর্দ্দশ-ইন্দ্রাধিকার ব্যাপককালে নরকে বাস করিবে। অধিক কি বলিব, সদা পাপাচারী ও ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও

তুলসী চন্দনং বারি শঙ্খো ঘণ্টাথ চক্রকম্।
শিলা তাম্রস্য পাত্রন্তু বিষ্ণোর্নাম পদামৃতম্॥২৯
পদামৃতন্তু নবভিঃ পাপরাশিপ্রদাহকম্।
বদন্তি মুনয়ঃ শান্তাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ॥৩০
সর্ব্বতীর্থপরিস্নানাৎ সর্ব্বক্রতুসমর্চ্চনাৎ।
পুণ্যং ভবতি যদ্রাজন্ বিন্দৌ বিন্দৌ তদম্ভুতম্
শালগ্রামশিলা যত্র পূজ্যতে পুরুষোত্তমৈঃ।
তত্র যোজনমাত্রন্তু তীর্থকোটিসমন্বিতম্॥৩২
শালগ্রামাঃ সমাঃ পূজ্যাঃ সমেষু দ্বিতয়ং ন হি
বিষমা এব পূজ্যন্তে বিষমেষু ত্রয়ং ন হি॥৩৩
দ্বারাবতীভবং চক্রং তথা বৈ গণ্ডকীভবম্।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র তত্র গঙ্গা সমুদ্রগা॥৩৪
রুক্ষাঃ কুর্ব্বন্তি পুরুষানায়ুঃশ্রীকীর্ত্তিবর্জ্জিতান্।
তস্মাৎ স্নিগ্ধা মনোহারি রূপিণো দদতি শ্রিয়ম্
অয়ুষ্কামো নরো যস্তু ধনকামোহপি যঃ পুমান্
পূজয়ন্ সর্ব্বমাপ্নোতি পারলৌকিকমৈহিকম্॥৩৬
প্রাণান্তকালে পুংসস্তু ভবেদ্ভাগ্যবতো নৃপ।
বাচি নাম হরেঃ পুণ্যং শিলা হৃদি তদন্তিকে॥
গচ্ছৎসু প্রাণমার্গেষু যস্য বিভ্রান্ততোহপি চেৎ
শালগ্রামশিলাস্ফূর্ত্তিস্তস্য মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥ ৮
পুরা ভগবতা প্রোক্তমম্বরীষায় ধীমতে।
ব্রাহ্মণা স্ন্যাসিনঃ স্নিগ্ধাঃ শালগ্রামশিলাস্তথা॥৩৯
স্বরূপত্রিতয়ং মহ্যমেতদ্ধি ক্ষিতিমণ্ডলে।
পাপিনাং পাপনির্নাশং কর্ত্তুং ধৃতমুদকতা॥ ৪০
নিন্দন্তি পাপিনো যে বা শালগ্রামশিলাং সকৃৎ
কুম্ভীপাকে প্রপাচ্যন্তে যাবদাহূতসম্প্লবম্॥৪১
পূজাং সমুদ্যতং কর্ত্তুং যো বারয়তি মূঢ়ধীঃ।
তস্য মাতা পিতা বন্ধু বর্গা নরকভাগিণঃ॥৪২
যো বৈ কথয়তি প্রেষ্ঠং শালগ্রামার্চ্চনং কুরু।
স কৃতার্থো নয়ত্যাশু বৈকুণ্ঠং স্বীয়পূর্ব্বজান্॥৪৩

শালগ্রামশিলার স্নানবারি পান করিলে পরম গতি লাভ করে। সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-ভিজ্ঞ শমগুণসম্পন্ন মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, তুলসীপত্র, চন্দন, বারি, শঙ্খ, ঘণ্টা, চক্রক, শিলা, তাম্রপাত্র, বিষ্ণুর নাম ও চরণামৃত এই নয়টি দ্রব্য নরগণের সর্ব্বপাপ-প্রদাহক হইয়া থাকে। হে রাজন্! সর্ব্ব-তীর্থপরিসেবণ ও সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে পুণ্য জন্মে, বিষ্ণুর চরণামৃতের প্রতিবিন্দুতে তদপেক্ষা অধিকতর পুণ্য বর্ত্তমান আছে। ২১—৩১। যে স্থানে বিষ্ণুভক্ত মহাপুরুষগণ শালগ্রাম শিলার পূজা করেন, তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী যোজনপরিমিত স্থান কোটি-তীর্থ-সমন্বিত হয়। সমসংখ্যায় দুই ও বিষমসংখ্যায় তিন ব্যতিরেকে তাবৎ সম ও বিষমসংখ্যক শালগ্রামের পূজা করা যাইতে পারে। যে যে স্থানে দ্বারাবতী-জাত চক্র এবং গণ্ডকীজাত শিলা একত্র সমাবিষ্ট হন, সেই স্থানই গঙ্গাসাগর-সঙ্গম বলিয়া বুঝিতে হইবে। রুক্ষগাত্র শিলা পূজিত হইলে পুরুষগণ আয়ুঃ শ্রী ও কীর্ত্তি বর্জ্জিত হইয়া থাকেন। যে শালগ্রাম শিলার গাত্র মসৃণ ও মনোহর, তাহার পূজা করিলে কামনা-পরায়ণ ব্যক্তি শ্রী, আয়ু, ধন এবং ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব-প্রকার কুশল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! অতি ভাগ্যবান্ পুরুষেরাই প্রাণান্তকালে বাক্যে হরিনাম ও হৃদয়ে কিংবা সমীপে শালগ্রামশিলার স্থাপন করিয়া থাকে। যাহার মৃত্যুকালে হৃদয়পথে শাল-গ্রামশিলার প্রকাশ হয়, সে নিশ্চয়ই মুক্তি-লাভ করে। পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ ধীমান্ অম্বরীষকে কহিয়াছিলেন যে, আমি পৃথিবীমণ্ডলে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও স্নিগ্ধ শাল-গ্রামশিলা এই তিন প্রকার রূপ ধারণ করিয়া পাপিগণের পাপনাশ করত বিচরণ করিয়া থাকি। যে সকল পাপী একবার মাত্র শালগ্রামের নিন্দা করে, তাহারা মহা-প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোর কুম্ভীপাক নামক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। যে মূঢ়বুদ্ধি নর শালগ্রাম পূজনোদ্যত ব্যক্তিকে নিবারণ করে, তাহার পিতা-মাতা ও বন্ধুবর্গ নরকভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতি প্রিয় পুত্রাদিকে শালগ্রাম-পূজনে অনুর

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মুনয়ো বীতরাগাশ্চ কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ ॥৪৪
পুরা কীকটসংজ্ঞে বৈ দেশে ধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
আসীৎ পুক্কসজাতীয়ো নরঃ শবরসংজ্ঞিতঃ ॥৪৫
নিত্যং জন্তুবধোদ্যুক্তঃ শরাসনধরো মুহুঃ।
তীর্থং প্রতি যিযাসূনাং বলাদ্ধরতি জীবিতম্॥
অনেকপ্রাণিহত্যাকৃৎ পরস্বনিরতঃ সদা।
সদা রাগাদিসংযুক্তঃ কামক্রোধাদিসংযুতঃ ॥৪৭
বিচরত্যনিশং ভীমে বনে প্রাণিবধঙ্করঃ।
বিষসংসক্তবাণাগ্রারূঢ়চাপগুণোদ্ধুরঃ ॥ ৪৮
স কদা পর্য্যটন্ ব্যাধঃ প্রাণিমাত্রভয়ঙ্করঃ।
কালং প্রাপ্তং ন জানাতি সমীপে মুগ্ধমানসঃ ॥
যমদূতাস্তু সম্প্রাপ্তা পাশমুদ্গারপাণয়ঃ।
তাম্রকেশা দীর্ঘনখা লম্বদংষ্ট্রা ভয়ানকাঃ ॥ ৫০
শ্যামা লোহস্য নিগড়ান্ বিভ্রতো মোহকারকাঃ
বধ্নন্তু পাপিনং হ্যেনং প্রাণিমাত্রভয়ঙ্করম্ ॥ ৫১

এতস্য জিহ্বাং বৃহতীমহং নিষ্কাসয়াম্যতঃ।
একো বদতি চৈতস্য চক্ষুরুৎপাটয়াম্যহম্ ॥ ৫২
একো বদতি চৈতস্য করৌ কৃন্তামি পাপিনঃ।
অন্যো বদত্যহং কর্ণৌ কর্ত্তয়ামি দুরাত্মনঃ ॥৫৩
কদাচিন্মনসা নায়ং প্রাণিমাত্রোপকারকঃ।
পরদারপরদ্রব্য-পরদ্রোহপরায়ণঃ ॥ ৫৪
এবং বদন্তঃ সুভৃশং দন্তৈর্দন্তানিপীড়কাঃ।
আগত্য তং দুরাত্মান সায়ুধাস্তস্থুরুন্মদাঃ ॥৫৫
একো দূতস্তদা সর্প-রূপং ধৃত্বাদশৎ পদে।
স দষ্টমাত্রঃ সহসা গতাসুঃ পর্য্যজায়ত ॥ ৫৬
তদা তং লোহপাশেন বদ্ধা শমনকিঙ্করাঃ।
কশাভিস্তাড়য়ামাসুর্মুদ্গারৈঃ প্রাহরংস্তথা ॥ ৫৭
অহো দুষ্ট দুরাত্মংস্ত্বং কদাচিন্নাচরঃ শুভম্।
মনসাপি যতস্ত্বাং বৈ ক্ষেপ্স্যামো রৌরবেষু চ
ত্বন্মাংসং বায়সা রৌদ্রা ভক্ষয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুধা।

করেন, সেই কৃতার্থপুরুষ অতি সত্বর স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে বৈকুণ্ঠধামে আনয়ন করেন। ৩২—৪৩। এই বিষয়ে কাম ক্রোধ-বিবর্জ্জিত সংসারানাসক্ত মুনিগণ এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মবর্জ্জিত কীকটদেশে (বেহার প্রদেশে) পুক্কস-জাতীয় শবরনামধেয় একব্যক্তি বাস করিত; সে সদা ধনুর্বাণ ধারণপূর্ব্বক প্রাণিবধোদ্যত থাকিত, এবং তীর্থযাত্রিগণের জীবন বলপূর্ব্বক সংহার করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, ধনাদিতে অনুরাগ বশতঃ সে, সদা কাম-ক্রোধাদিসংযুক্ত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর বনময় প্রদেশে প্রাণিত্যারত থাকিত; তাহার শরা-সনস্থিত বাণাগ্রভাগ তীক্ষ্ণবিষসংযুক্ত থাকিত, সেই প্রাণিগণ-ভয়ঙ্কর ব্যাধ এইরূপে প্রাণি বধ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে কোন্ সময়ে কাল প্রাপ্ত হইবে, মোহ বশতঃ তাহা জানিতে পারিল না। এক দিন তাম্রকেশ দীর্ঘ নখ লম্বদংষ্ট্র কৃষ্ণবর্ণ মোহকারী অতিভয়ানক যমদূতগণ পাশ মুদ্গার ও লৌহনিগড় হস্তে তাহার সমীপস্থ হইয়া কেহ বলিতে লাগিল, —এই প্রাণিগণ-ভয়ঙ্কর পাপিষ্ঠকে বন্ধন কর, আমি ইহার বৃহতী রসনা টানিয়া বাহির করিব; কেহ কহিতে লাগিল, আমি উহার চক্ষুরুৎপাটন করিব। কেহ বলিতে লাগিল; আমি উহার হস্তদ্বয় ছিন্ন করিব। কেহ কহিতে লাগিল, আমি এই দুরাত্মার কর্ণদ্বয় কর্ত্তন করিব, এই নরাধম কখন কোন জীবের হিতচিন্তাও করে নাই; কেবল সদা পরদার, পরদ্রব্য ও পরদ্রোহে রত হইয়া কালক্ষেপ করিতেছে, এই প্রকার বলিতে বলিতে এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ দ্বারা বিষম শব্দ করিতে করিতে সশস্ত্র হইয়া উন্মত্তভাবে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। অন-ন্তর তাহাদিগের মধ্যে একজন সর্পরূপ ধারণ করিয়া তাহার পদে দংশন করিলে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। তখন যম-দূতেরা তাহাকে লৌহপাশে বদ্ধ করিয়া ঘন ঘন কশাঘাত ও মুদ্গারপ্রহার করিতে লাগিল, এবং কহিতে লাগিল, রে দুরাত্মন্! তুই কখনই মনে মনেও কাহারও শুভচিন্তা করিস্ নাই; অতএব আমরা তোকে ঘোর নরকে নিক্ষেপ করিব।৪৪—৫৮। তুই আমরণ-

আজন্মতস্ত্ব ভবতা ন কৃতং হরিসেবনম্ । ৫৯
ত্বয়া পুত্রকলত্রাদ্যা দ্রোহং কৃত্বা সুপোষিতাঃ ।
ন কদাচিৎ স্মৃতো দেবঃ পাপহারী জনার্দ্দনঃ।
তস্মাত্বাং লোহশঙ্কৌ বা কুম্ভীপাকেঽতিরৌরবে
ধর্ম্মরাজাজ্ঞয়া সর্ব্বে নেষ্যামো বহুতাড়নৈঃ ।৬১
এবমুক্ত্বা যদা নেতুং সমৈচ্ছন্ যমকিঙ্করাঃ।
তাবৎ প্রাপ্তো মহাবিষ্ণু-চরণাব্জপরায়ণঃ । ৬২
যমদূতাস্তদা দৃষ্টা বৈষ্ণবেন মহাত্মনা।
পাশমুদ্গরদণ্ডাদি দুষ্টায়ুধধরা গণাঃ । ৬৩
পুক্কসং লোহনিগড়ৈর্বদ্ধা গন্তুং সমুদ্যতাঃ।
বধ্ন বধ্ন গ্রস ছিন্ধি ভিন্ধি ভিন্ধীতি বাদিনঃ।
তদা কৃপালুস্তং প্রেক্ষ্য পদ্মনাভপরায়ণঃ।
অত্যন্তকৃপয়া যুক্তং চেতস্তত্র তদাকরোৎ ।৬৫
অসৌ মহাদুষ্ট পীড়াং মা যাতু মম সন্নিধৌ ।
মোচয়াম্যহমদ্যৈব যমদূতেভ্য এব চ । ৬৬
ইতি কৃত্বা মতিং তস্মৈ কৃপাযুক্তো মুনীশ্বরঃ।

শালগ্রামশিলাং হস্তে গৃহীত্বাস্য গতোঽন্তিকে।
তস্য পাদোদকং পুণ্যং তুলসীদলমিশ্রিতম্ ।
মুখে বিনিক্ষিপন্ কর্ণে রামনাম জজাপ হ ।৬৮
তুলসীং মস্তকে তস্য ধারয়ামাস বৈষ্ণবঃ।
শিলাং হৃদি মহাবিষ্ণোর্ধৃত্বা প্রাহ স বৈষ্ণবঃ।
গচ্ছন্তু যমদূতা বৈ যাতনানু পরায়ণাঃ।
শালগ্রামশিলাস্পর্শো দহতাং পাতকং মহৎ ।
ইত্যুক্তবতি তস্মিন্ বৈ গণা বিষ্ণোর্মহাভুজাঃ
আযযুস্তস্য সবিধে শিলাস্পর্শহতাংহসঃ । ৭১
পীতবস্ত্রাঃ শঙ্খচক্র-গদাপদ্মবিরাজিতাঃ।
আগত্য মোচয়ামাসুর্লোহপাশাদ্দুরাসদাৎ ।৭২
মোচয়িত্বা মহাপাপকারকং পুক্কসং নরম্।
ঊচুঃ কিমর্থং বদ্ধোঽয়ং বৈষ্ণবঃ পূজ্যদেহভৃৎ।
কস্যাজ্ঞাকারকা যূয়ং যদধর্ম্মপ্রকারকাঃ।

কালের মধ্যে কখন শ্রীহরির সেবন করিস্ নাই,তজ্জন্য ক্রুদ্ধ কাকব্যূহ তোর দেহ হইতে মাংস তুলিয়া ভক্ষণ করিবে। তুই প্রাণিপীড়া দ্বারা পুত্র কলত্রাদির পোষণ করিয়াছিস্,কখন সর্ব্বপাপহারী ভগবান্ জনার্দ্দনের স্মরণ করিস্ নাই; তজ্জন্য আমরা ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে দারুণ প্রহার করিতে করিতে তোরে লোহশঙ্কু বা কুম্ভীপাক নরকে লইয়া যাইব। যমদূতগণ এই প্রকার কহিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমনকালে মহাবিষ্ণুভক্ত এক বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, 'বন্ধন কর' বন্ধন কর,' 'গ্রাস কর গ্রাস কর', 'ছেদ কর ছেদ কর', 'ভেদ কর ভেদ কর' ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া পাশ-মুদ্গর-দণ্ডাদি-দুষ্টায়ুধধর কালকিঙ্করগণ শবরকে লৌহ-নিগড়বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তাহা দেখিয়া সেই মহাত্মা বিষ্ণুভক্তের মনে দয়ার উদয় হইল এবং 'ঐ পাপিষ্ঠ আমার সমক্ষে পীড়া না পাউক, অদ্যই উহাকে যমদূতগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিব' এইরূপ মনে করিয়া সেই কৃপালু মুনীশ্বর শালগ্রামশিলাহস্তে তাহার সমীপস্থ হইয়া তুলসীদলমিশ্রিত পরম পবিত্র শালগ্রামপাদোদক তাহার মুখে অর্পণ করত কর্ণে রামনাম জপ করিলেন। ৫৯—৬৮। তাহার মস্তকে তুলসীপত্র ও হৃদয়ে শালগ্রামশিল স্থাপন করিয়া কহিলেন,—যাতনাদায়ক যমদূতগণ দূরে গমন করুক ও শালগ্রামশিলাস্পর্শ দ্বারা উহার পাপরাশি ভস্মীভূত হউক। সেই বৈষ্ণবমুখ হইতে উক্ত বাক্য উচ্চারিত হইবা মাত্র অদ্ভুত পীতবাস শঙ্খ-চক্রগদাপদ্ম-শোভিত বিষ্ণুচরগণ শালগ্রাম-শিলাস্পর্শে পবিত্র শবরসন্নিধানে উপনীত হইয়া মহা-পাপকারী পুক্কস নরকে সুদুর্মোচ্য লৌহপাশ-বন্ধন হইতে মোচন করত কহিলেন,—এই পূজ্যদেহধারী বৈষ্ণব কি নিমিত্ত পাশ-বদ্ধ হইল? ওরে অধর্ম্মচারিদূতগণ! তোমরাই বা কাহার আজ্ঞাবাহক? এই বাক্য শ্রবণানন্তর যমকিঙ্করগণ কহিল,—আমরা ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে, এই প্রাণি-হত্যারূপ মহাপাপকারী, তীর্থযাত্রীদিগের সর্ব্বস্বলুণ্ঠনকারী দুষ্টশরীরধারী, সদা পরদার

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য জগদুর্যমকিঙ্করাঃ। ৭৪
ধর্ম্মরাজাজ্ঞয়া প্রাপ্তা নেতুং পাপিনমুদ্যতাঃ।
প্রাণিহত্যামহাপাপ-কারী দুষ্টশরীরভৃৎ। ৭৫
বহুশস্তীর্থযাত্রায়াং গচ্ছতোঽসৌ ব্যলুণ্ঠয়ৎ।
পরদাররতো নিত্যং সর্ব্বপাপাধিকারকঃ। ৭৬
তস্মান্নেতুং বয়ং প্রাপ্তাঃ পাপিনং পুক্কসং নরম্
ভবদ্ভির্ম্মোচিতঃ কস্মাদকস্মাদাগতৈরিহ। ৭৭
বিষ্ণুদূতা উচুঃ।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং প্রাণিকোটিবধোদ্ভবম্।
শালগ্রামশিলাস্পর্শঃ সর্ব্বং দহতি তৎক্ষণাৎ।
রামেতি নাম যচ্ছ্রোত্রে বিশ্রম্ভাদাগতং যদি।
করোতি পাপসন্দাহং তুলং বহ্নিকণো যথা। ৭৯
তুলসী মস্তকে যস্য শিলা হৃদি মনোহরা।
মুখে কর্ণেঽথবা রাম নাম মুক্তস্তদৈব সঃ। ৮০
তস্মাদনেন তুলসী মস্তকে বিধৃতা পুরা।
শ্রাবিতং রামনামাশু শিলা হৃদি সুধারিতা। ৮১
তস্মাৎ পাপসমূহোঽস্য দগ্ধঃ পুণ্যকলেবরঃ।
যাস্যত্তে পরমং স্থানং পাপিনাং যৎসুদুর্লভম্।
বর্ষাযুতং তত্র ভুক্ত্বা ভোগান সর্ব্বমনোহরান।
কাশ্যাং জন্ম সমাসাদ্যারাধ্য তত্র জগদ্গুরুম্।
প্রাপ্স্যতে পরমং স্থানং সুরাসুরসুদুর্লভম্।
ন জ্ঞাতো মহিমা সম্যক্ শিলায়াঃ পরমেষ্ঠিনা।
দৃষ্টা স্পৃষ্টার্চ্চিতা বাপি সর্ব্বপাপহরা ক্ষণাৎ।
ইত্যুক্ত্বা বিরতাঃ সর্ব্বে মহাবিষ্ণোর্গণা মুদা। ৮৫
যাম্যাস্তে কিঙ্করা রাজ্ঞে কথয়ামাসুরদ্ভুতম্।
বৈষ্ণবো হর্ষমাপেদে রঘুনাথপরায়ণঃ। ৮৬
মুক্তোঽসৌ যমপাশাচ্চ গমিষ্যতি পরং পদম্
তদাজগাম বিমলং কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতম্। ৮৭
বিমানং দেবলোকাত্তু মনোহারি মহাদ্ভুতম্।
তত্রারুহ্য গতঃ স্বর্গং মহাপুণ্যনিষেবিতম্। ৮৮
ভোগান্ ভুক্ত্বা সুবিপুলানাজগাম মহীতলম্।
কাশ্যাং জন্ম সমাসাদ্য শুচিবাড়বসৎকুলে। ৮৯

ও সর্ব্বপাপ-নিরত পুক্কস নরকে লইতে আসিয়াছি। আপনারাই বা কে? কোথা হইতে এই স্থানে আগমন করিলেন এবং কি নিমিত্তই বা এই পাপিষ্ঠকে মুক্ত করিলেন? বিষ্ণুদূতগণ কহিলেন,—ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ও কোটীপ্রাণিবধোদ্ভব পাপ, শালগ্রামশিলা স্পর্শ মাত্রই ভস্মীভূত হয়। 'রাম' এই নাম একবারমাত্র কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইলে বহ্নিযোগে তুলারাশির ন্যায় সর্ব্ব পাপ দগ্ধ হয়। যাহার মস্তকে তুলসী, হৃদয়ে মনোহর শিলা এবং বদনে ও কর্ণে মধুর রামনাম স্ফুরণ ও শ্রবণ ঘটে, সে নিশ্চয়ই তদ্দণ্ডে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৬৯—৮০। এই পুক্কস, প্রথমে মস্তকে তুলসী ধারণ করিয়াছে, উহার কর্ণে রামনাম জপিত হইয়াছে, পরে হৃদয়ে শালগ্রামশিলা ধারণ করায় দগ্ধপাপ হইয়া পুণ্য কলেবর হইয়াছে, অতএব এই ব্যক্তি পাপিগণের সুদুর্লভ পরম স্থানে গমন করিবে। তথায় দশসহস্রবর্ষ নানাবিধ মনোহর ভোগ্য বস্তুর ভোগানন্তর কাশীধামে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক তথায় দেবদেব জগদ্গুরুর আরাধনা করিয়া সুরাসুরগণের সুদুর্লভ পরম স্থান বৈকুণ্ঠধামলাভের অধিকারী হইবে। শালগ্রামশিলার মাহাত্ম্য আমরা কি কহিব? পমেষ্ঠী সম্যক্ জ্ঞাত নহেন। শালগ্রাম-শিলা দৃষ্ট, স্পৃষ্ট ও অর্চ্চিত হইলে ক্ষণকালমধ্যে পাপ হরণ করেন। মহাবিষ্ণুর দূতগণ, উক্ত প্রকার কথনানন্তর আনন্দিত-মনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যম-কিঙ্করগণ যমালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম-রাজের নিকটে এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিল। সেই রঘুনাথপরায়ণ বৈষ্ণবও পুক্কসের অবস্থা দেখিয়াওপুক্কস যম-পাশমুক্ত হইয়া পরম পদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হই-বেক। পরমানন্দিত হইলেন, অনন্তর দেব-লোক হইতে কিঙ্কিণীজালবিজড়িত মহাদ্ভুত অতি মনোহর বিমল বিমান আগত হইলে শবর তাহাতে আরোহণ করিয়া মহাপুণ্য-নিষেবিত স্বর্গধামে গমন করিল; তথায় বিপুল ভোগ্য বস্তুর ভোগানন্তর কাশীধামে পবিত্র ব্রাহ্মণ-সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া

আরাধ্য জগতামীশং গতবান্ পরমং পদম্ ।
স পাপী সাধুসঙ্গত্যা শালগ্রামশিলাং স্পৃশন্ ।
মহাপীড়াবিনির্ম্মুক্তো গতবান্ পরমং পদম্ ।
ময়া তেঽভিহিতং রাজন্ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্
শ্রুত্বা বিমুচ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ।

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

জগৎপতির আরাধনা দ্বারা অন্তে পরমপদ লাভ করিল। হে মহারাজ! সেই মহাপাপী পুক্কস সাধুসঙ্গতি দ্বারা শালগ্রামশিলাস্পর্শ করিয়া মহাপাপব্যাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিল। আমি তোমার নিকট যে শালগ্রামশিলার্চ্চন-বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে নর ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ৮১--৯১।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

সুমতিরুবাচ ।

এতন্মাহাত্ম্যমতুলং গণ্ডক্যাঃ কর্ণগোচরম্ ।
কৃত্বা কৃতার্থমাত্মানমমংস্ত নৃপোত্তমঃ ॥ ১
স্নাত্বা তীর্থে পিতৄন্ সর্ব্বান্ সন্তর্প্য জহৃষে মহান্ ।
শালগ্রামশিলাপূজাং কুর্ব্বন্ বাড়ববাক্যতঃ ॥ ২
চতুর্ব্বিংশচ্ছিলাস্তত্র গৃহীত্বা স নৃপোত্তমঃ ।
পূজয়ামাস চ প্রেম্ণা চন্দনাদ্যুপচারকৈঃ ॥ ৩
তত্র দানানি দত্ত্বা চ দীনান্ধেভ্যো বিশেষতঃ ।
গন্তুং প্রচক্রমে রাজা পুরুষোত্তমমন্দিরম্ ॥ ৪
এবং ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্ ।
কৃত্বাক্ষিগোচরং তঞ্চ ব্রাহ্মণং পৃষ্টবান্ মুদা ॥ ৫
স্বামিন্ বদ কিয়দ্দূরে নীলাখ্যঃ পর্ব্বতো মহান্
পুরুষোত্তমসংবাসঃ সুরাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ৬
তদা শ্রুত্বা মহদ্বাক্যং রত্নগ্রীবস্য ভূপতেঃ ।
উবাচ বিস্ময়াবিষ্টো রাজানং প্রতি সাদরম্ ॥ ৭
রাজন্নেতৎ স্থলং নীল-পর্ব্বতস্য নমস্কৃতম্ ।
কিমর্থং দৃশ্যতে নৈব মহাপুণ্যফলপ্রদম্ ॥ ৮
পুনঃপুনরুবাচেদং স্থলং নীলস্য ভূভৃতঃ ।
কথং ন দৃশ্যতে রাজন্ পুরুষোত্তমবাসভৃৎ ॥ ৯
অত্র স্নাতং ময়া সম্যগত্র ভিল্লাক্ষিগোচরাঃ ।
অনেনৈব পথা রাজন্নারূঢ়ঃ পর্ব্বতোপরি ॥ ১০

দ্বাদশ অধ্যায়।

সুমতি কহিলেন,—রাজা এই অতুল গণ্ডকীমাহাত্ম্য কর্ণগোচর করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অনন্তর গণ্ডকীতীর্থে স্নান ও তজ্জল দ্বারা পিতৃগণের সন্তর্পণ করিয়া ও তাপস ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে শালগ্রামশিলারপূজা করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। সেই স্থান হইতে চতুর্ব্বিংশতি শিলা সংগ্রহ করিয়া প্রেমভরে চন্দনাদি উপচার দ্বারা পূজা করিলেন এবং তত্রত্য দীন ও অন্ধদিগকে প্রচুর ধনাদি দান করিয়া পুরুষোত্তমমন্দির উদ্দেশে গমন করিতে করিতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থান প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত মনে তাপস ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! পুরুষোত্তমদেবের বাসভূত সুরাসুর-নমস্কৃত সেই নীলাখ্য মহাপর্ব্বত এ স্থান হইতে কত দূরে অবস্থিত? ব্রাহ্মণ, ভূপতি রত্নগ্রীবের এই মহদ্বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সাদরে কহিলেন,—হে মহারাজ! এই মহাপুণ্য-ফলপ্রদ সর্ব্বজন-নমস্কৃত স্থান নীল পর্ব্বতের অন্তর্গত, তুমি কি জন্য তাহা দেখিতে পাইতেছ না? ব্রাহ্মণ পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! তুমি পুরুষোত্তম দেবের আবাসভূত নীল-পর্ব্বতান্তর্গত স্থান কি জন্য দেখিতেছ না? হে মহারাজ! আমি এই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়াছিলাম, এই স্থানেই চতুর্ভুজ ভিল্লগণকে দর্শন করিয়াছিলাম এবং এই

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য বিব্যথে মানসে নৃপঃ।
নীলভূধরদর্শায় কুর্ব্বন্নুৎকণ্ঠিতং মনঃ ॥ ১১
উবাচ চ কথং বিপ্র দৃশ্যেত পুরুষোত্তমঃ।
কথং বা দৃশ্যতে নীলস্তমুপায়ং বদস্ব নঃ ॥ ১২
তদা বাক্যং সমাকর্ণ্য রত্নগ্রীবস্য ভূপতেঃ।
তাপসব্রাহ্মণো বাক্যমুবাচ নৃপ বিস্মিতঃ ॥ ১৩
গঙ্গাসাগরসংযোগে স্নাত্বাস্মাভির্ম্মহীপতে।
স্থাতব্যং তাবদেবাত্র যাবন্নীলো ন দৃশ্যতে ॥১
গীয়তে পাপহা দেবঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞিতঃ।
করিষ্যতে কৃপামাশু ভক্তবৎসলনামধৃৎ ॥ ১৫
ত্যজত্যসৌ ন বা ভক্তান্ দেবদেবশিরোমণিঃ
অনেকে রক্ষিতা ভক্তাস্তদ্গায়স্ব মহামতে ॥১৬
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রাজা ব্যথিতচেতসা।
স্নাত্বা গঙ্গাব্ধিসংযোগে ততোঽনশনমাদধাৎ ॥
করিষ্যতি কৃপাং যর্হি দর্শনে পুরুষোত্তমঃ।
পূজাং কৃত্বাশনং কুর্য্যামন্যথানশনং ব্রতম্ ॥১৮
ইতি কৃত্বা স নিয়মং গঙ্গাসাগরয়োর্ধসি।
গায়ন্ হরিগুণগ্রামমুপবাসমথাচরৎ ॥ ১৯

রাজোবাচ।

জয় দীন দয়াকর প্রভো
জয় দুঃখাপহ মঙ্গলাহ্বয়।
জয় ভক্তজনার্ত্তিনাশক
কৃতবর্ম্মন্ জয় দুষ্টঘাতকঃ ॥ ২০
অম্বরীষমথ বীক্ষ্য দুঃখিতং
বিপ্রশাপহতসর্ব্বমঙ্গলম্।
ধারয়ন্ নিজকরে সুদর্শনং
ত্বং ররক্ষ জঠরাধিবাসতঃ ॥ ২১
দৈত্যরাজপিতৃকারিতব্যথঃ
শূলপাশজলবহ্নিপাতনৈঃ।
শ্রীনৃসিংহতনুধারিণা ত্বয়া
রক্ষিতঃ সপদি পশ্যতঃ পিতুঃ। ২২
গ্রাহবক্ত্রপতিতাঙ্ঘ্রিমুদ্ভটং
বারণেন্দ্রমতিদুঃখপীড়িতম্।
বীক্ষ্য সাধু করুণার্দ্রমানস-
স্ত্বং গরুত্মতি কৃতারুহক্রিয়ঃ ॥ ২৩

পথদ্বারাই নীলপর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলাম। ১—১০। রাজা ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে মনে ব্যথা পাইলেন এবং মনকে নীলাচল-দর্শনে উৎকণ্ঠিত করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্র! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে পুরুষোত্তম দেব ও নীলাচল দর্শনের উপায় বলুন। নৃপতির বাক্য শ্রবণানন্তর ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—হে মহারাজ! যাবৎ নীলাচল দর্শন না হয়, তাবৎ এই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান ও এই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া সেই পাপহারী পুরুষোত্তমদেবের নাম গান করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই ভক্তবৎসলনামধারী ভগবান্ শীঘ্র দয়া করিবেন। তিনি ভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা করেন না। তিনি ভক্তগণের রক্ষাকর্ত্তা। অতএব হে মহারাজ! ভক্তিভরে তাঁহার নাম গান কর।১১—১৬। রাজা ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে ব্যথিতচিত্ত হইয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া অনশন-ব্রত অবলম্বন করিলেন। 'যদি ভগবান্ দর্শনবিষয়ে কৃপা করেন, তবে পূজা করিয়া আহার করিব; নচেৎ এই অনশন-ব্রতদ্বারাই জীবন ত্যাগ করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাজা হরির গুণগ্রাম কীর্ত্তনরত হইয়া উপবাসব্রতারম্ভ করিলেন। রাজা কহিলেন,—জয় দীনদয়াকর প্রভো, জয় দুঃখাপহ মঙ্গলাখ্য, জয় ভক্তজনার্ত্তিনাশক গতিদায়ক, জয় দুষ্টঘাতক, ভগবন্! তুমি ব্রহ্মশাপ দ্বারা হত-কুশল স্বভক্ত অম্বরীষকে দুঃখিত দেখিয়া সুদর্শন ধারণ করিয়া তাঁহাকে জঠরবাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলে। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু নিজ শিশুপুত্র প্রহ্লাদকে তোমার ভজনরত দর্শনে কুপিত হইয়া শূল-পাশ-জল-বহ্নি প্রভৃতি দ্বারা ব্যথিত করিলে, তুমি তাহার ব্যথা নিবারণপূর্ব্বক নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যরাজের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলে। ১৭—২২। কুম্ভীরের মুখগহ্বরে পতিতপদ উদ্ভট বারণেন্দ্রকে অতিদুঃখ-

ত্যক্তপক্ষিপতিরাত্তচক্রকো
বেগকম্পযুতমালিকাম্বরঃ।
গীয়সেঽস্তুভিরমূষ্য ন ক্রতো
মোচকঃ সপদি তদ্বিনাশকঃ ॥২৪
যত্র যত্র তব সেবকার্দ্দনং
তত্র তত্র বত দেহধারিণা।
পাল্যতেঽত্র ভবতা ত্বয়া নিজঃ
পাপহারিচরিতৈর্ম্মনোহরৈঃ ॥ ২৫
দীননাথ সুরমৌলিহীরকোদ্-
ঘৃষ্টপাদতল ভক্তবল্লভ।
পাপকোটিপরদাহক প্রভো
দর্শয়স্ব মম পাদপঙ্কজম্ ॥ ২৬
পাপকৃদ্যদি জনোঽহমাগতো
মানসে তব তথা হি দর্শয়।
তাবকা বয়মঘৌঘনাশন
বিস্মৃতং ন হি সুরাসুরার্চ্চিত ॥ ২৭
যে বদন্তি তব নাম নির্ম্মলং
তে তরন্তি সকলাঘসাগরম্।
সচ্ছ্রুতির্যদি কৃতা তদা ময়া
প্রাপ্যতাং সকলদুঃখহারকঃ ॥ ২৮

সুমতিরুবাচ।

এবং গায়ন্ গুণান্ রাত্রৌ দিবাপি চ মহীপতিঃ
ক্ষণমাত্রং ন বিশ্রান্তো নিদ্রামাপ ন বৈ সুখম্ ॥
গায়ন্ গচ্ছন্ গৃণংস্তিষ্ঠন্ বদত্যেতদহর্নিশম্।
দর্শয়স্ব কৃপানাথ স্বতনুং পুরুষোত্তম ॥ ৩০
এবং রাজ্ঞঃ পঞ্চদিনং গতং গঙ্গাব্ধিসঙ্গমে।
তদা কৃপাব্ধিঃ কৃপয়া চিন্তয়ামাস গোপতিঃ ॥৩১
অসৌ রাজা মদীয়েন গানেন বিগতাঘকঃ।
পশ্যত্বাম্মকীং প্রেষ্ঠাং সুরাসুরনমস্কৃতাম্ ॥৩২
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ কৃপাপূরিতমানসঃ।
সন্ন্যাসিবেশমাস্থায় যযৌ রাজ্ঞোঽন্তিকং বিভুঃ
তত্র গত্বা মহারাজ ত্রিদণ্ডী যতিবেশধৃক্।
ভক্তানুকম্পয়া প্রাপ্তো বীক্ষিতস্তাপসেন হি ॥

পীড়িত দেখিয়া, গরুড়ারোহী তুমি করুণার্দ্র-চিত্ত হইয়া পক্ষিপতিকে পরিত্যাগ করিয়া সুদর্শনচক্র ধারণপূর্ব্বক তাহার রক্ষার নিমিত্ত এরূপ দ্রুতবেগে গমন করিয়াছিলে যে, গললম্বিত বনমালা ও পীতবাস কম্পিত হইয়াছিল এবং সাধুগণ তৎক্ষণাৎ তোমার সেই নক্রবধ ও বারণেন্দ্রের রক্ষাবিষয়ক যশোগান করিয়াছিলেন। হে মনোহর পাপনাশকস্বভাব ভগবন্! যেখানে যেখানে তোমার ভক্তগণের প্রতি পীড়ন ঘটে, তুমি সেই সেই স্থানেই মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া নিজ ভক্তগণের রক্ষা করিয়া থাক। হে দীননাথ! হে সুরগণের মস্তকস্থ হিরণ্ময় মুকুটে ঘৃষ্টপাদতল ভক্তবল্লভ, কোট্যধিকপাপদাহক প্রভো! আমাকে, তোমার পাদপদ্ম দেখাও। যদি আমাকে পাপকারী বলিয়া মনে করিয়া থাক, তথাপি পাদপদ্ম দেখাইতে হইবে, যে হেতু আমরা তোমার নাম বিস্মৃত হই নাই। হে সুরাসুরার্চ্চিত! পাপরাশি-নাশক! দেব! আমরা তোমারই। যে সকল ব্যক্তি তোমার নির্ম্মল নাম উচ্চারণ করে, তাহারা সকল পাপসাগর হইতে নিস্তার পায়, এই শ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও আমি সর্ব্বদুঃখহারক তোমার দর্শন পাইতে পারি। সুমতি কহিলেন,—রাজা রত্নগ্রীব এই প্রকারে অহোরাত্র বিচরণ ও উপবেশনে হরিগুণগান করিতে লাগিলেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রা বা সুখের জন্য বিশ্রান্ত হইলেন না এবং বলিতে লাগিলেন,—হে কৃপানাথ! পুরুষোত্তম! আমাকে তোমার শ্রীমূর্ত্তি দেখাও। এই প্রকারে সেই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে রাজার পঞ্চদিবস অতিবাহিত হইলে কৃপাসিন্ধু গোপতি চিন্তা করিলেন, 'এই রাজা মদ্বিষয়ক গানে পাপশূন্য হইয়াছে, আমার সুরাসুরনমস্কৃত অতিপ্রিয় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করুক। কৃপাপূরিত-মানস ভগবান্ বিভু এই প্রকার চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসিবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে গমন করিলেন। ভক্তানুকম্পী ত্রিদণ্ডী যতিবেশধারী আগমনকালে তাপস

ওঁ নমো বিষ্ণবেত্যুক্ত্বা নমশ্চক্রে নৃপোত্তমঃ
অর্ঘ্যপাদ্যাসনৈঃ পূজাং চকার হরিমানসঃ ।৩৫
উবাচ ভাগ্যমতুলং যত্ত্বানক্ষিগোচরঃ ।
অতঃপরং দাস্যতে মে গোবিন্দো নিজদর্শনম্
ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং সন্ন্যাসী নিজগাদ তম্
রাজন্ শৃণুষ্ব কথিতং মম বাক্যং বিনিঃসৃতম্ ।
অহং জ্ঞানেন জানামি ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ
তস্মাদহং ব্রুবে কিঞ্চিচ্ছৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ॥ ৩৮
শ্বো মধ্যাহ্নে হরির্দাতা দর্শনং ব্রহ্মদুর্লভম্ ।
পঞ্চভিঃ স্বজনৈঃ সাকং যাস্যসে পরমং পদম্ ॥
ত্বমমাত্যশ্চ মহিলা তব তাপসবাড়বঃ ।
পুরে তব করম্বাখ্যঃ সাধুশ্চ তন্তুবায়
এতৈস্ত্বং পঞ্চভিস্তস্মিন্ নীলে পর্বতসত্তমে ।
যাস্যসে ব্রহ্মদেবেন্দ্র-বন্দিতে সুরপূজিতে ॥৪১
ইত্যুক্ত্বাদৃশ্যতাং প্রাপ্তো যতিঃ ক্বাপি ন দৃশ্যতে
তদাকর্ণ্য নৃপো হর্ষং প্রাপ চাশু সবিস্ময়ম্ ॥৪২

রাজোবাচ ।
স্বামিন্ কোঽসৌ সমাগত্য সন্ন্যাসী
মাং যদুচিবান্ ।
ন দৃশ্যতে পুনঃ কুত্র গতোঽসৌ চিত্তহর্ষদঃ ॥৪৪
তাপস উবাচ ।
রাজংস্তব মহাপ্রেমাকৃষ্টচিত্তঃ সমভ্যগাৎ ।
পুরুষোত্তমনামায়ং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪৫
শ্বো মধ্যাহ্নে পুরো ভাবী ভবিষ্যতি মহাগিরিঃ
তমারুহ্য হরিং দৃষ্ট্বা কৃতার্থস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৪৬
ইতি বাক্যসুধাপূর-নাশিতশ্বান্তসঞ্জ্বরঃ ।
হর্ষং যমাপ স নৃপো ব্রহ্মাপি ন হি বেত্তি তম্ ॥
তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্বীণাপণবগোমুখাঃ ।
মহানন্দস্তদা হ্যাসীদ্রাজরাজস্য চেতসি ॥ ৪৮
গায়ন্ হরিং ক্ষণং তিষ্ঠন্ নৃত্যন্ জল্পন্
হসন্ ব্রুবন্ ।

ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়াছিলেন। হরিচিন্তাপরায়ণ রাজা দর্শনমাত্র, "ওঁ নমো বিষ্ণবে" বলিয়া নমস্কারানন্তর অর্ঘ্য পাদ্য ও আসন দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং কহিলেন,—আমি পরমভাগ্যবান্; যে হেতু আপনাকে দর্শন করিলাম। অতঃপর শ্রীগোবিন্দ নিশ্চয়ই আমাকে দর্শন দিবেন। ২৩—৩৬। রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন,—হে রাজন্! আমার উচ্চারিত বাক্য শ্রবণ কর। আমি জ্ঞান দ্বারা ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনা সকল জ্ঞাত আছি, তজ্জন্য একাগ্রমানস হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। আগামী কল্য মধ্যাহ্নসময়ে শ্রীহরি তোমাকে ব্রহ্মদুর্লভ দর্শন দিবেন; তাহাতে তুমি পঞ্চ স্বজনের সহিত পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। তুমি, তোমার অমাত্য, ত্বদীয়া পত্নী ও তাপস ব্রাহ্মণ এবং তব পুরস্থিত করম্বাখ্য সাধু তন্তুবায়, এই পঞ্চজনের সহিত ব্রহ্ম-দেবেন্দ্র-বন্দিত সুর-পূজিত পর্ব্বতসত্তম নীলাচলে গমন করিবে। এই কথা বলিয়া সেই যতি অদৃশ্য হইলেন। অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হইলেন না। রাজা তাহার বাক্য শ্রবণে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। রাজা কহিলেন,—হে স্বামিন্! এই যে সন্ন্যাসী আমার সহিত কথা কহিয়া গেলেন, তিনি কে? সেই চিত্তানন্দদায়ক মহাপুরুষকে অনুসন্ধান দ্বারা আর কোথায়ও দেখা গেল না। তাপস কহিলেন,—হে রাজন্! ঐ যতি সর্ব্বপাপপ্রণাশন পুরুষোত্তমদেব, তোমার মহাপ্রেম দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তোমার সমীপাগত হইয়াছিলেন। আগামী কল্য মধ্যাহ্নসময়ে সম্মুখে নীলপর্ব্বত দেখিতে পাইবে। তুমি তাহাতে আরোহণ করিয়া শ্রীহরির দর্শন লাভে কৃতার্থ হইবে। ৩৭—৪৬। রাজা তাপসের বাক্যামৃতপ্রবাহপুর সেবনে চিত্তজ্বর নিবারণপূর্ব্বক যে আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, ব্রহ্মাও সেরূপ আনন্দানুভবে অক্ষম। তৎকালে দুন্দুভি বীণা পণব গোমুখ প্রভৃতি বাদ্য নিনাদিত হইতে লাগিল, মহারাজের অন্তঃকরণে মহানন্দের সঞ্চার হইল। তিনি কখন বা হরিগুণগান করিতে করিতে পরমানন্দে হাস্য ও নৃত্য করিতে লাগিলেন, কখন বা

আনন্দং প্রাপ সুঘনং সর্ব্বসন্তাপনাশনম্ ॥৪৯
সুমতিরুবাচ।
অথ সর্ব্বদিনং নীত্বা হরিস্মরণকীর্ত্তনৈঃ।
রাত্রৌ সুষ্বাপ গঙ্গায়া রোধস্যুরুকফলপ্রদে ॥৫০
দদর্শ স্বপ্নমধ্যে তু স স্বাত্মানং চতুর্ভুজম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গকোদণ্ডধারিণম্ ॥ ৫১
নৃত্যন্তং পুরুষোত্তমস্য পুরতঃ শর্ব্বাদিদেবৈঃসহ
শ্রীমদ্ভিঃ স্বতনুযুতৈরবিগদাসূত্থাজহেত্যাদিভিঃ
বিশ্বকৃসেনবরৈর্গণৈঃ স্বতনুভিঃ শ্রীশংসদো-
পাসিতং।
দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপ লোকবিষয়ং হর্ষং তথাত্যদ্ভুতম্
দত্তং মনসোঽভীষ্টং পুরুষোত্তমসংজ্ঞিতম্।
আত্মানঞ্চ কৃপাপাত্রমমস্তং মহামতিঃ ॥ ৫৩
ইত্যেবং স্বপ্নবিষয়ে দদর্শ নৃপসত্তমঃ।
প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বিপ্রায় জগাদ স্বপ্নমীক্ষিতম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা বাড়বো ধীমান্ কথয়ামাস বিস্মিতঃ।

রাজংস্ত্বয়াসৌ দৃষ্টো যঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞিতঃ।
দাস্যতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিতাং স্বতনুং হরিঃ।
ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং রত্নগ্রীবো মহামনাঃ।
দাপয়ামাস দানানি দীনানাং মানসোচিতম্।
স্নাত্বা গঙ্গাদিসংযোগে তর্পয়িত্বা পিতৄন্ সুরান্
গায়ন্ হরগুণগ্রামং প্রত্যৈক্ষত চ দর্শনম্ ॥৫৭
ততো মধ্যাহ্নসময়ে দিবি দুন্দুভয়ো মুহুঃ।
জঘ্নুঃ সুরকরাঘাত-বহুশব্দসুশব্দিতাঃ ॥ ৫৮
অকস্মাৎ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ বভূব নৃপমস্তকে ॥ ৫৯
ধন্যোঽসি নৃপবর্য্যস্তং নীলং পশ্যাক্ষিগোচরম্।
শৃণোতীতি যদা বাক্যং নৃপো দেবপ্রণোদিতম্
তদাসিসূর্য্যকোটীনামধিকান্তিধরোঽদ্ভুতঃ।
রাজ্ঞোঽক্ষিগোচরোজাতোনীলনামা মহাগিরিঃ
রাজতৈঃ কাঞ্চনৈঃ শৃঙ্গৈঃ সংস্তাৎ পরিরাজিতঃ
কিমগ্নিঃ প্রজ্বলত্যেষ দ্বিতীয়ঃ কিমু ভাস্করঃ ॥৬২

উপবেশনপূর্ব্বক শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন বা তল্লীলা জল্পন করিয়া সর্ব্বসন্তাপনাশক সুগাঢ় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। সুমতি কহিলেন,—অনন্তর রাজা সেই বহুপুণ্যফলপ্রদ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে শ্রীহরির স্মরণ-কীর্ত্তনে দিবাভাগ যাপন করিয়া রাত্রিতে সুনিদ্রা ভোগ করিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, সুসুন্দরমূর্ত্তিবিশিষ্ট গদা শঙ্খ পদ্ম ও শার্ঙ্গ ধনু প্রভৃতি এবং মহাদেবাদি-গণের সহিত নিজেও শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ও কোদণ্ডে শোভিত চতুর্ভুজ, ধারণ করিয়া পুরুষোত্তমের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। বিষ্বক্‌সেনপরায়ণগণের সহিত নিজ শরীর দ্বারা মনোভীষ্টদায়ক পুরুষোত্ত-মাখ্য শ্রীপতিকে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময় ও লোকাতীত অদ্ভুত হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। মহামতি রাজা আপনাকে তাঁহার অনুগ্রহপাত্র বলিয়া মনে করিলেন। ৪৭—৫৩। রাজা প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া উক্ত প্রকার স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার তাপস ব্রাহ্মণকে কহিলেন। রাজার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই ধীমান্ তাপস বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—হে মহারাজ! তুমি স্বপ্নে পুরুষোত্তমনামধারী শ্রীহরিকেই দেখিয়াছ। তিনি তোমাকে শঙ্খ চক্রাদি-শোভিত নিজ তনু দান করিবেন। তাপসের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামনা রাজা রত্নগ্রীব গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে স্নানানন্তর দেবতা ও পিতৃগণের সন্তর্পণ করিয়া দীনগণকে বাসনানুরূপ ধনাদি দানের নিমিত্ত অমাত্যের প্রতি অনুমতি করিলেন এবং হরিগুণগ্রাম গান করিতে করিতে দর্শনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে, স্বর্গে দেবগণহস্ত-তাড়িত নানামনোহর ধ্বনিবিশিষ্ট দুন্দুভিসমূহ নিনাদিত হইতে লাগিল, অকস্মাৎ রাজার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ৫৪—৫৯। "হে নৃপবর্য্য! তুমি ধন্য, ঐ নীল পর্ব্বত দেখ" রাজা এই দেব-প্রণোদিত বাক্য শ্রবণমাত্রই, কোটি সূর্য্য অপেক্ষাও অধিক তেজোময় সেই অদ্ভুত নীল পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর করিলেন। উহার চতুর্দ্দিকে রজতময় ও কাঞ্চনময় শৃঙ্গ-সমূহ শোভা পাইতেছে। তাহা দেখিলে বোধ হয় ইহা কি প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি বা

কিময়ং বৈদ্যুতঃ পুঞ্জো হ্যকস্মাৎ স্থিরকান্তিধৃৎ
তাপসব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা নীলপ্রস্থং সুশোভিতম্‌।
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস এষ পুণ্যো মহাগিরিঃ॥৬৩
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ শিরসা প্রণনাম হ॥৬৪
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি নীলো মে দৃষ্টিগোচরঃ।
অমাত্যো রাজপত্নী চ করন্ধস্তন্তুবায়কঃ॥৬৫
নীলদর্শনসংহৃষ্টা বভূবুঃ পুরুষর্ষভ।
পঞ্চৈতে বিজয়ে কালে নীলপর্ব্বতমারুহন্‌॥৬৬
মহাদুন্দুভিনির্ঘোষান্‌ শৃণ্বন্তো হ্যমরৈঃ কৃতান্‌।
তস্যোপরিতনে শৃঙ্গে চিত্রপাদপরাজিতে॥৬৭
দদর্শ হাটকাবদ্ধং দেবালয়মনুত্তমম্‌।
ব্রহ্মাগত্য সদা পূজাং করোতি পরিমেষ্ঠিনঃ।
নৈবেদ্যং কুরুতে যত্র হরিসন্তোষকারকম্‌।
দৃষ্ট্বাথ তত্র বিমলং দেবায়তনমদ্ভুতম্‌॥৬৯
প্রবিবেশ পরীবারৈঃ পঞ্চভিঃ সহ সংবৃতঃ।
তত্র দৃষ্ট্বা জাতরূপে মহামণিবিচিত্রিতে॥৭০
সিংহাসনে বিরাজন্তং চতুর্ভুজমনোহরম্‌।
চণ্ডপ্রচণ্ডবিজয়-জয়াদিভিরুপাসিতম্‌॥৭১
প্রণনাম সপত্নীকো রাজা সেবকসংযুতঃ।
প্রণম্য পরমাত্মানং মহারাজং নৃপোত্তমঃ॥৭২
স্নাপয়ামাস বিধিবদ্‌বেদোক্তৈঃ স্নানমন্ত্রকৈঃ।
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং চক্রে প্রীতেন মনসা নৃপঃ।
চন্দনেন বিলিপ্যৈনং বস্ত্রে চ বিনিবেদ্য চ।
ধূপমারাত্রিকং কৃত্বা সর্ব্বস্বাদুমনোহরম্‌॥৭৪
নৈবেদ্যং ভগবন্মূর্ত্ত্যৈ স্ববেদয়দথো নৃপঃ।
প্রণম্য চ স্তুতিং চক্রে তাপসব্রাহ্মণেন চ।
যথামতি গুণগ্রামগুম্ফিতস্তোত্রসঞ্চয়ৈঃ॥৭.

রাজোবাচ।

একস্ত্বং পুরুষঃ সাক্ষাদ্‌ ভগবান্‌ প্রকৃতেঃ পরঃ
কার্য্যকারণতো ভিন্নো মহত্তত্ত্বাদিপূজিতঃ॥৭৬
ত্বন্নাভিকমলাজ্জজ্ঞে রুদ্রস্ত্বন্নেত্রসম্ভবঃ।
ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ করোত্যস্য বিশ্বস্য পরিচেষ্টিতম্‌॥৭৮
ত্বত্তো জাতং পুরাণাদ্যং জগৎ স্থাস্নু চরিষ্ণু চ

দ্বিতীয় সূর্য্য অথবা অকস্মাৎ স্থিরকান্তিধারী বৈদ্যুতিক তেজোরাশি? তাপসব্রাহ্মণ, সুশোভিত নীল প্রস্থ দর্শন করিয়া রাজাকে কহিলেন,—হে রাজন্‌! এই সেই পরম পবিত্র নীলগিরি। রাজা তচ্ছ্রবণে নীলাচলোদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—আমি নীলাচল দর্শনে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম। তাঁহার অমাত্য, রাজপত্নী ও করন্ধনামক তন্তুবায়ক নীলাচল দর্শনে অতীব আনন্দিত হইলেন। এই পঞ্চ ব্যক্তি বিজয়কালে পর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক দেবগণ-বাদিত মহা-দুন্দুভি-নির্ঘোষ শ্রবণ করিলেন। তাহার উপরিস্থিত চিত্রপাদপরাজিত শৃঙ্গে একটী অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণপ্রাচীর-বেষ্টিত দেবালয় দর্শন করিলেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, প্রতিদিন তথায় আগমনপূর্ব্বক পূজা করিয়া হরিসন্তোষসাধক নৈবেদ্য দান করিয়া থাকেন। রাজা পঞ্চ পরিবারপরিবৃত হইয়া সেই বিমল অদ্ভুত দেবালয়মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—স্বর্ণ-নির্ম্মিত মহামণি-বিচিত্রিত সিংহাসনে চণ্ড প্রচণ্ড বিজয় ও জয়াদিসেবিত চতুর্ভুজ মনোহর বিগ্রহ শোভা পাইতেছেন। রাজা পত্নী ও সেবকগণের সহিত জগৎপতি পরমাত্মাকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা বিধিবৎ স্নান করাইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য দানপূর্ব্বক গাত্রে চন্দন লেপন ও বস্ত্রদ্বয় নিবেদন এবং ধূপারাত্রিক বিধান করিয়া সর্ব্ব স্বাদু মনোহর নৈবেদ্য নিবেদন করিলেন। অতঃপর প্রণামান্তে তাপসব্রাহ্মণের সহিত ভগবদ্‌গুণ-পরিপূর্ণ স্তোত্রসমূহ দ্বারা যথাজ্ঞান স্তব করিতে লাগিলেন। ৭০—৭৫। রাজা কহিলেন ;— তুমিই প্রকৃতির অতীত একমাত্র পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্‌, কার্য্য ও কারণরূপে ভিন্ন (স্থূল ও সূক্ষ্ম) মহত্তত্ত্বাদি পূজিত ব্রহ্মা তোমার নাভিকমল হইতে এবং রুদ্র তোমার নেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমারই আজ্ঞানুসারে এই বিশ্বের পরিচালন-কার্য্য করিতেছেন। হে পুরাণ পুরুষ! এই নশ্বর

চেতনাশক্তিমাবিশ্য ত্বমেনং চেতয়স্ব হে ॥৭৯
তব জন্ম তু নাস্ত্যেব নাশস্তব জগৎপতে।
বৃদ্ধিক্ষয়পরীণামাস্ত্বয়ি সন্ত্যেব নো বিভো ॥৮০
তথাপি ভক্তরক্ষার্থং ধর্ম্মস্থাপনহেতবে।
করোষি জন্মকর্ম্মাণি হ্যনুরূপগুণানি চ ॥ ৮১
ত্বয়া মাৎস্যং বপুর্ধৃত্বা শঙ্খশ্চ নিহতোঽসুরঃ।
বেদাঃ সুরক্ষিতা ব্রহ্মন্ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ ॥৮২॥
শেষো ন বেত্তি মাহাত্ম্যং ভারত্যপি মহেশ্বরী
কিমুতান্যে মহাবিষ্ণো মাদৃশাশ্চ কুবুদ্ধয়ঃ ॥৮৩॥
মনসা ত্বাং ন চাপ্নোতি বাগিয়ং পরমেশ্বরী।
তস্মাদহং কথং ত্বাং বৈ স্তোতুং স্বামীশ্বরঃ প্রভো ॥ ৮৪

ইতি স্তুত্বা স শিরসা প্রণামমকরোন্মুহুঃ।
গদ্গদস্বরসংযুক্তো রোমহর্ষাঙ্কিতাঙ্গকঃ ॥ ৮৫
ইতি স্তুত্বা প্রহৃষ্টাত্মা ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
উবাচ বচনং সত্যং রাজানং প্রতি সার্থকম্ ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
তব স্তুত্যাতিহর্ষোঽভূন্মম রাজন্ মহামতে।
জানীহি ত্বং মহারাজ মাঞ্চ প্রকৃতিতঃ পরম্ ॥
নৈবেদ্যভক্ষণং ত্বং হি শীঘ্রং কুরু মনোহরম্।
চতুর্ভুজত্বং প্রাপ্তঃ সন্ গন্তাসি পরমংপদম্ ॥৮৮
ত্বৎকৃতস্তুতিরত্নেন যো মাং স্তোষ্যতি মানবঃ।
তস্যাপি দর্শনং দাস্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পরম্ ॥
ইত্যেবং বচনং রাজা শ্রুত্বা ভগবতোদিতম্।
নৈবেদ্যভক্ষণং চক্রে চতুর্ভিঃ সহ সেবকৈঃ ॥৯০
ততো বিমানং সম্প্রাপ্তং কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতম্
অপ্সরোবৃন্দসংসেব্য-সর্ব্বভোগসমন্বিতম্ ॥৯১
পুরুষোত্তমসঙ্গঞ্চ পশ্যন্ রাজা স ধার্ম্মিকঃ।
ববন্দে চরণৌ তস্য কৃপাপাত্রকৃতাত্মকঃ ॥ ৯২
তদাজ্ঞয়া বিমানে স আরুহ্য মহিলাযুতঃ।
জগাম পশ্যতস্তস্য দিবি বৈকুণ্ঠমদ্ভুতম্ ॥ ৯৩

জড়জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অহো তুমিই চেতনাশক্তির সমাবেশ দ্বারা উহাকে সচেতন করিতেছ, হে জগৎপতে! তোমার জন্ম, নাশ, বৃদ্ধি, ক্ষয়, ও পরিণাম নাই। তথাপি ভক্তগণের রক্ষা ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত দেব-তির্য্যক্-নরাদিতে অবতীর্ণ হইয়া অনুরূপ কার্য্য সকল করিয়া থাক। ৭৬—৮১। হে মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ! তুমি মৎস্য দেহ ধারণ করিয়া শঙ্খাসুরের নিধনপূর্ব্বক বেদচতুষ্টয় রক্ষা করিয়াছিলে। অনন্তদেব তোমার মহিমা জ্ঞাত নহেন, মাহেশ্বরী ভারতী দেবীও তোমার মহিমাবর্ণনে অক্ষমা; অতএব হে মহা-বিষ্ণো! মাদৃশ কুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তোমার মহি-মার বিষয় কি জানিবে? হে ঈশ্বর! হে প্রভো! যখন পরমেশ্বরী বাগ্‌দেবীও তোমাকে মনে ধারণা করিতে অক্ষমা, তখন আমি কি প্রকারে তোমার স্তব করিব? রাজা গদ্গদস্বরে রোমাঞ্চিতশরীরে এই প্রকার স্তব করিয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত-শির হইয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতে লাগিলেন। ৮২—৮৫। ভগ-বান্ পুরুষোত্তম, রাজার এই স্তুতি শ্রবণে প্রহৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া তাঁহার প্রতি সত্য অর্থ-যুক্ত বাক্য কহিলেন;—হে মহামতে রাজন্! তোমার স্তব দ্বারা আমার অতীব হর্ষ-জন্মিয়াছে, হে মহারাজ! তুমি আমাকে প্রকৃতির অতীত বলিয়া জান। সত্বর মন্নিবেদিত নৈবেদ্য ভক্ষণ কর, তাহা হইলে চতুর্ভুজত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইবে ॥৮৬—৮৮। যে মানব তোমার কৃত এই স্তুতিরত্নদ্বারা আমার স্তব করিবে, আমি তাহাকে সর্ব্ববিধ ভোগ ও মুক্তিপ্রদ মদ্দর্শন দান করিব। রাজা ভগবদুক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চারি জন অনুচরের সহিত নৈবেদ্য ভক্ষণ করি-লেন। অনন্তর কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত অপ্সরো-গণসেবিত, নানা ভোগ্য বস্তুসম্বলিত পুরুষোত্তমাধিষ্ঠিত বিমান উপস্থিত দেখিয়া ধার্ম্মিক রাজা আপনাকে পুরুষোত্তমের কৃপা-পাত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনাপূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞানুসারে সস্ত্রীক বিমানে আরো-হণ করত ভগবৎ-প্রদর্শিত গগন-পথে অদ্ভুত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। মহা-রাজের সর্ব্ব রক্ষণাকুশল সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সত্যনাম-

মন্ত্রী ধর্ম্মপরো রাজ্ঞঃ সর্ব্বধর্ম্মবিদুত্তমঃ।
যযৌ সাকং বিমানেন ললনাবৃন্দসেবিতঃ ॥৯৪
তাপসব্রাহ্মণস্তত্র সর্ব্বতীর্থাবগাহকঃ।
চতুর্ভুজত্বং সম্প্রাপ্তো যযৌ দেবৈর্ব্বিমানিভিঃ।
করম্বোঽপি মহারাজ গানপুণ্যেন দর্শনম্।
প্রাপ্তো যযৌ সুরাবাসং সর্ব্বদেবাদিদুর্ল্লভম্ ॥
সর্ব্বে প্রচলিতা বিষ্ণুলোকং পরমমদ্ভুতম্।
চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদাপাথোজধারিণঃ ॥ ৯৭
সর্ব্বে মেঘশ্রিয়ঃ শুদ্ধা লসদম্ভোজপাণয়ঃ।
হারকেয়ূরকটকৈর্ভূষিতাঙ্গা যযুর্দ্দিবম্ ॥ ৯৮
তদ্বিমানাবলীদৃষ্ট্বা লোকৈঃ প্রকৃতিভিস্তদা।
দুন্দুভীনাস্তু নির্ঘোষৈস্তৈঃ কৃতঃ কর্ণগোচরঃ ॥৯৯
তদেকো ব্রাহ্মণো হ্যাসীদ্বিষ্ণুপাদাজবল্লভঃ।
গতস্তদ্বিরহাকৃষ্টচেতা জাতশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১০০
তচ্চিত্রং বীক্ষ্য তে লোকাঃ প্রশংসন্তো মহোদয়ম্।

গঙ্গাসাগরসংযোগে স্নাত্বাগুস্তং পুরং প্রতি ॥
অহো ভাগ্যং ভূমিপতে রত্নগ্রীবস্য সম্মতেঃ।
জগামানেন দেহেন তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
রাজন্নসৌ নীলগিরিঃ পুরুষোত্তমসৎকৃতঃ।
যং বীক্ষ্যৈব ব্রজন্ত্যদ্ধা বৈকুণ্ঠং পরমায়নম্ ॥
এতন্নীলস্য মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি সুভাগ্যবান্
যঃ শ্রাবয়তি লোকান্ বৈ তৌ গচ্ছেতাংপরং পদম্ ॥ ১০৪
এতচ্ছ্রুত্বা তু দুঃস্বপ্নো নশ্যতি স্মৃতিমাত্রতঃ।
প্রান্তে সংসারনিস্তারং দদাতি পুরুষোত্তমঃ ॥
যোঽসৌ নীলাদ্রিবাসী চ স রামঃ পুরুষোত্তমঃ
সীতা সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১০৬
হয়মেধং চরিত্বা স লোকান্ বৈ পাবয়িষ্যতি।
যন্নাম ব্রহ্মহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তে প্রদিশ্যতে ॥১০৭

ধারী মন্ত্রীও অপ্সরোবৃন্দ-সেবিত হইয়া তাঁহার সহিত বিমানারোহণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ৮৯—৯৪। সর্ব্বতীর্থাবগাহক চতুর্ভুজত্বপ্রাপ্ত তাপসব্রাহ্মণও বিমানারোহী দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। হে মহারাজ! করম্ব নামক তন্তুবায় হরি-গুণগান-পুণ্যদ্বারা পুরুষোত্তমের দর্শন লাভ করিয়া চতুর্ভুজ হইয়া সর্ব্বদেবাদি-দুর্লভ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। তাঁহারা সকলে মেঘশ্যামবর্ণ ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ দেহ ধারণ করিয়া অদ্ভুত বিষ্ণুলোকে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হস্ত-স্থিত পদ্ম ও অঙ্গস্থিত হার কেয়ূর কটক প্রভৃতি ভূষণ স্বর্গপথে শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ৯৫—৯৮। তাঁহাদিগের বিমানাবলী দেখিয়া প্রকৃতিপুঞ্জ যে দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তৎকালে আর একটি হরি-পাদাজ-প্রিয় ব্রাহ্মণ মহারাজের বিরহে কাতর হইয়াছিলেন। তিনিও চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। জনসমূহ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মহোদয় নৃপতির প্রশংসা করিতে করিতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিল। ৯৯—১০১। অহো উত্তমমতি মহীপাল রত্নগ্রীবের কি সৌভাগ্য! তিনি পার্থিব দেহ লইয়াই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। হে রাজন্! এই নীলগিরি পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠানহেতু পরম পবিত্র; লোকে ইহা দর্শন করিলে পরম স্থান বৈকুণ্ঠে গমন করে। যে সৌভাগ্যবান্ মানব এই নীলাচলমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন এবং যিনি শ্রবণ করান, তাঁহারা উভয়ে পরম পদ প্রাপ্ত হন। ইহা শ্রবণ করিলে দুঃস্বপ্ন নাশ পায়, ইহা স্মরণ করিলে ভগবান্ পুরুষোত্তম, তাহার প্রাণান্তকালে সংসার হইতে নিস্তার করেন। এই নীল পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতা পুরুষোত্তম দেবই শ্রীরামচন্দ্র; সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী সীতা দেবী, সর্ব্ব বস্তুর কারণ যে প্রকৃতি, তাহারও কারণ অর্থাৎ মহাশক্তি-রূপিণী। সেই রামচন্দ্রই অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা লোকসমূহকে পবিত্র করিবেন, তাহা-রই নাম ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তে উপ-

ইদানীং তদ্ধয়ঃ প্রাপ্তো নীলে পর্ব্বতসত্তমে।
পুরুষোত্তমদেবং ত্বং নমস্কুরু মহামতে। ১০৮
তত্র নিষ্পাপিনো ভূত্বা যাস্যামঃ পরমং পদম্।
যস্য প্রসাদাদ্বহবো নিস্তীর্ণা ভবসাগরাৎ। ১০৯
এবং প্রবদতস্তস্য প্রাপ্তোঽশ্বো নীলপর্ব্বতম্।
বায়ুবেগেন পৃথিবীং কুর্ব্বন্ সংক্ষুন্নমণ্ডলাম্।
তদা রাজাপি তৎপৃষ্ঠচারী নীলাভিধং গিরিম্
প্রাপ্তো গঙ্গাব্ধিসংযোগে স্নাত্বাগাৎ পুরুষো-
ত্তমম্। ১১১
স্তুত্বা নত্বা চ তং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্।
জাতং কৃতার্থমাত্মানমমন্যত স শত্রুহা। ১১২
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

দিষ্ট হইবেক। অধুনা তাঁহার যজ্ঞাশ্ব নীলাখ্য পর্ব্বতসত্তমে উপস্থিত হইয়াছে। হে মহামতে! তুমি পুরুষোত্তম দেবকে নমস্কার কর। যাঁহার প্রসাদে বহু মানব ভব-সাগর হইতে নিস্তার পাইয়াছে, আমরাও সেই নীলপর্ব্বতস্থ পুরুষোত্তম দর্শনে নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইব। এই প্রকার বলিতে বলিতে তাঁহার অশ্ব বায়ু-বেগে পৃথ্বীমণ্ডল সংক্ষুন্ন করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইল। অশ্বারোহী রাজাও নীলা-চলে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নানপূর্ব্বক পুরুষো-ত্তমসমীপে গমন করিলেন। শত্রুতাপন নর-পতি সুরাসুরনমস্কৃত পুরুষোত্তম দেবের স্তুতিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। ১০২—১১২।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

ক্ষণং স্থিত্বা তৃণান্যত্ত্বা যযৌ বাজী মনোজবঃ।
বীরশ্রেণীবৃতঃ পত্রং ভালে ধৃত্বা সচামরঃ। ১।
শত্রুঘ্নেন সুবীরেণ লক্ষ্মীনিধিনৃপেণ চ।
পুষ্কলেনোগ্রবাহেণ প্রতাপাগ্র্যেণ রক্ষিতঃ। ২
যযৌ পুরীং স চক্রাঙ্কাং সুবাহুপরিরক্ষিতাম্।
অনেকবীরকোটিভী রক্ষিতোঽনুগতঃ প্রভো
তদা পুত্রোঽস্য দমনো মৃগয়ামাস্থিতো মহান্।
দদর্শাশ্বং ভালপত্রং চন্দনাদিকচর্চ্চিতম্। ৪
বিলোক্য সেবকং প্রাহ কস্যাশ্বো
মেঽক্ষিগোচরঃ।
ভালে পত্রং ধৃতং কিং নু চামরং কিং নু
শোভনম্।
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা সেবকঃ প্রযযৌ ততঃ
যত্রাসৌ বর্ত্ততে বাজী ভালপত্রসুশোভনঃ। ৬
গৃহীত্বা তং কেশসঙ্ঘে রত্নমালাবিভূষিতম্।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর কহিলেন—চামরযুক্ত মনোজব অশ্ব ক্ষণকাল অবস্থিতি ও তৃণাদি ভোজন করিয়া ললাটে বীরশ্রেণীবৃত পত্র ধারণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। সুবীর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মী-নিধি নামক রাজা এবং প্রচুর অগ্রগামি-সেনাসহ প্রতাপাগ্র্য নামক রাজা অশ্বের রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। হে প্রভো! সেই অশ্ব পশ্চাদ্ভাগে কোটী কোটী বীর দ্বারা রক্ষিত হইয়া সুবাহুবিরক্ষিতা চক্রাঙ্কা পুরীতে গমন করিল। তখন রাজা সুবাহুর মৃগয়া-গত দমন নামক বীর পুত্র, চন্দনাদি চর্চ্চিত ভালপত্র অশ্ব দেখিতে পাইলেন। সেবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার অশ্ব দেখিতেছি, ইহার কপালে পত্র ও সুশোভিত চামর কেন? রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেবক ভালপত্র সুশোভন রত্ন-মালাবিভূষিত অশ্বের নিকট গমন ও কেশর-সমূহ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে সুবাহুকুলধুরন্ধর

নিনায় পার্শ্বং ভূপস্য সুবাহুকুলধারিণঃ ॥ ৭ ॥
স পত্রং বাচয়ামাস সুন্দরাক্ষরশোভনম্।
অযোধ্যাধিপতিশ্চাসীদ্রাজা দশরথো বলী ॥ ৮
তস্যাত্মজো রামভদ্রঃ সর্ব্বশূরশিরোমণিঃ।
নাস্তোঽস্তি তৎসমঃ পৃথ্ব্যাং ধনুর্দ্ধরণবিক্রমঃ ॥ ৯
[তেনাসৌ মোচিতো বাজী চন্দনাদিকচর্চ্চিতঃ।
তং পালয়তি ধর্ম্মাত্মা শত্রুঘ্নঃ সর্ব্ববীরহা ॥ ১০
যস্য শূরা বয়ং বীরা ধনুর্হস্তা বয়ং ক্ষিতি।
তে গৃহ্ণন্তু বলাদ্বাহং রত্নমালাবিভূষিতম্ ॥ ১১
মোচয়িষ্যতি শত্রুঘ্নঃ সর্ব্ববীরশিরোমণিঃ।
অন্যথা পাদয়োস্তস্য প্রণতিং যান্তু ধন্বিনঃ ॥ ১২
ইত্যভিপ্রায়মালোক্য জগাদ নৃপনন্দনঃ।
রাম এব ধনুর্দ্ধারী ন বয়ং ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩
তাতে মম স্থিতে পৃথ্ব্যাং কোঽয়ং গর্ব্বো মহান্ ভুবি।
প্রাপ্নোতু গর্ব্বস্য ফলং মম নির্ম্মুক্তসায়কৈঃ।
অদ্য মে নিশিতা বাণাঃ শত্রুঘ্নং কিংশুকং যথা।
পুষ্পিতং বিদধত্বদ্ধা ক্ষতাবৃতশরীরকম্ ॥ ১৫
দারয়ন্তু কপোলাংশ্চ সায়কা মম দন্তিনাম্।
অশ্বান্ পশ্যন্তু শতশো রুধিরৌঘপরিপ্লুতান্ ॥
পিবন্তু যোগিনী সন্ধ্যা রুধিরাণি নৃমস্তকৈঃ।
শিবা ভবন্তু সন্তুষ্টা মদ্বৈরিক্রব্যভক্ষণৈঃ।
পশ্যন্তু সুভটাস্তস্য মম বাহুবলং মহৎ।
কোদণ্ডদণ্ডনির্ম্মুক্তাঃ শরকোটীর্বিমুঞ্চতঃ ॥ ১৭
ইত্থমুক্ত্বা মহীপস্য তনুজো দমনাভিধঃ।
স্বপুরং প্রেষয়িত্বা তং প্রহৃষ্টোঽভবত্তুষ্টঃ ॥ ১৮
সেনাপতিমুবাচেদং সজ্জীকুরু মহামতে।
সেনাং পরিমিতাং মহ্যং বৈরিবৃন্দনিবারণে ॥
সজ্জাং সেনাং বিধায়াশু সম্মুখো রণমণ্ডলে।
স্থিতবান্ যাবদত্যুগ্রস্তাবৎ প্রাপ্তা হয়ানুগাঃ ॥
কাসৌ হয়ো মহারাজ্ঞো ভালপত্রেণ চিহ্নিতঃ।

রাজা দমনের নিকট আনয়ন করিল। রাজা অশ্বের ললাটস্থিত সুন্দরাক্ষর-শোভিত পত্র পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিলেন—অযোধ্যা নগরে মহাবলী দশরথ নামে নরপতি ছিলেন, তাঁহার পুত্র রামভদ্র সর্ব্ববীরশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য ধনুর্দ্ধর বীর আর নাই। তিনি এই চন্দনাদিচর্চ্চিত অশ্ব মোচন করিয়াছেন এবং পরবীরহা ধর্ম্মাত্মা শত্রুঘ্ন তাহার রক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা আপনাদিগকে ধনুর্দ্ধারী ও বীর বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বলপূর্ব্বক এই রত্নমালাভূষিত অশ্ব ধারণ করুন, সর্ব্ববীরশিরোমণি শত্রুঘ্ন তাঁহাদিগের হস্ত হইতে অশ্ব মোচন করিবেন। যদি উক্ত অভিমান না থাকে, তবে সেই সকল ধনুর্দ্ধারী তাঁহার পদে প্রণতি করুন। ১—১২। নৃপনন্দন, পত্রের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন,—কেবল রামই ধনুর্দ্ধারী, তিনি কি আমাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন না? আমার পিতা জীবিত থাকিতে পৃথিবীতে তাঁহার কি এত অধিক গর্ব্ব হইয়াছে? আমার নিক্ষিপ্ত শরসমূহদ্বারা সকলে গর্ব্বের উপযুক্ত ফল পাউক। অদ্য আমার নিশিত বাণসমূহ শত্রুঘ্নের শরীর ভেদ করিয়া সরক্তক্ষতাপ্লুত করিয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় করুক। আমার শরনিকর করিবৃন্দের গণ্ডস্থল ভেদ ও অশ্বসমূহকে বিদ্ধ করিয়া রুধিরৌঘপরিপ্লুত করুক। সন্ধ্যাযোগিনী নরমস্তকের সহিত রুধির পান করুন। শৃগালগণ, আমার শত্রুর মাংস ভক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হউক। শত্রুঘ্নের সুযোদ্ধারা কোদণ্ডদণ্ড হইতে শতকোটি শর নিক্ষেপক্ষম আমার মহৎ বাহুবল দেখুক। নৃপনন্দন মহাত্মা দমন সেই অশ্ব রাজধানীতে প্রেরণ করিয়া হৃষ্টমনা হইলেন এবং সেনাপতিকে কহিলেন, হে মহামতে! তুমি আমার নিমিত্ত শত্রুনিবারণের জন্য পরিমিত সেনা সজ্জিত কর। সেনা সজ্জা করিয়া দমন যখন অত্যুগ্রভাবে যুদ্ধার্থ রণে সম্মুখীন হইলেন, তখনই অশ্বরক্ষকেরা উপস্থিত হইল। ১১—২০। অনন্তর অশ্বরক্ষকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পরস্পরকে

পপ্রচ্ছুস্তে তু চান্যোহন্যমতিব্যাকুলিতা মুহুঃ
তাবদ্দদর্শ পুরতঃ প্রতাপাগ্র্যং পরন্তপঃ।
সজ্জীভূতং তু কটকং বীরশব্দনিনাদিতম্ ॥২২
তত্রাবদন্ ভটাঃ কেচিন্নীতোহশ্বোহনেন ভূপতে
অন্যথা সম্মুখস্তিষ্ঠেৎ কথং ধীরো বলানুগঃ ॥
ইত্যাকর্ণ্য প্রতাপাগ্র্যঃ প্রেষয়ামাস সেবকম্।
স গত্বা তত্র পপ্রচ্ছ কুত্রাশ্বো রামভূপতেঃ ॥ ২৪
কেন নীতঃ কুতো নীতো রামং জানাতি নো কুধীঃ।
যং শক্রপ্রমুখা দেবা বলিমাদায় সন্নতাঃ ॥ ২৫
তস্য বৈ ধর্ম্মরাজস্য কুপিতং তু বলং মহৎ।
সর্ব্বথা হি গ্রসিষ্যেত প্রণতিং চেন্ন যাস্যতি ॥২৬
ইত্থমুক্তং সমাকর্ণ্য তদা রাজসুতো বলী।
তং বৈ ধিক্কারয়ামাস বাচাং জালেন দুর্ম্মনাঃ ॥
ময়া নীতো যজ্ঞহয়ঃ পত্রচিহ্নাদ্যলঙ্কৃতঃ।
যে শূরাস্তে তু মাং জিত্বা মোচয়ন্তু বলাদিহ ।২৮
সেবকস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা রোষপূর্ণো হসন্ যযৌ।
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস যথাবস্তুপবর্ণিতম্ ॥ ২৯
তচ্ছ্রুত্বা রোষতাম্রাক্ষঃ প্রতাপাগ্র্যো মহাবলঃ।
যযৌ যোদ্ধুং রাজপুত্রঃ মহাবীর পুরস্কৃতম্ ।৩০
রথেন কনকাঙ্গেন চতুর্বাজিসুশোভিনা।
সুকুবরেণ সর্ব্বাস্ত্রপুরিতেন যযৌ বলী ॥ ৩১
ধনুষ্টঙ্কারয়ামাস মহাবলসমন্বিতঃ।
পুনঃ পুনর্জহাসোচ্চৈঃ কোপাদুদ্গমিতাশ্রুকঃ ॥
অশ্বচারা গজারূঢ়াঃ খড়্গোল্লসিতপাণয়ঃ।
অন্বযুস্তে প্রতাপাগ্র্যং রোষপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।৩৩
হস্তিনঃ পত্তয়শ্চৈব কোটিশঃ প্রধনোদ্যতাঃ।
চিরকালমভীপ্সন্তো রণং বীরেণ কারিতম্ ।৩৪
তদোদ্যতং সমাজ্ঞায় রিপুসৈন্যং নৃপাত্মজঃ।
প্রত্যুজ্জগাম বীরাগ্র্যো মহাবলপরিবৃতঃ ॥৩৫

পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—মহারাজের পত্রচিহ্নিত অশ্ব কোথায়? এমতকালে পরন্তপ প্রতাপাগ্র্য নরপতি সম্মুখে বীরশব্দনিনাদিত সজ্জীকৃত সৈন্য দেখিতে পাইলেন। তখন দূতেরা কহিল,—বোধ হয় এই ব্যক্তি মহারাজের অশ্ব লইয়াছে; নচেৎ এই বীর পশ্চাতে বহু সৈন্য রাখিয়া স্বয়ং সম্মুখে অবস্থান করিতেছে কেন? দূতের বাক্য শ্রবণানন্তর মহারাজ প্রতাপাগ্র্য জনৈক লোককে কুমার-দমনের নিকট পাঠাইলেন। সেবক তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—মহারাজ রামভদ্রের যজ্ঞীয়াশ্ব কোথায়? কে লইয়াছে, কোথায় লইয়া গিয়াছে? সেই কুবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাঁহার বল-বিক্রমের বিষয় জ্ঞাত নহে। ইন্দ্রাদি দেবগণও উপহারহস্তে যাঁহার নিকট অবনত হন, অশ্বগ্রহণকারী অশ্ব প্রত্যর্পণপূর্ব্বক সেই ধর্ম্মাত্মা নরপতির চরণে প্রণত না হইলে, তাঁহার বলবতী সেনা নিশ্চয়ই তাহাকে গ্রাস করিবে। ২১—২৬। মহাবলশালী রাজতনয় দমন সেবকের বাক্যাবলী শ্রবণে বিচলিত-চিত্ত হইয়া তাহাকে ধিক্কার দিয়া কহিলেন, পত্রচিহ্নাদ্যলঙ্কৃত যজ্ঞাশ্ব আমি লইয়াছি, যাঁহারা বীর হইবেন, তাঁহারা বিক্রম সহকারে আমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করুন। সেবক দমনের বাক্য শ্রবণে রোষ-পূর্ণ হইয়া হাস্য করিতে করিতে গমনপূর্ব্বক মহারাজ প্রতাপাগ্র্যের নিকট সমুদয় যথাযথ বর্ণন করিল। তচ্ছ্রবণে মহাবল প্রতাপাগ্র্য ক্রোধারক্ত-লোচন হইয়া উত্তম কুবরসমন্বিত সর্ব্বাস্ত্রপূরিত চতুরশ্বসুশোভিত কনকরথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবীরগণবেষ্টিত দমনের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। মহাবল প্রতাপাগ্র্য ধনুষ্টঙ্কারধ্বনি করিয়া পুনঃপুনঃ উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন, ক্রোধে তাঁহার শরীর হইতে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল। বহু খড়্গপাণি অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং বহুতর হস্তী রণোদ্যত হইয়া রোষপূর্ণাকুলাক্ষ নরপতি প্রতাপাগ্র্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। এই সকল সৈন্য বহুদিন হইতে বীরগণের সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছিল। ২৯—৩৪। সুবাহুনন্দন বীরপ্রবর দমন শত্রুসৈন্যগণকে রণোদ্যত

সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী শরাসনধরো যুবা।
লীলয়ৈব যযৌ যোদ্ধুং মৃগরাজ্গজযূথকম্ ॥ ৩৬
তদা যোধাঃ প্রকুপিতাঃ পরস্পরবধৈষিণং।
ছিন্ধি ভিন্ধীতি ভাষন্তো রণকার্য্যবিশারদাঃ ॥
পত্তয়ঃ পত্তিসংঘেন গজারূঢ়াশ্চ সাদিভিঃ।
রথারূঢ়া রথস্থৈশ্চ বাহারূঢ়াশ্বসংস্থিতৈঃ ॥ ৩৮
গজা ভিন্না দ্বিধা জাতা হয়াশ্চ দ্বিদলীকৃতাঃ।
অনেকরক্তধারাভির্মেদিনী পূরিতা হ্যভূৎ ॥ ৩৯
তদা প্রকুপিতো রাজা প্রতাপাগ্র্যো মহাবলঃ।
স্বসৈন্যকদনোদ্যুক্তং রাজপুত্রং সমীক্ষ্য চ ॥ ৪০
উবাচ সারথিং তত্র প্রাপয়াশ্বান্ যতো মম।
সৈন্যস্য কদনাসক্তো রাজপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৪১
অথ বীরশিরোরত্ন-নমিতাঙ্‌ঘ্রির্নৃপাত্মজঃ।
যযৌ সম্মুখমেবাস্য প্রতাপাগ্র্যস্য বীর্য্যবান্ ॥ ৪২

সারথিঃ প্রাপয়ামাস প্রতাপাগ্র্যস্য বাজিনঃ।
যত্রাসৌ দমনো বীরঃ সর্ব্বশূরশিরোমণিঃ ॥ ৪৩
গত্বা তমাহ্বয়ামাস রাজপুত্রং রণোদ্যতম্।
রথে পুরটনির্ম্মিক্তে তিষ্ঠন্ কোদণ্ডদণ্ডভৃৎ ॥ ৪
রে রাজপুত্রক শিশো ত্বয়া বদ্ধোঽশ্বসত্তমঃ।
ন জ্ঞাতোঽস্তি মহারাজঃ সর্ব্ববীরেন্দ্রসেবিতঃ ॥
যস্য প্রতাপং দৈত্যেন্দ্রো ন শক্তঃ সোঢুমদ্ভুতম্
তস্য ত্বং বাজিনং নীত্বাগময়ঃ পুটভেদনম্ ॥ ৪৬
মাং জানীহি পুরঃপ্রাপ্তং কালরূপস্ত বৈরিণম্।
মুঞ্চাশ্বমর্ভ গচ্ছাশু বালক্রীড়নকং কুরু ॥ ৪৭
কস্যাত্মজস্ত্বং কুত্রত্যঃ কথং নোঽদীর্ঘদর্শিনা।
ধৃতোঽশ্বস্তথ সংজাতা ঘৃণা মম শিশো ত্বয়ি ॥ ৪৮
ইত্থমাকর্ণ্য দমনঃ স্মিতং চক্রে মহামনাঃ।
উবাচ চ প্রতাপাগ্র্যং তৃণীকুর্ব্বংশ্চ তদ্বলম্ ॥ ৪৯

দমন উবাচ।

ময়া বদ্ধো বলাদশ্বো নীতশ্চ পুটভেদনম্।
নাপযিষ্যেঽদ্য সপ্রাণঃ কুরু যুদ্ধং মহাবল। ৫০

জানিয়া মহাবীরগণপরিবৃত হইয়া তাহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। সিংহ যেরূপ গজযূথের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ বর্ম্মপরিহিত সুসজ্জিত খড়্গপাণি শরাসনধারী প্রভৃতি যুবক সৈন্যেরা আনন্দে যুদ্ধার্থ ধাবমান হইল। অনন্তর রণকার্য্যবিশারদ যোধগণ পরস্পর বধৈষী হইয়া প্রকৃষ্ট কোপ-সহকারে ছেদ কর' ছেদ কর, ভেদ কর ভেদ কর' ইত্যাকার বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। পদাতিকগণ পদাতিকগণের সহিত, গজারোহী গজারোহিগণের সহিত, রথিগণ রথিগণের সহিত এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অশ্ব ও হস্তিগণ বিদারিত ও দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় বহু-রক্তধারা দ্বারা পৃথিবী পরিপ্লুতা হইল। অনন্তর মহাবল প্রতাপাগ্র্য, রাজপুত্র দমনকে স্বসৈন্য-নাশোদ্যত দেখিয়া সক্রোধে কহিলেন,—হে সারথে! তুমি আমার রথাশ্বগণকে দমনের নিকট লইয়া চল। কারণ মহাবলশালী রাজপুত্র আমার সৈন্যগণের সংহার করিতেছে। তখন বীরশিরোমণিগণ-বন্দিতপদ বীর্য্যবান্ "রাজপুত্রও প্রতাপাগ্র্যের সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন; প্রতাপাগ্র্যের সারথিও রথাশ্বগণকে সর্ব্ববীরচূড়ামণি দমনের নিকট উপস্থিত করিলেন। ৩৫—৪৩। স্বর্ণভূষিত রথোপবিষ্ট ধনুর্দণ্ডধারী মহারাজ প্রতাপাগ্র্য, রণোদ্যত রাজ পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; ওরে শিশো রাজপুত্রক! তুমি যজ্ঞীয়াশ্ব ধারণ করিয়াছ? তুমি সর্ব্ববীরেন্দ্রসেবিত মহারাজ রামভদ্রকে জান. না? দৈত্যেন্দ্রও যাঁহার অদ্ভুত প্রতাপ সহ্য করণে অক্ষম; তুমি তাঁহার যজ্ঞীয়াশ্ব লইয়া নগরে প্রেরণ করিয়াছ? তুমি আমাকে সম্মুখস্থিত কালরূপী শত্রু বলিয়া জান। হে বালক! তুমি সত্বর অশ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বালক্রীড়ায় রত হও। তুমি কাহার পুত্র, কোন্ স্থানে বাস কর, অবিমৃশ্যকারিতা প্রকাশ করিয়া অশ্ব ধারণ করিয়াছ কেন? হে শিশো! তোমার উপর আমার ঘৃণা জন্মিয়াছে। ৪৪—৪৮। মহামনা দমন, প্রতাপাগ্র্যরাজার উক্ত বাক্যাবলী শ্রবণে হাস্য করিয়া তদীয় সৈন্যবল তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান

ত্বয়া যদুক্তং বালত্বং গত্বা ক্রীড়নকং কুরু ।
তন্মে পশ্য মহারাজ ক্রীড়নং রণমূর্দ্ধনি ॥ ৫১

শেষ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা সগুণং চাপং বিধায় সুভুজাঙ্গজঃ ।
শরাণাং শতমাধত্ত প্রতাপাগ্র্যস্য বক্ষসি ॥ ৫২
সন্ধায় বাণশতকং শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ।
তেন শঙ্খনিনাদেন কাতরাণাংভয়ন্ত্বভূৎ ॥ ৫৩
তাড়য়ামাস হৃদয়ে বাণানাং শতকেন সঃ ।
প্রতাপাগ্র্যঃ প্রচিচ্ছেদ লঘুহস্তঃ-সুপর্ব্বণঃ ॥ ৫৪
স বাণচ্ছেদনং দৃষ্ট্বা কুপিতো ব্যসৃজচ্ছরান ।
কঙ্কপত্রান্বিতাংস্তীক্ষ্ণানভল্লান্‌রাজাত্মজো বলী ।
আকাশে ভুবি মধ্যে চ বাণা দদৃশিরেঽঙ্কিতাঃ
স্বনামচিহ্নিতাস্তীক্ষ্ণা ধারাপাতসুশোভিতাঃ ॥
শরাস্তে বাহুহৃদয়ে লগ্না বহ্নিকণান্ বহুন্ ।
সৃজন্তঃ কুর্ব্বতে সৈন্যদাহনং তদদ্ভুতমহৎ ॥ ৫৭
প্রতাপাগ্র্যঃ প্রকুপিতস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ ব্রুবন্ ।
শরেণ দশসংখ্যেন তাড়য়ামাস মূর্দ্ধনি ॥ ৫৮
তে বাণা রাজপুত্রস্য ললাটে পরিনিষ্ঠিতাঃ ।
বিরাজন্তে স্ম চ মুনে দশশাখাস্তরোরিব ॥ ৫৯
তেন বাণপ্রহারেণ বিব্যথে ন মহামনাঃ ।
যষ্টিকাপ্রহতো যদ্বৎকুঞ্জরঃ সপ্তবর্ষকঃ ॥ ৬০
বাণান ধনুষি সন্ধায় মুমোচ ত্রিশতান শুভান্ ।
সুবর্ণপুঙ্খরচিতান্মহাকালানলোপমান্ ॥ ৬১
তে বাণাস্ত প্রতাপাগ্র্যবক্ষো ভিত্ত্বা গতা হ্যধঃ ।
শোণিতাক্তা যথা রামচন্দ্রভক্তিপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৬২
প্রতাপাগ্র্যঃ প্রকুপিতঃ শরান্মুঞ্চন্ সহস্রশঃ ।
অকরোদ্বিরথং সৃমুং সুবাহোস্তৎক্ষণাদ্‌ক্রুতম্
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানদ্বাভ্যাং ধ্বজমশাতয়ৎ ॥
একেন সারথেঃ কায়াচ্ছিরো মহ্যামপাতয়ৎ ॥
চতুর্ভিস্তাড়য়ামাস তং সৃমুং নৃপতেঃ পুনঃ ।

করত কহিলেন,—আমি বলপূর্ব্বক অশ্ব বন্ধন করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছি, দেহে প্রাণ থাকিতে কখনই অদ্য অশ্ব প্রত্যর্পণ করিব না। হে মহাবল! আপনি আমার সহিত যুদ্ধ করুন। আপনি কহিয়াছেন, তুমি বালক, গৃহে গমন করিয়া ক্রীড়ারত হও” হে মহারাজ! এই রণস্থলেই আমার ক্রীড়া অবলোকন করুন। অনন্ত কহিলেন,—রাজনন্দন দমন এই কথা বলিয়া সজ্যধনু ধারণপূর্ব্বক প্রতাপাগ্র্য রাজার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া শত বাণ সন্ধান করিলেন। প্রতাপবান্ দমন শরসন্ধানানন্তর শঙ্খধ্বনি করিয়া রাজা প্রতাপাগ্র্যের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে ভীরুগণ ভীত হইল। লঘুহস্ত মহারাজ প্রতাপাগ্র্য বাণসমূহ ছেদন করিলেন। প্রতাপাগ্র্য কর্ত্তৃক বাণসমূহ ছিন্ন হইল দেখিয়া নৃপনন্দন বলশালী দমন, কঙ্কপত্রান্বিত তীক্ষ্ণশরসমূহ ও বহুতর ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। ৪৯—৫৫। আকাশ পৃথিবী ও মধ্যভাগে কেবল নিক্ষিপ্ত স্বস্ব নামচিহ্নিত, ধারাপাতশোভিত, অতি তীক্ষ্ণশরজাল দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সকল শর বহু অগ্নিকণার সৃজনপূর্ব্বক কাহার বক্ষে, কাহার বাহুতে বিদ্ধ হইয়া মহা সৈন্যদাহ উৎপাদন করিল। মহারাজ প্রতাপাগ্র্য অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ‘রহ রহ’ এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে দমনের মস্তকে দশসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল শর দমনের ললাটে বিদ্ধ হইয়া বৃক্ষের দশ শাখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেমন সপ্তবর্ষবয়স্ক বলদৃপ্ত কুঞ্জর যষ্টিপ্রহৃত হইলে ক্লিষ্ট হয় না, মহামনা দমনও সেইরূপ বাণ প্রহার দ্বারা কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি সুবর্ণপুঙ্খশোভিত মহাকালাগ্নিসদৃশ ত্রিশত সুতীক্ষ্ণ বাণ, সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল বাণ প্রতাপাগ্র্যের বক্ষ ভেদ করত রক্তাক্ত হইয়া রামচন্দ্র-ভক্তিপরাঙ্মুখগণের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। তখন মহারাজ প্রতাপাগ্র্য অতীব কোপান্বিত হইয়া অতি সত্বর সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ দ্বারা সুবাহুনন্দনকে বিরথ করিলেন। বাণচতুষ্টয় দ্বারা রথাশ্ব চতুষ্টয়, বাণদ্বয় দ্বারা ধ্বজ ও এক বাণ দ্বারা সারথির মস্তক ছেদনপূর্ব্বক ভূমিতে

তৎক্ষণাচ্চাপমেকেন গুণযুক্তং সমচ্ছিনৎ ॥৬৫
সোঽন্যং রথং সমারুহ্য হয়রত্নসুশোভিতম্।
ধনুঃ করে সমাদায় সজ্যং চক্রে মহামনাঃ ॥৬৬
প্রতাপাগ্র্যং প্রত্যুবাচ ত্বয়া বিক্রান্তমদ্ভুতম্।
পশ্যেদানীং পরাক্রান্তং ধনুষো মম সত্তম ॥ ৬৭
এবমুক্ত্বা স দমনো বাণানদশ সমাদদে।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্নিনায় যমসাদনম্ ॥ ৬৮
চতুর্ভিস্তিলশঃ কৃত্তো রথশ্চক্রসমন্বিতঃ।
একেন হৃদি বিব্যাধ বাণেনৈকেন সারথিম্ ॥
জগর্জ্জ শঙ্খমাপূর্য্য শঙ্খশব্দসমন্বিতঃ।
তৎকর্ম্ম পূজয়ামাস সাধুঃ বীর মহাবল ॥ ৭০
ইতি বিক্রান্তমালোক্য প্রতাপাগ্র্যো রুষান্বিতঃ
অন্যং রথং সমাস্থায় যযৌ যোদ্ধুং নৃপাত্মজম্ ॥
উবাচ বীর পশ্য ত্বং মম বিক্রান্তমদ্ভুতম্।
ইত্যুক্ত্বাশু মুমোচৌঘাঙ্করাণাং শিতপর্ব্বণাম্ ॥
শরাঃ সর্ব্বত্র দৃশ্যন্তে কুঞ্জরেষু হয়েষু চ।
পরব্রহ্মৈব সর্ব্বত্র ব্যাপ্তাশ্চান্তরগোচরাঃ ॥ ৭৩
তং রাজপুত্রং শিতবাণকোটিভি-
র্ব্যাপ্তং বিধায়াশু জগর্জ্জ বিক্রমী।
সংহর্ষয়ন্ স্বীয়গণান্ পরান্মহান্
কুর্ব্বন্ হৃদা শূন্যতমান্ গতাসুকান্ ॥ ৭৪
সরাজপুত্রঃ শিতসায়কব্রজৈঃ
সম্পূর্ণমাত্মানমবেক্ষ্য রোষিতঃ।
জগ্রাহ শস্ত্রাণি দুরন্তবিক্রমো
ধনুশ্চ ধুন্বন্ ভুজদণ্ডয়োর্ম্মহান্ ॥ ৭৫
চকর্ত্ত সর্ব্বাণ্যস্ত্রাণি শস্ত্রাণি চ মহাবলঃ।
এষ তাম্রেক্ষণো মুঞ্চন্ শরান্ বৈরিবিদারিণঃ ॥
তচ্ছরজালং নির্ধূয় রাজপুত্রো জগাদ তম্।
ক্ষমস্বৈকং প্রহারং মে যদি শূরোঽসি মারিষ ॥
যদ্যনেন ভবন্তং বৈ রথাচ্চ পাতয়ামি ন।

পাতিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ আর চারিটী বাণ দ্বারা সুবাহুনন্দনকে তাড়িত করিয়া এক বাণ দ্বারা তাঁহার গুণযুক্ত চাপ ছেদন করিলেন। মহামনাঃ দমন তৎক্ষণাৎ অশ্ব সুশোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক ধনুষ্পাণি হইয়া সজ্জিত হইলেন। ৫৬—৬৬। আর প্রতাপাগ্র্যের প্রতি কহিলেন,—হে সুযোধ! আপনার বিক্রম অদ্ভুত; কিন্তু আমার ধনুকের বিক্রম দেখুন। এই কথা বলিয়া দমন দশবাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার চারিটী দ্বারা রথাশ্বচতুষ্টয় যমালয়ে প্রেরণ করিয়া, অপর চারিটী দ্বারা প্রতাপাগ্র্যের চক্রসমন্বিত রথ তিলবৎ খণ্ড খণ্ড করত এক বাণ দ্বারা তাঁহাকে ও অপরটী দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর দমন শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক তৎশব্দ সহ গর্জ্জন করিলেন। প্রতাপাগ্র্য দমনের এতাদৃশ বিক্রম দর্শনে 'সাধু বীর মহাবল' এবম্প্রকার বাক্যে তাঁহার কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। 'হে বীর! তুমি আমার অদ্ভুত বিক্রম দেখ,' এই কথা বলিয়া শাণিতপর্ব্ব শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৬৭—৭২। সর্ব্বত্র কেবল শরজাল দৃষ্ট হইতে লাগিল, পরব্রহ্ম, যে প্রকার বিশ্বের বাহ্যাভ্যন্তরব্যাপী, প্রতাপাগ্র্যবিনির্ম্মুক্ত শরনিকরও সেই প্রকার রণাঙ্গনস্থিত হয়, হস্তী ও সৈন্যগণের শরীরসমূহের অন্তর্বহির্ব্যাপ্ত হইল। সেই বিক্রমশালী রাজা, কোটি নিশিত শরদ্বারা দমনকে আবৃত করিয়া স্বপক্ষের আনন্দোৎপাদন ও পরপক্ষের আন্তরিক নিরাশার বিধান করত অনেক সৈন্য সংহারপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজপুত্র দমন আপনাকে নিশিতশরজালে ব্যাপ্ত দেখিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন। দুরন্তবিক্রম মহাবীর ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া ভুজদণ্ডে ধনুর্ধারণপূর্ব্বক শস্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রতাপাগ্র্যনির্ম্মুক্ত শরসমূহ কর্ত্তন করিলেন এবং বহু শর নিক্ষেপ দ্বারা অনেক শত্রু নিপাত করিলেন। তাঁহার শস্ত্রসমূহ নিবারণানন্তর রাজপুত্র প্রতাপাগ্র্যকে ঈষৎ উপেক্ষাসহকারে কহিলেন, হে বিদ্বন্! যদি আপনি বীর হয়েন, তবে আমার একটী প্রহার সহ্য

প্রতিজ্ঞাং শৃণু মে বীর মম গর্ব্বেণ নির্ম্মিতাম্।
বেদং নিন্দন্তি যে মত্তা হেতুবাদবিচক্ষণাঃ।
তেষাং পাপং মমৈবাস্তু নরকার্ণবমজ্জকম্। ৭৯
ইত্যুক্ত্বা বাণমাধত্ত কোদণ্ডে কালসন্নিভম্।
জ্বালামালাকুলং তীক্ষ্ণং নিষঙ্গাদুদ্ধৃতং বরম্।
স মুক্তো নৃপবর্য্যেণ হৃদি লক্ষ্যীকৃতঃ শরঃ।
জগাম তরসা তং বৈ কালানলসমপ্রভঃ ॥৮১
প্রতাপাগ্র্যঃ শরং দৃষ্ট্বা স্বপাতনসমুদ্যতম্।
বাণান্ ধনুষ্যথাধত্ত শরচ্ছেদায় বৈ শিতান্।
স বাণঃ সর্ব্ববাণাংস্তাংশ্ছিন্দন্মধ্যত এব হি।
জগামৈব প্রতাপাগ্র্য-হৃদয়ং ধৈর্য্যসংযুতম্ ॥৮৩
স লগ্নো হৃদি নারীকো বিবেশ তদনন্তরম্।
রাজা কৃতপ্রহারস্তু পপাত পৃথিবীতলে। ৮৪
মূর্চ্ছিতং চেতনাহীনং রথোপস্থান্নিপাতিতং ভুবি।
সারথিস্তং সমাদায়াপোবাহ রণমণ্ডলাৎ ॥৮৫

করুন। আমার এই গর্ব্বময়ী প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন; যদি আমি এই প্রহারে আপনাকে রথ হইতে ভূপাতিত করিতে না পারি, তবে বেদনিন্দাকারী মত্ত তার্কিক পণ্ডিতগণের নরকার্ণব-মজ্জনকারী পাপ আমাকে আশ্রয় করিবেক। ৭৩—৭৯। এই কথা বলিয়া রাজকুমার তূণীর হইতে একটী অগ্নিশিখা-জ্বালা-পরিব্যাপ্ত, কালসদৃশ সুতীক্ষ্ণ বাণ বহিষ্কৃত করিয়া ধনুতে যোজনা করিলেন। ঐ কালাগ্নিসদৃশ প্রভাশালী বাণ প্রতাপাগ্র্যের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বিসৃষ্ট হওয়ায় অতিদ্রুত তাঁহার দিকে গমন করিতে লাগিল। মহারাজ প্রতাপাগ্র্য সেই আত্ম-বিনাশোদ্যত বাণ দেখিয়া উহার ছেদনের জন্য বহু সুতীক্ষ্ণ বাণ ধনুতে যোজনা করিলেন, কিন্তু সেই বাণ, নিবর্ত্তক বাণ-ব্যূহ ছেদ করিতে করিতে উহাদিগের মধ্য দিয়াই প্রতাপাগ্র্যের ধৈর্য্যশালী (কঠিন) হৃদয়ে পতিত হইল। সেই বাণ তাঁহার হৃদয়ে লগ্ন হইয়া তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে প্রহৃত রাজা ভূতলে পতিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে অচেতন হইয়া রথের

হাহাকারো মহানাসীদ্বলং ভগ্নং গতং ততঃ।
যত্র শত্রুঘ্ননামাসৌ বীরকোটিপরীবৃতঃ। ৮৬
রাজাত্মজো জয়ং প্রাপ্য প্রতাপাগ্র্যং বিজিত্য সঃ
প্রতীক্ষাস্তু চকারাস্য শত্রুঘ্নস্য চ ভূপতেঃ ॥৮৭

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

শত্রুঘ্নস্তু ক্রুধাবিষ্টো দন্তান্দন্তৈর্বিনিষ্পিষন্।
হস্তৌ ধুন্বন্ধুনোহয়মধরং জিহ্বয়াসকৃৎ। ১
পুনঃপুনস্তান পপ্রচ্ছ কেনাশ্বো নীয়তে মম।
প্রতাপাগ্র্যঃ কেন জিতঃ সর্ব্বশূরশিরোমণিঃ ॥২
সেবকাস্তে তদা প্রোচুর্দ্দমনো নাম শত্রুহন্।
সুবাহুজঃ প্রতাপাগ্র্যং জিতবান্ হয়মাহরৎ ॥৩

উপরিভাগ হইতে ভূপতিত দেখিয়া রথে উত্তোলনপূর্ব্বক রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ হাহাকার করিতে করিতে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া বীরকোটি-পরিবৃত শত্রুঘ্নের নিকট গমন করিল। রাজাত্মজ দমন প্রতাপাগ্র্যকে পরাস্ত করিয়া জয় লাভ করত রাজা শত্রুঘ্নের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৮০—৮৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—শত্রুঘ্ন ক্রোধে অধীর হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করত বাহু-দ্বয় আস্ফালন এবং বারংবার জিহ্বা দ্বারা অধর লেহন করিতে লাগিলেন এবং তাহা-দিগকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-লেন "বল কে আমার অশ্ব লইয়াছে এবং সর্ব্ববীরাগ্রগণ্য প্রতাপাগ্র্যকেই বা কে জয় করিয়াছে"? তখন তাঁহার অনুচর

ইতি শ্রুত্বা হয়ং নীতং দমনেন স্ববৈরিণা।
আজগাম স বেগেন যত্রাভূদ্রণমণ্ডলম্ ॥ ৪
তত্রাপশ্যৎ স শত্রুঘ্নো গজান্দীর্ণকপোলকান্।
পর্ব্বতানিব রক্তোদে মজ্জমানান্মদোদ্ধতান্ ॥৫
হয়াস্তত্র নিজারোহকর্ত্তৃভিঃ সহিতাঃ ক্ষতাঃ।
মৃতা বীরেণ দদৃশিরে শত্রুঘ্নেন সুকোপিনা ॥৬
নরান্ রথান্ গজান্ ভগ্নান্ বীক্ষমাণঃ স শত্রুহা
অতীব চুক্রুধে যদ্বৎ প্রলয়ে প্রলয়ার্ণবঃ ॥ ৭
পুরতো দমনং বীক্ষ্য হয়নেতারমুদ্ভটম্।
প্রতাপাগ্র্যস্য জেতারং তৃণীকৃত্য নিজং বলম্ ॥
তদা রাজা প্রত্যুবাচ যোধান্ কোপাকুলেক্ষণঃ
কোঽসৌ দমনজেতাত্র সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রধারকঃ ॥৯
যো বৈ রাজসুতং বীরং রণকর্ম্মবিশারদম্।
জেষ্যত্যস্ত্রেণ নির্নীতিঃ সজ্জীভূতো ভবত্বয়ম্ ॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুষ্কলঃ পরবীরহা।
দমনং জেতুমুদ্যুক্তো জগাদ বচনং স্থিরম্ ॥১১
স্বামিন্ কায়ং দমনকঃ ক তেঽপরিমিতং বলম্।
জেষ্যেঽহং ত্বৎপ্রতাপেন গচ্ছাম্যেষ মহামতে
সেবকে ময়ি যুদ্ধায় স্থিতে কৈনীয়তে হয়ঃ।
রঘুনাথপ্রতাপোঽয়ং সর্ব্বং কৃত্যং করিষ্যতি ॥
স্বামিন্ শৃণু প্রতিজ্ঞাং মে তব মোদপ্রদায়িনীম্
বিজেষ্যে দমনং যুদ্ধে রণকর্ম্মবিচক্ষণম্ ॥ ১৪
রামচন্দ্রপদাম্ভোজমধ্বাস্বাদবিয়োগিনাম্।
যদঘস্তু ভবেত্তন্মে দমনং ন জয়ে যদি ॥ ১৫
পুত্রো যো মাতৃপাদাব্জতীর্থং মত্বা তয়া সহ।
বিরুধ্যেত্তত্তমো মহ্যং ন জয়ে দমনং যদি ॥ ১৬
অদ্য মদ্বাণনির্ভিন্ন-মহোরস্কো নৃপাত্মজঃ।
অলঙ্করোতু প্রধনে ভূতলং শয়নেন হি ॥ ১৭

বলিল, হে শত্রুহন্তঃ! সুবাহুপুত্র দমন প্রতাপাগ্র্যকে পরাজিত করিয়া অশ্ব কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। নিজ শত্রু দমন অশ্ব লইয়া গিয়াছে শুনিয়া, তিনি দ্রুতবেগে রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া সেই অতিক্রুদ্ধ বীর শত্রুঘ্ন দেখিলেন,—মদমত্ত হস্তিসকলের গণ্ডস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে যেন শোণিত-সাগরে নিমজ্জিত পর্ব্বতের ন্যায় দেখাইতেছে। ১—৫। আরোহি-সহিত অশ্বসকল ক্ষত-বিক্ষত শরীরে ইতস্ততঃ মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপে সৈন্যগণ মৃত, রথসমূহ ভগ্ন ও হস্তিসকল বিনষ্ট দেখিয়া সেই শত্রুহন্তা শত্রুঘ্ন প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় ক্রোধে অত্যন্ত উদ্বেল হইয়া উঠিলেন। তখন, যে দমন তাঁহার সৈন্যবলকে তৃণজ্ঞান করিয়া এবং প্রতাপাগ্র্যকে পরাজয় করিয়া অশ্ব অপহরণ করিয়াছিল, তাহাকে সসৈন্যে সম্মুখীন দেখিয়া ক্রোধে আরক্তচক্ষুঃ রাজা শত্রুঘ্ন বলিলেন,—কে সেই সর্ব্বাস্ত্রধারী বিজয়ী দমন? যে মাদৃশ রণপণ্ডিত বীর রাজপুত্রকে অস্ত্রদ্বারা পরাজিত করিবে? সেই দুর্ব্বিনীত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হউক। তখন শত্রুবীর-বিমর্দ্দনকারী পুষ্কল দমনকে জয় করিতে উদ্যত হইয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন। হে মতিমন্! হে প্রভো! আপনার অপরিমিত বীর্য্য-রাশির তুলনায় দমন অতি ক্ষুদ্র, আপনার প্রতাপের প্রভাবে আমিই তাহাকে জয় করিব; এই সজ্জিত হইয়া চলিলাম।৬—১২। আমি আপনার দাস যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতে কাহার সাধ্য, অশ্ব লইয়া যায়; এক মহারাজ রামচন্দ্রের প্রতাপেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ৬—১৩। প্রভো! আপনার আনন্দ-কর আমার এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন, আমি রণদক্ষ দমনকে যুদ্ধে জয় করিবই। যদি আমি দমনকে জয় করিতে না পারি, তাহা হইলে রামচন্দ্রের পাদপদ্মের মধুপানে বিরত হইলে যে পাপ হয়, আমার যেন সেই পাপ হয় এবং যে পুত্র জননীর পদারবিন্দকে পবিত্র তীর্থ মনে না করিয়া তাহা ব্যতিরিক্ত অন্য তীর্থকে মনে স্থান দেয় এবং সেই পরমারাধ্যা জননীর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে যেইরূপ মোহে পতিত হয়, আমারও যেন সেইরূপ মোহ উপস্থিত হয়। আজ যুদ্ধে সেই রাজপুত্র দমনের বিশাল বক্ষ আমার

শেষ উবাচ।

ইতি প্রতিজ্ঞামাকর্ণ্য পুষ্কলস্য রঘূদ্বহঃ।
জহর্ষ চিত্তে তেজস্বী নিদিদেশ রণং প্রতি ॥ ১৮
আজ্ঞপ্তোঽসৌ যযৌ সৈন্যৈর্বহুভিঃ পরিবারিতঃ।
যত্রাস্তে দমনো রাজ-পুত্রঃ শূরকুলোদ্ভবঃ ॥১৯
দমনোঽপি তমাজ্ঞায় হ্যাগতং রণমণ্ডলে।
প্রত্যুজ্জগাম বীরাগ্র্যঃ স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥২০
অন্যোঽন্যং তৌ সম্মিলিতৌ রথস্থৌ রথশোভিনৌ।
সমরে শক্রদৈত্যৌ কিং যুদ্ধার্থং রণমাগতৌ ॥
উবাচ পুষ্কলস্তং বৈ রাজপুত্রং মহাবলম্‌।
রাজপুত্র দমনক মাং জানীহি সমাগতম্‌ ॥ ২২
সপ্রতিজ্ঞস্তু যুদ্ধায় ভরতাত্মজমুত্তটম্‌।
পুষ্কলেন স্বনাম্না চ লক্ষিতং বিদ্ধি সত্তম ॥ ২৩
রঘুনাথপদাম্ভোজ-নিত্যসেবামধুব্রতম্‌।
ত্বাং জেষ্যে শস্ত্রসঙ্ঘেন সজ্জোভব মহামতে ॥২৪
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য দমনঃ পরবীরহা।
প্রত্যুবাচ হসন্‌ বাগ্মী নির্ভয়ো দৃষ্টবিক্রমঃ ॥২৫
সুবাহুপুত্রং দমনং পিতৃভক্তিহৃতাঘকম্‌।
বিদ্ধি মামশ্বনেতারং শত্রুঘ্নস্য মহীপতেঃ ॥ ২৬
জয়ো দৈববিস্পষ্টোঽয়ং যস্য চালঙ্করিষ্যতি।
স প্রাপ্নোতি নিরীক্ষস্ব বলং মে রণমূর্দ্ধনি ॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা সশরং চাপং বিধায়াকর্ণপূরিতম্‌।
মুমোচ বাণান্নিশিতান্‌ বৈরিপ্রাণাপহারিণঃ ॥২৮
তে বাণাস্বাবলীভূতাশ্ছাদয়ামাসুরম্বরম্‌।
সূর্য্যভানুপ্রভা যত্র বাণচ্ছায়ানিবারিতা ॥ ২৯
গজানাং কটভিত্তীষু লগ্না সায়কসন্ততিঃ।
অলঙ্করোতি ধাতূনাং রাগা ইব বিচিত্রিতাঃ ॥৩০
পতিতাস্তত্র দৃশ্যন্তে নরা বাহা গজা রথাঃ।

বাণে বিদারিত হইবেই এবং তাহাকে আজ যুদ্ধক্ষেত্রে ভূতলশায়ী করিব। ১৪—১৭। অনন্তদেব বলিলেন,—সেই তেজস্বী রঘুকুল-ধুরন্ধর শত্রুঘ্ন পুষ্কলের এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং যুদ্ধের জন্য আদেশ দিলেন। পুষ্কল এই আজ্ঞা পাইয়া, যে স্থানে বীরবংশসম্ভূত রাজ-পুত্র দমন অবস্থান করিতেছিলেন, বহু-সৈন্যপরিবৃত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বীরাগ্রগণ্য দমনও শত্রুঘ্ন যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন জানিয়া নিজসৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। যখন দুইজনে রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আসিয়া পরস্পর মিলিত হইলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্য, যুদ্ধের জন্য একত্র মিলিত হইয়াছেন। পুষ্কল সেই মহাবলশালী রাজ-পুত্র দমনকে বলিলেন,—হে "সাধুত্তম দমন! আমি ভরতের পুত্র, আমার নাম পুষ্কল, আমি যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সসৈন্যে তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি। আমি রামচন্দ্রের দাস, নিত্যই তাঁহার পাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকি, অস্ত্রপ্রভাবে আজ আমি তোমায় জয় করিব, হে মহামতে! তুমি রণসজ্জায় সজ্জিত হও। শত্রুবিধ্বংসী বাক্‌-পটু নির্ভীক এবং অতি বিক্রমশালী সেই দমন, পুষ্কলের এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—আমি সুবাহুর পুত্র দমন। পিতৃভক্তি প্রভাবে আমি নিষ্পাপ। মহীপতি শত্রুঘ্নের অশ্ব আমিই লইয়া গিয়াছি জানিবে। যুদ্ধে জয় হওয়া দৈবাধীন, যাহার জয় হইবে, সেই অশ্ব পাইবে। এখন যুদ্ধের সময় আমার বল কত তাহা দেখ। এই কথা বলিয়া ধনুকে বাণ সন্ধান করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন এবং শত্রুপ্রাণঘাতী সুতীক্ষ্ণ বাণ সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১৮—২৮। সেই বাণ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথ এমন করিয়া ছাইয়া ফেলিল যে, প্রখর সূর্য্যরশ্মিও তাহা ভেদ করিতে সক্ষম হইল না; ভূমণ্ডল সেই বাণসমূহ দ্বারা ছায়াময় হইয়া পড়িল। হস্তীদিগের কপোলদেশ শর-নিকর দ্বারা বিদ্ধ হওয়ায় বিচিত্র ধাতুরাগে রঞ্জিতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

শরব্রাতেন নৃপতেঃ সুতেন পরিতাড়িতাঃ ॥ ৩১
তদ্বিক্রান্তং সমালোক্য পুষ্কলঃ পরবীরহা।
শরাণাং ছায়য়া ব্যাপ্তং রণমণ্ডলমীক্ষ্য চ ॥ ৩২
শরাসনে সমাধত্ত বাণং বহ্ন্যভিমন্ত্রিতম্।
আচম্য সম্যগ্বিধিবন্মোচয়ামাস সায়কম্ ॥ ৩৩
ততোঽগ্নিঃ প্রাদুরভবত্তত্র সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
জ্বালাভির্লিলিহন্ ব্যোমপ্রলয়ার্চ্চিরিবোত্থিতঃ ॥
ততোঽস্য সৈন্যং নির্দ্দগ্ধং ত্রাসং প্রাপ্তং রণাঙ্গনে।
পলায়নপরং জাতং বহ্নিজ্বালাভিপীড়িতম্ ॥৩৫
ছত্রাণি সম্প্রদগ্ধানি চন্দ্রাকারাণি ভূভৃতাম্।
দৃশ্যন্তে জাতরূপস্য কান্তিধারীণি তত্র হ ॥ ৩৬
হয়া দগ্ধাঃ পলায়ন্তে কেশরেষু তু বৈরিণাম্।
রথা অপি গতা দাহং সুকুবরসমন্বিতাঃ ॥ ৩৭
মণিমাণিক্যরত্নানি বহবঃ করভাস্ততঃ।
পলায়ন্তে চ দহনজ্বালামালাভিপীড়িতাঃ ॥ ৩৮
কুত্রচিদ্দন্তিনো নষ্টাঃ কুত্রচিদ্ধয়সাদিনঃ।
কুত্রচিৎপত্তয়ো নষ্টা বহ্নিদগ্ধকলেবরাঃ ॥ ৩৯
শরাঃ সর্ব্বে নৃপসুত-প্রমুক্তাঃ প্রলয়ং গতাঃ।
আশুশুক্ষণিকীলাভির্ভস্মীভূতাঃ সমন্ততঃ ॥৪০
তদা স্বসৈন্যে দগ্ধে চ দমনো রোষপূরিতঃ।
তচ্ছাস্ত্যর্থঞ্চ সর্ব্বাস্ত্রবিদ্‌বারুণমথাদদে ॥ ৪১
বারুণং বহ্নিশান্ত্যর্থং মুক্তং তেন মহীভৃতা।
আপ্লাবয়দ্বলং তস্য রথবাজিসমাকুলম্ ॥ ৪২
রথা বিপ্লাবিতা যেন দৃশ্যন্তে পরিপন্থিনাম্।
গজাশ্চাপি পরিপ্লুষ্টাঃ স্বীয়াঃ শান্তিমুপাগতাঃ ॥
বহ্নিশ্চ শান্তিমগমদগ্ন্যস্ত্রপরিমোচিতঃ।
শান্তিমাপ বলং স্বীয়ং বহ্নিজ্বালাভিপীড়িতম্ ॥
কম্পিতাঃ শীততোয়েন শীৎকুর্ব্বন্তি চ বৈরিণঃ।
করকাবৃষ্টিভিঃ ক্ষিপ্তা বায়ুনা চ প্রপীড়িতাঃ ॥৪৫

তথায় মনুষ্য, হস্তী, রথ এবং অন্যান্য বাহক সমস্ত সেই রাজপুত্র দমন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরসমূহ দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। শত্রু-নিসূদন পুষ্কল দমনের বিক্রমপ্রভাবে রণস্থল বাণের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছে দেখিয়া যথাবিধি আচমনানন্তর বহ্নিমন্ত্রপূত একটি অগ্নিবাণ স্বীয় কার্ম্মুকে যোজনা করিলেন। তখন, অতি প্রদীপ্ত প্রলয়াগ্নি যেরূপ আকাশ ভেদ করিয়া শিখা বিস্তার করে, পুষ্কলের নিক্ষিপ্ত অগ্নিবাণও রণক্ষেত্রে সেইরূপ প্রচণ্ড অগ্নি উৎপাদন করিল। তদনন্তর, যুদ্ধক্ষেত্র অগ্নিশিখাদ্বারা দগ্ধ হওয়ায় তাঁহার সৈন্যগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাজগণের চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ গোলাকার ছত্র সকল দগ্ধ হইয়া স্বর্ণের মত কান্তি ধারণ করিল। শত্রুদিগের অশ্বসমূহের কেশর দগ্ধ হওয়ায় তাহারা রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং অনেক সুন্দর কুবরকাষ্ঠসমন্বিত রথ সকল একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। ২৯—৩৭। প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া বহুমূল্য মণিমাণিক্যবিভূষিত করিশাবকসমূহও পলাইতে আরম্ভ করিল। বহ্নিদ্বারা দগ্ধদেহ হইয়া কোথাও হস্তিসকল বিনষ্ট, কোথাও অশ্বারোহী সৈন্য, কোথাও বা সেনাপতি সকল নিহত হইতে লাগিল। নৃপপুত্র দমনকর্তৃক চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত যাবতীয় শরসমূহ অগ্নিশিখাদ্বারা ভস্মীভূত হইয়া, ব্যর্থ হইতে লাগিল। তখন সেই সর্ব্বাস্ত্রবিৎ দমন নিজ সৈন্যসমূহ দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া অতিশয় রোষান্বিত হইয়া অগ্নির প্রভাব নিবারণের জন্য বারুণাস্ত্র যোজনা করিলেন। অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য রাজপুত্র দমনকর্তৃক পরিত্যক্ত বারুণাস্ত্র, রথ এবং অশ্ব সমেত পুষ্কলের সৈন্যগণকে জলদ্বারা প্লাবিত করিয়া ফেলিল। সেই বারুণাস্ত্রপ্রভাবে শত্রুপক্ষীয় রথ সকল জলপ্লাবিত হইল এবং স্বপক্ষীয় হস্তিসমূহের গাত্র আর্দ্র হওয়ায় অগ্নিজ্বালা শান্ত হইল। আগ্নেয়াস্ত্রপ্রভাবে উৎপন্ন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল এবং অগ্নিজ্বালাপ্রপীড়িত স্বীয় সৈন্যগণও শান্তিলাভ করিল। ৩৮—৪৪। তখন শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ুর সহিত অতি শীতল জল-

তদা স্ববলমালোক্য তোয়পূরপ্রপীড়িতম্‌।
কম্পিতং ক্ষুভিতং নষ্টমস্ত্রং বারুণাহতম্‌ ॥৪৬
তদাতিকোপতাম্রাক্ষঃ পুষ্কলো ভরতাত্মজঃ।
বায়ব্যাস্ত্রং সমাধত্ত ধনুষ্যেকং মহাশরম্‌ ॥ ৪৭
ততো বায়ুর্মহানাসীদ্‌বায়ব্যাস্ত্রপ্রচোদিতঃ।
নাশয়ামাস বেগেন ঘনানীকমুপস্থিতম্‌ ॥ ৪৮
বায়ুনাস্ফালিতা নাগাঃ পরস্পরসমাহতাঃ।
অশ্বাশ্চ সংহতাস্তোস্তং স্বস্বারোহসমন্বিতাঃ ॥
নরাঃ প্রভঞ্জনোদ্ধূতা মুক্তকেশা নিরোজসঃ ॥
পতন্তোঽহর সমীক্ষ্যন্তে বেতালা ইব ভূগতাঃ।
বায়ুনা স্ববলং সর্ব্বং পরিভূতং বিলোক্য সঃ।
রাজপুত্রঃ পর্ব্বতাস্ত্রং ধনুষ্যুচ্চৈঃ সমাদধে ॥ ৫১
তদা তু পর্ব্বতাঃ পেতুর্মস্তকোপরি যুধ্যতাম্‌।
বায়ুঃ সম্ভাদিতস্তৈস্তু ন প্রচক্রাম কুত্রচিৎ ॥

পুষ্কলো বজ্রসংজ্ঞন্তু সমাধত্ত শরাসনে।
বজ্রেণ কৃত্তাস্তে সর্ব্বে জাতাশ্চ তিলশঃ ক্ষণাৎ
বজ্রং নগান্‌ রজঃশেষান্‌ কৃত্বা বাণেঽভিমন্ত্রিতম্‌
রাজপুত্রোরসি প্রোচ্চৈঃ পপাত বিনদদ্‌ভৃশম্‌
স ত্বাকুলিতচেতস্কো হৃদি বিদ্ধঃ ক্ষতো ভৃশম্‌
বিব্যথে বলবান্‌ বীরঃ কশ্মলং পরমাপ সঃ ॥
তং বৈ কশ্মলিতং দৃষ্ট্বা সারথির্নয়কোবিদম্‌।
অপোবাহ রণাত্তস্মাৎ ক্রোশমাত্রং নরেন্দ্রজম্‌
ততো যোধা রাজসূনোঃ প্রনষ্টাঃ প্রপলায়িতাঃ
গত্বা পুরীং সমাচখ্যুঃ কশ্মলস্থং নৃপাত্মজম্‌ ॥
পুষ্কলো জয়মাপ্যেবং রণমূর্দ্ধনি ধর্ম্মবিৎ।
ন প্রহর্ত্তুং পুনঃ শক্তো রঘুনাথবচঃ স্মরন্‌ ॥ ৫৮
ততো দুন্দুভিনির্ঘোষো জয়শব্দো মহানভূৎ।
সাধু সাধ্বিতি বাচশ্চ প্রাবর্ত্তন্ত মনোহরাঃ ॥৫৯

ধারাসম্পাতে শত্রুগণ দারুণ শীতার্ত্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। নিজ সৈন্য-সমূহ জলরাশি-প্লাবনে প্রপীড়িত হইয়া কম্পিত ও ক্ষুভিত হইতেছে এবং বারুণাস্ত্রের প্রভাবে নিজ অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া সেই ভরতাত্মজ পুষ্কল ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইলেন এবং বায়ব্যাস্ত্র নামক একটি মহাশর স্বীয় কার্ম্মুকে যোজনা করিলেন। তখন বায়ব্যাস্ত্রপ্রভাবে প্রবল বায়ু উৎপন্ন হইয়া পুঞ্জীকৃত মেঘ-সমূহকে অতি বেগে দূরীকৃত করিয়া ফেলিল। বায়ুর প্রবল বেগে বিতাড়িত হইয়া হস্তিসকল পরস্পর সংঘর্ষিত এবং আরোহী সমেত অশ্বসকল পরস্পর প্রতিহত হইতে লাগিল। বাত্যাসঞ্চালিত হওয়ায় আলুলায়িতকেশ নিস্তেজ মনুষ্য সকল অন্তরিক্ষ হইতে পতনশীল বেতালের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পড়িতে লাগিল তখন রাজপুত্র দমন বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা আপনার যাবতীয় সৈন্যগণকে পরাভূত দেখিয়া, আপন কার্ম্মুকে পর্ব্বতাস্ত্র সন্ধান করিলেন ।৪৫—৫১। তখন যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈন্যসকলের মস্তকোপরি পর্ব্বত আসিয়া পড়িতে লাগিল। বায়ু সেই পর্ব্বতগণ দ্বারা ব্যাহতগতি হইয়া ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতে পারিল না। অনন্তর পুষ্কল শরাসনে অব্যর্থ বজ্র অস্ত্র সন্ধান করিলেন। সেই বজ্রাস্ত্রে পর্ব্বত সকল ক্ষণকাল মধ্যে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। সেই মন্ত্রপূত বজ্র অস্ত্র পর্ব্বতসমূহকে ক্ষণকাল মধ্যে ধূলিরূপে পরিণত করিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে রাজপুত্র দমনের বক্ষঃস্থলে প্রবলবেগে পতিত হইল। মহাবীর দমন হৃদয়ে বজ্রবিদ্ধ হইয়া সবিশেষ আহত হইলেন ; গুরুতর আঘাতে আকুলিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংগ্রামনিপুণ সেই রাজপুত্রকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া, তদীয় সারথি, তৎক্ষণাৎ রথ লইয়া সেই রণস্থল হইতে একক্রোশ দূরে অপসৃত হইল। অনন্তর রাজপুত্র দমনের সহচর অপরাপর যোদ্ধগণ তাঁহার অদর্শনে ভয়ে পলায়ন করিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপুত্রের মূর্চ্ছাবস্থা জ্ঞাপন করিল। ৫২—৫৭। এদিকে ধর্ম্মজ্ঞ পুষ্কল সম্মুখসংগ্রামে এইরূপে জয়লাভ করিয় রঘুনাথের আদেশ স্মরণ করত রণপরাঙ্মুখ শত্রুর প্রতি পুনঃ প্রহার করিলেন না তখন তাঁহার সৈন্যমধ্যে দুন্দুভিবাদ সহকারে মহান জয়শব্দ হইতে লাগিল

হর্ষং প্রাপ স শত্রুঘ্নো জয়িনং বীক্ষ্য পুষ্কলম্
প্রশশংস সুমত্যাদিমন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ॥৬০
শেষ উবাচ।
অথ বীক্ষ্য ভটান্নিজান্নৃপো
রুধিরৌঘেন পরিপ্লুতাঙ্গকান্।
শময়ন্নিব তচ্ছুচোঽথ তান্
পরিপপ্রচ্ছ সুতস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৬১
গদতাখিলকর্ম্ম তস্য বৈ
স কথং চাহরদশ্ববর্য্যকম্।
কথয়ন্তু পুনঃ কিয়দ্বলং
যত্র বীরাঃ কতি যুদ্ধলালসাঃ ॥৬২
অথ শত্রুবলোন্মুখঃ কথং
মম বীরো দমনো রণং ব্যধাৎ।
বিজয়ঞ্চ বিধায় দুর্জ্জয়ং
কিল বীরং বত কোঽপ্যশাতয়ৎ ॥৬৩
ইত্যাকর্ণ্য বচো রাজ্ঞঃ প্রত্যূচুস্তেঽস্য সেবকাঃ
ক্ষতজেন পরিক্লিন্ন-গাত্রবস্ত্রাদিধারিণঃ ॥ ৬৪
রাজমশ্বং সমালোক্য পত্রচিহ্নাদ্যলঙ্কৃতম্।
গ্রাহয়ামাস গর্ব্বেণ তৃণীকৃত্য রঘূদ্বহম্ ॥ ৬৫
ততো হয়ানুগঃ প্রাপ্তঃ স্বল্পসৈন্যসমাবৃতঃ।
তেন সাকমভূদ্যুদ্ধং সুমহল্লোমহর্ষণম্ ॥ ৬৬
তং মূর্চ্ছিতং ততঃ কৃত্বা তব পুত্রং শ্বসায়কৈঃ।
যাবত্তিষ্ঠত্যথায়াতঃ শত্রুঘ্নঃ সবলৈর্বৃতঃ ॥ ৬৭
ততো যুদ্ধং মহদভূচ্ছস্ত্রাস্ত্রপরিবৃংহিতম্।
বহুশো জয়মাপেদে তব পুত্রো মহাবলঃ ॥ ৬৮
ইদানীং মুক্তমস্ত্রন্তু শত্রুঘ্নভ্রাতৃসূনুনা।
মূর্চ্ছিতঃ প্রধনে রাজন্ কৃতো বীর সুতস্তব ॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রোষশোকপরিপ্লুতঃ।
স্থগিতাঙ্গ ইবাসীৎ স সমুদ্র ইব পর্ব্বণি ॥ ৭০
উবাচ সেনাধিপতিং রোষপ্রস্ফুরিতাধরঃ।

চতুর্দ্দিক্ হইতে মনোহর ধন্য ধন্য ধ্বনি হইতে লাগিল। পুষ্কল বিজয়লাভ করিয়াছেন দেখিয়া শত্রুঘ্ন অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং সুমতি প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া পুষ্কলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তদেব কহিলেন,—এদিকে দমন-পিতা রাজা সুবাহু রক্তাক্তকলেবরে আগত যোদ্ধাদিগকে দর্শন করিয়া আশ্বাস-বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করত পুত্রের ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—দমনের কার্য্যকলাপ তোমরা আমার নিকট বর্ণনা কর। সে কিরূপে অশ্ব হরণ করিল? দমনের সঙ্গে কত সৈন্য গিয়াছে? কত বীর তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে? আমার পুত্র বীর দমন শত্রুসেনাভিমুখে গমন করত কিরূপ যুদ্ধ করিল? (তোমাদের অবস্থা দর্শনে আমার বোধ হইতেছে) কেহ সেই দুর্জ্জয় বীরকে পরাভব করিয়া থাকিবে। রক্তাক্ত-কলেবর রক্ত-রঞ্জিত-বেশধারী সেই সেবকগণ রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল,—রাজন্! রাজকুমার দমন পত্রচিহ্নাদি-শোভিত অশ্ব অবলোকন করিয়া বলদর্পে রঘুনাথকে তৃণজ্ঞান করত সেই অশ্ব রোধ করিতে অনুমতি করেন। (তাঁহার আজ্ঞানুসারে অশ্ব গৃহীত হইলে) অশ্বানুগামী এক জন যোদ্ধা কতিপয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া (বলপূর্ব্বক অশ্ব লইতে) আসিলে তাহার সহিত আমাদের রাজপুত্রের ঘোরতর লোমহর্ষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আপনার পুত্র বাণনিক্ষেপে সেই যোদ্ধাকে যেমন সংজ্ঞাহীন করিলেন, তৎক্ষণাৎ অমনি শত্রুঘ্ন সৈন্যপরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ৫৮—৬৭। অনন্তর আপনার পুত্র বহুবিধ অস্ত্রপ্রয়োগে শত্রুঘ্নের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন; সেই যুদ্ধে রাজপুত্র বহুবার জয়লাভও করিলেন। রাজন্! এক্ষণে শত্রুঘ্নের এক ভ্রাতুষ্পুত্র অস্ত্রপ্রয়োগে আপনার পুত্রকে মূর্চ্ছিত করিয়াছে। রাজা সুবাহু এই কথা শ্রবণ করিয়া যুগপৎ ক্রোধ ও শোকের আবির্ভাবে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। চন্দ্রোদয়ে জলরাশি যেরূপ উচ্ছলিত হয়, সেইরূপ সেই সুবাহু পুত্রের বিপদ্‌বার্ত্তায় শোককাতর হইলেও ক্রোধে

দন্তৈর্দন্তাল্লিহন্নোষ্ঠং । শোককর্ষিতঃ ॥৭১
সেনাপতে কুরুত্বারান্মম সেনাং সুসজ্জিতাম্।
যোৎস্যে রামস্ত সুভটৈর্মম পুত্রোপঘাতকৈঃ ॥
অদ্যাহং মম পুত্রস্ত দুঃখদং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ভেদয়ামি যদি হ্যেনং রক্ষিতাপি মহেশ্বরঃ ॥৭৩
সেনাপতিরিদং বাক্যং প্রোক্তং সুভুজভূপতেঃ
নিশম্য চ তথা কৃত্বা সজ্জীভূতোঽভবৎস্বয়ম্ ॥
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস সজ্জাং স চতুরঙ্গিণীম্।
সেনাং কালবলপ্রখ্যাং হতদুর্জ্জনকোটিকাম্ ॥৭৫
শ্রুত্বা সেনাপতের্ব্বাক্যং সুবাহুঃ পরবীরহা।
নির্জ্জগাম ততো যত্র শত্রুঘ্নঃ স্বসুতার্দ্দনঃ ॥ ৭৬
কুঞ্জরৈশ্চ মদোন্মত্তৈর্হয়ৈশ্চাপি মনোজবৈঃ।
নরৈশ্চ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপূরিতৈ রিপুজেতৃভিঃ ॥ ৭৭
ভূশ্চকম্পে তদা তত্র সৈন্তভারেণ পীড়িতা।
সম্মর্দ্দঃ সুমহানাসীত্তত্র সৈন্তে বিসর্পতি ॥ ৭৮
রাজানং নির্গতং দৃষ্ট্বা রথেন কনকাঙ্গিনা।
শত্রুঘ্নসৈন্তমুদ্যুক্তং সর্ব্ববৈরিপ্রহারকম্ ॥ ৭৯
সুকেতুস্তস্ত বৈ ভ্রাতা গদাযুদ্ধবিশারদঃ।
রথেনাশু জগামায়ং সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপূরিতঃ ॥ ৮০
চিত্রাঙ্গস্ত সুতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বযুদ্ধবিচক্ষণঃ।
জগাম স্বরথেনাশু শত্রুঘ্নবলমুন্মদম্ ॥ ৮১
তস্তানুজো বিচিত্রাখ্যো বিচিত্ররণকোবিদঃ।
যযৌ রথেন হৈমেন ভ্রাতুর্দ্দুঃখেন পীড়িতঃ ॥৮২
অন্তে শূরা মহেষাসাঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদাঃ।
যজ্জনৃপসমাদিষ্টাঃ প্রধনং বীরপূরিতম্ ॥ ৮৩
রাজা সুবাহুঃ সংরোষাদাগতঃ প্রধনাঙ্গনে।
বিলোকয়ামাস সুতং মূর্চ্ছিতং শরপীড়িতম্ ॥
রথোপস্থস্থিতং মূঢ়ং স্বসুতং দমনাভিধম্।
বীক্ষ্য দুঃখং মুহুঃ প্রাপ বীজয়ামাস পল্লবৈঃ ॥৮৪

অধীর হইয়া উঠিলেন ; ক্রোধাবেশে তাঁহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া অধরলেহন করত সেনাপতিকে কহিলেন,—সেনাপতে ! তুমি সৈন্ত সজ্জিত করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস। যাহারা আমার পুত্রকে আহত করিয়াছে, রামের সেই সুযোদ্ধাদিগের সহিত আমি যুদ্ধ করিব। আমার পুত্রকে যে কষ্ট দিয়াছে, অদ্য আমি তাহাকে নিশিত শরে আহত করিব ; মহেশ্বর আসিলেও আজি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। সেনাপতি, সুবাহুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৈন্ত সজ্জা করিয়া স্বয়ং সুসজ্জিত হইলেন। কোটিদুর্জ্জয়বিজয়ী অন্তকসৈন্ততুল্য অসংখ্য সৈন্ত সুসজ্জিত করিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। ৬৮—৭৫। সেনাপতি সৈন্ত সজ্জা করিয়াছেন শুনিয়া শত্রুবীরঘাতী সুবাহু সসৈন্তে বহির্গত হইয়া, তাঁহার পুত্রপীড়ক শত্রুঘ্নের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মদমত্ত হস্তী, মনের স্তায় বেগগামী অশ্ব এবং বহুতর রিপুবিজয়ী যোদ্ধা বহু অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তৎকালে সুবাহুর সৈন্তভারে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার সৈন্তসমূহ বহির্গত হইতে থাকিলে পথিমধ্যে ভয়ানক জনসম্মর্দ্দ হইয়া উঠিল। রাজা সুবাহু সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন, দেখিয়া সর্ব্ববীরঘাতী শত্রুঘ্নের সৈন্তও সুসজ্জিত হইল। গদাযুদ্ধনিপুণ সুবাহুভ্রাতা সুকেতু সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রথারোহণে বহির্গত হইলেন ; সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে সুনিপুণ সুবাহু-পুত্র চিত্রাঙ্গ রথে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে বলোন্মত্ত শত্রুঘ্নসৈন্তাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই চিত্রাঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্র অদ্ভুত রণকৌশলী,তিনি ভ্রাতার বিপদ্বার্ত্তায় কাতর হইয়া সুবর্ণময় রথে আরোহণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। ৭৬—৮২। নিখিল অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ অপরাপর মহাধনুর্দ্ধরগণ রাজার আদেশে সেই বীরপূর্ণ সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইল। রাজা সুবাহু ক্রোধভরে সমরস্থলে আগমন করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার পুত্র দমন শরপীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছেন। নিজপুত্র দমনকে রথোপরি মূর্চ্ছিত দেখিয়া রাজা সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পল্লবদ্বারা তাঁহাকে বীজন

জলেন সিক্তঃ সংস্পৃষ্টো রাজ্ঞা কোমলপানিনা
সংজ্ঞামাপ শনৈর্ব্বীরো দমনঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥
উত্থিতঃ ক্ক ধনুর্ম্মেঽস্তি ক্ক পুষ্কল ইতো গতঃ
সংসজ্য সমরং ত্যক্তা মদ্বাণরণপীড়িতঃ ॥ ৮৭
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য সুবাহুঃ পুত্রভাষিতম্‌।
পরমং হর্ষমাপেদে পরিরভ্য সুতং স্বকম্‌ ॥ ৮৮
দমনো বীক্ষ্য জনকং ত্রপানম্রশিরোধরঃ।
পপাত পাদয়োর্ভক্ত্যা ক্ষতদেহোঽস্ত্ররাজিভিঃ
স্বসুতং রথসংস্থন্তু বিধায় নৃপতিঃ পুনঃ।
জগাদ সেনাধিপতিং রণকর্ম্মবিশারদঃ ॥ ৯০
ব্যূহং রচয় সংগ্রামে ক্রৌঞ্চাখ্যং রিপুদুর্জ্জয়ম্‌।
যমাবিশ্য জয়ে সৈন্যং শত্রুরস্য মহীপতেঃ ॥ ৯১
তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সুবাহুভূপতেঃ
ক্রৌঞ্চাখ্যসুব্যূহবিশেষমাদধাৎ।
যং নো বিশন্তে সহসা রিপোর্গণা
মহাবলাঃ শস্ত্রসমূহধারিণঃ ॥৯২
মুখে সুকেতুস্তস্যাসীদ্গলে চিত্রাঙ্গসংজ্ঞকঃ।
পক্ষয়ো রাজপুত্রৌ দ্বৌ পুচ্ছে রাজা প্রতিষ্ঠিতঃ
মধ্যে সৈন্যং মহত্তস্য চতুরঙ্গসুশোভিতম্‌।
কৃত্বা ন্যবেদয়দ্রাজ্ঞে ক্রৌঞ্চব্যূহং বিচিত্রিতম্‌ ॥
দৃষ্ট্বা রাজা সুসন্নদ্ধং ক্রৌঞ্চব্যূহং বিনির্ম্মিতম্‌।
রণায় স্বমতিং চক্রে শত্রুসুকটকে স্থিতৈঃ ॥৯৫

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।
শত্রুঘ্নস্তদ্বলং দৃষ্ট্বা ভীষণাকৃতি মেঘবৎ।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতৈর্ব্বহুভিঃ পরিবারিতম্‌ ॥ ১
সুমতিং প্রত্যুবাচেদং বচো গম্ভীরশব্দযুক্‌ ॥
নানাবাক্যবিচারজ্ঞৈঃ পণ্ডিতৈঃ পরিসেবিতঃ ॥

করিতে লাগিলেন। পরে সেই অস্ত্রজ্ঞপ্রবর মহাবীর দমন বীজন, জলসেক ও রাজার কোমল করস্পর্শে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিলেন। সংজ্ঞালাভের পরক্ষণেই দমন গাত্রোত্থান করিয়া 'আমার ধনু কোথায়? পুষ্কল যুদ্ধ করিতে করিতে আমার শরপীড়িত হইয়া যুদ্ধপরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গমন করিল?' পুত্রের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সুবাহু সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অস্ত্রপ্রহারে বিক্ষতদেহ দমন পিতাকে দেখিয়া লজ্জায় নতগ্রীব হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। যুদ্ধকর্ম্মবিশারদ সুবাহু পুত্রকে রথোপরি আরূঢ় করিয়া সেনাপতিকে কহিলেন,—তুমি সংগ্রামে শত্রুদুর্জ্জয় ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ কর; আমি সেই ক্রৌঞ্চব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়া শত্রুর রাজার সৈন্য জয় করিব। সেনাপতি, সুবাহু রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুদুর্ভেদ্য উত্তম ক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা করিলেন। মহাবলশালী বহুশস্ত্রধারী শত্রুগণ সহসা সেই ক্রৌঞ্চব্যূহে প্রবেশ করিতে পারে না। সেই ক্রৌঞ্চব্যূহের সম্মুখভাগে সুকেতু, কণ্ঠভাগে চিত্রাঙ্গ, দুই পক্ষে অর্থাৎ পার্শ্বভাগে অন্য দুই রাজপুত্র এবং পুচ্ছে অর্থাৎ পশ্চাদ্‌ভাগে রাজা সুবাহু অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ তাহার মধ্যভাগে সেই বিপুল চতুরঙ্গ সৈন্য অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেনাপতি এইরূপ বিচিত্র ক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজা ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া শত্রুঘ্ন-শিবিরে অবস্থিত যোদ্ধবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। ৮৩—৯৫।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

(সর্পরাজ) শেষ বলিলেন,—অতঃপর নানা বাক্যবিচারজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত শত্রুঘ্ন বহুসংখ্যক হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিনিচয়ে পরিবৃত মেঘবৎ ভীষণাকৃতি সেই সৈন্যসমূহ সন্দর্শনপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে

শক্রঘ্ন উবাচ।
সুমতে কস্য নগরং প্রাপ্তো মে হয়সত্তমঃ।
বল মেতন্নিরীক্ষেত পয়োদধিতরঙ্গবৎ॥ ৩
কস্যৈতদ্বলমুদ্ধর্ষং চতুরঙ্গসমন্বিতম্।
পুরতো ভাতি যুদ্ধায় সমুপস্থিতমাদরাৎ॥ ৪
এতৎসর্ব্বং সমাচক্ষ্ব যথাবৎপৃচ্ছতো মম।
যজ্‌জ্ঞাত্বা যুদ্ধসংস্থায়ৈ নির্দ্দিশামি স্বকান্ ভটান্
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য সুমতিঃ শুভবুদ্ধিমান্।
উবাচ বচনং প্রীতঃ শক্রঘ্নং বৈরিতাপনম্॥ ৬
সুমতিরুবাচ।
চক্রাঙ্কা নগরী রাজন্ বর্ত্ততে সবিধে শুভা।
যস্যাং সন্তি নরাঃ পাপরহিতা বিষ্ণুভক্তিতঃ॥
তস্যাঃ পুর্য্যাঃ পতিরয়ং সুবাহুর্ধর্ম্মবিত্তমঃ।
তবায়ং পুরতো ভাতি পুত্রপৌত্রসমাবৃতঃ॥ ৮
স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারপরাঙ্মুখঃ।
বিষ্ণোঃ কথাস্য কর্ণস্থা ন চান্যার্থপ্রকাশিনী॥
পরস্বং ন সমাদত্তে ষষ্ঠাংশাদধিকং নৃপঃ।
ব্রাহ্মণা বিষ্ণুভক্ত্যেব পূজ্যন্তে তেন ধর্ম্মিণা॥
নিত্যং সেবারতো বিষ্ণু-পাদপদ্মমধুব্রতঃ।
এষ স্বধর্ম্মনিরতঃ পরধর্ম্মপরাঙ্মুখঃ॥ ১১
এতস্য বলতুল্যং হি ন বীরাণাং বলং ক্বচিৎ॥
পুত্রস্য পতনং শ্রুত্বা রোষশোকসমাকুলঃ।
চতুরঙ্গসমেতোঽয়ং যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ॥ ১৩
তথাপি বীরা বহবো লক্ষ্মীনিধিমুখা অমূন্॥
জেষ্যন্তি শস্ত্রসজ্ঘেন নির্দ্দিশাশু পরং হি তান্
শক্রঘ্নস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ সুভটান্ নরান্।
রণপ্রাপ্তিভবোদ্ধর্ষ- পূরপূরিতমানসান্॥ ১৫
ক্রৌঞ্চব্যূহোঽনেন রচিতঃ সুবাহুপরিসৈনিকৈঃ॥
মুখপক্ষস্থিতা যোধাস্তান্ কো ভেৎস্যতি শস্ত্রবিৎ
যস্ত ভেদে নিজং শক্তির্যো বীরবিজয়োদ্যতঃ॥

সুমতিকে এই কথা বলিলেন। শক্রঘ্ন বলিলেন,—সুমতে! আমাদিগের যজ্ঞিয় অশ্বর কোন্ ভূপালের নগরে উপস্থিত হইয়াছে? এবং কাহারই বা এই সাগরোপম মহাসৈন্য দৃষ্ট হইতেছে? এই চতুরঙ্গবল সন্দর্শনে সকলেরই গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, এই সৈন্যনিচয় যুদ্ধার্থই সাদরে সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে বোধ হইতেছে। আমি এই সকল বিষয় জানিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমায় যথার্থরূপে বল। আমিও এই সকল বিষয় জানিয়া সংগ্রামার্থ নিজ সৈন্যগণকে আদেশ করিব। সদ্‌বুদ্ধিশালী সুমতি, ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দচিত্তে শক্রনিসূদন শক্রঘ্নকে কহিলেন,—রাজন্! সন্নিকটে চক্রাঙ্কা নামে এক পরম সুন্দর নগরী আছে, তথাকার সকল ব্যক্তিই বিষ্ণুভক্তিপ্রভাবে নিষ্পাপদেহ। সেই নগরীর অধীশ্বর পরম ধার্ম্মিক এই সুবাহু, পুত্র-পৌত্রে পরিবৃত হইয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত। ইনি সতত স্বদারনিরত, ও পরদারপরাঙ্মুখ। ইঁহার কর্ণে হরিকথা ভিন্ন অন্যকথা প্রবেশ করিতে পারে না। এই রাজা কদাচ ষষ্ঠাংশাতিরিক্ত পরস্ব গ্রহণ করেন না এবং এই ধার্ম্মিকবর বিষ্ণুবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া থাকেন। ১—১০। ইনি সততই স্বধর্ম্মনিরত, পরধর্ম্মপরাঙ্মুখ এবং ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ; ইনি নিয়ত বিষ্ণু-সেবায় নিরত; ইঁহার বলতুল্য অপর বীরগণের বল কুত্রাপি শ্রুত হয় না। এই নৃপবর, পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যুগপৎ ক্রোধ ও শোকে অধীর হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইয়াছেন। যাহাই হউক, তথাপি লক্ষ্মীনিধিপ্রমুখ ভবদীয় বহুল বীরগণ নিশ্চয়ই অস্ত্রনিচয়ে ইঁহাকে ও ইঁহার সৈন্যগণকে জয় করিবে; পরন্তু এক্ষণে আপনি অবিলম্বে বীরগণকে সংগ্রামার্থ আদেশ দিন। শক্রঘ্ন সুমতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সংগ্রামপ্রাপ্তিজন্য নিরতিশয় আনন্দপূর্ণহৃদয়ে প্রশংসিত যোদ্ধৃবৃন্দকে কহিলেন,—সম্প্রতি সুবাহুরাজের সৈনিকগণ ক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা করিয়াছে; বহুল যোদ্ধৃবৃন্দ এই ব্যূহের মুখ ও পার্শ্বস্থানে অবস্থান করিতেছে; আমাদিগের মধ্যে কোন্ শস্ত্রবিদ্

স গৃহ্নাতু মদীয়াদ্ধি পাণিপদ্মাচ্চ বীটকম্ ॥ ১৭
তদা লক্ষ্মীনিধির্বীরো জগ্রাহ ক্রৌঞ্চভেদনে
সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রবিদ্বীরৈর্বহুভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৮
উবাচ বচনং রাজন্ যাস্যেঽহং ক্রৌঞ্চভেদনে।
ভার্গবঃ পূর্ব্বমেবাসীৎ ক্রৌঞ্চভেত্তা তথা হ্যহম্॥
তথান্যবীরমাবোচৎ কোঽস্য সার্দ্ধং গমিষ্যতি।
পুষ্কলঃ পৃষ্ঠতো যোঽস্য গন্তুং চক্রে মতিং ততঃ
রিপুতাপো নীলরত্ন উগ্রাস্যো বীরমর্দ্দনঃ।
সর্ব্বে শত্রুঘ্ননির্দ্দেশাদ্‌যযুস্তে ক্রৌঞ্চভেদনে ॥২১
শত্রুঘ্নোঽপি রথে সংস্থঃ সর্ব্বায়ুধধরঃ পরঃ।
পৃষ্ঠতোঽস্য পরীয়ায় বহুভিঃ সৈনিকৈর্বৃতঃ ॥২২
তদা প্রচলিতৌ দৃষ্টাবন্যোন্যবলবারিধী।
প্রলয়ং কর্ত্তুমুদ্যুক্তৌ জগতঃ সুতরঙ্গিণৌ ॥২৩

তদা ভের্য্যঃ সমাজঘ্নুরুভয়োঃ সেনয়োর্দৃঢ়াঃ।
রণভের্য্যঃ শঙ্খনাদাঃ শ্রূয়ন্তে তত্র তত্র হ ॥ ২৪
হ্রেষন্তে বাজিনস্তত্র গর্জ্জন্তি দ্বিরদা ভৃশম্।
হুংহুং কুর্ব্বন্তি বীরাগ্র্যা নদন্তি রথনেময়ঃ ॥২৫
তত্র বীরাঃ প্রকুপিতাঃ সুবাহুবলদর্পিতাঃ।
ছিন্ধি ভিন্ধীতি ভাষন্তো দৃশ্যন্তে বহবো রণে॥
এবম্ভূতে রণোদ্যুক্তে সৈন্যে শত্রুঘ্নবৈরিণোঃ।
মুখসংস্থং সুকেতুং তং লক্ষ্মীনিধিরুবাচ হ ॥২৭

লক্ষ্মীনিধিরুবাচ।

জনকস্য সুতং বিদ্ধি লক্ষ্মীনিধিরিতি স্মৃতম্।
সর্ব্বশাস্ত্রাস্ত্রকুশলং সর্ব্বযুদ্ধবিশারদম্ ॥ ২৮
মুঞ্চাশ্বং রামচন্দ্রস্য সর্ব্বদানবদংশিতুঃ।
নো চেন্মদ্বাণনির্ভিন্নো যাস্যসে যমসাদনম্ ॥২৯
ইতি ব্রুবন্তং বীরাগ্র্যং সুকেতুস্তরসা বলী।
সজ্জং চাপং বিধায়াশু বাণান্ মুঞ্চন্ রণেঽভবৎ

বীর উহা ভেদ করিতে সমর্থ হইবে? ঐ ব্যূহভেদে যাহার সামর্থ্য থাকে, এবং যিনি বীরবিজয়ে উদ্যত আছেন, তিনি মদীয় হস্ত হইতে বীটক (তাম্বুল) গ্রহণ করুন। তখন বহুল বীরবৃন্দে পরিবৃত, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রবেত্তা বীরবর লক্ষ্মীনিধি, ব্যূহভেদনার্থ সজ্জিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। এবং বলিলেন,—রাজন্! আমিই ক্রৌঞ্চব্যূহভেদ করিতে গমন করিব। পূর্ব্বে ভার্গব যেমন ক্রৌঞ্চভেত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, আমিও আজি সেইরূপ হইব। ১১—১৯। অনন্তর পুষ্কল নামক যে বীর লক্ষ্মীনিধির পশ্চাৎ গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য বীরগণকে বলিলেন,—কে ইহাঁর সহিত গমন করিবে? তৎপরে শত্রুঘ্নের নিদেশানুসারে রিপুতাপ, নীলরত্ন-উগ্রাস্য ও বীরমর্দ্দন প্রভৃতি সমুদয় বীরগণ ক্রৌঞ্চ ভেদনার্থ লক্ষ্মীনিধির সহিত গমন করিলেন। অপিচ স্বয়ং শত্রুঘ্নও প্রভূত সৈনিকে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করত রথারোহণে লক্ষ্মীনিধির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলেন। তৎকালে সেই ভীষণ তরঙ্গ-মালাকুল উভয় পক্ষীয় সৈন্যসাগর যেন জগৎ প্রলয়ার্থ সমুদ্যত হইয়াই গমন করিতেছে দৃষ্ট হইল। ২০—২৩। ঐ সময়ে উভয় সৈন্যমধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই রণ-ভেরী বাদিত হইতে থাকিল ও শঙ্খধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বাজিগণ হ্রেষা-রব করিতে লাগিল, দ্বিরদগণ ভীষণ গর্জ্জন করিতে থাকিল। বীরগণ হুহুঙ্কার ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল এবং রথনেমি সকল শব্দায়মান হইতে থাকিল। সেই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে সুবাহুরাজের বলদর্পিত বহুসংখ্যক বীরগণকেই অতিশয় ক্রোধভরে মারকাট শব্দ করিতে দেখা গেল। শত্রুঘ্ন ও তদীয় শত্রুপক্ষীয়ের সৈন্যগণ এবংবিধ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে লক্ষ্মীনিধি ব্যূহমুখস্থিত সুকে-তুকে কহিলেন,—ওহে বীরবর! আমাকে জনক রাজের পুত্র এবং সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ ও সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ জানিও, আমার নাম লক্ষ্মীনিধি। এক্ষণে নিখিল দানবকুলের সংহারকারী শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞিয়াশ্ব পরিত্যাগ কর, নচেৎ মদীয় বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া নিশ্চয়ই তোমাকে যমপুরী গমন করিতে হইবে। বীরবর লক্ষ্মীনিধি এইরূপ বলিতে থাকিলে মহাবলশালী সুকেতু ত্বরায় শরাসন

তে বাণাঃ শিতপর্ব্বাণঃ স্বর্ণপুঙ্খাঃ সমন্ততঃ।
দৃশ্যন্তে ব্যাপিনস্তত্র রণমধ্যে সুদুর্ভরাঃ ॥৩১
তদ্বাণজালং তরসা নিহত্য
লক্ষ্মীনিধিশ্চাপমথাততজ্যম্।
বিধায় তস্যোরসি বাণষট্‌কং
মুমোচ তীক্ষ্ণং শিতপর্ব্বশোভিতম্ ॥ ৩২
তে বাণাঃ সুভুজভ্রাতুর্হৃদয়ং সংবিদার্য্য চ।
গতাস্ত ভুবি দৃশ্যন্তে রুধিরাক্তমলীমসাঃ ॥ ৩৩
তদ্বাণভিন্নহৃদয়ঃ সুকেতুঃ কোপপূরিতঃ।
জঘান শরবিংশত্যা তীক্ষ্ণয়া নতপর্ব্বয়া ॥ ৩৪
উভৌ বাণবিভিন্নাঙ্গাবুভৌ ক্ষতজবিপ্লুতৌ।
সৈনিকৈঃ পরিদৃশ্যেতে কিংশুকাবিব পুষ্পিতৌ॥
মুঞ্চন্তৌ বাণকোটীশ্চ দধতো তরসা শরান্।
কেনাপি ন বিলক্ষ্যেতে লঘুহস্তৌ মহাবলৌ ॥
কুণ্ডলীকৃতসচ্চাপৌ বর্ষন্তৌ বাণধারয়া।
নবাম্বুদাবিব দিবি শক্রনির্দ্দেশকারিণৌ ॥ ৩৭
তয়োর্বাণা গজান্ বাহান্নরশূরান্ বিমস্তকান্।
কুর্ব্বন্তং কেবলং দৃষ্টা ন চ সন্ধানমোক্ষণে ॥৩৮
পৃথিবী সুভটৈঃ পূর্ণা সকিরীটৈঃ সকুণ্ডলৈঃ।
ধনুর্ব্বাণকরৈ রোষসন্দষ্টাধরযুগ্মকৈঃ ॥ ৩৯
তয়োঃ প্রযুধ্যতোর্দ্দর্পাৎ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রবেদিনোঃ।
যুদ্ধং সমভবদ্ঘোরং দেববিস্মাপনং মহৎ ॥৪০
সমর্দ্দোঽভবদত্যন্তং বীরকোটিবিঘাতনঃ।
ন কেনচিৎ কচিদ্দৃষ্টং শরজালান্তরেঽম্বরম্ ॥৪১
তস্মিংস্ত সময়ে লক্ষ্মীনিধির্বীরোঽরিমর্দ্দনঃ।
বাণাংশ্চাপে সমাধত্ত বহুসংখ্যান্ দৃঢ়াঙ্কিতান্
চতুর্ভিস্তুরগান্ বীর সুকেতোরনয়ৎ ক্ষয়ম্।

সজ্জিত করিয়া তদুপরি শর বর্ষণ করিতে করিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। দেখা গেল, তৎকালে সমরক্ষেত্রে তদীয় নিশিত পর্ব্ব ভীষণ স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তদ্দর্শনে লক্ষ্মীনিধি ত্বরায় স্বীয় শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক সুকেতুনিক্ষিপ্ত সেই শরজাল তিরোহিত করিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে ষট্‌সংখ্যক নিশিতপর্ব্বশোভিত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ২৪—৩২। দেখা গেল, সেই ষট্‌সংখ্যক বাণই সুভুজরাজের সহোদর সুকেতুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া রুধিররঞ্জিত কলেবরে ভূগর্ভে গমন করিল। এদিকে সুকেতুও তদীয় বাণে বিদ্ধহৃদয় হইয়া কোপপূর্ণহৃদয়ে নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ বিংশতি শরে লক্ষ্মীনিধিকে আহত করিলেন। তৎকালে সৈনিকগণ উভয়কেই বাণভিন্নাঙ্গ ও রক্তাক্ত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক পাদপের ন্যায় সন্দর্শন করিতে লাগিল। সেই মহাবলশালী ক্ষিপ্রহস্ত বীরদ্বয় এরূপ সত্বর ভাবে শরনিকর গ্রহণপূর্ব্বক এককালে অসংখ্য শরনিক্ষেপ করিতে থাকিলেন যে, কেহই তাঁহাদিগের শরগ্রহণ ও শরক্ষেপের কাল লক্ষ্য করিতে পারিল না। তৎকালে উভয়েই প্রকাণ্ড কোদণ্ড কুণ্ডলিত করিয়া নিরন্তর বাণধারা বর্ষণ করায় বোধ হইল যেন দেবরাজের আদেশানুসারে মহামেঘদ্বয় গগনমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন বারিধারা বর্ষণ করিতেছে। দেখা গেল, তাঁহাদিগের শরজাল নিরন্তর কেবল মাতঙ্গ তুরঙ্গ ও বীরগণের মস্তক ছেদন করিতেছে, কিন্তু সন্ধান বা মোক্ষণ কিছুই লক্ষিত হয় নাই। ক্রমে পৃথিবী নিহত যোদ্ধৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, উহাদিগের মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভা পাইতেছিল। এবং জীবিতাবস্থায় তাহারা যে রোষভরে ওষ্ঠাধর দন্ত দ্বারা দংশন করিয়াছিল সেই ভাবেই রহিল। সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রবেত্তা সেই বীরবরদ্বয় দর্পভরে এইরূপ যুদ্ধ করিতে থাকিলে সেই ঘোরতর সংগ্রামে দেবগণও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেই সংগ্রাম অতিশয় ভীষণ হইয়াছিল, কোটি কোটি বীর উহাতে ধুরাশায়ী হয়। সেই সমরাঙ্গনে কুত্রাপি কেহই নিবিড় শরজালের মধ্য দিয়া গগনমণ্ডল দেখিতে পায় নাই। সেই সময়ে অরিমর্দ্দন বীর লক্ষ্মীনিধি, শরাসনে বহুসংখ্যক দৃঢ় শাণিত শর সন্ধান করিলেন।

একেন ধ্বজমত্যুগ্রং চিচ্ছেদ তরসা হসন্ ॥৪৩
একেন সারথেঃ কায়াচ্ছিরো ভূমাবপাতয়ৎ।
একেন চাপং সগুণমচ্ছিনদ্রোষপূরিতঃ ॥ ৪৪
একেন হৃদি বিব্যাধ সুকেতোর্ব্বেগবান্ নৃপঃ।
তৎকর্ম্মাদ্ভুতমুদ্বীক্ষ্য বীরা বিস্ময়মাযযুঃ ॥ ৪৫
স চ্ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
মহতীং স গদাং নীত্বা যোদ্ধুকামোঽভ্যুপেয়িবান্
তমায়ান্তং সমালক্ষ্য গদাযুদ্ধবিশারদম্।
মহত্যা গদয়া যুক্তং রথাদবততার সঃ ॥ ৪৭
গদামাদায় মহতীং সর্ব্বায়সবিনির্ম্মিতাম্।
জাতরূপবিচিত্রাঙ্গীং সর্ব্বশোভাপুরস্কৃতাম্ ॥৪৮
লক্ষ্মীনিধির্ভৃশং ক্রুদ্ধঃ সুকেতোর্ব্বক্ষসি ত্বরন্
তাড়য়ামাস সুদৃঢ়ং গদাং বজ্রাগ্নিসন্নিভাম্ ॥৪৯
গদয়া তাড়িতো বীরো নাকম্পত মহামুনে।
মদোন্মত্তো যথা দন্তী বালেনৈব স্রজা হতঃ ॥৫০
কথয়ামাস বীরাগ্র্যো নৃপং লক্ষ্মীনিধিং তদা।
সহস্বৈকপ্রহারং মে যদি শূরঃ পরন্তপঃ ॥ ৫১
ইত্যুক্ত্বা তাড়য়ামাস ললাটে গদয়া ভৃশম্।
গদয়া তাড়িতো ভালেঽসৃগ্বমন্ কুপিতো ভৃশম্
মূর্দ্ধ্নি তং তাড়য়ামাস গদয়া কালরূপয়া।
সুকেতুরপি তং স্কন্ধে তাড়য়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥৫৩
এবং ভৃশং সুকুপিতৌ গদাযুদ্ধবিশারদৌ।
গদাযুদ্ধং প্রকুর্ব্বাতে পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥ ৫৪
অন্যোন্যঘাতবিমতৌ পরস্পরবধোদ্যতৌ।
ন কোঽপি তত্র হীয়েত ন কো জীয়েত সংযুগে
মূর্দ্ধ্নি ভালে তথা স্কন্ধে হৃদি গাত্রেষু সর্ব্বতঃ।
রুধিরৌঘপরিক্লিন্নৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ৫৬
তদা লক্ষ্মীনিধিঃ ক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য বেগবান্।

পরে সেই বীর চারিটী বাণে সুকেতুর তুরগনিচয়কে সংহার এবং অবিলম্বে হাসিতে হাসিতে তাহার সমুন্নত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া এক বাণে সুকেতুর সারথির মস্তক ছেদনপূর্ব্বক ভূমিতলে পাতিত এবং অপর এক বাণে জ্যার সহিত চাপমণ্ডল ছেদন করিলেন। অনন্তর সেই নৃপবর সবেগে এক বাণে সুকেতুর হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সমুদয় বীরগণই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। ৩৩—৪৫। রাজভ্রাতা সুকেতু, এইরূপে শরাসন ছিন্ন এবং রথাশ্ব ও রথসারথি নিহত হওয়ায় রথবিহীন হইয়া প্রকাণ্ড এক গদা গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধকামনায় লক্ষ্মীনিধির সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মীনিধি, গদাযুদ্ধবিশারদ সুকেতুকে বৃহৎ এক গদা লইয়া আগমন করিতে দেখিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। পরে সুবর্ণভূষিত পরম সুন্দর লৌহময়ী এক মহতী গদা গ্রহণ করিয়া সাতিশয় ক্রোধপূর্ণ-হৃদয়ে ত্বরায় সুকেতুর বক্ষঃস্থলে দৃঢ়রূপে বজ্রাগ্নিসন্নিভ সেই গদা পাতিত করিলেন। হে মহামুনে! মদোন্মত্ত মাতঙ্গকে যেমন কোন বালক মাল্যাঘাত করিলে সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, সেইরূপ মহাবীর সুকেতুও গদাদ্বারা আহত হইয়া অণুমাত্র কম্পিত হইলেন না। পরন্তু তখন বীরবর সুকেতু, লক্ষ্মীনিধিকে কহিলেন, ওহে বীর! যদি তুমি যথার্থ শূর ও শত্রুনিষূদন হও, তবে আমার একবার প্রহার সহ্য কর দেখি। সুকেতু এই কথা বলিয়াই লক্ষ্মীনিধির ললাটদেশে সাতিশয় গদাঘাত করিলেন। তখন লক্ষ্মীনিধি ললাটে গদাহত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে সমধিক ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে কালরূপিণী স্বীয় গদাদ্বারা সুকেতুর মস্তকে আঘাত করায় ধর্ম্মবিৎ সুকেতুও পুনরপি লক্ষ্মীনিধির স্কন্ধে প্রহার করিলেন। গদাযুদ্ধবিশারদ সেই বীরবরদ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর জিগীষায় এইরূপ ভীষণ গদাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে প্রহার ও সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সেই সংগ্রামে কাহারও জয় বা পরাজয় হয় নাই। ৪৬—৫৫। সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের মস্তক, ললাট, স্কন্ধ ও হৃদয় প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গই

জগাম প্রবলং হন্তুং হৃদি রাজানুজং বলী ॥৫৭
তমায়ান্তমথালোক্য স্বগদাং মহতীং দধৎ।
যযৌ তং তরসা হন্তুং রাজভ্রাতা বলান্বিতম্ ॥৫৮
গদাং তেন বিনির্ম্মিপ্তাং স্বকরে ধৃতবানয়ম্।
তয়ৈব গদয়া তস্য হৃদি জঘ্নে মহাবলঃ ॥ ৫৯
স্বগদাং তেন বৈ নীতাং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীনিধির্নৃপঃ।
বাহুযুদ্ধেন তং যোদ্ধুমিয়েষ বলবত্তরম্ ॥ ৬০
তদা রাজানুজঃ ক্রুদ্ধো বাহুভ্যামুপগৃহ্য তম্।
যুযুধে সর্ব্বযুদ্ধস্য জ্ঞাতা বীরেষু সত্তমঃ ॥ ৬১
তদা লক্ষ্মীনিধিস্তস্য হৃদি জঘ্নে স্বমুষ্টিনা।
তদা সোঽপি শিরস্তেনং মুষ্টিমুদ্যম্য চাহনৎ ॥৬২
মুষ্টিভির্ব্বজ্রসঙ্কাশৈস্তলস্ফোটৈশ্চ দারুণৈঃ।
অন্যোন্যং জঘ্নতুঃ ক্রুদ্ধৌ সন্দষ্টাধরপল্লবৌ ॥৬৩
মুষ্টিমুষ্টি দন্তাদন্তি কচাকচি নখানখি।
উভয়োরভবদ্‌যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ॥ ৬৪
তদা প্রকুপিতো ভ্রাতা নৃপতেশ্চরণে নৃপম্।
গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বাথ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৫
লক্ষ্মীনিধিঃ করে গৃহ্য তং নৃপানুজমুচ্চকৈঃ।
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং গজোপস্থে জঘান তম্ ॥৬৬
স তদা পতিতো ভূমৌ সংজ্ঞাং প্রাপ্য ক্ষণাদথ
তথৈব ভ্রাময়ামাস ব্যোম্নি বেগেন বিক্রমী ॥৬৭
এবং প্রবুধ্যমানৌ তৌ বাহুযুদ্ধং গতৌ পুনঃ।
পাদে পাদং করে পাণিং হৃদি হৃদং মুখে মুখম্
এবং পরস্পরং শ্লিষ্টৌ পরস্পরবধৈষিণৌ।
উভাবপি বলাক্রান্তাবুভৌ মূর্চ্ছামপীযতুঃ ॥ ৬৯
তদ্দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ প্রশশংসুঃ সহস্রশঃ।
ধন্যো লক্ষ্মীনিধির্ভূপো ধন্যো রাজানুজো বলী
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

রুধিরধারায় পরিক্লিন্ন হইয়াছিল। অনন্তর মহাবলশালী লক্ষ্মীনিধি সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া গদা উত্তোলনপূর্ব্বক প্রবল শত্রু রাজানুজ সুকেতুকে বক্ষঃস্থলে প্রহারার্থ মহাবেগে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন সেই রাজভ্রাতা সুকেতুও লক্ষ্মীনিধিকে তদ্রূপে আগমন করিতে দেখিয়া সবলে স্বীয় মহতী গদা ধারণ করত লক্ষ্মীনিধিকে প্রহারার্থ ত্বরায় তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাবলশালী, সুকেতু লক্ষ্মীনিধি-নিক্ষিপ্ত গদা নিজকরে গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারাই লক্ষ্মীনিধির হৃদয় আহত করিলেন। নৃপতি লক্ষ্মীনিধি, স্বীয় গদাকে সুকেতু কাড়িয়া লইল দেখিয়া সেই মহাবল পরাক্রান্ত সুকেতুর সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ সর্ব্ববীরাগ্রগণ্য রাজানুজ সুকেতু, ক্রুদ্ধ হইয়া উভয় হস্তে লক্ষ্মীনিধিকে ধারণ করত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে লক্ষ্মীনিধি সুকেতুর বক্ষঃস্থলে মুষ্টি প্রহার করিলে সুকেতুও মুষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক লক্ষ্মীনিধির মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই বীরদ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠাধর দংশন করত বজ্রোপম মুষ্ট্যাঘাত ও দারুণ চপেটাঘাত দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সেই দুই বীরে রোমহর্ষণকর তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে উভয়েই উভয়ের কেশাকর্ষণ মুষ্টিপ্রহার দন্তাঘাত ও নখাঘাত করিয়াছিলেন। অনন্তর নৃপভ্রাতা সুকেতু সাতিশয় কুপিত হইয়া নৃপতি লক্ষ্মীনিধির চরণধারণপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করত ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন। তৎপরে লক্ষ্মীনিধিও নৃপানুজের করধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে শতবার ভ্রমণ করাইয়া গজোপস্থে পাতিত করিলেন। তৎকালে মহাবিক্রমশালী সুকেতু ভূতলে পতিত হইয়া ক্ষণকাল পরেই সংজ্ঞালাভ করত লক্ষ্মীনিধিকে সবেগে শূন্যে তদ্রূপ ভ্রমণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পর চরণে চরণ করে কর বক্ষঃস্থলে বক্ষঃস্থল ও মুখে মুখ বিন্যস্ত করিয়া পুনরায় বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর বধাভিলাষী সেই বীরদ্বয় এইরূপে পরস্পর দৃঢ়বদ্ধ এবং উভয়েই উভয়ের বলবিক্রমে আক্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই অদ্ভুতব্যাপার

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

চিত্রাঙ্গঃ ক্রৌঞ্চকণ্ঠস্থো রথস্থো বীরশোভিতঃ
গাহয়ামাস তৎসৈন্যং বারাহ ইব বারিধিম্ ॥১
ধনুর্বিস্ফার্য্য সুদৃঢ়ং মেঘনাদনিনাদি তৎ।
মুমোচ বাণান্নিশিতান্ বৈরিকোটিবিদাহকান্ ॥
তদ্বাণভিন্নসর্ব্বাঙ্গাঃ শেরতে সুভটা ভৃশম্।
সকিরীটতনুত্রাণাঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদাঃ ॥ ৩
এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে যযৌ যোদ্ধুং তু পুষ্কলঃ
মণিচিত্রিতমাদায় চাপং বৈরিপ্রতাপনম্ ॥ ৪

তয়োঃ সঙ্গতয়ো রূপং দৃষ্টন্তেঽতিমনোহরম্।
পুরা তারকসংযোগে স্কন্দতারকয়োর্যথা ॥ ৫
বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ শীঘ্রং সব্যসাচী তু পুষ্কলঃ।
তাড়য়ামাস তং ক্ষিপ্রং শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥৬
চিত্রাঙ্গোঽপি রুষাক্রান্তঃ শরাসন ইষূন্ হিতান্
দধদ্ব্যমুঞ্চদ্বহুশো রণমণ্ডলমূর্দ্ধনি ॥ ৭
নাদানং ন চ সন্ধানং ন মোচনমথাপি বা।
দৃষ্টং তাবেব সন্দৃষ্টৌ কুণ্ডলীকৃতচাপিনৌ ॥৮
তদাসৌ পুষ্কলঃ ক্রুদ্ধঃ শরাণাং শতকেন তম্
বিব্যাধ বক্ষঃস্থলকে মহাযোদ্ধারমুদ্ভটম্ ॥ ৯
চিত্রাঙ্গস্তাঞ্ছরান্ সর্ব্বাংশ্চিচ্ছেদ তিলশঃ
ক্ষণাৎ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু পুষ্কলং শিতসায়কৈঃ ॥ ১০
পুষ্কলস্তদ্রথং দিব্যং ভ্রামকাস্ত্রেণ শোভিনা।

দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সহস্র সহস্র লোক "নৃপতি লক্ষ্মীপতি ধন্য এবং রাজাত্মজ সুকেতুও ধন্য" এইরূপ প্রশংসা করিয়াছিল। ৫৬—৭০।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

শেষ বলিলেন,—অনন্তর ক্রৌঞ্চব্যূহের কণ্ঠদেশস্থিত বীরগণে শোভিত রথারূঢ় চিত্রাঙ্গ, বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান্ যেমন মহাসাগরকে আলোড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শত্রুদের সেই সৈন্যগণকে বিমথিত করিতে আরম্ভ করিল। সেই বীরবর সুদৃঢ় ধনুঃ বিস্ফারণপূর্ব্বক অসংখ্য বৈরিবিনাশক নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে থাকিলে তৎকালে তদীয় ধনু হইতে মেঘধ্বনিবৎ ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। বহুল মহাযোদ্ধগণই তদীয় বাণে বিদীর্ণাঙ্গ হইয়া ধরাতলে শয়ন করিতে থাকিল। তাহাদিগের ওষ্ঠপুট পূর্ব্ববৎই দন্তপংক্তি দ্বারা সন্দষ্ট রহিল এবং মস্তকে কিরীট ও বক্ষঃস্থলে বর্ম্ম শোভা পাইতে থাকিল। এইরূপ সংগ্রাম হইতে আরব্ধ হইলে বীরবর পুষ্কল বৈরিগণের সন্তাপপ্রদ মণিবিচিত্রিত শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ রিপু-সন্নিধানে গমন করিলেন। পূর্ব্বকালে কার্ত্তিকেয় ও তারকাসুরের সম্মিলনে যেমন শোভা হইয়াছিল, তদ্রূপ সংগ্রামার্থ পরস্পর মিলিত চিত্রাঙ্গ ও পুষ্কলেরও তৎকালে অতি মনোহর রূপ দৃষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর সব্যসাচী পুষ্কল অবিলম্বে শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা চিত্রাঙ্গকে প্রহার করিল। তখন চিত্রাঙ্গও রোষাক্রান্ত হইয়া স্বীয় শরাসনে বহুল নিশিত ইষুনিচয় সন্ধান করত সমরক্ষেত্রে বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে উভয়েই যে, কখন শর গ্রহণ, কখন সন্ধান ও কখনই বা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহা কেহই দেখিতে পাইল না; কেবল ইহাই দেখা গেল যে, উভয়ের চাপমণ্ডলই নিরন্তর কুণ্ডলবৎ গোলাকার হইয়া রহিয়াছে।১—৮। ঐ সময় পুষ্কল নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একদা শত শরে দুর্ম্মদ মহাযোদ্ধা চিত্রাঙ্গের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে চিত্রাঙ্গও পুষ্কলনিক্ষিপ্ত শরনিকরকে শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ তিল তিল প্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিল এবং নিশিত সায়কসমূহ দ্বারা পুষ্কলের

নভসি ভ্রাময়ামাস তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১১
ভ্রান্ত্বা মুহূর্ত্তমাত্রং তু তদ্রথো হয়সংযুতঃ।
স্থিতিং লেভেঽতিকষ্টেন সঙ্কৃতো রণমণ্ডলে॥
স চাস্য বিক্রমং দৃষ্ট্বা চিত্রাঙ্গঃ কুপিতো ভৃশম্‌।
উবাচ পুষ্কলং ধীমান্‌ সর্ব্বাস্ত্রেষু বিশারদঃ ॥১৩
চিত্রাঙ্গ উবাচ।
ত্বয়া সাধু কৃতং কর্ম্ম সুভটৈর্যুধি সম্মতম্‌।
মদ্রথো বাজিসংযুক্তো ভ্রামিতো নভসি ক্ষণম্‌ ॥
পরাক্রমং সমীক্ষস্ব মমাপি সুভটেড়িতম্‌।
আকাশচারী তু ভবান্‌ ভবত্বমরপূজিতঃ ॥ ১৫
ইত্যুক্তা স মুমোচাস্ত্রং রণে পরমদারুণম্‌।
ধনুষা পরমাস্ত্রজ্ঞঃ সর্ব্বধর্ম্মবিদুত্তমঃ ॥ ১৬
তেন বাণেন সম্বদ্ধঃ খে বভ্রাম পতঙ্গবৎ।
সরথঃ সহয়ঃ সঙ্খ্যে সধ্বজশ্চ সসারথিঃ ॥ ১৭
ভ্রান্তঃ স রথবর্য্যস্তু নভসি ত্বরয়ান্বিতঃ।
যাবৎস্থিতিং ন লভতে তাবন্মুক্তোঽপরঃ শরঃ
পুনশ্চ পরিবভ্রাম রথঃ সূতসমন্বিতঃ।
তৎকর্ম্ম বীক্ষ্য পুত্রস্য রাজ্ঞো বিস্ময়মাপ সঃ॥
কথঞ্চিৎ স্থিতিমপ্যাপ পুষ্কলঃ পরবীরহা।
রথং জঘান বাণৈশ্চ সসূতং হয়ম'স্য চ ॥ ২০
স ভগ্নস্যন্দনো বীরঃ পুনরন্যং সমাশ্রিতঃ।
সোঽপি ভগ্ন. শরৈরাশু পুষ্কলেন রণাঙ্গনে ॥
পুনরন্যং সমাস্থায় যাবদায়াতি সম্মুখম্‌।
তাবত্তদ্ভগ্ন নিশিতৈঃ সায়কৈস্তদ্রথং পুনঃ ॥ ২২
এবং দশ রথা ভগ্না নৃপতেরাত্মজস্য হি।
পুষ্কলেন তু বীরেণ মহাসংযুগশালিনা ॥ ২৩
তদা চিত্রাঙ্গকঃ সঙ্খ্যে রথে স্থিত্বা বিচিত্রিতে।
আজগাম হ বেগেন যোদ্ধুং পুষ্কলকেন তু ॥২৪
পুষ্কলং পঞ্চভির্ব্বাণৈস্তাড়য়ামাস সংযুগে।

সারথির সহিত নভোমণ্ডলে পতঙ্গবৎ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। পুষ্কলের সেই মহারথ দ্রুতবেগে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করত স্থির হইতে না হইতেই চিত্রাঙ্গ অপর একটি শর-নিক্ষেপ করায় সেই রথ সারথির সহিত পুনরপি অতিবেগে ভ্রমণ করিতে থাকিল। রাজপুত্র চিত্রাঙ্গের তৎকার্য্য দর্শনে পুষ্কল বিস্ময়াপন্ন হইল।৯—১৯। পরে পরবীরঘাতী পুষ্কল অতিক্লেশে অবস্থিত হইয়া বাণনিচয় দ্বারা চিত্রাঙ্গের রথ, সারথি ও অশ্বের সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। বীরবর চিত্রাঙ্গ রথ ভগ্ন হওয়ায় যেমন অন্য রথে আরোহণ করিল, অমনি পুষ্কল পুনরায় শরসমূহে রণাঙ্গন মধ্যে সেই রথও ভগ্ন করিয়া দিল। পরে পুনরপি অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক যেমন সম্মুখে আগমন করিবে, অমনি পুনর্ব্বার নিশিত সায়কসমূহ দ্বারা তাহাও চূর্ণ করিয়া দিল। মহাযোদ্ধা বীরবর পুষ্কল এইরূপে সেই রাজ কুমারের দশখানি রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিল। তখন চিত্রাঙ্গ অপর একখানি বিচিত্রিত রথে অবস্থানপূর্ব্বক পুষ্কলের সহিত যুদ্ধার্থ বেগে সমরাঙ্গনে আগমন করিল অনন্তর চিত্রাঙ্গ সেই সমরক্ষেত্রে পঞ্চবাণে

সর্ব্বাঙ্গ তাড়িত করিল। পরে পুষ্কল পরম শোভমান ভ্রামকাস্ত্রদ্বারা চিত্রাঙ্গের দিব্যরথ গগনাঙ্গনে ভ্রামিত করিতে থাকিলে উহা এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া উঠিল। সেই রথ অশ্বের সহিত মুহূর্ত্তকাল আকাশে ঘূর্ণমান হইয়া অতিক্লেশে রণস্থলে স্থাপিত হইল। তখন সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ ধীমান্‌ চিত্রাঙ্গ, পুষ্কলের বিক্রমদর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া পুষ্কলকে এইরূপ কহিল। চিত্রাঙ্গ বলিল,—বীরবর! তুমি যে বাজিগণ-সমন্বিত মদীয় রথকে ক্ষণকাল নভোমণ্ডলে ভ্রামিত করিয়াছ, ইহা তোমার মহৎ কার্য্য করা হইয়াছে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রশংসনীয় যোদ্ধা মাত্রেই তোমার ঐ কার্য্যের প্রশংসা করিতেছে। এক্ষণে আমারও বীরগণের প্রশংসনীয় পরাক্রম নিরীক্ষণ কর। তুমি মদীয় পরাক্রমে অমরগণ-পূজিত আকাশচারী হও। সমুদয় ধর্ম্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য পরমাস্ত্রবিৎ চিত্রাঙ্গ এই কথা বলিয়া সেই সমরক্ষেত্রে ধনুঃসহায়তায় এক পরম দারুণ ভ্রামকাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। পুষ্কলের গাত্রে সেই অস্ত্র সংক্রান্ত হইবা মাত্র পুষ্কল সেই সমরাঙ্গনমধ্যে অশ্ব ধ্বজ ও

তৈর্ব্বাণৈর্নিহতোঽত্যন্তং বিব্যথে ভরতাত্মজঃ
স ক্রুদ্ধশ্চাপমুদ্যম্য বাণান্ দশ শিতাস্মহান্
মুমোচ হৃদয়ে তস্য স্বর্ণপুঙ্খসুশোভিতান্ ॥ ২৬
তে বাণাঃ পপুরেতস্য রুধিরং বহুদারুণাঃ ।
পীত্বা পেতুঃ ক্ষিতৌ কূটসাক্ষিণঃ পূর্ব্বজা ইব ॥
তদা চিত্রাঙ্গকঃ ক্রুদ্ধো ভল্লান্ পঞ্চ সমাদদে ।
মুমোচ ভালে পুত্রস্য ভরতস্য মহৌজসঃ ॥ ২৮
তৈর্ভল্লৈরাহতঃ ক্রুদ্ধঃ শরাসনবরে শরম্ ।
দধৎপ্রতিজ্ঞামকরোচ্চিত্রাঙ্গনিধনং প্রতি ॥ ২৯
শৃণু বীর মম ক্ষিপ্রং প্রতিজ্ঞাং ত্বদ্বধাশ্রিতাম্ ।
তজ্জ্ঞাত্বা সাবধানেন যোদ্ধব্যঞ্চ ত্বয়াত্র হি ॥
বাণেনানেন চেত্ত্বাং বৈ ন কুর্য্যাং প্রাণ-
বর্জ্জিতম্ ।
সতীং সন্দূষ্য বনিতাং শীলাচারসুশোভিতাম্
লোকো যঃ প্রাপ্যতে লোকৈর্যমস্য বশবর্ত্তিভিঃ
স লোকো মম বৈ ভূয়াৎ সত্যং মম
প্রতিশ্রুতম্ ।
ইতি শ্রেষ্ঠং বচঃ শ্রুত্বা জহাস পরবীরহা ।
উবাচ মতিমান্বীরঃ পুষ্কলং বচনং শুভম্ ॥৩৩
মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ভাব্যঃ সর্ব্বত্রৈব চ সর্ব্বদা ।
তস্মান্মে নিধনে দুঃখং নাস্তি শূরশিরোমণে ॥
প্রতিজ্ঞা যা কৃতা বীর ত্বয়া বীরেণ শোভিনা ।
সা সত্যৈব পুনর্ম্মেঽদ্য শ্রূয়তাং ব্যাহৃতং মহৎ
তব বাণং বধোদ্যুক্তং মম ন চ্ছেদ্মি চেদহম্ ।
তদা প্রতিজ্ঞাং শৃণু মে সর্ব্ববীরাভিমানিনঃ ॥৩৬
তীর্থং জিগমিষোর্যো বৈ কুর্য্যাৎ স্বান্তবিখণ্ডনম্
একাদশীব্রতাদন্যজ্জানাতি ব্রতমুচ্চকৈঃ ॥ ৩৭
তস্য পাপং মমৈবাস্তু প্রতিজ্ঞাপরিঘাতিনঃ ।
ইতি বাক্যমুদীর্য্যৈব তুষ্ণীভূতো ধনুর্দ্ধরে ॥৩৮

পুষ্কলকে আহত করিল, তখন ভরতাত্মজ পুষ্কল সেই বাণনিচয়ে আহত হইয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল। পরে মহামনা পুষ্কল, ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন উত্তোলনপূর্ব্বক চিত্রাঙ্গের বক্ষঃস্থলে এককালে স্বর্ণপুঙ্খ সুশোভিত শিলাশাণিত দশবাণ নিক্ষেপ করিল। পুষ্কলপ্রেরিত নিদারুণ বাণ সকল চিত্রাঙ্গের রুধির পান করিয়া পূর্ব্বজ কূটসাক্ষি-চয়ের ন্যায় ক্ষিতিতলে পতিত হইল। তখন চিত্রাঙ্গ সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চসংখ্যক ভল্ল গ্রহণপূর্ব্বক মহাতেজা ভরতপুত্র পুষ্কলের ললাটে নিক্ষেপ করিল। এদিকে পুষ্কল, ভল্লাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সন্ধান করিতে উদ্যত হইয়া চিত্রাঙ্গের নিধনার্থ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল যে, হে বীর! এক্ষণে ত্বদীয় বধ সম্বন্ধে আমার প্রতিজ্ঞা শুন। মদীয় প্রতিজ্ঞা পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি সাবধানে যুদ্ধ করিও। আমি এই বাণে যদি তোমার প্রাণ সংহার করিতে না পারি, তাহা হইলে সদাচারসম্পন্না সচ্চরিত্রা সতী রমণীকে সম্যক্‌রূপে দূষিত করিয়া লোক সকল যমের বশবর্ত্তী হইয়া যে লোক প্রাপ্ত হয়, আমারও যেন সেই লোকে গতি হয়, আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য জানিবে। ২০—৩২। পরবীরহন্তা মতিমান্ ধীর চিত্রাঙ্গ, পুষ্কলের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া উঠিল এবং এই কথা বলিল যে, ওহে শূরশিরোমণে! প্রাণিগণের সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র মৃত্যু হইতে পারে, তজ্জন্য আমার মরণে অণুমাত্র দুঃখ নাই। হে বীর! তুমি মহাবীর হইয়া যে প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা সত্যই হইবে; কিন্তু এক্ষণে আমার এক মহাবাক্য শ্রবণ কর। আমাকে সংহার করিতে উদ্যত ত্বদীয় বাণ আমি যদি ছেদন করিতে না পারি, তাহা হইলে সর্ব্ববীরাভিমানী আমারও এই প্রতিজ্ঞা শুন যে, কোন ব্যক্তি তীর্থগমনে অভিলাষী হইলে যে তাহার সেই ইচ্ছার খণ্ডন করিয়া দেয় এবং যে ব্যক্তি একাদশীব্রত অপেক্ষা অন্য ব্রতকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে, তাহার যে পাপ উক্ত আছে, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে আমারও যেন সেই পাপ হয়। চিত্রাঙ্গ এই কথা বলিয়াই তুষ্ণীম্ভাব

তদা তেন নিষঙ্গাৎ স্বাহৃত্য সায়কং বরম্।
কথিতং তত্র বিশদং বাক্যং শত্রুবধাবহম্ ॥৩৯
পুষ্কল উবাচ।
যদি রামাঙ্ঘ্রিযুগলং নিষ্কাপট্যেন চেতসা।
উপাসিতং ময়া তর্হি মম বাক্যং ভবদ্‌ব্রতম্ ॥৪০
যদি স্বমহিলাং ভুক্ত্বা নান্যাং জানামি চেতসা।
তেন সত্যেন মে বাক্যং সত্যং ভবতু সঙ্গরে
ইতি বাক্যমুদীর্য্যাশু বাণং ধনুষি সন্ধিতম্।
কালানলোপমং বীরশিরশ্ছেদনমাক্ষিপৎ ॥ ৪২
তং বাণং মুক্তমালোক্য স তু রাজসুতো বলী
বাণং শরাসনেঽধত্ত তীক্ষ্ণং কালানলোপমম্ ॥
তেন বাণেন সঞ্ছিন্নো বাণঃ স্ববধ উদ্যতঃ।
হাহাকারো মহানাসীচ্ছিন্নে তস্মিন্ শরে তদা
পরার্দ্ধং পতিতং ভূমৌ পূর্ব্বার্দ্ধং ফলসংযুতম্।
শিরোধরাং চকর্ত্তাশু পদ্মনালমিব ক্ষণাৎ ॥৪৫

তদা ভূমৌ পতন্তং তু দদৃশুঃ সর্ব্বসৈনিকাঃ।
হাহা কৃত্বা ভৃশং সর্ব্বে পলায়নপরা গতাঃ ॥৪৬
পৃথিব্যাং মস্তকং শ্রেষ্ঠং সকিরীটং সকুণ্ডলম্।
শুশুভেঽতীব পতিতং চন্দ্রবিম্বং দিবো যথা ॥
তং বীক্ষ্য পতিতং বীরঃ পুষ্কলো ভরতাত্মজঃ
ব্যগাহত ব্যূহমিমং সর্ব্ববীরৈকশোভিতম্ ॥৪৮
শেষ উবাচ।
অথ পুত্রং সমালোক্য পতিতং ব্যসুমুদ্ধতম্।
বিললাপ ভৃশং রাজা সুতদুঃখেন দুঃখিতঃ ॥
মূর্দ্ধ্নি সন্তাড়য়ামাস পাণিভ্যামতিদুঃখিতঃ।
কম্পমানো ভৃশং চাশ্রূণ্যমুঞ্চন্নয়নাব্জয়োঃ ॥ ৫০
গৃহীত্বা পতিতং বক্ত্রং চন্দ্রবিম্বমনোরমম্।
পুষ্কলেষুক্ষতাসৃগ্‌ভিশ্ছন্নং কুণ্ডলশোভিতম্ ॥৫১
কুটিলভ্রূযুগশ্রেষ্ঠং সন্দষ্টাধরপল্লবম্।

অবলম্বন করত ধনুঃ ধারণ করিল। তৎকালে পুষ্কলও তূণীর হইতে একটী উৎকৃষ্টসার উত্তোলনপূর্ব্বক শত্রুবধবিষয়ক এইরূপ পবিত্র বাক্য বলিল যে, যদি আমি অকপটচিত্তে শ্রীরামের পাদপদ্মযুগল উপাসনা করিয়া থাকি, তবে সেই সত্যধর্ম্মবলে আমার বাক্য যেন সত্য হয়। যদি আমি স্বমহিলা উপভোগ করিয়াই সুখী হই, এবং পরস্ত্রীকে মনে মনেও চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সত্যবলেই যেন এই সমরক্ষেত্রে আমার বাক্য সত্য হয়। পুষ্কল এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ধনুতে বীরগণের শিরশ্ছেদক কালানলোপম এক বাণ সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। মহাবলশালী রাজনন্দন চিত্রাঙ্গ, পুষ্কলনিক্ষিপ্ত সেই বাণ অবলোকন করিয়া স্বয়ংও শরাসনে কালানলোপম এক তীক্ষ্ণ বাণ সন্ধান করিল। —৪৩। কিন্তু সেই বাণে পুষ্কলপ্রেরিত বাণ ছিন্ন হইয়াও যখন চিত্রাঙ্গের সংহারে উদ্যত হইল, তখন মহা হাহাকারধ্বনি হইয়া উঠিল। তৎকালে সেই বাণ ছিন্ন হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—বাণের পশ্চাদর্দ্ধ ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু ফলকসংযুত পূর্ব্বার্দ্ধভাগ, অবিলম্বে চিত্রাঙ্গের গ্রীবাদেশ পদ্মনালবৎ ক্ষণমধ্যেই দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। তখন সমুদয় সৈনিকগণ চিত্রাঙ্গকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া সাতিশয় হাহাকারপূর্ব্বক পলায়ন করিতে থাকিল। চিত্রাঙ্গের কিরীটকুণ্ডলালঙ্কৃত মনোহর মস্তক পৃথিবীতে পতিত হইয়া আকাশচ্যুত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ভরতাত্মজ মহাবীর পুষ্কল চিত্রাঙ্গকে পতিত দেখিয়া বহুল বীরগণে শোভিত সেই ক্রৌঞ্চব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিল। শেষ বলিলেন,—অনন্তর রাজা সুবাহু মহাবলোদ্ধত পুত্রকে পতিত ও গতাসু দর্শনে পুত্রদুঃখে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে স্বীয় ললাটদেশে করাঘাত এবং নয়নারবিন্দ হইতে অবিরলঅশ্রু জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪৪—৫০। অনন্তর সুবাহুরাজ, কুটিল ভ্রূযুগলভূষিত, অধরপল্লবে দশনমালায় দংশিত, পুষ্কলের শরাঘাতজনিত ক্ষত স্থান হইতে [illegible] রুধিরধারায় পরিক্লিন্ন, কুণ্ডল-

সঞ্চুম্ব্য মুখপদ্মেন বিলপন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫২
হা পুত্র বীর কথমুৎসুকচেতসং মাং
কিং নেক্ষসে বিশদনেত্রযুগেন শূর।
কিং মদ্বিনোদকতয়া রহিতস্ত্বমেব
রোষোদধিপ্লুতমনাঃ কিল লক্ষ্যসে চ ॥৫৩
বদ পুত্র কথং মাং ত্বং প্রব্রূষে ন হসন্ পুনঃ।
অমৃতৈর্ম্মধুরাস্বাদৈর্বিনোদয়সি পুত্রক ॥ ৫৪
শত্রুস্বাশ্বং গৃহাণ ত্বং সিতচামরশোভিতম্।
সুবর্ণপত্রশোভাঢ্যং ত্যক্ত্বা নিদ্রাং মহামতে ॥৫৫
এষ প্রতাপবিশদঃ প্রতাপাগ্র্যঃ পরন্তপঃ।
ধনুর্বিভ্রৎ পুরো ভাতি পুষ্কলঃ পরবীরহা ॥৫৬
এনং বারয় সন্তীক্ষ্ণৈর্ব্বাণৈঃ কোদণ্ডনির্গতৈঃ।
কথং ত্বং রণমধ্যে বৈ শেষে বীর বিমোহিতঃ
হস্তিনঃ পত্তয়শ্চৈব রথারূঢা ভয়ার্দ্দিতাঃ।
শরণং ত্বাং সমায়ান্তি তানীক্ষস্ব মহামতে ॥ ৫৮
পুত্র ত্বয়া বিনা সোঢ়ুং কথং শক্তো রণাঙ্গণে।
শত্রুস্য সায়কাংস্তীক্ষ্ণাংশ্চণ্ডকোদণ্ডনির্গতান্ ॥৫৯
অতো মাস্তু ত্বয়া হীনং কো বা পালয়িতুং ক্ষমঃ
যদি ত্যক্ষ্যসি নিদ্রাং ত্বং জয়ায়াহং ক্ষমস্তদা ॥
ইত্থং বিলপ্য সুভৃশং ততাড় হৃদয়ং স্বকম্।
বহুশঃ পাণিনা রাজা পুত্রদুঃখেন দুঃখিতঃ ॥ ৬১
তদা বিচিত্রদমনৌ স্বস্বস্যন্দনসংস্থিতৌ।
পিতুশ্চরণয়োর্নত্বা উচতুঃ সময়োচিতম্ ॥ ৬২
রাজন্নস্মাসু জীবৎসু কিং দুঃখং হৃদি তেঽনঘ
বীরাণাং প্রধনে মৃত্যুর্ব্বাঞ্ছিতো জায়তে মহান্
ধন্যোঽয়ং বত চিত্রাঙ্গো যো বীরভুবি শোভতে
সকিরীটস্ত্ব সন্দষ্ট-দন্তচ্ছদযুগঃ প্রভুঃ ॥ ৬৪
কথয়াশু কিমদ্যৈব কুর্ব্বস্তে কার্য্যমীপ্সিতম্।

শোভিত, চন্দ্রবিম্ববৎ মনোহর, পতিত পুত্র-মস্তক গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় মুখপদ্ম দ্বারা বারংবার চুম্বন ও বিলাপ করিয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন,—হা পুত্র! হা বীর! কি জন্য আমাকে ত্বদ্দর্শনে সমুৎসুকচিত্ত জানিয়াও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না? হা শূর! কি নিমিত্ত তুমি আমার সন্তোষ সাধনে বিরত হইতেছ? আমি যে এখনও তোমাকে যেন রোষসাগর উত্তরণে ইচ্ছুক দেখিতেছি। হা পুত্র! বল, কি জন্য আমায় সহাস্য বদনে কিছু বলিতেছ না? তুমি যে সর্ব্বদা আমায় অমৃতোপম সুমধুর বচনপরম্পরায় আনন্দিত করিয়া থাক। হে মহামতে! এক্ষণে নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক শুভ্রচামরশোভিত সুবর্ণপত্রভূষিত শত্রুঘ্নের অশ্ব গ্রহণ কর। ৫১—৫৫। ঐ দেখ, পর-বীরহন্তা মহাপ্রতাপশালী পরন্তপ পুষ্কল ধনু-র্ধারণ করিয়া তোমার সম্মুখে বিরাজ করি-তেছে। হে বীর! এক্ষণে কোদণ্ডবিনির্গত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা উহাকে নিবারণ কর। কি জন্য তুমি বিমোহিত হইয়া রণ-মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? হে মহামতে! দেখ, হস্তী, পদাতি ও রথী প্রভৃতি সেনাগণ ভীত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হই-তেছে, একবার তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। পুত্র! তোমা ভিন্ন আমি কি প্রকারে এই সমরাঙ্গন মধ্যে শত্রুঘ্নের প্রচণ্ড কোদণ্ড-বিনির্গত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর সহন করিতে সমর্থ হইব? অতঃপর তোমাবিরহিত আমায় কেই বা পালন করিতে সমর্থ হইবে? তুমি যদি নিদ্রা ত্যাগ কর, তবেই আমি শত্রুঘ্নকে জয় করিতে পারি। পুত্রদুঃখে দুঃখিত রাজা সুবাহু একপ্রকার সাতিশয় বিলাপ করিয়া বহুবার স্বীয় হৃদয়ে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ৫৬—৬১। তৎকালে বিচিত্র ও দমন নামক তদীয় পুত্রদ্বয় স্ব স্ব রথারোহণে আগমন করিয়া পিতৃচরণে প্রণতিপুরঃসর সময়োচিত বাক্য বলিল;—রাজন্! আমরা জীবিত থাকিতে আপ-নার হৃদয়ে কি দুঃখ উপস্থিত হই-তেছে? হে অনঘ! বীরগণের সংগ্রামে মৃত্যু ত বাঞ্ছনীয় এবং প্রশংসনীয়। অহো! এই চিত্রাঙ্গই ধন্য! কারণ, ইনি কিরীটভূষিত মস্তকে বীরজনোচিত সমরভূমিতে দশন-পংক্তি দ্বারা অধরদেশ দংশন করত কেমন

শত্রুঘ্নবাহিনীং সর্ব্বামাবাং হত্বঃ প্রমাথিনীম্ ।৬৫
অদ্যৈব পুষ্কলং ভ্রাতুর্ব্বধকারিণমাহবে।
পাতয়াবো রথাচ্ছিত্বা শিরো মুকুটমণ্ডিতম্ ।৬৬
ত্যজ শোকং সুদুঃখার্ত্তঃ কথং ভাসি মহামতে
আজ্ঞাপয়াবাং মানার্হ কুরু যুদ্ধে মতিং তথা।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুত্রয়োর্বীরমানিনোঃ।
শোকং ত্যক্ত্বা মহারাজো যুদ্ধায় মতিমাদধাৎ
তাবপি প্রতিযোদ্ধারং বাঞ্ছন্তৌ রণদুর্ম্মদৌ।
জগ্মতুঃ কটকে শত্রোরনন্তভটপূরিতে ॥ ৬৯ ॥
রিপুতাপেন দমনো নীলরত্নেন চেতরঃ।
ববৃধাতে রণে বীরৌ প্রাবর্ষীব বলাহকৌ ।৭০
রাজা কনকসম্বদ্ধে রথে মণিবিচিত্রিতে।
রত্নকুবরশোভাঢ্যে তিষ্ঠংশ্চাপধরো বলী ॥৭১
যযৌ যোদ্ধুং শত্রুঘ্নং বীরকোটিভিরাবৃতম্।
তৃণীকুর্ব্বন্ মহাবীরান্ ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদান্ ।৭২
তং যোদ্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা সুবাহুং রোষপূরিতম্।
পুত্রনাশেন কুপিতং সর্ব্বসৈন্যবধাদিকম্ ।৭৩
শত্রুঘ্ন।পার্শ্বসঞ্চারী হনূমাংস্তমুপাদ্রবৎ।
নখায়ুধো মহানাদং কুর্ব্বন্ মেঘ ইবাহবে ।৭৪
সুবাহুস্তং হনূমন্তমাগচ্ছন্তং মহারবম্।
উবাচ প্রহসন্ বাক্যং রোষপূরিতলোচনঃ ।৭৫
ক গতঃ পুষ্কলো হত্বা মৎপুত্রং রণমণ্ডলে।
পাতয়াম্যদ্য তস্যাশু শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্ ।৭৬
ক শত্রুঘ্নো বাহপালঃ ক চ রামঃ কুতো ভটাঃ
প্রাণহন্তারমায়ান্তং পশ্যন্তু প্রধনে তু মাম্ ।৭৭
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য হনুমান্ নিজগাদ তম্।
শত্রুঘ্নো লবণচ্ছেত্তা বর্ত্ততে সৈন্যপালকঃ ।৭৮
স কথং প্রধনে যুধ্যেৎ সেবকেহপ্রস্থিতে নৃপ

শোভা পাইতেছেন। ত্বরায় আজ্ঞা করুন, অদ্য আমাদিগকে আপনার কোন্ অভীষ্ট কার্য্য করিতে হইবে? আমরা অদ্যই প্রমাথিনী সমুদয় শত্রুঘ্নবাহিনীকে সংহার করিব এবং অদ্যই কুণ্ডলভূষিত মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ভ্রাতৃহন্তা পুষ্কলকে রথ হইতে পাতিত করিব। হে মহামতে! শোক পরিত্যাগ করুন, কিজন্য এরূপ সমধিক দুঃখার্ত্ত হইতেছেন? হে মানার্হ! আমাদিগকে আজ্ঞা করুন, যুদ্ধে মত দিন। মহারাজ সুবাহু বীর পুত্রদ্বয়ের ঈদৃশ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া শোকপরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অভিলাষ করিলেন। তখন সেই রণ-দুর্ম্মদ রাজকুমারদ্বয় প্রতিযোদ্ধাকে পাইবার বাসনায় অনন্ত যোদ্ধৃবৃন্দে পরিপূর্ণ শত্রুকটকমধ্যে গমন করিল। অনন্তর বীরবর দমন, রিপুতাপের সহিত এবং বিচিত্র নীলরত্নের সহিত নিরন্তর জলধারাবর্ষী বর্ষাকালীন মেঘখণ্ডদ্বয়ের ন্যায় সতত শরধারা বর্ষণ দ্বারা সংগ্রাম আরব্ধ করিল। মহাবলশালী রাজা সুবাহু কনকমণ্ডিত, মণিখচিত ও রত্নকুবরশোভিত রথে আরোহণ করিয়া ধনুর্বিদ্যাবিশারদ মহা মহা বীরগণকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করত শরাসনহস্তে অসংখ্য বীরগণে পরিবৃত শত্রুঘ্নসন্নিধানে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। অনন্তর রাজা সুবাহুকে পুত্রের বিনাশনিবন্ধন রোষপূর্ণ হৃদয়ে অখিল শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ ও বিমর্দ্দন করিতে করিতে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া শত্রুঘ্নের পার্শ্বসঞ্চারী হনূমান্ মেঘবৎ গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে নখমাত্র আয়ুধসহায়ে সেই সমরাঙ্গনমধ্যে সুবাহুরাজের সন্নিধানে ধাবিত হইল। পরে সুবাহু, হনূমান্‌কে মহাশব্দে আগমন করিতে দেখিয়া রোষপূর্ণহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত এই কথা বলিলেন যে, পুষ্কল রণমণ্ডলে আমার পুত্রকে নিহত করিয়া কোথায় গেল? আমি এখনই তাহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক পাতিত করিব। ৬২—৭৬। আর এক কথা, সেনাপতি শত্রুঘ্ন ও রামই বা কোথায়? এবং বীরগণই বা কোথায় আছে? আমি এই রণস্থলে তাঁহাদিগের প্রাণসংহারার্থ আসিতেছি, আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। হনূমান্ সুবাহুর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বলিল, লবণাসুরসূদন শত্রুঘ্ন সৈন্য রক্ষা করিতেছেন। হে নৃপ! সংগ্রামক্ষেত্রে সেবক সম্মু-

মাং বিজিত্য রণে তঞ্চ ত্বং গন্তাসি নরর্ষভ ॥
ইত্যুক্তবন্তং তরসা বিব্যাধ দশসায়কৈঃ।
হৃদি তং বীরমত্যুগ্রং পর্ব্বতাগ্রামিব স্থিতম্ ॥
তে বাণা আগতা তেন গৃহীতাঃ করকুড্মলে।
চূর্ণয়ামাস তিলশঃ শিতান্ বৈরিবিদারণান্ ॥৮১
চূর্ণয়িত্বা শরাংস্তাংস্তান্ বিনদন্ ঘনগর্জ্জিতৈঃ।
পুচ্ছেনাবেষ্ট্য বেগেন রথং নিন্যে মহাবলঃ ॥
তং যান্তং নৃপবর্য্যোঽসাবাকাশে স্থিত এব সঃ
লাঙ্গুলং তাড়য়ামাস শিতাগ্রৈঃ সায়কৈর্মুহুঃ ॥৮৩
স তাড়িতস্তু পুচ্ছাগ্রে শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
মুমোচ তদ্রথং দিব্যং কনকেন বিচিত্রিতম্ ॥৮৪
স মুক্তস্তেন তরসা শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্জ্জঘান তম্।
হনূমন্তং কপিবরং রোষসম্পূরিতেক্ষণঃ ॥ ৮৫

হনূমান্ বাণসঞ্ছিন্নঃ সর্ব্বত্র রুধিরাপ্লুতঃ।
মহারোষং সমাধত্ত নৃপোপরি কপীশ্বরঃ ॥ ৮৬
গৃহীত্বা তস্য দংষ্ট্রাভ্যাং রথং হয়সমন্বিতম্।
চূর্ণয়ামাস বেগেন তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৮৭
স্বরথং ভজ্যমানন্তু দৃষ্ট্বা রাজা ত্বরন্ বলী।
অন্যং রথং সমাস্থায় যুযুধে তং মহাবলম্ ॥ ৮৮
পুচ্ছে মুখেঽথ হৃদয়ে বাহ্বোশ্চরণয়োর্নৃপঃ।
জঘান শরসন্ধান-কোবিদঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ৮৯
তদা ক্রুদ্ধঃ কপিবরস্তাড়য়ামাস বক্ষসি।
পাদেনোৎপ্লুত্য বেগেন রাজ্ঞঃ সুভটশোভিনঃ
স পদা প্রহতো ভূমৌ পপাত কিল মূর্চ্ছিতঃ।
মুখাদ্বমন্নসৃক্ চোষ্ণং শ্বাসপূরপ্রবেপিতঃ ॥ ৯১
তদা প্রকুপিতোঽত্যন্তং হনূমান্ প্রধনাঙ্গনে।
অশ্বান্ গজান্ রথান্বীরাংশ্চূর্ণয়ামাস বেগতঃ

মুখেই বর্ত্তমান থাকিতে তিনি স্বয়ং কিজন্য সংগ্রাম করিবেন? নরর্ষভ! তুমি সমরে আমাকে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিবে। হনূমান্ এইরূপ বলিলে সুবাহু সম্মুখে প্রকাণ্ড পর্ব্বতবৎ অবস্থিত সেই মহাবীরের হৃদয়ক্ষেত্র বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ত্বরায় দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণ সকল যেমন সন্নিকটে সমাগত হইল, অমনি হনূমান্ বৈরিবিদারক নিশিত সেই শরসমূহকে করে ধারণপূর্ব্বক তিল তিল প্রমাণে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবল হনূমান, এইরূপে তৎসমুদয় শর চূর্ণ করিয়া মেঘধ্বনির ন্যায় ভীষণ সিংহনাদ করত সবেগে স্বীয় লাঙ্গুল দ্বারা সুবাহুর রথ বেষ্টনপূর্ব্বক শূন্যপথে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। নৃপবর সুবাহু হনূমানকে ঐরূপে যাইতে দেখিয়া আকাশমার্গে অবস্থিত থাকিয়াই নিশিত শরনিকর দ্বারা বারংবার তাহার লাঙ্গুল তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন হনূমান্, সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে পুচ্ছাগ্রে তাড়িত হইয়া কনকবিচিত্রিত সেই দিব্য রথ পরিত্যাগ করিল। রাজা সুবাহু হনূমান্ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াই তৎক্ষণাৎ রোষপূর্ণ লোচনে সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে সেই কপিবরকে আহত করিলেন। ৭৭—৮৫। তৎকালে কপিবর হনূমান্ সর্ব্বাঙ্গে শরসমাচ্ছন্ন ও রুধিরাপ্লুত হইয়া সুবাহুরাজের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইল। পরে মহাবেগে সুবাহুরাজের রথ গ্রহণপূর্ব্বক ভীষণ দন্তাবলী দ্বারা অশ্বনিচয়ের সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিল, ঐ সময়ে ঐব্যাপার সকলেরই অদ্ভুত বোধ হইল। মহাবলশালী রাজাও স্বীয় রথ ভগ্ন দেখিয়া ত্বরায় অন্য রথে আরূঢ় হইয়া সেই মহাবল হনূমানের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। অনন্তর, সেই শরসন্ধানকোবিদ, পরমাস্ত্রবিৎ নৃপতি, হনূমানের মুখে হৃদয়ে বাহুদ্বয়ে চরণযুগলে ও পুচ্ছে সাতিশয় আঘাত করিলেন। তখন কপিবর সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে উল্লম্ফনপূর্ব্বক মহা মহা বীরগণের মধ্যে শোভমান রাজার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল। তিনি হনূমানের পাদপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, মুখবিবর হইতে উষ্ণ শোণিত নির্গত এবং দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে থাকিল। এদিকে হনূমান্ নিরতিশয় প্রকুপিত হইয়া সবেগে সমরাঙ্গনমধ্যে অসংখ্য অশ্ব গজ ও

তদা সুকেতুস্তদ্‌ভ্রাতা তথা লক্ষ্মীনিধির্নৃপঃ ।
উভাবপি সুসন্নদ্ধৌ যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ ॥ ৯৩
রাজানং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা প্রপলায্য গতা নরাঃ ।
ইতস্ততো বাণসঙ্ঘৈঃ ক্ষতাঃ পুষ্কলবর্ষিতৈঃ ॥
তত্তজ্জ্যমানং স্ববলং বীক্ষ্য রাজাত্মজো বলী ।
দমনঃ স্তম্ভয়ামাস সেতুর্বার্দ্ধিমিবোচ্ছলম্ ॥ ৯৫
তদা তু মূর্চ্ছিতো রাজা স্বপ্নমেকং দদর্শ হ ।
রণমধ্যে কপিবর-প্রপদাঘাতপীড়িতঃ ॥৯৬
রামচন্দ্রস্ত্বযোধ্যায়াং সরযূতীরমণ্ডলে ।
ব্রাহ্মণৈর্যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠৈর্বহুভিঃ পরিবারিতঃ ॥৯৭
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তত্র ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ।
কৃতপ্রাঞ্জলয়স্তং বৈ স্তুবন্তি স্তুতিভির্মুহুঃ ॥৯৮
রামং শ্যামং সুনয়নং মৃগশৃঙ্গপরিগ্রহম্ ।
গায়ন্তি নারদাদ্যাশ্চ বীণোল্লসিতপাণয়ঃ ॥৯৯
নৃত্যন্ত্যপ্সরসস্তত্র ঘৃতাচীমেনকাদয়ঃ ।
বেদা মূর্ত্তিধরা ভূত্বা হ্যুপতিষ্ঠন্তি রাঘবম্ ॥
যচ্চ কিঞ্চিদ্বস্তুজাতং সর্ব্বশোভাসমন্বিতম্ ।
তস্য দাতারমখিলভক্তানাং ভোগদায়কম্ ॥১০১
ইত্যেবমাদি সম্পশ্যন্ জাগ্রৎসংজ্ঞামবাপ্য সঃ ।
ব্রহ্মশাপহতজ্ঞানঃ কিং দৃষ্টমিতি বৈ বদন্ ॥ ১০২
গন্তুং প্রবৃত্তোঽসৌ পদ্ভ্যাং শত্রুঘ্নচরণং প্রতি ।
ভৃত্যকোটিপরীবার-রথকোটিসমাবৃতঃ ॥ ১০৩
সুকেতুং স সমাহূয় বিচিত্রং দমনং তথা ।
যুদ্ধং কর্ত্তুং সমুদ্যুক্তান্ বারয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥
উবাচ তান্ মহারাজো ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মসংযুতঃ ।
ভ্রাতঃ পুত্রৌ শৃণুত মে বাক্যং ধর্ম্মসমন্বিতম্ ॥১০
মা যুদ্ধং কুরুত ক্ষিপ্রমনয়ন্ত মহানভূৎ ।
যদ্রামচন্দ্রবাহং স্বমগৃহ্লাদমনোর্জ্জিতম্ ॥ ১০৬
এষ রামঃ পরংব্রহ্ম কার্য্যকারণতঃ পরম্ ।

রথীদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে রাজভ্রাতা সুকেতু ও এদিকে নৃপতি লক্ষ্মীনিধি উভয়েই সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইলেন। ৮৬—৯৩। তৎকালে সুবাহুরাজের সৈন্যগণ রাজাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া এবং পুষ্কলের বাণবর্ষণে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকিল। তখন মহাবলশালী রাজকুমার দমন, স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া সেতু যেমন মহাবেগশালী জলরাশিকে আবদ্ধ করে, সেইরূপ তাহাদিগকেও স্থির করিয়া রাখিল।* এদিকে কপিবরের পদাঘাতে প্রপীড়িত রাজা সুবাহু সেই সমরাঙ্গনে মূর্চ্ছিত থাকিয়া তদবস্থায় এক স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় সরযূতীরে বহুসংখ্যক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া, অবস্থান করিতেছেন। তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের লোকসকল কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধ স্তুতিবাদ দ্বারা বারংবার তাঁহার স্তব করিতেছেন। নারদাদি ঋষিগণ, বীণাবাদন-সহকারে শার্ঙ্গধনুর্ধারী, সুলোচন, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামের গুণ গান করিতেছেন। ৯৪—৯৯। তথায় ঘৃতাচী ও মেনকাদি অপ্সরা সকল নৃত্য করিতেছে। বেদসকল মূর্ত্তিমান হইয়া, যিনি অখিল ভক্তগণেরই ভোগপ্রদ এবং জগতে যাহা কিছু পরম শোভাকর বস্তুনিচয় আছে, তৎসমুদয়ই প্রদান করিতে সমর্থ, সেই শ্রীরামকে স্তব করিতেছেন। এককালে রাজা সুবাহু, ব্রহ্মশাপে হতজ্ঞান হইয়াছিলেন, এক্ষণে এইরূপ স্বপ্ন দর্শনে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যেন জাগরিত হইলেন এবং "একি দেখিলাম!" বলিতে বলিতে অসংখ্য ভৃত্য ও রথিগণে পরিবৃত হইয়া পাদচারেই শত্রুঘ্নের চরণপ্রান্তে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই ধার্ম্মিকবর রাজা সুবাহু, যুদ্ধার্থ-সমুদ্যত সুকেতু, বিচিত্র ও দমনকে আহ্বানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা মহারাজ সুবাহু, তাহাদিগকে কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ! হে পুত্রযুগল! আমার এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ কর, যুদ্ধ করিও না। দমন! তুমি শত্রুঘ্নের প্রসিদ্ধ অশ্ব গ্রহণ করিয়া অতি অন্যায়

চরাচরজগৎস্বামী ন মানুষবপুর্দ্ধরঃ। ১০৭
এতদ্ধি ব্রহ্মবিজ্ঞানমধুনা জ্ঞাতবানহম্।
পুরাসিতাঙ্গশাপেন হৃতজ্ঞানধনোহনঘাঃ॥১০৮
অহং পুরা তীর্থযাত্রাং গতস্তত্ত্ববিবিৎসয়া।
তত্রানেকে ময়া দৃষ্টা মুনয়ো ধর্ম্মবিত্তমাঃ॥১০৯
অসিতাঙ্গং মুনিমহং গতবান্ জ্ঞাতুমিচ্ছয়া।
তদা প্রোবাচ মাং বিপ্রঃ কৃপাং কৃত্বা মমোপরি
যোহসাবযোধ্যাধিপতিঃ স পরং ব্রহ্মশব্দিতঃ।
তস্য যা জানকী দেবী সা সাক্ষাচ্চিন্ময়ী স্মৃতা॥
এনং তু যোগিনঃ সাক্ষাদুপাসতে যমাদিভিঃ।
দুস্তরাপারসংসার-বারিধিং সন্তিতীর্ষবঃ॥১১২
স্মৃতমাত্রো মহাপাপহারী স গরুড়ধ্বজঃ।
য এনং সেবতে বিদ্বান্ স সংসারং তরিষ্যতি
তদাহমহসং বিপ্রং কোহয়ং রামস্তু মানুষঃ।
কেয়ং স জানকী দেবী হর্ষশোকসমাকুলা॥
অজন্মনঃ কথং জন্ম অকর্ত্তুঃ কৃত্যমত্র কিম্।
জন্মদুঃখজরাতীতং কথয় ত্বং মুনে মম॥১১৫
ইত্যুক্তবন্তং মাং প্রাজ্ঞঃ শশাপ স মুনীশ্বরঃ
অজ্ঞাত্বা তৎস্বরূপং ত্বং প্রতিব্রূষে মমাধম।
এনং নিন্দসি রামং ত্বং মানুষোহয়মিদং হসন্
তস্মাত্ত্বং তত্ত্বসম্মূঢ়ো ভবিষ্যস্যুদরম্ভরিঃ॥১১৭
তদাহং তস্য চরণৌ গৃহীত্বা দয়য়া যুতম্।
কৃতবান্ স পুনর্মাস্তু প্রোবাচ করুণানিধিঃ॥
ত্বং রামস্য মখে বিঘ্নং করিষ্যসি যদা নৃপ।
পদা তদা হনুমাংস্ত্বাং তাড়য়িষ্যতি বেগতঃ।
তদা ত্বং জ্ঞাস্যসে রাজন্রামস্তথা স্মরণীয়া।

কার্য্য করিয়াছ। কারণ, শ্রীরাম মনুষ্য-দেহধারী সামান্য মানব নহেন, তিনি সচরাচর অখিল জগতের প্রভু, কার্য্যকারণের অতীত পরম ব্রহ্ম। হে অনঘগণ! পূর্ব্বে অসিতাঙ্গমুনির শাপবলে আমার জ্ঞানরত্ন অপহৃত হইয়াছিল, এক্ষণে এই ব্রহ্মবিজ্ঞান আমি জানিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বে একদা আমি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার বাসনায় তীর্থযাত্রা করি, পরে কোন তীর্থস্থানে বহুল ধার্ম্মিক মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ১০০—১০৯। অনন্তর তত্ত্ববিষয় জানিবার জন্য মুনিবর অসিতাঙ্গের নিকট আমি গমন করি, তখন সেই বিপ্র, আমার প্রতি কৃপা করিয়া বলেন, অযোধ্যাধিপতি যে শ্রীরাম, তিনিই পরব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদ্য, এবং তদীয় পত্নী যে জানকী, তিনিই সেই সাক্ষাৎ চিন্ময়ী প্রকৃতি বলিয়া উক্ত আছে। যোগিগণ, দুস্তর অপার সংসারপারাবার পার হইবার বাসনায় যমাদি সাধন দ্বারা নিরন্তর হৃদয়ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ঐ শ্রীরামচন্দ্রকেই উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই ভগবান্‌কে স্মরণ মাত্রেই তিনি মহাপাপ হরণ করিয়া থাকেন। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি, তাঁহাকে সেবা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে সংসার হইতে নিস্তার লাভ করি-বেন। তৎকালে এই কথা শুনিয়া আমি সেই বিপ্রবরকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলাম, সেই রাম আবার কে? তিনি ত মানুষ এবং হর্ষশোকবশীভূতা সেই দেবীই বা কিরূপে চিন্ময়ী হইবেন? মুনে! যিনি জন্মবিহীন, তাঁহার আবার কিরূপে জন্ম হইবে? এবং যিনি নিষ্ক্রিয়, কি প্রকারে তিনি রাবণবধাদি কার্য্য করিবেন? আপনি আমায় জন্মজরাদিদুঃখের অতীত ব্রহ্মের বিষয় বলুন। সেই প্রাজ্ঞ মুনিবর আমাকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া অভিসম্পাত করত কহিলেন,—রে অধম! তুই ব্রহ্মের স্বরূপ না জানিয়াই আমার কথার প্রত্যুত্তর করিতেছিস্? তুই যখন শ্রীরাম মানুষ বলিয়া উপহাস করত তাঁহাকে নিন্দা করিতে-ছিস্, তখন তুই তত্ত্ববিষয়ে বিমূঢ় হইয়া কেবল আত্মোদর-পূরণে প্রবৃত্ত হইবি। ১১০—১১৭। সেই সময় আমি তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করি, তাহাতে সেই করুণানিধি পুনরায় আমাকে বলেন, নৃপ! তুমি যখন শ্রীরামের অশ্ব-মেধযজ্ঞে বিঘ্নাচরণ করিবে, সেই সময় হনুমান্ দৃঢ়তররূপে তোমাকে পাদপ্রহার করিবে, রাজন্! সেই সময়েই তুমি শ্রীরামকে

পুরাহমুক্তস্তেনৈবং তদৃষ্টমধুনা ময়া ॥ ১২০
যদা মাং হনূমান্ ক্রুদ্ধস্তাড়য়ামাস বক্ষসি ।
তদাদর্শং রমানাথং পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণম্ ॥ ১২১
তস্মাদশ্বং তু শোভাঢ্যমানয়ন্তু মহাবলাঃ ।
ধনানি চৈব বাসাংসি রাজ্যঞ্চেদং সমর্পয়ে ॥
রামং দৃষ্ট্বা কৃতার্থঃ স্যামহং যজ্ঞেঽতিপুণ্যদে ।
ইতি বৈ সহয়ং মহ্যং রোচতে তু তদর্পণম্ ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।
শেষ উবাচ ।
তে তু তাতবচঃ শ্রুত্বা হর্ষিতাঃ সম্প্রহারিণঃ ।
তথেত্যুচুর্ম্মহারাজং রামদর্শনলালসম্ ॥ ১

পুত্রাবূচতুঃ ।
রাজন্ ভবৎপদাদন্যন্ন জানীমঃ পরন্তপ ।
তস্মাদ্ধৃদি যজ্জাতং তদ্ভবত্বদ্য বেগতঃ ॥ ২
অশ্বোঽয়ং নীয়তাং তত্র সিতচামরভূষিতঃ ।
রত্নমালাদিশোভাঢ্যশ্চন্দনাদিকচর্চ্চিতঃ ॥ ৩
রাজ্যমাজ্ঞাফলং স্বামিন্ কোশা বহুসমৃদ্ধয়ঃ ।
চন্দনং চন্দ্রকং চৈব বাজিনঃ সুমনোহরাঃ ॥ ৪
হস্তিনশ্চ মদোদ্ধূতা রথাঃ কাঞ্চনকূবরাঃ ।
বাসাংসি সুমহার্হাণি সূক্ষ্মাণি সুগুণানি চ ॥ ৫
বিচিত্রতরবর্ণানি নানাভরণভূষিতাঃ ।
দাস্যঃ শতসহস্রঞ্চ দাসাশ্চ সুমনোরমাঃ ॥ ৬
মণয়ঃ সূর্য্যসঙ্কাশা রত্নানি বিবিধানি চ ।
মুক্তাফলানি শুভ্রাণি গজকুম্ভভবানি চ ॥ ৭
বিদ্রুমাঃ শতসাহস্রা যদ্‌বস্তু মহোদয়ম্ ।
তৎসর্ব্বং রামচন্দ্রায় দেহি রাজন্ মহামতে ॥ ৮
সুতানস্মান্ কিঙ্করাংস্তঃ সর্ব্বানর্পয় ভূপতে ।

জানিতে পারিবে, অন্যথা স্বীয় ধীশক্তিতে কদাচ বুঝিতে পারিবে না। পূর্ব্বে মুনিবর যে আমায় এইরূপ বলিয়াছিলেন, অধুনা স্বপ্নে তদ্রূপই দর্শন করিলাম। হনূমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া যে সময়ে আমার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে, তৎকালেই আমি সেই রমানাথ শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিয়াছি। অতএব হে মহাবলশালী ভ্রাতৃপুত্রগণ! সেই মাল্যাদিশোভিত যজ্ঞিয় অশ্বটীকে আনয়ন কর; আমি সেই অশ্ব এবং বহুল ধনসম্পত্তি, দিব্য বসননিচয়, অধিক কি মদীয় এই রাজ্য পর্য্যন্ত তাঁহার চরণে সমর্পণ করিব। শ্রীরামের অতি পুণ্যপ্রদ যজ্ঞস্থলে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইব, বিবেচনাতেই অশ্বের সহিত রাজ্য-সমর্পণে আমার অভিরুচি হইতেছে। ১১৮—১২৩।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শেষ বলিলেন,—সুকেতুর সহিত যোদ্ধৃপ্রবর রাজকুমারদ্বয় পিতৃবাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া রামদর্শনাভিলাষী মহারাজ সুবাহুকে কহিল,—তাহাই হউক। রাজন্! আমরা আপনার চরণ-ভিন্ন আর কিছুই জানি না; অতএব হে পরন্তপ! আপনার হৃদয়ে যাহা কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছে, অবিলম্বে তাহাই হউক। কিঙ্করগণ দ্বারা শ্রীরামসন্নিধানে শ্বেতচামরভূষিত রত্নমালাদিশোভিত ও চন্দনাদিচর্চ্চিত যজ্ঞিয় অশ্বকে তবে লইয়া যান। স্বামিন্! আজ্ঞা মাত্রেই তদনুরূপ ফলপ্রদ আপনার এই রাজ্য, বহুতরধনরত্নাদিপূর্ণ কোষাগারনিচয়, চন্দন, চন্দ্রক, পরম মনোহর অশ্বসমূহ, মদমত্ত মাতঙ্গনিচয়, কাঞ্চনকূবরশোভিত বহুল রথ, শিল্পকার্য্যশোভিত বিচিত্রবর্ণ মহামূল্য সূক্ষ্ম বসনচয়, নানাভরণভূষিত শতসহস্র দাস-দাসী, সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল মনোহর মণিনিচয়, বিবিধপ্রকার রত্নরাজি, গজকুম্ভোদ্ভূত শুভ্র মুক্তাফলরাশি, শতসহস্র বিদ্রুম এবং অন্যান্য যে কিছু আপনার মহামূল্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু আছে, হে মহামতে রাজন্! আপনি

কথং ন কুরুষে রাজংস্তদধীনং নৃপাসনম্ ।৯
শেষ উবাচ।
ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা হর্ষিতোঽভূন্মহীপতিঃ।
উবাচ স্বসুতান্ বীরান্ স্ববাক্যকরণোদ্যতান্
রাজোবাচ।
আনয়ন্তু হয়ং সর্ব্বে সন্নদ্ধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
নানারথপরীবারাস্ততো যান্তে নৃপং প্রতি ॥
শেষ উবাচ।
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা বিচিত্রো দমনস্তথা।
সুকেতুশ্চাপরে শূরা জগ্মুস্তস্যাজ্ঞয়োদ্যতাঃ ॥
তে গত্বাথ পুরীং শূরা বাজিনং সুমনোহরম্।
সিতচামরসংযুক্তং স্বর্ণপত্রাদ্যলঙ্কৃতম ॥ ১৩
রত্নমালাবিভূষাঢ্যং চিত্রপত্রেণ শোভিতম্।
বিচিত্রমণিভূষাঢ্যং মুক্তাজালস্বলঙ্কৃতম ॥ ১৪

রজ্জ্বা ধৃতং মহাবীরৈঃ পূর্ব্বতঃ পৃষ্ঠতো ভটৈঃ
মহাশস্ত্রাস্ত্রসংযুক্তৈঃ সর্ব্বশোভাসমন্বিতৈঃ ॥ ১৫
সিতাতপত্রমস্যোচ্চৈর্ভাতি মূর্দ্ধনি বাজিনঃ।
চামরদ্বয়কে তস্য ধ্রিয়েতে পুরতো মুহুঃ ॥ ১৬
কৃষ্ণাগুর্ব্বাদিধূপৈশ্চ ধূপিতং বায়ুবেগিনম্।
রাজ্ঞঃ পুরো নিনায়াশ্বং হয়মেধস্য সৎক্রতোঃ ॥
তমানীতং হয়ং দৃষ্ট্বা রত্নমালাবিভূষিতম্।
মনোজবং কামরূপং জহর্ষ মতিমান্ নৃপঃ ।১৮
জগাম পদ্ভ্যাং শত্রুঘ্নং রাজচিহ্নাদ্যলঙ্কৃতম্।
সপুত্রপৌত্রৈঃ সংযুক্তো রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ॥
যযৌ কর্ত্তুং ধনানাঞ্চ সদ্ব্যয়ং চলগামিনাম্।
এতদ্ধি নশ্বরং মত্বা দুঃখদং সক্তচেতসাম্ ॥ ২০
শত্রুঘ্নং স দদর্শাথ সিতচ্ছত্রেণ শোভিতম্।
চামরৈর্বীজ্যমানঞ্চ সেবকৈঃ পুরতঃ স্থিতৈঃ ।২১

তৎসমস্তই শ্রীরামকে সমর্পণ করুন। হে ভূপতে! আপনার এই পুত্রগণকে এবং আমাদিগের এই সমুদয় কিঙ্করগণকেও রামকরে সমর্পণ করুন ; আর এক কথা, স্বীয় রাজসিংহাসন বা কি জন্য শ্রীরামের অধীন না করিতেছেন ?। অনন্তদেব কহিলেন,—মহীপতি সুবাহু পুত্রদ্বয়ের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া স্বীয় আজ্ঞাকারী বীর পুত্রগণকে কহিলেন,—তবে তোমরা সকলে এক্ষণে শ্রীরামের যজ্ঞিয় অশ্বকে আনয়ন কর,পরে সকলে সজ্জিত,শস্ত্রপাণি এবং বহুল রথ ও পরিজনগণে পরিবৃত হইয়া রাজসন্নিধানে গমন করিব। ১—১১। সুবাহু রাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার বিচিত্র ও দমন এবং রাজভ্রাতা সুকেতু ও অন্যান্য শূরগণ রাজাজ্ঞা হেতু অশ্ব আনয়নে উদ্যত হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিল। পরে তাহারা নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞের অশ্বকে সুবাহুরাজের নিকটে আনয়ন করিল। সেই যজ্ঞিয় অশ্ব অতীব সুন্দর। শ্বেত চামর, স্বর্ণ-পত্র ও রত্ন-মাল্যাদি দ্বারা ভূষিত, এবং চিত্রপত্রালঙ্কৃত সেই অশ্ববরের সর্ব্বশরীর বিচিত্র মণিময় ভূষণ ও মুক্তাজালে সুশোভিত ছিল। সে বায়ুবেগে গমনশীল বলিয়া সর্ব্ব প্রকারে সুসজ্জিত অস্ত্রশস্ত্রধারী মহামহা বীরগণ সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগে রজ্জু-বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র শোভমান হইতেছিল, সম্মুখে চামরদ্বয় মুহুর্ম্মুহু আন্দোলিত হইতেছিল এবং কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে বিরচিত ধূপগন্ধে তাহার চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়াছিল। মতিমান্ নৃপবর সুবাহু, রত্নমালাবিভূষিত, মনোবৎ দ্রুতগামী কমনীয়মূর্ত্তি সেই অশ্বকে আনীত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। অনন্তর পরম ধার্ম্মিক রাজা,নিজ পুত্র-পৌত্র-গণের সহিত পাদচারেই রাজচিহ্নাদি দ্বারা অলঙ্কৃত শত্রুঘ্নের সন্নিধানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। 'বিষয়াসক্ত মানবগণের ভোগ্য বস্তুসকল বিনশ্বর ও দুঃখের নিদান' এইরূপ মনে করিয়াই তিনি সেই ক্ষণভঙ্গুর ধনের সদ্ব্যয় করিবার জন্যই গমন করিয়াছিলেন ।১২—২০। অতঃপর তিনি দেখিলেন, —শত্রুঘ্নের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র শোভা পাইতেছে, সেবকগণ তাঁহার সম্মুখে অবস্থান

সুমতিং পরিপৃচ্ছন্তং রামচন্দ্রকথানকম্।
ভয়বার্ত্তাবিনির্ম্মুক্তং বীরশোভাস্বলঙ্কৃতম্॥ ২২
বীরকোটিভিরাকীর্ণং নেত্রপাতাভিকাঙ্ক্ষকৈঃ।
বানরাণাং সহস্রৈশ্চ সমন্তাৎ পরিবারিতম্॥ ২৩
দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নচরণৌ প্রণনাম সপুত্রকঃ।
ধন্যোঽহমিতি সংহৃষ্টো বদন্ রামৈকমানসঃ॥ ২৪
শত্রুঘ্নস্তং প্রণয়িনং দৃষ্ট্বা রাজানমুদ্ভটম্।
উত্থায়াসনতঃ সর্ব্বৈর্দোর্ভ্যাঞ্চ পরিষস্বজে॥ ২৫
দৃঢ়ং সম্পূজ্য রাজা তং শত্রুঘ্নং পরবীরহা।
উবাচ হর্ষমাপন্নো গদ্‌গদস্বরভূষিতঃ॥ ২৬

সুবাহুরুবাচ।

অদ্য ধন্যোঽস্মি সম্ভূতঃ সকুটুম্বঃ সবাহনঃ।
যদ্যুষ্মচ্চরণৌ দ্রক্ষ্যে নৃপকোটিভিরীড়িতৌ॥
অজ্ঞানিনা সুতেনায়ং গৃহীতো বাজিনা বরঃ।
দমনেনানয়ং স্বস্য ক্ষমস্ব করুণানিধে॥ ২৮
ন জানাতি রঘুশ্রেষ্ঠং সর্ব্বদেবাধিদৈবতম্।
লীলয়া বিশ্বস্রষ্টারং হর্ত্তারমপি পালকম্॥ ২৯
ইদং রাজ্যং সমৃদ্ধাঙ্গং সমৃদ্ধবলবাহনম্।
ইমে কোশা ধনৈঃ পূর্ণা ইমে পুত্রা ইমে বয়ম্॥
সর্ব্বে বয়ং রামনাথাস্ত্বদাজ্ঞাপ্রতিপালকাঃ।
গৃহাণ সর্ব্বং সকলং ন মেঽস্তি কশ্চিদুদ্যতম্॥ ৩১
ক্বাসৌ হনূমান্ রামস্য চরণাম্ভোজষট্‌পদঃ।
যৎপ্রসাদাদহং প্রাপ্স্যে রাজরাজস্য দর্শনম্॥
সাধূনাং সঙ্গমে কিং কিং প্রাপ্যতে ন মহীতলে।
যৎপ্রসাদাদহং মূঢ়ো ব্রহ্মশাপমতীতরম্॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা ত্বদ্য মহারাজং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
প্রাপ্স্যামি জন্মনঃ সর্ব্বং ফলং দুর্লভমত্র চ॥ ৩৪

করত নিরন্তর চামর বীজন করিতেছে। তিনি বীরোচিত পরিচ্ছদাদি শোভায় সুশোভিত হইয়া মন্ত্রিবর সুমতিকে শ্রীরামের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দেখিলেই বোধ হয়, তদীয় হৃদয়ে যেন কখনই ভয়বার্ত্তা প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি কৃপাকটাক্ষাভিলাষী অসংখ্য বীরগণে পরিব্যাপ্ত এবং চতুর্দ্দিকে সহস্রসহস্র বানরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। পরে শ্রীরামের প্রতি একাগ্রহৃদয় নৃপবর সুবাহু স্বীয় পুত্রগণের সহিত শত্রুঘ্নের চরণযুগল সন্দর্শনপূর্ব্বক 'আজ আমি ধন্য হইলাম' বলিতে বলিতে সানন্দচিত্তে প্রণাম করিলেন। তখন শত্রুঘ্ন, সেই মহাবীর রাজা সুবাহুকে প্রণয়পূর্ণ দেখিয়া সমুদয় পার্ষদগণের সহিত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উভয় হস্তে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর পরবীরঘাতী সুবাহুরাজ শত্রুঘ্নের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সানন্দহৃদয়ে গদ্‌গদস্বরে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। সুবাহু বলিলেন,—অদ্য আমি যে কোটি কোটি নৃপগণের বন্দনীয় ভবদীয় চরণযুগল দর্শন করিলাম, ইহাতেই আমি পুত্র, পরিবার ও বাহনাদির সহিত ধন্য হইলাম। আমার অজ্ঞান পুত্র দমন অজ্ঞানতাবশতই এই যজ্ঞিয় অশ্ববরকে লইয়া গিয়াছিল। হে করুণানিধে! আপনি তাহার সেই অন্যায়াচরণকে উপেক্ষা করত ক্ষমা করুন। রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্র যে, সমুদয় দেবগণের অধিদেবতা, তিনি যে লীলা প্রকাশার্থই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন, তাহা সে জানে না। ২১—২৯। আমার এই সমৃদ্ধ রাজ্য, সমৃদ্ধ বলবাহন, ধনপূর্ণ কোশাগারনিচয় এবং এই সকল মদীয় পুত্রগণ ও আমরা সকলেই শ্রীরামের আজ্ঞাকারী হইলাম; তিনিই এই সমুদয়ের প্রভু, অতএব আপনি এই সমুদয় গ্রহণ করিয়া সফল করুন, আমার কোন বিষয়েই বিরোধ নাই জানিবেন। আমি যাহার প্রসাদে রাজরাজ রামচন্দ্রের দর্শন পাইব, শ্রীরামের চরণারবিন্দের ভ্রমরস্বরূপ সেই হনুমান্ এক্ষণে কোথায়? আমি যখন তাঁহার প্রসাদে নিতান্ত মূঢ় হইয়াও ব্রহ্মশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, তখন এই মহীতলের সাধুদিগের সঙ্গমে কোন্ অভীষ্ট বস্তু না লব্ধ হয়? অধুনা আমি সেই পদ্মপলাশলোচন মহারাজ রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া এই জগতে জন্ম গ্রহণের যে সকল ফল দুর্লভ

মম তাবদ্‌গতং চায়ুর্ষিহ রামবিয়োগিনঃ ।
শমমূর্বরিতং তত্র কথং দ্রক্ষ্যে রঘূত্তমম্‌ ॥ ৩৫
মহ্যং দর্শয় ত্বং রামং যজ্ঞকর্ম্মবিচক্ষণম্‌ ।
যৎপদাঙ্ঘ্রিরজসা পূতা শিলাভূতা মুনিপ্রিয়া ॥ ৩৬
কাকঃ পরং পদং প্রাপ্তো যদ্বাণস্পর্শনাৎ খগঃ ।
অনেকে যস্য বক্ত্রাজ্জং বীক্ষ্য সংখ্যে পদং গতাঃ ॥ ৩৭
যে তস্য রঘুনাথস্য নাম গৃহ্ণন্তি সাদরাঃ ।
তে যান্তি পরমং স্থানং যোগিভির্যদ্বিচিন্ত্যতে ॥
ধন্যাযোধ্যাভবা লোকা যে রামমুখপঙ্কজম্‌ ।
স্বলোচনপুটৈঃ পীত্বা সুখং যান্তি মহোদয়ম্‌ ॥৩৯
ইতি সম্ভাষ্য নৃপতির্বাহং রাজ্যং ধনানি চ ।
সর্ব্বং সমর্প্য চাবোচৎ কিঙ্করোঽস্মি মহীপতে ॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রাজ্ঞঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
প্রত্যুচে বিনতং ভূপং বাগ্মী বাক্যবিশারদঃ ॥

শত্রুঘ্ন উবাচ ।

কথং রাজন্নিদং ব্রূষে ত্বং বৃদ্ধো মম পূজিতঃ ।
সর্ব্বং ত্বদীয়ং ত্বদ্রাজ্যং দমনো বিদধাত্বয়ম্‌ ॥৪২
ক্ষত্রিয়াণামিদং কৃত্যং যৎ সংগ্রামবিধায়কম্‌ ।
সর্ব্বং রাজ্যং ধনঞ্চেদং প্রতিযাতু মমাজ্ঞয়া ॥
যথা মে রঘুনাথস্তু পূজ্যো বাঙ্মনসা সদা ।
তথা ত্বমপি মৎপূজ্যো ভবিষ্যসি মহীপতে ॥৪৪
ভবান্‌ সজ্জো ভবত্বস্য হয়স্যানুগমং প্রতি ।
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী রথবৃথপসংযুতঃ ॥ ৪৫
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শত্রুঘ্নস্য মহামতেঃ ।
পুত্রং রাজ্যেঽভিষিচ্যৈব শত্রুঘ্নেন সুপূজিতঃ ॥
মহারথৈঃ পরিবৃতো নিজং পুত্রং রণাঙ্গনে ।
পুষ্কলেন হতং ভূয়ঃ সংস্কৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্‌ ॥
ক্ষণং শুশোচ তত্ত্বজ্ঞো লোকদৃষ্ট্যা মহারথঃ ।

তাহাই প্রাপ্ত হইব। এতাবৎকাল শ্রীরাম-দর্শনে বঞ্চিত থাকায় আমার অধিকাংশ আয়ুই বৃথা গিয়াছে, এক্ষণে যে অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, উহাই সকল হইল; অতএব বলুন কিরূপে তাঁহাকে অবলোকন করিব? যাঁহার চরণরজঃস্পর্শে পাষাণময়ী মুনিপত্নী অহল্যা পবিত্র হইয়াছেন, যাঁহার বাণস্পর্শে গগন চারী কাকও পরমপদ লাভ করিয়াছে এবং অসংখ্য বীরগণ সমরস্থলে যাঁহার মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এক্ষণে আমায় সেই যজ্ঞকর্ম্মে বিচক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখাইয়া দিন। যাহারা সাদরে রঘুনাথের নাম উচ্চারণ করে, শুনিয়াছি, তাহারা যোগিগণের চিন্তনীয় পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অযোধ্যাবাসী যে সকল মানব স্বচক্ষে শ্রীরামের মুখ-পঙ্কজ অবলোকনপূর্ব্বক অনন্ত মহাসুখ উপভোগ করিতেছে, তাহারাই ধন্য। নৃপতি সুবাহু এইরূপ বলিয়া শত্রুঘ্নকে রাজ্য, ধন ও বাহনাদি সমুদয় সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, —হে মহীপতে! আমি আপনার কিঙ্কর। বাগ্মী বাক্যবিশারদ শত্রুমর্দ্দন শত্রুঘ্ন রাজা সুবাহুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বিনয়াবনত ভূপতিকে কহিলেন,—রাজন্‌! আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ; সুতরাং আমার পূজনীয়। আপনার সমস্ত রাজ্যই আপনার রহিল। আপনার পুত্র এই দমনই উহার রক্ষণা-বেক্ষণ করুন। ৩০—৪২। রাজন্‌! সাময়িক ব্যাপারই ক্ষত্রিয়ের কার্য্য; অতএব আপনি আমার কথায় রাজ্য-ধন গ্রহণ করুন। হে মহীপতে! রঘুনাথ যেমন সর্ব্বদা আপনার কায়মনোবাক্যে পূজনীয়, আপনিও সেইরূপ আমার পূজ্য হইবেন। এক্ষণে আপনি এই অশ্বের অনুসরণার্থ রথনিচয়ে পরিবৃত হইয়া খড়্গবর্ম্মাদি ধারণ করত সজ্জিত হউন। রাজা সুবাহু, মহামতি শত্রুঘ্নের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে স্বীয় পুত্রকে রাজ্যে অভি-ষিক্ত করিয়া শত্রুঘ্নকর্ত্তৃক সম্যক্‌ সম্মানিত হইয়াছিলেন। পরে সেই তত্ত্বজ্ঞ মহারথ নৃপবর, মহারথনিচয়ে পরিবৃত হইয়া সমরা-ঙ্গনে পুষ্কলকরে নিহত নিজ পুত্রকে যথাবিধি সংস্কারপূর্ব্বক বাহ্যদৃষ্টি অনুসারে ক্ষণকাল শোক করিলেন। তৎপরে মনোমধ্যে

জ্ঞানেনাশময়চ্ছোকং রঘুনাথমনুস্মরন্। ৪৮
সঞ্জীভূতো রথে তিষ্ঠন্ মহাসৈন্যসমাবৃতঃ।
আজগাম স শত্রুঘ্নঃ মহারথিপুরস্কৃতঃ॥ ৪৯॥
রাজা তমাগতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বসৈন্যসমন্বিতম্।
গন্তুং চকার ধিষণাং হয়বর্য্যস্য পালনে॥ ৫০
সোঽশ্বো বিমোচিতস্তেন ভালে পত্রেণ চিহ্নিতঃ।
বামাবর্ত্তং ভ্রমন্ প্রায়াৎ পৌর্ব্বান জনপদান্ বহূন্॥৫১
তত্র তত্র চ ভূপালৈর্ম্মহাশূরাভিপূজিতৈঃ।
প্রণতিঃ ক্রিয়তে তস্যা ন কোঽপি তমগৃহ্নত॥
কেচিদ্বাসাংসি চিত্রাণি কেচিদ্রাজ্যং স্বকং মহৎ।
কেচিদ্ধনানি বা কিঞ্চিদানীয় প্রণমন্তি তম্॥৫৩

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করত জ্ঞানবলে পুত্রশোক প্রশমিত করিলেন।৪৩—৪৮। অনন্তর তিনি সজ্জীভূত এবং মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মহারথীদিগকে অগ্রে করত রথারোহণে শত্রুঘ্নের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন রাজা শত্রুঘ্ন, সুবাহুরাজকে সমুদয় সৈন্যগণের সহিত সমাগত দেখিয়া অশ্ববরের রক্ষার্থ গমনে ইচ্ছা করিলেন। পরে ললাটে জয়পত্রে চিহ্নিত করিয়া অশ্বকে বিমুক্ত করিয়া দিলেই সেই অশ্ব বামাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্বদেশীয় বহুল জনপদে গমন করিল। যে যে স্থানেই যাইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই মহা মহা বীরগণের পূজনীয়, তথাকার ভূপালগণ সেই অশ্বকে নমস্কার করিতে লাগিল। কেহই তাহাকে ধরিল না। কোন কোন রাজা বিচিত্র বসননিচয় ও কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎ ধন-রত্ন আনয়নপূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে প্রদান করিতে লাগিল এবং কতিপয় নৃপতি স্বীয় বিশাল রাজ্যই প্রদান করিল। ৪৯—৫৩।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

অথ তেজঃপুরং প্রাপ্তস্তুরগঃ পত্রশোভিতঃ।
যস্যাং পালয়তে রাজা প্রজাঃ সত্যেন সত্যবান্॥ ১
অথ কোটিপরীবারো রঘুনাথানুজস্ততঃ।
হয়ানুগো যযৌ তস্য পুরতঃ পুরধর্ষণঃ॥ ২
তদ্দৃষ্ট্বা নগরং রম্যং চিত্রপ্রাকারশোভিতম্।
কাঞ্চনৈঃ কলশৈস্তত্র পরিতঃ প্রতিভাসিতম্॥
দেবায়তনসাহস্রৈঃ সর্ব্বতশ্চ বিরাজিতম্।
যতীনাস্তু মঠাস্তত্র শোভন্তে যতিপূরিতাঃ॥
বহত্যত্র মহাদেবী শিখিলোচনমূর্দ্ধগা।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা মুনিবৃন্দনিষেবিতা॥ ৫
ব্রাহ্মণানাং প্রত্যগারমগ্নিহোত্রভবং পুনঃ।
ধূমস্তত্র পুনাত্যঙ্গ পাতকাপ্লুতমানসান্॥৬
উবাচ সুমতিং রাজা শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শেষ বলিলেন,—অতঃপর সেই জয়পত্রশোভিত অশ্ব, যে স্থানে রাজা সত্যবান্ সত্যধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গ পালন করিতেছিলেন, সেই তেজঃপুরে উপস্থিত হইল। পরে পরপুরঞ্জয় রামানুজ শত্রুঘ্ন অসংখ্য অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া অশ্বের অনুসরণ করত সেই নগরসমীপে গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র প্রাচীর এবং তদুপরি শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণকলসনিচয়ে ঐ নগর সুশোভিত ছিল। ঐ নগরে প্রায় সর্ব্বত্র বহুল দেবায়তন এবং যতিগণে পূর্ণ মঠ সকল পরম সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছিল। তথায় শিবশিরোবিহারিণী হংস-কারণ্ডবাদি জলচর বিহঙ্গগণে পরিব্যাপ্তা ও মুনিবৃন্দনিষেবিতা মহাদেবী ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেছিলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতিগৃহ হইতে অগ্নিহোত্রের ধূম উত্থিত হইয়া পাতকী জীবগণকে পবিত্র করিতেছিল; শত্রুতাপন রাজা শত্রুঘ্ন

তৎপুরপ্রেক্ষণোদ্ভূতহর্ষবিস্মিতমানসঃ ॥ ৭
শক্রঘ্ন উবাচ।
মন্ত্রিন্ কথয় কস্যেদং পুরং মে দৃষ্টিগোচরম্।
করোতি মানসাহ্লাদং ধর্ম্মেণ প্রতিপালিতম্ ॥
শেষ উবাচ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শক্রঘ্নস্য মহীপতেঃ।
উবাচ সুমতিঃ সর্ব্বং যথাতথ্যমনুদ্ধতম্ ॥ ৯
সুমতিরুবাচ।
শৃণুষাবহিতঃ স্বামিন্ বৈষ্ণবস্য কথাঃ শুভাঃ।
যাঃ শ্রুত্বা মুচ্যতে পাপাদ্ব্রহ্মহত্যাসমাদপি ॥১০
জীবন্মুক্তো বরীবর্ত্তি রামাঙ্ঘ্রিপ্রস্থজষট্পদঃ।
সত্যবান্ যজ্ঞযজ্ঞাঙ্গজ্ঞাতা কর্ত্তাবিতা মহান্ ॥
ধেনুং প্রসাদ্য বহুভির্ব্রতৈর্যং প্রাপ তৎপিতা।
ঋতম্ভরাখ্যো জগতি খ্যাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥১২
গৌঃ প্রসন্না দদৌ পুত্রমনেকগুণসংস্কৃতম্।
সত্যবান্নাম শোভাঢ্যং তং জানীহি নৃপোত্তমম্

শক্রঘ্ন উবাচ।
কো বা ঋতম্ভরো রাজা কিমর্থং ধেনুপূজনম্।
কথং প্রাপ্তঃ সুতস্তেন বৈষ্ণবো বিষ্ণুসেব...ঃ ॥
সর্ব্বমেতৎ সমাচক্ষ্ব বৈষ্ণবস্য কথানকম্।
শ্রুতং হরতি জন্তূনাং মহাপাতকপর্ব্বতম্ ॥ ১৫
শেষ উবাচ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শক্রঘ্নস্য মহার্থকম্।
কথয়ামাস বিশদং তদুৎপত্তিকথানকম্ ॥ ১৬
ঋতম্ভরোঽত্র নৃপতিরনপত্যঃ পুরাভবৎ।
কলত্রাণি বহূন্যস্য ন পুত্রং প্রাপ তেষু বৈ ॥ ১৭
তদা জাবালিনামানং মুনিং দৈবাদুপাগতম্।
পপ্রচ্ছ কুশলোদ্যুক্তঃ স পুত্রোৎপত্তিকারণম্ ॥
ঋতম্ভর উবাচ।
স্বামিন্ বন্ধ্যস্য মে ব্রূহি পুত্রোৎপত্তিকরং বচঃ
যৎ কৃত্বা জায়তেঽপত্যং মম বংশধরং বরম্ ॥১৯

এতাদৃশ সুরম্য সেই নগর সন্দর্শন করিয়া তদ্দর্শনজনিত হর্ষ ও বিস্ময়ে যুগপৎ আক্রান্ত-চিত্ত হইয়া মন্ত্রিবর সুমতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন্ত্রিন্! ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালিত এই যে নগর আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহা কাহার বল, উহা আমার অন্তঃকরণে পরম আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। ১—৮। অনন্তদেব বলিলেন,—সুমতি, মহীপতি শক্রঘ্নের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীত-ভাবে যথাযথ সমুদয় বিষয় বলিতে আরম্ভ করিল।—স্বামিন্! যে সকল কথা শ্রবণে মানব ব্রহ্মহত্যাসম পাতক হইতেও মুক্ত হয়, আপনি অবহিতচিত্তে বিষ্ণুভক্তের সেই শুভপ্রদ বিবরণ শ্রবণ করুন। যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গবেত্তা, যজ্ঞকর্ত্তা, যজ্ঞরক্ষিতা, শ্রীরামের পাদপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ জীবন্মুক্ত নৃপবর সত্যবান্ এই নগরে অবস্থান করিতেছেন। জগতে ঋতম্ভর নামে প্রসিদ্ধ পরম ধার্ম্মিক তদীয় পিতা বহুবিধ ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা ধেনুকে প্রসন্ন করিয়া উক্ত সত্যবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একমাত্র ধেনু, প্রসন্ন হইয়াই সত্যবান্ নামক সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পরম সুন্দর ঐ নৃপবর-পুত্রকে দান করিয়াছেন জানিবেন। তৎশ্রবণে শক্রঘ্ন বলিলেন,—রাজা ঋতম্ভরই বা কে? কি জন্যই বা ধেনু-পূজা করিয়াছিলেন? এবং কি প্রকারেই বা তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন?। সুমতে! সেই বিষ্ণুভক্তের এই সমুদয় বিষয় আমায় বল। বৈষ্ণবের বিবরণ শ্রবণ করিলে জীবগণের পর্ব্বতপ্রমাণ মহাপাতকও বিলীন হইয়া যায়। সর্পরাজ বলিলেন,—সুমতি শক্রঘ্নের ঈদৃশ উদারার্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যবানের উৎপত্তিবিষয়ক পবিত্র ইতিবৃত্ত বলিতে আরম্ভ করিল। সুমতি বলিল,—রাজন্! পূর্ব্বে ঋতম্ভর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার অনেকগুলি পত্নী ছিল বটে, কিন্তু কাহারও পুত্র হয় নাই।৯—১৭। একদা তিনি দৈবাৎ উপস্থিত জাবালিমুনিকে বংশের কল্যাণ-লাভার্থ উৎসুক হইয়া যেরূপে পুত্র হইতে পারে, তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋতম্ভর বলিলেন,—স্বামিন্! আমি বন্ধ্য, যেরূপ বাক্যানুসারে কার্য্য করিলে আমার বংশধর

তজ্জাত্বা ভবতো ভব্যং প্রকুর্য্যাং নিশ্চিতং বচঃ
দানং ব্রতং বা তীর্থং বা মখং বা মুনিসত্তম ॥২০
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা জগাদ মুনিসত্তমঃ।
সুতোৎপত্তিকরং বাক্যং প্রণতস্য সুতার্থিনঃ।
অপত্যপ্রাপ্তিকামস্য সন্ত্যপ যাস্ত্রয়ঃ প্রভো।
বিষ্ণোঃ প্রসাদো গোশ্চাপি শিবস্যাপ্যথবা পুনঃ
তস্মাত্ত্বং কুরু বৈ পূজাং ধেনোর্দ্দৈবতনোর্নৃপ।
যস্যাঃ পুচ্ছে মুখে শৃঙ্গে পৃষ্ঠে দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
সা তুষ্টা দাস্যতি ক্ষিপ্রং বাঞ্ছিতং ধর্ম্মসংযুতম্।
এবং বিদিত্বা গোপূজাং বিধেহি ঋতম্ভর ॥ ২৪
যো বৈ নিত্যং পূজয়তি গাং গেহে যবসাদিভিঃ
তস্য বেদাশ্চ পিতরো নিত্যং তৃপ্তা ভবন্তি হি
যো বৈ গবাহ্নিকং দদ্যান্নিয়মেন শুভব্রতঃ।
তেন সত্যেন তস্য স্যুঃ সর্ব্বে পূর্ণা মনোরথাঃ
তৃষিতা গৌর্গৃহে বদ্ধা গেহে কন্যা রজস্বলা।
দেবতাশ্চ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥
যো বৈ গাং প্রতিষিধ্যেত চরন্তীং স্বং তৃণং নর
তস্য পূর্ব্বে চ পিতরঃ কম্পন্তে পতনোন্মুখাঃ ॥
যো বৈ তাড়য়তে যষ্ট্যা ধেনুং মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ
ধর্ম্মরাজস্য নগরে স যাতি করবর্জ্জিতঃ ॥ ২৯
যো বৈ দংশান্ বারয়তি তস্য পূর্ব্বে কৃতার্থকাঃ
নৃত্যন্ত্যত্যুৎসবাদস্মাংস্তারয়িষ্যতি ভাগ্যবান্ ॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
জনকস্য পুরাবৃত্তং ধর্ম্মরাজপুরেঽদ্ভুতম্ ॥ ৩১
একদা জনকো রাজা যোগেন তনুমত্যজৎ।
তদা বিমানং সম্প্রাপ্তং কিঙ্কিণীজালভূষিতম্ ॥
তদারুহ্য গতো রাজা সেবকৈ রূঢ়দেহবান্।
মার্গে জগাম ধর্ম্মস্য সংযমিন্যাঃ পুরোঽন্তিকে ॥

উৎকৃষ্ট পুত্র হয় তাদৃশ বাক্য বলুন। হে মুনিসত্তম! যে কোন প্রকার দান, ব্রত, তীর্থসেবন, বা যজ্ঞই হউক, আমি তাহা জানিয়া নিশ্চয়ই ভবদীয় শুভকর বাক্য প্রতিপালন করিব। মুনিবর জাবালি পুত্রপ্রার্থী প্রণত ভূপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুত্রোৎপত্তিকর এইরূপ কথা বলিলেন,—রাজন্! পুত্রাভিলাষী ব্যক্তির পুত্রলাভের ত্রিবিধ উপায় আছে; বিষ্ণু মহাদেব বা ধেনুর প্রসন্নতা। অতএব নৃপ! তুমি দেবময়শরীর ধেনুর পূজা কর, ধেনুর পুচ্ছে মুখে শৃঙ্গে ও পৃষ্ঠদেশে দেবগণ অবস্থিত। তিনি প্রসন্না হইয়া নিশ্চয়ই তোমাকে অবিলম্বে বাঞ্ছিত ধার্ম্মিক পুত্র প্রদান করিবেন। হে ঋতম্ভর! তুমি এইরূপ নিশ্চয় জানিয়া গোপূজা কর। যে ব্যক্তি, প্রতিদিন ভবনে যবাদি দানে গোপূজা করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণ সতত পরিতৃপ্ত হন। যে সদাচারী মানব, নিয়ম করিয়া প্রত্যহ গোগণকে দৈনিক খাদ্য দেয়, তাহার সেই সত্যধর্ম্মবলে সমুদয় মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে। যাহার গৃহে গো তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বদ্ধ থাকে, কন্যা রজস্বলা হইয়া অবিবাহিতা রয় এবং দেবাঙ্গে নির্ম্মাল্য থাকে, তাহার পূর্ব্বকৃত অখিল পুণ্যই বিনষ্ট হইয়া যায়। গোগণ যখন স্বেচ্ছানুসারে তৃণ ভোজন করিতে থাকে, তখন যে মানব তাহাকে তৃণভোজনে নিবারণ করে, তাহার পূর্ব্ব পিতৃগণ পতনোন্মুখ হইয়া কম্পিত হইতে থাকেন। ১৮—২৮ যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশত গোগণকে যষ্টিপ্রহার করে, তাহাকে হস্তহীন হইয়া যমপুরে গমন করিতে হয়। যে ব্যক্তি গোগাত্র হইতে দংশকনিচয়কে দূর করিয়া দেয়, তাহার পূর্ব্বপুরুষসকল কৃতার্থ হন, অপিচ 'এই ভাগ্যবান্ বংশধরই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে' বিবেচনায় সেই উৎসবকর ব্যাপার জন্য সানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। পুরাবিদ্গণ এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, উহা যমপুরে জনকরাজের এক অদ্ভুত পুরাবৃত্ত। একদা রাজা জনক যখন যোগবলে তনু ত্যাগ করেন, তখনই কিঙ্কিণীজালভূষিত এক দিব্য বিমান তথায় উপস্থিত হয়। তখন প্রসিদ্ধ দিব্যদেহধারী রাজা সেবকগণের সহিত তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক যাইতে যাইতে ধর্ম্মরাজের

তদা নরককোটীষু পীড্যন্তে পাপকারিণঃ।
জনকস্যাঙ্গপবনং প্রাপ্য সৌখ্যং প্রপেদিরে॥
নিরয়ে দাহজা পীড়া জাতৈসাং সুখকারিণী।
মহদ্দুঃখং তদা নষ্টং জনকস্যাঙ্গবায়ুনা॥ ৩৫
তদা তং নির্গতং দৃষ্ট্বা জন্তবঃ পাপপীড়িতাঃ।
অত্যন্তং চুক্রুশুর্ভীতাস্তদ্বিয়োগমনিচ্ছবঃ॥ ৩৬
উচুস্তে করুণাং বাচং মা গচ্ছ সুকৃতিন্নতঃ।
ত্বদঙ্গবায়ুসংস্পর্শাৎ সুখিনঃ স্মাম পীড়িতাঃ॥৩৭
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
মানসে চিন্তয়ামাস করুণাপূরপূরিতে॥ ৩৮
চেন্মত্তঃ প্রাণিনাং সৌখ্যং ভবেদিহ তদা পুনঃ
অত্রৈব চ পুরে স্থাস্যে স্বর্গ এষ মনোরমঃ॥ ৩৯
এবং কৃত্বা নৃপস্তস্থৌ তত্রৈব নিরয়াগ্রতঃ।
বিদধৎ প্রাণিনাং সৌখ্যমনুকম্পিতমানসঃ॥ ৪

সংযমিনী পুরীর সন্নিহিত পথে গমন করিলেন। ঐ সময়ে যে সকল পাপাত্মারা, বহুবিধ নরকনিচয়ে পীড়িত হইতেছিল, তাহারা জনকরাজের শরীর-সংসর্গী বায়ুস্পর্শে সুখ লাভ করিতে থাকিল। জনকরাজের শরীর-বায়ুদ্বারা তাহাদিগের মহা ক্লেশও তিরোহিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—তৎকালে নিরয়মধ্যে তাহাদিগের দাহজনিত পীড়াও সুখোৎপাদন করিতে লাগিল। অনন্তর জনকরাজকে সেই স্থান হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া পাপপীড়িত জীবগণ ভীত হইয়া তাঁহার সহবাসবাসনায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল এবং তাহারা এইরূপ করুণবাক্য বলিল,—হে সুকৃতিন্! এস্থান হইতে যাইবেন না, আমরা বিষমযাতনায় পীড়িত হইয়াও আপনার শরীর-বায়ুস্পর্শে সুখী হইতেছি। পরমধার্ম্মিক রাজা জনক তাহাদিগের এইরূপ কথা শুনিয়া করুণাপূর্ণহৃদয়ে ভাবিলেন, যদি আমা হইতে এইস্থানে এই প্রাণীদিগের সুখোদয় হয়, তাহা হইলে আমি এই যমপুরেই অবস্থান করিব, ইহাই আমার মনোরম-স্বর্গস্বরূপ। করুণাপূর্ণহৃদয়ে নৃপবর জনক

তত্র ধর্ম্মস্তু সম্প্রাপ্তো নিরয়দ্বারি দুঃখদে।
কারয়ন্ যাতনাস্তীব্রা নানাপাতককারিণাম্॥
স তং দদর্শ রাজানং জনকং দ্বারসংস্থিতম্।
বিমানেন মহাপুণ্যকারিণং দয়য়া যুতম্॥ ৪২
তমুবাচ প্রেতপতির্জ্জনকং স হসন্ গিরা।
রাজন্ কুতস্ত্বং সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বধর্ম্মশিরোমণিঃ॥
এতৎ স্থানং ত্বঘবতাং দুষ্টানাং প্রাণঘাতিনাম্।
নায়ান্তি পুরুষা ভূপ ত্বাদৃশাঃ পুণ্যকারিণঃ॥৪৪
অত্রায়ান্তি নরাস্তে বৈ যে পরদ্রোহতৎপরাঃ।
পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যপরায়ণাঃ॥ ৪৫
যো বৈ কলত্রং ধর্ম্মিষ্ঠং নিজসেবাপরায়ণম্।
অপরাধাদৃতে জহ্যাৎ স নরোঽত্র সমাব্রজেৎ
মিত্রং বঞ্চয়তে যস্তু ধনলোভেন লোভিতঃ।
আগত্যাত্র নরঃ পীড়াং মত্তঃ প্রাপ্নোতি দারুণাম্॥ ৪৭
যো রামং মনসা বাচা কর্ম্মণা দম্ভতোঽপি বা।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রাণিগণের সুখোৎপাদন করত সেই নরক-সন্নিধানেই অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ নানাপ্রকার পাপগণের নানাবিধ তীব্র যাতনা বিধান করত সেই দুঃখময় নরকদ্বারে উপস্থিত হইলেন। পরে মহাপুণ্যাত্মা দয়ার্দ্রহৃদয় সেই রাজাকে বিমানারোহণে নরকদ্বারে অবস্থিতি করিতে দেখিলেন। তখন প্রেতপতি সহাস্যবদনে জনককে কহিলেন,—রাজন্! তুমি সর্ব্বধর্ম্মশিরোমণি হইয়াও কি জন্য এস্থানে আসিয়াছ? ২৯—৪৩। হে ভূপ! প্রাণঘাতী দুষ্ট পাপাত্মাদিগেরই এইস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, ত্বাদৃশ পুণ্যাত্মা মানবগণ কখন এস্থানে আসেন না। যে সকল মানব পরদ্রব্যপরায়ণ, পরাপবাদে নিরত ও পরদ্রোহে তৎপর, তাহারাই এস্থানে আসিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, স্বামিসেবানিরতা ধর্ম্মপরায়ণা পত্নীকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করে, তাহাকেই এই স্থানে থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি ধনলোভে মিত্রকে বঞ্চনা করে, সে-ই এস্থানে আসিয়া আমা হইতে দারুণ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বেষাদ্বা চোপহাসাদ্বা ন স্মরন্ত্যেব মূঢ়ধীঃ ।
তং বধামি পুনস্তেষু নিক্ষিপ্য শ্রপয়ামি চ ॥ ৪৮
যৈঃ স্মৃতো বৈ রমানাথো নরকক্লেশবারকঃ ।
তে মৎস্থানং বিহায়াশু বৈকুণ্ঠাখ্যং প্রয়ান্ত্যহো
তাবৎ পাপং মনুষ্যাণামঙ্গেষু নৃপ তিষ্ঠতি ।
যাবদ্রামং রসনয়া ন গৃহ্ণাতি সুদুর্ম্মতিঃ ॥ ৫০
মহাপাপকরা রাজন্ যে ভবন্তি মহামতে ।
তানানয়ন্তি মদ্ভৃত্যাস্তাদৃশান্ দ্রষ্টুমক্ষমাঃ ॥ ৫১
তস্মাদ্গচ্ছ মহারাজ ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাননেকশঃ ।
বিমানবরমারুহ্য ভুঙ্ক্ষ্ব পুণ্যমুপার্জ্জিতম্ ॥ ৫২
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য ধর্ম্মরাজস্য তৎপতেঃ ।
উবাচ ধর্ম্মরাজানং করুণাপূরপূরিতঃ ॥ ৫৩

জনক উবাচ ।

অহং গচ্ছামি নো নাথ জীবানামনুকম্পকঃ ।
মদঙ্গবায়ুনা হ্যেতে সুখং প্রাপ্তাঃ স্ম সংস্থিতাঃ
এতান্ মুঞ্চসি চেদ্রাজন্ সর্ব্বান্ বৈ নিরয়স্থিতান্
ততো গচ্ছামি সুখিতঃ স্বর্গং পুণ্যজনাশ্রিতম্ ॥

জাবালিরুবাচ ।

ইতি বাক্যমথাশ্রুত্য জনকং প্রত্যুবাচ সঃ ।
প্রত্যেকং নির্দ্দিশন্ জীবান্নিরয়স্থাননেকশঃ ॥ ৫৬

ধর্ম্মরাজ উবাচ ।

অয়ং মিত্রকলত্রং বৈ বিশ্বস্তমনুজগ্মিবান্ ।
তস্মাদেনং লোহশঙ্কৌ বর্ষাযুতমপীপচম্ ॥ ৫৭
পশ্চাদেনং শূকরাণাং যোনৌ নিক্ষিপ্য দোষিণম্
মানুষেষ্ববতার্য্যৈনং ষণ্ডচিহ্নেন চিহ্নিতম্ ॥ ৫৮
অনেন পরদারাশ্চ বলাদালিঙ্গিতা মুহুঃ ।
তস্মাদয়ং পচ্যতেঽত্র রৌরবে শতহায়নম্ ॥ ৫৯
অয়ন্তু পরকীয়ং স্বং মুষিত্বা বুভুজে কুধীঃ ।
তস্মাদস্য করৌ ছিত্বা পচেয়ং পূয়শোণিতে ॥ ৬০

যে মূঢ়মতি-মানব, দাম্ভিকতা, দ্বেষ বা উপহাস করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীরামকে স্মরণ না করে, তাহাকেই আমি বন্ধনপূর্ব্বক এই-সকল স্থানে নিক্ষেপ করিয়া অশেষ যাতনা দিয়া থাকি। যাহারা নরক-নিবারক রমানাথ রামচন্দ্রকে স্মরণ করে, তাহারা আমার এই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্বরায় বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিয়া থাকে। হে নৃপ! দুর্ম্মতি মানবগণ যাবৎ কাল না রসনাগ্রে রামনাম উচ্চারণ করে, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই সেই মানবগণের শরীরে পাপ অবস্থান করিতে পারে। হে মহামতে রাজন্! যাহারা গুরুতর পাপাচরণ করে, মদীয় ভৃত্যগণ তাহাদিগকেই আনয়ন করিয়া থাকে, কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিতেও সক্ষম হয় না। অতএব মহারাজ! এস্থান হইতে প্রস্থান কর, স্বীয় পুণ্যলব্ধ বিবিধ ভোগ্য-সকল উপভোগ করিতে থাক, এক্ষণে এই দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া উপার্জ্জিত পুণ্য-ফল উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হও। করুণা-পূর্ণ-হৃদয় জনকরাজ, তৎপুরাধিপতি ধর্ম্ম-রাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিতে আরম্ভ করিলেন। জনক বলিলেন,—নাথ! আমি এই জীবগণের উপর অনুকম্পাপরবশ হইয়াছি, এজন্য এস্থান হইতে যাইতে পারিতেছি না। দেখুন, ইহারা আমার শরীর-সমীরণস্পর্শে সুখী হইয়াছে। অতএব রাজন্! আপনি যদি এই সমুদয় নরকবাসীদিগকে মুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলেই পরম সুখে পুণ্যজনাশ্রিত স্বর্গধামে গমন করিতে পারি। জাবালি বলিলেন,—এইরূপ কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ নরকবাসী বহুল জীবকে এক এক করিয়া নির্দ্দেশ করত জনককে কহিলেন,—এই ব্যক্তি বিশ্বস্ত মিত্রপত্নীতে উপগত হইয়াছিল বলিয়া অযুতবর্ষ কাল ইহাকে লৌহশঙ্কুতে পীড়িত করিতেছে। ৪৪—৫৭। ইহার পর এই পাপাত্মাকে শূকরযোনিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক ষণ্ডচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া মনুষ্য জাতিতে প্রেরণ করিব। ঐ ব্যক্তি বহুবার বল-প্রকাশপূর্ব্বক বহুল পরবনিতাকে আলিঙ্গন করায় শতবর্ষ এই রৌরবনরকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। দেখ, অপর এই একজন অতি কুবুদ্ধিশালী বলিয়াই পরস্ব অপহরণপূর্ব্বক ভোগ করিয়াছিল, আমি

অয়ং সায়ন্তনং প্রাপ্তমতিথিং ক্ষুধয়ার্দ্দিতম্।
বাণ্যাপি নাকরোত্তস্য পূজনং স্বাগতং ন চ ॥৬১
তস্মাদয়ং পাতনীয়স্তামিস্রেঽন্ধেন পূরিতে।
ভ্রমরৈঃ পীড়িতো যাতু যাতনাং শতহায়নাম্॥
অয়ং তাবৎ পরস্যোচ্চৈর্নিন্দাং কুর্ব্বন্ন লজ্জিতঃ
অয়মপ্যশৃণোৎকর্ণৌ প্রেরয়ন্ বহুশস্তু তাম্॥
তস্মাদিমাবন্ধকূপে পতিতৌ দুঃখদুঃখিতৌ।
অয়ং মিত্রধ্রুগ্দ্বিজঃ পচ্যতে রৌরবে ভৃশম্ ॥৬৪
তস্মাদেতান্ পাপভোগান্ কারয়িত্বা বিমোচয়ে
ত্বং গচ্ছ নরশার্দ্দূল পুণ্যরাশিবিধায়কঃ॥ ৫৩

জাবালিরুবাচ।

এবং স নির্দ্দিশন্ জীবাংস্তূষ্ণীমাসাঘকারিণঃ।
প্রোবাচ রামভক্তোঽহসৌ করুণাপূরিতেক্ষণঃ॥

জনক উবাচ।

কথং নিরয়নির্মুক্তির্জীবানাং দুঃখিনাং ভবেৎ।
তদত্র কথয় ত্বং বৈ যৎ কৃত্বা সুখমাপ্নুযুঃ॥ ৬৭

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

নৈভিরারাধিতো বিষ্ণুর্নৈভিস্তস্য কথা শ্রুতা।
কথং নিরয়নির্মুক্তির্ভবেদ্বৈ পাপকারিণাম্ ॥৬৮
যদি ত্বং মোচয়স্যেতান্ মহাপাপকরানপি।
তদর্পয় মহারাজ পুণ্যং তৎকথয়াম্যতঃ ॥ ৬৯
একদা প্রাতরুত্থায় শুদ্ধভাবেন চেতসা।
ধ্যাতঃ শ্রীরঘুনাথোঽহসৌ মহাপাপহরাভিধঃ॥
রাম রামেতি বৈ প্রোক্তং ত্বয়াকস্মান্নরোত্তম
তৎপুণ্যমর্পয়েতেভ্যো যেন স্যান্নিরয়াচ্চ্যুতিঃ

জাবালিরুবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
পুণ্যং দদৌ মহারাজ আজন্মসমুপার্জ্জিতম্ ৭২

তজ্জন্যই ইহার ভুজযুগল ছেদনপূর্ব্বক এই পূয়শোণিত-নরকে পীড়িত করিতেছি। অপর এই এক ব্যক্তিকে যে দেখিতেছেন, এ সায়ংকালে উপস্থিত ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে বাক্য দ্বারাও সন্তুষ্ট বা স্বাগত প্রশ্ন করে নাই, তজ্জন্যই উহাকে অন্ধকারপূর্ণ তামিস্র-নরকে পাতিত করিয়াছি, এই স্থানে এই ব্যক্তি ভ্রমরদংশনে পীড়িত হইয়া শতবর্ষকাল বিষম যাতনা ভোগ করিবে। ঐ একজন উচ্চরবে পরনিন্দা করত কিছুমাত্রও লজ্জিত হইত না এবং অপর ঐ এক ব্যক্তি শ্রুতি-যুগল স্থির রাখিয়া বহুবার পরনিন্দা শ্রবণ করিয়াছে, তন্নিমিত্ত ইহারা উভয়ে অন্ধকূপ-নরকে পতিত হইয়া নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছে। আর ঐ অপর একজন মিত্রের অপকার করিয়াছিল বলিয়া রৌরব-নরকে প্রপীড়িত হইতেছে। হে নরশার্দ্দূল! ইহারা পাপী বলিয়াই অগ্রে ইহাদিগকে পাপের ফলভোগ করাইয়া পরে মুক্ত করিয়া দিব। তুমি অসীম পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, সুতরাং তুমি এস্থান হইতে গমন কর। ৫৮—৬৫। জাবালি বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ এইরূপে পাপী জীবগণকে একে একে নির্দ্দেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে শ্রীরাম-ভক্ত জনক, করুণারসে বিস্ফারিতলোচন হইয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজকে কহিলেন,—দেব! কিরূপে এই দুঃখিত জীবগণের নরক হইতে নিস্তার হইবে? যে কার্য্য করিলে উহারা সুখলাভ করিতে পারে, আপনি এক্ষণে তদ্বিষয় বলুন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—রাজন্! ইহারা কখন ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা বা তাঁহার গুণকথা শ্রবণ করে নাই, সুতরাং এই পাপাত্মাদিগের কি প্রকারে নিরয় হইতে নিষ্কৃতি হইবে? মহারাজ! তুমি যদি একান্তই এই পাপিষ্ঠদিগকে মুক্ত করিতে চাও, তবে, নিজ পুণ্য প্রদান কর, যে পুণ্য দান করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। নরোত্তম! একদা তুমি প্রাতঃকালে গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক বিশুদ্ধান্তঃকরণে মহাপাপহারী শ্রীরামচন্দ্রকে যে ধ্যান করিয়াছিলে এবং অকস্মাৎ যে "রাম রাম" বলিয়াছিলে, সেই পুণ্য ইহাদিগকে অর্পণ কর; তাহাতেই ইহাদিগের নরক হইতে মুক্তি হইবে। ৬৬—৭১। জাবালি বলিলেন,—ধর্ম্মরাজের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ জনক আজন্ম-সমুপার্জ্জিত স্বীয় পুণ্য প্রদান করি-

মদাজন্মকৃতৈঃ পুণ্যৈ রঘুনাথার্চ্চনোদ্ভবৈঃ।
এতেষাং নিরয়ান্মুক্তির্ভবত্বত্র মনোরমা॥ ৭৩
এবং কথয়তস্তস্য জীবা নিরয়সংস্থিতাঃ।
তৎক্ষণান্নিরয়ান্মুক্তা জাতা দিব্যবপুর্দ্ধরাঃ॥৭৪
ঊচুস্তে জনকং রাজংস্ত্বৎপ্রসাদাদ্বয়ং ক্ষণাৎ।
দুঃখদান্নিরয়ান্মুক্তা যামো বৈ পরমং পদম্॥৭৫
তান্ দৃষ্ট্বা সূর্য্যসঙ্কাশান্ নরান্নিরয়নিঃসৃতান্।
তুতোষ চিত্তে সুভৃশং সর্ব্বভূতদয়ারতঃ॥ ৭৬
তে সর্ব্বে প্রযযুর্লোকং দিব্যং দেবৈরলঙ্কৃতম্।
জনকন্তু প্রশংসন্তো মহারাজং দয়ানিধিম্॥৭৭
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডেহষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।

লেন। তিনি বলিলেন,—মদীয় আজন্মকৃত, রঘুনাথের অর্চ্চন-জনিত পুণ্যফলে এক্ষণে ইহাদিগের নিরয় হইতে মনোরম মুক্তি হউক। তাঁহার এইরূপ বাক্য শেষ হইতে না-হইতেই নিরয়স্থিত জীবগণ তৎক্ষণাৎ নিরয় হইতে মুক্ত হইল এবং দিব্যদেহ ধারণ করত জনককে কহিল,—রাজন্! আমরা আপনার প্রসাদেই ক্ষণকাল মধ্যে দুঃখময় নিরয় হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলাম। তখন, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ রাজা জনক নিরয়-নিঃসৃত সেই জীবগণকে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর দেখিয়া মনোমধ্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে দয়ানিধি মহারাজ জনককে প্রশংসা করিতে করিতে দেবগণে অলঙ্কৃত দিব্যলোকে গমন করিলেন। ৭২—৭৭

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮।

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ।

জাবালিরুবাচ।
অথ তেষু প্রয়াতেষু নরকস্থেষু বৈ নৃপ।
রাজা পপ্রচ্ছ কীনাশং সর্ব্বধর্ম্মাবদাং বরম্॥১
রাজোবাচ।
ধর্ম্মরাজ ত্বয়া প্রোক্তং যৎপাতককরা নরাঃ।
আয়ান্তি তব সংস্থানং ন চ ধর্ম্মকথারতাঃ॥ ২
মদাগমনমত্রাভূৎ কেন পাপেন ধার্ম্মিক।
তদ্বৈ কথয় সর্ব্বং মে পাপকারণমাদিতঃ॥ ৩
ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং ধর্ম্মরাজঃ পরন্তপঃ।
কথয়ামাস তস্যৈবং যমপুর্য্যাগমং তদা॥ ৪
ধর্ম্মরাজ উবাচ।
রাজংস্তব মহৎ পুণ্যং নৈতাদৃক্ কস্য ভূতলে।
রঘুনাথপদদ্বন্দ্ব-মকরন্দমধুব্রত॥ ৫
ত্বৎকীর্ত্তিস্বর্দ্ধুনী সর্ব্বান্ পাপিনো মলসংযুতান্

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জাবালি বলিলেন,—নরকবাসী সেই মানবগণ এইরূপে দিব্যলোকে গমন করিলে পর, রাজা জনক সর্ব্বধর্ম্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনি যে বলিলেন পপিষ্ঠ মানবনিচয়ই ভবদীয় ভবনে আগমন করে, ধর্ম্মকথারত ব্যক্তিগণ কদাচ আসেন না। অতএব হে ধার্ম্মিক! কি পাপে আমার এস্থলে আগমন হইল, আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় পাপের কারণ আমায় বলুন। পরন্তপ ধর্ম্মরাজ জনকের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালে যে জন্য তাঁহার যমপুরে আগমন হইয়াছিল, তদ্বিষয় তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—রাজন্! তোমার যেরূপ মহাপুণ্য আছে, ভূতলে এমত আর কাহারও নাই। হে রঘুনাথের শ্রীচরণারবিন্দের মধুব্রত! যদিও পরমানন্দদায়িনী দুষ্টতারিণী, ত্বদীয় কীর্ত্তিরূপা সুরশৈবলিনী পাপানলদগ্ধ অখিল পাপিগণকেই পবিত্র

পুনাতি পরমাহ্লাদ-কারিণী দুষ্টতারিণী। ৬
তথাপি পাপলেশস্তে বর্ত্ততে নৃপসত্তম।
যেন সংযমিনীপার্শ্বমাগতঃ পুণ্যপূরিতঃ। ৭
একদা তু চরন্তীং গাং বারয়ামাস বৈ ভবান্।
তেন পাপবিপাকেন নিরয়দ্বারদর্শনম্। ৮
ইদানীং পাপনির্ম্মুক্তো বহুপুণ্যসমন্বিতঃ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ সুবিপুলান্নিজপুণ্যার্জ্জিতান্ বহূন্। ৯
এতেষাং করুণাবাব্ধী রঘুনাথোহসুখং হরন্।
সংযমিন্যা মহামার্গে প্রেরয়ামাস বৈষ্ণবম্।১০
নাগমিষ্যো যদি ত্বং বৈ মার্গেণানেন সুব্রত।
অভবিষ্যৎ কথং ত্বেষাং নিরয়াৎপরিমোচনম্।
ত্বাদৃশাঃ পরদুঃখেন দুঃখিতাঃ করুণালয়াঃ।
প্রাণিনাং দুঃখবিচ্ছেদং কুর্ব্বন্ত্যেব মহামতে ॥১২

জাবালিরুবাচ।

এবং বদন্তং শমনং প্রণম্য স দিবং গতঃ।
দিব্যেন সুবিমানেন অপ্সরোগণশোভিনা।১৩
তস্মাদ্‌গাবোহনিশং পূজ্যা মনসাপি ন গর্হয়েৎ
গর্হয়ন্ নিরয়ং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ১৪
তস্মাত্ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ গোপূজাং বৈ সমাচর।
স তুষ্টা দাস্যতি ক্ষিপ্রং পুত্রং ধর্ম্মপরায়ণম্।১৫

সুমতিরুবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ধেনুপূজাং স পপ্রচ্ছ কথমাদরাৎ।
পূজনীয়া প্রযত্নেন কীদৃশং কুরুতে নরঃ॥ ১৬
জাবালিঃ কথয়ামাস ধেনুপূজাং যথাবিধি।
প্রত্যহং বিপিনং গচ্ছেচ্চারণায় ব্রতী তু গোঃ
গবে যবাংশ্চ সম্ভোজ্য গোময়স্থান্ সমাহরেৎ
ভক্ষণীয়া যবাস্তে তু পুত্রকামেণ ভূপতে। ১৮
সা যদা পিবতে তোয়ং তদা পেয়ং জলং শুচি

করিতেছে সত্য, কিন্তু তথাপি হে নৃপসত্তম! তোমার কিঞ্চিৎ পাপলেশ আছে বলিয়াই পুণ্যপূর্ণ হইয়াও এই সংযমিনীপুরে আগত হইয়াছ। একদা কোন একটী ধেনু তৃণ ভোজন করিয়া বেড়াইতেছিল, তুমি তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলে বলিয়া সেই পাপ-বিপাকহেতু তোমার নরকদ্বার দর্শন হইল। এক্ষণে তুমি সেই পাতক হইতে মুক্ত হইলে এবং বহুপুণ্যসমন্বিত বলিয়া নিজ পুণ্যোপার্জ্জিত বিপুল ভোগ উপভোগ কর। রাজন্! করুণাসাগর রঘুনাথই ইহাদিগের দুঃখ দূরীকরণার্থ বৈষ্ণববর তোমাকে এই সংযমিনীপুরীর মহামার্গে প্রেরণ করিয়াছেন। ১—১০। হে সুব্রত! তুমি যদি এই পথে না আসিতে, তাহা হইলে এই পাপীদিগের কিরূপে নিরয় হইতে মুক্তি হইত? হে মহামতে! পরদুঃখকাতর ভবাদৃশ দয়াবান্ ব্যক্তিগণই প্রাণিগণের দুঃখমোচন করিয়া থাকেন। জাবালি বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ এইরূপ বলিলে জনকরাজ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অপ্সরোগণ-শোভিত দিব্য বিমানারোহণে সুরপুরে গমন করিলেন। সেই জন্যই বলিতেছি, সর্ব্বদা গোগণকে পূজা করিবে, কদাচ তাহাদিগের নিন্দা করিবে না; যে ব্যক্তি, গোগণকে নিন্দা করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে। অতএব হে নৃপবর! তুমি গো পূজা কর, তিনি প্রসন্ন হইয়া নিশ্চয় তোমাকে ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রদান করিবেন। সুমতি বলিলেন,—রাজা ঋতম্ভর, জাবালির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাদরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাত্মন্! গোপূজা কিপ্রকারে করিতে হয়? মানবগণকে ঐকার্য্যে প্রযত্নসহকারে কিরূপ আচরণ করিতে হয় বলুন। জাবালি, নৃপতি ঋতম্ভরের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যথাবিধি গোপূজার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন,—মানব নিয়মাবলম্বী হইয়া প্রত্যহ গোচারণার্থ গো-সমভিব্যাহারে বিপিনে গমন করিবে। হে ভূপতে! পুত্রপ্রার্থী মানব, অগ্রে গোকে যব ভোজন করাইয়া পরে গোময়স্থিত সেই যবনিচয় আহরণ পূর্ব্বক স্বয়ং তাহা ভোজন করিবে। সেই গো যখন সলিল পান করিবে, তখনই

সোচ্চস্থানে যদা তিষ্ঠেত্তদা নীচাসনস্থিতঃ ॥১৯
দংশান্ নিবারয়েন্নিত্যং যবসং স্বয়মাহরেৎ।
এবং প্রকুর্ব্বতঃ পুত্রং দাস্যতে ধর্ম্মতৎপরম্ ॥

সুমতিরুবাচ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুত্রকাম ঋতম্ভরঃ।
ব্রতং চকার ধর্ম্মাত্মা ধেনুপূজাং সমাচরন্ ॥২১
প্রত্যহং কুরুতে গাঞ্চ যবসাদ্যেন তোষিতাম্।
দংশান্ স্তবারয়দ্ধীমান্ যবভক্ষকৃতাদরঃ ॥ ২২
এবং ধেনুং পূজয়তো গতাস্ত দিবসা ঘনাঃ।
বনমধ্যে তৃণাদীংশ্চ চরন্তীমকুতোভয়াম্ ॥ ২৩
একদা নৃপতিস্তস্য বনস্য শ্রীনিরীক্ষণে।
স্তব্ধদৃষ্টিঃ স পরিতো বভ্রাম সুকুতূহলী ॥ ২৪
তদাগত্যাহনদ্গাং বৈ পঞ্চাস্যঃ কাননান্তরাৎ।
ক্রোশন্তীং বহুধা দীনাং হম্বারাবেণ দুঃখিতাম্
তদা নৃপঃ সমাগত্য বিলোক্য নিজমাতরম্।
সিংহেন নিহতাং পশ্যন্ রুরোদাতীব বিহ্বলঃ ॥
স দুঃখিতঃ সমাগত্য জাবালিং মুনিসত্তমম্।
নিষ্কৃতিং তস্য পপ্রচ্ছ গোবধস্য প্রমাদতঃ ॥২৭

ঋতম্ভর উবাচ।

স্বামিংস্ত্বদাজ্ঞয়া ধেনুং পালয়ন্ বনমাস্থিতঃ।
কুতোঽপ্যাগত্য তাং সিংহো জঘানাদৃষ্টিগোচরঃ
তস্য পাপস্য নিষ্কৃত্যৈ কিং করোমি ত্বদাজ্ঞয়া।
কথং বা ব্রতসম্পূর্ত্তির্মম পুত্রপ্রদায়িনী ॥ ২৯
ইত্যুক্তবন্তং তং ভূপং জগাদ মুনিসত্তমঃ।
সন্ত্যপায়া মহীপাল পাপরাশ্যপনুত্তয়ে ॥ ৩০
ব্রহ্মঘ্নস্য কৃতঘ্নস্য সুরাপস্য মহামতে।
প্রায়শ্চিত্তানি বর্ত্তন্তে সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥ ৩১

সেবককে পবিত্র সলিল পান করিতে হইবে এবং সে যখন উচ্চস্থানে থাকিবে, তখন সেবককে নিম্নস্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে। প্রতিনিয়ত গোশরীর হইতে মশকগণকে দূর করিয়া দিতে হইবে এবং গোভক্ষ্য ঘাস স্বয়ংই আহরণ করিবে। এইরূপে গোসেবা করিলে অবশ্যই তোমাকে ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রদান করিবেন। সুমতি বলিল, পুত্রপ্রার্থী ধর্ম্মাত্মা ঋতম্ভর, জাবালির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রতাবলম্বী হইয়া গোপূজা আরম্ভ করিলেন। ১১—২১। সেই ধীমান্ নৃপবর, প্রত্যহ যবসাদিদানে গোর সন্তোষ উৎপাদন এবং তদীয় শরীর হইতে দংশকগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ংও সাদরে পূর্ব্বোক্ত বিধানে যব ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন। এইরূপে গোসেবা করিতে করিতে তাঁহার বহু দিন গত হইল, সেই গোমাতাও বনমধ্যে অকুতোভয়ে তৃণাদি ভোজন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদা নৃপতি, সেই অরণ্যসৌন্দর্য্য দর্শনে কুতূহলী হইয়া একদৃষ্টিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে এক সিংহ বনান্তর হইতে সহসা উপস্থিত হইয়া সেই গোকে সংহার করিল, ঐ সময়ে সেই ধেনু সিংহ-দর্শনে সাতিশয় কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হম্বারব করিয়াছিল। তৎকালে তাহার চীৎকার শ্রবণে নৃপবর তথায় সমাগত হইয়া সিংহকরে নিহত নিজ মাতাকে অবলোকন-পূর্ব্বক বিহ্বল-হৃদয়ে সাতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি, দুঃখিত চিত্তে মুনিবর জাবালির নিকট আগমন করিয়া কিসে সেই অজ্ঞানকৃত গোবধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋতম্ভর বলিলেন,—স্বামিন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে গোসেবা করত বনমধ্যে অবস্থিত ছিলাম, এমত সময়ে সহসা অলক্ষিত ভাবে কোথা হইতে এক সিংহ আসিয়া সেই ধেনুটীকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে সেই পাতক হইতে নিষ্কৃতিনিমিত্ত ভবদীয় আজ্ঞায় কি করিতে হইবে বলুন, এবং কি করিলেই বা আমার পুত্রফলপ্রদ ব্রত সম্পূর্ণ হইবে? ভূপতি এইরূপ কহিতে লাগিলে, মুনি-সত্তম জাবালি তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহীপাল! অন্যান্য পাপরাশি বিনাশের নিমিত্ত বহুবিধ উপায় কথিত হইয়াছে। ২২—৩০। হে মহামতে! ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন ও সুরাপায়ীরও

কৃচ্ছ্রৈশ্চান্দ্রায়ণৈর্দানৈর্ব্রতৈঃ সনিয়মৈর্ম্মহৎ।
পাপস্তু প্রলয়ং যাতি নিয়মাদনুতিষ্ঠতঃ॥ ৩২
দ্বয়োর্বৈ নিষ্কৃতির্নাস্তি পাপপুঞ্জকৃতোস্তয়োঃ।
মত্যা গোবধকর্ত্তুশ্চ নারায়ণবিনিন্দিতুঃ॥ ৩৩
গবাং যো মনসা দুঃখং বাঞ্ছত্যধমসত্তমঃ।
স যাতি নিরয়স্থানং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৩৪
যোহপি দেবং হরিং নিন্দেৎ সকৃদ্দুর্ভাগ্যবান্ নরঃ।
স চাপি নরকং গচ্ছেৎ পুত্রপৌত্রপরীবৃতঃ॥৩৫
তস্মাজ্জ্ঞাত্বা হরিং নিন্দন্ গোষু দুঃখং সমাচরন্
কদাপি নরকান্মুক্তিং ন প্রাপ্নোতি নরেশ্বর॥৩৬
অজ্ঞানপ্রাপ্তগোহত্যাপ্রায়শ্চিত্তং তু বিদ্যতে।
রামভক্তস্তু ধীমস্তং যাহি ত্বমৃতপর্ণকম্॥ ৩৭
স বৈ সমদৃশা সর্ব্বান্ শত্রূন্ মিত্রান সমং চরন্
তুভ্যং বদিষ্যতি ক্ষিপ্রং গোবধস্যাস্য নিষ্কৃতিম্
তস্য দেশাংস্ত্বমাক্রাময়ংস্তেন নির্ব্বাসিতঃ পুরা।
বৈরিভাবং পরিত্যজ্য গচ্ছ ত্বমৃতুপর্ণকম্॥ ৩৯
স যদ্বদিষ্যতি ক্ষিপ্রং তৎ কুরুষ সমাহিতঃ।
যথা ত্বৎকৃতপাপস্য নিষ্কৃতির্হি ভবিষ্যতি॥ ৪০
স তু তদ্বচনং শ্রুত্বা জগাম ঋতুপর্ণকম্।
রামভক্তং রিপৌ মিত্রে সমদৃষ্ট্যা সমঞ্জসম্॥৪১
স তস্মৈ কথয়ামাস যজ্জাতং গোবধাদিকম্।
তস্য পাপস্য নিষ্কৃত্যৈ হ্যায়াতং স্বান্তমুক্তবান্॥
তদা প্রোবাচ তং রাজা ঋতুপর্ণঃ প্রতাপবান্।
উবাচ চ হসন্ বাক্যং বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মকোবিদঃ॥৪৩
কোহহং স্বামিন্ মুনীনাং বৈ পুরতঃ শাস্ত্রবেদিনাম্।
তান্ হিত্বা কিমু মাং প্রাপ্তো মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্॥ ৪৪
ময়ি তে হৃস্তি চেচ্ছ্রদ্ধা তদা কিঞ্চিদ্‌ব্রবীম্যহম্।

সর্ব্বপাপনাশক বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত আছে। নিয়মানুসারে অনুষ্ঠান করিলে প্রাজাপত্য চান্দ্রায়ণ এবং নিয়মিত দান ও ব্রত দ্বারা সমস্ত পাতকই বিলয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানকৃত গোঘাতী ও বিষ্ণুনিন্দক এই উভয় গুরুতর পাতকীর আর কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম, মনে মনেও গোগণের যাহাতে ক্লেশ হয় এরূপ কার্য্য ইচ্ছা করে, তাহাকে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় এবং যে ব্যক্তি, একবার মাত্রও জ্ঞানবশতঃ ভগবান্ হরিকে নিন্দা করে, সেই হতভাগ্য মানব, পুত্রপৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। হে নরেশ্বর! সেই জন্যই বলিতেছি, যে মানব জ্ঞান-পূর্ব্বক হরিনিন্দা বা গোগণের ক্লেশোৎপাদন করে, সে কদাচ নরক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু অজ্ঞানকৃত গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত আছে। তুমি এক্ষণে শ্রীরামভক্ত ধীমান্ ঋতুপর্ণরাজের নিকট গমন কর। তিনি সমদৃষ্টিতে সমুদয় শত্রুমিত্রের প্রতিই সমান ব্যবহার করিয়া থাকেন; এজন্য নিশ্চয়ই অবিলম্বে তোমাকে এই গোবধের নিষ্কৃতি বলিয়া দিবেন। পূর্ব্বে তুমি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছ, এজন্য অধুনা বৈরিভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋতুপর্ণের নিকট গমন করিও। যাহাতে তোমার পাপের নিষ্কৃতি হয় তদ্বিষয় তিনি যাহা বলিবেন, অনতিবিলম্বে একাগ্রচিত্তে তাহাই করিবে। নৃপবর ঋতম্ভর, মুনিবরের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে শত্রুমিত্রের প্রতি সমদৃষ্টিবশতঃ সকলের প্রতিই যথোচিত-ব্যবহার সম্পন্ন শ্রীরাম ভক্ত ঋতুপর্ণের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার নিকট গোবধাদি যাহা ঘটিয়াছে এবং সেই পাপের নিষ্কৃতি নিমিত্ত যে আসিয়াছেন, তৎসমস্তই ব্যক্ত করিলেন। তখন প্রতাপবান্ ধর্ম্মকোবিদ, মহাবুদ্ধিশালী রাজা ঋতুপর্ণ, হাস্য করত তাঁহাকে কহিলেন,—স্বামিন্! শাস্ত্রবেত্তা মুনিগণের নিকটে আমি কে? আপনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য এই পণ্ডিতাভিমানী মূর্খের নিকটে আসিয়াছেন? ৩২—৪৪। যাহাই হউক, হে নরশার্দ্দূল! আমার প্রতি যদি আপনার

শৃণুষ্ব নরশার্দ্দূল গদিতং মম সাদরঃ। ৪৫
ভজ শ্রীরঘুনাথং ত্বং কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নৈষ্কাপট্যেন লোকেশং তোষয়স্ব মহামতে।৪৬
সন্তুষ্টো দাস্যতে সর্ব্বং তব হৃৎস্থং মনোরথম্।
অজ্ঞানকৃতগোহত্যা-পাপনাশং করিষ্যতি। ৪
রামস্মরণপূতাত্মা ধেনুং ব্রাহ্মণসত্তমে।
দত্ত্বা যথোক্তং কনকং পাপনিষ্কৃতিমাপ্স্যসি। ৪৮

সুমতিরুবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু তদ্বাক্যমৃতম্ভরনৃপস্তথা।
বিধায় রামস্মরণং পূতাত্মা ব্রতমাচরৎ। ৪৯
পূর্ব্ববৎপালয়ন্ ধেনুং জগাম বিপিনং মহৎ।
রামনাম স্মরন্নিত্যং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। ৫০
তস্মৈ তুষ্টা তু সুরভিঃ প্রোবাচ পরিতোষিতা।
রাজন্ বরয় মত্তো বৈ বরং হৃৎস্থং মনোরমম্।
তদা প্রোবাচ বৈ রাজা পুত্রং দেহি মনোরমম্।
রামভক্তং পিতুর্ভক্তং স্বধর্ম্মপ্রতিপালকম্। ৫২
তুষ্টা দত্ত্বা বরং সাপি তস্মৈ রাজ্ঞে সুতার্থিনে।
জগামাদর্শনং দেবী কামধেনুঃ কৃপাবতী। ৫৩
স কালে প্রাপ্তবান্ পুত্রং বৈষ্ণবং রামসেবকম্
সত্যবৎসংজ্ঞয়া যুক্তমকরোন্নাম তৎপিতা।৫৪
সত্যবন্তং সুতং লব্ধ্বা পিতৃভক্তমৃতম্ভরঃ।
পরমং হর্ষমাপেদে শক্রতুল্যপরাক্রমম্। ৫৫
স রাজা ধার্ম্মিকং পুত্রং দৃষ্ট্বা হর্ষেণ নির্ভৃতঃ।
রাজ্যং তস্মিন্ মহন্ন্যস্য জগাম তপসে বনম্।
তত্রারাধ্য হৃষীকেশং ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
নির্ধূতপাপঃ সতন্বুরগাদ্ধরিপদং নৃপঃ। ৫৭

সুমতিরুবাচ।

অসাবপি নৃপঃ সৌম্যসত্যবান্নাম বিশ্রুতঃ।
নিজধর্ম্মেণ লোকেশং রঘুনাথমতোষয়ৎ। ৫৮
অস্মৈ তুষ্টো রমানাথো দদৌ ভক্তিমচঞ্চলাম্।

শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে এবিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি, সাদরে আমার কথা শ্রবণ করুন। হে মহামতে! এক্ষণে আপনি অকপটভাবে কায়মনোবাক্যে লোকনাথ শ্রীরামকে ভজনা করুন এবং তাঁহারই সন্তোষোৎপাদনে প্রবৃত্ত হউন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আপনার সমুদয় মনোরথ পূর্ণ করিবেন এবং আপনার এই অজ্ঞানকৃত গোহত্যাজনিত পাতক ক্ষয় করিয়া দিবেন। আপনি শ্রীরামস্মরণে পবিত্রাত্মা হইয়া দ্বিজবরকে ধেনু ও যথোক্ত কনক দান করিয়া এই পাতক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। সুমতি বলিলেন,—নৃপতি ঋতম্ভর ঋতুপর্ণের এতদ্বাক্যশ্রবণে শ্রীরামকে স্মরণ করত পূতাত্মা হইয়া পূর্ব্ববৎ ব্রতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বভূতের হিতাচরণে নিরত হইয়া প্রতিনিয়ত শ্রীরামচন্দ্রের নাম স্মরণ করত পূর্ব্ববৎ গোপালনার্থ মহাবিপিনে গমন করিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর সুরভি, তদীয় সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—রাজন্! আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তখন রাজা বলিলেন,—দেবি! আমাকে শ্রীরামভক্ত পিতৃভক্ত ও স্বধর্ম্মপ্রতিপালক মনোরম পুত্র প্রদান করুন। তৎশ্রবণে সেই কৃপাবতী দেবী কামধেনু সন্তোষপূর্ণ হৃদয়ে পুত্রপ্রার্থী রাজাকে অভীষ্ট বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকালের পর সত্যবানের পিতা নৃপতি ঋতম্ভর শ্রীরামসেবক ঐ বৈষ্ণবপুত্রকে প্রাপ্ত হন এবং সত্যবান্ নাম রাখেন। নৃপবর ঋতম্ভর, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী পিতৃভক্ত পুত্র সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পরম হর্ষ লাভ করেন। ৪৫—৫৫। কিয়দ্দিনানন্তর রাজা ঋতম্ভর স্বীয় পুত্রকে বয়ঃপ্রাপ্ত ও পরম ধার্ম্মিক দেখিয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে পুত্রের উপর মহৎ রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ বনে যাইলেন। তথায় ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে ভগবান্ হৃষীকেশকে আরাধনাপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। সুমতি কহিলেন,—রাজন্! সত্যবান্ নামে বিখ্যাত সৌম্যমূর্ত্তি ঐ নৃপবরও নিজ কৌলিক ধর্ম্মানুসারে লোকনাথ রঘুনাথকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন এবং রমানাথও প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে যে নিজ চরণারবিন্দে অচলা ভক্তি

নিজাঙ্ঘ্রিপদ্মে যজ্জাতং দুর্লভাং পুণ্যকোটিভিঃ
নাথস্য কথানকমনাতুরঃ।
কুরুতে সর্ব্বলোকানাং পাবনং কৃপয়া যুতঃ ॥ ৬০
যো ন পূজয়তে দেবং রঘুনাথং রমাপতিম্।
স তেন তাড্যতে দণ্ডৈর্যমস্যাতিভয়াবহৈঃ ॥ ৬১
অষ্টমাব্দৎসরাদূর্দ্ধমশীতির্ব্বৎসরো ভবেৎ।
তাবদেকাদশী সর্ব্বৈর্মানুষৈঃ কারিতামুনা ॥৬২
তুলসী বল্লভা যস্য কদাচিদ্যচ্ছিরোধরাম্ ॥
ন মুঞ্চতি রমানাথ-পাদপদ্মপ্রশুত্তমা ॥ ৬৩
ঋষীণামপি পূজ্যোঽয়মিতরেষাং কথং ন হি।
রঘুনাথস্মৃতিপ্রীতিধূত-পাপো হতাশুভঃ ॥ ৬৪
জ্ঞাত্বায়ং রামচন্দ্রস্য বাজিনং পরাদ্ভুতম্।
আগত্য তুভ্যং সন্দাস্যত্যেতদ্রাজ্যমকণ্টকম্
যত্ত্বয়াভিহিতং রাজংস্তত্তে কথিতমুত্তমম্।
পুনঃ কিং পৃচ্ছসে স্বামিন্নাজ্ঞাপয় করোমি তৎ
শেষ উবাচ।
গতোঽশ্বস্তৎপুরান্তস্তু নানাশ্চর্য্যসমন্বিতম্।
তং দৃষ্ট্বা জনতাঃ সর্ব্বা রাজ্ঞে গত্বা ন্যবেদয়ন্ ॥
জনতা উচুঃ।
কোঽপ্যশ্বঃ সিতবর্ণেন গঙ্গাজলসমেন বৈ।
ভালে সৌবর্ণপত্রেণ রাজমানঃ সমাগতঃ ॥ ৬৮
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রম্যং জনানাং হৃদ্যমীরিতম্।
তাংশ্চ প্রত্যাহ বৈ ভূপো জ্ঞায়তাং কস্য বৈ হয়ঃ
তাশ্চৈতং কথয়ামাসুঃ শত্রুঘ্নেন প্রপালিতঃ।
আয়াত্যশ্বো মহীভর্ত্তু রামস্য পুরমধ্যতঃ ॥ ৭০
রামস্য নাম স শ্রুত্বা দ্ব্যক্ষরং সুমনোরমম্।
জহর্ষ চিত্তে চ ভৃশং গদ্গদস্বরচিহ্নিতঃ ॥ ৭১
ময়া যো ধার্য্যতে নিত্যং যো রামশ্চিন্ত্যতে হৃদি

দিয়াছেন, বিবিধ-যাগকর্ত্তাদিগের কোটি কোটি পুণ্যবলেও তাহা দুর্লভ। এই সত্যবান্, সকলের প্রতি কৃপা করিয়া সর্ব্বদাই অকাতর চিত্তে অখিল লোকের পবিত্রতাজনক শ্রীরাম-বিষয়িণী কথা উপদেশ করিয়া থাকেন তদীয় রাজ্যে যে ব্যক্তি রমাপতি দেব রঘুনাথকে পূজা না করে, তিনি তাহাকে অতি ভীষণ যমদণ্ডে তাড়িত করেন। অষ্টম বর্ষের অধিক বয়স্ক ও অশীতি বর্ষের ন্যূন বয়স্ক নিজ রাজ্যস্থ সকল প্রজাকেই তিনি একাদশী ব্রত করাইতেন। ভগবচ্চরণারবিন্দমাল্যের প্রধান বন্ধু, ভগবানের প্রিয়তম তুলসীপত্র কদাচ যাহার কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ করে না, ইতর ব্যক্তির কথা কি, সে ঋষিগণের পূজ্য। সতত রঘুনাথের স্মরণ ও তাঁহার প্রতি প্রীতিবশতঃ নিষ্পাপদেহ ও সর্ব্বপ্রকার অশুভ বিহীন ঐ ভূপতি শ্রীরামের এই পরমাদ্ভুত অশ্বের বিষয় জানিতে পারিলেই নিশ্চয়ই স্বয়ং আগমনপূর্ব্বক আপনাকে নিষ্কণ্টক এই রাজ্য প্রদান করিবেন। রাজন্! আপনি যদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সম্যক্রূপে কহিলাম। স্বামিন্! এক্ষণে অপর কোন্ বিষয় জানিতে চান, আজ্ঞা করুন, আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিব।৫৬—৬৬। সর্পরাজ কহিলেন,—অনন্তর সেই যজ্ঞিয় অশ্ব, নানাবিধ বিচিত্র বস্তুপূর্ণ সেই নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং নগরবাসিগণ তাহাকে দেখিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল। তাহারা কহিল,—মহারাজ! নগরমধ্যে কোন একটি অশ্ব আসিয়াছে, তাহার বর্ণ গঙ্গাজলের ন্যায় শুভ্র এবং ললাটদেশে স্বর্ণময় বিজয়পত্র শোভা পাইতেছে। ভূপাল সত্যবান্, জনগণের সেই হৃদয়ানন্দপ্রদ রমণীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—অনুসন্ধান লও সেটি কাহার অশ্ব। পরে তাহারা ভূপতিকে কহিল,—ঐ অশ্ব শত্রুঘ্ন-কর্ত্তৃক পালিত হইয়া মহীপাল শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যানগর হইতে আসিতেছে। ভূপাল সত্যবান্, শ্রীরামের সুমনোরম দ্ব্যক্ষর নাম শ্রবণ করিয়াই মনোমধ্যে সমধিক আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, গদ্গদস্বরেই তাঁহার সেই আনন্দ প্রকাশ পাইল। তিনি ভাবিলেন, আমি সতত

তস্যাশ্বঃ সহশত্রুঘ্নঃ সমায়াতঃ পুরে মম। ৭২
হনূমাংস্তত্র রামাঙ্ঘ্রি-সেবাকর্ত্তা ভবিষ্যতি।
কদাচিদপি যো রামং ন বিস্মরতি মানসে।৭৩
গচ্ছামি যত্র শত্রুঘ্নো যত্র মারুতনন্দনঃ।
অন্যেঽপি যত্র পুরুষা রামপাদাব্জসেবকাঃ। ৭৪
অমাত্যমাদিদেশাথ সর্ব্বরাজ্যং ধনং মহৎ।
গৃহীত্বা তু ময়া সার্দ্ধমাগচ্ছ ত্বরয়া যুতঃ। ৭৫
যাস্যেঽহং রঘুনাথস্য হয়ং পালয়িতুং বরম্।
বর্ত্তুং বা রামপাদাব্জপরিচর্য্যাং সুদুর্লভাম্।৭৬
ইত্যুক্তা নির্জ্জগামাথ শত্রুঘ্নং প্রতি সৈনিকৈঃ।
তাবৎপুরীমথ প্রাপ্তো রামভ্রাতা সসৈনিকঃ।৭৭
বীরা গর্জ্জন্তি প্রবলা রথাঃ সুনিনদন্তি চ।
জয়শঙ্খস্য নাদাশ্চ বীণানাদাশ্চ সর্ব্বতঃ॥ ৭৮

যাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকি এবং যাঁহার মূর্ত্তি নিরন্তর হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি তাঁহারই অশ্ব শত্রুঘ্ন-কর্ত্তৃক পালিত হইয়া আমার এই নগরীতে আসিয়াছে। তবে, সেই সৈন্যমধ্যে যিনি কদাচ হৃদয়মধ্যে শ্রীরামকে বিস্মৃত হন না, সেই শ্রীরামের চরণসেবক হনূমান্ নিশ্চয়ই থাকিবেন। এক্ষণে যে স্থানে শত্রুঘ্ন, যে স্থানে মারুতনন্দন হনূমান্ এবং যে স্থানে শ্রীরামের চরণারবিন্দ-সেবক অপর পুরুষসকল অবস্থিত আছেন, আমি সেই স্থানেই গমন করি। অনন্তর অমাত্যকে কহিলেন,—তুমি ত্বরায় সমুদয় ধন-সম্পত্তি লইয়া আমার সহিত আগমন কর, আমি রঘুনাথের যজ্ঞিয় অশ্ববর রক্ষার্থ কিংবা শ্রীরামের সুদুর্লভ চরণারবিন্দের পরিচর্য্যানিমিত্ত এখনই গমন করিব। নৃপবর সত্যবান্, অমাত্যকে এইরূপ কহিয়া শত্রুঘ্ন-সন্নিধানে গমনার্থ সৈন্যগণের সহিত যেমন নির্গত হইলেন, অমনি রামানুজ শত্রুঘ্ন, সসৈন্যে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিকে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ গর্জ্জন করিতে লাগিল, রথনিচয় শব্দায়মান হইতে থাকিল, জয়সূচক শঙ্খ-

অগত্য সত্যবান্ রাজা মন্ত্রিভিঃ সুসমন্বিতঃ।
চরণে প্রণিপত্যাস্মৈ রাজ্যং প্রাদান্মহাধনম্।৭৯
শত্রুঘ্নস্তস্তু রাজানং জ্ঞাত্বা রামমনুব্রতম্।
তদ্রাজ্যং তস্য পুত্রায় রুক্মনাম্নে দদৌ মহৎ।
হনূমন্তং পরীরভ্য সুবাহুং রামসেবকম্।
অন্যান্ বৈ রামভক্তাংশ্চ পরিরভ্য মহামনাঃ।
কৃতার্থমেবমাত্মানং মেনে সত্যসমন্বিতঃ।
ননন্দ চেতসি তদা শত্রুঘ্নেন সমন্বিতঃ।৮২
হয়স্তাবদ্‌গতো দূরং বীরৈঃ সুপরিরক্ষিতঃ।
শত্রুঘ্নস্তেন ভূপেন যযৌ বীরসমন্বিতঃ। ৮৩

শেষ উবাচ।

গচ্ছৎসু রথিবর্য্যেষু শত্রুঘ্নাদিষু ভূরিষু।
মহারাজেষু সর্ব্বেষু রথকোটিযুতেষু চ। ৮৪
অকস্মাদভবন্মার্গে তমঃ পরমদারুণম্।
যস্মিন্ স্বীয়ো ন পারক্যো লক্ষ্যতে
জ্ঞানিভির্নরৈঃ॥ ৮৫

ধ্বনি ও বীণারব হইতে আরব্ধ হইল। ৬৭—৭৮। এদিকে রাজা সত্যবান্ মন্ত্রিগণসমভি-ব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক শত্রুঘ্নের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যধন প্রদান করিলেন। শত্রুঘ্নও রাজবর সত্যবান্‌কে শ্রীরামের ভক্ত জানিয়া রুক্মনামক তদীয় পুত্রকে সেই বিশাল রাজ্য অর্পণ করিলেন। অনন্তর মহামনা সত্যপরায়ণ সত্যবান্, রামসেবক হনূমান্, রাজা সুবাহু ও অন্যান্য রামভক্তদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং শত্রুঘ্ন-সম্মিলনে মনোমধ্যে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে বীরগণে পরিরক্ষিত সেই অশ্ব বহুদূর গমন করিল দেখিয়া বীরগণে পরিবৃত শত্রুঘ্ন, ভূপাল সত্যবানের সহিত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে আরম্ভ করিলেন। সর্পরাজ বলিলেন,—অসংখ্য-রথিসমন্বিত রথিপ্রবর শত্রুঘ্নাদি প্রবলপরাক্রান্ত রাজগণ এইরূপে গমন করিতেছেন এমত সময়ে পথিমধ্যে

রজসা ব্যাপিতং ব্যোম বিদ্যুৎস্তনিতসঙ্কুলম্‌।
এতাদৃশে তু সম্মর্দ্দে মহাভয়করে ততঃ।
মেঘা বর্ষন্তি রুধিরং পুয়ামেধ্যাদিকং বহু ॥৮৬
অত্যাকুলা বভূবুস্তে বীরাঃ পরমবৈরিণঃ।
আকুলীকৃতলোকে তু কিমিদং কিমিতি স্থিতম্‌
তমোব্যাপ্তানি লোকানাং চক্ষুংষি প্রথিতৌজসাম্‌
জহারাশ্বং রাবণস্য সুহৃৎ পাতালস স্থিতঃ।
বিদ্যুন্মালীতি বিখ্যাতো রাক্ষসশ্রেণিসংবৃতঃ॥
কামগে স্ববিমানে তু সর্ব্বায়সনিষেবিণি।
আরূঢোঽশ্বস্তু বীরাণাং ভয়ং কুর্ব্বন্‌ জহার সঃ
মুহূর্ত্তাত্ততমো নষ্টমাকাশং বিমলং বভৌ।
বীরাঃ শত্রুঘ্নমুখ্যাস্ত প্রোচুঃ কুত্র হয়োঽস্তি সঃ

তে সর্ব্বে হয়রাজস্য লোকয়ন্তঃ পরস্পরম্‌।
দদৃশুর্ন যদা বাহং হাহাকারস্তদাভবৎ॥ ৯১
কুত্রাশ্বো হয়মেধস্য কেন নীতঃ কুবুদ্ধিনা।
ইতি বাচমবোচুস্তে তাবৎ স দনুজেশ্বরঃ ৯২
সদৃশে সুভটৈঃ সর্ব্বৈ রথস্থৈঃ শৌর্য্যশোভিতৈঃ
বিমানবরমারূঢো রাক্ষসাগ্র্যৈঃ সমাবৃতঃ॥৯৩
দুর্ম্মুখা বিকরালাস্যা লম্বদংষ্ট্রা ভয়ানকাঃ।
রাক্ষসাস্তত্র দৃশ্যন্তে হয়গ্রাহকরোদ্যতাঃ॥ ৯৪
তদা তং বেদয়ামাসুঃ শত্রুঘ্নং নৃবরোত্তমম্‌।
হয়ো নীতো ন জানীমঃ খে বিমানবিলাসিনা॥
তমসা ব্যাকুলান্‌ কৃত্বা বীরানস্মান্‌ স মায়য়া।
জগ্রাহ নৃপশার্দ্দূল হয়ং কুরু যথোচিতম্‌॥ ৯৬
শত্রুঘ্নস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা মহারোষসমাবৃতঃ।

অকস্মাৎ এরূপ ঘোর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল যে, তাহাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও স্বপক্ষ পরপক্ষ স্থির করিতে পারিল না। ৭৯—৮৫। সমুদয় নভোমণ্ডল ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং নিরন্তর বিদ্যুৎ ও মেঘধ্বনি হইতে থাকিল, মহাভয়জনক এতাদৃশ সম্মর্দ্দ উপস্থিত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরেই জলদজাল, রুধির ও পুয় (পুঁজ) প্রভৃতি অমেধ্য সকল প্রভূত পরিমাণে বর্ষণ আরম্ভ করিল। তখন সেই সকল বীরগণ বিষম বৈরী উপস্থিত হওয়ায় অতীব ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎকালে সকলেই ব্যাকুলিত চিত্তে কেবল "একি! একি হইল" এইরূপ বলিতে থাকিল। প্রসিদ্ধ তেজস্বীদিগেরও চক্ষুসকল অন্ধকারপূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সময়ে বিদ্যুন্মালী নামে বিখ্যাত পাতালবাসী রাবণসুহৃৎ কোন রাক্ষস, রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বকে হরণ করিল। সেই রাক্ষসাধম, সর্ব্বপ্রকার লৌহময় অস্ত্রশস্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ পরমসুন্দর কামগামী এক বিমানে আরূঢ় থাকিয়া বীরগণের ভয়োৎপাদন করত অশ্ব হরণ করিয়াছিল। পরে মুহূর্ত্তকালমধ্যেই অন্ধকার তিরোহিত হইল এবং আকাশমণ্ডল বিমলভাব ধারণে শোভা পাইতে লাগিল। তখন শত্রুঘ্ন প্রভৃতি বীরগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,সেই অশ্ব কোথায়? ৮৬—৯০। তাঁহারা পরস্পর সকলেই অশ্বের অনুসন্ধান করত যখন দেখিতে পাইলেন না, তখন চতুর্দ্দিকেই হাহাকার পড়িয়া গেল। অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব কোথায় যাইল, কোন দুর্ম্মতি তাহাকে লইয়া গেল, তাঁহারা পরস্পর এই কথা বলিতেছেন, এমত সময়ে শৌর্য্যশালী রথারূঢ় সমুদয় বীরবৃন্দই মহামহা রাক্ষসগণে পরিবৃত বিমানারূঢ সেই রাক্ষসরাজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাক্ষসদিগের মধ্যে কাহার কাহার মুখমণ্ডল অতি বিকৃতভাবাপন্ন ও কাহার কাহার অতি বিকট, কাহার কাহার দন্ত অতি সুদীর্ঘ, আকৃতি অতি ভয়ানক এবং সকলেই প্রায় সেই অশ্বগ্রহণার্থ কর উত্তোলন করিতেছে। তৎকালে সেই বীরগণ, নৃপবর শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—হে নৃপশার্দ্দুল! আমরা তাহাকে সম্যক্‌ জানিতে পারিতেছি না, কিন্তু কোন একজন বিমানে আরোহণ করত অশ্বকে আকাশপথে লইয়া যাইতেছে। সে, মায়াবলে এই সমুদয় বীরগণকে তমোজালে ব্যাকুল করিয়া অশ্ব লইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। তাহাদিগের বাক্য

কোঽন্যোঽয রাক্ষসো যো মে হয়ং জগ্রাহ বীর্য্যবান্ । ৯৭
বিমানং তৎপতত্বদ্য মদ্বাণব্রজনির্হতম্ ।
পতত্বদ্য শিরস্তস্য ক্ষুরপ্রৈর্ম্মে মহীতলে । ৯৮
সজ্জীয়ন্তাং রথাঃ সর্ব্বে মহাশস্ত্রাস্ত্রপূরিতাঃ ।
যান্তু তং প্রতি সংহর্ত্তুং যোদ্ধারো বাজিহারিণম্
ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষ উবাচ নিজমন্ত্রিণম্ ।
নয়ানয়বিদং শূরং যুদ্ধকার্য্যবিশারদম্ । ১০০

শত্রুঘ্ন উবাচ ।

মন্ত্রিন্ কথয় কে যোজ্যা রাক্ষসস্য বধোদ্যতাঃ ।
মহাশূরা মহাশস্ত্রাঃ পরমাস্ত্রবিদুত্তমাঃ ॥ ১০১
কথয়াশু বিচার্য্যৈবং তৎকরোমি ভবদ্বচঃ ।
বীরান্ কথয় তস্ত্বেবং যোগ্যান্ সর্ব্বাস্ত্রকোবিদান্ । ১০২
এতচ্ছ্রুত্বাথ সচিবঃ প্রাহ বাক্যং যথোচিতম্ ।
রণে বীরবরান্ যোগ্যান্নির্দ্দিশংস্তরসাবিতান্ ।

সুমতিরুবাচ ।

জেতুং গচ্ছতু তদ্রক্ষঃ সমরে বিজয়োদ্যতঃ ।
মহান্ শস্ত্রাস্ত্রসংযুক্তঃ পুষ্কলঃ পরতাপনঃ । ১০৪
তথা লক্ষ্মীনিধির্যাতু শস্ত্রশস্ত্রসমন্বিতঃ ।
করোতু তস্য যানস্য ভঙ্গং তীক্ষ্ণৈঃ স্বসায়কৈঃ
হনুমান্ দৃষ্টকর্ম্মাত্র রাক্ষসায়োধনক্ষমঃ ।
করোতু মুখপুচ্ছাভ্যাং তাড়নংরক্ষসাং প্রভো ।
বানরা অপি যে বীরা রণকর্ম্মবিশারদাঃ ।
গচ্ছন্তু তেঽখিলা যোদ্ধুং তব বাক্যপ্রণোদিতাঃ
সুমদশ্চ সুবাহুশ্চ প্রতাপাগ্র্যশ্চ সত্তমাঃ ।
গচ্ছন্তু সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তান্ যোদ্ধুং রাক্ষসাধমান্
ভবানপি মহাশস্ত্র-পরীবারো রথে স্থিতঃ ।
করোতু বিজয়ং যুদ্ধে রাক্ষসং হন্তুমুদ্যতঃ ।১০
এতন্মম মতং রাজন্ যে যোধাস্তৎপ্রমর্দ্দনাঃ ।
তে গচ্ছন্তু রণে শূরাঃ কিমন্যৈর্বহুভির্ভটৈঃ ।

শ্রবণে শত্রুঘ্ন মহারুষ্ট হইয়া বলিলেন, এরূপ বীর্য্যবান্ রাক্ষস কে আছে যে, আমার অশ্ব গ্রহণ করে। এখনই তাহার বিমান মদীয় শরজালে বিধ্বস্ত হইয়া পতিত হইবে, এবং এই দণ্ডেই তদীয় মস্তক আমার ক্ষুরপ্রাস্ত্রে ছিন্ন হইয়া মহীতলে লুণ্ঠিত হইবে, সন্দেহ নাই। প্রভূত অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ রথসকল সজ্জিত হউক এবং যোদ্ধবৃন্দ সেই অশ্বহারককে সংহারার্থ এখনই তদভিমুখে যাউক। শত্রুঘ্ন রোষারুণিত নেত্রে এইরূপ কহিয়া যুদ্ধকার্য্য-বিশারদ নীতি ও অনীতিবিষয়ে অভিজ্ঞ, মহাবীর নিজ মন্ত্রী সুমতিকে বলিলেন,—মন্ত্রিন্! রাক্ষস-বধে উদ্যত দিব্যাস্ত্র-কুশল মহাস্ত্রধারী কোন্ মহাবীরগণকে এক্ষণে নিয়োগ করা যায় বল; আমি তোমারই বচনানুসারে কার্য্য করিব; অতএব অবিলম্বে এই বিষয় বিচার করিয়া বল এবং সর্ব্বাস্ত্রকোবিদ কোন্ বীর-গণই বা তাহার সহিত যুদ্ধে যথার্থ যোগ্য হইতে পারে বল। সচিববর সুমতি শত্রুঘ্নের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর সংগ্রামে যোগ্য মহাবেগশালী বীরবরগণকে নির্দ্দেশ করত যথোচিত বাক্য বলিতে লাগি-লেন।৯১—১০৩। সুমতি বলিলেন,—সমরে বিজয়োদ্যত, শত্রুতাপন মহাবীর পুষ্কল অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই রাক্ষসকে জয় করি-বার নিমিত্ত গমন করুন। লক্ষ্মীনিধিও অস্ত্রনিচয় গ্রহণপূর্ব্বক গমন করুন এবং স্বীয় সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহে তাহার যান ভগ্ন করুন। প্রভো! যাহার অলৌকিক কার্য্য সকলেই দর্শন করিয়াছে, রাক্ষসসমরে সক্ষম সেই হনূমান দন্ত ও পুচ্ছ দ্বারা রাক্ষসনিচয়কে তাড়িত করুন। অন্যান্য যে সকল বানরও রণকার্য্যে বিশারদ এবং বীর, তাহারা সক-লেও আপনার আজ্ঞায় যুদ্ধার্থ গমন করুক। অতীব সদাশয় সুমদ সুবাহু এবং প্রতা-পাগ্র্যও তীক্ষ্ণ সায়কসমূহদ্বারা রাক্ষসাধমগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করুন। আপনিও মহাস্ত্র-নিচয় ধারণ করত রথাধিরোহণে পরিজন-বর্গের সহিত সেই রাক্ষসকে সংহারার্থ উদ্-যুক্ত হইয়া সমরে বিজয় লাভ করুন। রাজন্! ফলে আমার এই মত যে, যে সকল যোদ্ধা রাক্ষসমর্দ্দনে সক্ষম, সেই সকল শূরগণই রণে

ইত্যুক্তবতি বীরাগ্র্যেহমাত্যে সুমতিসংজ্ঞকে
শত্রুঘ্নঃ কথয়ামাস বীরান্ সংগ্রামকোবিদান্
যে বীরাঃ পুষ্কলাদ্যাশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রকোবিদাঃ।
তে বদন্তু প্রতিজ্ঞাং বৈ মৎপুরো রাক্ষসার্দ্দনে।
কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং বিপুলাং স্বপরাক্রমশোভিনীম্।
গচ্ছন্তু রণমধ্যে হি যূয়ং বলসমন্বিতাঃ। ১১৩
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শত্রুঘ্নস্য মহাবলাঃ।
স্বাংস্বাং প্রতিজ্ঞাংমহতীং চক্রুস্তেজঃসমন্বিতাঃ।
তত্রাদৌ পুষ্কলো বীরঃ শ্রুত্বা বাক্যং মহীপতেঃ
পরমোৎসাহসম্পন্নঃ প্রতিজ্ঞামূচিবাংস্তদা। ১১৫

পুষ্কল উবাচ।

শৃণুষ নৃপশার্দ্দূল মৎপ্রতিজ্ঞাং পরাক্রমাৎ।
বিহিতাং সর্ব্বলোকানাং শৃণ্বতাং পরমাঙ্গ তাম্।
চেন্ন কুর্য্যাং ক্ষুরপ্রাগ্রৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কোদণ্ডনির্গতৈঃ
দৈত্যং মূর্চ্ছাসমাক্রান্তং কীর্ণকেশাকুলাননম্
কন্যান্বভোক্তুর্যৎপাপং যৎপাপং দেবনিন্দনে।
তৎপাপং মম বৈ ভূয়াচ্চেৎ কুর্য্যাং স্ববচোঽনৃতম্। ১১৮
যদি মদ্বাণনির্ভিন্নাঃ সৈনিকাঃ সুমহাবলাঃ।
ন পতন্তি মহারাজ প্রতিজ্ঞাং তত্র মে শৃণু। ১১৯
বিষ্ণ্বীশয়োর্ব্বিভেদং যঃ শিবশক্ত্যোঃ করোত্যপি।
তৎপাপং মম বৈ ভূয়াচ্চেন্ন কুর্য্যানৃতং বচঃ।
সর্ব্বং মদ্বাক্যমিত্যুক্তং রঘুনাথপদাম্বুজে।
ভক্তির্মে নিশ্চলা যাস্তি সৈব সত্যং করিষ্যতি
পুষ্কলস্য প্রতিজ্ঞাং তাং শ্রুত্বা লক্ষ্মীনিধির্নৃপঃ।
প্রতিজ্ঞাং ব্যদধাৎ সত্যাং স্বপরাক্রমশোভিতাম্। ১২২

লক্ষ্মীনিধিরুবাচ।

বেদানাং নিন্দনং শ্রুত্বা আস্তে যো মৌনিবন্নরঃ
মানসে রোচয়েদ্যস্তু সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। ১২৩
ব্রাহ্মণো যো দুরাচারো রসলাক্ষাদিবিক্রয়ী।
বিক্রীণাতি চ গাং মূঢ়ো ধনলোভেন মোহিতঃ

গমন করুন, অন্যান্য বহুল বীরের প্রয়োজন নাই। বীরবর অমাত্য সুমতি এইরূপ কহিলে, শত্রুঘ্ন সংগ্রামনিপুণ বীরগণকে কহিলেন,—সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগে অভিজ্ঞ পুষ্কলাদি যে সকল বীরগণ আছেন, তাঁহারা আমার নিকট রাক্ষসদলনে নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করুন। সকলে স্ব স্ব পরাক্রমানুযায়িক গুরুতর প্রতিজ্ঞা করিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমরে গমন করুন। মহাবলশালী মহাতেজস্বী বীরগণ শত্রুঘ্নের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব গুরুতর প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বীরবর পুষ্কল মহীপতির বাক্য শ্রবণে পরম উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রেই প্রতিজ্ঞা করিলেন। পুষ্কল বলিলেন, হে নৃপশার্দ্দূল! আমি স্বীয় পরাক্রমবশতঃ সকলকে শুনাইয়া যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি যদি স্বীয় কোদণ্ড-নির্গত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্রে সেই দৈত্যকে মূর্চ্ছাভিভূত এবং আলুলায়িতকেশকলাপে ব্যাকুলানন না করিতে পারি, যদি সত্য সত্যই আমার কথা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কন্যার সম্পত্তি উপভোগে কন্যার অর্থ উপভোগে ও দেবনিন্দায় যে পাতক নির্দ্দেশ আছে, আমারও যেন সেই পাতক হয়। ১০৪-১১৮। মহারাজ! মহাবলপরাক্রম রাক্ষস সৈন্যগণ যদি মদীয়বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পতিত না হয়, তবে তদ্বিষয়ে আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন। যদি স্ববাক্য সত্য করিতে না পারি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি হরি ও হরে এবং শিব-শক্তিতে ভেদ কল্পনা করে, তাহার যে পাপ কথিত হইয়াছে, আমারও যেন সেই পাপ হয়। রাজন্! রঘুনাথের চরণারবিন্দে আমার যে অচলা ভক্তি আছে, তাহাই মদুক্ত এই সমুদয় বাক্য সত্য করিবে। তৎকালে নৃপবর লক্ষ্মীনিধি, পুষ্কলের এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া স্বীয় পরাক্রমানুযায়ী সত্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। লক্ষ্মীনিধি বলিলেন,—যে ব্যক্তি দেবনিন্দা শ্রবণ করিয়া মৌনী হইয়া থাকে এবং সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত যে ব্যক্তি অন্তঃকরণে দেবনিন্দায় রুচি করে কিংবা যে দুরাচার ব্রাহ্মণ রস-লাক্ষাদি বিক্রয়

ম্লেচ্ছকূপোদকং পীত্বা প্রায়শ্চিত্তন্তু নাচরেৎ।
তৎপাপং মম বৈ ভূয়াদ্বিমুখশ্চেত্তবাম্যহম্ ॥১২৫
তৎপ্রতিজ্ঞামথাঙ্গীকৃত্য হনূমান্ রণকোবিদঃ।
রামাঙ্ঘ্রি স্মরণং কৃত্বা প্রোবাচ বচনং শুভম্॥১২৬
মৎস্বামী হৃদয়ে নিত্যং ধ্যেয়ো বৈ যোগিভির্মুহুঃ
যং দেবাঃ সাসুরাঃ সর্ব্বে নমন্তি মণিমৌলিভিঃ
রামঃ শ্রীমানযোধ্যায়াঃ পতির্লোকেশপূজিতঃ।
তং স্মৃত্বা যদ্ব্রুবে বাক্যং তদ্বৈ সত্যং ভবিষ্যতি
রাজন্ কোঽয়ং লঘুর্দ্দৈত্যো দুর্ব্বলঃ কামগে স্থিতঃ। ১২৮
কথয়াশু ময়া কার্য্যমেকেন বিনিপাতনম্ ॥১২৯
মেরুং দেবেন্দ্রসহিতং লাঙ্গুলাগ্রেণ লীলয়া।
জলধিং শোষয়ে সর্ব্বং সাবর্ত্তং বা পিবাম্যহম্ ॥
রাজ্ঞঃ শ্রীরঘুনাথস্য জানক্যাঃ কৃপয়া মম।
তন্নাস্তি ভূতলে রাজন্ যদসাধ্যং কদা ভবেৎ॥
এতদ্বাক্যং ময়া প্রোক্তমনৃতং স্যাদ্যদি প্রভো
তদৈব রঘুনাথস্য ভক্তিদূরো ভবাম্যহম্ ॥১৩২
যঃ ক্রুদ্ধঃ কপিলাং গাং বৈ পয়োবুদ্ধ্যানুপালয়েৎ
তস্য পাপং মমৈবাস্তু চেৎকুর্য্যামনৃতং বচঃ ॥১৩৩
ব্রাহ্মণীং গচ্ছতে মোহাচ্ছূদ্রঃ কামবিমোহিতঃ।
তস্য পাপং মমৈবাস্তু চেৎ কুর্য্যামনৃতং বচঃ ॥
যদ্ঘ্রাণান্নরকং গচ্ছেৎ স্পর্শনাচ্চাপি রৌরবম্
তাং পিবন্মদিরাং যো বা জিহ্বস্বাদনলোলুপঃ
তস্য যজ্জায়তে পাপং তন্মমৈবাস্তু নিশ্চিতম্।
চেন্ন কুর্য্যাং প্রতিজ্ঞাং স্বাং সত্যাং রামকৃপাবলাৎ। ১৩৬
এবমুক্তে মহাবীরা যোদ্ধারস্তরসা যুতাঃ।
চক্রুঃ প্রতিজ্ঞাং মহতীং স্বপরাক্রমশালিনীম্ ॥

করে, যে মূঢ় মানব ধনলোভে মোহিত হইয়া গোবিক্রয় করে, এবং যে ব্যক্তি, ম্লেচ্ছকূপোদক পান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহাদিগের যে পাপ উল্লিখিত হইয়াছে, আমি যদি রণে বিমুখ হই, তবে আমারও যেন সেই পাপ হয়। রণকোবিদ হনূমান্ সেই সকল প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামের চরণযুগলস্মরণপূর্ব্বক এইরূপ শুভকর বাক্য বলিলেন যে, মদীয় স্বামী যে রামকে যোগিগণ নিরন্তর হৃদয়ে ধ্যান করেন, সুরাসুরগণ যাঁহাকে মণিময়কিরীটশোভিত মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিয়া থাকেন এবং অযোধ্যাধিপতি যে শ্রীমান্ রাম লোকপালগণেরও পূজিত, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া আমি যাহা বলিব, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে। রাজন্! কামগ বিমানস্থিত এই সামান্য দৈত্য আর কে? ওত অতি দুর্ব্বল, আপনি আজ্ঞা করুন, আমি একাকী এখনই উহার নিপাত করিতে পারি। আমি লাঙ্গুলাগ্র দ্বারা দেবেন্দ্রের সহিত সুমেরুকেও অবলীলাক্রমে লয় করিতে পারি এবং আবর্ত্তসমন্বিত সমুদয় জলধিকেও শোষণ বা পান করিয়া ফেলিতে পারি। রাজন্! রাজবর শ্রীরঘুনাথ ও জানকীর প্রসাদে ভূতলে এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা কোনকালে আমার অসাধ্য হইতে পারে। প্রভো! আমি যে কথা বলিলাম, যদি ইহা সত্য না হয়, তাহা হইলে আমি রঘুনাথের প্রতি ভক্তিবিহীন হইব জানিবেন। যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া কেবল দুগ্ধলাভ প্রত্যাশায় কপিলা ধেনুকে পালন করে, তাহার যে পাতক হয়, আমি যদি নিজবাক্য সত্য করিতে না পারি, তবে আমারও যেন সেই পাতক হয়। ১১৯—১৩৩। শূদ্র কামমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণী-গমন করিলে তাহার যে পাপ হয়, আমার কথা মিথ্যা হইলেও যেন আমার সেই পাপ হয়। যাহা আঘ্রাণ বা স্পর্শ করিলেও মানবকে রৌরবনরকে গমন করিতে হয়, তাদৃশ মদিরাকে যে ব্যক্তি কেবল জিহ্বা দ্বারা আস্বাদগ্রহণে লোলুপ হইয়া পান করে, তাহার যে পাতক হয়, আমি যদি শ্রীরামের কৃপায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিতে না পারি, তবে আমারও সেই পাতক হইবে, সন্দেহ নাই। হনূমান্ এইরূপ কহিলে মহাবীর যোদ্ধৃবৃন্দও ত্বরান্বিত হইয়া স্ব স্ব পরাক্রমানু-

শত্রুঘ্নোঽপি ব্যধাত্তত্র প্রতিজ্ঞাং পশ্যতাং নৃণাম্‌,
সাধু সাধু প্রশংসংশ্চ তান্‌ বীরান্‌ যুদ্ধকোবিদান্‌
কথয়ামি পুরো বঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং সত্বশোভিতাম্‌
তচ্ছৃণ্বন্তু মহাভাগা যুদ্ধোৎসাহসমন্বিতাঃ ॥ ১৩৯
চেত্তস্য শির আহৃত্য পাতয়ামি ন সায়কৈঃ।
বিমানাচ্চ কবন্ধাচ্চ ভিন্নং ছিন্নঞ্চ ভূতলে।
যৎপাপং কূটসাক্ষ্যেণ যৎপাপং স্বর্ণচৌর্য্যতঃ।
যৎপাপং ব্রহ্মনিন্দায়াং তন্মমাস্তদ্য নিশ্চয়াৎ ॥
ইতি শত্রুঘ্নসদ্বাক্যং শ্রুত্বা তে বীরপূজিতাঃ।
ধন্যোঽসি রাঘবভ্রাতঃ কস্তদন্যোঽপরো ভবেৎ
ত্বয়া বিনিহতো দৈত্যো দেবদানবদুঃখদঃ।
লবণো নাম লোকেশ মধুপুত্রো মহাবলঃ ॥ ১৪৩
কোঽয়ং বৈ রাক্ষসো দুষ্টঃ ক চাস্য বলমল্পকম্‌
করিষ্যসি ক্ষণাদেব তস্যাপায়ং মহামতে ॥১৪৪

ইত্যুক্তা তে মহাবীরাঃ সজ্জীভূতা রণাঙ্গনে।
প্রতিজ্ঞাং স্বামৃতাং কর্ত্তুং যযুস্তে রাক্ষসং মুদা ॥

শেষ উবাচ।

রথৈঃ সদশ্বৈঃ শোভাঢ্যৈঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপূরিতৈঃ।
নানারত্নসমাযুক্তৈর্যযুস্তে রাক্ষসা যম্‌ ॥ ১৪৬
তান্‌ দৃষ্ট্বা কামগে যানে স্থিতঃ প্রোবাচ রাক্ষসঃ
মেঘগম্ভীরয়া বাচা তর্জ্জয়ন্নিব ভূরিশঃ ॥ ১৪৭
মা যান্তু সুভটা যোদ্ধুং গচ্ছন্তু নিজমন্দিরম্‌।
মা ত্যজন্তু স্বকান্‌ প্রাণান্ন মোক্ষ্যে বাজিনং বরম্‌ ॥ ১৪৮
বিদ্যুন্মালীতি বিখ্যাতো রাবণস্য সুহৃৎ সখা।
মৎসখ্যুঃ প্রেতভূতস্য নিষ্কৃতিং কর্ত্তুমেয়িবান্‌ ॥
ক্বাসৌ রামো মমাহত্য সখায়ং রাবণং গতঃ।
তস্য ভ্রাতাপি কুত্রাস্তে সর্ব্বশূরশিরোমণিঃ ॥১৫০
তং হত্বা নিষ্কৃতিং তস্য প্রাপ্স্যে রামস্য চানুজম্‌
পিবন্‌ রুধিরমুদ্ভূতং কণ্ঠনালস্য বুদ্‌বুদৈঃ ॥ ১৫১

যায়িক গুরুতর গুরুতর প্রতিজ্ঞা করিলেন অবশেষে শত্রুঘ্নও সর্ব্বজনসমক্ষে সেই সকল যুদ্ধকোবিদ বীরগণকে "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করত প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে যুদ্ধোৎসাহসমন্বিত মহাভাগগণ! আমি এক্ষণে আপনাদিগের নিকট নিজ বলবিক্রমানুরূপ যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি শ্রবণ করুন। আমি যদি সায়কসমূহ দ্বারা তাহার ছিন্ন-ভিন্ন মস্তক তদীয় দেহ ও বিমান হইতে অপসৃত করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে না পারি, তাহা হইলে মিথ্যাসাক্ষ্য স্বর্ণচৌর্য্য ও ব্রাহ্মণনিন্দায় যে পাপ হয়, সুনিশ্চিত আজ আমারও সেই পাতক হইবে। বীরপূজিত সেই সকল যোদ্ধৃবৃন্দ শত্রুঘ্নের ঈদৃশ সাধু প্রতিজ্ঞা শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন,—হে রাঘব-ভ্রাতঃ! আপনিই ধন্য, আপনি ভিন্ন আর কেই বা এরূপ হইবে? হে লোকেশ! আপনি যখন দেবদানবগণের দুঃখপ্রদ মহাবল-পরাক্রান্ত মধুপুত্র লবণাসুরকে নিহত করিয়াছেন, তখন আপনার নিকট এই দুষ্ট নিশাচর আর কে? ইহার সামান্য বলই বা কোথায় থাকিবে? হে মহামতে; আপনি ক্ষণমধ্যেই তাহার সংহার-সাধন করিতে পারিবেন। সেই মহাবীরগণ, এইরূপ কহিয়া সমরাঙ্গনে স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার নিমিত্ত যুদ্ধসজ্জা করত সানন্দে সেই রাক্ষসের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ১৩৮—১৪৫। সর্পরাজ কহিলেন,—অনন্তর তাঁহারা যখন নানারত্ন-সুশোভিত নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ উত্তম উত্তম অশ্বযুক্ত সুন্দর সুন্দর রথে আরোহণ করিয়া সেই রাক্ষসাধমের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন সেই কামগ বিমানাধিরূঢ় রাক্ষস, তাঁহাদিগকে দেখিয়া মেঘগম্ভীর বচনে বারংবার তর্জ্জন করত কহিল,—ওহে সুভটগণ! যুদ্ধার্থ আসিও না, নিজ নিজ ভবনে গমন কর, বৃথা প্রাণত্যাগ করিও না, আমি এই অশ্ববরকে ছাড়িব না। আমি বিদ্যুন্মালী নামে বিখ্যাত, রাবণের প্রিয়বন্ধু। প্রেতভূত মদীয় সখার নিষ্কৃতি করিবার জন্যই আসিয়াছি। মদীয় সখা রাবণকে সংহার করিয়া সেই রাম এখন কোথায় গিয়াছে? এবং সর্ব্বশূর-শিরোমণি তদীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণই বা কোথায়? অধুনা আমি

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য যোধানাং প্রবরো মহান
পুষ্কলো নিজগাদেনং বীর্য্যশৌর্য্যসমন্বিতম্‌ ॥
পুষ্কল উবাচ ।
বকথনং ন কুর্ব্বন্তি সংগ্রামে সুভটা নরাঃ ।
পরাক্রমং দর্শয়ন্তি নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষণৈঃ ॥ ১৫৩
রাবণো নিহতো যেন সসুহৃদ্বলবাহনঃ ।
তস্য বাজিনমাহৃত্য কুত্র গন্তাসি দুর্ম্মতে ॥ ১৫
পতিষ্যসি ত্বং শত্রুঘ্ন-বাণৈঃ কোদণ্ডনির্গতৈঃ ।
ত্বামৎস্যন্তি শিবা ভূমৌ পতিতং প্রাণবর্জ্জিতম্‌
মা গর্জ্জ দুষ্ট রামস্য সেবকে ময়ি সুস্থিতে ।
গর্জ্জন্তি সুভটা যুদ্ধে শত্রূন্‌ জিত্বা মহোদয়ান্‌ ॥
শেষ উবাচ ।
এবং ব্রুবন্তং তং বীরং পুষ্কলং রণদুর্ম্মদম্‌ ।
জঘান শক্ত্যা সুভৃশং হৃদি রাক্ষসসত্তমঃ ॥১৫৭

আয়ান্তীং তাং মহাশক্তিমায়সীং কাঞ্চনান্বিতাম্‌
চিচ্ছেদ ত্রিভিরত্যুগ্রৈঃ শিতৈর্ব্বাণৈঃ স পুষ্কলঃ
সা ত্রিধা প্রগতদ্ভূমৌ বিশিখৈর্নিষ্প্রভীকৃতা ।
পতন্তী বিররাজাসৌ বিষ্ণোঃ শক্তিস্ত্রয়ীব কিম্‌
তাং ছিন্নাং শক্তিকাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসঃ পরতাপনঃ
শূলং জগ্রাহ তরসা ত্রিশিখং লোহনির্ম্মিতম্‌ ॥
তীক্ষ্ণাগ্রং জ্বলনপ্রখ্যং রাক্ষসেন্দ্রো ব্যমোচয়ৎ
আয়ান্তং তিলশশ্চক্রে বাণৈঃ পুষ্কলসংজ্ঞিতঃ ॥
ছিত্ত্বা ত্রিশূলং তরসা রাঘবস্য হি সেবকঃ ।
পুষ্কলশ্চাপ আধত্ত বাণাংস্তীক্ষ্ণান্মনোজবান্‌ ॥
তে বাণা হৃদি তস্যাশু লগ্না রাগং বতাসৃজন্‌ ।
বৈষ্ণবস্য যথা স্বান্তে গুণা বিষ্ণোর্ম্মনোহরাঃ ॥
তদ্বাণবেধদুঃখার্ত্তো বিদ্যুন্মালী সুমর্দ্দনঃ ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরং পুষ্কলং হন্তুমুদ্যতঃ ॥১৬৪

সেই রাম ও রামানুজকে সংহারপূর্ব্বক তাহাদিগের কণ্ঠনাল হইতে উদ্ভূত সবুদ্বুদ রুধির পান করিয়া বন্ধুঋণ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে। শৌর্য্যবীর্য্য-সমন্বিত যোদ্ধ-প্রবর মহামনা পুষ্কল, ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, ওহে রাক্ষসবর! মহাবীরগণ রণস্থলে বৃথা বিকথনা করেন না, তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ দ্বারা পরাক্রমই প্রকাশ করিয়া থাকেন। রে দুর্ম্মতে! যিনি বন্ধু-বান্ধব ও বলবাহনের সহিত রাবণকে নিহত করিয়াছেন, তুই তাঁহার অশ্ব হরণ করিয়া কোথায় যাইবি? তুই এখনই শত্রুঘ্নের কোদণ্ডনির্গত শরাঘাতে বিমান হইতে পতিত হইবি এবং তুই যখন গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত থাকিবি, তখন শিবাগণ তোকে ভক্ষণ করিবে। রে দুষ্ট! শ্রীরামসেবক আমি সুস্থ শরীরে অবস্থিত থাকিতে বৃথা গর্জ্জন করিস্‌ না, মহাবীরগণ যুদ্ধে মহোদয় শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াই গর্জ্জন করিয়া থাকেন। সর্পরাজ কহিলেন, রণদুর্ম্মদ বীরবর পুষ্কল এইরূপ কহিতে থাকিলে রাক্ষসবর বিদ্যুন্মালী, তদীয় বক্ষঃস্থল উদ্দেশে মহাবেগে এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। এদিকে পুষ্কলও কাঞ্চন-ভূষিতা লৌহময়ী সেই মহাশক্তিকে আসিতে দেখিয়া পথিমধ্যেই অত্যুগ্র নিশিতশরনিকর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই শক্তি পুষ্কল-শরে নিষ্প্রভ ও ত্রিধা বিভক্ত হইয়া যখন ভূতলে পতিত হয়, সেই সময়ে ভগবান্‌ বিষ্ণুর ত্রিবিধা শক্তির ন্যায় অনির্ব্বচনীয়রূপে বিরাজমান হইতে লাগিল। তৎকালে সেই শক্তিকে ছিন্ন দেখিয়া শত্রুতাপন রাক্ষসেন্দ্র ত্বরায় লৌহনির্ম্মিত, তীক্ষ্ণাগ্র, জ্বলন-প্রভ, ত্রিশিখ এক শূল লইয়া পুষ্কলোদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। এদিকে পুষ্কলও সেই শূলকে আসিতে দেখিয়া বাণসমূহ দ্বারা তিল তিল প্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১৪৬—১৬১। শ্রীরাম-সেবক পুষ্কল, এইরূপে সেই শূলচ্ছেদন-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরাসনে মনের ন্যায় দ্রুতগামী সুতীক্ষ্ণ বাণনিচয় সন্ধান করিলেন। তখন সেই বাণসকল অবিলম্বে রাক্ষসরাজের বক্ষঃস্থল-লগ্ন হইয়া বৈষ্ণব-হৃদয়ে বিষ্ণুর মনোহর গুণাবলী যেমন অনুরাগ উৎপাদন করে, তদ্রূপ তদীয় বক্ষঃস্থলেও শোণিত-রাগ উৎপাদন করিল। রিপুঘাতী বিদ্যু-

মুদ্গরঃ প্রহিতস্তেন বিদ্যুন্মালাভিধেন হি ।
হৃদি লগ্নোঽস্য জস্থ্যোগ্রং কশ্মলং তদকারয়ৎ ॥
মুদ্গরপ্রহতো বীরঃ কম্পমানঃ সবেপথুঃ ।
পপাত স্যন্দনোপস্থে পুষ্কলঃ শত্রুতাপনঃ ॥১৬৬
উগ্রদংষ্ট্রোঽথ তদ্ভ্রাতা লক্ষ্মীনিধিমযোধয়ৎ ।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্বিবিধৈর্মুক্তৈর্বীরপ্রাণাপহারিভিঃ ॥ ১৬৭
পুষ্কলস্তৎক্ষণাৎ প্রাপ্য সংজ্ঞাং রাক্ষসমব্রবীৎ
ধন্যোঽসি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহীয়াংস্তে পরাক্রমঃ ।
পশ্যেদানীং মমাপ্যুচ্চৈঃ প্রতিজ্ঞাং শূরমানিতাম্
বিমানাৎপাতয়াম্যদ্য ভূমৌ ত্বাং শিতসায়কৈঃ
ইত্যুক্ত্বা নিশিতং বাণং সমগৃহ্নাদ্দুরাসদম্ ।
জ্বলন্তমগ্নিতেজস্কং মহৌদার্যসমন্বিতম্ ॥ ১৭০
স যাবত্তং প্রতীকর্ত্তুং বিধত্তে স্বপরাক্রমম্ ।
তাবদ্ধৃদি ততো লগ্নস্তীক্ষ্ণবক্ত্রঃ স সায়কঃ ॥
তেন বাণেন বিভ্রান্তো ভ্রমচ্চিত্তঃ স রাক্ষসঃ ।
পপাত কামগোপস্থাদ্ভূমৌ বিগতচেতনঃ ॥
উগ্রদংষ্ট্রেণ বৈ দৃষ্টঃ পতমানো নিজাগ্রজঃ ।
গৃহীত্বা তং বিমানান্তর্নিনায় রিপুশঙ্কিতঃ ॥ ১৭৩
প্রাহ চারিং মহারোষাৎপুষ্কলং বলিনাং বরম্
মদ্ভ্রাতরং পাতয়িত্বা কুত্র যাস্যসি দুর্ম্মতে ॥
মাং বৈ যুধি বিনির্জ্জিত্য গন্তাসি জয়মুত্তমম্ ।
স্থিতে ময়ি তব স্বান্তে জয়াশা বিনিবর্ত্ততাম্ ॥
এবং ব্রুবন্তং তরসা জঘান দশভিঃ শরৈঃ ।
হৃদয়ে তস্য দুষ্টস্য রোষপূরিতলোচনঃ ॥ ১৭৬
স তাড়িতো দশশরৈঃ পুষ্কলেন মহাত্মনা ।
চুক্রোধ হৃদি দুর্ব্বুদ্ধিস্তং হন্তুং প্রচক্রমে ॥ ১৭৭
দন্তান্ নিষ্পীড্য সক্রোধং মুষ্টিমুদ্যম্য চোরসি ।

মালী পুষ্কল-বাণে বিদ্ধ হওয়ায়, অতিশয় ক্লিষ্ট ও পুষ্কলকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া ঘোরতর এক মুদ্গর গ্রহণ করিল। পরে বিদ্যুন্মালী কর্ত্তৃক সেই মুদ্গর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পুষ্কলহৃদয়ে পতিত হইয়া তাঁহার মোহ-উৎপাদন করিল। তৎকালে শত্রুতাপন বীরবর পুষ্কল মুদ্গরাঘাতে কম্পিতকলেবর হইয়া রথনীড়ে পতিত হইলেন। অনন্তর বিদ্যুন্মালীর ভ্রাতা উগ্রদংষ্ট্র বীরগণের প্রাণসংহারক বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করত লক্ষ্মীনিধির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এ দিকে পুষ্কলও তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া রাক্ষস বিদ্যুন্মালীকে কহিলেন,—রাক্ষসবর! তুমি ধন্য, তোমার পরাক্রমও অতিপ্রশংসনীয়। অধুনা আমারও বীরগণের আদরণীয় মহতী প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; আমি এখনই তোমাকে নিশিত শরনিকর দ্বারা বিমান হইতে পাতিত করিব। ১৬২—১৬৯। তিনি এই কথা বলিয়াই প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজোময় অতীব গৌরবান্বিত অসহনীয় এক নিশিত বাণ গ্রহণ করিলেন। সেই রাক্ষসবর, তাহার প্রতিকারার্থ যেমন স্বীয় পরাক্রমপ্রকাশ করিবে, অমনি সেই তীক্ষ্ণাগ্র সায়ক তদীয় হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। তখন সেই রাক্ষস সেই বাণপ্রহারে ঘূর্ণমান ভ্রান্তচিত্ত ও পরে হতচেতন হইয়া বিমানমধ্য হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। ঐ সময়ে তদীয় ভ্রাতা উগ্রদংষ্ট্র নিজ অগ্রজকে পতিত হইতে দেখিয়া পাছে রিপুগণ লইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তাহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক বিমানাভ্যন্তরে লইয়া গেল। অপিচ, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবলশালী শত্রু পুষ্কলকে কহিল,—রে দুর্ম্মতে! তুই মদীয় ভ্রাতাকে পাতিত করিয়া কোথায় যাইবি? যুদ্ধে আমাকে জয় করিলে তবে সম্যক্ জয় লাভ করিতে পারিবি, নতুবা আমি জীবিত থাকিতে হৃদয়ে যে জয়াশা হইয়াছে, তাহা তিরোহিত হউক। ১৭০—১৭৫। উগ্রদংষ্ট্র এইরূপ বলিতে থাকিলে পুষ্কল রোষারুণিত-লোচনে ত্বরায় দশ শরে সেই দুষ্ট নিশাচরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সেই দুর্ম্মতি রাক্ষস মহাত্মা পুষ্কল কর্ত্তৃক দশ শরে তাড়িত হইয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং পুষ্কলকে সংহার করিবার নিমিত্ত উপক্রম করিল। সক্রোধে দন্ত দ্বারা দন্ত নিষ্পেষণপূর্ব্বক মুষ্টি উত্তোলন করিয়া

বাহুনদ্বজ্রনির্ঘাত-পাতশঙ্কাং সৃজন্ হৃদি॥১৭৮
মুষ্টিনাভিহতো বীরঃ পুষ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
নাকম্পত বিনিষ্পেষং বাঞ্ছংস্তস্য দুরাত্মনঃ॥১৭৯
বৎসদন্তান্ মহাতীক্ষ্ণান্ মুমোচ হৃদয়ে ততঃ।
তৈর্বাণৈর্ব্যথিতো দৈত্যস্ত্রিশূলন্তু সমাদদে॥
জাজ্বল্যমানং ত্রিশিখং জ্বালামালাতিভীষণম্।
লগ্নং হৃদি মহাবীর-পুষ্কলস্য সুদারুণম্॥১৮১
মূর্চ্ছিতস্তেন শূলেন নিহতো ধন্বিসত্তমঃ।
কশ্মলং পরমং প্রাপ্তঃ পপাত স্যন্দনোপরি॥
মূর্চ্ছাপ্রাপ্তং সমাজ্ঞায় হনূমান্ পবনাত্মজঃ।
কোপব্যাকুলিতঃ স্বান্তে বভাষে তন্তু রাক্ষসম্
কুত্র গচ্ছসি দুর্ব্বুদ্ধে ময়ি যোদ্ধরি স্থাস্যতে।
ত্বাং হন্মি চরণাঘাতৈর্বাজিহর্ত্তারমাগতম্॥১৮৫
এবমুক্ত্বা মহাদৈত্যান্ জঘান পরসৈনিকান্।
বিমানস্থান্নখাগ্রেণ দারয়ন্নভসি স্থিতঃ॥১৮৫

লাঙ্গুলেনাহতাঃ কেচিৎ কেচিৎপাদতলাহতাঃ।
বাহুভ্যাং দারিতাঃ কেচিৎ পবনস্য তনূদ্ভুবা॥
নশ্যন্তি কেচিন্নিহতাঃ কেচিন্মূর্চ্ছন্তি সংহতাঃ।
পলায়ন্তে তদাঘাত-ভয়পীড়াহতাস্ততঃ॥১৮৭
অনেকে নিহতাস্তত্র রাক্ষসাশ্চাতিদারুণাঃ।
ছিন্না ভিন্না দ্বিধা জাতাঃ পবনস্য সুতেন বৈ॥
কামগন্তু বিমানং তদ্ভিন্নপ্রাকারতোরণম্।
হাহাকুর্ব্বদ্ভিরসুরৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্॥
হনূমতি মহাশূরে ক্ষণং ভূমৌ ক্ষণং দিবি।
ইতস্ততঃ প্রদৃশ্যেত কামযানং দুরাসদম্॥১৯০
যত্র যত্র বিমানং তত্তত্র তত্র সমীরজঃ।
প্রহরন্নেব দৃশ্যেত কামরূপধরঃ কপিঃ॥১৯১

সকলের হৃদয়ে বজ্র ও নির্ঘাতপাতের শঙ্কা উৎপাদন করত পুষ্কলের হৃদয়ে ভীষণ আঘাত করিল। পরমাস্ত্রবিৎ বীরবর পুষ্কল তদীয় মুষ্টিপ্রহারে আহত হইয়াও সেই দুরাত্মার সংহারবাসনা করত কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। অনন্তর তিনি সেই রাক্ষসের হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ বৎসদন্ত নামক অস্ত্রনিচয় নিক্ষেপ করিলেন; দৈত্যবরও সেই বৎসদন্ত বাণে ব্যথিত হইয়া জ্বালামালা-পরিব্যাপ্ত অতিভীষণ ত্রিশিখ এক শূল গ্রহণ করিল, পরে সেই জাজ্বল্যমান সুদারুণ শূল মহাবীর পুষ্কলের হৃদয়ে যেমন সংলগ্ন হইল, অমনি সেই মহাধনুর্দ্ধরও শূলাঘাতে হতজ্ঞান হইয়া গেলেন এবং সাতিশয় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হওয়াতেই রথোপরি পতিত হইলেন। তখন পবনাত্মজ হনূমান, পুষ্কলকে মূর্চ্ছাভিভূত জানিয়া মনোমধ্যে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই রাক্ষসকে কহিলেন,—অরে দুর্ব্বুদ্ধে! যুদ্ধোদ্যত আমি থাকিতে তুই কোথায় যাইতেছিস্? সম্মুখাগত অশ্বহারী তোকে চরণাঘাতেই আমি যমালয়ে পাঠাইব। হনূমান এইরূপ হইয়াই আকাশপথে অবস্থিত হইয়া বিমানস্থিত, শত্রুপক্ষীয় মহাদৈত্য-সৈন্যগণকে নখাঘাতে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন পবননন্দন হনূমান্-কর্ত্তৃক কেহ কেহ লাঙ্গুলাঘাতে আহত, কেহ কেহ পাদতল-প্রহারে তাড়িত, ও কেহ কেহ বা বাহুযুগলদ্বারা বিদারিত হইতে লাগিল। ১৭৬-১৮৬। তৎকালে কতকগুলি রাক্ষস-সৈন্য আহত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, কতকগুলি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, এবং কতকগুলি হনুমানের প্রহার-ভয়েই পীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ সেই যুদ্ধে পবননন্দন অনেকানেক ভীমকায় রাক্ষসকেই সংহার করিলেন এবং অনেককে ছিন্ন-ভিন্ন ও অনেককে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর হনুমান্ কামগবিমানের প্রাকার-তোরণাদি ভগ্ন করায় রাক্ষসগণ হাহাকার করিতে করিতে তাহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল। মহাশূর হনুমান্ ক্ষণকাল ভূতলে ও ক্ষণকাল আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে থাকিলে, সেই দুর্দ্ধর্ষ কামগবিমানও কখন এদিকে কখন ওদিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু যে যে স্থানেই বিমান অবস্থিতি করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই দেখা গেল কপিবর পবননন্দন ইচ্ছানুযায়ী নানা-

এবং তদাকুলীভূতে বিমানস্থে মহাজনে।
উগ্রদংষ্ট্রশ্চ দৈত্যেন্দ্রো হনূমন্তমুপেয়িবান্ ॥
কপে ত্বয়া মহৎকৃত্যং কৃতং যদ্ভটপাতনম্।
ক্ষণং তিষ্ঠসি চেৎ পূর্ব্বে তব প্রাণবিয়োজনম্
এবমুক্ত্বা হনূমন্তং প্রজহার স দুর্ম্মতিঃ।
ত্রিশূলেন সুতীক্ষ্ণেন জ্বলৎপাবককান্তিনা ॥১৯৪
তদাগতং ত্রিশূলঞ্চ মুখে জগ্রাহ বীর্য্যবান্।
চূর্ণয়ামাস সকলং সর্ব্বলোহবিনির্ম্মিতম্ ॥ ১৯৫
চূর্ণয়িত্বা ত্রিশূলং তদায়সং দৈত্যমোচিতম্।
জঘান তং চপেটাভির্ব্বহুভির্হনুমান্ বলী ॥
স আহতঃ কপীন্দ্রেণ চপেটাভিরিতস্ততঃ।
ব্যথিতো ব্যসৃজন্মায়াং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করীম্ ॥
তদা তমোঽভবত্তীব্রং যত্র কো বা ন লক্ষ্যতে
যত্র স্বীয়ো ন পারক্যো বিদামাস জনান্ বহূন্॥
শিলাঃ পর্ব্বতশৃঙ্গাভাঃ পতন্তি সুভটোপরি।
তাভির্হতাশ্চ তে সর্ব্বে ব্যাকুলা অথ জজ্ঞিরে।
বিদ্যুতো বিলসন্ত্যত্র গর্জ্জন্তি জলদা ঘনম্।
বর্ষন্তি পূয়রুধিরং মুঞ্চন্তি সমলং জলম্ ॥২০০
আকাশাৎ পতমানানি কবন্ধানি বহূনি চ।
দৃশ্যন্তে ছিন্নশীর্ষাণি সকুণ্ডলযুগানি চ ॥২০১
নগ্না বিরূপাঃ সুভৃশং কীর্ণকেশাঃ সুদুর্ম্মুখাঃ।
দৃশ্যন্তে সর্ব্বতো দৈত্যা দারুণা ভয়কারিণঃ ॥
তদা ব্যাকুলিতো লোকঃ পরস্পরভয়াকুলঃ।
পলায়নপরো জাতো মহোৎপাতমমন্যত ॥২০৩
তদা শত্রুঘ্ন আয়াতো রথে স্থিত্বা মহাযশাঃ।
শ্রীরামস্মরণং কৃত্বা চাপে সন্ধায় সায়কান্ ॥ ২০
তাং মায়াং স বিধূয়াথ মোহনাস্ত্রেণ বীর্য্যবান্।
শরধারাঃ কিরন্ ব্যোম্নি ববর্ষ সমরে রিপুম্ ॥

রূপ ধারণ করত রাক্ষসদিগকে প্রহার করিতেছেন। তৎকালে বিমানস্থ রাক্ষস-সকল এইরূপে ব্যাকুল হইয়া উঠিলে দৈত্য-বর উগ্রদংষ্ট্র হনূমানের নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল,—কপিবর! তুমি যে রাক্ষসবীরগণকে নিপাতিত করিয়াছ, ইহা তোমার অতি শ্লাঘনীয় কার্য্য করা হইয়াছে; যাই হউক, যদি ক্ষণকাল আমার সম্মুখে অবস্থান কর, তাহা হইলেই তোমার প্রাণ-বিয়োগ হইবে। সেই দুর্ম্মতি রাক্ষস এই বলিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল-দ্বারা হনূমানকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর সেই ত্রিশূল যেমন হনূমানের নিকটে আসিল, অমনি মহাবীর্য্যশালী হনুমান্ লৌহময় সেই শূলকে মুখবিবরে গ্রহণ করত চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত হনুমান্ দৈত্যনিক্ষিপ্ত সেই লৌহময় ত্রিশূল এইরূপে চূর্ণ করিয়া সেই রাক্ষসকে বহুবার গুরুতর চপেটাঘাত করিলেন। সেই রাক্ষসবর, সর্ব্বাঙ্গে কপিবরের চপেটাঘাতে ব্যথিত হইয়া সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্করী মায়া সৃষ্টি করিল। তখন চতুর্দ্দিকেই গভীর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল, পরস্পর কেহই লক্ষিত হইল না, কি স্বপক্ষীয়, কি বিপক্ষীয়, কোন ব্যক্তিই সেই বহুল জনগণকে বিদিত হইতে পারিল না। নিরন্তর বীরগণের উপর পর্ব্বতশৃঙ্গসম শিলা-খণ্ডসকল পতিত হইতে থাকিল এবং সেই শিলাঘাতে সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎকালে তথায় অবিরল বিদ্যুন্মালা স্ফুরিত হইতে থাকিল এবং জলদজাল নিরন্তর গভীর গর্জ্জন করত পূয়রুধির ও সমল জল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৭—২০০। আকাশ হইতে বহুসংখ্যক কবন্ধ এবং সকুণ্ডল ছিন্নমস্তক সকলকে পতিত হইতে দেখা গেল। চতুর্দ্দিকেই উলঙ্গ, বিকৃতাকার, আলুলায়িতকেশ, ক্রূরকর্ম্মা, ভয়ঙ্কর দানববৃন্দ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সমুদয় লোকই পরস্পর ভয়াকুল ও ব্যাকুলহৃদয় হইয়া "মহোৎপাত" মনে করত পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে মহাযশা শত্রুঘ্ন, শ্রীরামকে স্মরণপূর্ব্বক শরাসনে শর সন্ধান করিয়া রথারোহণে তথায় উপ-স্থিত হইলেন। অনন্তর সেই মহাবীর্য্যশালী শত্রুঘ্ন মোহনাস্ত্রে রাক্ষসসৃষ্ট মায়া তিরোহিত করিয়া গগনাঙ্গনে নিরন্তর শরধারা বর্ষণ

তদা দিশঃ প্রসেদুস্তা রবিশ্চপরিবেষবান্।
মেঘা যথাগতং যাতা বিদ্যুতঃ শান্তিমাগতাঃ॥
তদা বিমানং পুরতো দৃশ্যতে রাক্ষসৈর্বৃতম্।
ছিক্কিভিক্কীতিভাষাভির্ব্যাকুলং সুতরাং মহৎ॥
বাণাশ্চ শতসাহস্রাঃ স্বর্ণপুঙ্খৈঃ সুশোভিতাঃ।
পেতুর্বিমানে নভসি স্থিতে কামগমে মুহুঃ॥
তদা ভগ্নং বিমানং হি দৃশ্যতে পতদুচ্চকৈঃ।
সুরপুরীখণ্ডমেকত্র ভগ্নাঙ্গমিব ভূতলে॥ ২০৯
তদা প্রকুপিতো দৈত্যো বাণান্ ধনুষি সন্দধে
তৈর্ব্বাণৈর্ব্বিকিরন্ রাম-ভ্রাতারমভিগর্জ্জিতঃ॥
তে বাণাঃ শতশস্তস্য ...গ্না বপুষি ভূরিশঃ।
শোভামাপুঃ শোণিতৌঘান্ বহন্তস্তীক্ষ্ণবক্ত্রিণঃ॥
শত্রুঘ্নঃ পরয়া শক্ত্যা সংযুক্তো বায়ুদৈবতম্।
অস্ত্রং ধনুষি চাধত্ত রাক্ষসানাং প্রকম্পনম্॥২১২

তেনাস্ত্রেণ বিমানাৎ খাৎ পতন্তো মুক্তমূর্দ্ধজাঃ
দৃশ্যন্তে ভূতবেতাল-সঙ্ঘা ইব নভশ্চরাঃ॥২১৩
তদস্ত্র রঘুনাথস্য ভ্রাতৃমুক্তং বিলোক্য সঃ।
অস্ত্রং বৈ পাশুপত্যং স্বগাপেহধাদ্দনুজাত্মজঃ॥
ততঃ প্রবৃত্তা বেতালা ভূতপ্রেতনিশাচরাঃ।
কপালকর্ত্তরীযুক্তাঃ পিবন্তঃ শোণিতং বহু॥২১৫
তে বৈ শত্রুঘ্নবীরাণাং রুধিরাণি পপুর্মুদা।
জীবতামপি দুর্ব্বারাঃ কর্ত্তরীপাণিশোভিতাঃ॥
তদস্ত্রং ব্যাপ্নুবদ্দৃষ্ট্বা সর্ব্ববীরপ্রভঞ্জনম্।
মুমোচ তন্নিবারায় নারায়ণমথাস্ত্রকম্॥ ২১৭
নারায়ণাস্ত্রং তান্ সর্ব্বান্ বারয়ামাস তৎক্ষণাৎ
তে সর্ব্বে বিলয়ং প্রাপুর্নিশাচরপ্রণোদিতাঃ॥
তদা ক্রুদ্ধো নিশাচারী বিদ্যুন্মালী সমাদদে।
ত্রিশূলং নিশিতং ঘোরং শত্রুঘ্নং হন্তুমুদ্যতম্

করত সমরক্ষেত্রে শত্রুকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন দিক্‌সকল প্রসন্ন ও সূর্য্যমণ্ডল পরিবেষশূন্য হইল এবং মেঘসকল যথাস্থানে প্রস্থান করিল, বিদ্যুদাবলীও শান্তি পাইল। রাক্ষসপূর্ণ বিমান, সম্মুখে দৃষ্ট হইল। তৎকালে ঐ মহাবিমান, রাক্ষসনিচয়ের কেবল "ছিক্কি ভিক্কি" ইত্যাকার শব্দে পর্য্যাকুল হইতেছিল। অনন্তর নভোমণ্ডলস্থিত সেই কামগবিমানে নিরন্তর স্বর্ণপুঙ্খসুশোভিত শত-সহস্র বাণ পতিত হইতে থাকিল; দেখা গেল, সেই মুহূর্ত্তেই বিমান শরজালে ভগ্ন হইয়া একত্র চূর্ণিত অমরনগরীর ন্যায় উচ্চ হইতে ভূতলে পতিত হইল। তৎকালে দৈত্যবর বিদ্যুন্মালী সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় ধনুতে শরসমূহ সন্ধান করিল এবং গর্জ্জন করত রামানুজকে সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই শত-শত তীক্ষ্ণাগ্রবাণ শত্রুঘ্নের শরীরে সংলগ্ন হইয়া বহুল শোণিতধারা প্রবাহিত করত সমধিক শোভা পাইয়াছিল। তখন পরম-শক্তিশালী শত্রুঘ্ন, রাক্ষসদিগকে প্রকম্পিত করত স্বীয় শরাসনে বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিলেন। সেই অস্ত্রপ্রভাবে রাক্ষসনিচয় যখন আকাশস্থিত বিমান হইতে আলুলায়িতকেশে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, তখন দৃষ্ট হইল যেন আকাশচারী ভূতবেতালগণ পতিত হইতেছে। এদিকে সেই দনুজাত্মজ বিদ্যুন্মালী, রামানুজনিক্ষিপ্ত বায়ব্যাস্ত্র দর্শন করিয়া স্বীয় চাপে পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করিল। ২০১—২১৪। তৎপরেই অসংখ্য বেতাল ভূত প্রেত ও পিশাচ, নৃকপাল ও কর্ত্তরিকা-হস্তে প্রভূত শোণিত পান করিতে করিতে তথায় প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সকল দুর্ব্বার ভূত-প্রেতাদি হস্তে কর্ত্তরিকা ব্যবহার করত সানন্দে শত্রুঘ্নের জীবিত বীরবৃন্দেরও রুধিরধারা পান করিতে লাগিল। তখন শত্রুঘ্ন সেই পাশুপত অস্ত্রকে রণস্থলে ব্যাপ্ত হইতে এবং সমুদয় বীরগণকে প্রপীড়িত করিতে দেখিয়া তাহার নিবারণার্থ নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই নারায়ণাস্ত্র, সমুদয় ভূতবেতালাদিকে নিবারণ করিল। এমন কি রাক্ষসপ্রবর্ত্তিত সেই সমুদয় প্রাণীই এককালে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। তখন নিশাচর বিদ্যুন্মালী সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুঘ্নের সংহারার্থ এক নিশিত ভীষণ ত্রিশূল

শূলহস্তং সমায়ান্তং বিদ্যুন্মালিনমাহবে।
সায়কৈঃ প্রাহরত্তস্য ভুজে স্বর্দ্ধশশিপ্রভৈঃ ॥২২০
তৈর্বাণৈশ্ছিন্নহস্তঃ স শিরসা হন্তুমুদ্যতঃ।
হতোঽসি যাহি শত্রুঘ্ন কস্তাং ত্রাতা ভবিষ্যতি
ইতি ব্রুবাণং তরসা চিচ্ছেদ শিতসায়কৈঃ।
মস্তকং তস্য বলিনঃ শূরস্য সহকুণ্ডলম্ ॥ ২২২
তং ছিন্নশিরসং দৃষ্ট্বা উগ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।
মুষ্টিনা হন্তুমারেভে শত্রুঘ্নং শূরসেবিতম্ ॥২২৩
শত্রুঘ্নস্তু ক্ষুরপ্রেণ সায়কেনাচ্ছিনচ্ছিরঃ।
প্রবাধতো রণে বীরান্ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদান্ ॥
হতশেষা যযুঃ সর্ব্বে রাক্ষসা নাথবর্জ্জিতাঃ।
শত্রুঘ্নং প্রণিপত্যাথ দত্ত্বাজিনমাহৃতম্ ॥ ২২৫
ততো বীণানিনাদাশ্চ শঙ্খনাদাঃ সমন্ততঃ।
শ্রূয়ন্তে শূরবীরাণাং জয়নাদা মনোহরাঃ ॥ ২৩৬
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।
প্রাপ্য তং বাজিনং রাজা শত্রুঘ্নো রাক্ষসৈ-
র্হৃতম্।
অত্যন্তং হর্ষমাপেদে পুষ্কলেন সমন্বিতঃ ॥ ১
রুধিরৈঃ সিক্তগাত্রাস্তে যোধা লক্ষ্মীনিধিস্তথা।
রণোৎসাহেন সংযুক্তাঃ প্রশশংসুর্মহানৃপম্ ॥২
হতে তস্মিন্ মহাদৈত্যে বিদ্যুন্মালিনি দুর্জ্জয়ে
সুরাঃ সর্ব্বে ভয়ং ত্যক্ত্বা সুখমাপুর্মুনে মহৎ ॥৩
নদ্যস্তু বিমলা জাতা রবিস্তু বিমলোঽভবৎ।
বাতা ববুঃ সুগন্ধোদসিক্তা বিমলশুষ্মিণঃ ॥ ৪
সন্নদ্ধাস্তে মহাবীরা রথস্থা বিমলাঙ্গকাঃ।
রাজানমূচুস্তে সর্ব্বে জয়লক্ষ্ম্যা সমন্বিতাঃ ॥ ৫
বীরা ঊচুঃ।
দিষ্ট্যা হতস্ত্বয়া দৈত্যো বিদ্যুন্মালী মহাবলঃ।

গ্রহণ করিল। অনন্তর শত্রুঘ্ন, সমরাঙ্গনে শূলহস্তে নিশাচরকে আসিতে দেখিয়া অর্দ্ধ-চন্দ্রসদৃশ সায়কসমূহ দ্বারা তদীয় ভুজদ্বয়ে প্রহার করিলেন। তৎকালে সেই বাণ-নিচয়ে বিদ্যুন্মালীর হস্তদ্বয় ছিন্ন হইলেও সে মস্তকদ্বারা শত্রুঘ্নকে নিহত করিতে উদ্যত হইয়া কহিল,—শত্রুঘ্ন! নিহত হইলি, পলায়ন কর, কে তোর রক্ষা কর্ত্তা হইবে? তাহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়া শত্রুঘ্ন, ত্বরায় নিশিত সায়কসমূহ দ্বারা সেই মহাবলশালী মহাবীর বিদ্যুন্মালীর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রতাপবান্ উগ্রদংষ্ট্র, বিদ্যুন্মালীকে ছিন্নমস্তক দেখিয়া বীরগণ-সেবিত শত্রুঘ্নকে মুষ্টি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর শত্রুঘ্ন, ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা সমরক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ বীরগণের প্রতি অত্যাচারী সেই রাক্ষসাধমের মস্তক ছেদন করিলেন। তৎ-পরে হতাবশিষ্ট সমুদয় রাক্ষসগণ, অনাথ হইয়া শত্রুঘ্নকে প্রণিপাতপূর্ব্বক অপহৃত অশ্ব প্রদান করিল এবং তথা হইতে চলিয়া গেল। তদনন্তর চতুর্দ্দিকেই মনোহর বীণা-রব শঙ্খনাদ এবং শূরবীরগণের জয়ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকিল। ২১৫—২২৬।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯

বিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—মুনিবর! রাজা শত্রুঘ্ন, রাক্ষসহৃত অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া পুষ্কলের সহিত সাতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সমস্ত রণোৎসাহসম্পন্ন রুধিরাক্তকলেবর যোদ্ধৃবৃন্দ ও লক্ষ্মীনিধি মহারাজ শত্রুঘ্নকে প্রশংসা করিতে থাকি-লেন। মুনে! সেই দুর্জ্জয় মহাদৈত্য বিদ্যু-ন্মালী নিহত হইলে সমুদয় সুরগণও শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। সূর্য্যমণ্ডল ও নদীসকল বিমল হইল এবং জলকণাসিক্ত সুগন্ধ বায়ু বিমল-ভাবে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে থাকিল। পরে রথাধিরূঢ় সুসজ্জিত সমুদয় মহাবীরগণ বিমলাঙ্গ ও জয়লক্ষ্মী-শোভিত হইয়া নৃপবর শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—'মহারাজ!

যস্তয়াত্রাসমাপন্নাঃ সুরাঃ স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ ॥ ৭
দিষ্ট্যা প্রাপ্তো মহাবাজী রঘুনাথস্য শোভনঃ
দিষ্ট্যা গন্তাসি সর্ব্বত্র জয়ন্ত ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৭
স্বামী মুঞ্চত্বিমং বাহং মনোবেগং মনোরমম্‌।
সময়স্য বিলম্বো মা ভবত্বত্র মহামতে ॥ ৮

শেষ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং বীরাণাং সময়োচিতম্‌
সাধু সাধু প্রশংসৈস্তমমুমোচ হয়মুত্তমম্‌ ॥ ৯
স মুক্তশ্চোত্তরামাশাং বভ্রাম রথিরক্ষিতঃ।
রথপত্তিহয়শ্রেষ্ঠৈঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥ ১০
তত্র যদ্‌বৃত্তমেতস্য শক্রেস্য মনোহরম্‌
বাৎস্যায়ন শৃণুষ্বৈতৎ পাপরাশিপ্রদাহকম্‌ ॥ ১১
রেবাতীরমথ প্রাপ্তো মুনিবৃন্দনিষেবিতম্‌।
নীলরত্নসমূহস্য রসঃ কিন্তু পয়োমিষাৎ ॥ ১২

তাংস্তান্‌ মুনিবরান্‌ সর্ব্বান প্রণমন্‌ শূরসেবিতঃ
জগাম হয়রত্নস্য পৃষ্ঠতঃ কামগামিনঃ ॥ ১৩
গচ্ছংস্তত্রাশ্রমং জীর্ণং পলাশপর্ণনির্ম্মিতম্‌।
রেবায়া জলকল্লোলৈঃ সিক্তং পাপহরাশ্রয়ম্‌ ॥১৪
তং দৃষ্ট্বা সুমতিং প্রাহ সর্ব্বজ্ঞং নয়কোবিদম্‌।
শত্রুঘ্নঃ সর্ব্বধর্ম্মার্থকর্ম্মকর্ত্তব্যকোবিদঃ ॥ ১৫

রাজোবাচ।

মন্ত্রিন্‌ কথয় কস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যদর্শনঃ।
বিচারচতুরশ্রেষ্ঠ বদৈতন্মম পৃচ্ছতঃ ॥ ১৬

শেষ উবাচ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য সুমতিঃ প্রাহ তং নৃপম্‌
বিশদস্মেরয়া বাচা দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদম ॥ ১৭

সুমতিরুবাচ।

এনং দৃষ্ট্বা মহারাজ ধুতপাপা বয়ং মহৎ।
ভবিষ্যামো মনিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বশাস্ত্রপরায়ণম্‌ ॥ ১৮
তস্মাদ্বত্বা ত্বমাপৃচ্ছ সর্ব্বং তে কথয়িষ্যতি।
রঘুনাথপদাম্ভোজ-মরন্দাস্বাদলোলুপঃ ॥ ১৯

যাহার ভয়ে ভীত হইয়া সুরগণও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন আমাদিগের অদৃষ্টবসে আপনি আজ সেই মহাবলশালী দৈত্যবন্ধু বিদ্যুন্মালীকে নিহত করিলেন। শুভাদৃষ্টবশেই রঘুনাথের সুশোভন যজ্ঞিয় মহাশ্বকে প্রাপ্ত হইলেন এবং আমাদিগের শুভাদৃষ্টবশেই সমুদয় ক্ষিতিমণ্ডলেই জয়লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমাদিগের ইচ্ছা, আপনি এই মনের ন্যায় বেগগামী মনোরম অশ্বকে ছাড়িয়া দিন, মহামতে! এ বিষয়ে আর কালবিলম্ব উচিত নহে। শত্রুঘ্ন, বীরগণের তৎকালোপযুক্ত এতদ্বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগকে "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করত হয়বরকে ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর সেই অশ্ব সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ রথী পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যে পরিরক্ষিত হইয়া উত্তরভূভাগে বিচরণ করিতে লাগিল। ১—১০। বাৎস্যায়ন! ঐ উত্তরপ্রদেশে শত্রুঘ্নের যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল শ্রবণ করুন, উহার শ্রবণে সমুদয় পাপরাশি দগ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর শত্রুঘ্ন, মুনিবৃন্দ-নিষেবিত রেবাতীরে উপস্থিত হন, ঐ রেবাজল দেখিলে বোধ হয় যেন জলচ্ছলে নীলকান্তদ্রব শোভা পাইতেছে। তথায় শূরগণ-পরিবেষ্টিত শত্রুঘ্ন, তত্রত্য মুনিবরগণকে প্রণাম করত স্বেচ্ছানুসারে বিচরণকারী সেই অশ্ববরের পশ্চাৎপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে যাইতে যাইতে তথায় রেবানদীর জলকল্লোলে সিক্ত পলাশপর্ণনির্ম্মিত এক জীর্ণ আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মার্থ ও কর্ত্তব্য কার্য্যে বিচক্ষণ শত্রুঘ্ন, সেই আশ্রম দর্শনে নীতিবিশারদ সর্ব্বজ্ঞ সুমতিকে কহিলেন,—মন্ত্রিন্‌! এই পুণ্যদর্শন আশ্রম কাহার বল, হে পরমবিচার-চতুর! আমি জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকট এই বিষয় যথার্থরূপে ব্যক্ত কর।১১—১৬। সুমতি, শত্রুঘ্নের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমধুর ঈষৎ হাস্যসহকারে স্বীয় সৌহৃদ্য প্রকাশ করত তাঁহাকে কহিলেন,—মহারাজ! সর্ব্বশাস্ত্রপরায়ণ এই মুনিবরকে দর্শন করিয়া আমরা আজ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হইব। অতএব আপনি

নাম্না আরণ্যকং খ্যাতং রঘুনাথাঙ্ঘ্রি সেবকম্‌ ।
অত্যুগ্রতপসা পূর্ণং সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদম্‌ ॥ ২০
ইতি শ্রুত্বাথ তদ্বাক্যং ধর্ম্মার্থপরিবৃংহিতম্‌ ।
জগাম তমথো দ্রষ্টুং স্বল্পসেবকসংযুতঃ ॥ ২১
হনূমান্‌ পুষ্কলো বীরঃ সুমতির্মন্ত্রিসত্তমঃ ।
লক্ষ্মীনিধিঃ প্রতাপাগ্র্যঃ সুবাহুঃ সুমদস্তথা ॥২২
এতৈঃ পরিবৃতো রাজা শত্রুঘ্নঃ প্রাপদাশ্রমম্‌ ।
নমস্কর্ত্তুং দ্বিজবরমারণ্যকমুদারধীঃ ॥ ২৩
গত্বা তং তাপসশ্রেষ্ঠং নমস্কারমথাকরোৎ ।
সর্ব্বৈস্তৈঃ সহিতো বীরৈর্ব্বিনয়ানতকন্ধরৈঃ ॥২৪
তান্‌ দৃষ্ট্বা নম্রতান্‌ সর্ব্বান্‌ শত্রুঘ্নপ্রমুখান্‌ নৃপান্‌
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং চক্রে ফলমূলাদিভিস্তদা ॥ ১৫
উবাচ তান্‌ নৃপান্‌ সর্ব্বান্‌ ভবন্তঃ কুত্র সঙ্গতাঃ
কথমত্র সমায়াতাস্তৎসর্ব্বং বদতানঘাঃ ॥ ২৬

তচ্ছ্রুত্বা বাক্যমেতস্য মুনির্বর্য্যস্য বাড়ব ।
সুমতিঃ কথয়ামাস বাক্যবাদবিচক্ষণঃ ॥ ২৭

সুমতিরুবাচ ।

রঘুবংশনৃপস্যায়মশ্বো বৈ পাল্যতেঽখিলৈঃ ।
যাগং করিষ্যতে বীরঃ সর্ব্বসম্ভারসম্ভৃতম্‌ ॥২৮
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং জগাদ মুনিসত্তমঃ ।
দন্তকান্ত্যাখিলং ঘোরং তমো নির্ব্বারয়ন্নিব ॥

আরণ্যক উবাচ ।

কিং যাগৈর্ব্বিবিধৈ রম্যৈঃ সর্ব্বসম্ভারসম্ভৃতৈঃ ।
স্বল্পপুণ্যপ্রদৈর্নূনং ক্ষয়িষ্ণুপদদাতৃকৈঃ ॥ ৩০
মূঢ়ো লোকো হরিং ত্যক্ত্বা করোত্যন্যসমর্চ্চনম্‌ ।
রঘুবীরং রমানাথং স্থিরৈশ্বর্য্যপদপ্রদম্‌ ॥ ৩১
যো নরৈঃ স্মৃতমাত্রোঽহসৌ হরতে পাপপর্ব্বতম্‌
তং মুক্ত্বা ক্লিশ্যতো মূঢ়ো যোগযাগব্রতাদিভিঃ

অত্যুগ্র-তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-কোবিদ, রঘুনাথের চরণসেবক আরণ্যক নামে বিখ্যাত এই মুনিবরকে অভীষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করুন, আপনাকে সকল বিষয়ই কহিবেন। ইনি সর্ব্বদাই শ্রীরাম-চরণারবিন্দের মকরন্দপানে লোলুপ। শত্রুঘ্ন, সুমতির এতাদৃশ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণে স্বল্পসংখ্যক পরিজনের সহিত তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। উদারমতি রাজা শত্রুঘ্ন, তৎকালে হনূমান, বীরবর পুষ্কল মন্ত্রিপ্রবর সুমতি এবং মহাপ্রতাপশালী লক্ষ্মীনিধি, সুবাহু ও সুমদ এই কয়েকটি মাত্র পরিজনে পরিবৃত হইয়াই দ্বিজবর আরণ্যককে নমস্কারার্থ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বীরগণের সহিত বিনয়াবনত মস্তকে সেই তাপসবরকে নমস্কার করিলেন। তখন সেই মুনিবর, শত্রুঘ্নপ্রমুখ সেই সমুদয় বীরগণকে প্রণাম করিতে দেখিয়া, ফলমূলাদির সহিত পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলেন,—অনন্তর সেই নৃপগণকে কহিলেন। হে অনঘগণ! আপনারা কোথায় যাইতেছেন? এবং কি উদ্দেশেই বা এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন? সেই সকল বিষয় ব্যক্ত করুন। হে বাড়ব! সেই মুনিবরের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবাদ-বিচক্ষণ সুমতি কহিলেন,—মহাশয়! আমরা সকলে রঘুবংশীয় নৃপবরের যজ্ঞিয় অশ্ব রক্ষা করিতে উপস্থিত হইয়াছি, সেই বীরবর, সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন অশ্বমেধযজ্ঞ করিবেন। মুনিবর, সুমতির এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া দন্তপ্রভায় যেন অখিল ঘোর অন্ধকার দূর করত কহিলেন,—বিবিধ প্রকারে যাগযজ্ঞের প্রয়োজন কি? ঐ সকল কার্য্য সর্ব্বপ্রকার উপকরণসম্পন্ন ও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও উহাতে যৎসামান্য পুণ্য হয় এবং উহাদ্বারা যে স্বর্গাদি পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারও ক্ষয় আছে। তজ্জন্যই বলিতেছি, মূঢ়ব্যক্তিই স্থিরৈশ্বর্য্য-পদপ্রদ রমানাথ রঘুবীর হরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে। ১৭—৩১। মানবগণ স্মরণ করিবামাত্র যিনি তাঁহাদিগের পর্ব্বতপ্রায় পাপরাশিকেও হরণ করিয়া থাকেন, মূঢ় মানব তাদৃশ শ্রীরামকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অকারণ যোগ-যাগ-ব্রতাদি

অহো পশুত মূঢ়ত্বং লোকানামতিবঞ্চিতম্।
সুলভং রামভজনং মুক্ত্বা দুর্লভমাচরেৎ॥৩৩
সকামৈর্যোগিভিশ্চাপি চিন্ত্যতে কামবর্জ্জিতৈঃ
অপবর্গপ্রদং নৃণাং স্মৃতমাত্রাখিলাঘহম্॥৩৪
পুরাহং তত্ত্ববিৎসায়াং জ্ঞানিনং সুবিচারয়ন্।
অগমং বহুতীর্থানি ন কোহপি মম তত্ত্বদঃ॥৩৫
তদৈকদা হি মদ্ভাগ্যাৎ প্রাপ্তং বৈ লোমশং মুনিম্।
স্বর্গলোকাৎ সমায়াস্তং তীর্থযাত্রাচিকীর্ষয়া॥৩৬
তমহং প্রণিপত্যাথ পর্য্যপৃচ্ছং মহামুনিম্।
মহাযুষং মহাযোগি-সংসেবিতপদদ্বয়ম্॥৩৭
স্বামিন্ ময়াদ্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভমদ্ভুতম্।
সংসারঘোরজলধিং কিং কর্ত্তব্যং তিতীর্ষুণা॥
বিচার্য্য কথয় ত্বং তদ্ব্রতং দানং জপং মখম্।
দেবো বা বিদ্যতে যো বৈ সংসৃত্যম্ভোধি-তারকঃ॥৩৯
যজ্জ্ঞাত্বা সংসৃতিং ঘোরাং তরামি ত্বৎকৃপাঙ্কিতঃ।
তন্মে কথয় যোগেশ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ॥৪০
ইতি মদ্বাক্যমাকর্ণ্য জগাদ মুনিসত্তমঃ।
শৃণুষ্বৈকমনা বিপ্র শ্রদ্ধয়া পরয়া বৃতঃ॥৪১
সন্তি দানানি তীর্থানি ব্রতানি নিয়মা যমাঃ।
যোগযজ্ঞাস্তথানেকে বর্ত্তন্তে স্বর্গদায়কাঃ॥৪২
পরং গুহ্যং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাভাগ সংসারাম্ভোধিতারকম্॥৪৩
নাস্তিকায় ন বক্তব্যং ন চাশ্রদ্ধালবে পুনঃ।
নিন্দকায় শঠায়াপি ন দেয়ং ভক্তিবৈরিণে॥৪৪
রামভক্তায় শান্তায় কামক্রোধবিয়োগিনে।
বক্তব্যং সর্ব্বদুঃখস্য নাশকারকমুত্তমম্॥৪৫
রামান্নাস্তি পরো দেবো রামান্নাস্তি পরং ব্রতম্

অনুষ্ঠানে ক্লেশ ভোগ করে। অহো! জনগণের কি মূঢ়তা এবং কি বিধিবঞ্চনা দেখ, তাহারা সুলভ রামভজন পরিত্যাগ করিয়া কিনা দুর্লভ যাগাদি আচরণে প্রবৃত্ত হয়! কি সকাম, কি নিষ্কাম, সমুদয় যোগিবৃন্দই স্মরণমাত্রে সর্ব্বপাপ-বিনাশন অপবর্গপ্রদ রামপদ চিন্তা করিয়া থাকেন, পূর্ব্বে একদা আমি মূলতত্ত্ব জানিবার বাসনায় প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষ অন্বেষণ করিতে করিতে বহুল তীর্থস্থানে গমন করি, কিন্তু কেহই আমায় তত্ত্বদান করিতে পারেন নাই। তৎকালে একদিন মদীয় সৌভাগ্যবশতঃ তীর্থযাত্রাভিলাষে স্বর্গলোক হইতে মুনিবর লোমশকে আগত হইতে দেখিলাম। পরে মহাযোগিগণেরও পূজ্যপাদ দীর্ঘায়ুঃ সেই মহামুনিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বামিন্! দুর্লভ ও অদ্ভুত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ভীষণ সংসার-পারাবার পার হইবার বাসনায় আমার এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? সংসার-সাগর হইতে নিস্তার করিতে সক্ষম যদি কোন দেবতা, কিংবা কোনরূপ ব্রত, দান, জপ, বা যজ্ঞ থাকে, আপনি বিচার করিয়া তদ্বিষয় আমায় বলুন। হে যোগেশ! আপনি ত সমুদয় শাস্ত্রার্থ অবগত আছেন, অতএব যদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া আমি ভবদীয় অপার কৃপায় ঘোর সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, আপনি তদ্বিষয় আমায় বলুন। ৩২—৪০। সেই মুনিবর আমার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—বিপ্র! তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা-সহকারে আমি যাহা বলি শুন। নানাবিধ যে দান, তীর্থ, ব্রত, নিয়ম, যম এবং যোগযজ্ঞাদি আছে, তৎসমুদয়ই স্বর্গফলপ্রদ; এজন্য হে মহাভাগ! যাহার দ্বারা সংসার-সাগর হইতে নিস্তার লাভ করা যায় এবং সর্ব্বপ্রকার পাতক বিনষ্ট হয়, সেই পরম গুহ্যবিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। নাস্তিক ও শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিকে কদাচ তাহা বলিবে না এবং নিন্দক শঠ ও ভক্তিহীনকেও তাহা দাতব্য নয়। সর্ব্বদুঃখবিনাশন সেই উৎকৃষ্ট বিষয় কাম-ক্রোধাদিবিহীন শান্তপ্রকৃতি শ্রীরামভক্তকেই দান করা উচিত। দ্বিজবর! নিশ্চয় জানিবে রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেবতা, রাম

নহি রামাৎ পরো যোগো নহি রামাৎ পরো মখঃ ॥৪৬
তং স্মৃত্বা চৈব জপ্ত্বা চ পূজয়িত্বা নরঃ পরম্ ।
প্রাপ্নোতি পরমামৃদ্ধিমৈহিকামুষ্মিকীং তথা ॥৪৭
সংস্মৃতো মনসা ধ্যাতঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ।
দদাতি পরমাং ভক্তিং সংসারাম্ভোধি-তারিণীম্ ॥ ৪৮
শ্বপাকোঽপি হি সংস্মৃত্য রামং যাতি পরাং গতিম্ ।
যে বেদশাস্ত্রনিরতাস্তাদৃশস্তত্র কিং পুনঃ ॥৪৯
সর্ব্বেষাং বেদশাস্ত্রাণাং রহস্যং তে প্রকাশিতম্
সমাচর তথা ত্বং বৈ যথা স্যাত্তে মনীষিতম্ ॥
একো দেবো রামচন্দ্রো ব্রতমেকং তদর্চ্চনম্ ।
মন্ত্রোঽপ্যেকশ্চ তন্নাম শাস্ত্রং তদ্ধ্যেব তৎস্তুতিঃ
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রামচন্দ্রং ভজ মনোহরম্ ।
যথা গোষ্পদবত্তুচ্ছো ভবেৎ সংসারসাগরঃ ॥
শ্রুত্বা ময়া তু তদ্বাক্যং পুনঃ প্রশ্নমকারিষম্ ।
কথং বা ধ্যায়তে দেবঃ কথং বা পূজ্যতে নরৈঃ
কথয়স্ব মহাবুদ্ধে সর্ব্বজ্ঞ মম বিস্তরাৎ ।
যজ্জ্ঞাত্বাহং কৃতার্থঃ স্যাং ত্রিলোক্যাং মুনিসত্তম ॥ ৫৪
এতচ্ছ্রুত্বা তু মদ্বাক্যং মুনিবর্য্যঃ সলোমশঃ ।
কথয়ামাস মে সর্ব্বং রামধ্যানপুরঃসরম্ ॥৫৫
শৃণু বিপ্রেন্দ্র বক্ষ্যামি যৎ পৃষ্টস্ত্বয়ানঘ ।
যথা তুষ্যেদ্রমানাথঃ সংসারজ্বরদারকঃ ॥৫৬
অযোধ্যানগরে রম্যে চিত্রমণ্ডপশোভিতে ।
ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্মূলে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদম্ ॥৫৭
মহামরকতস্বর্ণ-নীলরত্নাদিশোভিতম্ ।
সিংহাসনং চিত্তহরং কান্ত্যা তামিস্রনাশনম্ ।
তত্রোপরি সমাসীনং রঘুরাজং মনোরমম্ ।

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত, রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যোগ বা রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ কিছুই নাই। শ্রীরামকে স্মরণ, শ্রীরামের নাম জপ, শ্রীরামকে পূজা করিলে মানব ঐহিক পারত্রিক পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। তাঁহাকে স্মরণ বা মনোমধ্যে তদীয় রূপ ধ্যান করিলে তিনি সমুদয় কামনা পূর্ণ করেন এবং যাহাতে সংসারসাগর হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, ঈদৃশী পরমা ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা বেদবিহিত কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর, তাদৃশ ব্যক্তিগণের কথা কি? চণ্ডালও শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন। সমুদয় বেদের যাহা গূঢ় তাৎপর্য্য, তাহাই আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম; এক্ষণে যাহাতে তোমার অভীষ্ট হয়, সেই প্রকার আচরণ কর। শ্রীরামই একমাত্র পরম-দেবতা, রামার্চ্চনই প্রধান ব্রত, তাঁহার নামই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্ত্র এবং যে শাস্ত্রে তাঁহার স্তুতিবাদ আছে, তাহাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র। সেই হেতু, মনোহরমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রকেই সর্ব্ব-প্রযত্নে ভজনা কর, তাহা হইলে তোমার অপার সংসার-পারাবারও গোষ্পদবৎ তুচ্ছ জ্ঞান হইবে। মুনিবর লোমশের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মানবগণ কিরূপে তাঁহার ধ্যান বা পূজা করিবে? হে মুনিসত্তম! আপনি মহাবুদ্ধিশালী ও সর্ব্বজ্ঞ; অতএব যদ্দ্বারা আমি ত্রিলোকমধ্যে কৃতার্থ হইতে পারি, আপনি তাঁহার তাদৃশ ধ্যানাদির বিষয় আমায় সবিস্তরে বলুন। ৪১—৫৪। মুনিবর লোমশ আমার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমায় শ্রীরামের ধ্যানাদি সমুদয় বিষয় কহিলেন। তিনি বলিলেন,—হে অনঘ বিপ্রেন্দ্র! তুমি যে বিষয় আমায় জিজ্ঞাসা করিলে এবং সংসার-ক্লেশহারী ভগবান্ রমানাথ রাম যাহাতে তুষ্ট হন, শ্রীরামের সেই ধ্যানাদির বিষয় বলি শুন। সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সর্ব্ব-সমৃদ্ধি-দাতা শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ ধ্যান করিবে যে, তিনি রমণীয় অযোধ্যা নগরে কল্পতরু-মূলস্থিত বিচিত্র মণ্ডপমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। মহামরকত, স্বর্ণ ও নীলকান্ত মণিখচিত তদীয় সিংহাসন অতি মনোহর, তাহার প্রভায় অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে।

দূর্ব্বাদলশ্যামতনুং দেবং দেবেন্দ্রপূজিতম্ ॥৫৯
রাকায়াং পূর্ণশীতাংশু-কান্তিধিক্কারিবক্ত্রিণম্।
অষ্টমীচন্দ্রশকল-সমভালাধিধারণম্ ॥ ৬০
নীলকুন্তলশোভাঢ্যং কিরীটমণিরঞ্জিতম্।
মকরাকারসৌন্দর্য্য-কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥
বিদ্রুমপ্রভসংকান্তি-রদচ্ছদবিরাজিতম্।
তারাপতিকরাকার-দ্বিজরাজিসুশোভিতম্ ॥
জবাপুষ্পাভয়া মাধ্ব্যা জিহ্বয়া শোভিতাননম্।
যস্যাং বসন্তি নিগমা ঋগাদ্যাঃ শাস্ত্রসংযুতাঃ ॥
কম্বুকান্তিধরগ্রীবা-শোভয়া সমলঙ্কৃতম্।
সিংহবতুচ্চকৌ স্কন্ধৌ মাংসলৌ বিভ্রতং বরম্
বাহূ দধানং দীর্ঘাঙ্গৌ কেয়ূরকটকাঙ্কিতৌ।
মুদ্রিকাহীরশোভাভিভূর্ষিতৌ জানুলম্বিনৌ ॥
বক্ষো দধানং বিপুলং লক্ষ্মীবাসেন শোভিতম্
শ্রীবৎসাদিবিচিত্রাঙ্কৈরঙ্কিতং সুমনোহরম্ ॥৬৬
মহোদরং মহানাভিং শুভকট্যা বিরাজিতম্।
কাঞ্চ্যা বৈ মণিময্যা চ বিশেষেণ শ্রিয়ান্বিতম্ ।
উরুভ্যাং বিমলাভ্যাঞ্চ জানুভ্যাং শোভিতং শ্রিয়া।
চরণাভ্যাং বজ্ররেখা-যবাঙ্কুশসুরেখয়া। ৬৮
যুতাভ্যাং যোগিধ্যেয়াভ্যাং কোমলাভ্যাং বিরাজিতম্।
ধ্যাত্বা স্মৃত্বা চ সংসার-সাগরং ত্বং তরিষ্যসি ।
তমেব পূজয়েন্নিত্যং চন্দনাদিভিরিচ্ছয়া।
প্রাপ্নোতি পরমামৃদ্ধিমৈহিকামুষ্মিকীং পরাম্ ।
ত্বয়া পৃষ্টং মহারাজ রামস্য ধ্যানমুত্তমম্।
তত্তে কথিতমেতদ্ বৈ সংসারজলধিং তর ॥৭১

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে
বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, দেবেন্দ্রপূজিত দেব রঘুনাথ, মনোহর মূর্ত্তিতে সেই সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন, তদীয় মনোমুগ্ধকর মুখমণ্ডল যেন পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রকেও ধিক্কার প্রদান করিতেছে এবং ললাটদেশ অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তদীয় মুখমণ্ডল, মকরাকার কুণ্ডলযুগে বিরাজিত, কলেবর কিরীটমণিপ্রভায় রঞ্জিত, এবং মস্তক সুনীল কেশপাশে সুশোভিত হইতেছে। তদীয় মুখবিবরে সুধাকরের কিরণাবলীর ন্যায় দন্তপংক্তি বিরাজমান, ওষ্ঠাধর বিদ্রুমমণিবৎ মনোহর কান্তিময়। ৫৫—৬২। যাহাতে অন্যান্য শাস্ত্রসমন্বিত ঋগাদি বেদচতুষ্টয় নিয়ত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, জবাকুসুমসন্নিভ তাদৃশ মধুময় রসনায় তাঁহার বদনাভ্যন্তর সতত শোভমান হইতেছে। তদীয় দেহ, কম্বুবৎ কমনীয় গ্রীবাদেশদ্বারা সমলঙ্কৃত এবং তদীয় স্কন্ধদ্বয় সিংহস্কন্ধের ন্যায় সমুন্নত ও মাংসল। তাঁহার সুদীর্ঘ বাহুযুগল আজানুলম্বিত, অঙ্গুরীয়কহীরকপ্রভায় উদ্ভাসিত এবং কেয়ূর ও বলয় দ্বারা সুশোভিত। তদীয় সুমনোহর বিশাল বক্ষঃস্থল, লক্ষ্মীবাস শ্রীবৎসাদি বিচিত্র চিহ্নে বিভূষিত, উদরদেশের গঠন অতি সুন্দর, নাভি গম্ভীর, মনোহর কটিদেশ বিরাজিত এবং মণিময় কাঞ্চীতে সবিশেষ সুশোভিত। তিনি পরম সুন্দর সুবিমল উরুযুগল, জানুদ্বয় এবং বজ্র, অঙ্কুশ ও যবরেখাদিচিহ্নিত, যোগিগণের ধ্যেয় সুকোমল চরণযুগলদ্বারা বিরাজমান আছেন। বিপ্রবর! তুমি রামচন্দ্রকে ধ্যান ও স্মরণ করিয়া সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। মানবগণ, প্রতিদিন স্বীয় ইচ্ছানুসারে চন্দনাদিদ্বারা তাঁহার পূজা-করত ঐহিক ও পারত্রিক পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিজরাজ! তুমি যে শ্রীরামের ধ্যানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমাকে সেই উৎকৃষ্টতম ধ্যানের বিষয় কহিলাম, এক্ষণে ঐরূপ ধ্যান করিয়া সংসার-সাগর পার হও। ৫৫—৭১।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু বিপ্রেন্দ্রো লোমশাৎ পরমং মহৎ
পুনঃ পপ্রচ্ছ তমৃষিং সর্ব্বজ্ঞং যোগিনাং বরম্ ॥

আরণ্যক উবাচ।

মুনিশ্রেষ্ঠ বদৈতন্মে পৃচ্ছামি ত্বাং মহামতে।
গুরবঃ কৃপয়া যুক্তা ভাষন্তে সেবকেঽখিলম্ ॥ ২
কোঽসৌ রামো মহাভাগ যো নিত্যং ধ্যায়তে ত্বয়া।
তস্য কানি চরিত্রাণি বদস্ব ত্বং দ্বিজর্ষভ ॥ ৩
কিমর্থমবতীর্ণোঽসৌ কস্মান্মানুষতাং গতঃ।
তৎ সর্ব্বং কথয়াশু ত্বং মম সংশয়নুত্তয়ে ॥ ৪

শেষ উবাচ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মুনেঃ পরমশোভনম্।
লোমশঃ কথয়ামাস রামচরিত্রমদ্ভুতম্ ॥ ৫
লোকান্নিরয়সম্মগ্নান্ জ্ঞাত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
কীর্ত্তিং প্রথয়িতুং লোকে যয়া ঘোরং তরিষ্যতি
এবং জ্ঞাত্বা দয়াবার্দ্ধিঃ পরমেশো মনোহরঃ।
অবতারং চকারাত্র চতুর্দ্ধা স শ্রিয়ান্বিতঃ ॥ ৭
পুরা ত্রেতাযুগে প্রাপ্তে পূর্ণাংশো রঘুনন্দনঃ।
সূর্য্যবংশসমুৎপন্নো রামো রাজীবলোচনঃ ॥৮
স রামো লক্ষ্মণসখঃ কাকপক্ষধরো যুবা।
তাতস্য বচনাত্তৌ তু বিশ্বামিত্রমনুব্রতৌ ॥ ৯
যজ্ঞসংরক্ষণার্থায় রাজ্ঞা দত্তৌ কুমারকৌ।
দান্তৌ ধনুর্দ্ধরৌ বীরৌ বিশ্বামিত্রমনুব্রতৌ ॥১০
পথি প্রব্রজতোস্তাবত্তাড়কা নাম রাক্ষসী।
সঙ্গতা চ বনে ঘোরে তয়োর্বৈ বিঘ্নকারণাৎ ॥
ঋষেরনুজ্ঞয়া রামস্তাড়কাং যমযাতনাম্।
প্রাবেশয়দ্ধনুর্ব্বেদ বিদ্যাভ্যাসেন রাঘবঃ ॥১২
যস্য পাদতলস্পর্শাচ্ছিলা বাসবযোগজা।

একবিংশ অধ্যায়।

সর্পরাজ বলিলেন,—বিপ্রবর আরণ্যক লোমশমুনির নিকট শ্রীরামচন্দ্রের ঈদৃশ উৎকৃষ্টতম মহাধ্যান শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই সর্ব্বজ্ঞ যোগিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! আমি পুনর্ব্বার আপনাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা করিয়া আমায় তদ্বিষয় বলুন। হে মহামতে! গুরুজন দয়াবান্ হইয়া সেবককে সকল বিষয়ই বলিয়া থাকেন। হে মহাভাগ! আপনি প্রতিনিয়ত যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই রাম কে? দ্বিজবর! তাঁহার চরিত্রই বা কি প্রকার, আমায় বলুন। কি জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? এবং কি জন্যই বা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন? আমার এই সংশয় নিবারণার্থ তৎসমুদয় বিষয় আমাকে বলুন। মুনিবর লোমশ, আরণ্যকমুনির এতাদৃশ সুমনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া অদ্ভুত রামচরিত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, বিপ্রবর! অখিল যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, দয়াসাগর পরমেশ্বর জীবগণকে নিরন্তর নিরয়গামী হইতে জানিয়া যাহাতে তাহারা ঘোরনরক হইতে নিস্তার পায়, জগতে এরূপ কীর্ত্তি বিস্তার করিবার নিমিত্ত আপনাকে চারিঅংশে বিভক্ত করিয়া কমলার সহিত মনোহর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। রাজীবলোচন রঘুনন্দন রাম, ইতিপূর্ব্বে বর্ত্তমান ত্রেতা যুগে রঘুবংশে অবতীর্ণ হন, তিনি ভগবান্ হরির পূর্ণাংশ। তদীয় অনুজ লক্ষ্মণ শ্রীরামের পরম সখা ছিলেন। একদা কাকপক্ষধারী যুবা রাম ও লক্ষ্মণ পিতার বাক্যানুসারে বিশ্বামিত্রের অনুগমন করেন। রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষার্থ সেই জিতেন্দ্রিয় মহাধনুর্দ্ধর বীরবর কুমারদ্বয়কে বিশ্বামিত্রহস্তে প্রদান করায় তাঁহারা বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলেন।১—১০। তাঁহারা যখন ভীষণ বনপথে গমন করেন, সেই সময়ে তাড়কানাম্নী কোন রাক্ষসী তাঁহাদিগের বিনাশার্থ তথায় উপস্থিত হয়। অনন্তর রাম বিশ্বামিত্র ঋষির আজ্ঞায় ধনুর্ব্বেদবিদ্যা-শিক্ষাবলে সেই তাড়কাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

অহল্যা গৌতমবধূঃ পুনর্জাতা স্বরূপিণী । ১৩
বিশ্বামিত্রস্য যজ্ঞে তু সুপ্রবৃত্তে রঘূত্তমঃ ।
মারীচঞ্চ সুবাহুঞ্চ জঘান পরমেষুভিঃ । ১৪
ঈশ্বরস্য ধনুর্ভগ্নং জনকস্য গৃহে স্থিতম্ ।
রামঃ পঞ্চদশে বর্ষে ষড়্‌বর্ষামথ মৈথিলীম্ ।১৫
উপযেমে বিবাহেন রম্যাং সীতামযোনিজাম্ ।
কৃতকৃত্যস্তদা জাতঃ সীতাং সম্প্রাপ্য রাঘবঃ ।
ততো দ্বাদশবর্ষাণি রেমে রামস্তয়া সহ ।
সপ্তবিংশতিমে বর্ষে যৌবরাজ্যমকল্পয়ৎ ॥ ১৭
রাজানমথ কৈকেয়ী বরদ্বয়মযাচত ।
তয়োরেকেন রামস্তু সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ১৮
জটাধরঃ প্রব্রজতাং বর্ষাণীহ চতুর্দ্দশ ।
ভরতস্তু দ্বিতীয়েন যৌবরাজ্যাধিপোঽস্তু মে ॥
জানকীলক্ষ্মণসখং রামং প্রব্রাজয়ন্ নৃপঃ ।
ত্রিরাত্রমুদকাহারশ্চতুর্থেঽহ্নি ফলাশনঃ ।
পঞ্চমে চিত্রকূটে তু রামঃ স্থানমকল্পয়ৎ । ২০
অথ ত্রয়োদশে বর্ষে পঞ্চবট্যাং মহামুনে । ২১
রামো বিরূপয়ামাস শূর্পণখাং নিশাচরীম্ ।
বনে বিচরতস্তস্য জানক্যা সহিতস্য চ । ২২
আগতো রাক্ষসস্তাং বৈ হর্ত্তুং পাপবিপাকতঃ ।
ততো মাঘাসিতাষ্টম্যাং মুহূর্ত্তে বৃন্দসংজ্ঞকে ।
রাঘবাভ্যাং বিনা সীতাং জহার দশকন্ধরঃ ।
তেনৈবং হ্রিয়মাণা সা চক্রন্দ কুররী যথা ।২৪
রাম রামেতি মাং রক্ষ রক্ষ মাং রক্ষসা হৃতাম্
যথা শ্যেনঃ ক্ষুধাক্রান্তঃ ক্রন্দন্তীং বর্ত্তিকাং নয়েৎ
তথা কামবশং প্রাপ্তো রাবণো জনকাত্মজাম্
নয়ত্যেবং জনকজাং জটায়ুঃ পক্ষিরাট্ তদা।২৬

দেবরাজের সহবাসজন্য পাষাণভূতা গৌতম-পত্নী অহল্যা যে রামের চরণতলস্পর্শে পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শ্রীরাম, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ আরব্ধ হইলে পরমাস্ত্র দ্বারা মারীচ ও সুবাহু রাক্ষসকে নিপীড়িত করেন। অতঃপর রামচন্দ্র, পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জনকগৃহে হরধনুঃ ভগ্ন করিয়া পরমরূপলাবণ্যবতী ষড়্‌বর্ষীয়া অযোনিজা সীতাদেবীকে যথোক্ত বিবাহবিধি অনুসারে বিবাহ করেন, তৎকালে সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাম কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাদশ বর্ষকাল জনকনন্দিনীর সহিত পরমসুখে বিহার করেন। অনন্তর সপ্তবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজা দশরথ তাঁহার যৌবরাজ্যাভিষেকের কল্পনা করিলেন। তদ্দর্শনে কৈকেয়ী রাজার নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—এক বরে, শ্রীরাম জটাধারণ করত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যে গমন করুন এবং অপর বরে মদীয় ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন, এইরূপ প্রার্থনা করেন; তজ্জন্য নৃপতি দশরথ, সত্য রক্ষার্থে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। শ্রীরাম নির্ব্বাসিত হইয়া তিন দিবস জলমাত্র পান ও চতুর্থ দিনে ফলাহার করিয়া পঞ্চম দিবসে চিত্রকূট পর্ব্বতে বাসস্থান স্থির করিলেন। ১১—১৯। হে মহামুনে! অনন্তর ত্রয়োদশ বর্ষ সময়ে পঞ্চবটীবনে শ্রীরাম, রাক্ষসী শূর্পণখাকে লক্ষ্মণদ্বারা নাসিকা-কর্ণ ছেদন করাইয়া বিকৃতাকার করিয়া দেন। শ্রীরামচন্দ্র জানকীর সহিত বনমধ্যে এইরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে, তদীয় পত্নীকে স্বীয় পাপের পরিণামবশতঃ হরণ করিবার জন্য রাক্ষসরাজ রাবণ তথায় আগমন করে। অনন্তর মাঘমাসের কৃষ্ণাষ্টমীদিনে বৃন্দনামক মুহূর্ত্তে রামলক্ষ্মণের অনুপস্থিতিকালে দশানন সীতাকে হরণ করে। রাবণ যখন সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, সেই সময়ে "হা রাম! আমায় রক্ষা করুন, রাক্ষস আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আমায় রক্ষা করুন" এইরূপ বলিয়া সীতা কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করেন। ক্ষুধাতুর শ্যেনপক্ষী যেমন রোরুদ্যমানা বর্ত্তিকাকে লইয়া যায়, কামাতুর রাবণও সেইরূপ জনকনন্দিনীকে লইয়া গিয়াছিল। তৎকালে রাবণ জানকীকে এইরূপ লইয়া যাইতে থাকিলে পথিমধ্যে পক্ষিরাজ

যুযুধে রাক্ষসেন্দ্রেণ স রাবণহতোঽপতৎ।
মার্গশুক্লনবম্যাং তু বসন্তী রাবণালয়ে। ২৭
সম্পাতির্দ্দশমে মাস আচখ্যৌ বানরেষু তাম্।
একাদশ্যাং মহেন্দ্রাদ্রেঃ পুপ্লুবে শতযোজনম্।
হনুমান্ নিশি তস্যাং তু লঙ্কায়াং পর্য্যকালয়ৎ।
তদ্রাত্রিশেষে সীতায়া দর্শনং হি হনুমতঃ। ২৯
দ্বাদশ্যাং শিংশপাবৃক্ষে হনুমান্ পর্য্যবস্থিতঃ।
তস্যাং নিশায়াং জানক্যা বিশ্বাসায় চ সকথা।
অক্ষাদিভিস্ত্রয়োদশ্যাং ততো যুদ্ধমবর্ত্তত।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ চতুর্দ্দশ্যাং বদ্ধঃ শক্রজিতা কপিঃ। ৩১
বহ্নিনা পুচ্ছযুক্তেন লঙ্কায়া দহনং কৃতম্।
পৌর্ণমাস্যাং মহেন্দ্রাদ্রৌ পুনরাগমনং কপেঃ।৩২
মার্গাসিতপ্রতিপদঃ পঞ্চভিঃ পথি বাসরৈঃ।
পুনরাগত্য ষষ্ঠেঽহ্নি ধ্বস্তং মধুবনং কিল।৩৩
সপ্তম্যাং প্রত্যভিজ্ঞানদানং সর্ব্বনিবেদনম্।
অষ্টম্যুত্তরফল্গুন্যাং মুহূর্ত্তে বিজয়াভিধে। ৩৪
মধ্যং প্রাপ্তে সহস্রাংশৌ প্রস্থানং রাঘবস্য চ
রামঃ কৃত্বা প্রতিজ্ঞাস্তু প্রয়াতো দক্ষিণাং দিশম্
তীর্ত্বাহং সাগরমপি হনিষ্যে রাক্ষসেশ্বরম্।
দক্ষিণাশাং প্রয়াতস্য সুগ্রীবোঽপ্যভবৎ সখা।
বাসরৈঃ সপ্তভিঃ সিন্ধোঃ স্কন্ধাবারনিবেশনম্।
পৌষশুক্লে প্রতিপদস্তৃতীয়া যাবদম্বুধেঃ। ৩৭
উপস্থানং সসৈন্যস্য রাঘবস্য বভূব হ।
বিভীষণশ্চতুর্থ্যাস্তু রামেণ সহ সঙ্গতঃ। ৩৮
সমুদ্রতরণার্থায় পঞ্চম্যাং মন্ত্র উদ্যতঃ।
প্রায়োপবেশনং চক্রে রামো দিনচতুষ্টয়ম্।৩৯

জটায়ু রক্ষসরাজের সহিত বিস্তর যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে রাক্ষসরাজের হস্তে জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হয়। অনন্তর দশম মাসে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লনবমীতে জটায়ুর জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, বানরগণকে বলিয়া দেয় যে, সীতা রাবণালয়ে আছেন। পরে হনুমান্ একাদশীতে মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে লম্ফদ্বারা শত-যোজন বিস্তৃত সাগর পার হইয়া তদ্দিবসীয় রাত্রিকালে লঙ্কায় উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই রাত্রিশেষে সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ হয় এবং দ্বাদশীতে হনুমান্ এক শিংশপাবৃক্ষে অবস্থিত করে। পরে ঐ দিবস রাত্রিকালে জানকীর বিশ্বাসের নিমিত্ত নির্জ্জনে উভয়ের নানা বিষয়ে কথোপকথন হয়, অনন্তর ত্রয়োদশী দিনে রাবণকুমার অক্ষাদির সহিত হনুমানের যুদ্ধ হয়। তৎপরে চতুর্দ্দশীতে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা হনুমান্‌কে বন্ধন করে এবং হনুমানের পুচ্ছে অগ্নি দেওয়ায় সে সেই পুচ্ছাগ্নি দ্বারা লঙ্কা-নগরী দগ্ধ করে। অনন্তর কপিবর হনুমান্ পৌর্ণমাসীতে পুনরায় মহেন্দ্রপর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে কৃষ্ণা পঞ্চমী পর্য্যন্ত পঞ্চ দিবস পথিমধ্যে অতিবাহিত করিয়া ষষ্ঠ দিবসে সুগ্রীবের মধুবন বিধ্বস্ত করে। পরে সপ্তমীতে শ্রীরামের নিকট আসিয়া সীতার প্রত্যভিজ্ঞান দান ও সমুদয় বিষয় নিবেদন করে। অনন্তর পরদিবস উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে, সূর্য্যদেব মধ্যাকাশে উপস্থিত হইলে বিজয়মুহূর্ত্তে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধযাত্রা করেন। যাত্রাকালে তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দক্ষিণদিক্ অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন যে "আমি মহাসাগরকেও অতিক্রম করিয়া রাক্ষসরাজকে সংহার করিব"। অতঃপর তিনি বানররাজ সুগ্রীবের সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন।২১—৩৬। তিনি যে অষ্টমীতে যাত্রা করেন, তৎপরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত সপ্তদিবসে সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। পরে পৌষ মাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে তৃতীয়া পর্য্যন্ত তিন দিবস সসৈন্যে তথায় অবস্থান করেন। তৎপরে চতুর্থীতে রাবণানুজ বিভীষণ শ্রীরামের সহিত মিলিত হয় এবং পঞ্চমীতে শ্রীরামচন্দ্র সাগর উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করেন। অনন্তর রাম,

সমুদ্রাদ্‌বরলাভশ্চ সহোপায়প্রদর্শনম্।
ততো দশম্যামারম্ভস্ত্রয়োদশ্যাং সমাপনম্। ৪০
চতুর্দ্দশ্যাং সুবেলাদ্রৌ রামঃ সৈন্যং ন্যবেশয়ৎ।
পৌর্ণমাস্যা দ্বিতীয়ান্তং ত্রিদিনৈঃ সৈন্যতারণম্॥
তীর্ত্বা তোয়নিধিং রামো বানরেশ্বরসৈন্যবান্।
রুরোধ চ পুরীং লঙ্কাং সীতার্থং সহলক্ষ্মণঃ॥
তৃতীয়াদিদশম্যন্তং নিবেশশ্চ দিনাষ্টকম্।
শুকসারণয়োস্তত্র প্রাপ্তিরেকাদশীদিনে। ৪৩
পৌষাসিতাখ্যদ্বাদশ্যাং সৈন্যসংখ্যানমেব চ।
শার্দ্দূলেন কপীন্দ্রাণাং সহ সারোপবর্ণনম্। ৪৪
ত্রয়োদশ্যা আমাবস্যাং লঙ্কায়াং দিবসৈস্ত্রিভিঃ।
রাবণঃ সৈন্যসংখ্যানাৎ রণোৎসাহং
তদাকরোৎ॥ ৪৫
প্রযযাবঙ্গদো দৌত্যে মাঘশুক্লাদ্যবাসরে।
সীতায়াশ্চ ততো ভর্ত্তুর্মায়ামূর্দ্ধাদিদর্শনম্। ৪৬
মাঘদ্বিতীয়াদিদিনৈঃ সপ্তভির্যাবদষ্টমী।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ যুদ্ধমাসীচ্চ সঙ্কুলম্। ৪৭
মাঘশুক্লনবম্যাস্তু রাত্রাবিন্দ্রজিতা রণে।
রামলক্ষ্মণয়োর্নাগ-পাশবন্ধঃ কৃতঃ কিল। ৪৮
আকুলেষু কপীন্দ্রেষু নিরুৎসাহেষু সর্ব্বশঃ।
নাগপাশবিনাশার্থং দশম্যাং পবনোঽজপৎ। ৪৯
কর্ণে স্বরূপং রামস্য গরুড়াগমনং ততঃ।
একাদশ্যাঞ্চ দ্বাদশ্যাং ধূম্রাক্ষস্য বধঃ কৃতঃ।
ত্রয়োদশ্যাস্তু তেনৈব নিহতঃ কম্পনো রণে।
মাঘশুক্লচতুর্দ্দশ্যা যাবৎ কৃষ্ণাদিবাসরম্। ৫১
ত্রিদিনে তু প্রহস্তস্য নীলেন বিহিতো বধঃ।
মাঘকৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াশ্চতুর্থ্যন্তং ত্রিভির্দ্দিনৈঃ। ৫২
রামেণ তুমুলে যুদ্ধে রাবণো দ্রাবিতো রণাৎ।

ষষ্ঠী হইতে নবমী পর্য্যন্ত দিনচতুষ্টয় সমুদ্র পার হইবার নিমিত্ত সমুদ্রতীরে প্রায়োপবেশন করেন এবং সাগরের নিকট সেতুবন্ধনরূপ পারের উপায় অবগত ও বরপ্রাপ্ত হন। অতঃপর দশমীতে সেতু আরব্ধ এবং ত্রয়োদশীতে সমাপ্ত হয়। পরে চতুর্দ্দশীতে শ্রীরাম সুবেলপর্ব্বতে সৈন্যগণকে সন্নিবেশিত করেন। অনন্তর শ্রীরাম পৌর্ণমাসী হইতে দ্বিতীয়া পর্যান্ত তিন দিবসে সৈন্যগণকে সাগরপার করেন। বানরসেনা-সমন্বিত শ্রীরাম, লক্ষ্মণের সহিত এইরূপে সাগর পার হইয়া সীতার উদ্ধারার্থ লঙ্কাপুরী অবরোধ করিয়াছিলেন। অনন্তর তৃতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত অষ্টদিবস লঙ্কাতে সৈন্যসন্নিবেশ করেন, পরে একাদশীতে রাবণের মন্ত্রিদ্বয় শুক-সারণ তথায় উপস্থিত হয়। অতঃপর রাবণদূত শার্দ্দুল উক্ত পৌষমাসের কৃষ্ণদ্বাদশীতে তথায় আগমনপূর্ব্বক বানরসৈন্যের সংখ্যা এবং রাবণের বলবিক্রমের বিষয় বর্ণন করে। পরে রাবণ, স্বীয় ও পরকীয় সৈন্যসংখ্যা অবগত হইয়া ত্রয়োদশী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিদিবস যুদ্ধের উদ্‌যোগ করে। অনন্তর মাঘমাসের শুক্লপ্রতিপদে শ্রীরামদূত অঙ্গদ, রাবণসন্নিধানে উপস্থিত হয়। পরে রাবণ সীতাদেবীকে মায়াবলে তদীয় ভর্ত্তা শ্রীরামের ছিন্ন-মস্তকাদি দর্শন করায়। তৎপরে উক্ত মাঘমাসের দ্বিতীয়াদি অষ্টমী পর্য্যন্ত সপ্তদিবস রাক্ষস ও বানরগণের সঙ্কুল যুদ্ধ হয়। অনন্তর উক্ত মাঘমাসের শুক্লনবমীতে রাত্রিকালে ইন্দ্রজিৎ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশাস্ত্র দ্বারা বন্ধন করে। তাহাতে সমুদয় কপীন্দ্রগণ ব্যাকুল ও নিরুৎসাহ হইলে পরদিন দশমীতে পবনদেব নাগ-পাশ-বিনাশার্থ শ্রীরামের কর্ণমূলে তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করেন। পরে একাদশীতে গরুড় তথায় আগমন করেন; তৎপরে দ্বাদশীতে শ্রীরামকরে ধূম্রাক্ষ ও ত্রয়োদশীতে রণস্থলে কম্পন নামক রাক্ষস নিহত হয়। ৩৭—৫০। অনন্তর উক্ত মাঘমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী হইতে কৃষ্ণা প্রতিপদ্ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় সংগ্রাম করিয়া বানরবর নীল, প্রহস্ত-রাক্ষসের বিনাশ সাধন করে। তৎপরে উক্ত মাঘমাসের, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া হইতে চতুর্থী-পর্য্যন্ত দিবসত্রয় রাম-রাবণের তুমুল সংগ্রাম

পঞ্চম্যা অষ্টমীং যাবদ্রাবণেন প্রবোধিতঃ ॥৫৩
কুম্ভকর্ণস্তদা চক্রেঽভ্যবহারং চতুর্দ্দিনে।
কুম্ভকর্ণো দিনৈঃ ষড়ুভির্নবম্যাস্তু চতুর্দ্দশীম্ ॥ ৫৪
রামেণ নিহতো যুদ্ধে বহুবানরভক্ষকঃ।
অমাবস্যাদিনে শোকাদবহারো বভূব হ ॥ ৫৫
ফাল্গুনাদিপ্রতিপদশ্চতুর্থ্যন্তচতুর্দ্দিনৈঃ।
বিসন্তপ্রভৃতয়ো নিহতাঃ পঞ্চরাক্ষসাঃ ॥ ৫৬
পঞ্চম্যাঃ সপ্তমীং যাবদতিকায়বধস্তথা।
অষ্টমীং দ্বাদশীং যাবন্নিহতৌ দিনপঞ্চকাৎ ॥৫৭
নিকুম্ভকুম্ভাবুর্দ্ধস্ত মকরাক্ষস্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ।
ফাল্গুনাসিতদ্বিতীয়ায়াং দিনে শক্রজিতা
জিতম্ ॥ ৫৮
তৃতীয়াদিসপ্তম্যন্তং দিনপঞ্চকমেব চ।
ঔষধ্যানয়নব্যগ্রাদবহারো বভূব হ ॥ ৫৯
ততস্ত্রয়োদশীং যাবদ্দিনৈঃ পঞ্চভিরিন্দ্রজিৎ।
লক্ষ্মণেন হতো যুদ্ধে প্রখ্যাতবলপৌরুষঃ ॥৬০
চতুর্দ্দশ্যাং দশগ্রীবো দীক্ষাং প্রাপাবহারতঃ।
অমাবস্যাদিনে প্রায়াদ্‌যুদ্ধায় দশকন্ধরঃ ॥ ৬১
চৈত্রশুক্লপ্রতিপদঃ পঞ্চমীং দিনপঞ্চকৈঃ।
রাবণে যুধ্যমানে তু প্রচুরো রক্ষসাং বধঃ ॥৬২
চৈত্রষষ্ঠ্যাষ্টমীং যাবন্মহাপার্শ্বাদিমারণম্।
চৈত্রশুক্লনবম্যাস্তু সৌমিত্রেঃ শক্তিভেদনম্ ॥
কোপাবিষ্টেন রামেণ দ্রাবিতো দশকন্ধরঃ।
দ্রোণাদ্রিমাঞ্জনেয়েন লক্ষ্মণার্থমুপাহৃতঃ ॥ ৬৪
দশম্যামবহারোঽভূদ্রামযুদ্ধে তু রক্ষসাম্।
একাদশ্যান্তু রামায় রথো মাতলিসারথিঃ ॥
প্রেরিতো বাসবেনাজাবর্পয়ামাস ভক্তিতঃ।

হয়; ঐ সংগ্রামে রামভয়ে রাবণ রণস্থল হইতে পলায়ন করে। অনন্তর পঞ্চমী হইতে অষ্টমীপর্য্যন্ত চারিদিন যথাসাধ্য চেষ্টায় রাবণ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করে এবং ঐ অষ্টমীতে কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া প্রভূত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে থাকে। তৎপরে নবমী হইতে চতুর্দ্দশীপর্য্যন্ত ছয়দিবস যুদ্ধ করিয়া শ্রীরামকরে নিহত হয়। ঐ কুম্ভকর্ণ সমরাঙ্গনে অসংখ্য বানর ভক্ষণ করিয়াছিল, কুম্ভকর্ণের শোকে তৎপরদিন অমাবস্যাতে যুদ্ধ স্থগিত থাকে। ৫১—৫৫। অতঃপর ফাল্গুনমাসীয় শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে চতুর্থীপর্য্যন্ত চারিদিনের যুদ্ধে বিসন্ত প্রভৃতি প্রধান পঞ্চ রাক্ষস নিহত হয়। পরে পঞ্চমী হইতে সপ্তমীপর্য্যন্ত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে অতিকায় এবং অষ্টমী হইতে দ্বাদশীপর্য্যন্ত পঞ্চদিবস যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নিকুম্ভ ও কুম্ভ প্রাণত্যাগ করে। তৎপরে তিনদিবসের মধ্যে মকরাক্ষের মৃত্যু হয়; অবশেষে ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়াতে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে জয়লাভ করে। ঐ কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া হইতে সপ্তমীপর্য্যন্ত পঞ্চদিবস ঔষধি আনয়নার্থ শ্রীরামসৈন্যের যুদ্ধ স্থগিত ছিল। অনন্তর ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যুদ্ধ হয় এবং ঐ যুদ্ধেই লক্ষ্মণ, সেই বিখ্যাতবল-পৌরুষশালী ইন্দ্রজিৎকে সংহার করেন। তৎপরবর্ত্তী চতুর্দ্দশীতে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য রাবণ মন্ত্রিগণের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয় এবং পরদিন অমাবস্যাতে যুদ্ধার্থ যাত্রা করে। পরে চৈত্রমাসের শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসে রাবণের সহিত শ্রীরামের ঘোরতর সংগ্রাম হওয়ায় বহু রাক্ষসের বিনাশ হয়। অনন্তর চৈত্রমাসের শুক্লষষ্ঠী হইতে অষ্টমীপর্য্যন্ত দিবসত্রয়ে মহাপার্শ্বাদির নিপাত হয় এবং তৎপরদিন শুক্লনবমীতে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হন। অনন্তর রাম নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দশাননকে রণস্থল হইতে বিদূরিত করেন এবং অঞ্জনানন্দন হনূমান্‌কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের নিমিত্ত দ্রোণশৈল আনীত হয়। ৫৬—৬৪। তৎপরবর্ত্তী দশমীদিনে শ্রীরামের সহিত যুদ্ধে রাক্ষসগণ বিশ্রাম গ্রহণ করে। পরে একাদশীতে দেবরাজ শ্রীরামের নিমিত্ত সারথি মাতলির সহিত স্বীয় রথপ্রেরণ করেন এবং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মাতলি শ্রীরামকে ভক্তিভাবে তাহা অর্পণ

কোপবানথ দ্বাদশ্যা যাবৎ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীম্ । ৬৩
অষ্টাদশদিনে রামো রাবণং দ্বৈরথেঽবধীৎ ।
সংগ্রামে তুমুলে জাতে রামো জয়মবাপ্তবান্ ॥
মাঘশুক্লদ্বিতীয়ায়াশ্চৈত্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশীম্ ।
সপ্তাশীতিদিনান্যেব মধ্যং পঞ্চদশাহকম্ । ৬৮
যুদ্ধাবহারঃ সংগ্রামো দ্বাসপ্ততিদিনান্যভূৎ ।
সংস্কারো রাবণাদীনামমাবাস্যাদিনেঽভবৎ ॥
বৈশাখাদিতিথৌ রাম উবাস রণভূমিষু ।
অভিষিক্তো দ্বিতীয়ায়াং লঙ্কারাজ্যে বিভীষণঃ
সীতা শুক্লতৃতীয়ায়াং দেবেভ্যো বরলম্ভনম্ ।
হত্বাচিরেণ লঙ্কেশং লক্ষ্মণাগ্রজ এব সঃ ॥ ৭১
গৃহীত্বা জানকীং পুণ্যাং দুঃখিতাং রাক্ষসেন তু
আদায় পরয়া প্রীত্যা জানকীং স ন্যবর্ত্তত ।৭২
বৈশাখস্য চতুর্থ্যান্তু রামঃ পুষ্পকমাশ্রিতঃ ।

করেন। অনন্তর কোপাবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র শুক্লদ্বাদশী হইতে রাবণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবস কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে রাবণকে সংহার করেন। শ্রীরামচন্দ্র সেই তুমুল সংগ্রামেও এইরূপে জয়ী হন; বিপ্রবর! মাঘমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আর চৈত্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী এই সপ্তাশীতি দিবসে উহা শান্তি পায়, মধ্যে পঞ্চদশ দিবসমাত্র যুদ্ধ নিবৃত্ত ছিল, অপর দ্বিসপ্ততি দিবস যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে অমাবস্যাতে রাবণাদির সংকার হয়। অনন্তর বৈশাখমাসের প্রথম তিথি শুক্লপ্রতিপদে শ্রীরাম রণ-ভূমিতেই বাস করেন, পরে দ্বিতীয়াতে বিভীষণ শ্রীরামকর্ত্তৃক লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হয়। পরদিবস শুক্লতৃতীয়াতে সীতা দেবগণের নিকট বর প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মণাগ্রজ রাম এইরূপে অচিরকালমধ্যে লঙ্কেশ্বরকে সংহারপূর্ব্বক রাক্ষসপীড়িতা পবিত্রহৃদয়া জানকীকে পরমপ্রীতি-সহকারে গ্রহণ করিয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত হন ।৬৫—৭২। অনন্তর পরদিন উক্ত বৈশাখমাসীয় শুক্লচতুর্থীতে শ্রীরামচন্দ্র

বিহায়সা নিবৃত্তস্তু ভূয়োঽযোধ্যাং পুরীং প্রতি
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং মাধবস্য তু ।
ভারদ্বাজাশ্রমে রামঃ সগণঃ সমুপাবিশৎ । ৭৪
নন্দিগ্রামে তু ষষ্ঠ্যাং স ভরতেন সমাগতঃ ।
সপ্তম্যামভিষিক্তোঽসৌ ভূয়োঽযোধ্যাং রঘূদ্বহঃ
দশৈকাধিকমাংসাংশ্চতুর্দ্দশাহানি মৈথিলী ।
উবাস রামরহিতা রাবণস্য নিবেশনে । ৭৬
দ্বিচত্বারিংশবর্ষে তু রামো রাজ্যমকারয়ৎ ।
সীতায়াশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বৎসরাণি তদাভবন্ ।৭৭
স চতুর্দ্দশবর্ষান্তে প্রবিশ্য স্বাং পুরীং প্রভুঃ ।
অযোধ্যায়াং সমুদিতো রামো রাবণহারণঃ ।৭৮
ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তত্র রামো রাজ্যমথাকরোৎ ।
রাজ্যং প্রকুর্ব্বতস্তস্য পুরোধা বদতাং বরঃ ।৭৯
অগস্ত্যঃ কুম্ভসম্ভূতিস্তমাগন্তা রঘোঃ পতিম্ ।
তদ্বাক্যাদ্রঘুনাথোঽসৌ করিষ্যতি হয়ক্রতুম্ ।

পুষ্পকে আরোহণপূর্ব্বক আকাশপথদ্বারা অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। পরে পূর্ণ চতুর্দ্দশবর্ষে বৈশাখমাসের শুক্লপঞ্চমীতে শ্রীরামচন্দ্র অনুচরগণের সহিত ভারদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হন। অনন্তর সেই রঘুবর ষষ্ঠীতে নন্দিগ্রামে ভরতের সহিত মিলিত হন এবং পরে সপ্তমীতে পুনরায় অযোধ্যায় অভিষিক্ত হন। মৈথিলী রামবিযুক্তা হইয়া রাবণগৃহে একাদশ মাস ও চতুর্দ্দশ দিবস বাস করিয়াছিলেন। শ্রীরাম, দ্বিচত্বারিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন; তৎকালে সীতার বয়ঃক্রম ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর হইয়াছিল ।৭৩—৭৭। রাবণারি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র এইরূপে চতুর্দ্দশবর্ষান্তে স্বীয় রাজধানীতে প্রবেশপূর্ব্বক অযোধ্যা-প্রদেশে সমুদিত হন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া অদ্যাপি সানন্দে রাজ্য তাঁহার এই রাজ্য-শাসনকালের মধ্যে কোন সময়ে বাগ্মিপ্রবর পুরোহিত, কুম্ভোদ্ভব অগস্ত্যমুনি সেই রঘুনাথের নিকট উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহারই কথানুসারে রঘুপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ করি-

তস্যাগমিষ্যতি হয় আশ্রমে তব সুব্রত।
তস্য যোধাঃ প্রমুদিতা আয়াস্যন্তি তবাশ্রমে ॥৮১
তেষামগ্রে রামকথাঃ করিষ্যসি মনোহরাঃ।
তৈঃ সাকং ত্বমযোধ্যায়াং গন্তাসি ত্বং দ্বিজর্ষভঃ
দৃষ্ট্বা রামমযোধ্যায়াং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্‌।
তৎক্ষণাদেব সংসার-ব্যাধিনিস্তারবান্‌ ভব।
ইত্যুক্ত্বা মাং মুনিবরো লোমশঃ সর্ব্ববুদ্ধিমান্‌।
উবাচ তে কিং প্রষ্টব্যং তদাহমবদং হিতম্‌ ॥৮৪
জ্ঞাতং ত্বৎকৃপয়া সর্ব্বং রামচারিত্রমদ্ভুতম্‌।
ত্বৎপ্রসাদাদবাপ্স্যেঽহং রামস্য চরণাম্বুজম্‌ ॥৮৫
ময়া নমস্কৃতঃ পশ্চাজ্জগাম স মুনীশ্বরঃ।
তৎপ্রসাদান্ময়া প্রাপ্তং রামস্য চরণার্চ্চনম্‌ ॥৮৬
সোঽহং স্মরামি রামস্য চরণাব্বহং মুহুঃ।
গায়ামি তস্য চারিত্রং মুহুর্মুহুরতন্দ্রিতঃ ॥ ৮৭
পাবয়ামি জনানস্মান্‌ গানেন পাপহারিণা।
স্মরামি তন্মুনের্ব্বাক্যং স্মারংস্মারং তদীক্ষয়া।
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহংসভাগ্যোঽহংমহীতলে
রামচন্দ্রপদাম্ভোজ-দিদৃক্ষা মে ভবিষ্যতি ॥ ৮৯
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রামো ভজনীয়ো মনোহরং।
বন্দনীয়ো হি সর্ব্বেষাং সংসারাব্ধিতিতীর্ষয়া ॥৯০
তস্মাদ্যুয়ং কিমর্থং বৈ প্রাপ্তাঃ কো বা
নরাধিপঃ।
যাগং করোতি ধর্ম্মাত্মা হয়মেধং মহাক্রতুম্‌ ॥৯১
তৎসর্ব্বং কথয়ত্বত্র যান্তু বাহস্য পালনে।
স্মরন্তু রঘুনাথাঙ্ঘ্রিং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃপুনঃ ॥৯২
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মুনের্ব্বিস্ময়মাগতাঃ।
রঘুনাথং স্মরন্তস্তে প্রোচুরারণ্যকং মুনিম্‌ ॥৯৩

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধ একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বেন। হে সুব্রত! তাঁহার সেই যজ্ঞিয় অশ্ব ও সৈন্যগণ সানন্দে তোমার আশ্রমে উপস্থিত হইবে। হে দ্বিজবর! পরে তুমি তাহাদিগের নিকট শ্রীরামের মনোহর পূর্ব্ব-চরিত কীর্ত্তন করিবে এবং তাঁহাদিগের সহিত অযোধ্যায় যাইবে। তৎপরে অযোধ্যানগরে, পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামকে অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ তুমি সংসার-সাগর হইতে নিস্তার লাভ করিবে। সর্ব্বা-পেক্ষা বুদ্ধিশালী মুনিবর লোমশ আমাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় বলিলেন, ‘তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে?” তখন আমি সেই হিতাকাঙ্ক্ষীকে কহিলাম,—আমি আপনার কৃপায় অদ্ভুত সমুদয় রামচরিত্রই শ্রবণ করিলাম এবং আপনারই প্রসাদে শ্রীরামের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইব। অতঃপর সেই মুনিবরকে আমি প্রণাম করিলাম; তিনিও অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। আমি তাঁহারই প্রসাদে শ্রীরামের পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিতে শিক্ষা করিয়াছি। সেই আমি তদবধি নিরলসভাবে নিরন্তর শ্রীরামের চরণ যুগল স্মরণ এবং মুহুর্মুহু তদীয় গুণগান করিয়া থাকি। আমি মনোমোহন তাঁহার গুণগানদ্বারা অপর জনগণকেও পবিত্র করিয়া থাকি এবং পুনঃপুনঃ সেই মুনিবাক্য স্মরণ করিয়া শ্রীরামের দর্শন পাইব বলিয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হই। এই মহীমণ্ডলে আমিই ভাগ্যবান, আমিই কৃতকৃত্য ও আমিই ধন্য, কারণ অচিরে আমার শ্রীরামের চরণারবিন্দ দর্শনাভিলাষ সফল হইবে। সেই মহামুনির বাক্যানুসারে সকলেরই সংসারসাগর পার হইবার নিমিত্ত সেই মোহনমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা ও বন্দনা করা উচিত এবং তজ্জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, রঘুবংশীয় কোন্‌ মহাত্মা নরাধিপ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন? এবং তোমরাই বা কি অভিপ্রায়ে মদীয় আশ্রমে আগত হইয়াছ? এক্ষণে আমায় তৎসমুদয় বিষয় বল এবং রঘুনাথের চরণ-যুগল স্মরণ করিতে থাক, আর তাঁহাকেই পুনঃপুনঃ স্মরণপূর্ব্বক অশ্বরক্ষার্থ যথেচ্ছ গমন কর।’ সেই অশ্বরক্ষক জনগণ আরণ্যকমুনির এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া রঘুনাথকে স্মরণ

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

তে পৃষ্টা মুনিবর্য্যেণ রামচারিত্রমুত্তমম্।
ধন্যং সভাগ্যং মন্বানাঃ প্রোচুরাত্মানমাদরাৎ ॥১
জনা উচুঃ।
পবিত্রিতা বয়ং সর্ব্বে দর্শনেন তবাধুনা।
যদ্রামকথয়াস্মান্ বৈ পাবয়স্ত্বধুনা জনান্ ॥ ২
শৃণুষ্ব বচনং তথ্যং ভবন্ ব্রহ্মর্ষিসত্তম।
ত্বয়া পৃষ্টং যদস্মভ্যং. সর্ব্বং তৎকথয়াম বৈ ॥ ৩
অগস্ত্যবাক্যচ্ছ্রীরামো বিপ্রহত্যাপনুত্তয়ে।
যাগং করোতি সুমহান্ সর্ব্বসম্ভারসম্ভৃতম্ ॥৪
তং পালয়ানাঃ সর্ব্বে বৈ ত্বদাশ্রমমুপাগতাঃ।
অশ্বেন সহিতা বিপ্র তজ্জানীহি মহামতে ॥ ৫
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মনোহারি রসায়নম্।
অত্যন্তং হর্ষমাপেদে ব্রাহ্মণো রামভক্তিমান্ ॥৬
অদ্য মে ফলিতো বৃক্ষো মনোরথশ্রিয়ান্বিতঃ।
অদ্য মে জননী মাং যৎ সুষুবে তদভূদৃতম্ ॥৭
অদ্য রাজ্যং ময়া প্রাপ্তং কণ্টকৈশ্চ বিবর্জ্জিতম্
অদ্য কোশাঃ সুসম্পন্না অদ্য দেবাঃ সুতো-
ষিতাঃ ॥৮
অগ্নিহোত্রফলং ত্বদ্য প্রাপ্তং মে হবিষা হুতম্।
যদ্দ্রক্ষ্যে রামচন্দ্রস্য চরণাম্ভোরুহোর্যুগম্ ॥৯
যো নিত্যং ধ্যায়তে স্বান্তে অযোধ্যায়াঃ
পতিঃ প্রভুঃ।
স মে দৃগ্গোচরো নূনং ভবিষ্যতি মনোহরঃ ॥
হনূমান্ মাং সমালিঙ্গ্য প্রক্ষ্যতে কুশলং মম।
ভক্তিং মে মহতীং দৃষ্ট্বা তোষংপ্রাপ্স্যতিসত্তমঃ

করত মুনিবরকে যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিল। ১৮—৯৩।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—সেই জনগণ, মুনিবর কর্ত্তৃক শ্রীরামের সুমহৎ কার্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া স্ব স্ব আত্মাকে ধন্য ও সৌভাগ্যশালী মনে করত সাদরে কহিল,—মুনে! আপনি যখন অধুনা এই জনগণকে রামকথায় পবিত্র করিতেছেন, তখন এক্ষণে আমরা সকলে ভবদীয়দর্শনে নিষ্পাপ হইলাম। হে ব্রহ্মর্ষিসত্তম! সত্য কথা শ্রবণ করুন, আপনি আমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তৎসমুদয় বলিতেছি। পরম-মাহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রই ব্রহ্মহত্যা পাপের শান্তির নিমিত্ত অগস্ত্যমুনির বাক্যানুসারে সর্ব্বোপকরণ-সম্পন্ন অশ্বমেধ যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে মহামতে বিপ্রবর! আমরা সকলে তাঁহারই যজ্ঞির অশ্বকে রক্ষা করত সেই অশ্বের সহিত আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীরামভক্ত দ্বিজবর আরণ্যক জনগণমুখে রসায়ন স্বরূপ এবংবিধ মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন,—অদ্য আমার মনোরথ-বৃক্ষ ফলিত হইয়া পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিল, মদীয় জননী যে আমায় প্রসব করিয়াছিলেন অদ্য তাহা সার্থক হইল। অদ্য আমি অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইলাম, অদ্য আমার অতুল ঐশ্বর্য্য হইল এবং আমা দ্বারা দেবগণ সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। অহো! আমি যখন শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল নিরীক্ষণ করিতে পাইব, তখন, এতকাল যে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছি, অদ্য আমি সেই অগ্নিহোত্রের ফল প্রাপ্ত হইলাম। অযোধ্যাধিপতি যে প্রভুকে আমি এতকাল নিরন্তর মনোমধ্যে ধ্যান করিতেছি, অধুনা সেই মোহনমূর্ত্তি শ্রীরাম নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন। নিশ্চয়ই পরম সাধু হনূমান্ আমায় আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন এবং নিশ্চয়ই তিনি শ্রীরামের প্রতি মদীয় মহতী ভক্তি দর্শনে

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য হনূমান্ কপিসত্তমঃ।
জগ্রাহ পাদযুগলং মুনেরারণ্যকস্য হ। ১৩
স্বামিন্ হনূমান্ বিপ্রর্ষে সেবকোঽহং পুরঃস্থিতঃ
জানীহি রামদাসস্য রেণুকল্পং মুনীশ্বর। ১৩
ইত্যুক্তবতি তস্মিন্ বৈ মুনিঃ পরমহর্ষিতঃ।
আলিলিঙ্গ হনূমন্তং রামভক্ত্যা সুশোভিতম্॥
উভৌ প্রেমবিনির্ভিন্নাবুভাবপি সুধাপ্লুতৌ।
স্থগিতৌ চিত্রলিখিতাবিব তত্র বভূবতুঃ।১৫
উপবিষ্টৌ কথাস্তস্য চক্রতুঃ সুমনোহরাঃ।
রঘুনাথপদাম্ভোজ-প্রীতিনির্ভরমানসৌ।১৬
হনূমাংস্তমুবাচেদং বচো বিবিধশোভনম্।
আরণ্যকং মুনিবরং রামাঙ্ঘ্রিধ্যাননির্বৃতম্।
স্বামিন্নয়ং দশরথ-কুলহীরাঙ্কুরো মহান্।
রামভ্রাতা মহাশূরঃ শত্রুঘ্নঃ প্রণমত্যসৌ। ১৮
লবণো যেন নিহতঃ সর্বলোকভয়ঙ্করঃ।
কৃতাশ্চ সুখিনঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ সুতপোধনাঃ।১৯
এষ পুষ্কলনামা ত্বাং নমত্যুদ্ভটসেবিতঃ।
যেনাধুনা মহাবীরা জিতাঃ সমরমণ্ডলে। ২০
জানীহ্যেতং বহুগুণং রামামাত্যং মহাবলম্।
প্রাণপ্রিয়ং রঘুপতেঃ সর্বজ্ঞং ধর্ম্মকোবিদম্।২১
সুবাহুরয়মত্যুগ্রো বৈরিবংশদবানলঃ।
রামপাদাব্জরোলম্বো নমতি ত্বাং মহাযশাঃ।২২
সুমদোঽহপ্যেষ পার্ব্বত্যা দত্তরামাঙ্ঘ্রিসেবয়া।
প্রাপ্তোঽধুনা স্বসংসার-বার্দ্ধিনিস্তরণং মহান্।
সত্যবান্ রামমশ্বং যঃ প্রাপ্তমাকৃত্য সেবকাৎ।
রাজ্যং নিবেদয়ামাস স ত্বাং প্রণমতি ক্ষিতৌ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য সমালিঙ্গনমাদরাৎ।

সন্তুষ্ট হইবেন। কপিবর হনূমান ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আরণ্যকমুনির পাদযুগল ধারণপূর্ব্বক কহিলেন,—হে স্বামিন্! হে বিপ্রর্ষে। এই আমিই সেই শ্রীরামসেবক হনূমান, মুনীশ্বর! আমাকে শ্রীরামের কিঙ্করগণমধ্যে রেণুকল্প জানিবেন। ১—১৩। হনূমান্ এইরূপ কহিলে মুনিবর আরণ্যক পরম আনন্দিত হইয়া রামভক্তি-সুশোভিত হনূমান্‌কে আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে উভয়েই প্রেমরসে বিভোর এবং উভয়েই যেন সুধারসে পরিব্যাপ্ত হইয়া তথায় কিয়ৎকাল যেন চিত্র-লিখিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থিত রহিলেন। পরে উভয়ে উপবিষ্ট ও রঘুনাথের শ্রীচরণারবিন্দ-প্রেমে পরিপূর্ণহৃদয় হইয়া শ্রীরাম সম্বন্ধে নানাবিধ অতিমনোহর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হনূমান্, শ্রীরামের ধ্যানে বিভোর মুনিবর আরণ্যককে এইরূপ পরম শোভন বাক্য বলিলেন,—স্বামিন্! যিনি এই আপনাকে প্রণাম করিতেছেন, ইনি শ্রীরামের ভ্রাতা এবং মহাত্মা মহাবীর ও দশরথকুলের হীরকখণ্ডস্বরূপ, ইঁহার নাম শত্রুঘ্ন। ইনিই, সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর লবণাসুরকে নিহত করিয়া সমুদয় তপোধন মুনিবৃন্দকে সুখী করিয়াছেন। অপর এই ব্যক্তি যে আপনাকে নমস্কার করিতেছেন, ইঁহার নাম পুষ্কল, মহা মহাবীরগণ ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন, ইতিপূর্ব্বেই ইনি সমরক্ষেত্রে মহা মহাবীরবৃন্দকে পরাজয় করিয়াছেন। এই যে ব্যক্তি, প্রণাম করিলেন, ইঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, ধর্ম্মকোবিদ, মহাবল ও বহুগুণশালী শ্রীরামের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় অমাত্য জানিবেন। এই যে মহা প্রতাপশালী ব্যক্তি, আপনাকে নমস্কার করিতেছেন, ইঁহার নাম সুবাহু, ইনি বৈরিবংশরূপ মহাকাননের দাবানল এবং শ্রীরামের চরণারবিন্দের ভ্রমরস্বরূপ ও মহাযশস্বী। এই যে ব্যক্তিকে দেখিতেছেন, ইনি অতিমহাত্মা, ইঁহার নাম সুমদ, ভগবতী পার্ব্বতী ইঁহাকে শ্রীরামের চরণসেবার উপদেশ দেওয়ায় ইনি এক্ষণে তৎকার্য্যফলে সংসার-সাগর হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই যে ব্যক্তি, ক্ষিতিতলে আপনাকে প্রণাম করিতেছেন, ইঁহার নাম সত্যবান্, ইনি সেবকগণের প্রমুখাৎ শ্রীরামের যজ্ঞিয় অশ্ব আসিয়াছে শুনিয়াই শ্রীরামচরণে স্বীয় সমুদয় রাজ্য উৎসর্গ করিয়াছেন।১৪—২৪। হনূমানের মুখে

চকারারণ্যকঋষিঃ স্বাগতং ফলকাদিনা ॥ ২৫
তে হৃষ্টাস্তত্র বসতিং চক্রুর্মুনিবরাশ্রমে।
প্রাতর্নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা রেবায়াং তে মহোদ্যমাঃ
নরযানমথারোপ্য সেবকৈঃ সহিতং মুনিম্‌।
শত্রুঘ্নঃ প্রাপয়ামাসাযোধ্যাং রামকৃতালয়াম্‌ ॥
স দূরান্নগরীং দৃষ্ট্বা সূর্য্যবংশনৃপোষিতাম্‌।
পদাতিরভবদ্বেগাদ্রঘুনাথদিদৃক্ষয় ॥ ২৮
সম্প্রাপ্য নগরীং রম্যামযোধ্যাং জনশোভি-
তাম্‌।
মনোরথসহস্রেণ সংরূঢ়ো রামদর্শনে ॥ ২৯
দদর্শ তত্র সরযূ-তীরে মণ্ডপশোভিতে।
রামং দূর্ব্বাদলশ্যামং কঞ্জকান্তিবিলোচনম্‌ ॥৩০
মৃগশৃঙ্গং কটৌ রম্যং ধারয়ন্তং শ্রিয়ান্বিতম্‌।
ঋষিবৃন্দৈর্ব্যাসমুখ্যৈর্বৃতং শূরৈঃ সুসেবিতম্‌ ॥
ভরতেন সুমিত্রায়াস্তনুজেন পরীবৃতম্‌।
দদতং দীনসঙ্ঘেভ্যো দানানি প্রার্থিতানি তম্‌
বিলোক্যারণ্যকাহ্বোঽসৌ কৃতার্থ ইত্যমন্যত
মল্লোচনে পদ্মদল-সমানে রামলোককে ॥ ৩৩
অদ্য মে সর্ব্বশাস্ত্রস্য জ্ঞাতৃত্বং বহু সার্থকম্‌।
যেন শ্রীরামমাজ্ঞায় প্রাপ্তোঽযোধ্যাং পুরী-
মিমাম্‌ ॥ ৩৪

ইত্যেবমাদিবচনানি বহূনি হৃষ্টো
রামাঙ্ঘ্রিদর্শনসুহর্ষিতগাত্রশোভী।
প্রায়াদ্রমেশ্বরসমীপমগম্যমন্যৈ-
র্যোগেশ্বরৈরপি বিচারপরৈঃ সুদূরম্‌ ॥৩৫
ধন্যোঽহমদ্য রামস্য চরণাবীক্ষগোচরৌ।
করিষ্যামি বচো রম্যং বদন্‌ রামমবেক্ষয়ন্‌ ॥৩৬
বামোঽপি বাডবশ্রেষ্ঠ জ্বলন্তং স্বেন তেজসা।

এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আরণ্যক ঋষি সাদরে সকলকে আলিঙ্গন ও স্বাগত-প্রশ্ন-পূর্ব্বক ফলাদিদানে তাঁহাদের আতিথ্য করিলেন। তাঁহারা সকলেই সানন্দ চিত্তে তদ্দিবস সেই মুনিবরের আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকালে রেবানদীতে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। অনন্তর শত্রুঘ্ন,সেই মুনিবরকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া কতিপয় সেবক-সমভিব্যাহারে শ্রীরামের অধিষ্ঠিত অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। অতঃপর মুনিবর আরণ্যক দূর হইতে সূর্য্যবংশীয় নৃপবর রামচন্দ্রের অধিষ্ঠিত অযোধ্যা নগরী দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীরামের দর্শনাভিলাষে পদব্রজে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর শ্রীরামদর্শনে অসীমাভিলাষী সেই মুনিবর বিবিধ-জনসমূহশোভিত রমণীয় অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—সরযূতীরে সুরম্য মণ্ডপ-মধ্যে পদ্মপলাশলোচন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন; কটিদেশে রমণীয় মৃগশৃঙ্গ ধারণ করায় তাঁহার পরম সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তিনি ব্যাসাদি ঋষিবৃন্দে পরিবৃত আছেন এবং শূরগণকর্তৃক সুসেবিত হইতেছেন। ২৫—৩১। তাঁহার উভয় পার্শ্বে ভরত ও লক্ষ্মণ, তিনি দীন-দরিদ্রসমূহকে তাঁহাদের প্রার্থিত বস্তু-নিচয় প্রদান করিতেছেন। মুনিবর আরণ্যক তাদৃশ শ্রীরামচন্দ্রকে বিলোকনপূর্ব্বক মনে করিলেন, আজ যখন রামরূপ দর্শন করিলাম, তখন আমার এই পদ্মদলবৎ বিশাল লোচনদ্বয় সার্থক হইল। আমি যে জ্ঞাননিবন্ধন শ্রীরামকে পরমার্থরূপে অবগত হইয়া এই অযোধ্যাপুরী আসিয়াছি, আজ আমার সেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান সার্থক হইল। মুনিবর আরণ্যক শ্রীরামদর্শনে রোমাঞ্চিতকলেবর ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে মনে ইত্যাদি নানাপ্রকার বাক্য বলিতে বলিতে যিনি তার্কিকগণের তর্কের অতীত এবং অন্যান্য পরম যোগিগণেরও অগম্য সেই রমানাথ শ্রীরামের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন বিবেচনা করিলেন, আমি যখন আজ শ্রীরামমূর্ত্তি দর্শন করত রমণীয় অভীষ্ট বাক্য বলিতে বলিতে শ্রীরামের চরণযুগল দৃষ্টিগোচর করিব, তখন আমিই ধন্য। ৩২—৩৬। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রও স্বীয় তেজঃপ্রভায় দেদীপ্যমান সাক্ষাৎ

তপোমূর্ত্তিধরং বীক্ষ্য প্রত্যুত্থানমথাকরোৎ ॥
রামচন্দ্রস্তস্য পাদৌ সুচিরং নতবান্ মহান্।
ব্রহ্মণ্যদেব পাবিত্র্যং কৃতমদ্য তনোর্মম ॥ ৩৮
ইতি বাক্যং বদংস্তস্য পাদয়োঃ পতিতঃ প্রভুঃ।
সুরাসুরনমন্মৌলি-মণিনীরাজিতাঙ্ঘ্রিকঃ ॥ ৩৯
প্রণতং তং নৃপশ্রেষ্ঠং বাড়বেন্দ্রো মহাতপাঃ।
গৃহীত্বা ভুজয়োর্মধ্যমালিলিঙ্গ প্রিয়ং প্রভুম্ ॥
কৌশল্যাতনয়স্তং বা উচ্চৈর্মণিময়াসনে।
সংস্থাপ্য চ পদোর্যুগ্মং জলেনাক্ষালয়ৎ প্রভুঃ ॥
পাদাবনেজনোদস্তু মস্তকেহধাদ্ধরিঃ স্বয়ম্।
পবিত্রিতোঽহদ্য সগণঃ সকুটুম্ব ইতি ব্রুবন্ ॥৪২
চন্দনেন বিলিপ্যাথ গাঞ্চ প্রাদাৎ পয়স্বিনীম্।
উবাচ চ বচো রম্যং দেবদেবেন্দ্রসেবিতঃ ॥ ৪৩
স্বামিন মখো ময়া বাজিমেধসংজ্ঞঃ ক্রিয়েত হ।

তপোময়মূর্ত্তি মুনিবরকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক অভ্যুত্থান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র বহুক্ষণ সেই মুনির চরণে প্রণাম করিলেন। সমুদয় সুরাসুরগণও অবনত মস্তকে কিরীটমণিপ্রভায় যাঁহার চরণযুগল উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন, সেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তখন "হে ব্রহ্মণ্যদেব! আজি আমার দেহ পবিত্র করিলেন" এইরূপ বাক্য বলিতে বলিতে তদীয় চরণে নিপতিত হইলেন। মহাতপা বাড়বেন্দ্র আরণ্যক, সেই প্রণত, প্রিয়, প্রভু, নৃপবর রামচন্দ্রকে ভুজদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করত আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর কৌশল্যাতনয় প্রভু রামচন্দ্র, তাঁহাকে উচ্চ মণিময় আসনে উপবেশন করাইয়া জলদ্বারা তদীয় পাদযুগল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং "অদ্য আমি বন্ধুবান্ধব ও পরিজনবর্গের সহিত পবিত্র হইলাম" এই কথা বলিয়া মুনিবরের পাদোদক স্বয়ং মস্তকে ধারণ করিলেন। ৩৭—৪২। পরে দেবদেবেন্দ্র-সেবিত রাম, মুনিবরের চরণে চন্দন লেপনপূর্ব্বক তাঁহাকে পয়স্বিনী গোদান করিলেন এবং এইরূপ মধুর বাক্য বলিলেন যে, স্বামিন্! আমি যে অশ্বমেধ-

সোঽহং ত্বচ্চরণায়ানাদদ্য পূর্ণো ভবিষ্যতি ॥
অদ্য মে ব্রহ্মহত্যোত্থ-পাপহানিং করিষ্যতি।
অশ্বমেধক্রতুর্যুষ্মচ্চরণেন পবিত্রিতঃ ॥ ৪৫
ইতি বাক্যং ব্রুবাণং তং রাজরাজেন্দ্রসেবিতম্
আরণ্যক উবাচেদং হসন্ মাধ্ব্যা গিরা মুনিঃ॥
স্বামিংস্তব তু যুক্তং হি বচো ব্রহ্মণ্য ভূমিপ।
যন্মূর্ত্তয়ো মহারাজ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ৪৭
ত্বঞ্চেদ্ ব্রাহ্মণপূজাদি-কর্ম্ম কার্য্যং করিষ্যসি।
ততোঽখিলা নৃপা বিপ্রান্ পূজয়িষ্যন্তি ভূমিপ॥
ত্বয়োক্তং যন্মহারাজ বিপ্রহত্যাপনুত্তয়ে।
যাগং করোমি বিমলং তত্তু হাস্যকরং বচঃ ॥ ৫৯
ত্বন্নামস্মরণান্মূঢ়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বপাপাব্ধিমুত্তীর্য্য স গচ্ছেৎপরমং পদম্ ॥ ৫০
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারার্থোঽয়মিতি স্ফুটম্।
যদ্রামনামস্মরণং ক্রিয়তে পাপতারকম্ ॥ ৫১
তাবদ্গর্জ্জন্তি পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ।

যজ্ঞ করিব, তাহা আপনার এ স্থানে পদার্পণ হেতুই পূর্ণ হইবে। আমার অশ্বমেধ যজ্ঞ, আপনারই চরণ-ধূলিদ্বারা পবিত্র হইয়া অচিরে আমার ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক বিদূরিত করিবে। রাজরাজেন্দ্রসেবিত শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মুনিবর আরণ্যক হাস্য করত সুমধুর বাক্যে বলিলেন,—হে স্বামিন্! হে ব্রহ্মণ্য ভূমিপ! এরূপ বাক্য আপনারই উপযুক্ত, কারণ, মহারাজ! বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ ত আপনারই মূর্ত্তি। হে ভূমিপ! আপনি যদি ব্রাহ্মণগণের পূজাদি করেন, তাহা হইলে অন্যান্য নৃপগণও বিপ্রগণকে পূজা করিবেন। মহারাজ! আপনি যে বলিলেন "ব্রহ্মহত্যা পাপের নাশের নিমিত্ত আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব," আপনার এই কথা নিতান্তই হাস্যকর। কারণ, যে ব্যক্তি সর্ব্ব শাস্ত্রবিবর্জ্জিত নিতান্ত মূর্খ সেও আপনার নাম স্মরণে সর্ব্ববিধ পাতকরূপ মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের নামস্মরণ যে সর্ব্বপাপবিনাশক, ইহাই সমুদয় বেদ-পুরাণেরই পরিস্ফুট

ন যাবৎ প্রোচ্যতে নাম রামচন্দ্র তব স্ফুটম্ ।
ত্বন্নামগর্জ্জনং শ্রুত্বা মহাপাতককুঞ্জরাঃ ।
পলায়ন্তে মহারাজ কুত্রচিৎ স্থানলিপ্সয়া ॥ ৪৩
তস্মাত্তব কথং হত্যা মহাপুণ্যদদর্শন ।
রাম ত্বৎসুকথাং শ্রুত্বা পূতঃ সর্ব্বো ভবিষ্যতি॥
ময়া পূর্ব্বং কৃতযুগে গঙ্গায়াস্তীরবাসিনাম্
ঋষীণাং মুখতো বাক্যং শ্রুতমস্তি পুরাবিদাম্ ।
তাবৎপাপভিয়ঃ পুংসাং কাতরাণাং সুপাপিনাম্
যাবন্ন বদতে বাচা রামনাম মনোহরম্ ॥ ৫৬
তস্মাদ্ধন্যোঽহমধুনা মম সংস্থতিনাশনম্ ।
সাম্প্রতং সুলভং রামচন্দ্র ত্বদ্দর্শনাদভূৎ । ৫৭
ইত্যুক্তবন্তং স মুনিং পূজয়ামাস তত্র বৈ ।
সর্ব্বে মুনিজনাঃ সাধু সাধু বাক্যমিতি ব্রুবন ॥৫৮

শেষ উবাচ ।
অত্রাশ্চর্য্যমভূদ্‌যত্তু তন্মে নিগদতঃ শৃণু ।
বাৎস্যায়ন মুনিশ্রেষ্ঠ রামভক্তিপরায়ণ ॥ ৫৯
রামং দৃষ্ট্বা মহারাজং যাদৃশং ধ্যানগোচরম্ ।
অত্যন্তং হর্ষমাপন্নো জগাদ স মুনীশ্বরান্ ॥ ৬০
মুনীশ্বরাঃ শৃণুত ভো মদ্বাক্যং সুমনোরমম্ ।
মাদৃশঃ কো নু ভূলোকে ভবিষ্যতি সুভাগ্যবান্
নাস্তি মম সমঃ কোঽপি ন জাতো ন ভবিষ্যতি
যদ্রামভদ্রো নত্বা মাং স্বাগতং পরিপৃষ্টবান্ ॥৬২
যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিমৃগ্যং সদৈব হি ।
সোঽদ্য মৎপাদয়োঃ পাথঃ পীত্বা পূতমমন্যত ॥
এবং প্রবদতস্তস্য ব্রহ্মরন্ধ্রোটোঽভবত্তদা ।
সাযুজ্যমুক্তিং সম্প্রাপ দুর্লভাং যোগিভির্জ্জনৈঃ
দিবি তূর্য্যনিনাদোঽভূদ্বীণানাদোঽভবত্তদা ।

সারার্থ। হে রামচন্দ্র! মানবগণ যাবৎকাল সুস্পষ্টরূপে আপনার নামোচ্চারণ না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই তাহাদিগের ব্রহ্মহত্যাসম গুরুতর পাপনিচয় গর্জ্জন করিয়া থাকে। মহারাজ! আপনার রামনামের গর্জ্জন শ্রবণে মহাপাপরূপ কুঞ্জরসকল আশ্রয়স্থান লাভাশায় কোথায় পলায়ন করে, তাহার অনুসন্ধান থাকে না। রাম! ভবদীয় দর্শনই যখন জীবগণের মহাপুণ্যপ্রদ, এবং আপনার মনোহর চরিত্রকথা শুনিলে যখন সকলেই পবিত্র হয়, তখন আপনার আবার ব্রহ্মহত্যা কি? আমি পূর্ব্বে সত্যযুগে গঙ্গাতীরবাসী পুরাবিদ্ ঋষিগণের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়াছি যে, মানবগণ যাবৎকাল না সুস্পষ্ট বাক্যে মনোহর রাম-নাম বলে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই ব্যাকুলহৃদয় মহাপাতকী জনগণের পাপভয় থাকে। ৪৩—৫৬। অতএব রামচন্দ্র! আমিই ধন্য, অধুনা ভবদীয় দর্শনে অনায়াসেই আমার সংসারক্লেশ তিরোহিত হইয়াছে। আরণ্যক মুনি এইরূপ কহিলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিলেন এবং তৎকালে তথায় অবস্থিত মুনিজনসকল সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। অনন্তদেব বলিলেন,—মুনিবর বাৎস্যায়ন! তুমি শ্রীরামের পরমভক্ত, এজন্য ঐ সময়ে যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই মুনিবর আরণ্যক, চিরদিন অন্তরে যেরূপ ধ্যান করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরম আনন্দিত হইয়া মুনিবরগণকে কহিলেন, হে মুনিবরগণ! আমার অতি মনোহর মহাভাগ্যের বিষয় শ্রবণ করুন; এই ভূলোকে আমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে? স্বয়ং রামভদ্র যখন আমায় প্রণামপূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন বস্তুতঃ মৎসদৃশ ভাগ্যবান কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবেও না। ৫৭—৬২। বেদসমূহও যাঁহার পাদপঙ্কজরজঃ সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতেছে, তিনিই কি না আমার পাদোদক পান করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিলেন। এইরূপ বলিতে বলিতেই আরণ্যকের ব্রহ্মরন্ধ্র স্ফুটিত হইল; তখন তিনি, যোগিগণেরও দুর্লভ সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে সুরপুরে

পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাতাগ্রে পশ্যতাং চিত্রমদ্ভুতম্ । ৬৫
মুনয়োঽপ্যেতদীক্ষিত্বা প্রশংসন্তো মুনীশ্বরম্ ।
কৃতার্থোঽয়ং মুনিশ্রেষ্ঠো যদ্রামবপুষীক্ষিতঃ । ৬৬

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এতদাখ্যানকং শ্রুত্বা বাৎস্যায়ন উদারধীঃ ।
পরমং হর্ষমাপেদে জগাদ চ ফণীশ্বরম্ । ১

বাৎস্যায়ন উবাচ ।

কথাং সংশৃণ্বতো মহ্যং তৃপ্তির্নাস্তি ফণীশ্বর ।
রঘুনাথস্য ভক্তার্ত্তিহারিকীর্ত্তিকরস্য বৈ । ২
ধন্য আরণ্যকো নাম মুনির্বেদধরঃ পরঃ ।
রঘুনাথং সমালোক্য দেহং তত্যাজ নশ্বরম্ ।৩
ততো রাজ্ঞো হয়ঃ কুত্র গতঃ কেন নিয়ন্ত্রিতঃ ।
কথং তত্র রমানাথ-কীর্ত্তির্জ্জাতা ফণীশ্বর । ৪
সর্ব্বং কথয় মে তথ্যং সর্ব্বজ্ঞোঽস্তি যতো ভবান্ ।
ধরাধরবপুর্দ্ধারী সাক্ষাত্তস্য স্বরূপধৃৎ । ৫

ব্যাস উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ।
উবাচ রামচারিত্রং তত্তদ্গুণকথোদয়ম্ । ৬

শেষ উবাচ ।

সাধু পৃচ্ছসি বিপ্রর্ষে রঘুনাথগুণান্ মুহুঃ ।
শ্রুতানশ্রুতবৎকৃত্বা তেষু লোলুপতাং দধৎ ।৭
ততো নিরগমদ্বাহঃ সৈনিকৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ ।
রেবাতীরে মনোহারে মুনিবৃন্দনিষেবিতে । ৮
সেনাচরাস্ততঃ সর্ব্বে যত্র বাহস্ততস্ততঃ ।
প্রসর্পন্তি নিরীক্ষন্তস্তন্মার্গং রণকোবিদাঃ । ৯
বাজী গতোঽথ রেবায়া হ্রদেঽগাধজলাবিতে ।

সুমধুর দুন্দুভি-নিনাদ ও বীণাধ্বনি এবং দর্শকবৃন্দের অগ্রে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মুনিগণও এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে মুনিবর আরণ্যককে প্রসংশা করত কহিতে লাগিলেন,—যখন রাম-কলেবরে মিলিত হইতে দৃষ্ট হইলেন,তখন মুনিবর আরণ্যকই যথার্থ কৃতার্থ। ৬৩—৬৬।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—উদারমতি বাৎস্যায়ন, এই ইতিবৃত্ত শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া সর্পরাজকে বলিলেন,—হে ফণীশ্বর! আপনার মুখে ভক্তগণের ক্লেশ-বিনাশক-কীর্ত্তিকর রামচরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। যিনি, রঘুনাথকে দর্শন করিয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বেদপরায়ণ আরণ্যক মুনিই ধন্য। ফণীশ্বর! বলুন, তাহার পর রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞিয়াশ্ব কোথায় যাইল, কেবা তাহাকে বদ্ধ করিয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা রমানাথ রামচন্দ্রের মহীয়সী কীর্ত্তি হইল? অনন্ত-মূর্ত্তিধারী আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীরামের স্বরূপ, ও সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমাকে সত্যরূপে তৎসমুদয় বিষয় বলুন। ব্যাস বলিলেন,—সর্পরাজ এইরূপ বাক্যশ্রবণ করিয়া পরমহৃষ্টান্তঃকরণে শ্রীরামের প্রসিদ্ধ পূর্ণ চরিত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—বিপ্রর্ষে! তুমি রঘুনাথের গুণাবলী শ্রবণে লোলুপ হইয়া বারংবার তদীয় গুণনিচয় শ্রবণেও, যেন কিছুই শ্রুত হও নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ করত যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা তোমার উত্তম কার্য্যই হইতেছে। ১—৭। বাৎস্যায়ন! তৎপরে বহুলসৈনিকগণে পরিবৃত সেই অশ্ব, মুনিবৃন্দ-নিষেবিত মনোহর রেবাতীরে উপস্থিত হইল; রণকোবিদ সৈন্যসামন্তসকলও অশ্বের গমনমার্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে যে স্থানে সে যাইতে লাগিল, সেই স্থানেই উপস্থিত হইতে

ভালে স্বর্ণভবং পত্রং ধারয়ন্ পূজিতাঙ্গকঃ ॥ ১০
ততো জলে মমজ্জাসৌ রামচন্দ্রহয়ো বরঃ।
তদা সর্ব্বে মহাশূরাস্তত্র বিস্ময়মাগতাঃ ॥ ১১
তৈঃ পরস্পরমেবোচে কথং হয়সমাগমঃ।
কোঽত্র গন্তা জলে বাহমানেতুং তং মহোদয়ম্॥
ইতি যাবৎসমুদ্বিগ্না মন্ত্রয়ন্তে পরস্পরম্।
তাবদ্বীরশতৈঃ সার্দ্ধমাজগাম রঘোঃ পতিঃ॥১৩
তান সর্ব্বান্ বিমনস্কান্ স দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নসংজ্ঞিতঃ
পপ্রচ্ছ মেঘগম্ভীরবাচা বীরশিরোমণিঃ ॥ ১৪
কিং স্থিতং নিখিলৈরত্র যুষ্মাভিঃ সঙ্ঘশো জলে
কুত্রাশ্বো রঘুনাথস্য স্ব[illegible]পত্রেণ শোভিতঃ ॥ ১৫
জলে কিং নিমমজ্জাসৌ হৃতো বা কেন মানিনা
তন্মে কথয়ত ক্ষিপ্রং কথং যূয়ং বিমোহিতাঃ

শেষ উবাচ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রাজ্ঞো রঘুবরস্য তে।
কথয়ামাসুস্তং সর্ব্বে বীরাঃ শূরশিরোমণিম্ ॥ ১৭

জনা ঊচুঃ।

স্বামিন্ বয়ং ন জানীমো মুহূর্ত্তমভবজ্জলে।
নিমমজ্জ ততো নায়াদ্ধয়স্তব মনোহরঃ ॥ ১৮
ত্বমেব তত্র গত্বেমং বাহমানয় বেগতঃ।
অস্মাভিস্তত্র গন্তব্যং ত্বয়া সার্দ্ধং মহামতে ॥ ১৯
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং সৈনিকানাং রঘূদ্বহঃ।
খেদং প্রাপ্য জনান্ পশ্যন্ জলসন্তরণোদ্যতান
উবাচ মন্ত্রিমুখ্যং স কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্।
কথং বাহস্য সম্প্রাপ্তির্ভবিষ্যতি তথা বদ ॥ ২১
কে তত্র শূরাঃ সংযোজ্যা জলেঽন্বেষয়িতুং হয়ম্
কো বানয়িষ্যতে বাহং কেনোপায়েন তদ্বদ ॥
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা সুমতির্মন্ত্রিসত্তমঃ।
উবাচ সময়ে যোগ্যং শত্রুঘ্নং হর্ষয়ন্নিব ॥ ২৩

সুমতিরুবাচ।

স্বামিন্নস্তি তব শ্রীমন্ শক্তিরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।

থাকিল। অতঃপর ললাটে স্বর্ণপত্রধারী সম্মার্জ্জিতকলেবর শ্রীরামের সেই যজ্ঞিয় অশ্বর অগাধ-জলপূর্ণ সেই রেবাহ্রদে গমন করিল এবং জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। তৎকালে সেই ঘটনা দর্শনে সমুদয় মহাবীরগণই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর বীরগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, কিরূপে আমরা অশ্ব পাইব। কেই বা সেই অশ্বরত্নকে আনয়নার্থ জলমধ্যে প্রবেশ করিবে? তাহারা সমুদ্বিগ্ন-চিত্তে এইরূপ মন্ত্রণা করিতেছে, এমত সময়ে রঘুপতি শত্রুঘ্ন শত শত বীরগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ৮—১৩। পরে বীরশিরোমণি শত্রুঘ্ন, তাহাদিগকে ব্যাকুলহৃদয় দেখিয়া মেঘগম্ভীরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা দলবদ্ধ হইয়া এই জলসমীপে কিজন্য চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছ? স্বর্ণপত্র-শোভিত রঘুনাথের অশ্ব কোথায়? সে কি জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছে? না কোন বীরাভিমানী তাহাকে হরণ করিয়াছে? ত্বরায় আমায় বল, কেন তোমরা বিমোহিত হইয়াছ? রাজা রঘুবর শত্রুঘ্নের এই কথা শুনিয়া সেই সমুদয় বীরগণ, শূরশিরোমণি শত্রুঘ্নকে কহিল,—স্বামিন্! আমরা জানি না কোথায় যাইল, এক মুহূর্ত্তকাল হইল, আপনার সেই মনোহর অশ্ব জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহার পর আর আসিতেছে না। ১৪—১৮। মহামতে! আপনিই অবিলম্বে জলমধ্যে গিয়া সেই অশ্ব আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হউন, আমরা আপনার সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিব। রঘুনাথ শত্রুঘ্ন, সৈনিকগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সমুদয় জনগণকেই সংক্ষুব্ধ চিত্তে জলসন্তরণে উদ্যত দেখিয়া মন্ত্রিবরকে কহিলেন,—অতঃপর কি কর্ত্তব্য? কিরূপে অশ্ব পাওয়া যাইবে বল, এক্ষণে অশ্বের অন্বেষণার্থ কোন্ কোন্ বীরকে নিযুক্ত করা যায়? এবং কি উপায়ে কে বা সেই অশ্ব আনয়ন করিতে পারিবে? তাহা বল। মন্ত্রিবর সুমতি, নৃপতি শত্রুঘ্নের এই কথা শুনিয়া তাঁহার হর্ষোৎপাদন করত তৎকালোপযুক্ত এই কথা বলিলেন;—হে শ্রীমন্ স্বামিন্! আপনার কার্য্য অতি অদ্ভুত, এজন্য নিশ্চয় আপনার জলমধ্য হইতে

পাতালগমনে শক্তির্জলমধ্যাদিহ স্ফুটম্ ॥ ২৪
অস্ত্যস্য পুষ্কলস্যাপি শক্তিরস্তি মহাত্মনঃ।
হনুমতোঽপি রামস্য পাদসেবাপরস্য চ ॥ ২৫
তস্মাদ্যূয়ং তত্র গত্বা হয়মানয়ত ধ্রুবম্।
যতো ভবেদ্বাহমেধো রঘুনাথস্য ধীমতঃ ॥ ২৬
শেষ উবাচ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শত্রুঘ্নঃ পরবীরহা।
স্বয়ং বিবেশ তোয়ান্তর্হনুমৎপুষ্কলান্বিতঃ ॥ ২৭
যাবজ্জলং বিবেশাসৌ তাবৎপুরমদৃশ্যত।
অনেকোদ্যানশোভাঢ্যমমেয়ং পুটভেদনম্ ॥২৮
তত্র মাণিক্যখচিতে স্তম্ভে মণিময়ে হয়ম্।
বদ্ধং দদর্শ রামস্য স্বর্ণপত্রসুশোভিতম্ ॥ ২৯
স্ত্রিয়স্তত্র মনোহারি-রূপধারিণ্য উত্তমাঃ।
সেবন্তে সুন্দরীমেকাং পর্য্যঙ্কে সুখমাস্থিতাম্ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা তাঃ স্ত্রিয়ঃসর্ব্বাঃ প্রাবোচন্স্বামিনীংপ্রতি
এতে পীবরবর্ষ্মাণো মাংসপুষ্টকলেবরাঃ ॥ ৩১

ভবিষ্যন্তি তব শ্রেষ্ঠমাহারস্য ফলং মহৎ।
এতেষাং শোণিতং স্বাদু পুরুষাণাং গতায়ুষাম্
এতদ্বচঃ সমাকর্ণ্য সেবকীনাং বরাঙ্গনা।
জহাস কিঞ্চিদ্বদনং নর্ত্তয়ন্তী ভ্রুবানঘা ॥ ৩৩
তাবত্ত্রয়স্তে সম্প্রাপ্তাঃ সন্নাহশ্রীবিশোভিতাঃ।
শিরস্ত্রাণানি দধতঃ শৌর্য্যবীর্য্যসমন্বিতাঃ ॥ ৩৪
তা দৃষ্ট্বা মহিলাস্তত্র সৌন্দর্য্যশ্রীসমন্বিতাঃ।
প্রোচুস্তে বিস্ময়ং বিপ্র কিমিদংদৃশ্যতে মহৎ ॥
নমশ্চক্রুর্মহাত্মানঃ সর্ব্বে দেববরাঙ্গনাঃ।
কিরীটমণিবিদ্যোত-দ্যোতিতাঙ্ঘ্রিযুতাস্ততঃ ॥
সা তান্ পপ্রচ্ছ পুরুষান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুভামিনী
কে যূয়মত্র সম্প্রাপ্তাঃ কথং চাপধরা নরাঃ ॥৩৭
মৎস্থলং সর্ব্বদেবানামগম্যং মোহনং মহৎ।
অত্র প্রাপ্তস্য তু কাপি নিবৃত্তির্ন ভবেৎপুনঃ ॥

পাতালগমনে শক্তি আছে। আর মহাত্মা পুষ্কল ও শ্রীরামের চরণ-সেবায় নিরত, হনুমানেরও পাতালে যাইবার সামর্থ্য আছে, সন্দেহ নাই। ১৯—২৫। অতএব যাহাতে ধীমান্ রঘুনাথের অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য আপনারা তিন জনেই পাতালে গমনপূর্ব্বক নিশ্চিত সেই অশ্ব আনয়ন করিতে পারিবেন। শত্রুবীরনিষূদন শত্রুঘ্ন সুমতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ ও পুষ্কলের সহিত স্বয়ং জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি, জলমধ্যে যেমন প্রবিষ্ট হইলেন, অমনি বহুল উদ্যানশোভিত অপরিমেয় এক নগর তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তৎপরেই দেখিলেন, শ্রীরামের সেই স্বর্ণপত্র-শোভিত অশ্বটী মাণিক্যখচিত এক মণিময় স্তম্ভে বদ্ধ রহিয়াছে। এবং কতকগুলি মনোহর রূপলাবণ্যবতী রমণী; পর্য্যঙ্কোপরি সুখে অবস্থিত এক পরমা-সুন্দরীকে সেবা করিতেছে। অনন্তর সেই রমণীসকল শত্রুঘ্ন প্রভৃতিকে দেখিয়া কর্ত্রীকে কহিল,—এই মাংসপুষ্টকলেবর স্থূল-কায় মানবত্রয় আপনার মহৎ আহারীয় ফল হইবে; এই গতায়ুঃ পুরুষদিগের শোণিত অতি সুস্বাদ। সেই পবিত্রহৃদয়া বরাঙ্গনা, কিঙ্করীগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ভ্রূযুগল দ্বারা মুখমণ্ডল নর্ত্তিত করত কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। ঐ সময় যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত উষ্ণীষধারী শৌর্য্যবীর্য্যশালী শত্রুঘ্নাদিত্রয়, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হে বিপ্র! অনন্তর তাঁহারা তথায় সেই পরমা সুন্দরী মহিলাদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "একি, অদ্ভুত দৃষ্ট হইতেছে!" ২৬—৩৫। অতঃপর মহাত্মা শত্রুঘ্নাদি সবলে সেই দেবাঙ্গনাদিগকে প্রণাম করিলেন, তৎকালে শত্রুঘ্ন প্রভৃতির কিরীটমণি-প্রভায় অঙ্গনাগণের চরণযুগল উদ্ভাসিত হইল। পরে সেই রমণীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধানা তিনিই, শত্রুঘ্নাদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা মানব হইয়া চাপধারণ করত কি প্রকারে এস্থানে আসিয়াছ? তোমরা কে? আমার এই মহৎস্থান দেবগণেরও অগম্য এবং সকলেরই মোহকর। এই স্থানে আগমন করিলে, তাহার আর প্রতিগমন হয় না।

অশ্বোঽয়ং কস্য রাজ্ঞো বৈ কথং চামরবীজনঃ
স্বর্ণপত্রেণ শোভাঢ্যঃ কথয়ন্তু মমাগ্রতঃ ॥ ৩৯
শেষ উবাচ।
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মোহনাক্ষরসংযুতম্‌ ।
হনূমাংস্তাং প্রত্যুবাচ গতভীঃ প্রহসন্নিব ॥ ৪০
বয়ং বৈ কিঙ্করা রাজ্ঞস্ত্রৈলোক্যস্য শিখামণেঃ ।
ত্রিলোকী যং প্রণমতে সর্ব্বদেবশিরোমণিম্‌ ॥
রামভদ্রস্য জানীধ্বং হয়মেধপ্রবর্ত্তিতুঃ ।
মুঞ্চন্তু বাহমস্মাকং কথং বদ্ধো বরাঙ্গনে ॥ ৪২
বয়ং সর্ব্বাস্ত্রকুশলাঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদাঃ ।
নয়িষ্যামো বলাদ্বাহং হত্বা তৎপ্রতিরোধকান্‌ ॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য প্লবঙ্গস্য বরাঙ্গনা ।
বিবরস্থা প্রত্যুবাচ হসন্তী বাক্যকোবিদা ॥ ৪৪
ময়ানীতমিমং বাহং ন কো মোচয়িতুং ক্ষমঃ ।
বর্ষাযুতেন নিশিতৈর্ব্বাণৈঃ কোটিভিরুচ্ছ্রিতৈঃ ॥
পরং রামস্য পাদাব্জ সেবকীকর্ম্মকারিণী ।
ন গ্রহীষ্যামি তদ্বাহং রাজরাজস্য ধীমতঃ ॥ ৪৬
মহানবিনয়ো জাতো মমানেতুং সুবাজিনঃ ।
ক্ষমতাদ্রামচন্দ্রস্তচ্ছরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪৭
যূয়ং ক্লিষ্টাস্তৎপুরুষা হয়ার্থং তস্য রক্ষিতুঃ ।
যাচধ্বং বরমপ্রাপ্যং দেবানামপি সত্তমাঃ ॥ ৪৮
যথা মেহমীবমত্যুগ্রং ক্ষমেত পুরুষোত্তমঃ ।
ব্রীড়াং ত্যক্ত্বাখিলাং সর্ব্বে বৃণুধ্বং বরমুত্তমম্‌ ॥৪৯
তস্যা বচঃ পরং শ্রুত্বা হনূমান্নিজগাদ তাম্‌ ।
রঘুনাথপ্রসাদেন সর্ব্বমস্মাকমূর্জ্জিতম্‌ ॥ ৫০
তথাপি যাচে বরমেকমুত্তমং
বিধেহি তন্মে মনসঃ সমীহিতম্‌ ।
ভবে ভবে নো রঘুনাথকঃ পতি-
র্বয়ঞ্চ তৎকর্ম্মকরাশ্চ কিঙ্করাঃ ॥ ৫১
এতদ্বচঃ সমাকর্ণ্য প্লবঙ্গস্য তদাঙ্গনা ।

এক্ষণে আমায় বল, কোন্‌ রাজার এই অশ্ব, এবং কি জন্যই বা এ, চামর ও স্বর্ণপত্রদ্বারা সুশোভিত হইয়াছে? সেই কামিনীর মনোমুগ্ধকর অক্ষরসমন্বিত ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হনূমান্‌ নির্ভীকচিত্তে হাস্য করত তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—বরাঙ্গনে! যাঁহাকে সকল দেবতার শিরোমণি বলিয়া ত্রিলোকবাসী সকলেই প্রণাম করিয়া থাকে, আমরা, সেই ত্রিভুবন-তিলক রামচন্দ্রের কিঙ্কর জানিবেন; তিনি, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার এই অশ্ব পরিত্যাগ করুন, কি জন্য বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন? ৩৯—৪২। আমরা সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে-পারদর্শী, এজন্য যাহারাই অশ্বকে অবরুদ্ধ করিবে, তাহাদিগকেই সংহার করিয়া বলপূর্ব্বক অশ্ব লইয়া যাইব জানিবেন। সেই বিবরবাসিনী বাক্যপ্রয়োগচতুরা কামিনী হনূমানের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে হাস্য করত কহিলেন,—কোন ব্যক্তিই অযুতবর্ষকাল নিরন্তর প্রদীপ্ত, সুশাণিত কোটি কোটি শরজালবর্ষণেও আমা কর্ত্তৃক আনীত এই অশ্বকে লইয়া যাইতে সক্ষম নহে। কিন্তু আমি সেই রাজরাজ রামচন্দ্রের কিঙ্করী, এজন্য তাঁহার অশ্ব গ্রহণ করিব না। তাঁহার অশ্ব আনয়ন করায় আমার অতিশয় অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, অবশ্যই শরণাগতপালক ভক্তবৎসল রাম তাহা ক্ষমা করিবেন। হে সত্তমগণ! তোমরা সেই জগৎপালক শ্রীরামচন্দ্রের অনুচর হইয়াও আমারই অন্যায়বশতঃ তদীয় অশ্বের নিমিত্ত বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছ, অতএব আমার নিকট দেবগণেরও যাহা দুর্লভ, সেই-বর প্রার্থনা কর। যাহাতে এক্ষণে সেই পুরুষোত্তম, আমার এই অত্যুগ্র অনুচিত কার্য্যে ক্ষমা করেন, তজ্জন্য তোমরা সকলে সর্ব্বপ্রকার লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্টতম বরপ্রার্থনা কর। সেই ললনার এইরূপ প্রশংসনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হনূমান্‌ তাঁহাকে বলিলেন,—রঘুনাথের প্রসাদে আমাদিগের সকলই সুসম্পূর্ণ আছে। তথাপি এই এক মনোভিলষিত উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা করিতেছি, 'জন্মজন্মান্তরেও যেন রঘুনাথ আমাদিগের প্রভু হন এবং আমরাও যেন তাঁহার কার্য্যকর কিঙ্কর হই' আপনি আমাদিগকে এই বর দান করুন। ৪৩—৫১। তৎকালে

উবাচ বাক্যং মধুরং প্রহস্য গুণপূজিতম্ ॥ ৫২
ভবদ্ভিঃ প্রার্থিতং যত্তু দুর্লভং সর্ব্বদৈবতৈঃ।
তদ্ভবিষ্যত্যসন্দেহঃ সেবকাস্তদ্রঘোঃ পতেঃ ॥৫৩
অথাপি বরমেকং বৈ দাস্যামি কৃতহেলনা।
রঘুনাথস্য তুষ্ট্যর্থং তদৃতং মে ভবিষ্যতি ॥ ৫৪
অগ্রে বীরমণির্ভূপো মহাবলসমন্বিতঃ।
গ্রহীষ্যতি ভবদ্বাহং শিবেন পরিরক্ষিতঃ॥ ৫৫
তজ্জয়ার্থং মহাস্ত্রং মে গৃহ্ণীত সুমহাবলাঃ।
দ্বৈরথে স তু যোদ্ধব্যঃ শত্রুঘ্নেন ত্বয়া মহান্ ॥
ইদমস্ত্রং যদা ত্বন্তু ক্ষেপয়িষ্যসি সঙ্গরে।
অনেন পূতো রামস্য স্বরূপং জ্ঞাস্যতে পুনঃ ॥৫৭
জ্ঞাত্বা তং বাজিনং দত্ত্বা চরণে প্রপতিষ্যতি।
তস্মাদ্‌গৃহ্ণীত চাস্ত্রং তন্মম বৈরিবিদারণম্ ॥ ৫৮
তচ্ছ্রুত্বা রঘুনাথস্য ভ্রাতা জগ্রাহ চাস্ত্রকম্।
উদঙ্মুখঃ পবিত্রাঙ্গো যোগিন্যা দত্তমদ্ভুতম্ ॥ ৫৯
তৎপ্রাপ্যাস্ত্রং মহাতেজা বভূব রিপুকর্শনঃ।
দুষ্প্রধৃষ্যো দুরারাধ্যো বৈরিবারণসৃণিঃ ॥ ৬০
তাং নত্বা রাঘবশ্রেষ্ঠঃ শত্রুঘ্নো হয়সত্তমম্।
গৃহীত্বাগাজ্জলাত্তস্মাদ্রেবাতীরে সুখোচিতে ॥
তং দৃষ্ট্বা সৈনিকাঃ সর্ব্বে প্রহৃষ্টাঙ্গা মুদান্বিতাঃ।
সাধু সাধু প্রশংসন্তঃ পপ্রচ্ছুর্হয়নির্গমম্ ॥ ৬২
হনূমান্ কথয়ামাস হয়স্যাগমনং মহৎ।
বরপ্রাপ্তিঞ্চ তেভ্যো বৈ তেঽপি শ্রুত্বা মুদং গতাঃ।

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৩ ॥

সেই কামিনী হনূমানের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপুরঃসর সদ্‌গুণ হেতু সর্ব্বজনপূজিত কপিবরকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিলেন যে, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা দেবগণের দুর্লভ হইলেও ঘটিবে, তোমরা নিঃসন্দেহে প্রতিজন্মেই সেই রঘুনাথের সেবক হইবে। যাহাই হউক, তথাপি আমি যখন রঘুনাথকে অবহেলা করিয়াছি, তখন তাঁহার সন্তোষার্থ তোমাদিগকে আরও একটি বর দান করিব, মদ্দত্তবর অবশ্যই সার্থক হইবে। সন্নিকটেই বীরমণি নামে এক মহাবলসম্পন্ন ভূপতি আছেন, ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, তিনি তোমাদিগের অশ্ব গ্রহণ করিবেন। হে বীরবরগণ! তাঁহাকে পরাজয় করিবার জন্য আমার নিকট এক মহাস্ত্র গ্রহণ কর। শত্রুঘ্ন! তুমি সেই মহান্ নৃপবরের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। সমরাঙ্গনে যখনই তুমি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তখনই সে এতৎপ্রভাবে পবিত্র হইয়া শ্রীরামের স্বরূপ অবগত হইবে এবং তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াই অশ্ব প্রত্যর্পণপূর্ব্বক ত্বদীয় চরণে নিপতিত হইবে। অতএব আমার নিকট হইতে সেই শত্রুনাশন অস্ত্রগ্রহণ কর। রামানুজ শত্রুঘ্ন, তদ্বাক্য শ্রবণে পবিত্রাঙ্গ ও উত্তরাস্য হইয়া যোগিনীদত্ত সেই অদ্ভুত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। শত্রুসমূহরূপ মাতঙ্গনিচয়ের ভীষণ অঙ্কুশস্বরূপ অরাতিনিষূদন, মহাতেজাঃ শত্রুঘ্ন, যোগিনীর নিকট সেই পরমাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সমধিক দুষ্প্রধৃষ্য ও দুরারাধ্য হইয়া উঠিলেন। ৫২—৬০। অনন্তর রঘুকুলতিলক শত্রুঘ্ন সেই ললনাকে প্রণামপূর্ব্বক অশ্ব লইয়া জলমধ্য হইতে সুখসেব্য রেবাতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন সমুদয় সৈনিকগণ, তাঁহাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত ও পুলকিতাঙ্গ হইয়া উঠিল এবং "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করত জল হইতে অশ্বের নির্গমনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তখন হনূমান্, যে প্রকারে অশ্ব আসিল, সেই মহৎ বিবরণ এবং বরপ্রাপ্তির বিষয় তাহাদিগকে বলিলেন, তাহারাও তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিল। ৬১—৬৩।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।২৩।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

নিনদৎসু মৃদঙ্গেষু বীণানাদেন সর্বতঃ ।
মুক্তো বাহস্ততো দেবপুরং দেববিনির্মিতম্ ॥ ১
যত্র স্ফাটিককুড্যানাং রচনাভির্গৃহা নৃণাম্ ।
হসন্তি বিন্ধ্যং বিমলং পর্বতং নাগসেবিতম্ ॥ ২
রাজতানি গৃহাণ্যত্র দৃশ্যন্তে প্রকৃতেরপি ।
বিচিত্রমণিসম্বদ্ধা নানামাণিক্যগোপুরাঃ ॥ ৩
পদ্মিন্যো যত্র লোকানাং গেহে গেহে মনোহরাঃ ।
হরন্তি চিত্তানি নৃণাং মুখপদ্মকলঙ্কিতাঃ ॥ ৪
পদ্মরাগমণির্যত্র গেহে গেহে সুভূমিষু ।
বন্ধঃ সংলক্ষ্যতে বিপ্র তদোষ্ঠস্পর্দ্ধয়ানু কিম্ ॥ ৫
ক্রীড়াশৈলাঃ প্রত্যগারং নীলরত্নবিনির্মিতাঃ ।
কুর্বন্তি শঙ্কাং মেঘস্য ময়ূরাণাং কলাপিনাম্ ॥ ৬
হংসা যত্র নৃণাং গেহে স্ফাটিকেষু নিয়ন্ত্রিতাঃ ।
কুর্বন্তি মেঘাদ্ভৌতিং মানসং ন স্মরন্তি চ
নিরন্তরং শিবস্থানে ধ্বস্তং চন্দ্রকয়া তমঃ ।
শুক্লকৃষ্ণবিচ্ছেদো ন পক্ষয়োস্তত্র বৈ নৃণাম্ ॥
তত্র বীরমণী রাজা ধার্মিকেষগ্রণীর্মহান্ ।
রাজ্যং করোতি বিপুলং সর্বভোগসমন্বিতম্ ॥
তস্য পুত্রো মহাশূরো নাম্না রুক্মাঙ্গদো বলী ।
বনিতাভির্গতো রম্যদেহাভিঃ ক্রীড়িতুং বনম্ ॥
তাসাং মঞ্জীরসংরাবঃ কঙ্কণানাং রবস্তথা ।
মনো হরতি কামস্য কিমন্যস্য কথা প্রভো ॥ ১১
বনং জগাম সুমহৎ সুপুষ্পনগসংযুতম্ ।
সদাশিবকৃতাবাসমৃতুষট্‌কৈবিরাজিতম্ ॥ ১২
চম্পকা যত্র বহুশঃ ফুল্লকোরকশোভিতাঃ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন,—অনন্তর চতুর্দ্দিকে বীণারবের সহিত মৃদঙ্গধ্বনি হইতে লাগিল। এদিকে সেই অশ্বও অবরোধশূন্য হইয়া দেবনির্ম্মিত দেবপুরে উপস্থিত হইল। তথায় মানবগণের গৃহসকল স্ফটিক-মণিময় ভিত্তি-বিন্যাসহেতু যেন নাগগণসেবিত বিমল বিন্ধ্যাচলকেও উপহাস করিতেছিল। তৎকালে, তথায় অনেকানেক প্রজাবর্গের রজতগৃহসমূহ, এবং মণিনিচয় ও নানাবিধ মাণিক্যখচিত পুরদ্বারসকল দৃষ্ট হইয়াছিল। তথায় জনগণের গৃহে গৃহে অবস্থিত মনোহর পদ্মলতাসকল মানবগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিল এবং তাহাতে প্রস্ফুটিত পদ্মনিচয় যেন তত্রত্য লোকের মুখপদ্মের ন্যায় লক্ষিত হইয়াছিল। বিপ্র! তথায় প্রত্যেক গৃহেরই মনোহর তলভূমিতে বিন্যস্ত পদ্মরাগমণিসকল যেন গৃহনিচয়ের ওষ্ঠসৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছিল। তথাকার প্রত্যেক গৃহেই নীলরত্ন-বিনির্ম্মিত ক্রীড়াশৈল সকল ময়ূরনিচয়ের মেঘশঙ্কা উৎপাদন করিতেছিল বলিয়া তাহারাও পুচ্ছবিস্তার করিতেছিল। তথায় বহুল মানবগণেরই গৃহমধ্যে স্ফটিকমণিময় তলদেশে হংসনিচয় অবরুদ্ধ থাকিয়া মেঘের ভয় করিত না এবং মানস সরোবরকেও মনে আনিত না। সেই শিবস্থানে শিবমস্তকস্থিত চন্দ্রের কৌমুদীতে তথাকার তমোজাল নিরন্তর তিরোহিত হইত বলিয়া তত্রত্য মানবগণের উভয় পক্ষেই শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া বিভেদ জ্ঞান ছিল না। সেই দেবপুরে ধার্ম্মিকাগ্রণী মহাত্মা নৃপবর বীরমণি অবস্থান করত সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বস্তুপূর্ণ বিপুল রাজ্যশাসন করিতেন। রুক্মাঙ্গদ নামক মহাবল-পরাক্রান্ত তদীয় পুত্র সেই সময়ে ক্রীড়ার্থ রূপবতী বনিতাগণের সহিত উপবনে গমন করেন। সেই ললনাগণের নূপুর ও কঙ্কণধ্বনিতে অন্যের কথা কি, সাক্ষাৎ কামদেবের মনও মুগ্ধ হয়। ১—১১। রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ যে বনে গমন করিয়াছিলেন, তথায় ভগবান্ সদাশিব সতত অবস্থিত থাকিতেন এবং উহাতে সর্ব্বদাই নানাবিধ কুসুমতরুসকল পুষ্পিত থাকায় বোধ হইত, যেন ছয় ঋতুই নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। ঐ উপবনে যে সকল ফুল্লকোরক-

কুর্ব্বন্তি কামিনাং তত্র হৃচ্ছয়ার্ত্তিং বিলোকিতাঃ।
চূতাঃ ফলাদিভির্নম্রা মঞ্জরীকোটিসংযুতাঃ।
নাগাঃ পুন্নাগবৃক্ষাশ্চ শালাস্তালাস্তমালকাঃ॥ ১৪
কোকিলানাং সমারাবা যত্র চ শ্রুতিগোচরাঃ।
সদা মধুপঝঙ্কারাগতনিদ্রাঃ সুমল্লিকাঃ॥ ১৫
দাড়িমানাং সমূহাশ্চ কর্ণিকারৈঃ সমন্বিতাঃ।
কেতকীকানকীবন্য-বৃক্ষরাজিবিরাজিতাঃ॥ ১৬
তস্মিন্ বনে প্রমদসংযুতচিত্তবৃত্তি-
র্গায়ন্ কলং মধুরবাগ্‌বিচিকীর্ষয়োচ্চৈঃ।
উদ্যৎকুচাভিরভিতো বনিতাভিরাগা-
চ্ছোভানিধানবপুরুজ্ঝিতভীবিশেষঃ॥ ১৭
কাশ্চিত্তং নৃত্যবিদ্যাভিস্তোষয়ন্তি স্ম শোভনম্
কাশ্চিদ্গানকলাভিশ্চ কাশ্চিদ্বাক্চতুরোচিতৈঃ।
ভ্রূসংজ্ঞয়াপরাঃ কাশ্চিত্তোষয়ামাসুরুন্মদাঃ।
পরিরম্ভণচাতুর্য্যৈস্তং হৃষ্টং বিদধুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১৯
তাভিঃ পুষ্পোচ্চয়ং কৃত্বা ভূষয়ামাস তাঃ স্ত্রিয়ঃ
বাণ্যা কোমলয়া শংসন্ রেমে কামবপুর্দ্ধরঃ॥ ২০
এবং প্রবৃত্তে সময়ে রাজরাজস্য ধীমতঃ।
প্রাপ্তস্তদ্বনদেশং স হয়ঃ পরমশোভনঃ॥ ২১
তং স্বর্ণপত্ররচিতৈকললাটদেশং
গঙ্গাসমং ঘুসৃণকুঙ্কুমপিঙ্গরাঙ্গম্।
গত্বা সমং পবনবেগতিরস্করিণ্যা
দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ পরমকৌতুকধামদেহম্॥ ২২
উচুঃ পতিং কমলমধ্যপিশঙ্গবর্ণা-
স্তাম্রাধরপ্রতিভয়াহতবিক্রমাভাঃ।
দন্তব্রজপ্রমিতহাস্যসুশোভিবক্ত্রাঃ
কামস্য বাণনয়নাদিবিমোহনাভাঃ॥ ২৩
স্ত্রিয়ঃ উচুঃ।
কান্ত কোঽয়ং মহানর্ব্বা স্বর্ণপত্রৈকশোভিতঃ।
কস্য বা ভাতি শোভাঢ্য গগণ স্ববলাদিমম্॥ ২৪

শোভিত বহুল চম্পকবৃক্ষ ছিল, তাহাদিগকে বিলোকন করিলেই কামিগণের অন্তরে কামপীড়া উদ্ভূত হইত। তথায় অসংখ্য মঞ্জরী-শোভিত, ফলভারাবনত বহুল চূত-তরু, নাগকেশর, পুন্নাগ, শাল, তাল ও তমালনিচয় উপবনের অসীম সৌন্দর্য্যবিস্তার করিতেছিল। ঐ স্থানে সর্ব্বদাই কোকিলের কুহুধ্বনি ও ধূপমগণের গুন্‌গুন্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইত এবং সততই মনোহর-মল্লিকুসুম প্রস্ফুটিত থাকিত। তথায় কর্ণিকার-সমন্বিত দাড়িমসমূহ ও কনকবর্ণ কেতকীবৃক্ষসকল বন্য বৃক্ষরাজি দ্বারা বিরাজিত ছিল। তৎকালে পরম সুন্দরাকৃতি মধুরকণ্ঠ সেই রাজকুমার, অকুতোভয়ে ও প্রফুল্লচিত্তে চতুর্দ্দিকে উন্নতস্তনী রমণীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগের কামবিকার উদ্ভাবনার্থ উচ্চৈঃস্বরে সুমধুর সঙ্গীত করত সেই বনমধ্যে গমন করিলেন। অনন্তর সেই উপবন মধ্যে কোন কোন কামিনী নৃত্যবিদ্যা, কেহ কেহ সঙ্গীতবিদ্যা কেহ কেহ বাক্‌চাতুর্য্য, কেহ কামোন্মত্ত হৃদয়ে ভ্রূভঙ্গী এবং অপর কেহ কেহ বা আলিঙ্গন বিষয়ে চতুরতা প্রকাশ দ্বারা রাজকুমারকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। পরে নৃপকুমার রুক্মাঙ্গদ সেই ললনাগণের সহিত পুষ্পচয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভূষিত করিলেন এবং কোমল বচনে তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করত কামার্ত্ত হইয়া তাহাদিগের সহিত রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২—২০। ঐ সময়ে ধীমান্ রাজরাজ শ্রীরামচন্দ্রের পরম শোভন যজ্ঞিয়াশ্ব সেই বনস্থলীতে উপস্থিত হইল। তখন রমণীগণ, ললাটদেশে স্বর্ণ-পত্র-বিভূষিত, গঙ্গাজলের ন্যায় বিমল ও কুঙ্কুমবৎ পিঙ্গলাঙ্গ পরমকৌতুকাবহ সেই অশ্ব দর্শনে এককালে সকলেই পবনবেগে গমনপূর্ব্বক নিজপতি রাজকুমারকে তদ্বিষয়ে কহিতে লাগিল। তাহাদিগের কলেবর, পদ্মের মধ্যস্থলের ন্যায় পিশঙ্গবর্ণ, তাম্রবর্ণ অধরের প্রভায় বিক্রমপ্রভাও পরাজিত হয়, মুখবিবর মনোহর দন্তপংক্তির অনুরূপ সুমধুর হাস্যে সুশোভিত এবং কামবাণস্বরূপ নয়নাদি-শোভায় তাহাদিগের রূপমাধুরী সকলেরই মনোমুগ্ধকর। তাহারা কহিল, হে কান্ত! এইস্থানে স্বর্ণপত্র-

শেষ উবাচ।

তদুক্তং বচ আকর্ণ্য লীলাললিতলোচনঃ।
জগ্রাহ হয়মেকেন করপদ্মেন লীলয়া ॥২৫
বাচয়িত্বা ভালপত্রং স্পষ্টবর্ণসমন্বিতম্।
জহাস মহিলামধ্যে জগাদ বচনং পুনঃ ॥ ২৬

রুক্মাঙ্গদ উবাচ।

পৃথিব্যাং নাস্তি মে পিত্রা সমঃ শৌর্য্যেণ চ শ্রিয়া
তস্মিন্ রাজ্ঞি কথং ধত্ত উৎসেকং রামভূমিপঃ
যস্ত রক্ষাং প্রকুরুতে সদা রুদ্রঃ পিনাকধৃক্।
যং দেবা দানবা যক্ষা নমন্তি মণিমৌলিভিঃ॥২৮
কুরুতাদ্বাজিমেধং বৈ জনকো মে মহাবলঃ।
যান্বেব বাজিশালায়ং বধ্নন্তু মম উদ্ভটাঃ ॥২৯
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মহিলাস্তা মনোহরাঃ।
প্রহর্ষবদনা জাতাঃ কান্তস্ত পরিরেভিরে ॥৩০

গৃহীত্বা তং হয়ং পুত্রো রাজ্ঞো বীরমণের্ম্মহান্।
পুরং পত্নীসমাযুক্তো মহোৎসাহসবীবিশৎ ॥৩১
মৃদঙ্গধ্বানম্ প্রোচ্চৈরাহতেষু সমন্ততঃ।
বন্দিভিঃ সংস্তুতঃ প্রাগাৎস্বপিতুর্ম্মন্দিরংমহৎ ॥
তস্মৈ স কথয়ামাস হয়ং নীতং রঘোঃ পতেঃ
বাজিমেধায় নির্ম্মুক্তং স্বচ্ছন্দগতিমদ্ভুতম্।
রক্ষিতং শত্রুসূদনেন মহাবলসমেতিনা ॥ ৩৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য নৃপো বীরমণির্ম্মহান্।
নাতিপ্রশংসয়ামাস তৎকর্ম্ম সুমহামতিঃ ॥ ৩৪
নীত্বা পুনঃ সমায়াতং চৌরস্যেব বিচেষ্টিতম্।
কথয়ামাস জামাত্রে শিবায়াদ্ভুতকর্ম্মণে।
রুক্মাঙ্গদধরায়াঙ্গ-ভূষায় চন্দ্রশোভনে ॥ ৩৫
তেন সম্মন্ত্রয়ামাস নৃপো বীরমণির্ম্মহান্।
পুত্রস্যষ্টং মহৎকর্ম্ম বিনিন্দ্যং মহতাং মতম্ ॥

শোভিত কোন একটি মহা অশ্ব আসিয়াছে; জানি না সেই পরম সুন্দর অশ্বটী কাহার, আপনি নিজবলে তাহাকে গ্রহণ করুন। নারীগণের তদ্বাক্য শ্রবণে নৃপনন্দন রুক্মাঙ্গদ বিলাস-মনোহর নেত্রে অবলীলাক্রমে এক হস্তে সেই অশ্বকে ধারণ করিলেন। অনন্তর স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ললাটপত্র পাঠ করিয়া মহিলাগণের মধ্যে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং এই কথা বলিলেন,—বীরত্বে বা ঐশ্বর্য্যে আমার পিতার তুল্য পৃথিবীতে আর কেহই নাই। সেই নৃপবর বর্ত্তমান থাকিতে কিরূপে ভূপতি রাম এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে? স্বয়ং রুদ্রদেব পিনাকহস্তে সর্ব্বদা যাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন; দেব, দানব ও যক্ষগণ মণি-ভূষিত মস্তকদ্বারা যাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া থাকেন, সেই মহাবলশালী মদীয় পিতাই অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে পারেন, অতএব মদীয় মহাবল কিঙ্করগণ ইহাকে বন্ধন করুক, এ অশ্ব-শালায় রক্ষিত হউক। রাজকুমারের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সেই পরমসুন্দরী রমণীগণের মুখমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহারা আনন্দভরে রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিল। ২১—৩০। পরে নৃপবর বীরমণির সেই মহাবল পুত্র রুক্মাঙ্গদ স্বয়ংই অশ্ব লইয়া পত্নীগণের সহিত মহোৎসাহে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎপরে চতুর্দ্দিকে মৃদঙ্গ-ধ্বনি হইতে লাগিল এবং বন্দিগণ রাজ-কুমারের স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি স্বীয় পিতৃমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক পিতাকে কহিলেন,—রঘুপতি রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত যে অশ্বকে মোচন করিয়াছেন, এবং শত্রুঘ্ন,বিপুল সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যে অশ্ব রক্ষা করিতেছেন, আমি সেই অব্যাহতগতি অদ্ভুত অশ্ব লইয়া আসিয়াছি। মহামতি মহাত্মা নৃপবর বীরমণি পুত্রের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার তৎকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিলেন না। অধিকন্তু কহিলেন,—তুমি যে অশ্ব লইয়া আসিয়াছ, ইহা তোমার চৌরের ন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে। অনন্তর তিনি রুক্মাঙ্গদধারী, বিভূষিতাঙ্গ, চন্দ্রভূষণ, অদ্ভুতকর্ম্মা জামাতা মহেশ্বরকে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎপরে মহাত্মা নৃপতি বীরমণি, পুত্র যে গুরুতর কার্য্য করিয়াছে, তাহা মহাত্মাদিগের

শিব উবাচ।

রাজন্ পুত্রেণ ভবতঃ কৃতং কর্ম্ম মহাদ্ভুতম্।
যোঽজ্ঞাহরন্মহাবাহুং রামচন্দ্রস্য ধীমতঃ ॥৩৭
অদ্য যুদ্ধং মহাজ্ঞাতি সুরাসুরবিমোহনম্।
শত্রুঘ্নেন মহারাজ্ঞা বীরকোট্যৈকরক্ষিতুঃ ॥৩৮
ময়া যো ধীয়তে স্বান্তে জিহ্বয়া প্রোচ্যতে হি যঃ
তস্য রামস্য যজ্ঞাঙ্গং জহার তব পুত্রকঃ ॥ ৩৯
পরমত্র মহালাভো ভবিষ্যতি রণাঙ্গনে।
যদ্রামচরণাম্ভোজং দ্রক্ষ্যামঃ স্বীয়সেবিতম্ ॥৪০
অত্র যত্নো মহাকার্য্যো হয়স্য পরিরক্ষণে।
নয়িষ্যন্তে বলাদ্বাহং ময়া রক্ষিতমপ্যমুম্ ॥ ৪১
তস্মাদিমং মহারাজ রাজ্যেন সহ সন্নতঃ।
বাজিনং শোভনং দত্বা প্রেক্ষস্বাঙ্ঘ্রিযুগং ততঃ ॥ ৪২
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শিবস্য স নৃপোত্তমঃ।
উবাচ তং সুরেন্দ্রাদি-বন্দ্যপাদাম্বুজদ্বয়ম্ ॥৪৩

বীরমণিরুবাচ।

ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মো যৎপ্রতাপস্য রক্ষণম্।
তদসৌ ক্রান্তমুদ্যুক্তঃ ক্রতুনা হয়সংজ্ঞিনা ॥ ৪৪
তস্মাদ্রক্ষ্যঃ স্বপ্রতাপো যেন কেনাপি মানিনা
যাবচ্ছক্যং কর্ম্ম কৃত্বা শরীরব্যয়কারকম্ ॥ ৪৫
সর্ব্বং কৃতং সুতেনেদং গৃহীতোঽশ্বঃ পুনর্যতঃ।
কোপিতং রামভূপালং সমরার্হং কুরু প্রভো ॥৪৬
ক্ষত্রিয়াণামিদং কর্ম্ম কর্ত্তব্যার্হং ভবেন্ন হি।
যদকস্মাদ্রিপোঃ পাদৌ প্রণমেদ্ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৪৭
রিপবো বিহসন্ত্যেব কাতরোঽয়ং নৃপাধমঃ।
ক্ষুদ্রঃ প্রাকৃতবন্নীচো ন ভবান্ ভয়বিহ্বলঃ ॥৪৮
তস্মাত্তবান্ যথাযোগ্যং যোদ্ধব্যে সমুপস্থিতে
যদ্বিধেয়ং বিচার্য্যৈবং কর্ত্তব্যং ভক্তরক্ষণম ॥৪৯

মতে অতি নিন্দনীয় বিবেচনায় তজ্জন্য মহাদেবের সহিত কর্ত্তব্যবিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মহাদেব বলিলেন,—রাজন্! ভবদীয় পুত্র যে ধীমান্ রামচন্দ্রের যজ্ঞিয় মহাশ্ব হরণ করিয়াছে, ইহা তাহার মহাদ্ভুত কার্য্য করা হইয়াছে। অদ্য হইতে কোটি কোটি বীরগণের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা আপনার, মহারাজ শত্রুঘ্নের সহিত সুরাসুরগণেরও বিস্ময়জনক মহাযুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। আমি সতত হৃদয়ে যাঁহাকে ধ্যান এবং রসনাদ্বারা নিরন্তর যাঁহার নামোচ্চারণ করিয়া থাকি, ত্বদীয় পুত্র সেই রামচন্দ্রেরই যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়াছে। যাহাই হউক, কিন্তু ইহাতে আমার এই এক পরম লাভ হইবে যে, আমি রণাঙ্গনে স্বীয় সেবিত শ্রীরামের চরণারবিন্দ দর্শন করিব। এক্ষণে অশ্বরক্ষায় সমধিক যত্ন করা কর্ত্তব্য; কারণ, আমাদ্বারা রক্ষিত হইলেও রামকিঙ্করগণ আসিয়া বলপূর্ব্বক ইহাকে লইয়া যাইবে। অতএব মহারাজ! আমার মতে অবনত হইয়া রাজ্যের সহিত অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক শ্রীরামের চরণযুগল দর্শন কর। ইন্দ্রাদি দেবগণও সর্ব্বদা যাঁহার চরণারবিন্দযুগল বন্দনা করিয়া থাকেন, সেই শশাঙ্কশেখরের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপসত্তম বীরমণি তাঁহাকে কহিলেন,—দেব! প্রতাপ রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম, কিন্তু রাম, অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমাদিগের সেই ধর্ম্ম বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তজ্জন্য যে কোন ক্ষত্রিয়াভিমানী বীরেরই শরীরপাত করিয়াও সাধ্যানুসারে স্বীয় প্রতাপ রক্ষা করা উচিত।৩৭—৪৫। মদীয় পুত্র যে ভূপাল রামকে কুপিত করিয়া তাঁহার যজ্ঞাশ্ব লইয়া আসিয়াছে, ইহা সে সম্পূর্ণ অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু হে প্রভো! এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য করুন। ভয়কাতরচিত্তে সহসা শত্রুচরণে প্রণত হওয়া কদাচ ক্ষত্রিয়দিগের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে। তাহা হইলে “এই নৃপাধম ভীরু কাপুরুষ” বলিয়া শত্রুগণ তাহাকে উপহাস করিয়া থাকে, আপনি ত নীচমনা ক্ষুদ্র প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় কদাচ ভয়কাতর নহেন। অতএব যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে যাহা বিধেয় হয়, বিচারপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে ভক্তকে রক্ষা

শেষ উবাচ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য চন্দ্রচূড়োঽবদদ্বচঃ।
প্রহসন্মেঘগম্ভীর-বাণ্যা সম্মোহয়ন্মনঃ॥ ৫০
যদি দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটয়ঃ সমুপস্থিতাঃ।
তথাপি ত্বত্তঃ কেনাশ্বো গৃহ্যতে মম রক্ষিতুঃ॥
যদি রামঃ সমাগত্য স্বাত্মানং দর্শয়িষ্যতি।
তদাহং চরণৌ তস্য প্রণমামি সুকোমলৌ॥ ৫২
স্বামিনা সহ যোদ্ধব্যং মহাননয় উচ্যতে।
অন্যে বীরাস্তৃণপ্রায়াঃ কিঞ্চিৎকর্তুং ন বৈ ক্ষমাঃ
তস্মাদ্যুধ্যস্ব রাজেন্দ্র রক্ষকে ময়ি সংস্থিতে॥
কো গৃহ্ণাতি বলাদ্বাজং ত্রিলোকী যদি সঙ্গতা॥
শেষ উবাচ।
এতদ্বচঃ পরং শ্রুত্বা চন্দ্রচূড়স্য ভূমিপঃ।
জহর্ষ মানসেঽত্যন্তং যুদ্ধকর্মণি কৌতুকী॥৫৫
সেনাচরা মহারাজ্ঞো মহাবলসমেতিনঃ।
সমাগতং তং পশ্যন্তো হয়ং রামস্য ভূপতেঃ॥ ৫৬
কাসাবশ্বঃ কেন নীতঃ কথং বা দৃশ্যতে ন সঃ।
কো গন্তা যমপুর্য্যাং বৈ বাহং হৃত্বা সুমন্দধীঃ॥
বিলোকয়ন্তস্তন্মার্গং যাবৎ সেনাচরা রযোঃ।
তাবৎপ্রাপ্তো মহারাজো মহাসৈন্যপরীবৃতঃ॥৫৮
পপ্রচ্ছ সেবকান্ সর্ব্বান্ কুত্রাশ্বো মম সাম্প্রতম্
ন দৃশ্যতে কথং বাহঃ স্বর্ণপত্রসুশোভিতঃ॥ ৫৯
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সেবকাস্তে হয়ানুগাঃ।
প্রোচুর্নাথ মনোবেগো বাহঃ কেনাপি কাননে॥
হৃতো ন লক্ষ্যতে তস্মাদস্মাভির্মার্গকোবিদৈঃ
তদত্র যত্নঃ কর্ত্তব্যো হয়প্রাপ্তিং প্রতি প্রভো॥
তেষাং বচনমাকর্ণ্য পপ্রচ্ছ সুমতিং নৃপঃ।
শত্রুঘ্নঃ শত্রুসংহার-কারী মোহনরূপধৃৎ॥ ৬২

করা আপনার কর্ত্তব্য। ভগবান চন্দ্রশেখর, রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে উচ্চহাস্যপুরঃসর মেঘগম্ভীর বচনে সকলের মন মোহিত করত এই কথা বলিলেন,—রাজন্! যদি আজ ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি দেবগণও অশ্বগ্রহণার্থ উপস্থিত হন, তথাপি আমি তোমায় রক্ষা করিলে কাহার সাধ্য তোমার নিকট হইতে অশ্ব লইয়া যায়। কিন্তু মহারাজ! যদি শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া আমায় দর্শন দেন, তাহা হইলেই আমি তাঁহার সুকোমল চরণযুগলে প্রণত হইব জানিবে; কারণ, প্রভুর সহিত যুদ্ধ করা অতি অন্যায় কার্য্য বলিয়া কথিত আছে। অপরাপর বীরগণ ত আমার নিকট তৃণপ্রায়, তাহারা আমার কিছুই করিতে সক্ষম নহে। অতএব রাজেন্দ্র! আমি যখন তোমার রক্ষক আছি, তখন নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, ত্রিলোক যদি একত্রিত হয়, তথাপি বলপূর্ব্বক কে অশ্ব লইয়া যাইবে? সংগ্রাম-কুতূহলী ভূপতি বীরমণি, ভগবান্ শশাঙ্কশেখরের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অন্তরে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। এদিকে মহারাজ শত্রুঘ্নের বহুসৈন্য-সমন্বিত প্রধান প্রধান সৈনিকগণ শ্রীরামের অশ্বকে অনুপস্থিত দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল,—যজ্ঞাশ্ব কোথায় যাইল? কে তাহাকে হইয়া গেল? কেন তাহাকে দেখিতেছি না? কোন্ মূঢ়মতি মানব আজ অশ্বহরণ করিয়া যমপুরে যাইবে? ৪৮—৫৭। অনন্তর সেই সেনাচরগণ যৎকালে অশ্বমার্গ অবলোকন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল, সেই সময়ে মহারাজ শত্রুঘ্ন বিপুল সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি, ভৃত্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সেই স্বর্ণপত্র-সুশোভিত অশ্ব এখন কোথায় আছে? কেন তাহাকে দেখিতেছি না? অশ্বানুগামী সেবকগণ শত্রুঘ্নের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, নাথ! এই কাননমধ্যে নিশ্চয় কেহ সেই মনোগামী অশ্ব হরণ করিয়া থাকিবে, তজ্জন্য আমরা অশ্বমার্গানুসন্ধানে পারদর্শী হইয়াও তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রভো! এক্ষণে অশ্বলাভার্থ সবিশেষ যত্ন করা উচিত। মোহনমূর্ত্তি শত্রুসংহারকারী নৃপবর শত্রুঘ্ন, ভৃত্যগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমতিকে

শক্রঘ্ন উবাচ।
কোঽত্র রাজা নিবসতি কথং বাহস্য সঙ্গমঃ।
কিয়দ্বলং ভূমিপতের্যেন মেঽদ্য হৃতো হয়ঃ ॥৬৩
সুমতিরুবাচ।
রাজন্ দেবপুরং হ্যেতদ্দেবেনৈব বিনির্ম্মিতম্।
কৈলাসমিব দুর্গম্যং বৈরিসঙ্ঘৈঃ সুসংহতৈঃ ॥
অস্মিন্ বীরমণী রাজা মহাশূরঃ প্রতাপবান্।
রাজ্যং করোতি ধর্ম্মেণ শিবেন পরিরক্ষিতঃ ॥
যোঽসৌ প্রলয়কারী স আস্তে ভক্ত্যা বশীকৃতঃ।
চন্দ্রচূড়োঽস্য ভক্তস্য পক্ষপাতং সৃজন্ সদা ॥
তস্মাত্তত্র মহদ্যুদ্ধং গৃহীতশ্চেদ্ভবিষ্যতি।
যত্তাঃ সন্তঃ প্রকুর্ব্বন্তু রক্ষণং কটকস্য হি ॥ ৬৭
এবং শ্রুত্বা স শক্রঘ্নঃ সর্ব্বভূপশিরোমণিঃ।
সৈন্যব্যূহং রচিত্বাসৌ তিষ্ঠতি স্ম মহাযশাঃ ॥৬৮
অথ তং সুখমাসীনং মন্ত্রয়ন্তং সুমন্ত্রিণা।
আজগাম স দেবর্ষির্যুদ্ধকৌতুকসংযুতঃ ॥ ৬৯
তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা শক্রঘ্নস্তপসাং নিধিম্।
অভ্যুত্থায়াসনে স্থাপ্য মধুপর্কমথাচরৎ ॥ ৭০
স্বাগতেন চ সন্তুষ্টং নারদং মুনিসত্তমম্।
উবাচ প্রীণয়ন্ বাচা বাক্যবাদবিশারদঃ ॥ ৭১
শক্রঘ্ন উবাচ।
মদীয়োঽশ্বঃ কুত্র বিপ্র কথয়স্ব মহামতে।
ন লক্ষ্যতে গতিস্তস্য সেবকৈর্মম কোবিদৈঃ ॥
শংস তং যেন বা নীতং ক্ষত্রিয়েণ চ মানিনা।
কথং তত্র হয়প্রাপ্তির্ভবিষ্যতি তপোধন ॥ ৭৩
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শক্রঘ্নস্য স নারদঃ।
উবাচ বীণাং রণয়ন্ গায়ন্ রামকথাং মুহুঃ ॥৭৪
নারদ উবাচ।
এতদ্দেবপুরে রাজন্ ভূপো বীরমণির্মহান্।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন্ত্রিবর! এস্থানে কে রাজা আছেন? কি প্রকারেই বা অশ্ব পাইতে পারি। যিনি আমার অশ্বহরণ করিয়াছেন, সেই ভূপতির বলই বা কিরূপ? তৎশ্রবণে সুমতি কহিলেন,—রাজন্! এই স্থান দেবপুর নামে প্রসিদ্ধ; ভগবান্ মহাদেবই এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বৈরিগণ দলবদ্ধ হইয়াও কৈলাসগিরির ন্যায় সহসা এই পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাশূর প্রতাপবান রাজা বীরমণি মহেশ্বরকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে এইস্থানে রাজ্যশাসন করিতেছেন। ৫৮—৬৫। যিনি প্রলয়কারী, সেই দেবাধিদেব চন্দ্রশেখর পরমভক্ত বীরমণির ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ভক্তের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করত স্বয়ং এই স্থানে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। সেই হেতু, যদি সেই নৃপবর অশ্বগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে এই স্থানে মহৎযুদ্ধ সংঘটিত হইবে, সন্দেহ নাই; এক্ষণে সকলে যত্নবান্ হইয়া সেনানিবেশ রক্ষা করুন। সর্ব্বভূপ-শিরোমণি মহাযশাঃ শক্রঘ্ন, সুমতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সৈন্যব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুখোপবিষ্ট শক্রঘ্ন, যখন মন্ত্রিবরের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ যুদ্ধদর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। তখন শক্রঘ্ন সেই তপোনিধি মুনিবরকে আগত দর্শনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইয়া মধুপর্ক প্রদান করিলেন। পরে সেই বাক্যবাদ-বিশারদ রামানুজ, মুনিসত্তম নারদকে স্বাগতপ্রশ্নে সন্তুষ্ট করিয়া পুনরপি মধুর বচনে তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করত কহিলেন,—হে মহামতে বিপ্রবর! মদীয় অশ্ব, কোথায় আছে বলুন, আমার কার্য্যকুশল কিঙ্করেরাও অশ্ব যে কোথায় গিয়াছে লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না। যে বীরাভিমানী ক্ষত্রিয়, তাহাকে লইয়া গিয়াছে, সে কে? বলুন, তপোধন! এক্ষণে কি প্রকারেই বা অশ্ব পাইব? ৬৬—৭৩। দেবর্ষিনারদ শক্রঘ্নের এই কথা শুনিয়া বীণাবাদনসহকারে বারংবার শ্রীরামের গুণগান করত কহিলেন,—রাজন্! এই দেবপুরে যিনি ভূপতি আছেন, তাঁহার নাম বীরমণি,

তৎপুত্রেণ বনস্থেন গৃহীতস্তব বাজিরাট্ । ৭৫
তত্র যুদ্ধং মহত্তেহদ্য ভবিষ্যতি সুদারুণম্ ।
অত্র বীরাঃ পতিষ্যন্তি বলশৌর্য্যসমন্বিতাঃ ।৭৬
তস্মাদত্র মহাযত্নাৎ স্থাতব্যং তে মহাবল ।
রচয় ব্যূহরচনাং দুর্গমাং পরসৈনিকৈঃ । ৭৭
জয়স্তে ভবিতা রাজন্ কৃচ্ছ্রেণ তু নৃপোত্তমাৎ ।
রামং কো নু পরাজীয়াদ্ভুবনে সকলে হ্যপি ।৭৮
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বিপ্রো নভসি স্থিতবাংস্ততঃ
যুদ্ধং সুদারুণং দ্রক্ষ্যন্ দেবদানবয়োরিব ।৭৯

শেষ উবাচ ।

অথ রাজা বীরমণিঃ সর্ব্বশূরশিরোমণিঃ ।
পটহং ঘোষিতুং স্বীয়ে পুরমধ্যে মহারবম্ ।৮০
অহ্বয়ামাস সেনান্যং রিপুবারং মহোন্মদম্ ।
কথয়ামাস চ ক্ষিপ্রং মেঘগম্ভীরয়া গিরা । ৮১

বীরমণিরুবাচ ।

সেনানীঃ পটহস্ত্বাজ্ঞাং দেহি মে শোভনে পুরে
যচ্ছ্রুত্বা যে সুসন্নদ্ধাঃ শত্রুঘ্নং প্রতি যান্তি তে ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রাজ্ঞো বীরমণেস্তদা ।
কারয়ামাস পটহং মহারবনিনাদিতম্ । ৮৩
গেহে গেহে চ রথ্যায়াং শ্রূয়তে পটহধ্বনিঃ ।
শত্রুঘ্নং যান্তু যে সর্ব্বে বীরা রাজপুরে স্থিতাঃ ।
যে বৈ রাজ্ঞঃ সমুল্লঙ্ঘ্য শাসনং বীরমানিনঃ ।
পুত্রা বা ভ্রাতরো বাপি তে বধার্হা নৃপাজ্ঞয়া ।
শৃণ্বন্তু বীরাঃ পুনরপ্যাহতে পটহে রবম্ ।
শ্রুত্বা বিধীয়তামাশু কর্ত্তব্যং মা বিলম্বিতম্ ।৮৬

শেষ উবাচ ।

ইতি পটহরবং স্বকর্ণগোচরং
নরবরবীরবরা যযুর্নৃপোত্তমম্ ।
তে চ কবচপরিভূষিতস্বদেহাঃ
সমরমহোৎসবহৃষ্টচিত্তকোশাঃ । ৮৭

তিনি অতি মহান্ ব্যক্তি, উপবনস্থিত তদীয় পুত্র তোমার অশ্ব লইয়া গিয়াছে। অদ্য এই স্থানে তোমার তজ্জন্ত সুদারুণ মহাযুদ্ধ হইবে, সেই যুদ্ধে শৌর্য্যবীর্য্যসমন্বিত বহুল বীরগণকেই ধরাশায়ী হইতে হইবে। অতএব হে মহাবল! এ স্থানে অতি সাবধানে অবস্থান করিবে, এক্ষণে শত্রুপক্ষীয়েরা যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, এরূপ ব্যূহ রচনা কর। রাজন্! সেই নৃপবর হইতে অতি ক্লেশে তোমার জয়লাভ হইবেই হইবে, কারণ, অখিল ভুবনমধ্যে শ্রীরামকে পরাজয় করিতে পারে এমন কে আছে? দেবর্ষি এই কথা বলিয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং দেবদানবের ন্যায় সেই রাজদ্বয়ের ভীষণ যুদ্ধ অবলোকনার্থ অলক্ষিতভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর এদিকে সর্ব্বশূর-শিরোমণি রাজা বীরমণি, স্বীয় নগরমধ্যে মহারবশালী ভেরী বাদন করত যুদ্ধ-ঘোষণার্থ সমরে মহোৎসাহসম্পন্ন রিপুবার নামক সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিলেন এবং মেঘগম্ভীর বচনে কহিলেন,—সেনানী! আমার এই সর্ব্বজন-সুশোভন পুরমধ্যে অবিলম্বে যুদ্ধপটহ বাদনার্থ কোন কিঙ্করকে আজ্ঞা কর। উহার শব্দ শ্রবণে মদীয় যোদ্ধৃবৃন্দ সর্ব্ববিধ রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া শত্রুঘ্নের নিকট গমন করিবে। ৭৪—৮২। তৎকালে সেনাপতি রাজবর বীরমণির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াই উচ্চরবে ভেরীবাদন করাইল। তখন প্রতিগৃহে ও প্রতিরথ্যাতেই সেই ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকিল এবং এইরূপ ঘোষণা করা হইল যে, এই রাজপুরে যে সকল বীর অবস্থিত আছেন, সকলেই শত্রুঘ্নের সমীপে গমন করুন। যে সকল বীরাভিমানী ব্যক্তি এই রাজশাসন উল্লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহারা পুত্র বা ভ্রাতা হইলেও রাজাজ্ঞায় বধার্হ হইবেন। বীরগণ! পুনরপি ভেরী বাদিত হইতেছে শব্দ শুনুন, এই শব্দ শ্রবণে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় ত্বরায় করুন, বিলম্ব করিবেন না। দেবপুরস্থিত সমুদয় বীরবর নরপতিগণ স্বকর্ণে এইরূপ পটহরব শ্রবণ করিয়াই স্ব স্ব কলেবর কবচদ্বারা ভূষিত করত সমরোৎসাহে হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া নরপতি-সন্নিধানে গমন

কেচিদ্ যযুঃ শিরস্ত্রাণং ধৃত্বা শিরসি শোভনে।
কবচেন সুশোভাঢ্যাঃ শতকোটিসুশোভিনা॥
রথেন হয়যুগ্মেন মণিকাঞ্চনশোভিনা।
যযুস্তে রাজসন্দেশাদ্ভূপালা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥ ৮৯
কেচিন্মত্তগজৈর্মত্তৈঃ কেচিদ্বাহৈঃ সুশোভিতৈঃ
যযুর্নৃপগৃহং সর্ব্বে রাজসন্দেশহারকাঃ॥ ৯০
বিবিক্তস্বর্ণকবচাঃ শিরস্ত্রাণেন শোভিতাঃ।
রুক্মাঙ্গদেঽপি চ নিজে রথে তিষ্ঠন্মনোজবে॥
শুভাঙ্গদোঽনুজস্তস্য মহারত্নময়ং দধৎ।
কবচং বপুষি শ্রেষ্ঠে নিজং প্রাগাদ্রণোৎসবে॥
রাজভ্রাতা বীরসিংহঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদঃ।
যযৌ নৃপাজ্ঞয়া তত্র শাসনং ভূমিপস্য হি॥ ৯৩
জামেয়স্তস্য রাজ্ঞোঽপি বলমিত্র ইতি স্মৃতঃ।
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী জগাম নৃপমন্দিরম্॥ ৯৪
সেনানী রিপুবারোঽপি সেনাং তাং
চতুরঙ্গিণীম্।

সজ্জাং বিধায় ভূপায় ন্যবেদয়দথো মহান্॥ ৯৫
অথ রাজা বীরমণিঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপূরিতম্।
মণিস্যূতোচ্চচক্রোচ্চমারোহৎ স্যন্দনোত্তমম্॥
ততো বীরারবঃ শঙ্খনিনাদশ্চ সমন্ততঃ।
শ্রূয়তে কাতরান্ বীরান্ প্রেরয়ন্নিব সঙ্গরে॥
সর্ব্বে কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ।
সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রসম্পূর্ণা যযুঃ সমরমণ্ডলম্॥ ৯৮
ভেরীশঙ্খনিনাদেন পূরিতাশ্চ নগা গুহাঃ।
আকারিতুং গতঃ কিন্নু তদ্রবঃ স্বর্গসংস্থিতান্॥
তস্মিন্ কোলাহলে বৃত্তে রাজা বীরমণির্ম্মহান্।
রণোৎসাহেন সংযুক্তো যযৌ প্রধনমণ্ডলম্॥
আগত্য সংস্থিতং তাবদ্রথপত্তিসমাকুলম্।
সমুদ্র ইব তৎস্থানাৎ প্লাবিতুং পুরুষানয়াৎ॥
তদাগতং বলং দৃষ্ট্বা রথিভিঃ শস্ত্রকোবিদৈঃ।

করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন যুদ্ধদুর্ম্মদ ভূপাল রাজাজ্ঞানুসারে সুন্দর শিরোদেশে শিরস্ত্রাণ পরিধান করত শত-কোটি সুশোভিত কবচ দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া যুগ্মাশ্বযুক্ত, মণি-কাঞ্চন-শোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। কেহ কেহ মত্তমাতঙ্গ-পৃষ্ঠে ও কেহ কেহ বা সুশোভিত অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া যাইতে লাগি-লেন। ফলে রাজাজ্ঞাবহ সমুদয় বীরগণই বিমল স্বর্ণকবচ ও শিরস্ত্রাণে শোভিত হইয়া নৃপভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজ-কুমার রুক্মাঙ্গদ এবং তৎকনিষ্ঠ শুভাঙ্গদও পরমসুন্দর কলেবরে মহারত্নখচিত স্ব স্ব কবচ পরিধান করিয়া মনোবৎ দ্রুতগমনশীল রথে অবস্থান করত রণোৎসবে গমন করি-লেন। সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে পারদর্শী রাজভ্রাতা বীরসিংহ ভূপতির শাসন অলঙ্ঘ-নীয় বিবেচনায় রাজাজ্ঞানুসারে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। বলমিত্র নামে বিখ্যাত রাজার ভাগিনেয়ও কবচ ও খড়্গ ধারণ করত যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নৃপমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর সেনাপতি রিপু-বার, চতুরঙ্গিণী সেনা সজ্জিত করিয়া ভূপ-তিকে তদ্বিষয় নিবেদন করিলেন। অতঃপর নৃপতি বীরমণি সর্ব্ববিধ অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ, মণিময় বৃহৎ বৃহৎ চক্রযুক্ত, অতি সুন্দর এক উচ্চরথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে ভীরু বীরগণকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করিবার জন্যই যেন সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে সমুদয় যোদ্ধবর্গই সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত ও সর্ব্ববিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া স্বস্ত্যয়ন-পূর্ব্বক সমরমণ্ডলে গমন করিতে থাকিলেন। তৎকালে ভেরীধ্বনি ও শঙ্খনিনাদে সমুদয় পর্ব্বত ও গুহা পরিব্যাপ্ত হইল এবং বোধ হইল যেন স্বর্গবাসীদিগকে আহ্বান করিবার জন্যই উহা আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইতেছে। তৎকালে এইরূপে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইলে মহামনা রাজা বীরমণি রণোৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া রণাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন।৮৩—১০০। রথ-পত্তিসমা-কুল তদীয় মহাসৈন্য যখন তথায় আসিয়া অবস্থিতি করিল, তখন জ্ঞান হইল যেন, সমুদ্র, রাজপুরুষগণের পাপে দূষিত সেই

কোলাহলীকৃতং সর্ব্বমুবাচ সুমতিং নৃপঃ ॥ ১০২

শত্রুঘ্ন উবাচ।

সমাগতো বীরমণির্ম্মম বাজিধরো বলী।
যোদ্ধুং মাং মহতা ভূপঃ সৈন্যেন চতুরঙ্গিণা ॥
কথং যুদ্ধংপ্রকর্ত্তব্যং কে যোৎস্যন্তি বলোৎকটাঃ
তান্‌সর্ব্বান্‌দিশ মে বীরান্‌যথা স্যাজ্জয় ঈপ্সিতঃ

সুমতিরুবাচ।

স্বামিন্নসৌ মহারাজো মহাসৈন্যপরীবৃতঃ।
সমাগতঃ স যুদ্ধার্থে শিবভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ১০৫
সাম্প্রতং যুধ্যতাং বীরঃ পুষ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
অন্যেহপি নীলরত্নাদ্যা যোদ্ধারো যুদ্ধকোবিদাঃ
শিবেন সহ যোদ্ধব্যং রাজ্ঞা বা ভবতানঘ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধেন জেতব্যো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১০৭
অনেন বিধিনা রাজন্ জয়স্তেহত্র ভবিষ্যতি।
পশ্চাদ্‌যদ্রোচতে স্বামিংস্তৎকুরুষ্ব মহামতে ॥

শেষ উবাচ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শত্রুঘ্নঃ পরবীরহা।
সুভটানাদিদেশাথ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১০৯
সর্ব্বৈঃ সসৈন্যৈর্যুদ্ধার্থং রাজভিঃ শস্ত্রকোবিদৈঃ
যথা স্যান্মে জয়ঃ ক্ষিপ্রং যতিতব্যং তথা পুনঃ ॥

শেষ উবাচ।

রণার্থং রাঘবস্যৈবং শ্রুত্বা তে রণকোবিদাঃ।
মহোৎসাহেন সংযুক্তা যযুর্যোদ্ধুং স্বসৈনিকৈঃ ॥
যুদ্ধায় তে সুসন্নদ্ধাঃ শত্রুঘ্নস্য মহাবলাঃ।
যযুর্ব্বীরমণেঃ সৈন্যমধ্যে শৌর্য্যসমন্বিতাঃ ॥ ১১২
শরান্ বিমুঞ্চমানাস্তে ভিন্দন্তঃ সৈনিকান্ বহূন
ব্যদৃশ্যন্ত রণাঙ্গনে শরাসনধরা নরাঃ ॥ ১১৩
অনেকে নিহতাস্তত্র গজা মণিময়া রথাঃ।

স্থান প্লাবিত করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছে। শস্ত্রকোবিদ রথিগণে পরিব্যাপ্ত সেই মহাসৈন্যকে ভীষণ কোলাহল করিতে করিতে আগত দেখিয়া নৃপবর শত্রুঘ্ন, সুমতিকে কহিলেন,—মন্ত্রিবর! যিনি আমার অশ্ব লইয়াছেন, সেই মহাবলশালী ভূপতি বীরমণি আমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রভূত চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়াছেন, দেখ। এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের বাসনানুরূপ জয় হয়, তজ্জন্য কি প্রকারে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ কোন্ মহাবলশালী বীরগণই বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ কর। তৎশ্রবণে সুমতি কহিলেন,—স্বামিন্! এই প্রসিদ্ধ শিবভক্ত মহারাজ বীরমণি যখন মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়াছেন, তখন এক্ষণে পরমাস্ত্রবিৎ বীরবর পুষ্কল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন এবং নীলরত্ন প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল যুদ্ধকোবিদ বীরগণ আছেন, তাঁহারাও সহযোদ্ধা হইবেন। হে অনঘ! আপনি স্বয়ং মহেশ্বর বা মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিবেন, এই মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপালকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় করিতে প্রবৃত্ত হউন। হে মহামতে রাজন্! আমার বিবেচনায় এইরূপ নিয়মে নিশ্চয়ই আপনার যুদ্ধে জয় হইবে। স্বামিন্! ইহার পর আপনার যাহা বিবেচনা হয় করুন। ১০১—১০৮। শত্রুনিসূদন শত্রুঘ্ন সুমতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবীর রাজগণকে আদেশ করিলেন, আপনারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ ও ভূপাল, এ জন্য আপনারা সকলে সসৈন্যে যাহাতে অবিলম্বে আমার জয়লাভ হয়, এরূপ ভাবে যুদ্ধার্থ যত্নবান্ হইবেন। সর্পরাজ বলিলেন,—রণকোবিদ সেই সকল রাজগণ শত্রুঘ্নের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মহা উৎসাহান্বিত হইয়া সৈনিকগণের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর শত্রুঘ্নের পক্ষাবলম্বী মহাবলবীর্য্যশালী সেই রাজগণ, যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া ভূপতি বীরমণির সৈন্যমধ্যে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে সমরাঙ্গনমধ্যে শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অবিরল শরধারা বর্ষণ করত বহুল সৈনিককে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে দেখা

ভগ্না বাহসমেতাশ্চ দৃশ্যন্তে রণমণ্ডলে। ১১৪
বিহিতং কদনং তেষাং শ্রুত্বা রুক্মাঙ্গদো বলী
রথে মণিময়ে তিষ্ঠন্ যযৌ যোদ্ধুস্তু সৈনিকান্।
শরাশনে শরান্ ধাস্যন্নিষুধী অক্ষয়ৌ দধৎ।
শোণনেত্রান্তরো ভীমো মহাকোপসমন্বিতঃ।
অনেকবাণসংবিগ্নান্ কুর্ব্বন্ বীরান্ সহস্রশঃ।
হাহাকারং কারয়ংস্তদ্যযৌ রুক্মাঙ্গদো বলী।
রাজপুত্রঃ স্বসদৃশং বলেন যশসা শ্রিয়া।
আহ্বয়ামাস শত্রুঘ্নং ভারতং পুষ্কলং বলী।১১
রুক্মাঙ্গদ উবাচ।
আগচ্ছ বীরকমণে মহাবলপরাক্রম।
ময়া যোদ্ধুন্তু বলিনা রাজপুত্রেণ ভাস্বতা॥ ১১৯
কিমন্যৈস্ত্রাসিতৈর্বীর নিহতৈঃ কোটিভির্নরৈঃ।
ময়া সমং মহাযুদ্ধং বিধায় জয়মাপ্নুহি। ১২০

ইত্যুক্তবন্তং তরসা প্রহসন্ পুষ্কলো বলী।
জঘান বিপুলে মধ্যে বক্ষসন্তীক্ষ্ণপর্ব্বভিঃ। ১২১
তদমৃষ্যন রাজপুত্রো মহাচাপে দধচ্ছরান্।
জঘান দশভির্ব্বীরং পুষ্কলং বক্ষসোঽন্তরে।
উভৌ সমরসংরব্ধাবুভাবপি জয়ৈষিণৌ।
রেজাতে সঙ্গরে তৌ হি কুমারস্তারকো যথা।
বাণান্ ধনুষি সন্ধায় দশসঙ্খ্যান্ মহাশিতান্।
অকরোৎ পুষ্কলো বীরো বিরথং রাজপুত্রকম্।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতমপাতয়ৎ।
একেন ধ্বজমেতস্য দ্বাভ্যাং স্যন্দনরক্ষকৌ।
একেন হৃদি বিব্যাধ রাজপুত্রস্য বেগবান্।
তদদ্ভুতং কর্ম্ম সর্ব্বে দৃষ্ট্বা বীরাঃ প্রতোষিতাঃ।
স চ্ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অত্যন্তকোপমাপন্নঃ স্যন্দনং পরমাবিশৎ॥ ১২৭

গিয়াছিল তৎকালে দেখা গেল, সেই রণক্ষেত্রে প্রভূত মাতঙ্গ ও অশ্বারোহিসকল সবাহনে নিহত হইতেছে এবং মণিময় রথসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অনন্তর মহাবলশালী রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ, শত্রুগণ তদীয় সৈন্যগণের মহামার উপস্থিত করিয়াছে শ্রবণে সাতিশয় কোপাবিষ্ট ও আরক্তলোচন হইয়া শরাসনে অবিচ্ছিন্ন শরসন্ধানার্থ পৃষ্ঠদেশে অক্ষয় তূণীরদ্বয় ধারণ করত মণিময় রথে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুসৈনিকগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভীমমূর্ত্তিতে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। ১০৯—১১৬। সেই মহাবলপরাক্রান্ত রুক্মাঙ্গদ যখন যাইতে লাগিলেন, তখন সহস্র সহস্র বীরগণকে প্রভূত বাণবর্ষণে উদ্বিগ্ন করিতে থাকায় শত্রুঘ্নের সৈন্যমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনন্তর বলিবান্ রাজপুত্র বল যশ ও সৌন্দর্য্যে স্বসদৃশ শত্রুনিসূদন ভরতনন্দন পুষ্কলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—ওহে, বীরচূড়ামণি! তুমি ত মহাবলপরাক্রান্ত, অতএব এই তেজীয়ান্ মহাবলশালী রাজপুত্রের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন কর। হে বীর! অন্যান্য কোটি কোটি মানবগণকে ত্রাসিত ও নিহত করিয়া কি ফল আছে? এক্ষণে আমার সহিত মহাযুদ্ধ করিয়া জয়লাভ কর। রুক্মাঙ্গদকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া মহাবলশালী পুষ্কল উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে প্রহার করিলেন। তখন রাজনন্দনও তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষণ শরাসনে শর সন্ধানপূর্ব্বক দশবাণে বীরবর পুষ্কলের বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। পরস্পর জয়াভিলাষী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত তাঁহারা উভয়ে, তৎকালে সমরক্ষেত্রে কার্ত্তিকেয় ও তারকাসুরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর বীরবর পুষ্কল শরাসনে সুশাণিত দশ শর সন্ধানপূর্ব্বক রাজকুমারকে রথবিহীন করিলেন। তিনি উক্ত দশ শরের মধ্যে চারিবাণে রাজকুমারের চারি অশ্ব, দুইবাণে সারথি, এক বাণে রথধ্বজ ও দুইবাণে রথরক্ষকদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া মহাবেগে একবাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়াছিলেন। পুষ্কলের এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে সমুদয় বীরগণই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।১১৭—১২৬। এইরূপে শরাসন ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং অশ্ব ও সারথি নিহত

স স্থিত্বা স্যন্দনবরে হয়রক্ষেন ভূষিতে।
শরাসনং মহদ্ধৃত্বা সুদৃঢ়ং গুণপূরিতম্ ॥ ১২৮
উবাচ পুষ্কলং বীরং রুক্মাঙ্গদ ইদং বচঃ।
মহাপরাক্রমং কৃত্বা ক যাস্যসি পরন্তপ ॥ ১২৯
পশ্য মেঽদ্য পরাক্রান্তিং যদ্বলেন বিনির্ম্মিতাম্
যত্নাত্তিষ্ঠস্ব ভো বীর নয়ামি ত্বদ্রথং নভঃ ॥১৩০
ইত্যুক্ত্বা শরমত্যুগ্রং দধার স্বশরাসনে।
মন্ত্রয়িত্বা মুমোচাস্ত্রং ভ্রামকং পৌষ্কলে রথে ॥
মুমোচ নিশিতং বাণং স্বর্ণপুঙ্খৈকশোভিতম্।
তেন বাণেন নীতোঽস্য রথো যোজনমাত্রকম্
ধৃতঃ কৃচ্ছ্রেণ সূতেন রথো বভ্রাম ভূতলে।
কৃচ্ছ্রেণ প্রাপ্য তৎস্থানং পুষ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥
জগাদ বচনং তং বৈ বাণং বিভ্রচ্ছরাসনে।
স্বর্গং প্রাপ্নুহি বীরাগ্র্য সর্ব্বদেবৈকশোভিতম্ ॥
ত্বাদৃশাঃ পৃথিবীযোগ্যা ন ভবন্তি নৃপোত্তম।
শতক্রতুসভাযোগ্যাস্তদ্‌গচ্ছস্ব সুরালয়ম্ ॥১৩৫
ইত্যুক্ত্বা স মুমোচাস্ত্রমাকাশপ্রাপকং মহৎ।
তেন বাণেন স রথো যযৌ স্বরন্তুলোমতঃ ॥
সর্ব্বাল্লোঁকানতিক্রম্য যযৌ সূর্য্যস্য মণ্ডলম্।
তজ্জ্বালয়া রথো দগ্ধো হয়সূতসমান্বিতঃ ॥ ১৩৭
তৎকরৈর্দ্দগ্ধভূয়িষ্ঠ-কলেবরঃ সুদুঃখিতঃ।
পপাত চন্দ্রচূড়ং স ধৃত্বা হৃদ্যসুখার্দ্দনম্ ॥ ১৩৮
ভূমৌ নিপাতিতস্তত্র করদগ্ধকলেবরঃ।
অত্যন্তদুঃখমাপন্নো মুমূর্চ্ছ রণমণ্ডলে ॥ ১৩৯
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ মূর্চ্ছিতে রাজপুত্রকে
হাহাকারো মহানাসীত্তত্র সংগ্রামমূর্দ্ধনি ॥ ১৪০
বৈরিণো জয়লক্ষ্মীং তে সম্প্রাপ্তাঃ পুষ্কলোন্মুখাঃ
পলায়নপরা জাতা বৈরিণো হয়রক্ষকাঃ ॥১৪১

হওয়ায় রুক্মাঙ্গদ যৎপরোনাস্তি কোপাবিষ্ট হইলেন এবং অপর রথে আরোহণ করিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত সেই উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়াই অপর এক সুদৃঢ়, জ্যাযুক্ত মহৎ শরাসন ধারণপূর্ব্বক বীরবর পুষ্কলকে এই কথা বলিলেন,—ওহে পরন্তপ! মহাপরাক্রম প্রকাশ করিয়া কোথায় যাইবে? মদীয় বলবিক্রম অবলোকন কর। ওহে বীর! সম্প্রতি যত্নসহকারে রণস্থলে অবস্থিতি করিতে সচেষ্ট হও, আমি এখনই তোমার রথ নভোমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত করিব।* রাজকুমার এই বলিয়া স্বীয় শরাসনে অত্যুগ্র এক শর সংযোজন করিলেন এবং অভিমন্ত্রিত করিয়া পুষ্কলের রথোপরি সেই ভ্রামকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যে স্বর্ণপুঙ্খ-সুশোভিত সেই নিশিত শর ত্যাগ করিলেন, তদ্দ্বারা পুষ্কলের রথ একযোজন দূরে চালিত হইল। সারথি প্রযত্নসহকারে ধারণ করিয়া রাখিলেও পুষ্কলের সেই রথ ভূতলে ঘূর্ণমান হইতে থাকিল। অনন্তর পরমাস্ত্রবিৎ পুষ্কল অতি ক্লেশে পূর্ব্বস্থান প্রাপ্ত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান করত রুক্মাঙ্গদকে এই কথা বলিলেন, —ওহে বীরবর! এক্ষণে তুমি সমুদয় সুরগণে সুশোভিত স্বর্গধাম প্রাপ্ত হও। রাজকুমার! ত্বাদৃশ বীরগণ পৃথিবীতে বাস করিবার যোগ্য নয়, ইন্দ্রসভায় উপযুক্ত, অতএব সুরালয়েই গমন কর।১২৭—১৩৫। তিনি এই কথা বলিয়া আকাশপ্রাপক এক মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সেই অস্ত্রপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের রথ আকাশে উত্থিত হইল এবং ক্রমিক অন্যান্য সমুদয় লোক অতিক্রমপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলে সূর্য্য-রশ্মিতে অশ্ব ও সারথির সহিত উহা দগ্ধ হইয়া গেল। রাজকুমারেরও বহুল অঙ্গ সূর্য্যকিরণে দগ্ধ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদুঃখহর ভগবান্ হরকে ধারণ করত পতিত হইতে থাকিলেন। রাজকুমার এইরূপে সূর্য্যকিরণে দগ্ধ-কলেবর ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সাতিশয় ক্লেশবশতঃ সেই রণক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই রাজপুত্র ভূমিতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলে সেই সংগ্রাম-মণ্ডলে মহান্ হাহাকার হইতে লাগিল। তখন বীরমণি নৃপতির পুষ্কলাদি বৈরিগণ জয়লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলেন এবং শত্রুদের বৈরিপক্ষীয় হয়রক্ষ-

তদা পুত্রস্য বৈ মূর্চ্ছাং দৃষ্ট্বা বীরমণিনৃপঃ।
প্রায়াৎ সমরমধ্যস্থং পুষ্কলং কোপপূরিতঃ॥১৪২
তদা ভূমিশ্চচালেয়ং সপর্ব্বতবনোত্তমা।
শূরা বৈ হর্ষমাপন্নাঃ কাতরা ভয়পীড়িতাঃ॥১৪৩
চাপং মহদ্দধানঃ স ইষুধী অক্ষয়াবপি।
রোষান্নিশ্বাসমামুঞ্চন্নাহ্বয়ামাস বৈরিণম্॥১৪৪
শেষ উবাচ।
আহ্বয়ন্তং মহাসৈন্য-বারিধৌ পুষ্কলং নৃপম্।
সমালক্ষ্য কপীন্দ্রোঽপি হনূমাংস্তমধাবত॥১৪৫
লাঙ্গুলমুদ্যম্য বিশালদেহং
সংরাবমাতত্য পয়োদঘোষম্।
রণস্থিতান্ বীরবরান্ কপীন্দ্রো
জগাম তং বীরমণিং নরেন্দ্রম্॥১৪৬॥
আয়ান্তঞ্চ হনূমন্তং বীক্ষ্য পুষ্কল উদ্ভটঃ।
বিলোকয়ামাস দৃশা বৈরক্রোধসুশোণয়া॥১৪৭
জগাদ তং হনূমন্তং পুষ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা নাদয়ন্ রণমণ্ডলম্॥১৪৮
পুষ্কল উবাচ।
কথং ত্বং সমরে যোদ্ধুমাগতোঽসি মহাকপে।
কিয়দ্বলং স্বল্পমেতদ্রাজ্ঞো বীরমণের্ম্মহৎ॥১৪৯
যত্র ত্রিজগতী সর্ব্বা সম্মুখং সমুপাগতা।
তত্র ত্বং লীলয়া যোদ্ধুং যাতুমিচ্ছসি বা ন বা॥
কোঽয়ং রাজা বীরমণিঃ কিয়দ্বলমথাল্পকম্।
অত্রাগমনমত্যুগ্রং তব বীর ন ভাব্যতে॥১৫১
রঘুনাথকৃপাপাঙ্গাদহং নিস্তীর্য্য দুস্তরম্।
ক্ষণান্নির্যামি কীশেন্দ্র মা চিন্তাং কুরু সঙ্গরে॥
ত্বয়া রাক্ষসপাথোধিস্তীর্ণো রামকৃপাবলাৎ।
তথাহং রামং সংস্মৃত্য নিস্তরিষ্যামি দুস্তরম্॥
যে কেচিদ্দুস্তরং প্রাপ্য রঘুনাথং স্মরন্তি চ।

কাদি পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে নৃপবর বীরমণি পুত্রের মূর্চ্ছা দর্শনে সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া সমরমধ্যবর্ত্তী পুষ্কলের নিকট আগমন করিলেন। ঐ সময়ে সমুদয় পর্ব্বত ও কাননের সহিত বসুন্ধরা কম্পিতা হইতে থাকিল এবং ভয়কাতর বীরগণ আনন্দ-অনুভব করিতে লাগিলেন! নৃপসত্তম বীরমণি, প্রকাণ্ড এক শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় ধারণ করত রোষভরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পুত্রবৈরী পুষ্কলকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেই সাগরোপম সৈন্যমধ্যে নৃপবর পুষ্কলকে আহ্বান করিতে শুনিয়া কপিবর হনূমান্ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি স্বীয় সুবৃহৎ লাঙ্গুল উত্তোলনপূর্ব্বক মেঘবৎ গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে রণস্থিত বীরগণকে বিত্রাসিত করত নরেন্দ্র বীরমণির নিকট গমন করিতে থাকিলেন। এইরূপে হনূমানকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া পরমাস্ত্রবিৎ বীরাগ্রণী পুষ্কল, বৈরিগণের প্রতি ক্রোধবশতঃ আরক্ত নেত্রে তদুপরি কটাক্ষপাতপূর্ব্বক মেঘগম্ভীর বচনে রণমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত তাহাকে কহিলেন,—হে মহাকপে! আপনি কি জন্য এই সামান্য সমরে যুদ্ধার্থ আগত হইলেন। রাজা বীরমণির আর কতই সামর্থ্য? উহা অন্যের নিকট মহৎ হইলেও আমার জ্ঞানে অতি যৎসামান্য। যে যুদ্ধে সমুদয় ত্রিলোকবাসী সম্মুখীন হইবে সেই ক্ষেত্রেও আপনি ক্রীড়ানিমিত্ত যুদ্ধ করিতে যাইতে ইচ্ছা করেন কিনা সন্দেহ। হে বীর! আপনার নিকট এই যৎসামান্য রাজা বীরমণি কে? ইহার বলই বা কি! উহা ত অতি যৎসামান্য! এজন্য এই সামান্য যুদ্ধে আপনার এরূপ উগ্রভাবে আগমন সম্ভাবিত হয় না। হে বানরেন্দ্র! সমরে আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমি নিশ্চয়ই রঘুনাথের কৃপাকটাক্ষে এই দুস্তর সমরসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণমধ্যেই নির্গত হইব। আপনি যেমন শ্রীরামের কৃপায় দুস্তর রাক্ষসসৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তদ্রূপ আমিও নিঃসন্দেহ শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া এই দুস্তর সৈন্য-সাগর পার হইব।১৩৬-১৫৩।যে কোন ব্যক্তি দুস্তর দুঃখ-সাগরে নিপতিত হইয়া

তেষাং দুঃখোদধিঃ শুষ্কো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ
তস্মাদ্‌ব্রজ মহাবীর শত্রুঘ্নসবিধে বলিন্।
এষ আয়ামি নির্জ্জিত্য ভূপং বীরমণিং ক্ষণাৎ
শেষ উবাচ।
ইতি ধীরাং সমাকর্ণ্য বাণীং পুষ্কলভাষিতাম্।
জগাদ বচনং ভূয়ঃ পুষ্কলং পরবীরহা॥ ১৫৬
হনূমানুবাচ।
পুত্র মা সাহসং কার্ষীর্ভূপং বীরমণিং প্রতি।
এষ দাতা শরণ্যশ্চ বলশৌর্য্যসুশোভিতঃ॥
ত্বং বালঃ স্থবিরো ভূপোঽখিলশস্ত্রাস্ত্রবিত্তমঃ।
অনেকে বিজি[illegible]ঃ সঙ্খ্যে বীরাঃ শৌর্য্য-
সুশোভিতাঃ॥ ১৫৮
জানীহি পার্শ্বে এতস্য রক্ষিতারং সদাশিবম্।
ভক্ত্যা বশীকৃতং স্থাণুং সোমং চৈতৎপুরীস্থিতম্
পুষ্কল উবাচ।
শিবো ভক্ত্যা বশীকৃত্য স্বপুরে স্থাপিতোঽমুনা
পরমস্যাশু হৃদয়ে ন তিষ্ঠতি মহেশ্বরঃ॥ ১৬০
সদাশিবো যমারাধ্য পরমং স্থানমাগতঃ।
স রামো মন্মনস্ত্যক্ত্বা ন ক্বাপি পরিগচ্ছতি॥
যত্র রামস্তত্র বিশ্বং সর্ব্বং স্থাণু চরিষ্ণু চ।
তস্মাদহং জয়িষ্যামি রণে বীরমণিং নৃপম্॥১৬২
ব্রজ ত্বং সমরে যোদ্ধুমন্যান্ মানিবরান্ নৃপান্
বীরসিংহমুখান্ কীশ মচ্চিন্তাং মা কুরু প্রভো
বাচমিত্থং সমাকর্ণ্য হনুমান্ ধীরভেরিতম্।
জগাম সঙ্গরে যোদ্ধুং বীরসিংহং নৃপানুজম্॥
লক্ষ্মীনিধিঃ সুতেনাস্য শুভাঙ্গদসুসংজ্ঞিনা।
দ্বৈরথেন প্রযুযুধে মহাশস্ত্রাস্ত্রবেদিনা॥ ১৬৫
বলমিত্রেণ সুমদঃ স্বপ্রতাপবলোর্জ্জিতঃ।
যোদ্ধুং শস্ত্রাস্ত্রসংগ্রাম-বিচারচতুরো নৃপঃ॥১৬৬
আহ্বয়ন্তং নৃপং দৃষ্ট্বা দ্বৈরথে যুদ্ধকোবিদঃ।

যদি শ্রীরামকে স্মরণ করে তাহা হইলে তাহাদিগেরও যে দুঃখসাগর শুষ্ক হইয়া যায় তাহাতে আর সংশয় নাই! অতএব হে মহাবীর। আপনি শত্রুঘ্নের নিকট গমন করুন, আমি এখনই ভূপতি বীরমণিকে পরাজয় করিয়া আসিতেছি। পুষ্কলের ঈদৃশ বীরতাপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া পরবীরনিষূদন হনূমান্ পুনরায় পুষ্কলকে কহিলেন,—পুত্র! ভূপতি বীরমণির নিকট এরূপ সাহস করিও না, ইনি দাতা, শরণাগতপালক ও বলবীর্য্যে সুশোভিত। তুমি বালক, এবং এই ভূপাল স্থবির ও অখিল অস্ত্র-শস্ত্রে সুপণ্ডিত; ইনি সমরে শৌর্য্য-সুশোভিত অনেকানেক বীরগণকেই পরাজয় করিয়াছেন। নিশ্চয় জানিও ইহাঁর পার্শ্বে ভগবান্ শশাঙ্কশেখর অবস্থিত থাকিয়া ইহাঁকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই সদাশিব ইহাঁর ভক্তিতে বশীভূত হইয়া সর্ব্বদাই ইহার পুরমধ্যে অবস্থিত আছেন। হনূমানের ঈদৃশবাক্য শ্রবণে পুষ্কল কহিলেন, এই নৃপবর ভক্তিতে মহেশ্বরকে বশীকৃত করিয়া স্বীয় পুরমধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু তিনি ত ইহাঁর হৃদয়মধ্যে অবস্থিত নাই; আরও দেখুন, সেই ভগবান্ সদাশিব যাঁহাকে আরাধনা করিয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রামচন্দ্র, মদীয় হৃদয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কদাচ কুত্রাপি গমন করেন না। আর প্রভু রামচন্দ্র, যে স্থানে অবস্থিত থাকেন, সে স্থানে মহেশ্বরের কথা কি, সচরাচর অখিল বিশ্বই তথায় অবস্থিত, জানিবেন। অতএব হে কপিবর! আমি অবশ্যই এই বীরমণিকে পরাজিত করিতে পারিব। আপনি সমরক্ষেত্রে বীরসিংহপ্রমুখ বীরাভিমানী অন্যান্য নৃপগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করুন, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। হনূমান্ পুষ্কলের ধীরতাপূর্ণ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমরে রাজানুজ বীরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। এদিকে লক্ষ্মীনিধি, মহাশস্ত্রাস্ত্রবেত্তা রাজপুত্র শুভাঙ্গদের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অস্ত্র-শস্ত্র, সংগ্রাম ও বিচারবিষয়ে চতুর, স্বীয় প্রতাপ ও বলে বিখ্যাত নৃপবর সুমদ, রাজতাগিনেয় বলমিত্রের সহিত যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হই-

পুষ্কলো ভর্ম্মখচিতে রথে তিষ্ঠন্ যযৌ হি তম্
রাজা তমাগতং দৃষ্ট্বা পুষ্কলং যুদ্ধকোবিদম্।
উবাচ নির্ভিয়া বাণ্যা রণমধ্যে সুভাষিতঃ॥১৬৮

বীরমণিরুবাচ।

বাল মা যাহি মাং ক্রুদ্ধং সংগ্রামে চণ্ডকোপনম্
গচ্ছ প্রাণপরীপ্সায়ৈ মা যুদ্ধং কুরু মে সহ॥১৬৯
ত্বাদৃশান্ বালকান্ ভূপা মাদৃশাঃ কৃপয়ন্তি বৈ।
প্রহরন্তি ন চৈতান্ বৈ তস্মাদ্‌গচ্ছ রণাদ্বহিঃ॥
যাবত্ত্বং ন ময়া দৃষ্টশ্চক্ষুর্ভ্যাং তাবদুন্মনাঃ।
সাম্প্রতং ত্বাং প্রহর্তুং ন মনঃ সমভিকাঙ্ক্ষতি।
যত্ত্বয়া মৎসুতো বাণৈর্ভিন্নো মূর্চ্ছীকৃতঃ পুনঃ।
সর্ব্বং ময়া ক্ষান্তমদ্য তব বালধিয়ো মহৎ॥১৭২
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুষ্কলো নিজগাদ তম্॥

লেন।১৫৪—১৬৬। এদিকে নৃপবর বীরমণি দ্বৈরথযুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন দেখিয়া যুদ্ধকোবিদ পুষ্কল, স্বর্ণখচিত রথে অবস্থান করত তদভিমুখে যাইতে থাকিলেন। পরে সুমিষ্টভাষী রাজা বীরমণি, যুদ্ধ-কোবিদ পুষ্কলকে সমীপাগত দেখিয়া সেই সমরক্ষেত্রমধ্যে অভয়বাক্যে বলিলেন, বালক! সমরে আমার ক্রোধ অতি প্রচণ্ড, অতএব ক্রুদ্ধ আমার নিকট আসিও না; এক্ষণে প্রাণপ্রাপ্তিবাসনায় স্থানান্তরে গমন কর, আমার সহিত যুদ্ধ করিও না। মাদৃশ ভূপতিগণ ত্বাদৃশ বালকদিগকে কৃপা করিয়া থাকে, কদাচ প্রহার করে না, অতএব রণস্থল হইতে বহির্দ্দেশে গমন কর। আমি যাবৎ-কাল তোমায় স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করি নাই, তাবৎ কালই সাতিশয় উন্মনা ছিলাম; এক্ষণে তোমায় দেখিয়া আর আমার মন তোমাকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। তুমি যে আমার পুত্রকে শরজালে ক্ষত-বিক্ষত ও মূর্চ্ছিত করিয়াছ, এক্ষণে তোমাকে বালক জানিয়া তোমার তৎসমুদয় গুরুতর অপরাধই ক্ষমা করিয়াছি।১৬৭—১৭২। বীরবর পুষ্কল ভূপালের এবংবিধবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্যই আমি

পুষ্কল উবাচ।

বালোঽহং ত্বং মহাবৃদ্ধঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং মতে যে তু বলাধিক্যেন সংযুতাঃ
ত এব বৃদ্ধা ভূপাগ্র্য ন বয়োবৃদ্ধতাং গতাঃ॥
ময়া তে মূর্চ্ছিতঃ পুত্রঃ স্বশৌর্য্যবলদর্পিতঃ।
ইদানীং ত্বামহং শস্ত্রৈঃ পাতয়িষ্যামি সঙ্গরে॥
তস্মাত্ত্বং যত্নতস্তিষ্ঠ রাজন্ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
রামভক্তং ন মাং কশ্চিজ্জয়তীন্দ্রপদে স্থিতঃ॥
ইত্থং ভাষিতমাশ্রুত্য পুষ্কলস্য নৃপাগ্রণীঃ।
জহাস বালং সংবীক্ষ্য কোপঞ্চ ব্যদধাৎ পুনঃ
তং বৈ কোপিতমালক্ষ্য ভরতাত্মজ উন্মদঃ।
জঘান শরবিংশত্যা রাজানং হৃদি তীক্ষ্ণয়া॥
রাজা তানাগতান্ দৃষ্ট্বা বাণাংস্তেন বিমোচিতান্।
চিচ্ছেদ পরমক্রুদ্ধঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরনেকধা॥১৭৯
তদ্‌বাণচ্ছেদনং দৃষ্ট্বা ভারতিঃ পরবীরহা।

বালক, এবং আপনি সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে পারদর্শী মহাবৃদ্ধ; কিন্তু হে ভূপবর! ক্ষত্রিয়-দিগের মতে যাহাদিগের বল অধিক, তাহা-রাই প্রকৃত বৃদ্ধ, কেবল বয়োবৃদ্ধেরা প্রকৃত বৃদ্ধ নহেন। রাজন্! আমি আপনার বল-বীর্য্য-সমন্বিত পুত্রকে মূর্চ্ছিত করিয়াছি, এক্ষণে আপনাকেও শস্ত্রাঘাতে সমরাঙ্গনে পতিত করিব; অতএব এক্ষণে আপনি সাব-ধানে সংগ্রামস্থলে অবস্থিতি করুন। আমি শ্রীরামের ভক্ত, এজন্য ইন্দ্রপদে অবস্থিত কোন ব্যক্তিও আমাকে জয় করিতে পারেন না। নৃপাগ্রণী বীরমণি, পুষ্কলের এইরূপ কথা শুনিয়া সাতিশয় কোপান্বিত হইলেন এবং বালকদর্শনে হাস্যও করিতে লাগি-লেন। সমরোন্মদ ভরতাত্মজ পুষ্কল ভূপা-লকে কুপিত দেখিয়া এককালে বিংশতি সুতীক্ষ্ণ শরে রাজাকে বক্ষঃস্থলে আহত করিতে উদ্যত হইলেন। রাজাও পুষ্কল-নিক্ষিপ্ত শরসমূহকে সমীপাগত দেখিয়া সমধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন

চুকোপ হৃদয়েঽত্যন্তং রাজানঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ
বিব্যাধ ভালে ভূপাল-পুত্রঃ পুষ্কলসজ্জিতঃ।
তত্র লগ্না বিরেজুস্তে ত্রিকূটশিখরাণি কিম্॥
তৈর্বাণৈর্ব্যথিতো রাজা জঘান নবভিঃ শরৈঃ
হৃদয়ে পুষ্কলং বীরং মহাকোপসমন্বিতঃ॥ ১৮২
তৈর্ব্বৎসদন্তৈর্ব্বহুবস্তং পীতং রামানুজাঙ্গজম্।
সর্পা আশীবিষা যদ্বৎ ক্রুদ্ধাস্তদ্বপুষি স্থিতাঃ।
পরমং কোপমাপন্নঃ পুষ্কলো ভূমিপং পুনঃ।
বাণানাং শতকেনাশু বিভেদ শিতপর্ব্বণা॥১৮৪
তৈর্ব্বাণৈঃ কবচং ভিন্নঃ কিরীটঃ সশিরস্ত্রকঃ।
রথো ধনুর্ম্মহৎ সজ্যং ছিন্নং কোপপরিপ্লুতাৎ॥
ক্ষতজেন পরিপ্লুষ্টো বাণভিন্নকলেবর।
অন্যং স্যন্দনমারুহ্য জগাম ভরতাত্মজম্॥১৮৬
ধন্যোঽসি বীর রামস্য চরণাব্জমধুব্রত।
মহৎ কৃতং কর্ম্ম তেঽদ্য যদহং বিরথীকৃতঃ।
প্রাণান্ রক্ষস্ব ভো বীর সাম্প্রতং ময়ি যুধ্যতি।
সুলভা ন তব প্রাণাঃ কালরূপে ময়ি স্থিতে॥
ইত্যুক্ত্বা বাহনদ্বাণৈরসঙ্খ্যৈরস্ত্রকোবিদঃ।
ভূমৌ দিশি চ তদ্বাণান্নান্যদ্দৃশ্যেত তত্র হ॥ ১৮৯
অনেকে গজসাহস্রা ভিন্না অশ্বাঃ সমন্ততঃ।
রথা রথিযুতাস্তেন ছিন্না ভিন্না দ্বিধা কৃতাঃ॥
শোণিতৌঘা সরিত্তত্র প্রসুস্রাব রণাঙ্গনে।
যত্রোন্মদা হি মাতঙ্গা দৃশ্যন্তে শৈলশৃঙ্গবৎ॥১৯১
কেশাঃ শৈবালবল্লক্ষ্যা মুহুঃ প্রাণিশিরঃস্থিতাঃ।
অনেকে পাণয়শ্ছিন্না বীরাণাং মুদ্রিকাশ্রয়াঃ॥
দৃশ্যন্তে অহিবত্তত্র চন্দনাদিকরম্বিতাঃ।
শিরাংসি চ ভটাগ্র্যাণাং কচ্ছপাভাং বহন্তি বৈ
মাংসানি পঙ্কা যত্রাসন্ বীরাণাং মহতাং ততঃ।

পরবীরঘাতী ভরতবংশধর রাজপুত্র পুষ্কল, সেই বাণচ্ছেদন দর্শনে অন্তরে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুগপৎ শরত্রয়ে রাজার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে রাজার ললাট-দেশে সংলগ্ন সেই শরত্রয় ত্রিকূটপর্ব্বতের শিখরত্রয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১৬৭—১৮১। অনন্তর রাজা বীরমণি, সেই শরত্রয়ে ব্যথিত হওয়ায় অতিশয় কুপিত হইয়া এককালে বৎসদন্ত নামক নয় শরে পুষ্কলবীরের হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তৎকালে সেই বৎসদন্ত শরসকল ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পসমূহের ন্যায় ভরতাত্মজ পুষ্কলের শরীরে অবস্থিতি করত তদীয় বহুল শোণিত পান করিল। অনন্তর রাজকুমার পুষ্কল সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ নিশিতপর্ব্ব শত বাণে ভূপতিকে বিদ্ধ করিলেন। সাতিশয় ক্রোধভরে নিক্ষিপ্ত সেই শরনিচয়ে ভূপালের রথ ভগ্ন এবং শিরস্ত্রাণ, কিরীট ও প্রকাণ্ড সজ্য ধনু ছিন্ন হইয়া গেল। তৎকালে নৃপ-বর বীরমণি পুষ্কলের শরজালে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া অপর রথে আরো-হণপূর্ব্বক ভরতাত্মজের নিকট গমন করিলেন এবং কহিলেন,—হে বীর! হে রামচরণার-বিন্দের মধুব্রত! তুমি যে আমায় রথবিহীন করিয়াছ, ইহা তোমার মহৎকার্য্য করা হই-য়াছে, এজন্য তুমি ধন্য। হে বীর! আমি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন সম্প্রতি প্রাণরক্ষায় যত্নবান্ হও, আমি এই সমরাঙ্গনে কালরূপে অবস্থিত থাকিলে তোমার জীবন-রক্ষা বড় সুলভ নহে। অস্ত্রকোবিদ ভূপতি এই কথা বলিয়াই অসংখ্য শরনিকর দ্বারা পুষ্কলকে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে কি ভূতল, কি গগনতল সর্ব্বত্রই তদীয় শরজাল ভিন্ন অপর আর কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। চতুর্দ্দিকেই সহস্র সহস্র মাতঙ্গ ও তুরঙ্গসকল শরাঘাতে বিদীর্ণ হইতে থাকিল এবং রথি-সমন্বিত রথসকল ছিন্ন-ভিন্ন ও দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। তৎকালে সেই রণাঙ্গনে শোণিত-সরিৎ প্রবাহিতা হইতে লাগিল। মদমত্ত মাতঙ্গসকল উহাতে শৈল-শৃঙ্গবৎ, প্রাণিগণের ছিন্নমস্তক-স্থিত কেশজাল শৈবালবৎ এবং বীরগণের চন্দনাদিচর্চ্চিত, অঙ্গুলি-মুদ্রা-সমন্বিত অনেকানেক ছিন্নহস্ত সর্পসমূহবৎ দৃষ্ট হইল। মস্তসকল কচ্ছপ-সাদৃশ্য ধারণ করিল; আর মহা মহাবীর

এবং ব্যতিকরে বৃত্তে যোগিন্যঃ শতশো রণে
পপুঃ পাত্রেণ রুধিরং প্রাণিনাং রণপাতিনাম্।
মাংসানি বুভুজুস্তা বৈ হর্ষকৌতুকসংযুতাঃ ॥১৯৫
পীত্বা তু শোণিতং তত্র ভক্ষিত্বা মাংসকং মুদা
ননৃতুর্জহসুঃ প্রোচ্চৈরুজ্জগুঃ প্রধনাঙ্গনে ॥১৯৬
পিশাচাস্তত্র সমরে প্রাণিনাং মস্তকানি বৈ।
ধৃত্বা করাভ্যাং মত্তাঙ্গাস্তালবদ্বাদনোদ্যতাঃ ॥
শিবাস্তত্র মহামাংসং পতিতানাং রণাঙ্গনে।
ভক্ষিত্বা ব্যনদন্মত্তাঃ কাতরাণাং ভয়প্রদম্ ॥
কাতরাস্তত্র সন্ত্রস্তা গতাঃ কুঞ্জরকোটরে।
ভক্ষিতা যোগিনীভিস্তে পাপিনাং কাপি ন স্থিতিঃ ॥ ১৯৯
এতৎ কদনমালক্ষ্য স্বসৈন্যস্য রথাগ্রণীঃ।
পুষ্কলোঽপি চকারাত্র কদনং রণমণ্ডলে ॥২০০
ভিদ্যন্তে গজশীর্ষাণি পতন্তি মৌক্তিকানি তু।
দৃশ্যন্তে লোমভিঃ পূর্ণা তাম্রপর্ণীব তন্নদী ॥২০১
পুষ্কলপ্রহিতা বাণা নৃণাঙ্গেষু সঙ্গতাঃ।
কুর্ব্বন্তি প্রাণবিচ্ছেদং বীরাণামপি সর্ব্বতঃ ॥২০২
সর্ব্বে রুধিরসিক্তাঙ্গাঃ সর্ব্বে ছিন্ননিজাঙ্গকাঃ
দৃশ্যন্তে কিংশুকা যদ্বৎ সুভটাঃ প্রধনাঙ্গনে ॥
এতস্মিন্ সময়ে ক্রুদ্ধং সমাভাষ্য মহীপতিম্।
জঘান দশবাণৈস্তং রোষপূরপরিপ্লুতঃ ॥ ২০৪
তদ্বাণবেধভিন্নাঙ্গো বিশীর্ণকবচো নৃপঃ।
মহাবলং তং মত্বানঃ প্রাহরচ্ছরকোটিভিঃ ॥২০৫
তৈর্ব্বাণৈঃ কবচান্মুক্তং স্রবদ্বহুসুশোণিতম্।
বপুর্ব্বভূব রুচিরং শরপঞ্জরগোচরম্ ॥ ২০৬
শরপঞ্জরমধ্যস্থো বিহ্বলীকৃতমানসঃ।
শরান্ নেতুঞ্চ সন্ধাতুং ন চক্রাম স ভারতিঃ ॥

গণের প্রভূত মাংসরাশি পঙ্কস্থানীয় হইল। ১৮২—১৯৪। এইরূপ সংঘটন উপস্থিত হইলে শত শত যোগিনী সেই রণস্থলে আসিয়া হর্ষ ও কৌতুকপূর্ণ হৃদয়ে নৃকপাল-পাত্রে রণশায়ী প্রাণিগণের রুধির পান ও মাংস ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা সে রণক্ষেত্রে বারংবার এইরূপে শোণিত পান ও মাংস ভোজন করত আনন্দে নৃত্য এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য ও গান করিতে থাকিল। সেই সমরমণ্ডলে অসংখ্য পিশাচ উভয় হস্তে প্রাণিগণের মস্তক ধারণপূর্ব্বক উন্মত্তভাবে তালকলবৎ বাদিত করিতে লাগিল। রণাঙ্গনে পতিত প্রাণিপুঞ্জের প্রভূত মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক মত্ত শৃগালগণ ভীরুগণের ভয়প্রদ রব করিতে প্রবৃত্ত হইল। যে সকল ভীরু মানব, ভীত হইয়া কুঞ্জরকোটরে লুক্কায়িত হইতে থাকিল, যোগিনীসকল তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল; ইহাতেই বোধ হইল—পাপিগণের কুত্রাপি আশ্রয় স্থান নাই। স্বীয় সৈন্যগণের এইরূপ মহামার দেখিয়া রথিপ্রবর পুষ্কলও শত্রুগণের মহামার উপস্থিত করিলেন। দেখা গেল তদীয় বাণে গজমস্তকসকল ভিন্ন হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে গজমুক্তানিচয় পতিত হইতে থাকিল। তখন যে লোম-পরিব্যাপ্তা শোণিতময়ী নদী প্রবাহিতা হইল, তাহা তাম্রপর্ণীনদীর ন্যায় বিকাশ পাইতে লাগিল। ১৯৫-২০১। তৎকালে পুষ্কলনিক্ষিপ্ত বাণসকল চতুর্দ্দিকেই মহাবীর মানবগণের শরীরে সংলগ্ন হইবামাত্র প্রাণবিয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সমরক্ষেত্রে ঐ সময়ে সমুদয় শত্রুবীরগণই তদীয় শরপ্রহারে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষবৎ দৃষ্ট হইতে থাকিল। এই অবসরেই সেই নিরতিশয় রোষাবিষ্ট পুষ্কল ক্রুদ্ধ মহীপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক দশ বাণে আহত করিলেন। পুষ্কলের শরপ্রহারে অঙ্গসকল ক্ষত-বিক্ষত এবং বর্ম্ম ছিন্ন হওয়ায় নৃপবর বীরমণি, পুষ্কলকে মহাবলশালী বিবেচনা করত কোটি কোটি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভূপালের সেই শরাঘাতে পুষ্কলের শরীর বর্ম্মহীন হইল এবং তাহা হইতে অবিশ্রান্ত শোণিতধারা বিগলিত হইতে থাকিল। তৎকালে পুষ্কলের সেই শরপঞ্জর-গোচর শরীর এক অদ্ভুত দৃশ্য

রামং স্মৃত্বা ধনুর্ধৃত্বা করে সজ্যং মহত্তটঃ।
মুমোচ বাণান্ নিশিতান বৈরিবৃন্দনিবারণান ॥
তৈর্বাণৈঃ শরজালং তদ্‌বিধূয় দ্বিজপুঙ্গব।
শঙ্খং প্রধ্মায় সময়ে জগাদ গতভীর্নৃপম্ ॥ ২০৯

পুষ্কল উবাচ।

ত্বয়া কৃতং মহৎকর্ম্ম যন্মাং বাণস্য পঞ্জরে।
গোচরং কৃতবান্ বীর বীরতাপনমুত্তটম্ ॥ ২১০
বৃদ্ধত্বান্মম মান্যোঽসি সাম্প্রতং রণমণ্ডলে।
পশ্য মেঽদ্য পরাক্রান্তং রাজন্ বীরমণে মহৎ
বাণত্রয়েণ ভো বীর মূর্চ্ছিতং করবৈ ন হি।
তর্হি প্রতিজ্ঞাং শৃণু মে সর্ববীরবিমোহিনীম্ ॥
গঙ্গাং প্রাপ্যাপি যো বৈ তাং নিন্দত্বা পাপহারিণীম্।
ন মজ্জতি মহাপাপো মহামূঢ়বিচেষ্টিতঃ ॥ ২১৩
তস্য পাপং মমৈবাস্তু চেন্ন ত্বাং রণমণ্ডলে।
পাতিতং মূর্চ্ছয়া তাবৎ সন্নদ্ধো ভব ভূপতে ॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুষ্কলস্য নৃপোত্তমঃ।
চুকোপ ভৃশমুদ্বিগ্নঃ সন্দধে নিশিতান্ শরান্ ॥
তে শরা হৃদয়ং ভিত্বা গতাস্তে ভারতের্মহৎ।
পেতুঃ ক্ষিতাবধো যদ্বদ্রামভক্তিপরাঙ্মুখাঃ ॥
ততঃ শরং মুমোচাস্মৈ নিশিতং বহ্নিসপ্রভম্।
লক্ষীকৃত্য মহদ্বক্ষঃ কপাটতটবিস্তৃতম্ ॥ ২১৭
স বাণো ভূমিপতিনা দ্বিধা ছিন্নঃ শরেণ হি।
পপাত রথমধ্যেঽপি ভূমণ্ডলমিব জ্বলন্ ॥ ২১৮
অপরং বাণমাধত্ত মাতৃভক্তিভবং ততঃ।
নিধায় পুণ্যং সোঽপ্যেষ চিচ্ছেদ মহতা পুনঃ ॥
তদা খিন্নঃ স হৃদয়ে কিং কর্ত্তব্যমিতি স্মরন্।

হইয়া উঠিল। ভরত-নন্দন পুষ্কল, শর-পঞ্জরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া এরূপ বিহ্বলচিত্ত হইলেন যে, তখন তিনি আর শরগ্রহণ বা শরসন্ধানে সক্ষম হইলেন না। দ্বিজবর! অনন্তর মহাবীর পুষ্কল, শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ-পূর্ব্বক হস্তে সজ্য মহৎ ধনু ধারণ করিয়া বীরবৃন্দনিবারক শরনিকর মোচন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তদ্দ্বারা বীরমণির শরজাল তিরোহিত করিয়া সেই সমরাঙ্গন মধ্যে শঙ্খধ্বনি করত নির্ভয়চিত্তে নৃপ-বরকে কহিলেন,—বীর! আপনি যে, এই বীরতাপন রণদুর্ম্মদ আমাকে শর-পঞ্জরে অবরুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা আপনার অতি মহৎকার্য্য করা হইয়াছে। রাজন্ বীরমণে! আপনি বয়োধিক, এজন্য আমার মাননীয়; যাহা হউক, অদ্য এই রণমণ্ডলে মদীয় ভীমপরাক্রম নিরীক্ষণ করুন। ওহে বীর! যদি আমি বাণত্রয়ে আপনাকে মূর্চ্ছিত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি যে, সমুদয় বীরগণের বিস্ময়কারী প্রতিজ্ঞা করিতেছি শ্রবণ করুন। মহামূঢ়মতি যে মহাপাতককারী, গঙ্গায় উপস্থিত হইয়াও সেই পাপহারিণীকে নিন্দা করত তাহাতে অব-গাহন করে না, আমি যদি আপনাকে মূর্চ্ছাবশে পতিত না করিতে পারি তাহা হইলে আমারও যেন তত্তুল্য পাতক হয়; ভূপতে! এক্ষণে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হউন। নৃপবর! বীরমণি পুষ্কলের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় কুপিত হইলেন এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া নিশিত শরনিকর সন্ধান করি-লেন। ২০২—২১৫। তখন সেই সকল শর, ভরতকুমারের হৃদয়দেশ প্রগাঢ়রূপে বিদ্ধ করিয়া শ্রীরামের প্রতি ভক্তিবিহীন মানব-নিচয় যেমন অধঃ পতিত হয় সেইরূপ ক্ষিতি-তলে পতিত হইল। অনন্তর পুষ্কল, বীরমণির কপাটতটবৎ সুবিস্তৃত বিশাল বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বহ্নিসম দেদীপ্যমান এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে সেই বাণ, ভূপতির শরে দ্বিধা হইলেও তাহার একাংশ ভূতলে পতিত হওয়ায় ভূম-ণ্ডলকে যেন উদ্ভাসিত করিতে থাকিল এবং অপরাংশ ভূপতির রথমধ্যেই পতিত হইল। তৎপরে পুষ্কল, অপর একটি বাণে মাতৃ-ভক্তিজনিত পুণ্য অর্পিত করিয়া তাহা সন্ধান করিলেন, কিন্তু বীরমণি তাহাও এক উৎ-কৃষ্টবাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন পরমাস্ত্রবিৎ পুষ্কল, কিংকর্ত্তব্য বিবেচনায়

রামং হৃদি নিজার্ত্তিঘ্নং মুমোচ পরমাস্ত্রবিৎ।
স বাণস্তস্য হৃদয়ে লগ্ন আশীবিষোপমঃ।
মূর্চ্ছামপ্রাপয়ত্তং বৈ জ্বলন্ সূর্য্যসমপ্রভঃ॥ ২২১
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং পলায়নপরায়ণম্।
রাত্রি সম্মূর্চ্ছিতে জাতে পুষ্কলো জয়মাপ্তবান্

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে পুষ্কলবিজয়ো নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

হনুমান্ বীরসিংহস্তু সমাগত্যাব্রবীদ্বচঃ।
তিষ্ঠ যাসি কুতো বীর জেষ্যামি ত্বাং ক্ষণাদিহ
এবমুক্তং সমাকর্ণ্য প্লবঙ্গস্য বচো মহৎ।
কোপপূরপরিপ্লুষ্টঃ কার্ম্মুকং জলদস্বনম্॥ ২
বিনদ্য ঘোরান্ নিশিতান্ বাণান্ মুঞ্চন্ বভৌ রণে।
আষাঢে জলদস্যেব ধারাসারো মনোহরঃ॥
তান্ দৃষ্ট্বা নিশিতান্ বাণান্ স্ববপুষ্কে বিলগ্নকান্।
চুকোপ হৃদয়েঽত্যন্তং তং হন্তুং মন আদধে॥
মুষ্টিনা তাড়য়ামাস হৃদয়ে বজ্রসারিণা।
স মুষ্টিনা হতো বীরঃ পপাত ধরণীতলে॥ ৫
মূর্চ্ছিতং তং সমালোক্য পিতৃব্যং স শুভাঙ্গদঃ
রুক্মাঙ্গদোঽপি সম্মূর্চ্ছাং ত্যক্ত্বাগাদ্রণমণ্ডলম্॥
বাণান্ সমভিবর্ষন্তৌ মেঘাবিব মহাস্বনৌ।
কুর্ব্বন্তৌ কদনং ঘোরং প্লবঙ্গং প্রতি জগ্মতুঃ
তৌ দৃষ্ট্বা সমরে বীরৌ সমায়াতৌ কপীশ্বরঃ
লাঙ্গুলেন চ সংবেষ্ট্য সরথৌ চাপধারকৌ॥

অন্তরে খেদ প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়মধ্যে স্বীয় সর্ব্ব-দুঃখবিনাশন শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করত অপর এক বাণ ত্যাগ করিলেন। সূর্য্যসম দেদীপ্যমান আশীবিষোপম সেই বাণ ভূপতির হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়াই তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিল। অনন্তর সমুদয় সৈন্যগণ হাহাকার করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বীরমণি এইরূপে মূর্চ্ছাভিভূত হওয়ায় পুষ্কলও জয়লক্ষ্মী লাভ করিলেন। ২১৬——২২২।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—এদিকে হনূমান, রাজভ্রাতা বীরসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—বীর! থাক, কোথায় যাইতেছ? আমি ক্ষণমধ্যেই তোমায় পরাজয় করিব। বীরসিংহ কপিবরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া কার্ম্মুক ধারণপূর্ব্বক জলদজালের ন্যায় ভীষণ টঙ্কারধ্বনি-সহকারে নিদারুণ সুতীক্ষ্ণ শরনিচয় বর্ষণ করত রণাঙ্গনে শোভমান হইতে থাকিলেন এবং তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল অবিশ্রান্তভাবে পতিত হইতে থাকায় বোধ হইল যেন আষাঢ় মাসের মেঘমালা হইতে মনোহর ধারাসার পতিত হইতেছে। তৎকালে হনূমান্ তদীয় নিশিত শরনিকরকে স্বীয় শরীরে সংলগ্ন হইতে দেখিয়া অন্তরে অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বীরবরকে সংহার করিতে মনস্থ করিলেন। অনন্তর বজ্রসার মুষ্টিদ্বারা তদীয় হৃদয়ে আঘাত করিলেন। বীরবর বীরসিংহ সেই মুষ্টিপ্রহারে হতপ্রায় হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন। ১—৫। অনন্তর পিতৃব্যকে মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া রাজকুমার শুভাঙ্গদ সেই রণস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং তৎকালে মূর্চ্ছা অপনীত হওয়ায় রুক্মাঙ্গদও তথায় আসিলেন। সেই রাজকুমারদ্বয়, মেঘবৎ গম্ভীর সিংহনাদ-সহকারে অবিরল শরবর্ষণ করত বিষম বিমর্দ্দ উপস্থিত করিয়া হনূমানের নিকট আগত হইলেন। তখন কপিবর সেই বীরদ্বয়কে শরাসনহস্তে সমরে সমাগত দেখিয়া লাঙ্গুলদ্বারা

স্ফোটয়ামাস ভূদেশে তৎক্ষণান্মূর্চ্ছিতাবুভৌ।
নিশ্চেষ্টৌ সমভূতাং তৌ রুধিরাক্রান্তদেহকৌ
বলমিত্রশ্চিরং যুদ্ধং বিধায় সুমদেন হি।
মূর্চ্ছামপ্রাপয়ত্তং বৈ বাণৈঃ সুশিতপর্ব্বভিঃ॥১১
পুষ্কলেন ক্ষণান্নীতো মূর্চ্ছাং চৈতন্যবর্জ্জিতাম্
এতস্মিন্ সময়ে শর্ব্বঃ স্যন্দনং বরমাস্থিতঃ।
বিস্ফারয়ন ধনুর্দ্দিব্যমুপাধাবদ্ভটানিমান॥১২
জটাজূটান্তরগতাং চন্দ্রলেখাং বহন্ মহান্।
সর্পভূষাং মনঃস্পৃশ্যাং দধদাজগবং ধনুঃ॥১৩
সম্মূর্চ্ছিতান্ জনান্ দৃষ্ট্বা ভক্তার্ত্তিঘ্নো মহেশ্বরঃ
যোদ্ধুং প্রায়ান্মহাসৈন্যে শত্রুঘ্নস্য ভটানিমান॥
সগণঃ সপরীবারঃ কম্পয়ন্ পৃথিবীতলম্।
ভক্তরক্ষার্থমাগচ্ছংস্ত্রিপুরঞ্চ যথা পুরা॥১৫
কোপাচ্ছোণতরে নেত্রে বহন্ প্রলয়কারকঃ।
পশ্যন্ বীরান্ বহুমতীন্ পিনাকী দেববন্দিতঃ

তমাগতং মহেশানং বীক্ষ্য রামানুজো বলী।
জগাম সমরে যোদ্ধুং সর্ব্বদেবশিরোমণিম্॥
অথাগতন্তু শত্রুঘ্নং রুদ্রো বীক্ষ্য পিনাকভৃৎ
উবাচ পরমাপন্নঃ কোপং সগুণচাপভৃৎ॥১৮
পুষ্কলেন মহৎ কর্ম্ম কৃতং রামাঙ্ঘ্রিসেবিনা।
মদ্ভক্তং যো রণে হত্বা গতঃ সমরমণ্ডলম্॥১৯
অদ্য ক ... বীরঃ পুষ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
তং হন্ম ... ামি সমরে ভক্তপীড়নম্॥

শেষ উবাচ।

ইত্যুক্তা বীরভদ্রং স প্রেষয়ামাস পুষ্কলম্।
যাহি ত্বং সমরে যোদ্ধুং পুষ্কলং সেবকার্দ্দনম্।
নন্দিনং প্রেষয়ামাস হনূমন্তং মহাবলম্॥ ২১
কুশধ্বজং প্রচণ্ডস্তু ভৃঙ্গিণঞ্চ সুবাহুকম্।
সুমদং চণ্ডনামানং গণং স্বীয়ং সমাদিশৎ॥২২
পুষ্কলস্তু সমায়াস্তং বীরভদ্রং মহাগণম্।

রথের সহিত সংবেষ্টনপূর্ব্বক ভূতলে আক্ষিপ্ত করায় উভয়েই তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত, নিশ্চেষ্ট ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইলেন। এদিকে রাজভাগিনেয় বলমিত্র, সুমদের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া নিশিতপর্ব্ব-বাণনিচয় দ্বারা তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিলে, বীরবর পুষ্কলও তৎক্ষণাৎ বলমিত্রকে চৈতন্যবিহীন করিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ মহেশ্বর এক দিব্য রথে আরূঢ় হইয়া দিব্যধনুঃ বিস্ফারণ করত ঐ সকল যোদ্ধৃবৃন্দের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সেই ভক্তার্ত্তি-বিনাশন মহেশ্বর জটাজূটান্তরালে চন্দ্রকলা, সর্ব্বশরীরে সর্প-ভূষণ, এবং হস্তে আজগব নামক মহাধনুঃ ধারণ করত তথায় আসিয়া ভক্তগণকে সম্যক্ মূর্চ্ছিত দর্শনে যুদ্ধার্থ শত্রুঘ্নের বিপুল সৈন্য-মধ্যবর্ত্তী তত্তৎ বীরগণের নিকট আগমন করিতে থাকিলেন।৬—১৪। সেই মহাপ্রলয়কারী দেবগণ-বন্দিত পিনাকী, তৎকালে রোষারুণিত নেত্রে মহামতি বীরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পৃথিবীতল কম্পিত করত পরিজন ও প্রথমগণের সহিত পূর্ব্বে যেমন ত্রিপুরধামে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ, ভক্ত-রক্ষার্থ তথায় আগমন করিলেন। অনন্তর অলৌকিক বলশালী শত্রুঘ্ন মহেশ্বরকে সমাগত দেখিয়া সেই সর্ব্বদেব-শিরোমণি শঙ্করের সহিত যুদ্ধার্থ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তখন সজ্য-শরাসনধারী রুদ্রমূর্ত্তি দেববর পিনাকী শত্রুঘ্নকে সমরার্থ আগত দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে কহিলেন, যে আজ রণক্ষেত্রে মদীয় ভক্তকে ধরাশায়ী করিয়া স্থানান্তরিত হওয়াছে, সেই রামাঙ্ঘ্রিসেবক পুষ্কল তদনুষ্ঠানরূপ মহৎকার্য্যই করিয়াছে। এক্ষণে সেই পরমাস্ত্রবিৎ পুষ্কল কোথায় আছে? আমি সেই ভক্তপীড়ককে সমরে সংহারপূর্ব্বক সুখলাভ করিব।১৫—২০। সর্পরাজ কহিলেন,—তিনি শত্রুঘ্নকে এইরূপ বলিবার পর, 'বীরভদ্র! তুমি মদীয় সেবক-পীড়ক পুষ্কলের সহিত যুদ্ধার্থ সমরে যাও" এই কথা বলিয়া বীরভদ্রকে পুষ্কল-সন্নিধানে এবং মহাবল হনুমানের সহিত যুদ্ধার্থ নন্দীকে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে কুশধ্বজের নিকট প্রচণ্ডকে, সুবাহুর নিকট ভৃঙ্গীকে এবং সুমদ-সন্নিধানে চণ্ডনামক স্বীয়গণকে

মহারুদ্রস্থ সংবীক্ষ্য যোদ্ধুং প্রায়ান্মহামনাঃ॥
পুষ্কলঃ পঞ্চভির্ব্বাণৈস্তাড়য়ামাস সংযুগে ॥ ২৪
তৈর্ব্বাণৈঃ ক্ষতগাত্রস্তু ত্রিশূলং স সমাদদে।
স ত্রিশূলং ক্ষণাচ্ছিত্বা ব্যগর্জ্জত মহাবলঃ॥২৫
ছিন্নং স্বীয়ং ত্রিশূলং বৈ বীক্ষ্য রুদ্রানুগো বলী
খট্টাঙ্গেন জঘানাশু মস্তকে ভারতিং দ্বিজ॥২৬
খট্টাঙ্গাভিহতঃ সোঽথ মুমূর্চ্ছ ক্ষণমুত্তটঃ।
বিহায় মূর্চ্ছাং সদ্বীরঃ পুষ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
চিচ্ছেদ খট্টাঙ্গমপি করস্থং তস্য তৎক্ষণাৎ॥২৭
বীরভদ্রঃ স্বকে ছিন্নে খট্টাঙ্গে করসংস্থিতে।
পরমাং ক্রুধমাপন্নো বভঞ্জ রথিনো রথম্॥২৮
ভঙ্ক্ত্বা রথস্তু বীরস্য পদাতিঞ্চ বিধায় সঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে পুষ্কলেন মহাত্মনা। ২৯

যাইতে আদেশ দিলেন। এ দিকে মহামনা পুষ্কল, মহারুদ্রের মহাগণ বীরভদ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সেই সমরক্ষেত্রে পঞ্চবাণে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। তখন বীরভদ্র পুষ্কলশরে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া যেমন ত্রিশূল লইলেন, অমনি মহাবল পুষ্কল ক্ষণমধ্যে শরাঘাতে উহা ছেদন করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। দ্বিজবর! মহাবলশালী রুদ্রানুচর বীরভদ্র, স্বীয় ত্রিশূল ছিন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ খট্টাঙ্গদ্বারা ভরতাত্মজের মস্তকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। তখন পরমাস্ত্রবিৎ মহাবীর পুষ্কল, তদীয় খট্টাঙ্গপ্রহারে ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, পরে যেমন মূর্চ্ছা অপগত হইল অমনি তৎক্ষণাৎ বীরভদ্রের হস্তস্থিত খট্টাঙ্গকেও ছেদন করিলেন। বীরভদ্র স্বীয় করতলস্থিত খট্টাঙ্গকেও ছিন্ন করিতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রথারূঢ় পুষ্কলের রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরবরের রথ ভগ্ন ও তাঁহাকে পাদচারী করিয়া সেই মহাত্মা পুষ্কলের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-

স পুষ্কলো রথং ত্যক্ত্বা চূর্ণিতং তেন বেগতঃ
মুষ্টিনা তাড়য়ামাস বীরভদ্রং মহাবলঃ॥৩০
অন্যোন্যং মুষ্টিভির্দন্তাবুরুভির্জানুভিস্তথা।
পরস্পরবধোদ্যুক্তৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ॥৩১
এবং চতুর্দ্দিনমভূদ্রাত্রিন্দিবমপীশয়োঃ।
ন কোঽপি তত্র হীয়েত ন জীয়েত মহাবলঃ॥
পঞ্চমে তু দিনে বৃত্তে বীরভদ্রো মহাবলঃ।
গৃহীত্বা নভ উড্ডীনো মহাবীরস্তু পুষ্কলম্॥৩৩
তত্র যুদ্ধং তয়োরাসীদ্দেবাসুরবিমোহনম্।
মুষ্টিনা চরণাঘাতৈর্ব্বাহুভিঃ সুখুরৈর্ম্মহৎ॥৩৪
তদাত্যন্তং প্রকুপিতঃ পুষ্কলো বীরভদ্রকম্।
গৃহীত্বা কণ্ঠদেশে তু তাড়য়ামাস ভূতলে॥৩৫
তৎপ্রহারেণ ব্যথিতো বীরভদ্রো মহাবলঃ।
গৃহীত্বা পুষ্কলং পাদে জঘানাস্ফালয়ন্মুহুঃ॥৩৬
তাড়য়িত্বা মহীদেশে পুষ্কলং সুমহাবলম্।
ত্রিশূলেন চকর্ত্তাশু শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্॥৩৭

ছিলেন। ২১—২৯। মহাবল পুষ্কলও বীরভদ্র-কর্ত্তৃক চূর্ণিত রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহতেজা বীরভদ্রকে মুষ্টি প্রহার করিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই পরস্পর জয়-বাসনায় পরস্পর বধোদ্যত হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে মুষ্টি, উরু ও জানু দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। চারি অহোরাত্র সেই বীরদ্বয়ের এইরূপ যুদ্ধ হইল, তথাপি কেহই হীনবল বা জয়ী হইলেন না। পরে পঞ্চম দিনে মহাবল বীরভদ্র মহাবীর পুষ্কলকে লইয়া নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। পরে সেই স্থানেও মুষ্টি হস্ত পাদ ও মুখাদি-প্রহারে দেবাসুরগণেরও বিস্ময়জনক মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে পুষ্কল অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া বীরভদ্রের কণ্ঠদেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক ভূতলে নিপীড়িত করিলেন।৩০—৩৫। মহাবল বীরভদ্র, সেই প্রহারে ব্যথিত হইয়া বারম্বার আস্ফালন করত পুষ্কলের পাদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূতলে আক্ষিপ্ত করিলেন। বীরভদ্র অতি মহাবলশালী পুষ্কলকে ঐরূপে ভূতলে তাড়িত করিয়া অবিলম্বে ত্রিশূল দ্বারা তদীয় কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া

জগর্জ্জ পুষ্কলং হত্বা বীরভদ্রো মহাবলঃ।
গর্জ্জিতা তেন শার্ব্বেণ প্রাপিতাস্ত্রাসমুত্তটাঃ।
হাহাকারো মহানাসীৎ পুষ্কলে পতিতে রণে।
ত্রাসং প্রাপুর্জ্জনাঃ সর্ব্বে রণমধ্যেষু কোবিদাঃ
তে শশংসুশ্চ শত্রুঘ্নং পুষ্কলং পাতিতং রণে।
বীরভদ্রেণ বীরেণ মহেশ্বরগণেন বৈ॥ ৪০
ইত্যাশ্রুত্য মহাবীরঃ পুষ্কলস্য বধং তদা।
দুঃখংপ্রাপ্তো রণেঽত্যন্তংকম্পমানঃশুচা মহান্
তং দুঃখিতঞ্চ শত্রুঘ্নং জ্ঞাত্বা রুদ্রেঽব্রবীদ্বচঃ।
শত্রুঘ্নং সমরে বীরং শোচন্তং পুষ্কলে হতে।
রে শত্রুঘ্ন রণে শোকং মা কৃথাঃ সুমহাবল।
বীরাণাং রণমধ্যে তু পতনং কীর্ত্তয়ে স্মৃতম্।
ধন্যো বীরঃ পুষ্কলাখ্যো যশ্চ বৈ দিনপঞ্চকম্।

যুযুধে বীরভদ্রেণ মহাপ্রলয়কারিণা। ৪৪
যেন ক্ষণাদ্বিনিহতো দক্ষো মদপমানকৃৎ।
ক্ষণাদ্বিনিহতা যেন দৈত্যাস্ত্রিপুরসৈনিকাঃ।৪৫
তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব রাজেন্দ্র শোকং ত্যক্ত্বা মহাবল।
যত্রাত্তিষ্ঠাদ্য বীরাগ্র্য ময়ি যোদ্ধরি সংস্থিতে।
শোকং তত্যাজ শত্রুঘ্নো বীরশ্চুক্রোধ শঙ্করম্
আত্তসজ্যধনুর্ব্বাণৈঃ প্রাহরৎ স মহেশ্বরম্ ॥৪৭
তে বাণাঃ সুরশীর্ষণ্য-বপুষং ক্ষতবিক্ষতম্।
অকুর্ব্বংস্তন্মহচ্চিত্রং ভক্তরক্ষার্থমাগতম্। ৪৮
তে বাণাঃ শঙ্করস্যাপি বাণা নভসি সংস্থিতাঃ।
ব্যাপ্যৈতৎসকলং বিশ্বং চিত্রকারি মুনেরপি।
তদ্বাণযোর্যুদ্ধবলং বীক্ষ্য সর্ব্বত্র মেনিরে।
প্রলয়ং লোকসংহার-কারকং সর্ব্বমোহকম্ ॥৫০

ফেলিলেন। মহাবল বীরভদ্র এইরূপে পুষ্কলকে সংহার করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকিলে তাঁহার সেই গর্জ্জনে মহামহা বীরগণও ত্রাসান্বিত হইলেন। এইরূপে পুষ্কল রণস্থলে পতিত হইলে পর চতুর্দ্দিকেই মহান্ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল এবং যে সকল ব্যক্তি সমরকার্য্যে অতি সুনিপুণ তাঁহারাও সাতিশয় ভীত হইলেন। তৎকালে তাঁহারা শিবকিঙ্কর মহাবীর বীরভদ্র কর্ত্তৃক রণাঙ্গনে নিপাতিত শত্রুনিসূদন পুষ্কলকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর মহাত্মা শত্রুঘ্ন, পুষ্কলের এবম্বিধ বধবৃত্তান্ত শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে তাঁহার সর্ব্বশরীর শোকে কম্পিত হইতে থাকিল। পুষ্কল নিহত হওয়ায় শত্রুঘাতী বীরবর শত্রুঘ্ন সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে সমরাঙ্গনে শোক করিতেছেন জানিয়া রুদ্রদেব নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন,—মহাবলশালিন্ শত্রুঘ্ন! সমরক্ষেত্রে বৃথা শোক করিও না; বীরগণের রণমধ্যে পতন কীর্ত্তিকর বলিয়া উক্ত আছে। আমার অপমানকারী দক্ষপ্রজাপতিকে যে বীর ক্ষণমধ্যে নিহত করিয়াছিল, ত্রিপুরাসুরের দানব সৈন্যগণ যাহার হস্তে ক্ষণকালের ভিতর জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সেই মহাপ্রলয়কারী বীরভদ্রের সহিত যে, পুষ্কল পঞ্চদিবস যুদ্ধ করিয়াছে, ইহাতে সেই বীরবর পুষ্কলই ধন্য। অতএব হে মহাবল রাজেন্দ্র! এক্ষণে শোক পরিহারপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং আমি যখন যোদ্ধরূপে সম্মুখে অবস্থিত, তখন হে বীরাগ্র্য! এক্ষণে সাবধানে অবস্থান কর। তৎশ্রবণে বীরবর শত্রুঘ্ন শোক পরিত্যাগ করিলেন এবং শঙ্করের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, পরে সজ্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক বহুলবাণে মহেশ্বরকে প্রহার করিলেন। শত্রুঘ্ননিক্ষিপ্ত সেই শরনিচয়, ভক্তরক্ষার্থ আগত সর্ব্বদেবশিরোমণি মহেশ্বরকে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ করিল, উহা এক মহাশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছিল। ৩৬—৪৮। অনন্তর শত্রুঘ্নের ও শঙ্করের অসংখ্য বাণনিচয় এই সমুদয় বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া যখন নভোমণ্ডলে বিরাজমান হইতে লাগিল, তখন মুনিগণেরও তাহাতে বিস্ময় জন্মিল। তৎকালে উভয়েরই বাণযুদ্ধের ক্ষমতা দর্শনে সর্ব্বত্র সকলেই মনে করিলেন, সকলের মোহজনক লোকক্ষয়কর প্রলয়কাল উপ-

আকাশে তু বিমানানি সংশ্রিত্য স্বঃপুরস্থিতাঃ
বিলোকয়িতুমাগত্য প্রশংসন্তি তয়োর্ভৃশম্ ॥ ৫১
অয়ং লোকত্রয়স্যাপি প্রলয়োৎপত্তিকারকঃ।
অসাবপি মহারাজ-রামচন্দ্রস্য চানুজঃ ॥ ৫২
কিমিদং ভবিতা কো বা জেষ্যতি ক্ষিতিমণ্ডলে
পরাজয়ং বা কো বীরঃ প্রাপ্স্যতে রণমূর্দ্ধনি ॥ ৫৩
এবমেকাদশাহানি বৃত্তং যুদ্ধং পরস্পরম্।
দ্বাদশে দিবসে প্রাপ্তে মুমোচাস্ত্রং নরাধিপঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞং মহাদেবং হন্তুং ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ৫৪
স বিজ্ঞায় মহাস্ত্রং তন্মুক্তং শত্রুঘ্নবৈরিণা।
হসন্নপ্যপিবত্তেন মুক্তং ব্রহ্মশিরো মহৎ ॥ ৫৫
অত্যন্তং বিস্ময়ং প্রাপ্য কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্
এবং বিচারযুক্তস্য হৃদয়ে জ্বলনোপমম্।
শরং বৈ নিচখানাশু দেবদেবশিরোমণিঃ ॥ ৫৬

স্থিত। ঐ সময়ে সুরপুরবাসী সমুদয় দেববৃন্দই, যুদ্ধদর্শনার্থ বিমানারোহণে গগনাঙ্গনে আগমনপূর্ব্বক উভয়কেই সমধিক প্রশংসা করিতে থাকিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—এই মহেশ্বর লোকত্রয়েরও প্রলয়কারক, এবং এই শত্রুঘ্নও মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ, অতএব ক্ষিতিমণ্ডলে এই সমরাঙ্গনমধ্যে কোন্ বীর যে জয়ী হইবেন এবং কেবা পরাজয় প্রাপ্ত হইবেন, কি যে ঘটিবে, বলা যায় না। ক্রমান্বয়ে একাদশ দিবস পরস্পর এইরূপ যুদ্ধ হইল, পরে দ্বাদশ দিবসে নরাধিপ শত্রুঘ্ন সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবের সংহারার্থ ব্রহ্মশিরোনামক অস্ত্র মোচন করিলেন। তখন মহেশ্বর স্বীয় বৈরী শত্রুঘ্ন, ব্রহ্মশিরোনামক মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন জানিয়া হাস্য করত তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তখন বীরবর শত্রুঘ্ন, সেই ব্রহ্মশিরোনামক মহাস্ত্র মহাদেবকে অবলীলাক্রমে গ্রাস করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য মনে মনে এইরূপ বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে দেবদেব-শিরোমণি মহেশ্বর, তাঁহার হৃদয়ে জ্বলনোপম এক মহাশর

তেন বাণেন শত্রুঘ্নো মূর্চ্ছিতো রণমণ্ডলে।
হাহাভূতমভূৎ সর্ব্বং কটকং ভটসেবিতম্ ॥ ৫৭
সর্ব্বে রুদ্রগণৈর্ব্বীরাঃ পাতিতাঃ পৃথিবীতলে।
সুবাহুসুমদমুখ্যাঃ স্ববাহুবলদর্পিতাঃ ॥ ৫৮
পতিতং মূর্চ্ছয়া বীক্ষ্য শত্রুঘ্নং শরপীড়িতম্।
পুষ্কলস্তু রথে স্থাপ্য সেবকৈঃ পরিরক্ষিতম্ ॥ ৫৯
হনূমানাগতো যোদ্ধুং শিবং সংহারকারকম্।
শ্রীরামস্মরণাদ্যোধান্ স্বীয়ানপি প্রহর্ষিতান্।
প্রকুর্ব্বন্ রোষতস্তীব্রং লাঙ্গুলঞ্চ প্রকম্পয়ন্ ॥ ৬০
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে শত্রুঘ্ন
পরাজয়ো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।
আগত্য সবিধে রুদ্রং সমরাঙ্গনমূর্দ্ধনি।
জগাদ হনূমান্ বীরঃ সঞ্জিহীর্ষুঃ সুরাধিপম্ ॥ ১

নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শত্রুঘ্ন সেই বাণপ্রহারে রণমণ্ডলে মূর্চ্ছিত হওয়ায়, বীরপূর্ণ তদীয় সমুদয় সৈন্য দলমধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। অনন্তর মহেশ্বরের প্রমথগণকর্ত্তৃক সুবাহু সুমদ প্রভৃতি স্বীয় তেজোবলদর্পিত সমুদয় বীরবৃন্দই পৃথিবীতলে নিপাতিত হইল। তখন হনূমান্ শত্রুঘ্নকে শিবশরে প্রপীড়িত মূর্চ্ছিত ও পাতিত দেখিয়া পুষ্কলকে সেবকগণে পরিরক্ষিত করত রথোপরি স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া রোষভরে ভীষণ লাঙ্গুল কম্পিত ও স্বীয় যোধগণকে আনন্দিত করিতে করিতে যুদ্ধার্থ সংহারকারক মহেশ্বরের সন্নিধানে গমন করিলেন। ৫৭—৬০।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—সুরাধিপ মহেশ্বরের সিংহারাভিলাষী মহাবীর হনূমান্

হনূমানুবাচ।
ত্বং যদাচরসে রুদ্র ধর্ম্মস্য প্রতিকূলনম্।
তস্মাত্ত্বাং শাস্তুমিচ্ছামি রামভক্তবধোদ্যতম্ ॥২
ময়া শ্রুতং পুরা বেদ-ঋষিভির্বহুধোদিতম্।
রঘুনাথপদস্মারী নিত্যং রুদ্রঃ পিনাকভৃৎ ॥ ৩
তৎসর্ব্বন্তু মৃষা জাতং শত্রুঘ্নং প্রতি যুধ্যতা।
পুষ্কলো মে হতঃ শূরঃ শত্রুঘ্নোঽপি বিমূর্চ্ছিতঃ
তস্মাত্ত্বাং পাতয়াম্যদ্য ত্রৈলোক্যপ্রলয়োদ্যতম্
যত্নমাতিষ্ঠ ভোঃ শর্ব্ব রামভক্তিপরাঙ্মুখ ॥ ৫
শেষ উবাচ।
ইত্যুক্তবন্তং প্লবগং প্রোবাচ স মহেশ্বরঃ।
ধন্যোঽসি বীরবর্য্য ত্বং ভবান্ যদতি নো মৃষা
মৎস্বামী রামচন্দ্রোঽয়ং সুরাসুরনমস্কৃতঃ।
তদশ্বমানয়ামাস শত্রুঘ্নঃ পরবীরহা ॥ ৭
তদ্রক্ষার্থং সমায়াতস্তদ্ভক্ত্যা তু বশীকৃতঃ।
যথাকথঞ্চিত্তস্তোঽসৌ রক্ষ্যঃস্বাত্মা ইতিস্থিতিঃ
রঘুনাথঃ কৃপাং কৃত্বা বিলোকয়তু নিস্ত্রপম্।
মাং স্বভক্তং সুদুঃখেন কিঞ্চিৎকোপং দধন্মহান্
শেষ উবাচ।
এবং বদতি চণ্ডীশে হনূমান্ কুপিতো ভৃশম্।
শিলামাদায় মহতীং তাড়য়ামাস তদ্রথম্ ॥ ১০
শিলয়া তাড়িতস্তস্য রথঃ শকলতাং গতঃ।
সসূতঃ সহয়ঃ কেতু-পতাকাভিঃ সমন্বিতঃ ॥ ১১
নভস্থা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রশশংসুঃ কপীশ্বরম্।
ধন্যোঽসি প্লবগাধীশ মহৎকর্ম্ম ত্বয়া কৃতম্ ॥১২
শ্রীশিবং বিরথং দৃষ্ট্বা নন্দী তং সমুপাদ্রবৎ।
উবাচ শ্রীমহাদেবং মে পৃষ্ঠং গম্যতামিতি ॥১৩
বৃষস্থিতন্তু ভূতেশং হনূমান্ কুপিতো ভৃশম্।
শালমুৎপাট্য তরসা প্রাহনদ্ধৃদয়ে তদা ॥ ১৪

সমরাঙ্গনে রুদ্রদেবের সমীপে আগমন করিয়াই কহিলেন,—রুদ্র। তুমি যে হেতু ধর্ম্ম-বহির্ভূত আচরণ করিতেছ, সেই হেতু শ্রীরাম-ভক্তের বধোদ্যত তোমাকে আমি শাসন করিতে ইচ্ছা করি। আমি পূর্ব্বে বহুবার দেবর্ষিগণকথিত এই কথা শুনিয়াছিলাম যে, পিনাকপাণি রুদ্রদেব প্রতিনিয়তই শ্রীরামের পাদযুগল স্মরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যখন শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিত ও বীরবর পুষ্কলকে নিহত করিয়াছ, তখন সে সমস্ত কথাই মিথ্যা হইয়াছে। তজ্জন্যই আমি আজ ত্রৈলোক্যপ্রলয়োদ্যত তোমাকে নিপাতিত করিব। ওহে রামভক্তি-পরাঙ্মুখ শর্ব্ব! এক্ষণে সাবধানে অবস্থান কর। কপিবর এইরূপ বলিলে ভগবান মহেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন,—বীরবর! তুমিই ধন্য, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। সত্যই, সুরাসুর-নমস্কৃত শ্রীরামচন্দ্র আমার প্রভু, এবং বীরমণি যে, তাঁহারই যজ্ঞাশ্ব আনিয়াছে তাহা জানি, কিন্তু শত্রুঘ্ন যথার্থই শত্রুঘ্ন বলিয়া বীরমণিকে রক্ষার্থই এই স্থানে সমাগত হইয়াছি; কারণ, বীরমণির ভক্তিতে আমি বশীকৃত আছি। ধর্ম্মমর্য্যাদাও এই যে, যে কোন প্রকারেই হউক ভক্তকে রক্ষা করা উচিত, যে হেতু ভক্ত আত্মার স্বরূপ। আমার বাসনাই এই যে, সেই মহান্ রঘুনাথ, অতি-দুঃখবশে কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া কৃপা করিয়া এই নিলর্জ্জ নিজ ভক্তকে অবলোকন করেন। ১—৯। অনন্তদেব বলিলেন,—বিপ্রবর। চণ্ডীনাথ মহেশ্বর, এইরূপ বলিলে, হনুমান সাতিশয় কুপিত হইয়া প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহেশ্বরের রথে আঘাত করিলেন। তৎকালে শিবরথ, সেই শিলাদ্বারা আহত হইয়াই সারথি অশ্ব এবং ধ্বজ-পতাকার সহিত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে গগনতলস্থিত সমুদয় দেববৃন্দই "প্লবগাধিপ! তুমিই ধন্য, তুমি অতি মহৎকার্য্য করিয়াছ" ইত্যাকাররূপ হনুমানকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে নন্দী, মহেশ্বরকে রথ-বিহীন দেখিয়া তৎসন্নিধানে দ্রুতগতি আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—মদীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। অতঃপর হনুমান, ভূতনাথকে বৃষোপরি অবস্থিত দেখিয়া সাতিশয় কুপিত হইলেন এবং ত্বরায় এক শালবৃক্ষ

ততোহসৌ ভূতপতিঃ শূলং তীক্ষ্ণং সমাদদে।
জাজ্বল্যমানং ত্রিশিখং বহ্নিজ্বালাসমপ্রভম্॥
আয়ান্তং তমহদ্দৃষ্ট্বা শূলং প্রজ্বলনপ্রভম্।
হস্তে গৃহীত্বা তরসা বভঞ্জ তিলশঃ ক্ষণাৎ॥১৬
ভগ্নে ত্রিশূলে তরসা কপীন্দ্রেণ ক্ষণাদ্ভবঃ।
শক্তিং করে সমাধত্ত সর্ব্বলোহবিনির্ম্মিতাম্॥১
সা শক্তিঃ শিবনির্ম্মুক্তা হৃদয়ে তস্য ধীমতঃ।
লগ্না ক্ষণাদভূত্তত্র বিক্লবঃ প্লবগাধিপঃ॥১৮
ক্ষণাচ্চ তদ্ব্যথাং নীত্বা গৃহীত্বা বৃক্ষমুল্বণম্।
তাড়য়ামাস হৃদয়ে মহাব্যালবিভূষিতে॥১৯
তাড়িতাস্তেন বীরেণ ফণীন্দ্রাস্ত্রাসমাগতাঃ।
ইতস্ততস্তে তং মুক্ত্বা গতাঃ পাতালমুজ্জ্বলাঃ॥
শিবস্তস্মিন্নাগমুক্তে বক্ষসি স্বে নিরীক্ষ্য হ।

কুপিতোহধান্মহাঘোরং মুষলং করযুগ্মকে॥
হতোহসি গচ্ছ সংগ্রামাৎ পলায় প্লবগাধম।
এষ তে প্রাণহন্তাহং মুষলেন ক্ষণাদিহ॥২২
মুষলং বীক্ষ্য নির্ম্মুক্তং শিবেন কুপিতেন বৈ।
কীশস্তদ্বঞ্চয়ামাস মহাবেগো হরিং স্মরন্॥২৩
মুষলং তৎ পপাতাধঃ শিবমুক্তং মহায়সম্।
বিদার্য্য পৃথিবীং সর্ব্বাং জগাম চ রসাতলম্॥২৪
তদা প্রকুপিতোহত্যন্তং হনুমান্ রামসেবকঃ।
গৃহীত্বা পর্ব্বতং হস্তে তাড়য়ামাস বক্ষসি॥২৫
স যাবৎপর্ব্বতং ছেত্তুং মতিং চক্রে সতীপতিঃ
তাবদ্ধতঃ কপীন্দ্রেণ শালেন বহুশাখিনা॥২৬
তমপি ছেত্তুমুদ্যুক্তো যাবত্তাবচ্ছিলাহতঃ॥২৭
শিলাস্তা ভেদিতুং স্বান্তং চকার মৃড় উদ্যতঃ।
তাবদ্বৃষ্টিং চকারায়ং শিলাভির্নগপদ্ধতৈঃ॥২৮

উৎপাটনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তৎকালে ভূতপতি এইরূপে আহত হইয়া অগ্নিশিখাবৎ জাজ্বল্যমান, ত্রিশিখান্বিত, সুতীক্ষ্ণ এক শূল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর হনুমান্ সেই প্রজ্বলিত অনলপ্রভ মহাশূলকে নিকটাগত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক তিল তিল প্রমাণে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। হনুমান্ মহাবেগে ক্ষণমধ্যে ত্রিশূলকে এইরূপ ভগ্ন করিলে তিনি সর্ব্বলোহবিনির্ম্মিতা এক শক্তি হস্তে লইলেন। অনন্তর সেই শক্তি মহেশ্বর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন কপীশ্বরের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ তিনি, ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ক্ষণমধ্যেই তদ্বেদনা অগ্রাহ্য করিয়া শাখা-প্রশাখাব্যাপ্ত এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ ধারণপূর্ব্বক মহাদেবের মহাসর্প-সুশোভিত বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন হরহৃদয়-বিহারী ফণীন্দ্রগণ, বীরবর হনুমান্-কর্তৃক এইরূপে তাড়িত হওয়ায় ভীত হইয়া হৃদয়দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে ইতস্ততঃ পলায়ন করত পাতালপুরে গমন করিল। ১০—২০। অনন্তর মহেশ্বর স্বীয় বক্ষঃস্থলে ফণীন্দ্রগণ নাই দেখিয়া উভয় হস্তে ভয়ঙ্কর এক মুষল ধারণ করিলেন এবং কহিলেন,—রে প্লবগাধম! হত হইলি, এখনও পলায়নপূর্ব্বক রণস্থল হইতে প্রস্থান কর, নতুবা আমি ক্ষণকালমধ্যেই এই মুষলাঘাতে তোর প্রাণ সংহার করিব। অতঃপর মহাদেব ক্রোধভরে সেই মুষল নিক্ষেপ করিলেন দেখিয়া মহাবেগশালী কপিবর ভগবান্ হরিকে স্মরণ করত, তাহাকে বঞ্চনা করিলেন। তখন সেই শিবনিক্ষিপ্ত মহালৌহময় মুষল অধোদেশে পতিত হইয়া পৃথিবী বিদারণপূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিল। ঐ সময়ে শ্রীরামের সেবক হনুমান্ সাতিশয় রুষ্ট হইয়া হস্তে পর্ব্বত গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহেশ্বরের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। দ্বিজবর! হনুমানের উক্ত পর্ব্বতপ্রহারকালে সতীপতি যেমন পর্ব্বতচ্ছেদনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অমনি কপিবরকর্তৃক বহুশাখাসমন্বিত এক শালবৃক্ষদ্বারা আহত হন এবং যেমন সেই বৃক্ষচ্ছেদনে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন অমনি শিলাসমূহ দ্বারা বিতাড়িত হন এবং যেমন সেই শিলাসমূহকে চূর্ণ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অমনি কপিবর প্রভূত

লাঙ্গুলেন চ সংবেষ্ট্য তাড়য়ন্তোষ ভূতপম্।
শিলাভিঃ পর্ব্বতৈর্বৃক্ষৈঃ পুচ্ছাস্ফোটনৈ ভূরিশঃ
নন্দী প্রাপ্তো মহাত্রাসং চন্দ্রোঽপি শকলীকৃতঃ
অত্যন্তং বিহ্বলো জাতো মহেশানঃপ্রকোপনঃ
ক্ষণে ক্ষণে প্রহারেণ বিহ্বলং কুর্ব্বতং ভৃশম্।
জগাদ প্লবগাধীশং ধন্যোঽসি রঘুপানুগ।
মহৎকর্ম্ম কৃতং তেঽদ্য যত্তেঽহং সুপ্রতোষিতঃ
ন দানেন ন যজ্ঞেন নান্নেন তপসা হ্যহম্।
সুলভোঽস্মি মহাবেগ তস্মাৎপ্রার্থয় মে বরম্

শেষ উবাচ।

এবং ব্রুবন্তং তং দৃষ্ট্বা হনুমান্ নিজগাদ তম্।
প্রহসন্ নির্ভয়া বাচা মহেশানন্তু তোষিতম্।

হনূমানুবাচ।

রঘুনাথপ্রসাদেন সর্ব্বং মেঽস্তি মহেশ্বর।
তথাপি যাচে হি বরং ত্বত্তঃ সমরতোষিতাৎ।
এষ পুষ্কলসংজ্ঞো নঃ সময়ে পতিতো হতঃ।
তথা চ রামাবরজঃশত্রুঘ্নো মূর্চ্ছিতো রণে।৩৫
অন্যে চ বীরা বহবঃ পতিতাঃ শরবিক্ষতাঃ।
মূর্চ্ছিতাঃ পতিতাঃ কেচিত্তান রক্ষস্ব গণৈঃ সহ
যথা চৈতান্ মহাভূতা বেতালাশ্চ পিশাচকাঃ।
ন হরন্তি ন খাদন্তি শ্বশৃগালাদয়স্তথা। ৩৭
এতেষাং বপুষো ভেদো ন ভবেত্ত্বং তথাচর।
যাবদিন্দ্রং রণে জিত্বানয়ামি দ্রোণপর্ব্বতম্॥ ৩৮
তত্রস্থা ঔষধীশ্চাপি নীত্বা সংস্থাপিতান্ ভটান্।
জীবয়ামি বলাৎসর্ব্বাংস্তাবত্ত্বং রক্ষ সর্ব্বশঃ।৩৯
এষ গচ্ছামি তং নেতুং দ্রোণং পর্ব্বতসত্তমম্।
যস্মিন বসন্ত্যোষধয়ঃ প্রাণিসঞ্জীবনক্ষমাঃ। ৪০
এতদ্বচঃ সমাকর্ণ্য তথেতি নিজগাদ তম্।
যাহি শীঘ্রং নগং নেতুং রক্ষামি ত্বদ্ভটান্ মৃতান্

শিলাপর্ব্বতাদি বর্ষণে তাঁহাকে প্রপীড়িত করেন। পরিশেষে ভূতনাথকে লাঙ্গুল দ্বারা সম্যক্ বেষ্টনপূর্ব্বক ভূরিভূরি শিলা পর্ব্বত ও বৃক্ষ দ্বারা এবং পুনঃপুনঃ পুচ্ছাস্ফোটন দ্বারা পুনরপি তাড়িত করিতে থাকিলেন। তাহাতে নন্দীও ভীত হইলেন, চন্দ্রকলা ভগ্ন হইয়া গেল এবং প্রকুপিত মহেশ্বরও সাতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।২১—৩০। এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে প্রহার দ্বারা সাতিশয় বিহ্বল করিতে দেখিয়া মহেশ্বর কপিবরকে কহিলেন,—রাঘবানুচর! তুমিই ধন্য, তুমি যখন যুদ্ধে আমায় পরিতৃপ্ত করিয়াছ, তখন অদ্য তুমি মহৎ কার্য্য করিলে। হে মহাবেগশালিন্! তুমি যেমন পাইয়াছ, সমস্ত দান যজ্ঞ ও তপস্যায় কেহ আমায় এরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না, অতএব আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। হনুমান্ মহেশ্বরকে প্রসন্নহৃদয়ে এইরূপ বলিতে শুনিয়া সহাস্যবদনে নির্ভয়বচনে তাঁহাকে কহিলেন,—মহেশ্বর! রঘুনাথের প্রসাদে আমার সমুদয় অভীষ্টই সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি আপনি যখন সমরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি, প্রদান করুন। আমাদিগের পুষ্কল সমরে নিহত হইয়া পতিত আছেন, রামানুজ শত্রুঘ্নও রণে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছেন এবং অন্যান্য বহুল বীরগণ শরবিক্ষত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছেন; আর, কেহ কেহ বা মূর্চ্ছিত ও পতিত আছেন, আপনি অনুচরগণের সহিত তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন। ভূত, বেতাল, পিশাচ বা শৃগাল-কুক্কুরগণ যাহাতে উহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে বা ভক্ষণ করিতে না পারে এবং উহাদিগের দেহের কোনরূপ বিপর্য্যয় না ঘটে, আপনি তদনুরূপ আচরণ করুন। যাবৎকাল না আমি সমরে ইন্দ্রকে বাহুবলে পরাজয়পূর্ব্বক দ্রোণপর্ব্বত বা তত্রস্থ ঔষধি আনয়ন করিয়া সংস্থাপিত সমুদয় বীরগণকে জীবিত করিতে পারি, আপনি তাবৎকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন। যথায় প্রাণিসঞ্জীবনী ঔষধী আছে সেই মহাপর্ব্বত আনয়নার্থ এই আমি এখনই যাইতেছি। ৩১—৪০। চন্দ্রশেখর হনুমানের এতদ্বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে কহিলেন,—আচ্ছা তাহাই হইবে, তুমি ত্বরায় পর্ব্বত আনয়নার্থ যাও, আমি ত্বদীয় মৃত

তচ্ছ্রুত্বা বাক্যমীশস্য জগাম দ্রোণপর্ব্বতম্।
দ্বীপান্ সর্ব্বানতিক্রামন্ জগাম ক্ষীরসাগরম্॥
অত্র তু স্বগণৈঃ সাকং রক্ষতি স্ম শিবো মহান্
শ্মশানং তদ্গণৈঃ স্বীয়ৈর্ম্মহাবলপরাক্রমৈঃ॥ ৪৩
হনূমান্ দ্রোণমাসাদ্য দ্রোণং নাম মহাগিরিম্।
লাঙ্গুলে তং নিধায়াশু প্রতস্থে রণমণ্ডলম্॥৪৪
তং নেতুমুদ্যতে বিপ্র চকম্পে স চ পর্ব্বতঃ।
কম্পমানন্তু তং দৃষ্ট্বা তৎপালা দেবতাগণাঃ॥৪৫
হাহেতি কৃত্বা প্রোচুস্তে কিমিদং ভবিতা গিরৌ
কো হ্যেনং নয়তে বীরো মহাবলপরাক্রমঃ॥৪৬
এবং কৃত্বা সুরাঃ সর্ব্বে সংহতা দদৃশুঃ কপিম্।
মুঞ্চৈনমিতি তে প্রোচ্য জঘ্নুঃ শস্ত্রাস্ত্রকোটিভিঃ
তান্ সর্ব্বান্নিঘ্নতো দৃষ্ট্বা হনূমান্ কুপিতো ভৃশম্
জঘান তান্ ক্ষণাদ্বীরঃ শক্রঃ সর্ব্বাসুরান্ যথা

কেচিৎ পাদাহতাস্তত্র কেচিৎ করবিমর্দ্দিতাঃ।
লাঙ্গুলনিহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছৃঙ্গেণ চাহতাঃ॥৪৭
সর্ব্বে তে নাশমাপন্না ক্ষণাৎকোশেশতাড়িতাঃ
কেচিন্নিপতিতা ভূমৌ রুধিরেণ পরিপ্লুতাঃ॥৫০
কেচিৎ কীশভয়াত্রস্তা জগ্মুঃ শক্রং সুরাধিপম।
ক্ষতেন চ পরিপ্লুষ্টা রুধিরক্ষতদেহিনঃ॥ ৫১
তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংবস্তান্ রুধিরেণ পরিপ্লুতান্।
সুরান্ ·গাদ বিমনাঃ শক্রঃ সর্ব্বসুরোত্তমঃ॥৫২
কথং যূয়ং ভয়ত্রস্তাঃ কথং রুধিরবিপ্লুতাঃ।
কেন দৈ·তান নিহতা রাক্ষসেনাধমেন বা॥৫৩
সর্ব্বং শংসত মে তথ্যং যথা জ্ঞাত্বা ব্রজামি তম্
নিহত্য বদ্ধা চায়ামি যুষ্মদ্ঘাতকমুন্মদম্॥ ৫৪
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য তুরাসাহং সুরোত্তমাঃ।
জগদ্দীনয়া বাচা সুরাসুরনমস্কৃতম্॥ ৫৫

বীরগণকে রক্ষা করিতেছি। হনূমান্ মহেশ্বরের তদ্বাক্য শ্রবণে দ্রোণপর্ব্বত আনয়নার্থ গমন করিলেন। ক্রমে সমুদয় দ্বীপ অতিক্রমপূর্ব্বক ক্ষীরসাগরে উপস্থিত হইলেন। এস্থানে মহাত্মা মহেশ্বর, মহাবলপরাক্রমশালী স্বীয় অনুচরগণের সহিত শ্মশানপ্রায় সেই রণস্থল রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে হনূমান্ দ্রোণপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াই সেই মহাগিরিকে লাঙ্গুলে স্থাপনপূর্ব্বক রণস্থলে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। বিপ্রবর! হনূমান সেই পর্ব্বতকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে পর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাহাকে কম্পমান দেখিয়া পর্ব্বতরক্ষক দেবতাসকল হাহাকার করত বলিতে লাগিলেন,—পর্ব্বতে আজ কি ঘটিবে? কোন্ মহাবল-পরাক্রান্ত বীর ইহাকে চালিত করিতেছে? ৪১—৪৬। এইরূপ জল্পনা-পুরঃসর পর্ব্বতরক্ষক সমুদয় দেবগণই মিলিত হইয়া কপিবরকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক “ইহা পরিত্যাগ কর” এই কথা বলিয়া কোটি কোটি অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণকে প্রহার করিতে দেখিয়া হনূমান্ সাতিশয় কুপিত হইলেন এবং অসুরগণকে সুররাজের ন্যায় ক্ষণমধ্যেই সেই বীর সকলকে ধরাশায়ী করিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ হনূমানের চরণ দ্বারা আহত, কেহ কেহ করদ্বারা বিমর্দ্দিত, কেহ কেহ লাঙ্গুলদ্বারা নিহত ও কেহ কেহ শৃঙ্গস্থান দ্বারা প্রপীড়িত হইলেন। কপিবরকর্ত্তৃক এইরূপে তাড়িত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে প্রায় সমুদয় দেবগণই বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন; কেহ কেহ রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে নিপতিত হইয়া রহিলেন এবং কেহ কেহ বা ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত শরীরে হনূমানের ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। ৪৭—৫১। তখন সুরবর দেবরাজ তৎসমুদয় দেবগণকে ভয়কাতর ও রুধিরপরিপ্লুত দেখিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি জন্য তোমরা ভয়ে এরূপ কাতর ও রুধিরাক্ত হইয়াছ? কোন্ দৈত্য বা রাক্ষসাধম তোমাদিগকে প্রহার করিয়াছে? আমার নিকট সত্যরূপে সমুদয় ব্যক্ত কর, আমি বৃত্তান্ত জানিয়া এখনই যাইতেছি এবং তোমাদিগের সেই উন্মদ ঘাতককে সংহার ও বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া আসিতেছি। পর্ব্বতরক্ষক সুরগণ, এত-

দেবা ঊচুঃ।
ইহাগত্য ন জানীমঃ কশ্চিদ্বানররূপধৃৎ।
নেতুং দ্রোণং সমুদ্যুক্তো লাঙ্গুলাবেষ্টিতং গিরিম্
গন্তুং কৃতমতিস্তাবদ্বয়ং সর্ব্বে সুসংহতাঃ।
যুদ্ধং চক্রুঃ সুসন্নদ্ধাঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণঃ। ৫৭
তেন সর্ব্বে বয়ং যুদ্ধে নির্জ্জিতা বলশালিনা।
অনেকে নিহতাস্তত্র ভূমৌ পেতুঃ সুরোত্তমাঃ।
বয়ঞ্চ বহুভিঃ পুণ্যৈর্জ্জীবিতা ইহ চাগতাঃ।
শোণিতেন সুষিক্তাঙ্গাঃ ক্ষতপীড়াসমন্বিতাঃ। ৫৯
এতদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য সুরাণাং স পুরন্দরঃ।
আদিদেশ সুরান্ সর্ব্বান্মহাবলসমন্বিতান্। ৬০
যাত মহাদ্রোণগিরিং কপিং বদ্ধুং মহাবলম্।
বদ্ধানয়ত যূয়ং বৈ সুরাণাং রণপাতকম্। ৬১
ইত্যাজ্ঞপ্তা যযুস্তে বৈ দ্রোণং পর্ব্বতমুত্তমম্।
যত্রাস্তে বলবান্ বীরো হনূমান্ কপিসত্তমঃ। ৬২
গত্বা তে প্রাহরন্ সর্ব্বে হনূমন্তং মহাবলম্।
হনূমতা তে নিহতা মুষ্টিভিঃ খরতাড়নৈঃ। ৬৩
পতিতাস্তে ক্ষণাৎ তত্র রুধিরক্ষতবিগ্রহাঃ।
অন্যে পলায়নপরা জগ্মুস্তং ত্রিদিবেশ্বরম্। ৬৪
তচ্ছ্রুত্বা কুপিতঃ শক্রঃ সর্ব্বানমরসত্তমান।
আদিদেশ মহাবীরং বানরেন্দ্রং সুরোত্তমঃ। ৬
তদাজ্ঞপ্তা যযুস্তে বৈ যত্র কীশেশ্বরো বলী।
তান্ সর্ব্বানাগতান্ দৃষ্ট্বা জগাদ কপিসত্তমঃ।
মায়াস্ত বীরাঃ সমরে সংহন্তারং হি মাং বলাৎ
নেষ্যামি যুষ্মানধুনা সংযমিন্যাঃ পুরোঽন্তিকে॥
ইত্যুক্তা অপি তে সর্ব্বে সন্নদ্ধাঃ প্রাহরন কপিম্
শস্ত্রাস্ত্রৈর্বিবিধৈর্মুক্তৈর্মহাবলসমন্বিতাঃ। ৬৮
কেচিচ্ছৈলৈঃ পরশুভিঃ কেচিৎ খড়্গৈশ্চপট্টিশৈঃ

বাক্য শ্রবণে সেই সুরাসুর-নমস্কৃত সুররাজকে দীনবচনে কহিলেন,—আমরা জানি না, কোন বানরমূর্ত্তিধারী বীর আসিয়া লাঙ্গুলদ্বারা দ্রোণপর্ব্বতকে বেষ্টনপূর্ব্বক লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। সে যখন পর্ব্বত লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেই সময়ে আমরা সকলে সমবেত হইয়া সর্ব্ববিধ অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই মহাবলশালী বীরবর আমাদিগের সকলকেই যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছে এবং অনেকানেক প্রধান প্রধান দেবতা তাহার হস্তে নিহত হইয়া তথায় ধরাশায়ী হইয়াছে। প্রভো! আমরা বহুপুণ্য-বলেই জীবন লইয়া শোণিতাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত শরীরে এস্থানে আসিয়াছি। পুরন্দর, সেই দেবগণের এই কথা শুনিয়া সমুদয় মহাবল-সমন্বিত দেবগণকেই আদেশ করিলেন যে, তোমরা অবিলম্বে সেই মহাবলশালী কপিবরের সহিত যুদ্ধার্থ দ্রোণগিরিতে গমন কর এবং সুরগণের সেই রণপাতককে বন্ধনপূর্ব্বক আনয়ন কর। ৫২—৬১। তাঁহারা এইরূপ আদিষ্ট হইয়াই যেস্থানে কপিসত্তম মহাবলশালী বীরবর হনূমান্ অবস্থিত ছিলেন, সেই দ্রোণপর্ব্বতে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়াই মহাবল হনূমানকে প্রহার করিতে আরম্ভ করায় হনূমানও তাঁহাদিগকে কঠোর মুষ্ট্যাঘাতে নিহত করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষণমধ্যেই প্রায় তাঁহারা সকলে রক্তাক্ত শরীরে তথায় পতিত হইলেন। অবশিষ্ট অন্যান্য সকলে পলায়নপূর্ব্বক ত্রিদিবেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে, সুররাজ সমধিক কুপিত হইয়া মহাবীর বানরেন্দ্রের সংহারার্থ অখিল সুরবৃন্দকেই আদেশ করিলেন তৎকালে সেই সুরগণ সুররাজের আজ্ঞায় যথায় মহাবল কপিবর বিক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন, তথায় যাইলেন। পরে কপিসত্তম হনূমান তাহাদিগকে আগত দেখিয়া কহিলেন,—বীরগণ! সর্ব্বসংহারক আমাকে পরাজয় করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে আসিও না। আমি ভুজবলে এখনই তোমাদিগকে যমের সংযমনী পুরে প্রেরণ করিব। হনূমান এইরূপ কহিলেও সেই সকল মহাবলসম্পন্ন দেবগণ, বধোদ্যত হইয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা কপিবরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা-

মুষলৈঃ শক্তিভিঃ কেচিৎ ক্রোধেন কলুষীকৃতা
স আহতোঽমরবরৈর্ব্বিবিধৈরায়ুধৈর্ব্বলী ।
শিলাভিস্তান্ জঘানাশু সর্ব্বানমরসত্তমান্ ॥৭০
কেচিৎ পলায্য আহুস্তে গতাঃ শক্রসমীপকম্
তদুক্তং বাক্যমাকর্ণ্য ভয়ং প্রাপ সুরাধিপঃ ॥৭১
বৃহস্পতিং সুরাধ্যক্ষং মন্ত্রিণং স্বর্গবাসিনাম্ ।
পপ্রচ্ছ সবিধে গত্বা নত্বা সুরগুরুং তদা ॥ ৭২
ইন্দ্র উবাচ ।
কোঽসৌ যো বানরো দ্রোণং নেতুং স্বামিন্ সমাগতঃ ।
যেন মে নিহতা বীরা অমরাঃ শস্ত্রধারিণঃ ॥ ৭৩
শেষ উবাচ ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু তদ্বাক্যমুক্তমাঙ্গিরসো মহান্ ।
জগাদ ভয়সংবিগ্নং তুরাসাহং সুরাধিপম্ ॥ ৭৪
বৃহস্পতিরুবাচ ।
যো রাবণমহন্ সংখ্যে কুম্ভকর্ণমদীদহৎ ।
যেন তে বৈরিণঃ সর্ব্বে হতাস্তস্য হি সেবকঃ ॥
যেন লঙ্কা সত্রিকূটা নির্দ্দগ্ধা পুচ্ছবহ্নিনা ।
অক্ষশ্চ নিহতো যেন হনুমন্তমবেহি তম্ ॥ ৭৬
তেন সর্ব্বে বিনিহতা দ্রোণার্থময়মুদ্যতঃ ।
হয়মেধং মহারাজঃ করোতি বলিসত্তমঃ ॥ ৭৭
তস্যাশ্ব শিবভক্তস্তু নৃপো বীরমণির্ম্মহান্ ।
জহার তত্র সমভূদ্রণং সুরবিমোহনম্ ॥৭৮
শিবেন নিহতাঃ সংখ্যে বীরা রামস্য ভূরিশঃ
তান্ বৈ জীবয়িতুং দ্রোণং নেষ্যত্যেব মহাবল ॥ ৭৯
নায়ং বর্ষশতৈর্জ্জেয়ো ভবতা বলসংযুতঃ ।
তস্মাৎ প্রসাদয় কপিং দেহি তত্রত্যমৌষধম্ ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে দেবযুদ্ধং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

দিগের মধ্যে সকলেই ক্রোধে মলিনচিত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য এককালে কেহ কেহ শূল ও পরশু দ্বারা কেহ কেহ খড়্গ ও পট্টিশ দ্বারা এবং কেহ কেহ বা মুষল ও শক্তি দ্বারা হনুমানকে আহত করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী হনুমান্, অমরগণকর্ত্তৃক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে এইরূপ আহত হইয়া অসংখ্য শিলাঘাতে সেই সুরবরগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কতিপয় ব্যক্তি পলায়নপূর্ব্বক ইন্দ্র-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, সুররাজও তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে ভীত হইলেন। ৬২—৭১। অনন্তর দেবরাজ, সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক দেবমন্ত্রী সুরগুরু বৃহস্পতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামিন্! যে বানর দ্রোণশৈলকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে এবং যে বীর, আমার অসংখ্য শস্ত্রধারী দেববীরগণকে নিপাতিত করিয়াছে, সে, কে? অঙ্গিরোনন্দন মহাত্মা বৃহস্পতি ইন্দ্রোক্ত এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়োদ্বিগ্ন সুররাজকে কহিলেন, যিনি সমরে রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে সংহার করিয়াছেন, অধিক কি যাঁহার হস্তে তোমার সমুদয় বৈরিবৃন্দই নিহত হইয়াছে, ঐ কপিবর তাঁহারই সেবক। যে কপিবর, লাঙ্গুলবহ্নিদ্বারা ত্রিকূটপর্ব্বতের সহিত লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং রাবণাত্মজ অক্ষকুমারকে নিহত করিয়াছেন, ঐ বানরবরকে সেই হনুমান্ বলিয়া জানিবে। সেই হনুমান্‌ই দেবগণকে ধরাশায়ী করিয়াছেন এবং তিনিই দ্রোণগিরিকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। বীরাগ্রণী মহারাজ রামচন্দ্র এক্ষণে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন। শিবভক্ত মহাত্মা নৃপবর বীরমণি তাঁহারই অশ্ব হরণ করিয়াছেন বলিয়া তথায় দেবগণেরও বিস্ময়কর সংগ্রাম হইয়াছে। সেই সংগ্রামে স্বয়ং মহেশ্বর, শ্রীরামের বহুল বীরবৃন্দকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্জীবিত করিবার নিমিত্তই মহাবল হনুমান্, দ্রোণপর্ব্বতকে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবেন। দেবরাজ! তুমি শত শত বর্ষ যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না, এজন্য

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

গুরুভাষিতমাকর্ণ্য বৃষপর্ব্বরিপুঃ স্বরাট্‌।
জ্ঞাত্বা রামস্য কার্য্যার্থমাগতং পবনাত্মজম্‌। ১
ভয়ং তত্যাজ মনসি বানরাৎ সমুপস্থিতম্‌।
জহর্ষ চিত্তে স ভৃশং বাচস্পতিমুবাচ হ। ২

ইন্দ্র উবাচ।

কথং কার্য্যং সুরাধীশ দ্রোণোঽয়ং নেষ্যতে যদি।
দেবানাং জীবিতং ভূয়ঃ কথং স্যাদিতি মে বদ
ইদানীং পবনোদ্ভূতং প্রসাদয় যথা কথম্‌।
রামঃ প্রীতিং পরাং যাতি দেবানাঞ্চ সুখং ভবেৎ। ৪
দেবাধিপস্য বচনং শ্রুত্বা বাচস্পতিস্তদা।
শক্রন্তু পুরতঃ কৃত্বা সর্ব্বদেবৈঃ পরীবৃতম্‌। ৫
জগাম তত্র যত্রাস্তে হনূমান্‌ নির্ভয়ঃ কপিঃ।
গর্জ্জতি প্রসভং জিত্বা সুরান্‌ সর্ব্বান্‌ সুখাসনঃ
তে গত্বা সবিধে তস্য বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
পেতুস্তে চরণৌ নত্বা সমীরতনুজস্য হি। ৭
বৃহস্পতিস্তু তং বীরং জগাদ প্রেরিতো মুদা।
সুরাধীশেন লোকস্য গুরুণা বদতাং বরঃ। ৮

বৃহস্পতিরুবাচ।

অজানদ্ভিঃ কৃতং কর্ম্ম দেবৈস্তব পরাক্রমম্‌।
রামস্য চরণযোস্ত্বং সেবকোঽসি মহামতে। ৯
কিমর্থময়মারম্ভঃ কথমত্র সমাগমঃ।
তৎকরিষ্যামহে সর্ব্বে সম্যক্‌ তাবত্তব ভাষিতম্‌। ১০
রোষং ত্যক্ত্বা কৃপাং কৃত্বা দেবাধীশং বিলোকয়।
পবনাত্মজ দৈত্যানাং ভয়ঙ্করবপুর্দ্ধধৎ। ১১

শেষ উবাচ।

ইত্থং ভাষিতমাকর্ণ্য দেবানাং স গুরোর্ব্বচঃ।

তত্রত্য ঔষধ প্রদানপূর্ব্বক কপিবরকে প্রসন্ন কর। ৭০—৮০।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—বৃষপর্ব্বরিপু দেবরাজ, বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণে পবনাত্মজ হনূমানকে রামকার্য্যার্থ আগত জানিয়া তদীয় হৃদয়ে যে হনূমান্‌ হইতে ভয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ত্যাগ করিলেন এবং অন্তরে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন,—হে সুরাধীশ! হনূমান্‌ যদি দ্রোণপর্ব্বত লইয়া যান তাহা হইলে আমা দগের কি কর্ত্তব্য? এবং দেবগণেরই বা কি প্রকারে পুনর্ব্বার জীবনলাভ হইবে বলুন। এক্ষণে যেকোন প্রকারে হউক পবননন্দনকে প্রসন্ন করুন, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্রও পরম প্রীতি লাভ করিবেন এবং দেবগণেরও সুখ লাভ হইবে। তৎকালে দেবরাজের বাক্য শ্রবণে বৃহস্পতি অখিল দেবগণে পরিবৃত-দেবরাজকে অগ্রে করিয়া যে স্থানে কপিবর হনূমান্‌ সমুদয় সুরগণকে বাহুবলে পরাজয়পূর্ব্বক সুখে অবস্থান করত গর্জ্জন করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ, বৃহস্পতিকে অগ্রে লইয়া হনূমানের নিকটে গমনপূর্ব্বক সেই পবননন্দনের চরণযুগলে প্রণামানন্তর পতিত হইলেন। অতঃপর বাগ্মিপ্রবর বৃহস্পতি লোকগুরু সুররাজকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সানন্দে মহাবীর হনূমানকে কহিলেন,—হে মহামতে! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের চরণসেবক, দেবগণ তোমার পরাক্রম না জানিয়াই এরূপ কার্য্য করিয়াছেন। তোমার এরূপ মহৎ ব্যাপারের প্রয়োজন কি? এস্থানে কিজন্য সমাগম হইয়াছে বল, আমরা সকলেই ত্বদীয় বাক্য বিনম্রভাবে রক্ষা করিব। ১—১০। হে পবনাত্মজ! তুমিতো দৈত্যগণ-সম্বন্ধেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক, অতএব এক্ষণে কৃপা করিয়া রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মহাযশা হনূমান্‌ বৃহ-

উবাচ দেবান্ সকলান্ গুরুঞ্চৈব মহাযশাঃ।
রাজ্ঞো বীরমণেঃ সংখ্যে হতাঃ শর্ব্বেণ ভূরিশঃ
ভটাস্তান্ বৈ জীবয়িতুং দ্রোণং নেষ্যামি পর্ব্বতম্। ১৩
তদ্ যে নিবারয়িষ্যন্তি স্ববীর্য্যবলদর্পিতাঃ।
তান্নেষ্যামি ক্ষণাদেব যমস্য সদনং প্রতি॥১৪
তস্মাদ্দদতু মে যূয়ং দ্রোণং বাথ তদৌষধম্।
যেন সঞ্জীবয়িষ্যামি মৃতান্ বীরান্ রণাঙ্গনে।

শেষ উবাচ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পবনস্য সুতস্য হ।
তে সর্ব্বে প্রণতিং গত্বা দদুঃ সঞ্জীবনৌষধম্।
তে প্রহৃষ্টা ভয়ং ত্যক্ত্বা সুরাঃ স্বর্গৌকসঃ সমম্
যযুঃ সুরপতিং কৃত্বা পুরঃ সৌখ্যসমন্বিতাঃ॥১৭
হনূমান্ ভেষজং তত্তু সমাদায় গতো রণম্।
স্তুতঃ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈর্মহাকর্ম্মসমুৎসুকৈঃ॥১৮
তমাগতং হনূমন্তং বীক্ষ্য সর্ব্বেঽপি বৈরিণঃ।
সাধুসাধু প্রশংসন্তো অদ্ভুতং মেনিরে কপিম্।
কপিঃ সমাগত্য মহামুদা যুতঃ
পুরা ভটং পুষ্কলমাহতং মৃতম্।
শিবেন সংরক্ষিতমুগ্রমণ্ডলে
শ্রীরামচিত্তং সবিধে জগাম হ। ২০
সুমতিঞ্চ সমাহূয় মন্ত্রিণং মহতাং মতম্।
উবাচ জীবয়াম্যদ্য সর্ব্বান্ বীরান্ রণে মৃতান্
এবমুক্ত্বা ভেষজং তৎ পুষ্কলস্য মহোরসি।
শিরঃ কায়েন সন্ধায় জগাদ বচনং শুভম্॥২২
যদ্যহং মনসা বাচা কর্ম্মণা রাঘবং পতিম্।
জানামি তর্হি হেতেন ভেষজেনাশু জীবতু॥
ইতি বাক্যং যদা বক্তি তাবৎ পুষ্কল উত্থিতঃ
রণাঙ্গনেঽদশদ্রোষাদ্দন্তান্ বীরশিরোমণিঃ।
ক্ব গতো বীরভদ্রোঽসৌ মাং সম্মূর্চ্ছ্য রণাঙ্গনে।

স্পতির মুখে দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদয় দেবগণ ও বৃহস্পতিকে কহিলেন,—রাজা বীরমণির সহিত যুদ্ধে বীরবৃন্দ শঙ্করকরে নিহত হইয়াছে। আমি তাহাদিগকেই জীবিত করিবার নিমিত্ত দ্রোণ-পর্ব্বত লইয়া যাইব; ইহাতে স্বীয় বলবীর্য্য-দর্পিত যাহারাই বাধা দিবে, ক্ষণমধ্যেই তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব সন্দেহ নাই। অতএব রণাঙ্গনে মৃত বীরগণকে যাহাতে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তজ্জন্য তোমরা আমাকে হয় দ্রোণপর্ব্বত, না হয় সেই ঔষধ প্রদান কর। তাহারা সকলে পবননন্দনের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক মৃতসঞ্জীবন ঔষধ দান করিলেন। অনন্তর স্বর্গলোক-নিবাসী সেই সুরগণ শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরপতিকে অগ্রে করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরমসুখে সকলে একত্রে স্বর্গধামে গমন করিলেন। এদিকে হনূমান্ সুরগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে সমাদৃত হইয়া মৃতসঞ্জীবন ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ সমুৎসুকচিত্তে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সমুদয় বৈরিগণও কপিবর হনূমানকে স্বকার্য্য সাধনপূর্ব্বক সমাগত দেখিয়া "সাধু সাধু" ইত্যাকার প্রশংসা করিতে থাকিল এবং তাঁহাকে অদ্ভুত পুরুষ বলিয়া মনে করিল। ১১—১৯। এইরূপে কপিবর পরমানন্দে আগমনপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রেই ভীষণ রণস্থলে পতিত, অস্ত্রাঘাতে মৃত, শঙ্কর-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত শ্রীরামগত প্রাণ বীরবর পুষ্কলের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর মহাজন-সম্মত মন্ত্রিবর সুমতিকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—রণস্থলে মৃত সমুদয় বীরগণকে আমি এখনই জীবিত করিব। এইকথা বলিয়াই পুষ্কলের শরীরের সহিত মস্তক সংযোজিত করিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে ঔষধ সংস্থাপনপূর্ব্বক এইরূপ শুভকর বাক্য বলিলেন,—'যদি আমি কায়মনোবাক্যে শ্রীরামচন্দ্রকেই প্রভুজ্ঞানে সেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই ঔষধে অবিলম্বে পুষ্কল জীবিত হউক'। হনূমান, যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ বীরশিরোমণি পুষ্কল দন্তে দন্ত পীড়ন করিতে করিতে

সদ্যোঽহং পাতয়াম্যেনং ক্বাস্তি স মন্মুকুস্তুমম্
ইতি তং ভাষমাণং বৈ প্রাহ বীরং কপীন্দ্রকঃ।
ধন্যোঽসি বীর যদ্ভূয়ো বদস্যেবং রণাঙ্গনে ॥২৬
ত্বং হতো বীরভদ্রেণ রঘুনাথপ্রসাদতঃ।
পুনঃ সঞ্জীবিতোঽহং ত্বহি শত্রুঘ্নং যাম মূর্চ্ছিতম্
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ তত্র সংগ্রামবরমূর্দ্ধনি।
শ্বসন্নাস্তে স শত্রুঘ্নঃ শিববাণপ্রপীড়িতঃ॥
তত্র গত্বা সমীপং তচ্ছত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
নিধায় ভেষজং তস্য বক্ষসি শ্বাসমাগতে। ২৯
উবাচ হনুমাংস্তং বৈ জীব শত্রুঘ্ন সত্তম।
মূর্চ্ছিতোঽসি রণে কস্মান্মহাবলপরাক্রম ॥৩০
যদ্যহং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ জন্মপর্য্যন্তমুদ্যতঃ।
পালয়ামি তদা বীরঃ শত্রুঘ্নো জীবতাৎক্ষণাৎ
উক্তমাত্রেণ তেনেদং জীবিতং ক্ষণমাত্রতঃ।
ক্ব শিবঃ ক্ব শিবো যাতো বিহায় রণমণ্ডলম্।
অনেকে নিহতাঃ সংখ্যে শ্রীরুদ্রেণ পিনাকিনা
তে সর্ব্বে জীবিতা বীরাঃ কপীন্দ্রেণ মহাত্মনা
তদা সর্ব্বে সুসন্নদ্ধা রোষপূরিতমানসাঃ।
স্বে স্বে রথে স্থিতাঃ শত্রূন্ প্রযযুঃ ক্ষতবিগ্রহাঃ॥
পুষ্কলো বীরভদ্রস্তু চণ্ডং চৈব কুশধ্বজঃ।
নন্দিনং হনুমান্ বীরঃ শত্রুঘ্নঃ সঙ্গরে শিবম্।
ধনুর্বিস্ফারয়ন্তং তং শত্রুঘ্নং বলিনাং বরম্।
সংগ্রামে শিবমাহূয় তিষ্ঠন্তং প্রযযৌ নৃপঃ॥ ৩৬
রাজা বীরমণির্বীরঃ শত্রুঘ্নঃ সমরে বশী।
অন্যোন্যং চক্রতুর্যুদ্ধং মুনিবিস্ময়কারকম্॥ ৩৭
রাজ্ঞা বৈ বীরমণিনা রথা ভগ্নাঃ শতাধিকাঃ।
শত্রুঘ্নস্য নরেন্দ্রস্য তিলশঃ ক্ষণতো দ্বিজ। ৩৮
তদা প্রকুপিতোঽত্যন্তং শত্রুঘ্নো রণমণ্ডলে।

রণাঙ্গনে উত্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—সেই বীরভদ্র সমরক্ষেত্রে আমায় মূর্চ্ছিত করিয়া কোথায় যাইল? আমি এখনই তাহাকে নিপাতিত করিব; আমার সেই মহৎধনুঃ কোথায় আছে?। পুষ্কল এইরূপ বলিতে থাকিলে কপিবর সেই বীরকে কহিলেন,—বীর। তুমি যে রণাঙ্গনে পুনরায় এইরূপ বলিতেছ, ইহাতে তুমিই ধন্য। বীরভদ্র তোমায় বিনাশ করিয়াছিল, রঘুনাথের প্রসাদেই পুনরায় জীবন পাইলে, এক্ষণে আইস, শত্রুঘ্ন মূর্চ্ছিত আছেন, তাঁহার নিকট যাই। তিনি এই বলিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে যে স্থানে শত্রুঘ্ন শিবশরে প্রপীড়িত হইয়া শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, তথায় যাইলেন। অনন্তর হনুমান্ মহাত্মা শত্রুঘ্নের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তদীয় শ্বাস-কম্পিত বক্ষঃস্থলে ঔষধ রাখিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে সাধুতম শত্রুঘ্ন! জীবিত হউন, আপনি মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়া কিজন্য রণক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত আছেন?২০—৩০। যদি আমি সমুৎসুকচিত্তে আজন্মকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে বীরবর শত্রুঘ্ন এখনই জীবিত হউন। হনুমান্ এইরূপ বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শত্রুঘ্ন সুস্থ হইলেন এবং বলিলেন,—'শিব কোথায়? শিব সমরমণ্ডল ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন। অনন্তর, পিনাকপাণি শ্রীরুদ্রদেব, সমরে যে বহুল বীরকে নিহত করিয়াছিলেন, মহাত্মা কপীন্দ্র সেই সমুদয় ব্যক্তিকেই পুনর্জীবিত করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে ক্ষত-বিক্ষতশরীর হইলেও ক্রোধপূর্ণ-হৃদয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া স্ব স্ব রথে আরোহণ করত পুনরায় শত্রুগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই সমরক্ষেত্রে পুষ্কল বীরভদ্রকে, কুশধ্বজ চণ্ডকে, বীর হনুমান্ নন্দীকে এবং শত্রুঘ্ন মহেশ্বরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। বলশালীদিগের অগ্রগণ্য শত্রুঘ্নকে ধনুর্ধারণ করত সংগ্রামে মহাদেবকে আহ্বানপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে দেখিয়া নৃপতি বীরমণি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা বীরমণিও মহাবীর এবং শত্রুঘ্নও সমরে মহাবলশালী, এজন্য পরস্পর মুনিগণেরও বিস্ময়কর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দ্বিজবর! কিয়ৎকালের পর রাজা বীরমণি ক্ষণকালমধ্যে নরেন্দ্র শত্রুঘ্নের শতাধিক রথ

আগ্নেয়াস্ত্রং মুমোচাশু দগ্ধং সৈন্যং সমন্বিতম্
দাহকং তন্মহদ্দৃষ্ট্বা মহাস্ত্রং শত্রুমোচিতম্।
অত্যন্তং কুপিতো রাজা বারুণাস্ত্রমথাদদে ॥৪০
বায়ব্যাস্ত্রং মুমোচাশু তেন বায়ুর্মহানভূৎ।
বায়ুনা সংহতা মেঘা যযুস্তে সর্ব্বতো দিশঃ।
ইতস্ততো গতাঃ সর্ব্বে সৈন্যং তৎ সুখিতং বভৌ ॥ ৪১
সৈন্যে পবনপীড়ার্ত্তে নৃপো বীরমণির্মহান্।
পর্ব্বতাস্ত্রং রিপুঘ্নারী জগ্রাহ চ শরাসনে ॥ ৪২
পর্ব্বতৈঃ স্তম্ভিতো বায়ুর্ন প্রসর্পতি সঙ্গরে।
তদ্বীক্ষ্য রামাবরজো বজ্রাস্ত্রন্তু সমাদদে।
বজ্রাস্ত্রেণ হতাঃ সর্ব্বে নগাস্ত তিলশঃ কৃতাঃ।
চূর্ণতাং প্রাপুরেতস্মিন্ রণে বীরবরার্চ্চিতে।
বজ্রাস্ত্রেণ বিদীর্ণাঙ্গা বীরাঃ শোণিতশো ভতাঃ
বিবভুঃ সমরপ্রান্তে চিত্রং সমভবদ্রণম্ ॥ ৪৫
তদা প্রকুপিতোহত্যন্তং রাজা বীরমণির্মহান্।
ব্রহ্মাস্ত্রং চাপ আধত্ত বৈরিদাহকমদ্ভুতম্ ॥ ৪৭
ব্রহ্মাস্ত্রে সন্ধিতে সোহপি সস্মার সুমোনহরম্
শরং তদ্‌যোগিনীদত্তং সর্ব্ববৈরিবিমোহনম্॥
ব্রহ্মাস্ত্রং তৎকরভ্রষ্টমাগতং বৈরিণং প্রতি।
তাবচ্ছত্রুঘ্ননাম্না তু মুক্তং তন্মোহনাস্ত্রকম্ ॥৪৮
মোহনাস্ত্রেণ তদ্ব্রাহ্মং দ্বিধা চ্ছিন্নং ক্ষণাদিহ।
লগ্নং রাজ্ঞো হৃদি ক্ষিপ্রং মূর্চ্ছামপ্রাপয়ন্নৃপম্ ॥
তে বাণাঃ শতশো মুক্তাঃ শত্রুঘ্নেন মহীভৃতা।
সর্ব্বেহপি মূর্চ্ছিতা বীরা গণা রুদ্রস্য যে পুনঃ
শিবস্য চরণোপস্থে মূঢ়াঃ পেতুর্মহীতলে।
তদা শিবঃ প্রকুপিতো রথে তিষ্ঠন যযৌ নৃপম্
শিবেন সহসা যোদ্ধুং সমায়াতো রণাঙ্গনে।

তিলপ্রমাণে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে শত্রুঘ্ন অতীব প্রকুপিত হইয়া বীরমণি-উদ্দেশে রণমণ্ডলে আগ্নেয়াস্ত্র ত্যাগ করিলেন, তাহাতে বহুল সৈন্যই দগ্ধ হইল। রাজা বীরমণি, শত্রুঘ্ননিক্ষিপ্ত দহনকারী মহাস্ত্র দর্শনে সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বারুণাস্ত্র সন্ধান করিলেন। ৩১—৪০। তদ্দর্শনে শত্রুঘ্ন, তদুদ্দেশে বায়ব্যাস্ত্র মোচন করায় তথায় প্রচণ্ড বায়ু উপস্থিত হইল এবং সেই বায়ুপ্রভাবে নিবিড় মেঘসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে গমন করিল, তাহাতে স্বীয় সৈন্য সুখলাভ করত শোভা পাইতে থাকিল। তখন মহামনা নৃপবর বীরমণি, স্বীয় সৈন্যগণকে বায়ুপীড়িত দর্শনে শরাসনে রিপুনাশন পর্ব্বতাস্ত্র সন্ধান করিলেন। অনন্তর সেই প্রচণ্ডবায়ু পর্ব্বতাস্ত্রে স্তম্ভিত হওয়ায় আর সমরাঙ্গনে প্রবাহিত হইতে পারিল না, তদ্দর্শনে শত্রুঘ্ন বজ্রাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তখন সেই বীরবরার্চ্চিত সমরক্ষেত্রে পর্ব্বতাস্ত্রসম্ভূত পর্ব্বতসকল বজ্রাস্ত্রতাড়নে তিল তিল প্রমাণে চূর্ণ হইয়া গেল। সমুদায় বীরবৃন্দও সেই বজ্রাস্ত্রে বিদীর্ণকলেবর ও শোণিতাক্ত হইয়া সমরপ্রান্তে শোভা পাইতে থাকিলে, সেই রণস্থল বিচিত্র বোধ হইল। তৎকালে মহাত্মা রাজা বীরমণি নিরতিশয় কুপিত হইয়া স্বীয় শরাসনে শত্রু-সংহারক অদ্ভুত ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। বীরমণি, ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলে শত্রুঘ্নও সেই যোগিনী-প্রদত্ত সর্ব্বশত্রু-বিমোহন সুমনোহর মোহনাস্ত্র স্মরণ করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মাস্ত্র বীরমণির কর-নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন তদীয় শত্রু শত্রুঘ্নের নিকট আসিল, তৎক্ষণাৎ শত্রুঘ্নও সেই মোহনাস্ত্র-নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই মোহনাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল, এবং অবিলম্বে নৃপতি বীরমণির হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিল। তৎকালে মহীপতি শত্রুঘ্ন, সুপ্রসিদ্ধ শত শত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তত্রত্য সমুদয় বীর ও রুদ্রদেবের অনুচরগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কতিপয় শিবানুচর নিতান্ত কাতর হইয়া মহেশ্বরের চরণপ্রান্তে ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহেশ্বরও সাতিশয় কুপিত হইয়া রথারোহণে নৃপবর শত্রুঘ্নের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে শত্রুঘ্নও

শত্রুঘ্নঃ সজ্যমাশুজ্যং ধনুঃ কৃত্বা ব্যযুধ্যত ৫২
তয়োঃ সমভবদ্‌ঘোরং রণং বৈরিবিদারণম্‌ ।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বহুধামুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্‌ ॥ ৫৩
অস্ত্রপ্রত্যস্ত্রসঙ্ঘাতৈস্তাড়নপ্রতিতাড়নৈঃ ।
দেবানামপি যদ্দৈন্যং তদভূদ্রণমণ্ডলে ॥ ৫৪
তদা ব্যাকুলিতোঽত্যন্তং শত্রুঘ্নঃ শিবসঙ্গরে
সস্মার স্বামিনং তত্র পাবনেরুপদেশতঃ ॥৫৫
হা নাথ ভ্রাতরত্যুগ্রঃ শিবঃ প্রাণাপহারণম্‌ ।
করোতি ধনুরুদ্যম্য ত্রায়স্ব রণমণ্ডলে ॥ ৫৬
অনেকে দুঃখপাথোধিং তীর্ণা রাম তবাখ্যয়া ।
মামপ্যুদ্ধর দুঃখং ত্বং রাম রাম কৃপানিধে ॥৫৭
ইত্থং বক্তি যদা তাবদ্দীক্ষিতো রণমণ্ডলে ।
নীলোৎপলদলশ্যামো রামো রাজীবলোচনঃ ॥
মৃগশৃঙ্গং করে ধৃত্বা দীক্ষিতং বপুরুদ্বহন্‌ ।
তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ শত্রুঘ্নঃ সমরাঙ্গনে ॥৫৯

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

আগতং বীক্ষ্য শ্রীরামং শত্রুঘ্নঃ প্রণতার্ত্তিহম্‌
ভ্রাতরং সকলাদ্দুঃখান্মুক্তোঽভূদ্দ্বিজসত্তম ॥ ১
হনূমান্‌ বীক্ষ্য বিভ্রান্তো রামস্য চরণৌ মুদা ।
ববন্দে ভক্তরক্ষার্থমাগতং নিজপাদ হ ॥ ২,
স্বামিংস্তবৈতদ্‌যুক্তং তু স্বভক্তপরিপালনম্‌ ।
যৎ সংগ্রামে জিতং শর্ব্ব-পাশবন্ধমমোচয়ঃ ॥৩
বয়ং ধন্যা ইদানীং বৈযদ্দ্রক্ষ্যামো ভবৎপদে ।
জেষ্যামোঽরীন্‌ ক্ষণাদেব ত্বৎকৃপাতো রঘূদ্বহ

শত্রুঘ্ন শঙ্করের সহিত যুদ্ধার্থ সহসা সমরাঙ্গনে সমাগত হইলেন এবং সজ্য শরাসন ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪১—৫২। তৎকালে তাহাদিগের উভয়ের বৈরিবিদারণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরস্পর নিক্ষিপ্ত বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই রণমণ্ডলে অস্ত্র-শস্ত্রসমূহের এরূপ ঘাত-প্রতিঘাত হইতে লাগিল যে, তাহাতে দেবগণেরও ব্যাকুলতা জন্মিল। ঐ সময়ে শত্রুঘ্ন, শিবসমরে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া হনূমানের উপদেশানুসারে স্বীয় প্রভু শ্রীরামকে স্মরণ করিলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হা নাথ! হা ভ্রাতঃ! আজ মহেশ্বর অতি উগ্রমূর্ত্তি হইয়া আমার প্রাণহরণে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব এই সমরক্ষেত্রে আমায় পরিত্রাণ করুন। হে রাম! অনেকে আপনার নামোচ্চারণেই ত অপার দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব হে কৃপানিধি রাম! আমি দুঃখদশায় পতিত, আমাকেও উদ্ধার করুন। শত্রুঘ্ন মনে মনে যেমন এইরূপ বলিলেন, অমনি সেই নীলোৎপলদলশ্যাম রাজীবলোচন রামচন্দ্র করে মৃগশৃঙ্গ ধারণ করত যজ্ঞদীক্ষিত মূর্ত্তিতেই রণস্থলে দৃষ্ট হইলেন। তখন শত্রুঘ্ন, তাঁহাকে সহসা সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ৫৩—৫৯।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! শত্রুঘ্ন প্রণতার্ত্তিনাশন ভ্রাতা শ্রীরামকে দেখিয়াই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন। হনূমান্‌ তাঁহাকে দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং সানন্দে তাঁহার চরণযুগল বন্দনাপূর্ব্বক সেই ভক্তরক্ষার্থ সমাগত শ্রীরামচন্দ্রকে কহিলেন,—স্বামিন! আপনি যে ভক্তগণের সংগ্রামে সর্ব্বজয়ী শিবপাশ-বন্ধন মোচন করিলেন, এই ভক্তপরিপালন আপনারই উপযুক্ত। এই সময়ে আমরা যে ভবদীয় চরণযুগল দর্শন করিতে পাইলাম ইহাতেই আমরা ধন্য। হে রঘূদ্বহ! এক্ষণে আপ-

শেষ উবাচ।

স্বাগতং সমাগতং রামং যোগিনাং ধ্যানগোচরম্।
পতিত্বা পাদয়োর্বিপ্র জগাদ প্রণতাভয়ম্ ॥৫
একস্ত্বং পুরুষঃ সাক্ষাৎপ্রকৃতেঃ পর ঈর্য্যসে।
যঃ স্বাংশকলয়া বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ ॥৬
অরূপস্ত্বমশেষস্য জগতঃ কারণং পরম্।
এক এব ত্রিধা রূপং গৃহ্ণাসি কুহকান্বিতঃ ॥ ৭
সৃষ্টৌ বিধাতৃরূপস্ত্বং পালনে স্বপ্রভাময়ঃ।
প্রলয়ে জগতঃ সাক্ষাদহং শর্ব্বাখ্যতাং গতঃ ॥
তব যৎ পরমেশস্য হয়মেধক্রতুক্রিয়া
ব্রহ্মহত্যাপনোদায় তদ্বিড়ম্বনমদ্ভুতম্ ॥৯
যৎপাদশৌচমমলং গঙ্গাখ্যং শিরসোঽস্মরা।
বহামি পাপশান্ত্যর্থং তস্য তে পাতকং কুতঃ ॥
ময়া বৎসোপকারায় কৃতং কর্ম্ম তব স্ফুটম্।
ক্ষম্যতাং তৎকৃপালো হি ভবতো ব্যবধায়কম্
কিং করোমি ময়া সত্য-পালনার্থমিদং কৃতম্।
জানন্ প্রভাবং ভবতো ভক্তরক্ষার্থমাগতঃ ॥১২
অসৌ পুরা উজ্জয়িন্যাং মহাকালনিকেতনে।
স্নাত্বা ক্ষিপ্রাখ্যসরিতি তপস্তেপে মহাদ্ভুতম্ ॥
ততঃ প্রসন্নোঽহমহো জগাদ ভূমিপং প্রতি।
যাচয়স্ব মহারাজ স বব্রে রাজ্যমদ্ভুতম্ ॥ ১৪
ময়া প্রোক্তং দেবপুরে তব রাজ্যং ভবিষ্যতি
যাবদ্রামহয়ঃ পূর্য্যামাগমিষ্যতি যাজ্ঞিকঃ ॥ ১৫
তাবৎপ্রভৃত্যহং স্থানে তব রক্ষার্থমুদ্যতঃ।
এতদ্দত্তবরো রাম কিং করোমি চ সত্যতঃ ॥
ঘৃণিতোঽস্ম্যধুনা রাজা সপুত্রপশুবান্ধবঃ।
হয়ং সমর্প্য ভবতে পাদসেবাং বিধাস্যতি ॥১৭

শেষ উবাচ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মহেশস্য রঘূত্তমঃ।

নার কৃপায় ক্ষণকালমধ্যেই সমুদয় রিপুগণকে জয় করিব, সন্দেহ নাই। বিপ্রবর! তৎকালে ভগবান্ শশাঙ্কশেখর যোগিগণের ধ্যানগোচর, প্রণত ভক্তগণের অভয়দাতা শ্রীরামকে সমাগত দর্শনে তদীয় চরণযুগলে পতিত হইয়া কহিলেন,—প্রভো! যিনি, স্বীয় অংশকলা দ্বারা অখিল বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন, একমাত্র আপনিই সেই প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ পরম পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ১—৬। দেব! আপনি নিরাকার ও অনন্ত জগতের পরম কারণ, আপনি একমাত্র হইয়াও মায়াসংযোগে ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। আপনি সৃষ্টিকার্য্যে বিধাতৃরূপী, পালনে স্বপ্রভাময় বিষ্ণুরূপী এবং জগতের সংহারকার্য্যে সাক্ষাৎ আপনার স্বরূপ আমি, মহেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। আপনি পরমেশ্বর; আপনার আবার যে ব্রহ্মহত্যা-পাতকনাশের নিমিত্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ইহা এক অদ্ভুত বিড়ম্বনা। যাঁহার পাদস্পর্শ হেতু পবিত্র গঙ্গাপ্রবাহ আমি পাপনাশার্থ নিরন্তর মস্তকে বহন করিতেছি, সেই আপনার আবার কিরূপে পাতক হইবে? হে কৃপাময়! আমি ভক্তের উপকারার্থ যে, আপনার মহিমাবরক অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। প্রভো! কি করি, আমি সত্যপালনার্থই এই কার্য্য করিয়াছি; আমি আপনার প্রভাব জানিয়াও ভক্তরক্ষার্থ সমরে উপস্থিত হইয়াছি। এই বীরমণি, পূর্ব্বে উজ্জয়িনী প্রদেশে ক্ষিপ্রা নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক মহাকাল-নিকেতনে মহাদ্ভুত তপোঽনুষ্ঠান করে। তাহাতে আমি ঐ ভূপতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলাম, মহারাজ! বর প্রার্থনা কর; তখন বীরমণি অদ্ভুত রাজ্য প্রার্থনা করিল। তৎশ্রবণে আমি বলিয়াছিলাম, দেবপুরে তোমার রাজ্য হইবে। যৎকালে ত্বদীয় নগরে শ্রীরামের যজ্ঞিয়াশ্ব আগমন করিবে, আমি স্বয়ং তাবৎকালপর্য্যন্ত তোমার রক্ষার্থ ঐ নগরে অবস্থিত থাকিব। রাম! আমি উহাকে এইরূপ বর দিয়াছি, সুতরাং সেই সত্য অনুসারে আর কি করি বলুন। আমি এই কার্য্য করিয়া নিতান্ত ঘৃণিত হইয়াছি, এক্ষণে রাজা আপনাকে অশ্ব সমর্পণপূর্ব্বক পুত্র-বান্ধবাদির সহিত ভবদীয় চরণ সেবা

উবাচ ধীরয়া বাণ্যা কৃপয়া পূর্ণলোচনঃ। ১৮
শ্রীরাম উবাচ।
দেবানাময়মেবাস্তি ধর্ম্মো ভক্তস্য পালনম্।
ত্বয়া সাধু কৃতং কর্ম্ম যদ্ভক্তো রক্ষিতোঽধুনা।
মমাস্তি হৃদয়ে শর্ব্বো ভবতো হৃদয়ে ত্বহম্।
আবয়োরন্তরং নাস্তি মূঢ়াঃ পশ্যন্তি দুর্ধিয়ঃ। ২০
যে ভেদং বিদধত্যদ্ধা আবয়োরেকরূপয়োঃ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে নরাঃ কল্পসহস্রকম্। ২২
যে ত্বদ্ভক্তাঃ সদাসংস্তে মদ্ভক্তা ধর্ম্মসংযুতাঃ।
মদ্ভক্তা অপি ভূয়স্যা ভক্ত্যা তব নতিঙ্করাঃ।
শেষ উবাচ।
ইত্থং ভাষিতমাকর্ণ্য শর্ব্বো বীরমণিং নৃপম্।
মূর্চ্ছিতং জীবয়ামাস করস্পর্শাদিনা প্রভুঃ। ২৩
অন্যানপি সুতানস্য মূর্চ্ছিতান্ শরপীড়িতান্।
জীবয়ামাস সম্মটান্ সমর্থঃ প্রভুরীশ্বরঃ। ২৪
সজ্জং বিধায় তং ভূপং শ্রীরামপদয়োর্নতম্।
কারয়ামংস ভূতেশঃ পুত্রপৌত্রপরীবৃতম্। ২৫
ধন্যো রাজা বীরমণির্যো দদর্শ রঘূত্তমম্।
যোগিভির্যোগনিষ্ঠাভির্দুষ্প্রাপ্যমযুতাযুতৈঃ। ২৬
তে নত্বা রঘুনাথং তং কৃতার্থীকৃতবিগ্রহাঃ।
ব্রহ্মাদিভিঃ পূজ্যতমা অভূবন্ দ্বিজসত্তম। ২৭
শত্রুঘ্নহনুমদ্ভ্যাঞ্চ পুষ্কলাদিভিরুদ্ভটৈঃ।
পবিত্রৈায় রামায় দদৌ রাজা হয়োত্তমম্। ২৮
রাজ্যেন সহিতং সর্ব্বং সপুত্রপশুবান্ধবম্।
শর্ব্বেণ প্রেরিতঃ প্রাদাদ্ভূপো বীরমণিস্তদা। ২৯
ততো রামো নুতঃ সর্ব্বৈর্বৈরিভির্নিজসেবকৈঃ
শত্রুঘ্নাদিভিরত্যন্তমুৎসুকৈশ্চ বিশেষতঃ। ৩০
রথে মণিময়ে স্থিত্বা বভূব স তিরোহিতঃ।
অন্তর্হিতে রামভদ্রে সর্ব্বে প্রাপুঃ সুবিস্ময়ম্।
মা জানীহি মনুষ্যং ত্বং রামং লোকৈকবন্দিতম্

করিবে। রঘূত্তম রাম, মহেশ্বরের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃপাপূর্ণলোচনে গম্ভীর বচনে বলিলেন,—ভক্তকে রক্ষাকরাই সমুদয় দেবগণের কর্ত্তব্য কার্য্য, অতএব তুমি যে এক্ষণে ভক্তকে রক্ষা করিয়াছ, ইহা তুমি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ। ৯—১৯। তুমি সর্ব্বদাই মদীয় হৃদয়ে এবং আমিও সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে জাগরূক, আমাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, দুর্ম্মতি মূর্খেরাই পার্থক্য দর্শন করিয়া থাকে। আমরা উভয়েই অভিন্নরূপ, যাহারা আমাদিগের ভেদ বিধান করে সেই সকল মানব, সহস্র কল্প কুম্ভীপাক নরকে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা তোমার ভক্ত, সেই ধার্ম্মিকগণ আমার ভক্ত, এবং যাঁহারা আমার ভক্ত তাঁহারা সেই আমার প্রতি ভূয়সী ভক্তি নিবন্ধন তোমারও কিঙ্কর। সর্ব্বসম্পাদন-সমর্থ সর্ব্বপ্রভু মহেশ্বর, শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত নৃপতি বীরমণিকে এবং তদীয় মূঢ়মতি শরপীড়িত মূর্চ্ছাভিভূত পুত্রগণকে ও অন্যান্য সকলকেও কর-স্পর্শাদি দ্বারা জীবিত করিলেন। অনন্তর সেই ভূতপতি মহেশ্বর, ভূপতিকে সুসজ্জিত করিয়া পুত্রপৌত্রগণসহ শ্রীরামের চরণযুগলে প্রণত করাইলেন। হে দ্বিজবর! অযুতাযুত বর্ষ যোগসাধনেও যোগিগণের দুষ্প্রাপ্য রঘুবর শ্রীরামচন্দ্রকে যিনি অনায়াসেই দর্শন করিয়াছিলেন, সেই রাজা বীরমণিই ধন্য। দ্বিজসত্তম। তৎকালে বীরমণি প্রভৃতি সকলে রঘুনাথকে প্রণাম করিয়া সফলজীবন ও ব্রহ্মাদিরও পূজ্যতম হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাজা বীরমণি মহেশ্বর-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শত্রুঘ্ন, হনুমান এবং মহাবীর পুষ্কলাদির সহিত বিরাজমান, পরমপরিতোষান্বিত শ্রীরামচন্দ্রকে পুত্র, পশু ও বন্ধুবান্ধবাদিসমন্বিত সমুদয় রাজ্য প্রদান করিলেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সমুদয় বৈরিগণ ও নিজসেবকগণ কর্ত্তৃক এবং বিশেষতঃ সমুৎসুকচিত্ত শত্রুঘ্নাদি কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া মণিময় রথে আরোহণপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে রামভদ্র অন্তর্হিত হইলে সকলেই সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। ২০—৩১। সর্ব্বলোকবন্দিত শ্রীরামচন্দ্রকে

জলে স্থলে চ সর্ব্বত্র বর্ত্ততেহন্তঃস্থিতঃ সদা ॥
ততো বীরা অলং হৃষ্টা অন্যোন্যং পরিরেভিরে
তূর্য্যমঙ্গলবাদিত্রৈর্ব্বহুরুৎসবকোহভবৎ ॥৩৩
ততো মুক্তো হয়ঃ সর্ব্বৈর্ব্বীরৈঃ শস্ত্রাস্ত্রকোবিদৈঃ
সর্ব্বৈরনুগতঃ প্রীতৈর্ব্বিস্ময়েন সমন্বিতৈঃ ॥৩৪
শর্ব্বঃ সত্যপ্রতিজ্ঞশ্চ তমনুজ্ঞাপ্য সেবকম্।
প্রোচ্য শ্রীরামশরণং যাহি লোকসুদুর্ল্লভম্ ॥ ৩৫
স্বয়মন্তর্হিতস্তত্র প্রলয়োৎপত্তিকারকঃ।
কৈলাসমগমৎসর্ব্বৈঃ সেবকৈঃ পরিশোভিতঃ।
ভূপো বীরমণির্ধ্যায়ন শ্রীরামচরণোদজম।
জগাম সাকং শত্রুঘ্নবলিনা বলসংযুতঃ ॥ ৩৭
এতদ্রামস্য চরিতং যে শৃণ্বন্তি নবোত্তমাঃ।
তেষাং সংসারজং দুঃখং ন ভবিষ্যতি কর্হিচিৎ

শেষ উবাচ।

হয়ো গতো হেমকূটং ভারতান্তে দ্বিজোত্তম।
অনেকভটসাহস্রৈ রক্ষিতো বদ্ধচামরঃ ॥ ৩৯
যো বৈ বিস্তারতো দৈর্ঘ্যাদ্‌যোজনানাং
সমন্ততঃ।
অযুতেন সুশৃঙ্গৈশ্চ রাজতৈঃ কাঞ্চনাদিভিঃ।
তত্রোদ্যানং মহচ্ছ্রেষ্ঠং পাদপৈঃ পরি-
শোভিতম্।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈঃ সমন্ততঃ ॥৪১
হিন্তালৈর্নাগপুন্নাগৈঃ কোবিদারৈঃ সবিল্বকৈঃ।
চম্পকৈর্বকুলৈর্ম্মেঘৈর্ম্মদনৈঃ কুটজাদিভিঃ ॥ ৪২
জাতিকাভির্যূথিকাভির্নবমালিকয়া তথা।
আম্রৈর্ম্মাধবদক্ষৈশ্চ দাড়িমৈঃ শোভিতং বরম্
অনেকপক্ষিসঙ্ঘুষ্টং ভ্রমরৈর্নিনদীকৃতম্।
ময়ূরকেকারবিতং সর্ব্বর্ত্তুসুখদং হয়ঃ ॥ ৪৪
প্রবিবেশ সশত্রুঘ্নো মনোবেগসমন্বিতঃ।
স্বর্ণপত্রং বিশালে স্বে ভালে বিভ্রন্মনোরমম্॥৪৫

মনুষ্য জ্ঞান করিবেন না, তিনি কি জলে, কি স্থলে, সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা অন্তরে অবস্থিত আছেন। অনন্তর সমুদয় বীরগণ পরস্পর আলিঙ্গন করিতে থাকিলেন এবং মঙ্গল-সূচক তূর্য্যধ্বনি-সহকারে সমধিক উৎসব হইতে লাগিল। তৎপরে সেই যজ্ঞাশ্বকে মোচন করা হইল এবং অস্ত্র-শস্ত্রে পারদর্শী সমুদয় বীরবৃন্দ বিস্ময়াবিষ্ট ও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাহার অনুগমন করিলেন। এদিকে প্রলয়কারী মহেশ্বর, স্বীয় প্রতিজ্ঞা সত্য করিয়া নিজসেবক বীরমণিকে "তুমি সর্ব্ব-লোকে সুদুর্লভ শ্রীরামের শরণ গ্রহণ কর" বলিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন এবং সমুদয় সেবকগণে পরিশোভিত কৈলাসধামে গমন করিলেন। অতঃপর ভূপতি বীরমণি, শ্রীরামের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে মহাবলশালী শত্রুঘ্নের সহিত স্বীয় সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। দ্বিজ-বর! যে সকল সাধুশীল মানব, এই রাম-চরিত্র শ্রবণ করে, তাহাদিগের কদাপি সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অনন্ত-দেব বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম। অনন্তর অনেকসহস্র বীরবৃন্দে পরিরক্ষিত চামর-শোভিত সেই অশ্ব, ভারতপ্রান্তবর্ত্তী হেমকূট পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইল। উহা দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে চতুর্দ্দিকেই অযুতযোজনপরিমিত এবং রৌপ্য ও কাঞ্চনাদিময় শৃঙ্গসমূহে সুশোভিত। তথায় পরমোৎকৃষ্ট এক উদ্যান ছিল, চতুর্দ্দিকেই শাল, তাল, তমাল, কর্ণিকার, হিন্তাল, নাগকেশর, পুন্নাগ, কোবিদার, বিল্ব, চম্পক, মেঘবৎ প্রতীয়মান বকুল, মদন, কুটজ, জাতি, যূথিকা, নবমালিকা, এবং বসন্ত-শোভাকর আম্র ও দাড়িমাদি বিবিধ তরুরাজি দ্বারা সততই উহা সুশোভিত। উহাতে নিরন্তর নানাবিধ বিহঙ্গগণের সুমধুর কূজন-ধ্বনি, ভ্রমরনিচয়ের গুনগুনশব্দ এবং ময়ূরগণের কেকারব শ্রুত হইত; ফলে সকল ঋতুতেই ঐ উদ্যানদর্শনে জনগণের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হইত।৩২—৪৪। অনন্তর স্বীয় বিশাল ললাটদেশে মনোরম স্বর্ণপত্রধারী মনোবৎ দ্রুতগামী সেই যজ্ঞাশ্ব তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং শত্রুঘ্নও সৈন্যগণ সহ উহার পশ্চাতে গমন করিলেন। দ্বিজো-

গচ্ছতস্তস্য বাহস্য হয়মেধক্রতোস্তদা।
অকস্মাদভবচ্চিত্রং তচ্ছৃণুষ দ্বিজোত্তম। ৪৬
গাত্রস্তম্ভোহভবত্তস্য ন চচাল পথি স্থিতঃ।
হেমকূট ইবাচাল্যো বভূব হয়সত্তমঃ। ৪৭
তদাতদ্রক্ষকাঃ সর্ব্বে কশাঘাতান বিতেনিরে।
তদা হতোহপি ন যযৌ স্তব্ধগাত্রোহয়োত্তমঃ।
শত্রুঘ্নসবিধে গত্বা চুক্রুশুর্বাহরক্ষকাঃ।
স্বামিন্ বয়ং ন জানীমঃ কিমভূদ্ধয়সত্তমে। ৪৯
গচ্ছতো বাহবর্য্যস্য মনোবেগস্য ভূপতে।
আকস্মিকোহভবত্তস্য গাত্রস্তম্ভো মহামতে॥৫০
কশাভিস্তাড়িতোহস্মাভিঃ পরং তত্র চচাল ন।
এবং বিচার্য্য যৎকার্য্যং তৎকুরুস্ব নৃপোত্তম।
তদা বিস্ময়মাপন্নো ভূপতিঃ সহ সৈনিকৈঃ।
জগাম সহিতঃ সর্ব্বৈর্হয়স্য মহতোহন্তিকে। ৫২

পুষ্কলো বাহুনা ধৃত্বা চরণৌ তস্য ভূতলাৎ।
উৎপাটয়ামাস তদা পরং নো চেলতুস্ততঃ॥৫৩
বলেন বলিনাক্রান্তো নাকম্পত হয়স্তদা।
হনূমাংস্তং সমুদ্ধর্ত্তুং মতি চক্রে মহামনাঃ। ৫৪
লাঙ্গূলেন সমাবেষ্ট্য বলেন বলিনাং বরঃ।
আচকর্ষ বলাদ্বাহং ন চচাল তথাপি সঃ। ৫৫
তদোবাচ কপিশ্রেষ্ঠো হনূমান্ বিস্ময়াবৃতঃ।
শত্রুঘ্নং বলিনাং শ্রেষ্ঠং বীরাণাং পরিশৃণ্বতাম্
ময়া দ্রোণো লাঙ্গূলেন লীলয়োৎপাটিতোহধুনা
পরমত্র মহাশ্চর্য্যং কম্পতে ন হয়োহল্পকঃ।৫৭
দিষ্টমত্র নিদানং হি বীরৈর্বলিভিরুদ্ধৃতৈঃ।
আকৃষ্টোহপি ন চ স্থানাচ্চচাল তিলমাত্রতঃ।৫৮
কপিভাষিতমাকর্ণ্য শত্রুঘ্নো বিস্ময়ান্বিতঃ।
সুমতিং মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠমুবাচ বদতাং বরঃ। ৫৯

ত্তম! পরে সেই অশ্বমেধীয় অশ্ব তন্মধ্যে গমন করিতে থাকিলে অকস্মাৎ এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। সহসা সেই অশ্বের সর্ব্বশরীর এরূপ স্তম্ভিত হইয়া গেল যে, সে আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন সেই অশ্ববর পথি মধ্যেই অবস্থিত রহিল। হেমকূট পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাকেও পরিচালিত করিবার কাহারও সাধ্য রহিল না। তৎকালে অশ্বরক্ষকগণ বিস্তর কশাঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু সেই অশ্ববর স্তব্ধগাত্র হওয়ায় সবিশেষ আহত হইলেও গমন করিতে পারিল না। অনন্তর সেই অশ্বরক্ষকগণ, শত্রুঘ্নের নিকট গমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল, স্বামিন্। অশ্ববরের যে কি হইয়াছে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হে মহামতে ভূপতে! সেই অশ্ববর মনের ন্যায় দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতেই আকস্মিক তাহার এরূপ গাত্রস্তম্ভ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমরা বারংবার কশাঘাত করিলেও সে কিছুতেই অগ্রসর হইল না, নৃপবর! এক্ষণে বিচারপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।৪৫—৫০। তখন শত্রুঘ্ন, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সমুদয় সৈনিকগণের সহিত সেই মহাশ্বের নিকটে গমন করিলেন। অনন্তর পুষ্কল, হস্তদ্বারা তাহার সম্মুখবর্ত্তী পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূতল হইতে উত্তোলিত করিলেন, কিন্তু অশ্ববর তাহা আর চালিত করিতে পারিল না। তৎকালে সেই মহাবলশালী পুষ্কল তাহাকে সম্যক্ আকর্ষণ করিতে থাকিলেও সে কিছুতেই বিচলিত হইল না দেখিয়া মহামনাঃ হনুমান্ তাহাকে পরিচালিত করিবার মানস করিলেন। পরে সেই বলশালীদিগের অগ্রগণ্য হনুমান্ অশ্বকে লাঙ্গুল দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক সবলে আকর্ষণ করিলেন, তথাপি সে একপাও চলিত না। তখন কপিবর হনুমান বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সমুদয় বীরগণকে শুনাইয়া বলশালিশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—আমি এই মাত্র অবলীলাক্রমে দ্রোণ পর্ব্বতকে লাঙ্গুলদ্বারা উৎপাটিত করিয়াছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। এই সামান্য অশ্ব কম্পিতও হইল না। বলোদ্ধত বীরগণকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও যে স্বস্থান হইতে তিলমাত্র চালিত হইল না, দৈবই তাহার নিদান। বাগ্মিপ্রবর শত্রুঘ্ন, হনুমানের বাক্যশ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া মন্ত্রি-

শত্রুঘ্ন উবাচ।
ন্ত্রিন্ কিমভবদ্বাহে স্তম্ভনং রূপুষোঽনঘ।
াঽত্রোপায়ো বিধেয়ঃ স্যাদ্যেন
বাহগতির্ভবেৎ ॥৬০॥
সুমতিরুবাচ।
ামিন্ কশ্চিন্মুনির্ম্মৃগ্যোঽখিলজ্ঞানবিচক্ষণঃ।
়শোত্তবমহং জানে প্রত্যক্ষং ন পরোক্ষজম্
শেষ উবাচ।
তি বাক্যং সমাকর্ণ্য সুমতের্দ্ধর্ম্মকোবিদঃ।
াম্বেষয়ামাস মুনিং সেবকৈঃ সহ শোভিতম্ ।
ত সর্ব্বে সর্ব্বতো গত্বা মুনিং ধর্ম্মবিদং ভটাঃ
়লোকয়ন্তঃ সর্ব্বত্র ন চাপশ্যন্ ঋষীশ্বরম্ ॥৬৩
কশ্চনুচরো বিপ্র গতো যোজনমাত্রতঃ।
র্ব্বস্যাং দিশি চোদ্যুক্তঃ পশ্যতিস্ম মহাশ্রমম্ ॥
ত্র নির্ব্বৈরিণঃ সর্ব্বে পশবো জনতাস্তথা।
ঙ্গাস্নানহতাশেষ-কিল্বিষাঃ সুমনোহরাঃ ॥৬৫

যত্র কেচিত্তপঃ শ্রেষ্ঠং কুর্ব্বন্তি সুহুতাশনৈঃ।
ধূমৈরধোমুখাঃ কেচিদ্বায়ুভিঃ স্বোদরম্ভরাঃ ॥৬৬
যত্রাগ্নিহোত্রজো ধূমঃ পবিত্রয়তি সর্ব্বদা।
অনেকমুনিসঙ্ঘুষ্টা মুক্তপত্রলতোত্তমঃ ॥ ৬৭
তমাশ্রমং মুনের্জ্ঞাত্বা শৌনকস্য মনোহরম্।
ন্যবেদয়ন্ নৃপায়াসৌ বিস্ময়াবিষ্টচেতসা ॥৬৮
ছ্রুত্বা হর্ষিতোঽত্যন্তং শত্রুঘ্নঃ সহ সেবকৈঃ
হনুমৎপুষ্কলাদ্যৈশ্চ সংযুক্তোঽগাত্তদাশ্রমম্ ॥৬৯
তত্র বীক্ষ্য মুনিশ্রেষ্ঠং সম্যগ্‌হুতহুতাশনম্।
প্রণম্য দণ্ডবত্তস্য চরণৌ পাপহারিণৌ ॥ ৭০
তমাযান্তং নৃপং জ্ঞাত্বা শত্রুঘ্নং বলিনাং বরম্।
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং চক্রে প্রীতস্তদ্দর্শনাদভূৎ ॥৭১
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং নৃপং প্রাহ মুনীশ্বরঃ।

র সুমতিকে কহিলেন,—মন্ত্রিন! কিজন্য ়েধর এরূপ শরীরস্তম্ভ হইল? অনঘ! হাতে এক্ষণে উহার গতি-শক্তি জন্মে, দ্বিষয়ে কি উপায় করা কর্ত্তব্য? তৎ-বণে সুমতি কহিলেন,—স্বামিন! এক্ষণে কান সর্ব্বজ্ঞ মুনিবরের অনুসন্ধান করা চিত, কারণ, আমি লৌকিক প্রত্যক্ষ ়য়ই পরিজ্ঞাত আছি, অপ্রত্যক্ষের ়য়ের কিছুই জানি না। ৫১ ৬১। ধর্ম্ম-কাবিদ শত্রুঘ্ন, সুমতির এইরূপ বাক্য বণ করিয়া সেবকবৃন্দের সহিত কোনও নিবরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অন-র তদীয় সমুদয় বীরগণই সর্ব্বত্র গমনপূর্ব্বক নিবরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কান মুনিপুঙ্গবকেই দেখিতে পাইল না। প্রবর! পরে তন্মধ্যে কোন একজন অনু উদ্যম সহকারে পূর্ব্বদিকে একযোজন পথ মন করতঃ এক মহাশ্রম সন্দর্শন করিল। আশ্রমে সমুদায় জনগণ, অধিক কি সমু-পশুগণও পরস্পর কেহ কাহারও প্রতি হিংসাচরণ করে না; অত্রত্য সকল ব্যক্তিই প্রতিদিন গঙ্গাস্নানজন্য নিষ্পাপ ও হৃদয়ের শান্তিনিবন্ধন পরম মনোহরমূর্ত্তি। তথায় কেহকেহ, চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করত, কেহ কেহ অধো-মুখে ধূমপান করত এবং কেহ কেহ বায়ু-মাত্র ভোজন করত কঠোর তপোঽনুষ্ঠান করিতেছিলেন। আহৃত পত্র-লতাদি দ্বারা বিবর্দ্ধিত কিংবা মাধবীলতার ন্যায় সুদৃশ্য মুনিগণসেবিত অগ্নিহোত্র-জনিত ধূমরাজি সর্ব্বদা তত্রত্য অখিল বস্তুকেই পবিত্র করিতেছিল। সেই অনুচর, মুনিবর শৌন-কের তাদৃশ মনোহর আশ্রম দর্শনে বিস্ময়া-বিষ্ট হইয়া রাজ-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তদ্বি-ষয় নিবেদন করিল। শত্রুঘ্ন তদ্বাক্য শ্রবণে সমধিক হৃষ্ট হইয়া হনুমান ও পুষ্কল প্রভৃতি সৈনিকগণের সহিত সেই আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর তথায় অগ্নিতে সম্যক্-রূপে আহুতিপ্রদ মুনিবরকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তদীয় চরণযুগলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দণ্ডায়-মান রহিলেন। ৬২—৭০। এদিকে মুনিবর সমু-দয় বলশালিগণের অগ্রগণ্য নৃপতি শত্রুঘ্নকে আগত জানিয়া অর্ঘ্য-পাদ্যাদি প্রদান করি-লেন এবং তদ্দর্শনজন্য সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর শত্রুঘ্ন সুখে উপবিষ্ট ও

কিমর্থমটনং তেহত্র মহৎপর্য্যটনং তব। ৭২
ত্বাদৃশাঃ পৃথিবীং সর্ব্বাং নৃপা বৈ ন ভ্রমন্তি চেৎ
তদা দুষ্টা জনাঃ সাধূন্ বাধন্তে বিগতজ্বরান্।
কথয়স্ব মহীপাল শত্রুঘ্ন বলিনাং বর।
সর্ব্বং শুভায় নো ভূয়াত্তব পর্য্যটনাদিকম্ ॥৭৪
শেষ উবাচ।
ইত্যুক্তবন্তং ভূদেবং প্রত্যুবাচ মহীশ্বরঃ।
গদ্গদস্বরয়া বাচা হর্ষিতস্বীয়বিগ্রহঃ। ৭৫
শত্রুঘ্ন উবাচ।
অকস্মাদভবচ্চিত্রং রামাশ্বস্য মনোহরঃ।
নাতিদূরে ত্বদাবাসাত্তচ্ছৃণুষ্ব দ্বিজাংবর। ৭৬
উদ্যানে পুষ্পশোভাঢ্যে যদৃচ্ছাতো হয়ো গতঃ
তৎপ্রান্তে তস্য বাহস্য গাত্রস্তম্ভোহভবৎ ক্ষণাৎ
তদা মে বলিনো বীরাঃ পুষ্কলাদ্যা মহোৎকটাঃ
বলাদাচকৃষুর্বাহং ন চচাল তথাপ্যসৌ। ৭৮

শ্রান্তিবিহীন হইলে মুনিবর তাঁহাকে কহিলেন,—তোমার এস্থানে আগমনের এবং এরূপ মহাপর্য্যটনের উদ্দেশ্য কি? যাহাই হউক, যদি ত্বাদৃশ নৃপতিগণ সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ না করেন, তাহা হইলে দুষ্ট জনগণ শান্তিপূর্ণহৃদয় সাধুদিগকে নিঃসন্দেহ নানাপ্রকার ক্লেশদান করিতে পারে। হে বলিপ্রবর মহীপাল শত্রুঘ্ন! এক্ষণে আগমনের কারণ ব্যক্ত কর, ত্বদীয় এই পর্য্যটনাদি যেন আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হয়। সেই দ্বিজবর এইরূপ কহিলে মহীপতি শত্রুঘ্ন আনন্দভরে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন,—হে দ্বিজাংবর! ভবদীয় আশ্রমের অনতিদূরে শ্রীরামের মনোহর যজ্ঞাশ্বসম্বন্ধে যে অকস্মাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে, শ্রবণ করুন। সেই যজ্ঞাশ্ব, বিবিধপুষ্পোপশোভিত কোন উদ্যানমধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে যেমন গমন করিল, অমনি সেই উদ্যানপ্রান্তে ক্ষণমধ্যেই তাহার সর্ব্বশরীর স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনন্তর মদীয় পুষ্কলাদি মহা মহা বীরগণ সবলে সেই অশ্বকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি সে

অস্মানপারদুঃখাব্ধৌ মগ্নান্ প্রতি তরিঃ স্মৃতঃ।
দৈবাদ্দৃষ্টঃ সুভাগ্যোস্তঃ কথয়স্ব নিদানকম্। ৭৯
শেষ উবাচ।
এবং পৃষ্টো মুনিবরঃ ক্ষণং দধ্যৌ মহামতিঃ।
ততঃ কারণসংযুক্তং বিচারেণ দধর্ষয়ম্। ৮০
ক্ষণাত্তজ্জ্ঞানতাং প্রাপ্য বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ
জগাদ স মহীপালং দুঃখিতং সংশয়ান্বিতম্। ৮১
শৌনক উবাচ।
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি হয়স্তম্ভস্য কারণম্।
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে দুঃখাদতিচিত্রং কথানকম্। ৮২
গৌড়দেশে মহারম্যে কাবেরীতীরভূষিতে।
বাডবঃ সাত্ত্বিকো নাম্না চচার পরমং তপঃ। ৮৩
একাহং পয়সঃ প্রাশী দিনৈকং বায়ুভক্ষকঃ।
দিনৈকং তু নিরাহার এবং ত্রিদিনমুন্নয়েৎ। ৮৪
এবং ব্রতে প্রবৃত্তস্য কালঃ সর্ব্বক্ষয়ঙ্করঃ।
জগ্রাহ স্বকদংষ্ট্রায়াং মৃতিং প্রাপ মহাব্রতী। ৮৫

স্বস্থান হইতে চলিত হইল না। এক্ষণে অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন আমাদিগের আপনিই তরণিস্বরূপ, সৌভাগ্যবলেই দৈবাৎ আপনার দর্শন পাইয়াছি, এক্ষণে উহার কারণ বলুন। মহামতি মুনিবর শত্রুঘ্ন কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন হইলেন এবং অন্তরে বিচারসহকারে অশ্বের গাত্রস্তম্ভ বিষয়ে কারণ নির্ণয় করত ক্ষণমধ্যে তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে সংশয়াকুল দুঃখিত মহীপাল শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—রাজন্! অশ্বস্তম্ভের কারণ বলি শুন; উহা অতিবিচিত্র আখ্যান, উহা শ্রবণ করিলে নিশ্চয় দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। ৭১—৮২। গৌড়দেশে কাবেরী-নদীতীরবর্ত্তী মহারণ্যমধ্যে সাত্ত্বিক নামক কোনও ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্যাচরণ করেন। তিনি এক দিবস জলমাত্র পান ও এক দিবস বায়ু ভোজন করিতেন এবং এক দিবস নিরাহার থাকিতেন, এরূপ পর্য্যায়ক্রমে তিন তিন দিন কাটাইতেন। সেই সাত্ত্বিক যখন এইরূপ ব্রতে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময়ে

বিমানে সর্ব্বশোভাঢ্যে সর্ব্বরত্নবিভূষিতে।
অপ্সরোভিঃ সহ ক্রীড়ন্ যযৌ মেরোঃ শিখাস্থিতঃ। ৮৬
জম্বুর্নাম মহাবৃক্ষস্তত্র সেব্যস্ততোঽভবৎ।
নদী জাম্ববতীসংজ্ঞা স্বর্ণদ্রবসমন্বিতা। ৮৭
প্রতীপমাচরংস্তেষাং স্বাভিমানমদোদ্ধতঃ।
ততস্ত শপ্তো মুনিভী রাক্ষসো ভব দুর্ম্মুখঃ। ৮৮
ততোঽতিদুঃখিতঃ প্রাহ মুনীন্ বিদ্যাতপোধনান্
অনুগৃহ্ণন্তু মাং সর্ব্বে বিপ্রা যূয়ং কৃপালবঃ। ৮৯
তদা তৈরনুগৃহীতো যদা রামহয়ং ভবান্।
স্তম্ভয়িষ্যতি বেগেন ততো রামকথাশ্রুতিঃ।
পশ্চান্মুক্তির্ভবিত্রী তে শাপাদস্মাৎ সুদারুণাৎ।
স প্রোক্তো মুনিভির্দ্দেবো রাক্ষসত্ত্বমতঃ প্রভো
স্তম্ভয়ামাস রামাশ্বং মোচয়ানঘ কীর্ত্তনৈঃ। ৯১

শেষ উবাচ।

ইতি প্রোক্তং তু মুনিনা সংশ্রুত্য পরবীরহা।
বিস্ময়ং মানয়ামাস হৃদি শৌনকমব্রবীৎ। ৯২

শত্রুঘ্ন উবাচ।

কর্ম্মণো গহনা বার্ত্তা যয়া সাত্ত্বিকনামধৃৎ।
দিবং প্রাপ্তোঽপি মহতা কর্ম্মণা রাক্ষসীকৃতঃ॥
স্বামিন বদ মহর্ষে ত্বং কর্ম্মণাং স্বগতির্যথা।
যেন কর্ম্মবিপাকেণ যাদৃশং নরকং ভবেৎ। ৯৪

শৌনক উবাচ।

ধন্যোঽসি রাঘবশ্রেষ্ঠ যত্তে মতিরিয়ং শুভা।
জানন্নপি হিতার্থায় লোকানাং ত্বং ব্রবীষি ভোঃ
কথয়ামি বিচিত্রাণাং কর্ম্মণাং বিবিধাং গতিম্।
তাং শৃণুষ মহারাজ যচ্ছ্রুত্বা মোক্ষমাপ্নুযাৎ। ৯৬
পরবিত্তং পরাপত্যং কলত্রং পারকঞ্চ যঃ।

সর্ব্বসংহারক কাল তাঁহাকে স্বীয় দংষ্ট্রান্তরালে গ্রহণ করেন, তজ্জন্য সেই মহাব্রতীও মৃত্যু প্রাপ্ত হন। অনন্তর সাত্ত্বিক, সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত সর্ব্বশোভাময় বিমানে আরোহণ করত অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে স্বর্গধামে গমন করেন, তথায় মেরুশিখর-স্থিত জম্বুনামক কোন মহাবৃক্ষ ও তত্রত্য স্বর্ণদ্রবশালিনী জাম্ববতীনাম্নী নদী তাঁহার সেব্য হয়। ৮৩—৮৭। অতঃপর তিনি স্বীয় অভিমানমদে মত্ত হইয়া তত্রত্য মুনি-গণের প্রতিকূলাচরণ করিতে আরম্ভ করায় "তুই দুর্ম্মুখ রাক্ষস হ" এই বলিয়া মুনিগণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন অনন্তর সেই সাত্ত্বক অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই পরমজ্ঞানী তপোধন মুনিগণকে বলেন, হে বিপ্রগণ! আপনারা পরম দয়ালু, অতএব সকলে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তখন তাঁহারা তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া কহি-লেন,—যে সময়ে তুমি শ্রীরামের যজ্ঞিয়াশ্বকে আকস্মিক স্তম্ভিত করিবে, সেই সময়ে শ্রীরামের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করায় এই সুদারুণ শাপ হইতে তোমার মুক্তি হইবে। রাজন্! সেই দেবদেহধারী সাত্ত্বক মুনিগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াই রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন, তিনিই শ্রীরামের যজ্ঞাশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। হে অনঘ! এক্ষণে রামগুণ-কীর্ত্তনে অশ্বকে মোচন কর! শত্রুনিসূদন শত্রুঘ্ন, মুনিবরকথিত এবংবিধ বাক্যশ্রবণে মনোমধ্যে সাতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করত মুনিবর শৌনককে কহিলেন, মহর্ষে! কর্ম্ম-গতি কি গহন! সেই সাত্ত্বিক নামক বিপ্র স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াও ভীষণ কর্ম্মফলে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইলেন? অতএব হে স্বামিন্! যেরূপ কর্ম্মফলে স্বর্গপ্রাপ্তি ও যে প্রকার কর্ম্মবিপাক-জন্য যেরূপ নরক হয়, এক্ষণে সেই সকল কর্ম্ম ও নরকের বিষয় বলুন। ৮৮—৯৪। তৎশ্রবণে শৌনক কহিলেন,—রঘুবর! তুমি এ সকল বিষয় অবগত থাকিয়া যখন লোক-হিতার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমার বুদ্ধি অতিশুভকরী, সুতরাং তুমিই ধন্য। মহারাজ! মানবগণ যৎশ্রবণে মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারিবে, এক্ষণে আমি সেই সকল বিবিধ কর্ম্মের বিবিধ গতির বিষয় বলি শুন। যে দুর্ম্মতি মানব, আত্মভোগার্থ বলপ্রয়োগদ্বারা পরধন পরস্ত্রী বা পরাপত্য

বলাৎকারেণ গৃহ্ণাতি ভোগবুদ্ধ্যা তু দুর্ম্মতিঃ।
কালপাশেন সম্বদ্ধো যমদূতৈর্ম্মহাবলৈঃ।
তামিস্রে পাত্যতে তাবদ্যাবদ্বর্ষসহস্রকম্॥ ৯৮
তত্র তাড়নমুদ্ধতাঃ কুর্ব্বন্তি যমকিঙ্করাঃ।
পাপভোগেন সন্তপ্তস্ততো যোনিন্তু শৌকরীম্
তত্র ভুক্ত্বা মহাদুঃখং মানুষত্বং গমিষ্যতি।
রোগাদিচিহ্নিতং তত্র দুর্যশোজ্ঞাপকং স্বকম্॥
ভূতদ্রোহং বিধায়ৈব কেবলং স্বকুটুম্বকম্।
পুষ্ণাতি পাপনিরতঃ সোঽন্ধতামিস্রকে পতেৎ
যে নরা ইহ জন্তূনাং বধং কুর্ব্বন্তি বৈ মৃষা।
তে রৌরবে নিপাত্যন্তে ভিদ্যন্তে রুরুভীরুষা।
যঃ স্বোদরার্থং ভূতানাং বধমাচরতি স্ফুটম্;
মহারৌরবসংজ্ঞে তু পাত্যতে চ যমাজ্ঞয়া॥ ১০৩
যে বৈ নিজন্তু জনকং ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি পাপকৃৎ।
কালসূত্রে মহাদুঃখে যোজনাযুতবিস্তৃতে॥ ১০৪

যাবন্তি পশুরোমাণি গবাং দ্বেষং করোতি যঃ
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি পচ্যতে যমকিঙ্করৈঃ॥ ১০৫
যো ভূমৌ ভূপতির্ভূত্বা দণ্ডাযোগ্যন্তু দণ্ডয়েৎ
করোতি ব্রাহ্মণস্যাপি দেহদণ্ডঞ্চ লোলুপঃ॥ ১০
স শূকরমুখৈর্দুষ্টৈঃ পীড্যতে যমকিঙ্করৈঃ।
পশ্চাদ্দুষ্টাসু যোনীষু জায়তে পাপমুক্তয়ে॥ ১০
ব্রাহ্মণানাং গবাং যে তু দ্রব্যং বিত্তং তথাল্পক
বৃত্তিং বা গৃহ্ণতে মোহাল্লুম্পন্তি স্ববলান্নরাঃ॥
তে পরত্রান্ধকূপে চ পাত্যন্তে চ মহাদুঃখিতাঃ
যোঽন্নং স্বয়মুপাহৃত্য মধুরং চাত্তি লোলুপঃ।
ন দেবায় ন সুহৃদে দদাতি রসনাতুরঃ।
স পতত্যেব নরকে কৃমিভোজনসংজ্ঞকে॥
অনাপদি নরো যস্তু হিরণ্যাদীন্যপাহরেৎ।
ব্রহ্মস্বং বা মহাদুষ্টে সন্দংশে নরকে পতেৎ।
যঃ স্বদেহং প্রপুষ্ণাতি নান্যং জানাতি মূঢ়ধীঃ

আত্মসাৎ করে, সে কালপাশে আবদ্ধ হইয়া মহাবল যমদূতগণ কর্ত্তৃক সহস্রবৎসর তামিস্র নরকে নিপাতিত থাকে। উদ্ধত যমকিঙ্করসকল তথায় তাহাকে নিরন্তর তাড়িত করে; সেই পাপও তাদৃশ পাপ-ভোগে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া পরে শূকর-যোনি প্রাপ্ত হয় এবং সেই দেহে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া পাপসূচক রোগাদিচিহ্নিত মানবদেহ লাভ করে। ৯৫—১০০। যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করিয়া কেবল স্বীয় পরিবারবর্গের প্রতিপালন করে, সেই পাপাত্মা অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। যে সকল মানব, অকারণ প্রাণীদিগকে বধ করে, তাহারা রৌরবনরকে নিপাতিত হয় এবং তথায় ক্রুদ্ধ রুরুগণকর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন হইতে থাকে। যে ব্যক্তি আত্মোদর-পূরণার্থ জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হয়, যমরাজের আজ্ঞানুসারে তদীয় কিঙ্করগণ তাহাকে মহারৌরবনরকে নিপাতিত করে। যে পাপিষ্ঠ, নিজ জনক বা ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে, তাহাকে অযুত যোজন বিস্তৃত ভীষণ দুঃখ-প্রদ কালসূত্র নামক নরকে বাস করিতে হয়। যে ব্যক্তি গোগণের দ্রোহাচরণ করে সে উক্ত গো-রোমপরিমিত বর্ষসহস্র যাব যম কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক নরকে পাচিত হয় যে ব্যক্তি ভূতলে ভূপতি হইয়া লোভ বশে দণ্ডাযোগ্যকে দণ্ডবিধান এবং ব্রাহ্মণে দেহদণ্ড করে, সেও সেই কালসূত্র নরকে শূকরাস্য যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হই পশ্চাৎ পাপমুক্তির নিমিত্ত দুষ্টযোনিতে জন্মলাভ করিয়া থাকে। যাহারা মোহবশ ব্রাহ্মণ ও গোগণের কোন প্রকার অল্প মাত্র দ্রব্য, বিত্ত বা বৃত্তি অপহরণ করে, কিং স্বীয় সামর্থ্যে তাহার উচ্ছেদ করিয়া দে তাহারা দেহাবসানে অন্ধকূপনরকে নিপতি হইয়া অশেষ প্রকারে প্রপীড়িত হইতে থাকে। যে লোভী পুরুষ, সুমিষ্ট খাদ্য ব আহরণপূর্ব্বক স্বয়ংই ভোজন করে, দেব ও সুহৃদ্গণকে দেয় না, সেই রসনাত্মা লোলুপ পাপিষ্ঠ কৃমিভোজন নামক নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব হরণ করে কিংবা কোন প্রকার আপদ্ উপস্থিত হইলেও অন্যের হিরণ্যাদি অপহরণ করে সে অতীব ক্লেশপ্রদ সন্দংশনামক নরকে ব

া পাত্যন্তে তৈলতপ্তে কুম্ভীপাকেঽতিদারুণে
যো বাগম্যাং স্ত্রিয়ং মোহাদ্যোষিদ্ভাবাচ্চ কাময়েৎ।
তং তয়া কিঙ্করাঃ সৌর্য্যা পরিরম্ভঞ্চ কুর্ব্বতে।
যে বলাদ্বেদমর্য্যাদাং লুম্পন্তি স্ববলোদ্ধতাঃ।
তে বৈতরণ্যাং পতিতা মাংসশোণিতভক্ষকাঃ
বৃষলীং যঃ প্রিয়ং কৃত্বা তয়া-গার্হস্থ্যমাচরেৎ।
পূয়োদে নিপতত্যেব মহাদুঃখসমন্বিতঃ। ১১৪
যে দম্ভানাশ্রয়ন্তে বৈ ধূর্ত্তা লোকস্য বঞ্চনে।
বৈশসে নরকে মূঢ়াঃ পতন্তি যমতাড়িতাঃ।
যে সবর্ণাং স্ত্রিয়ং মূঢ়াঃ পায়য়ন্তি স্বরেতসঃ।
রেতঃকুল্যাসু তে পাত্যা রেতঃপানেষু তৎপরাঃ। ১১৬
যে চৌরা বহ্নিদা দুষ্টা গরদা গ্রামলুণ্ঠকাঃ।
সারমেয়াদনে তে বৈ পাত্যন্তে পাতকান্বিতাঃ
কূটসাক্ষ্যং বদত্যদ্ধা পুরুষঃ পাপসম্ভৃতঃ।
পরকীয়ন্তু দ্রবং যো হরতি প্রসভং বলী। ১১৮
সোঽবীচিনরকে পাপী হ্যবাগ্‌বক্ত্রঃ পতত্যধঃ।
তত্র দুঃখং মহদ্ভুক্ত্বা পাপিষ্ঠাং যোনিমাব্রজেৎ।
যো নরো রসনাস্বাদাৎ সুরাং পিবতি মূঢ়ধীঃ
তং পায়য়ন্তি লোহস্য রসং ধর্ম্মস্য কিঙ্করাঃ।
যো গুরূনবমন্যেত স্ববিদ্যাচারদর্পিতঃ।
স মৃতঃ পাত্যতে ক্ষারনরকেঽধোমুখঃ পুমান্
বিশ্বাসঘাতং কুর্ব্বন্তি যে নরা ধর্ম্মনিষ্কৃতাঃ।
শূলপ্রোতে তু নরকে পাত্যন্তে বহুযাতনে॥
পিশুনো যো নরান্ সর্ব্বানুদ্বেজয়তি বাক্যতঃ
দন্দশূকে চ পতিতো দন্দশূকৈঃ স দশ্যতে।
এবং রাজন্ননেকে বৈ নরকাঃ পাপকারিণাম্।
পাপং কৃত্বা প্রয়ান্ত্যেতে পীড়াংযান্তি সুদারুণাম্

রে। যে মূঢ়, স্বদেহমাত্র পোষণেই তৎপর পরের প্রতি লক্ষ্য করে না, সে উত্তপ্ত তলপূর্ণ অতি দারুণ কুম্ভীপাকনরকে পতিত য়। যে ব্যক্তি, অগম্যা স্ত্রীকে মোহবশে ভাগ্য যোষিৎ বুদ্ধিতে কামনা করে, যম-কঙ্করগণ তাহাকে সূর্য্যবৎ তেজোময়ী সেই মণীমূর্ত্তির সহিত আলিঙ্গন করায়। বলোদ্ধত যে সকল ব্যক্তি বলপূর্ব্বক বেদ-র্য্যাদা বিলুপ্ত করে, তাহারা বৈতরণীতে তিত হইয়া মাংস-শোণিত ভোজন করিতে কে। ১০১—১১৩। যে ব্যক্তি, শূদ্রাকে ত্রী করিয়া তাহার সহিত গার্হস্থ্য র্ম্ম আচরণ করে, সে পূয়োদকনামক নরকে পতিত হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ পায়। যে কল ধূর্ত্ত ব্যক্তি, লোকবঞ্চনার্থ দাম্ভিকতা রিয়া বেড়ায়, সেই মূর্খেরা যমরাজকর্ত্তৃক াড়িত হইয়া বৈশসনামক নরকে পতিত । যে মূঢ়গণ সবর্ণা স্ত্রীকে রেতঃপান রায়, তাহারা রেতঃকুল্যা নামক নরকে তিত হইয়া নিরন্তর রেতঃপানে তৎপর কে। যে সকল দুশ্চরিত্র মানব, চৌর্য্যবৃত্তি রে, কিংবা কাহারও গৃহে অগ্নিদান করে কাহাকেও বিষপান করায় অথবা গ্রাম লুণ্ঠন করে, সেই পাতকিগণ সারমেয়াদন-নামক নরকে পতিত হইয়া থাকে। যে পাপাত্মা মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান কিংবা বলপূর্ব্বক পরদ্রব্য হরণ করে, সে অবীচিনামক নরকে অধোমুখ হইয়া পতিত হয় এবং নিরতিশয় যাতনা ভোগান্তে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে মূঢ়মতি মানব, রসনার তৃপ্তির জন্য সুরাপান করে, দেহাবসানে যমকিঙ্কর-গণ সেই পাপাত্মাকে তপ্ত লৌহদ্রব পান করাইয়া থাকে। ১১৪—১২০। যে ব্যক্তি স্বীয় বিদ্যা ও আচারাদিহেতু দর্পান্বিত হইয়া গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করে, সে দেহান্তে ক্ষারনরকে অধোমুখে পতিত হয়। যে সকল মানব, বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেই ধর্ম্মবহিষ্কৃত পাপীরা অশেষ যাতনাদায়ক শূল-প্রোতনরকে পাতিত হয়। খলস্বভাব যে ব্যক্তি তীব্রবচনে সকল মানবকে দুঃখ প্রদান করে, সে দন্দশূকনামক নরকে পতিত হইয়া সর্পগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হইতে থাকে। রাজন্! পাপাত্মাদিগের জন্য এইরূপ আরও অনেক নরক আছে, পাপিগণ পাপানুষ্ঠান-পূর্ব্বক তৎসমস্ত নরকগামী হইয়া সুদারুণ

যৈর্ন শ্রুতা রামকথা ন পরোপকৃতিঃ কৃতা।
তেষাং সর্ব্বাণি দুঃখানি ভবন্তি নরকান্তরে॥
অত্র যস্য সুখং ভূয়স্তস্য স্বর্গ ইতীর্য্যতে।
যে দুঃখিনো রোগযুতা নরকস্থা মহীপতে॥১২৬

শেষ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহীপালঃ কম্পমানঃ ক্ষণে ক্ষণে।
পপ্রচ্ছ ভূয়স্তং বিপ্রং সর্ব্বসংশয়মুক্তয়ে॥ ১২৭
তত্তৎপাপস্য চিহ্নানি কথয় ত্বং মহামুনে।
কেন পাপেন কিং চিহ্নং ভূর্লোক উপজায়তে॥
ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং মুনিঃ প্রোবাচ ভূমিপম্
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি চিহ্নানি পাপকারিণাম

শৌনক উবাচ।

সুরাপঃ শ্যাবদন্তঃ স্যান্নরকান্তে প্রজায়তে।
অভক্ষ্যভক্ষকারী তু জায়তে গুল্মকোদরঃ।
উদক্যা বীক্ষিতং ভুক্ত্বা জায়তে ক্রমিলোদরঃ
শ্বমার্জ্জারাদিসংস্পৃষ্টং ভুক্ত্বা দুর্গন্ধবান্ ভবেৎ
অনিবেদ্য সুরাদিভ্যো ভুঞ্জানো জায়তে নরঃ
উদরে রোগবান্ দুঃখী মহারোগপ্রপীড়িতঃ
পরান্নবিঘ্নকরণাদজীর্ণমভিজায়তে।
মন্দোদরাগ্নির্ভবতি সতি দ্রব্যে কদন্নদঃ॥১৩
বিষদশ্ছর্দ্দিরোগী স্যান্মার্গহা পাদরোগবান্।
পিশুনো নরকস্যান্তে জায়তে কাসশ্বাসবান্॥
ধূর্ত্তোঽপস্মাররোগী স্যাচ্ছূলী চ পরতাপকৃৎ
দাবাগ্নিদায়কশ্চৈব রক্তাতিসারবান্ ভবেৎ॥
সুরালয়ং জলং বাপি সকৃদ্দুষ্টং করোতি যঃ
গুদরোগো ভবেত্তস্য পাপরূপঃ সুদারুণঃ॥
গর্ভপাতনজা রোগা যকৃৎপ্লীহজলোদরাঃ।
প্রতিমাভঙ্গকারী চ অপ্রতিষ্ঠশ্চ জায়তে॥১৩
দুষ্টবাদী খণ্ডিতঃ স্যাৎ খল্বাটঃ পরনিন্দকঃ।
সভায়াং পক্ষপাতী চ জায়তে পক্ষঘাতবান্।
পরোক্তহাস্যকৃৎ কাণঃ কুনখী বিপ্রহেমহৃৎ।

ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা রামকথা শ্রবণ ও পরোপকার করে না, তাহাদিগকে নিরয়গামী হইয়া সর্ব্বপ্রকার দুঃখই উপভোগ করিতে হয়। মনীষিগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহার এই জগতে সর্ব্বপ্রকার সুখ আছে, সে-ই স্বর্গভোগ করিতেছে এবং যাহারা বিবিধরোগাক্রান্ত ও দুঃখান্বিত, তাহারা নরকস্থিত। ১২১—১২৬। মহীপাল শত্রুঘ্ন, এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং সর্ব্ব-প্রকার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পুনরপি সেই বিপ্র-বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! ভূমণ্ডলে মানবগণের কোন্ পাপে কি চিহ্ন হয়, এক্ষণে তত্তৎপাপের তত্তৎচিহ্নের বিষয় বলুন। শত্রুঘ্নের এতদ্বাক্য শ্রবণে মুনিবর সেই ভূপতিকে কহিলেন, রাজন্! পাপকারী-দিগের পাপচিহ্নের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুরাপায়ী মানব, নরকভোগান্তে শ্যাবদন্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং অভক্ষ্য-ভক্ষণকারী গুল্মরোগাক্রান্ত হয়। মানব রজস্বলাস্পৃষ্ট অন্ন ভোজনে ক্রমি-লোদর এবং কুক্কুর ও মার্জ্জারাদি-স্পৃষ্ট অন্ন ভোজনে দুর্গন্ধবান্ হইয়া থাকে। দেবাদিকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলে মানব উদররোগে ও মহারোগে প্রপীড়িত হইয়া দুঃখভোগ করিতে থাকে। অপরের ভোজন কালে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে অজীর্ণরোগ এবং উত্তম অন্ন থাকিতে কদন্ন দান করিলে জঠরাগ্নি অতি নিস্তেজ হয়। ১২৭—১৩৩ বিষদাতা ছর্দ্দিরোগী, মার্গনাশক পাদরোগ এবং খলস্বভাব ব্যক্তি নরকভোগাবসানে শ্বাসকাসরোগী হইয়া থাকে। ধূর্ত্তব্যক্তি অপস্মাররোগাক্রান্ত, অন্যের সন্তাপদায়ী শূলরোগে পীড়িত এবং দাবাগ্নিদায়ক রক্তাতিসাররোগে ক্লিষ্ট হয়। যে ব্যক্তি একবারমাত্রও দেবালয় বা জল দূষিত করে তাহার পাপরূপ সুদারুণ গুহ্যদেশের রোগ হইয়া থাকে। গর্ভপাতনজন্য যকৃৎ প্লীহা ও জলোদররোগ জন্মে। প্রতিমাভঙ্গকারী অপ্রতিষ্ঠ, দুষ্টভাষী খণ্ডিত, পরনিন্দক খল্বাটরোগী, এবং সভাস্থলে পক্ষপাত করিয়া পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, পরবাক্যে মুখভঙ্গ্যাদি প্রদর্শন

তুন্দীবরী তাম্রচৌরঃ কাংস্যহৃৎ পুণ্ডরীকিকঃ।
ত্রপুহারী চ পুরুষো জায়তে পিঙ্গমূর্দ্ধজঃ।
সীসহারী চ পুরুষো জায়তে শীর্ষরোগবান্॥
ঘৃতহারী চ পুরুষো জায়তে নেত্ররোগবান্।
ত্বচহারী চ পুরুষো জায়তে মেদসা বৃতঃ॥১৪১
মধুচৌরস্তু পুরুষো জায়তে বস্তিগন্ধবান্।
লোহহারী চ পুরুষো বর্ব্বরাঙ্গঃ প্রজায়তে।
তৈলচৌর্য্যেণ ভবতি নরঃ কণ্ড্বাতিপীড়িতঃ।
আমান্নহরণাচ্চৈব দন্তহীনঃ প্রজায়তে॥১৪৩
পক্বান্নহরণাচ্চৈব জিহ্বারোগযুতো ভবেৎ।
মাতৃগামী চ পুরুষো জায়তে লিঙ্গবর্জ্জিতঃ॥
গুরুজায়াভিগমনান্মূত্রকৃচ্ছ্রঃ প্রজায়তে।
স্বসুতাগমনে চৈব রক্তকুষ্ঠঃ প্রজায়তে॥১৪৫
ভগিনীগমনে চৈব পীতকুষ্ঠঃ প্রজায়তে।
ভ্রাতৃভার্য্যাভিগমনে গুল্মকুষ্ঠঃ প্রজায়তে॥১৪৬
স্বামিগম্যাদিগমনে জায়তে দদ্রুমণ্ডলম্।
বিশ্বস্তভার্য্যাগমনে গজচর্ম্মা প্রজায়তে॥১৪৭
পিতৃস্বস্রভিগমনে দক্ষিণাঙ্গে ব্রণী ভবেৎ।
মাতুলান্যাস্তু গমনে বামাঙ্গে ব্রণবান্ ভবেৎ॥
পিতৃব্যপত্নীগমনে কটৌ কুষ্ঠঃ প্রজায়তে।
মিত্রভার্য্যাভিগমনে মৃতভার্য্যা প্রজায়তে॥১৪৯
স্বগোত্রস্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে চ ভগন্দরঃ।
তপস্বিনীপ্রসঙ্গেন প্রমেহো জায়তে নরে॥১৫০
শ্রোত্রিয়স্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে নাসিকাব্রণী।
দীক্ষিতস্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে দুষ্টরক্তস্থক্॥
স্বজাতিজায়াগমনে জায়তে হৃদয়ব্রণী।
জাত্যুন্নতস্ত্রীগমনে জায়তে মস্তকব্রণী॥১৫২
পশুযোনৌ চ গমনান্মূত্রঘাতঃ প্রজায়তে।
এতে দোষা নরাণাং স্যুর্নরকান্তে ন সংশয়॥
স্ত্রীণামপি ভবন্ত্যেতে তত্তৎপুরুষসঙ্গমাৎ।
এবং রাজন্ হি চিহ্নানি কীর্ত্তিতানি সুপাপিনাম্
দানপুণ্যপ্রসঙ্গেন তীর্থাদিক্রিয়য়া তথা।
রামচরিত্রসংশ্রুত্যা তপসা বা ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥

হাস্য করে, সে কাণ হয়। যে ব্রাহ্মণের সুবর্ণ অপহরণ করে, সে কুনখী হইয়া থাকে এবং তাম্রচৌর্য্যে তুন্দীবর রোগে ও কাংস্য হরণে পুণ্ডরীকরোগে আক্রান্ত হইতে হয়। ১৩৪—১৩৯। রঙ্গ অপহরণ করিলে মানবের কেশসকল পিঙ্গলবর্ণ এবং সীসকাহরণে শিরঃপীড়া উৎপন্ন হয়। ঘৃতহারী পুরুষ, নেত্ররোগাক্রান্ত, এবং মৃগচর্ম্মাদি হরণকারী ব্যক্তি মেদোবৃদ্ধিরোগে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মধু অপহরণ করে, তাহার বস্তিদেশ দুর্গন্ধময় এবং লোহাপহারী ব্যক্তি বর্ব্বরাঙ্গ হয়। মানব তৈলচৌর্য্য করিলে কণ্ডূরোগে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া থাকে এবং আমান্নহরণে দন্তহীন হয়। পক্বান্ন হরণে মানবকে জিহ্বারোগে আক্রান্ত হইতে হয় এবং মাতৃগামী পুরুষ লিঙ্গহীন হইয়া থাকে। গুরুপত্নীগমনে মূত্রকৃচ্ছ্র, কন্যাগমনে রক্তকুষ্ঠ, ভগিনীগমনে পীতকুষ্ঠ, ভ্রাতৃভার্য্যাগমনে গুল্মকুষ্ঠ, স্বামিগম্যা প্রভৃতি রমণীগমনে সর্ব্বাঙ্গব্যাপক দদ্রু ও বিশ্বস্ত ভার্য্যাগমনে গজচর্ম্মরোগ উৎপন্ন হয়। পিতৃস্বসৃগমনে দক্ষিণাঙ্গে ব্রণরোগী, মাতুলানীগমনে বামাঙ্গে ব্রণবান্ হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি পিতৃব্যপত্নীতে উপগত হয়, তাহার কটিদেশে কুষ্ঠ এবং যে মিত্রভার্য্যা গমন করে তাহার বহু ভার্য্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সগোত্ররমণীসহবাসে ভগন্দর, তপস্বিনীসহবাসে প্রমেহ, শ্রোত্রিয়স্ত্রীসহবাসে নাসিকাব্রণ এবং ব্রতাদিতে দীক্ষিতা রমণীসংসর্গে দুষ্টরক্ত ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। স্বজাতিজায়াগমনে মানবের হৃদয়ব্রণ, আপনার অপেক্ষা উন্নতজাতীয়া স্ত্রীগমনে মস্তকব্রণ এবং পশুযোনিগমনে মূত্রাঘাত-রোগ উৎপন্ন হয়। রাজন্! মানবগণের এই সমুদয় দোষ যে নরকভোগান্তে ঘটিয়া থাকে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এইরূপ স্ত্রীলোকদিগেরও তত্তৎপুরুষসঙ্গমে তত্তৎরোগ জন্মে। সমুদয় বিদ্বদ্গণই গুরুতর পাপচারীদিগের এইরূপ নানাপ্রকার চিহ্ন বলিয়াছেন। দানাদি পুণ্যকার্য্য, তীর্থপর্য্যটনাদি, শ্রীরামচরিত্র শ্রবণএবং

সর্ব্বেষামপ্যুপায়ানাং হরিকীর্ত্তির্ধনির্ন্নৃণাম্।
ক্ষালয়েৎ পাপিনাং পঙ্কং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
যশ্চাবমন্যেত হরিং তং গঙ্গা ন পুনাতি হি।
তীর্থান্যপি সুপুণ্যানি পাবিতুং ন ক্ষমাণি তম্॥
হসতে কীর্ত্ত্যমানং যশ্চরিত্রং জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
ন তস্য নরকান্মুক্তিঃ কল্পান্তেঽপি ভবিষ্যতি॥
যাহি রাজন্ বিমোক্ষার্থং হয়স্যানুচরৈঃ সহ।
শ্রাবয় শ্রীশচরিতং যতো বাহগতির্ভবেৎ॥১৫৯

শেষ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা প্রহৃষ্টোঽভূচ্ছত্রুঘ্নঃ পরবীরহা।
প্রণম্য তং পরিক্রম্য যযৌ সেবকসংযুতঃ॥১৬০
তত্র গত্বা স হনুমান্ হয়বর্য্যস্য পার্শ্বতঃ।
উবাচ রামচরিতং মহাদুর্গতিনাশনম্॥১৬১
যাহি দেব বিমানং স্বং রামকীর্ত্তনপুণ্যতঃ।
স্বৈরঞ্চর স্বলোকে ত্বং মুক্তো ভব কুযোনিতঃ

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শত্রুঘ্নো যাবদাস্থিতঃ।
তাবদ্দদর্শ বিমলং দেবং বৈমানিকং বরম্॥
স উবাচ হ পূতোঽহং রামকীর্ত্তনসংশ্রুতেঃ।
যামি স্বং ভবনং রাজন্নাজ্ঞাপয় মহামতে॥১৬৪
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবো বিমানে স্বে পরিস্থিতঃ
তদা বিস্ময়মাপুস্তে শত্রুঘ্নেন সহানুগাঃ॥১৬৫
ততো বাহো বিনির্ম্মুক্তো ভূতলাদ্গাত্রস্তম্ভনাৎ
যযৌ তদ্বিপিনং সর্ব্বং ভ্রমন্ পক্ষিসমাকুলম্॥

শেষ উবাচ।

মাসাঃ সপ্তাভবংস্তস্য হয়বর্য্যস্য হেলয়া।
চরতো ভারতং বর্ষমনেকনৃপপূরিতম্॥১৬৭
স পূজিতো ভূপবরৈঃ পরীত্য বরভারতম্।
পরীবৃতো বীরবরৈঃ শত্রুঘ্নাদিভিরুদ্ভটৈঃ॥১৬৮
স বভ্রাম বহূন্ দেশান্ হিমালয়সমীপতঃ।

তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাতকই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলকথা, পাপক্ষালনের সর্ব্বপ্রকার উপায়ের মধ্যে ভগবান্ হরির গুণকীর্ত্তনই যে, পাপী মানবগণের পাপপঙ্ক বিশেষরূপে ক্ষালন করে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচার করিবার নাই। যে ব্যক্তি ভগবান্ হরিকে অবজ্ঞা করে, গঙ্গাজল বা পরম পবিত্র তীর্থনিচয়ও তাহাকে পবিত্র করিতে পারে না। যে মূঢ়, হরিগুণকীর্ত্তন-শ্রবণে উপহাস করে, কল্লান্তেও তাহার নরক হইতে মুক্তি হইবে না। রাজন্! এক্ষণে অশ্বের মোচনার্থ অনুচরগণের সহিত তথায় গমন কর, এবং শ্রীপতি শ্রীরামের চরিত্রশ্রবণ করাও, তাহা হইলেই অশ্বের পুনরায় গতিশক্তি হইবে। শত্রুনিসূদন শত্রুঘ্ন মুনিবরের এবংবিধ বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সেবকগণের সহিত তৎস্থান উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ১৪০-১৬০। অনন্তর হনূমান্ অশ্ববরের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া মহাদুর্গতিনাশন শ্রীরাম-চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, দেব! আপনি শ্রীরামের গুণকীর্ত্তন শ্রবণজন্য পুণ্যফলে কুৎসিত রাক্ষসযোনি হইতে মুক্ত হউন, এবং স্বীয় বিমানে আরোহণ করুন ও স্বস্থানে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে থাকুন। শত্রুঘ্ন, হনূমানের মুখে এই কথা শুনিয়া যেমন উপ-বেশন করিলেন, অমনি সেই দেবকে বিমল-দেহে বিমানাধিরূঢ় সন্দর্শন করিলেন। পরে সেই দেব কহিলেন,—হে মহামতে রাজন্! আমি শ্রীরামের গুণকীর্ত্তনশ্রবণে পূত হইয়া স্বস্থানে যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমায় আজ্ঞা দিন। ১৬১—১৬৪। সেই দেব এই কথা বলিয়া স্বীয় বিমানাধিরোহণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, তখন শত্রুঘ্নের সহিত তদীয় সমুদয় অনুচরবর্গ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর সেই যজ্ঞাশ্ব গাত্রস্তম্ভন হইতে বিমুক্ত ও ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া বিবিধ বিহগকুলসমাকুল উল্লিখিত সমস্ত উপ-বন ভ্রমণ করত যথেচ্ছ গমন করিতে আরম্ভ করিল। শ্রীরামের সেই যজ্ঞাশ্ব এইরূপে বহুল নৃপগণপূর্ণ ভারতবর্ষে যথেচ্ছ বিচরণ করত সপ্তমাস অতীত করিল। মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুঘ্নাদি বীরবরগণে পরিবৃত সেই অশ্ব বর্ষোত্তম ভারতবর্ষ পরি-ক্রমণপূর্ব্বক ভূপবরগণকর্তৃক পূজিত হইয়া

ন কোঽপি তং নিজগ্রাহ হয়ং রামবলং স্মরন্।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গানাং রাজভিঃ সংস্তুতো হয়ঃ।
জগাম নগরে রাজ্ঞঃ সুরথস্য মনোহরে॥ ১৭০
কুণ্ডলং নাম নগরমদিতের্যত্র কুণ্ডলম্।
কর্ণয়োঃ পতিতং ভূমৌ হর্ষভয়সুকম্পয়োঃ॥১৭১
যত্র ধর্মব্যতিক্রান্তিং ন করোতি কদাপি না।
শ্রীরামস্মরণং প্রেম্না করোতি জনতাখিলম্॥১৭২
অশ্বত্থানান্তু যত্রার্চ্চা তুলস্যাঃ প্রত্যহং নৃভিঃ।
ক্রিয়তে রঘুনাথস্য সেবকৈঃ পাপবর্জ্জিতৈঃ॥
যত্র দেবালয়া রম্যা রাঘবপ্রতিমাযুতাঃ।
পূজ্যন্তে প্রত্যহং শুদ্ধচিত্তৈঃ কপটবর্জ্জিতৈঃ॥
বাচি নাম হরের্যত্র ন বৈ কলহসঙ্কথা।
হৃদি ধ্যানন্তু তস্যৈব ন চ কামফলস্মৃতিঃ॥ ১৭৩
দেবনং যত্র রামস্য বার্ত্তাভিঃ পূতদেহিনাম্।
ন জাতুচিন্নৃণামস্তি সপ্তব্যসনমোচিনাম্॥ ১৭৬
যস্মিন্ বসতি ধর্ম্মাত্মা সুরথঃ সত্যবান্ বলী।
রঘুনাথপদস্মারহৃষ্টচিত্তঃ পরোন্মদঃ॥ ১৭৭
কিং বর্ণয়ামি রামস্য সেবকং সুরথং নরম্।
যস্যাশেষগুণা ভূমৌ বিস্তৃতাঃ পাবয়ন্ত্যঘম্॥১৭৮
সেবকাস্তস্য ভূপস্য পর্য্যটন্তঃ কদাচন।
অপশ্যন্ হয়মেধস্য হয়ং চন্দনচর্চ্চিতম্॥ ১৭৯
তে দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্তা হয়পত্রমলোকয়ন্।
স্পষ্টাক্ষরসমাযুক্তং চন্দনাদিকচর্চ্চিতম্॥ ১৮০
জ্ঞাত্বা রামেণ সংযুক্তং হয়ং নেত্রমনোহরম্।
হৃষ্টা রাজ্ঞে সভাস্থায় কথয়ামাসুরুৎসুকাঃ॥
স্বামিন্নযোধ্যা নগরী পতিস্তস্যাস্তু রাঘবঃ।
হয়মেধক্রতৌ যোগ্যো হয়ো মুক্তঃ পরিভ্রমন্॥
স তে পুরস্য নিকটে প্রাপ্তঃ সেবকসংযুতঃ।
গৃহাণ ত্বং মহারাজ হয়ং তং সুমনোহরম্॥১৮৩

একে একে হিমালয়সমীপবর্ত্তী বহুল দেশেই ভ্রমণ করিল, কিন্তু শ্রীরামের বলবিক্রম স্মরণ করিয়া কেহই তাহাকে গ্রহণ করিল না। সেই অশ্ব অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশের রাজগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ক্রমে সুরথ-রাজের মনোহর নগরে গমন করিল। হর্ষ ও ভয়ে নিরতিশয় কম্পমান অদিতির কর্ণ হইতে ঐ স্থানে ভূতলে কুণ্ডল পতিত হইয়াছিল বলিয়া উহা কুণ্ডলনগর নামে প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে কোন মানবই, কদাপি অধর্ম্মাচরণ করে না এবং সকল ব্যক্তিই প্রত্যহ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া থাকে। তথায় সমুদয় মানবই শ্রীরামের সেবক ও পাপবিবর্জ্জিত, তাহারা প্রতিদিন অশ্বত্থ ও তুলসীবৃক্ষের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ঐ নগরে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি-শোভিত বহুসংখ্যক রমণীয় দেবালয় আছে এবং কপটতাবিহীন বিশুদ্ধচেতা তত্রত্য মানবগণ প্রত্যহ সেই শ্রীরামমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। তথায় কাহারও মুখে হরিনাম ভিন্ন কলহের কথা নাই এবং অন্তরে শ্রীরামের ধ্যান ভিন্ন কেহ কোনরূপ কাম্য বস্তুর স্মরণ করে না। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র শ্রবণাদি দ্বারা পবিত্রাত্মা সপ্তপ্রকার ব্যসন-বিহীন মানবগণের তথায় কদাচ অক্ষক্রীড়াদি নাই। শত্রুবিজয়ী সত্য-বাদী মহাবলশালী ধর্ম্মাত্মা নৃপবর সুরথ, সতত রঘুনাথের পাদপদ্ম স্মরণ করত সানন্দ হৃদয়ে ঐ নগরে বাস করিয়া থাকেন। শ্রীরামসেবক নরবর সুরথের বিষয় অধিক আর কি বর্ণন করিব, তাঁহার অসীম গুণরাশি ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া সকলেরই পাপপঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া থাকে। কদাচিৎ সেই ভূপতির সেবকগণ যথেচ্ছ বিচরণ করিতে করিতে সেই চন্দনচর্চ্চিত অশ্বমেধীয় অশ্ব অবলোকন করিল। তাহারা অশ্বদর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল; পরে যখন তদীয় ললাটদেশে স্পষ্টাক্ষরযুক্ত চন্দনাদিচর্চ্চিত জয়পত্র অবলোকন করিল, তখন সেই নেত্র-মনোহর অশ্ববরকে শ্রীরামযুক্ত জানিতে পারিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ও সমুৎসুকচিত্তে সভাস্থ রাজসন্নিধানে কহিল,—স্বামিন্! অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র, অশ্বমেধযজ্ঞোপযুক্ত অশ্ব মোচন করিয়াছেন, সেই যজ্ঞাশ্ব যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেবকগণে পরিবৃত হইয়া

শেষ উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা নিজপ্রোক্তং বাক্যং হর্ষপরিপ্লুতঃ।
উবাচ নৃপতির্বীরান্ মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ১৮৪
সুরথ উবাচ।
ধন্যা বয়ং রামমুখং পশ্যামঃ সহসেবকাঃ।
গ্রহীষ্যামি হয়ং তস্য ভটকোটিপরীবৃতম্॥ ১৮৫
তদা মোক্ষ্যামি বাহং তং যদা রামঃ সমাব্রজেৎ
কৃপার্থং মম ভক্তস্য চিরং ধ্যানরতস্য বৈ॥১৮৬
শেষ উবাচ।
ইত্থমুক্ত্বা মহীপালঃ সেবকান্ স্বয়মাদিশৎ।
গৃহ্ণন্তু বাহং প্রসভং ন মোচ্যোঽশ্বো-
ঽক্ষিগোচরঃ
অনেন সুমহালাভো ভবিষ্যতি তু মে মতম্।
যদ্রামচরণৌ প্রেক্ষ্যে ব্রহ্মশক্রাদিদুর্লভৌ॥ ১৮৮
স এব ধন্যঃ স্বজনঃ পুত্রো বা বান্ধবোঽথবা।
পশুর্বা বাহনং বাপি রামাঙ্ঘ্রির্যেন সম্ভবেৎ॥
তস্মাদ্গৃহীত্বা ক্রত্বশ্বং স্বর্ণপত্রেণ শোভিতম্।
বধ্নন্তু বাজিশালায়াং কামবেগং মনোরমম্॥
ইত্যুক্তাস্তে ততো গত্বা বাহং রামস্য
শোভিনম্।
গৃহীত্বা তরসা রাজ্ঞে দদৌ সর্বশুভাঙ্গিনম্॥
রাজা প্রাপ্য মহানশ্বং রামস্য দনুজার্দিনঃ।
সেবকান প্রাহ বলিনো ধর্মকৃত্যবিচক্ষণঃ॥১৯২
বাৎস্যায়ন মহাবুদ্ধে শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ।
ন তস্য বিষয়ে কশ্চিৎ পরদাররতো নরঃ॥ ১৯৩
ন পরদ্রব্যনিরতো ন কামেষু চ লম্পটঃ।
ন জিহ্বাভিরনুন্মার্গং কীর্ত্তয়েদ্রামকীর্ত্তনাৎ॥
যঃ সেবকান্ নৃপো ব্যক্তি যূয়ং সেবার্থমাগতাঃ
কথয়ন্তু ভবচ্চেষ্টাং ধর্মকর্মবিশারদাঃ॥ ১৯৫

ত্বদীয় নগরীনিকটে উপস্থিত হইয়াছে; মহারাজ! এক্ষণে আপনি সেই সুমনোহর অশ্ববরকে গ্রহণ করুন। ১৬৫—১৮৩। নৃপতি নিজ কিঙ্করগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মেঘগম্ভীর বনে বীরগণকে কহিলেন,—আমরাই ধন্য, কারণ আমরা সেবকগণের সহিত শ্রীরামকে দর্শন করিব। নিশ্চয়ই আমি শ্রীরামচন্দ্রের বীরবৃন্দ-পরিবৃত যজ্ঞাশ্বকে গ্রহণ করিব। আমি বহুকাল হইতে তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি,—এই ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ যখন তিনি স্বয়ং এ স্থানে আগমন করিবেন, তখনই তদীয় যজ্ঞাশ্ব পরিত্যাগ করিব। মহীপাল সুরথ, এইরূপ কহিয়া স্বয়ং সেবকগণকে এই আদেশ করিলেন যে, তোমরা এখনই সেই অশ্ব ধারণ কর। সে যখন দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তখন কোন প্রকারেই ছাড়িও না। আমার বিবেচনায় ইহাতে আমার পরম লাভ হইবে, কারণ ইহাদ্বারা আমি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদির দুর্লভ শ্রীরামের চরণযুগল নিরীক্ষণ করিতে পাইব। যাহার জন্য আমার রাম-দর্শন হইবে, মদীয় সেই স্বজন, পুত্র, বান্ধব, পশু বা বাহনই ধন্য। অতএব তোমরা অবিলম্বে স্বর্ণপত্র-শোভিত বাসনামা সেই মনোহর যজ্ঞাশ্বকে গ্রহণ করিয়া অশ্বশালায় বন্ধন করিয়া রাখ। বীরগণ এইরূপ কথিত হইয়া ত্বরায় গমনপূর্ব্বক শ্রীরামের সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর স্বর্ণপত্রশোভিত অশ্ব ধারণ করিয়া রাজসমীপে আনয়ন করিল। ১৮৪—১৯১। তখন ধর্ম্মকৃত্য-বিচক্ষণ মহাত্মা সুরথরাজ, অসুরনিসূদন শ্রীরামচন্দ্রের সেই যজ্ঞাশ্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাবলশালী সেবকগণকে রক্ষার্থ আজ্ঞা করিলেন। হে মহাবুদ্ধে বাৎস্যায়ন! এক্ষণে সেই রাজার চরিত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোন মানবই পরস্ত্রীতে বা পরদ্রব্যে আসক্ত কিংবা কামভোগে লম্পট ছিল না এবং কেহই শ্রীরামের নাম কীর্ত্তন ব্যতীত জিহ্বাদ্বারা কুকথা উচ্চারণ করিত না। সেই নৃপবর, সেবকগণকে বলিতেন, তোমরা যে আমার সেবার জন্য আসিয়াছ, এক্ষণে নিজ নিজ ব্যবহারের বিষয় বল দেখি, তোমারা ত সকলে ধর্ম্ম-কর্ম্মে সুনিপুণ? সকলেই ত

একপত্নীব্রতধরা ন পরদ্রব্যলোলুপাঃ ।
পরাপবাদনিরতা ন চ বেদোৎপথং গতাঃ ॥
শ্রীরামস্মরণাদীনি কুর্ব্বন্তি প্রত্যহং ভটাঃ ।
তানহং মম সেবার্থং রক্ষ্যাম্যন্তিকশোভনান্ ॥
এতদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাণো যে নরাঃ পাপসংযুতাঃ ।
তানহং বিষয়ে মহ্যং বাসয়ামি ন দুর্ম্মতীন্ ॥ ১৯৮
তস্য দেশে ন পাপিষ্ঠাঃ পাপং কুর্ব্বন্তি মানসে
হরিধ্যানহতাশেষ-পাতকা মোদসংযুতাঃ ॥ ১৯৯
যদেবমভবদ্দেশে রাজা ধর্ম্মেণ সংযুতঃ ।
তদা তৎস্থা নরাঃ সর্ব্বে মৃতা গচ্ছন্তি নির্বৃতিম্
যমানুচরনির্ব্বেশো নাভবৎ সৌরথে পুরে ।
তদা যমো মুনে রূপং ধৃত্বা প্রাগান্মহীশ্বরম্ ॥
বল্কলাম্বরধারী চ জটাশোভিতশীর্ষকঃ ।
সুরথঞ্চ সদোমধ্যে দদর্শ হরিসেবকম্ ॥২০২
তুলসী মস্তকে যস্য বাচি নাম হরেঃ পরম্ ।
ধর্ম্মকর্ম্মরতাং বার্ত্তাং শ্রাবয়ন্তং নিজান্ ভটান ॥
তদা মুনিং নৃপো দৃষ্ট্বা তপোমূর্ত্তিমিব স্থিতম্ ।
ববন্দে চরণৌ তস্য পাদ্যাদিকমথাকরোৎ ॥২০৪
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং মুনিং প্রাহ নৃপাগ্রণীঃ ।
ধন্যমদ্য জনুর্মহ্যং ধন্যমদ্য গৃহং মম ॥ ২০৫
কথাঃ কথয়তান্মহ্যং রামস্য বিবিধা বরাঃ ।
যাঃ শৃণ্বতাং পাপহানির্ভবিষ্যতি পদে পদে ॥
ইত্থমুক্তং সমাকর্ণ্য জহাস স মুনির্ভৃশম্ ।
দন্তান্ প্রদর্শয়ন্ সর্ব্বাংস্তালস্ফালিতপাণিকঃ ॥
হসন্তং তং মুনিং প্রাহ হসনে কারণং কিমু ।
কথয়স্ব প্রসাদেন যথা স্যান্মনসঃ সুখম্ ॥ ২০৮
ততো মুনির্নৃপং প্রাহ শৃণু রাজন্ ধিয়া যুতঃ ।
যদহং তেঽভিধাস্যামি স্মিতে কারণমুত্তমম্ ॥

একপত্নী-ব্রতধর ? তোমরা ত কখন পরদ্রব্যে লোলুপ, পরনিন্দায় নিরত এবং বেদবিরুদ্ধাচারী নও ? ফলে যাহারা প্রত্যহ শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণাদি করিয়া থাকে, আমার সন্নিকটে থাকিবার উপযুক্ত সেই সকল ব্যক্তিকেই আমি সেবার্থ নিকটে রাখিব, আর যাহারা ইহার বিরুদ্ধাচারী পাপিষ্ঠ, সেই সকল দুর্ম্মতিদিগকে আমার রাজ্যমধ্যে বসতি করিতে দিব না। বস্তুতঃ তাঁহার রাজ্যমধ্যে পাপিষ্ঠ ছিল না, এমন কি, তদীয় অধীনস্থ লোকসকল মনে মনেও কোনরূপ পাপাচরণ করিত না, সকলেই সর্ব্বদা সানন্দহৃদয়ে হরিধ্যান করত নিষ্পাপ হইয়াছিল। রাজা সুরথ যদবধি এইরূপ ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন, তৎকাল হইতে তদ্দেশবাসী সমুদয় মানবগণই মৃত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক কি, সুরথরাজের পুরমধ্যে যমকিঙ্করসকল প্রবেশ করিতেই পারিত না। ঐ সময়ে একদা যমরাজ মুনিরূপ ধারণ করিয়া মহীপতির নিকট উপস্থিত হন। তাঁহার মস্তক জটাভারে সুশোভিত এবং বল্কলাম্বর পরিধান ছিল। তিনি উপস্থিত হইয়া হরিসেবক সুরথরাজকে সভাস্থলে সমাসীন দেখিলেন। আরও দেখিলেন, তিনি নিজ সেবকবৃন্দকে ধর্ম্মকর্ম্মসম্বন্ধে নানা বিষয় শ্রবণ করাইতেছেন। তাঁহার মস্তকে তুলসীপত্র রহিয়াছে এবং কথায় কথায় হরিনাম উচ্চারিত হইতেছে। তৎকালে নৃপবর, সাক্ষাৎ তপোমূর্ত্তিস্বরূপ সম্মুখে উপস্থিত সেই মুনিবরকে দেখিয়া চরণদ্বয় বন্দনাপূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি প্রদান করিলেন।১৯২—২০৪। অনন্তর নৃপবর মুনিবরকে সুখোপবিষ্ট ও বিশ্রান্ত দেখিয়া কহিলেন,—অদ্য আমার জন্ম ও ধন্য হইল এবং আমার গৃহও অদ্য ধন্য হইল। এক্ষণে যাহা শ্রবণ করিলে, অত্রত্য জনগণের প্রতিপদেই পাপক্ষয় হইবে, সেই উৎকৃষ্টতম বিবিধ কামরূপী হরির কীর্ত্তিকথা আমায় বলুন। রাজার ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে সেই মুনিবর, সকলকে দন্তপংক্তি প্রদর্শন করাইয়া তালবৃক্ষের ন্যায় সুদীর্ঘ বাহুযুগল প্রসারণ করত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন সুরথরাজা, সেই মুনিবরকে তাদৃশ হাস্য করিতে দেখিয়া কহিলেন,—মুনে! যাহাতে আমার মনের সুখ লাভ হয়, তজ্জন্য কৃপা করিয়া বলুন, হাস্যের কারণ কি ?

ত্বয়া প্রোক্তং হরেঃ কীর্ত্তিং কথয়স্ব মমাগ্রতঃ।
কো হরিঃ কস্য কা কীর্ত্তিঃ সর্ব্বে কর্ম্মবশা নরাঃ
কর্ম্মণা প্রাপ্যতে স্বর্গঃ কর্ম্মণা নরকং ব্রজেৎ।
কর্ম্মণেহ ভবেৎ সর্ব্বং পুত্রপৌত্রাদিকং বহু॥২১১
শক্রঃ শতং ক্রতুনাং তু কৃত্বাগাৎ পরমং পদম্‌
ব্রহ্মাপি কর্ম্মণা লোকং প্রাপ সত্যাখ্যমদ্ভুতম্‌॥
অনেকে কর্ম্মণা সিদ্ধা মরুদাদয় ঈশিনঃ।
কুর্ব্বন্তি ভোগসৌখ্যঞ্চ অপ্সরোগণসেবিতাঃ॥
তস্মাৎ কুরুষ যজ্ঞাদীন্‌ যজস্ব কিল দেবতাঃ।
যথা তে বিমলা কীর্ত্তির্ভবিষ্যতি মহীতলে॥২১৪
ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং কোপক্ষুভিতমানসঃ।
উবাচ রামৈকমনা বিপ্রং কর্ম্মবিশারদম্‌॥২১৫
মা ব্রূহি কর্ম্মণো বার্ত্তাং নশ্বরফলদায়িনীম্‌।
গচ্ছ মন্নগরপ্রান্তাদ্বহির্লোকবিগর্হিতঃ॥২১৬

ইন্দ্রঃ পতিষ্যতি ক্ষিপ্রং পতিষ্যত্যপি পঙ্কজঃ।
ন পতিষ্যন্তি মনুজা রামস্য নিজসেবকাঃ॥২১৭
পশ্য ধ্রুবং চ প্রহ্লাদং বিভীষণমথাদ্ভুতম্‌।
যে চান্যে রামভক্তা বৈ কদাপি ন পতন্তি তে
যে রামনিন্দকা দুষ্টাস্তানিমে যমকিঙ্করাঃ।
তাড়য়িষ্যন্তি লোহস্য মুদ্গরৈঃ পাশবন্ধনৈঃ॥
ব্রাহ্মণত্বাদ্দেহদণ্ডং ন কুর্য্যাং তে দ্বিজাধম।
গচ্ছ গচ্ছ মদালোকাত্তাড়য়িষ্যামি চান্যথা॥২২০
ইত্থমুক্তবতি শ্রেষ্ঠে ভূপে সুরথসংজ্ঞিতে।
সেবকা বাহুনা ধৃত্বা নিষ্কাসয়িতুমুদ্যতাঃ॥২২১
তদা যমো নিজং রূপং ধৃত্বা লোকৈকবন্দিতম্‌
প্রাহ ভূপং প্রতুষ্টোঽস্মি যাচস্ব হরিসেবক॥
ময়া প্রলোভিতো বাগ্ভিরনেকাভিরপি সুব্রত
চলিতোঽসি ন রামস্য সেবায়াঃ সাধুসেবকঃ॥

অনন্তর মুনি, নৃপতিকে কহিলেন,—রাজন্‌! আমি তোমায় যে হাস্যের উত্তম কারণ বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি বলিলে, 'আমার নিকট হরিকীর্ত্তি বলুন,' কিন্তু হরি কে? কাহারই বা কীর্ত্তি? সমস্ত মানবগণই কর্ম্মের বশ। জীবগণ স্বীয় কর্ম্মানুসারেই স্বর্গপ্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মফলেই নরকে গমন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সংসারে কর্ম্মদ্বারাই পুত্রপৌত্রাদি সমুদয় সংঘটিত হয়। ইন্দ্র, শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াই পরম স্বর্গাধিপত্যপদ এবং ব্রহ্মাও কর্ম্মফলে অদ্ভুত সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ অনেকেই কর্ম্মানুসারে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং মরুদাদি দেবগণও নিজ নিজ কর্ম্মে অপ্সরাদিগের সহিত ভোগ-সুখ উপভোগ করিতেছেন। অতএব এই মহীতলে যাহাতে তোমার সুবিমল কীর্ত্তি হয়, তজ্জন্য যাগযজ্ঞাদি কর, দেবগণের আরাধনা কর। শ্রীরামের প্রতি একান্ত আসক্তচিত্ত নৃপবর মুনির এবংবিধ বাক্য শ্রবণে কোপবশতঃ ক্ষুব্ধহৃদয় হইয়া সেই কর্ম্মবিশারদ বিপ্রকে কহিলেন, মুনে! নশ্বরফলপ্রদ কর্ম্মের কথা বলিবেন না, আপনি লোকবিগর্হিত, এজন্য মদীয় নগরপ্রান্ত হইতে বহির্ভূত হউন। ইন্দ্রও অবিলম্বে পতিত হইবেন এবং কমলযোনি ব্রহ্মাও সময়ে পতিত হইবেন; কিন্তু শ্রীরামসেবক মানবগণ কদাচ পতিত হইবে না জানিবেন। ইহার প্রমাণ ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও অদ্ভুত-চরিত্র বিভীষণকে দেখুন। এইরূপ শ্রীরামের অন্যান্য যে সকল ভক্ত আছে, তাহারা কদাচ পতিত হয় না। যে সকল পাপাত্মারা শ্রীরামের নিন্দুক, তাহাদিগকেই যমকিঙ্করগণ লৌহময় দণ্ডদ্বারা এবং পাশবন্ধনাদি দ্বারা প্রপীড়িত করিয়া থাকে। হে দ্বিজাধম! তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমার দেহদণ্ড করা কর্ত্তব্য নয়, এক্ষণে আমার দৃষ্টিপথ হইতে গমন কর, অন্যথা তোমাকে শাস্তি দিব।২০৫ ২২০। নৃপবর সুরথ এইরূপ বলিবামাত্র তদীয় ভৃত্যগণ সেই ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া অপসারিত করিতে উদ্যত হইল। তখন যমরাজ সর্ব্বলোকপূজিত নিজরূপ ধারণ করিয়া ভূপতিকে কহিলেন, হরিসেবক! তোমার প্রতি সাতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।০ হে সুব্রত! আমাকর্ত্তৃক বহুবিধবাক্যে প্রলোভিত হইয়াও যখন শ্রীরাম-

তদা প্রোবাচ ভূমীশো যমং দৃষ্ট্বা সুতোষিতম্
উবাচ যদি তুষ্টোঽসি দেহি মে বরমুত্তমম্।
তাবন্মম ন বৈ মৃত্যুর্যাবদ্রামসমাগমঃ।
ন ভয়ং মে ভবত্তো হি কদাচন হি ধর্ম্মরাট্।
তদোবাচ যমো ভূপমিদং তব ভবিষ্যতি।
সর্ব্বং ত্বদীপ্সিতং তথ্যং করিষ্যতি রঘোঃ পতিঃ॥২৩৬

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো ধর্ম্মো জগাম স্বপুরং প্রতি।
প্রশস্য তস্য চরিতং হরিভক্তিপরাত্মনঃ॥২২৭
স রাজা ধার্ম্মিকো রাম-সেবকঃ পরয়া মুদা।
গৃহীত্বাশ্বং প্রত্যুবাচ সেবকান্ হরিসেবকান্॥
ময়া গৃহীতো বাহোঽসৌ রাঘবস্য মহীপতেঃ।
সজ্জীভবন্তু সর্ব্বত্র যূয়ং রণবিশারদাঃ। ২২৯
ইতি প্রোক্তাস্ত তে সর্ব্বে ভটা রাজ্ঞো মহাবলাঃ
সজ্জীভূতাঃ ক্ষণাদেব সভায়াং জগ্মুরুজ্জ্বলাঃ।

রাজ্ঞো বীরা দশ সুতাশ্চম্পকো মোহকস্তথা।
রিপুঞ্জয়স্তু দুর্বারঃ প্রতাপী বলমোদকঃ। ২৩১
হর্য্যক্ষঃ সহদেবশ্চ ভূরিদেবোঽথ সুতাপনঃ।
ইতি রাজ্ঞো দশ সুতাঃ সজ্জীভূতা রণাঙ্গনে।
যাতুমিচ্ছামকুর্ব্বংস্তে মহোৎসাহসমন্বিতাঃ॥২৩২
রাজাপি স্বরথং চিত্রং হেমশোভাবিনির্ম্মিতম্।
আহ্বয়ামাস সুজবৈর্বাজিভিঃ সমলঙ্কৃতম্॥২৩৩
রণোৎসাহেন সংযুক্তঃ সর্ব্বসৈন্যপরীবৃতঃ।
সভায়াং সেবকান্ সর্ব্বান্ দিশন্নাস্তে মহীপতিঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৮।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

অথ রামানুজো বেগাৎ সমাগত্য স্বসেবকান্
পপ্রচ্ছ কুত্র বাহোঽসৌ যাজ্ঞিকঃ সুমনোহরঃ

সেবা হইতে বিচলিত হও নাই, তখন তুমিই যথার্থ রামসেবক। তখন ভূপতি ধর্ম্মরাজকে পরিতুষ্ট দেখিয়া কহিলেন,—যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই প্রার্থনীয় উৎকৃষ্ট বর প্রদান করুন যে, যাবৎকাল না শ্রীরামের সমাগম হয়, তাবৎকাল আমার মৃত্যু হইবে না এবং হে ধর্ম্মরাজ! কদাচ যেন আমার আপনা হইতে ভয় না হয়। তৎশ্রবণে যমরাজ ভূপতিকে কহিলেন তোমার এই প্রার্থনা সুসিদ্ধ হইবে, রঘুনাথই তোমার সমুদয় ঈপ্সিত বিষয় পূর্ণ করিবেন। ধর্ম্মরাজ, এই কথা বলিয়াই অদৃশ্য হইলেন, এবং মনে মনে পরম হরিভক্ত সুরথরাজের চরিত্রের প্রশংসা করিয়া স্বপুরোদ্দেশে গমন করিলেন। এদিকে সেই শ্রীরামভক্ত ধার্ম্মিক সুরথরাজ, পরম আনন্দের সহিত অশ্বকে গ্রহণ করিয়া হরিভক্ত সেবকগণকে কহিলেন,—আমি ত মহীপতি শ্রীরামচন্দ্রের এই অশ্ব গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তোমরা সকলে যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত হও, কারণ তোমরা সর্ব্বত্রই সমরকার্য্যে সুদক্ষ।২২১-২২৯ মহাবল-পরাক্রান্ত সেই সকল রাজবীরগণ এইরূপ কথিত হইবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ সজ্জীভূত হইয়া মহাবেগে সভায় উপস্থিত হইল। চম্পক, মোহক, রিপুঞ্জয়, দুর্ব্বার, প্রতাপী, বলমোদক, হর্য্যক্ষ, সহদেব, ভূরিদেব ও সুতাপন নামে সুরথরাজের যে দশ পুত্র ছিল, সেই বীর রাজকুমারগণও সজ্জীভূত হইয়া মহোৎসাহসহকারে রণাঙ্গনে যাইতে ইচ্ছা করিল। এদিকে রাজাও মহাবেগশালী অশ্বচতুষ্টয়ে সুসজ্জিত সুবর্ণভূষিত স্বীয় বিচিত্র রথ আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। তৎকালে সেই মহীপতি, সমুদয় সৈন্যগণে পরিবৃত ও রণোৎসাহপূর্ণ হইয়া অখিল সেবকগণকে সংগ্রামার্থ আদেশ করত সভাস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ২৩০—২৩৪।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—অতঃপর এদিকে শত্রুঘ্ন মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় সেবক-

তদা তে বচনং প্রোচুঃ শত্রুঘ্নং সুমহাবলম্ ।
ন জানীমো ভটা কেচিদ্ধয়ং নীত্বা গতাঃ পুরে ॥
বয়ঞ্চ ধিক্কৃতাঃ সর্ব্বে বলিভী রাজসেবকৈঃ ।
অত্র প্রমাণং ভগবানিতিকর্ত্তব্যতাং প্রতি ॥৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং শত্রুঘ্নঃ কোপিতো ভৃশম্ ।
দশনৈরোষাৎস্বদশনান জিহ্বয়া লেলিহন্ মুহুঃ ॥৪
উবাচ বীরো মদ্বাহং হৃত্বা কুত্র গমিষ্যতি ।
ইদানীং পাতয়ে বাণৈঃ পুরং জনসমন্বিতম্ ॥৫
ইত্যুক্ত্বা সুমতিং প্রাহ কস্যেদং পুটভেদনম্ ।
কো বর্ত্ততেঽস্যাধিপতির্যো মে বাহমজীহরৎ ॥৬

শেষ উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য ভূপতেঃ কোপসংযুতম্ ।
জগাদ মন্ত্রী সুগিরা স্ফুটাক্ষরসমন্বিতম্ ॥ ৭
বিদ্ধীদং কুণ্ডলং নাম নগরং সুমনোহরম্ ।
অস্মিন্ বসতি ধর্ম্মাত্মা সুরথঃ ক্ষত্রিয়ো বলী ॥৮
নিত্যং ধর্ম্মপরো রাম-চরণদ্বন্দ্বসেবকঃ ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা হনূমানিব সেবকঃ ॥ ৯
চরিতান্তস্য শতশো বর্ত্তন্তে ধর্ম্মকারিণঃ ।
মহাবলপরীবারঃ সুরথঃ সর্ব্বশোভনঃ ॥ ১০
মহদ্যুদ্ধং ভবেদত্র হৃতশ্চেদ্বাহসত্তমঃ ।
অনেকে প্রহরিষ্যন্তি বীরা রণবিশারদাঃ ॥১১
এবমুক্তং সমাকর্ণ্য শত্রুঘ্নঃ সচিবং প্রতি ।
উবাচ পুনরপ্যেবং বচনং বদতাং বরঃ ॥ ১২

শত্রুঘ্ন উবাচ ।

কথমত্র প্রকর্ত্তব্যং রামাশ্বোহনেন চেদ্ধৃতঃ ।
নায়াতি যোদ্ধুং প্রবলং কটকং বীরসেবিতম্ ॥

সুমতিরুবাচ ।

দূতঃ প্রেষ্যো মহারাজ রাজানং প্রতি বাগ্মিকঃ
যদ্বাক্যেন সমায়াতি বলেন বলিনাং বরঃ ॥১৪
ন চেদজ্ঞানতো বাহো ধৃতঃ কেনাপি মানিনা ।
অর্পয়িষ্যতি নঃ সাধুমশ্বং ক্রতুবরং শুভম্ ॥১৫

গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই সুমনোহর যজ্ঞাশ্ব কোথায়? তখন সেবকগণ মহাবল শত্রুঘ্নকে কহিল,—আমরা সবিশেষ জানি না, কতিপয় বীর আসিয়া অশ্বগ্রহণপূর্ব্বক নগরমধ্যে গমন করিয়াছে। সেই মহাবলশালী রাজকিঙ্করগণকর্ত্তৃক আমরা সকলেই ধিক্কৃত হইয়াছি, এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনিই অবধারণ করুন। শত্রুঘ্ন তাহাদিগের তদ্বাক্য শ্রবণে সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া কোপভরে বারংবার দন্তে দন্ত ঘর্ষণ এবং জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠাবলেহন করত কহিলেন,—কোন্ বীর মদীয় অশ্ব হরণ করিয়া কোথায় যাইবে! এখনই শরজালে জনপূর্ণ এই নগর ধ্বংস করিব। তিনি, এইরূপ বলিয়া সুমতিকে কহিলেন,—এই নগর কাহার? এবং যে আমার অশ্ব হরণ করিয়াছে কে সে, ইহার অধিপতি? মন্ত্রী সুমতি, ভূপতির এবংবিধ কোপপূর্ণ বাক্যশ্রবণে সুস্পষ্ট বচনে বলিলেন,—এই সুমনোহর নগর কুণ্ডল নামে বিখ্যাত জানিবেন, মহাবলশালী ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাত্মা সুরথরাজ এই স্থানে বাস করেন। সেই ধার্ম্মিকবর শ্রীরামের চরণযুগলের সেবক, তিনি কায়মনোবাক্যে হনূমানের ন্যায় নিত্য তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। এই ধার্ম্মিকবরের শতশত পুণ্যকীর্ত্তি শুনা আছে, এই সুরথরাজ সর্ব্বপ্রকারেই শোভমান, এবং বিপুল সৈন্য ও পরিবার-সমন্বিত। ১—১০। যদি তিনি অশ্ববর হরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এস্থানে ঘোর যুদ্ধ হইবার সম্ভব এবং সেই যুদ্ধে অনেকানেক রণবিশারদ বীরগণই জয়লাভার্থ যত্নবান্ হইবে। বাগ্মিপ্রবর শত্রুঘ্ন সুমতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সচিববরকে পুনর্ব্বার কহিলেন,—যদি তিনিই রামাশ্ব হরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য? তিনি ত মদীয় বীরগণসেবিত এই মহাসৈন্যকটকমধ্যে আসিতেছেন না। তৎশ্রবণে সুমতি কহিলেন,—মহারাজ! সেই মহাবলশালী সুরথরাজ যাহার বাক্যে সসৈন্যে আগমন করেন, তাদৃশ কোন বাগ্মিপ্রবর দূতকে সেই রাজার নিকট প্রেরণ করুন। আর যদি এরূপ না হয়, কোন মানী ব্যক্তি যদি অজ্ঞানবশতঃ

ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং শত্রুঘ্নো বলিনাং বলী
অঙ্গদং প্রত্যুবাচেদং বচনং বিনয়ান্বিতম্ ॥১৬
শত্রুঘ্ন উবাচ।
যাহি ত্বং নিকটস্থে বৈ সুরথস্য মহাপুরে।
দূতত্বেন ততো গত্বা প্রব্রূহি নৃপতিং প্রতি ॥১৭
ত্বয়া ধৃতো রামবাহো জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা
অর্পয়তু ন বায়াতু প্রধনং বীরসংযুতম্ ॥ ১৮
রামস্য দৌত্যং লঙ্কায়াং রাবণং প্রতি যৎকৃতম্
তথৈব কুরু ভূয়িষ্ঠ-বলসংযুক্ত বুদ্ধিমান্ ॥ ১৯
শেষ উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বাঙ্গদো বীর ওমিতি প্রোচ্য ভূমিপম্।
জগাম সংসদো মধ্যে বীরশ্রেণিসমন্বিতম্ ॥২০
দদর্শ সুরথং ভূপং তুলসীমঞ্জরীধরম্।
রামভক্তং রসনয়া ব্রুবন্তং সেবকানিজান্ ॥২১
রাজাপি দৃষ্ট্বা প্লবগং মনোহরবপুর্দ্ধরম্।
শত্রুঘ্নদূতং মত্বাপি বালিজং প্রত্যভাষত ॥২২

সুরথ উবাচ।
প্লবঙ্গাধিপ কস্মাত্ত্বমাগতোঽত্র কথং ভবান্।
ব্রূহি মে কারণংসর্ব্বং যথা জ্ঞাত্বা করোমি তৎ
শেষ উবাচ।
ইতি সম্ভাষমাণং তং প্রত্যুবাচ কপীশ্বরঃ।
বিস্ময়ংশ্চেতসি ভৃশং রামসেবাকরং নৃপম্ ॥২৪
জানীহি মাং নৃপশ্রেষ্ঠ বালিপুত্রং হরীশ্বরম্।
শত্রুঘ্নেন চ দূতত্বে প্রেষিতো ভবতোঽন্তিকে
সেবকৈঃ কৈশ্চিদাগত্য ধৃতোঽশ্বো মমসাম্প্রতম্
অজ্ঞানতো মহাস্থায়ং কুর্ব্বদ্ভিঃ সহসা নৃপ ॥২৬
তমশ্বং সহ রাজ্যেন সহ পুত্রৈর্ম্মুদান্বিতঃ।
শত্রুঘ্নং যাহি চরণে পতিত্বাশু প্রদেহি চ ॥ ২৭
নো চেচ্ছত্রুঘ্ননির্মুক্ত-নারাচৈঃ ক্ষতবিগ্রহঃ।
পৃথ্বীতলমলঙ্কুর্ব্বন্ শয়িষ্যসি বিশীর্ষকঃ ॥ ২৮
যেন লঙ্কাপতির্নাশং প্রাপিতো লীলয়া ক্ষণাৎ।

অশ্ব ধারণ-করিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি আমাদিগকে মনোহর শুভ যজ্ঞাশ্ব সমর্পণ করিবেন। বলিপ্রবর শত্রুঘ্ন সুমতির তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত অঙ্গদকে এই কথা বলিলেন,—তুমি নিকটস্থ সুরথরাজের মহানগরীতে যাত্রা কর, এবং তথায় যাইয়া সেই নৃপতিকে বলিবে, আপনি যে জ্ঞানত বা অজ্ঞানতঃ শ্রীরামের অশ্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হয় প্রত্যর্পণ করুন, না হয় বীরগণের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন। ১১—১৮। হে অসীমবলশালিন্! তুমি লঙ্কায় রাবণের নিকট যেমন শ্রীরামের দৌত্য করিয়াছিলে, এক্ষণেও সেইরূপ কর, কারণ তুমি সমধিক বুদ্ধিমান্। বীরবর অঙ্গদ এই কথা শুনিয়া ভূপতি শত্রুঘ্নকে 'তথাস্তু' বলিয়া সুরথরাজের সভামধ্যে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, ভূপতি সুরথ, মস্তকে তুলসীপত্র ধারণ করিয়াছেন ও নিজ সেবকগণকে রসনায় রামনাম বলাইতেছেন। এদিকে সুরথরাজও মনোহর-শরীরধারী অঙ্গদকে দেখিয়া শত্রুঘ্নের দূত বুঝিয়াও সেই বালি-নন্দনকে কহিলেন,—ওহে প্লবগাধিপ! তুমি কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছ? আমাকে আগমনের কারণ বল, আমি সমুদয় বিষয় যথার্থরূপে জানিয়া তদুপযুক্ত কার্য্য করিব। কপীশ্বর অঙ্গদ, সুরথরাজকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া মনে মনে সাতিশয় বিস্ময় বোধ করত সেই রামসেবাপরায়ণ নৃপতিকে কহিলেন,—নৃপবর! আমাকে বালিনন্দন কপিরাজ জানিবেন, শত্রুঘ্ন আমাকে আপনার নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—নৃপবর! এইমাত্র ভবদীয় কতিপয় সেবক আসিয়া অজ্ঞানবশতঃ অতিঅন্যায়াচরণ করত সহসা আমার অশ্বধারণ করিয়াছে। এক্ষণে আপনি ত্বরায় পুত্রগণের সহিত সানন্দচিত্তে শত্রুঘ্নের নিকট গমন করুন এবং তদীয় চরণে পতিত হইয়া রাজ্যের সহিত সেই অশ্ব প্রদান করুন। নচেৎ শত্রুঘ্ননিক্ষিপ্ত নারাচনিঃয়ে ক্ষতবিক্ষতশরীর ও ছিন্নমস্তক হইয়া পৃথিবীতল অলঙ্কৃত করত শয়ন করিবেন। যিনি অবলীলাক্রমে ক্ষণকালমধ্যেই লঙ্কাপতি রাবণকে বিনাশ

তস্যাশ্বং যাগযোগ্যন্তু হৃত্বা কুত্র গমিষ্যসি ॥২৯
শেষ উবাচ।
ইত্যাদি ভাষমাণং তং প্রত্যুবাচ মহীশ্বরঃ।
সর্ব্বং তথ্যংব্রবীষি ত্বং নানৃতং তব ভাষিতম্।
পরং শৃণুষ মদ্বাক্যং শত্রুঘ্নপদসেবক।
ময়া ধৃতো মহানশ্বো রামভদ্রস্য ধীমতঃ। ৩১
ন মোক্ষ্যে সর্ব্বথা বাহং শত্রুঘ্নাদিভয়াদহম্।
চেদ্রামঃ স্বয়মাগত্য দর্শনং দাস্যতে মম। ৩২
তদাহং চরণৌ নত্বা দাস্যামি সুতসংযুতঃ।
সর্ব্বং রাজ্যং কুটুম্বঞ্চ ধনং ধান্যং বলং বহু।
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ স্বামিনাপি বিরুধ্যতে।
ধর্ম্মেণ যুদ্ধং তত্রাপি রামদর্শনমিচ্ছতা॥ ৩৪
শত্রুঘ্নাদি প্রবীরাস্তানবধনাহং ক্ষণাদপি।
জিত্বা বধ্নামি মদ্গেহে নো চেদ্রামঃ সমাব্রজেৎ
শেষ উবাচ।
ইতি শ্রুত্বাঙ্গদো ধীমান্ জহাস নৃপতিং তদা।
উবাচ চ মহাবাক্যং মহাধৈর্য্যসমন্বিতম্। ৩৬
অঙ্গদ উবাচ।
বুদ্ধিহীনঃ প্রবদসি বৃদ্ধত্বাৎ সা গতা তব।
যত্ত্বং শত্রুঘ্ননৃপতিং ধিক্করোষি ধিয়া বলী। ৩৭
যো মান্ধাতৃরিপুং দৈত্যং লবণং লীলয়াবধীৎ
যেনানেন জিতাঃ সঙ্খ্যে বৈরিণঃ প্রবলোদ্ধুরাঃ
বিদ্যুন্মালী হতো যেন রাক্ষসঃ কামগে স্থিতঃ
তং ত্বংবধ্নাসি বীরেন্দ্রং মতিহীনঃ প্রভাসি মে
ভ্রাতৃজো যস্য সুবলী পুরুষঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
যেন রুদ্রগণঃ সঙ্খ্যে বীরভদ্রঃ সুতোষিতঃ ॥৪০
বর্ণয়ামি কিমেতস্য পরাক্রান্তং বলোর্জ্জিতাম্
যেন নাস্তি সমঃ পৃথ্ব্যাং বলেন যশসা শ্রিয়া।
হনুমানস্য নিকটে রঘুনাথপদাশ্রিতঃ।
যস্যানেকানি কর্ম্মাণি ভবিষ্যন্তি শ্রুতানি তে।

করিয়াছেন, তদীয় যাগযোগ্য অশ্ব হরণ করিয়া কোথায় যাইবেন? অঙ্গদ ইত্যাদি কহিতে লাগিলে মহীপতি সুরথ তাহাকে কহিলেন,—তুমি সমুদয়ই যথার্থ বলিতেছ, তোমার একটি কথাও মিথ্যা নহে। কিন্তু, হে শত্রুঘ্নপদসেবক! আমারও কথা শুন, আমি যে, ধীমান রামভদ্রের মহা অশ্ব ধারণ করিয়াছি, তাহা শত্রুঘ্নাদির ভয়ে পরিত্যাগ করিব না; যদি স্বয়ং রামচন্দ্র আসিয়া আমায় দর্শন দেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার চরণযুগলে প্রণতিপূর্ব্বক পুত্রগণের সহিত সমুদয় রাজ্য, কুটুম্ব, এবং বহু সংখ্যক সৈন্য ও ধনধান্যাদিও প্রদান করিব। ১৯—৩৩। ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্মই এই যে, স্বামীর সহিতও বিরোধ করিতে পারে, আর এস্থলে ত আমি শ্রীরামের দর্শনাভিলাষী হইয়াই ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিব। শ্রীরাম যদি সমাগত না হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি এখনই ক্ষণমধ্যে শত্রুঘ্নাদি মহা মহা বীরগণকে পরাজয়পূর্ব্বক মদীয় গৃহে বন্ধন করিয়া রাখিব। ধীমান অঙ্গদ এইরূপ কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং নৃপতিকে মহাধীরতাপূর্ণ এইরূপ মহাবাক্য বলিলেন যে, রাজন্! আপনি মহাবলশালী সত্য, কিন্তু আপনি যে স্বীয় বুদ্ধিতে শত্রুঘ্নকে তুচ্ছ করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয় বার্দ্ধক্য হেতু আপনার বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্যই বুদ্ধিহীনের ন্যায় এরূপ প্রলাপ বলিতেছেন। যিনি অবলীলাক্রমে মান্ধাতৃরিপু লবণাসুরকে সংহার করিয়াছেন, যাঁহার হস্তে মহাবলপরাক্রান্ত বহুল বৈরিবৃন্দই সমরে পরাজিত হইয়াছে এবং যিনি কামগবিমানে অবস্থিত রাক্ষসরাজ বিদ্যুন্মালীকে নিহত করিয়াছেন, আপনি সেই বীরেন্দ্রকেও যে বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতেই আমার বোধ হইতেছে, আপনি নিতান্ত নির্ব্বোধ। যিনি সমরে রুদ্রানুচর বীরভদ্রকে যুদ্ধ-কৌশল-প্রদর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছেন, সেই পরমাস্ত্রবিৎ মহাবলশালী পুরুষ যাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, অধিক কি, বল, যশ ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীতে যাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহার বলোদ্দীপিত পরাক্রমের বিষয় আর কি বর্ণন করিব? রাজন্! যাঁহার বহুল অদ্ভুত

সত্রিকূটা রাক্ষসপুর্দ্দগ্ধা যেন ক্ষণাদ্বলাৎ।
অক্ষো যেন হতঃ পুত্রো রাক্ষসেন্দ্রস্য দুর্ম্মতেঃ
দ্রোণো নাম গিরির্যেন পুচ্ছাগ্রেণ সদৈবতঃ।
আনীতো জীবনার্থন্তু সৈনিকানাং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥৪৪
জানাতি রামশ্চারিত্রং নান্যো জানাতী মূঢ়ধীঃ
যং কপীন্দ্রং মনাক্স্বান্তান্ন বিস্মরতি সেবকম্ ॥
সুগ্রীবাদ্যাঃ কপীন্দ্রাশ্চ পৃথ্বীং সর্ব্বাং গ্রসন্তি যে
তে শক্রঘ্নংনৃপংসর্ব্বে সেবন্তে প্রেক্ষণোৎসুকাঃ
কুশধ্বজো নীলরত্নো রিপুতাপো মহাস্ত্রবিৎ।
প্রতাপাগ্র্যঃ সুবাহুশ্চ বিমলঃ সুমদস্তথা ॥ ৪৭
রাজা বীরমণিঃ সত্য-যুক্তো রামস্য সেবকঃ।
এতেঽন্যেঽপি নৃপা ভূমেঃ পতয়ঃ পর্য্যুপাসতে
তত্র ত্বং বীরজলধৌ মশকঃ কো ভবানিতি।

তজ্জ্ঞাত্বা গচ্ছ শক্রঘ্নং কৃপালুং পুত্রকৈর্যুতঃ ॥
বাহং সমর্প্য গন্তাসি রামং রাজীবলোচনম্।
দৃষ্ট্বা কৃতার্থীকুরুষে স্বাঙ্গানি জনুষা সহ ॥ ৫০

শেষ উবাচ।

রাজা প্রোবাচ তং দূতং প্রব্রুবন্তমনেকধা।
এতান্ দর্শয়সি ক্ষিপ্রং সর্ব্বে ন মম গোচরাঃ ॥
যাদৃশং মদ্বলং দূত তাদৃশং ন হনূমতঃ।
যো রামং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাগাদ্যাগস্য পালনে॥
যদ্যহং মনসা বাচা কর্ম্মণা কুতুকান্বিতঃ।
ভজামি রামং তর্হ্যাশু দর্শয়িষ্যতি স্বাং তনুম্॥
অন্যথা হনুমন্মুখ্যা বীরা বদ্ধ্বা মাং বলাৎ।
গৃহ্লন্তু বাহং তরসা রামভক্তিসমন্বিতাঃ ॥ ৫৪
গচ্ছ ত্বং নৃপশক্রঘ্নং কথয়স্ব মমোদিতম্।
সজ্জীভবন্তু সুভটা এষ যামি রণে বলী ॥ ৫৫

কার্য্যসকল আপনার জ্ঞাত আছে ও হইবে, যিনি ক্ষণকালমধ্যেই ত্রিকূটপর্ব্বতের সহিত রাক্ষসপুরী স্বীয় সামর্থ্যে দগ্ধ করিয়াছেন, দুর্ম্মতি রাক্ষসেন্দ্র রাবণের পুত্র অক্ষকুমার যাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে, যিনি সৈনিকগণের জীবনার্থ দেবগণপূর্ণ দ্রোণনামক পর্ব্বতকে বারংবার পুচ্ছাগ্রদ্বারা আনয়ন করিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র যাঁহার অদ্ভুত বলবিক্রমের বিষয় অবগত আছেন, অন্য মূঢ়মতি মানব যাঁহার বিষয় অবিদিত, এবং রঘুনাথ স্বীয় সেবক যে কপীন্দ্রকে ক্ষণকালের জন্যও অন্তরে বিস্মৃত হইতে পারেন না, শ্রীরামচন্দ্রের চরণারবিন্দে একাগ্রহৃদয় সেই হনূমান্ও শক্রঘ্নের নিকট আছেন।৩৪—৪২। সুগ্রীবাদি যে কপীন্দ্রগণ, যাঁহারা সমুদয় পৃথিবীকেই গ্রাস করিতে পারেন, তাঁহারা সকলেও কৃপাকটাক্ষলাভে উৎসুক হইয়া নৃপবর শক্রঘ্নের সেবা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন মহাস্ত্রবিৎ কুশধ্বজ, নীলরত্ন, রিপুতাপ, প্রতাপাগ্র্য, সুবাহু, বিমল, সুমদ, রাজা বীরমণি, শ্রীরামসেবক সত্যবান্ এই সকল নৃপগণ এবং অন্যান্য বহুল ভূপতিগণও শক্রঘ্নের উপাসনা করিতেছেন। অতএব সেই বীরসাগরে মশকোপম আপনি আর কে? এক্ষণে আপনি তদ্বিষয় অবগত হইয়া শরণার্থ পুত্রগণের সহিত কৃপালু শক্রঘ্নের নিকট গমন করুন। আপনি অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া পরে রাজীবলোচন শ্রীরামের নিকট গমন করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া জন্ম ও দেহ সফল করিতে পারিবেন। ৪৩—৫০। সেই দূত অঙ্গদ এইরূপ নানা কথা বলিতে থাকিলে রাজা তাহাকে কহিলেন,—তুমি যে এই সকল নৃপগণের কথা শুনাইতেছ, ইহারা সকলেও আমার গোচর নয়। দূত! আমার যেরূপ বল, যিনি শ্রীরামকে পশ্চাৎ করিয়া তদীয় যজ্ঞরক্ষার্থ আসিয়াছেন, সেই হনূমানের তাদৃশ বল নয়। যদি আমি সমুৎসুক হইয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীরামকে ভজনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি অবিলম্বে আমায় নিজরূপে দর্শন দিবেন। অন্যথা রামভক্ত হনূমান্ প্রভৃতি বীরগণ বাহুবলে আমায় বন্ধন করিবেন এবং অবিলম্বেই যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করিবেন। তুমি এক্ষণে নৃপবর শক্রঘ্নের নিকট গমন কর, এবং তাঁহাকে আমার এই কথা বলিও যে, যোদ্ধৃবৃন্দ যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত হউক, আমি

স বিচার্য্য যথাযুক্তং করিষ্যতি রণাঙ্গনে।
মোচয়ত্ত্ব মহাবাহুং ন বা মামাদদস্তু তে। ৫৬

শেষ উবাচ।

ইতিক্রুত্বা স্মিতং কৃত্বা যযৌ বীরো যতো নৃপঃ
গত্বা নিবেদয়ামাস যথোক্তং সুরথেন বৈ। ৫৭
তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য সুরথস্যাঙ্গদাননাৎ।
সজ্জীভূতা রণে সর্ব্বে রথস্থা রণকোবিদাঃ। ৫৮
পটহানাং নিনাদোঽভূদ্‌ভেরীনাদস্তথৈব চ।
বীরাণাং গর্জ্জনা নাদাঃ প্রাদুর্ভূতা রণাঙ্গনে। ৫৯
রথচীৎকারশব্দেন গজানাং বৃংহিতেন চ।
ব্যাপ্তং তৎসকলং বিশ্বং দিবং যাতো মহারবঃ
রণোৎসাহেন সংযুক্তা বীরা রণবিশারদাঃ।
কুর্ব্বন্তি বিবিধান্নাদান্ কাতরস্য ভয়ঙ্করান্। ৬১
এবং কোলাহলে বৃত্তে সুরথো নাম ভূমিপঃ।

এখনই সসৈন্যে রণক্ষেত্রে যাইতেছি। তিনি বিচারপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন, হয় তাঁহারা বাহুবলে অশ্বকে মোচন করুন, না হয় আমাকে ধৃত করুন। বীরবর অঙ্গদ এই কথা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া শক্রঘ্নের নিকট গমন করিলেন এবং গমনান্তে সুরথ যেরূপ বলিয়াছিলেন তৎসমুদয় নিবেদন করিলেন। তখন অঙ্গদের মুখে সুরথের বাক্য শ্রবণ করিয়া রণকোবিদ সমুদয় বীরগণই সমরার্থ সজ্জীভূত হইয়া রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই সমরাঙ্গনে বহুল পটহ ও ভেরীধ্বনি এবং বীরগণের সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর যোদ্ধৃবৃন্দের চীৎকারশব্দে এবং মাতঙ্গনিচয়ের বৃংহিতধ্বনিতে সমুদয় ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, অধিক কি সেই মহারব সুরপুরেও উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে রণবিশারদ সমুদয় বীরগণই রণোৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ভীরুগণের ভয়প্রদ নানাবিধ চীৎকারধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৫৭—৬১। এইরূপ সমর-কোলাহল উপস্থিত হইলে ভূপতি

স্বপুত্রৈঃ সৈনিকৈশ্চাথ বৃতঃ প্রায়াদ্রণাঙ্গনম্।
গজৈ রথৈর্হয়ৈঃ পত্তিব্রজৈঃ পূর্ণাস্তু মেদিনীম্।
কুর্ব্বন সমুদ্র ইব তাং পাবয়ন্ দদৃশে ভটৈঃ।
শঙ্খনাদেন সংঘুষ্টং জয়নাদৈস্তথৈব চ।
বীক্ষ্য তং প্রধনোদ্যুক্তং সুমতিং প্রাহ
ভূমিপঃ। ৬৪

শক্রঘ্ন উবাচ।

এষ রাজা সমায়াতো মহাসেনাপরীবৃতঃ।
অত্র যৎ কৃত্যমস্মাকং তদ্‌বদস্ব মহামতে। ৬৫

সুমতিরুবাচ।

যোদ্ধব্যমত্র বহুভির্ব্বীরৈ রণবিশারদৈঃ।
পুষ্কলাদিভিরত্যুগ্রৈঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদৈঃ। ৬৬
রাজ্ঞা সহ সমীরস্য পুত্রঃ পরমশৌর্য্যবান্।
যুদ্ধং করোতু সুবলঃ পরযুদ্ধবিশারদঃ। ৬৭

শেষ উবাচ।

ইতি ব্রুবতে মহামাত্যো যাবত্তাবন্নৃপাত্মজাঃ।
রণাঙ্গনে ধনুর্ম্মধ্যা স্ফারয়ামাসুরুদ্ধতাঃ। ৬৮

সুরথও স্বীয় পুত্রগণ ও সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিনিচয়ে মেদিনী পূর্ণ করত যখন রণাঙ্গনে আগমন করিতে লাগিলেন, তখন শক্রঘ্নের সৈন্যগণ তাঁহাকে দেখিল যেন সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া ভূমণ্ডল প্লাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তৎকালে চতুর্দ্দিকে বীরগণের জয়ধ্বনি-সংকারে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। এদিকে ভূপতি শক্রঘ্ন সুরথরাজকে এইরূপ যুদ্ধোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া সুমতিকে কহিলেন,—হে মহামতে! এই রাজাও বিপুল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমাগত হইতেছেন, এক্ষণে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য বল। সুমতি কহিলেন,—সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ রণবিশারদ মহাপরাক্রান্ত পুষ্কলাদি বহুল বীরগণেরই এস্থলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। মহাবলশালী মহাযুদ্ধ-বিশারদ পরম শৌর্য্যবান্ সমীরনন্দন হনুমান্ রাজার সহিত যুদ্ধ করুন। অমাত্যবর সুমতি যেমন এইরূপ বলিতেছেন, অমনি বাহুবলোদ্ধত সুরথরাজের কুমারগণ রণাঙ্গনে

তান্ বীক্ষ্য যোধাঃ সুবলাঃ পুষ্কলাদ্যা বলোৎকটাঃ।
অভিজগ্মুঃ স্যন্দনৈঃ স্বৈর্দ্ধনূংষি দধতো মতাঃ॥
চম্পকেন সমং বীরঃ পুষ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
দ্বৈরথেনৈব যুযুধে মহাবীরেণ পালিতঃ॥ ৭০
মোহকং যোধয়ামাস জানকিঃ সকুশধ্বজঃ।
রিপুঞ্জয়েন বিমলো দুর্ব্বারেণ সুবাহুকঃ॥ ৭১
প্রতাপিনা প্রতাপাগ্র্যো বলমোদেন চাঙ্গদঃ।
হর্য্যক্ষেণ নীলরত্নঃ সহদেবেন সত্যবান্॥ ৭২
রাজা বীরমণির্ভূরিদেবেন যুযুধে বলী।
অসুতাপেন চোগ্রাশ্বো যুযুধে বলসংযুতঃ॥ ৭৩
দ্বৈরথেন মহদ্যুদ্ধমকুর্ব্বন্ যুদ্ধকোবিদাঃ।
সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকুশলাঃ সর্ব্বে বুদ্ধিবিশারদাঃ॥ ৭৪
এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে সুরথস্য সুতৈস্তদা।
অত্যন্তং কদনং তত্র বভূব মুনিসত্তম॥ ৭৫
পুষ্কলশ্চম্পকং প্রাহ কিন্নামাসি নৃপাত্মজ।
ধন্যোঽসি যো ময়া সার্দ্ধং রণমধ্যমুপেয়িবান্॥
ইদানীং তিষ্ঠ কিং ধাসি কথং তে জীবিতং ভবেৎ।
এহি যুদ্ধং ময়া সার্দ্ধং সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদ॥ ৭৭
ইত্যভিব্যাহৃতং তস্য শ্রুত্বা রাজাত্মজো বলী।
জগাদ পুষ্কলং বীরো মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ৭৮

চম্পক উবাচ।

ন চ নাম্না কুলেনেদং যুদ্ধমত্র ভবিষ্যতি।
তথাপি তব বক্ষ্যেঽহং স্বনাম বলপূর্ব্বকম্॥ ৭৯
মম মাতা রঘোর্নাথো মৎপিতা রাঘবঃ স্মৃতঃ।
মম বন্ধু রামভদ্রঃ স্বজনো মম রাঘবঃ॥ ৮০
মন্নাম রামদাসোঽস্মি সদা রামস্য সেবকঃ।
তারয়িষ্যতি মাং যুদ্ধে রামো ভক্তকৃপাকরঃ॥
লোকানাং মতমাস্থায় প্রব্রবীমি তবাধুনা।
সুরথস্য সুতো রাজ্ঞো মাতা বীরবতী মম॥ ৮২
মন্নাম যো মধ্যে সর্ব্বান্ শোভনান্ বিদধাতি চ

স্ব স্ব ধনু বিস্ফারিত করিলেন। এদিকে বলোদ্ধত পুষ্কলাদি বীরগণ, তাদৃশ রাজকুমারগণকে দেখিয়া শক্রঘ্নের মতানুসারে শরাসন ধারণ করিয়া স্ব স্ব রথাধিরোহণে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর পরমাস্ত্রবিৎ বীরবর পুষ্কল মহাবীরগণে পরিরক্ষিত হইয়া রাজকুমার চম্পকের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জনক-বংশধর কুশধ্বজ মোহকের সহিত, বিমল রিপুঞ্জয়ের সহিত, সুবাহু দুর্ব্বারের সহিত, প্রতাপাগ্র্য প্রতাপীর সহিত, অঙ্গদ বলমোদের সহিত, নীলরত্ন হর্য্যক্ষের সহিত, সত্যবান্ সহদেবের সহিত, মহাবলশালী রাজা বীরমণি ভূরিদেবের সহিত এবং মহাবল-সমন্বিত উগ্রাশ্ব অসুতাপের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬২—৭৩। সর্ব্ববিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুনিপুণ যুদ্ধবিশারদ সেই সকল বীরগণ এবম্প্রকারে ভীষণ দ্বৈরথযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মুনিবর! তৎকালে সুরথের পুত্রগণের সহিত এবংবিধ তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইলে তথায় ভীষণ মহামার উপস্থিত হইল। কিয়ৎকালের পর পুষ্কল চম্পককে কহিলেন,—নৃপাত্মজ! তোমার নাম কি? তুমি যখন আমার সহিত সংগ্রামার্থ রণস্থলে আসিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য। ওহে সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদ! এক্ষণে কিয়ৎকাল অবস্থান কর, কি জন্য স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইতেছ? কি প্রকারে আজ তোমার জীবনরক্ষা হইবে? এস, আমার সহিত যুদ্ধ কর। মহাবলশালী বীরবর রাজকুমার চম্পক পুষ্কলের ঈদৃশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘগম্ভীর বচনে তাঁহাকে কহিলেন,—এক্ষণে নাম বা কুল লইয়া ত যুদ্ধ হইবে না, ভাল, তথাপি আমি বলপূর্ব্বক তোমায় স্বনাম বলিতেছি শুন। যথার্থরূপে রঘুনাথই আমার মাতা ও পিতা এবং রামভদ্রই আমার বন্ধু ও স্বজন। আমার নাম রামদাস, আমি সর্ব্বদাই শ্রীরামের সেবায় নিযুক্ত আছি, ভক্তবৎসল সেই রামই আমাকে যুদ্ধে পরিত্রাণ করিবেন। এক্ষণে লোক-ব্যবহারানুসারে তোমায় নিজনামাদি বলিতেছি, আমি সুরথরাজের পুত্র, আমার মাতার নাম বীরবতী। মন্নামায় যে পুষ্প,

মধুপা যৎপ্রসাদ্বাসং ত্যজন্তি মধুমোহিতাঃ॥ ৮৩
বর্ণেন স্বর্ণসদৃশো মধ্যে লিঙ্গবপুর্দ্ধরঃ।
তদাখ্যয়াভিধাং বীর জানীহি মম মোহিনীম্॥
যুধ্যস্ব বাণৈঃ প্রধনে ন কো জেতুং হি মাং ক্ষমঃ
ইদানীং দর্শয়িষ্যামি স্বপরাক্রমমদ্ভুতম্॥ ৮৫

শেষ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা মহদ্বাক্যং পুষ্কলো হৃদি তোষিতঃ।
তং দুর্জ্জয়ং মন্যমানঃ শরান্মুঞ্চন্ রণেঽভবৎ॥
শরসঙ্ঘং প্রমুক্তং তং কোটিশো পুষ্কলো বলী।
চম্পকঃ কোপসংযুক্তো ধনুঃ সজ্যমথাকরোৎ॥
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ বৈরিবৃন্দবিদারণান্।
স্বনামচিহ্নিতান্ স্বর্ণ-পুঙ্খভাগসমন্বিতান্॥ ৮৮
তাংশ্চিচ্ছেদ মহাবীরঃ পুষ্কলঃ প্রধনাঙ্গনে।
শরান্ধকারং সর্ব্বত্র মুঞ্চন্ বাণান্ শিলাশিতান্
স্ববাণচ্ছেদনং দৃষ্ট্বা কৃতং বীরেণ চম্পকঃ।
আহ্বয়ামাস বলিনং পুষ্কলং কোপপূরিতঃ॥৯০
মা প্রযাহি রণং ত্যক্ত্বেতি ব্রুবন্ স পুনঃপুনঃ।
পুষ্কলং হৃদয়ে বাণৈর্বিব্যাধ দশভিস্ত্বরন্॥ ৯১
তে বাণাঃ পুষ্কলস্যাহো হৃদয়ে তীব্রগামিনঃ।
আগত্য হৃদয়ে লগ্নাঃ শোণিতং পপুরূর্জ্জিতম্॥
তৈর্ব্বাণৈর্ব্যথিতো বীরঃ শরান্ পঞ্চ সমাদদে।
সুতীক্ষ্ণাগ্রান্ মহাকোপাত্ত্বরয়ন্ পর্ব্বতানিব॥৯৩
তে বাণাস্তস্য বাণাশ্চ পরস্পরমথোর্জ্জিতাঃ।
আকাশে রচিতাশ্ছিন্নাঃ শতধা রাজসূনুনা॥৯৪
ছিত্বা বাণান্ সুতীক্ষ্ণাগ্রান্ সুরথাঙ্গোদ্ভবো বলী
বাণান্ শতং সমাধত্ত পুষ্কলং তাড়িতুং হৃদি॥
তে বাণাঃ শতধাচ্ছিন্নাঃ পুষ্কলেন মহাত্মনা।
অপতন্ সমরোপান্তে শরবাধাপ্রপীড়িতাঃ॥৯৬

বসন্তে নিকটস্থ সমুদয় প্রদেশকে শোভিত করে, মধুপগণ যাহার মধুপানাভিলাষে মোহিত হইয়া স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করে, যাহার বর্ণ স্বর্ণসদৃশ, এবং যাহার মধ্যস্থল লিঙ্গাকারধারী, হে বীর! তাহার নামেই আমার মনোহর নাম জানিবে। এক্ষণে এই যুদ্ধক্ষেত্রে শরনিচয় দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ কর, স্থির জানিও আমাকে জয় করিতে কেহই সক্ষম নহে, আমি এখনই স্বীয় অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করাইব। ৭৪—৮৫। পুষ্কল চম্পকের এতাদৃশ মহৎ বাক্য শ্রবণে মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দুর্জ্জয় বোধ করত শরক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পুষ্কল কোটি কোটি শরনিক্ষেপ করত তাহাকে প্রহার করিলে চম্পকও ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুতে জ্যারোপণপূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ-শোভিত স্বনাম-চিহ্নিত বৈরিবিদারক নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর পুষ্কল, চম্পকমুক্ত তৎসমুদয় শরনিচয়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অসীম শানিত শর মোচন করত সেই সমরক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই শরান্ধকার প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন চম্পক, বীরবর পুষ্কল স্বীয় শরসমুদয় ছেদন করিল দেখিয়া কোপপূর্ণ হৃদয়ে সেই মহাবলশালী পুষ্কলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং "বীর! সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিও না।" পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিয়া ত্বরিতভাবে দশশরে পুষ্কলের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণসকল তীব্রবেগে আগমনপূর্ব্বক পুষ্কলের হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া প্রভূত রুধির পান করিয়াছিল। তখন বীরবর পুষ্কল, সেই বাণপ্রহারে ব্যথিত হইয়া নিরতিশয় ক্রোধভরে পর্ব্বতবৎ সুদৃঢ় সুতীক্ষ্ণাগ্র পঞ্চ শর গ্রহণ করত সন্ধান করিলেন। অনন্তর তদ্বাণনিচয় এবং চম্পক-নিক্ষিপ্ত বাণনিচয়ও আকাশমণ্ডলে পরস্পর মিলিত হইয়া সমধিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রাজকুমার চম্পক এইরূপে পুষ্কলের বাণসকল শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল সুরথনন্দন, পুষ্কল-প্রেরিত সুতীক্ষ্ণ বাণসকল ছিন্ন করিয়াই পুষ্কলহৃদয়ে প্রহারার্থ এককালে শতবাণ সন্ধান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা পুষ্কল-কর্ত্তৃক সেই সকল বাণও শতধা ছিন্ন হইয়া সমরোপান্তে পতিত হইল এবং পতনসময়ে সেই ছিন্নাংশ-

তদা তৎ সুমহৎ কর্ম্ম দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ সুতো বলী
সহস্রেণ শরাণাঞ্চাতাড়য়দ্বক্ষসি স্ফুটম্ ॥ ৯৭
তানপ্যাশু প্রচিচ্ছেদ পুষ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
ততোঽত্যন্তং প্রকুপিতঃ শরবৃষ্টিমথাকরোৎ ॥
শরবৃষ্টিং সমায়ান্তীং মত্বা চম্পকবীরহা।
সাধু সাধু প্রশংসংস্তং পুষ্কলং সমতাড়য়ৎ ॥ ৯৯
পুষ্কলশ্চম্পকং দৃষ্ট্বা মহাবীর্য্যসমন্বিতম্।
ব্রহ্মণোঽস্ত্রং সমাধত্ত স্বচাপে সর্ব্বশস্ত্রবিৎ ॥১০০
তেন মুক্তং মহাস্ত্রং তৎ প্রজজ্বাল দিশো দশ।
খং রোদসী ব্যাপ্য বিশ্বং প্রলয়ং কর্ত্তুমুদ্যতম্ ॥
চম্পকো মুক্তমস্ত্রং তদ্দৃষ্ট্বা সর্ব্বাস্ত্রকোবিদঃ।
তৎ সংহর্ত্তুং তদেবাস্ত্রং মুমোচ রিপুমুদ্যতম্ ॥
দ্বয়োরেকতমং তেজঃ প্রলয়ং মেনিরে জনাঃ।
সঞ্জহার তদাস্ত্রাস্ত্রমেকীভূতং পরাস্ত্রকম্ ॥১০২

তৎ কর্ম্ম চাদ্ভুতং দৃষ্ট্বা পুষ্কলস্তিষ্ঠতিষ্ঠ চ।
ব্রুবন্ শরানমেয়াংস্ত চম্পকং স ক্রুধাহনৎ ॥
চম্পকস্তান্ শরান্ মুক্তানগণয্য মহামনাঃ।
রামাস্ত্রং প্রমুমোচাথ পুষ্কলং প্রতি দারুণম্ ॥
তন্মুক্তমস্ত্রমালোক্য চম্পকেন মহাত্মনা।
ছেত্তুং যাবন্মনশ্চক্রে তাবদ্‌গ্রস্তঃ শরেণ সঃ ॥
বদ্ধশ্চম্পকবীরেণ রথে স্বে স্থাপিতঃ পুনঃ।
পুরং প্রেষয়িতুং তাবন্মনশ্চক্রে মহামনাঃ ॥১০৭
হাহাকারো মহানাসীদ্বদ্ধে পুষ্কলসংজ্ঞকে।
শত্রুঘ্নং প্রযযুর্যোধাঃ পলায়নপরায়ণাঃ ॥১০৮
ভগ্নাংস্তান্ বীক্ষ্য শত্রুঘ্নো হনূমন্তমুবাচ হ।
কেন বীরেণ মে ভগ্নং বলং বীরৈরলঙ্কৃতম্ ॥
তঙ্গোবাচ মহীনাথং পুষ্কলং পরবীরহা।
বদ্ধা নয়তি বীরোঽসৌ চম্পকঃ স্বপদোদ্ধুরঃ ॥

সকলও পুষ্কলের শরতাড়নে জর্জ্জরিত হইয়া গেল। ৮৬—৯৬। তখন মহাবল রাজকুমার পুষ্কলের সেই সুমহৎ কার্য্য দর্শনে যুগপৎ সহস্রশরে তদীয় বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পরমাস্ত্রবিৎ পুষ্কল সেই শরসমূহকেও সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তখন বীরহন্তা চম্পক, সেই শরবৃষ্টিকে আসিতে দেখিয়া পুষ্কলকে বারংবার সাধুবাদপ্রদানে প্রশংসা করিতে করিতে শরাঘাতে সম্যক্‌রূপে প্রপীড়িত করিলেন। তৎকালে সর্ব্বশস্ত্রবিৎ পুষ্কল, চম্পককে অসীমবীর্য্যশালী দেখিয়া স্বীয় শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। অনন্তর পুষ্কলমুক্ত সেই মহাস্ত্র অখিল বিশ্বসংহারার্থই যেন আকাশ ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করত দশদিক্ উদ্ভাসিত করিল। তখন সর্ব্বাস্ত্রকোবিদ চম্পকও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত দেখিয়া তৎসংহারার্থ বিনাশোদ্যত রিপু-উদ্দেশে তদস্ত্রই নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই উভয় অস্ত্রেরই প্রবলতম তেজ দেখিয়া তত্রত্য সকল লোকই প্রলয়কাল উপস্থিত মনে করিল। পরে উভয়াস্ত্রই একীভূত হইয়া উভয়াস্ত্রকে সংহার করিল। তখন পুষ্কল চম্পকের সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে সক্রোধে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া চম্পক-উদ্দেশে অমেয় শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। মহামনা চম্পক পুষ্কল-নিক্ষিপ্ত সেই শরসমূহকে অগ্রাহ্য করিয়া পুষ্কলোদ্দেশে সুদারুণ রামাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন পুষ্কল মহাত্মা চম্পক-নিক্ষিপ্ত সেই রামাস্ত্র দর্শনে যেমন তাহা ছেদন করিতে অভিলাষ করিলেন, অমনি তদস্ত্রে বদ্ধ হইলেন।৯৭—১০৬। মহামনা চম্পক, পুষ্কলকে এইরূপে বদ্ধ করিয়া স্বীয় রথে স্থাপনপূর্ব্বক নগরমধ্যে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে পুষ্কল বদ্ধ হইলে চতুর্দ্দিকে ভীষণ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল এবং যোদ্ধৃবৃন্দ পলায়ন করত শত্রুঘ্নের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন শত্রুঘ্ন যোধগণকে ভগ্ন দেখিয়া হনূমান্‌কে কহিলেন,—বীরবৃন্দে অলঙ্কৃত মদীয় সৈন্য কোন্ বীর ভগ্ন করিল? তখন হনূমান্ মহীপতি শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—প্রভো! স্বকার্য্য-সাধনোদ্যত পরবীরঘাতী বীরবর চম্পক পুষ্কলকে বন্ধন করিয়া নিজপুরে লইয়া যাইতে উদ্যত

তস্যৈতদ্বাক্যমাকর্ণ্য শত্রুঘ্নঃ কোপসংযুতঃ।
উবাচ পবনোদ্ভূতং মোচয়াশু নৃপাত্মজাৎ ॥১১১
মহাবলঃ সুতশ্চাস্য বদ্ধা যঃ পুষ্কলং ভটম্।
তস্মান্মোচয় বীরাগ্র্য কথং তিষ্ঠসি চাহবে ॥
এতদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য হনুমানোমিতি ব্রুবন্।
জগাম তং মোচয়িতুং পুষ্কলং চম্পকান্তিকাৎ ॥
হনুমন্তমথালোক্য তং মোচয়িতুমাগতম্।
বাণৈঃ শতৈশ্চ সাহস্রৈর্জঘান পরকোপণঃ ॥
বাণাংস্তান্ স বভঞ্জাশু মুক্তাংস্তেন মহাবলঃ।
পুনরপ্যেবমেবাশু বাণান্ মুঞ্চন্ মহানভূৎ ॥
তান্ সর্ব্বাংশ্চূর্ণয়ামাস নারাচান্ বৈরিমোচিতান
শালং করে সমাধৃত্য জঘান নৃপনন্দনম্ ॥১১৬
শালং তেন বিনির্ম্মুক্তং তিলশঃ কৃতবান্ বলী।
গজো হনুমতা মুক্তো নৃপনন্দনমস্তকে ॥১১৭
সোঽপ্যাহতশ্চম্পকেন মৃতো ভূমৌ পপাত সঃ
শিলাঃ স মোচয়ামাস হনুমান্ পরমাস্ত্রবিৎ ॥
চম্পকস্তাঃ শিলাঃ সর্ব্বাঃ ক্ষণাচ্চূর্ণিতবান্ ভৃশম্
বাণযন্ত্রিকয়া ব্রহ্মন্ মহচ্চিত্রমভূদিদম্ ॥ ১১৯
স্বমুক্তাস্তাঃ শিলাঃ সর্ব্বাশ্চূর্ণিতা বীক্ষ্য মারুতিঃ
চুকোপ হৃদয়েঽত্যন্তং বহুবীর্য্যমিতি স্মরন্ ॥
আগত্য চ করে ধৃত্বা নভস্যুৎপতিতঃ কপিঃ।
তাবদ্যযৌ নেত্রপথাদুপরি ক্ষিপ্রবেগবান্ ॥১২১
চম্পকস্তং হনুমন্তং যুযুধে নভসি স্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন মহতা তাড়িতঃ কপিপুঙ্গবঃ ॥ ১২২
চুকোপ মানসে বীরো গর্ব্বপর্ব্বতদারণঃ।
পদা ধৃত্বা চম্পকং তং তাড়য়ামাস ভূতলে ॥
তাড়িতোঽসৌ কপীন্দ্রেণ ক্ষণাদুত্থায় বেগবান
হনুমন্তস্থ লাঙ্গুলে ধৃত্বা বভ্রাম সর্ব্বতঃ ॥ ১২৪

হইয়াছে। শত্রুঘ্ন হনুমানের এতদ্বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পবননন্দনকে কহিলেন,—শীঘ্র পুষ্কলকে নৃপকুমার হইতে মুক্ত কর। যে বীরবর পুষ্কলকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সুরথের সেই পুত্র নিশ্চয়ই মহাবল-পরাক্রান্ত, অতএব হে বীরাগ্রগণ্য। কিজন্য সমরে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছ, ত্বরায় মোচন কর। তখন হনুমান্ এতদ্বাক্য শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া বীরবর চম্পকের হস্ত হইতে পুষ্কলকে মোচন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর চম্পক, হনুমানকে পুষ্কলের মোচনার্থ আগত দর্শনে সাতিশয় কোপান্বিত হইয়া শতসহস্র বাণে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল হনুমানও চম্পকনিক্ষিপ্ত বাণসকল অবিলম্বে ভগ্ন করিয়া ফেলিলে চম্পক তৎক্ষণাৎ পুনরপি তদ্রূপ অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। হনুমান্ বৈরিনিক্ষিপ্ত সেই সকল লৌহময় বাণও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং হস্তে শালবৃক্ষ ধারণ করত তদ্দ্বারা রাজকুমারকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর মহাবলশালী চম্পক, হনুমানের নিক্ষিপ্ত সেই শালবৃক্ষকেও তিল তিল প্রমাণে খণ্ড করিলে হনুমান তদীয় মস্তকোদ্দেশে এক প্রকাণ্ড মাতঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। পরে চম্পকের শরাঘাতে সেই মাতঙ্গও যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, তখন হনুমান শিলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত্রবিৎ চম্পক ক্ষণকালমধ্যেই সেই সমুদয় শিলাখণ্ডও বাণযন্ত্রিক দ্বারা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; ব্রহ্মন্। তৎকালে উহা এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া বোধ হইয়াছিল ১০৭—১১৯

তখন মারুতি, স্বমুক্ত শিলা সমস্ত চূর্ণিত দেখিয়া চম্পকের বীর্য্য অসীম বিবেচনা করত অন্তরে সাতিশয় কুপিত হইলেন। অনন্তর কপিবর হনুমান মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক চম্পকের কর ধারণ করিয়া নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া নেত্রপথের অতীত হইলেন। পরে চম্পক নভোমণ্ডলে থাকিয়াই হনুমানের সহিত ঘোরতর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাকে বৈরিগর্ব্বরূপ পর্ব্বত-ভেদী মহাবীর কপিবর তাড়িত হওয়ায় অন্তরে সাতিশয় কুপিত হইয়া পাদপ্রহারে চম্পককে ভূতলে তাড়িত করিলেন। তখন চম্পক এইরূপে তাড়িত হইয়াও ক্ষণমধ্যে

কপীন্দ্রস্তদ্বলং বীক্ষ্য হসন পাদেহগ্রহীৎ পুনঃ।
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং গঙ্গোপস্থে হ্যপাতয়ৎ ॥১২৫
পপাত ভূমৌ সুবলো রাজসূনুঃ স চম্পকঃ।
মূর্চ্ছিতো বীরভূষাঢ্যমলঙ্কুর্বন রণাঙ্গনম্ ॥১২৬
তদা হাহেতি বৈ লোকাশ্চুক্রুশুশ্চম্পকানুগাঃ
পুষ্কলং মোচয়ামাস বদ্ধং চম্পকপাশতঃ। ১২৭

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

চম্পকং পতিতং দৃষ্ট্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়ো বলী
পুত্রদুঃখপরীতাঙ্গো জগাম স্যন্দনস্থিতঃ ॥ ১
কপীন্দ্রমাজুহাবাথ সুরথঃ কোপসংযুতঃ।
নিশ্বাসাংশ্চ বহূন্ মুঞ্চন্ সহ বলসমন্বিতঃ। ২
আহ্বয়ানং নৃপং দৃষ্ট্বা নিজং বীরঃ কপীশ্বরঃ।
জগাম তং মহাবাবীরো মহাবেগসমন্বিতঃ ॥ ৩
তমাগতং হনূমন্তং তৃণীকুর্ব্বন্তমুদ্ভটান্।
উবাচ সুরথো রাজা মেঘগম্ভীরসুস্বরঃ। ৪

সুরথ উবাচ।

ধন্যোঽসি কপিবর্য্য ত্বং মহাবলপরাক্রম।
যেন রামমহৎকৃত্যং কৃতং রাক্ষসকে পুরে। ৫
ত্বং রামচরণস্যাসি সেবকো ভক্তিসংযুতঃ।
ত্বয়া বীরেণ মৎপুত্রঃ পাতিতশ্চম্পকো বলী ।৬
ইদানীং ত্বাঞ্চ সম্বধ্য গন্তাস্মি নগরে মম।
যত্নাত্তিষ্ঠ কপীশ ত্বং সত্যমুক্তং ময়া স্মৃতম্। ৭
ইতি ভাষিতমাকর্ণ্য সুরথস্য কপীশ্বরঃ।
উবাচ ধীরয়া বাণ্যা রণে বীরৈকভূষিতে। ৮

সবেগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হনুমানের লাঙ্গুল ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। অনন্তর হনুমান্ চম্পকের সামর্থ্য দর্শনে আন্তরিক সন্তোষহেতু হাস্য করিতে করিতে তাঁহার পাদ ধারণপূর্ব্বক তদপেক্ষা শতগুণ ভ্রমণ করাইয়া পুনরপি গঙ্গোপস্থে পাতিত করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত রাজকুমার চম্পক মূর্চ্ছিত হইয়া বীরগণ-ভূষিত রণাঙ্গনকে সমধিক অলঙ্কৃত করত ভূমিতলে পতিত হইলেন। তৎকালে চম্পকানুগামী সকল লোকই হাহাকার শব্দে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, এদিকে হনুমান বন্ধনপ্রাপ্ত পুষ্কলকে চম্পকপাশ হইতে মুক্ত করিলেন। ১২০—১২৭।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—অনন্তর মহাবল-শালী রাজা সুরথ চম্পককে পতিত দর্শনে পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া রথারোহণে তৎ-সন্নিধানে গমন করিলেন। পরে সেই মহাবলসম্পন্ন সুরথ রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কপিবর হনুমান্‌কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনন্তর, নৃপতি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন শুনিয়া মহাবীর কপিবর দ্রুত-বেগে তৎসন্নিধানে গমন করিলেন। তখন রাজা সুরথ, বীরগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করত হনুমান্‌কে আগত দেখিয়া মেঘগম্ভীর-স্বরে বলিলেন, ওহে মহাবলপরাক্রম কপিবর। তুমিই ধন্য, যেহেতু তুমি রাক্ষস-পুরে শ্রীরামচন্দ্রের মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছ। তুমি যখন মহাবলশালী মদীয় পুত্র চম্পককে পাতিত করিয়াছ, তখন তুমি শ্রীরামের যথার্থই ভক্ত চরণসেবক। কিন্তু হে কপীশ! আমি এক্ষণে তোমাকে বন্ধন করিয়া নিজ নগরে লইয়া যাইব, তুমি সাবধানে অবস্থান কর, নিশ্চয় জানিবে, যাহা আমি বলিলাম তাহা সত্য। কপিবর হনুমান্, সুরথের এই কথা শুনিয়া সেই বীরগণ-ভূষিত সমরক্ষেত্রমধ্যে ধীর বচনে

হনূমানুবাচ।
ত্বং রামচরণধ্যায়ী বয়ং রামস্য সেবকাঃ।
বধ্নাসি চেন্মাং প্রসভং মোচয়িষ্যতি মৎপ্রভুঃ।
কুরু বীর ভবৎস্বান্তস্থিতং সত্যং প্রতিজ্ঞতম্।
রামং স্মরন্ন বৈ দুঃখং যাতি বেদা বদন্ত্যদঃ॥১১
শেষ উবাচ।
ইতি ব্রুবন্তং সুরথঃ প্রশস্য পবনাত্মজম্।
বিব্যাধ বাণৈর্বহুভিঃ শিতৈঃ শানেন দারুণৈঃ
তান্ মুক্তানগণয্যাথ বাণান্ শোণিতপাতিনঃ।
করে জগ্রাহ কোদণ্ডং সজ্যং শরসমন্বিতম্॥১২
গৃহীত্বা করয়োশ্চাপং বভঞ্জ কুপিতঃ কপিঃ।
চীৎকুর্বংস্ত্রাসয়ন্ বীরান্নখৈর্দীর্ণান্ সৃজন্ ভটান্॥১৩
তেন ভগ্নং ধনুর্দৃষ্ট্বা স্বকীয়ং গুণসংযুতম্।
অপরং ধনুরাদত্ত মহদ্গুণবিভূষিতম্॥১৪
তচ্চাপি জগৃহে রোষাৎ কপিশ্চাপং বভঞ্জ তৎ
অন্যচ্চাপং সমাদত্ত তদ্বভঞ্জ মহাবলঃ॥১৫
তস্মিংশ্চাপে প্রভগ্নেঽপি সোঽন্যদ্ধনুরুপাদদৎ
সোঽপি চাপং বভঞ্জাশু মহাবেগসমন্বিতঃ॥১৬
এবং রাজন্য চাপানামশীতির্বিদলীকৃতা।
ক্ষণে ক্ষণে মহারোষাৎ কুর্বন্নাদাননেকশঃ॥১৭
তদাত্যন্তং প্রকুপিতঃ শক্তিমুগ্রামথাদদে।
শক্ত্যা স তাড়িতো বীরঃ পপাত ক্ষণমুৎসুকঃ
উত্থায় স্যন্দনং রাজ্ঞো জগ্রাহ কুপিতো ভৃশম্।
উড্ডীনস্তং গৃহীত্বা তু সমুদ্রমতিবেগতঃ॥১৯
তমুড্ডীনং সমালক্ষ্য সুরথঃ পরবীরহা।
তাড়য়ামাস পরিঘৈর্হৃদি মারুতিমুদ্যতম্॥২০
মুক্তস্তেন রথো দূরাচ্চূর্ণীভূতোঽভবৎ ক্ষণাৎ
সোঽন্যং রথং সমারুহ্য যযৌ বেগাৎ সমীরজম্।

বলিলেন,—তুমিও সতত শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-ধ্যানকারী এবং আমরাও তাঁহার সেবক, এজন্য সহসা তুমি যদি আমায় বন্ধনই কর, আমার প্রভুই আমায় মোচন করিবেন। অতএব হে বীর! ভবদীয় হৃদয়স্থিত প্রতিজ্ঞা সত্য কর। বেদে কথিত আছে যে, শ্রীরামকে স্মরণ করিলে কাহারও কোন দুঃখ থাকে না।১১—১০। পবননন্দন হনূমান্ এই-রূপ বলিতে থাকিলে নৃপবর সুরথ তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বহুল শিলাশানিত সুদারুণ শরে তদীয় বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর কপিবর কুপিত হইয়া সেই শরনিচয় অগ্রাহ্য করিয়া এক হস্তে তদীয় শরসমন্বিত সজ্য শরাসন গ্রহণ করিলেন, এবং নখাঘাতে বীরগণকে বিদীর্ণ ও চীৎকারধ্বনিতে ত্রাসিত করত উভয় হস্তে সেই চাপ ধারণপূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে হনূমান্, স্বীয় জ্যাসমন্বিত ধনুঃ ভগ্ন করিল দেখিয়া নৃপবর, গুণ-বিভূষিত অপর এক মহৎ ধনু গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মহাবল হনূমান্ রোষভরে তাহাও গ্রহণপূর্ব্বক ভগ্ন করায় সুরথ যেমন অপর ধনু গ্রহণ করিলেন, অমনি হনূমান্ তাহাও ভগ্ন করিয়া দিলেন। সেই শরাসন ভগ্ন হইলে পরও সুরথ অন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু হনূমান্ তৎক্ষণাৎ মহাবেগে তাহাও চূর্ণ করিয়া দিলেন। হনূমান্ নিরতিশয় রোষভরে ক্ষণে ক্ষণে ঘন ঘন সিংহনাদ করত এইরূপে সুরথরাজের অশীতিসংখ্যক শরাসন ভগ্ন করিলেন। তৎকালে সুরথ নিরতিশয় কুপিত হইয়া উগ্র এক শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা হনূমান্‌কে প্রহার করায় বীরবর হনূমান্ ব্যথিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য পতিত হইলেন। অনন্তর সমধিক কুপিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতি বেগে সুরথ-রাজের নামাঙ্কিত রথ লইয়া উড্ডীন হইলেন। তখন পরবীরঘাতী সুরথ, হনূমান্‌কে তদ্রূপে উড্ডীন দেখিয়া পরিঘনিচয় দ্বারা মহোদ্যমশালী মারুতিকে হৃদয়ে প্রহার করিলেন। তাহাতে হনূমান্ বহুদূর হইতে সুরথরাজের রথ যেমন নিক্ষেপ করিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল; তখন সুরথ অপর রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবেগে সেই পবননন্দনের নিকট গমন করিলেন।

হনুমাংস্তদ্রথং পুচ্ছে সংবেষ্ট্য প্রধনাঙ্গনে।
হয়সারথিসংযুক্তং বভঞ্জ স পতাকিনম্ ॥ ২২
অন্যং রথং সমাস্থায় যযৌ রাজা মহাবলঃ।
বভঞ্জ তং রথং বেগান্মারুতিঃ কুপিতাঙ্গকঃ ॥
ভগ্নং তং স্যন্দনং বীক্ষ্য সুরথোহন্যং সমাশ্রিত
ভগ্নঃ স তেন সহসা হয়সারথিসংযুতঃ ॥ ২৪
এবমেকোনপঞ্চাশদ্রথা ভগ্না হনুমতা।
তৎ কর্ম্ম বীক্ষ্য রাজাপি বিসিস্মিয়ে সসৈনিকঃ
কুপিতঃ প্রাহ কীশেন্দ্রং ধন্যোহসি পবনাত্মজঃ
পরাক্রমমিদং কর্ম্ম ন কর্ত্তা ন করিষ্যতি ॥ ২৬
ক্ষণমেকং প্রতীক্ষস্ব যাবৎ সজ্যং ধনুস্ত্বহম্।
করোমি পবনোদ্ভূত রামপাদাব্জষট্পদ ॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা চাপমাসজ্যং কৃত্বা রোষপরিপ্লুতঃ।
অস্ত্রং পাশুপতং নাম সন্দধে শর উল্বণে ॥ ২৮

ততো ভূতাশ্চ বেতালাঃ পিশাচা যোগিনীমুখাঃ
প্রাদুর্ব্বভূবুঃ সহসা ভীষয়ন্তঃ সমীরজম্ ॥ ২৯
কপিঃ পাশুপতৈরস্ত্রৈর্বদ্ধো লোকৈরভীক্ষিতঃ
হাহেতি চ বদন্ত্যেতে যাবত্তাবৎ সমীরজঃ ॥
স্মৃত্বা রামং স মনসা ত্রোটয়ামাস তৎক্ষণাৎ।
স মুক্তমাত্রঃ সহসা যুযুধে সুরথং নৃপম্ ॥ ৩১
স মুক্তগাত্রং তং বীক্ষ্য সুরথঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
মহাবলং মন্যমানো ব্রাহ্মমস্ত্রং সমাদধে ॥ ৩২
মারুতির্ব্রাহ্মমস্ত্রন্তু নিজগাল হসন্ বলী।
তন্নিগীর্ণং নৃপো দৃষ্ট্বা রামং সস্মার ভূমিপঃ ॥৩৩
স্মৃত্বা দাশরথিং রামং রামাস্ত্রং স্বশরাসনে।
সন্ধায় তং জগাদেদং বদ্ধোহসি কপিপুঙ্গব ॥
শ্রুত্বা তৎপ্রক্রমেদ্যাবত্তাবদ্বদ্ধো রণাঙ্গনে।
রাজ্ঞা রামাস্ত্রতো বীরো হনূমান্ রামসেবকঃ ॥
উবাচ ভূপং হনুমান্ কিং করোমি মহীভুজ।

২২—২৭। পরে হনূমান্ সেই রথ লাঙ্গুলদ্বারা বেষ্টন করিয়া রণক্ষেত্রমধ্যেই সারথি অশ্ব ও পতাকাদির সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল রাজা, অন্য রথে অবস্থান করিয়া তদভিমুখে যাইলে হনূমান নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাও ভগ্ন করিলেন। সেই রথও ভগ্ন হইল দেখিয়া রাজা সুরথ অন্যরথ আশ্রয় করিলেন, কিন্তু হনূমান্ সহসা অশ্ব ও সারথির সহিত তাহাও চূর্ণ করিয়া দিলেন। হনূমান এইরূপে ক্রমান্বয়ে একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যক রথ ভগ্ন করিলেন। রাজাও হনূমানের তৎকার্য্য দর্শনে সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে কুপিত হইয়া কপিবরকে কহিলেন,—পবনাত্মজ! তুমিই ধন্য! এরূপ পরাক্রম ও অদ্ভুতকার্য্য কেহ কখন করে নাই এবং করিতেও পারিবে না। হে রামচরণারবিন্দ-ষট্পদ পবননন্দন! এক্ষণে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি শরাসন সজ্জিত করিয়া লই। রাজা সুরথ এইরূপ কহিয়া শরাসন সজ্জিতকরণানন্তর ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে মহাবীর হনূমানের উদ্দেশে পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তাহাতে ভূত, প্রেত, পিশাচ, বেতাল ও যোগিনী প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়া পবননন্দনকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তৎকালে সকল লোকেই দেখিল, কপিবর পাশুপতঅস্ত্রে বদ্ধ হইলেন এবং যেমন তাহারা হাহাকার করিয়া উঠিল, অমনি পবনাত্মজ, মনে মনে শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পাশুপতাস্ত্র ত্রুটিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি এইরূপে তদস্ত্র হইতে মুক্ত হইয়াই তৎক্ষণাৎ নৃপতি সুরথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরমাস্ত্রবিৎ রাজবর সুরথ, হনূমানকে মুক্ত দেখিয়া মহাবল-সম্পন্ন বিবেচনায় ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। অনন্তর অসীমবলশালী হনূমান্ হাস্য করিতে করিতে সেই অস্ত্র কবলিত করিয়া ফেলিলেন; তখন ভূপতি তদস্ত্রকে কবলিত করিতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন। তিনি দাশরথি শ্রীরামকে স্মরণ করিয়াই স্বীয়শরাসনে রামাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক হনূমানকে কহিলেন,—কপিবর! এইবার বদ্ধ হইলে।২২—৩৪। বীরবর রামসেবক হনূমান্ তৎশ্রবণে যেমন বিক্রম প্রকাশে উদ্যত হইলেন, অমনি রণা-

সংগ্রামাস্ত্রেণ সম্বদ্ধো নাস্ত্রেণ প্রাকৃতেন বৈ ॥৩৬
তন্মানয়ামি ভূপাল নয়স্ব স্বপুরং প্রতি।
মোচয়িষ্যতি মৎস্বামী হ্যাগতঃ স দয়ানিধিঃ॥
বন্ধে সমীরজে ক্রুদ্ধঃ পুষ্কলো ভূমিপং যযৌ।
তং পুষ্কলং সমায়ান্তং বিব্যাধ বসুভিঃ শরৈঃ॥
অনেকবাণসাহস্রৈর্নিজঘান নৃপং বলী।
রাজ্ঞানেকে শরাস্তস্য ছিন্নাঃ প্রধনমণ্ডলে॥৩৯
এবং সমরসংক্রুদ্ধে সুরথে পুষ্কলে তথা।
বাণৈর্ব্যাপ্তং জগৎসর্ব্বং স্থাস্নু ভূয়শ্চরিষ্ণু চ॥
তেষাং রণোদ্যমং বীক্ষ্য মুমুহুঃ সুরসৈনিকাঃ
মানবানান্তু কা বার্ত্তা ক্ষণাৎ ত্রাসং সমীযুষাম্॥
অস্ত্রপ্রত্যস্ত্রবিগমৈর্মহামন্ত্রপরিপ্লুতৈঃ।
বভূব তুমুলং যুদ্ধং বীরাণাং রোমহর্ষণম্॥৪২
তদা প্রক্ষিপিতো রাজ্ঞা নারাচস্তু সমাদদে।
ছিন্নং স তু ক্রুধা মুক্তৈর্বৎসদন্তৈঃ স ভারতেঃ
ছিন্নে তস্মিন্ শরে রাজা কোপাদন্যং সমাদদে
ছিনত্তি যাবৎস শরং তাবল্লগ্নো হৃদি ক্ষতঃ॥৪৪
মূর্চ্ছাং প্রাপ মহাতেজাঃ পুষ্কলো মহদদ্ভুতম্।
যুদ্ধং বিধায় সুমহান্ রাজ্ঞা সহ মহামতিঃ॥৪৫
পুষ্কলে পাতিতে রাজ্ঞা শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ।
সুরথং প্রতি সংক্রুদ্ধো জগাম স্যন্দনস্থিতঃ॥
উবাচ সুরথং ভূপং রামভ্রাতা মহাবলঃ।
ত্বয়া মহৎ কৃতং কর্ম্ম যদ্বদ্ধঃ পবনাত্মজঃ॥৪৭
পুষ্কলোঽপি মহাবীরস্তথান্যে মম সৈনিকাঃ।
পাতিতাঃ প্রধনে ঘোরে মহাবলপরাক্রমাঃ॥৪৮
ইদানীং তিষ্ঠ মদ্বীরান্ পাতয়িত্বা রণাঙ্গনে।
কুত্র যাস্যসি ভূমীশ সহস্ব মম সায়কান্॥ ৪৯
ইত্থমাকর্ণ্য বীরস্য ভাষিতং সুরথো বলী।

ঙ্গনে নৃপতি কর্ত্তৃক রামাস্ত্রে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহীভুজ! কি করিব, মদীয় প্রভুর অস্ত্রেই বদ্ধ হইলাম, অপর প্রাকৃত অস্ত্রে নহে। হে ভূপাল! আমি অস্ত্রের সম্মান রাখিতেছি, তুমি আমায় স্বপুরে লইয়া যাও; আমার দয়ানিধি স্বামী আসিয়াই আমায় মুক্ত করিবেন। সমীরাত্মজ হনুমান বদ্ধ হইলে পুষ্কল ক্রুদ্ধ হইয়া ভূপতির অভিমুখে ধাবিত হইলেন, রাজাও পুষ্কলকে আসিতে দেখিয়া অষ্টশরে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবল পুষ্কল বহুসহস্র বাণে নৃপতিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে রাজাও সেই সমরাঙ্গণে পুষ্কলনিক্ষিপ্ত অসংখ্য বাণনিচয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুরথ ও পুষ্কল এইরূপ সমরক্রুদ্ধ হইলে স্থাবর-জঙ্গমময় অখিল জগৎ বাণব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যাহারা ক্ষণমাত্রেই ত্রাসান্বিত হয়, সেই সকল মানবগণের কথা কি? তাহাদিগের যুদ্ধোদ্যম দর্শনে সুরসৈনিকগণও মোহিত হইয়াছিলেন। ৩৫—৪১। বীরবৃন্দের রোমহর্ষণ সেই যুদ্ধে, মহামন্ত্রপূত অস্ত্রপ্রত্যস্ত্র নিক্ষেপে সাতিশয় তুমুল ব্যাপার হইয়াছিল। ঐ সময়ে রাজা সুরথ সমধিক কুপিত হইয়া নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ভরতাত্মজের ক্রোধমুক্ত বৎসদন্তবাণনিচয়ে তাহা ছিন্ন হইল। সেই নারাচাস্ত্র ছিন্ন হইলে রাজা ক্রোধভরে অন্য নারাচাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তখন পুষ্কল যেমন তাহা ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি তাহা পুষ্কলের হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া বিদ্ধ হইল। মহাতেজা মহাবীর, মহামতি পুষ্কল সুরথ-রাজের সহিত কিয়ৎকাল এইরূপ মহাদ্ভুত যুদ্ধ করিয়া উক্ত শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন। এইরূপে পুষ্কল পতিত হইলে শত্রুতাপন রাজা শত্রুঘ্ন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণে সুরথাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর মহাবলশালী রামভ্রাতা শত্রুঘ্ন, ভূপতি সুরথকে কহিলেন,—আপনি যে পবনাত্মজকে বন্ধন এবং মহাবীর পুষ্কল ও মহাবল-পরাক্রম মদীয় সৈনিকগণকে ভীষণ সমরক্ষেত্রে পাতিত করিয়াছেন, ইহা অতি মহৎ কার্য্যই করিয়াছেন। ভূপতে! এক্ষণে কিয়ৎকাল অবস্থান করুন, মদীয় বীরবৃন্দকে পাতিত করিয়া কোথায় যাইবেন? আমার শরাঘাত বহন করুন। মহাবলশালী সুরথ,

জগাদ রামপাদাব্জং দধচ্চেতসি শোভনম্ ॥৫০
ময়া তে পাতিতাঃ সংখ্যে বীরা মারুতজোন্মুখাঃ
ইদানীং পাতয়িষ্যামি ত্বামপি প্রধনাঙ্গনে ॥৫১
স্মরস্ব রামং যো বীরস্ত্বামাগত্য প্ররক্ষতি ।
অন্যথা জীবিতং নাস্তি মৎপুরঃ শত্রুতাপন ॥৫২
ইত্যুক্ত্বা বাণসাহস্রৈস্তং জঘান মহীপতিঃ ।
শত্রুঘ্নং শরসঙ্ঘাত-পঞ্জরে স্থদধাৎ পরম্ ॥৫৩
শত্রুঘ্নং শরসঙ্ঘাতং মুক্তস্তং বহ্নিদৈবতম্ ।
অস্ত্রং মুমোচ দাহার্থং শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ॥৫৪
তদস্ত্রং মুক্তমালোক্য রাজা বৈ সুরথো মহান্
বারুণাস্ত্রেণ শময়ন্ বিব্যাধ শরকোটিভিঃ ॥৫৫
তদা তদ্‌যোগিনীদত্তমস্ত্রং ধনুষি সন্দধে ।
মোহনং সর্ব্ববীরাণাং নিদ্রাপ্রাপকমদ্ভুতম্ ॥৫৬
তন্মোহনং মহাস্ত্রং স বীক্ষ্য রাজা হরিং স্মরন্
জগাদ শত্রুমভয়ং সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদঃ ॥ ৫৭
মোহিতস্ত মম শ্রীমদ্রামস্থ স্মরণেন হ ।
নান্যন্মোহনমাভাতি মায়াপি ভয়মাপ মে ॥৫৮
ইত্যুক্তবতি বীরেঽপি মুমোচ স মহাস্ত্রকম্ ।
তেন বাণেন সঞ্ছিন্নং পপাত রণমণ্ডলে ॥ ৫৯
তন্মোহনং মহাস্ত্রন্তু নিষ্ফলং বীক্ষ্য ভূমিপঃ ।
অত্যন্তং বিস্ময়ং প্রাপ বাণং ধনুষি সন্দধে ॥৬০
লবণো যেন নিহতো মহাসুরবিমর্দ্দনঃ ।
তং বাণকাপ আধত্ত ঘোরকালানলপ্রভম্ ॥৬১
তং বীক্ষ্য রাজা প্রোবাচ বাণোঽয়মসতাং হৃদি
লগতে রামভক্তস্থ সম্মুখেঽপি ন ভাত্যসৌ ॥
ইত্যেবং ভাষমাণস্ত বাণেনানেন শত্রুহা ।
বিব্যাধ হৃদয়ে ক্ষিপ্রং বহ্নিজ্বালাসমপ্রভম্ ॥৬৩
তেন বাণেন দুঃখার্ত্তো মহাপীড়াসমন্বিতঃ ।

বীরবর শত্রুঘ্নের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে হৃদয়মধ্যে শ্রীরামের মনোহর চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া কহিলেন,—আমি সমরাঙ্গনে মারুতি প্রভৃতি ত্বদীয় বীরগণকে যেমন পাতিত করিয়াছি, এক্ষণে সেইরূপ তোমাকেও পাতিত করিব। হে শত্রুতাপন! যে বীর আগমনপূর্ব্বক তোমায় রক্ষা করিবেন, এক্ষণে সেই শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ কর, নতুবা আমার নিকট তোমার জীবন রক্ষা হইবে না। মহীপতি সুরথ এই কথা বলিয়া সহস্র সহস্র বাণে শত্রুঘ্নকে আহত করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু শরপঞ্জরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন শত্রুঘ্ন সেই নৃপতিবরকে অবিরল শরনিকর বর্ষণ করিতে দেখিয়া সেই সকল সন্নতপর্ব্ব শরসমূহকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আগ্নেয়াস্ত্র ত্যাগ করিলেন। ৪২—৫৪। মহাত্মা রাজা সুরথ আগ্নেয়াস্ত্র মুক্ত দেখিয়া বারুণাস্ত্র দ্বারা তাহা প্রশমিত করত পুনরপি কোটি কোটি শরে শত্রুঘ্নকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে শত্রুঘ্ন, অখিল বীরগণের নিদ্রাপ্রাপক, পূর্ব্বকথিত যোগিনীপ্রদত্ত অদ্ভুত মোহনাস্ত্র ধনুতে সন্ধান করিলেন। সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ রাজা সুরথও সেই মোহননামক মহাস্ত্রকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভগবান্ হরিকে স্মরণ করিয়া নির্ভয়চিত্তে শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—বীরবর! আমি শ্রীরাম স্মরণেই বিমোহিত, আমার আর অন্য কোন বস্তুই মোহকর বলিয়া বোধ হয় না; অধিক কি, সাক্ষাৎ মায়াই আমার নিকট ভয়প্রাপ্ত হইয়াছে। বীরবর সুরথরাজ এইরূপ কহিলেও শত্রুঘ্ন যেমন সেই মহাস্ত্র ত্যাগ করিলেন, অমনি উহা সুরথশরে ছিন্ন হইয়া রণমণ্ডলে পতিত হইল। মহাসুরঘাতী ভূপতি শত্রুঘ্ন মোহননামক সেই মহাস্ত্রকে নিষ্ফল হইতে দেখিয়া নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং যদ্দ্বারা লবণাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই ঘোর কালানলপ্রভ শর ধনুকে সন্ধান করিলেন ।৫৫—৬১। তদ্দর্শনে রাজা কহিলেন,—এই বাণ অসাধুহৃদয়েই স্থান পায়, রামভক্তের সম্মুখেও আসিতে পারে না। সুরথরাজ এইরূপ কহিতে থাকিলে, শত্রুঘ্ন অবিলম্বে তদীয় হৃদয়ে সেই বহ্নিজ্বালাসমপ্রভ বাণ বিদ্ধ করিলেন। তখন শত্রুতাপন সুরথ সেই বাণপ্রহারে যৎপরনাস্তি পীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া ক্ষণকাল

রথোপস্থে ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ পরন্তপনঃ ॥ ৬৪
স ক্ষণান্তাং ব্যথাং নীত্বা জগাদ রিপুমগ্রতঃ।
সহস্বৈকং প্রহারং মে কুত্র যাসি মমাগ্রতঃ ॥৬৫
এবমুক্ত্বা মহাসত্ত্বো বাণমাধত্ত সায়কে।
জ্বালামালাপরীতাঙ্গং স্বর্ণপুঙ্খসমন্বিতম্ ॥ ৬৬
স বাণো ধনুষো মুক্তঃ শত্রুঘ্নের পথি স্থিতঃ।
ছিন্নোঽপ্যগ্রফলেনাশু হৃদয়ে সমপদ্যত ॥ ৬৭
তেন বাণেন সম্মূর্চ্ছ্য পপাত স্যন্দনোপরি।
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং সৈন্যং ভগ্নং পরাদ্রবৎ
সুরথো জয়মাপেদে সংগ্রামে রামসেবকঃ।
দশ বীরা দশসুতৈর্মূর্চ্ছিতাঃ পতিতাঃ ক্বচিৎ ॥

শেষ উবাচ।

সুগ্রীবস্তচ্চ কটকং নষ্টং বীক্ষ্য রণাঙ্গনে।
স্বামিনং মূর্চ্ছিতঞ্চাপি যযৌ যোদ্ধুং নৃপং প্রতি
আগচ্ছ ভূপ সর্ব্বান্নো মূর্চ্ছয়িত্বা কুতো ভবান্
ক্ষিপ্রং গচ্ছতি মাং দেহি যুদ্ধং রণবিশারদ ॥
এবমুক্ত্বা নগং কঞ্চিদ্‌বিশালং শাখয়া যুতম্।
উৎপাট্য প্রাহরত্তস্য মস্তকে বলসংযুতঃ ॥৭২
তেন প্রহারেণ মহাবলো নৃপঃ
সংবীক্ষ্য সুগ্রীবমথো স্বচাপে।
বাণান্ সমাধায় শিতান স রোষা-
জ্জঘান বক্ষঃস্থতিপৌরুষো বলী ॥ ৭৩
তান্ বাণান্ ব্যথমৎ সর্ব্বান্ সুগ্রীবঃ সহসা হসন্।
তাড়য়ামাস হৃদয়ে সুরথং সুমহাবলঃ ॥ ৭৪
পর্ব্বতৈঃ শিখরৈশ্চৈব নগৈর্দ্বিরদবর্ষণৈঃ।
বেগাৎ স তাড়য়ামাস দারয়ন্ সুরথং নখৈঃ ॥৭৫
তমপ্যাশু ববন্ধাস্ত্রান্রাম সংজ্ঞাৎ সুদারুণাৎ।
বদ্ধঃ কপিবরো মেনে সুরথং রামসেবকম্ ॥৭৬
গজো যথায়সময়ীং শৃঙ্খলাং পাদলম্বিতাম্।
প্রাপ্য কিঞ্চিন্ন বৈ কর্ত্তুং শক্নোতি স তথা হ্যভূৎ ॥ ৭৭

রথোপস্থে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। পরে ক্ষণমধ্যে সেই বাণব্যথা দূর করিয়া সম্মুখস্থিত রিপুকে কহিলেন,—আমার সম্মুখ হইতে কোথায় যাইবে? মদীয় এক প্রহার সহ্য কর। সেই ভীষণ সমরক্ষেত্র মধ্যে রাজা সুরথ এইরূপ কহিয়া স্বর্ণপুঙ্খ-সুশোভিত জ্বালামালা-পরিব্যাপ্ত এক বাণ শরাসনে সন্ধান করিলেন। সুরথরাজের ধনুর্নির্ম্মুক্ত সেই বাণ পথিমধ্যেই শত্রুঘ্ন কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত হইলেও তাহার অগ্রফলক শত্রুঘ্নের হৃদয় বিদ্ধ করিল। শত্রুঘ্ন সেই বাণপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি পতিত হইলে সমুদয় সৈন্যগণ হাহাকার করত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শ্রীরামসেবক সুরথ সংগ্রামে এইরূপে জয়লাভ করিলেন এবং তদীয় দশ কুমারও সমরক্ষেত্রের অপর কোন কোন স্থানে অপর দশ বীরকে মূর্চ্ছিত ও পাতিত করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব রণাঙ্গনে সমুদয় সৈন্যগণকে ভগ্ন ও প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া যুদ্ধার্থ সুরথরাজের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক কহিলেন,—ওহে ভূপ! আইস, আমাদিগের সকলকে মূর্চ্ছিত করিয়া কোথায় যাইবে? হে যুদ্ধবিশারদ! ত্বরায় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। ৬২—৭১। মহাবল সুগ্রীব, এই কথা বলিয়াই শাখা-প্রশাখান্বিত এক বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা নৃপতির মস্তকে প্রহার করিলেন। অতীব পৌরুষশালী মহাবলপরাক্রান্ত নৃপবর সুরথ সেই বৃক্ষপ্রহারহেতু সাতিশয় রোষভরে সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত স্বীয় শরাসনে নিশিত শরনিকর সন্ধানপূর্ব্বক সুগ্রীবের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অসীমবলশালী সুগ্রীব, হাস্য করিয়া সহসা তৎসমস্ত বাণই ব্যর্থ করিলেন এবং পর্ব্বত, পর্ব্বতশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও মাতঙ্গাদি বর্ষণদ্বারা সুরথের হৃদয় পীড়িত করিয়া পুনরপি মহাবেগে নখাঘাতে সুরথকে ক্ষত-বিক্ষত করত তাড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরথ অবিলম্বে সুগ্রীবকেও নিদারুণ রামাস্ত্রে বন্ধন করায় সেই কপিবর সুরথকে যথার্থ রামসেবক মনে করিলেন। মহামাতঙ্গ যেমন চরণে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ

জিতং তেন মহারাজ্ঞা সুরথেন সুপত্রিণা।
সর্ব্বান্ বীরান্ রথে স্থাপ্য যযৌ স্বনগরং প্রতি
গত্বা সভায়াং সুমহান্ বদ্ধং মারুতিমব্রবীৎ।
স্মর শ্রীরঘুনাথং ত্বং দয়ালুং ভক্তপালকম্ ॥৭৯
যথা ত্বাং বন্ধনাৎ সদ্যো মোচয়িষ্যতি তুষ্টধীঃ।
অন্যথাযুতবর্ষেণ মোচয়িষ্যামি বন্ধনাৎ ॥ ৮০

ইত্যুক্তমাকর্ণ্য সমীরজস্তদা
স্ববদ্ধমাত্মানমবেক্ষ্য বীরান্।
সম্মূর্চ্ছিতান্ শত্রুশরাভিঘাত-
পীড়াযুতান্ বন্ধনমুক্তয়েঽস্মরৎ ॥ ৮১
শ্রীরামচন্দ্রং রঘুবংশজাতং
সীতাপতিং পঙ্কজপত্রনেত্রম্।
স্বমুক্তয়ে বন্ধনতঃ কৃপালুং
সস্মার সর্ব্বৈঃ করণৈর্বিশোকৈঃ ॥ ৮২

হনূমানুবাচ।

হা নাথ হা নরবরোত্তম হা দয়ালো
সীতাপতে রুচিরকুণ্ডলশোভিবক্ত্র।
ভক্তার্ত্তিদাহক মনোহররূপধারিন্
মাং বন্ধনাৎ সপদি মোচয় মা বিলম্বম্ ॥৮৩
সম্মোচিতস্ত্ব ভবতা গজপুঙ্গবাদ্যা
দেবাশ্চ দানবকুলাগ্নিষু দহ্যমানাঃ।
তৎসুন্দরীশিরসি সংস্থিতকেশবন্ধ-
সাম্মোচিতাসি করুণালয় মাং স্মরস্ব ॥ ৮৪
ত্বং যাগকর্ম্মনিরতোঽসি মুনীশ্বরেন্দ্রৈ-
র্ধর্ম্মং বিচারয়সি ভূমিপভীড্যপাদ।
অত্রাহমদ্য সুরথেন বিগাঢ়পাশ-
বদ্ধোঽস্মি মোচয় মহাপুরুষাশু দেব ॥ ৮৫
নো মোচয়স্যথ যদি স্মরণাতিরেকা-
ত্ত্বং সর্ব্বদেববরপূজিতপাদপদ্ম।
লোকো ভবন্তমিদমুল্লসিতো হসিষ্য-
ত্যস্মাদ্বিলম্বমিহ মাচর মোচয়াশু ॥৮৬

হইলে আর কিছুই করিতে পারে না, সুগ্রীবও সেইরূপ হইয়া পড়িলেন। মহারাজ সুরথ, এইরূপে সেই রামাস্ত্ররূপ মহাশরে জয়লাভ করিলেন এবং সমুদয় বীরগণকে রথে স্থাপন করিয়া স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই পরম মহাত্মা সুরথ সভায় উপস্থিত হইয়া অস্ত্রবদ্ধ মারুতিকে কহিলেন,—এক্ষণে তুমি ভক্তবৎসল দয়াময় রঘুনাথকে এরূপ ভাবে স্মরণ কর, যাহাতে তিনি তুষ্ট হইয়া তোমাকে অবিলম্বে বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, অন্যথা আমি তোমায় অযুত বর্ষান্তে বন্ধন হইতে মোচন করিব। তখন সমীরাত্মজ হনূমান্ সুরথের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং আপনাকে অস্ত্রবদ্ধ ও বীরগণকে শত্রুশরপ্রহারজনিত বেদনায় মূর্চ্ছিত দেখিয়া বন্ধন হইতে সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া পদ্মপলাশলোচন রঘু-বংশসম্ভূত কৃপাময় সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে হনূমান মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—হা নাথ! হা সীতাপতে! আপনি অখিল নরোত্তম-গণের মধ্যেও উত্তমতম, আপনার রূপ স্বভাবতই মনোহর, তদুপরি আবার মনোহর কুণ্ডলযুগলে আপনার বদনমণ্ডলের অনুপম শোভা হইয়াছে, হে দয়াময়! আপনি দয়া করিয়া ভক্তগণের সর্ব্বদুঃখ দূর করিয়া থাকেন, অতএব অবিলম্বে আমায় বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিন।৭২—৮৩। দেব! পূর্ব্বে আপনি রাজাকে এবং দেবগণ দানবকুলাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আপনাকে স্মরণ করায় আপনি তাঁহাদিগকেও সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং দানবদিগকে সংহারপূর্ব্বক তাহাদিগের পত্নীগণের মস্তকস্থিত কেশবন্ধনও মোচন করিয়াছেন, অতএব হে করুণালয়! আমাকে স্মরণ করুন। হে ভূপতিগণের পূজ্যপাদ! আপনি মুনীন্দ্রগণের সহিত যাগকার্য্যে নিরত আছেন এবং তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয় বিচার করিতেছেন, কিন্তু এ স্থানে আমি আজ সুরথরাজ কর্তৃক দৃঢ়তর পাশে বদ্ধ হইয়াছি, অতএব হে দেব! হে মহাপুরুষ! ত্বরায় আমায় মোচন করুন। অখিল দেবগণই আপনার চরণারবিন্দের পূজা করিয়া থাকেন,

ইতি শ্রুত্বা জগন্নাথো রঘুবীরঃ কৃপানিধিঃ।
ভক্তং মোচয়িতুং প্রাগাৎ পুষ্পকেণাশু বেগিনা।
লক্ষ্মণেনানুগেনাথ ভরতেন সুশোভিতম্।
মুনিবৃন্দৈর্ব্ব্যাসমুখ্যৈঃ সমেতং দদৃশে কপিঃ ॥৮৮
তমাগতং নিজং নাথং বীক্ষ্য ভূপং সমব্রবীৎ
পশ্য রাজন্নিজং মোক্তুমায়াতং কৃপয়া হরিম্ ॥৮৯
অনেকে মোচিতাঃ পূর্ব্বং স্মরণাৎ সেবকা
নিজাঃ।
তথা মাং পাশতো বদ্ধং সম্মোচয়িতুমাগতঃ ॥৯০
শ্রীরামভদ্রমায়াতং বীক্ষ্যাসৌ সুরথঃ ক্ষণাৎ।
নতবাঃ শতশশ্চক্রে ভক্তিপূরপরিপ্লুতঃ ॥ ৯১
শ্রীরামস্তং নিজৈর্দ্দোর্ভিঃ পরিরেভে চতুর্ভুজঃ।
মূর্দ্ধ্নি সিক্তস্তজলৈর্হর্যাস্তক্তং স্বকং পুনঃ ॥ ৯২

অতএব আপনি যদি সম্যক্ স্মরণেও মোচন না করেন, তাহা হইলে দুষ্ট জনগণ সানন্দচিত্তে আপনাকে উপহাস করিবে, এ জন্য আর বিলম্ব করিবেন না, অবিলম্বে মোচন করুন। কৃপাময় জগন্নাথ রঘুবীর হনুমানের এবংবিধ বাক্যশ্রবণে সেই ভক্তকে মোচন করিবার জন্য আশুগামী পুষ্পকে আরোহণ করিয়া সুরথপুরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর হনুমান্ অনুগামী ভরত ও লক্ষ্মণ দ্বারা সুশোভিত ও ব্যাসাদি-মুনিবৃন্দ-সমন্বিত নিজ প্রভুকে আগত দেখিয়া ভূপতিকে কহিলেন,—রাজন্! দেখুন, ভগবান্ হরি কৃপা করিয়া নিজ ভক্তকে মোচন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে অনেকানেক নিজ সেবকগণকে এইরূপ স্মরণ করায় যেরূপ মোচন করিয়াছেন, সম্প্রতি পাশবদ্ধ আমাকেও সেইরূপ মোচনার্থ উপস্থিত হইলেন। এদিকে সুরথ শ্রীরামচন্দ্রকে আগত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শত শত বার নমস্কার করিলেন। তৎকালে চতুর্ভুজমূর্ত্তিধারী শ্রীরামচন্দ্রও আনন্দভরে তদীয় মস্তকে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সেই স্বীয় ভক্তকে নিজ বাহুচতুষ্টয় দ্বারা পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিলেন এবং

উবাচ ধন্যদেহোঽসি মহৎ কর্ম্ম কৃতং ত্বয়া।
কপীশ্বরস্ত্বয়া বদ্ধো হনুমান্ সর্ব্বতোবলঃ ॥ ৯৩
শ্রীরামঃ কপিবর্য্যং তং মোচয়ামাস বন্ধনাৎ।
মূর্চ্ছিতাংস্তান্ ভটান্ সর্ব্বান্ বীক্ষ্য দৃষ্ট্যা
সমজীবয়ৎ ॥ ৯৪
তে মূর্চ্ছাং তত্যজুর্দৃষ্ট্যা রামেণামৃতবর্ষিণা।
উত্থিতা দদৃশুঃ শ্রীমদ্রামচন্দ্রং মনোহরম্ ॥ ৯৫
তে প্রণম্য রঘুপতিং তেন পৃষ্টা অনাময়ম্।
সুখীভূতা নৃপং প্রোচুঃ সর্ব্বং স্বকুশলং নৃপাঃ ॥
সুরথো বীক্ষ্য শ্রীরামং কৃপার্থং সেবকাত্মনঃ।
আগতং সকলং রাজ্যং সহয়ং সমুদার্পয়ৎ ॥৯৭
অনেকবরিবস্যাভিঃ শ্রীরামং সমতোষয়ৎ।
কথয়ামাস মেহন্যায্যং কৃতস্তে ক্ষম রাঘব ॥৯৮
শ্রীরাম উবাচ।
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ স্বামিনা সহ যুধ্যতে।

কহিলেন—সুরথ! তুমিই সার্থক দেহ ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী কপিবর হনুমান্‌কে বন্ধন করিয়াছ, ইহা তোমার মহৎকার্য্য করা হইয়াছে। অনন্তর শ্রীরাম কৃপাদৃষ্টিতে সেই কপিবরকে বন্ধন হইতে মুক্ত এবং মূর্চ্ছিত অপর সমুদয় বীরগণকে সচেতন করিলেন। সেই সকল বীরগণ শ্রীরামের দৃষ্টিমাত্রে মূর্চ্ছা পরিহারপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া মনোহরমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর সেই সকল নৃপগণ রঘুনাথকে প্রণাম করিলেন, রঘুবরও তাঁহাদিগকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে তাঁহারা পরম সুখী হইয়া নৃপবর শ্রীরামচন্দ্রকে সর্ব্ববিষয়ক নিজ নিজ কুশল বলিলেন। রাজা সুরথ শ্রীরামকে আত্মসম সেবকের প্রতি কৃপাপ্রকাশার্থ সমাগত দেখিয়া সানন্দে সেই যজ্ঞাশ্বের সহিত স্বীয় সমুদয় রাজ্য সমর্পণ করিলেন। পরে নানাবিধ পূজা দ্বারা শ্রীরামকে পরম সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, হে রাঘব! আমি যে আপনার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। ৮৮—৯৮। শ্রীরাম

ত্বয়া সাধু কৃতং কর্ম্ম রণে বীরাঃ প্রতোষিতাঃ
ইত্যুক্তবন্তং নৃহরিং পূজয়ন সম্যুতোঽভবৎ ।
শ্রীরামস্ত্রিদিনং স্থিত্বা যযৌ তমনুমন্ত্র্য চ ॥ ১০০
কামগেন বিমানেন মুনিভিঃ সহিতো মহান্ ।
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাস্তস্য কথাশ্চক্রুর্ম্মনোহরাঃ ॥
চম্পকং স্বপুরে স্থাপ্য সুরথঃ ক্ষত্রিয়ো বলী ।
শত্রুঘ্নেন সমং যাতুং মনশ্চক্রে মহাবলঃ ॥ ১০২
শত্রুঘ্নঃ হয়ং প্রাপ্য ভেরীনাদানকারয়ৎ ।
শঙ্খনাদান্ বহুবিধান্ সর্ব্বত্র সমবাদয়ৎ ॥ ১০৩
সুরথেন সমং বীরো যজ্ঞবাহমমুমুচৎ ।
স বভ্রাম পরান্ দেশান্ন কৈশ্চিজ্জগৃহে বলী ॥
যত্র যত্র গতো বাহঃ পুরদেশান্ পরিভ্রমন্ ।

বলিলেন,—রাজন্ ! ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্মই এই-রূপ যে, স্বীয় প্রভুর সহিতও যুদ্ধ করিতে পারে ; অতএব তুমি যে সমরে বীর-গণকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, ইহা তুমি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ। মানবরূপী ভগবান হরি এইরূপ কহিলে, সুরথ পুত্রগণের সহিত তাঁহার যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন ; শ্রীরাম-চন্দ্রও তথায় দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক মুনিগণের সহিত কমগ বিমানে আরোহণ করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে সুরথাদি সকলে শ্রীরামকে দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার মনোহর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবলসম্পন্ন রাজা সুরথ, নিজ নগরে চম্পককে স্থাপনপূর্ব্বক শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিতে মনস্থ করিলেন। এদিকে শত্রুঘ্ন স্বীয় অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বহুবিধ শঙ্খ-ধ্বনি ও ভেরীবাদন করাইতে আরম্ভ করি-লেন। অনন্তর বীরবর শত্রুঘ্ন, সুরথের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞাশ্বকে মোচন করি-লেন। পরে সেই অশ্ব প্রসিদ্ধ দেশনিচয়ে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন বলশালী ব্যক্তিই তাহাকে গ্রহণ করিল না। সেই অশ্ব বহুল নগর ও দেশ

তত্র শত্রুর আয়াতঃ সুরথেন মহাবলঃ ॥ ১০৫
কদাচিজ্জাহ্নবীতীরে বাল্মীকেরাশ্রমং বরম্ ।
গতো মুনিবরৈর্জ্জুষ্টং প্রাতর্ধূমেন চিহ্নিতম্ ॥

শেষ উবাচ ।

গতঃ প্রাতঃক্রিয়াং কর্ত্তুং সমিধস্তৎক্রিয়ার্হকাঃ ।
আনেতুং জানকীসূনুর্ব্রতো মুনিসুতৈর্লবঃ ॥
দদর্শ তত্র যজ্ঞাশ্বং স্বর্ণপত্রেণ চিহ্নিতম্ ।
কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরী-দিব্যগন্ধেন বাসিতম্ ॥ ১০৮
বিলোক্য জাতকুতুকো মুনিপুত্রানুবাচ সঃ ।
অর্ব্বা কস্য মনোবেগঃ প্রাপ্তো দৈবাদ্মদাশ্রমম্
আগচ্ছন্তু ময়া সার্দ্ধং প্রেক্ষন্তাং মা ভয়ং কৃথাঃ
ইত্যুক্তা স লবস্তূর্ণং বাহস্য নিকটে গতঃ ॥১১০
স রয়াজ সমীপস্থো বাহস্য রঘুবংশজঃ ।
ধনুর্ব্বাণধরঃ স্কন্ধো জয়ন্ত ইব দুর্জ্জয়ঃ ॥ ১১১
গত্বা মুনিসুতৈঃ সার্দ্ধং বাচয়ামাস পত্রকম্ ।

পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে যে স্থানেই যাইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই মহাবল শত্রুঘ্ন সুরথের সহিত উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর একদা প্রাতঃকালে সেই অশ্ব, জাহ্নবীতীরবর্ত্তী হোমধূমচিহ্নিত সুরগণ-সেবিত বাল্মীকির মনোহর আশ্রমে উপস্থিত হইল। তৎকালে জানকীপুত্র লব, মুনিবালকগণে পরিবৃত হইয়া বাল্মীকির প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য তদুপযুক্ত সমিধ আনয়নার্থ তথায় গমন করেন। অন-ন্তর তিনি, ললাটদেশে স্বর্ণপত্র-চিহ্নিত এবং কুঙ্কুম অগুরু ও কস্তূরী প্রভৃতি মনোহর গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত সেই যজ্ঞাশ্ব-অবলোকন-পূর্ব্বক কৌতূহলান্বিত হইয়া মুনিকুমারগণকে কহিলেন,—"আমাদিগের আশ্রমে, জানি না কাহার, মনের ন্যায় দ্রুতগামী একটী অশ্ব দৈবাৎ আসিয়াছে ; এক্ষণে আমার সহিত আগমন কর, দেখ, ভয় করিও না। লব এই-কথা বলিয়া ত্বরায় অশ্বসন্নিধানে গমন করি-লেন ।৯৯—১১০। স্কন্ধে ধনুর্ব্বাণধারী, জয়ন্তের ন্যায় দুর্জ্জয় রঘুবংশজাত সেই লব অশ্বের সমীপস্থ হইয়া পরম শোভমান হইতে লাগি-

ভালস্থিতং স্পষ্টবর্ণরাজিরাজিতমুত্তমম্ ॥১১২
বিবস্বতো মহান্ বংশঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ ।
যত্র কোঽপি পরাবাধী ন পরদ্রব্যলম্পটঃ ॥১১৩
সূর্য্যবংশধ্বজো ধন্বী ধনুর্দীক্ষাগুরুর্গুরুঃ ।
যং দেবাঃ সাসুরাঃ সর্ব্বে নমন্তি মণিমৌলিভিঃ
তস্যাত্মজো বীরবল দর্পহারী রঘূদ্বহঃ ।
রামচন্দ্রো মহাভাগঃ সর্ব্বশূরশিরোমণিঃ ॥ ১১৫
তন্মাতা কোশলনৃপ-পুত্রীরত্নসমুদ্ভবা ।
তস্যাঃ কুক্ষিভবং রত্নং রামঃ শত্রুক্ষয়ঙ্করঃ ॥১১৬
করোতি হয়মেধং স ব্রাহ্মণৈশ্চ সুশিক্ষিতঃ ।
রাবণাভিধবিপ্রেন্দ্রবধ-পাপাপনুত্তয়ে ॥ ১১৭
মোচিতস্তেন বাহানাং মুখ্যোঽসৌ যজ্ঞমুক্তিমান
মহাবলপরীবার-পরিখাভিঃ সুরক্ষিতঃ ॥ ১১৮
তদ্রক্ষকোঽস্তি তদ্ভ্রাতা শত্রুঘ্নো লবণান্তকঃ ।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতসজ্যসেনাসমন্বিতঃ ॥ ১১৯
যস্ত রাজা ইতি শ্রেষ্ঠো মানো জায়েত স্বাত্মদাৎ
শূরা বয়ং ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠা বয়মিহোৎকটাঃ ॥১২০
তে গৃহ্ণন্তু বলাদ্বাহং রত্নমালাবিভূষিতম্ ।
মনোবেগং কামজবং সর্ব্বগত্যাধিভাস্করম্ ।
ততো মোচয়িতা ভ্রাতা শত্রুঘ্নো লীলয়া হঠাৎ
শরাসনবিনির্ম্মুক্ত-বৎসদন্তগতব্যথাৎ ॥ ১২২
যে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়কন্যকাসু
জাতাশ্চ সৎক্ষেত্রকুলেষু সৎসু ।
গৃহ্ণন্তু তে তদ্বিপরীতদেহা
নমন্তু রাজ্যং রঘবে নিবেদ্য ॥ ১২৩
ইতি সংবাচ্য কুপিতো লবঃ শস্ত্রধনুর্দ্ধরঃ ।
উবাচ মুনিপুত্রাংস্তান্ রোষগদ্গদভাষিতঃ ॥১২৪
পশ্যত ক্ষিপ্রমেতস্য গৃহীত্বং ক্ষত্রিয়স্য বৈ ।

লেন। তিনি মুনিকুমারগণের সহিত অশ্বের নিকট গমন করিয়াই তদীয় ললাটস্থিত সুস্পষ্ট বর্ণমালা-শোভিত জয়পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল, যে সূর্য্যবংশ অতিমহান্, যাহা সর্ব্বলোকের পরিজ্ঞাত, যে বংশে কেহ কখন পরের অনিষ্টাচরণ বা পরদ্রব্য অপহরণ করে নাই, সেই সূর্য্যবংশের যিনি ধ্বজস্বরূপ, যিনি ধনুর্ব্বিদ্যা-শিক্ষাদানে সকলের গুরু এবং যিনি মহাধনুর্দ্ধর ও সকলের পূজনীয়, অধিক কি, সমুদয় দেবাসুরগণও মণিভূষিত মস্তকদ্বারা যাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন; সেই দশরথের পুত্র রঘুবংশধর মহাভাগ শ্রীরামচন্দ্র, অখিল বীরগণের বলদর্পহারী ও সমুদয় শূরগণের শিরোমণি। রত্নগর্ভা কোশলরাজকন্যা কৌশল্যা তাঁহার মাতা, শত্রুসংহারক শ্রীরামচন্দ্র, সেই কৌশল্যাদেবীরই গর্ভসম্ভূত রত্ন ।১১১—১১৬। সম্প্রতি সেই শ্রীরামচন্দ্র, ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রাবণনামক বিপ্রবরের বধজনিত পাপক্ষয়ার্থ অশ্বমেধযজ্ঞ করিতেছেন। তিনিই, যজ্ঞার্থ বধহেতু মোক্ষাধিকারী এই অশ্ববরকে পরিখাস্বরূপ মহাবলশালী পরিজনগণে সুরক্ষিত করিয়া মোচন করিয়াছেন। লবণাসুরঘাতী তদীয় ভ্রাতা শত্রুঘ্ন, হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি, এই চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হইয়া ইহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। যে রাজার স্বীয় বলমদে এরূপ মহাভিমান জন্মিবে যে, আমরাই শূর, আমরাই ধনুর্দ্ধারিগণের অগ্রগণ্য এবং আমরাই সর্ব্বপ্রধান, তাঁহারাই মনের ন্যায় দ্রুতগামী, সর্ব্বত্র অবাধে গমন জন্য যথেচ্ছ গমনশীল, এবং ভাস্কর অপেক্ষাও যেন সমধিক তেজস্বী এই রত্নমালাবিভূষিত অশ্বকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। তদীয় ভ্রাতা শত্রুঘ্ন, অবলীলাক্রমে অশ্বগ্রাহীকে স্বীয় শরাসনবিক্ষিপ্ত বৎসদন্তবাণে ব্যথিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এই অশ্বকে মোচন করিবেন ।১১৭—১২২। যে সকল ক্ষত্রিয়গণ, সৎক্ষেত্র ও সৎকুলে সম্ভূত, এবং যাঁহারা যথার্থ ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহাকে গ্রহণ করিবেন, আর যাঁহারা সেরূপ নহেন, তাঁহারা রঘুপতিকে স্বীয় রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক অবনত হউন। বিবিধ অস্ত্র ও ধনুর্দ্ধর লব, এইরূপ লিপিপাঠে কুপিত হইয়া রোষগদ্গদবচনে সহচর মুনিকুমারগণকে কহিলেন,—

লিলেখ যো ভালপত্রে স্বপ্রতাপবলং নৃপঃ ।১২৬
কোহসৌ রামঃ কঃ শত্রুঘ্নঃকীটাঃস্বল্পবলাশ্রিতাঃ ।
ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতা এতে ন বয়মুর্ত্তমাঃ ।
এতস্য বীরসূর্ম্মাতা জানকী ন কুশপ্রসূঃ ।
যা রত্নং কুশসংজ্ঞন্তু দধারাগ্নিমিবারণিঃ ॥ ১২৭
ইদানীং ক্ষত্রিয়ত্বাদি দর্শয়িষ্যামি সর্ব্বতঃ ।
যদি ক্ষত্রিয়ভূরেব ভবিষ্যতি চ শত্রুহা । ১২৮
গ্রহীষ্যতি ময়া বদ্ধং বাহং যজ্ঞক্রিয়োচিতম্ ।
নো চেদ্ধৃৎসেকমুন্মুচ্য কুশস্য চরণার্চ্চকঃ ।১২৯
অধুনা মে ধনুর্মুক্ত-শরৈঃ সুপ্তো ভবিষ্যতি ।
অন্যেহপি যে মহাবীরা রণমণ্ডলভূষণাঃ । ১৩০
ইত্যাদি বাক্যমুচ্চার্য্য লবো জগ্রাহ তং হয়ম্ ।
তৃণীকৃত্য নৃপান সর্ব্বাংশ্চাপবাণধরো বরঃ ।১৩১
তদা মুনিসুতাঃ প্রোচুর্লবং হয়জিহীর্ষুকম্ ।
অযোধ্যানৃপতী রামো মহাবলপরাক্রমঃ ।১৩২
তস্য বাহং ন গৃহ্লাতি শক্রোহপি স্ববলোদ্ধুরঃ ।
মা গৃহাণ শৃণুষ্বেদং মদ্বাক্যং হিতসংযুতম্ ।
ইত্যুক্তং স শ্রুত্বা ধৃত্বা জগাদ স দ্বিজাত্মজান
যূয়ং বলং ন জানীথ ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজাত্মজাঃ ।
ক্ষত্রিয়া বীর্য্যশৌণ্ডীর্য্যা দ্বিজা ভোজনশালিনঃ
তস্মাদ্‌যূয়ং গৃহে গত্বা ভুঙ্‌ক্ত জননীদ্বতম্ ॥
ইত্যুক্তাস্তেহভবংস্তূষ্ণীং প্রোক্ষয়ন্তঃ পরাক্রমম
লবস্য মুনিপুত্রাস্তে সন্তস্থুর্দূরতো বহিঃ । ১৩৬
এবং ব্যতিকরে বৃত্তে সেবকাস্তস্য ভূপতেঃ ।
আয়াতাস্তং হয়ং বদ্ধং দৃষ্ট্বা প্রোচুস্তদা লবম্ ।
ববন্ধ কো হয়মহো কষ্টং কস্য চ ধর্ম্মরাট্ ।
কো বাণব্রজমধ্যস্থঃ প্রাপ্স্যতে পরমাং ব্যথাম্
তদা লবো জগাদাশু ময়া বদ্ধোহশ্ব উত্তমঃ ।
যো মোচয়তি তস্যাশু রুষ্টো ভ্রাতা কুশোমহান

এতৎলেখক ক্ষত্রিয়ের ধৃষ্টতা দেখ, যে নৃপতি এই অশ্বের ললাটপত্রে এইরূপ নিজ বল প্রতাপের বিষয় লিখিয়াছে, সেই রাম কে? শত্রুঘ্নই বা কে? আমার বিবেচনায় ইহারা ত স্বল্পবলসম্পন্ন কীট; এই আমরা কি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করি নাই? আমরা কি সৎক্ষত্রিয় নই? ইহারই মাতা বীরপ্রসবিনী! আর যিনি, অগ্নিকে অরণিকাষ্ঠের ন্যায় কুশরত্নকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই কুশ-জননী জানকী কি বীরপ্রসবিনী নহেন? আমি এখনই সর্ব্বপ্রকারে ক্ষত্রিয়ত্বাদি দেখাইব। শত্রুঘ্ন যদি যথার্থ ক্ষত্রিয়সন্তান হয়, তবেই সে আমাদ্বারা বদ্ধ যজ্ঞকার্য্যোপযোগী এই অশ্বকে মোচন করিবে, নতুবা ঔদ্ধত্য পরিহারপূর্ব্বক কুশের চরণসেবক হইবে। এই মুহূর্ত্তেই সেই শত্রুঘ্ন এবং রণক্ষেত্রের ভূষণস্বরূপ অন্যান্য যে সকল মহাবীর আছে, তাহারাও মদীয় শরাসননির্ম্মুক্ত শরনিকরে ধরাশায়ী হইবে। শর, শরাসনধারী বীরবর লব, ইত্যাদি বাক্য বলিয়া সমুদয় নৃপগণকে তৃণ জ্ঞান করত সেই অশ্ব ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে মুনিকুমারগণ লবকে অশ্বগ্রহণে সমুৎসুক দেখিয়া কহিলেন,—অযোধ্যাধিপতি রাম মহাবল পরাক্রান্ত। স্বীয় বাহুবলোদ্ধত দেবরাজও তাঁহার অশ্ব গ্রহণ করেন না, অতএব আমাদিগের হিতকর বাক্য শুন, অশ্ব গ্রহণ করিও না। লব, মুনিকুমারদিগের এবংবিধ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সেই দ্বিজবালকগণকে কহিলেন,—দ্বিজাত্মজগণ! তোমরা ক্ষত্রিয়গণের বল জান না। ক্ষত্রিয়গণ বীর্য্যপ্রকাশেই সুনিপুণ, এবং দ্বিজগণ ভোজনেই পটু, অতএব তোমরা গৃহে যাইয়া তোমাদিগের জননীপ্রদত্ত ভোজ্য বস্তুসকল ভোজন করিতে থাক। ১২৩—১৩৫। লব এইরূপ কহিলে সেই সকল মুনিকুমারগণ মৌনী হইয়া লবের পরাক্রম দর্শননিমিত্ত দূরবর্ত্তী বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যাপার ঘটিলে ভূপতি শত্রুঘ্নের ভৃত্যগণ আসিয়া অশ্বকে বদ্ধ দর্শনে লবকে কহিল,—অহো! কে এই অশ্ব বন্ধন করিয়াছে! ধর্ম্মরাজ কাহার প্রতি রুষ্ট হইলেন? সম্প্রতি কোন্ ব্যক্তি বাণসমূহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া নিদারুণ বেদনা সহ্য করিবে? তখন লব বলিলেন,—আমিই এই অশ্ববরকে

যমঃ করিষ্যতি কথমাগতোহপি স্বয়ং প্রভুঃ।
নত্বা গমিষ্যতি ক্ষিপ্রং শরবৃষ্ট্যা সুতোষিতঃ।
শেষ উবাচ।
এতদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য বালোহয়মিতি তেহব্রুবন্
সমাগতা মোচয়িতুং হয়ং বদ্ধন্তু যে হরেঃ ॥১৪১
তান্ বৈ মোচয়িতুং যাতান্ শত্রুঘ্নস্য চ সেবকান্
কোদণ্ডং করয়োধৃ্ত্বা ক্ষুরপ্রাস্ত্রাণ্যমুমুচৎ ॥১৪২
তে ছিন্নবাহবঃ শোকাচ্ছত্রুঘ্নং প্রতিসঙ্গতাঃ।
পৃষ্টাস্তে জগদুঃ সর্ব্বে লবাৎ স্বভুজকৃন্তনম্।

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে
লবকৃতাশ্বগ্রহণং নাম ত্রিংশো
হধ্যায়ঃ। ৩০ ॥

বন্ধন করিয়াছি। যে ইহাকে মুক্ত করিবে, মদীয় মহামনা ভ্রাতা কুশ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন। সর্ব্বনিয়ন্তা ধর্ম্মরাজ যদি স্বয়ংও আগমন করেন, তথাপি তিনি কি করিতে পারিবেন? তিনি শরবর্ষণে পরিতুষ্ট হইয়া প্রণিপাতপুরঃসর অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান করিবেন। শত্রুঘ্নের অনুচরগণ, লবের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল "এ বালক।" পরে যাহারা ভগবান্ হরির সেই বদ্ধ অশ্বকে মোচন করিবার নিমিত্ত নিকটে যাইল, লব করে কোদণ্ডধারণপূর্ব্বক অশ্বমোচনার্থ সমীপাগত শত্রুঘ্নের সেই সকল সেবকগণ-উদ্দেশে ক্ষুর-প্রাস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাহারা ছিন্নবাহু হইয়া শোক করিতে করিতে শত্রুঘ্নের নিকট উপস্থিত হইল এবং তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, সকলেই লব হইতে আপনাদিগের বাহু চ্ছেদনের বিষয় কহিল। ১৩৬—১৪৩।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।
এতাং শ্রুত্বা কথাং রম্যাং লবস্য বলিনো মুনিঃ
সংশয়ানঃ পর্য্যপৃচ্ছন্নাগং দশশতাননম্। ১
বাৎস্যায়ন উবাচ।
ত্বয়োক্তন্তু পুরা রামঃ সীতামেকাকিনীং বনে।
রজকস্য দুরুক্ত্যাসৌ তত্যাজ মহলোলুপঃ ॥২
জানক্যাঃ কুসুতৌ জাতৌ কথং বীরৌ মহাবলৌ? —
জানক্যাং কু সুতৌ জাতৌ কথং ধনুর্দ্ধরতাং গতৌ
কথং বা শিক্ষিতা বিদ্যা যো রামহয়মাহরৎ ॥৩
ব্যাস উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা মুনেব্বাক্যং শেষনাগো মহামতিঃ।
প্রশস্য বিপ্রং জগদে রামচরিত্রমদ্ভুতম্। ৪
শেষ উবাচ।
রামো রাজ্যমযোধ্যায়াং ভ্রাতৃভিঃ সহিতো-
হকরোৎ।
ধর্ম্মেণ পালয়ন্ সর্ব্বং ক্ষিতিখণ্ডং স্বয়া স্ত্রিয়া ॥ ৫

একত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—মুনিবর বাৎস্যায়ন, মহাবলসম্পন্ন লবের এই রমণীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণে সন্দিহান হইয়া সহস্রানন অনন্তদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দেব! আপনি যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন, রাজবর রামচন্দ্র, রজকের নিন্দাবাদে সীতাকে একাকিনী বনে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে কিরূপে জানকীর গর্ভে পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন? কি প্রকারেই বা সেই কুমারযুগল মহাধনুর্দ্ধর হন এবং যে পুত্র রামাশ্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি কি প্রকারেই বা তাদৃশী ধনু-র্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন? বাৎস্যায়ন-মুনির এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি অনন্ত-দেব বিপ্রবর বাৎস্যায়নকে প্রশংসাপুরঃসর অদ্ভুত রামচরিত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তদেব বলিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র, যে সময়ে ভ্রাতৃগণ ও স্বীয় পত্নীর সহিত অযোধ্যায় অবস্থানপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে অখিল ভূমণ্ডল

সীতা দধার তদ্বীর্য্যং মাসঃ পঞ্চাভবংস্তদা।
অত্যন্তং শুশুভে দেবী ত্রয়ীব পুরুষাঙ্কয়া॥ ৬
কদাচিৎ সময়ে রামঃ পপ্রচ্ছ চ বিদেহজাম্।
কীদৃশো দোহদঃ সাধ্বি ময়া তে সাধ্যতে হি সঃ॥
রহস্যেব তু সা পৃষ্টা ত্রপমাণা রঘোঃ পতিম্।
লজ্জাগদ্গদবাগ্রামং নিজগাদ বচোঽমৃতম্॥ ৮

সীতোবাচ।

ত্বৎকৃপাতো ময়া সর্ব্বং ভুক্তং ভোজ্যামিশোভনম্
ন কশ্চিন্মানসে কান্ত বিষয়ো হ্যতিরিচ্যতে॥ ৯
যস্যা ভবাদৃশঃ স্বামী দেবসংস্তুতসৎপদঃ।
তস্যাঃ সর্ব্বং বশীবর্ত্তি ন কিঞ্চিদপি শিষ্যতে॥
ত্বমাগ্রহাৎ পৃচ্ছসি মাং দোহদং মনসি স্থিতম্
প্রব্রবীমি পুরঃ সত্যং তব স্বামিন্মনোরমম্॥ ১১
চিরং জাতং ময়া সত্যো লোপামুদ্রাদিকাঃ স্ত্রিয়ঃ
দৃষ্টাঃ স্বামিন্মনো দ্রষ্টুং তা উৎস্কুকতি সুন্দরীঃ
রাজ্যং প্রাপ্তা ত্বয়া সার্দ্ধমনেকসুখমাস্থিতা।
কৃতঘ্নাহং কদাপীহ তা নমস্কর্ত্তুমানসা॥ ১৩
তত্র গত্বা তপঃকোশান্ বস্ত্রাদ্যৈঃ পরিপূজয়ে।
রত্নানি চৈব ভাস্বন্তি ভূষা অপি সমর্পয়ে॥ ১৪
যথা মে তোষিতাঃ সত্যো দদত্যাশীর্মনোহরাঃ
এষ মে দোহদঃ কান্ত পরিপূরয় মানসে॥ ১৫
ইত্থমাকর্ণ্য বচনং সীতায়াঃ সুমনোহরম্।
জগাদ পরমপ্রীতো রামচন্দ্রঃ প্রিয়াং প্রতি॥১৬
ধন্যাসি জানকি প্রাতর্গমিষ্যসি তপোধনাঃ।
প্রেক্ষ্য তাশ্চ কৃতার্থা ত্বমাগমিষ্যসি মেঽন্তিকম্
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা পরমাং প্রীতিমাপ সা।
প্রাতর্গম ভবত্যদ্ধা তাপসীনাং সমীক্ষণম্॥১৮

পালন করত রাজ্যসুখ উপভোগ করিতেছিলেন, তৎকালে কোন সময়ে সীতাদেবী শ্রীরামনিষিক্ত তেজঃ ধারণ করেন; ক্রমে পঞ্চ মাস অতীত হইল, সীতাদেবীও অভ্যন্তরে পরম পুরুষধারিণী ত্রয়ীর ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। একদা শ্রীরাম, বিদেহদুহিতা সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধ্বি! এক্ষণে আমি তোমার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ করিব? সীতাদেবী নির্জ্জনে এইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া লজ্জিতা হইলেন এবং লজ্জাবশতঃ গদ্গদস্বরে রঘুপতিকে এইরূপ সুমধুর বাক্য বলিলেন;—কান্ত! আপনার কৃপায় আমি সমুদয় মনোজ্ঞ ভোগ্য বস্তুই উপভোগ করিয়াছি ও করিব, কোন বিষয়ই অবশিষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহার সুরগণের পূজ্যপাদ ভবাদৃশ স্বামী, তাহার সমুদয় বাঞ্ছিত বিষয়ই পূর্ণ হইয়া থাকে, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তথাপি হে স্বামিন্! আপনি যখন আগ্রহসহকারে আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আমার মনে যে এক উৎকৃষ্ট বিষয়ে অভিলাষ আছে, আপনার নিকট তাহা সত্য করিয়া বলিতেছি।১—১১। স্বামিন্! বহু দিন হইল আমি লোপামুদ্রা প্রভৃতি পতিব্রতা রমণীগণকে একবার দেখিয়াছিলাম, আর একবার সেই সকল সুন্দরীকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন উৎসুক হইয়াছে। আমি আপনার সহিত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ রাজ্যসুখ উপভোগে আসক্ত থাকায় তাঁহাদিগের নিকট কৃতঘ্না হইয়াছি, এজন্য কোন সময়ে একবার যাইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে মানস করিয়াছি। প্রভো! যাহাতে তাঁহারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মনোগত আশীর্ব্বাদ করেন, তজ্জন্য আমি তথায় গিয়া বস্ত্রাদিদ্বারা সেই তপস্বিনীদিগকে পূজা করিব এবং সমুজ্জ্বল রত্নসমূহ ও বিবিধ ভূষণ প্রদান করিব; কান্ত! আমার মনে যে এই অভিলাষ হইয়াছে, ইহা পূর্ণ করুন। শ্রীরামচন্দ্র, সীতার এবম্বিধ সুমনোহর বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া প্রিয়াকে কহিলেন,—অয়ি জানকি! তুমিই ধন্য, তুমি প্রাতঃকালেই গমন করিবে এবং সেই তপস্বিনীদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। শ্রীরামের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং ভাবি-

অথ তস্মিন্নিশি রামস্য চরাঃ কীর্ত্তিং নিজাং শ্রুতাম্
প্রেক্ষিতুং প্রেষিতাস্তে তু নিশীথেব্যগমন শনৈঃ
তে প্রত্যহং রামকথাঃ শৃণ্বন্তঃ সুমনোহরাঃ।
তদ্দিনে গতবন্তশ্চ ধনাঢ্যস্য গৃহং মহৎ॥ ২০
দীপং বীক্ষ্য প্রজ্বলন্তং বচনং বীক্ষ্য মানুষম্।
স্থিতাস্তত্র ক্ষণং চারাঃ সমশৃণ্বন্ যশো ভৃশম্॥
তত্র কাচন বামা স্ত্রীবালকং প্রতি হর্ষিতা।
স্তনং ধয়ন্তং নিজগৌ বাক্যন্তু সুমনোহরম্॥২২
পিব পুত্র যথেষ্টং ত্বং স্তন্যং মম মনোহরম্।
পশ্চাত্তব সুদুষ্প্রাপং ভবিষ্যতি মমাত্মজ॥২৩
এতৎপুর্য্যাঃ পতী রামো নীলোৎপলদলপ্রভঃ
তৎপুরীস্থজনানান্তু ন ভবিষ্যতি বৈ জনুঃ॥২৪
জন্মাভাবাৎ কথং পানং স্তন্যস্য ভুবি জায়তে
তস্মাৎ পিব মুহুঃ স্তন্যং দুর্লভং মম পুত্রক॥২৫

যে শ্রীরামং স্মরিষ্যন্তি ধ্যাস্যন্তি চ বদন্তি যে।
তেষামপি পায়ঃপানং ন ভবিষ্যতি জাতুচিৎ॥
ইত্যাদি বাক্যং সংশ্রুত্য শ্রীরামযশসোঽমৃতম্
হর্ষিতঃ প্রযযৌ গেহমন্যভাগ্যবতো মহৎ॥ ২৭
তাবদন্যশ্চরস্তত্র মনোরমমিদং গৃহম্।
মত্বা তিষ্ঠন হি রামস্য ক্ষণং শুশ্রূষয়া যশঃ॥২৮
তত্র কান্তা নিজং কান্তং পর্য্যঙ্কোপরি সুস্থিতম্
তাম্বূলং চর্ব্বতী দত্তং ভর্ত্রা স্নেহেন সুন্দরী॥২৯
কঙ্কণস্বর্ণশোভাঢ্যা কর্পূরাগুরুধূপিতা।
কান্তং বীক্ষ্য লসন্নেত্রা কামরূপমবোচত॥ ৩০
নাথ ত্বং তাদৃশো মহ্যংভাসি যদৃগ্রঘোঃ পতিঃ
অত্যন্তসুন্দরতরং বপুর্বিভ্রং সুকোমলম্॥ ৩১
পদ্মপ্রান্তং নেত্রযুগ্মং বক্ষো মোহনবিস্তৃতম্।
ভুজৌ চ সাঙ্গদৌ বিভ্রৎসাক্ষাদ্রাম ইবাসি মে

লেন, নিশ্চয়ই প্রাতঃকালে সেই তাপসীগণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। ১২—১৮। এদিকে সেই রজনীতেই শ্রীরাম, যে প্রকার স্বীয় সুযশ শ্রবণ করিতেন, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজ চরগণকে আদেশ করায় তাহারা নিশীথকালে ধীরে ধীরে এক স্থানে গমন করিল। তাহারা প্রত্যহই এই ভাবে শ্রীরামের মনোহর গুণগান শ্রবণ করিত। তদ্দিনে তন্নিমিত্ত এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে উপস্থিত হইল। অনন্তর চরগণ, তথায় প্রজ্বলিত দীপ দর্শন করিয়া এবং মনুষ্যের কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিল এবং শ্রীরামের প্রভূত গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিল। তথায় কোন সুন্দরী স্তন্যপানে প্রবৃত্ত নিজ শিশুকে সানন্দচিত্তে এইরূপ মনোহর বাক্য বলিতেছিল;—পুত্র! এইবার যথেচ্ছ আমার মনোহর স্তনদুগ্ধ পান কর। বৎস! ইহার পর আমার স্তনদুগ্ধ তোমার দুষ্প্রাপ্য হইবে; কারণ আমি শুনিয়াছি, এই অযোধ্যাপুরীর অধীশ্বর নীলোৎপলদলপ্রভ যে শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহার পুরীমধ্যে যে সকল জনগণ বাস বাস করে, তাহাদিগের আর জন্ম হইবে না; সুতরাং জন্ম না হইলে আর ভূতলে কিরূপে তোমার স্তন্যপান ঘটিবে? অতএব বৎস! এই বেলা মদীয় দুর্লভ স্তনদুগ্ধ পুনঃপুনঃ পান করিয়া লও। যাহারা শ্রীরামকে স্মরণ বা ধ্যান করিবে কিংবা তাঁহার নামোচ্চারণ করিবে, তাহাদিগেরও আর কখন মাতার স্তন পান করিতে হইবে না। ঐ সময়ে চরগণের মধ্যবর্ত্তী একজন, শ্রীরামের ইত্যাদি অমৃতোপম সুখ্যাতি শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া অপর এক ভাগ্যবানের গৃহে গমন করিল এবং এই গৃহ অতি মনোরম বিবেচনা করিয়া তথায় শ্রীরামের গুণাবলী শ্রবণবাসনায় ক্ষণকাল অবস্থিত রহিল। তৎকালে তথায় কর্পূরাগুরুসুবাসিতা স্বর্ণকাঞ্চনভূষিতা কোন সুন্দরী স্নেহবশতঃ ভর্ত্তৃপ্রদত্ত তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে পর্য্যঙ্কোপরি সুখোপবিষ্ট কন্দর্পবৎ মোহনমূর্ত্তি নিজ কান্তের প্রতি প্রফুল্লনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—নাথ! রঘুনাথ যেমন পরম সুন্দরমূর্ত্তি ও সুকোমলাঙ্গ, আপনিও আমার সেইরূপ বোধ হইতেছে। আপনার লোচনযুগলও পদ্মবৎ সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল ও মনোহর, সুদীর্ঘ বাহুদ্বয়ও তাঁহার ন্যায় অঙ্গদভূষিত; অতএব

ত [illegible] সমাকর্ণ্য কান্তায়াঃ সুমনোহরম্।
উবাচ নেত্রয়োঃ প্রান্তং নর্ত্তয়ন্ কামসুন্দরঃ ॥৩৩
শৃণু কান্তে ত্বয়া প্রোক্তং সাধ্ব্যা তু সুমনোহরম্
পতিব্রতানাং তদ্‌যোগ্যং স্বকান্তো রাম এব হি
পরং কাহং মন্দভাগ্যঃ ক রামো ভাগ্যবান্মহান্
কাহং কীটকবত্তুচ্ছঃ ক ব্রহ্মাদিসুরার্চ্চিতঃ। ৩৫
খদ্যোতঃ ক নভোরত্নং শশকঃ ক নু পামরঃ।
গজারিঃ ক মৃগেন্দ্রোঽসৌ শশকঃ ক নু মন্দধীঃ
ক চ সা জাহ্নবী দেবী ক রথ্যাজলমুৎপথম্।
ক মেরুঃ সুরসংবাসঃ ক গুঞ্জাপুঞ্জকোঽল্পকঃ।
তথাহং ক ক রামোঽসৌ যৎপাদরজসাঙ্গনা।
শিলীভূতা ক্ষণাজ্জাতা ব্রহ্মমোহনরূপধৃৎ। ৩৮
ইতি বাক্যং প্রব্রুবাণং পরিরেভে নিজং পতিম্
জাতা কামহৃতপ্রেমা নর্ত্তিতভ্রূধনুর্দ্ধরা। ৩৯
ইত্যাদি বাক্যং সংশ্রুত্য গতশ্চারোঽন্যবেশনম্
তাবদন্যশ্চরো বাক্যং শুশ্রাব যশসার্চ্চিতম্ ॥৪০
কাচিৎ পুষ্পময়ীং শয্যাং চন্দনং সহচন্দ্রকম্।
সর্ব্বং বিধায় কামার্হং জগাদ বচনং পতিম্ ॥৪১
এহি কুরুষ্ব ভোগার্হং শয়নং পুষ্পশায়কে।
চন্দনাদিকলেপঞ্চ তথা ভোগমনেকধা। ৪২
ত্বাদৃশা এব ভোগার্হা ন চ রামপরাঙ্মুখাঃ।
সর্ব্বং রামকৃপাপ্রাপ্তমুপভুঙ্ক্ষ যথাতথম্ ॥ ৪৩
মৎসদৃশী কামিনী তে চন্দনং তাপহারকম্।
পর্য্যঙ্কঃ পুষ্পরচিতঃ সর্ব্বং রামকৃপাভবম্ ॥ ৪৪

আমার নিকটে আপনি যেন সাক্ষাৎ শ্রীরামের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। কন্দর্পবৎ কমনীয়কলেবর সেই কান্ত, কান্তার এইরূপ সুমধুর বাক্যাবলী কর্ণগোচর করিয়া নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগ নর্ত্তিত করত কান্তাকে কহিল,—কান্তে! শুন, তুমি সাধ্বী বলিয়া উত্তম কথাই বলিয়াছ, নিজকান্ত যে সাক্ষাৎ শ্রীরামস্বরূপ এরূপ বোধ করা পতিব্রতা রমণীদিগের উপযুক্তই বটে। কিন্তু হতভাগ্য আমিই বা কোথায়? আর মহাভাগ্যধর মহাত্মা রামই বা কোথায়? কীটোপম তুচ্ছ আমিই বা কোথায়? আর সেই ব্রহ্মাদিদেবারাধ্য রামই বা কোথায়? উভয়ের সাদৃশ্য কদাচ সম্ভবপর নহে। যেমন তুচ্ছ খদ্যোতই বা কোথায়? আর নভোরত্ন সূর্য্যদেবই বা কোথায়? মন্দমতি শশকই বা কোথায়? আর মাতঙ্গজেতা মৃগেন্দ্রই বা কোথায়? জাহ্নবী দেবীই বা কোথায়? আর উৎপথপ্রবাহী রথ্যাজলই বা কোথায়? এবং সুরগণের আবাসভূমি সুমেরুই বা কোথায়? আর তুচ্ছ গুঞ্জাপুঞ্জই বা কোথায়? (অর্থাৎ সূর্য্যাদির সহিত খদ্যোতাদির যেমন উপমা হইতে পারে না, সেইরূপ শ্রীরামের সহিত আমার তুলনাও নিতান্ত অসঙ্গত।) তদ্রূপ, পাষাণময়ী গৌতমপত্নী অহল্যা, যাঁহার পাদরজঃস্পর্শে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মারও মনোমুগ্ধকর দিব্য রূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই রামই বা কোথায়? আর আমিই বা কোথায়? কান্ত এইরূপ বাক্য বলিতে থাকিলে সেই সুন্দরী কামাবেশ বশতঃ প্রেমভরে কামদেবের শরাসনসদৃশ ভ্রূযুগল নর্ত্তিত করত নিজকান্তকে আলিঙ্গন করিল। ১৯—৩৯। শ্রীরামের চর, তথায় ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য গৃহসমীপে গমন করিল। ঐ সময়ে অন্য একজন চর অন্যত্র শ্রীরামের যশোময় বাক্য শুনিতে পাইল। তথায় কোন কামিনী, পুষ্পময়ী শয্যা কর্পূরপরাগপূর্ণ চন্দনদ্রব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কামভোগোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া স্বীয় পতিকে বলিয়াছিল,—কান্ত! আসুন পুষ্পশয্যায় ভোগার্হ শয়ন, চন্দনাদি বিলেপন এবং নানাবিধ ভোগ্য উপভোগ করুন। ত্বাদৃশ ব্যক্তিগণই ভোগের উপযুক্ত, রামভক্তিহীন মানবগণ কখন ভোগ্যোপভোগে সমর্থ হয় না। এক্ষণে আপনি শ্রীরামের কৃপালব্ধ এই সমুদয় যথেচ্ছ উপভোগ করুন। মৎসদৃশী কামিনী, এই সন্তাপহর চন্দন এবং এই যে আপনার পুষ্পরচিত পর্য্যঙ্ক, এসমস্তই শ্রীরামের

যে রামং ন ভজিষ্যন্তি তে নরা জঠরং স্বকম্‌
ন ভর্ত্তুং শক্নুবন্ত্যেতে বস্ত্রভোগাদিবর্জ্জিতাঃ।
ইতি ব্রুবন্তীং মহিলাং হর্ষিতঃ পতিরব্রবীৎ।
সর্ব্বং তথ্যং ব্রবীষি ত্বং মম রামকৃপাভবম্‌ ॥৪৬
ইত্যেবং রামভদ্রস্য যশঃ শ্রুত্বা গতশ্চরঃ।
তাবদন্যস্য বেশ্মস্থশ্চরোহন্যঃ শুশ্রুবে বচঃ ॥৪৭
কাচিৎ কান্তেন পর্য্যঙ্কে বীণাবাদনতৎপরা।
কান্তেন রামসৎকীর্ত্তিং গায়মানা পতিং জগৌ
স্বামিন্‌ বয়ং ধন্যতমা যেষাং পুর্য্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ
শ্রীরামঃ স্বপ্রজাঃ পুত্রান্‌ যদ্বৎ পাতি চ রক্ষকঃ
যো মহৎকর্ম্ম দুঃসাধ্যং কৃতবান্‌ সুলভং ন তৎ
সমুদ্রং যো নিজগ্রাহ সেতুং তত্র ববন্ধ চ ॥ ৫০
রাবণং যো রিপুং হত্বা লঙ্কাং সন্ত্যাজ্য বানরৈঃ
জানকীমাজহারাত্র মহদাচারমাচরৎ ॥ ৫১
ইতি প্রোক্তং সমাকর্ণ্য বচঃ সুমধুরাক্ষরম্‌।
পতিঃ স্মিতং চকারেমাং বাক্যং পুনরথাব্রবীৎ
মুগ্ধে নেদং মহৎ কর্ম্ম রামচন্দ্রস্য ভামিনি।
দশাননবধাদীনি সমুদ্রদমনানি চ ॥ ৫৩
লীলয়া যোঽবনিংপ্রাপ্তো ব্রহ্মাদিপ্রার্থিতো মহান্‌
করোতি সচ্চরিত্রাণি মহাপাপহরাণি চ ॥ ৫৪
মা জানীহি নরং রামং কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনম্‌।
সৃজত্যবতি হন্ত্যেতদ্বিশ্বং লীলাত্তমানুষঃ ॥৫৫
ধন্যা বয়ং যে রামস্য পশ্যামো মুখপঙ্কজম্‌।
ব্রহ্মাদিসুরদুর্দর্শং মহৎপুণ্যাকৃতো বয়ম্‌ ॥ ৫৬
ইত্যাদি বাক্যং শুশ্রাব চারো দ্বারি স্থিতো মুহুঃ।
অশৃণোদ্রামচন্দ্রস্য চরিত্রং শ্রুতিসৌখ্যদম্‌ ॥৫৭
অন্যো হ্যন্যগৃহং গত্বা হন্তো শ্রোতুং হরের্যশঃ।

কৃপাসম্ভূত। যাহারা শ্রীরামকে ভজনা না করে, সেই সকল মানব বস্ত্র-ভোগাদি-বিহীন হইয়া স্বীয় জঠরকে ভরণ করিতে সমর্থ হয় না। পত্নীকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া তদীয় পতি সানন্দচিত্তে পত্নীকে কহিল,—প্রিয়ে! তুমি সত্যই বলিযাছ, সত্যই এ সকল আমার রামকৃপায় সংঘটিত হইয়াছে। সেই চর শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ সুযশঃ শ্রবণ করিয়া অন্যত্র গমন করিল। এই সময়ে অপর ব্যক্তির গৃহসমীপবর্ত্তী অপর একজন চরও শ্রীরামের সুযশঃপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণ করিতে পাইল। তথায় কোন কামিনী পর্য্যঙ্কোপরি নিজকান্তের সহিত অবস্থিত থাকিয়া বীণাবাদনসহকারে শ্রীরামের গুণ গান করিতে করিতে পতিকে কহিল,—স্বামিন্‌! যিনি অন্যের দুষ্কর গুরুতর দুঃসাধ্য কার্য্যসকল সম্পাদন করিয়াছেন, যিনি সমুদ্রের নিগ্রহ সাধনপূর্ব্বক তাহাতে সেতুবন্ধন করিয়াছেন, যিনি বানরগণের সহিত অরাতি রাবণকে সংহারপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী বিধ্বস্ত করিয়া জানকীকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন এবং যিনি অন্যান্য নানাবিধ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, সেই প্রভু শ্রীরাম যখন আমাদিগের এই নগরীর অধীশ্বর এবং তিনি যখন আমাদিগের রক্ষক হইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে স্বীয় প্রজাপুঞ্জকে পালন করিতেছেন, তখন আমরাই ধন্যতম। পতি, পত্নীর এবংবিধ সুমধুর বাক্য শ্রবণে ঈষৎহাস্য করিয়া পুনরায় পত্নীকে এই কথা বলিল,—মুগ্ধে! সমুদ্রের নিগ্রহ ও দশাননবধাদি যে সকল বিষয় উল্লেখ করিলে, শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে উহা মহৎ কার্য্য নহে। পরাৎপর যে শ্রীরামচন্দ্র, ব্রহ্মাদিদেবগণের প্রার্থনাতেই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া মহাপাপবিনাশন সৎকার্য্যসকল অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন শ্রীরামকে তুমি মনুষ্য জ্ঞান করিও না, তিনিই এই অখিল বিশ্বের সৃজন, পালন ও লয় করিয়া থাকেন; তিনি স্বীয় লীলাপ্রকাশার্থই মানবরূপ ধারণ করিয়াছেন। প্রিয়ে! আমরাই ধন্য, কারণ, আমরা যখন ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্দ্দর্শ শ্রীরামের মুখপঙ্কজ সন্দর্শন করিতেছি, তখন আমরাই মহাপুণ্যবান্‌। গৃহের দ্বারদেশস্থিত সেই চর বারম্বার এইরূপ শ্রুতিসুখকর শ্রীরামের চরিত্রকথা শ্রবণ করিল ॥৪০—৫৭। অন্য একজন চরও যে, ভগবান্‌ হরির যশো-

তত্রাপি রামভদ্রস্য যশঃ শুশ্রাব শোভনম্ ॥ ৫৮
খেলন্তী স্বামিনা সাকং দ্যূতেন সুমনোহরা ।
উবাচ বাক্যং মধুরং কঙ্কণে নৃত্যতীব চ ॥ ৫৯
জিতং ময়া কান্ত জবেন সর্ব্বং
ধনং ত্বদীয়ং প্রগুরূপিতং যৎ ।
ইত্যাদি বাক্যং পরিহাসপূর্ব্বকং
কৃত্বা স্বকান্তং পরিষস্বজে মুদা ॥ ৬০
উবাচ কান্তশ্চার্ব্বঙ্গি জিতমেব সুশোভনে ।
রামং মে স্মরতো নিত্যং ন কুত্রাপি পরাজয়ঃ
ইদানীং ত্বান্ত জেষ্যামি রামং স্মৃত্বা মনোহরম্
দেবা যথা পুরা স্মৃত্বা দিতিজানজয়ন্ ক্ষণাৎ ॥
এবমুক্ত্বা পাশকানাং পরিবর্ত্তনমাকরোৎ ।
তাবজ্জয়ং প্রপেদে স হর্ষিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥
মম প্রোক্তমৃতং জাতং জিতা ত্বং নবযৌবনা ।
রামস্মারী কদাপ্যেব ন ভবেদ্রিপুতোঽজয়ী ॥
ইত্যেবং তৌ বদন্তৌ চ পরস্পরমথোৎসুকৌ
পরিরভ্য দৃঢ়ংপ্রেম্ণা ততশ্চারো গতো গৃহম্ ॥*
এবং পঞ্চ মহাচারা রাজ্ঞঃ সংশ্রুত্য বৈ যশঃ ।
পরস্পরং প্রশংসন্তো গেহং স্বং স্বং যযুর্ম্মুদা ॥৬৬
একঃ ষষ্ঠশ্চরঃ কারুগেহমালোক্য তত্র হ ।
জগাম শ্রোতুকামোঽসৌ যশো রাজ্ঞো
মহীপতেঃ ॥ ৬৭
রজকঃ ক্রোধসম্প্লুষ্টো ভার্য্যামন্যগৃহোষিতাম্ ।
পদা সন্তাড়য়ামাস ধিক্কুর্ব্বন্ শোণনেত্রবান্ ॥৬৮
গচ্ছ ত্বং মদ্গৃহাত্তস্য গেহং যত্রোষিতা দিনম্
নাহং গৃহ্নামি ভবতীং দুষ্টাং বচনলঙ্ঘিনীম্ ॥৬৯
তদাস্য মাতা প্রোবাচ মা ত্যজৈনাং গৃহাগতাম্

গান শ্রবণার্থ অন্যগৃহে যাইয়া অবস্থান করিতেছিল, সেও তথায় শ্রীরামের মনোহর সুখ্যাতি শ্রবণ করিল। সেই গৃহে কোন পরমসুন্দরী কামিনী স্বামীর সহিত দ্যূত-ক্রীড়া করিতে করিতে কঙ্কণযুগলকে যেন নৃত্য করাইয়া স্বামীকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিল,—"কান্ত! তুমি যাহা পণ করিয়াছিলে, ত্বদীয় তৎসমুদয় ধনই আমি ক্ষণমাত্রেই জয় করিয়াছি।" সে পরিহাসপূর্ব্বক ইত্যাদি বাক্য বলিয়াই সানন্দে স্বীয় পতিকে আলিঙ্গন করিল। তখন স্বামী পত্নীকে কহিল,—চার্ব্বঙ্গি! তোমারই জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু হে সুশোভনে! শ্রীরামকে স্মরণ করিলে আমার কুত্রাপি পরাজয় নাই জানিও। পূর্ব্বে দেবগণ যেমন শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া দৈত্যগণকে ক্ষণমধ্যে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও সেই মোহনমূর্ত্তি রামচন্দ্রকে স্মরণপূর্ব্বক এখনই তোমাকে পরাজয় করিব। সে এই কথা কহিয়া যেমন পাশক সকল পরিবর্ত্তিত করিল, অমনি জয় প্রাপ্ত হইল। তখন হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিল,—দেখ, আমার কথা সত্য হইয়াছে; নবযৌবনা তোমাকে জয় করিয়াছি। যে শ্রীরামকে স্মরণ করে, তাহার কখন শত্রু হইতে পরাজয় হয় না। সেই দম্পতি পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে প্রেমভরে পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক যেমন ক্রীড়োৎসুক হইল, অমনি সেই চর তদ্গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিল। ৫৮—৬৪। প্রধান পঞ্চচর রাজা রামচন্দ্রের এবংবিধ যশোগান শ্রবণ-পূর্ব্বক পরস্পর প্রশংসা করিতে করিতে সানন্দে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। ষষ্ঠ এক-জন চর, এক রজকগৃহ অবলোকন করিয়া মহীপতি রামের সুখ্যাতি শ্রবণ-কামনায় তথায় গমন করিয়াছিল। সেই সময় তথায় তদ্গৃহ-স্বামী রজক, ভার্য্যা দিবাতে অপরব্যক্তির গৃহে বাস করায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্তনেত্রে তাহাকে ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে পদাঘাতে পীড়িত করিতে-ছিল এবং বলিতেছিল, তুই দিবসে যাহার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিস্, এখনই আমার গৃহ হইতে তাহার গৃহে গমন কর্। তুই যখন আমার কথার অবাধ্য ও দুশ্চরিত্রা, তখন তোকে গ্রহণ করিব না। তৎকালে সেই রজকের মাতা আসিয়া কহিল,—গৃহাগত এই

---

* গৃহাৎ ইতি পাঠঃ সাধুঃ।

অপরাধেন সহিতাং দুষ্টকর্ম্মবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৭০
মাতরং প্রত্যুবাচাথ রজকঃ ক্রোধসংযুতঃ।
নাহং রাম ইব প্রেষ্ঠাং গৃহ্লাম্যন্যগৃহোষিতাম্ ॥
স রাজা যৎ করোত্যেব তৎসর্ব্বং নীতিমদ্ভবেৎ
অহং গৃহ্লামি নো ভার্য্যাং পরবেশ্মনি সংস্থিতাম্
পুনঃপুনরুবাচেদং রামো নাহং মহীশ্বরঃ।
যঃ পরস্য গৃহে সংস্থাং জানকীং বৈ ররক্ষ সঃ
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য চারঃ কোপপরিপ্লুতঃ।
খড়্গাং গৃহীত্বা স্বকরে তং হন্তুং বিদধে মনঃ ॥
স রামোক্তঞ্চ সস্মার ন বধ্যঃকোঽপি মে জনঃ
ইতি জ্ঞাত্বা স্বরোষং সঞ্জহার মহামনাঃ ॥ ৭৫
তদা ক্রুত্বা সুদুঃখার্ত্তঃ পঞ্চ চারা যতঃ স্থিতাঃ।
ততো গতঃ প্রকুপিতো নিশ্বসন্মুহুরুচ্ছ্বসন্ ॥ ৭৬
তে বৈ পরস্পরং তত্র মিলিতাঃ সমমব্রুবন্।
স্বকং তং রামচরিতং সর্ব্বলোকৈকপূজিতম্ ॥ ৭৭
তে তদ্ভাষিতমাকর্ণ্য পরস্পরমমন্ত্রয়ন্।
ন বাচ্যং রঘুনাথায় বচো দুষ্টজনোদিতম্ ॥ ৭৮
ইতি সম্মন্ত্র্য তে গেহং গত্বা সুষুপুরুৎসুকাঃ।
প্রাতা রাজ্ঞে প্রশংসাম ইতি বুদ্ধ্যা ব্যবস্থিতাঃ

শেষ উবাচ।

প্রাতর্নিত্যং বিধায়াসৌ ব্রাহ্মণান্ বেদবিত্তমান্।
হিরণ্যদানৈঃ সন্তর্প্য বিধিবৎসংসদং যযৌ ॥৮০
লোকাঃ সর্ব্বে নমস্কর্ত্তুং রঘুনাথং মহীপতিম্।
পুত্রবৎ স্বপ্রজাঃ সর্ব্বাঃ পালয়ন্তং যযুঃ সভাম্ ॥
লক্ষ্মণেনাতপত্রন্তু ধৃতং মূর্দ্ধনি ভূপতেঃ।
তদা ভরতশত্রুঘ্নৌ চামরদ্বন্দ্বধারিণৌ ॥ ৮২
বশিষ্ঠপ্রমুখাস্তত্র মুনয়ঃ পর্য্যুপাসতে।
সুমন্ত্রপ্রমুখাস্তত্র মন্ত্রিণো ন্যায়কর্ত্তৃকাঃ ॥ ৮৩
এবং প্রবৃত্তে সময়ে ষট্চারাস্তে স্বলঙ্কৃতাঃ।

ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিও না, এ অপরাধিনী সত্য, কিন্তু কোন দুষ্কার্য্য করে নাই। অনন্তর রজক সক্রোধহৃদয়ে মাতাকে প্রত্যুত্তর করিল,—আমি অন্যগৃহবাসিনী পত্নীকে রামের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারিব না। তিনি রাজা, তিনি যাহাই করিবেন, তাহাই তাঁহার নীতিসঙ্গত হইবে; কিন্তু যে ভার্য্যা পরগৃহে অবস্থান করিয়াছে, তাহাকে আমি ত কোন মতেই লইব না। তৎপরে পুনঃপুনঃ বলিল, যিনি, পরগৃহবাসিনী জানকীকে নিজগৃহে রক্ষা করিয়াছেন, আমি ত সেই রাজা রাম নই।৬৮—৭৩ রজকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই চর সাতিশয় কুপিত হইয়া হস্তে খড়্গ ধারণপূর্ব্বক রজককে সংহার করিতে মনস্থ করিল, কিন্তু "মদীয় কোন প্রজাকেই সংহার করিও না" শ্রীরামের এতদ্বাক্য স্মরণ করিয়া সেই মহামনাঃ চর নিজ ক্রোধ সংবরণ করিল এবং তদ্বাক্য শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখার্ত্ত ও প্রকুপিত হওয়ায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ চর অবস্থিত ছিল, তথায় যাইল। অনন্তর তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বলিল, আমরা আজ স্বকর্ণে সর্ব্বলোকপ্রশংসিত রামচরিত্র শ্রবণ করিয়াছি। পরে তাহারা ষষ্ঠ চরের কথা শুনিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিল, দুষ্টজনকথিত একথা আমাদের রঘুনাথকে বলিবার আবশ্যক নাই। তাহারা এইরূপ মন্ত্রণানন্তর "প্রাতঃকালে রাজসন্নিধানে তাঁহার সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিব" এইরূপ মনস্থ করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক উৎকণ্ঠিত চিত্তে নিদ্রা যাইল। এদিকে শ্রীরামচন্দ্র, প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে বিধিবৎ হিরণ্যাদি দানে সন্তুষ্ট করিয়া রাজসভায় গমন করিলেন। অনন্তর অযোধ্যাবাসী লোকসকল, যিনি সমুদয় প্রজাবর্গকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন, সেই মহীপতি রঘুনাথকে প্রণিপাত করিবার নিমিত্ত সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, ভূপতির মস্তকে লক্ষ্মণ ছত্র ধারণ করিয়াছেন, উভয় পার্শ্বে ভরত-শত্রুঘ্ন চামর ব্যজন করিতেছেন এবং বসিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ ও সুমন্ত্র প্রভৃতি নীতিবেত্তা মন্ত্রিগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত আছেন। এমত সময়ে পূর্ব্বোক্ত ষট্সংখ্যক চরও যথোপযুক্ত

সমাজগ্মুর্নরপতিং নমস্কর্ত্তুং সভাস্থিতম্ ॥ ৮৪
তান্ বক্তুকামান্ সংবীক্ষ্য চারান্নৃপতিসত্তমঃ।
সভায়ামন্তরাবেশ্ম রহঃ প্রাবিশদুৎস্মুকঃ ॥ ৮৫
একান্তে তাংশ্চরান্ সর্ব্বান্ পপ্রচ্ছ সুমতির্ন্নৃপঃ
কথয়ন্তু চরা মহ্যং যাথাতথ্যমরিন্দমাঃ ॥ ৮০
লোকা ব্রুবন্তি মাং কীদৃগ্‌ ভার্য্যায়া মম কীদৃশম্
মন্ত্রিণাং কীদৃশং লোকা বদন্তি চরিতং কথম্ ॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য চরা রামমথাব্রুবন্।
মেঘগম্ভীরয়া বাণ্যা পৃচ্ছন্তং রঘুনায়কম্ ॥৮৮
চারা উচুঃ।
নাথ কীর্ত্তির্জ্জনান্ সর্ব্বান্ পাবয়ত্যধুনা ভুবি।
গৃহে গৃহে শ্রুতাস্মাভিঃ পুরুষস্ত্রীভিরীড়িতা ॥৮৯
বিবস্বতো মহাবংশং ভবতা পরমেষ্ঠিনা।
অলঙ্কর্ত্তুং গতং ভূমৌ কীর্ত্তির্ব্বিস্তারিতা ভুবি ॥
অনেকে সগরাদ্যাশ্চ কৃতার্থাঃ পূর্ব্বজা নৃপ।
অভবংস্তাদৃশী কীর্ত্তিস্তেষাং নাভূদ্‌যথেদৃশী ॥৯

ত্বয়া নাথেন সকলাঃ কৃতার্থাস্তে প্রজা নৃপ।
যাসাং নাকালমরণং ন চ রোগাদ্যুপদ্রুতিঃ ॥৯২
যাদৃশশ্চন্দ্রমা লোকে যাদৃশী জাহ্নবী সরিৎ।
তাদৃশী তব সৎকীর্ত্তিঃ প্রকাশয়তি ভূতলম্ ॥৯৩
ব্রহ্মাদিকা ভবৎকীর্ত্তিমাকর্ণ্য ত্রপিতা ভৃশম্।
নাথ সর্ব্বত্র তে কীর্ত্তিঃ পাবয়ত্যধুনা জনান্ ॥
বয়ং ধন্যতমাঃ সর্ব্বে যে চারাস্তব ভূপতে।
ক্ষণে ক্ষণে তব মুখং লোকয়ামো মনোহরম্ ॥
ইত্যাদি বাক্যং চারাণাং পঞ্চানাং বীক্ষ্য রাঘবঃ
ষষ্ঠং পপ্রচ্ছ চারং তং বিলক্ষণমুখাঙ্কিতম্ ॥৯৬
রাম উবাচ।
সত্যং বদ মহাবুদ্ধে যচ্ছ্রুতং লোকসঙ্করে।
তাদৃশং শংস মহ্যং ত্বমন্যথা পাতকাদিকৃৎ ॥৯৭

পরিচ্ছদ পরিধান করত সভাস্থ নরপতিকে নমস্কারার্থ তথায় গমন করিল। অনন্তর নৃপবর তাহাদিগকে বক্তব্য বিষয় বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া সমুৎসুক হৃদয়ে সভার অন্তর্গত কোন নির্জ্জনগৃহে প্রবেশ করিলেন। পরে সুমতি নৃপবর, নির্জ্জনে সেই চরগণকে কহিলেন,—হে অরিন্দমগণ! তোমরা যাহা শুনিয়াছ, আমার নিকট সত্যরূপে বল। প্রজাবর্গ, আমার সম্বন্ধে, আমার ভার্য্যার সম্বন্ধে এবং আমার মন্ত্রিবর্গের সম্বন্ধেই বা কিরূপ গুণাগুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে? চরগণ এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘগম্ভীর বচনে রঘুনাথ রামকে কহিল,—নাথ! অধুনা, ভবদীয় কীর্ত্তি সমুদয় মনুজবৃন্দকে পবিত্র করিতেছে। আমরা প্রতিগৃহেই স্ত্রীপুরুষদিগকে ভবদীয় গুণ কীর্ত্তন করিতে শুনিয়াছি। প্রভো! সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপী আপনি এই বিশাল সূর্য্যবংশ অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কীর্ত্তিবিস্তার করিয়াছেন। হে নৃপ! ভবদীয় পূর্ব্বতন অনেকানেক নৃপগণ অভাবনীয় কার্য্যসাধনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু আপনার যেরূপ কীর্ত্তি, তাঁহাদিগের সেরূপ হয় নাই। আপনি প্রভু হওয়ায় সমুদয় প্রজাবর্গই কৃতার্থ হইতেছে, তাহাদিগের আর অকালমৃত্যু বা রোগাদির উপদ্রব নাই। জগতে চন্দ্রমা যেমন সকলের আনন্দপ্রদ এবং জাহ্নবী যেমন পবিত্রতাকরী, সেইরূপ জনগণের আনন্দজনক ও পবিত্রতাকরী ভবদীয় কীর্ত্তি ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে। ৭৪—৯৩। নাথ! অধুনা আপনার পবিত্র কীর্ত্তি, সর্ব্বত্রই অখিল মানবমণ্ডলীকেই পবিত্র করিতেছে, বোধ হয়, ব্রহ্মাদি দেবগণও ভবদীয় কীর্ত্তি শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন। ভূপতে! আমরা ধন্য হইতেও ধন্য, কারণ আমরা আপনার চর হইয়া ক্ষণে ক্ষণে আপনার মনোহর মুখারবিন্দ অবলোকন করিতেছি। শ্রীরামচন্দ্র, ক্রমিক পঞ্চ চরের ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া ষষ্ঠ চরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাহার মুখমণ্ডল বিকৃতভাবাপন্ন বোধ হইয়াছিল। শ্রীরাম বলিয়াছিলেন,—হে মহাবুদ্ধে! সত্য বল, তুমি প্রজাগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছ আমায় অবিকল সেইরূপ

পুনঃপুনশ্চরং রামঃ পপ্রচ্ছ শ্রুতিবিশ্রুতম্।
তদাপি ন ব্রবীত্যেব রামং লোকৈকভাষিতম্
তদা রামঃ প্রত্যুবোচচ্চরং মুখবিলক্ষিতম্।
শপামি ত্বাস্তু সত্যেন শংস সর্ব্বং যথাতথম্ ॥৯৯
তদা রামং প্রত্যুবাচ চরো বাক্যং শনৈঃ শনৈঃ
অকথ্যমপি তে বাচ্যং বাক্যং কারুতনোদিতম্

চর উবাচ।

স্বামিন্ সর্ব্বত্র তে কীর্ত্তির্দশাননবধাদিকা।
অন্তত্র রাক্ষসগৃহে স্থিতাযাস্তে স্ত্রিযা অহো।
কারুরেকস্তু রজকো নিশীথে মহিলাং স্বকাম্।
অন্যগেহোষিতাং দুষ্টো ধিক্কুর্ব্বন্ সমতাডয়ৎ।
তস্যাশ্চ প্রত্যুবাচেমাং কথং তাড়য়সেঽনঘাম্।
গৃহাণ মা কৃথা নিন্দাং স্ত্রিয়ং মদ্বাক্যমাচর। ১০৬
তদাবোচৎ স রজকো নাহং রামো মহীপতিঃ
যদ্রাক্ষসগৃহেঽধ্যুষ্টাং সীতামঙ্গীচকার সঃ ॥১০৭
সর্ব্বং রাজ্ঞঃ কৃতং কর্ম্ম নীতিমদ্ভবতি প্রভোঃ।
অন্যেষাং পুণ্যকর্ত্তৄণামপি কৃত্যমনীতিমৎ ॥১০৮
পুনঃপুনরুবাচাসৌ নাহং রামো মহীপতিঃ।
চুক্রুধে সময়ে রাজন্ময়া বাক্যং তব স্মৃতম্।
ইদানীং শির আচ্ছিদ্য পাতয়ামি মহীতলে।
পুনর্বিচারয়ামাস রামঃ ক রজকঃ ক সু। ১০৯
অয়ং দুষ্টোঽনৃতং বক্তি নহীদং তথ্যমুচ্যতে।
আজ্ঞাপয়সি চেদ্রাম সাম্প্রতং পাতয়ামি তম্।
অবাচ্যমপি তে প্রোক্তং ত্বদাগ্রহত উদ্ধৃতম্।
রাজা প্রমাণমত্রৈবং বিচারয়তু সঙ্গতম্। ১০৯

শেষ উবাচ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মহাবজ্রনিভাক্ষরম্।
নিশ্বাসন্মুহুরুচ্ছাসমাচরন মূর্চ্ছিতোঽপতৎ ॥১১০

বল, অন্যথা তুমি পাতকী হইবে। শ্রীরামচন্দ্র সেই চরকে, সে কর্ণে যেরূপ বিরুদ্ধ কথা শুনিয়াছিল, তদ্বিষয় পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তথাপি সেই চর একমাত্র রজককথিত বিষয় বলিল না। তখন শ্রীরাম, মুখের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া সেই চরকে কহিলেন, তোমাকে সত্য দিব্য দিয়া বলিতেছি, যথার্থরূপে সমুদয় বিষয় বল। অনন্তর সেই চর ধীরে ধীরে শ্রীরামকে এই কথা বলিল,—প্রভো! তবে শুনুন, রজক যে কথা বলিয়াছে, তাহা অকথ্য হইলেও আপনাকে বলিতেছি। স্বামিন্! সর্ব্বস্থানেই হায়! পূর্ব্বে রাক্ষসগৃহে স্থিত আপনার পত্নীর বিষয় ভিন্ন ভবদীয় রাবণবধাদি নানা কীর্ত্তিই শ্রুত হইয়া থাকে। প্রভো! কোন এক দুষ্ট রজক নিশীথকালে স্বীয় মহিলাকে পরগৃহবাসনিবন্ধন ধিক্কার প্রদান করত প্রহার করে। পরে সেই রজকের মাতা তাহাকে বলে,—এ নিষ্পাপ, কেন একে প্রহার করিতেছ? আমার কথা রাখ, বৃথা নিন্দা করিও না, স্ত্রীকে গ্রহণ কর। তখন সেই রজক বলিল, আমি ত মহীপতি রাম নই, যেহেতু তিনি রাক্ষসগৃহবাসিনী সীতাকেও গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রভু রাজার সমুদয় কার্য্যই নীতিসঙ্গত হয়, আর অপর ব্যক্তিগণ ধর্ম্মানুগত কার্য্য করিলেও তাহাদিগের কার্য্য নীতিবিরুদ্ধ হইয়া থাকে। রাজন্! সেই রজক যখন পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল 'আমি মহীপতি রাম নই" সেই সময়ে আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু আপনার বাক্য স্মরণ করিয়াছিলাম; অন্যথা তৎক্ষণাৎ আমি তাহার মস্তক ছেদন করিয়া মহীতলে পতিত করিতাম এবং ইহাও বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, "শ্রীরামই বা কোথায়? আর এই রজকই বা কোথায়? (অর্থাৎ নীচ রজকের কথায় মহাত্মা রামের কীর্ত্তি লোপ হইতে পারে না,) এই দুষ্ট রজক অযথা কথা বলিতেছে, ইহা ত আর যথার্থ সত্য বলিতেছে না।" যাহাই হউক, হে রাম! আপনি যদি আজ্ঞা করেন, এখনই তাহাকে নিপাতিত করি। প্রভো! আপনার আগ্রহনিবন্ধনই আপনাকে আমি যে, নীতিবিরুদ্ধ অবক্তব্য বিষয়ও বলিলাম, এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ। আপনি রাজা, এক্ষণে যাহা উচিত হয়, আপনিই বিচার করুন। শ্রীরামচন্দ্র ভীষণ বজ্রসদৃশ এবংবিধ বাক্যশ্রবণে

তং মূর্চ্ছিতং নৃপং দৃষ্ট্বা চারা দুঃখসমন্বিতাঃ।
বীজয়ামাসুর্ব্বাসোহঞ্চলৈর্দুঃখাপনয়হেতবে ॥১১১
স লব্ধসংজ্ঞো নৃপতির্মুহূর্ত্তেন জগাদ তান্।
গচ্ছন্তু ভরতং গেহে প্রেষয়ন্তু চ মাং প্রতি ॥
তে দুঃখিতাশ্চরাস্তূর্ণং ভরতস্য গৃহং গতাঃ।
রামস্য কথয়ামাসুঃ সন্দেশং নৃপহারকাঃ ॥ ১১৩
ভরতো রামসন্দেশং শ্রুত্বা ধীমান্ যযৌ সদঃ
রামং প্রতি রহঃসংস্থং শ্রুত্বা তৎ ত্বরয়া যুতঃ ॥
আগত্য তং প্রতীহারং প্রত্যুবাচ মহামনাঃ।
কুত্রাস্তে রামভদ্রোহসৌ মম ভ্রাতা কৃপানিধিঃ
তন্নির্দ্দিষ্টং গৃহং বীরো যযৌ রত্নমনোহরম্।
রামং বিলোক্য বিক্রান্তং ভয়মাপ স মানসে ॥
কিংবাসৌ কুপিতো রামঃ কিংবা দুঃখমিদং বিভোঃ।
তদা প্রোবাচ নৃপতিং নিঃশ্বসন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥১১৭

স্বামিন্ সুখসমারাধ্যং বক্ত্রং তে কথমানতম্।
অশ্রুভির্লক্ষ্যতে রাহুগ্রস্তদেহঃ শশীব তে ॥১১৮
সর্ব্বং মে কারণং তথ্যং ব্রূহি মাং কিং করোমি তে।
ত্যজ দুঃখং মহারাজ কথং দুঃখস্য ভাজনম্ ॥
এবং ভ্রাত্রা প্রোচ্যমানো গদ্গদস্বরয়া গিরা।
প্রোবাচ ভ্রাতরং বীরো রামচন্দ্রঃ স ধার্ম্মিকঃ ॥
শৃণু ভ্রাতর্ব্বচো মহ্যং মম দুঃখস্য কারণম্।
তন্মার্জ্জনং কুরুষাদ্য ভ্রাতর্ভো ধর্ম্মহামতে ॥১২১
বংশে বৈবস্বতে রাজা ন কশ্চিদযশঃকৃতঃ।
মৎকীর্ত্তিরদ্য কলুষা গঙ্গা যমুনয়া গতা ॥ ১২২
যেষাং যশো নৃণাং ভূমৌ তেষামেব সুজীবিতম্
অপকীর্ত্তিকৃতানান্তু জীবিতং মৃতকৈঃ সমম্ ॥
যেষাং যশো ভবেদ্ভূমৌ তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ।

ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও উচ্ছ্বাস গ্রহণ করত মূর্চ্ছিত ও পতিত হইলেন। নৃপবর শ্রীরামচন্দ্রকে মূর্চ্ছিত দর্শনে সেই চরগণ দুঃখিত হইয়া শ্রীরামের ক্লেশশান্তির নিমিত্ত বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা বীজন করিতে লাগিল। অনন্তর মুহূর্ত্তমাত্রেই সেই নৃপবর সংজ্ঞালাভ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—যাও, এই গৃহে আমার নিকট ভরতকে প্রেরণ কর। তখন সেই দুঃখিত চরনিচয় রাজাজ্ঞাপালন করত ত্বরায় ভরতগৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রীরামের আদেশবাক্য নিবেদন করিল। ধীমান্ ভরতও শ্রীরামের আদেশবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া নির্জ্জনস্থিত শ্রীরামের উদ্দেশে তদ্গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়া প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহামনাঃ কৃপানিধি মদীয় ভ্রাতা রামভদ্র কোথায় আছেন? অতঃপর ভরত, প্রতিহারিনির্দ্দিষ্ট রত্নরাজি-বিরাজিত শ্রীরামের কক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরামকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া মনোমধ্যে সাতিশয় ভীত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, শ্রীরামচন্দ্র কি কুপিত হইয়াছেন, কিংবা প্রভুর ঈদৃশ কোন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে! পরে নৃপতি রামকে মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন,—স্বামিন্! কি জন্য আপনার সতত সুখপূর্ণ প্রসন্ন মুখ অবনত রহিয়াছে? অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হওয়ায় উহা রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। মহারাজ! আমাকে সত্যরূপে কারণসমুদয় বলুন, এক্ষণে আমাকে আপনার কি করিতে হইবে? দুঃখ দূর করুন, কেন এরূপ দুঃখিত হইতেছেন? ভ্রাতা ভরত গদ্গদ বচনে এইরূপ কহিলে বীরবর ধার্ম্মিক রামচন্দ্র ভ্রাতাকে কহিলেন,—ভ্রাতঃ আমার বাক্য ও দুঃখের কারণ শুন। ভ্রাতঃ, ভ্রাতঃ! এখনই আমার সেই দুঃখকারণের মার্জ্জন কর; হে মহামতে! পবিত্র বৈবস্বতবংশে কোন রাজাই অকীর্ত্তিকলুষিত হন নাই, কিন্তু গঙ্গা যেমন যমুনার সহিত মিশ্রিত হওয়ায় মলিনা হইয়াছেন, তদ্রূপ সীতার জন্য মদীয় পবিত্র কীর্ত্তিও মলিন হইতেছে। ৯৪—১২২। ভূতলে যে সকল মানবগণের সুযশ থাকে, তাহাদিগেরই জীবন সার্থক, কিন্তু যাহারা অকীর্ত্তিদূষিত, তাহাদিগের

অপকীর্ত্তি্রগীদষ্টাস্তেষাং ভূয়াদধোগতিঃ ।১২৪
অদ্য মে কলুষা কীর্ত্তিস্বর্ধুনী লোকবিশ্রুতা।
তচ্ছৃণুষ্ব বচো মেহদ্য রজকস্য যথোদিতম্ ।
অস্মিন্ পুরেহদ্য রজক উক্তবান্ জানকীভবম্
কিঞ্চিদ্বাক্যং ততো ভ্রাতঃ কিং করিষ্যামি
ভূতলে । ১২৬
কিমাত্মানং জহাম্যদ্য কিমেতং জানকীং প্রিয়ম্
উভয়োঃ কিং ময়া কার্য্যং তত্তথ্যং ব্রূহি ত্বং মম
ইত্যুক্ত্বা নির্গলদ্বাষ্পো বেপথুস্ফূর্তিতাঙ্গকঃ ।
পপাত ভূমৌ বিরজো ধার্ম্মিকাণাং শিরোমণিঃ
ভ্রাতরং পতিতং দৃষ্ট্বা ভরতো দুঃখসংযুতঃ ।
সংবীক্ষ্য শনকৈ রামং সংজ্ঞামাপ্তং চকার সঃ
সংজ্ঞাং প্রাপ্তঞ্চ সংবীক্ষ্য রামচন্দ্রং সুদুঃখিতম্
উবাচ দুঃখনাশায় স বাক্যং সুমনোহরম্ ।১৩০
ভরত উবাচ।
কোহয়ং বৈ রজকঃ কিম্বাক্যং বাচ্যকথাযুতঃ
জিহ্বাচ্ছেদং করিষ্যামি জানকীবাচ্যকারিণঃ ।
তদা রামোহব্রবীদ্বাক্যং রজকস্য মুখোদগতম্
শ্রুতং চারেণ তৎসর্ব্বং ভারতায় মহাত্মনে ।
তচ্ছ্রুত্বা ভরতঃ প্রাহ ভ্রাতরং দুঃখশোকিনম্ ।
জানকী বহ্নিশুদ্ধা লঙ্কায়াং বীরপূজিতা ।১৩৩
ব্রহ্মাব্রবীদিয়ং শুদ্ধা পিতা দশরথস্তথা ।
কথং সা রজকোক্তিস্বাচ্যাভব্যা লোকপূজিতা ।
ব্রহ্মাদিসংস্তুতা কীর্ত্তিস্তব লোকান পুনাতি হি
সা কথং রজকোক্ত্যা বৈ কলুষাদ্য ভবিষ্যতি ।
তস্মাত্ত্যজ মহাদুঃখং সীতাবাচ্যসমুদ্ভবম্ ।
কুরু রাজ্যং তয়া সার্দ্ধমস্বর্বস্থ্যা সুভাগ্যয়া ।
ত্বং কথং শরীরন্তু হাতুমিচ্ছসি শোভনম্ ।
বয়ং হতাশ্চ সর্ব্বেহদ্য ত্বাং বিনা দুঃখনাশকম্ ।

জীবন মরণের তুল্য। এই ভূতলে যাহাদিগের যশঃ উদ্‌ঘোষিত হয়, তাহাদিগেরই সনাতন লোকসকল লব্ধ হইয়া থাকে, আর যাহারা অকীর্ত্তিরূপ সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট হয়, তাহাদিগের নিঃসন্দেহ অধোগতি। ভ্রাতঃ! আজ আমার লোকবিশ্রুতা কীর্ত্তিরূপা সুরধুনী কলুষিতা হইয়াছে, আজ আমার সম্বন্ধে রজক যেরূপ বলিয়াছে তদ্বাক্য শ্রবণ কর। অদ্য এই পুরীমধ্যে কোন রজক জানকীসম্বন্ধে কোন কুৎসিত বাক্য বলিয়াছে, অতএব ভাই! আমি এই ভূতলে আর কি করিব? অদ্য আমি কি জীবন বিসর্জ্জন দিব। না এই নিজ পত্নীজানকীকে পরিত্যাগ করিব? এই উভয়ের মধ্যে আমার কি করা কর্ত্তব্য, আমায় তুমি সত্য করিয়া বল। ধার্ম্মিকশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিয়া বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে থাকিল, পরে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভরত, ভ্রাতাকে পতিত দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং বীজন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত করিলেন। তখন ভরত, শ্রীরামচন্দ্রকে সংজ্ঞা প্রাপ্ত ও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত দেখিয়া তদীয় দুঃখ দূরীকরণাভিলাষে এইরূপ সুমধুর বাক্য বলিলেন,—সেই নিন্দাবাদী রজক কে? তাহার কথাই বা কি? নিশ্চয় আমি সেই জানকীনিন্দাকারীর জিহ্বাচ্ছেদন করিব। তখন শ্রীরাম, মহাত্মা ভরতকে রজকমুখনির্গত চারশ্রুত তৎসমুদয় বাক্যে বলিলেন। ১২৩-১৩২। ভরত তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকাভিভূত ভ্রাতাকে কহিলেন,—বীরগণ পূজিতা জানকী ত লঙ্কায় বহ্নিশুদ্ধা হইয়াছিলেন। তৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মা এবং ভবদীয় পিতা দশরথও ত বলিয়াছিলেন, সীতা পবিত্রা, তবে কি জন্য রজকের কথায় সেই লোকপূজিতা জানকীকে পরিত্যাগ করিবেন? ব্রহ্মাদিপ্রশংসিত ভবদীয় যে কীর্ত্তি অখিল লোককে পবিত্র করিতেছে, সেই পবিত্র কীর্ত্তি রজকের কথায় কিরূপে কলুষিতা হইবে? অতএব সীতার নিন্দাবাদজনিত মহদ্দুঃখ পরিত্যাগ করুন, সেই পরম সৌভাগ্যশালিনী গর্ভবতীর সহিত পূর্ব্ববৎ রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হউন। আপনি কি নিমিত্ত সুশোভন স্বীয় শরীর পরিত্যাগ

ক্ষণং সীতা ন জীবেত ত্বাং বিনা সুমহোদয়া
তস্মাৎ পতিব্রতা সাকং ভুনক্তু বিপুলাং শ্রিয়ম্।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য ভরতস্য সুধার্ম্মিকঃ।
পুনরেব জগাদেমং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ।
যত্ত্বং কথয়সি ভ্রাতস্তত্ত্ব ধর্ম্মসমং যুতম্।
পরং যদ্বচ্যাহং বাক্যং তৎকুরুষ মমাজ্ঞয়া।
জানাম্যেনাং বহ্নিশুদ্ধাং পবিত্রাং লোক-
পূজিতাম্।
লোকাপবাদাদ্ভীতোঽহং ত্যজামি স্বাস্তু
জানকীম্ ॥১৫১
তস্মাৎকরে শিতং ধৃত্বা করবালং সুদারুণম্।
শিরশ্ছিন্দ্ধ্যথবা জায়াং জানকীং মুঞ্চ বৈ বনে।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রামস্য ভরতোঽপতৎ।
মূর্চ্ছিতঃ সন্ ক্ষিতৌ দেহে কম্পযুক্তঃ সবাষ্পকঃ

বাৎস্যায়ন উবাচ।

জগৎপবিত্রসৎকীর্ত্তি-জানক্যাবাচ্যবাচনম্।
কথং সমকরোৎ স্বামিংস্তন্মে কথয় সুব্রত ॥১৪৪
যথা মে মনসঃ সৌখ্যং ভবিষ্যতি সুশোভনম্
তথা কুরুষ শেষাদ্য ত্বন্মুখাম্নিঃসৃতামৃতম্।
পিবতস্তৃপ্তিরেব স্বাদ্যয়া সংসৃতিকৃন্তনম্ ॥ ১৪৫

শেষ উবাচ।

মিথিলায়াং মহাপূর্য্যাং জনকো নাম ভূপতিঃ।
তস্যাং করোতি সদ্রাজ্যং ধর্ম্মমারাধয়ন্ প্রজাঃ
তস্য সর্ব্বতো ভূমিং সীতয়া দীর্ঘমুখ্যয়া।
সীরধ্বজস্য নিরগাৎ কুমারী রতিসুন্দরী ॥১৪৭
তদাত্যন্তং মুদং প্রাপ্তঃ সীরকেতুর্ম্মহীপতিঃ।
সীতানামাকরোত্তস্যা মোহিন্যা জগতঃ শ্রিয়াঃ।
সৈকদোদ্যানবিপিনে খেলন্তী সুমনোহরা।
অপশ্যৎস্বমনঃকান্তং শুকশুক্যোর্যুগং বদৎ॥১৪৯
অত্যন্তং হর্ষমাপন্নমত্যন্তং কামলোলুপম্।

করিতেছেন? আপনি আমাদিগের সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক; আপনি বিনা আমরা সকলেই আজ বিনষ্ট হইব। অতীব মহোদয়া সীতাও আপনি বিনা ক্ষণকালও জীবিত থাকিবেন না। অতএব সেই প্রতিব্রতার সহিত বিপুল রাজৈশ্বর্য্য উপভোগ করুন। বাগ্মিপ্রবর ধার্ম্মিকবর শ্রীরামচন্দ্র, ভরতের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় ভরতকে এই কথা বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ধর্ম্মসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু আমি যে কথা বলিতেছি, তাহা তুমি আমার আজ্ঞানুসারে প্রতিপালন কর। ভাই! আমি স্বীয় পত্নী জানকীকে অগ্নিশুদ্ধা পবিত্রা ও সর্ব্বলোকপূজিতা জানি, কিন্তু কেবল লোকাপবাদে ভীত হইয়াই ইহাকে পরিত্যাগ করিতেছি। অতএব হয় করে শাণিত করবাল ধারণপূর্ব্বক আমার শিরশ্ছেদন কর, না হয়, মদীয় জায়া জানকীকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আইস।১৩৩—১৪২। ভরত শ্রীরামের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে কম্পিতকলেবর বাষ্প-পূর্ণলোচন ও মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। বাৎস্যায়ন বলিলেন,—স্বামিন্! যাঁহার সৎকীর্ত্তিতে জগৎ পবিত্র হইতেছে, রজক তাদৃশ সীতাদেবীর কি কারণে নিন্দাবাদ করিয়াছিল? হে সুব্রত! আপনি আমায় তদ্বিষয় বলুন। হে শেষ! যাহাতে আমার চিত্তে পরম শান্তি জন্মে, আপনি তাহা করুন। দেব! ভবদীয় মুখারবিন্দবিগলিত অমৃতপানে এরূপ তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, যদ্দ্বারা সংসারক্লেশ তিরোহিত হইয়া যায়। অনন্তদেব কহিলেন, বাৎস্যায়ন! পূর্ব্বে মিথিলানাম্নী মহাপুরীতে জনক-নামক ভূপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের সন্তোষসাধন করত রাজ্য করিতেন। একদা সেই সীরধ্বজ যজ্ঞার্থ দীর্ঘমুখী লাঙ্গলাগ্র দ্বারা ভূমিকর্ষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে সেই কৃষ্ট ভূমি হইতে রতির ন্যায় পরমা সুন্দরী এক কুমারী নির্গত হয়। তখন মহীপতি সীরধ্বজ, সাতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া সেই সাক্ষাৎ কমলাস্বরূপা জগন্মোহিনী কুমারীর সীতা নাম রাখিলেন। কিয়ৎকালের পর সেই সুমনোহরা সীতা, একদা উদ্যানমধ্যে ক্রীড়া করিতে করিতে, পরস্পর কথোপকথনাসক্ত, স্বীয় মনোমুগ্ধকর

পরস্পরং ভাষমাণং স্নেহেন শুভয়া গিরা ॥১৫০
রমমাণং তদা যুগ্মং নভসি ক্ষিপ্রবেগতঃ।
সমুৎপতন্নগোপস্থে স্থিতং শব্দং চকার তৎ॥
রামো মহীপতির্ভূমৌ ভবিষ্যতি মনোহরঃ।
তস্য সীতেতি নাম্না তু ভবিষ্যতি মহেলিকা॥
স তয়া সহ বর্ষাণাং সহস্রাণ্যেকযুগ্মশ।
রাজ্যং করিষ্যতে ধীমানকর্ষনভূমিপতীন্ বলী
ধন্যা সা জানকী দেবী ধন্যোঽসৌ রামসংজ্ঞিতঃ
যৌ পরস্পরমাপন্নৌ পৃথিব্যাং রমতো মুদা॥
ইতি সম্ভাষমাণং তু শুকযুগ্মং তু মৈথিলী।
জ্ঞাত্বেদং দেবতাযুগ্মং কণীং তস্য বিলোক্য চ
মদীয়াস্ত কথা রম্যাঃ কুরুতে শুকয়োর্যুগম্।
এতদ্‌গৃহীত্বা পৃচ্ছামি সর্ব্বং বাক্যং গতার্থকম্॥
এবং বিচার্য্য সা স্বীয়াঃ সখীঃ প্রতি জগাদ সা
গৃহ্নন্তু শনৈকেরেতৎ পক্ষিযুগ্মং মনোহরম্॥১৫৭

এক শুকমিথুন সন্দর্শন করিলেন। তাহারা অতীব কামলোলুপ ও অতীব হৃষ্টচিত্ত হইয়া স্নেহভরে মধুর বচনে পরস্পর মধুরালাপ করিতেছিল। তৎকালে সেই পরস্পর রমমাণ শুকযুগল সীতাকে দেখিয়া ক্ষিপ্রবেগে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইল এবং এক পর্ব্বতোপস্থে অবস্থিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল; এই ভূমিতলে রাম নামে এক মনোহর মহীপতি হইবেন, তাঁহার সীতা নামে ভার্য্যা হইবে; মহাবলশালী ধীমান্ রাম অখিল ভূপতিদিগকে স্ববশে আনয়ন করত সীতার সহিত একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন। ১৪৩—১৫৩। যে সীতা ও রাম পরস্পর পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া সানন্দচিত্তে এই পৃথিবীতে রমণ করিবেন, সেই দেবী জানকীও ধন্যা এবং সেই শ্রীরামও ধন্য। মুনিবর! মৈথিলী, পরস্পর এইরূপ কথোপকথনাসক্ত শুকযুগ্মকে "ইহারা দেবতা" এইরূপ জ্ঞান করিয়া এবং তাহাদিগের উল্লিখিত বচনাবলী শ্রবণে এই শুকযুগলও আমার সম্বন্ধেই

সখ্যস্তাস্তদ্‌গিরিং গত্বাগৃহ্নন্ পক্ষিযুগং বরম্।
নিবেদয়ামাসুরিদং স্বসখ্যাঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥১৫৮
বহুধা বিবিধান্ শব্দান্ কুর্ব্বৎ বীক্ষ্য মনোহরম্।
আশ্বাসয়ামাস তদা প্রপচ্ছ তাবিদং বচঃ ॥১৫৮

সীতোবাচ।

মা ভৈষাথাং যুবাং রম্যৌ কৌ বা কুত্র সমাগতে
কো রামঃ কা চ সা সীতা তজ্জ্ঞানন্তকুতঃ স্মৃতম্
তৎসর্ব্বং শংসতং ক্ষিপ্রং মত্তো নো
ভবতোর্ভয়ম্।
ইতি পৃষ্টং তয়া পক্ষি-যুগ্মং সর্ব্বমশংসত॥ ১৬১

পক্ষিযুগ্মমুবাচ।

বাল্মীকিরাস্তে সুমহানৃষির্দ্ধর্ম্মবিদুত্তমঃ।
আবাং তদাশ্রমস্থানৌ সর্ব্বদা সুমনোহরম্॥

এই সকল মনোরম বাক্য কহিতেছে, অতএব ইহাদিগকে ধারণ করিয়া যাহাতে প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে পারি; তজ্জন্য এই সমুদয় বাক্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। এই বিবেচনা করিয়া স্বীয় সখীগণকে কহিলেন,— "তোমরা ধীরভাবে এই মনোহর পক্ষিযুগলকে ধারণ কর"। তখন সখীগণ, স্বীয় সখীর প্রিয় কার্য্য সাধনবাসনায় সেই পর্ব্বতে যাইয়া পক্ষিযুগলকে ধারণপূর্ব্বক সীতাকে সমর্পণ করিল। অনন্তর সীতা সেই মনোহর শুকযুগকে বহুবার বিবিধ প্রকার ক্লেশসূচক শব্দ করিতে দেখিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন;—তোমরা ভীত হইও না, তোমাদিগের মূর্ত্তি অতি সুন্দর, তোমরা কে? কোথায় আসিয়াছ? রাম কে? সীতাই বা কে? এবং তাঁহাদিগের বিষয় কিরূপে অবগত হইলে! ত্বরায় আমায় তৎসমুদয় বিষয় বল, আমা হইতে তোমাদিগের কোন ভয় নাই। সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই পক্ষিযুগল তৎসমস্ত বিষয় বলিতে আরম্ভ করিল। পক্ষিযুগল কহিল,ধর্ম্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহাত্মা বাল্মীকি নামে এক ঋষি আছেন,আমরা সর্ব্বদা তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করি। সর্ব্বভূত-হিতে

স শিষ্যান্ গাপয়ামাস ভাবি রামায়ণং মুনিঃ।
প্রত্যহং তৎপদধ্যায়ী সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥১৬৩
তদাবাভ্যাং শ্রুতং সর্ব্বং ভাবি রামায়ণং মহৎ
মুহুর্ম্মুহুর্গীয়মানমায়াতং পরিপাঠতঃ ॥ ১৬৪
শৃণ্বাবাং তেহভিধাস্যাবো যো রামো যা চ জানকী।
যদ্যদ্ভবিষ্যতে তস্যা রামেণ ক্রীড়িতাত্মনঃ॥১৬৫
ঋষ্যশৃঙ্গকৃতেষ্ট্যা চ চতুর্দ্ধাত্বং গতো হরিঃ।
প্রাদুর্ভবিষ্যতি শ্রীমান্ সুরস্ত্রীগীতসৎকথঃ॥১৬৬
স কৌশিকেন মিথিলাং প্রাপ্স্যতে ভ্রাতৃসংযুতঃ
ধনুষ্পাণিস্তদা দৃষ্ট্বা চুর্গ্রাহমন্যভূভুজাম্ ॥ ১৬৭
ধনুর্ভঙ্‌ক্তা জনকজাং প্রাপ্স্যতে সুমনোহরাম্।
তয়া সহ মহদ্রাজ্যং করিষ্যতি শ্রুতং বরে ॥১৬৮
এতদন্যচ্চ তত্রস্থৈঃ শ্রুতমস্মাভিরুদ্গতৈঃ।
কথিতং তব চার্ব্বঙ্গি মুক্তাবাং গন্তুকামুকৌ।
ইতি বাক্যং তয়োর্ধৃত্বা শ্রোত্রয়োঃ সুমনোহরম্
পুনরেব জগাদেদং বাক্যং পক্ষিযুগং প্রতি।
স রামঃ কুত্র বর্ত্তেত কস্য পুত্রঃ কথন্তু তাম্।
পরিগ্রহীষ্যতি বরঃ কীদৃগ্রূপধরো নরঃ॥১৭১
ময়া পৃষ্টমিদং সর্ব্বং কথয়ন্তু যথাতথম্।
পশ্চাৎসর্ব্বং করিষ্যামি প্রিয়ং যুষ্মন্মনোহরম্।
তচ্ছ্রুত্বা তাম্ভু কামেন পীড়িতাং বীক্ষ্য সা শুকী
জানকীং হৃদি জ্ঞাত্বা চ পপাঠ পুরতস্তুতঃ।
সূর্য্যবংশধ্বজো নাম রাজা পঙ্‌ক্তিরথো বলী।
যং দেবাঃ শ্রিত্য সর্ব্বারীন্ বিজেষ্যন্তে চ সর্ব্বতঃ
তস্য ভার্য্যাত্রয়ং ভাবি শক্রমোহনরূপধৃৎ।
তাসামপত্যচাতুষ্কং ভবিষ্যতি বলোন্নতম্॥১৭৫
সর্ব্বেষামগ্রজো রামো ভরতস্তদনু স্মৃতঃ।

রত, শ্রীরামের চরণধ্যানপরায়ণ সেই মুনিবর প্রত্যহ নিজ শিষ্যগণকে ভাবী রামচরিত্র গান করাইয়া থাকেন। সেই জন্য আমরা, মুহুর্ম্মুহুঃ গীয়মান ভাবী সুমহৎ সমুদয় রামচরিত্রই শ্রবণ করিয়াছি এবং ইহা পাঠ করিবার নিমিত্তই এইস্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে আমরা আপনাকে রাম ও জানকী যে বস্তু এবং রামের সহিত ক্রীড়ানিরতা জানকীর যে যে ঘটনা ঘটিবে, বলি শুনুন। ঋষ্যশৃঙ্গমুনি পুত্রেষ্টিযাগ করিবেন, তজ্জন্য সুরাঙ্গনাগণ যাঁহার গুণগান করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ হরি, আপনাকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া কমলার সহিত ভূতলে প্রাদুর্ভূত হইবেন। বরাঙ্গনে! অনন্তর কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র, ধনুষ্পাণি রামকে তদীয় ভ্রাতার সহিত মিথিলায় লইয়া যাইবেন তৎপরে রাম, যাহা অপর নরপতিগণ উত্তোলন করিতেও অসমর্থ, তাদৃশ ধনু ভঙ্গ করিয়া, সুমনোহরা জনকদুহিতাকে প্রাপ্ত হইবেন এবং শুনিয়াছি তাঁহার সহিত বিপুল রাজ্য শাসন করিবেন। হে চার্ব্বঙ্গি! আমরা তথায় অবস্থিত থাকিয়া ইত্যাদি ও অন্যান্য বিষয়ও শুনিয়াছি এবং উড্ডীয়মান হইয়া এস্থানে আগমনপূর্ব্বক আপনাকেও অনেক বিষয় কহিলাম, এক্ষণে আমরা যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, আমাদিগকে ছাড়িয়া দিন। সীতা সেই পক্ষিদ্বয়ের এবম্বিধ সুমনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন,—রামচন্দ্র কোথায় অবস্থিতি করিবেন? কাহার পুত্র হইবেন? কিরূপে সীতার পাণিগ্রহণ করিবেন? এবং সেই নরবরের রূপই বা কি প্রকার? আমার জিজ্ঞাস্য এই সমস্ত বিষয় সত্যরূপে আমায় বল, পরে আমি তোমাদিগের মনোমত সমুদয় প্রিয় কার্য্যই করিব। ১৫৪—১৭২। শুকমহিলা, সীতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাকে কামপীড়িতা নিরীক্ষণ করিয়া মনোমধ্যে ইনিই জানকী এইরূপ বোধ করত তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল এবং কহিল;—সূর্য্যকুলতিলক, মহাবলশালী দশরথ নামে পঙ্‌ক্তিরথ এক রাজা হইবেন। দেবগণও যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব প্রকারে সমুদয় অরাতিগণকে পরাজয় করিবেন, তাদৃশ সেই দশরথের শক্রদিগেরও মনোমুগ্ধকর মধুরমূর্ত্তি তিনটী পত্নী হইবে এবং তাহাদিগের গর্ভে মহাবলসম্পন্ন চারিটি পুত্র

লক্ষ্মণস্তদনু শ্রীমান্ শত্রুঘ্নঃ সর্বতোবরঃ ॥১৭৬
রঘুনাথ ইতি বাক্যং গমিষ্যতি মহামনাঃ।
তেষামনন্তনামানি রামস্য বলিনঃ সখি ॥ ১৭৭

পদ্মকোশ ইব শোভনং মুখং
পঙ্কজাতনয়নে সুদীর্ঘকে।
উন্নতা পৃথুমনোহরা নসা
বন্ধুসঙ্গতমনোহরে ভ্রুবৌ ॥ ১৭৮
আজানুলম্বিতমনোহরৌ ভুজৌ
কম্বুশোভিগলকোত্তমুম্বকঃ।
সৎকপাটতলবিস্তৃতশ্রিকং
বক্ষ এতদমলং সলক্ষ্মকম্ ॥ ১৭৯
শোভনোরুকটিশোভয়া যুতং
জানুযুগ্মমমলং স্বসেবিতম্।
পাদপদ্মমখিলৈর্নিজৈঃ সদা
সেবিতং রঘুপতেঃ সুশোভনম্ ॥ ১৮০

এতদ্রূপধরো রামো ময়া কিং নু স বর্ণ্যতে।
শতাননোঽপি নো যাতি পক্ষিণঃ কিমু মাদৃশাঃ
যদ্রূপং বীক্ষ্য ললিতা মনোহরবপুর্দ্ধরা।
লক্ষ্মীর্মুমোহ ভুবি কা বর্ত্ততে যা ন মোহতি ॥
মহাবলো মহাবীর্য্যো মহামোহনরূপধৃক্।
কিং বর্ণয়ামি শ্রীরামং সর্বৈশ্বর্য্যগুণান্বিতম্ ॥১৮৩
ধন্যা সা জানকী দেবী মহামোহনরূপধৃৎ।
রংস্যতে যেন সহিতা বর্ষাণামযুতং মুদা ॥ ১৮৪
ত্বং কা বা কিংনু নামাত্র তব সুন্দরি যত্নু মাম্
পরিপৃচ্ছসি বৈদগ্ধ্যাদ্রামকীর্ত্তনমাদরাৎ ॥ ১৮৫
এতদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য জানকী পক্ষিণোর্য্যুগম্।
উবাচ জন্ম ললিতং শংসন্তী স্বস্য মোহনম্॥১৮৬
যা ত্বয়া জানকী প্রোক্তা সাহং জনকপুত্রিকা।
স রামো মাং যদাগত্য প্রাপ্স্যতে সুমনোহরঃ
তদা বাং মোচয়াম্যদ্ধা নান্যথা বাক্যলোভিতা
লীলয়া চ সুখেনাস্তাং মদ্গৃহে মধুরাদকৌ ॥১৮৮

জন্মগ্রহণ করিবে। রাম, সকলের অগ্রজ, তৎপরবর্ত্তী ভরত, শ্রীমান্ লক্ষ্মণ তদনুজ, এবং মহাবল শত্রুঘ্ন সর্ব্বকনিষ্ঠ। সখি! তাঁহাদিগের মধ্যে মহামনাঃ রামচন্দ্র রঘুনাথ নামে প্রসিদ্ধ হইবেন; কিন্তু বস্তুতঃ সেই মহাবলশালী রামের নামের অন্ত নাই। তদীয় মুখমণ্ডল পদ্মকোশবৎ সুশোভন, সুদীর্ঘ নয়নযুগল পঙ্কজবৎ সুদৃশ্য, নাসিকা উন্নত পৃথুল ও অতি মনোহর এবং মনোহর ভ্রূযুগল মনোহর ভাবে পরস্পর সংলগ্ন। তাঁহার ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত ও অতীব সুন্দর, কণ্ঠদেশ কম্বুবৎ সুরম্য, কটিদেশ ক্ষীণ, এবং শ্রীবৎসচিহ্নিত বিমল বক্ষঃস্থল উৎকৃষ্ট কপাটবৎ বিশাল ও সুশ্রী। পরস্পর সংশ্লিষ্ট সুন্দর জানুদ্বয় মনোহর উরু ও কটি-শোভায় সুশোভিত, এবং সেই রঘুপতির সুশোভন পাদপদ্ম, অখিল ভক্তগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সুসেবিত। এবম্বিধ রূপধারী রামের আমি আর কি বর্ণন করিব? মাদৃশ পক্ষিগণের কথা কি; শতমুখেও কেহ তাহা বর্ণনা করিতে পারেন না। যাঁহার অপূর্ব্বরূপ দর্শনে মনোহররূপিণী স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীও মুগ্ধ হন, ভূতলে এমন কোন্ রমণী আছে যে, তাঁহার রূপে মুগ্ধ না হয়? আমি আর সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বগুণান্বিত রামকে অধিক কি বর্ণন করিব, ফলে তিনি মহাবলবীর্য্যশালী ও মনোমোহনমূর্ত্তি। মহা-মোহন রূপশালিনী জানকী দেবীই ধন্যা, কারণ, অযুত বর্ষকাল সানন্দে বিহার করি-বেন। সুন্দরি! আপনি কে? আপনার নাম কি? আপনি যে আগ্রহাতিশয় সহকারে চাতুর্য্য প্রকাশ করত বারম্বার শ্রীরামের বিষয় আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি সেই জানকী? জানকী এতদ্বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক নিজ অপূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত করতসেই পক্ষিযুগলকে কহিলেন;—তুমি যে জানকীর কথা কহিতেছ, আমিই সেই জনকনন্দিনী জানকী।১৭৩—১৮৪। সেই মোহনমূর্ত্তি শ্রীরাম যখন আসিয়া আমায় গ্রহণ করিবেন, তখনই আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় ছাড়িয়া দিব, নতুবা দিব না, কারণ তোমরা, আমাকে কথায় প্রলোভিতা করিয়াছ। তোমরা এক্ষণে মদীয় গৃহে সুমিষ্ট বস্তু ভোজনপূর্ব্বক ক্রীড়া

ইত্যুক্তং তৎসমাকর্ণ্য পক্ষিণৌ ভয়তাং গতৌ
পরস্পরং প্রকৃভিতৌ জানকীং প্রত্যবোচতাম্
বয়ং বৈ পক্ষিণঃ সাধ্বি বনস্থা বৃক্ষগোচরাঃ।
পরিভ্রমামঃ সর্ব্বত্র নোসুখং নো ভবেদ্‌গৃহে।
অন্তর্ব্বত্নী স্বকে স্থানে গত্বা সংসূয় পুত্রকান্।
ত্বৎস্থানমাগমিষ্যামি সত্যং মে হ্যদিতং বচঃ॥
এবং প্রোক্তা তয়া সা তু ন মুমোচ শিশুঃ স্বয়ম্।
তদা পতিস্তাং প্রোবাচ বিনীতবদনোৎসুকঃ।
সীতে মুঞ্চ বধূং ভার্য্যাং রক্ষসে মে মনোহরাম্
আবাং গচ্ছাব বিপিনে বিচরামঃ সুখং বনে।
অন্তর্ব্বত্নী তু বর্ত্তেত ভার্য্যা মম মনোগমা।
তস্যাঃ প্রসূতিং কৃত্বা ত্বামাগমিষ্যামি শোভনে
ইত্যুক্তা নিজগাদেমং সুখং গচ্ছ মহামতে।
এতাং রক্ষামি সুখিতাং মৎপার্শ্বে প্রিয়কারিণীম্
ইত্যুক্তো দুঃখিতঃ পক্ষী তামূচে করুণান্বিতঃ।
যোগিভিঃ প্রোচ্যতে যদ্বৈ তদ্বচস্তথ্যমেব হি।
ন বক্তব্যং ন বক্তব্যং মৌনমাশ্রিত্য তিষ্ঠতু।
নো চেৎস বাক্যদোষেণ প্রাপ্নোত্যালানমুন্মদঃ
বয়ং চেদত্র বাক্যং নাকরিষ্যাম নগোপরি।
বন্ধনং কথমাবাং স্যাত্তস্মান্মৌনং সমাচরেৎ।
ইত্যুক্তা তাং প্রত্যুবাচ নাহং জীবামি সুন্দরি
এতয়া ভার্য্যয়া ঋতে তস্মান্মুঞ্চ মনোহরে।১৯৯
অনেকবিধবাক্যৈঃ সা বোধিতা নামুচত্তদা।
কুপিতা দুঃখিতা ভার্য্যা শশাপ জনকাত্মজাম্।
যথা ত্বং পতিনা সার্দ্ধং বিয়োজয়সি মামিতঃ।
তথা ত্বমপি রামেণ বিমুক্তা ভব গর্ভিণী॥ ২০১
ইত্যুক্তবত্যাং তস্যান্তু দুঃখিতায়াং পুনঃপুনঃ।

করত সুখে অবস্থান কর। জানকীর এই কথা শুনিয়া সেই পক্ষিদ্বয় অতিভীত হইল এবং পরস্পর ক্ষোভ প্রকাশ করত জানকীকে কহিল,—সাধ্বি! আমরা বনচর পক্ষী, আমরা বৃক্ষোপরি বাস করি এবং সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। গৃহবাসে আমাদিগের সুখ হইবার সম্ভব নাই। পরে শুকাঙ্গনা কহিল,—জানকি! আমি সত্য বলিতেছি, আমি এক্ষণে গর্ভিণী, এক্ষণে আমি স্বস্থানে যাইয়া শাবক-প্রসবান্তে তোমার নিকট আগমন করিব। শুকাঙ্গনাকর্ত্তৃক এইরূপ কথিতা হইয়াও বালিকা সীতা বালকতা বশতঃ যখন ছাড়িলেন না, তখন তদীয় পতি শুক, উৎকণ্ঠিত হইয়া অবনতমস্তকে সীতাকে কহিল,—সীতে! ছাড়িয়া দাও, কেন আমার মনোহরা ভার্য্যাকে অবরুদ্ধ করিতেছ? আমরা অরণ্যে গমনপূর্ব্বক সুখে বিচরণ করিব। শোভনে! সত্যই আমার পত্নী সসত্ত্বা, এজন্য উহার সন্তান হইবার পরেই তোমার নিকট আসিব। শুক এইরূপ বলিলে সীতা তাহাকে কহিলেন,—মহামতে! তুমি অনায়াসে যাইতে পার, আমি এই প্রিয়কারিণীকে আমার পার্শ্বে যাহাতে ক্লেশ না হয়, এরূপ করিয়া রক্ষা করিব। শুক এইরূপ কথিত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইল এবং কাতর হৃদয়ে সীতাকে কহিল,—সীতে! যোগিগণ যে বলিয়া থাকেন, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবে,—কদাচ বাক্য ব্যয় করিবে না; অন্যথায় সকলকেই বাক্যদোষে দৃঢতর নিগড়ে বদ্ধ হইতে হয়" সেকথা সত্যই বটে। হায়! আমরা যদি এই পর্ব্বতোপরি বসিয়া কথোপকথন না করিতাম, তাহা হইলে কিহেতু আর আমাদিগের বন্ধন হইবে? এই জন্য মৌনাবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। শুক, মনে মনে এইরূপ কহিয়া সীতাকে পুনরায় কহিল,—সুন্দরি সীতে! এই ভার্য্যা ভিন্ন আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না, অতএব হে মনোহরে! ইহাকে পরিত্যাগ কর।১৮৬—১৯৯। সীতাদেবী, যখন ইত্যাদি বিবিধ বাক্যে প্রবোধিতা হইয়াও পরিত্যাগ করিলেন না, তখন সেই শুকভার্য্যা যুগপৎ দুঃখিতা ও কুপিতা হইয়া জানকীকে এই অভিসম্পাত করিল;—সীতে! তুমি যেমন আমায় পতির সহিত বিযোজিতা করিলে, তুমিও এইরূপ গর্ভিণী হইয়া শ্রীরামের সহিত বিযুক্তা

প্রাণা নির্গমন্ দুঃখাৎ পতিদুঃখেন পূরিতাৎ
রামং রামং স্মরন্ত্যাশ্চ বদন্ত্যাশ্চ পুনঃপুনঃ।
বিমানমাগতং সুষ্ঠু পক্ষিণী স্বর্গতা বভৌ ॥২০৩
তস্যাং মৃতায়াং দুঃখার্ত্তো ভর্ত্তা তস্যাঃ স পক্ষিরাট্
পরমং ক্রোধমাপন্নো জাহ্নব্যাংদুঃখিতোঽপতৎ
তথা ভবামি রামস্য নগরে জনপূরিতে।
মদ্বাক্যাদিয়মুদ্বিগ্না বিয়োগেন সুদুঃখিতা ॥ ২০৫
ইত্যুক্ত্বা স পপাতোদে জাহ্নব্যা ভ্রমশোভিতে
দুঃখিতঃ কুপিতো ভীতস্তদ্বিয়োগেন কম্পিতঃ ॥
ক্রুদ্ধত্বাদ্দুঃখিতত্বাচ্চ সীতয়া অপমাননাৎ।
অন্ত্যজত্বং পরং প্রাপ্তো রজকঃ ক্রোধনাভিধঃ
যঃ ক্রোধাচ্চ স্বকান্ প্রাণান্মহতাং দৃষ্টমাচরন্।
সন্ত্যজেৎ স মৃতো যাতি অন্ত্যজত্বং দ্বিজোত্তম

তজ্জাতং রজকোক্ত্যাসৌ নিন্দিতা চ বিয়োগিতা
রজকস্য চ শাপেন বিযুক্তা সা বনং গতা ॥
এতত্তে কথিতং বিপ্র যত্তে পৃষ্টং বিদেহজাম্।
পুনরত্র পরং বৃত্তং শৃণুষ্ব নিগদামি তৎ ॥২১০

শেষ উবাচ।

ভরতং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা রঘুনাথঃ সুদুঃখিতঃ।
প্রতীহারমুবাচেদং শত্রুঘ্নং প্রাপয়াশু মাম্ ॥
তদ্বাক্যং প্রোক্তমাকর্ণ্য ক্ষণাচ্ছত্রুঘ্নমানয়ৎ।
যত্র রামো নিজভ্রাত্রা ভরতেন সহ স্থিতঃ ॥
ভরতং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা রঘুনাথঞ্চ দুঃখিতম্।
প্রণম্য দুঃখিতোঽবোচৎ কিমিদং দারুণং মহৎ ॥
তদা রামোঽন্ত্যজপ্রোক্তং বাক্যং লোকবিগর্হিতম্।
তং প্রত্যুবাচ রামোঽসৌ শত্রুঘ্নং পদসেবকম্

হইবে। সেই শুকপত্নী দুঃখিতা হইয়া পুনঃ-পুনঃ এইরূপ কহিতে থাকিলে এবং পুনঃ-পুন শ্রীরামকে স্মরণ ও তদীয় নামোচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলে পতি-দুঃখপূরিত বন্ধন-দুঃখে যেমন তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল, অমনি মনোহর স্বর্গীয় বিমান আসিল, পক্ষিণীও স্বর্গগামিনী হইয়া শোভা পাইতে থাকিল। সে এইরূপে প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় দুঃখার্ত্ত ভর্ত্তা পক্ষিরাজ যুগপৎ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও দুঃখাভিভূত হইয়া জাহ্নবী-জলে পতনোদ্যত হইল। ঐ সময়ে যে প্রার্থনা করিল;—যাহাতে মদীয় বাক্যে এই জানকী স্বামিবিয়োগ জন্য নিতান্ত কাতরা ও দুঃখিতা হয়, আমি যেন জনপূর্ণ রামনগরে সেইরূপে জন্মগ্রহণ করি। সেই শুক, পত্নী-বিয়োগে দুঃখিত, কুপিত ভীত ও কম্পিত-কলেবর হইয়া এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক আবর্ত্ত-শোভিত জাহ্নবীজলে পতিত হইল। সেই শুক সীতাকৃত অবমাননা নিবন্ধন ক্রোধ ও দুঃখ বশতঃ প্রাণত্যাগ করায় অতীব অন্ত্যজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধন নামক রজক হয়। দ্বিজবর! যে কোন ব্যক্তিই যদি ক্রোধবশতঃ মহাত্মাদিগের নিন্দিত অসৎকার্য্য আচরণ করত প্রাণ-ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে মরণান্তে অন্ত্য-জত্ব প্রাপ্ত হয়। মুনে! তজ্জন্যই সীতা-দেবী রজকবাক্যে নিন্দিতা ও বিযোজিতা হন। বস্তুতঃ রজকরূপী শুকের শাপ বশতঃই তিনি বিযুক্তা হইয়া বনে গিয়া-ছিলেন। বিপ্র! তুমি বৈদেহী সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এইত আমি তোমায় তদ্বিষয় কহিলাম, এক্ষণে বক্তব্য বিষয়ে পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয় বলি শুন। ভরতকে মূর্চ্ছিত দর্শনে রঘুনাথ অতীব দুঃখিত হইয়া প্রতীহারীকে কহিলেন,—"ত্বরায় শত্রুঘ্নকে আমার নিকট আনয়ন কর।" প্রতিহারী রামের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ যে স্থানে রাম নিজ ভ্রাতা ভরতের সহিত অবস্থিত ছিলেন, তথায় শত্রুঘ্নকে আনয়ন করিল। শত্রুঘ্ন ভরতকে মূর্চ্ছিত এবং রঘুনাথকে দুঃখিত দর্শনে দুঃখিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—"একি, নিদারুণ ব্যাপার! তখন রাম, নিজ চরণ-সেবক শত্রুঘ্নকে সেই লোকবিগর্হিত অন্ত্য-জোক্ত বাক্যের বিষয় কহিলেন। পরে তিনি,

অধোমুখো দীনরবো গদ্গদস্বরবেপথুঃ। ২১৪
শৃণু ভ্রাতর্বচো মেহদ্য কুরু তৎক্ষিপ্রমাদরাৎ
যথা স্যাদ্বিমলা কীর্ত্তির্গঙ্গেব পৃথিবীং গতা।
সীতায়া বাচ্যমতুলং লোকে শ্রুত্বান্ত্যজোদিতম্
হাতুমিচ্ছামি দেহং স্বমেনাং বা কিল জানকীম্
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রামস্য কিল শত্রুহা।
সবেপথুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দুঃখিতঃ পরদারণঃ।
সংজ্ঞাং প্রাপ্য মুহূর্ত্তেন রঘুনাথমবোচত। ২১৮

শত্রুঘ্ন উবাচ।

কিমেতদুচ্যতে স্বামিন্ জানকীং প্রতি দারুণম্
পাষণ্ডৈর্দুষ্টচিত্তৈশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতৈঃ।
নিন্দিতা শ্রুতিরগ্রাহ্যা ন ভবেদগ্রজন্মনা। ২১৯
জাহ্নবী সর্ব্বলোকানাং পাপঘ্নী দুরিতাপহা।
নিস্পৃষ্টা পাপিভিঃ পুম্ভিঃ সা স্পর্শেনার্হিতা সতাম্
সূর্য্যো জগৎপ্রকাশায় সমুদেতি জগত্যহো।
উলূকানাং রুচিকরো ন ভবেত্তত্র কা ক্ষতিঃ।
তস্মাত্ত্বমেনাং গৃহ্ণীষ মা ত্যজানিন্দিতাং প্রিয়ম্
শ্রীরামভদ্র কৃপয়া কুরুষ বচনং মম। ২২২
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
পুনঃপুনর্জগাদেমং যদুক্তং ভরতং প্রতি। ২২৩
তন্নিশম্য বচে ভ্রাতুর্দুঃখপূরপরিপ্লুতঃ।
পপাত মূর্চ্ছিতো ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ।
ভ্রাতরং পতিতং বীক্ষ্য শত্রুঘ্নং দুঃখিতো ভৃশম্।
প্রতিহারমুবাচেদং লক্ষ্মণং ত্বানয়াস্তিকম্।
স লক্ষ্মণগৃহে গত্বা ন্যবেদয়দিদং বচঃ। ২২৬

প্রতিহার উবাচ।

স্বামিন্ রামো ভবন্তন্তু সমাহ্বয়তি বেগতঃ।
স তচ্ছ্রুত্বা সমাহ্বানং রামচন্দ্রেণ বেগতঃ।
জগাম তরসা তত্র যত্র সভ্রাতৃকোহনঘঃ। ২২৮
ভরতং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নমপি মূর্চ্ছিতম্।
শ্রীরামচন্দ্রং দুঃখার্ত্তং দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ।

কম্পিতকলেবর ও অধোবদন হইয়া কাতরতা-পূর্ণ গদ্গদ স্বরে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমার কথা শুন এবং যাহাতে আমার ভূতলবাহিনী গঙ্গার ন্যায় বিমল কীর্ত্তি হয়, তজ্জন্য ত্বরায় সযত্নে তাহা প্রতিপালন কর। আমি এই ভূমণ্ডলে অন্ত্যজজাতিকথিত সীতার বিষম নিন্দাবাদ শুনিয়া আত্মদেহ বা জানকীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। শত্রুবিনাশন শত্রুঘ্ন, শ্রীরামের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ব্যথিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া রঘুনাথকে কহিলেন;—স্বামিন্! জানকীর প্রতি একি নিদারুণ বাক্য বলিতেছেন! সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত দুষ্টমতি পাষণ্ডগণকর্ত্তৃক নিন্দিত শ্রুতি কি ব্রাহ্মণের পরিত্যাজ্য হয়? না, অখিল লোকের পাপনাশিনী জাহ্নবী পাপী পুরুষগণকর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হন বলিয়া সাধু-দিগের অস্পৃশ্যা হইয়া থাকেন? সূর্য্যদেব জগৎপ্রকাশার্থই সমুদিত হন, কিন্তু তিনি পেচকদিগের রুচিকর নহেন বলিয়া তাহাতে কি ক্ষতি? অতএব হে শ্রীরামভদ্র! আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার বাক্য রক্ষা করুন, অনিন্দিতা স্বীয় পত্নী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিবেন না, গ্রহণ করুন। শ্রীরাম-চন্দ্র মহাত্মা শত্রুঘ্নের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরতকে যেমন বলিয়াছিলেন, শত্রুঘ্নকেও সেইরূপ বাক্য পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন ভ্রাতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে নিরতি-শয় দুঃখিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল দ্রুমবৎ ভূতলে পতিত হইলেন। শ্রীরাম, ভ্রাতা শত্রুঘ্নকেও পতিত দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং প্রতিহারীকে কহিলেন,—লক্ষ্ম-ণকে আমার নিকটে আনয়ন কর। অনন্তর প্রতিহারী, লক্ষ্মণগৃহে গমনপূর্ব্বক এই কথা বলিল;—শ্রীরামচন্দ্র অবিলম্বে আপনাকে তাঁহার নিকট গমন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। ২০০—২২৭। শ্রীরাম অবি-লম্বে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন শুনিয়া লক্ষ্মণ যে স্থানে সেই পবিত্রাত্মা ভ্রাতৃ-গণের সহিত অবস্থিত ছিলেন, ত্বরায় তথায় গমন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ ভরত ও

কিমেতদ্দারুণং রাজন্ দৃশ্যতে মূর্চ্ছনাদিকম্।
তদাশু শংস সর্ব্বং মে কারণং মুখ্যতোঽনঘ॥
এবং বদন্তং নৃপতির্বৃত্তান্তং সর্ব্বমাদিতঃ।
শশংস লক্ষ্মণং ক্ষিপ্রং দুঃখপূরপরিপ্লুতম্॥২৩১
লক্ষ্মণস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা সীতায়াস্ত্যাগসম্ভবম্।
নিঃশ্বসন্মুহুরুচ্ছ্বাসং স্তব্ধগাত্র ইবাভবৎ॥২৩২
ভ্রাতরং স্তব্ধগাত্রং চ কম্পমানং মুহুর্ম্মুহুঃ।
ন কিঞ্চন বদন্তং তং বীক্ষ্য শোকার্দ্দিতোঽহ-
ব্রবীৎ॥ ২৩৩
কিং করিষ্যাম্যহং ভূমৌ স্থিত্বা দুর্যশসাঙ্কিতঃ।
ত্যজামি স্বংবপুঃ শ্রীমল্লোকভীত্যা চ শোকবান্
সর্ব্বদা ভ্রাতরো মহ্যং বাক্যঙ্করা বিচক্ষণাঃ।
ইদানীং তেঽপি দৈবেন প্রতিকূলবচঃকরাঃ॥
কুত্র গচ্ছামি কিং যামি হসিষ্যন্তি নৃপা ভুবি।
দুর্যশোলাঞ্ছিতং বৈ মাং কুষ্ঠিনং রূপবানরাঃ॥
মনোর্ব্বংশে পুরা ভূপা জাতা জাতা গুণাধিকাঃ
ইদানীং ময়ি জাতে তু বিপরীতং বভূব তৎ॥
ইতি সম্ভাষমাণং তং রামচন্দ্রং সমীক্ষ্য সঃ।
সন্ত্যজ্যাশ্রূণি বিপুলান্যুবাচ বিকলস্বরঃ॥ ২৩৮
স্বামিন্ বিষাদং মা কার্ষীঃ কথং তব মতির্হৃতা
সীতামনিন্দিতাং কিং নু ত্যজতি
শ্রুতবান্ ভবান্॥২৩৯
আকারয়ামি রজকং পরিপৃচ্ছামি তং প্রতি।
কথংত্বয়া নিন্দিতা সা জানকী যোষিতাংবরা॥
তব দেশে বলাৎকশ্চিন্নাধাত্তে ন জনোঽল্পকঃ
তস্মাত্তস্য যথা স্বান্তে প্রতীতিঃ স্যাত্তথাচর॥
কিমর্থং ত্যজ্যতে ভীরুঃ পতিব্রতপরায়ণা।
মনসা বচসা নান্যং জানাতি জনকাত্মজা॥২৪২

শত্রুঘ্নকে মূর্চ্ছিত এবং শ্রীরামকে দুঃখার্ত্ত দর্শনে দুঃখিত হইয়া এই কথা বলিলেন,—হে অনঘ রাজন্! কি জন্য এরূপ মূর্চ্ছাদি নিদারুণ ব্যাপার দেখিতেছি? অতএব আমায় আদ্যোপান্ত ইহার সমুদয় কারণ বলুন। লক্ষ্মণ নিরতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া এই রূপ কহিলে, নৃপতি রাম তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদয় কারণ বলিলেন। তখন লক্ষ্মণ সীতার পরিত্যাগ বিষয়ক রামবাক্য শ্রবণ করিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলেন। রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণকে স্তব্ধগাত্র ও মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইতে দেখিয়া এবং কোনরূপ প্রত্যুত্তর করিতে না শুনিয়া শোকাকুল হইয়া কহিলেন,—হায়! আমি যখন অযশের ভাগী হইলাম, তখন এই ভূমণ্ডলে থাকিয়া আর কি করিব? আমি এক্ষণে লোকাপবাদভয়েই শোকার্ত্ত হইয়া আত্মদেহ ত্যাগ করিব॥ ২২৮—২৩৪। হায়! আমার যে সকল বিচক্ষণ ভ্রাতৃগণ, সর্ব্বদাই আমার আজ্ঞাকারী ছিল, এক্ষণে দুর্দ্দৈববশে তাহারাও আমার প্রতিকূলবাদী হইল। হায়! এখন আমি কোথায় যাই, কাহার আশ্রয় গ্রহণ করি? রূপবান্ মানবগণ যেমন কুষ্ঠরোগীকে দেখিয়া ঘৃণা করে, তদ্রূপ এই পৃথিবীতে অযশোগ্রস্ত আমাকে দেখিয়াও সমুদয় নৃপগণ উপহাস করিবেন। পূর্ব্বে এই মনুবংশে যে সকল ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সদ্গুণে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন; এক্ষণে আমি জন্মগ্রহণ করায় তাহার বিপরীত হইল। রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া লক্ষ্মণ অবিরল অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতে করিতে বিকলস্বরে কহিলেন,—স্বামিন্! বিষাদ ত্যাগ করুন, কি জন্য আপনার এরূপ মতিভ্রম হইতেছে? আপনি মহাজ্ঞানী হইয়া অনিন্দিতা সীতাকে কিজন্য পরিত্যাগ করিতেছেন? এখনই সেই রজককে ডাকাইতেছি এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কি কারণে তুমি ললনাকুলভূষণ সীতার নিন্দা করিয়াছ? আপনার রাজ্যে কোন সামান্য ব্যক্তিকেও ত বলপ্রয়োগে ক্লেশ দেওয়া হয় না, অতএব এক্ষণে মনোমধ্যে তাহার সম্বন্ধে যেরূপ বিধান করা উচিত বোধ হয়, তাহাই করুন। জনকাত্মজা মন বা বাক্য দ্বারাও কখন অন্যকে

তস্মাদেনং গৃহাণ ত্বমেতাং মা ত্যজ জানকীম্
মমোপরি কৃপাং কৃত্বা মদুক্তং সংশ্রয়াশু তৎ ॥
এবং বদন্তং প্রত্যুচে রামঃ শোকেন কর্ষিতঃ।
লক্ষ্মণং ধর্ম্মবাক্যেণ বোধয়ংস্ত্যজনোদ্যমঃ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

কথন্তু মাং ব্রবীষি ত্বং মা ত্যজৈনামনিন্দিতাম্
লোকাপবাদাত্ত্যক্ষ্যেঽহং জানন্নপি বিপাপিনীম্
স্বযশঃকারণেঽহং স্বং দেহং ত্যক্ষ্যামি শোভনম্
ত্বামপি ভ্রাতরং ত্যক্ষ্যে লোকবাদবিগর্হিতম্ ।
কিমুতান্যে গৃহাঃ পুত্রা মিত্রাণি বসু শোভনম্ ।
স্বযশঃকারণে সর্ব্বং ত্যজামি কিমু মৈথিলীম্ ॥
ন তথা মে প্রিয়ো ভ্রাতা ন কলত্রং ন বান্ধবাঃ
যথা মে বিমলা কীর্ত্তির্বিমলা লোকবিশ্রুতা ।২৪৮
ইদানীং রজকো নাদ্য প্রষ্টব্যো ভবতা ধ্রুবম্

সংস্পর্শ করেন না, অতএব কি নিমিত্ত সেই পতিব্রতপরায়ণা ভীরু জানকীকে পরিত্যাগ করিতেছেন? নিষ্পাপা বলিয়াই জানকীকে গ্রহণ করুন, পরিত্যাগ করিবেন না; আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার কথা রাখুন। সীতা-পরিত্যাগোদ্যত শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং ধর্ম্মসঙ্গত বচনে তাঁহাকে প্রবোধদান করত কহিলেন;—লক্ষ্মণ! কি জন্য তুমি আমায় বলিতেছ যে, অনিন্দিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিবেন না, আমি তাঁহাকে নিষ্পাপা জানিয়াও লোকাপবাদ বশতই ত্যাগ করিব। আমি স্বীয় যশোরক্ষার্থ লোকাপবাদদূষিত নিজ দেহ এমন কি ত্বাদৃশ ভ্রাতাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। গৃহ, পুত্র, মিত্র ও অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অন্যান্য সমুদয়ই যখন আমি নিজ যশের জন্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, তখন মৈথিলীর কথা আর কি বলিতেছ? লোকবিশ্রুত বিমলকীর্ত্তি যেরূপ আমার প্রিয়, সেরূপ ভ্রাতাও নহে, কলত্রও নহে এবং বান্ধবগণও নহে। এক্ষণে সেই রজককেও জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে,

কালেন সর্ব্বং ভবিতা লোকচিত্তস্য রঞ্জনম্।২৪৯
আময়ো যদ্বদামস্তু ন চিকিৎস্যো ভবেৎক্ষিতৌ
স কালেন পরীপাকাত্তেবজাদেব নশ্যতি । ২৫০
তথা কালেন সম্ভাবি সাম্প্রতং মা বিলম্বয় ।
ত্যজৈনাং বিপিনে সাধ্বীং মাং বা খড়্গেন
ঘাতয় । ২৫১
ইত্যুক্তং বাক্যমাকর্ণ্য দুঃখিতোঽভূৎক্ষণং তদা
চিন্তয়ামাস চ স্বান্তে লক্ষ্মণঃ শোককর্ষিতঃ । ২৫২
পিত্রাজ্ঞাতো জামদগ্ন্যো মাতরং ঘাতয়ন্নভূৎ ।
গুরোরাজ্ঞা ন বৈ লঙ্ঘ্যা যুক্তাযুক্তাপি সর্ব্বথা ॥
তস্মাদেনাং ত্যজাম্যেব রামস্য প্রিয়কাম্যয়া ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসি ভ্রাতরং প্রত্যুবাচ সঃ ॥

লক্ষ্মণ উবাচ।

অকৃত্যমপি কার্য্যং বৈ গুর্ব্বাজ্ঞাং নৈব লঙ্ঘয়েৎ
তস্মাৎ কুর্ব্বে ভবদ্বাক্যং যত্ত্বং বদসি সুব্রত ।

কারণ, কিয়ৎ কাল অতীত হইলেই দুষ্ট লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে, সন্দেহ নাই। এই ক্ষিতিতলে নবজাত রোগ যেমন চিকিৎসাসাধ্য নহে এবং কিয়দ্দিনের পর সেই রোগই যেমন কালের পরিপাকনিবন্ধন ঔষধ দ্বারা প্রশমিত হয়, সেইরূপ সময়ে সেই রজকেরও সৎ জ্ঞান জন্মিবে। এক্ষণে আর বিলম্ব করিওনা, হয় সেই সাধ্বীকে বিপিনে পরিত্যাগ করিয়া আইস, আর না হয় খড়্গদ্বারা আমায় সংহার কর। লক্ষ্মণ, শ্রীরামের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। পরে শোকাকুলচিত্তে মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—জামদগ্ন্যও ত পিতার আজ্ঞানুসারে মাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, সুতরাং যুক্তই হউক, আর অযুক্তই হউক, গুরুজনের আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করা উচিত নহে।২৩৫-২৫৩। অতএব আমি শ্রীরামের প্রিয়কার্য্য কামনায় সীতাকেই পরিত্যাগ করিয়া আসি। লক্ষ্মণ, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভ্রাতাকে কহিলেন,—হে সুব্রত! গুরুজন অকার্য্য করিতে আদেশ করিলেও তাহা পালন করা উচিত, কদাচ

ইত্যেবং ভাষমাণং চ লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচ সঃ।
সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ ত্বয়া মে তোষিতং মনঃ॥
অদ্যৈব রাত্রৌ জানক্যা দোহদস্তাপসীক্ষণে।
তন্নিবেশ রথে স্থাপ্য মোচয়ৈনাং মহামতে॥
ইত্থং ভাষিতমাকর্ণ্য বিশুষ্যদ্বদনোঽভবৎ।
রুদন্ বাষ্পকলা মুঞ্চন্ জগাম স্বনিবেশনম্॥
সুমন্ত্রং তু সমাহূয় বচনং তমথাব্রবীৎ।
রথং মে কুরু সজ্জং বৈ সদশ্বাম্বরভূষিতম্॥
ন তদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য রথমানীতবাংস্তদা।
আনীতং তং রথং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ শোককর্ষিতঃ॥
পরমং দুঃখমাপন্নঃ সংরুহ্য স্যন্দনং বরম্।
নিঃশ্বসন্ জানকীগেহং প্রতস্থে ভ্রাতৃসেবকঃ॥
গত্বা চান্তঃপুরে ভ্রাতা রামস্য মিথিলাত্মজাম্।
প্রত্যুচে নিঃশ্বসন্ বাক্যং দুঃখপূরপরিপ্লুতঃ॥

লক্ষ্মণ উবাচ।

মাতর্জ্জানকি রামেণ প্রেষিতো ভবনং তব।
তাপসীঃ প্রতি যাহি ত্বং দোহদপ্রাপ্তিহেতবে॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য লক্ষ্মণস্য বিদেহজা।
পরমং হর্ষমাপন্না লক্ষ্মণং প্রত্যভাষত॥ ২৬৪

জানক্যুবাচ।

ধন্যাহং মৈথিলী রাজ্ঞী রামস্য চরণস্মরা।
যস্যা দোহদপূর্ত্ত্যর্থং প্রেষয়ামাস লক্ষ্মণম্॥ ২৬৫
অদ্যাহং তা বনচরীস্তাপসীঃ পতিদেবতাঃ।
নমস্কৃত্যাঞ্চ বাসোভিঃ পূজয়ামি মনোহরাঃ॥
ইত্যুক্ত্বা রম্যবস্ত্রাণি মহার্হাভরণানি চ।
মণীন্ বিমলমুক্তাশ্চ কর্পূরাদিসুগন্ধবৎ॥ ২৬৭
চন্দনাদিকবস্তূনি বিচিত্রাণি সহস্রধা।
জগ্রাহ রঘুনাথস্য পত্নী প্রিয়করী বরা॥ ২৬৮
সীতা গৃহীত্বা সর্ব্বাণি দাসীনাং করয়োর্মুহুঃ।
লক্ষ্মণং প্রতিগচ্ছন্তী দেহল্যাঞ্চাস্খলত্তদা॥

গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা বিধেয় নয়, অতএব আপনি যাহা বলিতেছেন, আপনার কথাই আমি পালন করিব। লক্ষ্মণ এইরূপ কহিলে শ্রীরাম তাঁহাকে কহিলেন "সাধু সাধু! হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমিই আমার মনের সন্তোষ সাধন করিলে। অদ্য রাত্রিতেই জানকীর তাপসী-দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে, অতএব হে মহামতে! তুমি তচ্ছলেই সীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া পরিত্যাগ করিয়া আইস। শ্রীরামের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণের মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল। পরে তিনি, অশ্রুবিন্দু বর্ষণ ও রোদন করিতে করিতে নিজালয়ে গমন করিলেন। অনন্তর সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—আমার রথ সজ্জিত কর, উহার অশ্বগুলি যেন উৎকৃষ্ট এবং উহা যেন উত্তম আবরণবস্ত্রে বিভূষিত হয়। সুমন্ত্র, লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়াই রথ আনয়ন করিল, তখন লক্ষ্মণ রথ আনীত হইয়াছে দেখিয়া শোকাকুল হইলেন। অনন্তর ভ্রাতৃসেবক লক্ষ্মণ, নিরতিশয় দুঃখিতহৃদয়ে রথে আরোহণপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে জানকীর গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীরামভ্রাতা লক্ষ্মণ দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াই মৈথিলীকে কহিলেন;—মাতর্জ্জানকি! শ্রীরাম আমায় আপনার ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন; আপনি মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাপসীদর্শনে যাত্রা করুন। বিদেহনন্দিনী লক্ষ্মণের এতদ্বাক্য শ্রবণে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন;—যাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিয়াছেন, শ্রীরামের চরণধ্যানপরায়ণা শ্রীরামমহিষী সেই মৈথিলী আমিই ধন্যা। আজ আমি সেই সকল পতিপরায়ণা মনোহরমূর্ত্তি বনবাসিনী তাপসীদিগকে নমস্কার ও বস্ত্রদ্বারা পূজা করিব। রঘুনাথের প্রিয়কারিণী পত্নী, যোষিদ্বরা সীতা, এইরূপ কহিয়া প্রভূত রমণীয় বস্ত্র, মহামূল্য আভরণ, সুবিমল মণি মুক্তা, এবং সুগন্ধি কর্পূরচন্দনাদি সহস্র সহস্র বিচিত্র বস্তুনিচয়-সমভিব্যাহারে লইতে আরম্ভ করিলেন।২৫৪-২৬৮। সীতাদেবী ঐ সমুদয় দ্রব্য এক এক করিয়া

অবিচার্য্য তদৌৎসুক্যাল্লক্ষ্মণং প্রিয়কারিণম্।
উবাচ কুত্র স রথো যেন মাং প্রাপয়িষ্যসি।
স নিঃশ্বসন্ রথং হৈমং জানক্যা সহ নির্বিশন
সুমন্ত্রং প্রত্যুবাচাসৌ চালয়াশ্বান্মনোহরান্।
স তু যুক্তং রথং বাক্যাল্লক্ষ্মণস্য সুচালয়ন্।
অশ্রুপূর্ণমুখং বীরং লক্ষ্মণং সমলোকয়ৎ। ২৭২
আহতাস্তেন কশয়া বাহাস্তস্থাপতন্ পথি।
ন চলন্তি যদা বাহাস্তদা লক্ষ্মণমব্রবীৎ। ২৭৩

সুমন্ত্র উবাচ।

স্বামিংশ্চলন্তি নো বাহা যত্নেন পরিচালিতাঃ।
কিং করোমি ন জানেঽত্র কারণং বাহপাতনে
এবং ব্রুবন্তং প্রত্যূচে লক্ষ্মণো গদ্গদস্বরঃ।
সারথিং ধৈর্য্যমাস্থায় তাড়য়ৈতান্ কশাদিভিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বোদিতং যন্তা কথঞ্চিচ্চালয়ন্নভূৎ।
তদাস্ফুরদ্দক্ষনেত্রং জানক্যা দুঃখশংসকম্।২৭৬
তদৈব হৃদয়ে শোকঃ সমভূদ্দুঃখশংসকঃ।
তদৈব পক্ষিণঃ পুণ্যাঃ কুর্ব্বন্তি পরিবর্ত্তনম্।
এবং বীক্ষ্যৈব বৈদেহী প্রত্যুবাচাথ দেবরম্।
কথং মে তাপসীক্ষাং বৈ যাতুমিচ্ছোরঘক্ষয়ম্।
রামে ভূয়াদ্ধি কল্যাণং ভরতে বা তবানুজে।
তৎপ্রজাসু চ সর্ব্বত্র মা ভবন্তু বিপর্য্যয়াঃ।২৯৭
এবং ব্রুবন্তীং সংবীক্ষ্য জানকীং স তু লক্ষ্মণঃ
ন কিঞ্চিদুক্তবান্ রুদ্ধ-কণ্ঠো বাষ্পপ্রপূরিতঃ।
সা গচ্ছন্তী মৃগান্ বামপারিবর্ত্তনকারকান্।
অপশ্যদ্দুঃখসঙ্ঘাত-কারকান্ সমভাষত। ২৮১

জানক্যুবাচ।

অদ্য যন্মে মৃগা বামং বর্ত্তয়ন্তি তদিষ্যতে।
শ্রীরামচরণৌ মুক্ত্বা গচ্ছন্ত্যা যুক্তমেব তৎ।
মহিলানাং পরো ধর্ম্মঃ স্বভর্ত্তৃচরণার্চ্চনম্।

বহুবার বহুদাসীর হস্তে দিয়া লক্ষ্মণের সহিত গমন করিতে করিতে দেহলীতে স্খলিত হইলেন। কিন্তু তখন ঔৎসুক্যবশতঃ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রিয়কারী লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! যদ্দ্বারা আমাকে লইয়া যাইবে, সে রথ কোথায়? অনন্তর লক্ষ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত জানকীর সহিত হৈমরথে আরোহণপূর্ব্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন;—সুমন্ত্র! মনোহর রথাশ্বদিগকে চালিত কর। তখন সুমন্ত্র, লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে সেই সদশ্বযুক্ত রথ সম্যক্ চালিত করিতে উদ্যত হইয়া বীরবর লক্ষ্মণকে অশ্রুপূর্ণমুখে অবলোকন করিলেন। পরে অশ্বগণ সুমন্ত্রের কশাঘাতে আহত হইয়াও যখন কিছুতেই পাদবিক্ষেপ করিল না, অধিকন্তু পথিমধ্যে নিপতিত হইল, তখন তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন;—স্বামিন্! অশ্বগণ যত্নপূর্ব্বক পরিচালিত হইলেও অগ্রসর হইতেছে না; এক্ষণে আমি কি করি? অশ্বগণের পতনের বিষয়ে আমি ত কোনরূপ কারণই অবধারণ করিতে পারিতেছি না। সারথি এইরূপ কহিলে লক্ষ্মণ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক গদ্গদস্বরে সারথিকে কহিলেন;—কশাদি দ্বারা সম্যক্ তাড়ন কর। সারথি লক্ষ্মণের এতদ্বাক্য শ্রবণে অতি ক্লেশে রথ চালিত করিলেন। তখন জানকীর ভাবি-ক্লেশসূচক দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখনই তাহার হৃদয়ে দুঃখসূচক শোক সমুপস্থিত হইল এবং তৎকালেই পুণ্যদর্শন পক্ষিগণ বিপরীত গতি অবলম্বন করিল। বৈদেহী এবম্বিধ দুর্নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিয়া দেবরকে কহিলেন,—দেবর! তাপসীগণের দর্শনাভিলাষিণী হওয়ায় কিজন্য আমার দুর্নিমিত্তসকল ঘটিতেছে? শ্রীরামের যেন মঙ্গল হয়, এবং ভরত, ত্বদীয় অনুজ শত্রুঘ্ন ও সমুদয় প্রজাবৃন্দের যেন কোনরূপ বিপর্য্যয় না ঘটে। লক্ষ্মণ, জানকীকে এইরূপ কহিতে শুনিয়াও বাষ্পভরে কণ্ঠরোধ হওয়ায় কিছুই প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। অনন্তর সীতা যাইতে যাইতে মৃগগণকে অসীম দুঃখসূচক বামভাগে পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া কহিলেন,—অদ্য মৃগগণ যে আমার বামে গমন করিতেছে, তাহাই প্রার্থনীয়; কারণ আমি যখন শ্রীরামের চরণযুগল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি তখন আমার ঐরূপ ঘট-

তন্মুক্তাস্তত্র যাস্ত্যা যে যন্তবেদ্যুক্তমেব তৎ ॥
এবং পথি বিচারং তু কুর্ব্বতা পরমার্থতঃ।
জাহ্নবী দদৃশে দেব্যা মুনিবৃন্দৈকসেবিতা ॥
যস্যাং জলস্থ কল্লোলা দৃশ্যন্তে দুগ্ধসন্নিভাঃ।
তরঙ্গো দৃশ্যতে যত্র স্বর্গসোপানমূর্ত্তিভৃৎ ॥ ২৮৫
যস্যা বারিকণাস্পর্শান্মহাপাতকসঞ্চয়ঃ।
পলায়তে ন কুত্রাপি স্থানমীক্ষন্ সমন্ততঃ ॥
গঙ্গাং প্রাপ্যাথ সৌমিত্রির্জানকীং স্যন্দনস্থিত
উবাচ নির্গলদ্বাষ্প এহি সীতে তরোর্ম্মিলাম্ ॥
সীতা তদ্বাক্যমাকর্ণ্য ক্ষণাদবততার সা।
লক্ষ্মণেন ধৃতা বাহৌ স্খলন্তী পথি কণ্টকৈঃ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মেপাতালখণ্ডে সীতা-বনবাসে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

নাই যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ স্বীয় স্বামীর পদসেবাই রমণীদিগের পরম ধর্ম্ম, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমনপ্রবৃত্ত আমার ঐরূপ হওয়াই উচিত। সীতাদেবী, পথিমধ্যে পরমার্থরূপে এইরূপ বিবেচনা করিতে করিতে, যাহার জলকল্লোলসকল দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গ দর্শনে বোধ হয় যেন স্বর্গারোহণের সোপানশ্রেণী প্রকাশ পাইতেছে, অপিচ যাহার জলকণাস্পর্শেই পাপিগণের মহাপাতকনিচয় দেহের চতুর্দ্দিকে কুত্রাপি বাসস্থান না দেখিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে, মুনিগণ-সেবিতা সেই জাহ্নবীকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সৌমিত্রি, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে রথস্থিতা জানকীকে কহিলেন,—সীতে আগমন করুন, উর্ম্মিমালাকুলা গঙ্গা পার হউন। সীতা লক্ষ্মণের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেও তিনি কণ্টকাকীর্ণ পথে স্খলিত হইতে থাকিলেন। ২৮৩—২৮৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৩১।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

অথ নাবা সমুত্তীর্য্য জাহ্নবীং লক্ষ্মণস্তদা।
জানকীং পরতস্তীরে হস্তে ধৃত্বা যযৌ বনম্ ॥
সা চলন্তী পথি তদা শুষ্যদ্বদনলক্ষিতা।
কণ্টকক্ষতসৎপাদা স্খলন্তী চ পদে পদে ॥ ২
লক্ষ্মণস্তাং মহাঘোরে বিপিনে দুঃখদায়িনি।
প্রবেশয়ামাস তদা রাঘবাজ্ঞাবিধায়কঃ ॥ ৩
যত্র বৃক্ষা মহাঘোর বুর্ব্বুরাঃ খদিরা ধবাঃ।
শ্লেষ্মাতকাশ্চিঞ্চিণীকাঃ শুষ্কা দাবেন বহ্নিনা ॥৪
কোটরস্থা মহাসর্পাঃ ফুৎকুর্ব্বন্তি সুকোপিতাঃ।
ঘূকা ঘুৎকুর্ব্বতে যত্র লোকচিত্তভয়ঙ্করাঃ ॥ ৫
ব্যাঘ্রাঃ সিংহাঃ শৃগালাশ্চ দ্বীপিনোঽতিভয়ঙ্করাঃ
দৃশ্যন্তে যত্রাসহনা মনুষ্যাদাঃ সুকোপনাঃ। ৬

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—অনন্তর লক্ষ্মণ নৌকাযোগে জাহ্নবী পার হইয়া পরতীরে জানকীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক বনমধ্যে গমন করিতে থাকিলেন। সীতাদেবী যখন পথে গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক ও সুকোমল চরণতল কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এবং তিনি পদে পদে স্খলিত হইতেছিলেন। অনন্তর শ্রীরামের আজ্ঞাকারী লক্ষ্মণ সীতাকে দুঃখপ্রদ মহাঘোর বিপিনে প্রবেশ করাইলেন। যে বনে বুর্ব্বুর, খদির, ধব, শ্লেষ্মাতক ও চিঞ্চিণীক প্রভৃতি বৃক্ষসকল দাবানলে শুষ্ক হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। যথায় কোটরাবস্থিত মহাসর্পগণ কোন কারণে নিরতিশয় কুপিত হইয়া ফুৎকার করিতেছিল এবং যথায় ঘূকগণ ঘুৎকার শব্দ করত জনগণের চিত্তে ভীতি উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে স্থানে অতি কোপনস্বভাব, অসহনশীল ভীষণাকার সিংহ, ব্যাঘ্র শৃগালাদি নরমাংসাশী জন্তু সকল, চতুর্দ্দিকে

মহিষাঃ শূকরা দুষ্টা দংষ্ট্রাদ্বয়বিলক্ষিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি প্রাণিনাং তাপং মানসস্থ মদোদ্ধতাঃ॥
ঈদৃগ্বনং প্রপশ্যন্তী ভয়েনোপগতজ্বরা।
কণ্টকাদষ্টচরণা লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৯
বীরর্ষিমুনিসংসেব্যানাশ্রমান্নেত্রসৌখ্যদান্।
নাহং পশ্যামি নো তেষাং পত্নীশ্চ সুতপোধনাঃ
পশ্যামি কেবলং ঘোরান্ পক্ষিণঃ শুষ্কবৃক্ষকান্
দাবানলেন সর্ব্বত্র দহ্যমানমিদং বনম্॥ ১০
ত্বাঞ্চ পশ্যামি দুঃখার্ত্তমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
শকুনেতরসাহস্রং ভবেন্মম পদে পদে॥ ১১
তন্মে কথয় বীরাগ্র্য কথং মুক্তা মহাত্মনা।
রামেণ দুষ্টহৃদয়া ক্ষিপ্রং কথয় মে হি তৎ॥ ১২
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য লক্ষ্মণঃ শোককর্ষিতঃ।
সংরুদ্ধবাষ্পনয়নো ন কিঞ্চিৎ প্রোক্তবাংস্তদা॥

তদৈবং বিপিনং ঘোরং গচ্ছন্তী লক্ষ্মণান্বিতা।
পুনরপ্যাহ তং বীরং দুঃখার্ত্তং পশ্যতী মুখম্।
তদাপি স ন তাং বক্তি কিমপি প্রেক্ষ্যনস্থিতঃ
তদাসাবতিনির্ব্বন্ধং চকার পরিপৃচ্ছতী॥ ১৫
আগ্রহেণ যদা পৃষ্টো লক্ষ্মণঃ সীতয়া তদা।
রুদ্ধকণ্ঠো মুহুঃ শোচন্নবদত্ত্যাগসম্ভবম্॥ ১৬
তদ্বাক্যং পবিনা তুল্যং নিশম্য মুনিসত্তম।
সুলতা কৃত্তমূলেব বভূবাকল্পবর্জ্জিতা॥ ১৭
তদৈব পৃথিবী তাং ন জগ্রাহ তনয়ামিমাম্।
রামো বিপাপিনীং সীতাং ন জহ্যাদিতিশঙ্কিনী
পতিতাং তাস্তু বৈদেহীং দৃষ্ট্বা সৌমিত্রিরুৎসুকঃ
পল্লবাগ্রসমীরেণ সংজ্ঞিতাস্তু চকার সঃ॥ ১৯
সংজ্ঞাং প্রাপ্য প্রত্যুবাচ মা হাস্যং কুরু দেবর
কথং মাং পাপরহিতাং ত্যজতে স রঘূদ্বহঃ॥

দৃষ্ট হইতেছিল এবং যে বনে মদমত্ত দুষ্ট মহিষগণ ও বিশাল দন্তদ্বয়-সমন্বিত শূকরনিচয় প্রাণিগণের মনে সন্তাপ সঞ্চার করিতেছিল। ঈদৃক্ ভীষণ বন দর্শনে সীতা নিতান্ত ভয়কাতরা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চরণযুগলও কণ্টকে বিদীর্ণ হইতে থাকিল; তখন তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হে বীর! আমি ত মুনি ও ঋষিগণের সুখসেব্য নেত্র-সুখপ্রদ আশ্রমসকল এবং তাঁহাদিগের তপোধনা পত্নীদিগকে দেখিতেছি না। আমি কেবল ঘোরাকৃতি পক্ষী ও শুষ্কবৃক্ষসকল দেখিতেছি, এই বন ত সর্ব্বত্রই দাবানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।১—১০। লক্ষ্মণ! তোমাকেও দুঃখার্ত্ত ও অশ্রুভরে আকুললোচন দেখিতেছি এবং পদে পদে অসংখ্য দুর্লক্ষণ সকল ঘটিতেছে। অতএব হে বীরবর! বল, কিজন্য মহাত্মা রাম এই দুষ্টহৃদয়াকে ত্যাগ করিয়াছেন? আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় আমায় তদ্বিষয় বল। সীতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন, অবিরল বাষ্প বিগলিত হওয়ায় তাঁহার নয়নযুগল সংরুদ্ধ হইয়া গেল, তখন তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

ঐ সময়ে সীতা লক্ষ্মণের সহিত তাদৃশ ঘোর বিপিনে গমন করিতে করিতে লক্ষ্মণের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই দুঃখার্ত্ত বীরবরকে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তখনও লক্ষ্মণ তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না, কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যেন অন্যমনে অবস্থিত রহিলেন। তখন সীতা বারংবার জিজ্ঞাসা করত সাতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তখন সীতাকর্ত্তৃক আগ্রহাতিশয়সহকারে বার-ম্বার শোক করত ত্যাগবিষয় বিবরণ করিলেন। মুনিবর! বজ্রোপম সেই কথা শুনিয়াই সীতা ছিন্নমূল সুকোমল লতার ন্যায় সৌন্দর্য্যহীন হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র, নিষ্পাপা সীতাকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না, ভাবিয়াই তখন পৃথিবী সেই তনয়াকে গ্রহণ করেন নাই। বৈদেহীকে ভূতলে পতিতা দেখিয়া লক্ষ্মণ নিতান্ত কাতর হইলেন এবং পল্লবাগ্রবীজনে বায়ু-সঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে সচেতনা করিলেন। এইরূপে সীতা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কহিলেন,—দেবর! পরিহাস করিও না, রঘুবর আমাকে নিষ্পাপা জানিয়াও কিজন্য পরিত্যাগ করি-

এবং বহু বিলপ্যাথ লক্ষ্মণং দুঃখসংযুতম্।
সংবীক্ষ্য মূর্চ্ছিতা ভূমৌ পপাত পরিদুঃখিতা
মুহূর্ত্তেনাপি সংজ্ঞাং সা প্রাপ্য দুঃখপরিপ্লুতা।
জগাদ রামচরণৌ স্মরন্তী শোকবিক্লবা। ২২
জানক্যুবাচ।
রঘুনাথো মহাবুদ্ধিস্ত্যজতে মাং কথং মহান্।
যো মদর্থে পয়োরাশিং বদ্ধবান্ বানরৈর্যুতঃ॥
স কথং মাং মহাবীরো নিষ্পাপাং রজকোক্তিতঃ
ত্যজিষ্যতি মমৈবাত্র দৈবস্ত প্রতিকূলিতম্॥
এবং বদন্তী পুনরপি মূর্চ্ছাং প্রাপ্তা বিদেহজা
মূর্চ্ছিতাং তাং সমীক্ষ্যায়ং রুরোদ বিকৃতস্বরঃ
পুনঃ সংজ্ঞামবাপ্যৈবং সৌমিত্রিং নিজগাদ সা
দুঃখাতুরং বীক্ষমাণা রুদ্ধকণ্ঠং সুদুঃখিতা ॥২৬
সৌমিত্রে গচ্ছ রামং ত্বং ধর্ম্মমূর্ত্তিং যশোনিধিম্
মদ্বাক্যমেকমাত্রায়াঃ সমক্ষং তপসাং নিধেঃ ॥২৭
মাং তত্যাজ ভবান্ যদ্বৈ জানন্নপি বিপাপিন
কুলস্য সদৃশং কিংবা শাস্ত্রজ্ঞানস্য তৎফলম্॥
নিত্যং তব পদে রক্তাং ত্বদুচ্ছিষ্টভুজং হি মাম্
ভবাংস্তত্যাজ তৎসর্ব্বং মম দৈবস্য কারণম্॥
কল্যাণং তব সর্ব্বত্র ভূয়াদ্বীরবরোত্তম।
অহং তাবদ্বনে ত্বাং হি স্মরন্তী প্রাণধারিকা।
মনসা কর্ম্মণা বাচা ভবানেব মমোত্তমঃ।
অন্যে তুচ্ছীকৃতাঃ সর্ব্বে মনসা রঘুবংশজ ॥৩১
ভবে ভবে ভবানেব পতির্ভূয়ান্মহীশ্বর।
ত্বৎপাদস্মরণানেক-হতপাপা সতীশ্বরী ॥ ৩২
স্মরামি চরণৌ যুষ্মদ্বনে মৃগগণৈর্যুতে।
অন্তর্ব্বত্নী বনে ত্যক্তা রামেণ সুমহাত্মনা ॥৩৩
সৌমিত্রে শৃণু মদ্বাক্যং ভদ্রং ভূয়াদ্রঘূত্তমে।
ইদানীং নত্যজে প্রাণান্ রামবীর্য্যং সুরক্ষতী

লেন? জানকী এইরূপ বহু বিলাপানন্তর লক্ষ্মণকে নিতান্ত দুঃখিত দর্শনে অতিশয় দুঃখিতা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া পুনরায় ভূতলে পতিত হইলেন। পরে নিরতিশয় শোকাকুলা সীতা মুহূর্ত্তমধ্যে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীরামের চরণযুগল স্মরণ করত কহিলেন;—রঘুনাথ মহাবুদ্ধিসম্পন্ন ও মহাত্মা হইয়াও কি কারণে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? যিনি আমার নিমিত্ত বানরগণে মিলিত হইয়া মহাসাগরকেও বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর আমাকে নিষ্পাপা বুঝিয়াও কিহেতু ত্যাগ করিবেন? এবিষয়ে আমার অদৃষ্টই প্রতিকূল। বৈদেহী এইরূপ বলিতে বলিতে পুনরায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন, লক্ষ্মণও তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া বিকৃত স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর সীতা পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া সৌমিত্রিকে দুঃখাতুর ও রুদ্ধকণ্ঠ দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইয়া কহিলেন,—সৌমিত্রে! এক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ যশোনিধি শ্রীরামের সন্নিধানে গমন কর, তপোনিধির সাক্ষাতে আমার এই একটী মাত্র কথা বলিও যে, আপনি আমাকে অপাপা জানিয়াও যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা কি আপনার বংশের উপযুক্ত? না, উহা শাস্ত্রজ্ঞানের ফল? আপনি যে আমাকে ভবদীয় চরণে সতত অনুরক্তা এবং ভবদীয় উচ্ছিষ্ট-ভোজিনী জানিয়াও পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমার দুরদৃষ্টই তাহার মূল কারণ। হে বীরবরোত্তম! আপনার যেন সর্ব্বত্র কল্যাণ হয়, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়াই বনমধ্যে জীবন ধারণ করিব। হে রঘুবংশজ! আপনিই আমার কায়মনোবাক্যে পূজনীয়। আমি মনোমধ্যে অপর সকলকে তুচ্ছ করিয়াছি। ১১—৩১। হে মহীশ্বর! আপনিই যেন জন্মজন্মান্তরেও আমার পতি হন, আমি আপনারই শ্রীচরণধ্যানে নিষ্পাপা ও সতীকুলের শিরোমণি হইয়াছি: এক্ষণে বহু জন্তুগণে সমাকীর্ণ এই বনমধ্যে থাকিয়াও আপনারই চরণযুগল ধ্যান করিব। সৌমিত্রে! যদিও মহাত্মা রামকর্ত্তৃক সগর্ভা আমি বনে পরিত্যক্তা হইলাম, কিন্তু আমার প্রকৃত কথা শুন, রঘুবরের মঙ্গল হউক, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিতাম, কেবল রামতেজোধারণ করিতেছি বলিয়াই তাহা

ত্বং রামবচনং তথ্যং যৎ করোমি শুভং তব।
পরতন্ত্রেণ তৎকার্য্যং রামপাদাব্জসেবিনা ॥ ৩৫
গচ্ছ ত্বং রামসবিধে শিবাঃ পন্থান এব তে।
মমোপরি কৃপা কার্য্যা স্মর্ত্তব্যাহং কদা কদা ॥৩৬
ইত্যুক্ত্বা মূর্চ্ছিতা ভূমৌ পপাত পুরতস্ততঃ।
লক্ষ্মণো দুঃখমাপেদে বীক্ষ্য মূর্চ্ছিতজানকীম্ ॥
বীজয়ামাস বাসোহগ্রৈঃ সংজ্ঞাং প্রাপ্তাং
প্রকৃত্য চ।
সৌমিত্রিঃ সান্ত্বয়ামাস বচনৈর্ম্মধুরৈর্ম্মুহুঃ ॥ ৩৮

লক্ষ্মণ উবাচ।

এষ গচ্ছামি রামং বৈ গত্বা শংসামি সর্ব্বশঃ।
সমীপে তে মুনেরস্তি বাল্মীকেরাশ্রমো মহান্।
ইত্যুক্ত্বা তাং পরিক্রম্য দুঃখিতো বাষ্পপূরিতঃ
মুঞ্চন্নশ্রুকলা দুঃখাদ্যযৌ রামং মহীপতিম্ ॥৪০
জানকী দেবরং যান্তং বীক্ষ্য বিস্মিতলোচনা
হসত্যয়ং মহাভাগো লক্ষ্মণো দেবরো মম ॥৪১
কথং মাং প্রাণতঃ প্রেষ্ঠাং বিপাপাং
রাঘবস্ত্যজেৎ।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা তস্থৌ স্পন্দনিমেষণা ॥ ৪২
জাহ্নবীং সর্ব্বথোত্তীর্ণং জ্ঞাত্বা সত্যং স্বহাপনম্
পতিতা প্রাণসন্দেহং প্রাপ্তা মূর্চ্ছাপি তাং তদা
তদা হংসাঃ স্বপক্ষাভ্যাং জলমানীয় সর্ব্বতঃ।
সিষিচুর্ম্মধুরো বায়ুর্ব্ববৌ পুষ্পস্থগন্ধবান্ ॥৪৪
করিণঃ পুষ্করৈঃ স্বীয়ৈর্জ্জলপূর্ণৈঃ সমন্ততঃ।
ব্যাপ্তং শরীরং রজসা ক্ষালয়ন্ত ইবাগতাঃ ॥৪৫
মৃগাস্তদন্তিকং প্রাপ্য সন্তস্থুর্ব্বিস্মিতেক্ষণাঃ।
নগাঃ পুষ্পযুতা আসংস্তৎকালং মধুনা বিনা ॥
এতস্মিন্ সময়ে বৃত্তে সংজ্ঞাং প্রাপ্য তদা সতী

করিতেছি না। লক্ষ্মণ! তুমি যে রামের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে; কারণ, শ্রীরামের চরণারবিন্দ-সেবী অধীন ব্যক্তির তাহাই করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি শ্রীরামসন্নিধানে গমন কর, তোমার গন্তব্য পথ যেন মঙ্গলকর হয়, শ্রীরাম যেন আমার প্রতি কৃপা করেন, কখন কখন যেন আমায় তিনি স্মরণ করেন। সীতা এই বলিয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, লক্ষ্মণও সেই জানকীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ, বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন এবং সংজ্ঞাপ্রাপ্ত করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ মধুর বচনে সান্ত্বনা করিলেন এবং কহিলেন, এক্ষণে তবে আমি শ্রীরামের সন্নিধানে গমন করি, আমি যাইয়া তাঁহাকে সমুদয় বিষয়ই কহিব; আপনার সমীপেই মুনিবর বাল্মীকির প্রশংসনীয় আশ্রম আছে। দুঃখার্ত্ত লক্ষ্মণ বাষ্পপূর্ণলোচনে সীতাকে এই-রূপ কহিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দুঃখভরে অবিরল নেত্রজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে মহীপতি শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে করি যাত্রা-লেন। তখন জানকী বিস্মিতলোচনে দেবরকে যাইতে দেখিয়া ভাবিলেন,—মহাভাগ দেবর লক্ষ্মণ আমায় পরিহাস করিয়াছেন। আমি শ্রীরামের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়া ও নিষ্পাপা, অতএব রঘুনাথ আমায় কি কারণে পরিত্যাগ করিবেন? সীতাদেবী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অনিমিষনয়নে লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ৩২—৪২। অনন্তর লক্ষ্মণ সত্য সত্যই জাহ্নবী পার হইলেন এবং আপনিও সত্যই পরিত্যক্তা হইলেন বুঝিতে পারিয়া যেমন ভূতলে পতিতা হইলেন, অমনি মূর্চ্ছা তাঁহাকে এরূপ ভাবে আক্রমণ করিল যে, তিনি জীবিতা আছেন কি না সন্দেহ জন্মিল। তৎ-ক্ষণাৎ হংস সকল স্ব স্ব পক্ষদ্বয় দ্বারা সলিল আনয়নপূর্ব্বক তদীয় সর্ব্বাঙ্গে সেচন করিতে লাগিল এবং পুষ্পসদ্গন্ধপূর্ণ বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। করিগণ তথায় আগত হইয়া স্ব স্ব সলিলপূর্ণ শুণ্ডসমূহ দ্বারা জানকীর ধূলিধূসরিত কলেবর ক্ষালন করিতে লাগিল। মৃগনিচয় তৎ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিস্মিতনেত্রে অবস্থান করিল, এবং তৎকালে পুষ্পবৃক্ষসকল বসন্ত-কাল না হইলেও পুষ্পপূর্ণ হইল। ইত্যব-

বিললাপ মুহুর্দ্দুঃখাদ্রাম রামেতি জল্পতী। ৪৭
হা নাথ দীনবন্ধো হে করুণাপয়সাং নিধে।
অপরাধাদৃতে মাং ত্বং কথং ত্যজসি বৈ বনে
ইত্যেবমাদি ভাষন্তী বিলপন্তী মুহুর্মুহুঃ।
ইতস্ততঃ প্রপশ্যন্তী সম্মূর্চ্ছন্তী পুনঃপুনঃ।৪৯
তদা স্বশিষ্যৈর্ভগবান্ বাল্মীকিঃ সঙ্গতো বনম্
শুশ্রাব রুদিতং তত্র করুণস্বরভাষিতম্। ৫০
শিষ্যান্ প্রতি জগাদাথ পশ্যন্তু বনমধ্যতঃ।
কো রোদিতি মহাঘোরে বিপিনে দুঃখিতস্বরঃ
তে প্রযুক্তাস্তু মুনিনা সঙ্গতা যত্র জানকী।
রাম রামেতি ভাষন্তী বাষ্পপূরপরিপ্লুতা। ৫২
তাং দৃষ্ট্বা ত্বিয়মৌৎসুক্যাদ্বাল্মীকিং প্রত্যগুর্মুনিম্
শ্রুত্বা তদীরিতং বাক্যং জগামাসৌ ততো মুনিঃ
দৃষ্ট্বাসৌ তপসাং রাশিং জানকী পতিদেবতা।
নমোঽস্তু মুনয়ে দেবমূর্ত্তয়ে ব্রতবর্দ্ধয়ে। ৫৪
ইত্যুক্তবতীং বৈ সীতামাশীর্ভিরভ্যনন্দয়ৎ।
ভর্ত্রা সহ চিরং জীব পুত্রৌ প্রাপ্নুহি শোভনৌ॥
কাসি ত্বং কিং বনে ঘোরে সঙ্গতাসি কিমীদৃশী
সর্ব্বং মে শংস জানীয়াং তব দুঃখস্য কারণম্।
তদা সা প্রত্যুবাচেমং রামস্য মহিলা মুনিম্।
নিঃশ্বসন্তী করুণয়া গিরা সঞ্জাতবেপথুঃ। ৫৭
শৃণু মে বাক্যমর্থোক্তং সর্ব্বদুঃখস্য কারণম্।
জানীহি মাং ভূমিপতে রঘুনাথস্য সেবিকাম্॥
অপরাধং বিনা ত্যক্তাং ন জানে তত্র কারণম্
লক্ষ্মণো মাং বিমুচ্যাত্র গতবান্ রাঘবাজ্ঞয়া।৫৯
ইত্যুক্তাশ্রুকলাপূর্ণং বিভ্রতীং মুখপঙ্কজম্।
বাল্মীকিঃ সান্ত্বয়ন্ প্রাহ জানকীং কমলেক্ষণাম্

সময়ে সতী জানকী চৈতন্য লাভ করিয়া দুঃখবশতঃ হা রাম! হা রাম! বলিয়া বিলাপ করিতে থাকিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, হা নাথ! হে দীনবন্ধো! হে করুণাসাগর! আপনি বিনা অপরাধে আমায় কেন বনে পরিত্যাগ করিতেছেন?৪৩—৪৮। তিনি বারংবার ইত্যাদি বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে থাকিলেন এবং পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছিতা হইতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে, ভগবান্ বাল্মীকি স্বীয় শিষ্যগণের সহিত ঐ বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া সীতার করুণাপূর্ণ রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, তোমরা দেখ দেখি, এই মহাঘোর অরণ্যমধ্যে করুণ স্বরে কে রোদন করিতেছে? শিষ্যগণ মুনি কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যেস্থানে সীতা বাষ্পপূর্ণ মুখে 'হা রাম! হা রাম!' বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল। অনন্তর তাহারা সীতাকে দেখিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ মুনিবর বাল্মীকির সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং সেই মুনিবরও তাহাদিগের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সীতা-সন্নিকটে সমাগত হইলেন। তখন পতিপরায়ণা জানকী সেই তপোরাশি মুনিবরকে দেখিয়া কহিলেন,—আমি পুণ্যজনক সৎকার্য্যনিচয়ের সাগর ও সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তিস্বরূপ মুনিবরকে নমস্কার করি। সীতা এইরূপ কহিয়া নমস্কার করিলে মুনিবর তাঁহাকে এইরূপ আশীর্ব্বচনে অভিনন্দন করিলেন,—"ভর্ত্তার সহিত চিরজীবিনী হও এবং পরম মনোরম পুত্রযুগল লাভ কর। ভদ্রে! তুমি কে? তুমি এরূপ অসামান্যা রমণী হইয়াও কি হেতু এই ঘোর বনমধ্যে উপস্থিত হইয়াছ? এতৎ সমুদয় বিষয় আমার নিকট ব্যক্ত কর, আমি তোমার দুঃখের কারণ জানিতে চাই। তখন শ্রীরামমহিলা সীতা কম্পিত কলেবরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত করুণবচনে সেই মুনিবরকে কহিলেন, —মুনিবর! মদীয় প্রকৃত পরিচয়বাক্য ও দুঃখের কারণ শ্রবণ করুন। আমাকে ভূপতি রঘুনাথের সেবিকা এবং বিনাপরাধে পরিত্যক্তা জানিবেন; আমার পরিত্যাগের বিষয়ে আমি প্রকৃত কারণ জানি না। শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে লক্ষ্মণ আমায় এই স্থানে, পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিয়াছেন। ৪৯—৫৯। সীতা এই কথা বলিয়া অশ্রুজলে

বাল্মীকিরুবাচ।

বাল্মীকিং মাং বিজানীহি পিতুস্তব গুরুং মুনিম্
দুঃখং মা কুরু বৈদেহি হ্যাগচ্ছ মম চাশ্রমম্ ॥৬১
ভিন্নস্থানে পিতুর্গেহং জানীহি পতিদেবতে।
ঈদৃশে কর্ম্মণি মম রোষোহস্ত্যেব মহীপতেঃ ॥
এবং বচনমাকর্ণ্য জানকী পতিদেবতা।
দুঃখপূর্ণাশ্রুবদনা কিঞ্চিৎ সুখমবাপ সা ॥ ৬৩

শেষ উবাচ।

বাল্মীকিঃ সান্ত্বয়িত্বৈনাং দুঃখপূর্ণাকুলেক্ষণাম্।
নিনায় চাশ্রমং পুণ্যং তাপসীবৃন্দপূরিতম্ ॥৬৪
সা গচ্ছন্তী পৃষ্ঠতোহস্য বাল্মীকেস্তপসাং নিধেঃ
রজনীজেন্দোঃ পৃষ্ঠতো বৈ তারেব সুমনোহরা ॥
বাল্মীকিঃ প্রাপ্য চ স্বীয়মাশ্রমং মুনি পূরিতম্।
তাপসীঃ প্রতি সঙ্কথ্যো জানকীং স্বাশ্রমং গতাম্।
বৈদেহী তাপসীঃ সর্ব্বা নমশ্চক্রে মহামনাঃ।
পরস্পরং প্রহৃষ্য তাঃ পরিরম্ভং সমাচরন্ ॥৬৭
বাল্মীকির্নিজশিষ্যাংস্তু প্রত্যুবাচ তপোনিধিঃ।
রচ্যতাং বত জানক্যাঃ পর্ণশালা মনোরমা ॥৬৮
ইত্যুক্তং বাক্যমাকর্ণ্য বাল্মীকেঃ সুমনোরমম্
ব্যরচন্ পত্রকৈঃ শালাং দারুভিঃ সুমনোহরাম্
তত্রাবসদ্বিদেহোদ্ভূঃ পতিব্রতপরায়ণা।
বাল্মীকেঃ পরিচর্য্যাঞ্চ কুর্ব্বতী ফলভক্ষিকা ॥
রাম রাম জপন্ত্যাশু মনসা বচসা স্বয়ম্।
নিনায় দিবসাংস্তত্র জানকী পতিদেবতা ॥ ৭১
কালে সাসূত পুত্রৌ দ্বৌ মনোহরবপুর্দ্ধরৌ।
রামচন্দ্রপ্রতিনিধী হ্যশ্বিনাবিব জানকী ॥ ৭২
তচ্ছ্রুত্বা তু মুনির্হৃষ্যন্ জানক্যাঃ পুত্রসম্ভবম্।
চকার জাতকর্ম্মাদিসংস্কারান্ মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৭৩
কুশৈর্লবৈশ্চ বাল্মীকির্মুনিঃ কর্ম্মাণি চাচরৎ।

মুখপঙ্কজ প্লাবিত করিতে লাগিলেন; তখন বাল্মীকি কমললোচনা জানকীকে সান্ত্বনা করত কহিলেন,—বৈদেহি! আমাকে ত্বদীয় পিতৃ-গুরু বাল্মীকিমুনি জানিও, আর দুঃখ করিও না, আমার আশ্রমে আগমন কর। অয়ি পতিদেবতে! তোমার পিত্রালয় বহুদূরবর্ত্তী অপর স্থানে জানিও। মহীপতি শ্রীরামের এবংবিধ কার্য্যে আমার ক্রোধই উপস্থিত হইতেছে। দুঃখবশতঃ অশ্রুপূর্ণমুখী পতি-পরায়ণা জানকী বাল্মীকির এবংবিধ বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ সুখ লাভ করিলেন। বাল্মীকি নিতান্ত দুঃখিতা আকুললোচনা জানকীকে এইরূপে সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাপসীগণে পরিপূর্ণ নিজ আশ্রমে লইয়া যাইতে লাগিলেন। তৎকালে জানকী তপোনিধি বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত চন্দ্রদেবের পৃষ্ঠ-সঞ্চারিণী সুমনোহরা তারকার ন্যায় বিরাজ মানা হইতে থাকিলেন। অনন্তর বাল্মীকি মুনিজনপূর্ণ স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাপসীদিগকে আশ্রমাগতা জানকীর বিষয় পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন মহানুভবা জানকীও সমুদয় তাপসীগণকে নমস্কার করিলেন এবং তাপসীগণও পরস্পর সাতি-শয় আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক সীতাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তপোনিধি বাল্মীকি নিজ শিষ্যগণকে কহিলেন,—তোমরা জানকীর বাসার্থ মনোহর পর্ণশালা প্রস্তুত কর। শিষ্যগণ বাল্মীকির এবংবিধ সুমনো-হর বাক্য শ্রবণ করিয়াই কাষ্ঠপত্রাদি দ্বারা এক সুরম্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিল। অনন্তর পতিপরায়ণা বিদেহ-দুহিতা ফলভক্ষণে দেহ-ধারণ করিয়া বাল্মীকির পরিচর্য্যা করত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ৬০—৭০। পতি-দেবতা জানকী তথায় থাকিয়া নিরন্তর মন ও বাক্যে রামনাম জপ করত দিবস অতিবাহিত করিতে থাকিলেন। অনন্তর যথাকালে জানকী অশ্বিনীকুমারযুগলের ন্যায় মনোহর-মূর্ত্তি যুগল কুমার প্রসব করিলেন; সেই শিশুযুগলদর্শনে সকলেরই বোধ হইল, শ্রীরামচন্দ্র যেন শিশুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তখন মন্ত্রবিত্তম মুনিবর বাল্মীকি, জানকীর যমজ পুত্র হইয়াছে শুনিয়া সানন্দ চিত্তে তাহাদিগের জাতকর্ম্মাদি সংস্কারকার্য্য নির্ব্বাহ

তন্নাম্না পুত্রয়োরাখ্যা কুশো লব ইতি স্ফুটা ॥৭৪
বাল্মীকির্যত্র বিরজা মঙ্গলং তদথাচরৎ।
অত্যন্তহৃষ্টচেতস্কা বভূব সুমুখেক্ষণা ॥ ৭৫
তদ্দিনে লবণং হত্বা শত্রুঘ্নঃ স্বল্পসৈনিকঃ।
আগমচ্চাশ্রমে চাস্ত বাল্মীকের্নিশি শোভনে ॥
তদা বাল্মীকিনা শিষ্টঃ শত্রুঘ্নো রঘুনায়কম্‌।
মা শংস জানকীপুত্রৌ কথয়িষ্যাম্যহং পুরঃ ॥
জানকীপুত্রকৌ তত্র ববৃধাতে মনোরমৌ।
কন্দমূলফলৈঃ পুষ্টৌ ব্যদধাতুন্মদৌ বরৌ ॥৭৮
শুক্লপ্রতিপদায়াশ্চ শশীব সুমনোহরৌ।
কালেন সংস্কৃতৌ জাতাবুপনীতৌ মনোহরৌ ॥
উপনীয় মুনির্বেদং সাঙ্গমধ্যাপয়ৎ সুতৌ।
সরহস্যং ধনুর্বেদং রামায়ণমপাঠয়ৎ ॥ ৮০

বাল্মীকিনা চ ধনুষী দত্তে স্বর্ণসুভূষিতে।
অভেদ্যে সুগুণে শ্রেষ্ঠে বৈরিবৃন্দসুদারুণে॥
ইষুধী বাণসম্পূর্ণে অক্ষয়ে করবালকে।
চর্ম্মাণ্যভেদ্যানি দদৌ জানক্যাত্মজয়োস্তদা ॥
ধনুর্দ্ধরৌ ধনুর্বেদপারগাবাশ্রমে মুদা।
চরন্তৌ তত্র রেজাতে হ্যশ্বিনাবিব শোভনৌ ॥
জানকী বীক্ষ্য পুত্রৌ যৌ যৌ খড়্গচর্ম্মধরৌ বরৌ
পরমং হর্ষমাপন্না বিরহোত্থমত্যজৎ ॥ ৮৪
এষ তে কথিতো বিপ্র জানক্যাঃ পুত্রসম্ভবঃ।
অতঃ শৃণুষ্ব যদ্‌বৃত্তং বীরবাহুবিকৃন্তনাৎ ॥৮৫

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে সীতাবনবাসে লবকুশজন্মবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২॥

করিলেন। মুনিবর বাল্মীকি কুশ ও লব (ছিন্ন কুশ) দ্বারা তাহাদিগের জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করেন বলিয়া সেই জানকী-পুত্রদ্বয়ের নাম কুশ ও লব হইল। সত্ত্বগুণাবলম্বী বাল্মীকি যে সময় তাহাদিগের সংস্কারাদি মঙ্গলকার্য্য করেন, সেই সময়ে জানকীপুত্রযুগলের মনোহর মুখদর্শনে সাতিশয় হৃষ্টচিত্তা হন। ঐ দিবসেই শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে সংহারপূর্ব্বক অল্পসংখ্যক সৈন্য-সহ রাত্রিকালে বাল্মীকির ঐ মনোরম আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন বাল্মীকি শত্রুঘ্নকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, তুমি রঘুনাথের নিকট জানকীর পুত্রদ্বয়সম্বন্ধে কোনও কথা বলিও না, আমিই তাঁহার সমক্ষে কহিব। অনন্তর জানকীর সেই মনোরম পুত্রযুগল সেই আশ্রমেই ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিল এবং জানকীও সেই উন্মদ কুমারবরদ্বয়কে কন্দ-মূল-ফল-ভোজনে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। স্বভাবতঃ শুক্লপ্রতিপদের চন্দ্রমার ন্যায় নেত্রানন্দপ্রদ লব-কুশ, যথাসময়ে সংস্কৃত ও উপনীত হইয়া সমধিক মনোহর হইয়া উঠিল। মুনিবর বাল্মীকি, উপনয়নের পর সেই সীতাসুত-দ্বয়কে সাঙ্গ বেদ, সরহস্য ধনুর্বেদ ও স্বকৃত রামায়ণ পাঠ করাইলেন।৭১—৮০। অতঃপর বাল্মীকি, জানকীর উভয় আত্মজকেই উৎকৃষ্ট জ্যাযুক্ত, স্বর্ণভূষিত, বৈরিবৃন্দের ভীতি-প্রদ, অভেদ্য উত্তম শরাসন-দ্বয়, সতত শর-পূর্ণ অক্ষয় তূণীরযুগ্ম, করবালদ্বয় এবং অভেদ্য চর্ম্মফলক ও চর্ম্মবর্ম্ম প্রদান করিলেন। মুনিবর! সেই ধনুর্বেদপারগ মহা-ধনুর্দ্ধর কুমারদ্বয় যখন সানন্দচিত্তে আশ্রমে বিচরণ করিত, তখন বোধ হইত যেন মোহন-মূর্ত্তি অশ্বিনীকুমারযুগল বিরাজ করিতে-ছেন। জানকীও খড়্গচর্ম্মধারী সেই নর-বর পুত্রযুগলকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামের বিরহজনিত দুঃখ এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিপ্র! এই আমি তোমায় জানকীর পুত্রোৎপত্তির বিষয় কহিলাম, এক্ষণে, বীরগণের বাহু-চ্ছেদন-হেতু যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, শ্রবণ কর।৮১—৮৫।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

শত্রুঘ্নো নিজবীরাণাং ভুজান্ কৃত্তান্নিরীক্ষ্যন্
উবাচ তান্ সুকুপিতো রোষসন্দংশিতাধরঃ ॥
কেন বীরেণ বো বাহুকৃন্তনং সমকারি ভোঃ ॥
তস্যাহং বাহূ কৃন্তামি দেবগুপ্তস্য বৈ ভটাঃ ॥
ন জানাতি মহামূঢ়ো রামচন্দ্রবলং মহৎ।
ইদানীং দর্শয়িষ্যামি পরাক্রান্ত্যা বলং স্বকম্ ॥
স কুত্র বর্ত্ততে বীরো হয়ঃ কুত্র মনোরমঃ।
কো বাগৃহ্নাৎ সুপ্তসর্পান্মূঢ়ো জ্ঞাত্বা পরাক্রমম্ ॥
ইতি তে কথিতা বীরা বিস্মিতা দুঃখিতা ভৃশম্
রামচন্দ্রপ্রতিনিধিং বালকং সমশংসত ॥ ৫
স শ্রুত্বা রোষতাম্রাক্ষো বালকেন হয়ং হৃতম্।
সেনান্যং বৈ কালজিতমাজ্ঞাপয়দ্যুযুৎসুকঃ ॥

শত্রুঘ্ন উবাচ।

সেনানীঃ সকলাং সেনাং ব্যূহয়স্ব মমাজ্ঞয়া।
রিপুঃ সম্প্রতি গন্তব্যো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৭
নায়ং বলো হরির্নূনং ভবিষ্যতি হয়হরঃ।
অথবা ত্রিপুরারিঃ স্যান্নান্যথা মদ্ধয়াপহৃৎ ॥ ৮
অবশ্যং কদনং ভাবি সৈন্যস্য বলিনো মহৎ।
স্বচ্ছন্দচরিতৈঃ খেলমানস্তে নির্ভয়ধীঃ শিশুঃ।
তত্র গন্তব্যমস্মাভিঃ সন্নদ্ধৈ রিপুদুর্জ্জয়ৈঃ ॥ ৯
এতন্নিশম্য বচনং শত্রুঘ্নস্য স সৈন্যপঃ।
সজ্জীচকার সেনাং তাং দুর্বোঢ়াং চতুরঙ্গিণীম্ ॥
সজ্জাঞ্চ শত্রুজিদ্দৃষ্ট্বা চতুরঙ্গযুতাং বরাম্।
আজ্ঞাপয়ত্ততো গন্তুং যত্র বালো হয়হরঃ ॥ ১১
সা চচাল তদা সেনা চতুরঙ্গসমন্বিতা।
কম্পয়ন্তী মহীভাগং ত্রাসয়ন্তী রিপূন্ বলাৎ ॥ ১২
সেনানীস্তং দদর্শাথ বালকং রামরূপিণম্।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন,—শত্রুঘ্ন নিজ-বীরগণের বাহু ছিন্ন দেখিয়া নিরতিশয় রোষবশে দন্তদ্বারা অধরদেশ দংশন করত তাহাদিগকে কহিলেন,—ওহে বীরগণ! কোন্ বীর তোমাদিগের বাহুচ্ছেদন করিয়াছে? সে দেবরক্ষিত হইলেও এখনই আমি তাহার ভুজযুগল ছেদন করিব। সেই মায়ামূঢ় নিশ্চয়ই শ্রীরামের মহাবল বিদিত নহে, আমি এই দণ্ডেই তাহাকে পরাক্রমের সহিত স্বীয় বল দেখাইব। সেই বীর এক্ষণে কোথায় আছে? এবং সেই মনোরম অশ্বই বা কোথায়? কোন্ মূঢ় সর্পের পরাক্রম জানিয়াও সুপ্ত সর্প হইতে মণিগ্রহণ করিতে পারে? সাতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত সেই বীরগণ শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের তুল্যাকৃতি বালক লবের বিষয় কহিল। একজন বালক অশ্ব হরণ করিয়াছে, শুনিয়াই শত্রুঘ্ন রোষবশে আরক্ত-লোচন ও যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইয়া সেনাপতি কালজিৎকে আজ্ঞা করিলেন;—সেনানী। মদীয় আজ্ঞানুসারে সমুদয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত কর, এখনই মহাবলপরাক্রম শত্রু-সন্নিধানে গমন করিতে হইবে। সেই বীর কদাচ বালক নহে, নিশ্চয় ভগবান্ হরি, বা ত্রিপুরারি বালকরূপে অশ্বহরণ করিয়াছেন, অন্যথা সামান্য বালক কখন মদীয় অশ্ব হরণ করিতে পারিত না। অবশ্যই মহাবলশালী সৈন্যগণের মহামার উপস্থিত হইবে। সেই শিশু যখন এখনও নির্ভয়চিত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ-ভাবে ক্রীড়া করিতেছে, তখন আমরা রিপু-গণের দুর্জ্জয় হইলেও আমাদিগকে সুসজ্জিত হইয়া তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। ১—৯। সেনাপতি শত্রুঘ্নের এতদ্বাক্যশ্রবণে চতু-রঙ্গিণী সেনা সুসজ্জিতা ও অভেদ্যভাবে ব্যূহিতা করিল। অনন্তর শত্রুঘ্ন,স্বীয় চতুরঙ্গ-সৈন্য সজ্জিত দেখিয়া যেস্থানে সেই অশ্বগ্রাহী বালক লব অবস্থিত ছিল, তথায় যাইতে আজ্ঞা করিলেন। এখন সেই চতুরঙ্গিণী সেনা রিপুগণকে ত্রাসিত ও ভূভাগকে কম্পিত করিতে করিতে সবলে গমন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেনাপতি, রামরূপী বালক লবকে দেখিয়া মনে মনে

বিচার্য্য রামপ্রতিমমব্রবীদ্বচনং হিতম্ ॥১৩
বাল মুঞ্চ হয়ং শ্রেষ্ঠং রামস্য বলশালিনঃ।
সেনানীঃ কালজিন্নাম তস্য ভূপস্য দুর্ম্মদঃ ॥১৪
ত্বাং রামপ্রতিমং দৃষ্ট্বা কৃপা মে জায়তে হৃদি।
অন্যথা তব মে দৌষ্ট্যাজ্জীবিতং ন ভবিষ্যতি।
এতদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য শত্রুঘ্নস্য ভটস্য হি।
জহাস কিঞ্চিদাকোপাদুবাচ চ বচোঽদ্ভুতম্ ॥১৬
গচ্ছ মুক্তোঽসি তং রামং কথয়স্ব হয়গ্রহম্।
ত্বত্তো বিভেমি নো শূর বাক্যেন নয়শালিনা।
মমাত্র গণনা নাস্তি ত্বাদৃশাঃ কোটয়ো যদি।
মাতৃপাদপ্রসাদেন তূলীভূতা ন সংশয়ঃ ॥১৮
কালজিত্তব যন্নাম মাত্রাকারি মনোজ্ঞয়া।
পক্কবিল্বফলস্যেব বর্ণতো ন চ বীর্য্যতঃ। ১৯

নানাপ্রকার বিচারপূর্ব্বক এই রূপ হিতবাক্য বলিল,—বালক! মহাবলশালী শ্রীরামের অশ্ব ছাড়িয়া দেও, আমি সেই ভূপতিরই দুর্ম্মদ সেনাপতি। আমার নাম কাল জিৎ। তোমাকে শ্রীরামের তুল্যরূপ দেখিয়াই আমার হৃদয়ে দয়া হইতেছে; যদি অশ্ব পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে এই অন্যায়াচরণ জন্য আমার নিকট তোমার জীবন রক্ষা হইবে না। শত্রুঘ্নের বীর সেনা-পতির এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে লব ঈষৎ হাস্য করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ কোপভরে এইরূপ অদ্ভুত বাক্য বলিল;—যাও, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, সেই রামকে এই অশ্বগ্রহ-ণের বিষয় বলিও। ওহে শূর! আমি তোমার ঈদৃশ নীতিমার্গানুসারী বাক্যে তোমা হইতে ভীত নই। আমি তোমা-দিগকে বীরমধ্যেই গণনা করি না, অধিক কি, ত্বাদৃশ কোটি কোটি বীরও যদি উপস্থিত হয়, তথাপি মাতৃপাদ-প্রসাদে নিঃসন্দেহ আমার নিকট তূলোপম হইবে। পক্ক বিল্বফল যেমন বর্ণগুণেই আদৃত হয় অন্য গুণে নহে, তদ্রূপ আমার বিবেচনায় তোমার মাতা স্বদীয় বর্ণানুসারেই তোমার নাম কালজিৎ রাখিয়াছিলেন, বীর্য্যানুসারে

দর্শয়স্বাধুনা বীর্য্যং স্বনামবলচিহ্নিতঃ।
মাং কালং তব সঞ্জিত্য সত্যনামা ভবিষ্যসি।

শেষ উবাচ।

স বাক্যৈঃ পবিনা তুল্যৈর্ভিন্নঃ সুভটশেখরঃ।
চুকোপ হৃদয়েঽত্যন্তং জগাদ বচনং পুনঃ ॥২১

কালজিদুবাচ।

কস্মিন্ কুলে সমুৎপত্তিঃ কিন্নামাসি চ বালক।
ত্বন্নাম নাভিজানামি কুলং শীলং বয়স্তদা। ২২
পাদচারং রথস্থোঽহমধর্ম্মেণ কথং জয়ে।
তদাত্যন্তং প্রকুপিতো জগাদ বচনং পুনঃ ॥২৩

লব উবাচ।

কুলেন কিঞ্চ শীলেন নাম্না চ বয়সা ভট।
লবোঽহং লবতঃ সর্ব্বান্ জেষ্যামি রিপুসৈন্যকান্
ইদানীং ত্বামপি ভটং করিষ্যে পাদচারিণম্।
ইত্থমুক্ত্বা ধনুঃ সজ্যং চকার স লবো বলী। ২৫
টঙ্কারয়ামাস তদা বীরানাকম্পয়ন্ হৃদি।
বাল্মীকিং প্রথমং স্মৃত্বা জানকীং মাতরং লবঃ

নহে। এক্ষণে স্বীয় নামানুরূপ বলচিহ্নিত বীরত্ব দেখাও; আমিই তোমার কালস্বরূপ, আমাকে পরাজয় করিলেই তোমার নাম সার্থক হইবে। ১০—২০। অনন্তদেব কহিলেন বীরবর-শিরোমণি কালজিৎ লবের তাদৃশ বজ্রতুল্য বাক্যে ব্যথিতহইয়া অন্তরে সাতিশয় কুপিত হইল এবং পুনরায় কহিল;—বালক! তুমি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? তোমার নাম কি? তোমার নাম, কুল, শীল ও বয়স কিছুই জানি না। তুমি পাদচারী, সুতরাং আমি রথস্থ হইয়া কিরূপে অধর্ম্মাচ-রণে তোমাকে জয় করিব? তৎশ্রবণে লব প্রকুপিত হইয়া পুনরায় কহিল,—ওহে বীর! আমার কুল, শীল, নাম বা বয়সে কি প্রয়ো-জন? আমার নাম লব, আমি লব-মধ্যে (এখনই) সমুদয় শত্রুসৈন্যগণকেই জয় করিব। আমি এক্ষণে তোমাকেও পাদচারী করিতেছি। মহাবলশালী লব এইরূপ বলিয়া বীরগণের হৃদয় কম্পিত করত স্বীয় শরাসন সজ্য এবং টঙ্কারপূর্ণ করিল। পরে অগ্রে

মুমোচ বাণান্ নিশিতান্ সদ্যঃপ্রাণাপহারিণঃ ॥২
কালজিৎ স ধনুঃ কৃত্বা সজ্যং কোপসমন্বিতঃ।
তাড়য়ামাস জবনো লবং রণবিশারদঃ ॥ ২৭
তদ্বাণান্ শতধা ছিত্ত্বা ক্ষণাদ্বেগাৎ কুশানুগঃ।
সেনান্যং বিরথং চক্রে বসুভির্ব্বাণসঞ্চয়ৈঃ ॥২৮
বিরথো গজমানীতমারুরোহ ভটৈর্নিজৈঃ।
মদোন্মত্তং মহাবেগং সপ্তধাপ্রস্রবান্বিতম্ ॥ ২৯
গজারূঢ়ং তু তং দৃষ্ট্বা দশভির্দ্ধনুষো গতৈঃ।
বাণৈর্ব্বিব্যাধ বিহসন্ সর্ব্বান্ রিপুগণান জয়ী।
কালজিত্তস্য বীর্য্যন্তু দৃষ্ট্বা বিস্মিতমানসঃ।
গদাং মুমোচ মহতীং মহায়সবিনির্ম্মিতাম্ ॥৩১
আপতন্তীং গদাং বেগাত্তাং সুতবিনির্ম্মিতাম্।
ত্রিধা চিচ্ছেদ তরসা ক্ষুরপ্রৈঃ স কুশানুজঃ ॥৩২
পরিঘং নিশিতং ঘোরং বৈরিপ্রাণহরোদিতম্।
মুক্তং পুনস্তেন লবশ্চিচ্ছেদ তরসান্বিতঃ ॥৩৩
ছিত্ত্বা তৎ পরিঘং ঘোরং কোপাদারক্তলোচনঃ
গজোপস্থে সমারূঢ়ং মন্যমানশ্চুকোপ হ ॥৩৪
তৎক্ষণাদচ্ছিনত্তস্য শুণ্ডান্ খড়্গেন দন্তিনঃ।
দন্তয়োশ্চরণৌ ধৃত্বারুরোহ গজমস্তকে ॥৩৫
মুকুটং শতধা কৃত্বা কবচং তু সহস্রধা।
কেশেষ্বাকৃষ্য সেনান্যং পাতয়ামাস ভূতলে ॥৩৬
পাতিতঃ স গজোপস্থাৎ সেনানীঃ কুপিতঃ পুনঃ
হৃদয়ে তাড়য়ামাস মুষ্টিনা বজ্রমুষ্টিনা ॥ ৩৭
স আহতো মুষ্টিভিস্তু ক্ষুরপ্রান্ নিশিতান্ শরান্
মুমোচ হৃদয়ে ক্ষিপ্রং কুণ্ডলীকৃতধন্ববান্ ॥ ৩৮
স ররাজ রণোপান্তে কুণ্ডলীকৃতচাপবান্।
শিরস্ত্রং কবচং বিভ্রদভেদ্যং শরকোটিভিঃ ॥৩৯
স বিদ্ধঃ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তং হন্তুং খড়্গমাদদে।
দশন্ রোষাৎ স্বদশমান নিঃশ্বসন্ ক্ষুদন্ মুহুঃ॥

বাল্মীকি ও মাতা জানকীকে স্মরণপূর্ব্বক সদ্যঃপ্রাণসংহারক নিশিত শরনিচয় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন রণ বিশারদ লঘুহস্ত কালজিৎও কুপিতহৃদয়ে নিজধনু সজ্য করিয়া লবকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর কুশানুজ লব ক্ষণকাল-মধ্যেই কালজিৎ-নিক্ষিপ্ত বাণসকল শতধা ছিন্ন করিয়া অষ্টবাণে সেই সেনাপতিকে রথ-বিহীন করিল। কালজিৎ যেমন রথবিহীন হইল, অমনি সেবকগণকর্ত্তৃক আনীত, সপ্তধা মদস্রাবী, মহাবেগশালী, মদোন্মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিল। তখন অখিলরিপুজয়ী লব, কালজিৎকে গজারূঢ় দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে একদা ধনুর্নির্ম্মুক্ত দশশরে তাহাকে বিদ্ধ করিল। কালজিৎ বালকের বিক্রম দর্শনে বিস্মিত হইয়া মহালৌহ-বিনির্ম্মিতা মহতী এক গদা নিক্ষেপ করিল। তখন কুশানুজ লব, বহুভারান্বিত সেই প্রকাণ্ড গদাকে বেগে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষুরপ্রাস্ত্রনিচয়ে তাহা ত্রিধা ছেদন করিয়া ফেলিল। পরে লব ত্বরান্বিত হইয়া পুনরায় কালজিৎ নিক্ষিপ্ত বৈরিপ্রাণকারী ঘোরাকৃতি নিশিত পরিঘাস্ত্রও ছেদন করিল। ক্রোধ-ভরে আরক্তনেত্র লব, সেই ঘোরতর পরি-ঘাস্ত্র ছেদনানন্তর অদ্যাপি কালজিৎ গজ-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত আছে, বিবেচনা করিয়া সম-ধিক কুপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ খড়্গা-ঘাতে সেই গজের শুণ্ড ছেদন করিয়া দিল। পরে তাহার অগ্রপাদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক দন্ত-দ্বয়ে পাদনিক্ষেপ করত মস্তকে আরোহণ করিল। অনন্তর কালজিতের মুকুট শতধা এবং বর্ম্ম সহস্রধা ছিন্ন করিয়া কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক সেই সেনাপতিকে ভূতলে পাতিত করিল। সেনাপতি এইরূপে গজপৃষ্ঠ হইতে পাতিত হওয়ায় সাতিশয় কুপিত হইয়া লবের হৃদয়ে বজ্রতুল্য মুষ্টি প্রহার করিল। লব মুষ্টিপ্রহারে আহত হইয়াই শরাসন কুণ্ডলীকৃত করত দ্রুতবেগে কালজিতের হৃদয়ে নিশিত ক্ষুরপ্রাস্ত্রনিচয় নিক্ষেপ করিল। কোটি কোটি শর-প্রহারেও অভেদ্য কবচ ও মস্তকে শিরস্ত্রাণধারী লব, তৎকালে রণক্ষেত্রে কুণ্ড-লিত শরাসন ধারণ করত পরম শোভা পাইতে লাগিল।২১-৩৯। এদিকে কালজিৎ লব-নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্রনিচয়ে বিদ্ধ হইয়া বারংবার রোষভরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ

খড়্গাহস্তং সমায়ান্তং শূরং সেনাপতিং লব ।
চিচ্ছেদ ভুজমধ্যঞ্চ সখড়্গাঃ পাণিরাপতৎ ॥ ৪১
ছিন্নং খড়্গাধরং হস্তং বীক্ষ্য কোপাচ্চমূপতিঃ ।
বামেন গদয়া হন্তুং প্রচক্রাম ভুজেন তম্ ॥ ৪২
সোঽপি ছিন্নো ভুজস্তস্য সাঙ্গদস্তীক্ষ্ণসায়কৈঃ ।
তদা প্রকুপিতো বীরঃ পাদাভ্যামহনল্লবম্ ॥৪৩
লবঃ পাদাহতস্তস্য ন চচাল রণাঙ্গনে ।
স্রজা হতো দ্বিপ ইব চরণচ্ছেদনং ব্যধাৎ ॥৪৪
তদাপি তং মৌলিনাসৌ প্রহর্ত্তুং তু প্রচক্রমে ।
তদা লবশ্চমূনাথং মন্যমানোঽধিপৌরুষম্ ॥৪৫
করবালং সমাদায় করে কালানলোপমম্ ।
অচ্ছিনচ্ছির এতস্য মহামুকুটশোভিতম্ ॥ ৪৬
হাহাকারো মহানাসীচ্চমূনাথে নিপাতিতে ।
সৈনিকাঃ পরমং ক্রুদ্ধা লবং হন্তুমগুঃ ক্ষণাৎ ।
লবস্তান্ স্বশরাঘাতৈঃ পলায়নপরান্ ব্যধাৎ ।
ছিন্না ভিন্নাঙ্গকাঃ কেচিদ্গতাঃ কেচিদ্রণাঙ্গনাৎ
স নিবার্য্যাখিলান যোধান্ বিজগাহ চমূং মুদা ।
বারাহ ইব নিঃশ্বস্য প্রলয়েষু মহার্ণবম্ ॥ ৪৯
গজা ভিন্না দ্বিধা জাতা মৌক্তিকৈঃ পূরিতা মহী
দুর্গমাভূত্তটাগ্র্যাণাং পর্ব্বতৈর্ব্ব্যাপৃতা যথা ॥ ৫০
অশ্বাঃ কনকপল্যাণা রুচিরা রত্নরাজিতাঃ ।
অপতন্ রুধিরপ্লুষ্টে হ্রদে বলসুশোভিতাঃ॥৫১
রথিনঃ করমধ্যস্থ-ধনুর্দ্দণ্ডসুশোভিতাঃ ।
রথোপস্থে নিপতিতাঃ স্বর্গগা ইব বৈ সুরাঃ ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটা বক্র ভ্রমল্লক্ষ্মীবিলক্ষিতাঃ ।

ও ঘন ঘন নিংশ্বাস পরিত্যাগ এবং উচ্ছ্বাস গ্রহণ করত লবের সংহারার্থ খড়্গগ্রহণ করিল। মহাবীর সেনাপতিকে খড়্গ-হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া লব তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তের মধ্যভাগ ছেদন করিল। তখন সেনাপতির সেই ছিন্ন দক্ষিণ হস্ত খড়্গের সহিতই ভূতলে পতিত হইল। সেনাপতি স্বীয় খড়্গাধর দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে বামহস্তে গদা লইয়া লবকে সংহার করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর লব, তীক্ষ্ণসায়কসমূহ দ্বারা তাহার অঙ্গদভূষিত সেই বাম হস্তও ছেদন করিয়া ফেলিল। তখন বীর সেনাপতি নিরতিশয় কুপিত হইয়া পাদদ্বয় দ্বারা লবকে প্রহার করিল। লব তাহার গুরুতর পদাঘাতেও মাল্যাহত মাতঙ্গের ন্যায় রণাঙ্গনে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, অধিকন্তু তাহার চরণযুগল ছেদন করিয়া ফেলিল। কিন্তু সেনাপতি তখনও মস্তক দ্বারা লবকে প্রহার করিতে উপক্রম করিলে লব সেই সেনাপতিকে অসামান্য পৌরুষশালী বিবেচনা করিয়া হস্তে কালানলোপম করবাল গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মহামুকুটশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেনাপতি নিপাতিত হইলে চতুর্দ্দিকে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ সৈনিকগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লবকে নিহত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। অনন্তর লব স্বীয় শরপ্রহারে তাহাদিগকে রণস্থল হইতে দূর করিয়া দিল; তন্মধ্যে কেহ কেহ ছিন্নাঙ্গ ও কেহ কেহ বা ভিন্নাঙ্গ হইয়া রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিল। লব, সমুদয় বীর যোদ্ধৃবৃন্দকে এইরূপে পরাঙ্মুখ করিয়া মহাপ্রলয়কালে বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান্ যেমন ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করত মহার্ণবজলে অবগাহন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সানন্দে সেই সৈন্যসাগর বিলোড়িত করিল। কত কত মাতঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন ও দ্বিখণ্ডিত হইতে লাগিল, গজমুক্তায় ধরাতল পরিব্যাপ্ত হইল। তৎকালে গজদেহ-ব্যাপ্ত হওয়ায় পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ ভূভাগের ন্যায় রণস্থল বীরগণের অগম্য হইয়া উঠিল। ৪০—৫০। কনকময় পল্যাণশোভিত, রত্নরাজিবিরাজিত, মহাবলশালী মনোহর অশ্ব সকল রুধিরময় হ্রদে নিপতিত হইতে আরম্ভ করিল। করমধ্যস্থিত ধনুর্দ্দণ্ডে সুশোভিত-কলেবর, রথিগণ, রথোপস্থে নিপতিত হইয়া সুরলোকশায়ী সুরগণের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিল। সেই রণক্ষেত্রে

পতিতাস্তত্র দৃশ্যন্তে বীরা রণবিশারদাঃ ॥ ৫৩
সুস্রাব শোণিতসরিদ্ধয়মস্তককচ্ছপা ।
মহাপ্রবাহলসিতা বৈরিণাং ভয়কারিকা ॥ ৫৪
কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাঃ কেষাং পাদা বিকর্ত্তিতাঃ
কেষাং কর্ণাশ্চ নাসাশ্চ কেষাং কবচকুণ্ডলে ॥৫৫
এবন্তু কদনং জাতং সেনান্যাং পতিতে রণে ।
সর্ব্বেঽপি পতিতা বীরা ন কেচিজ্জীবিতাস্ততঃ
লবো রণে জয়ং প্রাপ্য বৈরিবৃন্দং বিজিত্য চ
অন্যাগমনশঙ্কায়াং মনঃ কুর্ব্বন্নবৈক্ষত ॥ ৫৭
কেচিদুর্ব্বরিতা যুদ্ধাদ্ভাগ্যেন ন রণে মৃতাঃ ।
শত্রুঘ্নসন্নিধৌ জগ্মুঃ শংসিতুং বৃত্তমদ্ভুতম্ ॥ ৫৮
গত্বা তে কথয়ামাসুর্যথা বৃত্তং রণাঙ্গণে ।
কালজিন্নিধনং বালাচ্চিত্রকারিরণোদ্যমম্ ॥ ৫৯

তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ শত্রুঘ্নস্তানুবাচ হ ।
হসন্ রোষাদ্দশন্ দন্তান্ বালগ্রাহহয়ং স্মরন্ ॥
রে বীরাঃ কিং মদোন্মত্তা যূয়ং কিংবা ছলগ্রহাঃ
কিংবা বৈকল্যমায়াতং কালজিন্মরণং কথম্ ॥
যঃ সঙ্খ্যে বৈরিবৃন্দানাং দারুণঃ সমতিঞ্জয়ঃ ।
তং কথং বালকো জীয়াদ্যমস্যাপি দুরাসদম্ ॥
শত্রুঘ্নবাক্যং সংশ্রুত্য বীরাঃ প্রোচুরসৃক্‌প্লুতাঃ
নাস্মাকং মদমত্তাদি ন ছলো ন চ দেবনম্ ॥
কালজিন্মরণং সত্যং লবাজ্জানীহি ভূপতে ।
বলঞ্চ কৃৎস্নং মথিতং বালেনাতুলশৌর্য্যিণা ॥
অতঃপরন্তু যৎকার্য্যং যে প্রেষ্যা নৃবরোত্তমাঃ
বালং জ্ঞাত্বা ভবান্নাত্র করোতু বলসাহসম্ ॥৬৫
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং বীরাণাং শত্রুহা তদা ।

নিপতিত রণ-বিশারদ কত শত বীরকেই দেখা গেল, তাহাদিগের জীবন না থাকিলেও মুখমণ্ডলে সজীবতাসৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে ছিল এবং তাহারা দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। বৈরিগণের ভীতিজনক, ভীষণ শোণিতনদী মহাবেগে প্রবাহিত হইল, হয়গণের মস্তকনিচয় উহাতে কচ্ছপসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কাহারও কাহারও বাহু, কাহারও কাহারও পাদ, কাহারও কাহারও নাসা-কর্ণ এবং কাহারও কাহারও বা কবচ-কুণ্ডল ছিন্ন হইল। সেনাপতি কালজিৎ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলে শত্রুঘ্নের সৈন্যগণ-মধ্যে এইরূপ দুরবস্থা ঘটিল; ফলে সমুদয় বীরগণই প্রায় ধরাশায়ী হইল এবং পরে কেহই আর জীবিত হইল না। লব এইরূপে বৈরিবৃন্দকে পরাজয়পূর্ব্বক রণে জয়ী হইয়া মনে মনে অন্য বীরের আগমন সম্ভাবনা করত চতুর্দ্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যে কতিপয় ব্যক্তি ভাগ্যবশতঃ রণে প্রাণত্যাগ করে নাই, তাহারাই রণস্থল হইতে অপসৃত হইয়া সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য শত্রুঘ্ন-সন্নিধানে গমন করিল। তাহারা শত্রুঘ্নের নিকট গমনপূর্ব্বক বিস্ময়জনক রণোদ্যমসহকারে বালকহস্তে কালজিৎ যেরূপে নিহত হইয়াছে, অবিকল তৎসমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। শত্রুঘ্ন তদ্বাক্য শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া 'একজন বালক অশ্বগ্রহণ করিয়াছে' মনে করিয়া হাস্য এবং রোষবশতঃ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করত তাহাদিগকে কহিলেন,—রে বীরগণ! তোমরা কি বলমদে উন্মত্ত? না ছলগ্রাহী? কিংবা তোমাদিগের কোনরূপ বৈকল্য ঘটিয়াছে? কালজিতের মৃত্যু কিরূপে হইল? সমরবিজয়ী যে বীর, সংগ্রামক্ষেত্রে অসংখ্য বৈরিবৃন্দের বিনাশক, সাক্ষাৎ যমেরও দুরাসদ, সেই কালজিৎকে সামান্য বালক কিরূপে পরাজয় করিবে? ৫১-৬২। রক্তাক্তকলেবর সেই বীরগণ, শত্রুঘ্নের ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে কহিল, হে ভূপতে! আমাদিগের মদমত্ততা বা ছলাদি কিছুই নাই, বালক লবের হস্তে সত্যই কালজিতের মৃত্যু হইয়াছে জানিবেন। সেই অতুলবিক্রমশালী বালক ভবদীয় সমুদয় সৈন্যকে কথিত করিয়াছে। অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, এবং যে সকল নরবরগণকে প্রেরণ করা বিধেয় হয় করুন, আপনি বালক বিবেচনায় বল-সাহস করিবেন না। শত্রুঘ্ন সেই বীরগণের এবম্বিধ

সুমতিঞ্চ মতিশ্রেষ্ঠমুবাচ রণকাম্যয়া। ৬৬
শত্রুঘ্ন উবাচ।
জানাসি কিং মহামন্ত্রিন্ কো বালো হয়মাহরৎ
যেন মে ক্ষপিতং সর্ব্বং বলং বারিধিসন্নিভম্।
সুমতিরুবাচ।
স্বামিন্নয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ-বাল্মীকেরাশ্রমো মহান্।
ক্ষত্রিয়াণামত্র বাসো নাস্ত্যেব পরন্তাপন। ৬৮
ইন্দ্রো ভবিষ্যতি পরমমর্ষী হয়মাহরৎ।
পুরারির্ব্বাথবা বাহং তব কঃ সমুপাহরেৎ। ৬৯
কালজিদ্যেন নাশং বৈ প্রাপ্তঃ পরমদারুণঃ।
তং প্রতি শ্রীমহারাজ গন্তা কঃ পুষ্কলাস্তুতঃ।
স্বক বীরৈর্ব্বৃতৈঃ সর্ব্বৈ রাজভিঃ পরিবারিতঃ
তত্র গচ্ছ স্বসৈন্যেন মহতা শত্রুকৃন্তন। ৭১
গত্বা সজীবিতং বীরং বদ্ধা তু কুতুকাথিনে।
দর্শয়িষ্যামি রামায় মতং মে হ্বিদমাদৃতম্। ৭২
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য বীরান্ সর্ব্বান্ সমাদিশৎ
সৈন্যেন মহতা যাত যুয়মায়ামি পৃষ্ঠতঃ। ৭৩
নির্দ্দিষ্টাস্তে ক্ষণাদ্বীরা জগ্মুর্যত্র লবো বলী।
ধনুর্ব্বিস্ফারয়ংস্তত্র সুদৃঢ়ং গুণপূরিতম্। ৭৪
আয়াতং তং মহদ্দৃষ্ট্বা বলং বীরপ্রপূরিতম্।
ন কিঞ্চিন্মনসা বিভ্যে লবেন বলশালিনা। ৭৫
লবঃ সিংহ ইবোত্তস্থৌ মৃগান্ মত্বাখিলান্ ভটান্।
ধনুর্ব্বিস্ফারয়ন্ রোষাচ্ছরান্ মুঞ্চন্ সহস্রশঃ।
তে শরৈঃ পীড্যমানাস্তু মহারোষপ্রপূরিতাঃ।
বীরং বালং মন্যমানাঃ সম্মুখং প্রাদ্রবংস্তদা। ৭৭
বীরান্ সহস্রশো দৃষ্ট্বা ভ্রমিভিঃ পর্য্যবস্থিতান্।
লবো জবেন সন্ধায় শরান্ রোষপ্রপূরিতঃ। ৭৮
ভ্রমিরাদ্যা সহস্রেণ দ্বিতীয়াযুতসংখ্যয়া।
তৃতীয়াযুতযুগ্মেন তুরীয়াযুতপঞ্চভিঃ। ৭৯

বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি সুমতিকে সংগ্রামার্থ কহিলেন,—হে মহামন্ত্রিন্! জান কি, কোন্ বালক আমার অশ্ব হরণ করিয়াছে, যে, ক্ষণমাত্রেই আমার সাগরোপম সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়াছে। সুমতি কহিলেন,—হে শত্রুতাপন স্বামিন্! ইহা ত মহামুনি বাল্মীকির মহাশ্রম, এস্থানে ত ক্ষত্রিয়গণের বাস নাই। এজন্য বোধ হয়, ইন্দ্রই সাতিশয় অমর্ষান্বিত হইয়া অশ্ব হরণ করিয়া থাকিবেন, অথবা ত্রিপুরারি; নতুবা এস্থানে অপর কে আর আপনার অশ্ব হরণ করিবে? মহারাজ! যে বালক পরম দারুণ কালজিৎকে বিনাশ করিয়াছে, তদভিমুখে পুষ্কল ভিন্ন অপর কে আর যাইবে? শত্রুবিনাশন আপনিও সমুদয় বীররাজগণে পরিবৃত হইয়া বিপুল সৈন্যসমভিব্যাহারে তথায় গমন করুন। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, আপনি যাইয়া সেই ধীরবর বালককে জীবিতাবস্থায় বন্ধনপূর্ব্বক আনয়ন করেন; পরে আমরা, শ্রীরামচন্দ্র ঐ বালক দর্শনার্থ কৌতুহলান্বিত হইলে তাঁহাকে দেখাই। শত্রুঘ্ন, মন্ত্রীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সমুদয় বীরবৃন্দকে আদেশ করিলেন,—তোমরা প্রভূত সৈন্যসমভিব্যাহারে গমন কর, আমি তোমাদিগের পশ্চাৎ যাইতেছি। ৬৩—৭৩। সেই বীরগণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব সুদৃঢ় গুণপূরিত শরাসন বিস্ফারণ করত যে স্থানে লব অবস্থিত ছিল তথায় গমন করিল। বীরপূর্ণ সেই বিপুল সৈন্যকে সমাগত দেখিয়াও মহাবলশালী লব মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইল না। অনন্তর লব, সেই সমুদয় বীরগণকে দেখিয়া মৃগজ্ঞানে সিংহের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল এবং রোষভরে ধনু বিস্ফারিত করিয়া সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই সকল বীরগণ লব-শরে পীড্যমান হইয়া ভীষণ রোষাবিষ্ট হইল এবং বালককে বীর মনে করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইতে থাকিল। অনন্তর লব সেই সহস্র সহস্র বীরগণকে আপনার চতুর্দ্দিকে পর পর সপ্তসংখ্যক বৃত্তাকারে অবস্থিত হইতে দেখিয়া রোষপূর্ণ হৃদয়ে দ্রুততরভাবে শরনিচয় সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উক্ত সপ্ত বৃত্তের প্রথমবৃত্ত

পঞ্চমী লক্ষযোধানাং ষষ্ঠী যোধাযুতাধিকৈঃ।
সপ্তমী লক্ষযুগ্মেন সপ্তভির্ভ্রমিভির্বৃতঃ॥ ৮০
মধ্যে লবো ভ্রমিব্যাপ্তঃ সঞ্চরন্ বহ্নিবত্তদা।
দাহয়ামাস সর্ব্বান্ বৈ সৈনিকান্ ভ্রমিকারকান্
কচিৎ খড়্গৈঃ শরৈঃ কেচিৎ কেচিৎ প্রাসৈশ্চ কুন্তকৈঃ।
পট্টিশৈঃ পরিঘৈঃ সর্ব্বা ভ্রমির্ভগ্না মহাত্মনা॥
সপ্তভির্ভ্রমিভির্মুক্তো ররাজ স কুশানুগঃ।
মেঘবৃন্দবিনির্মুক্তঃ শশীব শরদাগমে॥ ৮৩
প্রাহরৎ সর্ব্বথা যোধান্ ভিন্দন্ গজকরান্ বহূন্
ছিন্দন্ শিরাংসি বীরাণাং চক্রেণাতিমহান্তি চ
অনেকে পতিতা বীরা লববাণপ্রপীড়িতাঃ।
মুমূর্ষঃ সমরেঽথান্যে নষ্টা অন্যে সুকাতরাঃ।
পলায়নপরং সৈন্যং লববাণপ্রপীড়িতম্।
বীক্ষ্য বীরো রণে যোদ্ধুং প্রায়াৎ পুষ্কলসংজ্ঞকঃ
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ বদন্ রোষপূরিতলোচনঃ।
রথে সুহয়শোভাঢ্যে তিষ্ঠন্ প্রায়াল্লবং বলী॥
লবং প্রতি প্রত্যুবাচ পুষ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
তিষ্ঠ দত্তে ময়া সজ্জ্যে রথে সুহয়শোভনে॥
পদাতিনা ত্বয়া যুদ্ধং করোমি কথমাহবে।
তস্মাত্তিষ্ঠ রথে পশ্চাদ্‌যুধ্যামি ভবতা সহ॥৮৯
এতদ্বাক্যং নিশম্যাসৌ লবঃ পুষ্কলমব্রবীৎ।
ত্বয়া দত্তে রথে স্থিত্বা যুদ্ধং কুর্য্যামহং রণে॥
তদা মে পাপমেব স্যাজ্জয়ঃ সন্দিগ্ধ এব হি।
ন বয়ং ব্রাহ্মণা বীর প্রতিগ্রহপরায়ণাঃ॥ ৯১
বয়ন্তু ক্ষত্রিয়া নিত্যং দানধর্ম্মক্রিয়ারতাঃ।
ইদানীং ত্বদ্রথং কোপাদ্‌ভনজ্মি প্রত্যহং ভবান্
পাদচারী ভবত্যেব পশ্চাদ্‌যুদ্ধং করিষ্যতি॥ ৯২

সহস্র বীরে, দ্বিতীয় বৃত্ত অযুত বীরে, তৃতীয় বৃত্ত দ্বিঅযুত বীরে, চতুর্থ বৃত্ত পঞ্চাযুত বীরে, পঞ্চম বৃত্ত লক্ষবীরে, ষষ্ঠ বৃত্ত অযুতাধিক-লক্ষ বীরে, এবং সপ্তম বৃত্ত দ্বি লক্ষ যোদ্ধায় রচিত হইয়াছিল। তৎকালে লব ঐ সপ্ত বৃত্তে পরিবৃত হইয়া মধ্যস্থলে বহ্নিবৎ বিচরণ করত অবিলম্বে বৃত্তাকারে অবস্থিত সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ৭৪—৮১। মহাত্মা লব, কাহাকেও খড়্গাঘাতে, কাহাকেও শরাঘাতে, কাহাকেও প্রাসাঘাতে, কাহাকেও কুন্তাস্ত্রে, কাহাকেও বা পট্টিশপ্রহারে এবং কোন কোন সৈনিককে পরিঘনিচয়ে বিনিপাতিত করিয়া সমুদয় বৃত্তই ভগ্ন করিয়া ফেলিল। কুশানুজ লব, এইরূপে সেই সপ্ত সৈন্য-বৃত্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া মেঘমালা-বিনির্মুক্ত শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। অনন্তর চক্রদ্বারা প্রভূত গজশুণ্ড এবং বীরগণের প্রকাণ্ড মস্তকসকল ছেদন করত যোধগণকে সর্ব্বথা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে প্রভূত বীরই লব শরে প্রপীড়িত হইয়া ধরাশায়ী হইল। কেহ কেহ অতি কাতর হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ও কেহ কেহ বা বিনষ্ট হইতে থাকিল। অনন্তর লব-বাণে প্রপীড়িত সৈন্যদিগকে পলায়নপর দেখিয়া বীরবর পুষ্কল যুদ্ধার্থ সমরে অগ্রসর হইলেন তৎকালে মহাবলশালী পুষ্কল, উৎকৃষ্ট অশ্বনিচয়ে সুশোভিত রথে অবস্থান করত রোষকষায়িতলোচনে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিতে বলিতে লবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অতঃপর পরমাস্ত্রবিৎ পুষ্কল লবকে কহিলেন,—আমি সংগ্রামার্থ তোমায় উত্তম অশ্বযুক্ত রথ দিতেছি, তুমি তাহাতে অবস্থান কর। তুমি পদাতি, সুতরাং এই সংগ্রামক্ষেত্রে তোমার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিব? অতএব রথে অবস্থান কর, পশ্চাৎ তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। এতদ্বাক্য শ্রবণে লব পুষ্কলকে কহিল,—কি, আমি তোমার প্রদত্ত রথে অবস্থানপূর্ব্বক এই রণস্থলে যুদ্ধ করিব? তাহা হইলে আমার পাতক হইবে; জয়ের বিষয়ও সন্দেহ। হে বীর! আমরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ব্রাহ্মণ নই। আমরা ক্ষত্রিয়, সতত দানক্রিয়ায় নিরত; আমি এখনই ক্রোধভরে তোমার রথ ভগ্ন করিতেছি, তাহা হইলে তুমিও পাদচারী হইবে, পরে আমার সহিত যুদ্ধ করিও। ৮২—৯২।

পুষ্কলো বাক্যমাকর্ণ্য ধর্ম্মধৈর্য্যসমন্বিতম্।
বিসিস্মিয়ে চিরং চিত্তে ধনুঃ সজ্যমথাকরোৎ॥
তমাত্তধনুষং দৃষ্ট্বা লবঃ কোপসমন্বিতঃ।
চাপং চিচ্ছেদ পাণিস্থং শরসন্ধানমাচরন্॥ ৯৪
স যাবৎ সগুণং চাপং কুরুতে তাবদুদ্ধতঃ।
রথভঙ্গং চকারাস্য সমরে প্রহসন্ বলী॥ ৯৫
ভগ্নং রথং স্বকং বীক্ষ্য ধনুশ্ছিন্নং মহাত্মনা।
মহাবীরং মন্যমানঃ পদাতিঃ প্রাদ্রবদ্রণে॥ ৯৬
উভৌ ধনুর্দ্ধরৌ বীরাবুভাবপি শরোদ্ধতৌ।
উভৌ ক্ষতজবিপ্লুষ্টৌ ছিন্নসন্নাহিতাবুভৌ॥৯৭
পরস্পরং বাণঘাত-শীর্ণবপুলক্ষিতৌ।
জয়াকাঙ্ক্ষাং বিকুর্ব্বাণৌ পরস্পরবধৈষিণৌ॥ ৯৮
জয়ন্তকার্ত্তিকেয়ৌ বা পুরারিঃ পুরভিদ্‌যথা
এবং পরস্পরং যুদ্ধং প্রকুর্ব্বাণৌ রণাঙ্গনে॥৯৯

পুষ্কলঃ প্রত্যুবাচাথ লব শূরশিরোমণে।
ত্বাদৃশো ন ময়া দৃষ্টঃ কশ্চদ্বীরশিরোমণিঃ॥১০০
শিরস্তে পাতয়াম্যদ্য বাণৈঃ শিতসুপর্ব্বভিঃ।
মা পলায়স্ব সমরে প্রাণান্ রক্ষস্ব সংযতঃ॥১০১
এবমুক্ত্বা লবং বীরং চকার শরপঞ্জরে।
পুষ্কলস্য শরা ভূমৌ নভসি ব্যাপ্য সংস্থিতাঃ॥
শরপঞ্জরমধ্যস্থো লবঃ পুষ্কলমব্রবীৎ॥ ১০৩

লব উবাচ।

মহৎ কর্ম্ম কৃতং বীর যন্মাং বাণৈরপীড়য়ঃ।
ইত্যুক্ত্বা বাণসঙ্ঘাতং প্রচ্ছিদ্য বচনং পুনঃ।
জগাদ পুষ্কলং বীরং শরসন্ধানকোবিদঃ॥১০৪
পালয়াত্মানমাজিস্থং মচ্ছরাঘাতপীড়িতঃ।
পতিষ্যসি মহীপৃষ্ঠে রুধিরেণ পরিপ্লুতঃ॥ ১০৫
এবমুক্তং সমাকর্ণ্য পুষ্কলঃ কোপসংযুতঃ।
রণে সংযোধয়ামাস লবং বীরং মহাবলম্॥

পুষ্কল লবের ঈদৃশ ধীরতাপূর্ণ ও ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বহুক্ষণ বিস্ময় বোধ করত স্বীয় ধনুতে জ্যারোপণ করিলেন। পুষ্কলকে ধনু গ্রহণ করিতে দেখিয়া লব ক্রোধভরে শরসন্ধান করত তদীয় করতলস্থিত ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল। পরে পুষ্কল যেমন অন্য চাপে জ্যারোপণ করিবেন, অমনি মহাবলশালী সমরোদ্ধত লব হাস্য করত তদীয় রথ ভগ্ন করিয়া দিল। তখন পুষ্কল, মহাত্মা লব কর্ত্তৃক স্বীয় শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন দেখিয়া তাহাকে মহাবীর বোধ করত পাদচারেই সেই রণস্থলে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা উভয়েই মহাধনুর্দ্ধর, উভয়েই মহাবীর এবং উভয়েই শরক্ষেপোদ্ধত, এজন্য উভয়ে যখন পরস্পর বধাভিলাষী ও জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন পরস্পর শরাঘাতে উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ও রুধিরাক্ত হইয়া পড়িল এবং উভয়েরই কবচাদি ছিন্ন হইয়া গেল। সেই বীরদ্বয় যখন পরস্পর এইরূপ যুদ্ধ করিতে থাকিলেন, তখন বোধ হইল যেন জয়ন্ত ও কার্ত্তিকেয় কিংবা দেবরাজ ও ত্রিপুরারি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুষ্কল কহিলেন,—হে শূরশিরোমণে লব! আমি কখন তোমার ন্যায় কোন বীরশিরোমণিকেই দেখি নাই। কিন্তু আমি এখনই নিশিতপর্ব্ব বাণনিচয়ে ত্বদীয় মস্তক পাতিত করিব, পলায়ন করিও না, সমরাঙ্গনে সাবধানে প্রাণ রক্ষা কর। ৯৩—১০১। পুষ্কল এইরূপ কহিয়া বীরবর লবকে শরপঞ্জরে অবরুদ্ধ করিলেন; তদীয় শরজালে ভূতল ও নভস্তল পরিব্যাপ্ত হইল। তখন লব সেই শরপঞ্জরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পুষ্কলকে কহিল,—বীর! তুমি যে আমায় বাণসমূহে প্রপীড়িত করিয়াছ, ইহা তোমার মহৎ কার্য্য করা হইয়াছে। শরসন্ধানকোবিদ লব এই কথা বলিয়াই সেই শরজাল ছেদনপূর্ব্বক বীরবর পুষ্কলকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—বীর! এক্ষণে সমরাঙ্গনস্থিত আপনাকে রক্ষা কর, তুমি এখনই মদীয় শরপ্রহারে নিপীড়িত ও রুধির-পরিপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। পুষ্কল লবের এতদ্বাক্য শ্রবণে সমধিক কোপাবিষ্ট হইয়া মহাবলশালী বীরবর লবের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিতে

লবঃ প্রকুপিতো বাণং তীক্ষ্ণং বৈরিবিদারণম্ ।
জগ্রাহ লবক্তঃ কোশাদাশীবিষমিব ক্রুধা ॥১০৭
জাজ্বল্যমানশ্চ শরশ্চাপমুক্তো লবস্য চ ।
হৃদয়ং ভেত্তুমুদ্যুক্তশ্ছিন্নো ভারতিনাশু সঃ ॥
ছিন্নো ভারতিনা সংখ্যে শরেণ প্রাণহারিণা ।
অত্যন্তং কুপিতো ঘোরং শরমন্যং সমাদদে ॥
আকর্ণাকৃষ্টচাপেন স মুক্তো নিশিতঃ শরঃ ।
বিভেদ হৃদয়ং তস্য পুষ্কলস্য মহারণে ॥ ১১০
ভিন্নে বক্ষসি বীরেণ সায়কেনাশুগামিনা ।
পপাত ধরণীপৃষ্ঠে মহাশূরশিরোমণিঃ ॥ ১১১
পতিতন্তু সমালোক্য পুষ্কলং পবনাত্মজঃ ।
গৃহীত্বা রাঘবভ্রাত্রে দদৌ মূর্চ্ছাসমন্বিতম্ ॥১১২
মূর্চ্ছিতং তং সমালক্ষ্য শোকবিহ্বলমানসঃ ।
হনূমন্তং লবং হন্তুং নিদিদেশ ক্রুধান্বিতঃ ॥ ১১৩
হনূমান্ কোপসম্প্লুষ্টো লবং সংখ্যে মহাবলম্

আরম্ভ করিলেন। তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তূণীর হইতে ক্রুদ্ধ আশী-বিষোপম বৈরি-বিনাশন সুতীক্ষ্ণ এক শর গ্রহণ করিল। পরে যেমন সেই প্রদীপ্ত শর লবের শরাসন হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুষ্কলের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ পুষ্কল তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভরতনন্দন পুষ্কল, ভীষণ শরে, সেই শর ছিন্ন করিলে, লব নিরতিশয় কুপিত হইয়া অন্য এক ঘোরতর শর গ্রহণ করিল। অনন্তর আকর্ণাকৃষ্ট শরাসনদ্বারা যেমন সেই নিশিত শর নিক্ষিপ্ত হইল অমনি সেই মহারণে পুকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ১০২—১১০। মহাবীর লব, আশুগামী সায়কে পুষ্কলের হৃদয় বিদ্ধ করিলে, সেই মহাশূর-শিরোমণি ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। অনন্তর পুষ্কলকে পতিত দেখিয়া পবনাত্মজ হনূমান্ মূর্চ্ছাভিভূত পুষ্কলকে লইয়া শত্রুঘ্ন-সন্নিধানে সমর্পণ করিলেন। তখন শত্রুঘ্ন পুষ্কলকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া লবকে সংহারার্থ হনূমান্‌কে

বিজেতুং তরসা চাগাদ্বৃক্ষমুদ্যম্য শাল্মলম্ ॥
বৃক্ষেণ হতবান্ মূর্দ্ধ্নি লবস্য হনূমান্ বলী ।
তমাপতন্তং তরসা চিচ্ছেদ শতধা লবঃ ॥ ১১৫
ছিন্নে নগে পুনঃ কোপাদ্বৃক্ষানুৎপাট্য মূলতঃ
তাড়য়ামাস হৃদয়ে মস্তকে চ মহাবলঃ ॥ ১১৬
যান্ যান্ বৃক্ষান্ সমাদত্তে তাড়নায় সমীরজঃ ।
তাংস্তাংশ্চিচ্ছেদ তরসা বলবান্ শিতপর্বভিঃ
তদা শিলাঃ সমুৎপাট্য গণ্ডশৈলোপমাঃ কপিঃ
পাতয়ামাস শিরসি ক্ষিপ্রং বেগেন মারুতিঃ ॥
স আহতঃ শিলাসঙ্ঘৈঃ সংখ্যে কোদণ্ডমুন্নয়ন্ ।
বাণৈস্তাশ্চূর্ণয়ামাস সুযন্ত্রৈর্যথা কণাঃ ॥১১৯
তদাত্যন্তং প্রকুপিতো মারুতিঃ পুচ্ছবেষ্টনম্ ।

আদেশ করিলেন। অনন্তর হনূমান্ কোপা-নলে দগ্ধপ্রায় হইয়া সমরে সেই মহাবল-সম্পন্ন লবকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত ত্বরায় এক শাল্মলী বৃক্ষ উত্তোলনপূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। পরে মহা-বলশালী হনূমান্ সেই বৃক্ষদ্বারা লবের মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, লবও সেই বৃক্ষকে নিজ সমীপে আসিতে দেখিয়া তৎ-ক্ষণাৎ তাহা শতধা ছেদন করিয়া ফেলিল। সেই বৃক্ষ ছিন্ন হইলে মহাবল হনূমান্ কোপভরে কতকগুলি বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লবের হৃদয় ও মস্তকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে পবন-নন্দন লবকে প্রহার করিবার নিমিত্ত যাবৎ বৃক্ষ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, মহাবল-সম্পন্ন লবও অবিলম্বে নিশিত শরনিকরে তৎসমুদয় ছেদন করিতে থাকিল। তখন কপিবর মারুতি গণ্ডশৈলোপম শিলাসমূহ উৎপাটনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে লবের মস্তকে পাতিত করিতে থাকিলেন। লব, বহুল শিলাদ্বারা আহত হইয়া কোদণ্ড উন্নমিত করত পাষাণভেদন-যন্ত্রে পাষাণসকল যেমন কণাকারে চূর্ণিত হয়, তদ্রূপ বাণনিচয়ে সেই প্রক্ষিপ্ত শিলাসমূহও চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল।১১১—১১৯। যুদ্ধকার্য্যকুশল মারুতি

ঽকায় সময়োপান্তে লবস্য বলিনঃ কৃতী ॥১২০
স পুচ্ছেন সমাবিদ্ধং বীক্ষ্য স্বাম্বাং হৃদি স্মরন্
মুষ্টিনা তাড়য়ামাস লাঙ্গুলং মারুতেৰ্ব্বলী ॥১২১
তন্মুষ্টিঘাতব্যথিতো মারুতিস্তমমুমুচৎ।
স মুক্তঃ পুচ্ছতো যুদ্ধে শরান্ মুমুচে ভূষলী ১২২
স শরাঘাতদুৰ্ব্বাধ-সম্পীড়িততনুঃ কপিঃ।
বাণবর্ষং মন্যমানো দুঃসহং সমরে বহু ॥ ১২৩
কিং কৰ্ত্তব্যমিতোঽস্মাভিঃ পলায্য যদি গম্যতে।
তদা মে স্বামিনো লজ্জা তাড়য়েদ্বালকোঽত্র মাম্ ॥ ১২৪
ব্রহ্মদত্তবরস্থ মে মূর্চ্ছা ন মরণং ন হি।
দুঃসহা বাণপীড়াত্র কিং কৰ্ত্তব্যং ময়াধুনা ॥১২৫
শত্রুঘ্নঃ সমরে গত্বা জয়ং প্রাপ্নোতু বালকাৎ।
অহং তাবজ্জয়াকাঙ্ক্ষী শয়ে কপটমূৰ্চ্ছয়া ॥১২৬
ইত্যেবং মানসে কৃত্বা প্রাপতদ্রণমণ্ডলে।
পশ্যতাং সৰ্ব্ববীরাণাং কপটেন বিমূর্চ্ছিতঃ ॥
তমাজ্ঞায় হনুমন্তং মহাবলপরাক্রমম্।
জঘান সর্ব্বান্ নৃপতীন্ শরমোক্ষবিচক্ষণঃ ॥১২৮

শেষ উবাচ।

মারুতিং মূর্চ্ছিতং জ্ঞাত্বা শত্রুঘ্নঃ শোকমাপ বৈ
কিংকৰ্ত্তব্যং ময়া সঙ্খ্যে বালকোঽয়ং মহাবলঃ
স্বয়ং রথে হেমময়ে তিষ্ঠন্ বীরবরৈঃ সহ।
যোদ্ধুং প্রাগাল্লবো যত্র বিচিত্ররণকোবিদঃ ॥
লবং দদর্শ শিশুতাং প্রাপ্তং রামমিব ক্ষিতৌ।
ধনুৰ্ব্বাণকরং বীরান্ ক্ষিপন্তং রণমূৰ্দ্ধনি ॥ ১৩১
বিচারয়ামাস তদা কোঽয়ং রামস্বরূপধৃৎ।
নীলো পলদলশ্যামং বপুর্বিভ্রন্মনোরমম্ ॥১৩২
এষ বিদেহতনুজাসুতো ভবতি নান্যথা।
অস্মানির্জ্জিত্য সমরে যাস্যতে মৃগরাড়িব ॥১৩৩

তখন অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া সমরাঙ্গন-মধ্যে মহাবলসম্পন্ন লবকে লাঙ্গুল দ্বারা বেষ্টন করিলেন। তৎকালে লব আপনাকে লাঙ্গুলনিবদ্ধ দেখিয়া নিজজননীকে স্মরণ-পূর্ব্বক মহাবলশালী মারুতির লাঙ্গুলে মুষ্ট্যাঘাত করিল। মারুতি লবের মুষ্ট্যা-ঘাতে ব্যথিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবল লব হনুমানের লাঙ্গুল হইতে মুক্ত হইয়াই সমরে শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। অনন্তর কপি-বর, তদীয় নিরবচ্ছিন্ন-শরাঘাতে প্রপী-ড়িত হইয়া "সমরে এতাদৃশ প্রভূত শরবর্ষণ ত দুঃসহ" মনে করত ভাবিলেন, ইহার পর আমাদিগের কৰ্ত্তব্য কি? যদি পলায়ন করি, তাহা হইলেও প্রভুর লজ্জা হইবে; আর এইখানে থাকিলে এই বালকও আমাকে যথেষ্ট প্রহার করিবে। ব্রহ্মার বরে সমরে ত আমার মূর্চ্ছা ও মরণ নাই, এদিকে শরাঘাতও ত দুঃসহ; সুতরাং অধুনা আমার কৰ্ত্তব্য কি? শত্রুঘ্ন সমরে আসিয়া জয়লাভ করুন, আমি জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া কপট মূৰ্চ্ছা দেখাইয়া শয়ন করি। হনূমান্ এই-রূপ মনে মনে স্থির করিয়া সমুদয় বীরগণের সমক্ষেই কপট মূৰ্চ্ছিত হইয়া রণমণ্ডলে পতিত হইলেন। তখন শরক্ষেপণ বিষয়ে বিচক্ষণ লব মহাবলপরাক্রমশালী হনূমানকে মূৰ্চ্ছিত জানিয়া সমুদয় নৃপতিগণকে আহত করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে শত্রুঘ্ন, মারুতি মূৰ্চ্ছিত হইয়াছেন শুনিয়া শোকার্ত্ত হইলেন এবং ভাবিলেন—বালকও মহাবল-সম্পন্ন; এক্ষণে আমার সমরে কৰ্ত্তব্য কি? ১২০—১২৯। অনন্তর তিনি স্বয়ং হৈম রথে অবস্থান করিয়া বীরবরগণের সহিত যে স্থানে অদ্ভুত রণকোবিদ লব অব-স্থিত ছিল, যুদ্ধার্থ তথায় গমন করিলেন। তিনি যাইয়া লবকে দেখিলেন, যেন শ্রীরাম-চন্দ্র পুনরায় ক্ষিতিতলে শিশুমূৰ্ত্তি ধারণ করিয়া করতলে ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সম-রাঙ্গনে বীরগণকে বিধ্বস্ত করিতেছেন। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, —নীলোৎপলদলশ্যাম মনোহরমূৰ্ত্তিধারী, শ্রীরাম-সদৃশাকৃতি এই বালক কে? এই বালক যে, বৈদেহীর গর্ভজাত, তাহার আর

অস্মাকং ন জয়ো ভব্যঃ শক্ত্যা বিরহিতাত্মনাম্
অশক্তাঃ কিং করিষ্যাম সমরে রণকোবিদাঃ।
ইত্যেবং স বিচার্য্যান্তর্বালকস্ত বচোঽব্রবীৎ।
রণে কুতুককর্ত্তারং বীরকোটিনিপাতকম্ ॥১৩৫
শত্রুঘ্ন উবাচ।
কস্ত্বং বাল রণেঽস্মাকং বীরান্ পাতয়সি ক্ষিতৌ।
ন জানীষে বলং রাজ্ঞো রামস্য দনুজার্দ্দিনঃ॥
কা তে মাতা পিতা কস্তে সভাগ্যো জয়মাপ্তবান্।
নাম কিং বিশ্রুতং লোকে জানীয়াং তে মহাবল
মুঞ্চ বাহং কথং বদ্ধঃ শিশুত্বাত্তৎ ক্ষমামি তে
আয়াহি রামং বীক্ষস্ব দাস্যতে বহুলং তব॥১৩৮
ইত্যুক্তো বালকো বীরো বচঃ শত্রুঘ্নমাবদৎ।
কিং তে নাম্নাথ পিত্রা বা কুলেন বয়সা তথা॥
যুধ্যস্ব সমরে বীর চেত্ত্বং বলযুতো ভবেঃ।
কুশং বীরং নমস্কৃত্য পাদয়োর্যাহি চান্যথা॥
ভ্রাতা রামস্য বীরোঽভূর্নাবয়োর্বলিনাং বরঃ।
বাহং বিমোচয় বলাচ্ছক্তিস্তে বিদ্যতে যদি॥
ইত্যুক্ত্বা শরসঙ্ঘাতং কৃত্বা প্রাহরদুদ্ভটঃ।
হৃদয়ে মস্তকে চৈব ভুজয়ো রণমণ্ডলে॥১৪২
তদা প্রকুপিতো রাজা ধনুঃ সজ্যমথাকরোৎ।
নাদয়ন্মেঘগম্ভীরং ত্রাসয়ন্নিব বালকম্॥১৪৩
বাণানপরিসঙ্খ্যাকান্ মুমোচ বলিনাং বরঃ।
বালো বলেন চিচ্ছেদ সর্ব্বাংস্তান্ সায়কব্রজান
লবস্য কোটিধা মুক্তৈর্ব্বাণৈর্ব্ব্যাপ্তং মহীতলম্।
ব্যতীপাতে প্রদত্তস্য দানস্যেবাক্ষয়ং গতাঃ॥
তে বাণা ব্যোমসকলং ব্যাপুবন্নবসন্ধিতাঃ।

অন্যথা নাই; সিংহোপম এই শিশু নিশ্চয়ই সমরে আমাদিগকে পরাজয় করিয়া যাইবে। সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী মা জানকী যখন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, তখন আমাদিগের আর জয় হইবে না। আমরা রণকোবিদ হইয়াও যখন শক্তিহীন, তখন আমরা আর সমরে কি করিব? তিনি, মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া বীরকোটিবিনাশন রণকুতূহলী সেই বালক লবকে কহিলেন,—বালক! কে তুমি আমাদিগের বীরগণকে ক্ষিতিতলে পাতিত করিতেছ? তুমি নিশ্চিত দনুজারি শ্রীরামের বল জান না। তোমার মাতা কে? এবং পিতাই বা কে? তুমি ভাগ্যবান্ বলিয়াই জয়প্রাপ্ত হইয়াছ; হে মহাবল! লোকে তোমার প্রসিদ্ধ নামই বা কি? আম জানিতে ইচ্ছা করি। তুমি কিজন্য অশ্ব বন্ধন করিয়াছ? পরিত্যাগ কর; তুমি বালক বলিয়া তোমার সে অপরাধ ক্ষমা করিতেছি। এস, শ্রীরামকে অবলোকন কর, তিনি তোমায় বহু অশ্ব দিবেন। বীরবর লব, শত্রুঘ্ন কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিল,—মদীয় নাম, পিতা, মাতা, বয়স বা কুলে আপনার প্রয়োজন কি? হে বীর! যদি আপনি বলবান্ হন, সমরক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, আর যদি সামর্থ্য না থাকে ত, বীরবর কুশের চরণযুগলে নমস্কারপূর্ব্বক গমন করুন। আপনি রামভ্রাতা বীর বটে, কিন্তু আমাদিগের উভয়ের নিকট আপনি বলশালিগণের অগ্রগণ্য নহেন; যদি আপনার শক্তি থাকে ত অশ্ব মুক্ত করুন। মহাবীর লব, এই বলিয়াই শরনিচয় বর্ষণ করত সেই রণক্ষেত্রে শত্রুঘ্নের হৃদয়, মস্তক ও বাহুদ্বয়ে প্রহার করিল।১৩০—১৪২। তখন নৃপতি শত্রুঘ্ন, সাতিশয় কুপিত হইয়া শরাসন সজ্জিত করিলেন এবং সেই বালককে যেন ত্রাসিত করত মেঘবৎ গম্ভীর শব্দিত করিয়া অসংখ্য বাণ মোচন করিতে লাগিলেন। তখন বলিপ্রবর লবও তন্নিক্ষিপ্ত শরসমূহ নিজ বাহুবলে ছেদন করিল। অনন্তর লবনিক্ষিপ্ত কোটি কোটি বাণে মহীতল পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল; তৎকালে তদীয় বাণনিচয় ব্যতীপাতে দানক্রিয়ার ন্যায় অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হইল। লবনিক্ষিপ্ত শরসমূহ সমুদয় গগনাঙ্গনও পরিব্যাপ্ত করিল, এমন কি তৎসমুদয়

সূর্য্যমণ্ডলমাসাদ্য প্রবর্ত্তন্তে সমন্ততঃ ॥১৪৬
মারুতো নাবিশদ্যত্র বাণপঞ্জরগোচরে ।
মনুষ্যাণাস্তু কাবার্ত্তা ক্ষণজীবিতশালিনাম্॥১৪৭
তদ্বাণান্ ব্যাপৃতান্ দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নো বিস্ময়ং গতঃ
অচ্ছিনচ্ছতসাহস্রং বাণমোচনকোবিদঃ ॥১৪৮
তাংশ্ছিন্নান্ সায়কান্ সর্ব্বান্ স্বীয়ান্ দৃষ্ট্বা
কুশানুগঃ ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ তরসা শত্রুঘ্নস্য মহীপতেঃ ॥১৪৯
সোহন্যদ্ধনুরুপাদায় যাবন্মুঞ্চতি সায়কান্ ।
তাবদ্রথঞ্চ স রথং সায়কৈঃ শিতপর্ব্বভিঃ ॥১৫০
করস্থমচ্ছিনচ্চাপং সুদৃঢ়ং গুণপূরিতম্ ।
তৎ কর্ম্মাপূজয়ন্ বীরা রণমণ্ডলবর্ত্তিনঃ ॥১৫১
স চ্ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ।
অন্যং রথং সমাস্থায় যযৌ যোদ্ধুং লবং বলাৎ
অনেকবাণনির্ভিন্নঃ স্রবদ্রক্তকলেবরঃ ।
শুশুভে রণমধ্যস্থঃ কিংশুকশ্চৈব পুষ্পিতঃ॥১৫৩
শত্রুঘ্নবাণপ্রহতঃ পরং কোপমুপাগমৎ ।
বাণসন্ধানচতুরঃ কুণ্ডলীকৃতচাপবান্ ॥১৫৪
বিশীর্ণকবচং দেহং শিরো মুকুটবর্জ্জিতম্ ।
স্রবদ্রক্তপরিপ্লুষ্টং শত্রুঘ্নস্য চকার সঃ ॥ ১৫৫
তদা রামানুজঃ ক্রুদ্ধো দশ বাণান্ শিতাগ্রকান্
মুমোচ প্রাণসংহারকারকান্ কুপিতো ভৃশম্ ॥
স তাংস্তাংস্তিলশঃ কৃত্বা বাণৈর্নিশিতপর্ব্বভিঃ ।
তাডয়ামাস হৃদয়ে শত্রুঘ্নস্য শরাষ্টভিঃ ॥ ১৫৬
অত্যন্তবাণপীড়ার্ত্তো লবং বলমনুস্মরন্ ।
দুঃসহং মন্যমানস্তং শরান্ মুমুচে তদা ॥ ১৫৮
তদা লবেন তীক্ষ্ণেন হৃদি ভিন্নো বিশালকে ।
অর্দ্ধচন্দ্রসমানেন তীক্ষ্ণপর্ব্বসুশোভিনা ॥ ১৫৯
স বিদ্ধো হৃদি বাণেন পীড়াং প্রাপ্তঃ সুদারুণাম্
পপাত স্যন্দনোপস্থে ধনুষ্পাণিঃ সুশোভিতঃ ॥

যেন সূর্য্যমণ্ডলেও উপস্থিত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতে থাকিল। ক্ষণজীবী মনুষ্যগণের কথা কি, লব-নিক্ষিপ্ত শরপঞ্জর-মধ্যে সমীরণও প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখন শরনিক্ষেপনিপুণ শত্রুঘ্ন সেই শরনিচয়কে সর্ব্বত্র ব্যাপৃত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং প্রত্যেক বাণকে শত-সহস্র ভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কুশানুজ লব স্বীয় তৎসমুদয় শর-নিচয় ছিন্ন দেখিয়া অবিলম্বে মহীপতি শত্রুঘ্নের শরাসন ছিন্ন করিল। তখন শত্রুঘ্ন, যেমন অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক বাণবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি লব নিশিতপর্ব্ব বাণ-সমূহ দ্বারা তাঁহার রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিল এবং তদীয় করস্থিত সুদৃঢ় সগুণ শরাসন ছেদন করিয়া দিল। তৎকালে সেই রণ-স্থলস্থিত সমুদয় বীরগণই তাহার সেই অদ্ভুত কার্য্যের প্রশংসা করিল। শত্রুঘ্ন এইরূপে ছিন্নধনু, রথবিহীন, হতাশ্ব ও হত-সারথি হইয়া তৎক্ষণাৎ অপর রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ লবের নিকট গমন করিলেন। ১৪৩—১৫২। অনন্তর লব শত্রুঘ্নের বাণাঘাতে রক্তাক্তকলেবর হইয়া রণমধ্যে পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন শরসন্ধানচতুর লব, শত্রুঘ্নের শরা-ঘাতে সমধিক কুপিত হইয়া স্বীয় শরাসন কুণ্ডলীকৃত করত শত্রুঘ্নকেও বর্ম্মবিহীন, মুকুটবর্জ্জিত ও রুধিরধারা-পরিক্লিন্ন করিল। তৎকালে শত্রুঘ্ন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একদা প্রাণসংহারকারক তীক্ষ্ণাগ্র দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। লবও নিশিতপর্ব্ব শর-নিচয়ে শত্রুঘ্ন-নিক্ষিপ্ত সেই সকল শর তিল তিল প্রমাণে ছেদনপূর্ব্বক অষ্ট শরে শত্রুঘ্নের হৃদয়ে প্রহার করিল। শত্রুঘ্ন লবের শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া লবের অসীম বলের বিষয় চিন্তা করত তাহাকে দুঃসহ মনে করিয়া অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে থাকিলেন। তখন লব, তীক্ষ্ণ-পর্ব্ব সুশোভিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক সুতীক্ষ্ণ শরে শত্রুঘ্নের বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। এইরূপে হৃদয়ে লবশরে বিদ্ধ হওয়ায় শত্রুঘ্ন, সুদারুণ পীড়াপ্রাপ্ত হইয়া শরাসনহস্তে সুশোভিত কলেবরে স্যন্দনো-

শত্রুঘ্নং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা নৃপাঃ সুরথসম্মুখাঃ।
চক্রুর্লবমুদ্দিশ্য জয়প্রাপ্ত্যৈ রণে তদা॥ ১৬১
সুরথো বিমলো বীরো রাজা বীরমণিস্তদা।
সুমদো রিপুতাপাদ্যাঃ পরিবব্রুশ্চ সংযুগে।
কেচিৎ ক্ষুরপ্রৈর্মুষলৈঃ কেচিদ্বাণৈঃ সুদারুণৈঃ
প্রাসৈঃ কুন্তৈঃ পরশুভিঃ সর্ব্বতঃ প্রাহরন্নৃপাঃ।
তানধর্ম্মেণ যুদ্ধোক্তান্ দৃষ্ট্বা বীরশিরোমণিঃ।
দশভির্দ্দশভির্ব্বাণৈস্তাড়য়ামাস সংযুগে॥১৬৪
তে বাণবর্ষবিহতা রণমধ্যে সুকোপনাঃ।
কেচিৎ পলায়িতাঃ কেচিন্মুমুহুর্যুদ্ধমণ্ডলে॥১৬৫
তাবৎ স রাজা শত্রুঘ্নো মূর্চ্ছাং সন্ত্যজ্য সঙ্গরে
লবং প্রাপ্য মহাবীরং যোদ্ধুং বলসমন্বিতঃ॥১৬৬
আগত্য তং লবং প্রাহ ধন্যোঽসি শিশুসন্নিভ
ন বালস্ত্বং সুরঃ কশ্চিচ্ছলিতুং মাং সমাগতঃ
কেনাপি ন হি বীরেণ পাতিতো রণমণ্ডলে।
ত্বয়াহং পাতিতো মূর্চ্ছাং সমক্ষং মম পশ্যতঃ।
ইদানীং পশ্য মে বীর্য্যং ত্বাং সংখ্যে পাতয়াম্যহম্।
সহস্ব বাণমেকং ত্বং মা পলায়স্ব বালক॥ ১৬৯
ইত্যুক্ত্বা সমরে বালং শরমেকং সমাদদে।
যমবক্ত্রুসমং ঘোরং লবণো যেন ঘাতিতঃ॥১৭০
সন্ধায় বাণং নিশিতং হৃদি ভেত্তুং মনো দধৎ
লবং বীরং সহস্রাণাং বহ্নিবৎ সর্ব্বদাহকম্।
তং বাণং প্রজ্বলন্তং স দ্যোতয়ন্তং দিশো দশঃ
দৃষ্ট্বা সস্মার বলিনং কুশং বৈরিনিপাতিনং।
যদ্যস্মিন্ সময়ে বীরো ভ্রাতা স্যাদ্বলবান্ মম।
তদা শত্রুবশতা ন মে স্যাদ্ভয়মুল্বণম্॥১৭৪

পরি পতিত হইলেন। তৎকালে সুরথ প্রভৃতি নৃপগণ, শত্রুঘ্নকে মূর্চ্ছিত দর্শনে জয়প্রাপ্তি নিমিত্ত যুদ্ধোদ্যত হইয়া রণাঙ্গনে লবের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ১৫৩—১৬১। অনন্তর সুরথ, বিমল, বীরমণি, সুমদ ও রিপুতাপন প্রভৃতি বীররাজগণ সেই সমরক্ষেত্রে লবকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই সকল নৃপগণের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষুরপ্র, কেহ কেহ মষল, কেহ কেহ সুদারুণ বাণ, কেহ কেহ প্রাস, কেহ কেহ কুন্ত, এবং কেহ কেহ বা পরশু দ্বারা লবকে সর্ব্বতোভাবে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বীরশিরোমণি লব, তাঁহাদিগকে সেই সমরাঙ্গনে অধর্ম্মযুদ্ধে উদ্যুক্ত দেখিয়া প্রত্যেককেই দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিল। এইরূপে তাঁহারা রণমধ্যে লবের বাণবর্ষণে প্রহত হইয়া কেহ পলায়ন করিলেন এবং কেহ কেহ বা সেই রণমণ্ডলেই মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময়ে রাজা শত্রুঘ্ন, মূর্চ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মহাবীর লবের সহিত যুদ্ধার্থ সমরে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর তিনি লবসমীপে আগমনপূর্ব্বক লবকে কহিলেন, —তুমিই ধন্য, তুমি দেখিতে শিশুতুল্য বটে, কিন্তু বাস্তবিক বালক নও, তুমি নিশ্চয় কোন দেবতা, আমাকে ছলনা করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছ। কোন বীরই কখন আমাকে সমরে পাতিত করিতে পারে নাই, কেবল তুমিই আমায় দেখিতে দেখিতে সর্ব্বজনসমক্ষ মূর্চ্ছাপন্ন করিয়া পাতিত করিয়াছ। কিন্তু বালক! এক্ষণে মদীয় বীর্য্য অবলোকন কর, আমিও তোমায় সমরে পাতিত করিতেছি, আমার এক বাণ সহ্য কর, পলায়ন করিও না। ১৬২—১৬৯ শত্রুঘ্ন সেই সমরক্ষেত্রে বালক লবকে এইরূপ কহিয়া যদ্দ্বারা লবণাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, যমবক্ত্রসম সেই ভীষণ এক শর গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি সেই নিশিত শর সন্ধানপূর্ব্বক সহস্র সহস্র বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বহ্নিবৎ সর্ব্বসংহারক লবের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে মনস্থ করিলেন। তখন লব, যাহার প্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেই প্রজ্বলিত বাণদর্শনে বৈরিনিপাতন মহাবলশালী কুশকে স্মরণ করিল। সেই সময় লব ভাবিল,—যদ্যপি মহাবলসম্পন্ন মহাবীর মদীয় ভ্রাতা কুশ এই সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমার আর শত্রুঘ্নের

এবং বিচার্য্যমাণস্য লবস্য চ মহাত্মনঃ।
হৃদি লগ্নো মহাবাণো ঘোরঃ কালানলোপমঃ॥
মূর্চ্ছাং প্রাপ তদা বীরো ভূপসায়কসংহতঃ।
সমরে সর্ব্ববীরাণাং শিরোভিঃ সমলঙ্কৃতে॥১৬

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে
লবমূর্চ্ছনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

লবং বিমূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা বালবৈরিবিদারণম্।
শত্রুঘ্নো জয়মাপেদে রণমূর্দ্ধ্নি মহাবলঃ॥১
লবং বালং রথে স্থাপ্য শিরস্ত্রাণাদ্যলঙ্কৃতম্।
রামপ্রতিনিধিং মূর্ত্ত্যা ততো গন্তুমিয়েষ সঃ॥২
স্বমিত্রং শত্রুণা গ্রস্তমিতি দুঃখসমন্বিতাঃ।
বালা মাত্রেঽস্য সীতায়ৈ ত্বরিতাঃ সন্ন্যবেদয়ন্

বালা উচুঃ।

মাতর্জ্জানকি তে পুত্রো বলাদ্বাহমপাহরৎ।
কস্যচিদ্ভূপবর্য্যস্য বলযুক্তস্য মানিনঃ॥৪
ততো যুদ্ধমভূদ্ঘোরং তস্য সৈন্যেন জানকি।
তদা বীরেণ পুত্রেণ তব সর্ব্বং নিপাতিতম্॥
পশ্চাদপি জয়ং প্রাপ্তঃ সুতস্তব মনোহরঃ।
তং ভূপং মূর্চ্ছিতং কৃত্বা জয়মাপ রণাঙ্গনে॥৬
ততো মূর্চ্ছাং বিহায়ৈব রাজা পরমদারুণঃ।
সঙ্কুপ্য পাতয়ামাস তব পুত্রং রণাঙ্গনে॥৭
অস্মাভির্ব্বারিতঃ পূর্ব্বং মা গৃহাণ হয়োত্তমম্।
অস্মান সর্ব্বাংশ্চ ধিক্‌কৃত্য ব্রাহ্মণান্ বেদ-
পারগান্॥৮
ইতি বাক্যং শিশূনাং সা সমাকর্ণ্য সুদারুণম্।
পপাত ভূতলোপস্থে দুঃখযুক্তা রুরোদ হ॥৯

বস্তুতঃ ঘটিত না এবং তজ্জন্য ভীষণ ভয়ও হইত না। মহাত্মা লব, যেমন এইরূপ বিবেচনা করিতেছে, অমনি সেই কালানলোপম ঘোরতর মহাবাণ আসিয়া তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। তখন বীরবর লব শত্রুঘ্নশরে সম্যক্ আহত হইয়া বহুল বীরগণের ছিন্ন মস্তক সমূহে সমলঙ্কৃত সেই সমরাঙ্গণ-মধ্যে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। ১৭০—১৭৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্ত বলিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত বৈরিগণের বিনাশকারী লবকে সম্যক্ মূর্চ্ছিত দেখিয়া মহাবলশালী শত্রুঘ্ন সেই যুদ্ধে জয়ী হইলেন। অনন্তর শত্রুঘ্ন, শ্রীরামতুল্য মনোহরমূর্ত্তি, শিরস্ত্রাণাদি-সুশোভিত বালক লবকে রথে স্থাপন-পূর্ব্বক গমনে ইচ্ছা করিলেন। তখন মুনি-বালকগণ, স্বীয় মিত্র লবকে শত্রুগ্রস্ত দেখিয়া দুঃখিতহৃদয়ে ত্বরায় তদীয় মাতা সীতাকে তদ্বিষয় নিবেদন করিল। তাহারা কহিল, মাতঃ জানকি! আপনার পুত্র লব, সৈন্যসামন্ত-সমন্বিত মহামানী কোন নৃপবরের অশ্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। জানকি! তৎপরে সেই রাজার সৈন্যগণের সহিত লবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু তখন ত্বদীয় বীরপুত্র সেই সমস্ত সৈন্যকেই নিপাতিত করে। অনন্তর আপনার সেই জয়ী মনোহর পুত্র সেই নরপতিকেও মূর্চ্ছিত করিয়া সমরাঙ্গণে জয় প্রাপ্ত হয়। কিয়ৎকালের পর সেই পরম দারুণ রাজা মূর্চ্ছা পরিহার-পূর্ব্বক সাতিশয় কুপিত হইয়া আপনার পুত্রকে রণাঙ্গনে পাতিত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে তাহাকে "অশ্ব গ্রহণ করিও না" বলিয়া যথেষ্ট নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমাদের সকলকেই বেদপারগ ব্রাহ্মণ বিবেচনায় ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক অশ্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ১—৮। সীতা শিশুগণের এতাদৃশ সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন এবং সাতিশয় দুঃখিতহৃদয়ে এইরূপ রোদন করিতে থাকিলেন।

সীতোবাচ।
কথং নৃপো দয়াহীনো বালেন সহ যুধ্যতি।
অধর্ম্মকৃতদুর্ব্বুদ্ধির্যো মদ্বালং ন্যপাতয়ৎ ॥ ১০
লব বীর ভবান্ কুত্র বর্ত্ততেঽতিবলাবিতঃ।
কথং ত্বং নিষ্কৃপস্তাহো রাজ্ঞোঽহার্ষীর্হয়োত্তমম্
ত্বং বালস্তে দুরাক্রান্তাঃ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদাঃ।
রথস্থা বিরথস্ত্বং বৈ কথং যুদ্ধং সমং ভবেৎ ॥১২
তাতাহন্ত্ব ত্বয়া সার্দ্ধং রামত্যাগাসুখং জহৌ।
ইদানীং রহিতো যুষ্মৎ কথং জীবামি কাননে।
এহি মাং মুঞ্চ যজ্ঞাশ্বং গচ্ছত্বেষ মহীপতিঃ।
মদ্দুখং নাভিজানাসি মম দুঃখাশ্রুমার্জ্জকঃ। ১৪
কুশো যদ্যভবিষ্যৎ স রণে বীরশিরোমণিঃ।
অমোচয়িষ্যদধুনা ভবন্তং ভূপপার্শ্বতঃ ॥ ১৫
সোঽপি মদ্দৈবতো নাস্তি সমীপে কিং করোম্যতঃ।
দৈবমেব মমাপ্যত্র কারণং দুঃখসম্ভবে। ১৬
এবমাদি বহু শ্রীমত্যেষা বৈ বিললাপ হ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন লিখতী ভূমিং নেত্রদ্বয়াশ্রুভিঃ ॥১৭
বালান্ প্রতি জগাদাসৌ পৃথুকাঃ স চমূপতিঃ।
কথং মৎসুতমাপাত্য রণে কুত্র গমিষ্যতি। ১৮
ইতি বাক্যং বদত্যেষা জানকী পতিদেবতা।
তাবৎকুশস্ত সম্প্রাপ্ত উজ্জয়িন্যাং মহর্ষিভিঃ ॥১৯
মাঘাসিতচতুর্দ্দশ্যাং মহাকালং সমর্চ্চ্য চ।
প্রাপ্য ভূরিবরাংস্তস্মাদাগমন্মাতৃসন্নিধৌ। ২০
জানকীং বিহ্বলাং দৃষ্ট্বা নেত্রোদ্ভূতাশ্রুবিহ্বলাম্
শোকবিহ্বলদীনাঙ্গীং বভাষে যাবদুৎসুকঃ। ২১
তদা স্ববাহুরবদৎ স্ফুরন্ যুদ্ধাভিশংসনঃ।
হৃদয়ে চ রণোৎসাহো বভূবাতিরথস্য হি। ২২

সেই নৃপতি নির্দ্দয় হইয়া কিরূপে বালকের সহিত যুদ্ধ করিলেন? যিনি আমার বালক পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহার অধর্ম্মবশে দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। হা বীর লব! তুমি এখন কোথায় আছ; কেন তুমি সেই অতি বলশালী নির্দ্দয় রাজার হয়বর হরণ করিয়াছিলে? বৎস! তুমি বালক এবং রথহীন, তাঁহারা দুরাক্রমণীয় সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ এবং রথস্থ, সুতরাং তোমার সহিত কিরূপে যুদ্ধ হইতে পারে? তাত! আমি যে তোমাদিগের মুখদর্শনেই শ্রীরামের পরিত্যাগজন্ত সমুদয় দুঃখ ভুলিয়াছি, এক্ষণে তোমাদিগের বিচ্ছেদে এই কাননমধ্যে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব? পুত্র! একবার আমার নিকটে এস, যজ্ঞাশ্ব ত্যাগ কর, সেই মহীপতি স্বস্থানে গমন করুন; তুমি আমার দুঃখাশ্রুমার্জ্জক হইয়াও আমার দুঃখ বুঝিতেছ না? বীরশিরোমণি কুশ যদি রণস্থলে থাকিত, তাহা হইলে এখনই তোমাকে নৃপতির নিকট হইতে মোচন করিত। হায়! কুশ যে, আমাকেই দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু সেও ত আজ আমার নিকটে নাই, আমি এক্ষণে কি করি? এজন্য বোধ হয় আমার দুর্দ্দৈবই এই দুঃখের কারণ। শ্রীমতী সীতাদেবী ইত্যাদি বহুপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং নয়নজলে ভূমিতল অভিষিক্ত করত পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি মুনিবালকগণকে কহিলেন,—শিশুগণ! সেই বহুলসেনানাথ নৃপবর রণে আমার পুত্রকে পাতিত করিয়া কোথায় যাইবেন? পতিদেবতা জানকী যেমন এইরূপ বাক্য বলিতেছেন, অমনি সেই সময় কুশ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে কুশ মহর্ষিগণের সহিত উজ্জয়িনীতে যাইয়া মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে অত্রত্য মহাকালনামক মহেশ্বরকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট নানা প্রকার বরপ্রাপ্ত হইয়া ঐ সময়ে মাতৃসান্নিধানে আগমন করেন, অনন্তর তিনি জানকীকে নিতান্ত কাতরা এবং শোকব্যাকুলহৃদয়ে দীনভাবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে যেমন জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি তৎকালে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত নৃত্য করত ভাবী যুদ্ধবিষয় বলিয়া দিল এবং তখনই সেই অতিরথের হৃদয়ে রণোৎসাহ

স প্রত্যুবাচ জননীং দীনগদ্গদভাষিণীম্।
মাতস্তব কথং দুঃখং ময়ি পুত্র উপস্থিতে। ২৩
ময়ি জীবতি তে নেত্রাদশ্রূণি ভুবি নাপতন।
প্রসূমুবাচাশ্রুখিন্নাং দীনগদ্গদভাষিণীম্। ২৪
কুশো দুঃখমিতঃ সদ্যো দুঃখিতাং ধীরমানসঃ।
মম ভ্রাতা লবঃ কুত্র বর্ত্ততে বৈরিমর্দ্দনঃ। ২৫
সদা মামাগতং জ্ঞাত্বা প্রহর্ষন সন্নিধাবিয়াৎ।
ন দৃশ্যতে কথং বীরঃ কুত্র রন্তুং গতো বলী।
কেন বা সহ বালত্বাদ্গতো মাং বৈ নিরীক্ষিতুম্
কিং ত্বং রোদিষি মে মাতর্লবঃ কুত্র স বর্ত্ততে
তন্মে কথয় সর্ব্বং তত্তব দুঃখস্য কারণম্। ২৭
তচ্ছ্রুত্বা পুত্রবাক্যং সা দুঃখিতা কুশমব্রবীৎ। ২৮
জানক্যুবাচ।
লবো ধৃতো নৃপেণাত্র কেনচিদ্ধয়রক্ষিণা।
ববন্ধ বালকো যেঽত্র হয়ং যাগক্রিয়োচিতম্।
তদ্রক্ষকান্ বহূন্ জিত্বা একোঽনেকান্ রিপূন্ বলী।
রাজা তং মূর্চ্ছিতং কৃত্বা ববন্ধ রণমূর্দ্ধনি। ৩০
বালকা ইতি মামূচুঃ সহ গন্তার এব হি।
ততোঽহং দুঃখিতা জাতা নিশম্য লবমাধৃতম্।
ত্বং মোচয় বলাত্তস্মাৎ কালে প্রাপ্তো নৃপোত্তমাৎ।
নিশম্য মাতুর্ব্বচনং কুশকোপসমন্বিতঃ।
জগাদ তাং দশনোষ্ঠং দন্তান্দন্তৈর্বিনিষ্পিষন্।
কুশ উবাচ।
মাতর্জ্জানীহি তং মুক্তং লবং পাশস্য বন্ধনাৎ।
ইদানীং হন্মি তং বাণৈঃ সমগ্রবলবাহনম্। ৩৪
যদি দেবোঽমরো বাপি যদি শর্ব্বঃ সমাগতঃ।
তথাপি মোচয়ে তস্মাদ্বাণৈর্নিশিতপর্ব্বভিঃ। ৩৫
মা রোদিষি মাতরিহ বীরাণাং রণমূর্চ্ছিতম্।

উপস্থিত হইল। পরে তিনি, নিতান্ত দুঃখিতা ও গদ্গদভাষিণী জননী জানকীকে কহিলেন, মাতঃ! আমি পুত্র উপস্থিত থাকিতে কি জন্য তোমার এরূপ দুঃখ হইয়াছে? আমি জীবিত থাকিতে কখনও ত তোমার অশ্রুজল ভূতলে পতিত হয় নাই? ধীরপ্রকৃতি কুশ দুঃখিতহৃদয়ে এইরূপ কহিয়া পুনর্ব্বার সেই দীন গদ্গদভাষিণী অশ্রুখিন্না দুঃখিতা প্রসূতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন জননি! আমার সেই বৈরিমর্দ্দন ভ্রাতা লব কোথায়? সে প্রতিদিন আমাকে আগত জানিলেই যে নিরতিশয় হর্ষপ্রকাশ করত আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইত, আজ কেন সেই বীরকে দেখিতেছি না? সেই মহাবলশালী কোথায় ক্রীড়ার্থ গিয়াছে? সে কি বালকতাবশতঃ আমাকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত কাহারও সহিত কোথাও গমন করিয়াছে? মাতঃ! তুমিই বা কি হেতু রোদন করিতেছ? তোমার দুঃখের কারণ এবং তৎসমুদয় বিষয় আমায় বল। জানকী এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুশকে কহিলেন, বৎস! এই স্থানে কোন অশ্বরক্ষক নৃপতি লবকে ধৃত করিয়াছেন, আমার সেই বালক পুত্র, তাঁহার যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিয়াছিল। মহাবলশালী লব একাকীই অশ্বরক্ষক বহুল শত্রুকে পরাজয় করিয়াছিল; পরে রাজা তাহাকে সমরক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত করিয়া বন্ধন করিয়াছেন। লবের সঙ্গী মুনিবালকগণ আমায় এই বৃত্তান্ত বলিল। আমি তাহাদের মুখেই লব ধৃত হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিতা হইয়াছি। তুমি যথাসময়েই উপস্থিত হইয়াছ, এক্ষণে তুমি বাহুবলে সেই নৃপবরের নিকট হইতে তাহাকে মুক্ত কর। কুশ, মাতার এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে কোপাবিষ্ট হইয়া দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও বারংবার দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করত মাতাকে কহিলেন, মাতঃ! লব সেই নৃপতির পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে জানুন। আমি এখনই সেই নৃপতিকে সমগ্র বলবাহনের সহিত শরাঘাতে সংহার করিব। যদি কোন অমর ব্যক্তি দেবতা কিংবা শঙ্কর সমাগত হন, তথাপি আমি নিশিত শরপ্রহারে তাহা হইতে মুক্ত করিব। মাতঃ! লব মূর্চ্ছিত হইয়াছে বলিয়া রোদন করিবেন না, বীরগণের রণ-

কীর্ত্তয়েহত্র ভবত্যেব পলায়নমকীর্ত্তয়ে। ৩৬
দেহি মে কবচং দিব্যং ধনুর্গুণসমন্বিতম্।
মম মাতঃ করবালং শিরস্ত্রাণং তথা শিতম্॥
ইদানীং যামি সমরে পাতয়ামি বলং মহৎ।
মোচয়ামি ভ্রাতরং স্বং রণমধ্যাদ্বিমূর্চ্ছিতম্। ৩৮
ন মোচয়াম্যদ্য পুত্রং তব মাতর্মহারণাৎ।
তদা মম ভবৎপাদৌ সংক্লিষ্টৌ ভবতাং ক্ষিতৌ

শেষ উবাচ।

ইতি বাক্যেন সন্তুষ্টা জানকী শুভলক্ষণা।
সর্ব্বং প্রাদাদস্ত্রবৃন্দং জয়াশীর্ভির্নিযুজ্য চ।
প্রযাহি পুত্র সংগ্রামং লবং মোচয় মূর্চ্ছিতম্॥৪০
ইত্যাজ্ঞপ্তঃ কুশঃ সজ্জো কবচী কুণ্ডলী বলী।
মুকুটী করবালী চ চর্ম্মধারী ধনুর্দ্ধরঃ॥ ৪১
অক্ষয়াবিষুধী ধৃত্বা স্কন্ধয়োঃ সিংহবীর্য্যয়োঃ।
জগাম তরসা নত্বা মাতৃপাদৌ রথাগ্রণীঃ। ৪২
বেগেন যাবদ্যুদ্ধায় গচ্ছতি ক্ষিপ্রমাহবে।
তাবৎ দদর্শ স লবং বৈরিবৃন্দনিপাতিতম্।
আয়ান্তং তং কুশং বীরা দদৃশুঃ সমরোদ্ভটাঃ।
কৃতান্তমিব সংহর্ত্তুং সর্ব্বং বিশ্বমুপস্থিতম্॥ ৪৪
লবো মহাবলং দৃষ্ট্বা কুশং ভ্রাতরমাগতম্।
অত্যন্তং বহ্নিবদ্যুদ্ধে দিদীপে বায়ুনা সমম্॥
রথাত্তুমুচ্য চাত্মানং যুদ্ধায় স বিনির্গতঃ। ৪৬
কুশঃ সর্ব্বান্ রথস্থান্ বৈ বীরান্ পূর্ব্বদিশিক্ষিপন্
পশ্চিমস্যাং দিশি লবঃ কোপাৎ সর্ব্বান্ সমৈরয়ৎ
কুশবাণব্যথাব্যাপ্তা লবসায়কপীড়িতাঃ।
সৈন্যে জনা মুনে সর্ব্বে উৎকল্লোলাম্বুধিভ্রমাঃ।
কুশেন চ লবেনাথ শরব্রাতৈঃ প্রপীড়িতম্।
ন শর্ম্ম লেভে সকলং সৈন্যং বীরেণ পূরিতম্
ইতস্ততঃ প্রভগ্নং তদ্বলং ত্রস্তং পুনঃপুনঃ।
ন কুত্রচিদ্রণে স্থিত্বা যুদ্ধমৈচ্ছদ্বলান্বিতঃ॥ ৫০
এতস্মিন্ সময়ে রাজা শত্রুঘ্নঃ পরতাপনঃ।

মূর্চ্ছা কীর্ত্তিজনক, পলায়নই অকীর্ত্তিকর হইয়া থাকে। মাতঃ! এক্ষণে আমার দিব্য কবচ, গুণযুক্ত দিব্য ধনুঃ, দিব্য নিশিত করবাল ও শিরস্ত্রাণ প্রদান করুন। আমি এখনই সমরে যাইব এবং বিপুল সৈন্য পাতিত করিয়া রণমধ্য হইতে স্বীয় মূর্চ্ছিত ভ্রাতাকে মুক্ত করিব। মাতঃ! অদ্য আমি যদি মহারণ হইতে আপনার পুত্রকে মুক্ত না করিতে পারি, তাহা হইলে এই ক্ষিতি-মণ্ডলে ভবদীয় চরণযুগল যেন আমার প্রতি রুষ্ট হয়। শুভলক্ষণা জানকী কুশের ঈদৃশ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কুশকে জয়াশীর্ব্বাদপূর্ব্বক অস্ত্রাদি সমুদয় প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, পুত্র! ত্বরায় সংগ্রামে যাও, মূর্চ্ছিত লবকে মুক্ত কর। মহাবলসম্পন্ন রথিবর কুশ, জননীর এবংবিধ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কবচ, কুণ্ডল, মুকুট, করবাল, চর্ম্মফলক, ধনুঃ এবং সিংহের ন্যায় সমুন্নত স্কন্ধদেশে অক্ষয় তূণীরদ্বয় ধারণপূর্ব্বক মাতার চরণযুগলে প্রণাম করিয়া ত্বরায় সংগ্রামাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কুশ যুদ্ধার্থ যেমন দ্রুতপদে রণস্থলে গমন করিলেন, অমনি সেই বৈরিবৃন্দ-বিনাশন লবকে দেখিতে পাইলেন। তৎকালে সমরদুর্ম্মদ বীরগণ সেই কুশকে অখিলবিশ্ব-সংহারার্থ সমুপস্থিত কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়াছিল। এদিকে লব, মহাবলসম্পন্ন ভ্রাতা কুশকে আগত দর্শনে সেই যুদ্ধক্ষেত্রমধ্যে বায়ুসমন্বিত বহ্নিবৎ সমধিক দীপ্তি পাইয়াছিল এবং আপনাকে স্বয়ংই বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যুদ্ধার্থ রথ হইতে নির্গত হইয়াছিল। ৯—৪৬। অনন্তর কুশ পূর্ব্বদিকে অবস্থানপূর্ব্বক এবং লব পশ্চিমদিকে অবস্থানপূর্ব্বক ক্রোধভরে সমুদয় রথারূঢ় বীরগণকে বিদলিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মুনে! তখন একদিকে কুশবাণে ব্যথিত এবং অপরদিকে লবশরে প্রপীড়িত হইয়া সৈন্যমধ্যবর্ত্তী সকল ব্যক্তিই সাগরাবর্ত্তের ন্যায় সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। অনন্তর কুশ ও লবের শরসমূহে নিপীড়িত হইয়া বীরগণ পূরিত সমুদয় সৈন্যই শান্তিবিহীন হইল। পরে শত্রুঘ্নের সৈন্যগণ পুনঃপুনঃ ত্রাসান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ

কুশং বীরং যযৌ যোদ্ধুং তাদৃশং লবসন্নিভম্॥
কুশং দৃষ্ট্বা বলাক্রান্তং রামমূর্ত্তিসমপ্রভম্।
রথে তিষ্ঠন্ হেমময়ে জগাদ পরবীরহা॥ ৫১
শত্রুঘ্ন উবাচ।
কোঽসি ত্বং সন্নিভো ভ্রাত্রা লবেন সুমহাবলঃ
কিন্নামাসি মহাবীর কস্তে তাতঃ কা তে প্রসূঃ
কথং বনে দ্বিজৈর্জুষ্টে তিষ্ঠসি ত্বং নরর্ষভ।
সর্ব্বং শংস যথা যুধ্যে ত্বয়া সহ মহাবল॥ ৫৪
ইতি ব্যক্যং সমাকর্ণ্য কুশঃ প্রোবাচ ভূমিপম্
মেঘগম্ভীরয়া বাচা নাদয়ন্ রণমণ্ডলম্॥ ৫৫
কুশ উবাচ।
কেবলং সুষুবে সীতা পতিব্রতপরায়ণা।
বনে বসাবো বাল্মীকেশ্চরণার্চ্চনতৎপরৌ॥৫৬
মাতৃসেবাসমুদ্যুক্তৌ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদৌ।
কুশো লব ইতি প্রথ্যামাগতৌ ভূপতেঽনঘ॥৫৭

কস্ত্বং বীর রণশ্লাঘী কিমর্থং হয়সত্তমঃ।
মুক্তোঽস্তি সমরে ত্বদ্য জেতাসি বলসংযুতঃ
যুধ্যস্ব ত্বং ময়া সার্দ্ধং যদি বীরোঽসি ভূমিপ।
ইদানীং পাতয়িষ্যামি ভবন্তং রণমূর্দ্ধনি॥ ৫৯
শত্রুঘ্নস্তং সুতং জ্ঞাত্বা সীতায়া রামসম্ভবম্।
বিসিস্ময়ে স্বয়ং চিত্তে কোপাদ্ধনুরুপাদদৎ॥৬০
তমাত্তধনুষং দৃষ্ট্বা কুশঃ কোপসমন্বিতঃ।
বিস্ফারয়ামাস ধনুঃ স্বীয়ং সুদৃঢ়মুত্তমম্॥৬১
মুমোচ বাণান্ নিশিতান্ শত্রুঘ্নঃ সর্ব্বশস্ত্রবিৎ।
তাংশ্চিচ্ছেদ কুশঃ সর্ব্বান্ লীলয়া প্রহসন্ রণে
বাণাশ্চ শতসাহস্রাঃ কুশস্য চ নৃপস্য চ।
ভুবনং ব্যাপ্নুবন্ সর্ব্বং তচ্চিত্রমভবন্মুনে॥৬৩
অগ্ন্যস্ত্রেণ কুশঃ সর্ব্বান্ দদাহ তরসা বলী।

করিল, তৎকালে কোন বলশালী ব্যক্তিই রণক্ষেত্রের কোথাও অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ ইচ্ছা করিল না। ঐ সময়ে শত্রুতাপন নৃপতি শত্রুঘ্ন যুদ্ধার্থ লবসদৃশাকৃতি তাদৃশ বীরবর কুশের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর হৈমরথাধিরূঢ় পরবীরঘাতী শত্রুঘ্ন তাদৃশ মহাবলশালী রামতুল্যাকৃতি কুশকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে মহাবীর! ভ্রাতা লবের তুল্যাকৃতি মহাবলসম্পন্ন তুমি কে?• তোমার নাম ক? এবং কে বা পিতা ও কে বা মাতা? হে নরর্ষভ! কি জন্য তুমি দ্বিজগণ-সেবিত বনমধ্যে অবস্থান করিতেছ? হে মহাবলশালিন্! যাহাতে আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, ে জন্য তুমি জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল আমায় বল। ৪৭—৫৪। শত্রুঘ্নের এতদ্বাক্য শ্রবণে কুশ, মেঘগম্ভীরবচনে রণমণ্ডল নিনাদিত করিয়া ভূপতি শত্রুঘ্নকে কহিলেন, হে অনঘ! কেবল এইমাত্র জানি, পতিব্রতপরায়ণা সীতা দেবী আমাদিগকে প্রসব করিয়াছেন, আমরা উভয়ে নিয়ত বাল্মীকির চরণার্চ্চনে তৎপর এবং মাতৃসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া এই বনমধ্যেই বাস করিতেছি। হে ভূপতে! আমরা তাঁহাদিগের কৃপায় সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছি, আমাদিগের নাম কুশ ও লব। আপনি কোন্ রণশ্লাঘী বীর? কি জন্যই বা উৎকৃষ্টতম অশ্ব মোচন করিয়াছেন? অদ্য আপনি সৈন্যগণসমভিব্যাহারেই সমরে জয়ী হইয়াছেন। যাহাই হউক, হে ভূমিপ! আপনি যদি বীর হন ত, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, আমি এখনই আপনাকে রণাঙ্গনে পাতিত করিব। তখন শত্রুঘ্ন কুশকে শ্রীরামসম্ভূত সীতাসুত জানিয়া স্বয়ং সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধভরে ধনুঃও ধারণ করিলেন। তাঁহাকে ধনুর্ধারণ করিতে দেখিয়া কুশও কুপিত হইলেন এবং স্বীয় সুদৃঢ় উৎকৃষ্ট ধনু বিস্ফারিত করিলেন। অনন্তর সর্ব্বশস্ত্রবিৎ শত্রুঘ্ন, সেই রণাঙ্গনে যাবৎ নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কুশও অবলীলাক্রমে হাস্য করিতে করিতে তৎসমুদয় ছেদন করিতে থাকিলেন। তৎকালে নৃপতি শত্রুঘ্ন ও কুশের শত শত সহস্র সহস্র বাণে সমুদয় ভুবন পরিব্যাপ্ত হইল; মুনে! উহা এক বিচিত্র ব্যাপার বোধ হইয়াছিল। অনন্তর

শময়ামাস তং ভূপো বায়ব্যেনাতিবিক্রমঃ ॥৬৪
পর্ব্বতাস্ত্রেণ বায়ুং তং ক্ষোভয়ন্তং সমাবৃণোৎ।
বজ্রাস্ত্রেণ নৃপঃ সদ্যো চিচ্ছেদ স নগোপলান্
তদা নারায়ণাস্ত্রং স মুমোচ কুশ উদ্‌ভটঃ।
নারায়ণং তদা ভূপং নাশকৎ পরিবাধি-
তুম্ ॥৬৬
তদা প্রকুপিতোঽত্যন্তং কুশঃ কোপপরায়ণঃ।
উবাচ ভূপং শত্রুঘ্নং মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ৬৭
জানামি ত্বাং মহাবীরং সংগ্রামে জয়কারকম্।
যত্ত্বাং নারায়ণং মেঽস্ত্রং ন ববাধে ভয়ানকম্ ॥
ইদানীং পাতয়াম্যদ্য ভূমৌ ত্বাং নৃপতে শরৈঃ
ত্রিভিশ্চেন্ন করোম্যেতৎ প্রতিজ্ঞাং তর্হি মে শৃ
যো মনুষ্যবপুঃ প্রাপ্য দুর্লভং পুণ্যকোটিভিঃ।
তন্নাদ্রিয়েত সম্মোহাত্তস্য মেঽস্ত্বত্র পাতকম্ ॥৭০
সাবধানো ভবানত্র ভবতু প্রধনাঙ্গনে।
পাতয়ামি ক্ষিতৌ সদ্য ইত্যুক্তা স্বশরাসনে ॥৭১
শরং সংরোপয়ামাস ঘোরং কালানলোপমম্।
লক্ষীকৃত্য রিপোর্ব্বক্ষো বিপুলং কঠিনং মহৎ
তং সান্ধিতং শরং দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নঃ কোপপূরিতঃ।
মুমোচ বাণান্নিশিতান্ কুশত্বগ্‌ভেদকারকান্
স বাণো হৃদয়ং তস্য ভেত্তুং তৎপ্রচচাল বৈ।
ঘোররূপো বহ্নিসম আশীবিষবদুচ্ছ্বসন্ ॥ ৭৪
স বাণো নৃপবর্য্যেণ রামং স্মৃত্বাশু লক্ষিতঃ।
চিচ্ছেদ কুশমুক্তঞ্চ সায়কং শিতপর্ব্বকম্ ॥ ৭৫
তদাত্যন্তং প্রকুপিতঃ কুশো বাণস্য কৃন্তনাৎ।
অপরং সায়কং চাপে দধার শিতপর্ব্বকম্ ॥ ৭৬
স যদা তস্য হৃদয়ং ভেত্তুং করোতি চ বলোদ্ধুরঃ।

মহাবলসম্পন্ন কুশ যেমন আগ্নেয়াস্ত্রে সমুদয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ অতি বিক্রমশালী ভূপতি শত্রুঘ্ন ব্যায়ব্যাস্ত্রে সেই অগ্নেয়াস্ত্র নির্ব্বাপিতপ্রায় করিলেন। অতঃপর কুশ বায়ব্যাস্ত্রসম্ভূত প্রচণ্ড বায়ু আগ্নেয়াস্ত্রসম্ভূত অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া যেমন পর্ব্বতাস্ত্রদ্বারা বায়ুকে আবরণ করিলেন, অমনি নৃপতি শত্রুঘ্ন, বজ্রাস্ত্রদ্বারা পর্ব্বতাস্ত্রসম্ভূত শিলাসকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কুশ, নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সেই নারায়ণাস্ত্র শত্রুঘ্নকে কোনরূপ ক্লেশ প্রদানে সমর্থ হইল না। কোপপরায়ণ কুশ তৎকালে নিরতিশয় কুপিত হইয়া মহাবলপরাক্রমশালী ভূপতি শত্রুঘ্নকে কহিলেন, যখন মদীয় ভীষণ নারায়ণাস্ত্রও আপনাকে নিপীড়িত করিতে পারিল না, তখন আপনাকে সংগ্রামজয়ী মহাবীর জানিলাম; কিন্তু হে নৃপতে! অদ্য এখনই আমি যদি শরত্রয়ে আপনাকে পাতিত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার এই প্রতিজ্ঞা শুনুন। যে ব্যক্তি, কোটি কোটি পুণ্যবলে দুর্লভ মানবদেহ পাইয়াও তাহাকে মোহবশতঃ আদর না করে, তাহার যে পাতক নির্দ্দিষ্ট আছে, আমারও যেন সেই পাপ হয়। আপনি এক্ষণে সমরাঙ্গনে সাবধান হউন, আমি এই দণ্ডেই আপনাকে ক্ষিতিতলে পাতিত করিব। কুশ এই কথা বলিয়াই রিপুবক্ষঃ উদ্দেশে কালানলোপম, ভীষণ, সুকঠিন এক মহাশর স্বীয় শরাসনে সন্ধান করিলেন। ৫৫—৭২। তখন শত্রুঘ্ন কুশকে সেই ভীষণ শর সন্ধান করিতে দেখিয়া কোপপূর্ণহৃদয়ে যদ্দ্বারা কুশের ত্বক্ বিদীর্ণ হইতে পারে, এতাদৃশ শরনিচয় মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই কুশ-নিক্ষিপ্ত ঘোরাকৃতি বহ্নিবৎ সমুজ্জ্বল শর যেমন শত্রুঘ্নের হৃদয় বিদীর্ণ করিবার নিমিত্ত আশীবিষবৎ সশব্দে আসিতে লাগিল, অমনি অবিলম্বে নৃপবর শত্রুঘ্নও শ্রীরামকে স্মরণপূর্ব্বক সেই বাণ লক্ষ্য করিয়া বাণ ত্যাগ করিলেন এবং তদ্দ্বারা কুশনিক্ষিপ্ত নিশিতপর্ব্ব সেই শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে স্বীয় বাণচ্ছেদহেতু কুশ যারপর নাই কুপিত হইয়া স্বীয় শরাসনে অপর একটী নিশিতপর্ব্ব শর সন্ধান করিলেন। পরে মহাবেগশালী সেই শর যেমন

স তাবদচ্ছিনত্তস্য শরং কালানলপ্রভম্ । ৭৭
তদা কুশো মাতৃপাদৌ স্মৃত্বা রোষসমন্বিতঃ।
তৃতীয়ং চাপকে স্বীয়ে দধার শরমুত্তমম্ ॥৭৮
শত্রুঘ্নস্তমপি ক্ষিপ্রং ক্ষেপ্তুং বাণং সমাদদে।
তাবদ্বিদ্ধো শরেণাসৌ পপাত ধরণীতলে ॥ ৭৯
হাহাকারো মহানাসীচ্ছত্রুঘ্নে বিনিপাতিতে।
জয়মাপ কুশস্তত্র স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥৮০

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শেষ উবাচ।

শত্রুঘ্নং পতিতং বীক্ষ্য সুরথঃ প্রবরো নৃপঃ।
প্রযযৌ মণিনা স্পষ্টে রথে তিষ্ঠন্ মহাদ্ভুতে ॥১
পুষ্কলস্তু রণে পূর্ব্বং পাতিতঃ স বিচারয়ন্।
সবং যযৌ তদা যোদ্ধুং মহাবীরবলোন্নতম্ ॥২
সুরথঃ কুশমাপ্রাপ্য বাণান্ মুঞ্চন্ননেকধা।
ব্যথয়ামাস সমরে মহাবীরশিরোমণিঃ ॥ ৩
সুরথং বিরথং চক্রে বাণৈর্দ্দশভিরুচ্ছিখৈঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ তরসা সুদৃঢ়ং গুণপূরিতম্ ॥ ৪
অস্ত্রপ্রত্যস্ত্রসংহারৈঃ ক্ষেপণৈঃ প্রতিক্ষেপণৈঃ।
অভবত্তুমুলং যুদ্ধং বীরাণাং লোমহর্ষণম্ ॥ ৫
অত্যন্তং সমারোদ্যুক্তে সুরথে দুর্জ্জয়ে নৃপে।
কুশঃ সঞ্চিন্তয়ামাস কিংকর্ত্তব্যং রণে ময়া ॥ ৬
বিচার্য্য নিশিতং ঘোরং সায়কং সমুপাদদে।
হননায় নৃপস্যাস্য মহাবলসমন্বিতঃ ॥ ৭
তমাগতং শরং দৃষ্ট্বা কালানলসমপ্রভম্।
ভেত্তুং মতিং চকারাশু তাবল্লগ্নো মহাশরঃ ॥৮
মুমূর্চ্ছ সমরে বীরো মহাবীরবলস্ততঃ।

শত্রুঘ্নের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে আগমন করিতে লাগিল, অমনি শত্রুঘ্নও শরাঘাতে সেই কালানলপ্রভ শরকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কুশ মাতার চরণ-যুগল স্মরণপূর্ব্বক রোষপূর্ণ হৃদয়ে স্বীয় চাপে তৃতীয় মহাশর যোজনা করিলেন; শত্রুঘ্নও অবিলম্বে সেই শরকেও ছেদন করিবার নিমিত্ত যেমন বাণগ্রহণ করিবেন, অমনি তৎক্ষণাৎ উহা দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন। এইরূপে শত্রুঘ্ন বিনিপাতিত হইলে, মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল এবং স্বীয় ভুজবলদর্পিত কুশ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।৭৩—৮০।

চতুঃস্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব বলিলেন, শত্রুঘ্নকে পতিত দর্শনে এবং পুষ্কলও অগ্রে রণক্ষেত্রে পাতিত হইয়াছেন জানিয়া নৃপবর সুরথ অত্যদ্ভুত মণিময়রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবল-সমন্বিত মহাবীর লবের অভিমুখে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। অনন্তর মহাবীর শিরোমণি সুরথ সমরক্ষেত্রে সম্মুখবর্ত্তী কুশকে প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য বাণ বর্ষণ করত ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে কুশও অবিলম্বে প্রদীপ্ত দশ শরে সুরথকে রথবিহীন করিলেন এবং তাঁহার সুদৃঢ় সজ্য শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের অস্ত্র-প্রত্যস্ত্রের সন্ধান, ক্ষেপণ ও প্রতিক্ষেপণ দ্বারা বীরগণের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর দুর্জ্জয় নৃপবর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরব্ধ করিলে কুশ মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন, আমার এক্ষণে এই সমরক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য। পরে মহাবল-সমন্বিত কুশ মনে মনে বিচার করিয়া সেই নৃপবরের সংহারার্থ নিশিত এক ভীষণ শর সন্ধান করিলেন। তখন রাজা সুরথ, সেই কালানলোপম শরকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যেমন তাহা ছেদন করিতে মনস্থ করিলেন, অমনি সেই মহাশর তাঁহার হৃদয়ে সংলগ্ন হইল। তখন সেই মহাবলশালী মহাবীর মূর্চ্ছিত

পপাত স্যন্দনোপস্থে সারথিস্তমুপাহরৎ ॥ ৯
স্বরথে পতিতে দৃষ্ট্বা কুশং জয়সমন্বিতম্।
ত্রাসয়ন্তং বীরগণানিয়ায় পবনাত্মজঃ ॥ ১০
সমীরসূনুং প্রবলমায়ান্তং বীক্ষ্য বানরম্।
জহাস দর্শয়ন্ দন্তান্ কোপয়ন্নিব তং ক্রুধা ॥১১
উবাচ চ হনুমন্তমেহি ত্বং মম সম্মুখম্।
ভেৎস্যে বাণসহস্রেণ মৃতো যাস্যসি যামিনীম্ ॥
ইত্যুক্তো হনুমান্ জ্ঞাত্বা রামসূনুং মহাবলম্।
স্বামিকার্য্যং প্রকর্ত্তব্যমিতি কৃত্বা প্রধাবিতঃ ॥১৩
শালমুৎপাট্য তরসা বিশালং শতশাখিনম্।
কুশং বক্ষসি সংলক্ষ্য যযৌ যোদ্ধুং মহাবলঃ ॥
শালহস্তং সমায়ান্তং হনুমন্তং মহাবলম্।
ত্রিভিঃ ক্ষুরপ্রৈর্বিব্যাধ সোঽর্দ্ধচন্দ্রোপমৈর্বলী

ও রথোপস্থে পতিত হইলেন; এদিকে সারথিও তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। ১—৯। এইরূপে স্বরথ পতিত হইলে কুশকে জয়লাভ করিতে দেখিয়া পবনাত্মজ হনুমান্ সমুদয় বীরবৃন্দকে ত্রাসিত করত কুশের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর কুশ, মহাবল-পরাক্রান্ত বানরবর পবননন্দনকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে যেন কুপিত করিবার নিমিত্তই দন্তপংক্তি দেখাইয়া হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, আমার সম্মুখে এস, আমি শরনিচয়ে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিব, তুমিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া যমপুরে গমন করিবে। কুশ এইরূপ কহিলে মহাবল হনুমান্ তাঁহাকে শ্রীরামের পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়াও স্বামীর কার্য্য অবশ্যই কর্ত্তব্য বিবেচনায় তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎপরে সেই মহাবলী হনুমান্ ত্বরায় বহুলশাখাপ্রশাখান্বিত বিশাল এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক কুশের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধার্থ দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। ১০—১৪। তখন মহাবলশালী কুশ মহাবলসম্পন্ন হনুমান্‌কে শালহস্তে আগমন করিতে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্রোপম ক্ষুর-প্রাস্ত্রত্রয় দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

স বাণবিদ্ধস্তরসা কুশেন বলশালিনা।
শালেন হৃদি সন্নদ্ধে দন্তান্নিষ্পিষ্য মারুতিঃ ॥১৭
শালাহতস্তদা বালঃ কিঞ্চিন্নাকম্পত স্মযাৎ।
তদা বীরাঃ প্রশংসান্ত প্রচক্রুস্তস্য বাল্যতঃ ॥১৮
স শালেন হতো বীরঃ সংহারাস্ত্রং সমাদদে।
সংহর্ত্তুং বৈরিণং কোপাৎ কুশঃ পরমমন্ত্রবিৎ ॥
সংহারাস্ত্রং সমালোক্য দুর্জ্জয়ং কুশমোচিতম্।
দধ্যৌ রামং স্বমনসা ভক্তবিঘ্নবিনাশকম্ ॥ ১৯
তদা মুক্তং কুশেনাস্ত্র তদস্ত্রং হৃদি মারুতেঃ।
লগ্নং মহাব্যথাকারি তেন মূর্চ্ছামিতঃ পুনঃ ॥ ২০
মূর্চ্ছাং প্রাপ্তং তু তং দৃষ্ট্বা প্লবগং বলসংযুতঃ।
বিব্যাধ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সৈন্যং তৎ সকলং মহৎ
তস্য বাণাযুতৈর্ভগ্নং বলং সর্ব্বং রণাঙ্গনে।
পলায়নপরং জাতং চতুরঙ্গসমন্বিতম্ ॥ ২২
তদা কপিপতিঃ কোপাৎ সুগ্রীবো রক্ষকো মহান্।

এইরূপে মারুতি বলশালী কুশের শরপ্রহারে বিদ্ধ হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেই শালবৃক্ষ দ্বারা কুশের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তৎকালে বালক কুশ, মারুতির শালপ্রহারেও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না দেখিয়া সমুদয় বীরগণ তদীয় বাল্যতাহেতু তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এক দিকে পরম-মন্ত্রবিৎ বীরবর কুশ, শাল প্রহারে কুপিত হইয়া শত্রুর সংহারার্থ সংহারাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর হনুমান্ কুশনিক্ষিপ্ত দুর্জ্জয় সংহারাস্ত্র অবলোকন করিয়া ভক্তবিঘ্নবিনাশন শ্রীরামকে যেমন মনোমধ্যে ধ্যান করিতে লাগিলেন, অমনি তৎকালেই কুশমুক্ত মহাস্ত্র মারুতির হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া মহাব্যথা উৎপাদন করিল; আর তাহাতেই মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাবলশালী কপিবরকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া কুশ, তীক্ষ্ণ সায়কসমূহে সেই বিপুল সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তদীয় বাণপ্রহারে শত্রুসৈন্য সমুদয় চতুরঙ্গ সৈন্যই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন

অভ্যধাবন্নগাঁয়েকানুৎপাট্য কুশমুদ্ভটম্। ২৩
কুশঃ সর্ব্বান্ প্রচিচ্ছেদ লীলয়া প্রহসন্নগান্।
পুনরপ্যাগতান্ বৃক্ষান্ চিচ্ছেদ তরসা বলী॥
অনেকবাণব্যথিতঃ সুগ্রীবঃ সমরাঙ্গণে।
জগ্রাহ পর্ব্বতং ঘোরং কুশমস্তকমধ্যতঃ॥ ২৫
কুশস্তং নগমায়ান্তং বীক্ষ্য বাণৈরনেকধা।
নিষ্পিপেষ চকারাশু মহারুদ্রাঙ্গযোগ্যতাম্॥
সুগ্রীবস্তন্মহৎ কর্ম্ম দৃষ্ট্বা বালেন নির্ম্মিতম্।
জয়াশাং প্রতিনির্বৃত্তো বভূব সমরাঙ্গণে॥ ২৭
রণমধ্যে ত্বরাক্রান্তং কুশং লাঙ্গুলতাড়কম্।
অত্যমর্ষী ক্রুধাক্রান্তস্তং হন্তুং নগমাদদে॥২৮
আত্মানং হন্তুমুদ্যুক্তং বীক্ষ্য সুগ্রীবমাদরাৎ।
তাড়য়ামাস বহুভিঃ সায়কৈঃ সর্ব্বতঃ শিতৈঃ॥

স তাড়িতো বহুবিধৈঃ শরৈঃ পীড়াসমন্বিতঃ।
কুশং হন্তুং সমারব্ধো যযৌ শালং সমাদদে॥৩০
তদাপি চ কুশো বীরো বারুণাস্ত্রং সমাদদে।
ববন্ধ তঞ্চ পাশেন দৃঢ়েন স লবাগ্রজঃ॥৩১
স বদ্ধঃ পাশকৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কুশেন বলশালিনা।
পপাত রণমধ্যে বৈ মহাবীরৈরলঙ্কৃতে॥ ৩২
সুগ্রীবং পতিতং দৃষ্ট্বা বীরাঃ সর্ব্বত্র দুদ্রুবুঃ।
জয়মাপ লবভ্রাতা মহাবীরশিরোমণিঃ॥ ৩৩
তাবল্লবো ভটান্ জিত্বা পুষ্কলং চাঙ্গদং তথা।
প্রতাপাগ্র্যং বীরমণিং তথান্যানপি ভূভুজঃ॥
জয়ং প্রাপ্য রণে বীরো লবো ভ্রাতরমাগমৎ।
সংগ্রামে জয়কর্ত্তারং বৈরিকোটিনিপাতকম্॥
পরস্পরং প্রহৃষিতৌ পরিরভ্য প্রকুর্ব্বতঃ।
জয়ং প্রাপ্তৌ মুনে তত্র বার্ত্তাং চক্রতুরুন্মদৌ॥

করিতে লাগিল। তৎকালে সৈন্যরক্ষক মহমনা কপিপতি সুগ্রীব, কোপভরে বহুল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক মহাবীর কুশকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। অনন্তর মহবলশালী কুশ, হাস্য করিতে করিতে অবলীলাক্রমে তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষনিচয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুগ্রীব পুনরপি যে সমস্ত বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, তৎসমুদয়ও ত্বরায় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর সুগ্রীব সমরাঙ্গণে কুশনিক্ষিপ্ত বহুলবাণে ব্যথিত হইয়া প্রকাণ্ড এক পর্ব্বত উত্তোলন করিলেন এবং কুশের মস্তকমধ্য লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন কুশ সেই পর্ব্বতকে আসিতে দেখিয়া অসংখ্য বাণনিচয় দ্বারা নিষ্পেষণ করত অবিলম্বে মহারুদ্রদেবের অঙ্গলেপনোপযোগী রেণুরূপে পরিণত করিলেন। ১৫—২৬। সুগ্রীব সেই বালককৃত তাদৃশ মহৎকর্ম্ম দর্শনে সমরাঙ্গণে জয়াশা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব সমরে দুর্দ্ধর্ষ সেই কুশকে লাঙ্গুলে প্রহার করিতে দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সংহারার্থ পুনরপি এক পর্ব্বত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কুশ, সুগ্রীবকে নিজ-সংহারোদ্যত দেখিয়া নিশিত বহুল সায়ক দ্বারা সযত্নে ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুগ্রীব কুশনিক্ষিপ্ত বহুবিধ শরে তাড়িত ও ব্যথিত হইয়া কুশের সংহারার্থ সক্রোধচিত্তে এক শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন ও তদাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে বীরবর কুশও বারুণাস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং সেই সুদৃঢ় বরুণ-পাশে সুগ্রীবকে বন্ধন করিলেন। এইরূপে সুগ্রীব বলশালী কুশকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্নিগ্ধ বারুণপাশে বদ্ধ হইয়া মহা মহাবীরবৃন্দে বিভূষিত রণমধ্যে পতিত হইলেন। সুগ্রীবকে পতিত দেখিয়া বীরগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং লবভ্রাতা মহাবীরশিরোমণি কুশ জয়প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ঐ সময়ে বীরবর লবও পুষ্কল, অঙ্গদ, প্রতাপাগ্র্য, বীরমণি, এবং অন্যান্য বীর নৃপবৃন্দকে পরাজয়পূর্ব্বক রণে জয়ী হইয়া কোটি কোটি বৈরিগণের নিপাতকারী সংগ্রামবিজয়ী ভ্রাতা কুশের নিকট উপস্থিত হইল। মুনে! অনন্তর সেই সমর বিজয়ী যুদ্ধদুর্ম্মদ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর সানন্দচিত্তে আলিঙ্গন এবং সমরবিষয়ক কথোপকথন

লব উবাচ।
ভ্রাতস্তব প্রসাদেন নিস্তীর্ণো রণতোয়ধিঃ।
ইদানীং বীর রণকং শোধযাবঃ সুশোভিতম্॥
ইত্যুক্তা রাজসবিধে জগাম স লবঃ কুশঃ।
রাজ্ঞো মৌলিমণিং চিত্রং জগ্রাহ কনকান্বিতম্।
পুষ্কলস্য লবো বীরো জগ্রাহ মুকুটং শুভম্।
অঙ্গদে চ মহানর্ঘো শত্রুঘ্নস্যাপরস্য চ॥ ২৯
গৃহীত্বা শস্ত্রসঙ্ঘাতং হনুমন্তং কপীশ্বরম্।
সুগ্রীবং সবিধে গত্বা উভাবপি ববন্ধতুঃ॥ ৪০
পুচ্ছং বায়ুসুতস্যাযং গৃহীত্বা তু কুশানুজঃ।
ভ্রাতরং প্রতি প্রোবাচ নেষ্যামি স্বকমন্দিরম্॥
আবয়োর্জ্জননীপ্রীত্যৈ গৃহীত্বা পুচ্ছকে ত্বহম্।
ক্রীড়ার্থং মুনিপুত্রাণাং কৌতুকার্থং মমৈব চ॥৪২
এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যমুবাচ চ লবং কুশঃ।
অহমেনং গ্রহীষ্যামি বানরং বলিনং দৃঢম্॥৪৩
ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ বদ্ধা তৌ বলিনাং বরৌ।
পুচ্ছয়োর্ব্বলিনৌ ধৃত্বা জগ্মতুঃ স্বাশ্রমং প্রতি॥
স্বাশ্রমায় প্রগচ্ছন্তৌ বীক্ষ্য তৌ কপিসত্তমৌ।
কম্পমানৌ জগদতুরন্যোন্যং ভীতয়া গিরা॥
হনূমান্ কপিরাজানং প্রত্যুবাচ ভয়ার্দ্দধীঃ।
এতৌ রামসুতাবস্মান্নেষ্যতঃ স্বাশ্রমং প্রতি॥
ময়া পূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম জানকীং প্রতি গচ্ছতা।
তত্র মে জানকী দেবী সম্মুখাভূন্মনোহরা॥৪৭
সা মাং দ্রক্ষ্যতি বৈদেহী বদ্ধং পাশেন বৈরিণ।
তদা হসিষ্যতি বরা ত্রপা মেহত্র ভবিষ্যতি॥৪
ময়া কিমত্র কর্ত্তব্যং প্রাণত্যাগো ভবিষ্যতি।
মহদ্দুঃখমাপতিতং স রামঃ কিং করিষ্যতি॥৪৯
সুগ্রীবস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা মমাপ্যেবং মহাকপে।
নেষ্যতে যদি মামেবং নিধনন্তু ভবিষ্যতি॥৫০

করিতে লাগিলেন। অনন্তর লব বলিল, ভ্রাতঃ! আপনারই প্রসাদে অমি সমরবারিধি উত্তীর্ণ হইয়াছি; হে বীর! এক্ষণে বীরগণের গাত্র হইতে সুশোভন রণচিহ্ন কিঞ্চিৎ অপনীত করি, আসুন। এই কথা বলিয়াই লব ও কুশ উভয়ে নৃপতি শত্রুঘ্নের নিকট গমন করিলেন এবং তদীয় কনকমণ্ডিত বিচিত্র কিরীটমণি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীরবর লব, পুষ্কলের মনোহর মুকুট এবং অমূল্য ও উৎকৃষ্ট অঙ্গদযুগল গ্রহণ করিলেন। পরে উভয়েই শত্রুঘ্ন ও অপরাপর বীরগণের অস্ত্রনিচয় গ্রহণপূর্ব্বক হনুমান্ ও সুগ্রীবের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে বন্ধন করিলেন। তৎপরে লব, পবননন্দন হনূমানের লাঙ্গুল ধারণপূর্ব্বক ভ্রাতাকে কহিল, আমাদিগের জননীর সন্তোষার্থ এবং মুনিপুত্রদিগের ক্রীড়ার্থ ও আমার কৌতুকার্থ ইহাদিগের পুচ্ছ ধারণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া যাইব! এতদ্বাক্য শ্রবণে কুশ লবকে কহিলেন, আমি এই মহাবলশালী বানর সুগ্রীবকে ধারণ করিব। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বলিয়া সেই বালপ্রবর বানরদ্বয়কে উত্তমরূপেই বন্ধনান্তে তাহাদিগের পুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ২৭—৪৪। তৎকালে সেই কপিবরদ্বয় উভয় ভ্রাতাকে স্বাশ্রমাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া কম্পিতকলেবরে পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, তন্মধ্যে প্রথমে হনূমান্ সভয়চিত্তে বানররাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, শ্রীরামের এই পুত্রদ্বয়ও নিশ্চয়ই আমাদিগকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া যাইবে। আমি পূর্ব্বে যে জানকীদেবীর নিকট গমন করত মহৎকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছি এবং যে জানকী তৎকালে মনোহর মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখীনা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বৈদেহী যখন আমায় শত্রুপাশে বদ্ধ দেখিবেন, তখন অবশ্যই হাস্য করিবেন, এবং তাহাতে আমার নিশ্চয়ই লজ্জা উপস্থিত হইবে। অতএব এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য? নিশ্চয়ই আমার প্রাণত্যাগ হইবে। হায়! বিষম দুঃখ উপস্থিত হইল, সেই শ্রীরামই এক্ষণে কি করিবেন? সুগ্রীবও হনূমানের বাক্য শ্রবণ-

এবং কথয়তোরেব হৃষ্টোত্থং ভয়ভীতয়োঃ।
কুশো লবশ্চ ভবনং মাতুঃ প্রাপ মনোহরৌ ॥৫১
তাবায়াতৌ সমীক্ষ্যৈব জহর্ষ জননী তয়োঃ।
অন্যোন্যং পরমপ্রীত্যা পরিরেভে নিজৌ সুতৌ ॥৫২
তাভ্যাং পুচ্ছগৃহীতৌ তৌ বানরৌ বীক্ষ্য জানকী।
হনূমন্তঞ্চ সুগ্রীবং সর্ব্ববীরকপীশ্বরম্ ॥৫৩
জহাস পাশবদ্ধৌ তৌ বীক্ষমাণা বরাঙ্গনা।
উবাচ চ বিমোক্ষার্থং বদন্তী বচনং বরম্ ॥ ৫৪

জানক্যুবাচ।

পুত্রৌ কপী মুঞ্চতং তৌ মহাবীরৌ মহাবলৌ।
দ্রক্ষ্যতো মাং যদি ক্ষীতৌ প্রাণত্যাগং করিষ্যতঃ ॥ ৫৫
অয়ং বৈ হনুমান্ বীরো যো দদাহ দনোঃ পুরীম্।
অয়মপ্যৃক্ষরাজো হি সর্ব্ববানরভূমিপঃ ॥ ৫৬
কিমর্থং বিধৃতৌ কুত্র কিং বা কৃতমনাদরাৎ।
গৃহীতৌ যেন বাং পুচ্ছে তচ্ছৎসাম্মাম্মনঃস্থিতম্
ইতি মাতুর্ব্বচঃ শ্লক্ষ্ণং বীক্ষ্য তাং পুত্রকৌ তদা
উচতুর্বিনয়শ্রেষ্ঠৌ মহাবলসমন্বিতৌ ॥ ৫৮

পুত্রাবূচতুঃ।

মাতঃ কশ্চন ভূপালো রামো দশরথির্ব্বলী।
তেন মুক্তো হয়ঃ স্বর্ণভালপত্রঃ সুশোভিতঃ ॥৫৯
তত্রৈবং লিখিতং মাতরেকবীরা প্রসূর্মম।
যে ক্ষত্রিয়াস্তে গৃহ্নন্তু নোচেৎ পাদতলার্চ্চকাঃ
তদা ময়া বিচারো বৈ কৃতঃ স্বান্তে পতিব্রতে।
ভবতী ক্ষত্রিয়া কিং ন বীরসূঃ কিং ন বা ভবেৎ
ধার্ষ্ট্যং তদ্বীক্ষ্য ভূপস্য গৃহীতোহশ্বো ময়ামহান
জিতং কুশেন বীরেণ সৈন্যং তৎপাতিতং রণে

পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাকপে! আমারও এইরূপ হইয়াছে, যদি এরূপ অবস্থায় আমাকে লইয়া যায়, তাহা হইলে আমারও নিঃসন্দেহ মৃত্যু হইবে। ভয়ভীত সেই কপিবরদ্বয় পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে মনোহরমূর্ত্তি কুশ ও লব মাতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই নিজ পুত্রদ্বয়কে আগত দেখিয়া তাঁহাদিগের জননী জানকী অতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং পরম প্রীতিসহকারে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর বরাঙ্গনা জানকী, মহাবীর কপীশ্বর সুগ্রীব ও হনুমানকে পুত্রদ্বয়কর্ত্তৃক গৃহীতপুচ্ছ দেখিয়া হাস্য করিলেন এবং তাঁহাদিগকে পাশবদ্ধ দর্শনে পুত্রদ্বয়কে মধুরবচনে বিমোচনার্থ কহিলেন, বৎসদ্বয়! ঐ মহাবলসম্পন্ন মহাবীর কপিদ্বয়কে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেও, এই মহাকায় কপিদ্বয় যদি এরূপ অবস্থায় আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিবে। ৪৫—৫৫। যিনি রাক্ষসপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই মহাবীর হনুমান, এবং ইনি সেই সমুদয় বানরগণের অধীশ্বর ঋক্ষরাজ সুগ্রীব। তোমরা কি জন্য কোথায় ইহাদিগকে ধারণ করিয়াছ? ইহারা এরূপ বা কি করিয়াছে যে, তোমরা অবজ্ঞাপূর্ব্বক ইহাদিগের পুচ্ছধারণ করিয়া আনিয়াছ, তোমাদিগের মনোগত বিষয় আমায় বল। তৎকালে মহাবলসম্পন্ন বিনয়াবনত পুত্রদ্বয় মাতার এইরূপ স্নিগ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন মাতঃ! মহাবলসম্পন্ন দাশরথি রামনামক কোন ভূপাল, যজ্ঞাশ্বের ললাট দেশ স্বর্ণপত্রে সুশোভিত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাতঃ! সেই ললাট পত্রে এইরূপ লিখিত যে, মদীয় জননীই একমাত্র বীরপ্রসবিনী। যাঁহারা যথার্থ ক্ষত্রিয় হইবেন, তাঁহারাই এই অশ্ব ধারণ করিবেন, নতুবা আমার পাদতলের সেবক হইবেন। পরে লব বলিল, হে পতিব্রতে! তৎকালে আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, আপনি কি ক্ষত্রিয়া নন, এবং আপনিও কি বীরপ্রসবিনী হইবেন না? অনন্তর আমি সেই ভূপতির তাদৃশ ধৃষ্টতাদর্শনে সেই মহাশ্বকে গ্রহণ করি, পরে বীরবর কুশ, তদীয় সমুদয়

মুকুটোঽয়ং ভূমিপতের্জানীহি পতিদেবতে।
অয়মপ্যন্তবীরস্য পুষ্কলস্য মহাত্মনঃ।
জানীহি মুকুটং ত্বন্যং মণিমুক্তাবিরাজিতম্ ॥৬
অশ্বোঽয়ং মে মনোহারী কামযানো হি ভূপতেঃ
আরোহণায় মদ্ভ্রাতুর্জানীহি বলিনো বরে ॥
ইমৌ কীশৌ ময়া হ্যানীতৌ বলিনাং বরৌ
কৌতুকার্থং তবৈবৈতৌ সংগ্রামে যুদ্ধকারকৌ
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য জানকী পতিদেবতা।
জগাদ পুত্রৌ তৌ বীরৌ মোচয়ন্তী পুনঃপুনঃ॥

সীতোবাচ।

যুবাভ্যামনয়ঃ সৃষ্টো হৃতো রামহয়ো মহান্।
অনেকে পাতিতা বীরা ইমৌ বদ্ধৌ কপীশ্বরৌ
পিতুস্তব হয়ো বীরৌ যাগার্থং মোচিতোঽমুনা
তস্যাপি হৃতবন্তৌ কিং বাজিনং মখসত্তমে ॥৬৮
মুঞ্চতং প্লবগাবেতৌ মুঞ্চতং বাজিনাং বরম্।
ক্ষাম্যতাং ভূপতের্ভ্রাতা শক্রঘ্নঃ পরকোপনঃ॥
জননাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা হ্যূচতুস্তাং বলান্বিতৌ।
ক্ষাত্রধর্ম্মেণ তং ভূপং জিতবন্তৌ বলান্বিতম্ ॥
নাস্মাকমনয়ো ভাবী ক্ষাত্রধর্ম্মেণ যুধ্যতাম্।
বাল্মীকিনা পুরা প্রোক্তমস্মাকং পঠতাং পুরঃ ॥
দুষ্মন্তেন সমং যুদ্ধং ভরতেন কৃতং পুরা।
কণ্বস্য চাশ্রমে বাহং ধৃত্বা যাগাক্রমোচিতম্ ॥১২
তস্মাৎ সুতঃ স্বপিত্রাপি যুধ্যেদ্ভ্রাত্রাপি চানুজঃ
গুরুণা শিষ্য এবাপি তস্মান্নো পাপসম্ভবঃ ॥১৩
ত্বদাজ্ঞাত্রোঽধুনা চাবাং দাস্যাবো হয়মুত্তমম্।
মোক্ষ্যাবঃ কীশাবেতৌ হি বাং সর্ব্বং তৎকৃতং বচঃ ॥ ১৪
ইত্যুক্ত্বা মাতরং বীরৌ গতৌ রণে কপীশ্বরৌ
অমূঞ্চতাং হয়ং বাপি হয়মেধক্রিয়োচিতম্ ॥১৫

সৈন্যকে পরাজয়পূর্ব্বক রণাঙ্গনে পাতিত করিয়াছেন। পতিদেবতে! এই দেখুন, এইখানি সেই ভূমিপতির মুকুট, এবং মণি-মুক্তা-বিরাজিত; এই অন্য একখানি মুকুট পুষ্কলনামক কোন অন্য একজন মহাত্মা বীরের জানিবেন। হে পূজ্যতমে! সেই ভূপতির ঐ মনোহর কামগ যজ্ঞাশ্ব, উহাও মদীয় মহাবলসম্পন্ন ভ্রাতার আরোহণের নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, জানিবেন। এই বলিপ্রবর বানরদ্বয়কে ক্রীড়ার্থ এবং আপনার কৌতুকার্থ আমরা আনয়ন করিয়াছি, ইহারা সংগ্রামক্ষেত্রে খুব যুদ্ধ করিয়াছে। পতি-পরায়ণা জানকী এতদ্বাক্য শ্রবণে বীরপুত্র-যুগলকে কপিবরদ্বয়ের মোচনার্থ পুনঃপুনঃ কহিলেন, তোমরা যে শ্রীরামের যজ্ঞাশ্বহরণ, বহুল বীরগণকে সংহার এবং এই কপিবর-দ্বয়কে বন্ধন করিয়াছ, ইহা তোমাদিগের অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে। হে বীরদ্বয়! ঐ অশ্বটী তোমাদিগের পিতার, তিনি যজ্ঞার্থ উহাকে মোচন করিয়াছেন, তোমরা কিজন্য তাঁহারই অশ্বমেধীয় অশ্ব হরণ করিয়াছ? যাহা হউক, এখনই এই কপিবরদ্বয়কে এবং ঐ অশ্ববরকে মোচন কর; আর, অতীব কোপনস্বভাব, ভূপতি-ভ্রাতা শক্রঘ্নের নিকট ক্ষমা চাও। মহাবলশালী কুশ ও লব, জননীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন মাতঃ! আমরা ত ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারেই বলশালী ভূপতিকে জয় করিয়াছি। আমরা যখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছি, তখন আমাদিগের অন্যায় কিসে হইবে? পূর্ব্বে আমরা যখন অধ্যয়ন করি, তখন ভগবান্ বাল্মীকি একদিন বলিয়াছিলেন যে, পুরাকালে রাজা ভরত কণ্বমুনির আশ্রমে স্বীয় পিতা দুষ্মন্তের যজ্ঞিয়াশ্ব ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; অতএব পুত্র পিতার সহিত, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সহিত এবং শিষ্য গুরুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে; তাহাতে পাপ নাই। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে আপনার আজ্ঞাবশতই অশ্ববরকে প্রত্যর্পণ করিব এবং এই কপিবরদ্বয়কেও মোচন করিব, তাহা হইলেই আমাদিগের আপনার সমুদয় বাক্যই রক্ষিত হইবে। সেই বীরদ্বয়, মাতাকে এই কথা বলিয়া পুনরায় রণস্থলে গমনপূর্ব্বক সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞোপযোগী অশ্ব এবং কপিবরদ্বয়কে বন্ধন-

সীতাদেবী স্বপুত্রাভ্যাং শ্রুত্বা সৈন্যনিপাতনম্
শ্রীরামং মনসা ধ্যাত্বা ভানুমৈক্ষত সাক্ষিণম্ ।
যদ্যহং মনসা বাচা কর্ম্মণা রঘুনায়কম্ ।
ভজামি নান্যং মনসা তর্হি জীবেদয়ং নৃপঃ ।৭৭
সৈন্যং চাপি মহৎসর্ব্বং যন্নাশিতমিদং বলাৎ ।
পুত্রাভ্যাং তত্তু জীবেত মৎসত্যাজ্জগতাংপতে
ইতি যাবদ্বচো ব্রূতে জানকী পতিদেবতা ।
তাবৎ সর্ব্বং বলং নষ্টং জীবিতং রণমূর্দ্ধনি ।৭৯
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ । ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।
শেষ উবাচ ।
ক্ষণান্মূর্চ্ছাং জহৌ বীরঃ শত্রুঘ্নঃ সমরাঙ্গণে ।
অন্যেঽপি বীরা বলিনো মূর্চ্ছাং প্রাপ্তাঃ
সুজীবিতাঃ । ১

শত্রুঘ্নো বাজিনাং শ্রেষ্ঠং দদর্শ পুরতঃ স্থিতম্
আত্মানঞ্চ শিরস্ত্রাণরহিতং সৈন্যজীবিতম্ ॥ ২
বীক্ষ্য চিত্রমিদং স্বান্তে চকার চ জগাদ চ ।
সুমতিং মতিমচ্ছ্রেষ্ঠং মূর্চ্ছাবিরহিতং তদা ।
কৃপাং কৃত্বা হয়ং প্রাদাদ্বালো যজ্ঞস্য পূর্ত্তয়ে ।
গচ্ছাম রামং তরসা হয়াগমনকাঙ্ক্ষকম্ । ৪
ইত্যুক্ত্বা স্বরথে স্থিত্বা হয়মাদায় বেগতঃ ।
যযৌ তদাশ্রমাদ্দূরং ভেরীশব্দবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫
তৎপৃষ্ঠতো মহাসৈন্যং চতুরঙ্গসমন্বিতম্ ।
চচাল কুর্ব্বৎসন্তরং স্বভারেণ ফণীশ্বরম্ । ৬
জবেন জাহ্নবীং তীর্ত্বা কল্লোলজালমালিনম্ ।
জগাম বিষয়ে স্বীয়ে স্বকীয়জনশোভিতে । ৭
পুষ্কলেন যুতো রাজা সুরথেন সমন্বিতঃ ।
রথে মণিময়ে তিষ্ঠন্ মহাকোদণ্ডধারকঃ । ৮
হয়ং তং পুরতঃ কৃত্বা রত্নমালাবিভূষিতম্ ।

মুক্ত করিয়া দিলেন। এদিকে সীতাদেবী নিজপুত্রদ্বয়-কৃত সৈন্যগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে মনোমধ্যে শ্রীরামকে ধ্যান করিয়া সর্ব্বসাক্ষী সূর্য্যদেবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, যদি আমি কায়মনোবাক্যে রঘুনাথকে ভজনা করিয়া থাকি এবং মনে মনেও কখন অপরকে চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে নৃপতি শত্রুঘ্ন অবশ্যই জীবিত হইবেন। হে ত্রিজগৎপতে! মদীয় পুত্রদ্বয় বাহুবলে যে সকল সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছে, তাহারাও যেন পতিসেবারূপ সত্যধর্ম্মবলে জীবন প্রাপ্ত হয়। পতিপরায়ণা জানকী যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি রণস্থলে বিনষ্ট সমুদয় সৈন্যই জীবিত হইল। ৫৬—৭৯।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তদেব কহিলেন, মুনিবর! ঐ সময়ে সমরাঙ্গণে শত্রুঘ্নও যেমন ক্ষণমধ্যেই মূর্চ্ছা ত্যাগ করেন, সেইরূপ অন্যান্য মহাবলশালী মূর্চ্ছিত বীরগণও সুস্থ ও জীবিত হয়। অনন্তর শত্রুঘ্ন, সেই অশ্ববরকে সম্মুখে অবস্থিত, আপনাকে মুকুট বিহীন এবং সৈন্যগণকে জীবিত দর্শন করিলেন। তিনি এতদ্ব্যাপার দর্শনে মনে মনে আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, এবং তৎকালে মূর্চ্ছা-বিরহিত মহামতি সুমতিকে কহিলেন,দেখ, সেই বালক, যজ্ঞপূর্ত্তির নিমিত্ত কৃপা করিয়া অশ্ব প্রদান করিয়াছে, এক্ষণে এস আমরা অশ্বের প্রত্যাগমনাভিলাষী শ্রীরামের নিকট ত্বরায় গমন করি। শত্রুঘ্ন এই কথা বলিয়া স্বীয় রথে অবস্থানপূর্ব্বক অশ্ব লইয়া সেই আশ্রম হইতে দ্রুতবেগে দূরদেশে গমন করিলেন। তৎকালে ভেরী ও শঙ্খধ্বনি নিবারিত হইল। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চতুরঙ্গবলান্বিত সেই মহাসৈন্য ফণীশ্বরকেও ভারাক্রান্ত করিয়া গমন করিতে লাগিল। অনন্তর ত্বরায় কল্লোলমালিনী জাহ্নবী পার হইয়া মহাকোদণ্ডধারী রাজা শত্রুঘ্ন মণিময় রথে অবস্থান করত, গলদেশে রত্নমালা-বিভূষিত এবং মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ও চামর

শ্বেতাতপত্রং তস্যৈব মূর্দ্ধ্নি চামরভূষিতম্ ॥ ৯
অনেকরথসহাস্রৈঃ পরিতো বলিভির্নৃপৈঃ।
উদ্যৎকোদণ্ডললিতৈর্বীরনাদবিভূষিতৈঃ ॥১০
ক্রমেণ নগরীং প্রাপ সূর্য্যবংশবিভূষিতাম্।
অনেকৈঃ কেতুভিঃ শ্রেষ্ঠৈর্ভূষিতাং
দুর্গরাজিতাম্ ॥১১
রামঃ শ্রুত্বা হয়ং প্রাপ্তং শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা।
পুষ্কলেন চ বীরেণ যযৌ হর্ষমনেকধা ॥ ১২
কটকং নির্দ্দিদেশাসৌ চতুরঙ্গং মহাবলম্।
লক্ষ্মণং প্রেষয়ামাস ভ্রাতরং বলিনাং বরম্ ॥ ১৩
লক্ষ্মণং সৈন্যসহিতো গত্বা ভ্রাতরমাগতম্।
পরিরেভে মুদাক্রান্তঃ ক্ষতশোভিতমাত্রকম্ ॥১৪
কুশলং পৃষ্টবাংস্তত্র বার্ত্তাকাত্র চকার সঃ।
পরমং হর্ষমাপন্নঃ শত্রুঘ্নঃ সঙ্গতো মুদা ॥ ১৫

সৌমিত্রিঃ স্বরথে স্থিত্বা ভ্রাত্রা সহ মহামতিঃ।
সৈন্যেন মহতা বীরো যযৌ স নগরীং প্রতি ॥
সরযূঃ পুণ্যসলিলা পবিত্রিতজগত্ত্রয়া।
রামপাদরজঃপূতা শরচ্চন্দ্রনিভপ্রভা ॥ ১৭
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা চক্রবাকোপশোভিতা।
বিচিত্রতরবর্ণৈশ্চ পক্ষিভির্নাদিতা ভৃশম্ ॥ ১৮
মণ্ডপাস্তত্র বহুশো রামচন্দ্রেণ কারিতাঃ।
ব্রাহ্মণানাং বেদবিদাং পৃথক্‌পাঠনিনাদকাঃ ॥ ১৯
ক্ষত্রিয়াস্তত্র বহবো ধনুষ্পাণিসুশোভিতাঃ।
জ্যাটঙ্কারেণ বহুনা নাদয়ন্তো মহীতলম্ ॥ ২০
ভুঞ্জতে ব্রাহ্মণা যত্র বিচিত্রান্নৈর্ম্মনোহরৈঃ।
পরস্পরং প্রপশ্যন্তো বার্ত্তাং চক্রুর্ম্মনোহরাম্ ॥
পায়সান্নানি শুভ্রাণি চন্দ্রকান্তিসমানি চ।
ক্ষীরাজ্যমধুযুক্তানি শর্করামিশ্রিতানি চ ॥ ২২

শোভিত সেই যজ্ঞাশ্বকে অগ্রে লইয়া পুষ্কল ও সুরথরাজের সহিত জনপূর্ণ নিজরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। ১—৯। তৎকালে তাঁহার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র রথী ও মহাবলসম্পন্ন নৃপতিগণ স্ব স্ব কোদণ্ড উত্তোলিত করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। ক্রমে শত্রুঘ্ন দুর্গ-বিরাজিত, বহুল মনোহর ধ্বজ-পতাকা-শোভিত সূর্য্যবংশীয় জনগণে অলঙ্কৃত অযোধ্যানগরীতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র, মহাত্মা শত্রুঘ্ন ও মহাবীর পুষ্কলের সহিত অশ্ব আগমন করিয়াছে শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। অতঃপর তিনি, সেই প্রভূত চতুরঙ্গ বলের অবস্থানার্থ সেনানিবেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিপ্রবর ভ্রাতা লক্ষ্মণকে শত্রুঘ্নের নিকট প্রেরণ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ, সৈন্য সমভিব্যাহারে গমনপূর্ব্বক বাণক্ষত-শোভিত সমাগত ভ্রাতাকে সানন্দ-হৃদয়ে আলিঙ্গন করিলেন এবং কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক নানাবিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; তৎকালে শত্রুঘ্নও ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণের পর মহামতি বীরবর লক্ষ্মণ ভ্রাতার সহিত স্বরথে অবস্থান করিয়া বিপুল সৈন্যগণের সহিত নগরাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে যেস্থানে পুণ্যসলিলা সরযূ নদী, শ্রীরামের চরণরজঃ-স্পর্শে সমধিক পবিত্র হইয়া ত্রিজগৎ পবিত্র করিতেছেন, যাঁহার শুভ্র সলিল, শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় সুবিমল, যিনি নিরন্তর হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ এবং চক্রবাকনিচয়ে সুশোভিত, বিচিত্রবর্ণ বিবিধপক্ষি-সমূহ যাঁহার তীরে সতত নানাপ্রকার শব্দ করিতেছে, সেই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞার্থ বহুল মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তথায় নানা স্বরে বেদ পাঠ করিতেছিলেন। ১—১৯। তথায় বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়গণ হস্তে ধনুর্দ্ধারণ করত শোভমান হইয়া বহুল জ্যাটঙ্কার-ধ্বনিতে মহীতল নিনাদিত করিতেছিলেন। তথায় মনোহর বিবিধ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন হইতেছিল এবং তাঁহারা তৎকালে পরস্পর অবলোকনপূর্ব্বক নানবিধ মনোহর কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের ভোজনার্থ ক্ষীর, আজ্য ও মধুযুক্ত শর্করা-

অপূপাস্তত্র বহুলাশ্চন্দ্রবিম্বসমাঃ শ্রিয়া।
কর্পূরাদিসুগন্ধেন বাসিতাঃ সুমনোহরাঃ ॥২৩
ফেনিকা বটকাঃ স্নিগ্ধাঃ শতচ্ছিদ্রা বিরন্ধ্রকাঃ।
মণ্ডকাঃ শষ্কুলীমৃষ্টা মধুরাম্লসমন্বিতাঃ ॥ ২৪
ভক্তাঃ কুমুদসঙ্কাশা মুদ্গদালীবিমিশ্রিতাঃ।
সুগন্ধেন সমাযুক্তা হৃত্যন্তপ্রীতিদায়কাঃ ॥২৫
ওদনো দধিনা যুক্তঃ কর্পূরেণ সমন্বিতঃ।
স্বাদুপাককরৈঃ স্বষ্টঃ পাত্রে মুক্তঃ প্রবেশকৈঃ॥
তত্র কেচিদ্দ্বিজা পাত্রে পতিতং বীক্ষ্য পায়সম্
পরস্পরং তে প্রত্যূচুঃ কিমিদং দৃশ্যতে দৃশা॥
কিং চন্দ্রবিম্বং নভসঃ পতিতং তমসো ভয়াৎ।
অমৃতং সুভবত্যত্র মৃত্যুনাশকমদ্ভুতম্ ॥ ২৮
তচ্ছ্রুত্বা রোমতাম্রাক্ষঃ প্রোবাচান্যো দ্বিজোত্তমঃ
ভবত্যেব চন্দ্রস্য বিম্বং স্বমৃতবিপ্লুতম্ ॥২৯
একস্মিন্দোর্বপুস্ত্বেতদ্দৃশ্যতে সদৃশং কথম্।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রস্য পাত্রে পাত্রে পৃথক্পৃথক্ ॥
ততো জানীহি কুমুদং কর্পূরং বা ভবিষ্যতি।
মা জানীহি মৃগাঙ্কস্য বিম্বং শুভ্রশ্রিয়ান্বিতম্ ॥৩১
তাবদন্যো কষাক্রান্তো বিধূন্বন্ মস্তকং তদা।
ন জানন্তি দ্বিজা মূঢ়াঃ স্বাদুজ্ঞানবিচক্ষণাঃ ॥৩২
ইদন্তু ক্ষীরকন্দস্য রসেন পরিপাচিতম্।
জানীহি শতপত্রস্য পুষ্পাণি মধুরাণি চ ॥৩৩
এবং পরস্পরং বিপ্রাঃ কন্দমূলফলাশিনঃ।
তর্কয়ন্তি মুনে প্রীতা রসজ্ঞানেঽতিলোলুপাঃ ॥
তাবদন্যো দ্বিজঃ প্রাহ ক্ষত্রিয়াণাং বরং জনুঃ।
ভোক্ষ্যন্তে তাদৃশং স্বন্নং মহাপুণ্যৈরপস্কৃতম্ ॥
তদা তং প্রাব্রবীদ্বিপ্রো দত্তস্য ফলমীদৃশম্।
যে দদত্যগ্রজন্মভ্যঃ প্রাপ্নুবন্তি ত ঈপ্সিতম্ ॥৩৬
যৈরর্চ্চিতো নৈব হরির্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈর্মুহুঃ।
তেষামেতাদৃশং ভোজ্যং ন ভবেদক্ষিগোচরম্

মিশ্রিত, চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ প্রভৃত পায়সান্ন, কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত, চন্দ্রমণ্ডলাকৃতি, অতি মনোহর বহুল পিষ্টক, এবং ফেনিকা, সুস্নিগ্ধ বটক, শতচ্ছিদ্র, বিরন্ধ্র ও মধুরাম্ল সমন্বিত শষ্কুলীমৃষ্ট মণ্ডক-নামক খাদ্যবিশেষ, অপিচ অতীব প্রীতিজনক, সদ্গন্ধযুক্ত, মুদ্গদালী-সমন্বিত, কুমুদসদৃশ প্রভূত ওদন প্রস্তুত করা হইয়াছিল। যাহাতে সুস্বাদু হয়, এরূপভাবে পাচকগণ কর্তৃক কৃতপাক ওদনসকল কর্পূর ও দধি সংযুক্ত করিয়া পরিবেশকগণ, সকলের ভোজনপাত্রে প্রদান করিতেছিল। তৎকালে কোন কোন দ্বিজ, পাত্রে পতিত পায়সান্ন দর্শনে পরস্পর বলিয়াছিলেন, চক্ষে এ কি দেখিতেছি! চন্দ্রবিম্ব কি রাহুভয়ে আকাশ হইতে পতিত হইয়াছেন? তাহা হইলে ত ইহাতে মৃত্যুনাশক অদ্ভুত অমৃত নিশ্চয়ই আছে। এতদ্বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অপর দ্বিজবর রোষারুণতনেত্রে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ইহা অমৃতপূর্ণ চন্দ্রবিম্ব কদাচ হইতে পারে না, কারণ, চন্দ্রের শরীর ত একটীমাত্র, তাহা হইলে সহস্র ব্রাহ্মণের পাত্রে সমান আকারে পৃথক্ পৃথকরূপে কি প্রকারে দৃষ্ট হইতেছেন? ২০—৩০। অতএব ইহা কুমুদপুষ্প জানিও অথবা কর্পূরও হইতে পারে, কিন্তু শুভ্রবর্ণ ও সুন্দর দেখিয়া চন্দ্রবিম্ব বুঝিও না। ঐ সময়ে অপর একজন ব্রাহ্মণ মস্তক পরিচালিত করিয়া কহিয়াছিলেন, দ্বিজগণ নিতান্ত অজ্ঞ, কিছুই জানেন না, ইহাঁরা কেবল স্বাদুজ্ঞানে বিচক্ষণ, ইহা ক্ষীরকন্দরসে পরিপাচিত সুমধুর পদ্মপুষ্প জানিও। মুনে! তৎকালে কন্দমূল-ফলভোজী বিপ্রগণ, রসাস্বাদনে লোলুপ ও প্রীত হইয়া পরস্পর এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, এমত সময়ে কোন দ্বিজবর কহিলেন, ক্ষত্রিয়গণেরই জন্মগ্রহণ সার্থক, কারণ তাহারা মহাপুণ্যফলে প্রতিদিনই উপকরণসমন্বিত এতাদৃশ অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন তখন অপর কোন বিপ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, দানেরই ঈদৃশ ফল। যাহারা দ্বিজগণকে দান করে, তাহারাই অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা বিবিধ নৈবেদ্যদানে ভগবান্ হরিকে বারংবার অর্চ্চনা না করে,

বৈর্ন্মৈরগ্রজন্মানো ভোজিতা বিবিধৈ রসৈঃ।
ভুঞ্জতে তে স্বাদুরসং পাপিনাং চক্ষুরুজ্ঝিতম্
এবংবিধৈ রসৈর্ম্ম ষ্টৈর্ভোজিতা দ্বিজসত্তমাঃ।
মণ্ডপে বিপঠন্ত্যেতে শব্দব্রহ্মবিচক্ষণাঃ॥ ৩৯
নৃত্যন্ত্যেকে হসন্ত্যেকে দদত্যেকে মহার্থিনাম্
উৎসবো বহুরুম্ভাতি তত্র শত্রুঘ্ন আগমৎ॥৪০
রামঃ শত্রুঘ্নমায়ান্তং পুষ্কলেন সমন্বিতম্।
নিরীক্ষ্য মুদমুদ্ভূতাং রক্ষিতুং নাশকত্তদা॥ ৪১
যাবদুত্তিষ্ঠতে রামো ভ্রাতরং হয়পালকম্।
তাবদ্রামপদে লগ্নঃ শত্রুঘ্নো ভ্রাতৃবৎসলঃ॥ ৪২
পদে প্রপতিতং বীক্ষ্য ভ্রাতরং বিনয়ান্বিতম্।
পরিরেভে দৃঢ়ং প্রীতঃ ক্ষতসংশোভিতাঙ্গকম্
অশ্রূণি বহুধা মুঞ্চন্ হর্ষাচ্ছিরসি রাঘবঃ।
অত্যন্তং পরমানন্দং মুদং বচনদূরগাম্॥ ৪৪

তাহারা কখন এতাদৃশ ভোজ্য চক্ষেও দেখিতে পায় না। যে সকল মানব বিবিধ-রসপূর্ণ ভোজ্যদানে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, তাহারাই, পাপিগণ যাহা চক্ষেও দেখিতে পায় না, তাদৃশ সুস্বাদ ও সুরসপূর্ণ ভোজ্যবস্তু ভোজন করিতে পায়। শব্দব্রহ্ম বিচক্ষণ দ্বিজসত্তমগণ তথায় মণ্ডপমধ্যে এবং-বিধ বিবিধ রসপূর্ণ ভোজ্যদ্বারা ভোজিত হইতেছিলেন এবং উক্তপ্রকার নানা কথোপকথন করিতেছিলেন। তথায় কেহ কেহ হাস্য, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ বা অর্থিগণকে দান করিতেছিল। তথায় এইরূপে মহা উৎসব হইতেছে, এমত সময়ে শত্রুঘ্ন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে পুষ্কলের সহিত আসিতে দেখিয়া উদ্ভূত আনন্দবেগ আর ধারণ করিতে পারিলেন না, তিনি অশ্বরক্ষক পিতার উদ্দেশে যেমন উত্থিত হইলেন, অমনি ভ্রাতৃবৎসল শত্রুঘ্ন আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। অনন্তর শ্রীরাম ক্ষত-শোভিতাঙ্গ বিনয়াবনত ভ্রাতাকে চরণপ্রান্তে পতিত দেখিয়া উত্তোলনপূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন

পুষ্কলং স্বীয়পদয়োর্নম্রং বিনয়বিহ্বলম্।
সুদৃঢ়ং ভুজয়োর্ম্মধ্যে বিনীয়াপীড়য়দ্ভৃশম্॥৪৫
হনূমন্তং তথা বীরং সুগ্রীবং চাঙ্গদং তথা!
লক্ষ্মীনিধিং জনকজং প্রতাপাগ্র্যং রিপুন্তপম্॥
সুবাহুং সুমদং বীরং বিমলং নীলরত্নকম্।
সত্যবন্তং বীরমণিং সুরথং রামসেবকম্॥ ৪৭
অন্যানপি মহাভাগান্ রঘুনাথঃ স্বয়ং ততঃ।
পরিরেভে দৃঢ়ং স্নিগ্ধান্ পাদয়োঃ প্রণতান্নৃপান্
সুমতিঃ শ্রীরঘোর্নাথং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
পরিরভ্য দৃঢ়ং প্রীতঃ সম্মুখেঽতিষ্ঠদুন্নতঃ॥৪৯
তদা রামো নিজামাত্যং বীক্ষ্য সন্নিধিমাগতম্
উবাচ পরমপ্রীত্যা মন্ত্রিণং বদতাং বরঃ॥ ৫০

শ্রীরাম উবাচ।

সুমতে মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠ শংস মে বাগ্মিনাং বর।
ক এতে ভূমিপাঃ সর্ব্বে কথমত্র সমাগতাঃ॥
কুত্র কুত্র হয়ঃ প্রাপ্তঃ কেন কেন নির্মন্ত্রিতঃ।

এবং বচনাতীত পরমানন্দ লাভ করত, তদীয় মস্তকে অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন। তৎপরে স্বীয় চরণ-তলে পতিত বিনয়াবনত পুষ্কলকে ভুজদ্বয়-মধ্যে ধারণপূর্ব্বক প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর রঘুনাথ, বীরবর হনূমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জনকাত্মজ লক্ষ্মীনিধি প্রতাপাগ্র্য রিপুতাপন, সুবাহু, সুমদ, বিমল, নীলরত্ন, সত্যবান, বীরমণি, স্বীয়ভক্ততম সুরথ এবং চরণতলপতিত, প্রিয়তম, অন্যান্য মহাভাগ নৃপতিগণকেও স্বয়ং দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। প্রাচীন মন্ত্রিবর সুমতি ভক্তানুগ্রহকারক রঘুনাথকে প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন বাগ্মিপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র, নিজ অমাত্যকে সমীপোপস্থিত দেখিয়া পরম-প্রীতিসহকারে কহিলেন, হে মন্ত্রিবর সুমতে! তুমি বাগ্মিগণের অগ্রগণ্য, অত-এব আমায় বল—এই ভূপতিগণ কিজন্য এস্থানে সমাগত হইয়াছেন এবং ইঁহারা সকলে কে? কোন্ কোন্ স্থানে অশ্ব

কথং বৈ মোচিতো ভ্রাত্রা মহাবলসুশালিনা।
শেষ উবাচ।
ইত্যুক্তো মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠঃ সুমতিঃ প্রাহ রাঘবম্
মেঘগম্ভীরয়া বাণ্যা নাদয়ংস্তন্মহাবলম্ ॥ ৫৩
সুমতিরুবাচ।
সর্ব্বজ্ঞস্য পুরস্তেহদ্য ময়া কথমুদীর্য্যতে।
মাং লোকরীত্যা পৃচ্ছসি সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্ ॥ ৫৪
তথাপি তব নির্দ্দেশং শিরস্যাধায় সর্ব্বদা *
ব্রবীমি তচ্ছৃণুষ্বাদ্য সর্ব্বরাজশিরোমণে ॥ ৫৫
ত্বৎপ্রসাদাদহো স্বামিন্ সর্ব্বত্র জগতীতলে।
পরিবভ্রাম তে বাহো ভালপত্রসুশোভিতঃ ॥
ন কশ্চিত্তং নিজগ্রাহ স্বমানবলদর্পিতঃ।
স্বং স্বং রাজ্যং সমর্প্যাথ প্রণেমুস্তে পদাম্বুজম্।
কো বা রাবণদৈত্যেন্দ্র-নিহন্তুর্বাজিসত্তমম্।
গৃহ্ণাতি বিজয়াকাঙ্ক্ষী জরামরণবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৮
অহিচ্ছত্রাং গতস্তাবত্তব বাজী মনোহরঃ।
তদ্রাজা সুমদঃ শ্রুত্বা হয়ং প্রাপ্তং তব প্রভো ॥
সপুত্রঃ সবলঃ সর্ব্বসৈন্যেন বলিনা বৃতঃ।
সর্ব্বং সমর্পয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ৬০
যো রাজা জগতাং নেত্রীং মাতরং জগদম্বিকাম্
প্রসাদ্য চিরমায়ুশ্চাপ্লে'ভে রাজ্যমকণ্টকম্ ॥৬১
এষ ত্বাং প্রণমতি সুমদঃ প্রভুসত্তমম্।
ত্বং গৃহাণ কৃপাদৃষ্ট্যা চিরাদ্দর্শনকাঙ্ক্ষকম্ ॥৬২
ততঃ সুবাহুভূপস্য নগরে বলপূরিতে।
দমনস্তস্য বৈ পুত্রঃ প্রজগ্রাহ হয়োত্তমম্ ॥ ৬৩
তেন সাকং মহদ্যুদ্ধং বভূব দমনেন চ।
পুষ্কলো জয়মাপেদে সম্মূর্চ্ছ্য সুভূজাত্মজম্ ॥

গিয়াছিল? কোন্ কোন্ রাজা উহাকে, বন্ধন করিয়াছিলেন? এবং মহাবলশালী ভ্রাতা শত্রুঘ্নই বা কিরূপে মুক্ত করিয়াছেন। মন্ত্রিবর সুমতি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মেঘগম্ভীর-বচনে সমুদয় সৈন্যগণকেই যেন শব্দায়মান করিয়া শ্রীরামকে কহিলেন, রাজন! আপনি যখন সর্ব্বদর্শী, তখন সকলই জানিতেছেন, কেবল লোকরীতি-অনুসারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি এক্ষণে সর্ব্বজ্ঞ আপনার নিকট কিরূপে তত্তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিব? যাহাই হউক, তথাপি হে সর্ব্বরাজ-শিরোমণে! এক্ষণে আমি ভবদীয় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৪১—৫৭। স্বামিন্! ভবদীয় প্রসাদে ললাটদেশে স্বর্ণপত্রসুশোভিত ভবদীয় যজ্ঞাশ্ব জগতীতলে সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বমান-বলদর্পিত প্রায় কোন বীরই অশ্বগ্রহণ করেন নাই, অধিকন্তু তাঁহারা আপনাকে স্ব স্ব রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক ভবদীয় চরণে প্রণত হইয়াছেন। অথবা, এমত জরামরণবর্জ্জিত বিজয়াকাঙ্ক্ষী কে আছে যে, রাবণ দৈত্যেন্দ্রবৈরী রামের অশ্ব গ্রহণ করে? প্রভো! ভবদীয় মনোহর অশ্ব, যখন অহিচ্ছত্রায় গমন করে, তখন তথাকার রাজা সুমদ, শ্রীরামের অশ্ব আসিয়াছে শুনিয়া বলশালী সমুদয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সপুত্র আগমনপূর্ব্বক নিজ নিষ্কণ্টক সমুদয় রাজ্যই আপনাকে সমর্পণ করেন। যে রাজা, অখিল জগতের নেত্রী মাতা জগদম্বিকাকে প্রসন্ন করিয়া দীর্ঘায়ুঃ ও অকণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছেন, এই সেই রাজবর সুমদ আপনাকে প্রভুজ্ঞানে প্রণাম করিতেছেন, আপনি এক্ষণে বহুদিন হইতে ভবদীয় দর্শনাকাঙ্ক্ষী এই নৃপবরকে কৃপা-দৃষ্টিতে গ্রহণ করুন। ৫৮—৬২। অনন্তর আপনার অশ্ব বহুসৈন্যপূর্ণ সুবাহুরাজের নগরে প্রবেশ করে, তাহাতে দমন নামক সুবাহুপুত্র অশ্ববরকে গ্রহণ করেন। পরে সেই রাজকুমার দমনের সহিত তুমুল সংগ্রাম হয়, পরিশেষে পুষ্কল সেই সুবাহুপুত্রকে মূর্চ্ছিত করিয়া সমরে জয় প্রাপ্ত হন।

* 'সর্ব্বথা' ইতি সম্মতঃ।

ততঃ সুবাহুঃ সংক্রু রণে পবনজং বলাৎ।
যুযুধে তব পাদাব্জসেবকং বলিনাং বরম্ ॥৬৫
তস্য পাদাহতো জ্ঞানং প্রাপ্য শাপতিরস্কৃতম্।
তুভ্যং সমর্প্য সকলং বাজিনঃ পালকোঽভবৎ
এষ ত্বাং সুভুজো রাজা প্রণমত্যুন্নতাঙ্গকঃ।
কৃপাদৃষ্ট্যাভিষিঞ্চ ত্বং সুবাহুং নয়কোকিদম্।
ততো মুক্তো হয়ো রেবাহ্রদে স নিমমজ্জ হ।
তত্র প্রাপ্তং মোহনাস্ত্রং শত্রুঘ্নেন বলীয়সা ॥৬৮
ততো দেবপুরে প্রাগাচ্চীরবাসবিভূষিতে।
তত্রত্যন্তু বিজানাসি যতস্ত্বং তত্র চাগতঃ ॥ ৬৯
বিদ্যুন্মালী হতো দৈত্যঃ সত্যবান্ সঙ্গতস্ততঃ
সুরথেন সমং যুদ্ধং জানাসি ত্বং মহামতে ॥৭০
ততঃ কুণ্ডলকান্মুক্তো হয়ো বভ্রাম সর্ব্বতঃ।
ন কশ্চিত্তং নিজগ্রাহ স্ববীর্য্যবলদর্পিতঃ ॥ ৭১

বাল্মীকেরাশ্রমে রম্যে হয়ঃ প্রাপ্তো মনোরমঃ
তত্র যৎ কৌতুকং জাতং তচ্ছৃণুষ্ব নরোত্তম ॥
তত্রার্ভকস্তব সারূপ্যং বিভ্রৎ ষোড়শবার্ষিকঃ।
জগ্রাহ বীক্ষ্য পত্রাঙ্কং বাজিনং বলিসত্তমঃ ॥৭৩
তত্র কালজিতা যুদ্ধং মহজ্জাতং নরোত্তম।
নিহতস্তেন বীরেণ খড়্গেন শিতধারিণা ॥ ৭৪
অনেকে নিহতাঃ সংখ্যে পুষ্কলাদ্যা মহাবলাঃ
মূর্চ্ছিতশ্চাপি শত্রুঘ্নশ্চক্রে বীরশিরোমণিঃ ॥৭৫
তদা রাজা মহদ্দুঃখং বিচার্য্য হৃদি সংযুগে।
কোপেন মূর্চ্ছিতশ্চক্রে বীরো হি বলিনাংবরম্
স যাবন্মূর্চ্ছিতো রাজা তাবদন্যঃ সমাগতঃ।
তেনৈতেন চ সঞ্জীব্য নাশিতং কটকং তব ॥৭৭
সর্ব্বেষাং মূর্চ্ছিতানান্তু শাস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।

অনন্তর রাজা সুবাহু সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমরক্ষেত্রে আপনার চরণ-সেবক বলিপ্রবর হনুমানের সহিত বাহুবলে ভীষণ সংগ্রাম করেন। পরে হনুমানের পদাঘাতে ব্রহ্মশাপবিলুপ্ত নিজ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সমুদয় রাজ্য-সম্পৎ প্রদানপূর্ব্বক আপনার অশ্বের পালক হন। প্রভো! এই সেই উন্নতকায় রাজা সুবাহু আপনাকে প্রণতি করিতেছেন, আপনি এই নয়কোবিদ সুবাহুরাজকে কৃপাদৃষ্টিতে অভিষিক্ত করুন। অনন্তর অশ্ব মুক্ত হইলে, রেবাহ্রদে নিমগ্ন হয়, পরে মহাবলশালী শত্রুঘ্ন সেই হ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক মোহনাস্ত্র প্রাপ্ত হন। তৎপরে ভবদীয় যজ্ঞাশ্ব মহেশ্বরালঙ্কৃত দেবপুরে গমন করে; তত্রত্য সমুদয় ঘটনাই আপনি অবগত আছেন, কারণ আপনি স্বয়ং তথায় গিয়াছিলেন। তৎপরে দৈত্যবর বিদ্যুন্মালী শত্রুঘ্ন-হস্তে নিহত হয় এবং তৎপরে নৃপবর সত্যবান্ আমাদিগের সহিত মিলিত হন। হে মহামতে! অতঃপর সুরথের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহা ত আপনি জানেন। অনন্তর অশ্ব মুক্ত হইলে কুণ্ডলকপ্রদেশের সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করে, কিন্তু তথায় স্বীয় বীর্য্যবলদর্পিত কোন বীরই অশ্বকে ধারণ করে নাই। হে নরোত্তম! পরিশেষে মনোরম যজ্ঞাশ্ব রমণীয় বাল্মীকির আশ্রমে গমন করে, তথায় যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। তথায় অবিকল আপনার ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন, মহাবল-পরাক্রান্ত ষোড়শবর্ষীয় কোন বালক ললাটপত্রচিহ্নিত অশ্ব দেখিয়া গ্রহণ করেন। ৬৩—৭৩। হে নরোত্তম! পরে তথায় সেনাপতি কালজিতের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়, পরিশেষে সেই বীর বালক তীক্ষধার খড়্গদ্বারা কালজিৎকে সংহার করেন। অনন্তর সেই বীরশিরোমণি সংগ্রামে মহাবলসম্পন্ন পুষ্কলাদি অনেককেই নিহত এবং শত্রুঘ্নকেও মূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন। অতঃপর বীরবর শত্রুঘ্ন, যুদ্ধক্ষেত্রে মনোমধ্যে সমধিক দুঃখ বোধ করিয়া ক্রোধভরে সেই বলিপ্রবর বালককে মূর্চ্ছাভিভূত করেন। যেমন রাজা শত্রুঘ্ন তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করেন, অমনি তদ্রূপ অপর একটী বালক আসিল। পরে সেই মূর্চ্ছিত বালক চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি ও ইনি উভয়ে আপনার সমস্ত সৈন্যই বিনাশ করিলেন। অনন্তর উভয়ে মূর্চ্ছিত সমুদয় বীর-

গৃহীত্বা বানরৌ বদ্ধৌ জগ্মতুঃ স্বাশ্রমং প্রতি ।
কৃপাং কৃত্বা পুনস্তেন দত্তোঽশ্বো যজ্ঞিয়ো মহান্
জীবনং প্রাপিতঃ সর্ব্বং কটকং নষ্টজীবিতম্ ॥
বয়ং নীত্বা ততো বাহং প্রাপ্তাস্তব সমীপকে ।
এতদেব ময়া জ্ঞাতং তদুক্তং তে পুরো বচঃ॥৮

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশো-
ঽধ্যায়ঃ । ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায় ।

শেষ উবাচ ।

কথিতৌ বৈ সুমতিনা বাল্মীকেস্বাশ্রমে শিশূ ।
শ্রুত্বৌ স্বীয়াবিতি জ্ঞাত্বা বাল্মীকিংপ্রতি সঙ্গতৌ
শ্রীরাম উবাচ ।
কৌ শিশূ মম সারূপ্যধারকৌ বলিনাং বরৌ ।
কিমর্থং তিষ্ঠতস্তত্র ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদৌ । ২
অমাত্যকথিতৌ শ্রুত্বা বিস্ময়ো মম জায়তে ।
যৌ শক্রঘ্নং হনূমন্তং লীলয়াঙ্গ ববন্ধতুঃ ॥ ৩
তস্মাচ্ছংস মুনে সর্ব্বং বালয়োশ্চ বিচেষ্টিতম্ ।
যথা মে পরমা প্রীতির্ভবত্যেবমভীপ্সিতা ॥ ৪
ইতি তৎকথিতং শ্রুত্বা রাজরাজস্য ধীমতঃ ।
উবাচ পরমং বাক্যং স্পষ্টাক্ষরসমন্বিতম্ ॥ ৫
বাল্মীকিরুবাচ ।
তবান্তর্যামিণো নৃণাং কথং জ্ঞানং হি নো ভবেৎ
তথাপি কথয়াম্যত্র তব সন্তোষহেতবে । ৬
রাজন্ যৌ বালকৌ মহ্যমাশ্রমে বলিনাং বরৌ
ত্বৎসারূপ্যধরৌ স্বাঙ্গমনোহরবপুর্দ্ধরৌ ॥ ৭
ত্বয়া যদা বনে ত্যক্তা জানকী বৈ নিরাগসী ।
অন্তর্ব্বত্নী বনে ঘোরে বিলপন্তী মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৮
কুররীমিব দুঃখার্ত্তাং বীক্ষ্যাহং তব মোহনাম্ ।
জনকস্য সুতাং পুণ্যামাশ্রমে হ্যানয়ং তদা ॥৯

গণের অস্ত্রশস্ত্র ও আভরণসকল গ্রহণান্তে কপিবরদ্বয়কে বন্ধনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। পুনরায় তাঁহারা কৃপা করিয়া আপনার যজ্ঞিয় অশ্ববরকে প্রদান করিলেন, এবং হতজীবন সমুদয় সৈন্যকেই পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিলেন। অতঃপর আমরা অশ্ব লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। প্রভো! আমি এইমাত্র যাহা কিছু জানি, তৎসমুদয়ই আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। ৭৪—৮০।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব কহিলেন,—মন্ত্রিবর সুমতি, বাল্মীকির আশ্রমস্থিত যে দুইটী শিশুর কথা কহিলেন, শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে স্বীয় পুত্র-বোধে বাল্মীকিকে কহিলেন,—মুনে! মৎ-সদৃশাকৃতি, ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ, মহাবল-সম্পন্ন সেই শিশুদ্বয় কে? কি জন্যই বা তথায় অবস্থিতি করিতেছে? যে বালক-যুগল অবলীলাক্রমে শত্রুঘ্নকে মূর্চ্ছিত ও হনূমানকে বন্ধন করিয়াছিল, অমাত্য কথিত সেই শিশুদ্বয়ের বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার বিস্ময় জন্মিতেছে। অতএব হে মুনে! যাহাতে আমার অভীপ্সিত পরম প্রীতিলাভ হয়, তজ্জন্য সেই শিশুদ্বয়ের বিষয় সমুদয় আমায় বলুন। মুনিবর বাল্মীকি, ধীমন্ রাজরাজ রামচন্দ্রের কথিত এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে পরম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। বাল্মীকি বলিলেন, রাজন্! আপনি যখন মানবগণের অন্তর্যামী, তখন এ বিষয়ই বা না জানিবেন কেন? যাই হউক, তথাপি আপনার সন্তোষার্থ মদীয় আশ্রমে ভবদীয়-সদৃশাকৃতি মনোহর মূর্ত্তি মহাবলশালী যে বালকদ্বয় আছে, তাহাদিগের বিষয় বলি, শুনুন। ১—৭। প্রভো! আপনি যখন ঘোরবনমধ্যে নিরপরাধা গর্ভবতী জানকীকে পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তিনি মুহুর্ম্মুহু বিলাপ করিতেছিলেন। অনন্তর আমি, কুররীর ন্যায় দুঃখার্ত্তা পবিত্রহৃদয়া ভবদীয়

তস্যাঃ পর্ণকুটী রম্যা রচিতা মুনিপুত্রকৈঃ।
তস্যামভূতাং পুত্রৌ দ্বৌ ভাসয়ন্তৌ দিশো দশ
তয়োরকরবং নাম কুশো লব ইতি স্ফুটম্।
ববৃধাতেঽনিশং তত্র শুক্লপক্ষশশী যথা॥ ১১
কালেনোপনয়াদ্যানি কর্ম্মাণি কৃতবানহম্।
বেদান্ সাঙ্গানহং সর্ব্বান্ গ্রাহয়ামাস ভূপতে॥
সর্ব্বাণি সরহস্যানি শৃণুষ্ব মুখতো মম।
আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বিদ্যাং শস্ত্রবিদ্যাং তথৈব চ।
বিদ্যাং জালন্ধরীঞ্চাথ সঙ্গীতকুশলৌ কৃতৌ॥
গঙ্গাকূলে গায়মানৌ লতাকুঞ্জবনেষু চ।
চঞ্চলৌ চলচিত্তৌ চ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদৌ॥১৪
তদাহমতিসন্তোষং প্রাপ্তঃ পরমবালয়োঃ।
দত্বা সর্ব্বাণি শস্ত্রাণি মস্তকে নিহিতঃ করঃ॥১৫
অতীব গানকুশলৌ দৃষ্ট্বা লোকা বিসিস্মিরে।
ষড়্জমধ্যমগান্ধার-ভেদবিদ্যাবিশারদৌ॥ ১৬
তথাবিধৌ বিলোক্যাহং গাপয়ামি মনোহরম্।
ভবিষ্যজ্ঞানযোগাচ্চ কৃতং রামায়ণং শুভম্॥
মৃদঙ্গপণবাদ্যঞ্চ যন্ত্রবীণাবিশারদৌ।
বনে বনে চ গায়ন্তৌ মৃগপক্ষিবিমোহকৌ॥১৮
অদ্ভুতং গীতমাধুর্য্যং তদা রামকুমারয়োঃ।
শ্রোতুং তৌ বরুণো বালাবানিনায় বিভাবরীম
মনোহারিবয়োরূপৌ গানবিদ্যাব্ধিপারগৌ।
কুমারৌ জগতুস্তত্র লোকেশাদেশতঃ কলম॥
পরমং মধুরং রম্যং পবিত্রং চরিতং তব।
শুশ্রাব বরুণঃ সার্দ্ধং কুটুম্বেন চ গায়কৈঃ॥ ২১
শৃণ্বন্নৈব গতক্তৃপ্তিং মিত্রেণ বরুণঃ সহ।
সুধাতোঽপি রসস্বাদুচরিতং রঘুনন্দন॥ ২২
গানানন্দমহালোভ-হৃতপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।

পত্নী জানকীকে দেখিতে পাইয়া স্বীয় আশ্রমে লইয়া যাই, পরে মুনিপুত্রেরা তাঁহার বাসার্থ এক রমণীয় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। তৎপরে যথাকালে তাঁহার যুগল কুমার জন্মগ্রহণ করে। সেই কুমারদ্বয়ের রূপে দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। অনন্তর যথাসময়ে আমি তাহাদিগের কুশ ও লব এই নামকরণ করি, তাহারাও প্রতিক্ষণে শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ভূপতে! যথাকালে আমিই তাহাদিগের উপনয়নাদি কার্য্যসকল নির্ব্বাহ করি এবং সমুদয় সষড়ঙ্গ বেদ ও অন্যান্য সরহস্য যে সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছি, আমারই মুখে শ্রবণ করুন। আয়ুর্ব্বেদ,ধনুর্ব্বিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, ও জালন্ধরীবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছি এবং সঙ্গীতবিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী করিয়াছি। বালকত্বাবশতঃ চলচিত্ত, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সেই বালকদ্বয় যখন গঙ্গাতীরে লতাকুঞ্জবনে গান করিতে থাকে, তখন আমি সেই অপূর্ব্ব বালকযুগলের উপর পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। আমি তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র দান করিয়া তাহাদিগের মস্তকে হস্তপ্রদান করত আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। তাহাদিগকে ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার-স্বর-বিষয়ক ভেদজ্ঞানে পারদর্শী ও সঙ্গীতদক্ষ দেখিয়া লোক সকল চমৎকৃত হইয়াছে। তাদৃশ সঙ্গীতজ্ঞ দেখিয়া তাহাদিগকে আমি সর্ব্বদাই প্রায়, ভবিষ্যৎ-জ্ঞানবলে স্বয়ং-প্রণীত রামায়ণ গান করাইয়া থাকি। ৮—১৭। কুশ লব যন্ত্রবিদ্যায়ও বিশারদ হইয়াছে, তাহারা মৃদঙ্গ পণবাদি বাদন করত বনে বনে উক্ত রামায়ণ-গান করিয়া মৃগপক্ষীদিগকেও বিমুগ্ধ করিয়া থাকে।' রাম! অধিক কি, সেই কুমারযুগলের অদ্ভুত মধুর সঙ্গীত শ্রবণার্থ একদা বরুণদেব, সেই বালকদ্বয়কে নিজ বিভাবরী পুরীতে লইয়া যান। মনোহর-বয়োরূপসম্পন্ন সঙ্গীতরূপ সাগরের পারগামী সেই কুমারদ্বয় লোকপাল বরুণ দেবের আদেশানুসারেই তথায় গিয়াছিল এবং বরুণদেবও নিজ সঙ্গীতদক্ষ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কুমারদ্বয়ের মুখে পরম সুমধুরস্বরপূর্ণ ভবদীয় রমণীয় বিচিত্র চরিত শ্রবণ করেন। রঘুনন্দন! বরুণদেব মিত্রের সহিত সুধা অপেক্ষাও সুরসপূর্ণ ভবদীয় চরিত শ্রবণে পরিতৃপ্ত হন নাই। তাঁহার

প্রত্যাগন্তং দিদেশাসৌ কুমারৌ ন হি
তাবকৌ ॥ ২৩
রমণীয়মহাভোগৈর্লোভিতাবপি বালকৌ।
চালিতৌ ন গুরোশ্চাত্মমাতঃ পাদাম্বুজস্মৃতেঃ॥
অহঞ্চাপি গতঃ পশ্চাদ্বরুণালয়মুত্তমম্।
বরুণঃ প্রেমগলিতঃ পূজাং চক্রে মম প্রভো॥
পৃচ্ছতে জন্মকর্ম্মাদি সর্ব্বজ্ঞায়াপি বালয়োঃ।
বরুণায়াব্রবং সর্ব্বং জন্মবিদ্যাদ্যুপাগমম॥ ২৬
শ্রুত্বা সীতাসুতৌ দেবঃ স চক্রেঽম্বরভূষণৈঃ।
দেবদত্তমিতি গ্রাহ্যমিতি মদ্বাক্যগৌরবাৎ॥২৭
আদত্তং রাজপুত্রাভ্যাং যদ্দত্তং বরুণেন তৎ।
প্রসন্নেন তয়োর্ব্বাদ্য-গানবিদ্যাবয়োগুণৈঃ॥২৮
ততো মামব্রবীৎ সীতামুদ্দিশ্য বরুণঃ কৃতী॥২
সীতা পতিব্রতাধুর্য্যা শীলরূপবয়োঽন্বিতা।
বীরপুত্রা মহাভাগা ত্যাগং নার্হতি কর্হিচিৎ॥৩০
মহতী হানিরেতস্যাস্ত্যাগে হি রঘুনন্দন।
সিদ্ধীনাং পরমা সিদ্ধিরেষা তে হ্যনপায়িনী॥৩১
পামরৈর্ম্মহিমা নাস্যা জ্ঞায়তে যদি দূষিতৈঃ।
কা হানিস্তাবতা রাম পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন॥ ৩২
অস্মৎসাক্ষিকমেবাস্যাঃ পাবনং চরিতং সদা।
সদ্যস্তে সিদ্ধিমায়ান্তি যে সীতাপদচিন্তকাঃ॥৩৩
যস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ জন্মস্থিতিলয়াদিকাঃ।
ভবন্তি জগতাং নিত্যং ব্যাপারা ঐশ্বরা অমী
সীতা মৃত্যুঃ সুধা চেয়ং তপত্যেষা চ বর্ষতি।
স্বর্গো মোক্ষস্তপো যোগো দানঞ্চ তব জানকী
ব্রহ্মাণং শিবমস্মাংশ্চ লোকপালান্ মদাদিকান
করোত্যেষা করোত্যেব ন চ সীতা তব প্রিয়া
ত্বং পিতা সর্ব্বলোকানাং সীতা চ জননীত্যতঃ

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কার্য্যসকল কুমারযুগলের সঙ্গীত-শ্রবণজন্য আনন্দোপভোগে মহালালসায় অপহৃত হওয়ায় কুমারদ্বয়কে আর প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করেন নাই। তিনি, কুমারদ্বয়কে রমণীয় বিবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা প্রলোভিত করিলেও তাহাদিগের গুরু ও মাতার চরণ চিন্তা হইতে চালিত করিতে পারেন নাই। প্রভো! পশ্চাৎ স্বয়ং আমি বরুণালয়ে গমন করি, বরুণদেবও প্রেমার্দ্রহৃদয়ে আমার পূজা করেন। পরে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও বালকদ্বয়ের জন্ম-কর্ম্মাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, আমি সেই বরুণদেবকে যেরূপে তাহাদিগের জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষাদি হইয়াছে, তৎসমুদয় বিষয় বলি। বরুণদেব তাহাদিগকে সীতাপুত্র শ্রবণ করিয়া বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা যথেষ্ট সমাদর করেন, পরে "দেবপ্রদত্ত বস্তু অবশ্যই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য" আমার এই কথায় গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই তাহাদিগের গীত,বাদ্য, বিদ্যা,বয়স ও গুণাদিদ্বারা প্রসন্ন হইয়া বরুণদেব যে সকল বস্তু দান করিয়াছিলেন, রাজকুমারদ্বয় তৎসমুদয় গ্রহণ করে। অনন্তর মহাত্মা বরুণদেব সীতা-উদ্দেশে আমায় বলেন যে, আপনি শ্রীরামকে কহিবেন, রঘুনন্দন! বয়োরূপশালিনী সচ্চরিত্রা মহাভাগা সীতাদেবী পতিব্রতাদিগের আদর্শ এবং বীরপ্রসবিনী, তিনি কদাচ ত্যাগযোগ্যা হইতে পারেন না। সীতাদেবী সমুদয় সিদ্ধিদিগের মধ্যে নিত্যা পরমা সিদ্ধি, তাঁহার ত্যাগে মহতী হানি আছে।১৮—৩১। হে পুণ্যশ্লোক রাম! দূষিত পামরগণ যদি তাঁহার মহিমা না জানিতে পারে, তাহাতে তাঁহার বা আপনার কি হানি আছে? সীতার পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদাই সাক্ষী আছি, অধিক কি, যাহারা সীতাদেবীর চরণারবিন্দ ধ্যান করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। তাঁহারই সঙ্কল্পমাত্রে প্রতিনিয়ত অখিল জগতের সৃষ্টি লয়াদি ঐশ্বরিক ব্যাপারসকল সংঘটিত হইতেছে। সীতাই মৃত্যু ও সুধাস্বরূপা, তিনিই সূর্য্যাদিরূপে তাপ প্রদান ও বর্ষণ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ ভবদীয় জানকীই স্বর্গ, মোক্ষ, তপস্যা এবং যোগ ও দানস্বরূপা। সীতাদেবীই ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অস্মদাদি লোকপালকগণকে পুনঃপুনঃ সৃজন করিতেছেন,সীতা কেবল আপনার প্রিয় নন,

কুদৃষ্টিরত্র তু ক্ষেমযোগ্যা ন তব কর্হিচিৎ ॥৩৭
বেত্তি সীতাং সদাশুদ্ধাং সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ স্বয়ম্।
ভবানপি সুতাং ভূমেঃ প্রাণাদপি গরীয়সীম্ ॥
আদর্ত্তব্যা ত্বয়া তস্মাৎ প্রিয়া শুদ্ধেতি জানকী
ন চ শাপপরাভূতিঃ সীতায়াং ত্বয়ি বা বিভো।
ইমানি মম বাক্যানি বাচ্যানি জগতীপতিম্।
রামং প্রতি ত্বয়া সাক্ষাদ্বাল্মীকে মুনিসত্তম ॥৪০
ইত্যুক্তো বরুণেনাহং সীতাসংগ্রহকারণাৎ।
এবমেব হি সর্ব্বৈশ্চ লোকপালৈরপি প্রভো ॥৪১
শ্রুতং রামায়ণোপগানং পুত্রাভ্যাং তে সুরাসুরৈঃ।
গন্ধর্ব্বৈরপি সর্ব্বৈশ্চ কৌতুকাবিষ্টমানসৈঃ ॥৪২
প্রসন্না এব সর্ব্বেঽপি প্রশশংসুঃ সুতৌ চ তে
ত্রৈলোক্যং মোহিতং তাভ্যাং রূপ-গানবয়োগুণৈঃ ॥ ৪৩

দত্তং যল্লোকপালৈস্তে সুতাভ্যাং স্বীকৃতং হি তৎ।
ঋষিভিশ্চ বরা আভ্যামন্যেভ্যঃ কীর্ত্তিরেব চ।
একরামং জগৎসর্ব্বং পূর্ব্বং মুনিবিলোকিতম্।
ত্রিরামমধুনা জাতং সুতাভ্যাং তেঽখিলেক্ষিতম্
এককামপরাভূতির্লোকে পূর্ব্বমবেক্ষিতা।
কামৈশ্চতুর্ভিরদ্যায়ং জীয়তে চ যতস্ততঃ ॥ ৪৬
সর্ব্বত্রাস্তত্র রাজেন্দ্র রামপুত্রৌ কুশীলবৌ।
গীয়তে তত্র সঙ্কোচঃ কিংকৃতো বিদুষি ত্বয়ি ॥৪৭
কৃতেষু তব সর্ব্বেষু শ্রূয়তে মহতী স্তুতিঃ।
ত্যাগাদন্যত্র সীতায়াঃ পুণ্যশ্লোকশিরোমণে।
ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন গার্হস্থ্যমনুকুর্ব্বতা।
অঙ্গীকার্য্যৌ সুতৌ রাম বিদ্যাশীলগুণান্বিতৌ
ন তৌ স্বাং মাতরং হিত্বা স্বাস্যতো ভবদন্তিকে
জনন্যা সহিতৌ তস্মাদাকার্য্যৌ ভবতা সুতৌ।

তিনি অখিল লোকেরই জননী, এবং আপনিও অখিল লোকের পিতা, এজন্য তাঁহার প্রতি কুদৃষ্টি কখন আপনার যোগ্য নহে। স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ মহেশ্বর, সদা-শুদ্ধা সীতাকে সম্যক বিদিত আছেন এবং ভবদীয় প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী সেই ভূপুত্রীকে আপনিও সবিশেষ জানেন। বিভো! অতএব নিজ প্রিয়া জননীকে পরম পবিত্রা জ্ঞানে সমাদর করা আপনার কর্ত্তব্য, আপনার বা সীতার এরূপ শাপপরাভব সঙ্গত নহে। ৩৭—৩৯। বরুণ এই কথা বলিয়া দিয়া পুনরায় বলিলেন, হে মুনিসত্তম বাল্মীকে! আপনি জগৎপতি সাক্ষাৎ শ্রীরামকেই আমার এই সকল কথা বলিবেন। প্রভো! সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য বরুণদেব আমায় এই সকল কথা বলিয়াছেন এবং অপর সমুদয় লোকপালও উক্তপ্রকার নানা কথা বলিয়া দিয়াছেন। শ্রীরাম! সমুদয় সুরাসুর ও গন্ধর্ব্বগণও কৌতুকাবিষ্টচিত্তে ভবদীয় পুত্রদ্বয়ের রামায়ণ-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন এবং সকলেই প্রসন্ন হইয়া আপনার উভয়পুত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন; ফলে, তাহাদের রূপ, গুণ, বয়স ও সঙ্গীতে ত্রৈলোক্যই মোহিত হইয়াছে। লোকপালগণ আপনার পুত্রযুগলকে যে যে বস্তু দিয়াছিলেন, তাহারা আমার কথানুসারে তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়াছে এবং ঋষিগণপ্রদত্ত বিবিধপ্রকার বর ও অন্যান্য ব্যক্তি হইতে প্রভূত কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে মুনিগণ সমুদয় জগৎ এক রামময় দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার আপনার পুত্রযুগলদ্বারা ত্রিরামময় দেখিতেছেন। জগৎ পূর্ব্বে সকলেই এক-কাম হইতে পরাভব নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে চতুঃসংখ্যক কাম-কর্ত্তৃক এই জগৎ সর্ব্বত্রই পরাজিত হইতেছে। রাজেন্দ্র! অপর সর্ব্বস্থানেই কুশী-লব শ্রীরামের পুত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে, আপনি মহাজ্ঞানী হইয়াও কিজন্য এবিষয়ে সঙ্কোচ করিতেছেন? হে পুণ্যশ্লোক-শিরোমণে! সীতাদেবীর পরিত্যাগ ভিন্ন ভবদীয় সমুদয় কার্য্যেই মহতী সুখ্যাতি শুনা যায়। ৪০—৪৭। রাম! আপনি ত্রিলোকনাথ, এজন্য সদ্বিচারানুসারে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া সেই বিদ্যাশীলগুণান্বিত

দত্ত এব তয়া প্রাণঃ সেনাসঞ্জীবনাৎ পুনঃ।
প্রত্যয়ঃ সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ গতভামপি ॥ ৫১
নাজ্ঞাতং তে ন চাস্মাকং নামরাণাঞ্চ মানদ।
শুদ্ধৌ তস্যাস্ত লোকানাং যন্নষ্টং তদিহ ধ্রুবম্ ॥

শেষ উবাচ।

ইতি বাল্মীকিনা রামঃ সর্ব্বজ্ঞোহপ্যববোধিতঃ
শ্রুত্বা নত্বা চ বাল্মীকিং প্রত্যুবাচ স লক্ষ্মণম্ ॥
গচ্ছ তাতাধুনা সীতাম’ নেতুং ধর্ম্মচারিণীম্।
সপুত্রাং রথমাস্থায় সু নত্রসহিতঃ সখে ॥ ৫৪
শ্রাবয়িত্বা মমেমানি মুনেশ্চ বচনান্যপি।
সম্বোধ্য চ পুরীমেতাং সীতাং প্রত্যানয়াশু
তাম্ ॥ ৫৫

লক্ষ্মণ উবাচ।

যাস্যামি তব সন্দেশাৎ সর্ব্বেষাং বঃ প্রিয়াপ্তিভে
দেব্যায়াস্যতি চেদ্দেব যাত্রা মে সফলা ততঃ ॥
ময়ি সা সাভ্যসূয়ৈব পূর্ব্বদোষবশাৎ সতী।
অনাগতা দেব তস্যাঃ ক্ষমস্বাগন্তুকং তু মাম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণো রামং রথে স্থিত্বা নৃপাজ্ঞয়া।
সুমিত্রমুনিশিষ্যাভ্যাং যুতোহগাদ্বনিতাশ্রমম্ ॥
কথং প্রসাদনীয়া স্যাৎ সীতা ভগবতী ময়া।
পূর্ব্বদোষং বিজানাতি রামাধীনস্য মে সদা ॥
এবং সঞ্চিন্তয়ন্নন্তর্হর্ষসঙ্কোচমধ্যগঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রাপ সীতায়া আশ্রমং শ্রমনাশনম্ ॥৬০
রথাৎ সোহথাবরুহ্যারাদশ্রুরুদ্ধবিলোচনঃ।
আর্য্যে পূজ্যে ভগবতি শুভে ইতি বদন্মুহুঃ ॥
পপাত পাদয়োস্তস্যা বেপমানাখিলাঙ্গকঃ।
উত্থাপিতস্তয়া দেব্যা প্রীতিবিহ্বলয়া স চ ॥ ৬২

পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহারা স্বীয় মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিকট থাকিবে না, তজ্জন্য তাহাদিগের জননীর সহিত তাহাদিগকে আহ্বান করা উচিত। ভবদীয় সেনাগণকে পুনর্জ্জীবিত করায় সমুদয় পাপী জনগণেরও তদীয় পবিত্রতা-প্রতিপাদক এরূপ প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, সীতাদেবী সকলকে প্রাণ দান করিয়াছেন। হে মানদ! তাহার শুদ্ধিবিষয়ে আপনার বা আমাদিগের এবং অমরবৃন্দেরও কিছুই অজ্ঞাত নাই, কতিপয় জনগণের যে অজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহা এই ঘটনায় বিনষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ হইলেও বাল্মীকি-কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইলেন, এবং তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়াই বাল্মীকিকে প্রণামপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তুমি ধর্ম্মচারিণী সীতাকে আনয়নার্থ গমন কর। প্রিয়তম! তুমি সুমিত্রের সহিত তথায় যাইয়া আমার এবং মুনিবরের এই সকল কথা শ্রবণ করাইয়া প্রবোধদানপূর্ব্বক সীতাকে তদীয় পুত্রদ্বয়ের সহিত রথে আরোহণ করাইয়া অচিরে এই অযোধ্যাপুরীতে লইয়া আইস। তৎশ্রবণে লক্ষ্মণ কহিলেন, বিভো! আপনাদিগের সকলের প্রিয়কামনায় আপনার আদেশানুসারে আমি এখনই যাইতেছি, কিন্তু দেব! দেবী যদি আগমন করেন, তবেই আমার যাত্রা সফল হইবে। ৫০—৫৬। সতী সীতাদেবী মদীয় পূর্ব্বদোষবশতঃ নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ আছেন, এজন্য দেব! তিনি যদি না আসেন তাহা হইলে প্রত্যাগত আমার অপরাধ লইবেন না। লক্ষ্মণ শ্রীরামকে এই কথা বলিয়া সুমিত্র ও বাল্মীকির কোন শিষ্যের সহিত রথাধিরোহণে জানকীর আশ্রমে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ "কিরূপে ভগবতী সীতাদেবীকে আমি প্রসন্ন করিব, আমি শ্রীরামের অধীন হইয়া পূর্ব্বে যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ত সর্ব্বদাই তিনি মনোমধ্যে জ্ঞান করিতেছেন" এইরূপ চিন্তায় যুগপৎ হর্ষ সঙ্কোচান্বিত হইয়া গমন করত সীতাদেবীর শ্রমনাশন আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিকটে যাইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বারংবার "আর্য্যে! পূজ্যে! ভগবতি! শুভে।" ইত্যাদি বলিতে বলিতে কম্পিতকলেবরে সীতার

সীতোবাচ।

কিমর্থমাগতঃ সৌম্য বনং মুনিজনপ্রিয়ম্।
আস্তে স কুশলী দেবঃ কৌশল্যাশুক্তি-
মৌক্তিকঃ॥ ৬৩

অয়োযো ময়ি কচ্চিৎ স কীর্ত্ত্যা কেবলয়া হৃত
কীর্ত্ত্যতে সর্ব্বলোকৈশ্চ কল্যাণগুণসাগরঃ॥ ৬৪
অকীর্ত্তিভীতিমাপন্নো হন্তুং মাং ত্বাং নিযুক্তবান
যদি ততোঽপি লোকেষু কীর্ত্তিস্তস্যামলা ভবে
মৃত্বাপি পতিসৎকীর্ত্তিংকুর্ব্বত্যা মে হি সুস্থিরাম্
পতিসামীপ্যমেবাশু ভূয়াদেব হি দেবর॥ ৬৫
ত্যক্তয়াপি ময়া তেন নাসৌ ত্যক্তো মনাগপি
ফলং হি সাধনায়ত্তং হেতুঃ ফলবশো ন তু॥৬
কৌশল্যা শল্যশূন্যাসৌ কৃপাপূর্ণা সদা ময়ি।
আস্তে কুশলিনী যস্যাঃ পুত্রস্ত্রৈলোক্যপালকঃ
সর্ব্বে কুশলিনঃ সন্তি ভরতাদ্যাশ্চ বান্ধবাঃ।
সুমিত্রা চ মহাভাগা যস্যাঃ প্রাণাদহং প্রিয়া॥৬৯

মদ্বৎকিং ত্বমপি ত্যক্তঃ সর্ব্বলোকেষু কীর্ত্তয়ে।
রাজ্ঞঃ কিং তুত্যজং তস্য স্বাত্মাপি যস্য ন প্রিয়ঃ
ইত্যেবং বহুধা পৃষ্টস্তয়া রামানুজঃ স তাম্।
উবাচ কুশলী দেবঃ কুশলং ত্বয়ি পৃচ্ছতি। ৭১
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ
পপ্রচ্ছুঃ কুশলং দেবি প্রীত্যা ত্বামাশিষা সহ॥
কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বং হি তব পাদাভিবন্দনম্।
নিবেদয়ামি শত্রুঘ্নভরতাভ্যাং কৃতং শুভে॥
গুরুভিগু রুপত্নীভিঃ সর্ব্বাভিরপি তে শুভে।
দত্তাশীঃ কুশলপ্রশ্নঃ কৃতশ্চ ত্বয়ি জানকী। ৭৪
আকারয়তি দেবস্ত্বাং নির্ব্যলীকঃ কৃতাত্মবান্।
অলঙ্কাত্মরতিস্তত্তোঽন্যত্র সর্ব্বত্র ভামিনি।৭৫
শূন্যা এব দিশঃ সর্ব্বাস্ত্বাং বিনা জনকাত্মজে।

চরণদ্বয়ে পতিত হইলেন, সীতাও প্রীতি-বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন। তখন সীতা বলিলেন, সৌম্য! কি জন্য এই মুনিজন-প্রিয় অরণ্যে আসিলে? কৌশল্যারূপ শুক্তিসম্ভূত মৌক্তিকস্বরূপ দেব রঘুনাথ ত কুশলে আছেন? কেবল কীর্ত্তি-প্রিয় রঘুনাথ ত আমার উপর রুষ্ট হন নাই? সকল লোকেই ত তাঁহাকে কল্যাণগুণসাগর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি কি অকীর্ত্তি-ভয়ে আমাকে সংহারার্থ তোমায় নিযুক্ত করিয়াছেন? কি জানি, যদি তাহাতেও তাঁহার নির্ম্মল কীর্ত্তি হয়। দেবর! আমি যদি মরিয়াও তাঁহার চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি রক্ষা করিতে পারি,তাহা হইলে অবিলম্বেই আমার পতিসারূপ্য লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। তিনি আমায় পরিত্যাগ করিলেও আমি তাঁহাকে ক্ষণকালের নিমিত্তও ত্যাগ করি নাই, কারণ, ফলই হেতুর অধীন, হেতু কখন ফলের বশ নহে। যাঁহার পুত্র ত্রৈলোক্য-পালক, এবং যিনি সর্ব্বদা আমার প্রতি কৃপাবতী ছিলেন, সেই দেবী কৌশল্যা ত কুশলিনী আছেন? তিনি আমার ত্যাগে মদীয় অপবাদরূপ-শল্যশূন্যা হইয়াছেন ত? ভরতাদি বান্ধবগণ সকলেরই কুশল ত? এবং যাঁহার আমি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা ছিলাম, সেই সুমিত্রাদেবীও ত কুশলে আছেন? অখিল লোকে কীর্ত্তির নিমিত্ত আমার ন্যায় তুমিও পরিত্যক্ত হইয়াছ নাকি? যাঁহার স্বীয় আত্মাও প্রিয় নহে, তাদৃশ রাজার অত্যাজ্যই বা কি আছে। লক্ষ্মণ সীতা কর্ত্তৃক বারংবার এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, দেব রঘুনন্দন কুশলে আছেন এবং তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। দেবি! কৌশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতি সমুদয় রাজযোষিদ্‌গণই প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে আপনাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অয়ি শুভে! ভরত ও শত্রুঘ্ন যে কুশল-প্রশ্নপূর্ব্বক আপনার চরণে অভিবাদন করিয়াছেন, তাহাও নিবেদন করিতেছি। শুভে জানকি! সমুদয় গুরুজন ও গুরুপত্নীরাই আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে ভামিনি! পরমজ্ঞানী আর্য্য এক্ষণে প্রকৃতিস্থ এবং আপনি ভিন্ন অপর সমুদয়

পশ্যন্ রোদিতি নাথো নো রোদয়ন্নিতরানপি
যত্র দেবি স্থিতাসি ত্বং নিত্যং স্মরতি রাঘবঃ
শূন্যং তু তমেবাসৌ মন্যমানো বিদেহজে ॥
ধন্যোঽয়মাশ্রমো জাতো বাল্মীকের্যত্র জানকী
কালং ক্ষপতি বার্ত্তাভির্মদীয়াভির্বদন্নিতি ॥৭৮
উক্তবান্ যক্রন্দন্ কিঞ্চিৎস্বামী নস্ত্বয়ি তচ্ছৃণু।
ব্যক্তীভবতি বক্তুর্যদ্ধৃদ্গতং তদসংশয়ম্ ॥ ৭৯
লোকো বদতি মামেব সর্ব্বেষামীশ্বরেশ্বরম্।
অহং ত্বদৃষ্টমেবৈষাং স্বতন্ত্রং কারণং ব্রুবে ॥৮০
অদৃষ্টমেব কার্য্যেষু সর্ব্বেশোঽপ্যনুগচ্ছতি।
ঈশনীয়াঃ কুতো নৈতদন্বীয়ুঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥৮১
ধনুর্ভঙ্গে মতেভ্রংশে কৈকেয্যা মরণে পিতুঃ।
অরণ্যগমনে তত্র হরণে তব বারিধেঃ ॥ ৮২
তরণে রক্ষসাং ভর্ত্তুর্মারণেঽপি রণে রণে।
সহায়ীভবনে মহ্যমৃক্ষবানররক্ষসাম্ ॥ ৮৩
লাভে তব প্রতিজ্ঞায়াঃ সত্যত্বে চ সতীমণে ॥
পুনঃ স্ববন্ধুসম্বন্ধে রাজ্যপ্রাপ্তৌ চ ভামিনি ॥
পুনঃ প্রিয়াবিয়োগে চ কারণং যদবারণম্।
প্রসীদতি তদেবাদ্য সংযোগে পুনরাবয়োঃ ॥
বেদোঽন্যথা কৃতো যেন লোকোৎপত্তিলয়ৌ যতঃ।
লোকাননুগতস্তস্মাৎ কারণং প্রথমং ত্বহম্ ॥৮৬
অদৃষ্টমনুবর্ত্তন্তে লোকাঃ সম্প্রতিবোধকাঃ।
ভোগেন জীর্য্যতেঽদৃষ্টং তত্তু ভুক্তং ত্বয়া বনে
স্নেহোঽকারণকঃ সীতে বর্দ্ধমানো মম ত্বয়ি।
লোকাদৃষ্টে তিরস্কৃত্য ত্বামাহ্বয়ত আদরাৎ ॥

বন্ধতেই অনুরাগবিহীন হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। জনকাত্মজে! আমাদিগের প্রভু রামচন্দ্র, আপনার অদর্শনে দশদিক্ শূন্যময় অবলোকন করিয়া আপনিও রোদন করিতেছেন এবং অপর সকলকেও কাঁদাইতেছেন। দেবি বিদেহজে! "আপনি যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানকেই কেবল শূন্যময় মনে করিয়া এবং যে স্থানে জানকী মদীয় কথায় কালক্ষেপ করিতেছেন, সেই বাল্মীকির আশ্রমই ধন্য, সতত এইরূপ বলিয়া তিনি নিরন্তরই আপনাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। আমাদিগের সেই প্রভু রোদন করিতে করিতে আপনাকে বলিবার নিমিত্ত যাহা কিছু বলিয়া দিয়াছেন, শ্রবণ করুন। বক্তার বাক্যে যেরূপ প্রকাশ পায়, তাঁহার মনোগত ভাবও তদ্রূপ, তাহাতে সংশয় নাই। ৫৭—৭৯। তিনি বলিয়াছেন দেবি! লোকে আমাকেই সকলের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর বলে, কিন্তু আমি বলি, অদৃষ্টই সকলের প্রধান কারণ।৮০ কারণ, যিনি সকলের ঈশ্বর, তাঁহাকেও সর্ব্বকার্য্যে অদৃষ্টের অনুসরণ করিতে হয়, সুতরাং যাহারা ঈশ্বরের অধীন, তাহারা কিজন্য না সুখ-দুঃখ বিষয়ে তাহার অনুবর্ত্তী হইবে? অয়ি সতী-শিরমণে ভামিনি! হরধনুর্ভঙ্গে, কৈকেয়ীর মতিভ্রংশে, পিতার মরণে, অরণ্যগমনে, তোমার হরণে, বারিধিতরণে, রণক্ষেত্রে, রাক্ষসাধিপতি সংহারে, বিভীষণ এবং ঋক্ষ ও বানরগণকৃত মদীয় সহায়তায়, পুনরায় তোমার লাভে, প্রতিজ্ঞা সত্যকরণে, পুনর্ব্বার স্বীয় বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সম্মিলনে ও রাজ্যলাভে এবং পুনর্ব্বার প্রিয়াবিয়োগে যে অদৃষ্ট অনিবার্য্য কারণ, অধুনা সেই অদৃষ্টই আবার আমাদিগের পুনর্ম্মিলনে প্রসন্ন হইয়াছে। যে হেতু, অদৃষ্ট বেদকেও অন্যথা করিতে পারে, এবং যাহা হইতে অখিল লোকের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে, অপিচ যাহা কোন ব্যক্তিরই অনুগত নহে, সেই অদৃষ্টকেই আমি সুখ-দুঃখের প্রধান কারণ বলি। কিন্তু ফলে, মহাজ্ঞানী পুরুষেরাও অদৃষ্টের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন এবং যে অদৃষ্ট কেবল ভোগদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তুমিও বনে থাকিয়া সেই অদৃষ্ট ভোগ করিয়াছ। যাহাই হউক, সীতে! তোমার প্রতি আমার যে অকৃত্রিম স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই স্নেহই আমাদিগের নিন্দাকারী লোক ও দুরদৃষ্টকে উপেক্ষা করিয়া তোমায় সাদরে

শঙ্কিতেনাপি দোষেণ স্নেহনৈর্ম্মল্যমজ্জনম্।
ভবতীতি স বৈ শুদ্ধ আস্বাদ্যো বিবুধৈঃ সদা
স্নেহশুদ্ধিরিয়ং ভদ্রে কৃতা মে ত্বয়ি নান্যথা।
মন্তব্যং রক্ষিতোঽপ্যেষ লোকঃ শিষ্টানুবর্ত্তিনা
আবয়োর্নিন্দয়া দেবি সর্ব্বাবস্থাসু শুদ্ধয়ে।
লোকো নঙ্ক্ষ্যেদ্ধি সম্মূঢ়শ্চরিতৈর্ম্মহতাময়ম্ ॥৯১
আবয়োরুজ্জ্বলা কীর্ত্তিরাবয়োরুজ্জ্বলো রসঃ।
আবয়োরুজ্জ্বলৌ বংশাবাবয়োরুজ্জ্বলাঃ ক্রিয়াঃ
ভবেয়ুরাবয়োঃ কীর্ত্তিগায়কা উজ্জ্বলা ভুবি।
আবয়োর্ভক্তিমন্তো যে তে যান্ত্যন্তং ভবাম্বুধে
ইত্যুক্তা ভবতী তেন প্রীয়মাণেন তে গুণৈঃ।
পত্যুঃ পাদাম্বুজে দ্রষ্টুং করোতু সদয়ং মনঃ॥
বাসাংসি রমণীয়ানি ভূষণানি মহান্তি চ।
অঙ্গরাগস্তথা গন্ধা মনোজ্ঞাস্ত্বয়ি যোজিতাঃ॥

আহ্বান করিতেছে। ভদ্রে! শঙ্কিত দোষেও স্নেহের নির্ম্মলতা বিলুপ্ত হয় বলিয়া জ্ঞানিগণের পক্ষে তাহার শুদ্ধিবিধানপূর্ব্বক সর্ব্বদা আস্বাদন করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য আমি যে তোমার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, উহা-দ্বারা স্নেহের শুদ্ধিবিধানই করিয়াছি, তুমি উহাতে অন্যভাব মনে করিও না। দেবি! শিষ্যানুবর্ত্তী হইয়া এই জগতকেও রক্ষা করিয়াছি. কারণ, আমাদিগের যখন সকল অবস্থাতেই শুদ্ধি আছে, তখন আমাদিগের নিন্দায় নিশ্চয়ই বিমূঢ় জনগণ বিনষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় মহতের আচরণ দ্বারা এই জগৎ রক্ষিত হইল ৮০—৯১। আমাদিগের উভয়ের কীর্ত্তিও উজ্জ্বল, রসও উজ্জ্বল, বংশও উজ্জ্বল এবং কার্য্যসকলও উজ্জ্বল; অধিক কি, আমাদিগের কীর্ত্তিদায়ক মানবগণও ভূতলে উজ্জ্বল হইবে। যাহারা আমাদিগের প্রতি ভক্তিমান্, তাহারা ভবসাগরপারে গমন করিয়া থাকে। দেবি! আর্য্য আপনার গুণে প্রীত হইয়াই আপনাকে এই সকল কথা বলিয়াছেন, এক্ষণে পতির পদাম্বুজ-দর্শনার্থ সদয় হউন। শোভনে! শ্রীরাম-

রথো দাসশ্চ রামেণ প্রেষিতা উৎসবায় তে।
ছত্রঞ্চ চামরে শুভ্রে গজা অশ্বাশ্চ শোভনে॥
স্তূয়মানা দ্বিজশ্রেষ্ঠৈঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ।
বন্দ্যমানা পুরস্ত্রীভিঃ সেব্যমানা চ যোদ্ধৃভিঃ॥
পুষ্পৈঃ সঞ্ছাদ্যমানা চ দেবদেবাঙ্গনাদিভিঃ।
ধনাদি দদতী তেভ্যো দ্বিজাদিভ্যো যথোচিতম্
গজারূঢ়ৌ কুমারৌ চ পুরস্কৃত্য জনেশ্বরি।
ময়ানুগম্যমানা চ গচ্ছাযোধ্যাং নিজাং পুরীম্
ত্বয়ি তত্র গতায়াং তু সঙ্গতায়াং প্রিয়েণ তে।
সর্ব্বাসাং রাজনারীণামাগতানাঞ্চ সর্ব্বতঃ॥১০০
সর্ব্বমহর্ষিপত্নীনাং কৌশল্যানাং তথা মখে।
মঙ্গলৈর্ব্বাদ্যগীতাদ্যৈর্ভবত্বদ্য মহোৎসবঃ॥১০১

শেষ উবাচ।

ইতি বিজ্ঞাপনং দেবী শ্রুত্বা সীতা তমাহ চ।
নাহং কীর্ত্তিকরী রাজ্ঞো নাপি কীর্ত্তিঃ স্বয়ংত্বহম্
কিং ময়া তস্য সাধ্যং স্যাদ্ধর্ম্মকামার্থশূন্যয়া।
সত্যেব ভবতাং ভূপে কো বিশ্বাসো নিরঙ্কুশে

চন্দ্র আপনার উৎসবার্থ রমণীয় বিবিধ বসন, মহামূল্য ভূষণনিচয়, মনোজ্ঞ অঙ্গরাগ ও গন্ধদ্রব্যসকল, রথ, দাসীসমূহ, ছত্র, শুভ্র-চামরদ্বয় এবং বহুতর গজ ও অশ্ব প্রেরণ করিয়াছেন। হে জনেশ্বরি! এক্ষণে আপনি, দ্বিজবরগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান, এবং সূত মাগধ ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যমান হইয়া দ্বিজাতিগণকে ধনাদি বিতরণপূর্ব্বক কুমার-যুগলকে গজারোহণে অগ্রে লইয়া নিজ পুরী অযোধ্যায় গমন করুন, আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকি, এবং দেব-দেবাঙ্গনা সকল আপনার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে থাকুন। আপনি তথায় যাইলে ও পতির সহিত মিলিত হইলে, যজ্ঞস্থানে সমাগত কৌশল্যাদি রাজনারীগণের এবং সমুদয় মহর্ষিপত্নীগণের মঙ্গলসূচক গীত ও বাদ্য-সহকারে অদ্য মহোৎসব হইবে। সীতাদেবী শ্রীরামের এতদ্বিজ্ঞাপন শ্রবণে লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি সেই রাজবরের কীর্ত্তিকরী রমণী বা স্বয়ংও কীর্ত্তি নই। ধর্ম্মকামার্থশূন্যা

প্রত্যক্ষা বা পরোক্ষা বা ভর্ত্তুর্দ্দোষা মনঃস্থিতা
ন বাচ্যা জাতু মাদৃশ্যা কল্যাণকুলজাতয়া॥১০৪
পাণিগ্রহণকালে মে যদ্রূপো হৃদয়ে স্থিতঃ।
তদ্রূপো হৃদয়ান্নাসৌ কদাচিদপসর্পতি॥ ১০৫
লক্ষ্মণেমৌ কুমারৌ মে তত্তেজোহংশসমুদ্ভবৌ
বংশাঙ্কুরৌ মহাবীরৌ ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদৌ॥
নীত্বা পিতুঃ সমীপং তু লালনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
তপসারাধয়িষ্যামি রামং কামমিহ স্থিতা॥১০৭
বাচ্যং ত্বয়া মহাভাগ পূজ্যপাদাভিবন্দনম্।
সর্ব্বেভ্যঃ কুশলঞ্চাপি গম্যেতো মদপেক্ষয়া॥
পুত্রৌ সমাদিশৎ সীতা গচ্ছতং পিতুরন্তিকম্
শুশ্রূষণীয় এবাসৌ ভবদ্ভ্যাং স্বপদপ্রদঃ॥ ১০৯
আজ্ঞপ্তাবপ্যনিচ্ছন্তৌ তৌ কুমারৌ কুশীলবৌ

বাল্মীকিবচনাত্তত্র জগ্মতুশ্চ সলক্ষ্মণৌ॥ ১১০
বাল্মীকেরেব পাদাব্জ-সমীপং তৎসুতৌ গতৌ
লক্ষ্মণোহপি ববন্দে তং গত্বা বালকসংযুতঃ॥
বাল্মীকির্লক্ষ্মণস্তৌ চ কুমারৌ মিলিতা অমী।
সভায়াং সংস্থিতং রামং জ্ঞাত্বা চ জগ্মুরুৎসুকাঃ
লক্ষ্মণঃ প্রণিপত্যাথ সীতাবাক্যাদি সর্ব্বশঃ।
কথয়ামাস রামায় হর্ষশোকযুতঃ সুধীঃ॥ ১১৩
সীতাসন্দেশবাক্যেভ্যো রামো মূর্চ্ছাং
সমন্বভূৎ।
সংজ্ঞামবাপ্য চোবাচ লক্ষ্মণং নয়কোবিদম্॥

শ্রীরাম উবাচ।

গচ্ছ মিত্র পুনস্তত্র যত্নেন মহতা চ তাং।
শীঘ্রমানয় ভদ্রং তে মদ্বাক্যানি নিবেদ্য চ॥
অরণ্যে কিং তপশ্চর্য্যা গতিরস্যা বিচিন্তিতা।
শ্রুতা দৃষ্টাথবা মত্তো যন্নাগচ্ছসি জানকি।

আমিই বা তাঁহার কি করিব? এবং আমার দ্বারা যখন তাঁহার কোন প্রয়োজন সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সেই নিরঙ্কুশ ভূপতিকে বিশ্বাসই বা কি আছে? প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভর্ত্তার দোষ সকল মনেই রহিল, মাদৃশ সৎকুলসম্ভূতা রমণী কদাচ তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবে না। পাণিগ্রহণকালে তিনি আমার হৃদয়ে যেরূপ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়াছেন, তাঁহার সেই মূর্ত্তি কখনই আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হইবে না। লক্ষ্মণ! মদীয় এই কুমারদ্বয় তাঁহারই তেজোহংশ-সম্ভূত বংশাঙ্কুর, এবং ইহারা মহাবীর ও ধনুর্বিদ্যায় বিশারদ, তুমি ইহাদিগকে ইহাদের পিতৃসমীপে লইয়া গিয়া সযত্নে লালন-পালন করিও, আমি, এস্থানে থাকিয়াই তপস্যা দ্বারা শ্রীরামকে যথেচ্ছ আরাধনা করিব। হে মহাভাগ! তুমি এস্থান হইতে যাইয়া সকলকে আমার কুশল এবং পূজ্য-পাদদিগকে আমার নমস্কার জানাইও। অনন্তর সীতা, পুত্রদ্বয়কে কহিলেন,—তোমরা এক্ষণে পিতৃসমীপে গমন কর; সেই স্বপদপ্রদ পিতার সর্ব্বদা শুশ্রূষা করিও। তখন সেই কুমারযুগল কুশী-লব সীতা-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও বাল্মীকি যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন শ্রবণে লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় গমন করিলেন।৯২—১১০। অতঃপর সেই সীতা-সুতদ্বয় অগ্রে বাল্মীকির চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন; এদিকে লক্ষ্মণও সেই বালকদ্বয়ের সহিত তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন বাল্মীকি, লক্ষ্মণ ও সেই কুমারদ্বয় মিলিত হইয়া, শ্রীরামচন্দ্র সভায় উপস্থিত আছেন, জানিয়া সমুৎসুকচিত্তে তথায় গমন করিলেন। অনন্তর মহাবুদ্ধি লক্ষ্মণ, শ্রীরামকে প্রণিপাত পূর্ব্বক যুগপৎ হর্ষ-শোক-পূর্ণহৃদয়ে সীতার সমুদয় বাক্যাদি কহিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও সীতার সন্দেশবাক্য শ্রবণমাত্রেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন এবং পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া নয়কোবিদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, মিত্র! তুমি পুনরায় তথায় গমন কর এবং মদুক্ত বাক্য সকল নিবেদনপূর্ব্বক অতিযত্নসহকারে অবিলম্বে সীতাকে আনয়ন কর; তোমার মঙ্গল হইবে। আমার এই কথা বলিবে, জানকি! তুমি যে আসিতেছ না, ইহাতে তুমি কি অরণ্যে তপশ্চরণদ্বারা আমা

স্বদিচ্ছয়া ত্বমেবেতো গতারণ্যং মুনিপ্রিয়ম্‌
পূজিতা মুনিপত্ন্যস্তা দৃষ্টা মুনিগণস্ত্বয়া। ১১৭
পূর্ণো মনোরথস্তেঽদ্য কিং নাগচ্ছসি ভামিনি
ন দোষং ময়ি পশ্যেস্ত্বং স্বাত্মেচ্ছায়া বিলোকনাৎ
গত্বাগত্বাথ বামোরু পতিরেব গতিঃ স্ত্রিয়াঃ।
নির্গুণোঽপি গুণাম্ভোধিঃ কিং পুনর্মনসেপ্সিতঃ
যা যা ক্রিয়া কুলস্ত্রীণাং সা সা পত্যুঃ প্রতুষ্টয়ে
পূর্ব্বমেব প্রতুষ্টোঽহমদ্য তু সুন্দরাং ত্বয়ি॥১২০
যাগো জপস্তপো দানং ব্রতং তীর্থং দয়াদিকম্‌
দেবাশ্চ ময়ি সন্তুষ্টে তুষ্টমেতদসংশয়ম্‌। ১২১

শেষ উবাচ।

ইতি সন্দেশমাপীয় সীতাং প্রতি জগৎপতেঃ।
আহ লক্ষ্মণ আত্মেশমানতঃ প্রণয়াদ্ধরৌ ॥১২২

লক্ষ্মণ উবাচ।

সীতানয়নমুদ্দিশ্য প্রসন্নস্ত্বং যদূচিবান্‌।
কথয়িষ্যামি ত্বদ্বাক্যং বিনয়েন সমন্বিতম্‌ ॥১২৩
ইত্যুক্ত্বা পাদয়োর্নত্বা রঘুনাথস্য লক্ষ্মণঃ।
জগাম ত্বরিতঃ সীতাং রথে তিষ্ঠন্মহাজবে।
বাল্মীকিঃশ্রীযুতৌ বীক্ষ্য রামপুত্রৌ মহৌজসৌ
উবাচ স্মিতমাধায় মুখং কৃত্বা মনোহরম্‌। ১২৫

বাল্মীকিরুবাচ।

যুবাং প্রগায়তাং পুত্রৌ রামচারিত্রমদ্ভুতম্‌।
বীণাং বৈ বাদয়ন্তৌ বাং কলগানেন শোভিতম্‌
ইত্যুক্তৌ তৌ সুতৌ রামচরিত্রং বহুপুণ্যদম্‌।
অগায়তাং মহাভাগৌ সুবাক্যপদচিত্রিতম্‌ ॥
যস্মিন্‌ ধর্ম্মবিধিঃ সাক্ষাৎপাতিব্রত্যন্তু যৎস্থিতম্‌
ভ্রাতৃস্নেহো মহান্‌ যত্র গুরুভক্তিস্তথৈব চ।
স্বামিসেবকয়োর্যত্র নীতির্ম্মূর্ত্তিমতী কিল।
অধর্ম্মকরশাস্তির্বৈ যত্র সাক্ষাদ্রঘূদ্বহাৎ। ১২৯
তদ্গানেন জগদ্ব্যাপ্তং দিবি দেবা অপি স্থিতাঃ
কিন্নরা অপি যদ্গানং শ্রুত্বা মূর্চ্ছামিতাঃ ক্ষণাৎ

অপেক্ষা অপর কোন উৎকৃষ্ট সঙ্গতি লাভের উপায় স্থির করিয়াছ? না শুনিয়াছ? অথবা দেখিয়াছ? তুমি নিজ ইচ্ছানুসারেই এস্থান হইতে মুনিজনপ্রিয় অরণ্যে গমন করিয়াছ, এবং মুনিগণকে দর্শন ও মুনিপত্নীগণকে পূজা করিয়াছ, এক্ষণে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; অতএব কি জন্য আসিতেছ না? ভামিনি! তুমি নিজ ইচ্ছায় প্রতি দৃষ্টি করিলে আমার অপরাধ দেখিতে পাইবে না। অয়ি বামোরু! মনোমত গুণসাগর পতির কথা কি, পতি নির্গুণ হইলেও রমণী যে স্থানে যাইয়া থাকুন, সেই পতিই তাঁহার একমাত্র গতি। কুলাঙ্গনাদিগের যাহা কিছু কার্য্য, তৎসমস্তই পতির সন্তোষার্থ উক্ত আছে, কিন্তু আমি যখন তোমার প্রতি পূর্ব্বেই সমধিক সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে ত থাকিবই। তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি তুষ্ট হইলেই তোমার যাগ, জপ, তপস্যা, দান, ব্রত, তীর্থ, দয়াধর্ম্মাদি সফল হইবে এবং দেবগণও প্রসন্ন হইবেন। জগৎপতি শ্রীরামের সীতার প্রতি ঈদৃশ বক্তব্য বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ তৎপ্রতি প্রণয়বশতঃ অবনতভাবে সেই আত্মেশ্বরকে কহিলেন,—আপনি সীতাকে আনয়নার্থ প্রসন্নচিত্তে যাহা বলিয়া দিলেন, আমি বিনয়পূর্ব্বক তাহাই কহিব। লক্ষ্মণ এই বলিয়া রঘুনাথের চরণে প্রণামপূর্ব্বক ত্বরায় ত্বরিতগতি রথে আরোহণ করিয়া সীতা-উদ্দেশে গমন করিলেন। এদিকে বাল্মীকি, শ্রীরামের মহাতেজা পুত্রদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করত প্রফুল্লমুখে কহিলেন, বৎসদ্বয়! তোমরা এক্ষণে বীণা বাদন করত সুমধুরস্বরে অদ্ভুত শ্রীরামচরিত্র গান কর। সেই মহাভাগ সীতাসুতদ্বয় বাল্মীকি কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া যাহাতে সাক্ষাৎ ধর্ম্মবিধি, পাতিব্রত্য, ভ্রাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি, স্বামী ও সেবক সম্বন্ধে মূর্ত্তিমতী নীতি ও সাক্ষাৎ শ্রীরাম হইতে পাপাত্মাদিগের শাস্তিবিধান বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা মনোহর বাক্য ও পদাবলী দ্বারা বিচিত্রিত, সেই বহুপুণ্যপ্রদ রামচরিত্র গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই সঙ্গীত-ধ্বনিতে অখিল জগৎ

বীণায়া স্বনিতং শ্রুত্বা তালমানেন শোভিতম্।
নিখিলা পরিষত্তত্র শালভঞ্জীব চিত্রিতা॥ ১৩১
হর্ষাদশ্রূণি মুঞ্চন্তি রামাদ্যা ভূমিপাস্তদা।
তদ্গানপঞ্চমালাপ-মোহিতাশ্চিত্রিতোপমাঃ॥
তত্র রামঃ সুতৌ দৃষ্ট্বা মহাগানবিমোহকৌ।
অদাত্তাভ্যাং সুবর্ণস্য লক্ষংলক্ষং পৃথক্ পৃথক্
তদা দানপরং দৃষ্ট্বা বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্।
অক্রতাং প্রহসন্তৌ তৌ কিঞ্চিদ্বক্রভ্রবোর্দ্ধয়ৌ॥

কুশলবাবূচতুঃ।

মুনে মহানয়োঽহনেন ক্রিয়তে ভূমিপেন বৈ।
যদাবাভ্যাং সুবর্ণানি দাতুমিচ্ছতি লোভয়ন্॥
প্রতিগ্রহো ব্রাহ্মণানাং শস্যতে নেতরেষু বৈ।
প্রতিগ্রহপরো রাজা নরকায়ৈব কল্পতে॥ ১৩৬
আবয়োঃ কৃপয়াযুক্তং রাজ্যং ভুঙ্ক্তে মহীপতিঃ
কথং দাতুং সুবর্ণানি বাঞ্ছতি শ্রেয়সাঙ্ক্ষিতঃ॥৩৭
ইত্যুক্তবন্তৌ তৌ দৃষ্ট্বা বাল্মীকিঃ কৃপয়া যুতঃ।
অশংসদ্যুষ্মৎপিতরং জানীথা নীতিবিত্তমৌঃ॥
ইতি শ্রুত্বা মুনের্বাক্যং বালকৌ পিতৃপাদয়োঃ
লগ্নৌ বিনয়সংযুক্তৌ মাতৃভক্ত্যাতিনির্ম্মলৌ॥
রামো বালৌ দৃঢ়ং স্বাঙ্গে পরিরভ্য মুদান্বিতঃ।
মেনে স্বীয়ৌ তদা ধর্ম্মৌ মূর্ত্তিমন্তাবুপস্থিতৌ॥
সভাপি রামসুতয়োর্ব্বীক্ষ্য বক্ত্রে মনোরমে।
জানকীপতিভক্তিত্বং সত্যং মেনে মুনীশ্বর॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শেষমুখপ্রোক্তং শ্রুত্বা বাৎস্যায়নোঽব্রবীৎ
রামায়ণং শ্রোতুমনাঃ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিতম্॥ ১৪২

বাৎস্যায়ন উবাচ।

কস্মিন্ কালে কৃতং স্বামিন্ রামায়ণমিদং মহৎ
কস্মাচ্চকার কিং তত্র বর্ণনং কিং বদস্ব তৎ॥

পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল, অধিক কি, স্বর্গস্থিত দেবগণ ওকিন্নরগণ তদ্গান শ্রবণে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাল-মান-শোভিত বীণা স্বর শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে থাকিলেন। তৎকালে শ্রীরাম প্রভৃতি সমুদয় ভূপতিগণও তদ্গানপঞ্চমালাপে চিত্রিতোপম মোহিত হইয়া হর্ষভরে অবিরল অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে শ্রীরামচন্দ্র পুত্রদ্বয়কে মহাগানে সকলকে বিমোহিত করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে লক্ষ সুবর্ণ দান করিতে আদেশ করিলেন। তখন বক্রিমভ্রূ কুশী-লব, শ্রীরামকে দানপ্রবৃত্ত দেখিয়া হাস্যসহকারে মুনিসত্তম বাল্মীকিকে কহিলেন,—হে মুনে! এই ভূপতি যে আমাদিগকে প্রলোভিত করত সুবর্ণনিচয় দান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা অতি অন্যায় কার্য্য, কারণ ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই প্রতিগ্রহ প্রশস্ত, অপরের নহে। ক্ষত্রিয় প্রতিগ্রহপর হইলে নরকগামী হইয়া থাকে। এই কল্যাণবান মহীপতিও আমাদিগেরই কৃপাপ্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতেছেন, অতএব কি নিমিত্ত আবার আমাদিগকেই সুবর্ণনিচয় দান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। বাল্মীকি সেই নীতিবিত্তম কুশী-লবকে এই কথা বলিতে শুনিয়া কৃপাপূর্ণহৃদয়ে কহিলেন, উঁহাকে তোমাদিগের পিতা জানিবে। মাতৃভক্তি-বশে বিমলহৃদয় সেই বালক কুশী-লব মুনির ঐ কথা শুনিয়াই বিনীতভাবে পিতৃপদে পতিত হইলেন। তখন শ্রীরামও সানন্দ-চিত্তে সেই বালকদ্বয়কে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক উপস্থিত মূর্ত্তিমান্ স্বীয় ধর্ম্মদ্বয়ের ন্যায় মনে করিলেন। মুনিবর! তৎকালে সভাস্থ সকল লোকই শ্রীরামের সেই পুত্রদ্বয়ের মনোরম মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া জানকীর পতিভক্তি যে অকৃত্রিম, তাহা বুঝিতে পারিল। ব্যাস বলিলেন, মুনিবর বাৎস্যায়ন অনন্তদেবের মুখোচ্চারিত ইত্যাদিবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিত রামায়ণ শ্রবণে অভিলাষী হইয়া অনন্তদেবকে কহিলেন,—হে স্বামিন্! বাল্মীকি কোন্ সময়ে কি নিমিত্ত ঐ মহৎ রামায়ণ প্রণয়ন করেন? এবং কোন্ কোন্ বিষয়ই বা তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে? তৎসমুদয় আমায় বলুন। অনন্তদেব কহি-

শেষ উবাচ।
একদা গতবান্ বিপ্রো বাল্মীকির্বিপিনং মহৎ
যত্র তালাস্তমালাশ্চ কিংশুকা যত্র পুষ্পিতাঃ॥
কেতকী যত্র রজসা কুর্ব্বতী সৌরভং বনম্।
শশিপ্রভেব মহতী দৃশ্যতে শুভ্রবর্ণভৃৎ॥১৪৫
চম্পকো বকুলশ্চাপি কোবিদারঃ কুরঙ্গকঃ।
অনেকে পুষ্পিকা যত্র পাদপাঃ শোভনে বনে
কোকিলানাং বিরাবেণ ষট্‌পদানাং চ শব্দিতৈ
সজ্জুষ্টং সর্ব্বতো রম্যং মনোহরবয়োহন্বিতম্॥
তত্র ক্রৌঞ্চযুগং রম্যং কামবাণপ্রপীড়িতম্।
পরস্পরং প্রহৃষিতং রেমে স্নিগ্ধতয়া স্থিতম্॥
তদা ব্যাধঃ সমাগত্য তয়োরেকং মনোহরম্।
অবধীন্নির্দ্দয়ঃ কশ্চিন্মাংসাস্বাদনলোলুপঃ॥১৪৯
তদা ক্রৌঞ্চী ব্যাধহতং স্বপতিং বীক্ষ্য দুঃখিতা
বিললাপ ভৃশং দুঃখান্মুঞ্চতী রাবমুচ্চকৈঃ॥১৫
তদা মুনিঃ প্রকুপিতো নিষাদং ক্রৌঞ্চঘাতকম্
শশাপ বার্ধ্যুপস্পৃশ্য সরিতঃ পাবনং শুভম্॥
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চপক্ষিণোরেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥
তদা প্রবন্ধং শ্লোকস্য জাতং মত্বা হৃষ্ট দ্বিজা।
উচুর্মুনিং প্রহৃষ্টাস্তে শংসন্তঃ সাধু সাধ্বিতি॥
স্বামিন্ শাপোদিতে বাক্যে ভারতী শ্লোক-
মাতনোৎ।
অত্যন্তং মোহনো জাতঃ শ্লোকোহয়ং মুনিসত্তম
তদা মুনিঃ প্রহৃষ্টাত্মা বভূব বাড়বর্ষভঃ।
তস্মিন্ কালে সমাগত্য ব্রহ্মা পুত্রৈঃ সমন্বিতঃ।
বচো জগাদ বাল্মীকিং ধন্যোহসি ত্বং মুনীশ্বর
ভারতী ত্বন্মুখে স্থিত্বা শ্লোকত্বং সমপদ্যত॥
তস্মাদ্রামায়ণং রম্যং কুরুষ মধুরাক্ষরম্।
যেন তে বিমলা কীর্ত্তিরাকল্পান্তং ভবিষ্যতি॥

লেন, একদা বিপ্রবর বাল্মীকি নিবিড়-অরণ্যমধ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায় যেস্থানে বহুল তাল, তমাল, ও পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষসকল বিরাজমান ছিল, এবং যেস্থানে প্রস্ফুটিত কুসুমে শুভ্রবর্ণ কেতকী-সকল পুষ্পপরাগদ্বারা সমুদয় বন আমোদিত করিতেছিল এবং সমুজ্জ্বল শশিপ্রভার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছিল; যে শোভন বনখণ্ডে চম্পক, বকুল, কোবিদার ও কুরঙ্গক প্রভৃতি বহুল পাদপ পুষ্পিত হইয়াছিল, কোকিল-গণের কুহুধ্বনি ও ভ্রমরগণের গুঞ্জনশব্দে যে স্থান সতত পরিব্যাপ্ত এবং চতুর্দ্দিকেই অতি রমণীয়, সেই বনমধ্যে মনোহর বয়ো যুক্ত রমণীয়মূর্ত্তি এক ক্রৌঞ্চযুগ্ম পরস্পর প্রেমা-সক্ত ও কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া সানন্দে রমণ করিতেছিল। ঐ সময়ে কোন একজন ব্যাধ তথায় আগমনপূর্ব্বক তদীয় মাংস-ভোজনে লোলুপ হইয়া নির্দ্দয়হৃদয়ে তাহা-দিগের মধ্যে একটীকে সংহার করিল। তখন ক্রৌঞ্চী নিজপতিকে ব্যাধকর্ত্তৃক বিনা-শিত দেখিয়া অতি দুঃখিতা হইল এবং দুঃখ-বশে উচ্চৈঃস্বরে সাতিশয় বিলাপ করিতে থাকিল। ঐ সময়ে বাল্মীকিমুনি, নিরতিশয় কুপিত হইয়া পবিত্র শুভ সরিজ্জল হস্তে লইয়া সেই ক্রৌঞ্চঘাতক নিষাদকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, রে নিষাদ! তুই যখন ক্রৌঞ্চদ্বয়ের মধ্যে কামমোহিত এক-টীকে নিহত করিয়াছিস্, তখন তুই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবি না। তখন তদীয় অনুবর্ত্তী দ্বিজগণ, নূতন পদ্যপ্রবন্ধ জন্মিল জানিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে মুনিবর বাল্মীকিকে 'সাধু সাধু' ইত্যাকার প্রশংসা করত কহিলেন, স্বামিন্! ভবদীয় শাপবাক্যে দেবী ভারতী নূতন এক পদ্য প্রকাশ করিয়াছেন, হে মুনিসত্তম! ঐ শ্লোক অতীব মনোহর হইয়াছে। হে দ্বিজ-সত্তম! তৎকালে মুনিবর বাল্মীকিও তজ্জন্য সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন পুত্র-গণসমন্বিত ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় আগমন-পূর্ব্বক বাল্মীকিকে এই কথা বলিলেন, হে মুনীশ্বর! তুমিই ধন্য, কারণ, সাক্ষাৎ বাগ্-দেবী ত্বদীয় মুখে অবস্থানপূর্ব্বক শ্লোকত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে মধুরাক্ষর-পূর্ণ রমণীয় রামায়ণ প্রণয়ন কর, তাহাতে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত তোমার বিমল কীর্ত্তি

ধন্যা সৈব মুখে বাণী রামনাম্না সমন্বিতা।
অন্য কামকথা নৃণাং জনয়ত্যেব শৃঙ্খলম্ ॥১৫৮
তস্মাৎ কুরুষ রামস্য চরিতং লোকবিশ্রুতম্।
যেন স্যাৎপাপিনাং পাপহানিরেব পদে পদে ॥
ইত্যুক্তান্তর্দ্দধে স্রষ্টা সর্ব্বদেবৈঃ সমন্বিতঃ।
ততঃ স চিন্তয়ামাস কথং রামায়ণং ভবেৎ ॥
তদা ধ্যানপরো জাতো নদ্যাস্তীরে মনোরমে
তস্য চেতস্যসৌ রামঃ প্রাদুর্ভূতো মনোহরঃ ॥
নীলোৎপলদলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্।
নিরীক্ষ্য তস্য চরিতং ভূতং ভাবি ভবচ্চ যৎ
তদাত্যন্তং মুদং প্রাপ্তো রামায়ণমথাসৃজৎ।
মনোরমপদৈর্যুক্তং বৃত্তৈর্বহুবিধৈরপি ॥১৬৩
ষট্‌কাণ্ডানি সুরম্যাণি যত্র রামায়ণেঽনঘ।
বালমারণ্যকং চান্যৎ কিষ্কিন্ধ্যা সুন্দরং তথা
যুদ্ধমুত্তরমন্যচ্চ ষড়েতানি মহামতে ॥

থাকিবে। তোমার মুখে রামনামসমন্বিত যে কথা প্রকাশ পাইবে, সেই কথাই ধন্য; কারণ, মানবগণের অন্যান্য কামনাপূর্ণ কথা কেবল জন্মবন্ধন উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে পদে পদে পাপিগণের পাপ নাশ হয়, তজ্জন্য লোকবিশ্রুত রামচরিত কীর্ত্তন কর। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াই সমুদয় দেবগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন এবং বাল্মীকিও কিরূপে রামায়ণ প্রণীত হইবে, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাল্মীকি সেই মনোরম নদীতীরে যেমন ধ্যানপর হইলেন, অমনি শ্রীরাম মনোহর মূর্ত্তিতে তদীয় অন্তঃকরণে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন তিনি নীলোৎপলদলশ্যাম রাজীবলোচন শ্রীরামকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তদীয় ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদয় চরিত্র বিদিত হইয়া অতীব আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং হে অনঘ। যাহাতে সুরম্য ষট্‌কাণ্ড বিরাজমান, বিবিধচ্ছন্দ ও মনোরম পদযুক্ত তাদৃশ রামায়ণ রচনা করিলেন। হে মহামতে! যে মানব, এই রামায়ণের বাল, আরণ্যক, কিষ্কিন্ধ্য, সুন্দর, যুদ্ধ, ও উত্তর এই ষট্‌কাণ্ড

শৃণুয়াদ্‌যো নরঃ পুণ্যাৎসর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
তত্র বালে তু সন্তুষ্টঃ পুত্রেষ্ট্যা চতুরঃ সুতান্।
প্রাপ পঙ্ক্তিরথঃ সাক্ষাদ্ধরিং ব্রহ্ম সনাতনম্।
স কৌশিকমখং গত্বা সীতামুদ্বাহ্য ভার্গবম্।
আগত্য পুরমুৎকৃষ্টো যৌবরাজ্যপ্রকল্পনম্ ॥
মাতৃবাক্যাদ্বনং প্রাগাদ্‌গঙ্গামুত্তীর্য্য পর্ব্বতম্।
চিত্রকূটং মহিলয়া লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥ ১৬৮
ভরতস্তং বনে শ্রুত্বা জগাম ভ্রাতরং নয়ী।
তমপ্রাপ্য স্বয়ং নন্দিগ্রামে বাসমচীকরৎ ॥ ১৬৯
বালমেতচ্ছৃণুষ্বান্যদারণ্যকসমুদ্ভবম্।
মুনীনামাশ্রমে বাসস্তত্র তত্রোপবর্ণনম্ ॥ ১৭০
শূর্পণখ্যা নসচ্ছেদঃ খরদূষণনাশনম্।
মায়ামারীচহননং দৈত্যাদ্রামাপহারণম্ ॥ ১৭১
বনে বিরহিণা ভ্রান্তং মনুষ্যচরিতং ধৃতম্।

শ্রবণ করে, সে তজ্জনিত পুণ্যে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত সপ্তকাণ্ডের মধ্যে বালকাণ্ডে পংক্তিরথ রাজা দশরথ, পুত্রেষ্টিযাগে সন্তুষ্ট সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্ম হরিকে চারিপুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। অনন্তর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রযজ্ঞে যাইয়া সীতাকে বিবাহ করত ভার্গবকে পরাজয় করিয়া অযোধ্যাপুরে আগমন করেন; পরে তাঁহার যৌবরাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ হয়। অতঃপর তিনি, বিমাতৃবাক্যে নিজ পত্নী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করেন এবং গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া চিত্রকূটপর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তৎপরে নয়শালী ভরত শ্রীরাম বনে গিয়াছেন শুনিয়া, ভ্রাতা রামের নিকট গমন করেন, এবং শ্রীরামকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া স্বয়ং নন্দীগ্রামে বাস করেন। এই ঘটনাবলীতেই বালকাণ্ড হইয়াছে. এক্ষণে আরণ্যকাণ্ডের বিষয় শ্রবণ করুন। এইকাণ্ডে শ্রীরামের মুনিগণের আশ্রমে বাস, বিবিধ বিষয়ের বর্ণন, শূর্পণখার নাসাচ্ছেদ, খর-দূষণ-বিনাশ, মায়ামারীচবধ, ও রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ। পরে সীতাবিরহে

কবন্ধপ্রেক্ষণং তত্র পম্পায়াং গমনং তথা॥ ১৭২
হনূমতা সঙ্গমনমিত্যেতদ্বনসংস্থিতম্।
অপরঞ্চ শৃণু মুনে সঙ্ক্ষিপ্য কথয়াম্যহম্॥১৭৩
সপ্ততালপ্রভেদশ্চ বালের্ম্মারণমদ্ভুতম্।
সুগ্রীবরাজ্যদানঞ্চ নগবর্ণনমিত্যুত॥ ১৭৪
লক্ষ্মণাৎ কর্ম্মসন্দেশঃ সুগ্রীবস্য বিবাসনম্।
তথা সৈন্যসমুদ্দেশঃ সীতান্বেষণমপ্যুত॥ ১৭৫
সম্পাতিপ্রেক্ষণং তত্র বারিধের্লঙ্ঘনং তথা।
পরতীরে কপিপ্রাপ্তিঃ কৈষ্কিন্ধ্যং কাণ্ডমদ্ভুতম্
সুন্দরং শৃণু কাণ্ডং বৈ যত্র রামকথাদ্ভুতা।
প্রতিগেহং পরিভ্রান্তিঃ কপেশ্চিত্রস্য দর্শনম্।
সীতাসন্দর্শনং তত্র জানক্যা ভাষণং তথা।
বনভঙ্গঃ প্রকুপিতৈর্বন্ধনং বানরস্য বৈ। ১৭৮
লঙ্কাপ্রজ্বলনং তত্র বানরৈঃ সঙ্গতিস্ততঃ।
রামাভিজ্ঞানদদনং সৈন্যপ্রস্থানমেব চ। ১৭৯
সমুদ্রে সেতুকরণং শুকসারণসঙ্গতিঃ।
ইতি সুন্দরমাখ্যাতং যুদ্ধে সীতাসমাগমঃ।
উত্তরে ঋষিসংবাদো যজ্ঞপ্রারম্ভ এব চ।
তত্রানেকা রামকথাঃ শৃণ্বতাং পাপনাশকাঃ।
ইতি ষট্‌কাণ্ডমাখ্যাতং ব্রহ্মহত্যাপনোদনম্।
সংক্ষেপতো ময়া তুভ্যমাখ্যাতং সুমনোহরম্।
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং ষট্‌কাণ্ডপরিচিহ্নিতম্।
তস্মৈ রামায়ণং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রীতঃ পুত্রাবাধায় চাসনে।
দৃঢ়ং তৌ পরিরভ্যাথ সীতাং সস্মার বল্লভাম্

শেষ উবাচ।

অথ সৌমিত্রিরাগত্য জানকীং নতবান্ মুহুঃ।
প্রেমগদ্গদয়া শংসন্ বাচং রামপ্রণোদিতম্।
সীতা সমাগতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং বিনয়ান্বিতম্।

শ্রীরামচন্দ্রের সামান্য-মনুষ্যচরিতের অনুকরণ করত বনে বনে ভ্রমণ, কবন্ধ-দর্শন, পম্পাগমন ও হনূমানের সহিত সম্মিলন, এই সকল ঘটনাবলী লইয়াই অরণ্যকাণ্ড নাম হইয়াছে। মুনে! এক্ষণে সংক্ষেপে তৎপরবর্ত্তী কিষ্কিন্ধ্যানামক অপর কাণ্ড বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাতে সপ্ততাল ভেদ, অদ্ভুত বালিবধ, সুগ্রীবকে রাজ্যদান, নগবর্ণন, লক্ষ্মণদ্বারা শ্রীরামের সুগ্রীবকে কর্ত্তব্য-বিজ্ঞাপন, সুগ্রীবের বিবাসন, সুগ্রীবের সৈন্যসন্ধান, সীতার অন্বেষণ, বানরগণের সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎকার ও হনূমানের সমুদ্রলঙ্ঘনপূর্ব্বক পরপারে গমন, এই সকল ঘটনা লইয়াই অদ্ভুত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইয়াছে। এক্ষণে, যাহাতে অদ্ভুত রামকথা বর্ণিত আছে, সেই সুন্দরকাণ্ড শ্রবণ করুন। ঐ কাণ্ডে হনূমানের লঙ্কায় প্রতিগৃহে ভ্রমণ ও আশ্চর্য্য বিষয়সকল দর্শন, পরে সীতার সহিত সাক্ষাৎকার ও নানা বিষয় কথোপকথন; অনন্তর হনুমান কর্ত্তৃক মধুবনভঙ্গ, প্রকুপিত রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক হনূমানের বন্ধন; পরে হনুমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কাদাহ ও বানরগণের সহিত হনূমানের পুনর্ম্মিলন এবং শ্রীরামকে অভিজ্ঞান প্রদান ও শ্রীরামের সৈন্য প্রস্থান। ১৫৮—১৭৯। অনন্তর সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও শুক-সারণের সমাগম, ইহাই সুন্দরকাণ্ড নামে কথিত। যুদ্ধকাণ্ডে সীতাসমাগম। উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞারম্ভপূর্ব্বক ঋষিগণের সহিত কথোপকথন। ঐ উত্তরাকাণ্ডে,যাহা শ্রবণে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবংবিধ বিবিধ রামকথা বর্ণিত হইয়াছে। সুমনোহর এই ষট্‌কাণ্ড রামায়ণ, ব্রহ্মহত্যা বিনাশন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আমি আপনাকে উহা অতি সংক্ষেপে কহিলাম। মহাপাতকনাশন উক্ত ষট্‌কাণ্ড রামায়ণ চতুর্ব্বিংশতিসহস্র শ্লোক দ্বারা বিরচিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র পুত্রদ্বয়ের মুখে উক্ত রামায়ণ শ্রবণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া পুত্রদ্বয়কে স্বীয় আসনে সংস্থাপনানন্তর দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া প্রিয়তমা সীতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে লক্ষ্মণ, জানকী সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিলেন এবং প্রেমগদ্গদবচনে শ্রীরামোক্ত বাক্যসকল নিবেদন করিলেন।১৮০—১৮৫। সীতাও লক্ষ্মণকে সমাগত ও বিনয়াম্বিত

তন্মুখাদ্রামসন্দেশং শ্রুত্বোবাচ বিলজ্জিতা ॥১৮৬
সীতোবাচ।
সৌমিত্রে কথমাগচ্ছে রামত্যক্তা মহাবনে।
তিষ্ঠামি রামং স্মরন্তী বাল্মীকেরাশ্রমে ত্বহম্॥
তস্যা মুখোদিতং বাক্যং শ্রুত্বা সৌমিত্রিরব্রবীৎ
মাতঃ পতিব্রতে রামস্ত্বামাকারয়তে মুহুঃ॥ ১৮৮
পতিব্রতা পতিকৃতং দোষং নানয়তে হৃদি।
তস্মাদাগচ্ছ হি ময়া স্থিত্বা স্যন্দন উত্তমে॥১৮৯
ইত্যাদি বচনং শ্রুত্বা জানকী পতিদেবতা।
মনোরোষং পরিত্যজ্য তস্থৌ সৌমিত্রিণা রথে
তাপসীঃ সকলা নত্বা মুনীংশ্চ নিগমোদ্ধুরান্।
রামং স্মরন্তী মনসা রথে স্থিত্বাগমৎ পুরীম্॥
ক্রমেণ নগরীং প্রাপ্তামহার্হাভরণান্বিতা।
সরযুং সরিতং প্রাপ যত্র রামঃ স্বয় স্থিতঃ॥
রথাদুত্তীর্য্য ললিতা লক্ষ্মণেন সমন্বিতা।
রামস্য পাদয়োর্লগ্না পতিব্রতপরায়ণা॥ ১৯৩
রামস্তামাগতাং দৃষ্ট্বা জানকীং প্রেমবিহ্বলাম্
সাধ্বি ত্বয়া সহেদানীং কুর্ব্বে যজ্ঞসমাপনম্॥
বাল্মীকিং সা নমস্কৃত্য তথান্যান্ বিপ্রসত্তমান্
জগাম মাতৃপদয়োঃ নমতিং কর্ত্তুমুৎসুকা॥১৯৫
কৌশল্যা তামথায়ান্তীং বীরসূং জানকীং প্রিয়াম্।
আশীর্ভিরভিসংযুজ্য যযৌ হর্ষমনেকধা॥১৯৫
কৈকেয়ী পাদয়োর্লগ্নাং বীক্ষ্য বৈদেহপুত্রিকাম্
ভর্ত্রা সহ চিরঞ্জীব সপুত্রাশীরিতি ব্যধাৎ॥
সুমিত্রা স্বপদে নম্রাং জানকীং বীক্ষ্য পুত্রিণীম্
আশিষং ব্যদধাত্তস্যাঃ পুত্রপৌত্রপ্রদায়িনীম্॥
জানকী সর্ব্বশো নত্বা রামভর্ত্রপ্রিয়া সতী।
পরমং হর্ষমাপন্না বভূব কিল বাড়ব॥ ১৯৯
সমাগতাং বীক্ষ্য পত্নীং রামচন্দ্রস্য কুম্ভজঃ।

দর্শনে এবং তন্মুখে শ্রীরামের সন্দেশবাক্য-শ্রবণে বিলজ্জিতভাবে কহিলেন,—সৌমিত্রে! কিজন্য তুমি পুনরায় আসিলে? আমি ত শ্রীরাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াই মহাবনে বাল্মীকির এই আশ্রমে শ্রীরামকে স্মরণ করত অবস্থান করিতেছি। তখন লক্ষ্মণ সীতার মুখনিঃসৃত এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—মাতঃ পতিব্রতে! শ্রীরামচন্দ্র যে, বারংবার আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, পতিব্রতা রমণী ত কখন পতি-কৃত দোষ মনে করেন না, অতএব আমার সহিত উত্তম রথে অবস্থানপূর্ব্বক আসুন। পতিদেবতা জানকী ইত্যাদি বাক্য শ্রবণে মনের রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদয় তাপসী ও বেদাবদ্ মুনিগণকে প্রণাম করিয়া মনো মধ্যে শ্রীরামকে স্মরণ করিতে করিতে রথাধিরোহণে অযোধ্যাপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তিনি, বহুমূল্য বস্ত্রাদিতে সুশোভিত অযোধ্যানগরী প্রাপ্ত হইলেন এবং যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সেই সরযুনদীতীরে গমন করিলেন।১৮৬—১৯২। অনন্তর সেই পতিব্রত-পরায়ণা সীতা, লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীরামের চরণতলে পতিতা হইলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্রও সেই প্রেম-বিহ্বলা জানকীকে সমাগতা দেখিয়া কহি-লেন, সাধ্বি! এক্ষণে তোমার সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞসমাপন করিব। অনন্তর জানকী, বাল্মীকি ও অন্যান্য দ্বিজবরগণকে নমস্কার করিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিবার নিমিত্ত সমুৎসুকচিত্তে কৌশল্যা-সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন কৌশল্যাও সেই বীরপ্রসবিনী সমাগতা প্রিয়তমা জানকীকে প্রভূত আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। অতঃপর কৈকেয়ীও সেই বিদেহ-দুহিতাকে নিজচরণ-তলে পতিতা দেখিয়া 'স্বামী ও পুত্রের সহিত চিরজীবনী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে সুমিত্রাও পুত্রবতী জানকীকে স্বীয় পদতলে নিপতিতা হইতে দেখিয়া 'পুত্রপৌত্র লইয়া সুখে সংসার কর' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হে দ্বিজ! শ্রীরামপ্রিয়া সতী জানকী এইরূপে সকল গুরুজনকে প্রণামপূর্ব্বক পরম আনন্দিতা

সুবর্ণপত্নীং ধিক্কৃত্বা তামধার্ম্মচারিণীম্। ২০০
রামস্তদা যজ্ঞমধ্যে শুশুভে সীতয়া সহ।
তারয়ানুগতো যদ্বচ্ছশীব স রঘুত্তমঃ। ২০১
প্রয়োগমকরোত্তত্র কালে প্রাপ্তে মনোরমে।
বৈদেহ্যা ধর্ম্মচারিণ্যা সর্ব্বপাপাপনোদনম্। ২০২
সীতয়া সহিতং রামং প্রসক্তং যজ্ঞকর্ম্মণি।
নিরীক্ষ্য জহৃষুস্তত্র কৌতুকেন সমন্বিতাঃ। ২০৩
বসিষ্ঠং প্রাহ সুমতিং রামস্তত্র ক্রতৌ বরে।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া স্বামিন্নতঃপরমবশ্যকম্। ২০৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা গুরুঃ প্রাহ মহামতিঃ।
ব্রাহ্মণানাং প্রকর্ত্তব্যা পূজা সন্তোষকারিকা।
মরুত্তেন ক্রতুঃ সৃষ্টঃ পূর্ব্বং সম্ভারসম্ভৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তত্র বিত্তাদ্যৈস্তোষিতা হ্যভবংস্তদা।
অত্যন্তং বিত্তসম্ভারং নেতুং বিপ্রাশকন্ন হি।
প্রাক্ষিপন্ হিমবদ্দেশে বিত্তভারাসহা দ্বিজাঃ।
তস্মাত্ত্বমপি রাজাগ্র্যো লক্ষ্মীবান্ নৃপসত্তম।
দেহি দানাদি বিপ্রেভ্যো যথা স্যাৎ প্রীতিকৃত্তমা। ২০৮
এতচ্ছ্রুত্বা স রাজাগ্র্যঃ পূজ্যং মত্বা ঘটোদ্ভবম্
প্রথমং পূজয়ামাস ব্রহ্মপুত্রং তপোনিধিম্। ২০৯
অনেকরত্নসম্ভারৈঃ স্বর্ণভারৈরনেকধা।
দেশৈশ্চর্জনৈঃ পরীপূর্ণৈরত্যন্তং প্রীতিদায়কৈঃ।
অগস্ত্যং পূজয়ামাস সপত্নীকং মনোরমম্।
তথৈব রত্নৈঃ স্বর্ণৈশ্চ দেশৈশ্চ বিবিধৈরপি।
ব্যাসং সত্যবতীপুত্রং তথৈব সমপূজয়ৎ।
চ্যবনং ভার্য্যয়া সাকং সুরত্নৈঃ সমপূজয়ৎ।
অন্যানপি মুনীন্ সর্ব্বানৃত্বিজস্তপসাং নিধীন্।
পূজয়ামাস রত্নাদ্যৈঃ স্বর্ণভারৈরনেকধা। ২১৩
অদাত্তদা ক্রতৌ রামো বিপ্রেভ্যো ভূরিদক্ষিণাম্
লক্ষং লক্ষং সুবর্ণস্য প্রত্যেকং ত্বগ্রজন্মনে।

হইলেন; এদিকে মুনিবর অগস্ত্য, শ্রীরামের সাক্ষাৎ পত্নীকে সমাগতা দেখিয়া সুবর্ণময়ী পত্নীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকেই শ্রীরামের যজ্ঞিয় সহধর্ম্মিণী করিলেন। ১৯৩—২০০। তৎকালে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞবেদীমধ্যে সীতার সহিত সম্মিলিত হইয়া তারকানুগত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর শুভ সময় উপস্থিত হইলে, সহধর্ম্মিণী সীতার সহিত সর্ব্ব পাপপ্রণাশন কর্ত্তব্য কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিলেন। তৎকালে তত্রত্য সমুদয় জনগণ সীতাসমন্বিত শ্রীরামচন্দ্রকে যজ্ঞকর্ম্মে প্রসক্ত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত ও কৌতুকাবিষ্ট হইল। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ধীমান্ বসিষ্ঠকে কহিলেন,—স্বামিন্! এই মহাযজ্ঞকার্য্যে অতঃপর আমার অবশ্য করণীয় কি আছে? মহামতি বসিষ্ঠ, শ্রীরামের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অতঃপর ব্রাহ্মণগণের সন্তোষকর পূজা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে রাজা মরুত্তই সর্ব্বসম্ভারসম্ভৃত এই যজ্ঞ সৃষ্টি করেন, তৎকালে তিনি, সেই যজ্ঞে ধনাদিদানে ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ প্রভূত বিত্তসম্ভার দান করিয়াছিলেন যে, বিপ্রগণ তৎসমুদয় লইয়া যাইতে পারেন নাই; সেই দ্বিজগণ বিত্তভার সহনে অসমর্থ হইয়া হিমালয়প্রদেশে তৎসমস্ত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অতএব হে নৃপসত্তম! তুমিও যখন লক্ষ্মীবান্ এবং অখিল রাজগণের অগ্রগণ্য, তখন যাহাতে পরম প্রীতি জন্মে, বিপ্রবর্গকে তদ্রূপ ধনাদি প্রদান কর। ২০১—২০৮। রাজবর রামচন্দ্র বসিষ্ঠের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অগস্ত্যকে প্রধান পূজ্য মনে করিয়া প্রথমে সেই তপোনিধি ব্রহ্মপুত্রকেই পূজা করিলেন। তিনি সস্ত্রীক পরমসুন্দর অগস্ত্যকে বহুল রত্ন ও সুবর্ণভার এবং পরমপ্রীতিপ্রদ বহুজনপূর্ণ বহুল ভূখণ্ড দানদ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর সেইরূপ বিবিধ রত্ন, স্বর্ণ ও ভূখণ্ডদ্বারা সত্যবতীপুত্র ব্যাসকে এবং মনোহর রত্ননিচয় দ্বারা সস্ত্রীক চ্যবনমুনিকেও পূজা করিলেন। এইরূপ অন্যান্য তপোনিধি ঋত্বিগ্গণ ও মুনিগণকেও বহুল স্বর্ণভার ও রত্নাদি দানে অর্চ্চনা করিলেন। তৎকালে শ্রীরামচন্দ্র সেই যজ্ঞে বিপ্রগণকে ভূরি দক্ষিণা প্রদান

দীনান্ধকৃপণেভ্যশ্চ দদৌ দানমনেকধা।
যথা সন্তোষবিহিতৈর্ব্বিত্তৈ রত্নৈর্ম্মনোহরৈঃ॥
বাসাংসি চ বিচিত্রাণি ভোজনানি মৃদূনি চ।
তত্র প্রাদাদ্যথাস্বান্তং সর্ব্বেষাং প্রীতিকারকম্॥
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতম্।
অত্যন্তমভবদ্বৃদ্ধং পুরং পুংস্ত্রীসমাবৃতম্॥২১৭
সর্ব্বেষাং দদতাং দানং বীক্ষ্য কুম্ভে স্তম্ভো মুনিঃ।
অত্যন্তং পরমপ্রীতিং যযৌ ক্রতুবরে দ্বিজঃ।
তদা ক্ষালনতোয়ার্থং পানীয়মমৃতোপমম্।
আনেতুঞ্চ চতুঃষষ্টিনৃপান্ সস্ত্রীন্ সমাহ্বয়ৎ॥
রামশ্চ সীতয়া সাকমানেতুমুদকং যযৌ।
ঘটেন স্বর্ণবর্ণেন সর্ব্বালঙ্কারশোভয়া॥ ২২০
সৌমিত্রিরূর্ম্মিলয়া চ মাণ্ডব্যা ভরতো নৃপঃ।
শত্রুঘ্নঃ শ্রুতকীর্ত্ত্যা চ কান্তিমত্যা চ পুষ্কলঃ॥
সুবাহুঃ সত্যবত্যা চ সত্যবান্ বীরভূষয়া।
সুমদস্তত্র সৎকীর্ত্ত্যা রাজ্ঞ্যা চ বিমলো নৃপঃ॥
রাজা বীরমণিস্তত্র শ্রুতবত্যা মনোজ্ঞয়া।
লক্ষ্মীনিধিঃ কোমলয়া রিপুতাপোঽঙ্গসেনয়া॥
বিভীষণো মহামূর্ত্ত্যা প্রতাপাগ্র্যঃ প্রতীতয়া।
উগ্রাশ্বঃ কামগময়া নীলরত্নোঽধিরম্যয়া॥ ২২৪
সুরথঃ সুমনোহার্য্যা তথা মোহনয়া কপিঃ।
ইত্যাদিনৃপশ্রেষ্ঠান্ বিপ্রো বসিষ্ঠঃ প্রাহিণোন্মুনিঃ।
বসিষ্ঠঃ স[illegible]রা শিবপুণ্যজলাপ্লুতাম্।
উদকং মন্ত্রয়ামাস বেদমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ॥ ২২৬
পয়ঃ পুনীহ্যমুং বাহমুদকেন মনোজ্ঞতা।
যজ্ঞার্থং রামচন্দ্রস্য সর্ব্বলোকৈকরক্ষিতুঃ॥২২৭
উদকং তন্মুনিস্পৃষ্টং সর্ব্বে রামাদয়ো নৃপাঃ।
আজহ্রুর্মণ্ডপতলে বিপ্রবর্য্যৈরুপস্কৃতে॥ ২২৮
পয়োভির্নির্ম্মলৈঃ স্নাপ্য বাজিনং ক্ষীরসন্নিভম্
মন্ত্রেণ মন্ত্রয়ামাস রামহস্তেন কুম্ভজঃ॥ ২২৯

করিলেন। তিনি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকেই লক্ষ সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়াছিলেন। তিনি দীন অন্ধ ও দরিদ্র প্রভৃতিকেও যাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়, এরূপভাবে আপনার ইচ্ছানুসারে সন্তোষপ্রদ প্রভূত মনোহর ধনরত্নাদির সহিত বিচিত্র সুকোমল বসননিচয় ও বিবিধ ভোজ্য বস্তু দান করিতে থাকিলেন। তৎকালে হৃষ্ট-পুষ্ট-জনগণাকীর্ণ, সর্ব্বপ্রকার-সদ্ব্যবহার-পূর্ণ অযোধ্যাপুরী বহুল স্ত্রী-পুরুষে পরিবৃত হওয়ায় অতীব সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। সেই মহাযজ্ঞে দ্বিজসত্তম মুনিবর অগস্ত্য, শ্রীরামচন্দ্র সকলেই ধনাদি দান করিতেছেন দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং তৎকালে তিনি, অশ্বপ্রক্ষালনার্থ অমৃতোপম সলিল আনয়ন করাইবার নিমিত্ত সস্ত্রীক চতুঃষষ্টিসংখ্যক নৃপতিকে আহ্বান করিলেন।২০৯—২১৯। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সীতার সহিত স্বর্ণময় কলসে উদক-আনয়নার্থ গমন করিলেন। লক্ষ্মণ, উর্ম্মিলার সহিত, নৃপতি ভরত মাণ্ডবীর সহিত, শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্ত্তির সহিত, পুষ্কল কান্তিমতীর সহিত, সুবাহু সত্যবতীর সহিত, সত্যবান্ বীরভূষার সহিত, সুমদ সৎকীর্ত্তির সহিত এবং নৃপতি বিমল রাজ্ঞীনাম্নী পত্নীর সহিত, রাজা বীরমণি পরমসুন্দরী শ্রুতবতীর সহিত, লক্ষ্মীনিধি কোমলার সহিত, রিপুতাপন অঙ্গসেনার সহিত, বিভীষণ মহামূর্ত্তির সহিত, প্রতাপাগ্র্য প্রতীতার সহিত, উগ্রাশ্ব কামগমার সহিত, নীলরত্ন অধিরম্যার সহিত, সুরথ সুমনোহারীর সহিত, এবং কপিরাজ সুগ্রীব মোহনার সহিত গমন করিলেন। মুনিবর বসিষ্ঠ ইত্যাদি অপর নৃপতিগণকেও জলানয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মন্ত্রবিৎ বসিষ্ঠ, কল্যাণকর পবিত্র-সলিলবাহিনী সরযূতে গমনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বেদমন্ত্রে তদীয় সলিল অভিমন্ত্রিত করিলেন।—হে সলিলরাশে! তুমি সর্ব্বলোকপালক রামচন্দ্রের যজ্ঞসম্পাদনার্থ মনোহর উদকদ্বারা যজ্ঞিয় অশ্বকে পবিত্র কর। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রপ্রভৃতি সমুদয় নৃপগণ সেই মুনিস্পৃষ্ট উদক বিপ্রবরগণ কর্ত্তৃক শোধিত মণ্ডপতলে আনয়ন করিলেন। অতঃপর অগস্ত্য, তৎসমুদয় সলিলদ্বারা ক্ষীরসন্নিভ যজ্ঞাশ্বকে বিধিবৎ মন্ত্রে স্নান করাইয়া তদুপরি শ্রীরামের হস্ত-

পুনীহি মাং মহাবাহো অস্মিন্ ব্রহ্মসমাকুলে।
মখে ধনাখিলা দেবাঃ প্রীণন্তু পরিতোষিতাঃ।
ইত্যুক্ত্বা স নৃপো রামঃ সীতয়া সমমস্পৃশৎ।
তদা সর্ব্বে দ্বিজাশ্চিত্রমমন্তস্ত কুতুহলাৎ ॥২৩১
পরস্পরমবোচংস্তে যন্নামস্মরণান্নরাঃ।
মহাপাপাৎপ্রমুচ্যন্তে স রামঃ কিং বদত্যহো।
ইত্যুক্তবতি ভূমীশে রামে কুম্ভোদ্ভবো মুনিঃ।
করবালং চাভিমন্ত্র্য দদৌ রামকরে মুনিঃ।
করবালে ধৃতে স্পৃষ্টে রামেণ স হয়ঃ ক্রতৌ।
পশুদেহং বিহায়াশু দিব্যরূপমপদ্যত ॥ ২৩৪
বিমানবরমারূঢ়শ্চাপ্সরোভিঃ সমন্বিতঃ।
চামরৈর্ব্বীজ্যমানশ্চ বৈজয়ন্ত্যা বিভূষিতঃ ॥২৩৫
তদা তং বাজিতাং ত্যক্ত্বা দিব্যরূপধরং নরম্
বীক্ষ্য লোকাঃ ক্রতৌ সর্ব্বে বিস্ময়ং প্রাপ্নুবং-
স্তদা ॥ ২৩৬

তদা রামঃ স্বয়ং জানন্ জ্ঞাপয়ন্ সর্ব্বতো নরান্
পপ্রচ্ছ দিব্যরূপস্থং সুরং পরমধার্ম্মিকঃ ॥২৩৭
শ্রীরাম উবাচ।
কস্ত্বং দিব্যবপুঃ প্রাপ্তঃ কস্মাত্ত্বং বাজিতাং গতঃ
কথং সুরস্ত্রীসহিতঃ কিং চিকীর্ষসি তদ্বদ ॥২৩৮
রামস্য বচনং শ্রুত্বা দেবঃ প্রোবাচ ভূমিপম্।
হসন্ মেঘরবাং বাণীমবদৎ সুমনোহরম্ ॥২৩৯
দেব উবাচ।
তবাজ্ঞাতং ন সর্ব্বত্র বাহ্যাভ্যন্তরচারিণঃ।
তথাপি পৃচ্ছতে তুভ্যং কথয়ামি যথাতথম্ ॥২৪০
অহং পুরাভবে রাম দ্বিজঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
চচার প্রতিকূলন্তু দেবস্য রিপুতাপন ॥ ২৪১
কদাচিদ্ধূতপাপায়াস্তীরেঽহং গতবান্ পুরা।
অনেকবৃক্ষকলিতে সর্ব্বত্র সুমহোরমে ॥ ২৪২
তত্র স্নাত্বা পিতৄংস্তৃপ্ত্বা দানং দত্ত্বা যথাবিধি।

স্থাপনপূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্রপাঠ করাইলেন, "হে মহাবাহ! এই ব্রহ্মসমাকুল যজ্ঞে আমাকে পবিত্র কর, ত্বদীয় মেধ দ্বারা যেন অখিল দেবগণ পরিতুষ্ট হন"। ২২০—২৩০। নৃপবর শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ প্রার্থনাবাক্য বলিয়া সীতার সহিত অশ্বের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। তৎকালে সমুদয় দ্বিজগণই আশ্চর্য্য বোধ করত কুতুহল-বশতঃ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য! যাঁহার নামস্মরণমাত্রেই মানবগণ মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, তিনি আবার এ কি বলিতেছেন! এদিকে ভূপতি রামচন্দ্র ঐরূপ মন্ত্রবাক্য বলিলে কুম্ভোদ্ভব মুনিবর অগস্ত্য, করবাল অভিমন্ত্রিত করিয়া শ্রীরামের হস্তে প্রদান করিলেন। রামচন্দ্রও যেমন করবাল স্পর্শ ও ধারণ করিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ সেই অশ্ব পশুদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইল। তখনই সে, অপ্সরাদিগের সহিত উৎকৃষ্ট বিমানে আরূঢ় এবং চামরসমূহ দ্বারা বীজ্যমান ও বৈজয়ন্তী দ্বারা বিভূষিত হইল। তৎকালে সেই যজ্ঞস্থলে যাবতীয় লোকই সেই যজ্ঞাশ্বকে অশ্বাকার পরিহারপূর্ব্বক দিব্যরূপধারী মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল। তখন পরমধার্ম্মিক রামচন্দ্র, স্বয়ং তদ্বিষয় জানিয়াও সমুদয় মানবগণকে জানাইবার জন্য সেই দিব্যরূপধারী দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইলে? কি জন্যই বা অশ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলে? কি জন্যই বা দেবাঙ্গনাদিগের সহিত মিলিত হইলে? এবং এক্ষণেই বা কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহা বল।২৩১—২৩৮। শ্রীরামের এতদ্বাক্যশ্রবণে বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক হাস্য করত সেই দেব, ভূপতি শ্রীরামকে মেঘগম্ভীর স্বরে এইরূপ সুমনোহর বাক্য বলিলেন,—স্বামিন্! আপনি যখন বাহ্য ও অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তখন আপনার ত কিছুই অবিদিত নাই, যাহাই হউক, তথাপি আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন যথার্থ বিষয় বলিতেছি। হে রিপুতাপন রাম! পূর্ব্বজন্মে আমি পরমধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ হইয়া যাহাতে দেবতা প্রতিকূল হন, এইরূপ আচরণ করিয়াছিলাম। একদা আমি, সর্ব্বত্র বহুলতরুরাজি বিরাজিত পরম মনোহর

ধ্যানং তব মহাবাহো কৃতবান্ বেদসম্মিতম্ ॥
তদা জনাঃ সমায়াতা বহবস্তত্র ভূপতে।
তেষাং প্রবঞ্চনার্থায় দম্ভমেনমকারিষম্ ॥ ২৪৪
অনেকক্রতুসম্ভারৈঃ পূর্ণমজিরমুত্তমম্।
বাসোভিশ্ছাদিতং রম্যং চশালাদিযুতং মহৎ ॥
অগ্নিহোত্রোদ্ভবো ধূমঃ সর্ব্বতো নভসোহঙ্গনম্
চকার রম্যমতুলং চিত্রকারিবপুর্দ্ধরঃ ॥ ২৪৬
অনেকতিলকশ্রীভিঃ শোভিতাঙ্গো মহাতপাঃ
দর্ভশোভী সমিৎপাণির্দ্দম্ভো মূর্ত্তিধরঃ কিমু ॥
দুর্ব্বাসাস্তত্র স্বচ্ছন্দং পর্য্যটন্ জগতীতলম্।
প্রাপ তত্র মহাতেজা ধুতপাপঃ সরিত্তটে ॥
দদর্শ মাং দম্ভকরং মৌনধারণমগ্রতঃ।
অনর্ঘ্যকরমুন্মত্তমস্বাগতবচঃকরম্ ॥ ২৪৯

সরযূতীরে উপস্থিত হই। হে মহাবাহো পরে সরযূসলিলে স্নানোত্তর পিতৃগণের তর্পণান্তে যথাবিধি দানকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক আপনার ধ্যান করিতে থাকি। হে ভূপতে। তৎকালে তথায় বহুল জনগণ সমাগত হয় এবং আমি তাহাদিগের প্রবঞ্চনার্থ এইরূপ দম্ভাচরণ করি; কিঞ্চিৎ সমতল ভূভাগ পরিষ্কৃত ও তাহার উপরিভাগ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তন্মধ্যে প্রচুর পরিমাণে যূপাদি যজ্ঞসামগ্রী স্থাপনপূর্ব্বক সেই স্থান পরিপূর্ণ করিয়া ফেলি। পরে আমার অগ্নিহোত্র সম্ভূত বিচিত্রপ্রাকার ধূমপটল উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নভোমণ্ডল অতি রমণীয় করিয়া তুলিল। স্বয়ংও তৎকালে সর্ব্বাঙ্গ বহুলতিলকশোভায় সুশোভিত করিয়া হস্তে কুশাঙ্গরীয় ধারণপূর্ব্বক করতলে কতকগুলি সমিৎ লইয়া মহাতপা হইলাম; তখন আমি যেন মূর্ত্তিমান্ দম্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলাম। ঐ সময়ে পবিত্রাত্মা মহাতেজাঃ দুর্ব্বাসা, যথেচ্ছক্রমে ভূতলে পর্য্যটন করিতে করিতে সেই সরিত্তটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি, সম্মুখে আমাকে মৌনব্রতধারী, দম্ভকর এবং তদীয় অর্ঘ্যপ্রদান ও

দৃষ্ট্বা তীব্রক্রুধাক্রান্তঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি।
শশাপাসৌ মুনিস্তীব্রো দম্ভিনং মাং মহামতিঃ

দুর্ব্বাসা উবাচ।

যদি ত্বং সরযূতীরে করোষি দম্ভমুগ্রকম্।
তস্মাৎ প্রাপ্নুহি নির্ব্বাচ্যং পশুত্বং তাপসাধম ॥
শাপং প্রদত্তং সংশ্রুত্য দুঃখিতোঽহং তদাভবম্
অগ্রহীষং পদে তস্য মুনের্দুর্ব্বাসসঃ কিল ॥২৫২
তদা মে কৃতবান্ রাম দ্বিজোঽনুগ্রহমুত্তমম্।
বাজিতাং প্রাপ্নুহি মখে রাজরাজস্য তাপস ॥
পশ্চাত্তদ্ধস্তসম্পর্কাদ্যাহি ত্বং পরমং পদম্।
দিব্যং বপুর্মনোহারি ধৃত্বা দম্ভবিবর্জ্জিতম্ ॥
তেন শাপোঽপি সন্দিষ্টো মমানুগ্রহতাং গতঃ
যদহং তব হস্তস্য স্পর্শং প্রাপ্তো মনোরমম্ ॥
যদেব রাম দেবাদিদুর্লভং বহুজন্মভিঃ।
তত্তেঽহং করজস্পর্শং প্রাপ্তবানিহ দুর্লভম্ ॥

স্বাগত প্রশ্নে পরাঙ্মুখ উন্মত্তপ্রায় দর্শন করিলেন।২৩৯—২৪৯। সেই তীব্রতেজাঃ মুনিবর, এইরূপ দেখিয়াই ক্রোধভরে পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় ভীমদর্শন হইয়া উঠিলেন এবং সেই মহামতি তাদৃশ দম্ভাচারী আমাকে এই অভিসম্পাত করিলেন যে, 'রে তাপসাধম! তুই যখন সরযূতীরে বসিয়া মহাদম্ভাচরণ করিতেছিস্, তখন অনির্ব্বচনীয় পশুত্ব প্রাপ্ত হইবি'। তৎকালে আমি তৎপ্রদত্ত তাদৃশ শাপবাক্য শ্রবণে দুঃখিত হইলাম এবং সেই মুনিবর দুর্ব্বাসার চরণযুগল ধারণ করিলাম। রাম! তাহাতে সেই দ্বিজবর আমার প্রতি পরম অনুগ্রহ করিয়া কহিলেন, তাপস! তুমি রাজরাজ রামচন্দ্রের যজ্ঞিয় অশ্ব হইবে, পরে তদীয় হস্তস্পর্শে দম্ভবিহীন মনোহর দিব্য বপুঃ ধারণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠরূপ পরম স্থানে গমন করিবে। মুনিবর আমায় যেমন শাপপ্রদান করিয়াছিলেন, তেমনি আবার আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশও করিয়াছেন, কারণ তজ্জন্য আমি আপনার মনোরম করস্পর্শ প্রাপ্ত হইলাম। রাম! দেবাদিরও যাহা বহুজন্মে দুর্লভ, আজ আমি এই জগতে সেই

আজ্ঞাপয় মহারাজ ত্বৎপ্রসাদাদহং মহৎ।
গচ্ছামি শাশ্বতং স্থানং তব দুঃখাদিবর্জ্জিতম্॥
ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুঃ কালবিভ্রমঃ।
তৎস্থানং দেব গচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদান্নরাধিপ॥
ইত্যুক্ত্বা তং পরিক্রম্য বিমানবরমারুহৎ।
অনেকরত্নরচিতং সর্ব্বদেবাধিবন্দিতম্॥ ২৫৯
গতোঽসৌ শাশ্বতং স্থানং রামপাদপ্রসাদতঃ।
পুনরাবৃত্তিরহিতং শোকমোহবিবর্জ্জিতম্॥২৬০
তেন তৎকথিতং শ্রুত্বা রামং জ্ঞাত্বেতরে জনাঃ
বিস্ময়ং প্রাপিরে সর্ব্বে পরস্পরমুদুন্মদাঃ॥২৬১
শৃণু দ্বিজ মহাবুদ্ধে দম্ভেনাপি স্মৃতো হরিঃ।
দদাতি মোক্ষং সুতরাং কিং পুনর্দ্দম্ভবর্জ্জনাৎ।
যথাকথঞ্চিদ্রামস্য কর্ত্তব্যং স্মরণং পরম্।
যেন প্রাপ্নোতি পরমং পদং দেবাদিদুর্লভম্॥
তচ্চিত্রং বীক্ষ্য মুনয়ঃ কৃতার্থং মেনিরে নিজম্
যদ্রামচরণপ্রেক্ষ-করস্পর্শপবিত্রিতম্॥ ২৬৪
গতে তস্মিন্ সুরে স্বর্গং হয়রূপধরে পুরা।
উবাচ রামস্তপসাং নিধীন্ বেদবিদুত্তমান্॥২৬৫

শ্রীরাম উবাচ।

কিং কর্ত্তব্যং ময়া ব্রহ্মন্ হয়ো নষ্টো গতঃ সুখম্
হোমঃ কথং পুরো ভাবী সর্ব্বদৈবততর্পকঃ॥
যথা স্যাৎ সুরসন্তৃপ্তির্যথা মে মখ উত্তমঃ।
তথা কুর্ব্বন্তু মুনয়ো যথা মে স্যাদ্বিধিক্রতম্॥
ইতি বাক্যং সমাক্রত্য জগাদ মুনিসত্তমঃ।
বসিষ্ঠঃ সর্ব্বদেবানাং চিত্তাভিজ্ঞানকোবিদঃ॥
কর্পূরমাহর ক্ষিপ্রং যেন দেবাঃ স্বয়ং পুরঃ।
প্রাপ্য হব্যং গ্রহীষ্যন্তি মদ্বাক্যপ্রেরিতাধুনা॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রামঃ ক্ষিপ্রমুপাহরৎ।
কর্পূরং বহুদেবানাং প্রীত্যর্থং বহুশোভনম্॥

সুদুর্লভ ভবদীয় করস্পর্শ লাভ করিলাম। মহারাজ! এক্ষণে আমায় আজ্ঞা করুন, আমি ভবদীয় প্রসাদে ভবদীয় দুঃখাদি-বিবর্জ্জিত নিত্য স্থানে গমন করি। হে দেব! হে ধরাধিপ! আমি আপনারই প্রসাদে যে স্থানে শোক, জরা ও মৃত্যুরূপ কালবিভ্রম নাই, সেই স্থানেই যাইতেছি।২৫০—২৫৮। তিনি এইরূপ কহিয়া শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক অনেক-রত্নখচিত সর্ব্বদেবাধিবন্দিত বিমানবরে আরূঢ় হইলেন এবং শ্রীরামের চরণপ্রসাদে পুনরাবৃত্তিরহিত শোকমোহ বিবর্জ্জিত নিত্যস্থানে গমন করিলেন। তত্রত্য আপামর সমুদয় জনগণই তৎকথিত বাক্য শ্রবণে শ্রীরামকে পরম পুরুষ জানিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও পরস্পর আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইল। হে মহাবুদ্ধে দ্বিজবর! দেখ, ভগবান্ হরিকে সদম্ভে স্মরণ করিলেও, তিনি যখন পরম মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকেন, তখন দম্ভবর্জ্জনপূর্ব্বক স্মরণের ত কথাই নাই। যেহেতু মানব, এবম্প্রকারেও দেবাদিদুর্লভ পরমপদ প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু যেকোন প্রকারেই হউক শ্রীরামকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। মুনিগণ, তৎকালে সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে শ্রীরামের শ্রীচরণ দর্শন ও করস্পর্শে অখিল জগৎই পবিত্র হয় ভাবিয়া আপনাদিগকেও কৃতার্থ মনে করিলেন। এদিকে পূর্ব্বে যিনি হয়রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দেব স্বর্গে গমন করিলে শ্রীরামচন্দ্র বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য তপোনিধি মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,- দ্বিজগণ! এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? অশ্ব ত নষ্ট হইয়াছে, তিনি ত সুখে সুরপুরে গমন করিয়াছেন; অধুনা অখিলদেবগণের তৃপ্তিসাধক হোমকার্য্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে?২৫৯—২৬৬। অতএব মুনিগণ! যাহাতে সুরগণের সম্যক্ তৃপ্তি ও যজ্ঞ উত্তমরূপে সুসম্পন্ন এবং বেদবিধি-রক্ষিত হয়, অধুনা তাদৃশ বিধান করুন। শ্রীরামের এতদ্বাক্যশ্রবণে সমুদয় দেবগণের মনোহভিজ্ঞ মুনিসত্তম বসিষ্ঠ বলিলেন,— ত্বরায় কর্পূর আহরণ কর, যেহেতু কর্পূর-সুবাসিত হব্য প্রাপ্ত হইয়া এখনই মদীয় বাক্যানুসারে স্বয়ং দেবগণ গ্রহণ করিবেন। বসিষ্ঠের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে শ্রীরামচন্দ্র

তদা মুনিঃ প্রহৃষ্টাত্মা দেবানাহ্বয়দদ্ভুতান্।
তে সর্ব্বে তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তাঃ স্বপরীবারসংবৃতাঃ
শেষ উবাচ।
ইন্দ্রস্তত্র হবির্মৃষ্টং রামচন্দ্রেণ বীক্ষিতম্।
পরিখাদন্ ক্রতৌ তৃপ্তিং ন প্রাপ সুরসংযুতঃ॥
নারায়ণো মহাদেবো ব্রহ্মা তত্র চতুর্ম্মুখঃ।
বরুণশ্চ কুবেরশ্চ তথান্যে লোকপালকাঃ॥
তত্রাস্বাদ্য হবিঃ স্নিগ্ধং বসিষ্ঠেন পরিষ্কৃতম্।
তত্র পুনর্হি বিপ্রেন্দ্রাঃ ক্ষুধার্ত্তা ইব ভোজনাৎ॥
সর্ব্বান্ দেবাংশ্চ সন্তর্প্য হবিষা করুণানিধিঃ।
বসিষ্ঠপ্রেরিতঃ সর্ব্বমিতিকর্ত্তব্যমাচরৎ॥ ২৭৫
ব্রাহ্মণা দানসন্তুষ্টা হবিস্তুষ্টাঃ সুরা বরাঃ।
তৃপ্তাঃ সর্ব্বে স্বকং ভাগং গৃহীত্বা নিলয়ং যযুঃ
ঋষিভ্যো হোতৃমুখ্যেভ্যঃপ্রাদাদ্রাজ্যং চতুর্দ্দিশম্
সন্তুষ্টাস্তে দ্বিজা রামমাশীর্ভির্বরদন্তঃ শুভম্॥ ২৭৭
পূর্ণাহুতিং ততঃ কৃত্বা বসিষ্ঠঃ প্রাহ সুস্ত্রিয়ঃ।
বর্দ্ধাপয়ন্তু ভূমীশং যজ্ঞপূর্ত্তিকরং পরম্॥ ২৭৮
তদ্বাক্যং তাঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রুত্বা লাজৈরবাকিরন্মুদা।
লাবণ্যজিতকন্দর্পং মহাভূমীশপূজিতম্॥ ২৭৯
ততোঽবভৃথস্নানার্থং প্রেরয়ামাস ভূমিপম্।
যযৌ রামঃ সহ স্বীয়ৈঃ সরযূতীরমুত্তমম্॥ ২৮০
অনেকরাজকোটীভিঃ পরিতঃ পাদচারিভিঃ।
জগাম স সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং পক্ষিবৃন্দসমাকুলাম্॥
তারাপতিরিব স্বাভির্ভার্য্যাভির্বৃত উৎপ্রভঃ।
বিরোচতে যথা তদ্বদ্রামো রাজগণৈর্বৃতঃ॥
তদুৎসবং সমাজ্ঞায় যযুর্লোকাস্ত্বরান্বিতাঃ।
সীতাপতিমুখালোক-নিশ্চলীভূতলোচনাঃ॥
রাজেন্দ্রং সীতয়া সাকং গচ্ছন্তং সরিতং প্রতি।
বিলোক্য মুদিতা লোকাশ্চিরং দর্শনলালসাঃ॥

তৎক্ষণাৎ দেবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত অতি মনোহর বহুল কর্পূর আনয়ন করিলেন। তখন মুনিবর বসিষ্ঠ প্রহৃষ্ট হইয়া দেবতাগণকে আহ্বান করিলেন, তাঁহারাও সকলে তৎক্ষণাৎ স্বীয় পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র সুরগণের সহিত সেই যজ্ঞে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বীক্ষিত সুসংস্কৃত হবি ভোজন করিয়া তৃপ্তির সীমা করিতে পারিলেন না। সেই যজ্ঞে নারায়ণ, মহাদেব, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, বরুণ, কুবের এবং অন্যান্য লোকপালগণও বসিষ্ঠকর্তৃক সুসংস্কৃত সুস্নিগ্ধ হবিঃ আস্বাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণের ন্যায় পুনরপি ভোজনার্থ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে করুণানিধি শ্রীরামচন্দ্র হবি দ্বারা সমুদয় দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া বসিষ্ঠের উপদেশানুসারে সমুদয় ইতিকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। সেই যজ্ঞে সমুদয় ব্রাহ্মণগণই দানপ্রাপ্তির এবং নিখিল সুরবরগণই হবির্ভোজনে সন্তুষ্ট হইলেন; এইরূপে সকলেই স্ব স্ব ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইলে নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন।২৬৭—২৭৬। অতঃপর শ্রীরাম, হোতৃপ্রধান ঋষিগণকে চতুর্দ্দিকে রাজ্য দান করিলেন, সেই দ্বিজগণও আতুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে শুভ ফল প্রদান করিলেন। অনন্তর বসিষ্ঠ পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক সৌভাগ্যবতী রমণীগণকে কহিলেন,—তোমরা এক্ষণে যজ্ঞপূর্ত্তিকর ভূপতিবরকে সংবর্দ্ধনা কর। বসিষ্ঠবাক্যশ্রবণে সেই ললনাগণ, যিনি লাবণ্যদ্বারা কন্দর্পকেও পরাভব করিয়াছেন, মহা মহা ভূপতিগণও যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরামের উপর সানন্দে লাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বসিষ্ঠ, অবভৃথ-স্নানার্থ শ্রীরামচন্দ্রকেও নিয়োগ করিলেন; শ্রীরামচন্দ্রও স্বজনগণের সহিত মনোরম সরযূতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে তিনি, চতুর্দ্দিকে পাদচারী অসংখ্য নৃপগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পক্ষিবৃন্দসমাকুলা সরিদ্বরা সরযূতে গমন করিতে লাগিলেন। রাজগণ-পরিবৃত রামচন্দ্র সরযুগমনকালে, স্বীয় ভার্য্যা-তারাগণ-পরিবেষ্টিত সুপ্রভ তারাপতির ন্যায় শোভমান হইতে থাকিলেন। ঐ সময়ে সমস্ত লোকেই সেই মহোৎসব পরিজ্ঞাত হইয়া ত্বরিত-গতিতে তৎসন্নিধানে গমন

অনেকনটগন্ধর্ব্বা গায়ন্তো যশ উজ্জ্বলম্ ।
অনুজগ্মুর্মহীশানং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ২৮৫
নর্ত্তক্যস্তত্র নৃত্যন্ত্যঃ ক্ষোভয়ন্ত্যঃ পতের্ম্মনঃ ।
জলযন্ত্রৈশ্চ সিঞ্চন্ত্যো যযুঃ শ্রীরামসেবনম্ ॥
মহারাজং বিলিম্পন্ত্যো হরিদ্রাকুঙ্কুমাদিভিঃ ।
পরস্পরং বিলিম্পন্ত্যো মুদং প্রাপুর্ম্মহত্তরাম্ ॥
কুচযুগ্মোপরিস্রস্ত-মুক্তাহারসুশোভিতাঃ ।
শ্রবণদ্বন্দ্বসম্মৃষ্ট-স্বর্ণকুণ্ডললক্ষিতাঃ ॥ ২৮৮
অনেকনরনারীভিঃ সঙ্কীর্ণং মার্গমাচরৎ ।
যথাবৎ সরিতং প্রাপ শিবপুণ্যজলাপ্লুতাম্ ॥
তত্র গত্বা স বৈদেহ্যা রামঃ কমললোচনঃ ।
প্রবিবেশ জলং পুণ্যং বসিষ্ঠাদিভিরন্বিতঃ ॥
অনুপ্রবিবিশুঃ সর্ব্বে রাজানো জনতাস্তথা ।
তৎপাদরজসা পূতং জলং লোকৈকবন্দিতম্ ।
পরস্পরং প্রসিঞ্চন্তো জলযন্ত্রৈর্ম্মনোরমৈঃ ।
সুশোণনয়নাঃ সর্ব্বে হর্ষং প্রাপুর্ম্মনোহধিকম্
স রামঃ সীতয়া সার্দ্ধং চিরং পুণ্যজলপ্লবে ।
ক্রীড়িত্বা জলকল্লোলৈর্নরগান্ধর্ব্বসংযুতঃ ॥২৯৩
দুকূলবাসাঃ সকিরীটকুণ্ডলঃ
কেয়ূরশোভাবরকঙ্কণান্বিতঃ ।
কন্দর্পকোটিশ্রিয়মুদ্বহন্নৃপো
রাজপ্রাবর্য্যৈরুপসংস্তুতো বভৌ ॥ ২৯৪
স যাগযূপং বরবর্ণশোভিতং
কৃত্বা সরিত্তীরবরে মহামনাঃ ।
ত্রৈলোক্যলোকশ্রিয়মাপ চাদ্ভুতা-
মন্যৈর্দুরাপাং নৃপতির্ভুজৈর্নিজৈঃ ॥ ২৯৫
এবং জনকপুত্র্যাসৌ হয়মেধত্রয়ং চরন্ ।

করিতে লাগিল এবং তৎকালীন সীতাপতির মুখারবিন্দ বিলোকনে সকলেরই লোচন-যুগল নিশ্চল হইয়া গেল। চিরদর্শনাভিলাষী জনগণ, তৎকালে রাজেন্দ্র রামচন্দ্রকে সীতার সহিত সরযূতে যাইতে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইল। তৎকালে বহুসংখ্যক নর্ত্তক ও গায়কগণ তদীয় যশোগান করিতে করিতে সেই সর্ব্বলোক-নমস্কৃত মহীশ্বরের অনুগমন করিতে লাগিল। তথায় বহুল নর্ত্তকীগণ স্ব স্ব পতির মনঃক্ষোভ উৎপাদন করত নৃত্য করিতে লাগিল এবং জলযন্ত্র-দ্বারা জলসেচন করত শ্রীরামের সেবা করিতে থাকিল। তৎকালে স্তনযুগলোপরি বিলম্বমান মুক্তাহারে সুশোভিত, এবং কর্ণযুগলে প্রমার্জ্জিত স্বর্ণকুণ্ডলে বিভূষিত রমণীগণ হরিদ্রা ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা মহারাজ রামচন্দ্রকে এবং পরস্পর পরস্পরকে বিলে-পন করত পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। ২৭৭—২৮৮। কমললোচন রাম, এইরূপে সরযূগমন-পথ নর নারীগণে সঙ্কীর্ণ করিয়া ক্রমে সেই কল্যাণপ্রদ পবিত্র-সলিলবাহিনী সরযূতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় যাইয়া বসিষ্ঠাদির সহিত মিলিত হইয়া সীতার সহিত তদীয় পবিত্র সলিলে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সমুদয় রাজগণ ও অপরাপর জন-সমূহ সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তদীয় পাদরজ দ্বারা পবিত্রিত, সর্ব্বলোক-বন্দিত সেই জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন অনন্তর সকলে মনোহর জলযন্ত্রদ্বারা পরস্পর জল-সেচন করত যাহা কখন মনেও আনা যায় না, তাদৃশ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে সকলেরই লোচনযুগল জলক্রীড়ায় শোণ-বর্ণ হইয়াছিল। ধার্ম্মিকবর শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত বহুক্ষণ সেই পবিত্র জলপ্রবাহে কল্লোলমালা দ্বারা ক্রীড়া করিয়া জল হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর রাজবরগণকর্ত্তৃক বন্দিত নৃপতি রামচন্দ্র, দুকূল বসন, কিরীট, কুণ্ডল, কেয়ূর ও মনোহর কঙ্কণ পরিধানে কোটি কোটি কন্দর্পশোভা বিস্তার করত পরম শোভমান হইতে থাকিলেন। মহা-মনাঃ নৃপতি রামচন্দ্র, মনোহর বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত যজ্ঞিয় যূপ সরযূতীরে সংস্থাপন করিয়া অন্যান্য রাজগণের নিজ নিজ বলে যাহা দুষ্প্রাপ্য, তাদৃশ অদ্ভুত ত্রিলোকসৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইলেন। বৎস! শ্রীরামচন্দ্র, জনক-নন্দিনীর সহিত এইরূপ অশ্বমেধত্রয় অনুষ্ঠান

ত্রৈলোক্যে কীর্তিমতুলাং প্রপেদে বৈ
সুদুর্লভাম্ ॥ ২৯৬
এবং তে বর্ণিতং তাত যৎপৃষ্টো রামসৎকথাম্
বিস্তৃতঃ কথিতো মেধো ভূয়ঃ কিং পৃচ্ছসি দ্বিজ
যঃ শৃণোতি হরের্ভক্ত্যা রামচন্দ্রস্য সন্মখম্।
ব্রহ্মহত্যাং ক্ষণাত্তীর্ত্বা ব্রহ্মশাশ্বতমাপ্নুয়াৎ ॥২৯৮
অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্দ্ধনো ধনমাপ্নুয়াৎ।
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ
যৎকথাশ্রবণাদ্দুষ্টঃ শ্বপচোঽপি পরং পদম্।
প্রাপ্নোতি কিমু বিপ্রাগ্র্যো রামভক্তিপরায়ণঃ ॥
রামং স্মৃত্বা মহাভাগং পাপিনোঽপি পরং পদম্
প্রাপ্নুয়ুঃ পরমং স্বর্গং শক্রদেবাদিদুর্লভম্ ॥৩০১
তে ধন্যা মানবা লোকে যে স্মরন্তি রঘূদ্বহম্।
তে ক্ষণাৎসংসৃতিং তীর্ত্বা গচ্ছন্তি সুখমব্যয়ম্

প্রত্যেকমক্ষরং ব্রহ্মহত্যাবংশদবানলঃ।
তং যঃ শ্রাবয়তে ধীমাংস্তং গুরুং সম্প্রপূজয়েৎ
শ্রুত্বা কথাং বাচকায় গবাং দ্বন্দ্বং প্রদাপয়েৎ।
সপত্নীকায় সম্পূজ্য বস্ত্রালঙ্কারভোজনৈঃ ॥৩০৪
কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজন্ত্যৌ মুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতে।
রামসীতে স্বর্ণময্যৌ প্রতিমে শোভনে বরে ॥
কৃত্বা তু বাচকায়ৈব দীয়তে হি দ্বিজোত্তম।
তস্য দেবাশ্চ পিতরো বৈকুণ্ঠং প্রাপ্নুয়ুস্তদা ॥
ত্বয়া পৃষ্টা রামকথা ময়া তে কথিতা পুরা।
কিমন্যৎকথ্যতাং ব্রহ্মন্ পুরতস্তব ধীমতঃ ॥৩০৭
শৃণ্বন্তি যে কথামেতাং ব্রহ্মহত্যোঘনাশিনীম্।
তে যান্তি পরমং স্থানং সর্ব্বদেবৈঃ সুদুর্লভম্ ॥
গোঘ্নশ্চ তু সুতঘ্নশ্চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
ক্ষণাৎ পূতো ভবত্যেবমচিরেণ দ্বিজর্ষভ ॥ ৩০
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধবর্ণনং
নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৭।

করিয়া ত্রিলোকে সুদুর্লভ অতুলনীয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, দ্বিজবর! তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই ত আমি তদ্বিষয় বর্ণন করিলাম, শ্রীরামের পুণ্য-কথা বর্ণনার্থ তদীয় অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয় সবিস্তরে কথিত হইল, এক্ষণে কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর। ২৮৯—২৯৭। যে মানব ভক্তিসহকারে ভগবান্ হরি শ্রীরামচন্দ্রের এই অশ্বমেধ যজ্ঞকথা শ্রবণ করে, সে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া চরমে শাশ্বত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। অপুত্রক ব্যক্তি বহুপুত্রলাভ করে, নির্দ্ধন ধনপ্রাপ্ত হয়, এবং রোগার্ত্ত ব্যক্তি রোগ হইতে ও বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যাঁহার পবিত্র কথাশ্রবণে দুষ্ট চণ্ডালও পরম পদ প্রাপ্ত হয়; রামভক্তিপরায়ণ বিপ্রবরগণ যে তৎকথা শ্রবণে মুক্ত হইবেন ইহার আর কথা কি? ফলে, মহাপাতকিগণও মহাভাগ শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুর্লভ স্বর্গপদ প্রাপ্ত হয়। এই জগতে যে সকল মানবগণ রঘুবরকে স্মরণ করে, তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই অচিরকাল মধ্যে সংসার হইতে নিস্তার লাভ করিয়া চির শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীরামনামের প্রত্যেক অক্ষরই ব্রহ্মহত্যারূপ বংশবনের দাবানলস্বরূপ, অতএব যিনি সেই রামনাম শ্রবণ করান, ধীমান্ ব্যক্তির সেই গুরুকে সম্যক্ পূজা করা কর্ত্তব্য। রামকথা শ্রবণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক তদ্বাচককে বিবিধ বস্ত্র অলঙ্কার ও ভোজনাদি দ্বারা পূজা করিয়া গোদ্বয়দান করিবে। অপিচ হে দ্বিজসত্তম! কুণ্ডলবিরাজিত মুদ্রিকালঙ্কৃত মনোহর সুবর্ণময়ী সীতা-রাম প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া বাচককে যে দান করে, তাহার প্রতি দেবগণ প্রসন্ন হন এবং তদীয় পিতৃগণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মন্! তুমি যে আমায় রামকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি ত তাহা কহিলাম, তুমি পরম ধীমান্ এজন্য তোমার নিকট আর কোন্ বিষয় বলিতে হইবে বল। যাহারা, প্রভূত ব্রহ্মহত্যা-নাশিনী এই রামকথা শ্রবণ করে, তাহারা সমুদয় দেবগণেরও সুদুর্লভ পরম স্থানে গমন করিয়া থাকে। হে দ্বিজর্ষভ! অধিক কি

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সম্যক্‌শ্রুতো মহারাজ ত্বত্তো রামাশ্বমেধকঃ।
ইদানীং বদ মাহাত্ম্যং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ। ১

সূত উবাচ।

শৃণ্বন্তু মুনিশার্দ্দূলাঃ শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতম্।
শিবা পপ্রচ্ছ ভূতেশং যত্তদ্বঃ কীর্ত্তয়াম্যহম্। ২
একদা পার্ব্বতী দেবী শিবংসংস্নিগ্ধমানসা।
প্রণয়েন নমস্কৃত্য প্রোবাচ বচনস্ত্বিদম্। ৩

পার্ব্বত্যুবাচ।

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডে তদ্বাহ্যাভ্যন্তরস্থিতে।
বিষ্ণোঃ স্থানং পরং তেষাং প্রধানং বরমুত্তমম্
যৎপরং নাস্তি কৃষ্ণস্য প্রিয়ং স্থানং মনোরমম্
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো। ৫

ঈশ্বর উবাচ।

গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পুণ্যং পরমানন্দকারকম্।
অত্যদ্ভুতং রহঃস্থানং রহস্যং পরমং পদম্। ৬
দুর্ল্লভানাঞ্চ পরমং দুর্ল্লভং মোহনং পরম্।
সর্ব্বশক্তমিদং দেবি সর্ব্বস্থানেষু গোপিতম্। ৭
সাত্বতাং স্থানমূর্দ্ধন্যং বিষ্ণোরত্যন্তদুর্ল্লভম্।
নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতম্
পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ম্।
বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি। ৯
গোলোকৈশ্বর্য্যং যৎকিঞ্চিদ্গোকুলং তৎ প্রতিষ্ঠিতি।
বৈকুণ্ঠবৈভবং যদ্বৈ দ্বারকায়াং প্রকাশিতম্। ১০
যদ্‌ব্রহ্মপরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ম্।
কৃষ্ণধাম পরং তেষাং বনমধ্যে বিশেষতঃ। ১১
তস্মাত্রৈলোক্যমধ্যে তু পৃথ্বী ধন্যেতি বিশ্রুতা

কহিব, গোঘাতী সুতঘাতী, সুরাপায়ী ও গুরুপত্নীগামীও ক্ষণমধ্যে পূত হইয়া থাকে। ২৯৮—৩০৯।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ! তোমার নিকট হইতে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিলাম এক্ষণে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমাদিগকে বল। সূত কহিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ! শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে পার্ব্বতী মহেশ্বরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। একদা দেবী পার্ব্বতী অতি স্নিগ্ধচিত্তা হইয়া প্রণয়পূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন—বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিষ্ণুর পরম স্থান আছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ও উত্তম স্থান কোন্‌টী? হে মহাপ্রভো! যাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও মনোরম স্থান নাই, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মহাদেব কহিলেন,—যাহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, পবিত্র, পরমানন্দজনক, অত্যাশ্চর্য্য ও পরম নির্জ্জন স্থান,—হে দেবি! যাহা দুর্লভ স্থান সকলের মধ্যে পরম দুর্লভ, অত্যন্ত মনোমোহনকারী, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং সকল স্থানেই গোপনীয়,—যাহা বিষ্ণুপাসকদিগের আবাসভূমির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুরও অত্যন্ত দুর্লভ, নিত্য ও ব্রহ্মাণ্ডের উপরে অবস্থিত, তাহার নাম "বৃন্দাবন"। পূর্ণব্রহ্মের লাভজনিত সুখ সম্পত্তিশালী, নিত্যানন্দময় এবং অব্যয় বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি যে সকল স্থান আছে, পৃথিবীতে বৃন্দাবন, তাহাদিগেরই অংশের অংশস্বরূপ। গোলোকে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, তাহা গোকুলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বৈকুণ্ঠের বৈভব দ্বারকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মের যাহা কিছু পরমৈশ্বর্য্য, তাহা বৃন্দাবনাশ্রিত এবং তন্মধ্যে কৃষ্ণধামই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১—১১। সেই হেতু ত্রৈলোক্যের মধ্যে পৃথিবীই ধন্য এই

যস্মান্মাথুরকং নাম বিষ্ণোরেকান্তবল্লভম্ ॥১২
স্থানমধিকং নাম ধ্যেয়ং মাথুরমণ্ডলম্।
নিগূঢ়ং বিবিধং স্থানং পুর্য্যভ্যন্তরসংস্থিতম্ ॥
সহস্রপত্রকমলাকারং মাথুরমণ্ডলম্।
বিষ্ণুচক্রপরীমাণং ধাম বৈষ্ণবমদ্ভুতম্ ॥ ১৪
কর্ণিকাপর্ণবিস্তারং রহস্তক্রমমীরিতম্।
প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাহাত্ম্যং কথিতং ক্রমাৎ

বকুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ॥১৬
দ্বাদশৈতাবতী সংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে
পূর্ব্বে পঞ্চ বনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্ ॥
মহারণ্যং গোকুলাখ্যং মধু বৃন্দাবনং তথা।
অন্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলম্ ॥
কদম্বখণ্ডিকং নন্দ বনং নন্দীশ্বরং তথা।
নন্দনানন্দখণ্ডঞ্চ পলাশাশোককেতকী ॥ ১৯

বিখ্যাতি আছে, কারণ, মাথুরক নামক স্থানটি বিষ্ণুর একান্তই প্রিয়। এই সুবিস্তৃত মাথুর মণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থল, ইহা চিন্তা করা উচিত; পুরীর অভ্যন্তরস্থিত পরম স্থান সুগুপ্ত আছে। মাথুর মণ্ডলের আকৃতি সহস্রপত্রশালী কমলের ন্যায়, ইহার পরিমাণ বিষ্ণুর চক্রের সমান, ইহাই বিষ্ণুর আশ্চর্য্য আবাসস্থল। কর্ণিকাদলের ন্যায় বিস্তৃত এবং যাহাদিগের পর্য্যায় গোপনীয়, তাদৃশ দ্বাদশটী অরণ্য প্রধান বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে তাহাদিগের মাহাত্ম্য ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।—ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্ডীর, মহা, তাল, খদীরক, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু ও বৃন্দাবন। এই দ্বাদশটী সংখ্যা, ইহাদিগের মধ্যে সাতটি যমুনার পশ্চিমদিকে, অপর পাঁচটি পূর্ব্বদিকে। এইরূপ কথিত আছে যে, তাহাদিগের মধ্যে গুহ্য পদার্থ বিদ্যমান। গোকুলনামক মহারণ্য, রমণীয় বৃন্দাবন এবং অন্যান্য উপবন শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারসের স্থল বলিয়া কথিত আছে। ১২—১৮। কদম্ব, খণ্ডিক, নন্দবন, নন্দীশ্বর, নন্দনানন্দখণ্ড, পলাশ, অশোক,

সুগন্ধি মাদনং কৈলমমৃতং ভোজনস্থলম্।
সুখপ্রসাধনং বৎস-হরণং শেষশায়নম্ ॥২০
শ্যামপুর্শ্চোদধিগ্রামং চক্রভানুপুরং তথা।
সঙ্কিতং দ্বিপদঞ্চৈব বালক্রীড়ঞ্চ ধূসরম্ ॥ ২১
কেলিক্রমং সুললিতমুৎসুকং চাপি নন্দনম্।
ইত্থমেব বনে সংখ্যাস্ত্রিংশচ্চোপবনে স্মৃতা ॥২২
পূর্ব্বোক্তং দ্বাদশারণ্যং প্রধানং বনমুত্তমম্।
তত্রোত্তরে চতুর্থঞ্চ বনঞ্চ সমুদাহৃতম্ ॥
নানাবিধরসক্রীড়া নানালীলারসস্থলম্ ॥ ২৩
দলবিস্তারবিষ্টম্ভং রহস্তক্রমমীরিতম্।
সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ॥ ২৪
কর্ণিকা তন্মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমুত্তমম্।
তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতম্ ॥ ২৫
তত্র তত্র ক্রমাদ্দিক্ষু বিদিক্ষু দলমীরিতম্।
যদ্দলং দক্ষিণে প্রোক্তং পরং গুহ্যোত্তমোত্তমম্ ॥ ২৬
তস্মিন্ দলে মহাপীঠং নিগমাগমদুর্গমম্।

কেতক; সুগন্ধি, মাদন, কৈল, অমৃত, ভোজনস্থল, মুখপ্রসাধন, বৎসহরণ, শেষ শায়ন, শ্যামপুর; দধিগ্রাম, চক্র, ভানুপুর, সঙ্কিত, দ্বিপদ, বালক্রীড়, ধূসর, কেলিক্রম, সুললিত, উৎসুক এবং নন্দন এইরূপ বনের সংখ্যা এবং উপবনের ত্রিংশৎ সংখ্যা কথিত আছে। পূর্ব্বে যে দ্বাদশ বনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলিই প্রধান ও উত্তম, তাহার উত্তরে নানাবিধ রসের ক্রীড়া ও নানাবিধ লীলারসের আবাসস্বরূপ চতুর্থ বন উল্লিখিত হইয়া থাকে। গোকুলনামক স্থানটি সহস্রপত্র-কমলাকৃতি, উহার ক্রমদলের সুস্পষ্ট বিস্তারবশতঃ উহা রহস্য এবং উহাই প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত। ঐ পদ্মের উপরে সুবর্ণপীঠে মণিমণ্ডপশোভিত গোবিন্দের যে উত্তম স্থান আছে, সেই উৎকৃষ্টধামই ঐ কমলের কর্ণিকাস্বরূপ। উক্ত কর্ণিকার সকলদিকে যথাক্রমে দল বিস্তৃত রহিয়াছে; দক্ষিণদিকের দলটী উৎকৃষ্ট এবং গোপনীয় হইতেও গোপনীয়। সেই দলে নিগমাগম-

যোগীন্দ্রৈরপি দুষ্প্রাপ্যং সর্ব্বাত্মা যত্র গোকুলম্
দ্বিতীয়ং দলমাগ্নেয্যাং তদ্রহস্যং দ্বিধা তথা।
নিকুঞ্জকাকুটীবীরকুটীরৌ তদ্দলে স্থিতৌ। ২৮
পূর্ব্বং দলং তৃতীয়ং যৎ প্রধানস্থানমুত্তমম্।
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানাং স্পর্শাচ্ছতগুণং স্মৃতম্। ২৯
চতুর্থং দলমৈশান্যাং সিদ্ধিপীঠে স্থিতিপ্রদম্।
কাত্যায়ন্যর্চ্চনাদ্গোপী তত্র কৃষ্ণং পতিং লভেৎ
বস্ত্রালঙ্কারহরণং তদ্দলে সমুদাহৃতম্।
উত্তরে পঞ্চমং প্রোক্তং দলং সর্ব্বদলোত্তমম্।
দ্বাদশাদিত্যমত্রৈব দলঞ্চ কর্ণিকাসমম্।
বায়ব্যান্তু দলং ষষ্ঠং তত্র কালীহ্রদঃ স্মৃতঃ। ৩২
দলোত্তমোত্তমঞ্চৈব প্রধানং স্থানমুচ্যতে।
সর্ব্বোত্তমদলঞ্চৈব পশ্চিমে সপ্তমং দলম্। ৩৩
যজ্ঞপত্নীগণানাঞ্চ তদীপ্সিতবরপ্রদম্।
অঘাসুরোঽপি নির্ব্বাণং প্রাপ ত্রিদশদুর্লভম্।
ব্রহ্মমোহনমত্রৈব দলং ব্রহ্মহ্রদাবহম্।
নৈর্ঋত্যান্তু দলং প্রোক্তমষ্টমং ব্যোমঘাতনম্
শঙ্খচূড়বধস্তত্র নানাকেলিরসস্থলম্।
শ্রুতমষ্টদলং প্রোক্তং বৃন্দারণ্যান্তরস্থিতম্। ৩৬
শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণম্।
শিবলিঙ্গমধিষ্ঠাতা দৃষ্টং গোপীশ্বরাভিধম্। ৩৭
তদ্বাহ্যে ষোড়শদলং শ্রিয়া পূর্ণং তদীরিতম্।
সর্ব্বাসু দিক্ষু যৎ প্রোক্তংপ্রাদক্ষিণ্যাদ্যথাক্রমম্
মহৎ পদং মহদ্ধাম প্রধানং ষোড়শং দলম্।
প্রথমৈকদলং শ্রেষ্ঠং মাহাত্ম্যং কর্ণিকাসমম্। ৩৯
তস্মিন্ মধুবনং প্রোক্তং তত্র প্রাদুরভূৎ স্বয়ম্
চতুর্ভুজো মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্বকারণকারণম্। ৪০
দলং দ্বিতীয়মাখ্যাতং কিঞ্চিল্লীলারসস্থলম্।

দুর্লভ যোগিবরদিগেরও দুষ্প্রাপ্য মহাপীঠ আছে, যাহাতে গোকুলের সম্পূর্ণ আত্মা বিরাজ করিতেছে। আগ্নকোণে দ্বিতীয় দল বিরাজিত, ঐ রহস্য দল দুইভাগে বিভক্ত রহিয়াছে, অর্থাৎ উক্ত দলে নিকুঞ্জকুটীর এবং বীরকুটীর নামক দুইটি কুটীর অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বদিকের দলটী তৃতীয় দল, ইহা উৎকৃষ্ট প্রধান স্থান, ঐ স্থানস্পর্শে, গঙ্গা প্রভৃতি সকল তীর্থের স্পর্শ দ্বারা যে ফল হয়, তদপেক্ষা শতগুণ ফল হইয়া থাকে। ঈশান-কোণের দলটী চতুর্থ দল, উহা সিদ্ধ পীঠ এবং অভিলাষিতদায়ী, ঐ স্থানে কোন গোপী কাত্যায়নীর পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত দলেই বস্ত্রহরণ ও অলঙ্কারহরণ হইয়াছিল, ইহা কথিত আছে। উত্তরদিকের দলটী পঞ্চম দল, ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উক্ত দলই কর্ণিকারসদৃশ, দ্বাদশাদিত্য নামক স্থান ঐ স্থলেই বিদ্যমান আছে। বায়ু-কোণের দলটী ষষ্ঠ, এই স্থলে কালীহ্রদ বিদ্যমান আছে। উক্ত দলই সর্ব্বোত্তম দল ও প্রধান স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পশ্চিমদিকের দলটী সপ্তম দল, ইহা সর্ব্বোত্তম দল। উক্ত দল যজ্ঞপত্নী-গণের অভীষ্টবর-প্রদ; এই স্থলে অঘাসুরও দেবদুষ্প্রাপ্য মোক্ষ লাভ করিয়াছিল। উক্ত স্থলেই ব্রহ্মহ্রদাবহ ব্রহ্মমোহন নামক উৎকৃষ্ট দল বিরাজিত রহিয়াছে। নৈর্ঋতদিকের দলটী অষ্টম দল, উহার নাম ব্যোমঘাতন। ঐ স্থলে শঙ্খচূড়-বধ হইয়াছিল, উহা নানা-বিধ ক্রীড়ারসের স্থল। বৃন্দাবনের অন্তর্গত এই অষ্ট দল শ্রুত ও কথিত হইয়া থাকে। বৃন্দাবন অতিমনোহর স্থান, ইহা যমুনা নদীকে চাতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, গোপীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এ স্থলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ১৯—৩৭। ইহার বহির্দ্দেশে শ্রীবিশিষ্ট ষোড়শ দল বিরাজ করিতেছে, ইহা উক্ত আছে। দক্ষিণাদিক্রমে সকল দিকে যাহা কথিত হইল, সেই ষোড়শ দল প্রধান ও উৎকৃষ্ট ধাম বলিয়া বিখ্যাত। প্রথম দলটি শ্রেষ্ঠ, উহার মাহাত্ম্য কর্ণিকার তুল্য। উক্ত দলে মধুবন বিরাজিত আছে। ঐ স্থলেই সর্ব্বকারণকারণ চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দলটি কিঞ্চিৎ

খদিরারণ্যমত্রৈব দলঞ্চ সমুদাহৃতম্ ॥ ৪১
তত্র গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে নিত্যরসাশ্রয়ে।
কর্ণিকায়াং মহালীলাতল্লীলারসসাগরে ॥ ৪২
যত্র কৃষ্ণো নিত্যবৃন্দাকাননস্য পতির্ভবেৎ।
কৃষ্ণো গোবিন্দতাং প্রাপ্তঃকিমন্যৈর্ব্বহুভাষিতৈঃ
দলং তৃতীয়মাখ্যাতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমম্।
চতুর্থং দলমাখ্যাতং মহাদ্ভুতরসস্থলম্ ॥ ৪৪
নন্দীশ্বরবনং রম্যং তত্র নন্দালয়ঃ স্মৃতঃ।
কর্ণিকাদলমাহাত্ম্যং পঞ্চমং দলমুচ্যতে ॥ ৪৫
অধিষ্ঠাতাত্র গোপালো ধেনুপালনতৎপরঃ।
দলং ষষ্ঠং যদাখ্যাতং তত্র নন্দবনং স্মৃতম্ ॥৪৬
সপ্তমং বকুলারণ্যং দলং রম্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তত্রাষ্টমং তালবনং তত্র ধেনুবধঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭
নবমং কুমুদারণ্যং দলং রম্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
কামারণ্যঞ্চ দশমং প্রধানং সর্ব্বকারণম্ ॥ ৪৮
ব্রহ্মপ্রসাদনং তত্র বিষ্ণুচ্ছদ্মপ্রদর্শনম্।
কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থানং প্রধানং দলমুচ্যতে ॥ ৪৯
দলমেকাদশং প্রোক্তং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
নির্ম্মাণং সেতুবন্ধস্য নানাবনময়স্থলম্ ॥ ৫০
ভাণ্ডীরং দ্বাদশদলং বনং রম্যং মনোহরম্।
কৃষ্ণঃ ক্রীড়ারতস্তত্র শ্রীদামাদিভিরাবৃতঃ ॥ ৫১
ত্রয়োদশং দলং শ্রেষ্ঠং তত্র ভদ্রবনং স্মৃতম্।
চতুর্দ্দশদলং প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদস্থলম্ ॥ ৫২
শ্রীবনং তত্র রুচিরং সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্য কারণম্।
কৃষ্ণক্রীড়াময়দলং শ্রীকান্তিকীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫৩
পঞ্চদশং দলং শ্রেষ্ঠং তত্র লোহবনং স্মৃতম্।
কথিতং ষোড়শদলং মাহাত্ম্যং কর্ণিকাসমম্ ॥৫৪
মহাবনং তত্র গীতং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্।
বালক্রীড়ারতস্তত্র বৎসপালৈঃ সমাবৃতম্ ॥ ৫৫
পূতনাদিবধস্তত্র যমলার্জ্জুনভঞ্জনম্।

লীলারসের স্থান, উহাকেই লোকে খদিরারণ্য ও দল বলিয়া থাকে। ভগবানের লীলারসের সাগরস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত কর্ণিকায় অধিষ্ঠিত নিত্য রসের আশ্রয়স্বরূপ রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে মহালীলা সংঘটিত হইয়াছিল। যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনের পতি হইয়াছিলেন; অধিক বলার প্রয়োজন নাই, ঐ স্থলেই ভগবান্ গোবিন্দত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় দলটি সমস্ত উত্তম দল অপেক্ষাও উত্তম দল বলিয়া কথিত আছে। চতুর্থ দলটি মহা অদ্ভুত রসের স্থল বলিয়া বিখ্যাত আছে। উক্ত দলই নন্দীশ্বর বন, ও নন্দালয় বলিয়া প্রথিত। পঞ্চমদলটি কর্ণিকাদলের মাহাত্ম্য-প্রকাশক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ধেনু-পালন-তৎপর ভগবান্ গোপাল উক্ত দলের অধিষ্ঠাতা। ষষ্ঠদলে নন্দবন বিদ্যমান্ আছে। সপ্তম দলে মনোহর বকুলবন। যে তালবনে ধেনুকবধ হইয়াছিল, সেই তালবনই অষ্টম দল।৩৮—৪। রমণীয় কুমুদবন, নবম দল বলিয়া কথিত আছে। কামারণ্য দশম দল, উহাই প্রধান ও সকলের কারণ। উক্ত দলেই দেবগণ ব্রহ্মের অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন, ঐ স্থানেই বিষ্ণুর ছদ্ম প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং ঐ প্রধান দলই শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারসের স্থল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। একাদশ দলটি ভক্তের অনুগ্রহকারক, ইহা বহুবনময় স্থান, এই স্থানে, সেতুবন্ধের নির্ম্মাণ হইয়াছিল। রমণীয় ভাণ্ডীরবন দ্বাদশ দল, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদির সহিত ক্রীড়ায় রত থাকিতেন। ত্রয়োদশ দলটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই স্থানে ভদ্র বন আছে,শ্রীবন চতুর্দ্দশ দল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, উহা মনোহর, সকল ঐশ্বর্য্যের কারণ, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, কৃষ্ণ-লীলাময়, এবং লক্ষ্মী, কান্তি ও যশোবৃদ্ধিকর। পঞ্চদশ দলটী অতি প্রধান, এই স্থলেই লোহবন আছে; এই ষোড়শ দলের কথা উল্লেখ করা হইল, উহার মাহাত্ম্য কর্ণিকার-সদৃশ। উক্ত ষোড়শদলই মহাবন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, উহাতে পরম গুহ্য পদার্থ আছে। ঐ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাল্যলীলায় রত থাকিতেন। ঐ স্থানেই পূতনা প্রভৃতি রাক্ষসীর বধ ও যমলার্জ্জুনের ভঞ্জন ঘটিয়া-

অধিষ্ঠাতা তু বালস্থ গোপালঃ পঞ্চমাব্দিকঃ ।৫৬
নাম্না দামোদরঃ প্রোক্তঃ প্রেমানন্দরসার্ণবঃ।
দলং প্রসিদ্ধমাখ্যাতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠদলোত্তমম্ ॥৫৭
কৃষ্ণক্রীড়া চ কিঞ্জল্কী-বিহারদলমুচ্যতে।
সিদ্ধপ্রধানকিঞ্জল্কং দলঞ্চ সমুদাহৃতম্। ৫৮
পার্ব্বত্যুবাচ।
বৃন্দারণ্যস্থ মাহাত্ম্যং রহস্যং বা কিমদ্ভুতম্।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো॥ ৫৯
ঈশ্বর উবাচ।
কথিতং তে প্রিয়তমং গুহ্যাদ্‌গুহ্যোত্তমোত্তমম্।
রহস্যানাং রহস্যং যদ্দুর্লভানাঞ্চ দুর্লভম্॥ ৬০
ত্রৈলোক্যগোপিতং দেবি দেবেশ্বরসুপূজিতম্
ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিতং স্থানং সুরসিদ্ধাদিসেবিতম্।
যোগীন্দ্রাদিমুনীন্দ্রাদি সদা তদ্ধ্যানতৎপরম্।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যগীতনিরন্তরম্॥ ৬২
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ম্
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপূরিতম্। ৬৩
বৃক্ষাঃ সুরদ্রুমাস্তত্র সুরভীবৃন্দসেবিতাঃ।
স্ত্রী লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুস্তদ্দশাংশসমুদ্ভবঃ।
তত্র কৈশোরবয়সং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্।
গীতিনাট্যকথালাপং স্মিতবক্ত্রং নিরন্তরম্ ।৬৫
শুদ্ধসত্ত্বৈঃ প্রেমপূর্ণৈর্ব্বৈষ্ণবৈস্তদ্‌বনাশ্রয়ম্।
পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্নং স্ফুরত্তন্মূর্ত্তিতন্ময়ম্। ৬৬
মত্তকোকিলভৃঙ্গাদ্যৈঃ কূজৎকলমনোহরম্।
কপোতশুকসঙ্গীতমুন্মত্তালিসহস্রকম্। ৬৭
ভুজঙ্গশত্রুনৃত্যাঢ্যং সকলামোদবিভ্রমম্।
নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈস্তদ্রেণুপরিপূরিতম্ ।৬৮
পূর্ণেন্দুনিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্যমন্দাংশুসেবিতম্।
অদুঃখং দুঃখবিচ্ছেদং জরামরণবর্জ্জিতম্ ।৬৯

ছিল। পঞ্চম বর্ষীয় বাল-গোপাল ঐ স্থানের অধিদেবতা। ঐ স্থানের অধিষ্ঠাতা বাল-গোপাল প্রেমানন্দরসের সাগর-স্বরূপ ও দামোদর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ দলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলের মধ্যেও উত্তম ও প্রসিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত আছে। উক্ত দলই কিঞ্জল্কি-বিহার দল এবং সিদ্ধ-প্রধান কিঞ্জল্ক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া হইয়াছিল। ৪৮—৫৮। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে মহা-প্রভো! বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য এবং রহস্য কি প্রকার অদ্ভুত তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, বলুন। মহাদেব কহিলেন,—গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, রহস্য অপেক্ষাও রহস্য এবং দুর্লভেরও দুর্লভ প্রিয়তম বৃন্দাবনের কথা তোমার নিকটে বলিয়াছি। হে দেবি! ঐ স্থান ত্রিভুবনে গোপনীয়, দেবেশ্বর-কর্ত্তৃক সুপূজিত, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণেরও বাঞ্ছিত এবং দেবতা ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সেবিত। যোগিবর ও মুনিবরেরা সর্ব্বদা উঁহার ধ্যানে তৎপর থাকেন, ঐ স্থানে অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা নৃত্যগীত করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবন মনোহর ও পূর্ণানন্দ রসের আবাস ভূমি, ঐ স্থলের ভূমি চিন্তা-মণির সদৃশ এবং জলে অমৃতরস আছে। তত্রত্য বৃক্ষসকল সুরভীসমূহ-সেবিত সুর-দ্রুম সদৃশ। তথাকার নারীগণ লক্ষ্মী সদৃশ, পুরুষগণ বিষ্ণুর দশাংশে উৎপন্ন; অতএব বিষ্ণুর তুল্য। তত্রত্য লোকের সর্ব্বদা কৈশোর বয়স ও আনন্দময় বিগ্রহ, সকলেরই মুখ-মণ্ডলে হাস্য বিরাজ করিতেছে, সকলেই গান, নাট্য ও কথালাপ করিয়া থাকে। ঐ বৃন্দাবন শুদ্ধসত্ত্ব, ভক্ত বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক আশ্রিত, উহা পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্ন এবং পূর্ণ-ব্রহ্মে। প্রকাশমান মূর্ত্তিময়। ঐ বৃন্দাবনে মত্তকোকিল ও ভ্রমরগণ অব্যক্ত-মধুর, মনো-হর শব্দ করিতেছে, কপোত ও শুক পক্ষিগণ সঙ্গীতে রত রহিয়াছে এবং সহস্র সহস্র উন্মত্ত অলি বিরাজিত আছে। ঐ স্থলে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, সর্ব্বপ্রকার আমোদ ও বিভ্রম আছে, এবং নানা-বর্ণ কুসুম ও পুষ্পরেণু সকল শোভা পাই-তেছে। ঐ স্থানে পূর্ণচন্দ্রের নিত্য উদয় হইয়া থাকে, সূর্য্যদেব মন্দ রশ্মিপ্রদান করিয়া থাকেন। ঐ স্থান দুঃখ জরা ও মরণ-

অক্রোধং গতমাৎসর্য্যমভিন্নমনহঙ্কৃতম্।
পূর্ণানন্দামৃতরসং পূর্ণপ্রেমসুখার্ণবম্ ॥৭০
গুণাতীতং মহদ্ধাম পূর্ণপ্রেমস্বরূপকম্।
যত্র বৃক্ষাদিপুলকৈঃ প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষিতম্ ॥৭১
কিং পুনশ্চেতনাযুক্তৈর্বিষ্ণুভক্তৈঃ কিমুচ্যতে।
গোবিন্দাঙ্ঘ্রিরজঃস্পর্শান্নিত্যবৃন্দাবনং ভুবি ॥
সহস্রদলপদ্মস্য বৃন্দারণ্যং বরাটকম্।
যস্য স্পর্শনমাত্রেণ পৃথ্বী ধন্যা জগত্রয়ে ॥ ৭৩
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং রম্যং মেধ্যং বৃন্দাবনং ভুবি।
অক্ষরং পরমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্ ॥ ৭৪
গোবিন্দদেহতোহভিন্নং পূর্ণব্রহ্মসুখাশ্রয়ম্।
মুক্তিস্তত্র রজঃস্পর্শাত্তন্মাহাত্ম্যং কিমুচ্যতে ॥৭৫
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা দেবি হৃদিস্থং তদ্বনং কুরু।
বৃন্দাবনবিহারে যু কৃষ্ণং কৈশোরবিগ্রহম্ ॥ ৭৬

বর্জ্জিত। ঐ বৃন্দাবনে ক্রোধ নাই, মাৎসর্য্য নাই ভেদজ্ঞান নাই, অহঙ্কারও নাই। ঐ স্থানে পূর্ণ আনন্দামৃত রস বহিতেছে এবং পূর্ণ প্রেমসুখরূপ সমুদ্র বিরাজিত আছে। ঐ মহৎ ধামটী ত্রিগুণাতীত এবং পূর্ণ প্রেম-স্বরূপ, এমন কি ঐ স্থলে বৃক্ষাদির গাত্রেও পুলকোদয় হয় এবং উহারা প্রেম ও আনন্দ-ভরে অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকেন। ৫৯—৭১। তত্রত্য পাদপের যখন ঐরূপ অবস্থা, তখন চেতনাশালী বৈষ্ণবগণের কথা আর কি বলিব? গোবিন্দের পাদরজঃস্পর্শে বৃন্দাবন পৃথিবীতে নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৃন্দাবন সহস্রদল পদ্মের বরাটকস্বরূপ, যাহার স্পর্শ-বশতঃ পৃথিবী ত্রিভুবনের মধ্যে ধন্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ভূমণ্ডলে বৃন্দাবন, গুহ্য হইতেও গুহ্যতম, রমণীয়, পবিত্র, অক্ষয়, পরমানন্দময় এবং গোবিন্দের অব্যয় স্থান। ঐ বৃন্দাবন গোবিন্দদেহ হইতে অভিন্ন, এবং পূর্ণব্রহ্মসুখাশ্রিত, উহার মাহাত্ম্য কি বলিব? ঐ স্থানের ধূলিস্পর্শ করিলে মুক্তিলাভ হয়। অতএব হে দেবি! সম্পূর্ণ যত্নসহকারে ঐ বৃন্দাবনকে হৃদয়ে নিহিত কর। এবং বৃন্দাবন-বিহারকালে কৈশোর-বিগ্রহ-

কালিন্দী চাকরোদ্‌যস্য কর্ণিকায়াঃ প্রদক্ষিণম্।
লীলানির্ব্বাণগম্ভীরং জলং সৌরভমোহনম্ ॥৭৭
আনন্দামৃতসম্মিশ্র-মকরন্দধনালয়ম্।
পদ্মোৎপলাদ্যৈঃ কুসুমৈর্নানাবর্ণসমুজ্জ্বলম্ ॥৭৮
চক্রবাকাদিবিহগৈর্ম্মঞ্জুনানাকলস্বনৈঃ।
শোভমানং জলং রম্যং তরঙ্গাতিমনোহরম্ ॥
তস্যোভয়তটী রম্যা শুদ্ধকাঞ্চননির্ম্মিতা।
গঙ্গাকোটিগুণঃ প্রোক্তো যত্র স্পর্শবরাটকঃ॥৮০
কর্ণিকায়াং কোটিগুণো যত্র ক্রীড়ারতো হরিঃ
কালিন্দীকর্ণিকাং কৃষ্ণমভিন্নমেকবিগ্রহম্ ॥৮১

পার্ব্বত্যুবাচ।

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যাকৃতিবিগ্রহম্।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দয়ানিধে ॥ ৮২

ঈশ্বর উবাচ।

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জুমঞ্জীরশোভিতে।

ধারী শ্রীকৃষ্ণকেও হৃদয়ে স্থাপন কর। কালিন্দী ঐ বৃন্দাবনের কর্ণিকা প্রদক্ষিণ করিয়া বিরাজিত আছে, উহার জল সৌরভ দ্বারা মনোমোহনকর, গভীর, এবং অনায়াসে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকে। উক্ত জল আনন্দ-সুধামিশ্রিত, মকরন্দরূপ ধনের আলয়, এবং পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা নানাবিধ বর্ণপ্রাপ্ত ও উজ্জ্বল। ঐ জল মনোহর নানাবিধ ও অব্যক্ত মধুররব-কারী চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ দ্বারা শোভ-মান এবং মনোহর তরঙ্গযুক্ত। ঐ যমুনা-জলের উভয়কূল রমণীয় এবং বিশুদ্ধ সুবর্ণ-নির্ম্মিত। উক্ত জলের স্পর্শে গঙ্গাজলস্পর্শ অপেক্ষা কোটিগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। কর্ণি-কাতে কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। ঐ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ারত ছিলেন, যমুনা, কর্ণিকা ও কৃষ্ণ এই তিনের মধ্যে কিছু পার্থক্য নাই। ৭২—৮১। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে দয়ানিধে! গোবিন্দের কিরূপ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও মূর্ত্তিগ্রহণ তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, বলুন। মহাদেব কহিলেন,—যোজনব্যাপী বৃক্ষসমূহ পরিব্যাপ্ত শাখা ও পল্লব

যোজনাশ্রিতভদ্রুকে শাখাপল্লবমণ্ডিতে ॥৮৩
তন্মধ্যে মঞ্জুভবনে যোগপীঠং সমুজ্জ্বলম্।
তদষ্টকোণনির্ম্মাণং নানাদীপ্তিমনোহরম্ ॥৮৪
তস্যোপরি চ মাণিক্য-রত্নসিংহাসনং শুভম্।
তস্মিন্নষ্টদলং পদ্মং কর্ণিকায়াং সুখাশ্রয়ম্ ॥৮৫
গোবিন্দস্য পরং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে।
শ্রীমদ্গোবিন্দমন্ত্রস্থ-বৈষ্ণববৃন্দসেবিতম্ ॥৮৬
দিব্যব্রজবয়োরূপং কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরম্।
ব্রজেন্দ্রং সন্ততৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভম্ ॥৮৭
যৌবনোদ্ভিন্নকৈশোরং বয়সাদ্ভুতবিগ্রহম্।
অনাদিমাদিং সর্ব্বেষাং নন্দগোপপ্রিয়াত্মজম্ ॥
শ্রুতিমৃগ্যমজং নিত্যং গোপীজনমনোহরম্।
পরং ধাম পরং রূপং দ্বিভুজং গোকুলেশ্বরম্ ॥
বল্লবীনন্দনং ধ্যায়েন্নির্গুণস্যৈককারণম্।
সুশ্রীমন্তং নবং স্বচ্ছং শ্যামধাম মনোহরম্ ॥৯০
নবীননীরদশ্রেণী-সুস্নিগ্ধমঞ্জুকুণ্ডলম্।
ফুল্লেন্দীবরসৎকান্তিসুখস্পর্শং সুখাবহম্ ॥৯১
দলিতাঞ্জনকুঞ্জাভ-চিক্কণং শ্যামমোহনম্।
সুস্নিগ্ধনীলকুটিলাশেষসৌরভকুন্তলম্ ॥৯২
তদূর্দ্ধং দক্ষকর্ণে ভালে শ্যামচূড়ং মনোহরম্।
নানাবর্ণোজ্জ্বলং রাজচ্ছিখণ্ডদলমণ্ডিতম্ ॥৯৩
মন্দারমঞ্জুগোপুচ্ছ-চূড়ং চারু বিভূষিতম্।
কচিদ্বর্হদলশ্রেণী-মুকুটেনাভিমণ্ডিতম্ ॥৯৪
অনেকমণিমাণিক্য-কিরীটভূষণং কচিৎ।
লোলালকবৃতং রাজৎকোটীন্দুসদৃশাননম্ ॥৯৫
কস্তূরীতিলকং ভ্রাজন্মঞ্জুগোরোচনান্বিতম্।
নীলেন্দীবরসুস্নিগ্ধং সুদীর্ঘদললোচনম্ ॥৯৬
আনৃত্যদ্ভ্রূলতাশ্লেষস্মিতং সাচিনিরীক্ষণম্।
সুচারুন্নতসৌন্দর্য্য-নাসাগ্রাতিমনোহরম্ ॥৯৭

ভূষিত, মনোহর মঞ্জীর-শোভিত রমণীয় বৃন্দাবনের মধ্যে মনোহর ভবনে সমুজ্জ্বল যোগপীঠ বিদ্যমান আছে, তাহা অষ্টকোণে নির্ম্মিত নানাবিধ দীপ্তি দ্বারা মনোহর। তাহার উপরে মাণিক্য-রত্নময় মনোহর সিংহাসন আছে তদুপরি অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মিত, উহাতেই হরির কর্ণিকায় সুখভবন। উহাই গোবিন্দের পরমস্থান। উহার মহিমা আর কি বলিব? উহা গোবিন্দমন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকে। বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দিব্য ব্রজবয়োধারী, তিনিই ব্রজপতি, নিত্যৈশ্বর্য্যশালী ও ব্রজবালকগণের একমাত্র প্রিয়। তাঁহার যৌবনাবির্ভাববশতঃ কৈশোর উদ্ভিন্ন হইয়াছে; এবং তিনি অদ্ভুত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অনাদি অথচ সকলের আদি, তিনিই নন্দগোপের প্রিয়-পুত্র। তিনি শ্রুতিগম্য, জন্মরহিত, নিত্য ও গোপীগণের মনোহরণকারী; তিনিই উৎকৃষ্টধাম। তাঁহার পরমরূপ; তিনি দ্বিভুজ ও গোকুলেশ্বর। তিনি বল্লবীদিগের আনন্দদায়ী, নির্গুণ, একমাত্র জগতের কারণ, অতএব তাঁহাকে ধ্যান করা উচিত। তিনি অতিশয় শ্রীমান্, নূতন, স্বচ্ছ, শ্যামবর্ণের আধারস্বরূপ এবং মনোহর। তিনি নবীন নীরদশ্রেণীবৎ সুস্নিগ্ধ, মনোহর কুণ্ডলধারী, প্রস্ফুটিত ইন্দীবরসদৃশ উত্তম কান্তিযুক্ত, সুখস্পর্শ এবং সুখাবহ। তিনি বিদলিত অঞ্জনসমূহের ন্যায় আভাযুক্ত, চিক্কণ, শ্যাম-বর্ণ এবং মনোমোহনকারী। তাঁহার কুন্তল সুস্নিগ্ধ, নীলবর্ণ, বক্র এবং অতি সৌরভ-যুক্ত। তাঁহার উর্দ্ধদেশে দক্ষিণ কপালে শ্যামবর্ণ চূড়া থাকাতে তাঁহাকে অতিমনোহর দেখায়। তিনি নানাবর্ণে উজ্জ্বল শোভমান শিখণ্ডদলে মণ্ডিত। ৮২—৯৩। তিনি মন্দারপুষ্পদ্বারা মনোহর গোপুচ্ছ নির্ম্মিত চূড়াধারী ও সুন্দররূপে ভূষিত; কখন কখন বা ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত মুকুট ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি কোন সময়ে বা অনেক মণিমাণিক্যখচিত কিরীট ধারণ করেন, তিনি চঞ্চল অলক দ্বারা ভূষিত। তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিতে কোটি চন্দ্রের সদৃশ। তিনি কস্তূরীর তিলক ধারণ করিয়া আছেন, ও শোভন গোরোচনাদ্বারা লিপ্তাঙ্গ। তিনি নীলপদ্মের ন্যায় অতিশয় স্নিগ্ধ এবং সুদীর্ঘলোচনশালী। তাঁহার অল্পহাস্য নৃত্যকারিণী ভ্রূলতার সহিত

নাসাগ্রগজমুক্তাংশু-মুগ্ধীকৃতজগত্রয়ম্।
সিন্দূরারুণসুস্নিগ্ধাধরৌষ্ঠসুমনোহরম্ ॥৯৮
নানাবর্ণোল্লসৎস্বর্ণ-মকরাকৃতিকুণ্ডলম্।
তদ্রশ্মিমণ্ডসদ্গণ্ড-মুকুরাভসমদ্যুতিম্ ॥৯৯
কর্ণোৎপলসুমন্দার-মকরোত্তংসভূষিতম্ ॥
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং মুক্তাহারস্ফুরদ্গলম্ ॥
বিলসদ্দিব্যমাণিক্য-মঞ্জুকাঞ্চনমিশ্রিতম্।
করকঙ্কণকেয়ুর-কিঙ্কিণীকটশোভিতম্ ॥১০১
মঞ্জুমঞ্জীরসৌন্দর্য্য-শ্রীমদঙ্ঘ্রিবিরাজিতম্।
কর্পূরাগুরুকস্তূরী-বিলসচ্চন্দনাদিকম্ ॥১০২
গোরোচনাদিসম্মিশ্র-দিব্যাঙ্গরাগচিত্রিতম্।
স্নিগ্ধপীতপটীয়াঞ্চ-প্রপদান্দোলিতাঞ্চলম্ ॥ ১০৩

গম্ভীরনাভিকমলং রোমরাজিনতস্রজম্।
সুবৃত্তজানুযুগলং পাদপদ্মমনোহরম্ ॥১০৪
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজ-করাঙ্ঘ্রিতলশোভিতম্।
নখেন্দুকিরণশ্রেণীপূর্ণং ব্রহ্মৈককারণম্ ॥১০৫
কেচিদ্বদন্তি তস্যাংশং ব্রহ্ম চিদ্রূপমব্যয়ম্।
তদংশাংশং মহাবিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥১০৬
যোগীন্দ্রৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ তদেব হৃদি চিন্ত্যতে
ত্রিভঙ্গললিতাশেষ-নির্ম্মাণসারনির্ম্মিতম্ ॥ ১০৭
তির্য্যগ্গ্রীবজিতানন্ত-কোটিকন্দর্পসুন্দরম্।
বামাংসার্পিতসদ্গণ্ডং স্ফুরৎকাঞ্চনকুণ্ডলম্ ॥
সাপাঙ্গেক্ষণসস্মের-কোটিমন্মথসুন্দরম্।
কুঞ্চিতাধরবিন্যস্তবংশীমঞ্জুকলস্বনৈঃ।
জগত্রয়ং মোহয়ন্তং মগ্নং প্রেমসুধার্ণবে ॥ ১০৯

আশ্লিষ্ট এবং তিনি বক্রভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি সুচারু উন্নত ও সুন্দর নাসিকার অগ্রভাগ থাকাতে অতি সুদৃশ্যাকৃতি। তিনি নাসাগ্রস্থিত গজমুক্তার কিরণ-জালে জগত্রয়কে জয় করিয়াছেন। তাঁহার অধর ও ওষ্ঠ সিন্দূরসদৃশ রক্তবর্ণ এবং মনোহর। তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় নানাবর্ণ, শোভমান স্বর্ণময় মকরাকৃতিযুক্ত; ঐ কুণ্ডল-দ্বয়ের মনোহর রশ্মিজালদ্বারা তাঁহার গণ্ড-দেশ মুকুরের শোভাধারণ করিয়াছে। তিনি কর্ণস্থিত উৎপল, মনোহর মন্দার পুষ্প ও মকরাকৃতি কর্ণাভরণদ্বারা বিভূষিত। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার গলদেশ মুক্তা-হার দ্বারা শোভমান। তাঁহার অঙ্গে শোভ-মান দিব্য মাণিক্যশোভমান মনোহর কাঞ্চন রহিয়াছে। তিনি করাস্থিত কঙ্কণ, কেয়ুর, কিঙ্কিণী এবং নূপুরদ্বারা শোভিত। তাঁহার চরণদ্বয় মনোহর নূপুরের সৌন্দর্য্য দ্বারা শোভমান, এবং তাঁহার গাত্র কর্পূর, অগুরুচন্দন, কস্তূরী এবং চন্দনপ্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যদ্বারা বিলিপ্ত হইয়াছে। তিনি গোরোচনা প্রভৃতি দ্বারা মিশ্রিত অঙ্গরাগে চিত্রিত, তাঁহার গলদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত মাল্য, স্নিগ্ধ পীতবর্ণ পরিধেয়ের উপর আন্দোলিত হইতেছে।৯৮—১০৩। তাঁহার নাভিকমল গভীর,মাল্যটী তাঁহার রোমরাজী পর্য্যন্ত অবনত, তাঁহার জানুদ্বয় সুবৃত্ত, এবং চরণদ্বয় অতিমনোহর পদ্মের ন্যায়। তাঁহার করতলে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্ন শোভা পাইতেছে। তিনি নখরূপ চন্দ্রসমূহের কিরণে পরিপূর্ণ, তিনিই ব্রহ্ম, জগতের একমাত্র কারণ। কোন কোন পণ্ডিত চিদ্রূপী অব্যয় ব্রহ্মকে তাঁহার অংশ বলিয়া বর্ণনা করেন এবং অনেক পণ্ডিত মহা-বিষ্ণুকে তাঁহার দশমাংশ বলিয়া থাকেন। সনকাদি যোগিবরগণ তাঁহাকেই মনে মনে চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনি ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তি এবং জগতে যে সমস্ত সুললিত পদার্থ আছে, তাহাদিগের সারাংশদ্বারা নির্ম্মিত। তাঁহার গ্রীবাদেশ তীর্য্যগ্ভাবে অবস্থিত হওয়ায় তিনি অনন্তকোটি কন্দর্পের সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছেন, তাঁহার গণ্ডদেশ বামস্কন্ধের উপরে রক্ষিত এবং তাঁহার কাঞ্চনময় কুণ্ডল অতিশোভমান। তিনি অপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা, পরম সুন্দর ও কোটি-সংখ্য মন্মথের ন্যায় সুন্দর এবং সহাস্যবদন। কুঞ্চিত অধর দেশে রক্ষিত বংশীর অতি মধুর শব্দ দ্বারা তিনি জগত্রয়কে মুগ্ধ করিতে-

পার্ব্বত্যুবাচ।
পরমং কারণং কৃষ্ণং গোবিন্দাখ্যং মহৎপদম্
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণস্যৈককারণম্॥
তত্ত্বরহস্যমাহাত্ম্যং কিমৈশ্বর্য্যঞ্চ সুন্দরম্।
তদ্‌ব্রূহি দেবদেবেশ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো
ঈশ্বর উবাচ।
যদঙ্ঘ্রি-নখচন্দ্রাংশু-মহিমান্তো ন বিদ্যতে।
তন্মাহাত্ম্যং কিয়দ্দেবি প্রোচ্যতে ত্বং মুদা শৃণু
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডে অনন্তত্রিগুণোচ্ছ্রয়ে।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥
সৃষ্টিস্থিত্যাদিনা যুক্তাস্তিষ্ঠন্তি তস্য বৈভবাঃ।
তদ্রূপকোটিকোট্যংশাঃ কলাঃ কন্দর্পবিগ্রহাঃ॥
জগন্মোহং প্রকুর্ব্বন্তি তদণ্ডান্তরসংস্থিতাঃ।
তদ্দেহবিলসৎকান্তি-কোটিকোট্যংশকো বিভু
তৎপ্রকাশস্য কোট্যংশরশ্ময়ো রবিবিগ্রহাঃ।
তস্য স্বদেহকিরণৈঃ পরানন্দরসামৃতৈঃ॥ ১১৬
পরমামোদচিদ্রূপৈর্নির্গুণস্যৈককারণৈঃ।
তদংশকোটিকোট্যংশা জীবন্তি কিরণাত্মকাঃ॥
তদঙ্ঘ্রিপঙ্কজদ্বন্দ্ব-নখচন্দ্রমণিপ্রভাঃ।
আহুঃ পূর্ণব্রহ্মণোঽপি কারণং বেদদুর্গমম্॥১১৮
তদংশসৌরভানন্ত-কোট্যংশো বিশ্বমোহনঃ।
তৎস্পর্শপুষ্পগন্ধাদি-নানাসৌরভসম্ভবঃ॥১১৯
তৎপ্রিয়াপ্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ
তস্যাঃ পাদরজঃস্পর্শাৎ কোটিবিষ্ণুঃ প্রজায়তে
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিতে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

ছেন এবং প্রেমরূপ সুধাসমুদ্রে মগ্ন আছেন। ১০৪ ১০৯। পার্ব্বতী কহিলেন,—গোবিন্দনামক কৃষ্ণ জগতের পরম কারণ, তিনিই মহৎপদ, বৃন্দাবনেশ্বর নিত্য, নির্গুণ ও এক কারণ। হে দেবদেব! হে পরমেশ্বর! অতএব তাঁহার রহস্য মাহাত্ম্য কি প্রকার এবং তাঁহার সুন্দর ঐশ্বর্য্যই বা কিরূপ?—তাহা বলুন, আমি শুনিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! যাঁহার চরণ-নখ-রূপ-চন্দ্রের মাহাত্ম্যের অবধি নাই, আমি তাঁহার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র বলিতেছি, তুমি আনন্দের সহিত শ্রবণ কর। অনন্ত ত্রিগুণোচ্ছ্রায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তদীয় কলার কোটি কোটি অংশ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁহারই বৈভবস্বরূপ হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেই কৃষ্ণের কোটি কোটি কলাংশ হইতে অসংখ্য কন্দর্পের বিগ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা তাঁহার অণ্ডমধ্যে অবস্থিত হইয়া জগৎ বিমোহিত করিতেছে। প্রভু তদীয় দেহে শোভমান কান্তির কোটি কোটি অংশস্বরূপ। প্রভুর প্রকাশের কোটি কোটি কলাংশ হইতে অসংখ্য রবিবিগ্রহ জন্মিয়াছে; তাহারা তাঁহার পরমানন্দস্বরূপ অমৃতবর্ষী, পরমামোদস্বরূপ, চিদ্রূপ জগতের একমাত্র কারণ। দেহকিরণদ্বারা কিরণময় হইয়া যাহারা জীবিত রহিয়াছে, তাহারা ঐ প্রভুর অংশের কোটি কোটি অংশস্বরূপ। ঐ সূর্য্য সকল সেই প্রভুর পাদপদ্মদ্বয়ের নখরূপ চন্দ্রকান্ত মণির প্রভাতুল্য প্রভাশালী। পণ্ডিতেরা সেই প্রভুকেই বেদদুর্গম ও পূর্ণব্রহ্মেরও কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিশ্বমোহন পুষ্পগন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ সৌরভ তাঁহারই অংশের সৌরভের অনন্ত কোটি অংশস্বরূপ এবং তাঁহারই স্পর্শে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার প্রিয়তমা কৃষ্ণবল্লভা রাধিকাই আদ্যা প্রকৃতি। সেই রাধিকার কোটী কোটী কলাংশ হইতেই ত্রিগুণময়ী দুর্গা প্রভৃতি দেবীগণের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ রাধিকার পাদধূলিস্পর্শে কোটী বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১১০—১২০।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

যদাকারণমেতস্য যে বা পারিষদাঃ প্রভোঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দয়ানিধে। ১
ঈশ্বর উবাচ।
রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতম্।
পূর্ব্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্যভূষাম্বরস্রজম্। ২
ত্রিভঙ্গমঞ্জুসুস্নিগ্ধং গোপীলোচনতারকম্।
তদ্বাহ্যে যোগপীঠে চ স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে। ৩
প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যংশা মূলপ্রকৃতী রাধিকা।৪
সম্মুখে ললিতা দেবী শ্যামলা বায়ুকোণকে।
উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা ঐশান্যাং শ্রীহরিপ্রিয়া।৫
বিশাখা চ তথা পূর্ব্বে শৈব্যা চাগ্নৌ ততঃ পরম্
পদ্মা চ দক্ষিণে ভদ্রা নৈর্ঋতে ক্রমশঃ স্থিতাঃ।
যোগপীঠে কেশরাগ্রে চারুচন্দ্রাবতী প্রিয়া।
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ পুণ্যাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।
প্রধানপ্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধা চন্দ্রাবলী সমা।
চন্দ্রাবলী চিত্ররেখা চন্দ্রা মদনসুন্দরী। ৮
প্রিয়া চ শ্রীমধুমতী চন্দ্ররেখা হরিপ্রিয়া।
ষোড়শাদ্যাঃ প্রকৃতয়ঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ। ৯
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা তথা চন্দ্রাবলী প্রিয়া।
অভিন্নগুণলাবণ্য-সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্যলোচনাঃ। ১০
মনোহরা মুগ্ধবেশাঃ কিশোরী বয়সোজ্জ্বলাঃ।
অগ্রেসরাস্তথা চান্যা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।১১
শুদ্ধকাঞ্চনপুঞ্জাভাঃ সুপ্রসন্নাঃ সুলোচনাঃ।
তদ্রূপহৃদয়ারূঢ়াস্তদাশ্লেষসমুৎসুকাঃ। ১২
শ্যামামৃতরসে মগ্নাঃ স্ফুরত্তদ্ভাবমানসাঃ।
নেত্রোৎপলার্চ্চিতে কৃষ্ণপাদাব্জেঽর্পিতচেতসঃ

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে দয়ানিধে! যখন শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিভুবনের কারণ, তখন সেই প্রভুর পারিষদ কে, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, বলুন। মহাদেব কহিলেন,—গোবিন্দ রাধিকার সহিত স্বর্ণসিংহাসনে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহার রূপলাবণ্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তিনি দিব্য ভূষা, বসন ও মাল্য পরিধান করিয়া আছেন। তিনি ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তি, মনোহর ও সুস্নিগ্ধ এবং গোপীগণের নয়নতারাস্বরূপ। ঐ সিংহাসনের বহিঃ-প্রদেশে, স্বর্ণসিংহাসনাবৃত যোগপীঠে ললিতা প্রভৃতি প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা বিরাজ করিতে-ছেন, তাঁহাদের প্রত্যেক অঙ্গ রসভাবপূর্ণ; রাধিকাই মূলপ্রকৃতি, ললিতাদি ঐ মূল প্রকৃতির অংশ স্বরূপ। ললিতাদেবী সম্মুখে আছেন, শ্যামলা বায়ুকোণে, উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা, ঈশানকোণে শ্রীহরিপ্রিয়া। পূর্ব্বদিকে বিশাখা, অনন্তর অগ্নিকোণে শৈব্যা, দক্ষিণ-দিকে পদ্মা, নৈঋতকোণে ভদ্রা যথাক্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ যোগীপীঠের কেশরাগ্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া সুন্দরী চন্দ্রাবলী বিদ্যমানা আছেন। এই আটটি পবিত্রা প্রধানা কৃষ্ণবল্লভাই প্রকৃতি। রাধা আদ্যা ও প্রধানা প্রকৃতি। চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া, শ্রীমধুমতী, চন্দ্ররেখা হরিপ্রিয়া এই ষোলটী আদ্যা প্রকৃতির সদৃশী এবং শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া। ১—৯। বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকা এবং শ্রীহরি-প্রিয়া চন্দ্রাবলী উভয়ই সমান লাবণ্য সৌন্দর্য্যযুক্তা, উভয়েরই লোচন-যুগল আশ্চর্য্য। উঁহাদিগের অগ্রে মনোহারিণী মুগ্ধবেশধারিণী; কিশোরী ও যৌবনসমাগমে উজ্জ্বল কান্তিশালিনী সহস্র সহস্র গোপকন্যা বিরাজ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিশুদ্ধকাঞ্চন-সদৃশ কান্তি-মতী সুপ্রসন্না এবং সুলোচনা, তাঁহাদিগের হৃদয় কৃষ্ণরূপে মগ্ন আছে এবং ঐ রূপ আলিঙ্গনের জন্য তাঁহারা উৎসুকা আছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণরূপ অমৃতরসে মগ্না ও তদ্-গতচিত্তা; তাঁহারা তাঁহাদের নয়নকমল দ্বারা পূজিত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে হৃদয় অর্পণ

শ্রুতিকন্যাস্ততো দক্ষে সহস্রাযুতসংযুতাঃ ।
জগন্মুগ্ধীকৃতাকারা হৃদ্বর্ত্তিকৃষ্ণলালসাঃ ॥ ১৪
নানাসত্ত্বস্বরালাপ-মুগ্ধীকৃতজগত্রয়াঃ ।
তন্নিগূঢরহস্যানি গায়ন্ত্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ১৫
দেবকন্যাস্ততঃ সব্যে দিব্যবেষা রসোজ্জ্বলাঃ ।
নানাবৈদগ্ধ্যনিপুণা দিব্যভাবভরান্বিতাঃ ॥ ১৬
সৌন্দর্য্যাতিশয়াঢ্যাশ্চ কটাক্ষাতিমনোহরাঃ ।
নির্লজ্জাস্তত্র গোবিন্দে তদঙ্গস্পর্শনোৎসুকাঃ ।
তদ্ভাবমগ্নমনসঃ স্মিতসাচিনিরীক্ষণাঃ ।
মন্দিরস্য ততো বাহ্যে সর্ব্বে গোপগণাঃ স্থিতাঃ
সমানবেষবয়সঃ সমানবলপৌরুষাঃ ।
সমানগুণকর্ম্মাণঃ সমানাভরণাঃ প্রিয়াঃ ॥ ১৯
সমানস্বরসঙ্গীত-বেণুবাদনতৎপরাঃ ।
শ্রীদামা পশ্চিমদ্বারে বসুদামা তথোত্তরে ॥ ২০
সুদামা চ তথা পূর্ব্বে কিঙ্কিণী চাপি দক্ষিণে ।
তদ্বাহ্যে স্বর্ণপীঠে চ সুবর্ণমন্দিরাবৃতে ॥ ২১
স্বর্ণবেদ্যন্তরস্থে তু স্বর্ণাভরণভূষিতে ।
স্তোককৃষ্ণাংশুভদ্রাদ্যৈর্গোপালৈরযুতাযুতৈঃ ॥
শৃঙ্গবীণাবেণুবেত্র-বয়োবেষাকৃতিস্বরৈঃ ।
তদ্‌গুণধ্যানসংযুক্তৈর্গায়ন্তো রসবিহ্বলৈঃ ॥ ২৩
চিত্রার্পিতৈশ্চিত্ররূপৈঃ সদানন্দাশ্রুবর্ষিভিঃ ।
পুলকাকুলসর্ব্বাঙ্গৈর্যোগীন্দ্রৈরিব বিস্মিতৈঃ ॥২৪
ক্ষরৎপয়োভির্গোবৃন্দৈরসংখ্যাতৈরুপাবৃতম্ ।
তদ্বাহ্যে স্বর্ণপ্রাচীরে কোটিসূর্য্যসমুজ্জ্বলে ॥ ২৫
চতুর্দ্দিক্ষু মহোদ্যান-মঞ্জুসৌরভমোহিতে ।
পশ্চিমে সম্মুখে শ্রীমৎপারিজাতদ্রুমাশ্রয়ে ॥২৬
তত্রাধস্ত স্বর্ণপীঠে স্বর্ণমন্দিরমণ্ডিতে ।
তন্মধ্যে মণিমাণিক্যদিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে ॥২৭

করিয়া আছেন। উঁহাদিগের দক্ষিণদিকে শ্রুতিকন্যাগণ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা সহস্রাযুত সংখ্যক, আকৃতি দ্বারা জগত্রয়কে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ লালসা বিদ্যমান আছে। তাঁহারা নানাবিধ স্বরালাপে ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন এব শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় রহস্য গান করিতে করিতে তদীয় প্রেমে বিহ্বল হইয়া আছেন বামদিকে দিব্য বেশধারিণী রসবতী নানাবিধ বৈদগ্ধ্যচতুরা এবং দিব্যভাবসম্পন্না দেবকন্যাগণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা সেই গোবিন্দের নিকট লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে উৎসুক হইয়া আছেন, তাঁহারা অতিশয় সুন্দরী এবং মনোহর কটাক্ষ করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভাবে মগ্নচিত্ত, সস্মিতবদনা এবং বক্রনিরীক্ষণকারিণী। মন্দিরের বহির্দ্দেশে সমানবেশ ও বয়ঃসম্পন্ন, সমান বল ও পৌরুষশালী, সমানগুণ ও সমানকর্ম্মে রত, সমানভাবে ভূষিত, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপগণ বিদ্যমান আছেন। ঐ গোপগণের স্বর সংগীত সমান, সকলেই বেণুবাদন-তৎপর আছেন। শ্রীদামা পশ্চিমদ্বারে আছেন, বসুদামা উত্তরদ্বারে বিরাজ করিতেছেন। সুদামা পূর্ব্বদ্বারে এবং কিঙ্কিণী দক্ষিণদ্বারে বিদ্যমান আছেন। তাহার বহির্ভাগে শুভ সুবর্ণমন্দিরে স্বর্ণবেদীর উপর সুবর্ণালঙ্কারভূষিত সুবর্ণপীঠে স্তোককৃষ্ণ ও অংশুভদ্র প্রভৃতি অযুতসংখ্য গোপাল বিরাজিত হইয়াছেন।১০—২২। তাঁহারা সকলেই শৃঙ্গ, বীণা ও বেত্রধারণ করিয়া আছেন, সকলেরই বয়স, বেশ, আকৃতি ও স্বর অনুরূপ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের গুণচিন্তনে নিযুক্ত, গানতৎপর এবং রসবিহ্বল হইয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ, আশ্চর্য্যরূপবান্ এবং সর্ব্বদা আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া আছে এবং তাঁহারা যোগীন্দ্রগণের ন্যায় বিস্মিত। তাঁহারা সকলেই দুগ্ধ নিঃসরণকারী গোবৃন্দে বেষ্টিত। তাহার বহির্দ্দেশে কোটি সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল সুবর্ণ-প্রাচীর বিদ্যমান আছে, সেই প্রাচীরের চারিদিকে মনোহর সৌরভমোহিত মহোদ্যান আছে। ঐ উদ্যানের সম্মুখে ও পশ্চাতে পারিজাত বৃক্ষ বিরাজিত আছে। তাহার নিম্নে স্বর্ণমন্দির-মণ্ডিত স্বর্ণপীঠ

তত্রোপরি পরমানন্দং বাসুদেবং জগৎপ্রভুম্।
ত্রিগুণাতীতচিদ্রূপং সর্ব্বকারণকারণম্॥ ২৮
ইন্দ্রনীলঘনশ্যামং নীলকুঞ্চিতকুন্তলম্।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং মকরাকৃতিকুণ্ডলম্॥ ২৯
চতুর্ভুজন্তু চক্রাসি-গদাশঙ্খাম্বুজায়ুধম্।
আদ্যন্তরহিতং নিত্যং প্রধানং পুরুষোত্তমম্॥
জ্যোতীরূপং মহদ্ধাম পুরাণং বনমালিনম্।
পীতাম্বরধরং স্নিগ্ধং দিব্যভূষণভূষিতম্॥ ৩১
দিব্যানুলেপনং রাজচ্চিত্রিতাঙ্গমনোহরম্।
রুক্মিণী সত্যভামা চ নাগ্নজিতী সুলক্ষণা। ৩২
মিত্রবিন্দানুবিন্দা সু নন্দা জাম্ববতী প্রিয়া।
সুশীলা চাষ্ট মহিলা বাসুদেবপ্রিয়াস্ততঃ॥ ৩৩
উদ্ভ্রাজিতাঃ পারিষদোদ্ধবাদ্যা ভক্তিতৎপরাঃ
উত্তরে সুমহোদ্যানে হরিচন্দনসংশ্রয়ে॥ ৩৪
তত্রাধস্ত স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতে।
তন্মধ্যে হেমনির্ম্মাণ-দলে সিংহাসনোজ্জ্বলে।
তত্রৈব সহ রেবত্যা সঙ্কর্ষণহলায়ুধম্।
ঈশ্বরস্থ প্রিয়ানন্তমভিন্নগুণরূপিণম্॥ ৩৬
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্।
নীলপট্টধরং স্নিগ্ধং দিব্যভূষাস্রগম্বরম্॥ ৩৭
মধুপানে সদাসক্তং মধুঘূর্ণিতলোচনম্।
তস্মাত্তু দক্ষিণে ভাগে নিকুঞ্জাভ্যন্তরস্থিতে।
সন্তানবৃক্ষমূলে তু মণিমন্দিরমণ্ডিতম্।
তন্মধ্যে মণিমাণিক্যদিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে।
প্রদ্যুম্নঞ্চ রতিং দেবং তত্রোপরি সুখস্থিতম্।
জগন্মোহনসৌন্দর্য্য-সারশ্রেণীরসাত্মকম্॥ ৪০
অসিতাম্ভোজপুঞ্জাভমরবিন্দদলেক্ষণম্।
বিদ্যালঙ্কারভূষাভির্দিব্যগন্ধানুলেপনম্॥ ৪১
জগন্মুগ্ধীকৃতাশেষ-সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্যবিগ্রহম্।
সমুদ্বীক্ষ্য কৃতার্থাঃ স্যুর্লোকে বৈ নরপুঙ্গবাঃ॥

আছে। তাহার মধ্যে মণিমাণিক্যখচিত সমুজ্জ্বল দিব্য সিংহাসন শোভিত আছে। তাহার উপরে পরমানন্দময় জগৎপ্রভু, ত্রিগুণাতীত, চিদ্রূপ সর্ব্বকারণকারণ বাসুদেব বিদ্যমান আছেন। তিনি ইন্দ্রনীলবৎ গভীর শ্যামবর্ণ, নীলবর্ণ কুঞ্চিত-কুন্তলবিশিষ্ট পদ্মপত্রবৎ বিশাললোচন এবং মকরাকৃতি কুণ্ডলে শোভিত। তিনি চতুর্ভুজ। তাঁহার হস্তচতুষ্টয়ে চক্র, অসি, গদা, শঙ্খ, ও পদ্ম শোভা পাইতেছে। তিনি আদ্যন্তরহিত, নিত্য, প্রধান ও পুরুষোত্তম। তিনি জ্যোতীরূপ; তিনিই মহৎধাম, পুরাণ পুরুষ ও বনমালী; তিনি পীতাম্বরধারী, স্নিগ্ধদেহ ও দিব্যভূষণভূষিত। তিনি দিব্যবস্তুদ্বারা অনুলিপ্ত ও শোভমান, চিত্রিত অঙ্গদ্বারা মনোহর। রুক্মিণী, সত্যভামা, সুলক্ষণা, নাগ্নজীতি, মিত্রবিন্দা, অনুবিন্দা, সুনন্দা, প্রিয়া জাম্ববতী এই সুশীলা অষ্ট মহিলা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। ইহাঁদিগের দ্বারা এবং উদ্ধবাদিভক্ত পারিষদগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। উত্তরদিকে হরিচন্দনসমাকীর্ণ বনভাগে বৃক্ষমূলে মণিমণ্ডপশোভিত স্বর্ণপীঠ আছে। তন্মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিত সমুজ্জ্বল সিংহাসন শোভা পাইতেছে। সেই সিংহাসনে রেবতীসহ সঙ্কর্ষণ হলায়ুধ বিদ্যমান আছেন; তিনি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। অনন্ত ও তাঁহার অনুরূপ গুণরূপধারী।২৩—৩৬। তিনি বিশুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশ, তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তপদ্ম-পলাশবৎ, তিনি নীলবসনধারী, স্নিগ্ধ, দিব্যভূষণ ও মাল্যধারণ করিয়াছেন। তিনি মদ্যপানে সদা আসক্ত, এবং মদ্যপান জন্য তাঁহার নয়নযুগল নিরন্তর ঘূর্ণমান হইতেছে। এই স্থল হইতে দক্ষিণ ভাগে নিকুঞ্জবনমধ্যে সন্তানবৃক্ষের মূলদেশে মণিমণ্ডিত মন্দির শোভা পাইতেছে, তন্মধ্যে মণিমাণিক্যময় উজ্জ্বল দিব্যসিংহাসন বিরাজিত। তাহার উপরে সুখে নিষণ্ণ রতি সহিত কন্দর্পদেব বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা জগন্মোহন, সৌন্দর্য্য শ্রেণীর সারস্বরূপ, এবং রসপূর্ণ। তাঁহাদিগের দেহকান্তি অসিতবর্ণ পদ্মসমূহের ন্যায়, তাঁহারা পদ্মপলাশলোচন, দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত ও দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত। তাঁহারা অঙ্গসৌন্দর্য্যে জগৎকে মুগ্ধ

পূর্ব্বোদ্যানে মহারম্যে সুরদ্রুমসমাশ্রয়ে।
তত্রাধস্ত স্বর্ণপীঠে হেমমণ্ডপমণ্ডিতে।
তস্য মধ্যস্থিতে রাজদ্দিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে॥
দিব্যোষয়া সমং শ্রীমদনিরুদ্ধং জগৎপতিম্।
সান্দ্রানন্দঘনশ্যামং সুস্নিগ্ধং নীলকুন্তলম্॥ ৪৪
সুভ্রূন্নতলতাভঙ্গ-সুকপোলং সুনাসিকম্।
সুগ্রীবং সুন্দরং বক্ষো মনোহরমনোহরম্॥ ৪৫
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কণ্ঠভূষাবিভূষিতম্।
মঞ্জুমঞ্জীরমাধুর্য্যাশ্চর্য্যসৌন্দর্য্যবিগ্রহম্॥ ৪৬
প্রিয়ভৃত্যগণারাধ্যং যত্র সঙ্গীতকপ্রিয়ম্।
পূর্ব্বব্রহ্ম সদানন্দং শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণম্॥ ৪৭
তস্যোর্দ্ধকান্তরীক্ষে চ বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্
অনাদিমাদ্যং চিদ্রূপং চিদানন্দং পরং বিভুম্
ত্রিগুণাতীতমব্যক্তং নিত্যমক্ষয়মব্যয়ম্।
সমেঘপুঞ্জমাধুর্য্য সৌন্দর্য্যশ্যামবিগ্রহম্॥৪৯
নীলকুঞ্চিতসুস্নিগ্ধকেশপাশাতিসুন্দরম্।
অরবিন্দদলস্নিগ্ধ-সুদীর্ঘচারুলোচনম্॥ ৫০
কিরীটকুণ্ডলোদ্গণ্ডং শুদ্ধসত্ত্বাত্মভির্বৃতম্।
আত্মারামৈশ্চ চিদ্রূপৈস্তন্মূর্ত্তিধ্যানতৎপরৈঃ॥
হৃদয়ারূঢ়তদ্ধ্যানৈর্নাসাগ্রন্যস্তলোচনৈঃ।
ক্রিয়তেঽহৈতুকী ভক্তিহৃদ্বৃত্তিকায়ভাষিতৈঃ॥
তৎসব্যে যক্ষগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধবিদ্যাধরাদিভিঃ।
সুকান্তৈরপ্সরঃসঙ্ঘৈর্নৃত্যসঙ্গীততৎপরৈঃ॥৫৩
তদঙ্গভজনং কামং বাঞ্ছিতঃ কৃষ্ণলালসৈঃ॥৫৪
তদগ্রে বৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বৈশ্চান্তরীক্ষে সুখাসনে।
প্রহ্লাদনারদাদ্যৈশ্চ কুমারশুকবৈষ্ণবৈঃ॥ ৫৫
জনকাদ্যৈর্লসন্তাবৈরন্তর্বাহ্যস্ফূর্ত্তিতৎপরৈঃ।
পুলকাকুলসর্ব্বাঙ্গৈঃ স্ফুরৎপ্রেমসমাকুলৈঃ॥৫৬
রহস্যামৃতসংসিক্তৈরর্দ্ধযুগ্মাক্ষরো মনুঃ।
মন্ত্রচূড়ামণিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বমন্ত্রৈককারণম্।

করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে লোকে কৃতার্থ হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিকে সুরতরু-সমাকীর্ণবনে হেমমণ্ডপ-মণ্ডিত সুবর্ণপীঠে শোভমান উজ্জ্বল দিব্য সিংহাসন বিদ্যমান আছে। তাহার উপরে দিব্যরূপিণী উষা-দেবীর সহিত জগৎপতি শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ বিদ্যমান আছেন। তিনি সান্দ্রানন্দময়, ঘনশ্যাম, সুস্নিগ্ধ, এবং নীলকুন্তল। তাঁহার উচ্চ ভ্রূলতার ভঙ্গীতে কপোলদেশ পরম শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে; তিনি মনোহর, নাসাযুক্ত, তাঁহার গ্রীবাদেশ মনোহর; তিনি সুন্দরাকৃতিও মনোহর এবং তাঁহার বক্ষোদেশ অতি মনোহর। তিনি কিরীটধারী, কুণ্ডল-ভূষিত ও কণ্ঠভূষাবিভূষিত। তাঁহার মনোহর নূপুরযুগল, এবং তাঁহার শরীর আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যময়। প্রিয়তম ভৃত্যগণ তাঁহার সর্ব্বদা আরাধনা করিতেছে। তিনি সঙ্গীত-প্রিয়; তিনিই পূর্ণব্রহ্ম, সদানন্দময়, ও শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ।৩৭—৪৭। উহার ঊর্দ্ধদেশে গগনে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, অনাদি, আদি পুরুষ, চিদ্রূপী, চিদানন্দময়, পরম প্রভু বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন। তিনি ত্রিগুণাতীত, অব্যক্ত, নিত্য, অক্ষয়, মেঘপুঞ্জবৎ শ্যামবর্ণ এবং সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ বিগ্রহধারী। তাঁহার কেশপাশ নীলবর্ণ কুঞ্চিত ও সুস্নিগ্ধ হওয়াতে অতি সুন্দর। তাঁহার লোচনদ্বয় অরবিন্দদলের ন্যায় সুস্নিগ্ধ ও মনোহর। কিরীট ও কুণ্ডল-দ্যুতিতে তাঁহার গণ্ডদেশ উদ্ভাসিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ সত্ত্বতমমূর্ত্তি, আত্মারাম, চিদ্রূপী, বিষ্ণুধ্যানতৎপর যোগিগণে তিনি সর্ব্বদা বেষ্টিত আছেন। ঐ মহাত্মগণ বিষ্ণুধ্যান-তৎপর, এবং নাসাগ্রে ন্যস্তলোচন হইয়া কায়মনোবাক্যে অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে-ছেন। বামদিকে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যা-ধর প্রভৃতি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। নৃত্যগীততৎপর মনোহর অপ্সরাসমূহ কৃষ্ণ-লালসান্বিত হইয়া তাঁহার অঙ্গভজনবাঞ্ছা করিতেছে। তাঁহার অগ্রভাগে গগন-প্রদেশে প্রহ্লাদ, নারদ, কুমার, শুক, প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন। অন্তরে ও বাহিরে স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট মনোহর-ভাবপূর্ণ জনকাদি মহাত্মারা আনন্দে পুলকিত-তনু ও প্রেমসমাকুল হইয়া তাঁহার সমীপে অবস্থিতি করিতেছেন।৪৮-৫৬। উক্ত মহাত্মারা

সর্ব্বদেবস্তু মন্ত্রাণাং কৈশোরমন্ত্রহেতুকম্‌ ॥ ৫৭
সর্ব্বকৈশোরমন্ত্রাণাং হেতুশ্চূড়ামণির্মনুঃ ।
জপং কুর্ব্বন্তি মনসা পূর্ণপ্রেমসুখাশ্রয়াঃ ॥ ৫৮
বাঞ্ছন্তি তৎপদাম্ভোজে নিশ্চলং প্রেমসাধনম্‌
তদ্বাহ্যে স্ফটিকাত্যুচ্চপ্রাচীরে সুমনোহরে ।
কুঙ্কুমৈঃ সিতরক্তাদ্যৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমুজ্জ্বলৈঃ ॥৬০
শুক্লং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং পশ্চিমে দ্বারপালকম্‌ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-কিরীটাদিবিভূষিতম্‌ ॥ ৬১
রক্তং চতুর্ভুজং পদ্ম শঙ্খচক্রগদায়ুধম্‌ ।
কিরীটকুণ্ডলোদ্দীপ্তং দ্বারপালকমুত্তরে ॥ ৬২
গৌরং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্রগদায়ূধম্‌ ।
কিরীটকুণ্ডলাদ্যৈশ্চ শোভিতং বনমালিনম্‌ ।
পূর্ব্বদ্বারে দ্বারপাল গৌরং বিষ্ণুং প্রকীর্ত্তিতম্‌
কৃষ্ণবর্ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রাদিভূষণম্‌ ।
দক্ষিণদ্বারপালস্তু শ্রী বিষ্ণুং কৃষ্ণবর্ণকম্‌ ॥ ৬৪

রহস্যামৃতে সংসিক্ত হইয়া অর্দ্ধযুগাক্ষর মন্ত্র-জপ করিতেছেন, উক্ত মন্ত্রকে চূড়ামণি মন্ত্র বলিয়া থাকে; ঐ মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের একমাত্র কারণ। সমস্ত দেবতার মন্ত্রের কৈশোর মন্ত্রই হেতু। সমস্ত কৈশোর মন্ত্রের চূড়ামণি মন্ত্রই একমাত্র কারণ। পূর্ণপ্রেম সুখাশ্রিত ব্যক্তিরা ঐ মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মারা ভগবানের চরণকমলে নিশ্চল প্রেমসাধন ইচ্ছা করিতেছেন। উহার বহির্দ্দেশে স্ফটিকময়, উচ্চ, মনোহর প্রাচীর শোভিত আছে, উহা কুঙ্কুম, ও সিতরক্তাদি বর্ণে সমুজ্জ্বল। তথায় শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ বিষ্ণু বর্ত্তমান আছেন। তিনিই পশ্চিমদ্বারের দ্বারপালরূপে অবস্থিত, এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ও কিরীট প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত। উত্তর দ্বারে রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, কিরীট ও কুণ্ডল দ্বারা শোভিতদেহ মহাপুরুষ দ্বারপাল আছেন। পূর্ব্বদ্বারে গৌরবর্ণ,চতুর্ভুজ,শঙ্খচক্র-গদাধারী, কিরীট-কুণ্ডল-ভূষিত বনমালী দ্বারপালরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। দক্ষিণদ্বারে কৃষ্ণবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, শঙ্খ-চক্রাদিভূষিত শ্রীবিষ্ণু দ্বারপালরূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি এই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত প্রযতচিত্ত ও বিশুদ্ধ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তাঁহার গোবিন্দে অনুরাগ জন্মে। ৫৭—৬৫ ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণচরিতং হ্যেতদ্‌যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।
শৃণুয়াদ্বাপি যো ভক্ত্যা গোবিন্দে লভতে রতিম্‌

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিতে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।
ভগবন্‌ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বাত্মন্‌ সর্ব্বসম্ভব ।
দেবদেব মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ করুণাকর ॥ ১
ত্বয়ানুকম্পিতৈবাহং ভূয়োঽপ্যাহানুকম্পয়া ।
ত্রৈলোক্যমোহনা মন্ত্রাস্ত্বয়া মে কথিতাঃ প্রভো
তেন দেবেন গোপীভির্ম্মহামোহনরূপিণা ।
কেন কেন বিশেষেণ চিক্রীড়ে তদ্বদস্ব মে ॥ ৩
মহাদেব উবাচ ।
একদা বাদয়ন্‌ বীণাং নারদো মুনিপুঙ্গবঃ ।
কৃষ্ণাবতারমাজ্ঞায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্‌ ॥ ৪

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে ভগবন্‌ সর্ব্বভূতপতে! হে সর্ব্বাত্মন্‌! হে সর্ব্বসম্ভব! হে দেবদেব, মহাদেব! হে সর্ব্বজ্ঞ, করুণাময়! তুমি আমার উপরে দয়া করিয়া, আমাকে ত্রৈলোক্যমোহন মন্ত্র বলিয়াছ। পুনরায় কৃপাপূর্ব্বক সেই মহামোহন রূপী দেব শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত কি প্রকারে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বল। মহাদেব কহিলেন,—একদা মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, ভূমণ্ডলে কৃষ্ণের অবতরণ জানিতে পারিয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে নন্দ-

গত্বা তত্র মহাযোগমায়েশং বিভুমচ্যুতম্।
বালনাট্যধরং দেবং দদৃশে নন্দবেশ্মনি ॥ ৫
সুকোমলপটাস্তীর্ণ-হেমপর্য্যঙ্ককোপরি।
শয়ানং গোপকন্যাভিঃ প্রেক্ষ্যমাণং সদা মুদা ॥
অতীবসুকুমারাঙ্গং মুগ্ধং মুগ্ধবিলোকনম্।
বিস্রস্তনীলকুটিল কুন্তলাবলিকুণ্ডলম্ ॥ ৭
কিঞ্চিৎস্মিত স্ফুরব্যক্তদে দ্বিরদকুড্মলম্।
স্বপ্রভাভির্ভাসয়ন্তং সমস্তভবনোদরম্ ॥ ৮
দিগ্বাসসং সমালোক্য সোঽতিহর্ষমবাপ হ।
সম্ভাষ্য গোপতিং নন্দমাহ সর্বং প্রভু প্রিয়ঃ ॥৯
নারায়ণপরাণান্তু জীবনাদ্যতিদুর্লভম্।
অস্য প্রভাবমতুলং ন জানন্তীহ কেচন ॥ ১০
ভবব্রহ্মাদয়োঽপ্যস্মিন্ রতিং বাঞ্ছন্তি শাশ্বতীম্
চরিতং চাস্য বালস্য সর্বেষামেব হর্ষণম্।
মুদা গায়ন্তি শৃণ্বন্তি হ্যভিনন্দন্তি তাদৃশাঃ ॥ ১১
অস্মিংস্তব সুতেঽচিন্ত্য-প্রভাবে স্নিগ্ধমানসাঃ।
তরিষ্যন্তি ন তেষাং বৈ ভববাধা ভবিষ্যতি ॥
মুক্তেহ পরলোকাশাঃ সর্বা বল্লবসত্তম।
একান্তেনৈকভাবেন বালেঽস্মিন্ প্রীতিমাচার
ইত্যুক্তা নন্দভবনান্নিষ্ক্রান্তো মুনিপুঙ্গবঃ।
তেনার্চ্চিতো বিষ্ণুবুদ্ধ্যা প্রণম্য চ বিসর্জ্জিতঃ ॥
অথাসৌ চিন্তয়ামাস মহাভাগবতো মুনিঃ ॥ ১৫
অস্য কান্তা ভগবতী লক্ষ্মীর্নারায়ণে হরৌ।
বিধায় গোপিকারূপং ক্রীড়ার্থং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥১৬
অবশ্যমবতীর্ণা সা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তামহং বিচিনোম্যদ্য গেহে গেহে ব্রজৌকসাম্
বিমৃশ্যৈবং মুনিবরো গেহানি ব্রজবাসিনাম্।
প্রবিবেশাতিথির্ভূত্বা বিষ্ণুবুদ্ধ্যা সুপূজিতঃ ॥১৮
সর্বেষাং বল্লবাদীনাং রতিং নন্দসুতে পরাম্।

গোকুলে গমন করিলেন। সেইস্থানে যাইয়া নন্দগৃহে মহাযোগমায়াপ্রভু বালকবেশধর দেব অচ্যুতকে দেখিতে পাইলেন। তখন ভগবান্ সুকোমল বস্ত্রদ্বারা আস্তীর্ণ সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কের উপরে গোপকন্যাগণের নয়ন-গোচরে শুইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ অতি সুকুমার, তিনি দেখিতে অতি মনোহর, তাঁহার দৃষ্টিও পরমসুন্দর এবং তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডল বিস্রস্ত, নীলবর্ণ এবং বক্র ভাবে অবস্থিত। তখন তিনি অল্প হাস্য করিতেছিলেন, এইজন্য তাঁহার দুই একটী দশন-কুট্মল প্রকাশ পাইতেছিল, তিনি নিজ অঙ্গপ্রভায় সমস্ত গৃহমধ্যদেশ উজ্জ্বল করিয়া আছেন। তিনি তখন দিগম্বর ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ মুনি অতিহৃষ্ট হইলেন এবং গোপতি নন্দকে সম্ভাষণ করিয়া সকল বিবরণ বলিতে লাগিলেন। হরিভক্ত লোক-দিগের জীবনাদি অতি দুর্লভ। এই বালকের অতুল প্রভাব এই জগতে কেহই জানে না। শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও এই বালককে নিত্যানুরাগে বাসনা করিয়া থাকেন। এই বালকের আচরণ সকলেরই আনন্দপ্রদ, তাদৃশ হরিভক্তব্যক্তিরা আনন্দে মত্ত হইয়া ইহাঁর গুণগান করিয়া থাকেন, ইহাঁর গুণাবলী শ্রবণ করেন ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন।১--১১। যে সকল ব্যক্তি এই অচিন্ত্য-প্রভাব তোমার পুত্রের উপরে যাঁহারা স্নিগ্ধচিত্ত হইবেন, তাঁহারা অনায়াসে সংসার-সমুদ্রপার হইবেন, তাঁহাদের ভববাধাও হইবে না। হে গোপসত্তম! ইহলোকে ও পরলোকে আশা পরিত্যাগ করিয়া একান্তচিত্ত হইয়া এই বালকের উপর প্রীতি প্রদর্শন কর। এই কথা বলিয়া মুনিপুঙ্গব নন্দগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে উদ্যত হইলেন। নন্দরাজও তাঁহাকে বিষ্ণু জ্ঞান করিয়া পূজা করিলেন এবং প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিলেন;—অনন্তর ঐ মহাভগবদ্ভক্ত মুনি চিন্তা করিলেন। ইহাঁর কান্তা ভগবতী লক্ষ্মী ভগবানের সহিত ক্রীড়ার নিমিত্ত গোপিকারূপ ধারণ করিয়া অবশ্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সংশয় নাই; অতএব তাঁহাকে অদ্য প্রত্যেক ব্রজ-বাসীর গৃহে অন্বেষণ করিয়া দেখি। এইরূপ বিচেনা করিয়া মুনিবর ব্রজবাসীদিগের প্রতি-গৃহে অতিথিরূপে প্রবেশ করিলেন; সক-লেই তাঁহাকে বিষ্ণুজ্ঞানে পূজা করিয়া-

দৃষ্ট্বা মুনিবরঃ সর্ব্বান্ মনসা প্রণনাম হ। ১৯
গোপানাঞ্চ গৃহে বালাং দদর্শ শ্বেতরূপিণীম্
স দৃষ্ট্বা তর্কয়ামাস রমা এষা ন সংশয়ঃ॥ ২০
প্রবিবেশ ততো ধীমান্নন্দ খুর্ম্মহাত্মনঃ।
কস্যচিদ্গোপবর্য্যস্য ভানুনাম্নো গৃহং মহৎ। ২১
অর্চ্চিতো বিধিবত্তেন সোহপ্যপৃচ্ছন্মহামনাঃ।
সাধো ত্বমসি বিখ্যাতো ধর্ম্মনিষ্ঠতয়া ভুবি। ২২
তবাহং ধনধান্যাদিসমৃদ্ধিং সংবিভাবয়ে। ২৩
কশ্চিত্তে যোগ্যপুত্রোহস্তি কন্যা বা শুভলক্ষণা
যতস্তে কীর্ত্তিরখিলং লোকং ব্যাপ্যভবিষ্যতি
ইত্যুক্তো মুনিবর্য্যেণ ভানুরানীয় পুত্রকম্।
মহাতেজস্বিনং দৃপ্তং নারদায়াভ্যবাদয়ৎ। ২৫
দৃষ্ট্বা মুনিবরস্তন্তু রূপেণাপ্রতিমং ভুবি।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং সুগ্রীবং সুন্দরভ্রুবম্।
চারুদন্তং চারুকর্ণং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্। ২৬
তং সমাশ্লিষ্য বাহুভ্যাং স্নেহাশ্রূণি বিমুচ্য চ।
ততঃ স গদ্গদং প্রাহ প্রণয়েন মহামুনিঃ। ২৭

নারদ উবাচ।

অয়ং শিশুস্তে ভবিতা সুসখা রামকৃষ্ণয়োঃ।
বিহরিষ্যতি তাভ্যাঞ্চ রাত্রিন্দিনমতন্দ্রিতঃ॥
তত আভাষ্য তং গোপপ্রবরং মুনিপুঙ্গবঃ।
যদা গন্তুং মনশ্চক্রে তত্রৈবং ভানুরব্রবীৎ। ২৯

ভানুরুবাচ।

একাস্তি পুত্রিকা দেব-দেবপত্ন্যুপমা মম।
কনীয়সী শিশোরস্য জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ। ৩০
উৎসাহাদ্বৃদ্ধয়ে যাচে ত্বাং বরং ভগবত্তম।
প্রসন্নদৃষ্টিমাত্রেণ সুস্থিরাং কুরু বালিকাম্।
শ্রুত্বৈবং নারদো বাক্যং কৌতুকাকৃষ্টমানসঃ।
অথ প্রবিশ্য ভবনং লুঠন্তীং ভূতলে সুতাম্।
উত্থাপ্যাঙ্কে নিধায়াতি-স্নেহবিহ্বলমানসঃ।
ভানুরপ্যাযযৌ ভক্তিনম্রো মুনিবরান্তিকম্।
অথ ভাগবতশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণস্যাতিপ্রিয়ো মুনিঃ।

ছিলেন। ঐ মুনিবর, সমস্ত গোপেরই নন্দসুতে নিরতিশয় অনুরাগ দেখিয়া সকলকে মনে মনে প্রণাম করিলেন। গোপগণের গৃহে শ্বেতরূপিণী বালাকে দেখিয়া ঐ মুনিপ্রবর বিবেচনা করিলেন,—ইনিই লক্ষ্মী সংশয় নাই। অনন্তর ধীমান্ নারদমুনি নন্দসখা, মহাত্মা গোপশ্রেষ্ঠ ভানুর মহৎ গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই মহাত্মা নারদ ঐ গোপকর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সাধো! ভূমণ্ডলে তুমি কর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছ। আমি তোমার ধনধান্যাদি সম্পত্তি আছে বিবেচনা করি; তোমার কি কোন যোগ্য পুত্র অথবা শুভলক্ষণা কন্যা আছে? যাহা হইতে অখিল জগৎ ব্যাপিয়া তোমার কীর্ত্তি হইতে পারে? মুনিবর এইরূপ বলিলে ভানু মহাতেজস্বী দৃপ্ত পুত্রকে আনাইয়া নারদ মুনিকে অভিবাদন করাইলেন। মুনিবর অপ্রতিমরূপশালী, পদ্মপত্র-বিশালাক্ষ মনোহর গ্রীবাবিশিষ্ট, সুন্দর ভ্রূলতাযুক্ত, চারুদন্ত, সুকর্ণ, সর্ব্বাবয়ব-সুন্দর ঐ ভানু-পুত্রকে দেখিয়া বাহুদ্বারা ঐ গোপকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রণয় গদ্গদ-বাক্যে বলিলেন। নারদ কহিলেন,—হে গোপবর্য্য! এই তোমার শিশু পুত্র রামকৃষ্ণের উত্তম সখা হইবে এবং তাঁহাদিগের সহিত দিবারাত্র অতন্দ্রিত হইয়া বিহার করিবে। ১২—২৮। এইরূপ বলিয়া যখন ঐ মুনিবর চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন গোপপ্রবর ভানু বলিলেন। ভানু কহিলেন,—দেব! দেবপত্নী-সমানা আমার এক কন্যা আছে, সে এই শিশুর কনিষ্ঠ, কিন্তু সে জড় অন্ধ এবং বধিরা। হে ভগবত্তম! আমি উৎসাহবশতঃ বৃদ্ধির নিমিত্ত আপনার নিকটে এইবর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রসন্নদৃষ্টি দ্বারা ঐ বালিকাকে প্রকৃতিস্থা করুন। ইহা শুনিয়া নারদ কৌতুকাকৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া ভূতলপতিতা ঐ কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া অতি স্নেহাকুলচিত্ত হইলেন; ভানুও ভক্তিনম্র হইয়া মুনিবর-সমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর ভাগবতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের অতিপ্রিয় মুনি

দৃষ্ট্বা তস্যাঃ পরং রূপমদৃষ্টাশ্রুতমদ্ভুতম্। ৩৪
অভূৎ পূর্ব্বসমঃ মুগ্ধো হরিপ্রেম মহামুনিঃ।
বিগাহ্য পরমানন্দসিন্ধুমেকরসায়নম্। ৩৫
মুহূর্ত্তদ্বিতয়ং তত্র মুনিরাসীচ্ছিলোপমঃ।
মুনীন্দ্রঃ প্রতিবুদ্ধস্তু শনৈরুন্মীল্য লোচনে। ৩৬
মহাবিস্ময়মাপন্নস্তূষ্ণীমেব স্থিতোঽভবৎ।
অন্তর্হৃদি মহাবুদ্ধিরেবমেবং ব্যচিন্তয়ৎ॥ ৩৭
ভ্রান্তং সর্ব্বেষু লোকেষু ময়া স্বচ্ছন্দচারিণা।
অস্যা রূপেণ সদৃশী দৃষ্টা নৈব চ কুত্রচিৎ॥ ৩৮
ব্রহ্মলোকে রুদ্রলোক ইন্দ্রলোকে চ মে গতিঃ
ন কোঽপি শোভাকোট্যংশঃ কুত্রাপ্যস্যা বিলোকিতঃ। ৩৯
মহামায়া ভগবতী দৃষ্টা শৈলেন্দ্রনন্দিনী।
যস্যা রূপেণ সকলং মুহ্যতে সচরাচরম্। ৪০
সাপ্যস্যাঃ সুকুমারাঙ্গী লক্ষ্মীং নাপ্নোতি কর্হিচিৎ
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কান্তির্বিদ্যাদ্যাশ্চ বরস্ত্রিয়ঃ।
ছায়ামপি স্পৃশন্ত্যস্য কদাচিন্নৈব দৃশ্যতে। ৪২
বিষ্ণোর্যন্মোহনং রূপং হরো যেন বিমোহিতঃ
ময়া দৃষ্টঞ্চ তদপি কুতোঽস্যাঃ সদৃশং ভবেৎ।
ততোঽস্যাস্তত্ত্বমাজ্ঞাতুং ন মে শক্তিঃ কথঞ্চন
অন্যে চাপি ন জানন্তি প্রায়েণৈনাং হরেঃ প্রিয়াম্। ৪৪
অস্যাঃ সন্দর্শনাদেব গোবিন্দচরণাম্বুজে।
যা প্রেমর্দ্ধিরভূৎ সা মে ভূতপূর্ব্বা ন কর্হিচিৎ॥
একান্তে নৌমি ভবতীং দর্শয়িষ্যতিবৈভবম্।
কৃষ্ণস্য সম্ভবত্যস্যা রূপং পরমতুষ্টয়ে। ৪৬
বিমৃশ্যৈবং মুনির্গোপপ্রবরং প্রেষ্য কুত্রচিৎ।
নিভৃতে পরিতুষ্টাব বালিকাং দিব্যরূপিণীম্।
অয়ি দেবি মহাযোগে মায়েশ্বরি মহাপ্রভে।
মহামোহনদিব্যাঙ্গি মহামাধুর্য্যবর্ষিণি। ৪৮
মহাদ্ভুতরসানন্দ-শিথিলীকৃতমানসে।
মহাভাগ্যেন কেনাপি গতাসি মম দৃক্পথম্।

ঐ কন্যার অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদ্ভুত রূপ দেখিয়া পূর্ব্ববৎ মুগ্ধ হইলেন এবং একমাত্র রসায়ন-স্বরূপ পরমানন্দরূপ সমুদ্রে অবগাহন করিলেন।২৯–৩৫। মুনিবর নারদ সেই স্থলে মুহূর্ত্তদ্বয় শিলাবৎ নিশ্চল থাকিয়া চৈতন্যলাভ করিলেন, পরে ধীরে ধীরে লোচন উন্মীলন করিয়া মহাবিস্ময়ের সহিত মৌনী হইয়া রহিলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি সকল জগতে স্বচ্ছন্দচারী হইয়া ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি এই কন্যার সদৃশী কন্যা আমি দেখিতে পাই নাই। কি ব্রহ্মলোক, কি রুদ্রলোক, কি ইন্দ্রলোক, সর্ব্বত্রই আমার গতি আছে, কিন্তু এই কন্যার শোভার কোটীভাগের এক ভাগও কোন কন্যায় দেখি নাই। মহামায়া ভগবতী শৈলরাজ-কন্যাকে দেখিয়াছি, যাঁহার রূপে সচরাচর জগৎ মুগ্ধ হয়। সেই সুকুমারাঙ্গীও ইহাঁর শোভা পান নাই। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তি, ও বিদ্যা প্রভৃতি বরস্ত্রীগণ কখন ইহাঁর ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন না। বিষ্ণু যে মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, মহাদেব যেরূপে বিমোহিত হইয়াছেন, আমি ঐ সকল রূপও দেখিয়াছি, তাঁহারাও তো ইহাঁর রূপের সদৃশ নহে। অতএব ইহাঁর তত্ত্ব জানিতে আমার শক্তি নাই, অপর কেহও এই হরিপ্রিয়াকে জানেন না। ইহাঁকে দেখিবামাত্র গোবিন্দের পাদপদ্মে আমার যাদৃশ প্রেম প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা অভূতপূর্ব্ব আমি একান্ত মনে আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনার রূপ, অতি বৈভব দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমতুষ্টিকর হইবে। ৩৬—৪৬। এইরূপ চিন্তা করিয়া মুনিবর গোপপ্রবরকে কোন স্থানে পাঠাইয়া নির্জ্জনে বিদ্যারূপিণী ঐ বালিকাকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেবি! তুমি মহাযোগময়ী, মাহেশ্বরী ও মহাপ্রভা; তোমার দিব্যাঙ্গ মহামোহজনক; তুমি মহামাধুর্য্যবর্ষণ করিতেছ। হে ভগবতি! তোমাকে দেখিলে লোকের মানস মহৎ ও অদ্ভুত আনন্দরসে শিথিল হয়, হে মহাভাগে! তুমি

নিত্যমন্তঃসুখা দৃষ্টিস্তব দেবি বিভাব্যতে।
অন্তরেব মহানন্দ-পরিতৃপ্তেব লক্ষ্যসে ॥ ৫০
প্রসন্নং মধুরং সৌম্যমিদং তে মুখমণ্ডলম্।
ব্যনক্তি পরমাশ্চর্য্যং কমপ্যন্তঃসুখোদয়ম্ ॥৫১
রজঃসম্বন্ধিকলিকাশক্তিস্ত্বমতিশোভনে।
সৃষ্টি-স্থিতিসমাহাররূপিণী ত্বমধিষ্ঠিতা ॥৫২
তত্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বাসু শক্তির্বিদ্যাত্মিকা পরা।
পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পরম্ ॥ ৫৩
কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমে।
যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ
ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিস্তবেশিতুঃ।
তবাংশমাত্রমিত্যেবং মনীষা মে প্রবর্ত্ততে ॥৫৫
মায়াবিভূতয়োঽচিন্ত্যাস্তন্মায়ার্ভকমায়িনঃ।
পরেশস্য মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ব্বাস্তে কলাকলাঃ।
আনন্দরূপিণী শক্তিস্ত্বমীশ্বরী ন সংশয়ঃ।
ত্বয়া চ ক্রীড়তে কৃষ্ণো নূনং বৃন্দাবনে বনে ॥
কৌমারেণৈব রূপেণ ত্বং বিশ্বস্য চ মোহিনী।
তারুণ্যবয়সা স্পৃষ্টং কীদৃক্তে রূপমদ্ভুতম্ ॥
কীদৃশং তব লাবণ্যং লীলাহাসেক্ষণান্বিতম্।
হরিতানুষলোভেন পরাশ্চর্য্যময়ং ভবেৎ ॥ ৫৯
দ্রষ্টুং তদহমিচ্ছামি রূপন্তে হরিবল্লভে।
যেন নন্দসুতঃ কৃষ্ণো মোহং সমুপযাস্যতি ॥
ইদানীং মম কারুণ্যান্নিজরূপং মহেশ্বরি।
প্রণতায় প্রপন্নায় প্রকাশয়িতুমর্হসি ॥ ৬১
ইত্যুক্তা মুনিবর্য্যেণ তদনুব্রতচেতসা।
মহামায়েশ্বরীং নত্বা মহানন্দময়ীং পরাম্ ॥ ৬২
মহাপ্রেমভরোৎকণ্ঠাব্যাকুলাঙ্গীং শুভেক্ষণাম্ ॥
ঈক্ষমাণেন গোবিন্দমেবং বর্ণয়তা স্থিতম্ ॥৬৩
জয় কৃষ্ণ মনোহারিন্ জয় বৃন্দাবনপ্রিয়।
জয় ভ্রূভঙ্গললিত জয় বেণুরবাকুল ॥ ৬৪
জয় বর্হকৃতোত্তংস জয় গোপীবিমোহন।

কোন প্রকারে আমার দৃষ্টিপথে আসিতেছ না। হে দেবি! তোমার দৃষ্টি পাইলে লোক অন্তরে সুখ লাভ করে, তোমাকে অন্তরে মহানন্দে পরিতৃপ্তা দেখাইতেছে। তোমার এই প্রসন্ন, মধুর ও সুন্দর মুখমণ্ডল অতিশয় আশ্চর্য্য এবং অন্তরে সুখোদয় প্রকাশ করিতেছে। তুমি রজোগুণের কলিকা-স্বরূপা, তুমি শক্তিরূপা ও অতি শোভনা, তুমি সৃষ্টিস্থিতির সমাহাররূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুমিই ব্রহ্মস্বরূপা, বিশুদ্ধ স্বত্ত্বময়ী, প্রধান শক্তিরূপা ও উৎকৃষ্ট বিদ্যাত্মিকা। তুমিই বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পরম আনন্দসন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে ব্রহ্মরুদ্রপ্রভৃতি দেবগণ-দুর্গমে! তোমার বিভব প্রত্যেক অংশে আশ্চর্য্য! তুমি কখনও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর না। আমি এইরূপ বুঝি যে, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তোমারই অংশমাত্র, তুমিই সর্ব্বজগতের ঈশ্বরী। অর্ভকমায়াধারী ভগবান্ মহাবিষ্ণুর যে সকল মায়াবিভূতি, সে সকল তোমারই অংশস্বরূপ। তুমিই আনন্দরূপিণী শক্তি, তুমিই ঈশ্বরী সংশয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ কৌমাররূপ পরিগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনে তোমারই সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তুমিই বিশ্বকে মুগ্ধ করিতেছ। যখন তোমার অদ্ভুত রূপ যৌবন স্পৃষ্ট হইবে, তখন তোমার কি প্রকার লাবণ্য, লীলা, হাস্য, ও দর্শন হইবে, বোধ হয় উহাতেই মানুষরূপধারী হরি, লুব্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ৪৭—৫৯। হে হরিবল্লভে! তোমার যে রূপ দেখিয়া নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইবেন, সেইরূপ আমি দেখিতে ইচ্ছুক হইতেছি। হে মহেশ্বরি! এক্ষণে এই প্রণত ও প্রপন্ন জনকে দয়াপূর্ব্বক নিজরূপ দেখাও। মুনিবর্য্য তদ্গতচিত্তে এইরূপ বলিয়া, মহানন্দময়ী, পরমা, মহাভক্তিজনিত উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলাঙ্গী ও শুভেক্ষণা ঐ কন্যাকে দেখিতে দেখিতে গোবিন্দের স্তব আরম্ভ করিলেন। মনোহারী কৃষ্ণ, তুমি জয়যুক্ত হও, হে বৃন্দাবনপ্রিয়! জয়যুক্ত হও। হে ভ্রূভঙ্গসুন্দর, বেণুরবব্যগ্র, শ্রীকৃষ্ণ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিতচূড়াধারিন্! হে গোপী-

জয়কুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গ জয় রত্নবিভূষণ। ৬৫
কদাহং ত্বৎপ্রসাদেন ত্বনয়া দিব্যরূপয়া।
সহিতং নবতারুণ্য-মনোহরবপুঃশ্রিয়া।
বিলোকয়িষ্যে কৈশোরমোহন ত্বাং জগৎপতে
এবং কীর্ত্তয়তস্তস্য তৎক্ষণাদেব সা পুনঃ।
বভূব দধতী দিব্যং রূপমত্যন্তমোহনম্‌। ৬৭
চতুর্দ্দশাব্দবয়সা ললিতং ললিতং পরম্‌।
সমানবয়সশ্চান্যাস্তদৈব ব্রজবালিকাঃ। ৬৮
আগত্য বেষ্টয়ামাসুর্দ্দিব্যভূষাম্বরস্রজঃ।
মুনীন্দ্রঃ স্তিমিতনিশ্চেষ্টো বভূবাশ্চর্য্যমোহিতঃ॥
বালাস্তাস্ত বয়স্যায়াশ্চরণাম্বুকণৈর্ম্মুনিম্‌।
নিষিচ্য বোধয়ামাসুরূচুশ্চ কৃপয়ান্বিতাঃ। ৭০
বালা উচুঃ।
মুনিবর্য্য মহাভাগ মহাযোগেশ্বরেশ্বর।
ত্বয়ৈব পরয়া ভক্ত্যা ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ।
নূনমারাধিতো দেবো ভক্তানাং কামপূরকঃ।
যদিয়ং ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈর্দ্দেবৈঃ সিদ্ধমুনীশ্বরৈঃ।

মহাভাগবতৈশ্চান্যৈর্দুর্দ্দর্শা দুর্গমাপি চ। ৭২
অত্যদ্ভুতবয়োরূপ-মোহিনী হরিবল্লভা।
কেনাপ্যচিন্ত্যভাগ্যেন তব দৃষ্টিপথং গতা।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বিপ্রর্ষে ধৈর্য্যমালম্ব্য সত্বরম্‌।
এনাং প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কুরু পুনঃপুনঃ। ৭৪
কিং ন পশ্যসি চার্ব্বঙ্গীমত্যন্তব্যাকুলামিব।
অস্মিন্নেব ক্ষণে নূনমন্তর্ধানং গমিষ্যতি।
নানয়া সহ সংলাপঃ কথঞ্চিত্তে ভবিষ্যতি।
দর্শনঞ্চ পুনর্নাস্যাঃ প্রাপ্স্যসি ব্রহ্মবিত্তম। ৭৬
কিন্তু বৃন্দাবনে বাপি ভাত্যশোকলতা শুভা।
সর্ব্বকালেঽপি পুষ্পাঢ্যা সর্ব্বদিগ্ব্যাপিসৌরভা
গোবর্দ্ধনাদদূরেণ কুসুমাখ্যসরস্তটে।
তন্মূলে হর্দ্ধরাত্রে তু দ্রক্ষ্যস্যস্মানশেষতঃ। ৭৮
শ্রুত্বৈবং বচনং তাসাং স্নেহবিহ্বলচেতসাম্‌।
যাবৎপ্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণমেদ্দণ্ডবন্মুনিঃ। ৭৯

মোহন! তুমি জয়যুক্ত হও। হে কুঙ্কুম-লিপ্তাঙ্গ! হে রত্নবিভূষণ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে কৈশোরমোহন! হে জগদীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ! কবে আমি তোমার অনুগ্রহে দিব্যরূপিণী নবযৌবনে মনোহর দেহধারিণী এই বালিকার সহিত তোমাকে দেখিতে পাইব। মুনিবর এইরূপ কীর্ত্তন করিবামাত্র ঐ বালিকা পুনরায় অত্যন্ত মোহন দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, তাহা দেখিতে চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্কা ও অতি সুন্দরী উহাঁরই সমানবয়স্কা দিব্যভূষা, বস্ত্র, ও মাল্যধারিণী অন্যান্য ব্রজবালিকারা আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। ঐ মুনীন্দ্র স্তিমিত-নিশ্চেষ্ট ও আশ্চর্য্যমোহিত হইয়া রহিলেন। ঐ বালিকাগণ বয়স্যার চরণাম্বুকণা দ্বারা মুনিকে সিক্ত করিয়া সচেতন করিলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। বালিকারা কহিলেন,—হে মহাভাগ, মহাযোগীশ্বরেশ্বর, মুনিবর্য্য! তুমিই পরম-ভক্তিসহকারে ভক্তগণের কাম-পূরক জগ-দীশ্বর হরির আরাধনা করিয়াছ। কারণ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ, সিদ্ধ ও মুনীশ্বরগণ এবং মহাভাগবত অন্যান্য সকলেরই ইনি দুর্দ্দর্শা ও দুর্গমা। তোমার অনুপম ভাগ্য বলিয়া অত্যাশ্চর্য্যবয়োরূপধারিণী এই হরিপ্রিয়া তোমার দৃষ্টিপথারূঢ়া হইয়াছেন। হে বিপ্রর্ষে! সত্বর ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া উত্থান কর, ইহাঁকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম কর। এই চার্ব্বঙ্গী অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছেন, দেখিতেছ না? ইনি এক্ষণেই অন্তর্হিতা হইবেন। ৬০—৭৫। হে ব্রহ্মবিত্তম! ইহাঁর সহিত তোমার আলাপও হইবে না, এবং ইহাঁর পুনরায় সাক্ষাৎকারও পাইবে না। কিন্তু বৃন্দাবনে একটি অশোকলতা শোভা পাইতেছে, ঐ লতা সর্ব্বকালেই পুষ্পযুক্তা থাকে। উহার সৌরভ সর্ব্ব-দিগ্‌ব্যাপী। ঐ লতা গোবর্দ্ধনগিরির অদূরস্থিত কুসুমনামক সরোবরের তীরে বিদ্যমান আছে। উহারই মূলদেশে অর্দ্ধ-রাত্রে আমাদিগের সকলকেই দেখিতে পাইবে। স্নেহপূর্ণহৃদয়া ঐ বালিকাদিগের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মুনিবর ঐ বালিকাকে

মুহূর্তদ্বিতয়ং বালাং নানানির্ম্মাণশোভনাম্। ৮
আহুয় ভানুং প্রোবাচ নারদঃ সর্ব্বশোভনাম্।
এবং স্বভাবা বালেয়ং ন সাধ্যা দৈবতৈরপি॥
কিন্তু যদ্‌গৃহমেতস্যাঃ পদচিহ্নবিভূষিতম্।
তত্র নারায়ণো দেবঃ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ।
লক্ষ্মীশ্চ বসতে নিত্যং সর্ব্বাভিশ্চৈব সিদ্ধিভিঃ
অদ্য এনাং বরারোহাং সর্ব্বভূষণভূষণাম্।
দেবীমিব পরাং গেহে রক্ষ যত্নেন সত্তম॥ ৮৩
ইত্যুক্ত্বা মনসৈবৈনাং মহাভাগবতোত্তমঃ।
তদ্রূপমেব সংস্মৃত্য প্রবিষ্টো গহনং বনম্॥ ৮৪
অশোকলতিকামূলমাসাদ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রতীক্ষমাণো দেবীং তাং তত্রৈবাগমনেন হি
স্থিতোহত্র প্রেমবিকলশ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণবল্লভাম্॥
অথ মধ্যনিশাভাগে যুবত্যঃ পরমাদ্ভুতাঃ।
পূর্ব্বদৃষ্টাস্তথান্যাশ্চ বিচিত্রাভরণস্রজঃ॥ ৮৬

দৃষ্ট্বা মনসি সম্ভ্রান্তো দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি।
পরিবার্য্য মুনিং সর্ব্বাস্তাস্তাঃ প্রবিবিশুঃ শুভাঃ
প্রষ্টুকামোহপি স মুনিঃ কিঞ্চিৎ স্বাভিমতং
প্রিয়ম্।
নাশকৎ প্রেমলাবণ্যপ্রিয়ভাষাপ্রধর্ষিতঃ॥ ৫৮
অথাগত্য মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতাঞ্জলিমিব স্থিতম্।
ভক্তিভারানতগ্রীবং সবিস্ময়ং সসম্ভ্রমম্॥ ৮৯
সুবিনীততমং প্রাহ তত্রৈব করুণান্বিতা।
অশোকমালিনী নাম্না অশোকবনদেবতা॥৯০

অশোকমালিন্যুবাচ।

অশোককলিকায়াস্তু বসাম্যস্যাং মহামুনে।
রক্তাম্বরধরা নিত্যং রক্তমাল্যানুলেপনা॥ ৯১
রক্তসিন্দূরকলিকা রক্তোৎপলবতংসিনী।
রক্তমাণিক্যকেয়ূর-মুকুটাদিবিভূষিতা॥ ৯২
একদা প্রিয়য়া সার্দ্ধং বিহরন্ত্যো মধূৎসবে।
তত্রৈব মিলিতা গোপবালিকাশ্চিত্রবাসসঃ॥ ৯৩

প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর তিনি ভানুকে ডাকিয়া সর্ব্বশোভনা ও মুহূর্ত্তদ্বয় কাল নানাবিধ নির্ম্মাণে শোভমানা ঐ বালিকার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। এই বালিকার এইরূপই স্বভাব, ইহাকে প্রকৃতিস্থ করা দেবগণেরও অসাধ্য; কিন্তু যাঁহার গৃহ ইহাঁর পদচিহ্নে ভূষিত থাকে, সেখানে দেবগণের সহিত ভগবান্ নারায়ণ ও ভগবতী লক্ষ্মী সর্ব্বসিদ্ধির সহিত বাস করেন। হে সত্তম! অদ্য এই বরারোহা সর্ব্বভূষণের ভূষণস্বরূপা কন্যাকে পরমা দেবীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া যত্নপূর্ব্বক গৃহে রক্ষা কর। এই কথা বলিয়াই ভগবান্ মহাভক্ত ঐ মুনি বালিকার রূপ স্মরণ করিতে করিতে মানসগতিতে গহনবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ মুনিপুঙ্গব অশোকলতা পাইয়া উহার মূলদেশে কৃষ্ণবল্লভাকে চিন্তা করিতে করিতে প্রেমবিকল হইয়া ঐ দেবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৭৬—৮৫। অনন্তর মধ্যরাত্রে অত্যদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অন্যান্য যুবতীগণকে বিচিত্র আভরণ ও মাল্যে বিভূষিত হইয়া তথায় আসিতে দেখিতে পাইলেন। ঐ মুনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া সম্ভ্রান্তচিত্তে দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ঐ সুন্দরীগণ মুনিকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। ঐ মুনি উহাঁদিগের স্নেহ, লাবণ্য ও প্রিয়বাক্যে প্রধর্ষিত হওয়াতে স্বকীয়, প্রিয়, অভিমত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়াও পারিলেন না। অনন্তর অশোকমালিনী নামে অশোক-বনদেবতা ভক্তিভরে নতগ্রীব, বিস্মিত, সম্ভ্রমান্বিত এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত ঐ মুনিবরের সমীপে আসিয়া কৃপাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। অশোকমালিনী কহিলেন,—হে মহামুনে! আমি সর্ব্বদা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া ও রক্তমাল্যে অনুলিপ্ত হইয়া এই অশোক-কলিকায় বাস করি। আমার মস্তকে রক্তবর্ণ সিন্দূরকলা বিদ্যমান আছে, আমার অবতংস রক্তোৎপলরচিত এবং কেয়ূর মুকুট প্রভৃতি ভূষণগুলিও রক্তবর্ণ মাণিক্যখচিত। একদা বসন্তোৎসবে গোপবেশধারী হরি প্রিয়ার সহিত বিহার করিতেছিলেন, ঐখানে

অহঞ্চাশোকমালাভির্গোপবেষধরং হরিম্।
রমারূপাশ্চ তাঃ সর্ব্বা ভক্ত্যা সম্যগপূজয়ম্॥
ততঃ প্রভৃতি চৈতাসাং মধ্যে তিষ্ঠামি সর্ব্বদা।
ভূষাভির্ব্বিবিধাভিশ্চ তোষয়িত্বা রমাপতিম্॥৯৫
পরাপরমহং সর্ব্বং বিজানামীহ সর্ব্বতঃ।
গো-গোপগোপিকাদীনাং রহস্যঞ্চাপি বেদ্ম্যহম্॥৯৬
তব জিজ্ঞাসিতঞ্চাপি হৃদি প্রতিবিভাষিতম্॥
তাং দেবীমদ্ভুতাকারামদ্ভুতানন্দদায়িনীম্।
হরেঃ প্রিয়াং হিরণ্যাভাং হীরকোজ্জ্বলমুদ্রিকাম্
কথং পশ্যামি লোলাক্ষীং কথং বা তৎপদাম্বুজম্
আরাধ্যতেহতিভক্ত্যেতিত্বয়া ব্রহ্মন্ বিমর্শিতম্
তত্র তে কথয়িষ্যামি বৃত্তান্তং সুমহাত্মনাম্।
মানসে সরসি স্থিত্বা তপস্তীব্রমুপেয়ুষাম্॥১০০
জপতাং সিদ্ধমন্ত্রাংশ্চ ধ্যায়তাং হরিমীশ্বরম্।
মুনীনাং কাঙ্ক্ষতাং নিত্যং তস্যা এব পদাম্বুজম্
একসপ্ততিসাহস্রসংখ্যাতানাং মহৌজসাম্।
তত্তেহহং কথয়াম্যদ্য তদ্রহস্যং পরং বনে॥

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণমাহাত্ম্য-কথনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪০

চিত্রবসনধারিণী গোপবালিকারাও মিলিত ছিলেন। আমি অশোকমালাদিগের সহিত ঐ হরিকে এবং রমারূপিণী ঐ সকল স্ত্রীগণকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়াছিলাম। সেই অবধি সর্ব্বদা বিবিধ ভূষাদ্বারা রমাপতিকে পরিতুষ্ট করিয়া ইঁহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। আমি এই স্থানে থাকিয়া পরাপর সমস্তই জানি, গো, গোপ গোপিকাদির কোন রহস্য আমার অজ্ঞাত নাই। তোমার প্রশ্নও আমার হৃদয়ে প্রতিভাসিত রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! তোমার মনে ইহাই জাগরূক রহিয়াছে যে, সেই অদ্ভুতাকারা, অদ্ভুতানন্দদায়িনী, সুবর্ণদীপ্তিশালিনী, হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জল মুদ্রাধারিণী, চঞ্চলাক্ষী, দেবী হরিপ্রিয়াকে কি করিয়া দেখিতে পাইব, কিরূপেই বা তাঁহার পাদপদ্ম অতি ভক্তিসহকারে আরাধনা করিব? সেই বিষয়ে, মানস সরোবরে অবস্থিতি করিয়া তীব্র তপস্যায় নিরত, সুমহাত্মা, সিদ্ধমন্ত্রজপকারী, জগদীশ্বর হরির পাদপদ্ম ধ্যানে নিযুক্ত সেই দেবীর পাদপদ্ম লাভে অতি লালসাসম্পন্ন মহাতেজস্বী একসপ্ততিসহস্রসংখ্যক মুনিগণের বৃত্তান্ত আজ আমি তোমাকে বলিব। বনে তাঁহার পরম রহস্য অদ্য তোমায় বলিতেছি। ৮৬—১০২।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

তদেকাগ্রমনা ভূত্বা শৃণু দেবি বরাননে।
আসীদুগ্রতপা নাম মুনিরেকো দৃঢ়ব্রতঃ॥১
সাগ্নিকো হ্যগ্নিভক্তশ্চ চচারাত্যদ্ভুতং তপঃ।
জজাপ পরমং জাপ্যং মন্ত্রং পঞ্চদশাক্ষরম্॥২
কামমন্ত্রেণ পুটিতং কামং কামবরপ্রদম্।
কৃষ্ণায়েতি পদং স্বাহাসহিতং সিদ্ধিদং পরম্॥
দধ্যৌ চ শ্যামলং কৃষ্ণং রাসোন্মত্তং বরোৎসুকম্
পীতপট্টধরং বেণুং করেণাধরমর্পিতম্॥৪

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে বরাননে! দেবি! তবে একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। উগ্রতপা নামে এক মুনি ছিলেন, তিনি দৃঢ়ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ মুনি সাগ্নিক ও অগ্নিভক্ত হইয়া অদ্ভুত তপস্যা করিতেন, এবং পঞ্চদশাক্ষর পরম জপনীয় মন্ত্র জপ করিতেন। কামবরপ্রদ উত্তম সিদ্ধিপ্রদ, ঐ মন্ত্র কামমন্ত্রে পুটিত এবং "স্বাহা" সহিত "কৃষ্ণায়" এই পদযুক্ত। ইহাই ঐ মন্ত্রের

নবযৌবনসম্পন্নং কর্ষন্তং পাণিনা প্রিয়াম।
এবং ধ্যানপরঃ কল্পশতান্তে দেহমুৎসৃজন্‌॥ ৫
সুনন্দনামগোপস্য কন্যাভূৎ স মহামুনিঃ।
সুনন্দেতি সমাখ্যাতা যা বীণাং বিভ্রতী করে।
মুনিরন্যঃ সত্যতপা ইতি খ্যাতো মহাব্রতঃ।
স শুষ্কপত্রভুক্‌ তোয়ে প্রজজাপ পরং মনুম্‌।
রতান্তং কামবীজেন পুটিতঞ্চ দশাক্ষরম্‌।
স প্রদধ্যৌ মুনিবরশ্চিত্রবেষধরং হরিম্‌॥ ৮
ধৃত্বা রমায়া দোর্বল্লীদ্বিতয়ং কঙ্কণোজ্জ্বলম।
নৃত্যন্তং তন্মুদং তাঞ্চ সংশ্লিষ্যন্তং মুহুর্মুহুঃ॥ ৯
হসন্তমুচ্চৈরানন্দতরঙ্গং জঠরাম্বরে।
দধতং বেণুমাজানু বৈজয়ন্ত্যা বিরাজিতম্‌॥১০
স্বেদাম্বুঃকণসংসিক্ত-ললাটবানভাননম্‌।
ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা স বৈ দেহং তপসা চ মহামুনিঃ
দশকল্পান্তরে চায়ং জাতো নন্দবনাদিহ।
সুভদ্রনাম্নো গোপস্য কন্যা ভদ্রেতি বিশ্রুতা॥
যস্যাঃ পৃষ্ঠতলে দিব্যং ব্যজনং পরিদৃশ্যতে।
হরিধামাভিধানস্তু কশ্চিদাসীন্মহামুনিঃ॥ ১৩
সোঽতপ্যত তপঃ কৃচ্ছ্রং নিত্যং ত্যক্তৈব
ভোজনম॥ ১৪
আশুসিদ্ধিকরং মন্ত্রং বিংশত্যর্ণং প্রজপ্তবান।
অনন্তরং কামবীজাদধ্যারূঢ়ন্তু দৈবতম্‌॥ ১৫
মায়া তৎপুরতো ব্যোমহংসাস্যগৃহ্যাত্তিচন্দ্রকম্‌।
ততো দশাক্ষরং পশ্চান্নমোযুক্তং স্মরাদিকম্‌॥
দধ্যৌ বৃন্দাবনে রম্যে মাধবীমণ্ডপে প্রভুম।
উত্তানশায়িনং চারু-পল্লবাস্তরণোপরি॥ ১৭
কদাচিদতিকামার্ত্ত-বল্লব্যা রক্তনেত্রয়া।
বক্ষোজযুগমাচ্ছাদ্য বিপুলোরঃস্থলং মুহুঃ॥

আকার। তিনি শ্যামবর্ণ, রাসোন্মত্ত, বরদানে উৎসুক, পীতবসনধারী, করদ্বারা বেণুকে অধরে স্থাপন করিয়াছেন, ও পাণিদ্বারা প্রিয়াকে আকর্ষণ করিতেছেন, এতাদৃশ নবযৌবনসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতেন। এইরূপ ধ্যানে অবস্থিত করিয়া ঐ মুনি কল্পশতান্তে দেহ বিসর্জ্জন করেন। পরিশেষে ঐ মহামুনি সুনন্দনামক গোপের সুনন্দানাম্নী কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কন্যা হস্তে বীণা ধারণ করিতেন। সত্যতপা নামে অন্য এক মুনি মহাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি শুষ্ক পত্র ভোজন করিতেন এবং জলবাসী হইয়া কামবীজপুটিত রতান্ত দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। ঐ মুনিবর বিচিত্রবেশে সজ্জিত, লক্ষ্মী দেবীর কঙ্কণোজ্জল হস্তদ্বয়ধারণপূর্ব্বক নৃত্যকারী ঐ দেবীতে আনন্দিত, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিতেছেন। এতাদৃশ উচ্চ হাস্যকারী আনন্দের তরঙ্গস্বরূপ, উদরাম্বরে বেণুধারী এবং আজানুলম্বিত বৈজয়ন্তী দ্বারা বিরাজিত ভগবান্‌ হরিকে চিন্তা করিতেন। ধ্যানকালে ঐ মুনি ভগবানের ললাটদেশ এবং ভগবতী লক্ষ্মীদেবীর মুখমণ্ডল স্বেদজলে সিক্ত দেখিতেন এইরূপে। তিনি দশ কল্প পর্য্যন্ত করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, পরে এই ভূমণ্ডলে নন্দবন হইতে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ঐ মুনি এই জন্মে সুভদ্র নামক গোপের ভদ্রানাম্নী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন; যাঁহার পৃষ্ঠতলে দিব্য ব্যজন দেখা গিয়া থাকে। ১—১৩। হরিধামা নামে কোন মহামুনি ছিলেন, তিনি ভোজন পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্রতপস্যায় নিরত ছিলেন। তিনি বিংশতিবর্ণাত্মক আশুসিদ্ধিকর মন্ত্রজপ করিতেন। অনন্তর তিনি কামবীজ জপ করিয়া ব্যোম এবং হংসশোভিত বর্ণ চন্দ্রদৈবতমন্ত্রে আধিরোহণ করেন। ঐ মন্ত্রের প্রথমে মায়াবীজ আছে। পরে নমোযুক্ত স্মরাদি দশাক্ষর মন্ত্রজপ করিয়াছিলেন। ঐ মুনি মনোহর পল্লবাস্তরণের উপর উত্তানশায়ী, রমণীয় বৃন্দাবন-স্থিত মাধবীমণ্ডপমধ্যবর্ত্তী প্রভুকে চিন্তা করিতেন। ঐ মুনি ধ্যানকালে দেখিতেন যেন, কোন অনুরক্তনেত্রা কামার্ত্তা গোপী নিজ পয়োধর আচ্ছাদন করিয়া ভগবানের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। ভগবানের বক্ষঃস্থল অতি বিপুল, এবং

সঞ্চুম্বমানং গণ্ডান্তস্তপ্যমানয়দচ্ছদম্ । ১৯
কলয়ন্তং প্রিয়াং দোর্ভ্যাং সহসং সমুদাদ্ভুতম্
স মুনিশ্চ বহূন্ দেহাংস্ত্যক্ত্বা কল্পত্রয়ান্তরে।
সারঙ্গনাম্নো গোপস্য কন্যাভূচ্ছুভলক্ষণা ॥ ২০
রঙ্গবেণীতি বিখ্যাতা নিপুণা চিত্রকর্ম্মণি।
যস্যা দন্তেষু দৃশ্যন্তে চিত্রিতাঃ শোণবিন্দবঃ ॥
ব্রহ্মবাদী মুনিঃ কশ্চিজ্জাবালিরিতি বিশ্রুতঃ।
স তপঃসুরতো যোগী বিচরন্ পৃথিবীমিমাম্ ॥
স একস্মিন্মহারণ্যে যোজনায়তবিস্তৃতে।
যদৃচ্ছয়া গতো হ্যপশ্যদেকাং বাপীং সুশোভনাম্
সর্ব্বতঃ স্ফটিকাবদ্ধ-তটাং স্বাদুজলান্বিতাম্।
বিকাসিকমলামোদ-বায়ুনা পরিশীলিতাম্ । ২৪
তস্যাঃ পশ্চিমদিগ্ভাগে মূলে বটমহীরুহে।
অপশ্যত্তাপসীং কাঞ্চিৎকুর্ব্বতীং দারুণং তপঃ
তারুণ্যবয়সা যুক্তাং রূপেণাত্তমনোহরাম্।

চন্দ্রাংশুসদৃশাভাসাং সর্ব্বাবয়বশোভনাম্।
কৃত্বা কটিতটে বাম-পাণিং দক্ষিণহস্ততঃ।
জ্ঞানমুদ্রাঞ্চ বিভ্রাণামনিমেষিতলোচনাম্।
ত্যক্তাহারং বিহারঞ্চ সুনিশ্চলতয়া স্থিতাম্ ॥
জিজ্ঞাসুস্তাং মুনিবরস্তস্থৌ তত্র শতং সমাঃ
তদন্তে তাং সমুত্থাপ্য চলিতাং বিনয়ান্মুনিঃ ॥
অপৃচ্ছৎ কা ত্বমাশ্চর্য্যরূপে কিং বাচরিষ্যসি।
যদি যোগ্যং ভবেত্তর্হি কৃপয়া বক্তুমর্হসি ॥২৯
অথাব্রবীচ্ছনৈর্ব্বালা তপসাতীব কর্শিতা।
ব্রহ্মবিদ্যাহমতুলা যোগীন্দ্রৈর্যা চ মৃগ্যতে ॥৩০
সাহং হরিপদাম্ভোজ-কাম্যয়া সুচিরং তপঃ।
চরাম্যস্মিন্ বনে ঘোরে ধ্যায়ন্তী পুরুষোত্তমম্
ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং তেনানন্দেন তৃপ্তধীঃ।
তথাপি শূন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা ॥৩১

তিনি ঐ গোপীর কপোলদেশে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতেছেন। অনবরত চুম্বনবশতঃ ভগবানের অধরোষ্ঠ ক্লিষ্ট হইতেছে, কখনও বা প্রভু হাস্য করিতে করিতে ঐ প্রিয়তমা গোপীকে হস্ত দ্বারা অদ্ভুতরূপে আকর্ষণ করিতেছেন। ঐ মুনি বহুদেহ পরিত্যাগ করিয়া কল্পত্রয়াবসানে সারঙ্গ নামক গোপের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কন্যা শুভলক্ষণা ও চিত্রকর্ম্মনিপুণা। উহার নাম রঙ্গবেণী। উহার দন্তে চিত্রিত শোণবিন্দু পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জাবালি নামে কোন ব্রহ্মবাদী মুনি ছিলেন। তিনি তপোনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া এই পৃথিবী বিচরণ করিতে করিতে একটী যোজনবিস্তৃত মহারণ্যমধ্যে ইচ্ছানুসারে প্রবিষ্ট হইয়া একটি মনোহর তড়াগ দেখিতে পাইলেন। ঐ তড়াগের সমস্ত তট স্ফটিক-নির্ম্মিত, উহার জল অতিস্বাদু এবং উহা প্রস্ফুটিত পদ্মগন্ধময় পবনে পরিশীলিত হইতেছে। ঐ বাপীর পশ্চিমতটে কোন এক বটবৃক্ষতলে একটী কঠোর তপস্যায় নিযুক্তা তাপসীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ তাপসী যুবতী ও মনোহরা, উহার দীপ্তি চন্দ্রকিরণের ন্যায় এবং উহার সকল অবয়বই অতি মনোরম। উনি কটিতটে বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণ-হস্তে জ্ঞানমুদ্রাধারণ করিতেছেন এবং উহাঁর লোচনদ্বয় অনিমেষভাবে বিদ্যমান আছে। উনি আহার-বিহার পরিত্যাগ করিয়া সুনিশ্চলভাবে অবস্থিত করিতেছেন। ১৪—২৭। ঐ মুনি ঐ তাপসীকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐ স্থলে একশত বৎসর রহিলেন, অনন্তর একদিন ঐ তাপসীকে উঠাইয়া উহাঁকে গমনোদ্যত দেখিয়া বিনয়-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে আশ্চর্য্য-রূপে! তুমি কে? এবং কি করিবে? যদি উপযুক্ত হয়, তবে কৃপা করিয়া আমাকে উত্তর প্রদান কর। ঐ বালা, তপস্যায় অতি কৃশা! তাপসী ধীরে ধীরে বলিলেন,—আমি অনুপমা ব্রহ্মবিদ্যা। যোগীন্দ্রগণ আমাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন। আমি হরিপাদ-পদ্মলাভ-মানসে এই বনে সেই পুরুষোত্তমের ধ্যানে মগ্না হইয়া বহুকাল তপস্যা করিতেছি। আমি ব্রহ্মানন্দে পূর্ণা হইয়াছি এবং ঐ আনন্দে আমার মনও পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তথাপি কৃষ্ণরতিব্যতি-

ইদানীমতিনির্ব্বিন্না দেহস্যাস্য বিসর্জ্জনম্।
কর্ত্তুমিচ্ছামি পুণ্যায়াং বাপিকায়ামিহৈব তু॥৩৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা মুনিরত্যন্তবিস্মিতঃ।
পতিত্বা চরণে তস্যাঃ কৃষ্ণোপাসবিধিং শুভম্॥
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতস্ত্যক্তাধ্যাত্মবিরোচনম্।
তয়োক্তমন্ত্রমাজ্ঞায় জগাম মানসং সরঃ॥৩৫
ততোঽতিদুশ্চরং চক্রে তপো বিস্ময়কারকম্।
একপাদস্থিতঃ সূর্য্যং নির্নিমেষং বিলোকয়ন্॥
মন্ত্রং জজাপ পরমং পঞ্চবিংশতিবর্ণকম্।
দধ্যৌ পরমভাবেন কৃষ্ণমানন্দরূপিণম্॥৩৭
চরন্তং ব্রজবীথীষু বিচিত্রগতিলীলয়া।
ললিতৈঃ পাদবিন্যাসৈঃ কণয়ন্তঞ্চ নূপুরম্॥৩৮
চিত্রকন্দর্পচেষ্টাভিঃ সস্মিতাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ।
সম্মোহিন্যাখ্যয়া বংশ্যা পঞ্চম্যাকর্ণচিত্রয়া॥৩৯
বিম্বোষ্ঠপুটচুম্বিন্যা কলালাপৈর্ম্মনোজ্ঞয়া।
হরন্তং ব্রজরামাণাং মনাংসি চ বপূংষি চ॥৪০
প্রথমীবীভিরাগত্য সহসালিঙ্গিতাঙ্গকম্।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
শ্যামলাঙ্গং প্রভাপূর্ণং মোহয়ন্তং জগত্রয়ম্॥৪১
স এবং বহুদেহেন সমুপাস্য জগৎপতিম্
নবকল্পান্তরে জাতা গোকুলে দিব্যরূপিণী॥৪২
কন্যা প্রচণ্ডনাম্নস্তু গোপস্যাতিযশস্বিনঃ।
চিত্রগন্ধেতি বিখ্যাতা সুকুমারী শুভাননা।
নিজাঙ্গগন্ধৈর্বিবিধৈর্মোদয়ন্তী দিশো দশ॥৪৪
তামেনাং পশ্য কল্যাণীং বৃন্দশো মধুপায়িনীম্
অঙ্গেষু স্বপতিং কৃত্বা রসাবেশসমাকুলাম্॥৪৫
অস্যাঃ স্তনপরিষঙ্গো হারৈঃ সর্ব্বৈর্বিহন্যতে।
বক্ষস্থলাৎপ্রচ্যবদ্ভিশ্চন্দ্রগন্ধাদিসৌরভৈঃ॥৪৬
অপরে মুনিবর্য্যাস্তু সন্ততং পূতমানসাঃ।
বায়ুভক্ষাস্তপস্তেপুর্জপন্তঃ পরমং মনুম্॥৪৭

থেকে আমি আপনাকে শূন্য দেখিতেছি। এক্ষণে অতিশয় নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া এই দেহকে এই পবিত্রা বাপীতে বিসর্জ্জন দিতে অভিলাষ করিতেছি। ঐ মুনি তাঁহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন, এবং তাঁহাকে কৃষ্ণদেবের মঙ্গলকর উপাসনা-বিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে ঐ ব্রহ্মবিদ্যা-কথিত মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া পরমানন্দিতমনে আত্মরুচি পরিত্যাগপূর্ব্বক মানস-সরোবরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ঐ মুনি একপাদে দণ্ডায়মান হইয়া নির্নিমেষনেত্রে সূর্য্য বিলোকন করিতে করিতে অতি দুশ্চর, বিস্ময়কারক তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং পঞ্চবিংশতি বর্ণাত্মক মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। তিনি তপস্যাকালে পরমভক্তিপূর্ণ হইয়া আনন্দরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতেন। তিনি ধ্যানকালে দেখিতেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র লীলা-গতি করিয়া ব্রজবীথিতে বিচরণ করিতেছেন এবং মনোহর পাদবিক্ষেপে তাঁহার নূপুর শব্দায়মান হইতেছে। তিনি বিচিত্র কামচেষ্টায় সস্মিত অপাঙ্গবীক্ষণে, এবং তাঁহার বিম্বোষ্ঠপুটচুম্বিনী অরুণবর্ণ ও বিচিত্রা সম্মোহিনীনাম্নী বংশীর মধুরালাপে ব্রজরমণীদিগের মন ও দেহ আকর্ষণ করিতেছেন। প্রথমীবী ব্রজাঙ্গনাসকল যেন তাঁহার দেহলতাকে সহসা আলিঙ্গন করিতেছেন, তিনি দিব্যমালা ও দিব্যবসনে সজ্জিত, দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, শ্যামলাঙ্গ, প্রভাপূর্ণ এবং ত্রিভুবন-মোহকারী। ঐ মুনি এইরূপে জগৎপতিকে বহুদেহে কল্পনাপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া নব কল্পান্তে দিব্যরূপধারিণী, অতি যশস্বী প্রচণ্ডনামক গোপের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ সুকুমারী শুভাননা কন্যার নাম চিত্রগন্ধা; কারণ উনি নিজ অঙ্গসৌরভে দশদিক্ আমোদিত করেন। ২৮—৪৪। বৃন্দাবনের মধুপায়িনী সেই এই কল্যাণীকে দর্শন কর, ইনি নিজদেহে পতিকে ধারণ করিয়া রসাবেশে আকুলা আছেন। ইঁহার বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষরণশীল, বিচিত্র সৌরভসমন্বিত হারসকল দ্বারা স্তনালিঙ্গন বিহত হইতেছে। অন্যান্য মুনিবরগণ পূতমানসে বায়ুভক্ষণ করিয়া পরম-মন্ত্র জপ করিতে করিতে তপস্যা করিয়াছিলেন।

স্মরঃ কৃষ্ণায় কামার্ত্তিকলাদিব্রতশালিনে।
আগ্নেয়ীসহিতং কৃত্বা মন্ত্রং পঞ্চদশাক্ষরম্ ॥৪৮
দধ্যুর্ম্মুনিবরাঃ কৃষ্ণমূর্ত্তিং দিব্যবিভূষণাম্।
দিব্যচিত্রদুকূলেন পূর্ণপীনকটিস্থলাম্ ॥ ৪৯
ময়ূরপিচ্ছকৈঃ ক্লিপ্ত-চূড়াঞ্জ্বলকুণ্ডলাম্।
সব্যজঙ্ঘান্ত আদায় দক্ষিণং চরণাম্বুজম্ ॥ ৫০
ভ্রমন্তীং সম্পুটীকৃত্য চারুহস্তাম্বুজদ্বয়ম্।
কক্ষাদেশবিনিক্ষিপ্ত-বেণুং পরিচলৎপুটাম্ ॥৫১
আনন্দয়ন্তীং গোপীনাং নয়নানি মনাংসি চ।
পরমাশ্চর্য্যরূপেণ প্রবিষ্টাং রঙ্গমণ্ডপে ॥ ৫২
প্রসূনবর্ষৈর্গোপীভিঃ পূর্য্যমাণাঞ্চ সর্ব্বতঃ।
অথ কল্পান্তরে দেহং ত্যক্ত্বা জাতা ইহাধুনা ॥
যাসাং কর্ণেষু দৃশ্যন্তে তাটঙ্কা রত্ননির্ম্মিতাঃ।
রত্নমাল্যানি কণ্ঠেষু রত্নপুষ্পাণি বেণিষু ॥৫৪

মুনিঃ শুচিশ্রবা নাম সুবর্ণো নাম চাপরঃ।
কুশধ্বজস্য ব্রহ্মর্ষেঃ পুত্রৌ তৌ বেদপারগৌ ॥
ঊর্দ্ধপাদৌ তপো ঘোরং তেপতুস্ত্র্যক্ষরং মন্ত্রম্
হ্রীং হং স ইতি কৃষ্ণৈব জপন্তৌ যতমানসৌ ॥
ধ্যায়ন্তৌ গোকুলে কৃষ্ণং বালকং দশবার্ষিকম্।
কন্দর্পসমরূপেণ তারুণ্যান্বিতেন চ ॥ ৫৭
পশ্যন্তীব্রজবিম্বে স্ত্রীর্মোহয়ন্তমনারতম্।
তৌ কল্পান্তে তনুং ত্যক্ত্বা সম্ভবন্তৌ জনুর্ব্রজে
সুবীরনামগোপস্য সুতে পরমশোভনে।
যয়োর্হস্তে প্রদৃশ্যেতে সারিকে শুভকারিণী ॥
জটিলো জঙ্ঘপুতশ্চ ঘৃতাশী কর্ব্বুরেব চ।
চত্বারো মুনয়ো ধন্যা ইহামুত্র চ নিস্পৃহাঃ ॥ ৬০
কেবলেনৈকভাবেন প্রপন্না বল্লবীপতিম্।
তেপুস্তে সলিলে মগ্না জপন্তো মন্ত্রমুত্তমম্।
রমাত্রয়েণ পুটিতং স্মরাদ্যন্তদশাক্ষরম্ ॥ ৬১

তাঁহারা, কামার্ত্ত এবং কলাদি ব্রতশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া স্বাহা-যুক্ত পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। ঐ মুনিবর সকল দিব্য বিভূষণে বিভূষিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন। তাঁহারা ধ্যানকালে বোধ করিতেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ দিব্য ও বিচিত্র দুকূলে আপন পীন কটিদেশ পূর্ণ করিয়াছেন এবং ময়ূরপুচ্ছদ্বারা নির্ম্মিত চূড়া ও উজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন। যেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বামজঙ্ঘার প্রান্তে তদীয় দক্ষিণ পাদপদ্ম অর্পণ করিয়া এবং মনোহর করপদ্মদ্বয় সম্পুটাকারে রাখিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার বেণু কক্ষদেশে অর্পিত, অঙ্গুলিপুট পরিচালিত হইতেছে, এই প্রকারে তিনি গোপীগণের নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করিতেছেন এবং পরমাশ্চর্য্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া রঙ্গমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন ও গোপীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। অনন্তর কল্পাবসানে ঐ মুনিগণ এক্ষণে ভূমণ্ডলে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ কন্যাগণের কর্ণে রত্ননির্ম্মিত তাটঙ্ক, কণ্ঠে রত্নমালা এবং বেণীতে রত্নপুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়। কুশধ্বজ নামক ব্রহ্মর্ষি শুচিশ্রবা ও সুবর্ণ নামে দুইটি বেদপারগ তনয় ছিলেন। তাঁহারা ঊর্দ্ধপাদ হইয়া ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তাঁহারা সংযতচিত্তে "হ্রীং হংস" এই ত্রিবর্ণাত্মক মন্ত্র জপ করিতেন। ৪৫—৫৬। তপস্যাকালে তাঁহারা গোকুলবাসী দশবর্ষবয়স্ক বালক শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতেন। তাঁহারা ধ্যানকালে দেখিতেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ নবীন ও সুন্দর কন্দর্পসদৃশ রূপ দ্বারা ব্রজবাসিনী বিম্বোষ্ঠীগণকে সতত মোহিত করিতেছেন। ঐ মুনিদ্বয় কল্পান্তে দেহত্যাগ করিয়া ব্রজে সুধীরনামক গোপের পরম শোভনা তনয়াদ্বয়রূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। উক্ত কন্যাদ্বয়ের হস্তে শুভকারিণী সারিকা দুইটি দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। জটিল, জঙ্ঘপুত, ঘৃতাশী, ও কর্ব্বু নামে চারিটি নিস্পৃহ মুনিই ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ধন্য। তাঁহারা একভাবে গোপীপতিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জলমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতেন এবং রমাবীজত্রয়ে পুটিত দশাক্ষরাত্মক স্মরাদি ও

দধ্যাশ্চ গাঢ়ভাবেন বল্লবীভির্বনে বনে।
ভ্রমন্তং নৃত্যগীতাদ্যৈর্মানয়ন্তং মনোহরম্ ॥ ৬২
চন্দনালিপ্তসর্বাঙ্গং জপাপুষ্পাবতংসকম্।
কহ্লারমালয়াবীতং নীলপীতপটাবৃতম্ ॥ ৬৩
কল্পত্রয়ান্তে জাতাস্তু গোকুলে শুভলক্ষণাঃ।
ইমাস্তাঃ পুরতো রম্যা উপবিষ্টা নতভ্রুব ॥ ৬৪
যাসাং ভর্মকৃতান্যেব বলয়ানি প্রকোষ্ঠকে।
বিচিত্রাণি চ রত্নাদৈ দিব্যমুক্তাফলাদিভিঃ ॥ ৬৫
মুনির্দীর্ঘতপা নাম ব্যাসোঽভূৎ পূর্বকল্পকে।
তৎপুত্রঃ শুক ইত্যেব খ্যাতো মুনিবরঃ সুধীঃ
সোঽপি বাল্যে মহাপ্রাজ্ঞঃ সদৈবানুস্মরন্ পদম্
বিহায় পিতৃমাত্রাদি কৃষ্ণং ধ্যাত্বা বনং গতঃ ॥
স তত্র মানসৈর্দিব্যৈরুপচারৈরহর্নিশম্।
অনাহারোঽর্চয়ন্ কৃষ্ণং গোপরূপিণমীশ্বরম্ ॥
রময়া পুটিতং মন্ত্রং জপন্নষ্টাদশাক্ষরম্।
দধ্যৌ পরমভাবেন হরিং হৈমতরোরধঃ ॥ ৬৯
হেমমণ্ডপিকায়াঞ্চ হৈমসিংহাসনোপরি।
আসীনং হেমহস্ত্যাগ্রোদ্দিধানং হৈমবংশিকাম্।
দক্ষিণেন ভ্রাময়ন্তং পাণিনা হেমপঙ্কজম্।
হেমদ্রবেণ প্রিয়য়া পরিক্লিপ্তাঙ্গচিত্রকম্ ॥ ৭১
হসন্তমতিহর্ষেণ পশ্যন্তঞ্চ নিজাশ্রমম্ ॥ ৭২

হর্ষাশ্রুপূর্ণঃ পুলকাবিতাঙ্গঃ
প্রসীদ নাথেতি বদন্নথোচ্চৈঃ।
দণ্ডপ্রণামায় পপাত ভূমৌ
সংবেপমানস্ত্রিজগদ্বিধাতঃ ॥ ৭৩
তং ভক্তিকামং পতিতং ধরণ্যাং
মায়াসুতোঽস্মীতি বদংস্তমুচ্চৈঃ।
উত্থাপয়ামাস ভুজৌ গৃহীত্বা
পস্পর্শ হর্ষোপচিতেক্ষণেন ॥ ৭৪

উবাচ চ প্রিয়ারূপং লব্ধবন্তং শুকং হরিম্।

স্মরান্ত উত্তম মন্ত্র জপ করিতেন। তাঁহারা গাঢ়ভাবে গোপীগণের সহিত বনে বনে ভ্রমণকারী নৃত্যগীতাদি দ্বারা গোপীগণকর্তৃক সম্মানিত, মনোহর, চন্দনলিপ্ত সর্বাঙ্গ, জবা-পুষ্পে কৃতাবতংস, কহ্লারমালায় পরিশোভিত, নীলবর্ণ ও পীতবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিতদেহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ়ভাবে ধ্যান করিতেন। অনন্তর তাঁহারা কল্পত্রয়াবসানে গোকুলে শুভলক্ষণা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই নতভ্রু রমণীয়া কামিনীগণ সম্মুখেই বিদ্যমানা রহিয়াছেন। ইহাদের প্রকোষ্ঠ দেশে দিব্য মুক্তাফলবিরাজিত রত্নাদি-শোভিত সুবর্ণবলয় আছে। দীর্ঘতপা নামে এক মুনি ছিলেন, যিনি পূর্বকল্পে ব্যাস নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার শুকনামে মুনিবর সুবুদ্ধি পুত্র ছিলেন। ঐ মহাপ্রাজ্ঞ বালক সর্বদা কৃষ্ণপদ চিন্তা করিতে করিতে পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুজন পরিত্যাগ করিয়া বন-প্রস্থান করিলেন।৫৫—৬৭। তিনি সেই স্থলে মনঃকল্পিত দিব্য উপচারে গোপরূপী জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অনাহারে দিবারাত্র পূজা করিতেন। তিনি পরম ভাবে রমা-বীজে পুটীত অষ্টাদশাক্ষরাত্মক মন্ত্রজপ করিতেন, এবং শ্রীহরির ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তিনি ধ্যানকালে দেখিতেন, যেন ভগবান বিষ্ণু হেমময় তরুতলে হেমমণ্ডপমধ্যবর্ত্তী হেম সিংহাসনে নিষণ্ণ আছেন, এবং হেমময় হস্তের অগ্রে হেমময় বংশীধারণ করিতেছেন। যেন তিনি হেমপঙ্কজ দক্ষিণ হস্তে ভ্রমণ করাইতেছেন, এবং তাঁহার প্রিয়তমা লক্ষ্মী হেমদ্রবে তাঁহার অঙ্গে চিত্ররচনা করিতেছেন। তিনি অতিশয় হর্ষবশতঃ হাস্য করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বকীয় ভবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অনন্তর ঐ মুনি হর্ষাশ্রুপূর্ণ, এবং পুলকিতাঙ্গ হইয়া "হে নাথ! প্রসন্ন হও" এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে বেপমান কলেবরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার জন্য ভূমিতে পতিত হইলেন। তখন ভগবান্ ঐ ভক্তিপূর্ণ ধরণী-পতিত মুনির হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া "আমি মায়াসুত" এই কথা বলিতে বলিতে উঠাইলেন এবং হর্ষপূর্ণ দৃষ্টির সহিত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে লাগিলেন।৬৮—৭৪। ঐ মুনি তৎক্ষণাৎ হরিপ্রসাদে তদীয় প্রিয়তমারূপ

ত্বং মে প্রিয়তমা ভদ্রে সদা তিষ্ঠ মমান্তিকে।
মদ্রূপং চিন্তয়ন্তী চ প্রেমাস্পদমুপাগতা ॥ ৭৬
দ্বে চ মুখ্যতমে গোপ্যৌ সমানবয়সী শুভে।
একব্রতে একনিষ্ঠে একনক্ষত্রনামনী ॥ ৭৭
তপ্তজাম্বুনদপ্রখ্যা তত্রৈকান্যা তড়িৎপ্রভা।
একা নিদ্রায়মানাক্ষী পরা সৌম্যায়তেক্ষণা ॥
সোঽর্চয়দ্যৎপরয়া ভক্ত্যা তে হরেঃ সব্যদক্ষিণে
স কল্পান্তে তনুং ত্যক্ত্বা গোকুলেঽভূন্মহাত্মনঃ।
উপনন্দস্য দুহিতা নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ॥ ৮০
সেয়ং শ্রীকৃষ্ণবনিতা পীতশাটীপরিচ্ছদা।
রক্তচোলকয়া পূর্ণ-শাতকুম্ভঘটস্তনী ॥ ৮১
দধার রক্তসিন্দূরং সর্ব্বাঙ্গস্যাবগুণ্ঠিনী।
স্বর্ণকুণ্ডলবিভ্রাজদ্গণ্ডদেশা সুশোভনা ॥ ৮২
স্বর্ণপঙ্কজমালাঢ্যা কুঙ্কুমালিপ্তসুস্তনী ॥৮২
যস্যা হস্তে চর্ব্বণীয়ং দৃশ্যতে হরিণার্পিতম্।
বেণুবাদ্যাতিনিপুণা কেশবস্যাতিতোষিণী ॥৮৩
কৃষ্ণেন পরিতুষ্টেন কদাচিদ্গানকর্ম্মণি।
বিন্যস্তা কম্বুকণ্ঠেঽস্যা ভাতি গুঞ্জাবলিঃ শুভা ॥
পরোক্ষে চাপি কৃষ্ণস্য কৃষ্ণকান্তা স্মরার্দ্দিতা।
সখীভির্ব্বাদয়ন্তীভির্গায়ন্তী সুস্বরং পরম্ ॥৮৫
নর্ত্তয়েৎপ্রিয়বেশেন বেষয়িত্বা বধূমিমাম্।
বারং বারঞ্চ গোবিন্দভাবেনালিঙ্গ্য চুম্বতি।
প্রিয়াসৌ সর্ব্বগোপীনাং কৃষ্ণস্যাপ্যতিবল্লভা ॥
শ্বেতকেতোঃ সুতঃ কশ্চিদ্বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
সর্ব্বমেব পরিত্যজ্য প্রচণ্ডতপ আস্থিতঃ ॥ ৮৭
মুরারিসেবিতপদাং সুধামধুরনাদিনীম্।
গোবিন্দস্য প্রিয়াং শক্তিং ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমাম্ ॥

প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি আমার প্রিয়তমা, তুমি সর্ব্বদা আমার সমীপে থাক। তুমি আমার রূপ সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া প্রেমাস্পদ হইলে। অনন্তর কৃষ্ণপ্রিয়ারূপধারী ঐ শুক মুনি, সমানবয়স্কাই সমানব্রতা, সমাননিষ্ঠাসম্পন্না, সমাননক্ষত্রা, সমাননামধারিণী মুখ্যতমা দুটি গোপীকে হরির সব্য ও দক্ষিণভাগে দেখিয়া পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিলেন, উহাদের একটি দেখিতে তপ্তসুবর্ণাভা এবং অপরটি বিদ্যুৎসম আভাযুক্তা, একটি নিদ্রায়মাণাক্ষী, অপরটির নেত্রযুগল সৌম্য এবং আয়ত। ৭৭—৭৯। অপর কোন মুনি বহুকাল শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশে তপস্যা করিয়া কল্পাবসানে দেহপরিত্যাগ করিয়া গোকুলে মহাত্মা উপনন্দের নীলোৎপলদলবৎ কান্তিশালিনী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই শ্রীকৃষ্ণবনিতারূপে বিদ্যমানা রহিয়াছেন, ইহাঁর পরিচ্ছদ পীতবর্ণ শাটী, ইহাঁর কঞ্চুক রক্তবর্ণ, স্তনদ্বয় স্বর্ণঘটসদৃশ। ইনি রক্তবর্ণ সিন্দূর ধারণ করিয়াছেন। ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত, গণ্ডদেশে সুবর্ণ-কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। ইনি দেখিতে পরম সুন্দরী। ইহাঁর গলে সুবর্ণপদ্মের মালা শোভা পাইতেছে, এবং ইনি নিজ স্তনদ্বয়ে কুঙ্কুম লেপন করিয়াছিলেন। ইহাঁর হস্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্পিত চর্ব্বণীয় বস্তু বিদ্যমান আছে। ইনি বেণু-বাদ্যে অতিনিপুণা এবং কেশবের অতি সন্তোষদায়িনী। কোন সময়ে ইহাঁর গান শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া ইহাঁর কম্বুসদৃশ গ্রীবাদেশে মনোরমা গুঞ্জাবলী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এখনও শোভা পাই-তেছে। শ্রীকৃষ্ণের পরোক্ষে কৃষ্ণকান্তা কামা-তুরা হইয়া সুস্বরে গান করিতে থাকিলে সখীগণ তাঁহার পরিতোষার্থ বাদ্য বাজা-ইতে থাকেন এবং এই বধুকে কৃষ্ণবেশ পরাইয়া নৃত্য করাইয়া থাকেন। কখনও বা কৃষ্ণকান্তা উক্তরূপ বেশধারিণী ইহাঁকে গোবিন্দজ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করেন, ইনি সকল গোপীরই প্রিয়া ও কৃষ্ণের অতিবল্লভা ।৮০—৮৬। শ্বেতকেতু নামক কোন ব্যক্তির বেদবেদাঙ্গপারগ কোন পুত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রচণ্ড তপস্যায় নিযুক্ত হন। তিনি মুরারিকর্ত্তৃক সেবিতচরণা, সুধাবৎ মধুরনাদিনী, ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণেরও দুর্গমা

ভজন্তীমেকভাবেন প্রিয়মেব মনোহরাম্।
ধ্যায়ন্ জজাপ সততং মন্ত্রমেকাদশাক্ষরম্ ॥ ৮৯
হসিতং সকলং কৃত্বা রতমায়েষু যোজয়েৎ।
কান্ত্যাদিভির্হসন্তীভির্বাশয়ন্ত্যবিভা জগৎ ॥৯০
বসন্তে রমতে ত্বেবং মন্ত্রার্থং চিন্তয়েৎ সদা।
সোঽপি কল্পদ্বয়েনৈব সিদ্ধোঽত্র জনিমাপ্তবান্
সেয়ং বালাবনেঃ পুত্রী কৃশাঙ্গী কুড্মলস্তনী।
মুক্তাবলিলসৎকণ্ঠী শুদ্ধকৌশেয়বাসিনী ॥ ৯২
মুক্তাচ্ছুরিতমঞ্জীর-কঙ্কণাঙ্গদমুদ্রিকাম্।
বিভ্রতী কুণ্ডলে দিব্যে অমৃতস্রাবিণী শুভে ॥৯৩
বৃতকস্তূরিকা বেণীমধ্যে সিন্দূরবিন্দুবৎ।
দধানা চিত্রকং ভালে সার্দ্ধং চন্দনচিত্রকৈঃ ॥৯৪
যাসৌ চ দৃশ্যতে শান্ত্যা জপন্তী পরমং পদম্।
আসীচ্চন্দ্রপ্রভো নাম রাজর্ষিঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৯৫
তস্য কৃষ্ণপ্রসাদেন পুত্রোঽভূন্মধুরাকৃতিঃ।
চিত্রধ্বজ ইতি খ্যাতঃ কৌমারাবধিবৈষ্ণবঃ ॥৯৬
স রাজা স্বসুতং সৌম্যং সুস্থিরং দ্বাদশাব্দিকম্
অদীক্ষয়দ্দ্বিজান্মন্ত্রং পরমষ্টাদশাক্ষরম্ ॥ ৯৭
অভিষিচ্যমানঃ শিশুর্মন্ত্রামৃতময়ৈর্জলৈঃ।
তৎক্ষণে ভূপতিং প্রেম্ণা নত্বোদশ্রু প্রকল্পিতঃ ॥
তস্মিন্দিনে স বৈ বালঃ শুচিবস্ত্রধরঃ শুচিঃ।
হারনূপুরসূত্রাদ্যৈর্গ্রৈবেয়াঙ্গদকঙ্কণৈঃ ॥৯৯
বিভূষিতো হরের্ভক্তিমুপস্পৃশ্যামলাশয়ঃ।
বিষ্ণোরায়তনং গত্বা স্থিত্বৈকাকী ব্যচিন্তয়ৎ ॥
কথং ভজামি তং কৃষ্ণং মোহনং গোপযোষিতাম্।
বিক্রীড়ন্তং সদা তাভিঃ কালিন্দীপুলিনে বনে
ইত্থমত্যাকুলমতিশ্চিন্তয়ন্নেব বালকঃ।

গোবিন্দের পরমা শক্তিকে ভজনা করিতেন। তিনি একভাবে ঐ গোবিন্দশক্তিকে মনোহরা শ্রীরূপে চিন্তা করিতেন এবং সর্ব্বদা একাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। যেন ঐ গোবিন্দশক্তি মায়ারত ব্যক্তিদিগের উপর হাস্ত প্রকাশ করিয়া হাস্তকারিণী কান্তি প্রভৃতি সখীগণের সহিত জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া বসন্তকালের বিহারে রত আছেন, এইপ্রকার মন্ত্রার্থ ঐ মুনি চিন্তা করিতেন। সেই মুনিও কল্পদ্বয়ের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া এই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অবনির কন্যা হইয়াছেন। ঐ কন্যাও সম্মুখে বিদ্যমানা। উহাঁর অঙ্গ কৃশ, স্তনদ্বয় কুড্মলবৎ, উহাঁর কণ্ঠে মুক্তাবলি শোভা পাইতেছে এবং উনি শুদ্ধ কৌশেয় বসন পরিধান করিয়া আছেন। ৮৭—৯২। উনি মুক্তাশোভিত মঞ্জীর, কঙ্কণ, অঙ্গদ, অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া আছেন, এবং উহাঁর কর্ণে মনোহর অমৃতবর্ষী দিব্য কুণ্ডল আছে। উহাঁর বেণীমধ্যে সিন্দূরবিন্দুবৎ কস্তূরিকা শোভা পাইতেছে এবং উহাঁর কপালে চন্দনচিত্রকের সহিত চিত্রক বিরাজিত আছে। এক্ষণে উহাঁকে শান্তিভাবে পরমপদ চিন্তা করিতে দেখা যাইতেছে। চন্দ্রপ্রভ নামে প্রিয়দর্শন এক রাজর্ষি ছিলেন, কৃষ্ণপ্রসাদে তাঁহার একটী মধুরাকৃতি পুত্র জন্মে; ঐ পুত্রের নাম চিত্রধ্বজ, উনি কুমারকাল হইতেই বিষ্ণুভক্ত হন। ঐ চন্দ্রপ্রভ রাজা, সুন্দরাকৃতি স্বকীয়তনয় দ্বাদশবর্ষবয়স্ক হইলে তাঁহাকে কোন ব্রাহ্মণদ্বারা অষ্টাদশাক্ষর প্রধান মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। যখন ঐ বালক মন্ত্রপূত অমৃতময় জলদ্বারা অভিষিক্ত হইতেছিলেন, তখন ভক্তিসহকারে ভূপতিকে প্রণাম করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়া মনে মনে কোনরূপ কল্পনা করিলেন। ঐ নির্ম্মলচিত্ত বালক সেইদিনেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া পবিত্র হইয়া হার, নূপুর, সূত্রাদি, গ্রৈবেয়, অঙ্গদ ও কঙ্কণে ভূষিতকলেবর হইয়া হরির প্রতি একান্ত ভক্তিসহকারে কোন বিষ্ণুভবনে যাইলেন এবং একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন। যিনি গোপবালাদিগের সহিত বনমধ্যে যমুনাপুলিনে ক্রীড়া করেন, সেই কামিনীমোহন শ্রীকৃষ্ণকে আমি কি করিয়া ভজনা করিতে পারি। ঐ বালক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত

অবাপ পরমাং বিদ্যাং স্বপ্নঞ্চ দদৃশে তু ॥১০২
তস্মিন্নায়তনে আসীৎকৃষ্ণপ্রতিকৃতিঃ শুভা।
শিলাময়ী স্বর্ণপীঠে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা ॥১০৩
সাভুদিন্দীবরশ্যামা স্নিগ্ধা লাবণ্যশালিনী।
ত্রিভঙ্গললিতাকারা শিখণ্ডিপিচ্ছভূষণা ॥১০৪
কূজয়ন্তী মুদা বেণুং কাঞ্চনীমধরেঽর্পিতাম্।
দক্ষসব্যাগতাভ্যাঞ্চ সুন্দরীভ্যাং নিষেবিতা ॥
বর্দ্ধয়ন্তী তয়োঃ কামং চুম্বনাশ্লেষণাদিভিঃ ॥১০৫
দৃষ্ট্বা চিত্রধ্বজঃ কৃষ্ণং তাদৃগ্‌বেশবিলাসিনম্।
অবনম্য শিরস্তস্মৈ পুরো লজ্জিতমানসঃ ॥১০৬
অথোবাচ হরির্দ্দক্ষপার্শ্বগাং প্রেয়সীং হসন্।
সলজ্জাং পরমৈকেনং স্বশরীরাংশতাং গতম্ ॥
নির্ম্মায়াত্মসমং দিব্যং যুবতীরূপমদ্ভুতম্।
চিন্তয়স্ব শরীরেণ হ্যভেদং মৃগলোচনে ॥ ১০৭
অথো ত্বদঙ্গতেজোভিঃ স্পৃষ্টস্ত্বদ্রূপমাপ্স্যতি ॥

হইলেন, ক্রমে পরমা বিদ্যা লাভ করিলেন, এবং স্বপ্নও দেখিলেন। ঐ গৃহে সুবর্ণপীঠে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, শিলাময়ী ও মঙ্গলদায়িনী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ছিলেন। ঐ মূর্ত্তি ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণা, স্নিগ্ধা ও লাবণ্যশালিনী। উহা ত্রিভঙ্গে ললিতা এবং ময়ূরপুচ্ছে ভূষিতা। যেন ঐ মূর্ত্তি অধরস্থাপিত সুবর্ণবেণু বাজাইতেছে, উহার পার্শ্বে দুইটী সুন্দরী বসিয়া আছেন এবং যেন উহা চুম্বন ও আলিঙ্গন দ্বারা সুন্দরীদ্বয়ের কামকে বর্দ্ধিত করিতেছে। চিত্রধ্বজ এইরূপ দেখিয়া তাদৃশ বেশবিলাসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া লজ্জিত হইলেন। ৯৩—১০৭। অনন্তর হরি দক্ষিণপার্শ্বস্থিতা লজ্জিতা প্রিয়াকে হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—হে মৃগলোচনে! তুমি তোমার স্বকীয় শরীরের অংশপ্রাপ্ত এই বালককে আত্মসম, দিব্য অদ্ভুত যুবতীরূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা কর, যেন তোমার শরীরে এবং উহার শরীরে কোন প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে ঐ বালক ত্বদীয় অঙ্গ তেজোদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া তোমার রূপ প্রাপ্ত হইবে।

ততঃ সা পদ্মপত্রাক্ষী গত্বা চিত্রধ্বজান্তিকম্।
নিজাঙ্গৈকেন্তদঙ্গানামভেদং ধ্যায়তী স্থিতা ॥
অথাস্যাস্ত্বঙ্গতেজাংসি তদঙ্গং পর্য্যপূরয়ন্।
স্তনয়োর্জ্জ্যোতিষা জাতৌ পীনৌ চারুপয়োধরৌ
নিতম্বজ্যোতিষা জাতং শ্রোণিবিম্বং মনোহরম্
কুন্তলজ্যোতিষা কেশপাশোঽভূৎকরয়োঃ করৌ ॥ ১১৩
সর্ব্বমেবং সুসম্পন্নং ভূষাবাসঃস্রগাদিকম্।
কলাসু কুশলা জাতা সৌরভেনাস্তরাত্মনি ॥
দীপাদ্দীপমিবালোক্য সুভগাং ভুবি কন্যকাম্
চিত্রধ্বজাং ত্রপাভঙ্গীং স্মিতশোভাং মনোহরাম্
প্রেম্ণা গৃহীত্বা করয়োঃ সা তামপহরন্মুদা ॥১১৬
গোবিন্দবামপার্শ্বস্থাং প্রেয়সীং পরিরভ্য চ।
উবাচ তব দাসীয়ং নাম চাস্যাশ্চ কারয়।
সেবাকাশৈস্তু বদ প্রীত্যা যথাভিরুচিতাং প্রিয়াম্
অথ চিত্রকলেত্যেতত্তন্নামাত্মমতেন সা।

অনন্তর সেই পদ্মপত্রাক্ষী চিত্রধ্বজের সমীপে যাইয়া নিজ অঙ্গ দ্বারা তদীয় অঙ্গসমুদয়ের অভিন্নভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবীর নিজাবয়বের তেজোরাশি চিত্রধ্বজের অঙ্গকে আশ্রয় করিতে লাগিল। তাঁহার স্তনযুগলের প্রভায় চিত্রধ্বজের সুন্দর স্তনদ্বয় প্রকাশ পাইল, নিতম্বপ্রভায় মনোহর নিতম্ব দেখাইল; কেশরাশির দীপ্তিতে অদ্ভুত কেশপাশ হইল, হস্তদ্বয়ের কান্তিতে রমণীয় নারীহস্ত গঠিত হইল। এইরূপে অন্যান্য নারীভূষণ বস্ত্রমাল্যাদি এবং রমণীসুলভ হাবভাবাদিসম্পন্না হইল। তখন তাহাকে একটী দীপ হইতে অন্য একটী দীপের ন্যায় দেবীশরীর হইতে উৎপন্না দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া দেবী সেই লজ্জাসঙ্কুচিত ও যৌবনসুলভ হাস্যশালিনী চিত্রধ্বজাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে গোবিন্দের বামপার্শ্বে বসাইয়া দিলেন ও সেই গোবিন্দ-প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া ভগবানকে বলিলেন,— প্রভো! আপনার এই দাসী, ইহার নামকরণ করুন ও ইহাকে কোন্ অভীষ্ট প্রিয়তম

চকার চাহ সেবার্থং ধৃত্বা চাপি বিপঞ্চিকাম্ ॥১১৮
সদা ত্বং নিকটে তিষ্ঠ গায়স্ব বিবিধৈঃ স্বরৈঃ।
গুণান্মৎপ্রাণনাথস্ত তবায়ং বিহিতো বিধিঃ ॥
অথ চিত্রকলা ত্বাজ্ঞাং গৃহীত্বানম্য মাধবম্।
তৎপ্রেয়স্তাশ্চ চরণং গৃহীত্বা পাদয়ো রজঃ।
জগৌ সুমধুরং গীতং তয়োরানন্দকারণম্ ॥
অথ প্রীত্যোপগূঢ়া সা কৃষ্ণেনানন্দমূর্ত্তিনা।
যাবৎ সুখাম্বুধৌ পূর্ণা তাবদেবাপ্রবুধ্যত ॥১২১
চিত্রধ্বজো মহাপ্রেম-বিকলঃ সংস্মরন্ পরম্।
তমেব পরমানন্দং মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ ॥১২২
তদারভ্য রুদন্নেব মুক্তাহারবিহারকম্।
আভাষিতোঽপি পিত্রাদ্যৈর্নৈব বক্ত্যুত্তরং ক্বচিৎ ॥১২৩
মাসমাত্রং গৃহে স্থিত্বা নিশীথে কৃষ্ণসংশ্রয়ঃ।
নির্গত্যারণ্যমচরত্তপো বৈ মুনিদুষ্করম্ ॥ ১২৪
কল্পান্তে দেহমুৎসৃজ্য তপসৈব মহামুনিঃ।
বীরগুপ্তাভিধানস্ত গোপস্ত দুহিতা শুভা ॥ ১২৫
জাতা চিত্রকলেত্যেব যস্যাঃ স্কন্ধে মনোহরা।
বিপঞ্চী দৃশ্যতে নিত্যং সপ্তস্বরবিভূষিতা ॥১২৬
উপতিষ্ঠতি বৈ বামে রত্নভৃঙ্গারমুত্তমম্।
দধানা দক্ষিণে হস্তে সা বৈ রত্নপতদ্গ্রহম্ ॥
অয়মাসীৎপুরা সর্ব্ব-তাপসৈরভিবন্দিতঃ।
মুনিঃ পুণ্যশ্রবা নাম কাশ্যপঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ॥১২৮
পিতা তস্যাভবচ্ছৈবঃ শতরুদ্রীয়মন্বহম্।
প্রস্তুবন্ দেবদেবেশং বিশ্বেশং ভক্তবৎসলম্ ॥
তস্মৈ প্রসন্নো ভগবান্ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
চতুর্দ্দশ্যামর্দ্ধরাত্রে প্রত্যক্ষঃ প্রদদৌ বরম্ ॥১৩০
ত্বৎপুত্রো ভবিতা কৃষ্ণে ভক্তিমান্ বাল এব হি
উপনীয়াষ্টমে বর্ষে তস্মৈ সিদ্ধমনুত্তমম্।
উপদিশৈকবিংশত্যা যো ময়া তে নিগদ্যতে ॥
বিদ্যাগোপালনামায়ং মন্ত্রো বাক্‌সিদ্ধিদায়কঃ

সেবা করিতে হইবে, তাহা বলুন। এই বলিয়াই স্বয়ং তাহার চিত্রকলা এই নাম করিয়া প্রভুর সেবার জন্য বলিল যে, তুমি এই বীণা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে থাকিয়া বিবিধস্বরে আমার প্রাণনাথেরই গুণ-কীর্ত্তন করিবে, ইহা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলাম। অনন্তর চিত্রকলা তদীয় আদেশ স্বীকার করিয়া মাধবকে প্রণাম ও তাঁহার প্রেয়সীরও চরণারবিন্দের ধূলি গ্রহণ-পূর্ব্বক যুগলরূপের আনন্দবর্দ্ধক সুললিত গান করিল, তাহাতে আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই চিত্রকলা আনন্দসাগরে যেমনই মগ্ন হইল, অমনি জাগিয়া উঠিল; তখন কৃষ্ণপ্রেমে অবশ চিত্রধ্বজ অপার অলৌকিক আনন্দ স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে তদবধি আহার-বিহার ত্যাগ করিয়া কেবল রোদনই করিতে থাকিল; পিতা মাতা স্বজনে ডাকিলেও উত্তর দিত না। এইরূপে একটিমাস গৃহে থাকিয়া একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রিতে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে সহচর করিয়া অরণ্যে নির্গত হইল ও তথায় মুনি-জনেরও দুঃসাধ্য তপস্যা করিতে লাগিল। অতঃপর প্রলয়কালে সেই মহামুনি তপোবলে দেহত্যাগ করিয়া বীরগুপ্ত নামক গোপ-জনের চিত্রকলা নামে কন্যা হইয়া জন্মিয়াছে। যাহার স্কন্ধদেশে ঐ সপ্তস্বরশোভিতা মনোহর বীণা সদাই দেখা যায়। আর যে রমণী প্রভুর বামভাগে থাকিয়া বাম-রত্নভৃঙ্গার এবং দক্ষিণহস্তে রত্ন পিকদানী লইয়া সেবা করিতেছেন, উনিও পূর্ব্বে সকল তপস্বীদিগের পূজনীয় কশ্যপ-বংশসম্ভূত সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা পুণ্যশ্রবা নামে মুনি ছিলেন। উঁহার পিতা পরম শৈব ছিলেন, সর্ব্বদা ভক্তবৎসল দেবদেব বিশ্বে-শ্বরকে রুদ্রসূক্তাদি দ্বারা স্তব করিতেন; তাহাতে ভগবান্ শঙ্কর তদুপরি প্রসন্ন হইয়া চতুর্দ্দশীর অর্দ্ধরাত্রে পার্ব্বতীর সহিত তাহাকে দেখা দিয়া এইরূপ বরপ্রদান করিলেন যে, তোমার পুত্র বালক অবস্থা হইতেই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান্ হইবে। তাহাকে অষ্টমবর্ষে উপ-নীত করিয়া আমি যে একবিংশতি অক্ষর মন্ত্র বলিতেছি, ঐ সিদ্ধ মন্ত্র উপদেশ দিবে। ১০৮—১৩১। এই বিদ্যাগোপাল নামক

এতৎসাধকজিহ্বাগ্রে লীলাচরিতমদ্ভুতম্। ১৩২
অনন্তমূর্ত্তিরায়াতি স্বয়মেব বরপ্রদঃ।
কামমায়ারমাকণ্ঠেন্দ্রা দামোরোজ্জ্বলাঃ। ১৩
মধ্যে দশাক্ষরং প্রোচ্য পুনস্তা এব নির্দ্দিশেৎ
দশাক্ষরোক্তঋষ্যাদিধ্যানং চাস্য ব্রবীম্যহম্।
পূর্ণামৃতনিধের্ম্মধ্যে দ্বীপং জ্যোতির্ম্ময়ং স্মরেৎ
কালিন্দ্যা বেষ্টিতং তত্র ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনং বনম্
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমস্রাবি-দ্রুমবল্লীভিরাবৃতম্।
নৃত্যন্মত্তশিখিস্বানং গায়ৎকোকিলষট্পদম্॥
তস্য মধ্যে বসন্ত্যেকঃ পারিজাতকর্ম্মহান্।
শাখোপশাখাবিস্তারৈঃ শতযোজনমুচ্ছ্রিতঃ।
তলে তস্যাথ বিমলে পরিতো ধেনুমণ্ডলম্।
তদন্তর্ম্মণ্ডলং গোপ-বালানাং বেণুশৃঙ্গিণাম্।
তদন্তরে তু রুচিরং মণ্ডলং ব্রজসুভ্রুবাম্।
নানোপায়নপাণীনাং মদবিহ্বলচেতসাম্॥ ১৩১
কৃতাঞ্জলিপুটানাঞ্চ মণ্ডলং শুক্লবাসসাম্।
গুরুস্তাতরমণভূষাণাং প্রেমবিহ্বলিতাত্মনাম্। ১৪০
চিন্তয়েচ্ছ্রুতিকন্যানাং গৃহ্নতীনাং বচঃ প্রিয়ম্
তন্তবেদ্যাং ততো ধ্যায়েদ্রত্নকৃলাবরণং হরিম্।
উরৌ শয়ানং রাধায়াঃ কদলীকাণ্ডকোপরে।
তদ্বক্ত্রং চন্দ্রসুস্মেরং বীক্ষমাণং মনোহরম্।
কিঞ্চিৎকুঞ্চিতবামাঙ্ঘ্রির্বেণুযুক্তেন পাণিনা।
বামেনালিঙ্গ্য দয়িতাং দক্ষিণং চিবুকং স্পৃশন্।
মহামারকতাভাসং মৌক্তিকচ্ছায়মেব চ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষং পীতনির্ম্মলবাসসম্। ১৪৪
বর্হভারলসচ্ছীর্ষং মুক্তাহারমনোহরম্।
গণ্ডপ্রান্তল চারু-মকরাকৃতিকুণ্ডলম্। ১৪৫
আপাদতুলসীমালং কঙ্কণাঙ্গদভূষণম্।
নূপুরৈর্ম্মুদ্রিকাভিশ্চ কাঞ্চ্যা চ পরিমণ্ডিতম্ ১৪৬
সুকুমারতনুং ধ্যায়েৎ কিশোরবয়সান্বিতম্।

মন্ত্রে সাধকের বাক্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে এই মন্ত্রের সাধনা করে, তাহার জিহ্বাগ্রে প্রভুর লীলা সতত বিরাজ করে ও অনন্তমূর্ত্তি স্বয়ংই বরদাত্রী হইয়া উপস্থিতা হন। উহার মন্ত্র * ও ধ্যান বলিতেছি,—প্রথমে পূর্ণামৃত সমুদ্রের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় দ্বীপ চিন্তা করিবে, তথায় যমুনায় বেষ্টিত বৃন্দাবনের ধ্যান করিবে। ঐ কানন সর্ব্বঋতুকালীন পুষ্পসম্পন্ন বৃক্ষলতাদিতে আবৃত আছে, মহা নৃত্যকারী মত্তময়ূরের ও গায়মান কোকিল ভ্রমরাদির নিনাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এক পারিজাতবৃক্ষ শতযোজন উচ্চ হইয়া শাখা ও উপশাখার বিস্তার করিয়াছে; তাহার নির্ম্মল তলদেশে চতুর্দ্দিকে ধেনুমণ্ডল বিচরণ করিতেছে। তাহার মধ্যে বেণু-সুশৃঙ্গধারী গোপবালকেরা মণ্ডলাকারে রহিয়াছে। তাহার মধ্যে ব্রজনারীগণ মনোহর মণ্ডল বাঁধিয়া রহিয়াছে। উহারা শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া বিবিধ শুক্লবর্ণ-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া নানাবিধ উপঢৌকন হস্তে করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে রহিয়াছে। উহাদের চিত্ত কৃষ্ণপ্রেমে ও মদাবেশে বিহ্বল হইয়াছে ও উহারা মুহুর্মুহুঃ শ্রুতিরমণীদের আদেশ গ্রহণ করিতেছে। এই ভাবে গোপিকাদিগকে চিন্তা করিয়া তথায় শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে। ১৩২—১৪১। তিনি রাধিকার কদলীকাণ্ডসমান উরুদেশে শয়ন করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত ও চন্দ্রের মত সুন্দর রাধিকাবদন বারম্বার দর্শন করিতেছেন এবং বামচরণ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া বেণুযুক্ত বামপাণি দ্বারা প্রিয়তমার দক্ষিণ গণ্ডস্থল স্পর্শ করিতেছেন এবং সেই নীলকান্তমণির মত কান্তিসম্পন্ন কমললোচন হরি পীতবসন ও মুক্তাহার পরিধান করিয়া বড়ই মনোহর হইয়াছেন। ময়ূরপুচ্ছসম্পর্কে তাঁহার মস্তকের বড়ই শোভা হইয়াছে এবং তাঁহার গণ্ডস্থল মকরাকৃতি সুন্দরকুণ্ডলে বড়ই শোভিত আছে, তিনি আপাদলম্বিনী তুলসীমালার এবং কঙ্কণ অঙ্গদ অঙ্গুরীয়ক ও নূপুর প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। কিশোরবয়স্ক কোমলাঙ্গ হরিকে এইরূপে ধ্যান

* মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য।

পূজা দশাক্ষয়োক্তৈব বেদলক্ষং পুরস্ক্রিয়া।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবো দেবী চ গিরিজা সতী।
মুনিরাগত্য পুত্রায় তথৈবোপদিদেশ হ॥ ১৪৮
পুণ্যশ্রবাস্তু তন্মন্ত্র-গ্রহণাদেব কেশবম্।
বর্ণয়ামাস বিবিধৈর্জ্জিত্বা সর্ব্বমুনীন্ স্বয়ম্॥১৪৯
রূপলাবণ্যবৈদগ্ধ্য-সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্যলক্ষণম্।
তদা হৃষ্টমনা বালো নির্গত্য স্বগৃহাত্ততঃ।
বায়ুভক্ষস্তপস্তেপে কল্পানামযুতত্রয়ম্॥ ১৫০
তদন্তে গোকুলে জাতা নন্দভ্রাতুর্গৃহে স্বয়ম্।
লবঙ্গা ইতি তন্নাম কৃষ্ণেঙ্গিতনিরীক্ষণা॥ ১৫১
যস্যা হস্তে প্রদৃশ্যেত মুখমার্জ্জনযন্ত্রকম্।
ইতি তে কথিতাঃ কাশ্চিৎ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ

হরিরবিবিধরসাদ্যৈর্যুক্তমধ্যায়মেতদ্-
ব্রজবরতনয়াভিশ্চারুহাসেক্ষণাভিঃ।
পঠতি য ইহ ভক্ত্যা পাঠয়েদ্বা মনুষ্যো
ব্রজতি ভগবতঃ শ্রীবাসুদেবস্য ধাম॥১৫৩

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১

করিবে। পূর্ব্বোক্ত দশাক্ষর মন্ত্রে পূজা ও চতুর্লক্ষ জপে পুরশ্চরণ হয়। এই কথা বলিয়া শঙ্কর ও পার্ব্বতী অন্তর্হিতা হইলেন। তখন মুনি আসিয়া পুত্রকে সেইমত উপদেশ দিলেন। ১৪২—১৪৮। পুণ্যশ্রবাও ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সকল মুনিজনকে অতিক্রম করিয়া রূপে, লাবণ্যে সৌন্দর্য্যে, চাতুর্য্যে আশ্চর্য্যময় কেশবকে বর্ণনা করিলেন। তখন সেই বালক আনন্দিতচিত্তে নিজগৃহ হইতে নির্গত হইয়া বায়ুমাত্র ভোজন করিতে থাকিয়া, অযুতত্রয় কল্পকাল তপস্যা করেন এবং দেহাবসানে তিনি গোকুলে নন্দগোপের ভ্রাতার ভবনে লবঙ্গানাম্নী কন্যারূপে জন্মিয়া, কৃষ্ণের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতেছেন ও ইঁহারই হস্তে মুখমার্জ্জন যন্ত্র দেখা যাইতেছে। এই তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি প্রধান প্রিয়-তমার উল্লেখ করিলাম। এই শ্রীহরির চারুহাসিনী সুন্দরনয়না ব্রজনারীদের সহিত নানাবিধ প্রেমরসের অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

যদ্যয়া পৃষ্টমাশ্চর্য্যং ময়া ভাষিতং ক্রমাৎ।
যত্র মুহ্যন্তি ব্রহ্মাদ্যাস্তত্র কো বা ন মুহ্যতি॥ ১
তথাপি তে প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং পরমর্ষিণা।
মহারাজেঽম্বরীষায় বিষ্ণুভক্ত্যান্বিতায় চ॥ ২
বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য সমাসীনং জিতেন্দ্রিয়ম্।
রাজা প্রণম্য তুষ্টাব বিষ্ণুধর্ম্ম বিবিৎসয়া॥ ৩
বেদব্যাসং মহাভাগং সর্ব্বজ্ঞং পুরুষোত্তমম্।
মাং ত্বং সংসারদুষ্পারে পরিত্রাতুমিহার্হসি।
বিষয়েভ্যো বিবিক্তোঽসি নমস্তে ভো
নমোঽখিলম্॥ ৪
যত্তৎ প্রদমমুদ্বিগ্নং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।

অধ্যায়টী যে মানব ভক্তিভাবে পাঠ করে বা পাঠ করায়, সে ব্যক্তি অন্তে ভগবানের স্থানেই গমন করে। ১৪৯—১৫৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি আমাকে যে যে বিস্ময়কর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমুদয় তোমাকে ক্রমিক বলিলাম, আর দেখ ব্রহ্মাদি দেবতারাও যাহাতে মুগ্ধ হন, তুমি যে তাহাতে বিস্মিত হইবে, তাহা অধিক কথা নহে। অতঃপর বৈষ্ণবচূড়ামণি মহারাজ অম্বরীষকে মহর্ষি বেদব্যাস যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহাই তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা মহারাজ অম্বরীষ বিষ্ণু-ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করত তথায় চিরবাসী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাভাগ বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন,—হে প্রভো! আপনি আমাকে অপার সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনি যে বিষয় হইতে নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, আমি আপনাকে বারম্বার

পরং ব্রহ্মপরাকাশমনাকাশমনাময়ম্ ॥ ৬
যৎসাক্ষাৎকৃত্য মুনয়ো ভবাম্ভোধিং তরন্তি হি
তত্রাহং মনসো নিত্যং কথং গন্তিমবাপ্নুয়াম্ ॥৬

বেদব্যাস উবাচ।

অতিগোপ্যং ত্বয়া পৃষ্টং যন্ময়া ন শুকং প্রতি।
গদিতং স্বসুতং কিন্তু ত্বাং বক্ষ্যামি হরিপ্রিয় ॥
আসীদিদং পরং বিশ্বং যদ্রূপং যৎপ্রতিষ্ঠিতম্।
অব্যাকৃতমব্যয়িতং তদীশ্বরমহঃ শৃণু ॥ ৮
ময়া কৃতং তপঃ পূর্ব্বং বহুবর্ষসহস্রকম্।
ফলমূলপলাশাম্বু-বায়্বাহারনিষেবণা ॥ ৯
ততো মামাহ ভগবান্ স্বধ্যাননিরতং হরিঃ।
কস্মিন্নর্থে চিকীর্ষা তে বিবিৎসা বা মহামতে ॥
প্রসন্নোঽস্মি বৃণুষ ত্বং বরঞ্চ বরদর্ষভাৎ।
মদ্দর্শনান্তঃ সংসার ইতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥১১
ততোঽহমব্রবং কৃষ্ণং পুলকোৎফুল্লবিগ্রহঃ।

প্রণাম করি। হে বিভো! যাহা সচ্চিদানন্দরূপ, ক্লেশশূন্য, পরাকাশ, অনাময়, অভীষ্টপ্রদ পরব্রহ্ম; মুনিগণ যাহার সাক্ষাৎকার করিয়াই সংসার-সাগর পার হন, সেই চিন্ময়ে কিরূপে আমার মনের সর্ব্বদা অবস্থান হইবে, তাহা বলুন। বেদব্যাস কহিলেন,—হে বৈষ্ণব! তুমি যে অতি গোপনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা আমি নিজ তনয় শুককেও বলি নাই, তোমাকে বলিতেছি। ১—৭। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বে যেরূপে যে অবস্থায় অবিনাশী ও অবিকৃত হইয়া অবস্থিত ছিল, সেই ব্রহ্মার স্বরূপ বিশ্বের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ফল মূল জল ও বায়ুমাত্র আহার করিয়া অনেকসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলাম, তখন জগদীশ্বর আমাকে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামতে! তুমি কিসের অভিলাষে এইরূপ করিতেছ, তত্ত্বজ্ঞানের কামনায় কি? তাহা বল, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আমার নিকট অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। তোমায় সত্য বলিতেছি, আমার দর্শন পাইলে

ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন ॥ ১২
যত্তৎসত্যং পরং ব্রহ্ম জগজ্জ্যোতির্জ্জগৎপতিঃ
বদন্তি বেদশিরসশ্চক্ষুষং নাথ মেঽদ্ভুতম্ ॥১৩

ব্রহ্মণৈবং পুরা পৃষ্টঃ প্রার্থিতশ্চ যথা পুরা।
যদবোচমহং তস্মৈ তত্তুভ্যমপি কথ্যতে ॥ ১৪
মামেকে প্রকৃতিং প্রাহুঃ পুরুষঞ্চ তথেশ্বরম্।
ধর্ম্মমেকে ধনঞ্চৈকে মোক্ষমেকে তথোভয়ম্ ॥
শূন্যমেকে ভাবমেকে শিবমেকে সদাশিবম্।
অপরে বেদশিরসি স্থিতমেকং সনাতনম্ ॥ ১৬
সদ্ভাবং বিক্রিয়াহীনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
পশ্যাদ্য দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্ ॥
ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ ॥

জীবের সংসারক্লেশ ঘটে না। তখন আমি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত-বপু হইয়া বলিলাম,—মধুসূদন! আমি আপনাকে চর্ম্মচক্ষুর্দ্বয়ে দেখিতে বাসনা করিতেছি,—যাহা সত্যস্বরূপে পরব্রহ্ম ও ও যাহা জগৎপতি ও জগতের প্রকাশস্বরূপ। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত ও প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে যেরূপ বলিয়াছি, এক্ষণে তোমাকেও তাহাই বলিতেছি। কতকলোকে আমাকে প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কেহ বা পরমপুরুষ ঈশ্বর বলিয়া থাকে, কেহ বা আমাকে ধর্ম্ম বলে, কেহ বা নশ্বর ধনকেই ঈশ্বর বলে, কাহার মতে মুক্তিই ঈশ্বর কেহ বা আমাকে উভয়াত্মক বলে, কতকলোক শূন্যকে, কেহ বা সত্তাকে ও কেহ বা মঙ্গলময় সদাশিবকে পরমেশ্বর বলেন। অন্য লোকে বেদের মস্তকে অবস্থিত একমাত্র সনাতন পুরুষ বলিয়া আমার নির্দ্দেশ করেন। ৮—১। হে বৎস! আজ আমি তোমাকে সেই নির্ব্বিকার বেদগোপিত চিদানন্দময় সৎস্বরূপ রূপ দেখাইতেছি। হে মহারাজ! তথায় ভগবানের এই প্রকার বাক্যাবসানেই আমি দেখিলাম, সেই আমার নবজলদকান্তি প্রভু

কদম্বমূল আসীনং পীতবাসসমদ্ভুতম্।
বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লবমণ্ডিতম্। ১৯
কোকিলভ্রমরারাবং মনোভবমনোহরম্।
নদীমপশ্যং কালিন্দীমিন্দীবরধরপ্রভাম্। ২০
গোবর্দ্ধনং তথাপশ্যং কৃষ্ণরামকরোদ্ধৃতম্।
মহেন্দ্রদর্পনাশায় গোগোপালসুখাবহম্। ২১
গোপালমবলাসঙ্গমুদিতং বেণুবাদিনম্।
দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টো হ্যভবং সর্ব্বভূষণভূষণম্। ২২
ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্বয়ম্।
যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্॥
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম। ২৪
ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্।
সত্যঞ্চাপি পরানন্দং চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবম্।
নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকাঃ॥
মমাবতারো নিত্যোঽহমত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ।
মমেষ্টা হি সদা রাধা সর্ব্বজ্ঞোঽহং পরাৎপরঃ।
সর্ব্বকামশ্চ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বানন্দঃ পরাৎপরঃ।
ময়ি সর্ব্বমিদং বিশ্বং ভাতি মায়াবিজৃম্ভিতম্।
ততোঽহমব্রবং দেবং জগৎকারণকারণ।
কাশ্চ গোপ্যশ্চ কে গোপা বৃক্ষোঽয়ংকীদৃশোমত
বনং কিং কোকিলাদ্যাশ্চ নদী কেয়ংগিরিশ্চ কঃ
কোঽসৌ বেণুর্মহাভাগো লোকানন্দৈকভাজন
ভগবানাহ মাং প্রীতঃ প্রসন্নবদনাম্বুজঃ।
গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋচো বৈ গোপকন্যকাঃ
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র তপোযুক্তা মুমুক্ষবঃ।
গোপালা মুনয়ঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তয়ঃ। ৩২
কল্পবৃক্ষঃ কদম্বোঽয়ং পরানন্দৈকভাজনম্।
বনং নন্দনকাখ্যং হি মহাপাতকনাশনম্। ৩৩

গোপবালকবেশে পীতবসন পরিধান করত গোপকন্যাগণে পরিবৃত হইয়া কদম্বতরুমূলে বসিয়া গোপশিশুদিগের সহিত বালসুলভ হাস্য করিতেছেন। আরও দেখিলাম, সম্মুখে সেই নবপল্লবশোভিত ভ্রমরকোকিলরবে গুঞ্জিত কাম মনোমোহন বৃন্দাবন; তথায় মেঘের ন্যায় শ্যামলা যমুনা প্রবাহিতা হইতেছে এবং দেবরাজের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের হস্ত ধৃত সেই গোপ ও গোবৃন্দের সুখাস্পদ গোবর্দ্ধনগিরিকেও দেখিলাম। আমি সর্ব্বভূষণেরও ভূষণভূত সেই বেণুবাদনকারী অবলাজনসম্পর্কে সুখী গোপালবেশী ভগবানকে দেখিয়া সম্যক আনন্দিত হইলাম। তখন বৃন্দাবনবিহারী ভগবান আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস। তুমি যে আমার এই নিষ্ক্রিয় শান্ত সচ্চিদানন্দময় পদ্মপলাশলোচন পূর্ণ সনাতন দিব্যরূপ দেখিতেছ, ইহার পর আমার অবশিষ্ট কিছুই নাই। বেদ-চতুষ্টয় এই রূপকেই কারণনিচয়েরও কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাই সত্য পরমানন্দস্বরূপ চিদ্ঘন ও নিত্য মঙ্গলময়। হে বৎস। এই মথুরাপুরী, বৃন্দাবন, যমুনা নদী, গোপরমণীগণ ও গোপবালকগণ, এ সমুদয় আমার নিত্য বস্তু জানিও এবং আমার এই অবতারও নিত্য, ইহাতে সন্দেহ করিও না। রাধিকা আমার সর্ব্বদা প্রিয়তমা এবং আমাকে সর্ব্বজ্ঞ পরাৎপর সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বানন্দময় সর্ব্বকামস্বরূপ বলিয়া জানিও, এই বিশ্ব সংসার আমারই মায়াবশে প্রকাশমান হইলেও আমাতেই আছে জানিবে। ১৭—২৮। অনন্তর প্রভুকে আমি বলিলাম,—হে জগতের কারণেরও কারণস্বরূপ প্রভো। এই গোপকন্যারা ও গোপবালকেরা কে? এই কদম্বকৃক্ষই বা কে? বনই বা কি? কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমেরাই বা কে? আর যমুনা ও গোবর্দ্ধন কে? আর এই লোকের আনন্দ-ভাজন বেণুবাদ্যই বা কে? তাহা আমাকে বলুন। তখন প্রভু প্রীত হইয়া প্রসন্নমুখে আমাকে বলিলেন,— বৎস! গোপিকারা শ্রুতিভিন্ন কিছুই নহে, আর সেই মন্ত্রসমুদয়ই গোপকন্যকা, আর তপস্যানিরত বৈকুণ্ঠবাসী মুমুক্ষু মুনিরাই গোপবালক আর কল্পবৃক্ষই পরমা-

সিদ্ধাশ্চ সাধ্যা গন্ধর্ব্বাঃ কোকিলাদ্যা
ন সংশয়ঃ।
কেচিদানন্দহৃদয়ং সাক্ষাদ্‌যমুনয়া তনুম্। ৩০
অনাদির্হরিদাসোঽয়ং ভূধরো নাত্র সংশয়ঃ।
বেণুর্যঃ শৃণু তং বিপ্রং তবাপি বিদিতং তথা।
দ্বিজ আসীচ্ছান্তমনাস্তপঃ সত্যপরায়ণঃ।
নাম্না দেবব্রতো দান্তঃ কর্ম্মকাণ্ডবিশারদঃ। ৩৬
স বৈষ্ণবজনব্রাত-মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়াপরঃ।
স কদাচন শুশ্রাব যজ্ঞেশোঽস্তীতি ভূপতে।
তস্য গেহমথাভ্যাগাদ্দ্বিজো মদন্তর্নিশ্চয়ঃ।
স মদ্ভক্তঃ ক্বচিৎ পূজাং তুলসীদলবারিণা। ৩৮
কৃতবাংস্তদ্‌গ্রহে কিঞ্চিৎ ফলমূলং ন্যবেদয়ৎ।
স্নানবারিফলং কিঞ্চিত্তস্মৈ প্রীত্যা দদৌ সুধীঃ
অশ্রদ্ধয়া স্মিতং কৃত্বা সোঽপ্যগৃহ্লাদ্দ্বিজন্মনঃ।

তেন পাপেন সঞ্জাতং বেণুত্বমতিদারুণম্। ৪১
তেন পুণ্যেন তস্যাথ মদীয়প্রিয়তাং গতঃ।
অমুনা সোঽপি রাজেন্দ্র কেতুমানিব রাজতে
যুগান্তে তদ্বিষ্ণুপরো ভূত্বা ব্রহ্ম সমাপ্স্যসি। ৪২
অহো ন জানন্তি নরা দুরাশয়াঃ
পুরীং মদীয়াং পরমাং সনাতনীম্।
সুরেন্দ্রনাগেন্দ্রমুনীন্দ্রসংস্তুতাং
মনোরমাং তাং মথুরাং সনাতনীম্। ৪৩
কাশ্যাদয়ো যদ্যপি সন্তি পুর্য্য-
স্তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা।
যজ্জন্মমৌঞ্জীব্রতমৃত্যুদাহৈ-
র্নৃণাং চতুর্দ্ধা বিদধাতি মুক্তিম্। ৪৪
যদা বিশুদ্ধাস্তপআদিনা জনাঃ
শুভাশয়া ধ্যানধনা নিরন্তরম্।
তদৈব পশ্যন্তি মমোত্তমাং পুরীং
ন চান্যথা কল্পশতৈর্দ্বিজোত্তমাঃ। ৪৫
মথুরাবাসিনো ধন্যা মান্যা অপি দিবৌকসাম্।
অগণ্যমহিমানস্তে সর্ব্ব এব চতুর্ভুজাঃ। ৪৬

নন্দাস্পদ কদম্ব বৃক্ষ হইয়াছে এবং সেই স্বর্গের নন্দন কাননকেই বৃন্দাবন দেখিতেছ, আর সিদ্ধ সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণই কোকিলাদির মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর জ্ঞানীরা এই যমুনাকে সেই আনন্দময়েরই মূর্ত্ত্যন্তর বলিয়া থাকেন এবং অনাদি বৈষ্ণব হরিদাসই এই গোবর্দ্ধন হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর যে বিপ্র এই বেণু হইয়াছেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই—থাকিলেও বলিতেছি, শুন। পূর্ব্বে শান্তহৃদয় তপস্বী সত্যনিষ্ঠ কর্ম্মকাণ্ডে সুনিপুণ বেদব্রত নামে যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, হে মহারাজ! সেই কর্ম্মী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে থাকিয়া একদা শুনিলেন যে এক "যজ্ঞেশ" আছেন, অতঃপর তদীয় ভবনে মদাসক্তচিত্ত এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল ও সেই মদ্ভক্ত অভ্যাগত তথায় তুলসী সহিত সলিলে আমার পূজা করিয়া আমাকে যথোপস্থিত ফলমূলাদি নিবেদন করিল, অবশেষে সেই নির্ম্মাল্য ফলমূলাদি কিছু গৃহী ব্রাহ্মণকে প্রীতিসহকারে প্রদান করিল; কিন্তু তখন বেদব্রত একটু হাসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট হইতে অশ্রদ্ধাসহকারে উহা গ্রহণ করিলেন; সেই পাপে কঠিন বেণুভাব প্রাপ্ত হইয়াও পূর্ব্বপুণ্যে আমার প্রিয় বস্তু হইয়া সংসারে শোভা পাইতেছেন। ২৯—৪১। তিনি যুগাবসানে পরম বৈষ্ণব হইয়া ব্রহ্মে লীন হইবেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পাপাশয় ব্যক্তিরা আমার সেই সনাতনী শ্রেষ্ঠা নগরীর বিষয় জানে না,—যে মনোহর মথুরাপুরীকে দেবেন্দ্র নাগেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়া থাকেন। যদিও সংসারে কাশীপ্রভৃতি অনেক পুরীই আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে মথুরাই প্রধান, কারণ ঐস্থানে জীবের জন্ম, উপনয়ন, মৃত্যু ও দাহ এই চারি প্রকারেই মুক্তি হইয়া থাকে। যখন সদাশয় তপস্বীরা নিরন্তর ধ্যানমগ্ন থাকেন, তখনই তাঁহারা মথুরা পুরীকে দেখিতে পান, নচেৎ অন্য উপায়ে ব্রাহ্মণেরা শতকল্প চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পান না। সংসারে মথুরাবাসীরাই ধন্য ও দেবগণের মান্য।

মথুরাবাসিনাং যে তু দোষা নশ্যন্তি মানবাঃ।
তেষু দোষং ন পশ্যন্তি জন্মমৃত্যুসহস্রকম্ ॥৪৭
অধুনা অপি তে ধন্যা মথুরাং যে স্মরন্তি তাম্
যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি।
মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ।
যঃ কদাপি মম প্রীত্যৈ ন সন্ত্যজতি তাং পুরীম্ ॥৪৯

ভূতেশ্বরং যো ন নমেন্ন পূজয়ে-
ন্ন বা স্মরেদ্দুশ্চরিতো মনুষ্যঃ।
নৈনাং স পশ্যেন্মথুরাং মদীয়াং
স্বয়ম্প্রকাশাং পরদেবতাখ্যাম্ ॥৫০

ন কথং ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্ন হি॥
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং ন নমন্তি ন স্মরন্তি স্তুবন্তি যে॥ ৫২
বালকোঽপি ধ্রুবো যত্র মমারাধনতৎপরঃ।
প্রাপ স্থানং পরং শুদ্ধং যন্ন যুক্তং পিতামহৈঃ॥
তাং পুরীং প্রাপ্য মথুরাং মদীয়াং সুরদুর্লভাম্
খঞ্জো ভূত্বান্ধকো বাপি প্রাণানেব পরিত্যজেৎ
বেদব্যাস মহাভাগ মা কৃথাঃ সংশয়ং ক্বচিৎ।
রহস্যং বেদশিরসাং যন্ময়া তে প্রকাশিতম্ ॥৫৫
ইমং ভগবতা প্রোক্তমধ্যায়ং যঃ পঠেচ্ছুচিঃ।
শৃণুয়াদ্বাপি যো ভক্ত্যা মুক্তিস্তস্যাপি শাশ্বতী।

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্য-কথনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

একদা রহসি শ্রীমানুদ্ধবো ভগবৎপ্রিয়ঃ।
সনৎকুমারমেকান্তে হ্যপৃচ্ছৎ পার্ষদঃ প্রভোঃ ॥১
যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো নিত্যং নিত্যসুখাস্পদে

তাঁহাদের মহিমার সীমা নাই, সকলেই তাঁহারা চতুর্ভুজের রূপান্তর। দোষী মানব মথুরায় বাস করিলে সকল দোষ নষ্ট হয় আর তাহাদিগের সহস্রজন্মসঞ্চিত দোষ থাকিলেও সাধারণের জ্ঞেয় হয় না। কলি-কালে তাঁহারাই ধন্য—মথুরাকে যাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন। ঐ মথুরায় আমার প্রিয়তম ও পাপীদেরও মুক্তিপ্রদ ভূতেশ্বর দেব নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তিনি আমার প্রীতিসাধনার্থই কদাচ ঐ পুরী ত্যাগ করেন না। যে দুঃশীল মানব ভূতেশ্বরকে প্রণাম করে না, পূজা করে না অথবা স্মরণ পর্য্যন্ত না করে, সে কখনই স্বয়ংপ্রকাশা পরদেবতারূপিণী আমার মথুরা পুরীকে স্বস্বরূপে দেখিতে পায় না। ৪২—৫০। যে মদীয় ভক্ত ভূতেশ্বর শিবের পূজা না করিবে, সেই পাপিষ্ঠ পুরুষ কখনই আমাতে ভক্তি রাখিতে পারিবে না এবং যাহারা ভূতেশ্বরকে প্রণাম স্তব বা স্মরণ পর্য্যন্ত না করে, সেই অধম মানবেরা আমার মায়াতেই আচ্ছন্ন আছে। বালক ধ্রুব যে স্থানে আমার আরাধনা করিয়াই ব্রহ্মারও দুর্লভ বিশুদ্ধ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দেবদুর্লভ মদীয়া মথুরা পুরীতে গমন করিয়া অন্ধ কি খঞ্জ যে কেহই প্রাণত্যাগ করিলে মুক্ত হয়। হে মহাভাগ বেদব্যাস! ইহাতে কিছু সংশয় করিও না। আমি তোমার নিকট যাহা প্রকাশ করিলাম, ইহা সমস্ত বেদের অতি রহস্য বস্তু জানিবে। এই ভগবানের স্বমুখ-নিঃসৃত অধ্যায় যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া পাঠ করে বা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে, তাহার অবিনাশিনী মুক্তি হইয়া থাকে। ৫১—৫৬।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—একদা ভগবানের সহচর ভগবৎপ্রিয় শ্রীমান্ উদ্ধব সনৎ-কুমারকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে

গোপাঙ্গনাভিস্তৎস্থানং কুত্র বা কীদৃশং পরম্
তত্তৎক্রীড়নবৃত্তান্তমদ্ভুতং যদ্যদদ্ভুতম্।
জ্ঞাতুং চেচ্ছত্র তৎকথ্যং স্নেহো মে যদি বর্ত্ততে
সনৎকুমার উবাচ।
কদাচিদ্যমুনাকূলে কস্যাপি চ তরোস্তলে।
সুখস্তেনোপবিষ্টেন ভগবৎপার্ষদেন বৈ। ৪
য ইহানুভবস্তস্য পার্থেনাপি মহাত্মনা।
দৃষ্টং কৃতঞ্চ যদ্যত্তৎপ্রসঙ্গাৎ কথিতং ময়ি॥ ৫
ততোঽহং কথয়াম্যেতচ্ছৃণুষ্বাবহিতঃ পরম্।
কিং ত্বেতদ্যত্র কুত্রাপি ন প্রকাশ্যং কদাচন॥
অর্জ্জুন উবাচ।
শঙ্করাদ্যৈর্বিরিঞ্চ্যাদ্যৈরদৃষ্টমশ্রুতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বমেতৎকৃপাম্ভোধে কৃপয়া কথয় প্রভো॥৭
কিং ত্বয়া কথিতং পূর্ব্বমাভীর্য্যস্তব বল্লভাঃ।
তাস্তাঃ কতিবিধা দেব কতি বা সংখ্যয়া পুনঃ
নামানি কতি বা তাসাং কা বা কুত্র ব্যবস্থিতা
তাসাং বা কতি কর্ম্মাণি বয়ো বেশশ্চ কঃ
প্রভো॥৯
কাভিঃ সার্দ্ধং ক বা দেব বিহরিষ্যসি ভো রহঃ
নিত্যে নিত্যসুখে নিত্যবিভবে চ বনে বনে
তৎস্থানং কীদৃশং কুত্র শাশ্বতং পরমং মহৎ।
কৃপা চেত্তাদৃশী তন্মে সর্ব্বং বক্তুং মহার্হসি॥১১
যদপৃষ্টং ময়াপ্যেবমজ্ঞাতং যদ্রহস্তব।
আর্ত্তার্ত্তিঘ্ন মহাভাগ তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যসি॥১২
শ্রীভগবানুবাচ।
তৎস্থানং বল্লভাস্তা মে বিহারস্তাদৃশো মম।
অপি প্রাণসমানানাং সত্যং পুংসামগোচরম্।
কথিতে দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠা তব বৎস ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মাদীনামদৃশ্যং যৎ কিং তদন্যজনস্য বৈ।১৪
তস্মাদ্বিরম বৎসাস্মাৎ কিং নু তেন বিনা তব

মহাভাগ! প্রভু গোবিন্দ দেবগণের নিত্য বাসভূমি যেস্থানে গোপাঙ্গনাদিগের সহিত নিত্য বিহার করেন, সেই স্থান কোথায় ও কিরূপ? এবং তাঁহার সেই সমুদয় অদ্ভুত ক্রীড়নবৃত্তান্তই বা কিরূপ? এ সকল যদি বক্তব্য হয়, তবে আমার প্রতি স্নেহপ্রকাশে তৎসমুদয় বর্ণন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—হে উদ্ধব! প্রভু কখন যমুনাকূলে কখন বা কদম্বমূলে ও অন্যান্য স্থানে যে যে রূপে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা মহাত্মা অর্জ্জুন ভগবানের নিত্য সহচর থাকিয়া যেমন দেখিয়াছেন এবং প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াও যাহা জানিয়াছিলেন, আমার নিকট প্রসঙ্গক্রমে অবিকল তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। আজি আমিও তোমাকে তাহাই বলিতেছি, একাগ্র হইয়া শ্রবণ কর। কিন্তু ইহা যে-কোন স্থানে কদাচ প্রকাশ করিও না। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—হে প্রভো! কৃপাময়! ব্রহ্মাদি ও শিবাদি দেবগণ যাহা দেখেন নাই, শ্রবণ করেন নাই, তৎসমুদয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, গোপিকারা আপনার প্রিয়া। তাঁহারা কত প্রকার ও সংখ্যায়ই বা কত, নামই বা কি, তাঁহাদের কেই বা কোথায় রহিয়াছে? হে প্রভো! তাঁহাদের কর্ম্ম বা কত প্রকার, বয়স ও পরিচ্ছদ কিরূপ এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহারাই বা আবার আপনার সঙ্গে কোন চিরসুখময় বনে বা অন্য কোথায় নির্জ্জনে বিহার করিবে, সেই সকল স্থান কোথায় এবং কিরূপ শ্রেষ্ঠ বা নিত্যধাম? যদি আমার প্রতি কৃপা থাকে, তবে এ সমুদয় বর্ণনা করুন। হে বিপদ্বন্ধো! আমি কখনও এ প্রশ্ন করি নাই এবং ইহা আপনার রহস্য বলিয়াই এতাবৎ অজ্ঞাত আছে; সুতরাং এ সমুদয় বলুন। ১—১২। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে সখে! আমার সেই স্থান সমুদয় এবং প্রিয়তমা গোপিকারা ও তাদৃশ অলৌকিক বিহার এ পর্য্যন্ত প্রাণতুল্য প্রিয়জনেরও সত্যই অবিদিত আছে। এখন তোমাকে তাহা বলিলে তোমার আবার দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠা হইবে; কিন্তু ঐ সমুদয় স্থান ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অদৃশ্য। অন্য ব্যক্তির কথা কি বলিব? সুতরাং বৎস! এই নিরস্ত

এবং ভগবতস্তস্য শ্রুত্বা বাক্যং সুদারুণম্॥১৫
দীনঃ পাদাম্বুজদ্বন্দ্বে দণ্ডবৎ পতিতোঽর্জ্জুনঃ।
ততো বিহস্য ভগবান্ দোর্ভ্যামুত্থাপ্য তং বিভুঃ
উবাচ পরমপ্রেম্না ভক্তায় ভক্তবৎসলঃ॥১৬
তৎ কিং তৎকথনেনাত্র দ্রষ্টব্যং চেত্ত্বয়া হি যৎ
যস্যাং সর্ব্বং সমুৎপন্নং যস্যামদ্যাপি তিষ্ঠতি।
লয়মেষ্যতি তাং দেবীং শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দরীম্।
আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা তস্যৈ স্বস্ব নিবেদয়।
তাং বিনৈতৎপদং দাতুং ন শক্নোমি কদাচন।
শ্রুত্বৈতদ্ভগবদ্বাক্যং পার্থো হর্ষাকুলেক্ষণঃ।
শ্রীমত্যাস্ত্রিপুরাদেব্যা যযৌ শ্রীপাদুকাতলম্॥২০
তত্র গত্বা দদর্শৈনাং শ্রীচিন্তামণিবেদিকাম্।
নানারত্নৈর্বির চৈতঃ সোপানৈরতিশোভিতাম্
তত্র কল্পতরুং নানা-পুষ্পৈঃ ফলভরৈর্নতম্।
সর্ব্বর্ত্তুকোমলদলৈঃ স্রবন্মাধ্বীকশীকরৈঃ॥২২
বর্ষদ্ভির্ব্বায়ুনা লোলৈঃ পল্লবৈরুজ্জ্বলীকৃতম্।
শুকৈশ্চ কোকিলৈশ্চৈব সারিকাভিঃ কপোতকৈঃ॥২৩
লীলাচকোরকৈ রম্যৈঃ পক্ষিভিশ্চ নিনাদিতম্
যত্র গুঞ্জদ্ভ্রমদ্ভৃঙ্গ-কোলাহলসমাকুলম্।
মণিভির্জ্জ্বলিতৈরুদ্দীপ্যমানং মনোহরম্॥২৫
শ্রীরত্নমন্দিরং দিব্যং তলে তস্য মহাদ্ভুতম্।
রত্নসিংহাসনং তত্র মহামোহিমোহনম্॥২৬
তত্র বালার্কসঙ্কাশাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সৃণিপাশধনুঃশরৈঃ॥২৭
রাজচ্চতুর্ভুজলতাং সুপ্রসন্নাং মনোহরাম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি-কিরীটমণিরশ্মিভিঃ॥২৮
বিরাজিতপদাম্ভোজমণিমাদিভিরাবৃতাম্।
প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং ভক্তবৎসলাম্॥২৯
অর্জ্জুনোঽহমিতি খ্যাতঃ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
বিহিতাঞ্জলিরেকান্তে স্থিতো ভক্তিভরান্বিতঃ।

হইতে বিরত হও—তাহা শুনিয়া তোমার কি হইবে? ভগবানের এবংবিধ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন একান্ত কাতর হইয়া প্রভুর চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ হাসিতে হাসিতে করযুগল দ্বারা ভক্ত অর্জ্জুনকে উঠাইয়া সমধিক প্রীতি সহকারে বলিলেন—তোমাকে বলিয়া কি করিব এক্ষণে তৎসমুদয় দেখিতে পাইবে। যাঁহা হইতে সমুদয় বিশ্বের উৎপত্তি, যাঁহাতেই অবস্থিতি ও যাঁহাতেই লয় হইবে, সেই ত্রিপুরসুন্দরী দেবীকে পরম ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া আত্ম নিবেদন কর। তিনি ব্যতীত পরমপদ দিতে কেহই পারে না, তিনিই তোমার সংশয় দূর করিবেন। ১৩—১৯। অর্জ্জুন ভগবানের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে প্রফুল্লমুখ হইয়া শ্রীমতী ত্রিপুরা দেবীর পদতলের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় প্রথমে নানাবিধ রত্নে নির্ম্মিত সোপান-শ্রেণীতে সুশোভিতা শ্রীচিন্তামণি বেদিকা দেখিলেন এবং তাহার মধ্যভাগে নানা পুষ্প ও ফলভারে অবনত কল্পপাদপ রহিয়াছে, উহা সকল ঋতুতেই সুকোমল মধুস্রাবী বায়ুকম্পিত পল্লবনিচয়ে সমুজ্জ্বল এবং শুক সারিকা কপোত চকোর কোকিল প্রভৃতি রমণীয় পক্ষিগণে সতত শব্দিত ও চঞ্চল ভৃঙ্গদিগের মধুরগুঞ্জনে পরিব্যাপ্ত আছে। ঐ কল্পবৃক্ষের তল দেশে দীপ্তিশালী মণিগণ-সম্পর্কে সমধিক শোভমান দিব্যরত্নমন্দির আছে, তন্মধ্যে রত্নজড়িত সুবর্ণসিংহাসন, তাহার উপরিভাগে বাল সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, নব-যৌবন-সম্পন্না দেবী বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার চারিভুজলতা সৃণি পাশ ধনুঃ ও শর এই দ্রব্যচতুষ্টয়ে ভূষিত রহিয়াছে এবং তদীয় চরণকমল ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের কিরীটস্থিত মণিপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে ২০—২৮। অণিমাদি ঐশ্বর্য্যেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই প্রফুল্লমুখী বরদায়িনী ভক্তবৎসলা ত্রিপুরসুন্দরী দেবীকে দেখিয়াই অর্জ্জুন প্রণাম করত 'আমি অর্জ্জুন, আপনার দাস' এই কথা বলিয়া একপার্শ্বে ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলি হইয়া

সা তস্যোপাসিতং জ্ঞাত্বা প্রসাদঞ্চ কৃপানিধেঃ
উবাচ কৃপয়া দেবী তত্তৎস্মরণবিহ্বলাঃ। ৩১
ভগবত্যুবাচ।
কিংবা দানং ত্বয়া বৎস কৃতং পাত্রায় দুর্লভম্।
ইষ্টং যজ্ঞেন কেনাত্র তপো বা কিমনুষ্ঠিতম্॥
ভগবত্যমলা ভক্তিঃ কা বা প্রাক্‌সমুপার্জ্জিতা।
কিংবাস্মিন্ দুর্লভা লোকে কিংবা কর্ম্ম শুভং মহৎ।৩৩
প্রসাদস্ত্বয়ি যেনায়ং প্রপন্নে চ মুদা কিল।
গূঢ়াতিগূঢ়শ্চানন্দ-লভ্যো ভগবতা কৃতঃ। ৩৪
নৈতাদৃঙ্মর্ত্ত্যলোকানাং ন চ ভূতলবাসিনাম্।
স্বর্গিণাং দেবতাদীনাং তপস্বীশ্বরযোগিনাম্॥৩
ভক্তানাং নৈব সর্ব্বেষাং নৈব নৈব চ নৈব চ।
প্রসাদস্ত কৃতো বৎস তব বিশ্বাত্মনা যথা॥ ৩৬
তদেহি ভজ বৃন্দৈব কুলকুণ্ডং সরো মম।
সর্ব্বকামপ্রদা দেবী ত্বনয়া সহ গম্যতাম্। ৩৭

তদৈব তত্র গত্বাসৌ স্নাত্বা পার্থস্তথাগতঃ।৩৮
আগতং তং কৃতস্নানং ন্যাসমুদ্রার্পণাদিকম্।
কারয়িত্বা ততো দেব্যা তস্য বৈ দক্ষিণশ্রুতৌ
সদ্যঃ সিদ্ধিকরী বালা বিদ্যা নিগদিতা পরা।
হকারার্দ্ধপরাদ্বীয়াদিতীয়া বিশভূষিতা। ৪০
অনুষ্ঠানঞ্চ পূজাঞ্চ জপঞ্চ লক্ষসংখ্যকম্।
কোরকৈঃ করবীরাণাং প্রয়োগঞ্চ যথাযথম্।৪১
নির্ব্বর্ত্ত্য তমুবাচেদং কৃপয়া পরমেশ্বরী।
অনেনৈব বিধানেন ক্রিয়তা মদুপাসনম্॥ ৪২
ততো ময়ি প্রসন্নায়াং তবানুগ্রহকারণাৎ।
সদ্যস্ত কৃষ্ণলীলায়ামধিকারো ভবিষ্যতি। ৪৩
ইত্যয়ং নিয়মঃ পূর্ব্বং স্বয়ং ভগবতা কৃতঃ।
শ্রুত্বৈবমর্জ্জুনস্তেন বর্ত্মনা তাং সমর্চ্চয়ৎ। ৪৪
ততঃ পূজাং জপঞ্চৈব কৃত্বা দেবী প্রসাদিতা।
কৃত্বা ততঃ শুভং হোমং স্নানঞ্চ বিধিনা ততঃ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং প্রাপ্তপ্রায়মনোরথম্।
করস্থাং সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ স পার্থঃ সমমন্যত। ৪৬

অবস্থান করিলেন। তখন সেই দেবী অর্জ্জুনের উপাসনা ও তাঁহার প্রতি কৃপাময় হরির অনুগ্রহ জানিতে পারিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত-স্মরণে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কা হইয়া কৃপা বশতঃ বলিলেন। ভগবতী বলিলেন,— বৎস! তুমি সৎপাত্রে কিরূপ কত প্রকার দুর্লভ বস্তু দান করিয়াছ? কোন্ যজ্ঞ করিয়াছ? ভগবানের কিরূপ অকৃত্রিম ভক্তি বা পূর্ব্বে অর্জ্জন করিয়াছ; আর কত প্রকার মহৎ শুভকর্ম্ম এই সংসারে করিয়াছ?—যাহার বলে ভগবান পরমানন্দ তোমার প্রতি এই অন্যের অলভ্য অতি গূঢ় ব্যবহার করিলেন। তোমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ অনুগ্রহ কোন মানবের কিম্বা কোন মর্ত্ত্যলোকবাসীর কিম্বা স্বর্গবাসী দেবতাদিগের কিংবা তপোনিরত যোগিগণের অধিক কি কোনও ভক্তের প্রতিই ভগবান্ এরূপ অনুগ্রহ পূর্ব্বে করেন নাই। এক্ষণে আইস, এই মদীয় কুলকুণ্ড নামক সরোবরে স্নান কর। এই সর্ব্বার্থদাত্রী দেবীর সহিত গমন কর।

২৯—৩৭। অর্জ্জুন তখনই তথায় যাইয়া স্নান করত প্রত্যাগমন করিলেন, দেবী তাঁহাকে স্নাত দেখিয়া ন্যাসবিধিও মুদ্রাব্যাপার করাইয়া তদীয় দক্ষিণকর্ণে জপমাত্রেই সিদ্ধি-দায়িনী পরা বালবিদ্যা উপদেশ দিলেন এবং তাঁহার প্রতি কৃপাবশতঃ ঐ মন্ত্রের অনুষ্ঠান পূজাবিধি ও লক্ষসংখ্যক করবীরকলিকা দ্বারা হোমপ্রয়োগ বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন— বৎস! এই নিয়মে আমার উপাসনা কর। তোমার প্রতি অনুকম্পাবশতঃ আমি প্রসন্ন হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তোমার কৃষ্ণলীলা বুঝিবার অধিকার হইবে। এই পূজাদির নিয়মটী পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ কহিয়াছিলেন জানিবে। অর্জ্জুন ইহা শুনিয়া এই প্রণালী অবলম্বনে দেবীর পূজা, জপ ও হোম সমাপন করিয়া দেবীকে প্রসন্না করিলেন। পরে স্বয়ং শাস্ত্রোক্ত বিধানে স্নান করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য সকলমনোরথ বলিয়া বুঝিলেন ও সমুদয় সিদ্ধি করতলগত বিবেচনা

অস্মিন্নবসরে দেবী তমাগত্য স্মিতাননা।
উবাচ গচ্ছ বৎস ত্বমধুনা তদ্গৃহান্তরে॥ ৪৭
ততঃ সসম্ভ্রমঃ পার্থঃ সমুত্থায় মুদান্বিতঃ।
অসখ্যহর্ষপূর্ণাত্মা দণ্ডবত্তাং ননাম হ॥ ৪৮
আজ্ঞপ্তশ্চ তয়া সার্দ্ধং দেবী বয়স্যয়ার্জ্জুনঃ।
গতো রাধাপতিস্থানং যৎসিদ্ধৈরপ্যগোচরম্॥
ততশ্চ সমুপাদৃষ্টো গোলোকাদুপরিস্থিতম্।
স্থিরং বায়ুধৃতং নিত্যং সত্যং সর্ব্বসুখাস্পদম্॥
নিত্যং বৃন্দাবনং নাম নিত্যরাসমহোৎসবম্।
অপশ্যৎ পরমং গুহ্যং পূর্ণপ্রেমরসাত্মকম্॥ ৫১
তস্যা হি বচনাদ্দিব্য-লোচনৈর্বীক্ষ্য তদ্রহঃ।
বিবশঃ পতিতস্তত্র বিবৃদ্ধপ্রেমবিহ্বলঃ॥ ৫২
ততঃ কৃষ্ণাঙ্কসংজ্ঞো দোর্ভ্যামুত্থাপিতস্তয়া।
সান্ত্বনৈর্বচনৈস্তস্যাঃ কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যমাগতঃ॥৫৩
ততস্তুতঃ কিমস্তম্মে কর্ত্তব্যং বিদ্যতে বদ।
ইতি তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা-ভরেণ তরলোঽভবৎ॥
ততস্তয়া করে তস্য ধৃত্বা তৎপদদক্ষিণে।
প্রতিপেদে সুদেশেন গত্বা চোক্তমিদং বচঃ॥
স্নানায়ৈতচ্ছুভং পার্থ বিশ ত্বং জলবিস্তরম্।
সহস্রদলপদ্মস্য সংস্থানং মধ্যকোরকম্॥ ৫৬
চতুঃসরশ্চতুর্দ্বারমাশ্চর্য্যকুলসঙ্কুলম্।
অস্যান্তরে প্রবিশ্যাথ বিশেষমিহ পশ্যসি॥৫৭
এতস্য দক্ষিণে দেশ এষ চাত্র সরোবরঃ।
মধুমাধ্বীকপানং যন্নাম্না মলয়নির্ঝরঃ॥৫৮
এতচ্চ কুসুমোদ্যানং বসন্তে মদনোৎসবম্।
কুরুতে যত্র গোবিন্দো বসন্তকুসুমোচিতম্॥৫৯
যত্রাবতারং কৃষ্ণস্য স্তবন্তোব দিবানিশম্।
ভবেদ্যৎস্মরণাদেব মুনেঃ স্বান্তে স্মরাঙ্কুরঃ॥
তদোঽস্মিন্ সরসি স্নাত্বা গত্বা পূর্ব্বসরস্তটম্।
উপস্পৃশ্য জলং তস্য সাধয়স্ব মনোরথম্॥৬১
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা তস্মিন্ সরসি তজ্জলে।

করিলেন। এই সময়ে ভগবতী তথায় আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বৎস! এক্ষণে তুমি সেই প্রভুর গৃহমধ্যে গমন কর। পার্থ তথায় দেবীকে দর্শনমাত্রে আনন্দিত ও ত্বরাবান্ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ও দেবীর আদেশক্রমে তদীয় সহচরীর সহিত সিদ্ধদিগেরও অগোচর সেই রাধাপতির বিহারগৃহে উপস্থিত হইলেন। যাহা গোলোকেরও উপরি বর্ত্তমান, বায়ুসাহায্যে অন্তরীক্ষে অবস্থিত, সর্ব্বসুখের আস্পদ, নিত্য রাস-বিহারে মহোৎসবপ্রদ, পূর্ণপ্রেমরসময় সেই অতি গুহ্য নিত্যধাম বৃন্দাবনকে দেখিতে পাইলেন। অর্জ্জুন দেবীসখীর বাক্যে দিব্যলোচন প্রাপ্ত হইয়াই সেই গুপ্ত ব্যাপার দর্শন করত প্রেমে অবশ হইয়া অচেতন ভাবে পতিত হইলেন। ক্রমে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সহচরীর বাহুসাহায্যে উঠিয়া তাঁহারই সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাসিত হইলেন এবং আরও অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে উৎসুক হইয়া বলিলেন,—বল বল, এক্ষণে আমার কোন্ কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে, তাহা করিতেছি। ৩৮—৫৪। তখন দেবী সঙ্গিনী তাঁহাকে হাতে ধরিয়া সেইস্থানের দক্ষিণভাগে এক উত্তম স্থানে আনিয়া বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! এই দৃশ্যমান জলরাশিতে স্নান বড়ই সুখকর ও শুভদায়ক। এই সহস্রদল-পদ্মের আকর ও নানাজাতীয় জলজন্তুগণে আবৃত সরোবরের চারিটী ঘাট আছে। এই সরোবরে প্রবেশ কর, কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে ও বিশেষ দেখিতে পাইবে। এই স্থানের দক্ষিণে সেই সরোবর, যথায় মলয়পবন মধুপানের স্থান অধিকার করিয়াছে; আর এই যে কুসুমিত উদ্যান দেখিতেছ, এই স্থানেই গোবিন্দ বাসন্তিক পুষ্পের সমুচিত কামোৎসব নির্ব্বাহ করেন। ভগবানের তাদৃশ ব্যাপারকেই মুনিগণ কৃষ্ণাবতারের বিষয় বর্ণিয়া থাকেন; সেই ব্যাপার স্মরণমাত্রেই মুনির হৃদয়েও কামোদ্রেক হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! এই সরোবরে স্নান করিয়া ইহার পূর্ব্বতটে গমন করত আচমন মাত্র করিয়াই নিজ অভীষ্টসাধন কর। অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য

কহ্লারকুমুদাম্ভোজ-রক্তনীলোৎপলচ্যুতৈঃ ॥৬২
পরাগৈ রঞ্জিতে মঞ্জু-বাসিতে মধুবিন্দুভিঃ।
তুঙ্গিলে কলহংসাদিনাদৈরান্দোলিতে ততঃ ॥
রত্নাবদ্ধচতুস্তীরে মন্দানিলতরঙ্গিতে।
মগ্নে জলান্তঃ পার্থে তু তত্রৈবান্তর্দ্দধেহথ সা ॥৬৩
উত্থায় পরিতো বীক্ষ্য সরঃস্থাং চারুহাসিনীম্
সদ্যঃ শুদ্ধস্বর্ণরশ্মি-গৌরকান্তিতনূলতাম্ ॥ ৬৫
স্ফুরৎকিশোরবয়সীং শারদেন্দুনিভাননাম্।
সুনীলকুটিলস্নিগ্ধ-বিলসদ্রত্নকুণ্ডলাম্ ॥ ৬৬
সিন্দূরবিন্দুকিরণ-প্রোজ্জ্বলালকপট্টিকাম্।
উন্মীলদ্ভ্রূলতাভঙ্গী-জিতস্মরশরাসনাম্ ॥ ৬৭
ঘনশ্যামলসল্লোলখেলল্লোচনখঞ্জনাম্।
মণিকুণ্ডলতেজোহংশু-বিস্ফুরদ্গণ্ডমণ্ডলাম্ ॥৬৮
মৃণালকোমলভ্রাজদাশ্চর্য্যভুজবল্লরীম্।
শরদম্বুরুহাং সর্ব্ব-শ্রীচৌরপাণিপল্লবাম্ ॥ ৬৯
বিদগ্ধরচিতস্বর্ণ কটীসূত্রকৃতাম্বরান্।
কূজৎকাঞ্চীকলাপাভি-বিভ্রাজজ্জঘনস্থলাম্ ॥৭০
ভ্রাজদ্দুকূলসংবীত-নিতম্বোরুস্থমণ্ডলাম্।
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীর-সুচারুপদপঙ্কজাম্ ॥৭১
স্ফুরান্বিবিধকন্দর্প কলাকৌশলশালিনীম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৭২
আশ্চর্য্যললনাশ্রেষ্ঠমাত্মানঞ্চ ব্যলোকয়ৎ।
বিসস্মার চ যৎকিঞ্চিৎপূর্ব্বদৈহিকমেব চ ॥৭৩
মায়য়া গোপিকাপ্রাণ-নাথস্য তদনন্তরম্।
ইতিকর্ত্তব্যতামূঢ়া তস্থৌ তত্র সুবিস্মিতা ॥
অত্রান্তরেঽম্বরে ধীরো ধ্বনিরাকস্মিকোঽভবৎ
অনেনৈব পথা সুভ্রু গচ্ছ পূর্ব্বসরোবরম্ ॥
উপস্পৃশ্য জলং তস্য সাধয়স্ব মনোরথম্।
তত্র সন্তি হি সখ্যস্তে মা সীদ বরবর্ণিনি ॥
তা হি সম্পাদয়িষ্যন্তি তত্রৈব বরমীপ্সিতম্ ॥

শ্রবণ করিয়াই কহ্লার কুমুদ রক্তোৎপল ও নীলোৎপলের মধুমিশ্রিত পরাগরাগে সুরঞ্জিত কলহংসনিনাদে আন্দোলিত মন্দানিলসম্পর্কে তরঙ্গায়িত এবং চতুষ্পার্শ্বে রত্নরাশিতে নিবদ্ধ সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়া স্নানের জন্য জলে যেমনি প্রবেশ করিলেন, অমনি সেই দেবী সঙ্গিনী এদিকে অন্তর্হিতা হইলেন।৫৫—৬৪। অর্জ্জুন জল হইতে উঠিয়াই এক অপূর্ব্ব নারীরূপে আপনাকে দেখিতে পাইলেন। সেই রমণীমূর্ত্তি চারুহাসিনী নবযৌবনসম্পন্না; তদীয় দেহ উত্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, তাহার মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাইতেছে এবং তথায় সুনীল কুন্তলস্পর্শী রত্নকুণ্ডল শোভিত আছে। তদীয় ললাট সিন্দূরবিন্দুর কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়াছে এবং তদীয় বিশাল ভ্রূ-লতার ভঙ্গিমায় কামধনুও পরাভব পাইতেছে। তাঁহার তারকাসম্পর্কে নিবিড় নীলবর্ণ নয়নযুগল খঞ্জনের মত চঞ্চল হইয়া শোভা পাইতেছে এবং মণি-কুণ্ডলের দীপ্তিতে গণ্ডমণ্ডল উদ্দীপিত হইয়াছে ও মৃণালের ন্যায় কোমল ভুজ-লতাযুগল অত্যাশ্চর্য্যরূপে শোভা পাইতেছে। তদীয় করপল্লব যাবতীয় শ্রীসম্পন্নের শ্রী অপহরণ করিয়াছে এবং চতুর জনের রচিত স্বর্ণনির্ম্মিত কটীসূত্রে কটিদেশ নিবদ্ধ আছে ও শব্দায়মান কাঞ্চীভূষণে নিতম্বস্থল বিশেষ শোভিত হইয়াছে। সুন্দর বস্ত্রে তাহার জঘনস্থল ও উরুদেশ আবৃত রহিয়াছে এবং শব্দিত মনোহর নূপুর-সম্পর্কে পাদপঙ্কজ বিশেষ সুন্দর হইয়াছে। তখন অর্জ্জুন সেই নানাবিধ কামকলায় কুশলিনী সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না অপূর্ব্বা রমণীরূপে আপনাকে তথায় দেখিয়া আপনার রূপান্তরপ্রাপ্তি হওয়ায় পূর্ব্বদেহের ঘটনা সমুদয় বিস্মৃত হইলেন।৬৫—৭৩। তিনি গোপীজনের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্য মূঢ়ের ন্যায় থাকিলেন। এই অবসরে আকাশে আকস্মিক অমানুষ বাক্য উচ্চরিত হইল,—হে সুন্দরি! দৃশ্যমান পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব সরোবরে গমন কর। তত্রত্য সলিল স্পর্শ করিয়া নিজ মানস সম্পূর্ণ কর। তথায় তোমার সখীগণ আছে, তুমি অবসাদ প্রাপ্ত হইও না, তাহারাই

ইতি দৈবীং গিরং শ্রুত্বা গত্বা পূর্ব্বসরোঽথ সা
নানাপূর্ব্বপ্রবাহঞ্চ নানাপক্ষিসমাকুলম্ ॥ ৭৮
স্ফুরৎকৈরবকহ্লার কমলেন্দীবরাদিভিঃ।
ভ্রাজিতং পদ্মরাগৈশ্চ পদ্মসোপানসত্তটম্ ॥৭৯
বিবিধৈঃ কুসুমোদ্দামৈর্মঞ্জুকুঞ্জলতাক্রমৈঃ।
বিরাজিতং তুন্তীরমুপস্পৃশ্য স্থিতা ক্ষণম্ ॥৮০
তত্রান্তরে ক্বণৎকাঞ্চীমঞ্জুমঞ্জীররঞ্জিতম্ ॥
কঙ্কণানাং ঝণৎকারং শুশ্রাবোৎকর্ণসম্পুটে ॥৮১
ততশ্চ প্রমদাবৃন্দমাশ্চর্য্যযুতযৌবনম্।
আশ্চর্য্যালঙ্কৃতিন্যাসমাশ্চর্য্যাকৃতিভাবিতম্ ॥৮২
অদ্ভুতাঙ্গমপূর্ব্বং সঃ পৃথগাশ্চর্য্যবিভ্রমম্।
চিত্রসম্ভাষণং চিত্র-হসিতালোকনাদিকম্ ॥৮৩
মধুরাদ্ভুতলাবণ্যং সর্ব্বমাধুর্য্যসেবিতম্।
চিত্রলাস্যগতানস্থাশ্চর্য্যকুলসুন্দরম্ ॥৮৪
আশ্চর্য্যস্নিগ্ধসৌন্দর্য্যমাশ্চর্য্যানুগ্রহাদিকম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যসমুদায়মাশ্চর্য্যালোকনাদিকম্ ॥ ৮৫
দৃষ্ট্বা তৎপরমাশ্চর্য্যং চিন্তয়ন্তী হৃদা কিয়ৎ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেনালিখন্তী ভুবং নম্রাননা স্থিতা ॥৮৬
ততস্তাসাং সম্ভ্রমোহভূদ্দৃষ্টীনাঞ্চ পরস্পরম্।
কেয়ং মদীয়জাতীয়া চিরেণ স্বস্তকৌতুকা ॥৮৭
ইতি সর্ব্বাঃ সমালোক্য জ্ঞাতব্যেয়মিতি ক্ষণম্
আমন্ত্র্য মন্ত্রণাভিজ্ঞাঃ কৌতুক দ্রষ্টুমাগতাঃ ॥
আগত্য তাসামেকাথ নাম্না প্রিয়মুদা মতা।
গিরা মধুরয়া প্রীত্যা তামুবাচ মনস্বিনী ॥ ৮৯

প্রিয়মুদোবাচ।

কাসি ত্বং কস্য কন্যাসি কস্য ত্বং প্রাণবল্লভা।
জাতা কুত্রাসি কেনাস্মিন্নানীতা বাগতা স্বয়ম্ ॥
এতচ্চ সর্ব্বমস্মাকং কথ্যতাং চিন্তয়া কিমু।
স্থানেঽস্মিন্ পরমানন্দে কস্যাপি দুঃখমস্তি কিম্
ইতি পৃষ্টা তয়া সা তু বিনয়াবনতিং গতা।
উবাচ সুস্বরং তাসাং মোহয়ন্তী মনাংসি চ ॥৯২

অর্জ্জুন উবাচ।

কা বাস্মি কস্য বা কস্য প্রজাতা কস্য বল্লভা।

তোমার অভীষ্ট বর সাধন করিবে। সেই সুন্দরী এই প্রকার দৈববাণী শুনিয়া পূর্ব্ব সরোবরে গমন করিলেন। সেই সরোবরটীও অপূর্ব্বতরঙ্গাকুল নানাবিধ বিহগ পরিপূর্ণ এবং বিকসিত কুমুদ ও কমলে শোভমান। পদ্মরাগ-মণিসম্পর্কে উহার তটনিচয় পদ্মময় বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে এবং নানাজাতীয় পুষ্পে সুশোভিত তরুলতাময় মনোহর কুঞ্জে তীরচতুষ্টয়ের বিশেষ শোভা হইয়াছে। তথায় উপস্থিত হইয়া আচমন করত কিছুক্ষণ রহিলেন। এই অবকাশে কাঞ্চীগুণের মনোহর শিঞ্জিত বলয়রাজির মধুরধ্বনি শুনিতে পাইলেন। পরক্ষণেই আশ্চর্য্য যৌবনসম্পন্ন, আশ্চর্য্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, আশ্চার্য্যাকৃতি, আশ্চর্য্যভাবমাণ আশ্চর্য্যাবয়বসম্পন্ন, আশ্চর্য্যাবলাসযুক্ত, আশ্চার্য্যালাপী, হাস্যে ও দর্শনে আশ্চর্য্যব্যবহারী, আশ্চর্য্যলাবণ্যযুক্ত, সর্ব্ববিধ মধুরতায় পরিপূর্ণ, বিচিত্র হাবভাবপূর্ণ, অপূর্ব্ব সুন্দর ও স্নিগ্ধ, অধিক কি যাবতীয় আশ্চর্য্যময় প্রমদা-সমূহকে দেখিতে পাইলেন। তাদৃশ পরমাশ্চর্য্য দর্শনে মনে মনে চিন্তিত হইলেন ও কিছুক্ষণ নতমুখী হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকা ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭৪—৮৪ এদিকে সেই নারীমণ্ডলী পরস্পর। মুখদর্শন করিতে থাকিয়া 'আমাদের সজাতীয়া এ নারী কে? কোথা হইতেই বা আসিল? ইহা জানিতে হইবে।' এ বিষয়ে কৌতুকিনী হইয়া সকলেই তাহার সন্নিধানে আসিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রিয়মুদানাম্নী এক মনস্বিনী রমণী মধুরবাক্যে সেই পূর্ব্বদৃষ্টা নারীকে বলিতে লাগিল। প্রিয়মুদা কহিল, হে রমণি! তুমি কে, কাহার কন্যা, কাহারই বা প্রেয়সী, কোথায় জন্মিয়াছ, কে তোমায় এখানে আনিল, স্বয়ং বা আসিয়াছ? এই সমুদয় আমাদিগকে বল; চিন্তায় প্রয়োজন নাই। এই পরমানন্দকর স্থানে কাহারও কিছু দুঃখের বিষয় নাই। তখন রমণীরূপী অর্জ্জুন এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাক্যমাধুর্য্যে সকলকে মোহিত করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, আমি কে, কাহার

আনীতা কেন বা চাত্র কিংবাথ স্বয়মাগতা ॥৯৩
এতৎকিঞ্চিন্ন জানামি দেবী জানাতি তৎ পুনঃ
কথিতং শ্রূয়তাং তন্মে মদ্বাক্যে প্রত্যয়ো যদি
অস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে একমাস্তে সরোবরম্।
তত্রাহং স্নাতুমায়াতা জাতা তত্রৈব সংস্থিতা।৯৫
বিষমোৎকণ্ঠিতা পশ্চাৎ পশ্যন্তী পরিতো দিশম্
একমাকাশসম্ভূতং ধ্বনিমশ্রৌষমদ্ভুতম্ ॥ ৯৬
অনেনৈব পথা সুভ্রু গচ্ছ পূর্ব্বসরোবরম্।
উপস্পৃশ্য জলং তস্য সাধয়স্ব মনোরথম্ ॥ ৯৭
তত্র সন্তি হি সখ্যস্তে মা সীদ বরবর্ণিনি।
তা হি সম্পাদয়িষ্যন্তি তত্র তে বরমীপ্সিতম্।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য তস্মাদত্র সমাগতা।
বিষাদহর্ষপূর্ণাত্মা চিন্তাকুলসমাকুলা ॥ ৯৯
আগতাস্য জলং স্পৃষ্ট্বা নানাবিধশুভধ্বনিম্।
অশ্রৌষঞ্চ ততঃ পশ্চাদপশ্যং ভবতীঃ পরাঃ ॥
এতন্মাত্রং বিজানামি কায়েন মনসা গিরা।
এতদেব ময়া দেব্যঃ কথিতং যদি রোচতে।
কা যূয়ং তনুজাঃ কেষাং ক জাতাঃ কস্য বল্লভাঃ
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ সা বৈ প্রিয়মুদাব্রবীৎ।

প্রিয়মুদোবাচ।

অস্মেবং প্রাণসখ্যঃ স্ম তবৈব চ বয়ং শুভে।
বৃন্দাবনকলানাথ-বিহারদায়িকাঃ সুখম্ ॥ ১০৩
তা আত্মমুদিতাস্তেন ব্রজবালা ইহাগতাঃ।
এতাঃ শ্রুতিগণাঃ খ্যাতা এতাশ্চ মুনয়স্তথা।
বয়ং বল্লববালা হি কথিতাস্তে স্বরূপতঃ ॥ ১০৪
অত্র রাধাপতেরঙ্গাৎ পূর্ব্বা যাঃ প্রেয়সীতমাঃ।
নিত্যা নিত্যবিহারিণ্যো নিত্যকেলিভুবশ্চরাঃ
এষা পূর্ণরসা দেবী এষা চ রসমন্থরা।
এষা রসালয়া নাম এষা চ রসবল্লরী।
রসপীযূষধারেয়মেষা রসতরঙ্গিণী ॥১০৬
রসকল্লোলিনী চৈষা ইয়ঞ্চ রসবাপিকা।

কন্যা, কাহার প্রিয়তমা, কেবা আমায় এখানে আনিল কিংবা স্বয়ংই আসিয়াছি; এ সকল আমি কিছুই জানি না। দেবীই সমুদয় জানেন, তিনি যেমন বলিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি। যদি আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, এই সরোবরের দক্ষিণ পার্শ্বে এক সরোবর আছে, তথায় আমি স্নানার্থ আসিয়াছিলাম ইহাই জানি।৮°—৯৫। তখন সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছি; এই সময় এক অপূর্ব্ব আকাশবাণী শ্রবণ করিলাম যে, সুন্দরি! তুমি এই পথ ধরিয়াই পূর্ব্ব সরোবরে গমন কর, তাহার জলে আচমন করিয়া স্বাভিলাষ সিদ্ধ কর এবং তথায় তোমার সখীদিগকে দেখিতে পাইবে; বিষণ্ন হইও না; তাঁহারাই তোমার অভীষ্টসিদ্ধ করিবেন। এই আকাশবাণী শুনিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। আমার অন্তর বিষাদ ও হর্ষে পরিপূর্ণ। আমি নিতান্ত চিন্তিত হইয়াছি এবং এখানে আসিয়া জল স্পর্শ করিবামাত্র নানাবিধ মঙ্গলশব্দ শুনিয়াছি, অনন্তর তোমাদিগকে দেখিতেছি। আমি কায়মনোবাক্যে বলিতেছি, ইহাই জানি আর কিছুই জানি না; ইহাতে তোমাদের অবশ্য বিশ্বাস হইতেছে, এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি তোমরা কে? কোথায় জন্মিয়াছ? কাহার কন্যা? কাহার পত্নী? বল রমণীরূপী অর্জ্জুনের এবংবিধ বাক্য শুনিয়া সেই প্রিয়মুদাই পুনরায় বলিতে লাগিল। প্রিয়মুদা বলিল,—হে শুভে! তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক। ইহারা সেই বৃন্দাবনবিহারী গোবিন্দের প্রাণপ্রিয়া সখী ব্রজবালা, আর ইহারা শ্রুতিনিচয়, ইহারা মুনিগণ আর আমরা যে গোপিকা ইহা যথার্থই বলিলাম। পূর্ব্বে রাধাবল্লভের অতিপ্রিয়তমা নিত্যবিহারস্থলের সহচরী যে কয়জন শক্তিরূপিণী গোপিকার নাম শ্রবণ করিয়াছ, তাঁহারা নিত্যমূর্ত্তি বলিয়াই আজি এখানেও বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁদের নাম নির্দ্দেশ করিয়া পরিচয় বলিতেছি। ৯৬—১০৫। এই পূর্ণরসা দেবী, ইনি রসতরঙ্গিণী, ইনি রসকল্লোলিনী, ইনি রসবাপিকা, ইনিই

অনঙ্গসেনা এষৈব ইয়ঞ্চানঙ্গমালিনী ॥ ১০৭
মদয়ন্তী স্ত্রিয়ং বালা চৈষা চ রসবিহ্বলা।
ইয়ঞ্চ ললিতা নাম ইয়ং ললিতযৌবনা ॥ ১০৮
অনঙ্গকুসুমা চৈষা ইয়ং মদনমঞ্জরী।
এষা কলাবতী নাম ইয়ং রতিকলা স্মৃতা ॥
ইয়ং কামকলা নাম স্ত্রিয়ং হি কামদায়িনী।
রতলোলা স্ত্রিয়ং বালা চেয়ং বালা রতোৎসুকা
এষা চ রতিসর্বস্বা রতিচিন্তামণিস্ত্বসৌ।
নিত্যানন্দা কাচিদেষা নিত্যপ্রেমরসপ্রদা ॥
অতঃপরং শ্রুতিগণাস্তাসাং কাশ্চিদিমাঃ শৃণু।
উদ্গীতৈষা সুগীতেয়ং কলগীতা স্ত্রিয়ং প্রিয়া ॥
এষা কলস্বরখ্যাতা বালেয়ং কলকণ্ঠিকা।
বিপঞ্চীয়ং ক্রমপদা হ্যেষা বহুহুতা মতা ॥ ১১৩
এষা বহুপ্রয়োগেয়ং খ্যাতা বহুকলাবলা।
ইয়ং কলাবতী খ্যাতা মতা চৈষা ক্রিয়াবতী ॥
অতঃপরং মুনিগণাস্তাসাং কতিপয়া ইহ।
ইয়মুগ্রতপা নাম এষা বহুগুণা স্মৃতা ॥ ১১৫
এষা প্রিয়ব্রতা নাম সুব্রতা চ ইয়ং মতা।
সুরেখেয়ং মতা বালা সুপর্বেয়ং বহুপ্রদা ॥ ১১
রত্নরেখা স্ত্রিয়ং খ্যাতা মণিগ্রীবা হ্যসৌ মতা।
সুপর্ণা চেয়মাকল্পা সুকল্পা রত্নমালিকা ॥ ১১৭
ইয়ং সৌদামিনী সুভ্রূরিয়ঞ্চ কামদায়িনী।
এষা চ ভোগদা খ্যাতা ইয়ং বিশ্বমতা সতী ॥
এষা চ ধারিণী ধাত্রী সুমেধা কান্তিরপ্যসৌ।
অপর্ণৈষা সুপর্ণেয়ং মতৈষা চ সুলক্ষণা ॥ ১১৯
সুদতীয়ং গুণবতী চৈষা সৌকলিনী মতা।
এষা সুলোচনা খ্যাতা স্ত্রিয়ঞ্চ সুমনাঃ স্মৃতা ॥
অশ্রুতা চ সুশীলা চ রতিসৌখ্যপ্রদায়িনী ॥ ২২১
অতঃপরং গোপবালা বয়মাগতাস্তু যাঃ।
তাসাঞ্চ পরিচীয়ন্তাং কাশ্চিদম্বুরুহাননে।
অসৌ চন্দ্রাবলী চন্দ্রিকেয়ঞ্চৈষা শুভা মতা।
এষা চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখেয়ং চন্দ্রিকাপ্যসৌ ॥
এষা খ্যাতা চন্দ্রমালা মতা চন্দ্রাবলী স্ত্রিয়ম্।
এষা চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রকলেয়মবলা স্মৃতা ॥ ১২৩

অনঙ্গসেনা, ইনি অনঙ্গমালিনী আর এই বালিকা মদয়ন্তী, ইনি বিহ্বলা, ইনি ললিতা, ইনি ললিতযৌবনা, এই দেবী অনঙ্গকুসুমা ইনি মদনমঞ্জরী, ইহাঁর নাম কলাবতী, ইহাঁকে লোকে রতিকলা বলে, ইনি কামকলা, ইনি কামদায়িনী, এই বালিকা রতলোলা, এই বালিকা রতোৎসুকা, ইহাঁর নাম রতিসর্বস্বা, ইনি রতিচিন্তামণি এবং ইনি নিত্যপ্রেমরস প্রদান করেন বলিয়া নিত্যানন্দা নামে অভিহিতা হন। অতঃপর যে শ্রুতিগণের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রবর্ত্তিনী কতকগুলির নাম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ইনি উদ্গীতা, ইনি কলগীতা,আর ইহাঁর নাম কলস্বরা, এই বালা কলকণ্ঠিকা, ইনি বিপঞ্চী, ইনি ক্রমপদা, ইনি বহুহুতা, ইনি বহুপ্রয়োগা,আর এই অবলা বহুকলা, ইনি কলাবতী ও ইনি ক্রিয়াবতী নামে খ্যাত। অতঃপর যে মুনিগণ স্ত্রীমূর্ত্তিতে নিত্য প্রভুর পার্শ্বচর, তাঁহাদেরও নাম বলিতেছি। ইহাঁর নাম উগ্রতপা, ইনি বহুগুণা, ইহাঁর নাম প্রিয়ব্রতা, ইনি সুব্রতা, এই বালা সুরেখা, ইহাঁর নাম সুপর্ব্বা, আর ইহাঁকে বহুপ্রদা বলে। ১০৬—১১৬। ইনি রত্নরেখা নামে খ্যাতা, ইহাঁর নাম মণিগ্রীবা, ইনি সুকল্পা, ইনি আকল্পা, ইনি সুপর্ণা, ইনি রত্নমালিকা, এই সুভ্রূর নাম সৌদামিনী, ইনি কামদায়িনী, ইহাঁর নাম ভোগদা, ইনি বিশ্বমাতা, আর এই চারি জনের নাম ধারিণী, ধাত্রী, সুমেধা ও কান্তি। ইনি অপর্ণা, আর এই সুলক্ষণা নাম্নী সুপর্ণা-নামে অভিহিতা হন। আর এই তিন রমণীর নাম সুদতী, গুণবতী ও সৌকলিনী জানিবে, ইহাঁর নাম সুলোচনা, ইহাঁর নাম সুমনা, ইনি অশ্রুতা, ইনি সুশীলা, ইনি রতিকালে সুখ প্রদান করেন বলিয়া রতি-সুখদায়িনী। অতঃপর আমরা গোপবালা যে কয়জন এখানে রহিয়াছি, হে পদ্মমুখি! তাহাদেরও পরিচয় বলিতেছি শুন। ইনি চন্দ্রাবলী, ইনি চন্দ্রিকা, ইনি চন্দ্ররেখা, ইহাঁর নাম চন্দ্রমালা, ইনিও চন্দ্রাবলী, ইনি

এষা বর্ণাবলী বর্ণমালেয়ং মণিমালিকা। ১২৪
মল্লীয়ং নবমল্লীয়মসৌ শেফালিকা শুভা।
বর্ণপ্রভা সমাখ্যাতা সুপ্রভেয়ং মণিপ্রভা। ১২৫
ইয়ং হারাবলী তারা-মালিনীয়ং শুভা মতা।
মালতীয়মিয়ং যূথী বাসন্তী নবমল্লিকা। ১২৬
সৌগন্ধিকেয়ং কস্তুরী পদ্মিনীয়ং কুমুদ্বতী।
এষৈব হি রসোল্লাসা চিত্রবৃন্দাবনা ত্বিয়ম্। ১২৭
রম্ভেয়মুর্বশী চৈষা সুরেখা স্বর্ণরেখিকা।
এষা কাঞ্চনমালেয়ং শতসন্ততিকা পরা। ১২৮
এতাঃ পরিকৃতাঃ সর্ব্বাঃ পরিচেয়াপরা অপি।
সহিতাস্বাভিরেতাভিস্তিষ্ঠরিষ্যসি ভামিনি। ১২৯
এহি পূর্ব্বসরস্তীরে তত্র ত্বাং বিধিবৎ সখি।
স্নাপয়িত্বাথ দাস্যামি মন্ত্রং সিদ্ধিপ্রদায়কম্। ১৩০
ইতি তং সহসা নীত্বা স্নাপয়িত্বা বিধানতঃ।
বৃন্দাবনকলানাথ-প্রেয়স্যা মন্ত্রমুত্তমম্। ১৩১
গ্রাহয়ামাস সঙ্ক্ষেপাদ্দীক্ষাবিধিপুরঃসরম্।

পদ্মং বরুণবীজস্য বহ্নিবীজপুরস্কৃতম্। ১৩২
চতুর্থস্বরস যুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতম্।
পুটিতং প্রণবাভ্যাঞ্চ ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভম্
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
পুরশ্চর্য্যাবিধির্ধ্যানং হোমঃ সঙ্খ্যা জপস্য চ।
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
আশ্চর্য্যরূপলাবণ্যাং সুপ্রসন্নাং বরপ্রদাম্। ১৩৫
কহ্লারৈঃ করবীরাদ্যৈশ্চম্পকৈঃ সরসীরুহৈঃ।
সুগন্ধিকুসুমৈরন্যৈঃ সৌগন্ধিকসমন্বিতৈঃ। ১৩৬
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ ধূপদীপৈর্ম্মনোহরৈঃ।
নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈর্দিব্যৈঃ সখিবৃন্দাহৃতৈর্ম্মুদা।
সম্পূজ্য বিধিবদ্দেবীং জপ্ত্বা লক্ষমিদং ততঃ।
হুত্বা চ বিধিনা স্তুত্বা প্রণম্য দণ্ডবদ্ভুবি। ১৩৮
ততঃ সা সংস্তুতা দেবী নিমেষরহিতান্তরা।
পরিকল্প্য নিজাং ছায়াং মায়য়া তৎসমীহয়া।
পার্শ্বেহথ প্রেয়সীং তত্র স্থাপয়িত্বা বলাদিব।

চন্দ্রপ্রভা, এই অবলা চন্দ্রকলা, ইনি বর্ণাবলী, ইনি বর্ণমালা, ইনি মণিমালিকা, ইঁহার নাম মল্লী, ইনি নবমল্লী, ইনি শেফালিকা, ইঁহার নাম বর্ণপ্রভা, ইনি সুপ্রভা, ইনি মণিপ্রভা, ইনি হারাবলী, ইনি তারামালিনী; আর এই আটটী রমণীর নাম যথাক্রমে মালতী, যূথী, বাসন্তী, নবমল্লিকা, সৌগন্ধিকা, কস্তুরী, পদ্মিনী ও কুমুদ্বতী। ইনি রসোল্লাসা, ইনি চিত্রবৃন্দাবনা। ইনি উর্ব্বশী, ইনি রম্ভা, ইনি সুরেখা, ইঁহার নাম স্বর্ণরেখিকা ইনি কাঞ্চনমালা, আর শতসন্তান বলিয়া ইঁহার নাম হইয়াছে শতসন্ততিকা। ১১৭—১২৮। তোমাকে এই কতক রমণীর পরিচয় দিলাম; পরে আরও সকলের পরিচয় জানিতে পারিবে। হে ভামিনি! আমাদের সহিত এখানে বিহার করিতে থাক। হে সখি! আইস তোমাকে পূর্ব্বসরোবরে স্নান করাইয়া সিদ্ধিদায়ক মন্ত্র প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া প্রিয়মুদা সহসা নারীরূপী অর্জ্জুনকে স্নান করাইয়া বৃন্দাবননাথের প্রধান প্রেয়সীর উত্তম মন্ত্রটী দীক্ষোক্ত-বিধানে উপদেশ দিলেন,—যে মন্ত্রের অগ্রে বহ্নিবীজ, শেষে বরুণবীজ এবং নাদবিন্দু-শোভিত চতুর্থস্বরের যোগ আছে, সেই ওঙ্কারপুটিত মন্ত্রটী গ্রহণ মাত্রেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। ঐ সঙ্গে মন্ত্রের পুরশ্চরণবিধি, হোমবিধি ও জপসংখ্যা নিয়মাদিও বিবৃত করিলেন। তখন নারীরূপী অর্জ্জুন তদীয় উপদেশানুসারে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা আশ্চর্য্যরূপ-লাবণ্য যুক্তা বরদায়িনী সর্ব্বদা প্রসন্না পরমা দেবীকে কহ্লার চম্পক করবীর পদ্ম সৌগন্ধিক প্রভৃতি যাবতীয় সুগন্ধি পুষ্পধারা এবং পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মনোহর ধূপ দীপ ও সখীজনকর্ত্তৃক সংগৃহীত নানাবিধ নৈবেদ্যাদি উপচারে যথাবিধানে পূজা, লক্ষসংখ্যক মন্ত্রজপ ও শাস্ত্রীয় হোম ও বিবিধ স্তব করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যে দেবী পূর্ব্বে অন্তর্হিতা হইয়া মায়াবলে প্রিয়তমা সখীকে মাত্র রাখিয়াছিলেন, তিনিই তখন এইরূপে পূজা স্তব জপ ও সভক্তি প্রণামাদিতে বশীভূত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি

সখীভিরাবৃতা হৃষ্টা শুদ্ধৈঃ পুজাজপাদিভিঃ ।
স্তবৈর্ভক্ত্যা প্রণামৈশ্চ কৃপয়াবির্ভুতদা ॥
হেমচম্পকবর্ণাভা বিচিত্রাভরণোজ্জ্বলা ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গলাবণ্য-লালিত্যমধুরাকৃতিঃ ॥ ১৪১
নিষ্কলঙ্কশরৎপূর্ণ-কলানাথশুভাননা ।
স্নিগ্ধমুগ্ধস্মিতালোক-জগত্ত্রয়মনোহরা ॥ ১৪২
নিজয়া প্রভয়াত্যন্তং দ্যোতয়ন্তী দিশো দশ ।
অব্রবীদপি সা দেবী বরদা ভক্তবৎসলা ॥ ১৪৩

দেব্যুবাচ ।

মৎসখীনাং বচঃ সত্যং তেন ত্বং মে প্রিয়া সখি
সমুত্তিষ্ঠ সমাগচ্ছ কামং তে সাধয়াম্যহম্‌ ॥ ১৪৪
অর্জ্জুনী সা বচো দেব্যাঃ শ্রুত্বা চাত্মমনীষিতম্‌
পুলকাকুলমুগ্ধাঙ্গী বাষ্পাকুলবিলোচনা ॥ ১৪৫
পপাত চরণে দেব্যাঃ পুনশ্চ প্রেমবিহ্বলা ।
ততঃ প্রিয়ংবদাং দেবী সমুবাচ সখীমিমাম্‌ ॥

দেব্যুবাচ ।

পাণৌ গৃহীত্বা মৎসঙ্গে সমাশ্বাস্য সমানয় ॥ ১৪৭

ততঃ প্রিয়ংবদা দেব্যা আজ্ঞয়া জাতসম্ভ্রমা ।
তাং তথৈব সমাদায় সঙ্গে দেব্যা জগাম হ ॥
গত্বোত্তরসরস্তীরে স্নাপয়িত্বা বিধানতঃ ।
সঙ্কল্পাদিকপূর্ব্বন্তু পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ১৪৯
শ্রীগোকুলকলানাথ-মন্ত্রং তচ্চ সুসিদ্ধিদম্‌ ।
গ্রাহয়ামাস তাং দেবী কৃপয়া হরিবল্লভা ॥ ১৫০
ব্রতং গোকুলনাথাখ্যং পুণ্যং মোহনভূষিতম্‌ ।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং মন্ত্রং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্‌ ॥ ১৫১
গোবিন্দগীতবিজ্ঞাসো দদৌ ভক্তিমচঞ্চলাম্‌ ।
ধ্যানঞ্চ কথিতং তস্যৈ মন্ত্ররাজঞ্চ মোহনম্‌ ।
উক্তঞ্চ মোহনে তন্ত্রে স্মৃতিরপ্যস্য সিদ্ধিদা ॥
নীলোৎপলদলশ্যামং নানালঙ্কারভূষিতম্‌ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং ধ্যায়েদ্রাসরসাকুলম্‌ ।
প্রিয়ংবদামুবাচেদং রহঃসম্পাদনেচ্ছয়া ॥ ১৫৩

কৃপাবশতঃ তদীয় মনোরথ-পূরণের জন্য পুনরায় প্রকাশ পাইলেন। তাঁহার রূপ, সুবর্ণচম্পকের ন্যায় কান্তি-সম্পন্ন, তিনি বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃতা, তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লাবণ্য ও লালিত্য থাকায় বড়ই আকৃতির মাধুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তদীয় আনন কলঙ্কহীন শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং সুন্দর মৃদুহাস্যে ত্রিজগতের মনোমোহন করিতেছে। তিনি নিজদেহপ্রভায় দশদিক্‌ উদ্ভাসিত করিতেছেন। তখন সেই ভক্তবৎসলা বরদায়িনী দেবী বলিতে লাগিলেন। দেবী কহিলেন,—হে সুন্দরি! আমার সখীরা যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য, তুমি আমার প্রিয়সখী হইলে, উঠ আইস, তোমার অভীষ্ট সাধন করি। তখন অর্জ্জুনের নিজের অনুকূল তাদৃশ দেবীবাক্য শ্রবণ করিয়া গাত্রে রোমাঞ্চ ও নয়নযুগল আনন্দবাষ্পে পূর্ণ হইল এবং স্বয়ং প্রেমে বিহ্বল হইয়া দেবীচরণে পুনরায় নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবী অন্যতমা সখী প্রিয়ংবদাকে বলিলেন। দেবী কহিলেন,—তুমি এই নূতনা সখীকে বিশেষ আশ্বস্তা করিয়া হাতে ধরিয়া আমার সমভিব্যাহারে লইয়া আইস। তখন প্রিয়ংবদা দেবীর আদেশে ত্বরাবতী হইয়া অর্জ্জুনকে লইয়া দেবীর সঙ্গে চলিল এবং উত্তরসরোবরের তীরে শাস্ত্রবিধানে স্নান করাইয়া পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্পাদিপূর্ব্বক পূজা করাইলেন।১২৯—১৪৯। হরিপ্রিয়াদেবী তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীগোকুলচন্দ্রের সিদ্ধিদায়ক মন্ত্র ও গোকুলনাথ নামক সুন্দর ব্রত উপদেশ দিলেন, যে মন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় ও যাহা সমুদয় তন্ত্রে গোপনীয় আছে। গোবিন্দের গানকারিণী দেবী তাঁহাকে গোবিন্দের প্রতি অচলা ভক্তি দিলেন ও তদীয় ধ্যান ও মন্ত্ররাজ বলিলেন,—যাহার স্মরণমাত্রেও সিদ্ধি হয় বলিয়া মোহন তন্ত্রে কথিত আছে। তিনি প্রিয়ং-বদাকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, যেন নূতন ভক্তা—ভগবানকে নীলকমলের ন্যায় শ্যামল নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত কোটি কাম-দেবের লাবণ্যধারী ও রাসক্রীড়ায় নিমগ্ন

রাধিকোবাচ।

অস্থা যাবদ্ভবেৎ পূর্ণং পুরশ্চরণমুত্তমম্।
তাবদ্ধি পালয়ৈনাং ত্বং সাবধানা সহালিভিঃ॥
ইত্যুক্তা সা যযৌ কৃষ্ণ-পাদাম্বুরুহসন্নিধিম্ ॥
ছায়ামাত্রমিব স্বাস্থ প্রেয়সীনাং নিধায় চ।
তস্থৌ তত্র যথাপূর্ব্বং রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা॥ ১১৫
অত্র প্রিয়ংবদাদেশাৎ পদ্মমষ্টদলং শুভম্।
গোরোচনাভির্নির্ম্মায় কুঙ্কুমেনাপি চন্দনৈঃ।
এভির্নানাবিধৈর্দ্রব্যৈঃ সম্মিশ্রৈঃ সিদ্ধিদায়কম্।
লিখিত্বা যন্ত্ৰবাজঞ্চ শুদ্ধং মন্ত্রং তমদ্ভুতম্॥ ১৫৭
কৃত্বা ন্যাসাদিকঞ্চার্ঘ্যং পাদ্যঞ্চাপি যথাবিধি।
নানর্ত্তুসম্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ কুঙ্কুমৈরপি চন্দনৈঃ।
ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈস্তাম্বুলৈর্ম্মুখবাসনৈঃ।
বাসোঽলঙ্কারমাল্যৈশ্চ সম্পূজ্য নন্দনন্দনম্।
পরিবারৈঃ সমং সর্ব্বৈঃ সায়ুধঞ্চ সবাহনম্।
স্তুত্বা প্রণম্য বিধিবচ্চেতসা স্মরণং যযৌ॥ ১৬০

ততো ভক্তিবশো দেবো যশোদানন্দনঃ প্রভুঃ
স্মিতাবলোকিতাপাঙ্গ-তরঙ্গিতভয়েঙ্গিতম্।
উবাচ রাধিকাং দেবী তামানয় ইহাশু চ॥ ১৬১
আজ্ঞপ্তা চৈব সা দেবী প্রস্থাপ্য শারদাং সখীম্
তামানিনায় সহসা পুরো রাসরসাশ্রনঃ॥ ১৬২
শ্রীকৃষ্ণস্য পুরস্তাৎ সা সমেত্য প্রেমবিহ্বলা।
পপাত কাঞ্চনীভূমৌ পশ্যন্তী সর্ব্বমদ্ভুতম্॥ ১৬৩
কৃচ্ছ্রাৎ কথঞ্চিদুত্থায় শনৈরুন্মীল্য লোচনে।
স্বেদাশ্রুপুলকোৎকম্প-ভবিভাবাকুলা সতী।
দদর্শ প্রথমং তত্র স্থলং চিত্রং মনোরমম্॥ ১৬৫
ততঃ কল্পতরুস্তত্র লসন্মরকতচ্ছদঃ।
প্রবালপল্লবৈর্যুক্তঃ কোমলো হেমদণ্ডকঃ॥ ১৬৬
স্ফটিকপ্রবালমূলশ্চ কামদঃ কামসম্পদাম্।
প্রার্থকাভীষ্টফলদস্তস্যাধো রত্নমন্দিরম্॥ ১৬৭
রত্নসিংহাসনং তত্র তত্রাষ্টদলপদ্মকম্॥
শঙ্খপদ্মনিধী তত্র সব্যাপসব্যসংস্থিতৌ॥ ১৬৮

আছেন বুঝিয়া ধ্যান করে। আরও তোমায় বলিতেছি। রাধিকা বলিলেন,—ইহার যেকাল পর্য্যন্ত উত্তমরূপে পুরশ্চরণ পূর্ণ না হয়, তাবৎ তুমি সখীগণের সহিত সাবধানে প্রতীক্ষা কর। এই কথা বলিয়া রাধিকা প্রিয়তমা সখীদের প্রতি নিজ ছায়ামাত্র রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল উদ্দেশে গমন করিলেন, তথায় যাইয়া পূর্ব্বমত কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা হইয়াই থাকিলেন। ১৫০—১৫৫। এদিকে নারীরূপী অর্জ্জুন প্রিয়ংবদার আদেশে গোরোচনা, কুঙ্কুম ও চন্দন প্রভৃতি নানা অনুলেপনদ্রব্য দ্বারা অষ্টদলপদ্ম নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে বিশুদ্ধ যন্ত্র ও তাহার মধ্যে ইষ্ট মন্ত্রটী লিখিলেন এবং ন্যাসাদি করিয়া যথাবিধানে পাদ্য, অর্ঘ্য, নানা ঋতু-সম্ভূত পুষ্প, চন্দন, কুঙ্কুম, ধূপদীপ, নৈবেদ্য, মুখ-সৌগন্ধকারী তাম্বুল, বিচিত্র বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্য প্রভৃতি অশেষ উপচার দ্বারা বাহন অস্ত্র ও পরিবারগণের সহিত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন। শেষে স্তব করিয়া প্রণাম করত মনে মনে সেইরূপটী স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন যশোদা-নন্দন ভগবান্ ভক্তিতে বশীভূত হইয়া সহাস্য অপাঙ্গচালনে ইঙ্গিত করিয়া পার্শ্ব-বর্ত্তিনী শ্রীরাধাকে বলিলেন,—শীঘ্র সেই নূতন ভক্তাকে এখানে আনয়ন কর। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় নিজসখী শারদাকে পাঠাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া সমুদয় ঐ ব্যাপার দেখিয়া প্রেমে অবশ হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন, পরে কষ্টক্রমে উঠিয়া মৃদুভাবে নয়ন উন্মীলন করিলেন ও সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে ঘর্ম্ম ও অশ্রুপ্রকাশে ভাবে বিভোর হইলেন। তথায় প্রথম দেখিলেন,—বিচিত্র স্বর্ণময় স্থল, তাহাতে প্রার্থীর যাবৎ প্রার্থনাপূরক এক কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহার পাতা মরকত মণির, প্রবাল সকল পল্লবস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার দণ্ডটী সোণার, মূলদেশ স্ফটিক ও প্রবালময়। তাহার তলদেশে ভক্তের অভীষ্টপ্রদ রত্ননির্ম্মিত মন্দির, তন্মধ্যে রত্ন-সিংহাসন, তদুপরি অষ্টদল পদ্ম, তাহাতে শঙ্খ

চতুর্দিক্ষু যথাস্থানং সহিতা কামধেনবঃ।
পরিতো নন্দনোদ্যানং মলয়ানিলসেবিতম্॥
ঋতূনাং চৈব সর্ব্বেষাং কুসুমানাং মনোহরৈঃ।
আমোদৈর্ব্বাসিতং সর্ব্বং কালাগুরুপরাজিতম্॥
মকরন্দকণাবৃষ্টি-শীতলং সুমনোহরম্॥ ১৭০
মকরন্দরসাস্বাদ-মত্তানাং ভৃঙ্গযোষিতাম্।
বৃন্দশো ঝঙ্কৃতৈঃ শব্দৈশ্চৈবং মুখরিতান্তরম্॥
কলকণ্ঠকপোতানাং সারিকাশুকযোষিতাম্।
অন্যাসাং পত্রিকান্তানাং কলনাদৈর্বিনাদিতম্॥
নৃত্যোন্মত্তময়ূরাণামাকুলং স্মরবর্দ্ধনম্॥ ১৭৩
রসাম্বুসেকসংসৃষ্ট-তমাঞ্জনতনুদ্যুতিম্।
সুস্নিগ্ধনীলকুটিল-কষায়বাসিকুন্তলম্॥ ১৭৪
মদমত্তময়ূরাদ্য-শিখণ্ডাবদ্ধচূড়কম্।
ভৃঙ্গসেবিতসব্যোপ ক্রমপুষ্পাবতংসকম্॥ ১৭৫
লোলালকালিবিলসৎ-কপোলাদর্শকাশিনম্।
বিচিত্রতিলকোদ্দাম-ভালশোভাবিরাজিতম্॥
তিলপুষ্পপতঙ্গেশ-চঞ্চুমঞ্জুলনাসিকম্।
চারুবিম্বাধরং মন্দ-স্মিতদীপিতমন্মথম্॥ ১৭৭
বন্যপ্রসূনসঙ্কাশং গ্রৈবেয়কমনোহরম্।
মদোন্মত্তভ্রমদ্‌ভৃঙ্গী সহস্রকৃতসেবয়া॥ ১৭৮
সুরক্রমস্রজা রাজন্মুগ্ধপীনাংসকদ্বয়ম্।
মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষঃস্থলকৌস্তভভূষিতম্॥ ১৭৯
শ্রীবৎসলক্ষণং জানুলম্বিবাহুমনোহরম্।
গম্ভীরনাভিপঙ্কাশ-মধ্যমধ্যাতিসুন্দরম্॥ ১৮০
সুজাতক্রমসদ্‌বৃত্তমদ্‌রজানুমঞ্জুলম্।
কঙ্কণাঙ্গদমঞ্জীরৈর্ভূষিতং ভূষণৈঃ পরৈঃ॥ ১৮১
পীতাংশুকলসাবিষ্ট-নিতম্বতটনায়কম্।
লাবণ্যৈরপি সৌন্দর্য্যৈর্জ্জিতকোটিমনোভবম্॥
বেণুপ্রবর্ত্তিতৈর্গীত-রাগৈরপি মনোহরৈঃ।
মোহয়ন্তং সুধাম্ভোধৌ মজ্জয়ন্তং জগত্রয়ম্॥১৮৩

নিধি ও পদ্মনিধি পাশাপাশি রহিয়াছে। ১৫৬—১৬৮। আর দেখিলেন,—চতুর্দ্দিকে যথাস্থানে কামধেনুরা বিচরণ করিতেছে। মলয়পবন-সেবিত নন্দনকাননের অতি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলেন; উহা সকল ঋতুর যাবতীয় পুষ্পের গন্ধে আমোদিত আছে। কালাগুরু চন্দনে সুরভিত, পুষ্পমধুর ধারাবর্ষণে সুশীতল এবং মধুরসের আস্বাদনে মত্তা ভ্রমরীদের মধুরঝঙ্কারে শব্দিত ও কোকিল কপোত শুক সারিকা প্রভৃতি বিহগগণের মধুরনিনাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোথায়ও বা ময়ূরেরা মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, সেই মনোহর উদ্যানে শ্রীকৃষ্ণ রাসরসে রসিক হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কান্তি তমালপত্রের ন্যায়, তদীয় স্নিগ্ধ নীল কুটিল কুন্তলভার কষায় রসে সুগন্ধীকৃত হইয়াছে এবং তিনি মদমত্ত ময়ূরের অগ্রপুচ্ছ দ্বারা চূড়া বাঁধিয়াছেন, তাঁহার শিরোভূষণীকৃত কুসুমরাশিতে ভ্রমরে মধুপান করিতেছে, আর দর্পণের মত স্বচ্ছ গণ্ডস্থলে চঞ্চল অলকা প্রতিবিম্বিত হইয়াই শোভা পাইতেছে। তদীয় বিচিত্র তিলকে ললাট শোভিত হওয়ায় স্বয়ং বিশেষ শোভিত হইয়াছেন এবং তিলফুল ও শুকচঞ্চুর ন্যায় নাসিকা শোভা পাইতেছে। আমাদের সেই প্রভু বিম্বফলের মত মনোহর অধরে মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া অকামীরও কাম উদ্দীপন করিতেছেন। বনফুলের গ্রথিত কটিবন্ধে কিবা মধুর হইয়াছেন আর যে পারিজাত কুসুমের মালায় স্থূল স্কন্ধযুগল সুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছে, সেই মালায় মদমত্ত সহস্র ভ্রমরী সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ঘুরিতেছে। যে কৌস্তভমণি প্রভুর বক্ষঃস্থলের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, সেই কৌস্তভের শোভা আবার মুক্তাহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রভুর বাহুযুগল আজানুলম্বিত, নাভি অতিগভীর, ব্যবহার অতি কোমল, জানুযুগল কিছু অবিষম হওয়ায় বিশেষ শোভা পাইতেছে; কঙ্কণ অঙ্গদ প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত নিতম্বতট পীতবসন খণ্ডে আবৃত আছে। তিনি লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যে কোটি কামকেও পরাভব করিতেছেন; আর বেণুবাদ্যের উচ্চারিত মনোহর গীতস্বরে

প্রত্যঙ্গমদনাবেশ-ধরং রাসরসালসম্ ।
চামরং ব্যজনং মাল্যং গন্ধং চন্দনমেব চ ॥১৮৪
তাম্বূলং দর্পণং পানপাত্রং চার্চ্চিতপাত্রকম্ ।
অন্যৎ ক্রীড়াভবং যচ্চ তৎসর্ব্বঞ্চ পৃথক্‌পৃথক্
রসালং বিবিধং যন্ত্রং কলয়ন্তীভিরাদরাৎ ।
যথাস্থাননিযুক্তাভিঃ পশ্যন্তীভিস্তদঙ্গিতম্ ॥১৮৬
তন্মুখাম্ভোজদত্তাক্ষি-চঞ্চলাভিরনুক্রমাৎ ।
শ্রীমত্যা রাধিকাদেব্যা বামভাগে সসম্ভ্রমম্ ।
আরাধয়ন্ত্যা তাম্বূলমর্পয়ন্ত্যা শুচিস্মিতম্ ।
সমালোক্যার্জ্জুনী যাসৌ মদনাবেশবিহ্বলা ॥
ততস্তাঞ্চ তথা জ্ঞাত্বা হৃষীকেশোঽপি সর্ব্ববিৎ
তস্যাঃ পাণিং গৃহীত্বৈব সর্ব্বক্রীড়াবনান্তরে ।
যথাকামকৃতো রেমে মহাযোগেশ্বরো বিভুঃ ।
ততস্তস্যাঃ স্কন্ধদেশে প্রদত্তভুজপল্লবঃ ॥ ১৯০
আগত্য শারদাং প্রাহ পশ্চিমেঽস্মিন্ সরোবরে
শীঘ্রং স্নাপয় তন্বঙ্গীং ক্রীড়াশ্রান্তাং মৃদুস্মিতাম্
ততস্তাং শারদা দেবী তস্মিন্ ক্রীড়াসরোবরে
স্নানং কুর্ব্বিত্যুবাচৈনাং সা চ শ্রান্তা তথাকারোৎ
জলান্ত স্তরমাপ্তাসৌ পুনরর্জ্জুনতাং গতঃ ।
উত্তস্থৌ যত্র দেবেশঃ শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠনায়কঃ ।
দৃষ্ট্বা তমর্জ্জুনং কৃষ্ণো বিষণ্ণং ভগ্নমানসম্ ।
মায়য়া পাণিনা স্পৃষ্ট্বা প্রকৃতং বিদধে পুনঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ধনঞ্জয়ং ত্বামাশংসে ভবান্ প্রিয়সখো মম ।
ত্বৎসমো নাস্তি মে কোঽপি রহোবিত্তু জগত্রয়ে
যদ্রহস্যং ত্বয়া দৃষ্টমনুভূতঞ্চ যৎ পুনঃ ।
কথ্যতে যদি তৎ কস্মৈ শপসে মাং তদার্জ্জুন

সনৎকুমার উবাচ ।

ইতি প্রসাদমালাদ্য শপথৈর্জ্জাতনির্ণয়ঃ ।
যযৌ হৃষ্টমনাস্তস্মাৎ স্বধামাভূতসংস্মৃতিঃ ॥ ১৯৭

সকলকে মোহিত করিতেছেন। অধিক কি ত্রিভুবনকে সুখসাগরে ডুবাইতেছেন। প্রভুর প্রতিঅঙ্গেই কামের আবেশ প্রতীত হইতেছে, সেই শ্রীবৎসচিহ্নিত রাসরসে রসিক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন। তাঁহার সন্নিধানে সখীরা তাঁহার মুখোপরি দৃষ্টি রাখিয়া তদীয় ইঙ্গিত মাত্রেই চামর, ব্যজন, মাল্য, গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল, দর্পণ, পানপাত্র-পূজাধার ও সরস যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় ক্রীড়াবস্তু যথাস্থানে যথাক্রমে ব্যবহার করিতেছে। শ্রীমতী রাধিকা দেবীও প্রভুর বামপার্শ্বে সলজ্জভাবে থাকিয়া প্রভুকে তাম্বুল দিতেছেন। প্রভু মধ্যে মধ্যে মৃদু হাসিতেছেন, নারীরূপী অর্জ্জুন এই প্রকার প্রভুকে দেখিয়া কামাবেশে বিবশ হইলেন। ১৬৯—১৮৮। তখন সেই মহাযোগী প্রভু সর্ব্বজ্ঞ হৃষীকেশ অর্জ্জুনের তাদৃশ মনোভাব জানিতে পারিয়া তাহার হাত ধরিয়া ক্রীড়াকাননের মধ্যে আনিয়া তাঁহার সহিত যথাভিলষিত বিহার করিলেন। অনন্তর তাঁহার স্কন্ধদেশে করপল্লব রাখিয়া সখীজনসন্নিধানে আসিয়া শারদাকে বলিলেন।—এই ক্রীড়া-পরিশ্রান্তা মৃদুহাসিনী কৃশাঙ্গীকে শীঘ্র পশ্চিম সরোবরে স্নান করাও। শারদাও তাঁহার আদেশে অর্জ্জুনকে সেই ক্রীড়াসরোবরে আনিয়া স্নান করিতে বলিল। অর্জ্জুন শ্রান্ত ছিলেন; সুতরাং তাহাই করিতে উদ্যত হইলেন। অর্জ্জুন যেমনি জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি পূর্ব্ববৎ অর্জ্জুনরূপ প্রাপ্ত হইয়া দেবদেব বৈকুণ্ঠনাথের সান্নিধানে উঠিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিজ মায়ায় বিমনা ও বিষণ্ণ দেখিয়া পুনরায় পাণিতলস্পর্শে পূর্ব্বভাব পাওয়াইয়া বলিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমাকে ভূরি প্রশংসা করিতেছি, তুমি আমার প্রিয়সখা। এই ত্রিভুবনে তোমা ভিন্ন কেহই আমার সমুদয় রহস্য জানিতে পারে নাই। আজ তুমি আমার যে যে রহস্য দেখিলে ও স্বয়ং অনুভব করিলে, হে অর্জ্জুন! আমার দিব্য রহিল, কাহাকেও এ ব্যাপার বলিও না। ১৮৯—১৯৬। সনৎকুমার বলিলেন,—হে মহাভাগ! তখন অর্জ্জুন শপথ করিয়া ভগবানের চিত্তসন্দেহ দূর করত পূর্ব্বস্মৃতিপ্রাপ্তে আনন্দিত হইয়াই স্বধামে গমন

ইতি তে কথিতং সর্ব্বং রহো যদ্গোচরং মম।
গোবিন্দস্য তথা চাস্মৈ কথনে শপথস্তব ॥

ঈশ্বর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য সিদ্ধিমৌপগবির্গতঃ।
নরনারায়ণাবাসে বৃন্দারণ্যমপাব্রজৎ। ১৯৯
তত্রাস্তেঽদ্যাপি কৃষ্ণস্য নিত্যলীলাবিহারবিৎ
নারদেনাপি পৃষ্টোঽহং নাব্রবং তদ্রহস্যকম্।
প্রাপ্তং তথাপি তেনেদং প্রকৃতিত্বমুপেত্য চ।
তুভ্যং যত্তু ময়া প্রোক্তং রহস্যং স্নেহকারণাৎ
তন্ন কস্মৈচিদাখ্যেয়ং ত্বয়া ভদ্রে স্বযোনিবৎ॥
ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তমহিমাধ্যায়মদ্ভুতম্।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স রতিং বিন্দতে হরৌ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডেঽর্জ্জুনাম্নুনয়ো
নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

করিলেন। আমার সাক্ষাতে যেরূপ রহস্য ঘটিয়াছিল, সে সমুদয়ই বলিলাম। অর্জ্জুনের প্রতি গোবিন্দের ন্যায় আমারও তোমার উপর দিব্য রহিল, এ ব্যাপার কাহাকেও বলিও না। ঈশ্বর কহিলেন,—সনৎকুমারের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঔপগবি সেই নর-নারায়ণাশ্রয় তপোবনে সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া নিত্য বৃন্দাবনে গমন করিলেন। তিনি আজও তথায় থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলা ও বিহারাদি দর্শন করিতেছেন। পূর্ব্বে নারদ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও আমি তাঁহাকে এ রহস্যব্যাপার বলি নাই। নারদও কিন্তু স্বীয় সিদ্ধিবলেই সকল অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে তোমার প্রতি সমধিক স্নেহকারণে অদ্য সমুদয় রহস্য বর্ণন করিলাম। হে ভদ্রে! মাতৃযোনির ন্যায় এই ব্যাপার অতি গোপনীয় বলিয়া কাহারও নিকটে বলিও না। শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তের মহিমায় পরিপূর্ণ এই অদ্ভুত অধ্যায় যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার হরিতে অকৃত্রিম অনুরাগ হইয়া থাকে। ১৯৭—২০২।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

বৃন্দাবনরহস্যঞ্চ বহুধা কথিতং প্রভো।
কেন পুণ্যবিশেষেণ নারদঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥১

ঈশ্বর উবাচ।

একদাশ্চর্য্যবৃত্তান্তং ময়া জিজ্ঞাসিতং পুরা।
ব্রহ্মণা কথিতং গুহ্যং শ্রুতং কৃষ্ণমুখাম্বুজাৎ॥
নারদঃ পৃষ্টবান্ মহ্যং তদাহং প্রোক্তবানিদম্
অহং বক্তুং ন শক্নোমি তন্মাহাত্ম্যং কথঞ্চন॥
কিং কুর্ব্বে শপনং তস্য স্মৃত্বা সীদামি মানসে
ইতি শ্রুত্বা বচো মহ্যং ক্ষুন্নমনাঃ সোঽভবদ্যদা
তদা ব্রহ্মাণমাহূয় হ্যহমাদিষ্টবান্ প্রিয়ে।
ত্বয়া যৎ কথিতং মহ্যং নারদায় বদস্ব তৎ ॥৫
ব্রহ্মা তদা মম বচো নিশম্য সহনারদঃ।
জগাম কৃষ্ণসাবধং নত্বাপৃচ্ছত্তদেব তু ॥৬

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে প্রভো! বৃন্দাবনের বহুতর রহস্যই বলিলেন; এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি, দেবর্ষি নারদ কোন্ পুণ্যবলে পূর্ব্বপ্রকৃতি পাইলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—প্রিয়ে! একদা রহস্য বিষয় আমি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমল হইতে যেরূপ শুনিয়াছেন, তাহাই আমাকে বলিলেন। অতঃপর নারদ আমাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি কৃষ্ণলীলার মধুর মাহাত্ম্য তোমাকে বলিতে পারিব না বলিয়া অন্তরে দুঃখিত হইতেছি, কি করিব, উহা বলিতে দিব্য দেওয়া আছে। আমার কথা শুনিয়া নারদকে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়া ব্রহ্মাকেই আহ্বান করিয়া বলিলাম, পূর্ব্বে আমাকে যেমন বলিয়াছেন, আজ নারদকেও তাহাই বলুন। কিন্তু ব্রহ্মা আমার বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিজে না বলিয়া নারদকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত

ব্রহ্মোবাচ।

কিমিদং দ্বাত্রিংশদ্বনং বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোঽস্মি মে বদ ॥ ৭

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈককেবলম্।
যত্র মে পশবঃ সাক্ষাদ্বৃক্ষাঃ কীটা নরামরাঃ ॥
যে বসন্তি মমাস্তে তে মৃতা যান্তি মমান্তিকম্।
অত্র যা গোপপত্ন্যশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে ॥ ৯
যোগিন্যস্তাশ্চ এবং হি মম দেবাঃ পরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজনমেবং হি বনং মে দেবরূপকম্ ॥১০
কালিন্দীয়ং সুষুম্না যা পরমামৃতবাহিনী।
যত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ ॥১১
সর্ব্বতো ব্যাপকশ্চাহং ন ত্যক্ষ্যামি বনং ক্বচিৎ
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে ॥
তেজোময়মিদং স্থানমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষাম্।
রহস্যং মে প্রভাবস্য বৃন্দাবনং যুগে যুগে ॥১৩

ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ ন দৃশ্যং তৎ কথঞ্চন ॥

ঈশ্বর উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা নারদো নত্বা কৃষ্ণং ব্রহ্মাণমেব চ।
আজগাম হ ভূর্লোকে মিশ্রকং নৈমিষং বনম্
তত্রাসৌ সৎকৃতশ্চাপি শৌনকাদ্যৈর্মুনীশ্বরৈঃ।
পৃষ্টশ্চাপ্যাগতো ব্রহ্মন্ কুতস্ত্বমধুনা বদ ॥১৬
তচ্ছ্রুত্বা নারদঃ প্রাহ গোলোকাদাগতো হ্যহম্
শ্রুত্বা কৃষ্ণমুখাম্ভোজাদ্বৃন্দাবনরহস্যকম্ ॥১৭

নারদ উবাচ।

তত্র নানাবিধাঃ প্রশ্নাঃ কৃতাশ্চৈব পুনঃপুনঃ।
সমস্তা মনবস্তত্র যাগাশ্চৈব শ্রুতা ময়া।
তানেব কথয়িষ্যামি যথাপ্রশ্নঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ১৮

শৌনক উবাচ।

বৃন্দারণ্যরহস্যং হি যদুক্তং ব্রহ্মণা ত্বয়ি।
তদস্মাকং সমাচক্ষ্ব যদ্যস্মাসু কৃপা তব ॥১৯

হইলেন ও প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—৬। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে জগৎপতে! দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অরণ্যে বৃন্দাবন গঠিত আছে, উহা কি প্রকার তাহা শুনিতে বাসনা হইতেছে; যদি শুনিবার যোগ্য হই, তবে আমাকে বলুন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই রমণীয় বৃন্দাবন আমারই অদ্বিতীয় রমণীয় ধাম জানিবে। তথায় যে সকল পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, দেবতা, মানব অধিক কি যে সকল বৃক্ষ লতা আছে, তাহারা আমারই এবং কালে মৃত্যুমুখে পড়িয়া আমারই সন্নিধানে আসিয়া থাকে। মদালয় বৃন্দাবনে যে গোপপত্নীরা আছে, তাহারাও যোগিনী হইয়া আমাতেই চিত্ত নিবেশ করিয়াছে। সেই পঞ্চযোজনপরিমিত দেবরূপক বনে যে যমুনা নদী রহিয়াছে, উহা সেই জ্ঞানামৃতবাহিনী সুষুম্না নাড়ী ব্যতীত কিছুই নহে—যে নাড়ীতে দেবগণ ও যাবৎ প্রাণীরাও সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করেন। আমি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া কখনই ঐ বন পরিত্যাগ করি না, যুগে যুগে ঐ বনের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান হইয়া থাকে। এ তেজোময় স্থান দৃষ্টির বহির্ভূত। প্রতিযুগে বৃন্দাবনই আমার শক্তির বিকাশস্বরূপে থাকিলেও উহা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও কোনরূপেই দৃষ্টিগোচর হয় না। ৭—১৪। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! নারদ সেই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করত মর্ত্ত্যলোকে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় শৌনকাদি মুনিগণ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবর্ষে! এখন তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? নারদ কহিলেন—ঐ সভাতে যাবতীয় মনু ও যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেবতারা সমবেত ছিলেন। তথায় আমার প্রতি তাঁহারা যেরূপ নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন ও আমি তাহার যেরূপ উত্তর দিলাম, তৎসমুদয় বর্ণন করিতেছি। শৌনক কহিলেন,—হে ঋষিবর! তোমাকে ব্রহ্মা বৃন্দারণ্যের রহস্যকথা যেমন বলিয়াছেন, যদি আমাদের প্রতি তোমার দয়া থাকে, তবে তাহা

নারদ উবাচ।
কদাচিচ্ছরযূতীরে দৃষ্টোঽস্মাভিশ্চ গৌতমঃ।
মনস্বী চ মহাদুঃখী চিন্তাকুলিতচেতনঃ॥ ২০
মাং দৃষ্ট্বা গৌতমো দেবঃ পপাত ধরণীতলে।
উত্তিষ্ঠ বৎস বৎসেতি তমুবাচাহমেব হি॥ ২১
কথং ভবান্ মনস্বীতি প্রোচ্যতাং যদি রোচতে
গৌতম উবাচ।
শ্রুতং তব মুখাদেব কৃষ্ণতত্ত্বঞ্চ তাদৃশম্।
দ্বারকাখ্যং মাথুরাখ্যং রহস্যং বহুশো ময়া॥ ২২
বৃন্দাবনরহস্যন্তু ন শ্রুতং ত্বন্মুখাম্বুজাৎ।
যতো মে মনসঃ স্থৈর্য্যং ভবিষ্যতি চ সদ্গুরো
নারদ উবাচ।
ইদন্তু পরমং গুহ্যং রহস্যাতিরহস্যকম্।
পুরা মে ব্রহ্মণা প্রোক্তং তাদৃগ্বৃন্দাবনোদ্ভবম্
রহস্যং বদ দেবেশ বৃন্দারণ্যস্য মে পিতঃ।
ইতি জিজ্ঞাসিতং শ্রুত্বা ক্ষণং মৌনী স চাভবৎ
ততো মাহ মহাবিষ্ণুং গচ্ছ বৎস প্রভুং মম।
ময়াপি তত্র গন্তব্যং ত্বয়া সহ ন সংশয়ঃ॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা মাং গৃহীত্বা চ গতো বিষ্ণোশ্চ ধামনি
মহাবিষ্ণৌ চ কথিতং ময়োক্তং যত্তদেব হি॥ ২৮
তচ্ছ্রুত্বা চ মহাবিষ্ণুঃ স্বয়ম্ভুবমথাদিশৎ।
ত্বমেবাদেশতো মহ্যং নীত্বা বৈ নারদং মুনিম্
স্নানায়ৈব নিযুঙ্ক্ষ্ব সরস্যামৃতসংজ্ঞকে।
মহাবিষ্ণুসমাদিষ্টঃ স্বয়ম্ভূর্মাং তথাকরোৎ॥ ৩০
তত্রামৃতসরশ্চাহং প্রবিশ্য স্নানমাচরম্।
তৎক্ষণাত্তৎসরঃপারে যোষিতাং সবিধেঽভবম্
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না যোষিদ্রূপাতিবিস্মিতা।
মাং দৃষ্ট্বা তাঃ সমায়াতামপৃচ্ছংশ্চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৩২
স্ত্রিয়ঃ উচুঃ।
কা ত্বং কুতঃ সমায়াতা কথয়াত্মবিচেষ্টিতম্।
তাসাং প্রিয়কথাঃ শ্রুত্বা ময়োক্তং তন্নিশাময়॥৩৩

আমাদিগকে বল। নারদ বলিলেন,—একদা সরযূতীরে মনস্বী গৌতমকে অতি দুঃখিত ও চিন্তাকুলহৃদয়ে অবস্থিত দেখিয়াছিলাম। গৌতম আমাকে দেখিবামাত্র ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন তাঁহাকে বলিলাম,—বৎস! উঠ, কেন তুমি মনস্বী হইয়াও এরূপ দুঃখিত? যদি তোমার বলিতে কোন বাধা না থাকে ত আমাকে বল। গৌতম বলিলেন—হে মহাভাগ! আমি আপনার মুখেই কৃষ্ণতত্ত্ব এবং দ্বারকা ও মথুরার রহস্য বহুবার শুনিয়াছি; কিন্তু ভবদীয় শ্রীমুখকমল হইতে বৃন্দাবনের রহস্য কখন শুনি নাই। হে সদ্গুরো! তাহা শুনিলেই আমার মনের চাঞ্চল্য দূর হইবে,—দুঃখ থাকিবে না। নারদ কহিলেন,—হে গৌতম এ বিষয়টী অতি গোপনীয়; এমন কি যাবতীয় রহস্য বস্তু অপেক্ষাও রহস্যভূত, পূর্ব্বে ব্রহ্মাই আমাকে এই বৃন্দাবনরহস্য বলিয়াছিলেন। প্রথমে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি; হে পিতঃ! বৃন্দাবনের রহস্য বলুন; কিন্তু তিনি আমার প্রশ্নে কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলেন,—বৎস! তোমাকে এবিষয়ের জন্য প্রভু মহাবিষ্ণুর সন্নিধানে যাইতে হইবে। আমিও তথায় তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাইতেছি। এই কথা বলিয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি বিষ্ণুধামে উপস্থিত হইলেন ও মহাবিষ্ণুর নিকট মদীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মহাবিষ্ণু তাহা শুনিয়া ব্রহ্মাকেই আদেশ করিলেন,—তুমিই আমার আদেশে নারদকে অমৃতসরোবরে স্নান করাও। ১৫—৩০। মহাবিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা আমাকে অমৃতসরোবরে লইয়া গেলেন। আমি তথায় যাইয়া যেমন স্নান করিলাম, অমনি তৎক্ষণেই সেই সরোবরের তীরদেশে রমণীমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তিনী সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা এক রমণী হইয়া নিজের অভাবনীয় নারীরূপে নিতান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলাম। তখন তাহারা আমাকে স্ত্রীমূর্ত্তিতেই উপস্থিতা দেখিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্ত্রীগণ বলিল, হে শুভে! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন কর। তাহাদের

কুতঃ কোঽহং সমায়াতঃ কথং বা যোষিদাকৃতিঃ
স্বপ্নবদ্দৃশ্যতে সর্ব্বং কিংবা মুগ্ধোঽস্মি ভূতলে
তচ্ছ্রুত্বা মদ্বচো দেবী প্রোবাচ মধুরস্বনৈঃ।
বৃন্দানাম্নী পুরী চেয়ং কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া সদা ॥৩৫
অহং সুললিতা দেবী তুর্য্যাতীতা চ নিষ্কলা।
ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবী করুণাসান্দ্রমানসা ॥ ৩৬
মাং প্রত্যাহ পুনর্দ্দেবী সমাগচ্ছ ময়া সহ।
অন্যাশ্চ যোষিতঃ সর্ব্বাঃ কৃষ্ণপাদপরায়ণাঃ ॥৩৭
তাশ্চ মাং প্রবদন্ত্যেবং সমাগচ্ছানয়া সহ।
ততোঽহন্তু কৃষ্ণচন্দ্রস্য চতুর্দ্দশাক্ষরো মনুঃ ॥৩৮
কৃপয়া কথিতস্তস্যা দেব্যাশ্চাপি মহাত্মনঃ।
তৎক্ষণাদেব তৎসাম্যমলভং বিবিধোপমা ॥৩৯
তাভিঃ সহ গতাস্তত্র যত্র কৃষ্ণঃ সনাতনঃ।
কেবলং সচ্চিদানন্দঃ স্বয়ং যোষিন্ময়ঃ প্রভুঃ।
যোষিদানন্দহৃদয়ো দৃষ্ট্বা মামব্রবীন্মুহুঃ।
সমাগচ্ছ প্রিয়ে কান্তে ভক্ত্যা মাং পরিরম্ভয়।
রেমে বর্ষপ্রমাণেন তত্র চৈব দ্বিজোত্তম।
তদোক্তং রমণে শেষে দেবীং তাং রাধিকাং প্রতি ॥৪২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ইয়ং মে প্রকৃতিস্তত্র চাসীন্নারদরূপধৃক্।
নীত্বামৃতসরো রম্যং স্নানার্থং সন্নিযোজয়।
তয়া মে রমণস্যান্তে গদিতং প্রিয়ভাষিতম্।
অহঞ্চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে।
অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ।
সত্যং যোষিৎস্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী
অহঞ্চ ললিতা দেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।
আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ
এবং যো বেত্তি মে তত্ত্বং সময়ঞ্চ তথা মনুম্,
সসমাচারসঙ্কেতং ললিতাবৎ স মে প্রিয়ঃ ॥৪৭

তাদৃশ প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, আমি কে, কোথা হইতেই বা আসিয়াছি, কেমনে বা আমার এই নারীর আকার ঘটিয়াছে, এ সকলই স্বপ্নবৎ দেখিতেছি, আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি। আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এক রমণী মধুরবাক্যে আমাকে বলিল,—এই পুরীটী শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া। ইহার নাম বৃন্দা, আমার নাম সুললিতা, আমি সেই পূর্ণরূপিণী পরমা দেবী। এই কথা বলিয়া মহাদেবী করুণাময়ী হইয়া আমার প্রতি পুনরায় বলিলেন,—আমার সহিত আইস। তত্রত্য অন্যান্য কৃষ্ণপদানুরাগিণী রমণীরাও বলিলেন,—ইহাঁর সঙ্গে গমন কর। আমি তাঁহার সঙ্গে গমন করিলে পর, তিনি আমাকে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। আমি মন্ত্র পাইবামাত্রই মহাদেবী হইলাম ভাবিয়া দেবীর সাম্য অনুভব করিলাম ও তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণসন্নিধানে যাইলাম,—যথায় সচ্চিদানন্দরূপী সনাতন প্রভু যোষিন্মণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি মদীয় নারীমূর্ত্তি দর্শনেই আনন্দিত হইয়া বারংবার বলিলেন, হে প্রিয়ে! হে কান্তে! আইস, ভক্তিসহকারে আমাকে আলিঙ্গন কর। হে দ্বিজবর! আমি তথায় তাঁহার সহিত একবর্ষ রমণ করিলাম। আমার সহিত রতিকার্য্য শেষ হইলে প্রভু সেই দেবী রাধিকাকে বলিলেন। ৩১—৪২। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—প্রিয়ে! ইনি আমার আদি প্রকৃতি, সংসারে নারদরূপ ধরিয়া আছেন। এক্ষণে ইহাঁকে রমণীয় অমৃতসরোবরে স্নান করাইয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত করাও। আমার সহিত প্রভুর বিহার শেষ হইলে, প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী আমাকে প্রিয়কথা বলিলেন;—দেখ, আমিই ললিতা দেবী, আমাকেই রাধিকা বলিয়া কীর্ত্তন করে। আমিই বাসুদেব। আমিই কামকেলিময় আমি যেমন রমণীরূপিণী সনাতনী রমণী ললিতাদেবী তেমনি কৃষ্ণদেহে পুরুষ-দেহধারী কৃষ্ণ। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণে ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই—নিশ্চয় সত্যরূপে জানিও। যে ব্যক্তি আমার এই স্বরূপ ব্যবহার ও মন্ত্র ব্যবহারিক স্নানাদির

ইদং বৃন্দাবনং নাম রহস্যং মম বৈ গৃহম্।
ন প্রকাশ্যং কদা কুত্র ন বক্তব্যং পশৌ ক্বচিৎ।
ততোহহং রাধিকাদেবী মাং নীত্বা তৎ-
সরোবরে।
স্থিত্বা সা কৃষ্ণচন্দ্রস্য চরণান্তে গতা পুনঃ ॥৪৯
ততো নিমজ্জনাদেব নারদোহহমুপাগতঃ।
বীণাহস্তো গানপরস্তদ্রহস্যং মুহুর্মুদা ॥ ৫০
স্বয়ম্ভুবং নমস্কৃত্য তত্রাগাং বিষ্ণুপার্ষদম্।
স্বয়ম্ভুবা তথা দৃষ্টং নোক্তং কিঞ্চিত্তদা পুনঃ।
ইতি তে কথিতং বৎস সুগোপাঙ্গ ময়া ত্বয়ি
স্বয়াপি কৃষ্ণচন্দ্রস্য কেবলং ধাম চিৎকলম্ ॥ ৫২
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মাতুর্জ্জার ইব প্রিয়ঃ
যথা প্রোক্তং ময়া শিষ্যে গৌতমে সরহস্যকম্
তথা ভবৎসু কার্ৎস্ন্যেন কথিতঞ্চাপি গোপিতম্

যদি কুত্র কদাচিত্তু প্রকাশ্যং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৫৪
তদা শাপো ভবেদ্বিপ্রাঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য নিশ্চিতম্।
ইমং কৃষ্ণস্য লীলাভির্যুতমধ্যায়মুত্তমম্ ॥ ৫৫
যং পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৫৬
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে চতুশ্চত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।
অত্র শিশুপালং নিহতং শ্রুত্বা দন্তবক্রঃ
কৃষ্ণেন যোদ্ধুং মথুরামাজগাম ॥ ১
কৃষ্ণস্তু তচ্ছ্রুত্বা রথমারুহ্য তেন সহ মথুরা-
মাযযৌ ॥ ২
অথ তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং
গত্বা পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যামালিঙ্গিতঃ
সকল-গোপবৃদ্ধান্ পরিষজ্য তানাশ্বাস্য বহু-

সঙ্কেত ও জানে, সে ললিতাদেবীর ন্যায়ই আমার একান্ত প্রিয় হইয়া থাকে। এই বৃন্দাবনই আমার গুপ্তভবন; কদাচ কোন স্থানে ইহা প্রকাশ্য নহে আর তুমি অভক্তের নিকট এ ব্যাপার বলিও না। রাধিকা দেবী এই বলিয়া আমাকে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সরোবরে রাখিয়া পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্রের চরণপ্রান্তে প্রত্যাগমন করিল। আমিও সরোবরে যেমনি মজ্জন করিলাম, অমনি পূর্ব্বরূপ নারদ হইয়া বীণাহস্তে সেই অদ্ভুত রহস্যব্যাপার গান করিতে করিতে পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইলাম। এবং বিষ্ণুপার্শ্বে অবস্থিত ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইতেছি। ব্রহ্মাও আমার মত যাহা দেখিয়াছেন, সে সকল স্বমুখে কিছুই প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং বৎস! আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম, এ সকল আমার কাছেও গোপন রাখিবে এবং এই কৃষ্ণচন্দ্রের অদ্বিতীয় চিন্ময়ধাম বৃন্দাবনের কথা তুমি, জননীর প্রিয় উপপতির ন্যায় অতি গোপনে রাখিবে। আমি প্রিয়শিষ্য গৌতমকে যেমন গোপনে বলিয়া গোপন করিতে উপ-

দেশ দিয়াছি, আজি তোমাদের নিকট সে সমুদয় গোপনেই বর্ণন করিতেছি; হে মুনি-গণ! যদি কোন স্থানে কখন ইহা প্রকাশ কর, তবে নিষেধের জন্য তোমাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রহিল। এই কৃষ্ণলীলাময় উৎকৃষ্ট অধ্যায় যে ব্যক্তি পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ৪৩—৫৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—এখানে শিশুপাল নিহত হইয়াছে শুনিয়া দন্তবক্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় আগমন করিল। শ্রীকৃষ্ণও তাহা শুনিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তথায় দন্তবক্রকে নিধন করিয়া যমুনা পার হইয়া নন্দের ব্রজে গমন করত পিতামাতাকে অভিবাদন করিলেন ও আশ্বাস দিলেন এবং পিতা-মাতায়

বস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস ।৩

কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাকীর্ণে গোপস্ত্রীভিরহর্নিশং ক্রীড়াসুখেন ত্রিরাত্রং তত্র সমুবাস। তত্র স্থলে নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপক্ষিমৃগাদয়োঽপি বাসুদেব-প্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানসমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ। ৪

শ্রীকৃষ্ণস্তু নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্ত্বা দেবৈর্দেবগণৈঃ স্তূয়মানঃ শ্রীমতীং দ্বারবতীং বিবেশ॥ ৫

তত্র বসুদেবোগ্রসেনসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাক্রূরাদিভিঃ প্রত্যহং সম্পূজিতঃ ষোড়শসহস্রাষ্টাধিকমহিষীভিশ্চ বিশ্বরূপধরো দিব্যরত্নময়লতাগৃহান্তরেষু সুরতরুকুসুমাচিতশুভ্রতরপর্য্যঙ্কেষু রময়ামাস। ৬

এবং হিতার্থায় সর্ব্বদেবানাং সমস্তভূভারবিনাশায় যদুবংশেঽবতীর্য্য সকলরাক্ষসবিনাশং কৃত্বা মহান্তমুর্ব্বীভারং নাশয়িত্বা নন্দব্রজদ্বারকাবাসিনঃ স্থাবরজঙ্গমান্ ভববন্ধনান্মোচয়িত্বা পরমে শাশ্বতে যোগিধ্যেয়ে রম্যে ধাম্নি সংস্থাপ্য নিত্যং দিব্যমহিষ্যাদিভিঃ সংসেব্যমানো বাসুদেবোঽখিলেষু বাস। ৭

আসীদব্যাকৃতং ব্রহ্ম করকাম্বুতয়োরিব।
প্রকৃতিস্থো গুণান্ ভুক্ত্বা প্রবীভূয় দিবং গতঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪৫।

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

বিস্তরেণ সমাচক্ষ্ব মন্ত্রার্থপদগৌরবম্।
ঈশ্বরস্য স্বরূপঞ্চ তৎস্থানানাং বিভূতয়ঃ। ১

আলিঙ্গন পাইয়া সমুদয় গোপবৃন্দদিগকে স্বয়ং আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগকেও আশ্বাস প্রদান করত অসংখ্য বস্ত্রাভরণাদি প্রদানে তথাকার সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। আর নানাজাতীয় পাদপে পরিপূর্ণ যমুনা নদীর রমণীয় পুলিনে গোপিকাদিগের সহিত দিবসত্রয় অনুক্ষণ বিহার করিলেন। পরে তাঁহারই অনুগ্রহে নন্দ প্রভৃতি সমুদয় গোপজনেরা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত এমন কি, তত্রত্য বৃক্ষলতারাও দিব্য রূপ ধারণ করত দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় নন্দপ্রভৃতি ব্রজবাসীদিগকে এইরূপ অবিনশ্বর স্বীয়পদ প্রদান করিয়া দেবগণ ও দেবীগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া শ্রীমতী দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ১—৫। তথায় তাঁহাকে বসুদেব, উগ্রসেন, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও অক্রূর প্রভৃতি ভক্তেরা প্রত্যহ পূজা করিলেন। তিনি স্বয়ং তথায় বিশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক দিব্যরত্নময় লতাগৃহসমুদয়ের মধ্যে পারিজাতপুষ্পে রচিত সিংহাসনে থাকিয়া অষ্টাধিক ষোড়শসহস্র মহিষীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের হিতার্থে পৃথিবীর যাবতীয় ভার দূর করিবার জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় রাক্ষসের বিনাশ করত ভূভার মোচন করিয়াছেন এবং স্থাবর জঙ্গম যাবৎ সংসারকে ভববন্ধন হইতে মোচন করত যোগিগণেরও ধ্যানগম্য শাশ্বত পরমপদে স্থাপন করিয়াছিলেন। বাসুদেব দিব্যমহিষীগণে নিত্য সংসেবিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম, করকা ও যতের ন্যায় অবিকৃত ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতিসংযোগে গুণযুক্ত হইয়া বিবিধ গুণভোগ করিয়া পুনরায় নিত্যধামে গমন করেন। ৬—৮।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে প্রভো! পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের কিরূপ অর্থ, এবং পরমেশ্বরের

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম বৃহভেদাস্তথা হরেঃ।
নির্ব্বাণাখ্যা হি তত্ত্বেন মম সর্ব্বং সুরেশ্বর। ২
ঈশ্বর উবাচ।
সারে বৃন্দাবনে কৃষ্ণং গোপীকোটিভিরাবৃতম্।
তত্র গঙ্গা পরা শক্তিস্তৎস্থমানন্দকাননম্। ৩
নানাস্থকুসুমামোদ-সমীরসুরভীকৃতম্।
কলিন্দতনয়াদিব্য তরঙ্গসঙ্গশীতলম্। ৪
সনকাদ্যৈর্ভাগবতৈঃ সংস্থিতং মুনিপুঙ্গবৈঃ।
আহ্লাদিমধুবারাবৈর্গোবৃন্দৈরভিমণ্ডিতম্। ৫
রম্যস্রগ্‌ভূষণোপেতৈর্নৃত্যদ্ভির্বালকৈর্বৃতম্।
তত্র শ্রীমান্ কল্পতরুর্জাম্বূনদপরিচ্ছদঃ। ৬
নানারত্নপ্রবালাঢ্যো নানামণিফলোজ্জ্বলঃ।
তস্য মূলে রত্নবেদী রত্নদীধিতিদীপিতা। ৭
তত্র ত্রয়ীময়ং রত্ন-সিংহাসনমনুত্তমম্।
তত্রাসীনং জগন্নাথং ত্রিগুণাতীতমব্যয়ম্। ৮
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং কোটিভাস্করভাস্বরম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং ভাসয়ন্তং দিশো দশ। ৯
ত্রিনেত্রং দ্বিভুজং গৌরং তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্।
শ্লিষ্যমাণং চাঙ্গনাভিঃ স্তুদামানঞ্চ সর্ব্বশঃ। ১০
ব্রহ্মাদ্যৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ ধ্যেয়ং ভক্তবশীকৃতম্।
মুদা ঘূর্ণিতনেত্রাভির্নৃত্যন্তীভির্মহোৎসবৈঃ। ১১
চুম্বন্তীভির্হসন্তীভিঃ শ্লিষ্যন্তীভির্মুহুর্মুহুঃ।
অবাপ্তগোপীদেহাভিঃ শ্রুতিভিঃ
কোটিকোটিভিঃ। ১২
তৎপাদাম্বুজমাধ্বীকচিন্তাভিঃ পরিতো বৃতম্।
তাসান্তু মধ্যে যা দেবী তপ্তচামীকরপ্রভা। ১৩
দ্যোতমানা দিশঃ সর্ব্বাঃ কুর্ব্বতী বিদ্যুদুজ্জ্বলাঃ
প্রধানং যা ভগবতী যয়া সর্ব্বমিদং ততম্। ১৪
সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপা যা বিদ্যাবিদ্যা ত্রয়ী পরা।
স্বরূপা শক্তিরূপা চ মায়ারূপা চ চিন্ময়ী। ১৫
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দেহকারণকারণম্।

স্বরূপ কিপ্রকার, তদীয় স্থানের ঐশ্বর্য্যই বা কতদূর এবং সেই বিষ্ণুর পরম পদ কি ও নির্ব্বাণ কাহার নাম এ সমুদয় বিস্তার করিয়া আমাকে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন, হে পার্ব্বতি! বিশ্বের সারভূত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ কোটি-সংখ্যক গোপিকাজনে পরিবৃত আছেন; তথায় গঙ্গাই পরমা শক্তি এবং তত্রত্য আনন্দকাননের শোভার কথা কি বলিব! তথায় নানাবিধ পুষ্পসম্পর্কে সুবাসিত সমীরণ সদাই বহিতেছে এবং যমুনার দিব্য-তরঙ্গসম্পর্কে সুশীতল ঐ কাননে সনকাদি ভগবদ্ভক্ত মুনিগণ চিরবাস করিতেছেন। ঐ কানন আহ্লাদে মধুরধ্বনিকারী ধেনুবৃন্দে সুশোভিত ও রমণীয়মাল্যধারী নৃত্যকারী বালকবৃন্দে পরিবৃত আছে এবং তথায় বিবিধ মণিময় ফলে সমুজ্জ্বল রত্নময় প্রবালযুক্ত কাঞ্চনময়পত্রসম্পন্ন শ্রীমান্ কল্পবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। তাহার তলদেশে বেদত্রয় শ্রেষ্ঠ রত্নসিংহাসনের রূপ ধারণ করিয়াছে; তদুপরি কোটিচন্দ্রের সমান কান্তি-সম্পন্ন গুণাতীত অব্যয় প্রভু জগন্নাথ বিরাজ করিতেছেন। তদীয় প্রভায় কোটি সূর্য্য পরাভূত হইয়াছেন তিনি কোটিচন্দ্র-সম সমুজ্জ্বল; এবং লাবণ্যে কোটি কন্দর্পকেও পরাভব করিয়া দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতেছেন। ১—৯। তপ্তসুবর্ণের ন্যায় প্রভাশালী প্রভুর দুইটী হস্ত ও তিনটী নয়ন শোভা পাইতেছে। তিনি অঙ্গনাগণে আলিঙ্গিত আছেন। সেই ভক্তবৎসলকে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি ঋষিগণ ধ্যান করিতেছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে শ্রুতি-গণেরাই গোপীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তদীয় চরণারবিন্দের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; তন্মধ্যে কেহ চুম্বন, কেহ আলিঙ্গন কেহ বা হাস্য করিতেছে, অপর সকলে নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে যে দেবী সুবর্ণতুল্য কান্তিসম্পন্না হইয়া দিঙ্মণ্ডলকে বিদ্যুৎসম্পর্কের ন্যায় সমুজ্জ্বল করিয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি প্রধান হইয়া সমুদয় বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন ও যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-স্বরূপিণী হইয়া বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে জ্ঞাতা হন এবং যে স্বস্বরূপা শক্তিরূপিণী চিন্ময়ী মায়ারূপিণী দেবীই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-

চরাচরং জগৎ সর্ব্বং যন্মায়াপরিরম্ভিতম্ । ১৬
বৃন্দাবনেশ্বরী নাম্না রাধা ধাত্রানুকারণাৎ ।
তামালিঙ্গ্য বসন্তং তং মুদা বৃন্দাবনেশ্বরম্ ।১৭
অন্যোন্যচুম্বনাশ্লেষ-মদাবেশবিঘূর্ণিতম্ ।
ধ্যায়েদেতদ্বিধং দেবং স চ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥
মন্ত্ররাজমিমং গুহ্যং তস্য মন্ত্রঞ্চ মন্ত্রবিৎ ।
যো জপেচ্ছৃণুয়াচ্চৈব স মহাত্মা সুদুর্লভঃ । ১৯
রাধিকা চিত্ররেখা চ চন্দ্রা মদনসুন্দরী ।
প্রিয়া চ শ্রীমধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া । ২০
সুবর্ণশোভা সম্মোহা প্রেমরোমাঞ্চরঞ্জিতা ।
বৈবর্ণ্যস্বেদসংযুক্তা ভাবাসক্তা প্রিয়ংবদা ।২১
সুবর্ণমালিনী শান্তা সুরাসরসিকা তথা ।
সর্ব্বস্ত্রীজীবনা দীন-বৎসলা বিমলাশয়া ॥ ২২
নিপীতনামপীযুষা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা ।
সুদীর্ঘস্মিতসংযুক্তা তপ্তচামীকরপ্রভা । ২৪
মূর্চ্ছৎপ্রেমনদী রাধা চরণালোলাঙ্গনা ।
মায়ামাৎসর্য্যসংযুক্তা দানসাম্রাজ্যজীবনা । ২৪
সুরতোৎসবসংগ্রামা চিত্ররেখা প্রকীর্ত্তিতা ।
গৌরাঙ্গী নাতিদীর্ঘা চ সদা বাদনতৎপরা ।২৫
দৈন্যানুরাগনটনা মূর্চ্ছারোমাঞ্চবিহ্বলা ।
হরের্দ্দক্ষিণপার্শ্বস্থা সর্ব্বমন্ত্রপ্রিয়া তথা । ২৬
অনঙ্গলোভমাধুর্য্যা চন্দ্রা সা পরিকীর্ত্তিতা ।
সলীলমন্থরগতির্মঞ্জুমুদ্রিতলোচনা । ২৬
প্রেমধারোজ্জ্বলাকীর্ণা দলিতাঞ্জনশোভনা ।
কৃষ্ণানুরাগরসিকা রামধ্বনিসমুৎসুকা ।২৮
অহঙ্কারসমাযুক্তা সা বৈ মদনসুন্দরী ।
বিবিক্তরাসরসিকা শ্যামা শ্যামমনোহরা ।২৯
প্রেয়া প্রেমকটাক্ষেণ হরেশ্চিত্তবিমোহিনী ।
জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা সা প্রিয়া পরিকীর্ত্তিতা

প্রভৃতি প্রভুদিগেরও দেহকারণের কারণ স্বরূপিণী হইয়া চরাচর সমুদয় সংসারকে মায়ায় আবরণ করিয়া আছেন, সেই বৃন্দাবনেশ্বরী রাধাকে বৃন্দাবনেশ্বর কৃষ্ণ পরমানন্দে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, উঁহারা পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতে থাকিয়া মদের আবেশে চঞ্চল হইতেছেন। এই প্রকারে অবস্থিত ভগবানকে যে ধ্যান করে, তাহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। যে মন্ত্রজ্ঞ এই মন্ত্ররাজ গুহ্যমন্ত্র জপ করে বা শ্রবণ করে, সে মহাত্মা অতি দুর্লভ। এক্ষণে বৃন্দাবনেশ্বরীর নাম বলিতেছি,—তিনি রাধিকা চিত্ররেখা চন্দ্রা মদনসুন্দরী প্রিয়া মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া সুবর্ণশোভা সম্মোহা এবং তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমে রোমাঞ্চ হয় বলিয়া তিনি প্রেমরোমাঞ্চরঞ্জিতা; আর দেহ বিবর্ণ ও স্বেদযুক্ত হয় বলিয়া বৈবর্ণ্যস্বেদসংযুক্তা, তিনি ভাবাসক্তা প্রিয়ংবদা সুবর্ণমালিনী শান্তা সুরাসরসিকা, সমুদয় নারীজনের জীবনস্বরূপিণী বলিয়া সর্ব্বস্ত্রীজীবনা দীনবৎসা বিমলাশয়া এবং তাঁহাকেই নিপীতপীযুষা বলে। তাঁহার সুবর্ণের মত প্রভা বলিয়া তিনি তপ্তচামীকরপ্রভা ও সর্ব্বদা হাস্যকারিণী বলিয়া সুদীর্ঘস্মিতসংযুক্তা। যিনি প্রেমনদী এবং মায়া ও মাৎসর্য্যশালিনী; যিনি দানসাম্রাজ্যের জীবনস্বরূপিণী, যাঁহার সুরত অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া সুরতোৎবসংগ্রামা নাম হইয়াছে, যিনি চিত্ররেখা, যাঁহার অঙ্গসমুদয় গৌরবর্ণ ও আয়তনে হ্রস্ব, যিনি সর্ব্বদা বাজাইতে নিপুণ ও দীনজনে অনুরাগিণী, মূর্চ্ছা প্রেমমূর্চ্ছায় রোমাঞ্চ-প্রকাশে যিনি অবশা, সর্ব্বদা হরির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করত সর্ব্ববিষয়ে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া যিনি প্রিয়া হইয়াছেন। ১০—২৬। যিনি কামুকী হইয়া মধুর ভাব ধারণ করেন বলিয়া অনঙ্গ লোভমাধুর্য্যা নামে অভিহিতা, যিনি চন্দ্রা, সলীলমন্থরগতি, মুদ্রিতলোচনা, প্রেমধারা, উজ্জ্বলা ও আকীর্ণা, যিনি কজ্জলব্যবহারে সুন্দরী হওয়ায় দলিতাঞ্জনা নাম ধরিয়াছেন, যাঁহার নাম কৃষ্ণানুরাগরসিকা, রামধ্বনিসমুৎসুকা, অহঙ্কার-সমাযুক্তা, মদনসুন্দরী, বিবিক্তরাসরসিকা, শ্যামা এবং যিনি অনুরাগ বশতঃ প্রণয়কটাক্ষে শ্যামের চিত্ত মোহন করেন বলিয়া শ্যামমনোহরা নাম পাইয়াছেন;

স্মৃতপ্তস্বর্ণগৌরাঙ্গী লীলাগমনসুন্দরী।
স্মারঞ্চ প্রেমরোমাঞ্চ-বৈচিত্র্যমধুরাকৃতিঃ ॥ ৩১
সুন্দরস্মিতসংযুক্তা মুখনিন্দিতচন্দ্রমাঃ।
মধুরালাপচতুরা জিতেন্দ্রিয়শিরোমণিঃ ॥ ৩২
কীর্ত্তিতা সা মধুমতী প্রেমরোদনতৎপরা।
সম্মোহজ্বররোমাঞ্চ-প্রেমধারাসমন্বিতা ॥ ৩৩
দানধূলিবিনোদা চ রাসধ্বনিমহানটী।
শশিরেখা চ বিজ্ঞেয়া গোপালপ্রেয়সী সদা ॥
কৃষ্ণাত্মা সোত্তমা শ্যামা মধুপিঙ্গললোচনা।
তৎপাদপ্রেমসম্মোহাৎ ক্বচিৎপুলকচুম্বিতা ॥
শিবকুণ্ডে শিবানন্দা বন্দিনী দেহিকাতটে।
রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥৩৬
দেবকী মথুরায়ান্তু জাতা মে পরমেশ্বরী।
চন্দ্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যনিবাসিনী ॥
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে।
বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রসীদতা ॥৩৮
কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।

নিত্যানন্দতনুঃ শৌরির্যো শরীরীতি ভাষ্যতে
বায়ুগ্নিনাকভূমীনামঙ্গাধিষ্ঠিতদেবতা।
নিরূপ্যতে ব্রহ্মণোঽপি তথা গোবিন্দবিগ্রহঃ।
সেন্দ্রিয়োঽপি যথা সূর্য্যস্তেজসা নোপলক্ষ্যতে
তথা কান্তিযুতঃ কৃষ্ণঃ কালং মোহয়তি ধ্রুবম্ ॥
ন তস্য প্রাকৃতী মূর্ত্তির্মেদোমাংসাস্থিসম্ভবা।
যোগী চৈবেশ্বরশ্চাত্মঃ সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ ॥
কাঠিন্যং দৈবযোগেন করকাম্বুতয়োরিব।
কৃষ্ণস্যামিতত্বস্য পাদপৃষ্ঠং ন দেবতা।
বৃন্দাবনরজো বন্দে যত্র স্যুর্বিষ্ণুকোটয়ঃ।
আনন্দকিরণাবৃন্দ-ব্যাপ্তবিশ্বকলানিধিঃ ॥ ৪৭
গুণামৃতাত্মনি যথা জীবাস্তৎকিরণাঙ্ককাঃ।
ভুজদ্বয়বৃতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৫
গোপ্যৈকয়া বৃতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদা ॥
গোবিন্দ এব পুরুষো ব্রহ্মাদ্যাঃ স্ত্রিয় এব চ ॥

যিনি জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা, মধুমতী, স্মৃতপ্ত স্বর্ণগৌরাঙ্গী, লীলাগমনসুন্দরী, সুন্দরস্মিতা, মুখনিন্দিতচন্দ্রমা, মধুরালাপচতুরা ও জিতেন্দ্রিয়শিরোমণি নাম পাইয়াছেন, যিনি প্রণয়রোদনে তৎপরা ও যাঁহার কামজ্বরাবেশে রোমাঞ্চ প্রকাশে প্রেমধারা প্রবাহিত হয়, যিনি রাসধ্বনিমহানটী, সর্ব্বদা গোপালপ্রেয়সী ও শশিরেখা; মধুর মত পিঙ্গলবর্ণ নয়ন বলিয়া যাঁহাকে মধুপিঙ্গললোচনা বলে। যাঁহাকে কৃষ্ণের আত্মস্বরূপিণী বলিয়া কৃষ্ণাত্মা ও উত্তমা শ্যামা বলে এবং যিনি কৃষ্ণচরণে অনুরাগিণী বলিয়া সর্ব্বদা রোমকবতী হন, এই রাধিকাই শিবকুণ্ডে শিবানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারকায় রুক্মিণী, এই বৃন্দাবনে রাধা, আর মথুরায় দেবকীরূপে আমাদের পরমেশ্বরী, চন্দ্রকূটে সীতা, বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী, ও পুরুষোত্তমে বিমলা নামে বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া এই দেবী রাধাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। যে

নিত্যানন্দরূপিণী দেবীকে লোকে কৃষ্ণের অপৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যিনি বায়ু, অনল, আকাশ ও ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি ব্রহ্মার, অধিক কি বিষ্ণুরও দেহস্বরূপিণী বলিয়া নিরূপিত হন, যেমন সূর্য্য সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলেও তেজঃপ্রভাবে তাদৃশ লক্ষিত হন না, তেমনি কান্তিসম্পন্ন কৃষ্ণ সম্যক্ নিরূপিত না হইয়াই কালকে মোহিত করিতেছেন। প্রভুর মেদ-মাংস ও অস্থি দ্বারায় নির্ম্মিত লৌকিকমূর্ত্তি নাই এবং তিনি যোগী পরমেশ্বর সকলের আত্মা ও নিত্যদেহধারী। ২৭—৪২। যেমন ঘৃত ও করকা একমাত্র তরলপদার্থ হইলেও দৈবযোগে কাঠিন্য অনুভব হয়, তেমনি প্রভুরও চরণপৃষ্ঠাদি লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বৃন্দাবনের ধূলিকেও বন্দনা করি, যথায় বিষ্ণু কোটি কোটি মূর্ত্তিতে বিহার করেন। বিশ্বের চন্দ্রমা হরি সদাই আনন্দকিরণ-নিচয়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া সত্ত্বাদিগুণরূপ অমৃতরূপ রহিয়াছেন, জীবসমুদয় তদীয় কিরণরাশির অংশ ভিন্ন কিছুই নহে। আরও বলি,—শ্রীকৃষ্ণ নিত্য দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ নহেন ও একটী মাত্র

তত এব স্বতাবোঽয়ং প্রকৃতের্ভাব ঐশ্বর্য্যম্।
পুরুষপ্রকৃতী চাদ্যৌ রাধাবৃন্দাবনেশ্বরৌ॥ ৪৭
প্রকৃতের্বিকৃতং সর্ব্বং বিনা বৃন্দাবনেশ্বরম্॥৪৮
সমুদ্ভবেনৈব সমুদ্ভবেদিদং
ভেদং গতং তস্য বিনাশনে হি।
স্বর্ণস্য নাশো ন হি বিদ্যতে তথা
মৎস্যাদিনাশোঽপি ন কৃষ্ণবিচ্যুতিঃ॥ ৪৯
ত্রিগুণাদিপ্রপঞ্চোঽয়ং বৃন্দাবনবিহারিণঃ।
ঊর্ম্মীবাক্ষেত্তরঙ্গস্য যথাব্ধির্নৈব জায়তে॥ ৫০
ন রাধিকাসমা নারী ন কৃষ্ণসদৃশঃ পুমান্।
বয়ঃ পরং ন কৈশোরাৎ ন ভাবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥ ৫১
ধ্যেয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়ং বনং বৃন্দাবনং বনম্।
শ্যামমেব পরং রূপমাদিদৈবং পরো রসঃ॥৫২
বাল্যন্তু পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
অষ্টপঞ্চককৈশোরং সীমা পঞ্চদশাবধি॥৫৩
যৌবনোদ্ভিন্নকৈশোরং নবযৌবনমুচ্যতে।
তদ্বয়স্তস্য সর্ব্বস্বং প্রপঞ্চমিতরদ্বয়ঃ॥ ৫৪
বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরং বয়ো বন্দে মনোহরম্
বালগোপালগোপালং স্মর গোপালরূপিণম্॥
বন্দে মদনগোপালং কৈশোরাকারমদ্ভুতম্।
যমাহুর্যৌবনোদ্ভিন্ন-শ্রীমন্মদনমোহনম্॥ ৫৬
অখণ্ডাতুলপীযূষ-রসানন্দমহার্ণবম্।
জয়তি শ্রীপতের্গূঢ়ং বয়ঃ কৈশোররূপিণঃ॥৫৭
একমপ্যব্যয়ং পূর্ব্বং বল্লবীবৃন্দমধ্যগম্।
ধ্যানগম্যং প্রপশ্যন্তি রুচিভেদাৎপৃথগ্ধিয়ঃ॥৫৮
যন্নখেন্দুরুচির্ব্রহ্ম ধ্যেয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ।
গুণত্রয়মতীতং তদ্ বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরম্॥৫৯
বৃন্দাবনপরিত্যাগো গোবিন্দস্য ন বিদ্যতে।

গোপিকার সহিত মিশিয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন। গোবিন্দই একমাত্র পুরুষ, ব্রহ্মাদি দেবতারা রমণী; তাহা হইতেই এই জানা যায়—ঈশ্বর প্রকৃতির ভাব। রাধা ও বৃন্দাবনেশ্বর উভয়ে আদি পুরুষ ও প্রকৃতি, গোবিন্দব্যতীত সমুদয় যেমন বিকৃত হয়, তেমনি প্রকৃতি না থাকিলেও সকলই বিকার প্রাপ্ত হয়। আর যেমন একটী ভূষণ নষ্ট করিলে তাহা হইতে অপর ভূষণ হয়, মূল স্বর্ণের বিনাশ হয় না, তেমনি মৎস্যাদি জীবের বিনাশে কৃষ্ণের ক্ষয় না; উহারা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গের সমুদ্র নহে, তেমনি বৃন্দাবনবিহারীরই সত্ত্বাদি গুণত্রয়, কিন্তু তিনি উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যগত নহেন। রাধিকাই অদ্বিতীয়া নারী, শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয় পুরুষ, কৈশোর বয়সই সর্ব্বোত্তম, আর প্রকৃতিই একমাত্র সকল ভাবপদার্থের শ্রেষ্ঠ। কৈশোরক বয়সই চিন্তনীয়, বনের মধ্যে বৃন্দাবনই চিন্তনীয়, আর আদি দেবতার শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ জানিবে। এক্ষণে কৈশোর বয়স বলিতেছি,—পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্যকাল, দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, আর পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর কাল; ঐ সময়ে যে যৌবনের বিকাশ হইতে থাকে তাহাকেই নবযৌবন বলে; সেই বয়সই প্রভুর নিত্য, অন্য বয়স তাহার বিস্তার মাত্র।৪৩—৫৪। এক্ষণে আমি বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর এই মনোহর কালত্রয়কে বন্দনা করি, যিনি বালক হইয়া গোপশিশুদিগকে ও গোদিগকে রক্ষা করিয়াছেন সেই গোপালরূপী কৃষ্ণকে নমস্কার এবং কৈশোর দশায় অদ্ভুতাকৃতি মদনগোপালকে বন্দনা করি। অতঃপর যৌবনদশায় মদনের ন্যায় মোহকারী বলিয়া যাঁহাকে মদনমোহন বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই প্রভুকে প্রণাম করি। অনুপম অব্যয় আনন্দামৃতের মহার্ণবস্বরূপ শ্রীপতির অতি গুপ্ত কৈশোর বয়স সর্ব্বোৎকর্ষে অবস্থিত হউক। যে অব্যয় পুরুষ এককই গোপীজন মধ্যে ছিলেন, সেই ধ্যানগম্য ভগবান্‌কে ভিন্নবুদ্ধি মানবেরা রুচিভেদে পৃথক্ দেখিয়া থাকে; যদীয় নখচন্দ্রের কান্তিরূপ ব্রহ্মকে ব্রহ্মাদি দেবতারাও ধ্যান করেন, সেই ত্রিগুণাতীত বৃন্দাবনেশ্বরকে বন্দনা করি।

অন্যত্র যদপুরস্তত্তু কৃত্রিমং তত্র সংশয়ঃ। ৬০
সুলভং ব্রজনারীণাং দুর্লভং তন্মুমুক্ষুণাম্।
তং ভজেন্নন্দসূনুং যন্নখতেজঃ পরং মনুঃ।৬১
পার্ব্বত্যুবাচ।
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎপ্রেমসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।৬২
ঈশ্বর উবাচ।
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্রে যন্মে মনসি বর্ত্ততে।
তৎ সর্ব্বং কথয়িষ্যামি সাবধানা নিশাময়। ৬৩
স্মৃত্বা গুণান্ স্মরন্ নাম গানং বা মনরঞ্জনম্।
বোধয়ত্যাত্মনাত্মানং সততং প্রেম্নি লীয়তে।

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণরূপগুণ-
বর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।৪৬।

গোবিন্দ কখনই বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না; তবে যে অন্যত্র তদীয় দেহ আছে, উহা কৃত্রিম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যিনি ব্রজনারীদের নিকট সুলভ ও মুমুক্ষুদের নিকটও অতি দুর্লভ ও যাঁহার নখকান্তিই পরম ধ্যেয়-মন্ত্র, সেই নন্দনন্দনকে ভজনা করিবে। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে নাথ! অন্তরে যতক্ষণ ভোগের ও মুক্তির ইচ্ছা সদাই আছে, তাবৎ কোন্ উপায়ে কৃষ্ণপ্রেমসুখের অভ্যুদয় হয়, তাহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ, উহাই আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা রহিয়াছে; আমি তোমায় সকল কথা ও মনোহর গুণ বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। কৃষ্ণের মনোহর গুণ ও নামের স্মরণ অথবা গান করিলে, আপনিই আপনাকে বুঝিতে পারিবে ও সতত কৃষ্ণপ্রেমে লীন হইতে পারিবে। ৫৫—৬৪।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।
বৈষ্ণবানাঞ্চ যদ্ধর্ম্মং সর্ব্বং তথ্যঞ্চ মে বদ।
যৎকৃত্বা মানবাঃ সর্ব্বে ভবাম্ভোধিং তরন্তি হি
ঈশ্বর উবাচ।
অথ দ্বাদশশুদ্ধিঞ্চ বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে। ২
গৃহোপলেপনঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ।
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যোবোচ্চয়নং হরেঃ।
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্বিশিষ্যতে।৪
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনম্।
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে। ৫
তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণম্।
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্য-মালানামপি ধারণম্।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুরঃ।৭
আঘ্রাণং তস্য পুষ্পাদের্নির্ম্মাল্যস্য তথা প্রিয়ে।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—প্রভো! বৈষ্ণবদিগের যাহা যথার্থ ধর্ম্ম, যাহা আচরণ করিলে মানব সকল ভবসাগর পার হয়, আপনি আমায় তৎসমুদয় বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—এক্ষণে বৈষ্ণবগণের দ্বাদশ শুদ্ধির বিষয় বলি শুন। ভক্তিসহকারে ভগবান্ হরির গৃহে গমনপূর্ব্বক তদীয় গৃহোপলেপন, তন্মূর্ত্তির অনুগমন এবং প্রদক্ষিণ পাদদ্বয়ের শুদ্ধিকারক। হরিপূজার্থ ভক্তিসহ পত্র-পুষ্পাদির চয়ন করযুগলের শুদ্ধিকর, অপর শুদ্ধির মধ্যে ইহা অতি প্রশস্ত। ভক্তিপূর্ব্বক দেব শ্রীকৃষ্ণের যে নাম বা গুণের কীর্ত্তন, তাহাই বাক্যের শুদ্ধি। হরিকথাশ্রবণ কর্ণযুগলের এবং তদীয় উৎসবদর্শন নেত্রদ্বয়ের সম্যক্ শুদ্ধিকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ হরির সম্মুখে প্রণত হইয়া মস্তকে যে তদীয় পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য-মালা ধারণ, তাহাই মস্তকের শুদ্ধিপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত

বিশুদ্ধিঃ স্যাদন্তরস্য প্রাণস্যাপি বিধীয়তে ॥ ৮
পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতম্।
তদেকং পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ
পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ্ব মে
অভিগমনমুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ইজ্যা পঞ্চপ্রকারার্চ্চা ক্রমেণ কথয়ামি তে ॥১১
তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্জ্জনম্।
উপলেপঞ্চ নির্ম্মাল্য-দূরীকরণমেব চ ॥ ১২
উপাদানং নাম গন্ধ-পুষ্পাদিচয়নং তথা।
যোগো নাম স্বদেবস্য স্বাত্মনৈবাত্মভাবনা ॥১৩
স্বাধ্যায়ো নাম মন্ত্রার্থ-সন্ধানপূর্ব্বকো জপঃ।
সূক্তস্তোত্রাদিপাঠশ্চ হরেঃ সঙ্কীর্ত্তনং তথা ॥
তত্ত্বাদিশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ইজ্যা নাম স্বদেবস্য পূজনঞ্চ যথার্থতঃ ॥ ১৫
ইতি পঞ্চ প্রকারার্চ্চা কথিতা তব সুব্রতে।
সার্ষ্টিসামীপ্যসালোক্যসাযুজ্যসারূপ্যদা ক্রমাৎ

প্রসঙ্গাৎ কথয়িষ্যামি শালগ্রামশিলার্চ্চকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মী কেশবাখ্যো গদাধরঃ।
গদাব্জশঙ্খী চক্রী বা গোবিন্দাখ্যো গদাধরঃ ॥
পদ্মশঙ্খাদিগদিনে বিষ্ণুরূপায় বৈ নমঃ।
সশঙ্খাব্জগদাচক্র-মধুসূদনমূর্ত্তয়ে ॥ ১৮
নমো গদারিশঙ্খাব্জ-যুক্তত্রিবিক্রমায় চ।
সারিকৌমোদকীপদ্ম-শঙ্খবামনমূর্ত্তয়ে ॥ ১৯
চক্রাব্জশঙ্খগদিনে নমঃ শ্রীধরমূর্ত্তয়ে।
হৃষীকেশ সারিগদা-শঙ্খপদ্মিন্নমোঽস্তু তে ॥
সাব্জশঙ্খগদাচক্র-পদ্মনাভস্বমূর্ত্তয়ে।
দামোদর শঙ্খগদাচক্রপদ্মিন্নমোঽস্তু তে ॥
শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
সারিশঙ্খগদাব্জায় বাসুদেব নমোঽস্তু তে ॥২২
শঙ্খচক্রগদাব্জাদি-ধৃতপ্রদ্যুম্নমূর্ত্তয়ে।

হয় ।১—৭। প্রিয়ে! তদীয় নির্ম্মাল্য পুষ্পাদির আঘ্রাণই অন্তঃকরণ ও প্রাণের বিশুদ্ধি বলিয়া বিহিত। ফলকথা, এই জগতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগলার্পিত পত্রপুষ্পাদ যে কোন বস্তুই সকলকে পবিত্র করিয়া থাকে। দেবি! পূজাও অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় এবং ইজ্যা এই পঞ্চপ্রকার উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমায় তাহাদিগের প্রকার-ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতার স্থানমার্জ্জন, উপলেপন ও নির্ম্মাল্যদূরীকরণের নাম অভিগমন। গন্ধ-পুষ্পাদি চয়নের নাম উপাদান এবং আপনার সহিত স্বীয় অভীষ্ট দেবের অভেদ ভাবনার নাম যোগ। মন্ত্রার্থ সন্ধানপূর্ব্বক জপ, সূক্ত-স্তোত্রাদি পাঠ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, এবং ঈশ্বর-নিরূপক বেদান্তাদি তত্ত্বশাস্ত্রের যে অভ্যাস, তাহাই স্বাধ্যায় নামে পরিকীর্ত্তিত। যথার্থরূপে যে স্বীয় ইষ্টদেবের পূজা তাহাই ইজ্যা। অয়ি সুব্রতে! তোমায় আমি এই যে পঞ্চ-প্রকার পূজার কথা বলিলাম, ঐ পঞ্চবিধ পূজা ক্রমিক সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য,

সাযুজ্য ও সারূপ্যমুক্তিপ্রদায়িনী। দেবি! এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে শালগ্রাম-শিলা ও তদীয় অর্চ্চকের বিষয় বলিতেছি।—যে শাল-গ্রামশিলায় ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম-চিহ্ন থাকে, তাহার নাম কেশব; আর গদা, পদ্ম, শঙ্খ ও চক্র-চিহ্নধারী শিলামূর্ত্তির নাম গোবিন্দ। ৮—১৭। পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী বিষ্ণুরূপী, ভগবানকে নমস্কার। যাহাতে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র-চিহ্ন থাকে, তিনি মধুসূদন মূর্ত্তি; তাঁহা-কেও নমস্কার করি। গদা, চক্র, শঙ্খ, ও পদ্মচিহ্নধারী ত্রিবিক্রম এবং চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খচিহ্নযুক্ত বামনমূর্ত্তি, তাঁহাদিগকেও নমস্কার। চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদাচিহ্ন-সমন্বিত শালগ্রামশিলা শ্রীধর বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং চক্র, গদা, শঙ্খ ও পদ্ম-চিহ্নবিশিষ্ট হৃষীকেশ; আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যিনি পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও চক্রচিহ্নধারী, তিনি পদ্মনাভ-মূর্ত্তি। শঙ্খ, গদা চক্র ও পদ্মচিহ্নবিশিষ্ট দামোদর। শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাচিহ্নিত সঙ্কর্ষণ; চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম-চিহ্নযুক্ত বাসুদেব; শঙ্খ, চক্র, গদা, ও

নমোঽনিরুদ্ধায় গদা-শঙ্খাজারিবিধারিণে।
সাজশঙ্খগদাচক্র-পুরুষোত্তমমূর্ত্তয়ে।
নমোঽধোক্ষজরূপায় গদাশঙ্খারিপদ্মিনে॥ ২৪
নৃসিংহমূর্ত্তয়ে পদ্ম-গদাশঙ্খারিধারিণে।
পদ্মারিশঙ্খগদিনে নমোঽস্ত্বচ্যুতমূর্ত্তয়ে॥ ২৫
গদাজারিসশঙ্খায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তয়ে।
শালগ্রামশিলাদ্বার-গতলগ্নদ্বিচক্রধৃৎ॥ ২৬
শুক্লাভরেখঃ শোভাঢ্যঃ স দেবঃ শ্রীগদাধরঃ।
লগ্নদ্বিচক্রো রক্তাভঃ পূর্ব্বভাগস্তু পুষ্কলঃ॥ ২৭
সঙ্কর্ষণোঽথ প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্তু পীতকঃ।
সদীর্ঘসুষিরচ্ছিদ্রো হ্যনিরুদ্ধস্তু বর্ত্তুলঃ॥ ২৮
নীলো দ্বারে ত্রিরেখশ্চ হ্যথ নারায়ণোঽসিতঃ
মধ্যে গদাকৃতী রেখা নাভিপদ্মং মহোন্নতম্॥
পৃথুচক্রী নৃসিংহো যঃ কপিলোঽব্যাত্রিবিন্দুকঃ
অথবা পঞ্চবিন্দুস্তু পূজনং ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৩০
বারাহঃ সন্ত্রিলিঙ্গোঽব্যাদ্বিষমদ্বয়চক্রকঃ।
নীলস্ত্রিরেখঃ স্থূলোঽথ কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ সবিন্দুকঃ।
কৃষ্ণঃ সবর্ত্তুলাবর্ত্তঃ পাণ্ডুরো ধৃতপৃষ্ঠকঃ।
শ্রীধরঃ পঞ্চরেখশ্চ বনমালী গদাঙ্কিতঃ॥ ৩২
বামনো বর্ত্তুলো নাম মধ্যচক্রঃ সনীলকঃ।
নানাবর্ণানেকমূর্ত্তির্নাগভোগী ত্বনন্তকঃ॥ ৩৩
স্থূলো দামোদরো নীলো মধ্যেচক্রঃ সনীলকঃ।
সঙ্কর্ষণদ্বারকোঽব্যাদথ ব্রহ্মা সুলোহিতঃ।
সদীর্ঘরেখাসুষির একচক্রাম্বুজঃ পৃথুঃ।
পৃথুচ্ছিদ্রঃ স্থূলচক্রঃ কৃষ্ণো বিন্দুশ্চ বিন্দুমান্॥
হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারঃ পঞ্চরেখস্তু কৌস্তভঃ।
বৈকুণ্ঠোঽমলবদ্ভাতি হ্যেকচক্রময়োঽসিতঃ॥
মৎস্যো দীর্ঘাম্বুজাকারো হাররেখশ্চ পাণ্ডুরঃ।

পদ্মাদিচিহ্নবিশিষ্ট প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি; গদা, শঙ্খ, পদ্ম ও চক্র-চিহ্নাঙ্কিত অনিরুদ্ধ, তাহাদিগকে নমস্কার। ১৮—২৩। পদ্ম, শঙ্খ, গদা, ও চক্রচিহ্নিত পুরুষোত্তম; গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মচিহ্নিত অধোক্ষজ; পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রধারী নৃসিংহমূর্ত্তি এবং পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ গদাচিহ্নধারী অচ্যুতমূর্ত্তি; তাঁহাদিগকেও নমস্কার। গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খচিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, তাঁহাকে নমস্কার, এবং যে শালগ্রাম-শিলায় দ্বারগত পরস্পর সংলগ্ন দুইটী চক্র থাকে, যাহা দেখিতে সুন্দর ও শুক্লবর্ণ-রেখাঙ্কিত, তিনিই দেব শ্রীগদাধর। সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তির দুইটী চক্র পরস্পর সংলগ্ন এবং পূর্ব্বভাগ পুষ্কল ও তিনি রক্তাভ। প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি, পীতবর্ণ ও সূক্ষ্ম চক্রযুক্ত। আর অনিরুদ্ধমূর্ত্তি বর্ত্তুল ও অভ্যন্তরে সুগভীর-গহ্বরান্বিত সুদীর্ঘ ছিদ্রযুক্ত। নারায়ণমূর্ত্তির দ্বারদেশে রেখাত্রয় থাকিবে এবং তিনি দেখিতে নীলবর্ণ হইবেন। তাঁহার মধ্যস্থলে গদাকৃতি রেখা আছে, এবং নাভিপদ্ম মহা উন্নত। নৃসিংহমূর্ত্তি শালগ্রাম, ত্রিবিন্দু বা পঞ্চ-বিন্দুযুক্ত, তাঁহার চক্র অতি পৃথুল ও বর্ণ কপিল, তিনি ব্রহ্মচারীদিগেরই পূজ্য; তিনি সকলকে রক্ষা করুন। যাঁহার চক্রদ্বয় বিষম ভাবে অবস্থিত, যিনি নীলবর্ণ, ত্রিরেখান্বিত, স্থূলকায় এবং ত্রিচিহ্নযুক্ত তিনি, বরাহমূর্ত্তি; তিনি সকলকে রক্ষা করুন। যিনি বর্ত্তুলাবর্ত্তযুক্ত, কৃষ্ণকায় ও বিন্দুচিহ্নসমন্বিত এবং যাঁহার পৃষ্ঠদেশ পাণ্ডুরবর্ণ, তিনি কূর্ম্মমূর্ত্তি। যাঁহার বনমালা ও গদাচিহ্ন আছে এবং যিনি পঞ্চরেখা-সমন্বিত, তিনি শ্রীধর। ২৪—৩২। যাঁহার বর্ণ নীল, মধ্যস্থলে চক্র এবং যিনি বর্ত্তুলাকার, তাঁহার নাম বামন। যাহাতে নানাপ্রকার বর্ণ ও চিহ্ন থাকে এবং যিনি সর্পফণাচিহ্নে বিভূষিত, তাঁহার নাম অনন্ত। দামোদরমূর্ত্তির বর্ণ নীল এবং তিনি স্থূলকায়। যাঁহার মধ্যস্থলে চক্র এবং যিনি নীলবর্ণ, তিনি সঙ্কর্ষণ, তিনি সকলকে রক্ষা করুন। যিনি সুলোহিতবর্ণ, গভীর দীর্ঘরেখাঙ্কিত, স্থূল-কলেবর এবং পদ্মাকৃতি ও এক-চক্রযুক্ত, তিনি ব্রহ্মা; যাঁহার চক্র স্থূল, ছিদ্র বৃহৎ, বর্ণ কৃষ্ণ, তাঁহার নাম কৃষ্ণ, তিনি সবিন্দুও হন ও বিন্দুবিহীনও হন। হয়গ্রীবমূর্ত্তি অঙ্কুশাকার কৌস্তভচিহ্নধারী ও পঞ্চরেখাযুক্ত; বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি অতি নির্ম্মল;

রামচন্দ্রো দক্ষরেখঃ শ্যামোঽব্যাত্তু ত্রিবিক্রমঃ
শালগ্রামদ্বারকায়াং স্থিতায় গদিনে নমঃ।
একেন লক্ষতো যোঽব্যাদ্‌গদাধারী সুদর্শন
লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চৈব ত্রিবিক্রমঃ
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ব্যূহো বাসুদেবশ্চ পঞ্চভিঃ। ৩৯
প্রদ্যুম্নঃ ষড়্‌ভিরেবাব্যাৎ সঙ্কর্ষণশ্চ সপ্তভিঃ।
পুরুষোত্তমোঽষ্টভিশ্চ স্যান্নবব্যূহো নবো হিত
দশাবতারো দশভিরনিরুদ্ধোঽবতাদধঃ।
দ্বাদশাত্মা দ্বাদশভিরত ঊর্দ্ধং ত্বনন্তকঃ॥ ৪১
ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখো দণ্ডী কমণ্ডলুস্রগুন্নতঃ।
মহেশ্বরঃ পঞ্চবক্ত্রো দশবাহুর্ব্বৃষধ্বজঃ। ৪২
যথায়ুধস্তথা গৌরী চণ্ডিকা চ সরস্বতী।

একচক্রাঙ্কিত ও অসিতবর্ণ। মৎস্যমূর্ত্তি শালগ্রাম, বৃহৎ পদ্মাকৃতি হাররেখাঙ্কিত ও পাণ্ডুর বর্ণ। যাহার মূর্ত্তি শ্যামবর্ণ এবং দক্ষিণ ভাগে রেখা আছে, তিনি রামচন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ, সেই ভগবান্ ত্রিবিক্রম সকলকে রক্ষা করুন।৩৩—৩৭। যে সুদর্শনধারী গদাধর সকলকে রক্ষা করিতেছেন, দ্বারকাস্থিত সেই গদাধরকে প্রণাম করি। উক্ত গদাধরমূর্ত্তি শালগ্রামশিলা একচিহ্নাঙ্কিত। লক্ষ্মীনারায়ণমূর্ত্তি চিহ্নদ্বয়-যুক্ত, ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি চিহ্নত্রয়যুক্ত, চতুর্ব্ব্যূহমূর্ত্তি চিহ্নচতুষ্টয়যুক্ত ও বাসুদেব-মূর্ত্তি পঞ্চচিহ্নযুক্ত। যিনি ষট্‌চিহ্নাঙ্কিত, তাঁহার নাম প্রদ্যুম্ন, তিনি সকলকে রক্ষা করুন। সঙ্কর্ষণ সপ্তচিহ্নান্বিত, পুরুষোত্তম অষ্টচিহ্নান্বিত এবং যিনি নবচিহ্নান্বিত, তিনি নবব্যূহ নামে প্রসিদ্ধ। দশাবতার-মূর্ত্তি দশচিহ্নযুক্ত ও অনিরুদ্ধমূর্ত্তি একাদশ-চিহ্নযুক্ত, তিনি সকলকে রক্ষা করুন। যাহাতে দ্বাদশচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, তিনি দ্বাদশাত্মা এবং যাঁহার তদধিক চিহ্ন, তিনি অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ। দণ্ড-কমণ্ডলু ও অক্ষমালাধারী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চবক্ত্র দশবাহু বৃষবাহন মহেশ্বর, এবং যথোক্ত আয়ুধধারিণী গৌরী, চণ্ডিকা, সর-

মহালক্ষ্মীর্মাতরশ্চ পদ্মহস্তো দিবকর। ১৩
গজাস্যশ্চ গজস্কন্ধঃ ষণ্মুখোঽনেকধা গণাঃ।
এতে স্থিতাঃ স্থাপিতাঃ স্যুঃ প্রাসাদে বাথ পূজিতাঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদ্যাঃ প্রাপ্যন্তে পুরুষেণ চ।৪৫
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে শালগ্রামনির্ণয়ো নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে মণ্ডলে প্রতিমাসু চ।
নিত্যন্তু শ্রীহরেঃ পূজা কেবলে ভবনেন তু।
গণ্ডক্যামেকদেশে তু শালগ্রামস্থলং মহৎ।
পাষাণং তদ্ভবং যত্তু শালগ্রাম ইতি স্থিতম্।
শালগ্রাম শিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মনাশনম্।
কিং পুনঃ পূজনং তত্র হরেঃ সান্নিধ্যকারণম্।

স্বতী, মহালক্ষ্মী, মাতৃকাগণ, পদ্মহস্ত দিবাকর, গজানন গণপতি, ষড়ানন কার্ত্তিকেয় ও বহুলগণদেবতা প্রভৃতি দেবগণ উক্ত শালগ্রাম-শিলায় অবস্থিত আছেন, এজন্য যে ব্যক্তি ঐ শালগ্রামসমূহকে প্রাসাদে স্থাপন বা পূজা করে, সেই পুরুষ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি সমুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৮—৪৫।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—উক্ত শালগ্রামশিলা, মণি, যন্ত্র, মণ্ডল ও প্রতিমাতে নিত্য শ্রীহরির পূজা বিধেয়; কেবল ভবনে নহে। গণ্ডকীনদীর একদেশে মহৎ শালগ্রাম নামক স্থল আছে, সেই স্থানে উৎপন্ন যে পাষাণ, তাহাই শালগ্রাম নামে বিখ্যাত। উল্লিখিত শালগ্রামশিলায় ভগবান্ হরির সান্নিধ্যকারক, পূজার কথা কি; শালগ্রাম স্পর্শ করিলেই

শালগ্রামৈকমজ্জনাচ্ছতলিঙ্গফলং লভেৎ। ৪
বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ।
গোষ্পদেন চ চিহ্নেন তেন সমাপ্যতে জন্মঃ
আদৌ শিলাং পরীক্ষেত স্নিগ্ধাং শ্রেষ্ঠাঞ্চ মেচকাম্
আকৃষ্ণা মধ্যমা প্রোক্তা মিশ্রা মিশ্রফলপ্রদা॥
সদা কাষ্ঠস্থিতো বহ্নির্মথনেন প্রকাশয়েৎ।
যথা তথা হরির্ব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে ॥৭
প্রত্যহং দ্বাদশ শিলাঃ শালগ্রামস্য যোঽর্চ্চয়েৎ
দ্বারবত্যাঃ শিলা যুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠে মহীয়তে॥
শালগ্রামশিলায়াস্তু গহ্বরং লক্ষতে নরঃ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পান্তকং দিবি ? ৯
বৈকুণ্ঠভবনং তত্র যত্র দ্বারাবতীশিলা।
মৃতো বিষ্ণুপুরং যাতি তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্।

জপঃ পূজা চ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ
মনস্কামসমাভীষ্টং ক্রোশমাত্রং ন সংশয়ঃ।
কীটকোঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং যতঃ॥
শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুদ্ঘাটয়েন্নরঃ।
বিক্রেতা চানুমন্তা চ যঃ পরীক্ষানুমোদকঃ॥
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবৎসূর্য্যশ্চ সম্প্লবঃ।
অতস্তদ্বর্জ্জয়েদ্দেবি চক্রেক্রয়ণবিক্রয়ম্॥ ১৩
শালগ্রামোদ্ভবো দেব্যা যো দেবো দ্বারকোদ্ভবঃ
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥১৪
দ্বারকোদ্ভবচক্রাঢ্যো বহুচক্রেণ চিহ্নিতঃ।
চক্রাসনশিলাকারশ্চিৎস্বরূপো নিরঞ্জনঃ॥ ১৫
নমোঽস্তোঙ্কাররূপায় সদানন্দস্বরূপিণে।
শালগ্রাম মহাভাগ ভক্তস্যানুগ্রহং কুরু।

কোটিজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ বিলীন হইয়া থাকে। একটি মাত্র শালগ্রামের পূজা করিলেই শতলিঙ্গার্চ্চনের ফল লাভ হয়। যদি কেহ বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে গোষ্পদ-চিহ্নিত কৃষ্ণশিলা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অগ্রে উক্ত কৃষ্ণশিলার পরীক্ষা করিবে; স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণশিলাই সর্ব্বোত্তম, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ মধ্যম এবং মিশ্রবর্ণ মিশ্রফলপ্রদ বলিয়া উক্ত আছে। সতত কাষ্ঠমধ্যে অবস্থিত বহ্নি যেমন মথন দ্বারা প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভগবান্ হরি সর্ব্বব্যাপী হইলেও শালগ্রাম-শিলায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ১—৭। যে ব্যক্তি প্রত্যহ দ্বারবতীশিলা সমন্বিত দ্বাদশসংখ্যক শালগ্রামশিলা অর্চ্চনা করে, সে বৈকুণ্ঠধামে পূজিত হইয়া থাকে। যে মানব, শালগ্রামশিলার গহ্বর নিরীক্ষণ করে, তদীয় পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত স্বর্গধামে অবস্থান করেন। যে স্থানে দ্বারবতী শিলা অবস্থিত, ত্রিযোজন পর্য্যন্ত তাহা তীর্থস্থান। অধিক কি, সেই স্থানেই বৈকুণ্ঠভবন অবস্থিত। তথায় মৃত ব্যক্তি বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকে এবং তথায় জপ, পূজা ও হোমাদি যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই কোটীগুণ ফলজনক হয়। তাহার ক্রোশপরিমিত স্থানে মনস্কামনানুরূপ সমুদয় অভীষ্টই যে সিদ্ধ হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই; অধিক কি, তথায় সামান্য কীটও যদি প্রাণত্যাগ করে, তবে সেও বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিয়া থাকে। যে নর শালগ্রাম শিলার মূল্য স্থির করে, এবং যে ব্যক্তি তাহা বিক্রয়, বিক্রয়ানুমোদন, কিংবা বিক্রয়ার্থ পরীক্ষা বা পরীক্ষানুমোদন করে, তাহারা সকলেই যাবৎকাল সূর্য্যদেব বিরাজমান থাকেন এবং যে পর্য্যন্ত না প্রলয় হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নরকে অবস্থান করিয়া থাকে; অতএব হে দেবি! উক্ত শিলাচক্রের ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করিবে। শালগ্রামোদ্ভব দেব এবং দ্বারকোদ্ভব দেব, এই উভয়ের যে স্থানে সম্মিলন হয়, সে স্থানে যে মুক্তি অনিবার্য্য, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। দ্বারকোদ্ভব চক্রাঢ্য এবং বহু চক্রচিহ্নিত যে শিলা, তাহা চক্রাসনাধিরূঢ় শিলাময় সাক্ষাৎ চিৎস্বরূপ নিরঞ্জন ভগবান্ নারায়ণ। হে মহাভাগ শালগ্রাম! ৮—১৫। সাক্ষাৎ ওঙ্কারস্বরূপ সদানন্দ-রূপী আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো!

তবানুগ্রহকামস্থ ঋণগ্রস্তস্থ মে প্রভো। ১৬
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি তিলকস্থ বিধিং মুদা।
যচ্ছ্রুত্বা মানবাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুসারূপ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥১৭
ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমম্
নাভৌ নারায়ণং দেবং বৈকুণ্ঠং হৃদয়ে তথা ॥
দামোদরং বামপার্শ্বে দক্ষিণে চ ত্রিবিক্রমম্।
মুর্দ্ধ্নি চৈব হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৯
কর্ণয়োর্যমুনাং গঙ্গাং বাহ্বোঃ কৃষ্ণং হরিং তথা
যথাস্থানেষু তুষ্যন্তি দেবতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥২০
দ্বাদশৈতানি নামানি কর্ত্তব্যে তিলকে পঠেৎ
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥২১
উর্দ্ধপুণ্ড্রমূর্দ্ধরেখং ললাটে যস্থ দৃশ্যতে।
চণ্ডালোঽপি স শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥
ধস্থোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে ন নরস্থ হি।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥
ত্রিপুণ্ড্রং যস্থ বিপ্রস্থ উর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে।
তং দৃষ্ট্বাপ্যথবা স্পৃষ্ট্বা সচৈলং স্নানমাচরেৎ ॥
সান্তরালং প্রকর্ত্তব্যং পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি ॥২৫
নিরন্তরালং য কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ।
ললটে স্থ স ততং শুনঃ পাদৌ ন সংশয়ঃ ॥২৬
নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্।
মধ্যে চ্ছিদ্রসমাযুক্তং তং বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্ ॥
বামভাগে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াত্তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ
বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নত
উর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
অগ্নিরাপশ্চ বেদাশ্চ চন্দ্রাদিত্যৌ তথানিলঃ।
বিপ্রাণাং নিত্যমেতে হি কর্ণে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে
গঙ্গা চ দক্ষিণে শ্রোত্রে নাসিকায়াং হুতাশনঃ।
উভয়োরপি সংস্পর্শাত্তৎক্ষণাদেব শুধ্যতি ॥৩১

আমি ভবদীয় ঋণে আবদ্ধ হইয়া ভবদীয় অনুগ্রহপ্রার্থী হইতেছি আপনি এই ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করুন। অতঃপর, যাহা শ্রবণে সমুদয় মানব বিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্ত হয়, এক্ষণে সেই তিলকবিধি সানন্দে বলিতেছি। ললাটে কেশব, কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তম, নাভিদেশ দেব নারায়ণ, হৃদয়ে বৈকুণ্ঠ, বামপার্শ্বে দামোদর, দক্ষিণ পার্শ্বে ত্রিবিক্রম, মস্তকে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠদেশে পদ্মনাভ, কর্ণদ্বয়ে যমুনা ও গঙ্গা এবং বাহুদ্বয়ে কৃষ্ণ ও হরি অবস্থিত জানিতে হইবে, এজন্য যথোক্ত স্থাননিচয়ে তিলক করিলে উক্ত দ্বাদশদেবতা তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, তিলক করিবার কালে উক্ত দ্বাদশ নাম পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যাহার ললাটে উর্দ্ধশিখ উর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, সে চণ্ডাল হইলেও যে বিশুদ্ধাত্মা ও পূজ্য, তাহাতে আর সংশয় নাই। যে মানবের ললাটদেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট না হয়, তাহার খ দর্শন করিতে নাই, দৈবাৎ দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিবে। যে বিপ্রের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ও উর্দ্ধপুণ্ড্র না দেখা যায়,তাহাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলে সচেল স্নান করা কর্ত্তব্য। বিপ্রগণের উর্দ্ধ পুণ্ড্র সান্তরাল ও হরিপদাকৃতি করা বিধেয়; যে দ্বিজাধম নিরন্তরাল উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করে, তাহার ললাট দেশ যে কুক্কুরের পদতুল্য অপবিত্র তাহাতে আর সংশয় নাই। ১৬—২৬। নাসাদি কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মধ্যে সচ্ছিদ্র যে পুণ্ড্রক, তাহাই পরম সুন্দর এবং তাহাই হরিমন্দির বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। উক্ত উর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগ ব্রহ্মা ও দক্ষিণে সদাশিব অবস্থিত থাকেন এবং মধ্যস্থলে বিষ্ণুকে অবস্থিত জানিবে; তজ্জন্য উহার মধ্যস্থান লেপন করা অবিধেয়। যে মহাভাগ্যশালী মানব, দর্পণেব। জলে আত্মপ্রতিবিম্ব অবলোকনপূর্ব্বক প্রযত্নসহকারে উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। বিপ্রগণের দক্ষিণ কর্ণে গঙ্গা, অগ্নি, বরুণ, বায়ু ও চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ প্রতিনিয়ত অবস্থিত এবং নাসিকার হুতাশন অবস্থিতি করেন; এজন্য বিপ্রগণ তদুভয় স্পর্শমাত্রে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি

কৃত্বা বৈ চোদকং শঙ্খে বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্‌ঃ
তুলসীমিশ্রিতং দদ্যাৎ পিবেন্মূর্দ্ধাভিবন্দয়েৎ ॥
স্বা শ্রীয়াৎ প্রোক্ষয়েদ্দেহং পুত্রমিত্রপরিগ্রহম্
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিজন্মাঘনাশনম্
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ ৩৩।
জলশঙ্খং করে কৃত্বা স্তুত্বা নত্বা প্রদক্ষিণম্।
সততং ধার্য্যতে বারি তেনাপ্তং জন্মনঃ ফলম্
শঙ্খো যস্য গৃহে নাস্তি ঘণ্টা বা গরুড়ান্বিতা।
পুরতো বাসুদেবস্য ন স ভাগবতঃ কলৌ।৩৫
যানৈর্ব্বা পাদুকাভির্ব্বা যানং ভগবতো গৃহে।
দেবোৎসবেষসেবা চ তৎপ্রণামস্তদগ্রতঃ ।৩৬
উচ্ছিষ্টে চৈব চাশৌচে ভগবদ্বন্দনাদিকম্।
একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৭
পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কসেবনম্।
শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেব চ ॥ ৩৮
উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব স্ত্রীষু চ ক্রুরভাষণম্ ॥ ৩৯
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীলভাষণঞ্চৈব হ্যধোবায়ুবিমোক্ষণম্ ॥ ৪১
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চাপ্যনিবেদিতভক্ষণম্।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্।
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনস্য যৎ।
পৃষ্টীকৃত্যাশনঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ ॥ ৪২
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা
বিষ্ণুভক্তাবশিষ্টস্য দিনপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৩
অন্নং ব্রহ্মরসো বিষ্ণুঃ খাদয়ন্মাং সমুচ্চরন্।
এবংজ্ঞাত্বা তু যো ভুঙ্ক্তে সোঽন্নদোষৈর্ন
লিপ্যতে ॥ ৪৪
অলাবুং বর্ত্তুলাকারং মধূরঞ্চ সবল্কলম্।
তালং শুক্লঞ্চ বৃন্তাকং ন খাদেদ্বৈষ্ণবো নরঃ ॥

লাভ করিয়া থাকেন। প্রতিদিন শঙ্খে তুলসীমিশ্রিত বিষ্ণুপাদোদক স্থাপনপূর্ব্বক মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিবে এবং স্বয়ংও তাহাকে মস্তক দ্বারা অভিবন্দন, তদ্দ্বারা পুত্র-মিত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ ও আত্মদেহ প্রোক্ষণ ও উহা পান করিবে। যে ব্যক্তি বিষ্ণুর পাদোদক পান করে, তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু একবিন্দুমাত্রও ভূমিতে পতিত হইলে আহার অষ্টগুণ অধিক পাতক হয়। যে ব্যক্তি বিষ্ণুপাদোদকপূর্ণ শঙ্খ হস্তে ধারণপূর্ব্বক স্তুতিবাদান্তে তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সতত তাহা মস্তকে ধারণ করে, সে-ই জন্ম লাভের প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে যাহার গৃহে শঙ্খ নাই এবং বাসুদেবসম্মুখে গরুড়ান্বিত ঘণ্টা থাকে, কলিকালে সে ভগবদ্ভক্তই নয়। যানারোহণ বা পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন, অন্যান্য দেবোৎসবকালে ভগবানের অযথা সেবা, ও ভগবৎপ্রণামের অগ্রে দেবতান্তরের প্রণাম, উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবানের বন্দনাদি, একহস্তে প্রণাম, প্রণামাগ্রে প্রদক্ষিণ, ভগবদগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কোপবেশন, শয়ন, ভক্ষণ, মিথ্যাভাষণ, উচ্চ ভাষণ, পরস্পর জল্পনা, রোদন, বিবাদ, কাহারও প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রুরবাক্য প্রয়োগ, কম্বলাবরণ, পরনিন্দা, পরস্তুতি, অশ্লীল বাক্য ব্যবহার ও অধোবায়ুমোক্ষণ, সামর্থ্য সত্ত্বেও গৌণোপচার প্রদান, অনিবেদিত ভক্ষণ, সাময়িক ফলাদির অপ্রদান, যাহার অগ্রভাগ লইয়া কাহাকেও দেওয়া হয় এরূপ ব্যঞ্জনাদির প্রদান, ভোজনের বিষয় ব্যক্ত করিয়া কাহারও নিন্দা বা স্তুতি, গুরুসন্নিধানে মৌন, আত্মপ্রশংসা এবং দেবনিন্দা,এই সকল অপরাধ, বিষ্ণুভক্তের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনে ঐ সকল অপরাধজনিত দৈনিক পাতক হইতে মানব মুক্ত হইয়া থাকে। ২৭—৩৪।
"অন্ন ব্রহ্মরস, ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে উহা ভোজন করাইতেছেন" যে ব্যক্তি, এইরূপ উচ্চারণ করত এইরূপ বোধেই ভোজন করে, সে কখন অন্নদোষে লিপ্ত হয় না। বিষ্ণুভক্ত মানব, বর্ত্তুলাকার অলাবু, সবল্কল মসূর, শুক্লবর্ণ তাল ও বৃন্তাক ভোজন করিবে

বটাশ্বত্থার্কপত্রেষু কুম্ভীতিন্দুকপত্রয়োঃ।
কোবিদারে কদম্বে চ ন খাদেদ্ বৈষ্ণবো নরঃ
শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে ত্যজেৎ ॥
দুগ্ধন্তু গাশ্বিনে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ
দগ্ধমন্নন্তু মসূরং বহিষ্কোরনিবেদিতম্।
বীজপুরঞ্চ শাকঞ্চ প্রত্যক্ষলবণং তথা।
যদি দৈবাচ্চ ভুঞ্জীত তদা তন্নাম সংস্মরেৎ ।
হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ
কলায়কঙ্গুনীবারাঃ শাকঞ্চ হিলমোচিকা। ৪৯
কালশাকঞ্চ বাস্তুকং মূলকং কেমুকেতরম্।
লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী ॥৫০
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী।
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গকতিন্তিড়ী। ৫১
কদলীলবলীধাত্রীফলান্যগুড়মৈক্ষবম্।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে। ৫২
তুলসীপত্রপুষ্পাদ্যৈর্ম্মাল্যং বহতি যো নরঃ।
সোঽপি বিষ্ণুর্ব্বিজানীয়াৎ সত্যং সত্যং ন
সংশয়ঃ ॥ ৫৩

ধাত্রীবৃক্ষং সমারোপ্য বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ।
কুরুক্ষেত্রং বিজানীয়াৎসার্দ্ধংহস্তশতত্রয়ম্। ৫৪
তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈ রুদ্রাক্ষাকারকারিতৈঃ।
নির্ম্মিতাং মালিকাং কণ্ঠে নিধায়ার্চ্চনমারভেৎ
তথামলকমালাঞ্চ সম্যক্পুষ্করমালিকাম্।
কণ্ঠে মালাঞ্চ যত্নেন ধারয়েদ্বিষ্ণুপূজকঃ। ৫৬
নির্ম্মাল্যং তুলসীমালাং শিরস্যপি চ ধারয়েৎ।
নির্ম্মাল্যচন্দনেনাঙ্গমঙ্কয়েৎ তস্য নামভিঃ।৫৭
ললাটে চ গদা ধার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপং শরস্তথা।
নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খং চক্রং ভুজদ্বয়ে।৫৮
শঙ্খচক্রাঙ্কিতো বিপ্রঃ শ্মশানে ম্রিয়তে যদি।
প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য
নিশ্চিতা। ৫৯
যো ধৃত্বা তুলসীপত্রং শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ।
করোতি সর্ব্বকার্য্যাণি ফলমাপ্নোতি চাক্ষয়ম্।

না। বট, অশ্বত্থ, অর্ক, কুম্ভী, তিন্দুক, কোবিদার ও কদম্বপত্রে বৈষ্ণবের ভোজন করা অবিধেয়। শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ, এবং কার্ত্তিকমাসে আমিষ পরিত্যাগ করিবে। দগ্ধ অন্ন, বিষ্ণুর অনিবেদিত বস্তু, বীজপুর, রক্তশাক ও প্রত্যক্ষলবণ সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। যদি দৈবাৎ ভোজন করে, তাহা হইলে বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিবে। হৈমন্তিক শুক্লবর্ণ অস্বিন্ন ধান্য, মুদ্গা (মুগ), অস্বিন্ন তিল, যব, কলায়, কঙ্গু, নীবার, হিলঞ্চশাক, কালশাক, বাস্তুকশাক, কেমুক ভিন্ন অপর মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্র লবণ, গব্য দধি-ঘৃত, অনুদ্ধৃতসার গোদুগ্ধ, পনস, আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তিন্তিড়ী, কদলী লবলী, ও ধাত্রীফল, গুড় ভিন্ন অন্য প্রকার ইক্ষুজাত দ্রব্য, এবং অতৈলপক্ব ব্যঞ্জনাদিকে মুনিগণ হবিষ্য বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি, তুলসীপত্র ও পুষ্পাদিনির্ম্মিত মাল্য ধারণ করে, সেই ব্যক্তিও সত্য সত্য সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, সকলেই জানিবে। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ধাত্রীবৃক্ষ রোপণ করিলে মানব বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকে এবং যে স্থানে উহা রোপিত হয়, তাহার চতুর্দ্দিকে সার্দ্ধত্রিশতহস্ত-পরিমিত স্থান কুরুক্ষেত্র-তুল্য জানিতে হইবে। তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিত রুদ্রাক্ষাকার মাল্য গলে ধারণপূর্ব্বক ভগবানের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুপূজক ব্যক্তির যত্নপূর্ব্বক কণ্ঠে সুগঠিত আমলকমালা ও পদ্মমালাও ধারণ করা উচিত। ৪৪—৫৬। নির্ম্মাল্য তুলসীমালা মস্তকে ধারণ করিবে এবং বিষ্ণুর নামোচ্চারণ করিয়া নির্ম্মাল্য-চন্দন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অঙ্কিত করিবে। নির্ম্মাল্যচন্দন দ্বারা ললাটে গদা, মস্তকে শর ও চাপ, হৃদয়ে নন্দক, ও ভুজদ্বয়ে শঙ্খ-চক্র চিহ্ন অঙ্কিত করা বিধেয়। উক্ত প্রকার শঙ্খচক্রাঙ্কিত বিপ্র, যদি শ্মশানেও মৃত হয়, তথাপি প্রয়াগে মৃত্যুতে যে গতি উক্ত হইয়াছে, তাহারও নিশ্চিত সেই গতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, মস্তকে তুলসীপত্র ধারণপূর্ব্বক ভগ-

তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতঃ কর্ম্ম স্বাচরেৎ।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং ভবেৎ
নিবেদ্য কেশবে মালাং তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতাম্
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্ত নশ্যতি পাতকম্
পাদ্যাদিভিস্তথা পূজ্য চেমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুষ্পাবনী
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তক-
ত্রাসিনী
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্ত
সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ
নমঃ। ৬৪

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে তিলকাদিনিয়মো
নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষয়গ্রাহসঙ্কুলে।
পুত্রদারধনাদ্যার্ত্তৈস্তৎকথং ধার্য্যতে বিভো॥১
তদুপায়ং মহাদেব কথয়স্ব কৃপানিধে॥ ২

ঈশ্বর উবাচ।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
হরে রাম হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মঙ্গলম্।
এবং বদন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে
কলিঃ॥৩
অত আন্তরকর্ম্মাণি কৃত্বা নামানি চ স্মরেৎ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেত্যাহ পুনঃপুনঃ॥৪
মন্নাম চৈব ত্বন্নাম যো জপিত্বা ব্যতিক্রমাৎ।
সোঽপি পাপাদ্বিমুচ্যেত তুলরাশেরিবানলঃ॥
জয়াদ্যেতদ্বয়া বাপ্যথবা শ্রীশব্দপূর্ব্বকম্।

বান বিষ্ণুর প্রতি চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া সমুদয় কার্য্য করে, সে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়। তুলসীকাষ্ঠমালায় ভূষিত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণ-উদ্দেশে যে কিছু কার্য্য করিবে, তাহা কোটিগুণ অধিক-ফলজনক হইবে। যে মানব, তুলসী-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা বিষ্ণুকে নিবেদনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ধারণ করে, তাহার সমুদয় পাতক নষ্ট হইয়া থাকে। ধারণের অগ্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠে প্রণাম করিবে;—যাঁহাকে দর্শন করিলে অখিল পাপরাশি তিরোহিত হয়, স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র হয়, বন্দনা করিলে সমস্ত রোগ প্রশমিত হয়, সেবন করিলে যমভয় বিদূরিত হয়, রোপণ করিলে ভগবান্ কৃষ্ণের উপস্থিতি হয় এবং বিষ্ণুর পাদপদ্মে বিন্যাস করিলে মোক্ষফল লব্ধ হয়, সেই তুলসীকে নমস্কার। ৫৭—৬৪।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৮॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—বিভো! বিষয়রূপ গ্রাহগণে সঙ্কুল বিষম কলিযুগ উপস্থিত হইলে সকল ব্যক্তিই ত স্ত্রী পুত্র ও ধনাদি লইয়া সতত ব্যাকুল থাকিবে, সুতরাং কি প্রকারে যথাবিধি তুলসীমাল্য ধারণ করিবে? অতএব হে কৃপানিধে, মহাদেব! এক্ষণে তৎকালীন মানবগণের নিস্তারের উপায় বলুন। তৎশ্রবণে মহেশ্বর বলিলেন,—পার্ব্বতি! কলিতে একমাত্র হরিনামই নিস্তারের উপায়। যে ব্যক্তি, নিত্য "হরে রাম হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ইত্যাদি উচ্চারণ করে, কলি তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না। অতএব প্রতিদিন অন্তর্নিহিত বাঞ্ছিত কার্য্যসকল সমাপন করিয়া পুনঃপুনঃ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই নাম স্মরণ করিবে, ইহাই অন্যান্য মনীষিগণও বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্যুৎক্রমে মদীয় নাম ও ত্বদীয় নামও জপ করিয়া দিন যাপন করে, সেও তুলারাশি হইতে অনলের ন্যায় পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া

যচ্চ মে মঙ্গলং নাম জপাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে
দিবা নিশি চ সন্ধ্যায়াং সর্ব্বকালেষু সংস্মরেৎ
অহর্নিশং স্মরন্নাম কৃষ্ণং পশ্যতি চক্ষুষা ॥ ৭
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি সর্ব্বকালেষু সর্ব্বদা।
নামসংস্মরণাদেব সংসারান্মুচ্যতে ক্ষণাৎ ॥ ৮
নানাপরাধযুক্তস্য নামাপি চ হরত্যঘম্ ॥ ৯
যজ্ঞব্রততপোদানং সাঙ্গং নৈব কলৌ যুগে।
গঙ্গাস্নানং হরের্নাম নিরপায়মিদং দ্বয়ম্ ॥১০
হত্যাযুতং পাপসহস্রমুগ্রং
গুর্ব্বঙ্গনাকোটিনিষেবণঞ্চ।
স্তেয়ান্যথান্যানি হরেঃ প্রিয়েণ
গোবিন্দনাম্না ন চ সন্তি ভদ্রে ॥১১
অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা
যঃ স্মরেৎপুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ
নামসংস্মরণাদেব তথা তৎপাদচিন্তনাৎ ॥১৩

সৌবর্ণীং রাজতীং বাপি তথা পৈষ্টীং
স্রজাকৃতিম্।
পাদয়োশ্চিহ্নিতাং কৃত্বা পূজাঞ্চৈব সমাচরেৎ
দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্তি যঃ।
তত্র নম্রজনস্যাপি সংসারচ্ছেদনায় চ ॥১৫
মধ্যমাঙ্গুলিমূলে তু ধত্তে কমলমচ্যুতঃ।
ধ্যাতৃশ্চিত্তদ্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভনম্
পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজম্।
কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপৌঘভেদনম্ ॥১৭
পার্শ্বমধ্যেঽঙ্কুশং ভক্ত চিত্তেভদমকারণম্।
ভোগসম্পন্ময়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণি ॥ ১৮
মূলে গদাঞ্চ পাপাদ্রিভেদনং সর্ব্বদেহিনাম্।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশায় ধত্তে স ভগবানজঃ ॥ ১৯
পদ্মাদীন্যপি চিহ্নানি তত্র দক্ষেণ যৎপুনঃ।
বামপাদে বসেৎ সোঽয়ং বিভর্ত্তি করুণানিধিঃ

থাকে। জয়শব্দ বা শ্রীশব্দপূর্ব্বক মঙ্গলময় কৃষ্ণনাম ত্বদীয় নাম অথবা মদীয় নাম জপে মানব, নিশ্চয় অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কি দিবা, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, সকল সময়েই নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য; অহর্নিশ নাম স্মরণে স্বচক্ষে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া থাকে। মানব শুচিই হউক, বা অশুচিই হউক, সর্ব্বাবস্থায় নাম স্মরণহেতু অবিলম্বে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে।১—৮। হরিনাম স্মরণে নানাপরাধযুক্ত মানবেরও সমুদয় পাতক নষ্ট হয়। কলিযুগে যজ্ঞ, ব্রত, তপঃ বা দান, কিছুই সম্পূর্ণ অঙ্গসমন্বিত হয় না, কেবল গঙ্গাস্নান ও হরিনাম এই উভয়ই নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। হে ভদ্রে! হত্যাজনিত-পাপসমন্বিত সহস্র উগ্র পাতক, কোটি কোটি গুর্ব্বঙ্গনা-গমনজন্য পাপনিচয়, এবং সুবর্ণ-চৌর্য্যনিবন্ধন পাপরাশি ও অন্যান্য পাপসকলও হরির প্রিয় গোবিন্দ নামে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অপবিত্র বা পবিত্র যে কোন অবস্থাপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করে, সে, কি বাহ্য কি অভ্যন্তর, উভয়থাই শুচি হইয়া থাকে। ফলে ভগবানের নাম স্মরণ এবং তদীয় চিন্তায় সকলে সর্ব্বদা পবিত্র হয়। তদীয় চরণযুগলচিহ্নিত স্বর্ণময়ী বা রজতময়ী কিংবা পিষ্টময়ী মাল্যাকৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। যে ভগবান্, স্বীয় চরণতলাবনত ভক্তজনগণের সংসারবন্ধন ছেদন করিবার জন্যই যেন দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্র-চিহ্ন ধারণ করিতেছেন। যে দেব অচ্যুত, নিজ চরণচিন্তক ভক্তবৃন্দের চিত্তরূপ ভ্রমরাবলীর প্রলোভনার্থই যেন মধ্যাঙ্গুলিমূলে অতি সুশোভন কমলচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। ৯-১৬। যিনি, উক্ত কমলচিহ্নের অধোদেশে অখিলঅনর্থজয়ের ধ্বজস্বরূপ ধ্বজচিহ্ন এবং কনিষ্ঠামূলে ভক্তগণের পাপপুঞ্জবিদারক বজ্রচিহ্ন বহন করিতেছেন; যে অজ ভগবান্ হরি, পার্শ্বমধ্যে ভক্তগণের মনোরূপ মাতঙ্গের দমনকর অঙ্কুশচিহ্ন, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে ভোগসম্পন্ময় যবচিহ্ন ও মূলদেশে সমুদয় দেহিগণের সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশার্থ পাপাদ্রিভেদিনী গদা ধারণ করিতেছেন। সেই করুণানিধি ভগবান, দক্ষিণপাদে পদ্মাদি যে

তদ্বদ্‌গোবিন্দমাহাত্ম্যমানন্দরসসুন্দরম্।
শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং স নির্ম্মুক্তো ন সংশয়ঃ
মাসকৃত্যং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণোঃ প্রীতিকরং পুনঃ
জ্যৈষ্ঠে তু স্নাপনং কুর্য্যাচ্ছ্রীবিষ্ণোর্যত্নতঃ শুচিঃ
দৈনন্দিনন্তু দুরিতং পক্ষমাসর্ত্তুবর্ষজম্॥ ২৩
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি জ্ঞাতাজ্ঞাতকৃতানি চ।
স্বর্ণস্তেয়ং সুরাপান-গুরুতল্পাযুতানি চ॥ ২৪
কোটিকোটিসহস্রাণি হ্যুপপাপানি যানি চ।
সর্ব্বাণ্যপি প্রণশ্যন্তি পৌর্ণমাস্যান্তু বাসরে॥২৫
আসিঞ্চেদচ্যুতং মূর্দ্ধ্নি তদা তৎকলশোদকম্।
পুরুষসূক্তেন মন্ত্রেণ পাবমানীভিরেব চ॥ ২৬
নারিকেলোদকেনাথ তথা তালফলাম্বুনা।
রত্নোদকেন গন্ধেন তথা পুষ্পোদকেন চ॥ ২৭
পঞ্চোপচারৈরারাধ্য যথাবিভববিস্তরৈঃ।
ঘং ঘন্টায়ৈ নম ইতি ঘণ্ট বাদ্যং নিবেদয়েৎ॥
পতিতঞ্চ মহাধ্বান ক্লৃপ্তপাতকসঙ্কয়ে।
পাহি মাং পাপিনং ঘোরং সংসারার্ণবপাতিনম্
য এবং কুরুতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ঃ শুচিঃ
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং কুর্য্যাৎ স্বাপমহোৎসবম্
আষাঢ়ে চ রথং কুর্য্যাচ্ছ্রাবণে শ্রবণাবিধিঃ॥৩১
ভাদ্রে চ জন্মদিবস উপবাসপরো ভবেৎ।
প্রসুপ্তস্য পরীবর্ত্তমাশ্বিনে মাসি কারয়েৎ॥৩২
উত্থানং শ্রীহরেঃ কুর্য্যাদন্যথা বিষ্ণুদ্রোহকৃৎ।
শুভে চৈবাশ্বিনে মাসি মহামায়াঞ্চ পূজয়েৎ॥
সৌবর্ণীং রাজতীং বাপি বিষ্ণুরূপাং বলিং বিনা
হিংসাদ্বেষৌ ন কর্ত্তব্যৌ ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুপূজকঃ॥
কার্ত্তিকে পুণ্যমাসে চ কামতঃ পুণ্যমাচরেৎ।
দামোদরায় দীপঞ্চ প্রাংশুস্থানে প্রদাপয়েৎ॥

সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছেন, তাঁহার বাম পাদেও সেই সকল চিহ্ন অবস্থিত। এজন্য যে ব্যক্তি প্রতিদিন আনন্দরসপূর্ণ পরম সুন্দর গোবিন্দমাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে নিঃসন্দেহ বিমুক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে পুনরায়, বিষ্ণুর প্রীতিকর প্রতিমাসীয় কর্ত্তব্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে পবিত্রভাবে যত্ন-সহকারে বিষ্ণুর স্নানোৎসব করিবে; তাহা হইলে কি দৈনন্দিন এবং কি পক্ষ, মাস, ঋতু বা বর্ষজাত দুরিত এবং জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা, স্বর্ণস্তেয়, অযুতাযুত সুরাপান ও গুরুপত্নীগমন, অপিচ কোটি-কোটি-সহস্র যে সকল উপপাতক, তৎসমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৭—২৫। স্নানকালে পুরুষসূক্ত ও পাবমানী মন্ত্র পাঠ করত ভগবান্ অচ্যুতের মস্তকে তৎতৎকলসোদক সেচন করিবে। অনন্তর নারিকেলোদক, তালফলোদক, রত্নোদক, গন্ধোদক ও পুষ্পোদক দ্বারা স্নান করাইবে। তৎপরে নিজ বিভবানুযায়িক উপচার বা পঞ্চোপচার দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করিয়া "ঘং ঘণ্টায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ঘণ্টায় অর্চ্চনাপূর্ব্বক ঘণ্টা-বাদন করিবে। অনন্তর "হে প্রভো! আমি মহাপাপসঙ্কুল সংসারসাগরে পতিত হইয়াছি, অতএব এই ভবসাগরপতিত ঘোর পাপীকে পরিত্রাণ করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিবে। যে শ্রোত্রিয় বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া ভগবানের এইরূপ স্নানোৎসব করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। ২৫—৩০। আষাঢ়মাসের শুক্লা একাদশীতে ভগবানের শয়নমহোৎসব, পূর্ব্ব দ্বিতীয়াতে রথোৎসব ও শ্রাবণমাসে শ্রবণাবিধি কর্ত্তব্য। ভাদ্রমাসে জন্মোৎসব, ঐ দিবসে সকলেরই উপবাসী থাকা উচিত। আশ্বিনমাসে প্রসুপ্ত ভগবান্ শ্রীহরির পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনোৎসব ও কার্ত্তিকমাসে উত্থানোৎ-সব করিবে; অন্যথা মানব বিষ্ণুদ্রোহী হয়। উক্ত শুভ আশ্বিনমাসে সুবর্ণময়ী বা রজত-ময়ী বিষ্ণুস্বরূপা দেবী মহামায়াকেও ছাগাদি বলিদান ব্যতীত পূজা করিবে; ঐ সময়ে ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুপূজকের দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৩১—৩৪। পুণ্যমাস কার্ত্তিকে ইচ্ছানুরূপ কোন না কোন প্রকার পুণ্যানু-

সপ্তবর্ত্ত্যা প্রমাণেন দীপঃ স্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ।
পঞ্চাস্তে চ প্রকর্ত্তব্যা দীপমালাবলিঃ শুভা॥
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যাঞ্চ সিতবস্ত্রকৈঃ।
পূজয়েজ্জগদীশঞ্চ ব্রহ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৩৭
পৌষে পুষ্যাভিষেকঞ্চ বর্জ্জয়েচ্চন্দনং প্রথম্‌
সংক্রান্ত্যাং মাঘমাসে চ সাধিবাসিততণ্ডুলান্‌।
নৈবেদ্যং বিষ্ণবে দদ্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥*
ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা দেবদেবপুরঃস্থিতান্‌
অভ্যর্চ্চ্য ভগবদ্ভক্তান্‌ দ্বিজাংশ্চ ভগবদ্ধিয়া
একস্মিন্‌ ভোজিতে ভক্তে কোটির্ভবতি ভোজিতা।
বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ধ্রুবম্‌
পঞ্চম্যাং শুক্লপক্ষে তু স্নাপয়িত্বা চ কেশবম্‌।
পূজয়িত্বা বিধানেন চূতপল্লবসংযুতৈঃ।
ফল্গুচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈর্ব্বাসিতৈঃ পটুসাধিতৈঃ॥৪১
কাননং রমণীয়ঞ্চ প্রদীপ্তদীপদীপিতম্‌।
দ্রাক্ষেক্ষুরম্ভাজম্বীর-নাগরঙ্গঞ্চ পূগকম্‌॥ ৪২
নারিকেলঞ্চ ধাত্রী চ পনসঞ্চ হরীতকী।
অন্যৈশ্চ বৃক্ষখণ্ডৈশ্চ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমান্বিতৈঃ॥ ৪৩
অন্যৈশ্চ বিবিধৈশ্চৈব ফলপুষ্পসমন্বিতৈঃ।
বিতানৈঃ কুসুমোদ্দামৈর্ব্বারিপূর্ণৈর্ঘটৈস্তথা।৪৪
চূতশাখোপশাখাভিঃ শোভিতং ছত্রচামরৈঃ।
জয় কৃষ্ণেতি সংস্মৃত্য প্রদক্ষিণপুরঃসরম্‌॥৪৫
বিশেষতঃ কলিযুগে দোলোৎসবে বিধীয়তে
ফাল্গুনে চ চতুর্দ্দশ্যামষ্টমে যামসংজ্ঞকে।
অথবা পূর্ণমাস্যান্তু প্রতিপৎসন্ধিসংজ্ঞকে।
পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা ফল্গুচূর্ণৈশ্চতুর্ব্বিধৈঃ॥ ৪৭
সিতরক্তৈর্গৌরপীতৈঃ কর্পূরাদিবিমিশ্রিতৈঃ।
হরিদ্রারাগযোগাচ্চ রঙ্গরূপৈর্ম্মনোহরৈঃ।
অন্যৈর্ব্বা রঙ্গরূপৈশ্চ প্রীণয়েৎ পরমেশ্বরম্‌॥৪৮

স্নান করা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং দামোদরের প্রীত্যর্থে উচ্চ স্থানে দীপ দান করা বিধেয়। উক্ত দীপ সপ্তসংখ্যক বর্ত্তিতে প্রজ্বলিত ও চতুরঙ্গুলপরিমিত হইবে এবং অমাবস্যাতে মনোহর দীপমালা প্রজ্বালিত করিবে। অগ্রহায়ণমাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে শুক্লবর্ণ বস্ত্রসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে জগদীশ্বর হরি ও ব্রহ্মাকে পূজা করিবে। পৌষমাসে পুষ্যাভিষেক কর্ত্তব্য, কিন্তু উহাতে তরলচন্দন ব্যবহার করিবে না। মাঘীসংক্রান্তিতে ভগবান্‌ বিষ্ণুকে সাধিবাসিত তণ্ডুল নৈবেদ্য প্রদান করিবে এবং যথোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। ঐ কার্য্যে ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণগণকে দেবদেব হরির সম্মুখে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনাপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। ভগবদ্ভক্ত একটিমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয় এবং ব্রাহ্মণভোজন মাত্র কার্য্যের অঙ্গ-বৈকল্য হইলেও নিশ্চয়ই সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া থাকে। ৩৫—৪০। অনন্তর ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে ভগবান্‌ কেশবকে যথাবিধি স্নান করাইয়া চূতপল্লবসংযুত ফল্গুচূর্ণ এবং সুচূর্ণিত বিবিধ সুবাসিত দ্রব্যদ্বারা বিহিত বিধানে পূজা করিবে। পরে "জয় কৃষ্ণ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রদীপ্তদীপদীপিত, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বীর, নাগরঙ্গ, পূগ, নারিকেল, ধাত্রী, পনস, হরীতকী ও অন্যান্য সর্ব্বঋতুতেই কুসুমিত বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ এবং ফলপুষ্পশোভিত অন্যান্য তরুরাজিতে বিরাজিত, বহুসংখ্যক বিতান, পুষ্পমাল্য, জলপূর্ণ কলস, চূত-শাখোপশাখা ও ছত্র-চামরাদি দ্বারা সুশোভিত রমণীয় কানন প্রদক্ষিণপুরঃসর দোলোৎসব করিবে। কলিযুগে উহা বিশেষতঃ বিহিত। ঐরূপ, ফাল্গুনমাসের চতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে অথবা পৌর্ণমাসীতে প্রতিপৎসন্ধিনামক মুহূর্ত্তেও ভক্তিসহকারে ভগবানের যথাবিধি পূজা করিবে এবং হরিদ্রারাগযোগে রঙ্গস্বরূপ, কর্পূরাদিবিমিশ্রিত শুক্লবর্ণ রক্তবর্ণ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ফল্গুচূর্ণ অথবা অন্যান্য রঙ্গদ্রব্য দ্বারা পরমেশ্বরকে

* অত্র শ্লোকের শ্লোকার্দ্ধো বা বিলুপ্ত প্রতিভাতি।

ঐকাদশ্যাং সমারভ্য পঞ্চম্যন্তং সমর্পয়েৎ।
পঞ্চাহানি ত্র্যহানি বা দোলোৎসবো বিধীয়তে
দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলমানং সকৃন্নরাঃ।
দৃষ্ট্বাপরাধনিচয়ৈর্মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫০
নিক্ষিপ্য জলপাত্রে চ মাসে মাধবসংজ্ঞকে।
সৌবর্ণপাত্রে রৌপ্যে বা তাম্রে বা মৃন্ময়েঽপি বা
তোয়স্থং যোঽর্চ্চয়েদ্দেবং শালগ্রামসমুদ্ভবম্।
প্রতিমাং বা মহাভাগে তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে
দমনারোপণং কৃত্বা শ্রীবিষ্ণৌ চ সমর্পয়েৎ।
বৈশাখে শ্রাবণে ভাদ্রে কর্ত্তব্যং বা তদর্পণম্
পূর্ব্বে পূর্ব্বে ত্ববাতন্বে দমনাদিষু কর্ম্মসু।
প্রকর্ত্তব্যং বিধানেন অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
বৈশাখে চ তৃতীয়ায়াং জলমধ্যে বিশেষতঃ।
অথবা মণ্ডলে কুর্য্যান্মণ্ডপে বা বৃহদ্বনে॥ ৫৫
সুগন্ধচন্দনেনাঙ্গং সুপুষ্টঞ্চ দিনে দিনে।
যথাপ্রযত্নতঃ কুর্য্যাৎ কৃশাঙ্গস্যৈব পুষ্টিদম্॥৫৬
চন্দনাগুরুহ্রীবেরং কৃষ্ণং কুঙ্কুমরোচনা।
জটামাংসী মুরা চৈব বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ॥
তৈশ্চ গন্ধযুতৈশ্চাপি বিষ্ণোরঙ্গানি লেপয়েৎ
ঘৃষ্টঞ্চ তুলসীকাষ্ঠং কর্পূরাগুরুযোগতঃ।
অথবা কেশরৈর্যোজ্যং হরিচন্দনমচ্যুতে॥৫৮
যাত্রাকালে তু যে কৃষ্ণং ভক্ত্যা পশ্যন্তি মানবাঃ
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥৫৯
সুগন্ধমিশ্রিতৈস্তোয়ৈর্দেবদেবং গলন্তি যে।
অথবা পুষ্পমধ্যে তু স্থাপয়েজ্জগদীশ্বরম্॥৬০
বৃন্দাবনং তত্র গত্বা হ্যুপসৃত্য ফলানি চ।
বিষ্ণুভক্তেন যোগ্যেন ভোজয়েত্তদশেষতঃ॥
নারিকেলফলং বীজং কোশং চোদ্ধৃত্য দাপয়েৎ
ঘোণ্টাফলঞ্চ পনসং কোশমুদ্ধৃত্য দাপয়েৎ।

প্রীত করিবে। ৪১—৪৮। উল্লিখিত দোলোৎসব, মুখ্যকল্পে একাদশীতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চমীতে সমাপন করিবে। অথবা পঞ্চদিবস বা ত্রিদিবসও বিহিত আছে। মানবগণ একবারমাত্রও ভগবান কৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে দোলমান দর্শন করিলে অপরাধনিচয় হইতে যে মুক্ত হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। চৈত্রমাসে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র বা মৃত্তিকানির্ম্মিত জলপূর্ণপাত্রে শালগ্রামসমুদ্ভব দেব জনার্দ্দনকে কিংবা তদীয় প্রতিমাকে স্থাপনপূর্ব্বক সেই জলস্থ ভগবান্‌কে যে ব্যক্তি অর্চ্চনা করে, হে মহাভাগে! তাহার পুণ্যসংখ্যা গণনা করা যায় না। ঐ মাসে দমনতৃণ আরোপণপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করিবে কিংবা বৈশাখ, শ্রাবণ বা ভাদ্র ইহার যে কোন মাসেই উহা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে পূর্ব্বযুগে ভগবান্ উক্ত দমনভঞ্জনাদি কার্য্য করিয়াছিলেন, এজন্য যথাবিধানে উহা কর্ত্তব্য, অন্যথা সমস্তই নিষ্ফল যায়। উক্ত বৈশাখমাসীয় তৃতীয়াতে প্রধানতঃ জলমধ্যে অথবা মণ্ডল, মণ্ডপ বা বৃহদ্বনমধ্যে উহা কর্ত্তব্য। যাহাতে ভগবানের কৃশাঙ্গের পুষ্টি হয়, যত্নসহকারে এইরূপ ভাবে বৈশাখমাসে প্রতিদিন তদীয়াঙ্গে সুগন্ধ চন্দন লেপন করিবে। ৪৯—৫৬। চন্দন, অগুরু, হ্রীবের, কৃষ্ণচন্দন, কুঙ্কুম, গোরোচনা, মুরা ও জটামাংসী এই অষ্টবিধ বস্তুকে পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর প্রীতিকর গন্ধদ্রব্য বলিয়া থাকেন। এজন্য সদ্‌গন্ধযুক্ত ঐ সমস্ত দ্রব্যদ্বারা বিষ্ণুর অঙ্গসকল লেপন করিবে এবং কর্পূর ও অগুরুমিশ্রিত ঘৃত, তুলসীকাষ্ঠ অথবা কেশরমিশ্রিত হরিচন্দন, ভগবান্ অচ্যুতের অঙ্গলেপন বিষয়ে ব্যবহার করিবে। যে সকল মানব, মহাযাত্রাকালে ভক্তিপুরঃসর শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করে, শত-কোটি কল্পেও তাহাদিগের আর সংসারে আসিতে হয় না। যাহারা সুগন্ধদ্রব্যমিশ্রিত জলদ্বারা দেবদেব জগদীশ্বর কৃষ্ণকে অভিষিক্ত অথবা পুষ্পমধ্যে স্থাপিত করে, স্বয়ং বৃন্দাবন, তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বিবিধ ফল উৎপাদনপূর্ব্বক ফললাভযোগ্য বিষ্ণুভক্তকে সম্যক্‌প্রকারে তৎফল ভোজন করাইয়া থাকেন। নারিকেল-ফলের বীজকোশ ও পনসকোশ উদ্ধৃত করিয়া ভগবান্‌কে দান

দধ্না বিমিশ্রিতং চান্নং ঘৃতেনাপ্লুত্য দাপয়েৎ ।
পাচিতং পিষ্টকং পূপমষ্টাদশঘৃতেন চ ॥ ৬৩
তিলৈশ্চ তিলসম্মিশ্রৈঃ ফলং পক্বং প্রদাপয়েৎ ।
যদ্‌যদেবাত্মনঃ প্রীতং তত্তদীশায় দাপয়েৎ ॥
দত্ত্বা নৈবেদ্যবস্ত্রাদি নাদদীত কথঞ্চন ।
ত্যক্তঞ্চ বিষ্ণুমুদ্দিশ্য তদ্ভক্তেভ্যো বিশেষতঃ
ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ সমাসেন মহেশ্বরি ।
গোপ্তব্যঞ্চ প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্ব্বতি ॥৬৬
শ্রীকৃষ্ণরূপগুণবর্ণনশাস্ত্রবর্গ-
বোধাধিকার ইহ চেদলমন্যপাঠৈঃ ।
তৎ প্রেমভাবরসভক্তিবিলাসনাম-
হারেষু চেৎখলু মনঃ কিমু কামিনীভিঃ ॥ ৬৭
তং চেতসা প্রভজতাং ব্রজবালকেন্দ্রং
বৃন্দাবনং ক্ষিতিতলং যমুনাজলঞ্চ ।

করিবে এবং ঘোণ্টাফল, ঘৃতপ্লাবিত দধি মিশ্রিত পক্বান্ন, অষ্টাদশ ঘৃতপাচিত তিল-মিশ্রিত বিবিধ পিষ্টক ও পক্বফল, অপিচ যে যে বস্তু আপনার প্রীতিকর, তৎসমুদয়ও জগদীশ্বরকে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্‌কে নৈবেদ্য ও বস্ত্রাদি দান করিয়া কোন প্রকারেই স্বয়ং গ্রহণ করিবে না। বিষ্ণু-উদ্দেশে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তৎসমস্ত বিষ্ণুভক্তগণকে সাদরে অর্পণ করা বিধেয়। হে মহেশ্বরি! এই আমি তোমায় সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণমাহাত্ম্য কহিলাম। পার্ব্বতি! ইহা স্বীয় যোনিবৎ প্রযত্ন সহকারে গোপন করিবে। অতএব যে সকল শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ বর্ণিত আছে, এরূপ শাস্ত্রনিচয়ে যদি জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে এই মহীতলে আর অন্য শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন কি? আর তদীয় প্রেম, ভাব, রস, ভক্তি, বিলাস ও নাম সঙ্কীর্ত্তনে যদি চিত্ত আসক্ত থাকে, তাহা হইলে কামিনীগণেরই বা আবশ্যক কি আছে? যাহারা সেই ব্রজবালকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত ভজনা করে, যাহারা বৃন্দাবনভূমিতে বাস ও যমুনাজল পান

তল্লোকনাথপদপঙ্কজধূলিমিশ্রে
লিপ্তং বপুঃ কিল বৃথাগুরুচন্দনাদ্যৈঃ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৃন্দাবনমাহাত্ম্যে
একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সূত জীব চিরং সাধো শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতম্ ।
ত্বয়া প্রকাশিতং সর্ব্বং ভক্তানাং ভবতারণম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণলীলাং নিখিলং ব্রূহি দৈনন্দিনীং বিভো
যয়াকর্ণিতয়া সাধো কৃষ্ণে ভক্তির্বিবর্দ্ধতে ॥২
গুরোঃ শিষ্যস্য মন্ত্রস্য বিধানং লক্ষণং পৃথক্
বদাস্মাকং মহাভাগ ত্বং হি নঃ পরমঃ সুহৃৎ ॥

সূত উবাচ ।

একদা যমুনাতীরে সমাসীনং জগদ্‌গুরুম্ ।
নারদঃ প্রণিপত্যাহ দেবদেবং সদাশিবম্ ॥৪

করে এবং যাহারা সেই লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ-ধূলিমিশ্রিত বৃন্দাবনমৃত্তিকায় অঙ্গ লেপন করে, তাহাদিগের আর অগুরুচন্দনাদির প্রয়োজন হয় না। ৫৭—৬৮।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সাধো সূত! তুমি যখন ভক্তগণের ভবতারণ সমুদয় শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত প্রকাশ করিলে, তখন প্রার্থনা করি,—তুমি চিরজীবী হও। হে জ্ঞানবৈভবশালিন্ সাধো! যাহা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বিবর্দ্ধিত হয়, এক্ষণে সেই নিখিল দৈনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণলীলার বিষয় বল। হে মহাভাগ! অধুনা আমাদিগের নিকট গুরু, শিষ্য ও মন্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ বিষয় বল, কারণ, তুমি আমাদিগের পরম সুহৃৎ। ঋষিগণের এতদ্বাক্য শ্রবণে সূত কহিলেন,—একদা নারদ যমুনাতীরে সমা-

নারদ উবাচ।
দেবদেব মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর।
ভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণমন্ত্রবিদাম্বর ॥ ৫
কৃষ্ণমন্ত্রা ময়া লব্ধাস্ত্বত্তো যে চ পিতুঃ পরে।
তে সর্ব্বে সাধিতা যত্নান্মন্ত্ররাজাদয়ো ময়া ॥৬
বহুবর্ষসহস্রৈস্তু শাকমূলফলাশিনা।
শুষ্কপর্ণাম্বুবায়াদি-ভোজিনা চ নিরাশিনা ॥ ৭
স্ত্রীণাং সন্দর্শনালাপবর্জ্জিনা ভূমিশায়িনা।
কামাদিষড়্গুণং জিত্বা বাহ্যেন্দ্রিয়ং নিয়ম্য চ ॥
এবং কৃতেঽপি নৈবাত্মা সন্তুষ্টো মম শঙ্কর।
তদ্ব্রূহি যৎ প্রসিধ্যেত সংস্কারাদ্যৈর্ব্বিনা প্রভো,
সকৃদুচ্চারণান্নৃণাং দদাতি ফলমুত্তমম্।
যদি যোগ্যোঽস্মি দেবেশ তদা মে কৃপয়া বদ
শিব উবাচ।
সাধু পৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া লোকহিতৈষিণা।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি মন্ত্রচিন্তামণিং তব ॥১১
রহস্যানাং রহস্যং যদ্গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
ন ময়া কথিতং দেব্যৈ নাগ্রজেভ্যঃ পুরা তব ॥
বক্ষ্যামি যুগলং তুভ্যং কৃষ্ণমন্ত্রমনুত্তমম্।
মন্ত্রচিন্তামণির্নাম যুগলং দ্বয়মেব চ ॥ ১৩
পর্য্যায়া অস্য মন্ত্রস্য তথা পঞ্চপদীতি চ।
গোপীজনপদং বল্লভান্ত-স্তু চরণানিতি ॥১৪
শরণঞ্চ প্রপদ্যে চেত্যেষ পঞ্চপদাত্মকঃ।
মন্ত্রচিন্তামণিঃ প্রোক্তঃ ষোড়শার্ণো মহামনুঃ ॥১৫
নমো গোপীজনেত্যুক্তা বল্লভাভ্যাং বদেত্ততঃ
পদদ্বয়াত্মকো মন্ত্রো দশার্ণঃ খলু কথ্যতে ॥১৬
এতাং পঞ্চপদীং জপ্ত্বা শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়া সকৃৎ।
কৃষ্ণপ্রিয়াণাং সান্নিধ্যং গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
ন পুরশ্চরণপ্রেক্ষা নাস্য ন্যাসবিধিক্রমঃ।
ন দেশকালনিয়মো নারিমিত্রাদিশোধনম্ ॥১৮

সীন জগদ্গুরু সদাশিবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! হে জগদীশ্বর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কৃষ্ণমন্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য এবং ভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, আমি আপনার নিকট এবং পিতা কমলযোনির নিকট যে সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করিয়াছি, মন্ত্ররাজাদি তৎসমুদয় মন্ত্রই যত্নপূর্ব্বক আমি সাধন করিয়াছি। বহুসহস্র বর্ষ, কামাদি ষড়্রিপু পরাজয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক কখন শাক, মূল ও ফলাহারী, কখন শুষ্ক পর্ণ বা বায়াদিভোজী ও কখন নিরাহারী হইয়া রমণীগণের সহিত আলাপ, এমন কি তাহাদিগের দর্শন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভূতল-শয়নে অতিবাহিত করিয়াছি। হে শঙ্কর! এইরূপ করিয়াও কিন্তু আমার অন্তরাত্মা সন্তুষ্ট হয় নাই, অতএব হে প্রভো! বিনা সংস্কারাদিতেও যাহা সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ মন্ত্রের বিষয় বলুন। হে দেবেশ! যদি আমি তৎশ্রবণে যোগ্য হই, তবে একবার মাত্র উচ্চারণেই যাহা মানবগণকে অত্যুত্তম ফল প্রদান করিয়া থাকে, কৃপা করিয়া আমায় তদ্বিষয় বলুন। এতৎশ্রবণে মহাদেব বলিলেন,—মহাভাগ! তুমি যখন লোকহিতৈষী হইয়া উৎকৃষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন অতি গোপনীয় হইলেও আমি তোমায় সেই মন্ত্রচিন্তামণির বিষয় বলিতেছি। যাহা সমুদয় রহস্যের মধ্যেও রহস্য এবং নিখিল গুহ্য বস্তুর মধ্যেও গুহ্যতম, যাহা পূর্ব্বে আমি তোমার অগ্রজ সনকাদিকে এমন কি দেবীকেও বলি নাই, তোমাকে আমি মন্ত্রচিন্তামণিনামক সেই অত্যুত্তম কৃষ্ণমন্ত্রযুগল বলিতেছি। ১—১৩। এই মন্ত্রদ্বয়ের প্রথম মন্ত্রের ক্রমিক পঞ্চপদ,—প্রথমপদ 'গোপীজন' দ্বিতীয় 'বল্লভ' তৃতীয় 'চরণান্' চতুর্থ 'শরণং' ও পঞ্চম 'প্রপদ্যে' এই পঞ্চপদাত্মক ষোড়শাক্ষর মহামন্ত্র এবং প্রথমপদ 'নমঃ' ও দ্বিতীয়পদ 'গোপীজন-বল্লভাভ্যাং' এই পদদ্বয়াত্মক দশাক্ষর মন্ত্র মন্ত্রচিন্তামণি নামে কথিত হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই হউক, আর অশ্রদ্ধাপূর্ব্বকই হউক, মানব একবার মাত্র উক্ত পঞ্চপদী মন্ত্র জপ করিলে নিঃসংশয় কৃষ্ণপ্রিয়গণের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। এই মন্ত্রে পুরশ্চরণ, ন্যাসবিধি, দেশ-কাল-নিয়ম ও অরিমিত্রাদি শোধন, কিছুরই

সর্ব্বেঽধিকারিণশ্চাত্র চাণ্ডালান্তা মুনীশ্বর।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাপি জড়মূকান্ধপঙ্গবঃ॥ ১৯
অন্যে হূণাঃ কিরাতাশ্চ পুলিন্দাঃ পুক্কশাস্তথা
আভীরা যবনাঃ কঙ্কাঃ খশাদ্যাঃ পাপযোনয়ঃ
দম্ভাহঙ্কারপরমাঃ পাপাঃ পৈশূন্যতৎপরাঃ।
গোব্রাহ্মণাদিহন্তারো মহোপপাতকান্বিতাঃ॥২
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতাঃ শ্রবণাদিবিবর্জ্জিতাঃ।
এতে চান্যে চ সর্ব্বে স্যুর্ম্মনোরস্যাধিকারিণঃ
যদি ভক্তির্ভবেদেষাং কৃষ্ণে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে।
তদাধিকারিণঃ সর্ব্বে নান্যথা মুনিসত্তম॥ ২৩
যাজ্ঞিকো দাননিরতঃ সর্ব্বতন্ত্রোপসেবকঃ।
সত্যবাদী যতির্ব্বাপি বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥২৪
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ কুলীনো বা তপস্বী ব্রততৎপরঃ।
অত্রাধিকারী ন ভবেৎ কৃষ্ণভক্তিবিবর্জ্জিতঃ।
তস্মাদ্দুরাবভক্তায় কৃতঘ্নায় ন মানিনে।
ন চ শ্রদ্ধাবিহীনায় বক্তব্যং নাস্তিকায় চ॥২৬
নাশুশ্রূষুং প্রতি ত্রয়াম্নাসংবৎসরসেবিনম্।
শ্রীকৃষ্ণেঽনন্যভক্তায় দম্ভলোভবিবর্জ্জিতে॥ ২৭
কামক্রোধবিমুক্তায় দেয়মেতৎ প্রযত্নতঃ।
ঋষিশ্চৈবাহমেবাস্য গায়ত্রী ছন্দ উচ্যতে॥২৮
দেবতা বল্লবীকান্তো মন্ত্র স পরিকীর্ত্তিতঃ।
প্রিয়স্য হরের্দ্দাস্যে বিনিয়োগ উদাহৃতঃ॥ ২৯
আচক্রাদ্যৈস্তথা মন্ত্রৈঃ পঞ্চাঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ।
অথবাপি স্ববীজেন করাঙ্গন্যাসকৌ চরেৎ॥৩০
মন্ত্রস্য প্রথমো বর্ণো বিন্দুনা মুর্দ্ধ্নি ভূষিতঃ।
গমিত্যেতং ভবেদ্বীজং নমঃ শক্তিরিহোদিতা
অন্তিমার্ণৈর্দ্দিশাঙ্গানি তৈরেব চ তথার্চ্চনম্।
গন্ধপুষ্পাদিভিস্তচ্চ জলৈরেবাপ্যসম্ভবে॥ ৩২
ন্যাসপূর্ব্বং বিধানেন কর্ত্তব্যং হরিতুষ্টয়ে।
অতএবাস্য মন্ত্রস্য ন্যাসাদ্যন্যে বদন্তি চ॥ ৩৩

প্রয়োজন নাই। মুনীশ্বর! কি স্ত্রী, কি শূদ্র, কি জড়, কি মূর্খ, কি অন্ধ, কি পঙ্গু, এমন কি চণ্ডাল পর্য্যন্তও এই মন্ত্রে অধিকারী। অধিক কি, দম্ভ ও অহঙ্কারপূর্ণ, পৈশূন্যতৎপর, গো-ব্রাহ্মণাদি-হন্তা, জ্ঞান বৈরাগ্য ও শাস্ত্রশ্রবণাদি-রহিত, সতত পাপাসক্ত এবং মহাপাতক ও উপপাতকাদিসমন্বিত, হূণ, কিরাত, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন, কঙ্ক ও খশাদি যে সকল পাপযোনি ব্যক্তিগণ, তাহারা এবং অন্যান্য অতি নীচজাতীয় ব্যক্তিগণও এই মন্ত্রের অধিকারী। ১৪—২২। কিন্তু হে মুনিসত্তম! যদি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে উহাদিগের ভক্তি থাকে, তবেই সকলে অধিকারী হয়, অন্যথা নহে; ফলে যাজ্ঞিক, দাননিরত, সর্ব্বপ্রকার তন্ত্রসেবক ও সত্যবাদী ব্যক্তি, কিংবা বেদবেদান্তপারগ যতি অথবা ধর্ম্মনিষ্ঠ কুলীন কিংবা ব্রততৎপর তপস্বীও যদি কৃষ্ণভক্তিবিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে এই মন্ত্রে অধিকারী হয় না অতএব, যাহার কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি নাই, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, দুরভিমানী বা শ্রদ্ধাবিহীন, তাদৃশ ব্যক্তির নিকট কদাচ উহা ব্যক্ত করা উচিত নহে। যে ব্যক্তির শ্রবণেচ্ছা নাই এবং যে ব্যক্তি সংবৎসরকাল উহা পাইবার জন্য সেবা না করে, তাহাকেও বলিবে না। যাহার শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তি আছে এবং যে ব্যক্তি, দম্ভ, লোভ ও কামক্রোধাদিহীন, তাহাকেই সংপ্রযত্নে দান করা বিধেয়। আমিই এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ দেবতা এবং প্রিয়াসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের দাস্যই ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া উক্ত আছে। আচক্রাদি মন্ত্রনিচয় দ্বারা পঞ্চাঙ্গন্যাস কিংবা স্ববীজ দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবে। মন্ত্রের প্রথম বর্ণ গকারের মস্তকে বিন্দু যোগ করিলে "গং" ইত্যাকার উক্ত মন্ত্রের বীজ এবং "নমঃ" ইহার শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। অন্তিম মন্ত্রাক্ষর-নিচয় দ্বারা দিশাঙ্গ-ন্যাস করিবে এবং তদ্দ্বারাই গন্ধপুষ্পাদি দানে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য, অথবা গন্ধাদির অসম্ভাব হইলে কেবল জল দ্বারাও করিতে পারে। ২৩—৩২। ভগবান্ হরির সমধিক তুষ্টির নিমিত্ত ন্যাসাদিপূর্ব্বক বিহিত বিধানে পূজা করা কর্ত্তব্য। এই

সকৃদুচ্চারণাচ্চৈব কৃতকৃত্যত্বদায়িনঃ।
তথাপি দশধা নিত্যং জপাদ্যর্থং প্রবিন্যসেৎ।
অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রস্যাস্য দ্বিজোত্তম।
পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনম্‌ ॥৩৫
বর্হিবর্হকৃতাপীড়ং শশিকোটিনিভাননম্‌।
ঘূর্ণায়মাননয়নং কর্ণিকারাবতংসিনম্‌ ॥ ৩৬
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুমবিন্দুনা।
রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলাকৃতিম্‌
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্‌
ঘর্ম্মাম্বুকর্ণিকারাজদ্দর্পণাভকপোলকম্‌। ৩৮
প্রিয়াস্যন্যস্তনয়নং লীলয়া চোন্নতভ্রুবম্‌।
অগ্রভাগন্যস্তমুক্তা-বিস্ফুরৎপ্রোচ্চনাসিকম্‌ ॥
দশনজ্যোৎস্নয়া রাজৎ-পক্কবিম্বফলাধরম্‌।
কেয়ূরাঙ্গদসদ্রত্ন-মুদ্রিকাভির্লসৎকরম্‌ ॥ ৪০
বিভ্রতং মুরলীং বামে পাণৌ পদ্মং তথৈব চ
কাঞ্চীদামস্ফুরন্মধ্যং নূপুরাভ্যাং লসৎপদম্‌ ॥
রতিকেলিরসাবেশ-চপলং চপলেক্ষণম্‌।
হসন্তং প্রিয়য়া সার্দ্ধং হাসয়ন্তঞ্চ তাং মুহুঃ ॥ ৪২
ইত্থং কল্পতরোর্মূলে রত্নসিংহাসনোপরি।
বৃন্দারণ্যে স্মরেৎ কৃষ্ণং সংস্থিতং প্রিয়য়া সহ
বামপার্শ্বে স্থিতাং তস্য রাধিকাঞ্চ স্মরেত্ততঃ।
নীলচোলকসংবীতাং তপ্তহেমসমপ্রভাম্‌ ॥ ৪৪
পট্টাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধ-স্বস্মেরাননপঙ্কজাম্‌।
কান্তবক্ত্রে ন্যস্তনেত্রাং চকোরীব চলেক্ষণাম্‌ ॥
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজপ্রিয়মুখাম্বুজে।
অর্পয়ন্তীং পূগফলীং পর্ণচূর্ণসমন্বিতাম্‌ ॥ ৪৬
মুক্তাহারস্ফুরচ্চারু-পীনোন্নতপয়োধরাম্‌।

অন্যই অন্যান্য মনীষিগণও উক্ত মন্ত্রের ন্যাসাদির বিষয় বলিয়াছেন। যদিও উক্ত মন্ত্রাক্ষরসকল একবার মাত্র উচ্চারণেই কৃতকৃত্যতা প্রদান করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তথাপি ভগবানের প্রীত্যর্থে জপাদিনিমিত্ত দশবার উচ্চারণে দশধা ন্যাস করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজোত্তম। অতঃপর উক্ত মন্ত্রের ধ্যানের বিষয় বলিতেছি,—উহার দেবতা যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি পীতাম্বর-পরিধায়ী, দ্বিভুজ ও বনমালাবিভূষিত, তাঁহার বর্ণ নবজলধরের ন্যায় শ্যামল, মস্তক ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, মুখমণ্ডল কোটি-কোটি চন্দ্রবৎ মনোহর, নয়নযুগল ঘূর্ণমান এবং শিরোভূষণ কর্ণিকারকুসুম-নির্ম্মিত। তিনি ললাটতটে যে মণ্ডলাকৃতি তিলক ধারণ করিয়াছেন, উহা চতুর্দ্দিকে চন্দন মধ্যস্থলে কুঙ্কুমবিন্দু দ্বারা রচিত। তদীয় দেহকান্তি, নবোদিত দিবাকরের ন্যায় স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়, কর্ণদ্বয় কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত এবং দর্পণোপম কপোলতল স্বেদকণায় সুশোভিত। তিনি প্রিয়ার মুখমণ্ডলে নয়নযুগল বিন্যস্ত ও লীলাবশে ভ্রূযুগল উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার উন্নত নাসিকার অগ্রভাগে মুক্তা দোদুল্যমান হওয়ায় অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তদীয় পক্কবিম্বফলতুল্য অধরদেশ, দশনপ্রভায় উদ্ভাসিত, এবং কেয়ূর ও অঙ্গদের মনোহর রত্ন মুদ্রিকায় করযুগল শোভমান হইতেছে। তাঁহার বামহস্তে মুরলী ও পদ্ম, কটিতটে চন্দ্রহার, এবং চরণযুগল মনোহর নূপুরে শোভা পাইতেছে। ৩৫—৪১। তাঁহার নয়নযুগল চঞ্চল; লীলারসের আবেশে তাঁহার মনও চঞ্চল। তিনি প্রিয়ার সহিত হাসিতেছেন, প্রিয়াকে বারংবার হাসাইতেছেন। তিনি বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের মূলদেশে রত্নসিংহাসনোপরি প্রিয়ার সহিত এইরূপে অবস্থান করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। আরও ভাবিবে,—তাঁহার বামভাগে রাধিকা বিরাজমানা রহিয়াছেন, তাঁহার পরিধান,—নীলবসন, উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় তাঁহার দেহপ্রভা; তাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখপদ্ম পটাঞ্চলে অর্দ্ধাবৃত। তিনি চঞ্চল নেত্রযুগল স্বামীর মুখচন্দ্রে বিন্যস্ত করিয়া চকোরীর ন্যায় নয়ন দ্বারা তদীয় সুধা পান করিতেছেন এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা প্রিয়তমের মুখপদ্মে তাম্বুল প্রদান করিতেছেন। তাঁহার পীনোন্নত পয়োধর মুক্তাহারে শোভা

ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাম্॥
রত্নতাটঙ্ককেয়ূর-মুদ্রাবলয়ধারিণীম্।
লসৎকটকমঞ্জীর-রত্নপাদাঙ্গুলীয়কাম্॥ ৪৮
লাবণ্যসারমুগ্ধাঙ্গীং সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্।
আনন্দরসসম্মগ্নাং প্রসন্নাং নবযৌবনাম্॥৪৯
সখ্যশ্চ তস্যা বিপ্রেন্দ্র তৎসমানবয়োগুণাঃ।
তৎসেবনপরা ভাব্যাশ্চামরব্যজনাদিভিঃ॥
অথ তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রার্থং শৃণু নারদ।
বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্ম্মায়াদিশক্তিভিঃ॥
অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূতৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ
গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা॥
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥ ৫৩
ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকা
সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥
ইয়ং দুর্গা হরী রুদ্রঃ কৃষ্ণঃ শক্র ইয়ং শচী।
সাবিত্রীয়ং হরির্ব্রহ্মা ধূমোর্ণাসৌ যমো হরিঃ॥
বহুনা কিং মুনিশ্রেষ্ঠ বিনা তাভ্যাং ন কিঞ্চন
চিদচিল্লক্ষণং সর্ব্বং রাধাকৃষ্ণময়ং জগৎ॥ ৫৭
ইত্থং সর্ব্বং তয়োরেব বিভূতিং বিদ্ধি নারদ।
ন শক্যতে ময়া বক্তুং বর্ষকোটিশতৈরপি॥
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী মান্যা জম্বুদ্বীপং ততো বরম্।
তত্রাপি ভারতং বর্ষং তত্রাপি মথুরাপুরী॥৫৯
তত্র বৃন্দাবনং নাম তত্র গোপীকদম্বকম্।
তত্র রাধাসখীবর্গস্তত্রাপি রাধিকা বরা॥ ৬০

পাইতেছে। কটীতট ক্ষীণ, বিশাল নিতম্ব কিঙ্কিণীজালে শোভমান। ৪২—৪৭। করে রত্নময় তাটঙ্ক, কেয়ূর, ও বলয়, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, চরণে মনোহর নূপুর, কটক ও পদাঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক শোভা পাইতেছে। তাঁহার মনোহর অঙ্গ কেবল লাবণ্যময়; সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নবযৌবনা কৃষ্ণপ্রিয়া প্রসন্নভাবে আনন্দরসে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। হে বিপ্রেন্দ্র! আরও ভাবিতে হইবে, তাঁহার পার্শ্বদেশে তাঁহারই সমান-বয়স্কা সমানগুণশালিনী সখীগণ চামরবীজন দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতেছে। হে নারদ! এক্ষণে তোমাকে মন্ত্রার্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার নিজের অংশস্বরূপ এই জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরঙ্গ মায়াদিশক্তি এবং জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর চিদাদি শক্তিদ্বারা গোপন অর্থাৎ রক্ষা করিতেছেন, বলিয়া তাঁহার নাম গোপী হইয়াছে এবং তিনি কৃষ্ণময়ী বলিয়া পরম দেবতা এই কারণে তিনি সর্ব্বারাধ্যা; তাই তাঁহাকে রাধিকা বলা হয়। তিনি সর্ব্ব-লক্ষ্মীস্বরূপা এবং কৃষ্ণের আনন্দরূপিণী;
হে বিপ্র! সেই কারণেই মনীষিগণ তাঁহাকে হ্লাদিনী বলিয়া থাকেন। ত্রিগুণময়ী দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণ তাঁহারই কোটিকলার কোটি-অংশের এক অংশ। তিনি কিন্তু, —সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী, আর কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ। হে মুনিসত্তম! ইহাঁদের অণুমাত্র প্রভেদ নাই।৪৮—৫৫। রাধিকা —দুর্গা, কৃষ্ণ,—রুদ্র; রাধিকা,—শচী, কৃষ্ণ, —ইন্দ্র; রাধিকা,—সাবিত্রী; কৃষ্ণ—ব্রহ্মা, রাধিকা,—ধূমোর্ণা, কৃষ্ণ,—যম। হে মুনি-বর! অধিক কি বলিব? তাঁহারাই,—সব; সেই রাধাকৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। এই জড়চিন্ময় সমস্ত জগৎ—সেই রাধাকৃষ্ণময়। হে নারদ! এই প্রকার সকল ঐশ্বর্য্যই তাঁহাদের জানিবে। আমি তাঁহাদের মহিমার বিষয় শতকোটি বর্ষেও বর্ণনা করিয়া উঠিতে সমর্থ নয়। ত্রৈলোক্য-মধ্যে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ; (কেন না পৃথিবী কর্ম্ম-ভূমি।) পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ, জম্বু-দ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, ভারতবর্ষের মধ্যে মথুরাপুরী শ্রেষ্ঠ, মাথুরাপুরীর মধ্যে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবনের মধ্যে আবার গোপীরাই শ্রেষ্ঠ, গোপীদিগের মধ্যে

সান্নিধ্যাধিক্যতস্তস্যা হ্যাধিক্যং স্যাদ্‌যথোত্তরম্
পৃথিবীপ্রভৃতীনান্ত নান্তৎকি ঞ্চিদিহোদিতম্‌ ॥৬১
সৈষা হি রাধিকা গোপী জনস্তস্যাঃ সখীগণঃ।
তস্যাঃ সখীসমূহশ্চ বল্লভৌ প্রাণনায়কৌ ॥ ৬২
রাধাকৃষ্ণৌ তয়োঃ পাদাঃ শরণং স্যাদিহাশ্রয়ম্
প্রপদ্যে গতবানস্মি জীবোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ ॥
সোঽহং যঃ শরণং প্রাপ্তো মম তস্য তদস্তি চ
সর্ব্বং তাভ্যাং তদর্থং হি তদ্ভোগ্যং ন হ্যহং মম
ইত্যসৌ কথিতো বিপ্র মন্ত্রস্যার্থঃ সমাসতঃ।
যুগলার্থস্তথা ন্যাসঃ প্রপত্তিঃ শরণাগতিঃ ॥ ৬৫
আত্মার্পণ মমে পঞ্চ পর্য্যায়াস্তে ময়োদিতাঃ।
অয়মেব চিন্তনীয়ো দিবানক্তমতন্দ্রিতৈঃ ॥৬৬

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য-
কথনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শিব উবাচ।

অথ দীক্ষাবিধিং বক্ষ্যে শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
শ্রবণাদেব মুচ্যন্তে বিনা তস্য বিধানতঃ ॥১
আ বিরিঞ্চাজ্জগৎ সর্ব্বং বিজ্ঞায় নশ্বরং বুধঃ।
আধ্যাত্মিকাদিত্রিবিধ-দুঃখমেবানুভূয় চ ॥ ২
অনিত্যত্বাচ্চ সর্ব্বেষাং সুখানাং মুনিসত্তম।
দুঃখপক্ষে বিনিক্ষিপ্য তানি তেভ্যো বিব-
র্জ্জিতৈঃ ॥ ৩
বিরজ্য সংসৃতেহানো সাধনানি বিচিন্তয়েৎ।
অনুত্তমেসুখস্যাপি সম্প্রাপ্তৌ ভৃশনির্বৃতঃ ॥ ৪
কার্য্যাণাং দুরন্তরত্বং হি বিজ্ঞায় চ মহামতঃ।
ভৃশমার্ত্তস্ততো বিপ্রঃ শ্রীগুরুং শরণং ব্রজেৎ ॥
শান্তো বিমৎসরঃ কৃষ্ণে ভক্তোঽনন্যপ্রয়োজনঃ

আবার রাধিকার সখীগণই শ্রেষ্ঠ; সখীগণ অপেক্ষা রাধিকা আরও শ্রেষ্ঠ। উত্তরোত্তর রাধিকার সহিত নৈকট্য যাহার অধিক তাহার ততই শ্রেষ্ঠতা। পৃথিবী প্রভৃতি শক্তিসম্বন্ধে এ স্থলে আর কিছু বলা হইল না। ৫৬—৬১। ইনিই সেই গোলোকের রাধিকা; তাঁহার সখীগণই ইহাঁর সখী এই গোপীগণ; রাধাকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভ এবং প্রাণনায়ক; তাঁহাদের শ্রীচরণ আমার রক্ষক (ইহা ন্যাস); সেই চরণকেই আমি আশ্রয় গ্রহণ করি (এইরূপ ভাবনাই প্রপত্তি); আমি অত্যন্ত দুঃখপীড়িত জীব, তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছি (এইরূপ স্থির করাই শরণাগতি); আমি শরণাপন্ন, আমার যা কিছু, সমস্তই তাঁহার—আমার নহে, এমন কি আমিও আমার নহি। তাঁহার বস্তু তিনিই ভোগ করুন, (ইহা আত্মার্পণ) হে বিপ্র! এই আমি তোমার নিকটে সংক্ষেপে মন্ত্রার্থ বলিলাম। যুগলভাবের অর্থ, ন্যাস, প্রপত্তি, শরণাগতি এবং আত্মসমর্পণ, ক্রমিক এই পাঁচটি ব্যাপার তোমার নিকটে বলিলাম। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবারাত্র ইহাই চিন্তা করিতে হইবে। ৬২—৬৬।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

শিব কহিলেন,—নারদ! অতঃপর তোমার নিকট দীক্ষাবিধি বলিব; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল এই দীক্ষাবিধি শ্রবণ করিলেই মানবগণ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। মুনিসত্তম! জ্ঞানবান্ সুবুদ্ধি মানব প্রথমতঃ আব্রহ্ম স্তম্ব-পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ নশ্বর জ্ঞান করিয়া আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ অনুভবের পর নিখিল সাংসারিক সুখ অনিত্যজ্ঞানে দুঃখ-মধ্যে গণ্য করিবে, পরে সাংসারিক সুখসমূহ বর্জ্জন করত বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার-মুক্তির উপায় চিন্তা করিবে। অনন্তর সর্ব্বোত্তম বৈরাগ্য-সুখ প্রাপ্ত হইয়া অতি সুস্থ হইলেও মুক্তিলাভ অতি দুরূহ বুঝিয়া অতিশয় আর্ত্ত হইয়া শ্রীগুরুর শরণাপন্ন

অনন্তসাধনঃ শ্রীমান্ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ ।
শ্রীকৃষ্ণরসতত্ত্বজ্ঞঃ কৃষ্ণমন্ত্রবিদাংবরঃ।
কৃষ্ণমন্ত্রাশ্রয়ো নিত্যং মন্ত্রভক্তঃ সদা শুচিঃ ॥ ৭
সদ্ধর্ম্মশাসকো নিত্যং সদাচারনিযোজকঃ।
সম্প্রদায়ী কৃপাপূর্ণো বিরাগী গুরুরুচ্যতে ॥ ৮
এবমাদিগুণঃ প্রায়ঃ শুশ্রূষুর্গুরুপাদয়োঃ।
গুরৌ নিতান্তভক্তশ্চ মুমুক্ষুঃ শিষ্য উচ্যতে ॥৯
যৎসাক্ষাৎসেবনং তস্য প্রেম্না ভগবতো ভবেৎ
স মোক্ষঃ প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বেদবেদাঙ্গ-
বেদিভিঃ ॥ ১০
আশ্রিত্য চ গুরোঃ পাদৌ নিজবৃত্তং নিবেদয়েৎ
স সন্দেহানপাকৃত্য বোধয়িত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ১১
স্বপাদপ্রণতং শান্তং শুশ্রূষুং নিজপাদয়োঃ।
অতিহৃষ্টমনাঃ শিষ্যং গুরুরধ্যাপয়েন্মনুম্ ॥১২

চন্দনেন মৃদা বাপি বিলিখেদ্বাহুমূলয়োঃ।
বামদক্ষিণয়োর্বিপ্র শঙ্খচক্রে যথাক্রমম্ ॥ ১৩
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ততঃ কুর্য্যাদ্ভালাদিষু বিধানতঃ।
ততো মন্ত্রদ্বয়ং তস্য দক্ষকর্ণে বিনির্দ্দিশেৎ ॥
মন্ত্রার্থঞ্চ বদেত্তস্মৈ যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
দাসশব্দযুতং নাম ধার্য্যং তস্য প্রযত্নতঃ ॥ ১৫
ততোঽতিভক্ত্যা সস্নেহং বৈষ্ণবং ভোজয়েদ্বুধঃ
শ্রীগুরুং পূজয়েচ্চাপি বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ ॥ ১৬
সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ তদর্দ্ধং বা মহামুনে।
স্বদেহমপি নিক্ষিপ্য গুরৌ স্থেয়মকিঞ্চনৈঃ ॥ ১৭
য এতৈঃ পঞ্চভির্ব্বিদ্বান্ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো
ভবেৎ।
দাস্যভাগী স কৃষ্ণস্য নান্যথা কল্পকোটিভিঃ ॥
অঙ্কনং চূর্দ্ধপুণ্ড্রশ্চ মন্ত্রো নামবিধারণম্।
পঞ্চমো যাগ ইত্যুক্তাঃ সংস্কারাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ
অঙ্কনং শঙ্খচক্রাদ্যৈঃ সচ্ছিদ্রঃ পুণ্ড্র উচ্যতে।

হইবে। যিনি শান্ত, মাৎসর্য্য-বিহীন, ও কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণোপাসনা ভিন্ন যাঁহার অন্য প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণের অনুগ্রহ ভিন্ন যাঁহার অন্য প্রয়োজন নাই অর্থাৎ কৃষ্ণের অনুগ্রহকেই যিনি সংসার-মুক্তির একমাত্র উপায় স্থির করিয়াছেন, যাঁহাতে ক্রোধ বা লোভের লেশমাত্র নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণরসতত্ত্বজ্ঞ এবং কৃষ্ণমন্ত্রজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য, যিনি কৃষ্ণমন্ত্র আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সেই মন্ত্রে ভক্তিমান্ হইয়া পবিত্রভাবে কালযাপন করেন, সদ্ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন, সর্ব্বদা সদাচারে নিযুক্ত থাকেন, যিনি এইরূপে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত দয়ালু ও সংসার-বিরাগী, তিনিই গুরুপদবাচ্য। প্রায় এইরূপ গুণসম্পন্ন গুরুর পদসেবী একান্ত গুরুভক্ত মুমুক্ষু ব্যক্তিকেই শিষ্য বলা হয়। বেদবেদাঙ্গবিৎ পণ্ডিতগণ ভক্তিপূর্ণচিত্তে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবাকে মোক্ষ বলিয়া থাকেন। মুমুক্ষু শিষ্য গুরুর পদানত হইয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিবে, সন্দেহসকল জিজ্ঞাসা করিবে। গুরু অতিশয় হৃষ্টচিত্তে, সেই পদানত প্রশান্ত পদসেবী শিষ্যের সমস্ত সন্দেহ দূর[illegible] পুনঃপুনঃ জ্ঞানোপদেশ দিয়া মন্ত্র শিক্ষা দিবেন। ১—১২। তৎকালে শিষ্য বাহুমূলে চন্দন বা মৃত্তিকালেপন, বাম ও দক্ষিণ হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ ও চক্র অঙ্কন এবং ললাটাদি অঙ্গে যথানিয়মে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিয়া অবস্থান করিবেন। তাহার পরে গুরু তাহার দক্ষিণ কর্ণে যুগলমন্ত্র (রাধাকৃষ্ণমন্ত্র) প্রদান করিয়া যথাযথ আনুপূর্ব্বিক মন্ত্রার্থ বলিয়া দিবেন এবং যত্নপূর্ব্বক শিষ্যের দাস-শব্দঘটিত নাম রাখিবেন। তাহার পরে সুবিজ্ঞ শিষ্য, বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অতি ভক্তিপূর্ব্বক গুরুপূজা করিয়া স্নেহসহকারে বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। হে মহামুনে! তাহার পরে গুরুকে যথাসর্ব্বস্ব বা তাহার অর্দ্ধভাগ দান করিয়া, এমন কি নিজের শরীর পর্য্যন্ত গুরুতে সমর্পণ করিয়া নিজে অকিঞ্চনভাবে অবস্থিতি করিবে। অঙ্কন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্ররচনা, মন্ত্রগ্রহণ, নামধারণ ও যাগ, প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই পঞ্চবিধ সংস্কার বলিয়াছেন। যে বিদ্বান্ এই পঞ্চবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণের দাসত্ব লাভ করিবেন, নতুবা কোটি

দাসশব্দযুতং নাম মন্ত্রো যুগলসংজ্ঞকঃ। ২০
গুরুবৈষ্ণবয়োঃ পূজা যাগ ইত্যভিধীয়তে।
এতে পরমসংস্কারা ময়া তে পরিকীর্ত্তিতাঃ। ২১
অথ তুভ্যং প্রপন্নানাং ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি নারদ
যানাস্থায় গমিষ্যন্তি হরিধাম নরাঃ কলৌ॥ ২০
ইত্থং গুরোর্লব্ধমন্ত্রো গুরুভক্তিপরায়ণঃ।
সেবমানো গুরুং নিত্যং তৎকৃপাং ভাবয়েৎ সুধীঃ। ২৩
সতাং ধর্ম্মাংস্ততঃ শিক্ষেৎপ্রপন্নানাং বিশেষতঃ
স্বেষ্টদেবধিয়া নিত্যং বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ
তাড়নং ভর্ৎসনং কামী ভোগ্যত্বেন যথা স্ত্রিয়ঃ
গৃহ্লাতি বৈষ্ণবানাঞ্চ তদ্বদ্গ্রাহ্যং তথা বুধৈঃ ২৫
ঐহিকামুষ্মিকী চিন্তা নৈব কার্য্যা কদাচন।
ঐহিকন্তু সদা ভাব্যং পূর্ব্বাচরিতকর্ম্মণা। ২৬
আমুষ্মিকং তথা কৃষ্ণঃ স্বয়মেব করিষ্যতি।
অতো হি তৎকৃতে ত্যাজ্যঃ প্রযত্নঃ সর্ব্বথা নরৈঃ। ২৭
সর্ব্বোপায়পরিত্যাগঃ কৃষ্ণায়াত্মতয়ার্চ্চনম্। ৩
সুচিরং প্রোষিতে কান্তে যথা পতিপরায়ণা। ২৮
প্রিয়ানুরাগিণী দীনা তস্য সঙ্গৈককাঙ্ক্ষিণী।
তদ্গুণান্ ভাবয়েন্নিত্যং গায়ত্যভিশৃণোতি চ
শ্রীকৃষ্ণগুণলীলাদেঃ স্মরণাদি তথাচরেৎ।
ন পুনঃ সাধনত্বেন কার্য্যং তত্তু কদাচন। ৩০
চিরং প্রোষ্যাগতং কান্তং প্রাপ্য কান্তা ধিয়া যথা।

কল্লেও কিছুই করিতে পারিবেন না। শঙ্খচক্রাদি আকৃতি লিখনকে অঙ্কন ও সচ্ছিদ্র (অভ্যন্তরে ফাঁকযুক্ত) তিলককে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বলে। দাসশব্দান্ত কৃষ্ণনামকে নাম, আরাধ্য দেবতামিথুনের যুগল নামকে মন্ত্র এবং গুরু ও বৈষ্ণবের পূজাকে যাগ বলে। আমি তোমার নিকটে এই পঞ্চবিধ পরম সংস্কার বলিলাম। নারদ! এক্ষণে তোমার নিকটে মন্ত্র-দীক্ষিত শিষ্যের আচরণীয় ধর্ম্মের কথা বলিব, কলিকালে নরগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অন্তিমে হরিধামে গমন করিবে। বুদ্ধিমান্ শিষ্য, গুরুর নিকট এইরূপ মন্ত্রদীক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে গুরুর সেবা করত 'গুরু আমার প্রতি অসীম কৃপাপ্রদর্শন করিবেন,' অনবরত এইরূপ চিন্তা করিবে এবং গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত সাধুর ধর্ম্ম শিক্ষা করত ইষ্টদেবতাজ্ঞানে সর্ব্বদা বৈষ্ণবদিগের প্রীতি-সাধনে তৎপর হইবে। কামুক যেমন কাম-পরতন্ত্র হইয়া কামিনীর তাড়ন, ও ভর্ৎসনা অবনত মস্তকে সহ্য করে, সেইরূপ বৈষ্ণব-দিগের তাড়না ও ভর্ৎসনা নত মস্তকে সহ্য করিবে,—কদাচ কাহারও প্রতি কটু উক্তি করিবে না। ঐহিকামুষ্মিক ভাবনা একেবারে পরিত্যাগ করিবে, পূর্ব্বাচরিত-কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করিয়া ঐহিক চিন্তা করিবে,—'পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি, সেইরূপই ফল ভোগ করিব', এইরূপ ধারণা করত সাংসারিক ভাবনা পরিহারপূর্ব্বক একান্তমনে ভগবানের উপাসনা করিবে। আমুষ্মিক ভাবনার প্রয়োজন নাই, 'ভগবান্ কৃষ্ণ নিজেই আমুষ্মিক শুভ প্রদান করিবেন' এই ভাবিয়া পারত্রিক ভাবনা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। ১৩—২৭। ঐহিক-আমুষ্মিক সুখসাধনের সর্ব্ববিধ উপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মার সহিত অভেদ জ্ঞানে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবে। পতি বহুকাল বিদেশগামী হইলে পতিপরায়ণা রমণী যেমন একমাত্র সেই পতির উপরে অনুরক্তা হইয়া একমাত্র স্বামীর সঙ্গ বাঞ্ছা করত দীনভাবে থাকিয়া সর্ব্বদা স্বামীর গুণ ভাবনা, স্বামীর গুণ গান ও স্বামীর গুণ শ্রবণ করিতে থাকে; সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত শিষ্য শ্রীকৃষ্ণা-সক্তচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লীলাদি স্মরণ, গান ও শ্রবণ করত কাল যাপন করিবে। 'ইহাই আমার ঐহিক-আমুষ্মিক সুখসাধনের উপায়' এইরূপ ধারণা করিয়া কখন তাহা করিবে না। চির প্রবাসের পর

চুম্বন্তী চালিঙ্গয়ন্তী চ নেত্রান্তেন পিবন্ত্যপি ॥৩১
ব্রহ্মানন্দে গতে বামুং সেবতে পরয়া মুদা।
শ্রীমদর্চ্চাবতারেণ তথা পরিচরেদ্ধরিম্ ॥ ৩২
অনন্যশরণো নিত্যং তথৈবানন্যসাধনঃ।
অনন্যসাধনার্থী চ স্যাদনন্যপ্রয়োজনঃ ॥ ৩৩
নান্যঞ্চ পূজয়েদ্দেবং ন নমেত্তং স্মরেন্ন চ।
ন চ পশ্যেন্ন গায়েচ্চ ন চ নিন্দেৎকদাচন ॥৩৪
নান্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ভুঞ্জীত নান্যশেষঞ্চ ধারয়েৎ।
অবৈষ্ণবানাং সম্ভাষাবন্দনাদি বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৫
ঈশবৈষ্ণবয়োর্নিন্দাং শৃণুয়ান্ন কদাচন।
কর্ণৌ পিধায় গন্তব্যং শক্তো দণ্ডং সমাচরেৎ
আশ্রিত্য চাতকীং বৃত্তিং দেহপাতাবধি দ্বিজ
দ্বয়মন্ত্রার্থং ভাবয়িত্বা শ্রেয়মিত্যেব মে মতিঃ ॥
সরঃসমুদ্রনদ্যাদীন্ বিহায় চাতকো যথা।
তৃষিতো ম্রিয়তে চাপি যাচতে বা পয়োধরম্
এবমেব প্রযত্নেন সাধনানি বিচিন্তয়েৎ।
স্বেষ্টদেবৌ সদা যাচ্যৌ গতিস্তৌ মে ভবেদিতি
স্বেষ্টদেবতদীয়ানাং গুরোরপি বিশেষতঃ।
আনুকূল্যে সদা স্থেয়ং প্রাতিকূল্যং বিবর্জ্জয়েৎ
সকৃৎ প্রপন্নো বক্ষ্যামি কল্যাণগুণতাং তয়োঃ
বিচিন্ত্য বিশ্বসেদেতৌ মামিমাবুদ্ধরিষ্যতঃ ॥৪১
সংসারসাগরান্নাথৌ পুত্রমিত্রগৃহাকুলাৎ।
গোপ্তারৌ মে যুবামেব প্রপন্নভয়ভঞ্জনৌ ॥৪২

আগত স্বামীকে পাইলে পতিব্রতা কামিনী যেমন একান্ত অনুরাগসহকারে তদ্গতচিত্তে তাহাকে চুম্বন, আলিঙ্গন এবং নয়নপ্রান্ত দ্বারা পান (সাদরভাবে দর্শন) করে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত শিষ্য, ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলে পরমানন্দে শ্রীহরির সেবা—কায়মনোবাক্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। একমাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হইবে, তখন তাহার অন্যকোন সাধনা বা প্রয়োজন থাকিবে না; অন্য কোন সাধনের প্রার্থনাও করিবে না, একান্ত মনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে পূজা করিবে না, প্রণাম করিবে না, স্মরণ করিবে না, দেখিবে না, বা তাহার গুণ গান করিবে না; তাই বলিয়া অন্য দেবতাকে কদাচ নিন্দাও করিবে না। অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করিবে না; যাহারা বৈষ্ণব নহে তাহাদিগকে প্রণাম করিবে না, এমন কি তাহাদিগের সহিত আলাপও করিবে না। শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা কখন শ্রবণ করিবে না; কেহ শ্রীকৃষ্ণ বা বৈষ্ণবের নিন্দা করিতেছে দেখিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে; শক্তি থাকিলে নিন্দাকারীকে দণ্ড দিবে। হে দ্বিজ! যাবজ্জীবন চাতকীবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কেবল যুগলমন্ত্রের অর্থভাবনায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে; ইহাই আমার মত। চাতক যেরূপ সরোবর, সমুদ্র ও নদী প্রভৃতি অনায়াসলভ্য জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মেঘসলিলের আশায় তৃষ্ণাতুর হইয়া কালযাপন করে; তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করে, তথাপি মেঘ ভিন্ন আর কাহারও নিকটে জল প্রার্থনা করে না, একমাত্র মেঘের নিকটেই প্রার্থনা জানায়; পূর্ব্বোক্ত শিষ্যও এইরূপে একাগ্রমনে একমাত্র কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া আমুষ্মিক সুখসাধনের উপায় ভাবনা করিবে। অভীষ্ট দেবদেবীর নিকটে "তাঁহারাই আমার একমাত্র উপায়" এইরূপে প্রার্থনা করিবে। ২৮—৩৯। ইষ্টদেবদেবী, তাঁহাদের আত্মীয়বর্গ এবং বিশিষ্টরূপে গুরুর সর্ব্বদা আনুগত্য করত কালযাপন করিবে; কদাপি তাঁহাদের প্রতিকূলতাচরণ করিবে না। "মদীয় ইষ্টদেব রাধাকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের কল্যাণময় গুণ প্রকাশ করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া "তাঁহারাই আমাকে উদ্ধার করিবেন" এই ভাবিয়া তাঁহাদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করত বলিতে থাকিবে,—নাথ! পুত্র-মিত্র-গৃহসঙ্কুল এই সংসারসাগর হইতে আপনারাই

যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ
তৎসর্ব্বং ভবতোরদ্য চরণেষু সমর্পিতম্ ॥৪৩
অহমস্ম্যপরাধানামালয়স্ত্যক্তসাধনঃ।
অগতিশ্চ ততো নাথৌ ভবন্তাবেব মে গতিঃ
তবাস্মি রাধিকাকান্ত কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্ম্মম ॥৪৫
শরণং বাং প্রপন্নোঽস্মি করুণানিকরাকরৌ।
প্রসাদং কুরুতং দাস্যং ময়ি দুষ্টেঽপরাধিনি ॥
ইত্যেবং জপতা নিত্যং স্থাতব্যং পদপঙ্কজম্
অচিরাদেব তদ্দাস্যমিচ্ছতা মুনিসত্তম ॥৪৭
বাহ্যধর্ম্মা ময়া হ্যেতে সঙ্ক্ষেপেণোপবর্ণিতাঃ।
আন্তরঃ পরমো ধর্ম্মঃ প্রপন্নানামথোচ্যতে ॥
কৃষ্ণপ্রিয়সখীভাবং সমাশ্রিত্য প্রযত্নতঃ।
তয়োঃ সেবাং প্রকুর্ব্বীত দিবানক্তমতন্দ্রিতঃ
উক্তো মন্ত্রস্তদঙ্গানি তথা তস্যাধিকারিণঃ।
তদ্ধর্ম্মাশ্চ তথা তেভ্যঃ ফলং মন্ত্রস্য নারদ ॥
অনুতিষ্ঠ ত্বমপ্যেতত্তয়োর্দাস্যমবাপ্স্যসি।
স্বাধিকারক্ষয়ে বিপ্র সন্দেহো নাত্র কশ্চন ॥
সকৃন্মাত্রপ্রপন্নায় তবাস্মীত্যভিযাচতে।
নিজদাস্যং হরির্দদ্যান্ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥
অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
শ্রুতং পূর্ব্বং ময়া কৃষ্ণাৎ সাক্ষাদ্ভগবতঃ কিল ॥
এষ তে কথিতো ধর্ম্মো হ্যান্তরো মুনিসত্তম।
গুহ্যাদ্গুহ্যতমো হ্যেষ গোপনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥৫৪
মন্ত্ররত্নমহং পূর্ব্বং জপন্ কৈলাসমূর্দ্ধনি।
ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবমবসং গহনে বনে ॥ ৫৫
ততস্তু ভগবাংস্তুষ্টঃ প্রাদুরাসীন্মমাগ্রতঃ।
ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মযাপ্যুন্মীল্য লোচনে ॥

আমাকে রক্ষা করিতেছেন,—আপনারা শরণাগত জনের ভীতি ভঞ্জন করিয়া থাকেন। এই আমি, অর্থাৎ আমার দেহ এবং ইহলোকে ও পরলোকে আমার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমি অদ্য আপনাদের পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। ৪০—৪৩। আমি অপরাধসমূহের আধার, আমার অপরাধের ইয়ত্তা নাই, আমার আর কোন উপায় নাই, আমি গতিহীন, হে নাথ! আপনারাই আমার গতি। আমি আপনাদের শরণাপন্ন হইতেছি, আপনারা নিখিল দয়ার আকর, দয়া করিয়া আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমি দুষ্ট অপরাধী, তথাপি দয়া করিয়া আমাকে আপনাদের দাসত্ব প্রদান করুন। ৪৪—৪৬। হে মুনিসত্তম! অবিলম্বে রাধাকৃষ্ণের দাসত্বলাভের ইচ্ছা করত শিষ্যকে এইরূপে নিয়ত তাঁহাদের পদপঙ্কজ জপ করিতে হইবে। বাহ্য ধর্ম্মসকল তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে রাধাকৃষ্ণের শরণাপন্ন শিষ্যের পরম আন্তর ধর্ম্ম কি, তাহা বলিতেছি। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সখীভাব অবলম্বন করিয়া দিবারাত্রি আলস্যশূন্য হইয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করিতে হয়, ইহাই আন্তর ধর্ম্ম। নারদ! তোমার নিকটে যুগলমন্ত্র, মন্ত্রের অঙ্গ, মন্ত্র গ্রহণের অধিকারী, মন্ত্রদীক্ষিতের ধর্ম্ম এবং মন্ত্রদীক্ষার ফল সমস্তই কহিলাম। হে বিপ্র! তুমিও এইরূপ ধর্ম্ম আচরণ কর, তাহা হইলে নিজ কর্ম্মক্ষয়ের পর তাঁহাদের দাসত্ব প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃত ভক্তিসহকারে একমাত্র শরণাপন্ন হইয়া "প্রভো! আমি তোমারই" এইরূপ প্রার্থনা করিলেই ভগবান্ শ্রীহরি তাহাকে দাসত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই ৪৭—৫২। এই বিষয়ে অতি অদ্ভুত এক গুহ্য বৃত্তান্ত তোমার নিকটে বলিতেছি; ইহা আমি সক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম। হে মুনিসত্তম! তোমার নিকটে যত্নপূর্ব্বক গোপনীয় অতিগুহ্যতম আন্তর ধর্ম্ম বলিয়াছি। আমি পূর্ব্বে কৈলাসশিখরে এক গহনকাননে এই মন্ত্ররত্ন জপ ও দেব নারায়ণের ধ্যান করত তদ্গতচিত্তে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। কিয়দ্দিবস পরে ভগবান্ শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দর্শন প্রদান করিয়া "বরপ্রার্থনা কর" এই কথা

দৃষ্টো দেবঃ প্রিয়াসার্দ্ধং সংস্থিতো গরুড়োপরি
প্রণিপত্য মুহুশ্চৈবমবদঞ্চ শ্রিয়ঃ পতিম্ ॥ ৫৭
যদ্রূপং তে কৃপাসিন্ধো পরমানন্দদায়কম্।
সর্ব্বানন্দাশ্রয়ং নিত্যং মূর্ত্তিমৎসর্ব্বতোঽধিকম্।
নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং তদ্ব্রহ্মেতি বিদুর্বুধাঃ
তদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং পরমেশ্বর। ৫৯
ততো মামাহ ভগবান্ প্রপন্নং কমলাপতিঃ।
তদদ্য দ্রক্ষ্যসে রূপং যত্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্
যমুনাপশ্চিমে কূলে গচ্ছ বৃন্দাবনং মম।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবঃ প্রিয়াসার্দ্ধং জগৎপতিঃ।
অহমপ্যাগতস্তর্হি যমুনায়াস্তটং শুভম্।
তত্র কৃষ্ণমপশ্যঞ্চ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরম্। ৬২
গোপবেষধরং কান্তং কিশোরবয়সান্বিতম্।
প্রিয়াস্কন্ধে সুবিন্যস্ত-বামহস্তমনোহরম্ ॥ ৬৩

হসন্তং তাং হাসয়ন্তং মধ্যে গোপীকদম্বকে।
স্নিগ্ধমেঘসমাভাসং কল্যাণগুণমন্দিরম্। ৬৪
প্রহস্য চ ততঃ কৃষ্ণো মামাহামৃতভাষণঃ।
অহং তে দর্শনং যাতো জ্ঞাত্বা রুদ্র তবেপ্সিতম্
যদদ্য মে ত্বয়া দৃষ্টমিদং রূপমলৌকিকম্।
ঘনীভূতামলপ্রেম-সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্। ৬৬
নীরূপং নির্গুণং ব্যাপি ক্রিয়াহীনং পরাৎপরম্
বদন্ত্যুপনিষৎসঙ্ঘা ইদমেব মমানঘ। ৬৭
প্রকৃত্যুত্থগুণাভাবাদনন্তত্বাত্তথেশ্বরম্।
অসিদ্ধত্বান্মদ্গুণানাং নির্গুণং মাং বদন্তি হি।
অদৃশ্যত্বান্মমৈতস্য রূপস্য চর্ম্মচক্ষুষা।
অরূপং মাং বদন্ত্যেতে বেদাঃ সর্ব্বে মহেশ্বর।
ব্যাপকত্বাচ্চিদংশেন ব্রহ্মেতি চ বিদুর্বুধাঃ।
অকর্তৃত্বাৎ প্রপঞ্চস্য নিষ্ক্রিয়ং মাং বদন্তি হি।
মায়াগুণৈর্যতো মেঽংশাঃ কুর্ব্বন্তি সর্জ্জনাদিকম্

বলিলে আমি নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখিলাম,—দেব নারায়ণ প্রিয়াসমভিব্যাহারে গরুড়োপরি অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর আমি সেই শ্রীপতিকে বারম্বার প্রণাম করিয়া বলিলাম,—কৃপাসিন্ধো! আপনার সর্ব্বানন্দদায়ী সর্ব্ববিধ আনন্দের আধার নিত্য মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে রূপ, বেদান্তবিৎ পণ্ডিতগণ যাহাকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় শান্ত ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, হে পরমেশ্বর! আমি তাহা এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করি। এই বলিয়া আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলে ভগবান্ কমলাপতি আমাকে বলিলেন,—তুমি যমুনার পশ্চিম তীরে আমার বৃন্দাবনে গমন কর, তথায় গমন করিলে তুমি আমার যে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছ,—তাহা অদ্যই দেখিতে পাইবে। এই বলিয়া দেব জগৎপতি প্রিয়ার সহিত অন্তর্হিত হইলেন। ৫৩—৬১। আমিও তৎক্ষণেই সেই মনোহর যমুনাতীরে গমন করিয়া দেখিলাম,—নিখিলসুরেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ কিশোরবয়স্ক মনোহর গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক প্রিয়ার স্কন্ধে মনোহর বামবাহু ন্যস্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি স্বয়ং হাসিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে গোপীদিগকে হাসাইতেছেন, তাঁহার শরীরকান্তি সজল জলদের ন্যায় স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, তিনি নিখিল কল্যাণের আধার। অনন্তর কৃষ্ণ অমৃতোপম মধুর বচনে আমাকে বলিলেন,—তুমি অদ্য আমার যে অলৌকিক রূপ দেখিলে, হে অনন্ত! উপনিষৎসমূহে ঘনীভূত নির্ম্মল প্রেমময় সচ্চিদানন্দরূপী মদীয় এই রূপই নিরাকার নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরাৎপর ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আমাতে প্রকৃতিসম্ভূত গুণ না থাকায়, এবং আমার গুণসমূহ সিদ্ধ নহে বলিয়া সকলে আমাকে নির্গুণ বলিয়া থাকে, আমার অন্ত না থাকায় আমি লোক কর্ত্তৃক ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হই। হে মহেশ্বর! আমার এই রূপ চর্ম্মচক্ষু দ্বারা কেহ দেখিতে পায় না বলিয়া বেদ সকল আমাকে অরূপ অর্থাৎ নিরাকার বলিয়া থাকে। চৈতন্যাংশে আমি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া পণ্ডিতগণ আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। আমি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের কর্ত্তা নহি বলিয়া

ন করোমি স্বয়ং কিঞ্চিৎসৃষ্ট্যাদিকমহং শিব ॥
অহমাসাং মহাদেব গোপীনাং প্রেমবিহ্বলঃ।
ক্রিয়ান্তরং ন জনামি নাত্মানমপি নারদ ॥ ৭২
বিহরাম্যনয়া নিত্যমস্যাঃ প্রেমবশীকৃতঃ।
ইমাস্তু মৎপ্রিয়াং বিদ্ধি রাধিকাং পরদেবতাম্
অস্যাশ্চ পরিতঃ পশ্চাৎ সখ্যঃ শতসহস্রশঃ।
নিত্যাঃ সর্ব্বা ইমা রুদ্র যথাহং নিত্যবিগ্রহঃ ॥
সখায়ঃ পিতরো গোপা গাবো বৃন্দাবনং মম।
সর্ব্বমেতন্নিত্যমেব চিদানন্দরসাত্মকম্ ॥ ৭৫
ইদমানন্দকন্দাখ্যং বিদ্ধি বৃন্দাবনং মম।
যস্মিন্ প্রবেশমাত্রেণ ন পুনঃ সংস্থতিং বিশেৎ
মদ্বনং প্রাপ্য যো মূঢ়ঃ পুনরন্যত্র গচ্ছতি।
স আত্মহা মহাদেব সত্যং সত্যং মমোদিতম্
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য নৈব গচ্ছাম্যহং ক্বচিৎ
নিবসাম্যনয়া সার্দ্ধমহমত্রৈব সর্ব্বদা ॥ ৭৮
ইত্যেবং সর্ব্বমাখ্যাতং যন্তে রুদ্র হৃদি স্থিতম্
কথয়স্ব মমেদানীং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭৯
ততস্তমব্রবং দেবমহঞ্চ মুনিসত্তম।
ঈদৃশস্থং কথং লভ্যস্তমুপায়ং বদস্ব মে ॥ ৮০
ততো মামাহ ভগবান্ সাধু রুদ্র তবোদিতম্।
অতিগুহ্যতমং হ্যেতদ্গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥৮১
সকৃদাবাং প্রপন্নো যস্ত্যক্তোপায় উপাসতে।
গোপীভাবেন দেবেশ স মামেতি ন চেতরঃ
সকৃদাবাং প্রপন্নো বা মৎপ্রিয়ামেকিকাং স্মৃত
সেবতেঽনন্যভাবেন স মামেতি ন সংশয়ঃ ॥৮৩

বুধগণ আমাকে নিষ্ক্রিয় বলেন। হে শিব! বাস্তবিকই এই বিশ্ব-সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য আমি আমি স্বয়ং করি না, আমার অংশেরাই মায়াগুণ দ্বারা সৃষ্টিপ্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। হে নারদ! এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আবার বলিতে লাগিলেন,—হে মহাদেব আমি সর্ব্বদাই এই গোপীদিগের প্রেমে বিহ্বল হইয়া রহিয়াছি, অন্য কোন কার্য্য করি না, ও জানি না; এমন কি আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছি। ইনি আমার প্রিয়া, ইঁহার নাম রাধিকা, ইঁহাকে পরম দেবতা বলিয়া জানিবে; আমি ইঁহার বশীভূত হইয়া সর্ব্বদাই ইঁহার সহিত বিহার করিতেছি। ইঁহার চতুঃপার্শ্বে ও পশ্চাদ্ভাগে শতসহস্র সখী অবস্থান করিতেছে। আমার শরীর যেরূপ নিত্য চিরস্থায়ী, ইঁহারা সকলেই তদ্রূপ নিত্য চিরজীবিনী। এখানে আমার পিতা মাতা, সখা, গোপগণ, গাভীগণ ও বৃন্দাবন এ সমস্তই নিত্য চিরস্থায়ী এবং চিদানন্দরসময়। এই বৃন্দাবন আমার আনন্দকন্দ বলিয়া জানিবে। এই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেই আর সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না। মহাদেব! আমার এই বৃন্দাবনে আসিয়া যে মূঢ় আবার অন্যতীর্থে গমন করে, সে আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়; ইহা আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি। আমি এই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করি না, আমি এই রাধিকার সহিত সর্ব্বদাই এই বৃন্দাবনে বাস করি।৬২—৭৮। রুদ্র! এই আমি তোমার নিকটে তোমার মনোগত কথা সমস্তই বলিলাম,—এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা আছে বল। হে মুনিসত্তম! তাহার পরে আমি আবার তাঁহাকে বলিলাম, দেব! এবংবিধ আপনাকে কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা অর্থাৎ আপনার এই যুগলমূর্ত্তিরূপ সাক্ষাৎ করিবার উপায় বলুন। তাহার পর ভগবান্ আমাকে বলিলেন,—রুদ্র! তুমি উত্তম কথা বলিয়াছ। তোমার কথিত বিষয় অতিগুহ্যতম, ইহা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিতে হয়। যে ব্যক্তি আমাদিগকে (আমাদিগের এই যুগলরূপ) একবার পাইয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, সে অন্য উপায় পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর আমাদের উপাসনা করে। হে দেবেশ! সে গোপীভাবে আমাকে ভজনা করে, অপর কেহ সেরূপ ভজনা করিতে পারে না। বৎস! যে ব্যক্তি আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র আমার প্রিয়াকে অনন্য

যো মামেব প্রপন্নশ্চ মৎপ্রিয়াং ন মহেশ্বর।
ন কদাপি স চাপ্নোতি মামেবং তে ময়োদিতম্
সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি বদেদপি।
সাধনেন বিনাপ্যেব মামাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥৮৫
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মৎপ্রিয়াং শরণং ব্রজেৎ।
আশ্রিত্য মৎপ্রিয়াং রুদ্র মাং বশীকর্ত্তুমর্হসি।
ইদং রহস্যং পরমং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্।
ত্বয়াপ্যেতন্মহাদেব গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥৮৭
ত্বমপ্যেতাং সমাশ্রিত্য রাধিকাং মম বল্লভাম্।
জপন্ মে যুগলং মন্ত্রং সদা তিষ্ঠ মদালয়ে॥৮৮

শিব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দক্ষিণে কর্ণে মম কৃষ্ণো দয়ানিধিঃ।
উপদিশ্য স্বয়ং হ্যেতৎ সংস্কারাংশ্চ বিধায় হি॥
সগণোঽন্তর্দ্দধে বিপ্র তত্রৈব মম পশ্যতঃ।
অহমপ্যত্র তিষ্ঠামি তদারভ্য নিরন্তরম্॥৯০

সর্ব্বমেতন্ময়া তুভ্যং সাঙ্গমেব প্রকীর্ত্তিতম্।
অধুনা বদ বিপ্রেন্দ্র কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৃন্দাবনমাহাত্ম্যে একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫১॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বমাখ্যাতং যদ্যৎপৃষ্টং ময়া গুরো।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি ভবমার্গমনুত্তমম্॥১

সদাশিব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বিপ্র সর্ব্বলোকহিতৈষিণা।
রহস্যমপি বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥২
দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ॥৩

মনে সেবা করে, সে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হয়। মহেশ্বর! যে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমার প্রিয়াকে প্রাপ্ত হয় নাই, সে আমাকেও প্রকৃত প্রাপ্ত হয় নাই; ইহা আমি তোমার নিকটে সত্য বলিতেছি। যে ব্যক্তি একবার আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া "আমি আপনার" এইকথা একাগ্রচিত্তে বলে, সে বিনা সাধনেই আমাকে প্রাপ্ত হয়; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আমার প্রিয়ার শরণাপন্ন হইবে। হে রুদ্র! যদি আমাকে বশীভূত করিতে চাও তাহা হইলে আমার প্রিয়ার শরণাপন্ন হও। মহাদেব! এই আমি তোমার নিকটে অতি গোপনীয় কথা বলিলাম,—ইহা তুমি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে। তুমি আমার প্রিয়া রাধিকার শরণাপন্ন হইয়া মদ্দত্ত এই যুগলমন্ত্র সর্ব্বদা জপ করত আমার এই আলয়ে অবস্থিতি কর। শিব বলিলেন,—বিপ্র! দয়ানিধি কৃষ্ণ এই বলিয়া আমার দক্ষিণ কর্ণে যুগলমন্ত্র উপদেশপূর্ব্বক আমাকে পূর্ব্বকথিত সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া দেখিতে দেখিতে আমার নিকট হইতে সপরিবারে অন্তর্হিত হইলেন; আমিও তদবধি সর্ব্বদা এই স্থানে বাস করিতেছি। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি তোমার নিকট সমস্তই আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল। ৭৯—৯১।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৫১॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্ গুরুদেব! আমি আপনাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমস্তই আপনি বলিয়াছেন; এক্ষণে উত্তম সংসারপথ অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিবার প্রণালী শুনিতে ইচ্ছা করি। সদাশিব কহিলেন,—বিপ্র! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, তুমি যথার্থই নিখিল লোকের হিতৈষী; তোমার নিকটে সে গোপনীয় কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনিবর! শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতা, মাতা ও প্রেয়সীগণ ইহারা সকলেই

যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্ ॥ ৫
পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্ ॥ ৬
আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্ ॥
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্ ।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্ ॥ ৮
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্ ।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্ ॥
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্ ।
তৎসেবনসুখাহ্লাদ-ভাবেনাতিসুনির্বৃতাম্ ॥
ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ
ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎস্যাত্তু মহানিশা ॥ ১১

নারদ উবাচ ।

হরের্দৈনন্দিনীং লীলাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ
লীলামজানতা সেব্যো মনসা তু কথং হরিঃ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

নাহং জানামি তাং লীলাং হরের্নারদ তত্ত্বতঃ
বৃন্দাদেবীমিতো গচ্ছ সা তে লীলাং প্রবক্ষ্যতি
অবিদূর ইতঃ স্থানাৎ কেশিতীর্থসমীপতঃ ।
সখীসঙ্ঘবৃতা সাস্তে গোবিন্দপরিচারিকা ॥১৪

নিত্য অর্থাৎ চিরজীবী; ইহারাও কৃষ্ণের ন্যায় গুণশালী। শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ্য লীলায় (আদিলীলায়) পুরাণে যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন; বৃন্দাবনে নিত্য লীলাতেও ঠিক সেইরূপভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও অদ্যাপি বৃন্দাবনে সেইরূপভাবেই গোষ্ঠ বা বনে গমনাগমন করিতেছেন; এবং বয়স্যগণের সহিত গোচারণ করিতেছেন; কেবল অসুর বধ করেন না, এই মাত্র বিশেষ। তাঁহার প্রীতিপাত্রী—তাঁহার প্রতি ভক্তিমতী রমণীগণ পরকীয়া রমণীর ন্যায় ভয়ে ভয়ে গোপনে আপন আপন স্বামিসহবাস করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতে হইলে আপনাকে কৃষ্ণসেবিনী রমণীদিগের মধ্যবর্ত্তিনী রূপযৌবনশালিনী মনোরমা কিশোরী রমণীরূপে চিন্তা করিতে হইবে। ভাবনাদ্বারা আপনাকে বিবিধ-শিল্পবিদ্যানিপুণা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহবাসের উপযোগিনী রমণী করিয়া তুলিতে হইবে। আরও মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে, আমি রাধিকার পরিচারিকা, কৃষ্ণ আমাকে সম্ভোগার্থ আহ্বান করিতেছেন, তথাপি আমি তাঁহার নিকটে গমন করিতেছি না' এইরূপ চিন্তা করিয়া সখীভাবে সর্ব্বদা রাধিকার সেবা করিবে, কৃষ্ণাপেক্ষা রাধিকার উপরে সমধিক ভক্তি করিবে। প্রতিদিন যত্ন করিয়া ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের মিলন-সাধনে যত্নবান্ হইবে এবং তঁাহাদের যুগলমূর্ত্তির সেবন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবে। ১—১০। আপনাকে এইরূপ রাধিকার সহচরীরূপে ভাবনা করিয়া, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশা পর্য্যন্ত ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবে। নারদ কহিলেন,—দেব! আমি কৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা যথাযথরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহার সে লীলা না জানিয়াই বা কিরূপে মনে মনে শ্রীহরির সেবা করি। সদাশিব কহিলেন,—নারদ! আমি শ্রীহরির সে নিত্যলীলার বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত নহি, তুমি এস্থান হইতে বৃন্দাদেবীর নিকটে গমন কর! তিনি তোমার নিকট সে লীলার বিষয়ে বর্ণন করিবেন। সেই গোবিন্দপরিচারিকা বৃন্দাদেবী এই স্থান হইতে অতি নিকটেই কেশিতীর্থের সমীপে সখীগণেপরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সূত কহিলেন, —সদাশিব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হইয়া মুনিসত্তম নারদ হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বারংবার প্রণাম করিয়া বৃন্দার আশ্রমে গমন করিলেন। বৃন্দাও নারদকে

সূত উবাচ।
ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য হৃষ্টো নত্বা পুনঃপুনঃ।
বৃন্দাশ্রমং জগামাথ নারদো মুনিসত্তমঃ॥ ১৫
বৃন্দাপি নারদং দৃষ্ট্বা প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
উবাচ চ মুনিশ্রেষ্ঠ কথমত্রাগতিস্তব॥ ১৬
নারদ উবাচ।
ত্বত্তো বেদিতুমিচ্ছামি নৈত্যকং চরিতং হরেঃ
তদাদিত্তো মম ব্রূহি যদি যোগ্যোঽস্মি শোভনে
বৃন্দোবাচ।
রহস্যমপি বক্ষ্যামি কৃষ্ণভক্তোঽসি নারদ।
ন প্রকাশ্যং ত্বয়া হ্যেতদ্‌গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ॥
মধ্যবৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিতে।
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে তু দিব্যরত্নময়ে গৃহে॥ ১৯
নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ।
মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎপক্ষিভির্বোধিতাবপি
গাঢ়ালিঙ্গনজানন্দমাপ্তৌ তদ্‌ভঙ্গকাতরৌ।
নো মনঃ কুরুতস্তল্পাৎ সমুত্থাতুং মনাগপি॥
ততশ্চ সারিকাসঙ্ঘৈঃ শুকাদ্যৈরপি তৌ মুহুঃ
বোধিতৌ বিবিধৈর্বাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাম্
উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্ট্বা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতৌ।
প্রবিশ্য সেবাং কুর্বন্তি তৎকালে হ্যুচিতাং তয়োঃ॥ ২১
পুনশ্চ সারিকাবাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাম্।
গচ্ছতঃ স্বস্বভবনং ভীত্যুৎকণ্ঠাকুলৌ ততঃ॥
প্রাতশ্চ বোধিতো মাত্রা তল্পাদুত্থায় সত্বরঃ।
কৃত্বা কৃষ্ণো দন্তকাষ্ঠং বলদেবসমন্বিতঃ॥ ২৫
মাত্রানুমোদিতো যাতি গোশালাং সখিভির্বৃতঃ
রাধাপি বোধিতা বিপ্র বয়স্যাভিঃ স্বতল্পতঃ॥
উত্থায় দন্তকাষ্ঠাদি কৃত্বাভ্যঙ্গং সমাচরেৎ।

দেখিয়া পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—মুনিবর! আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? শুনিতে ইচ্ছা করি। নারদ বলিলেন,—আমি আপনার নিকট শ্রীহরির নিত্যলীলা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে শোভনে! আমি যদি তাহা শুনিতে অধিকারী হই, তাহা হইলে তাঁহার সেই লীলা আপনি আমার নিকটে আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন। বৃন্দা বলিলেন—নারদ! আপনি কৃষ্ণভক্ত; সুতরাং কৃষ্ণের সেই লীলা গোপনীয় হইলেও আপনার নিকটে বলিব। আপনি অতি গোপনীয় এই লীলার বিষয় কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবেন না। রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনের মধ্যস্থলে চতুঃপার্শ্বে পঞ্চাশৎটী কুঞ্জদ্বারা সুশোভিত রমণীয় এক কল্পবৃক্ষের নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে দিব্যরত্নময় গৃহে পরস্পর গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করত' শয্যায় নিদ্রিত থাকেন। তাঁহারা গাঢ় আলিঙ্গনসুখে এমনই বিভোর হইয়া থাকেন যে, তাঁহাদের পর্য্যাপ্ত নিদ্রার পরে আমার আজ্ঞাকারী শুকসারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ সুমধুর রবে তাঁহাদিগকে জাগরিত করিলেও তাঁহারা আলিঙ্গনসুখের ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা করেন না। পরে শুক-সারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ বিবিধবাক্যে পুনঃ-পুনঃ তাঁহাদিগকে জাগরিত করিলে তাঁহারা শয্যা যইতে গাত্রোত্থান করেন। শয্যা হইতে গাত্রেত্থান করিয়া শয্যোপরি সুখে উপবিষ্ট হইয়াছেন দেখিলে, সখীগণ তথায় গিয়া তাঁহাদের তাৎকালিক সমুচিত সেবা করিয়া থাকে। তাহার পর তাঁহারা পুনর্ব্বার সুমধুর সরিকারব শুনিতে শুনিতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া ভয়ে ও উৎকণ্ঠায়* আকুল হইয়া স্বভবনে গমন করেন। ১১—২৪। পর দিন প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ, মাতা কর্ত্তৃক জাগরিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সত্বর দন্তধাবন করিয়া মাতার অনুমতি অনুসারে বলরামসমভিব্যাহারে বয়স্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গোশালায় গমন করেন। হে বিপ্র! এ দিকে রাধিকাও পর দিন প্রাতঃকালে সখীগণ

*বাহ্য দৃষ্টিতে কুকর্ম্ম করিতেছেন বলিয়া ভয়; বিবাহ নিবন্ধন উৎকণ্ঠা।

স্নানবেদিং ততো গত্বা স্নাপিতা সা নিজালিভিঃ।
ভূষাগৃহং ব্রজেত্তত্র বয়স্যা ভূষয়ন্ত্যপি।
ভূষণৈর্ব্বিবিধৈর্দ্দিব্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥২৮
ততঃ সখীজনৈস্তস্যাঃ শ্বশ্রূং সম্প্রার্থ্য যত্নতঃ।
পক্তুমাহূয়তে স্বন্নং সসখী সা যশোদয়া ॥২৯

নারদ উবাচ।

কথমাহূয়তে দেবী পাকার্থং তু যশোদয়া।
সতীষু পাককর্ত্রীষু রোহিণীপ্রমুখাস্বপি ॥৩০

বৃন্দোবাচ।

পূর্ব্বং দুর্ব্বাসসা দত্তো বরস্তস্যৈ মহামুনে।
ইতি কাত্যায়নীবক্ত্রাচ্ছ্রুতমাসীন্ময়া পুরা ॥৩১
ত্বয়া যৎ পচ্যতে দেবি তদন্নং মদনুগ্রহাৎ।
মিষ্টং স্বাদমৃতস্পর্দ্ধি ভোক্তুরায়ুষ্করং তথা ॥
ইত্যাহ্বয়তি তাং নিত্যং যশোদা পুত্রবৎসলা
আয়ুষ্মান মে ভবেৎপুত্রঃ স্বাদুলোভাত্তথা সতী
শ্বশ্র্বানুমোদিতা সাপি হৃষ্টা নন্দালয়ং ব্রজেৎ।
সসখীপ্রকরা তত্র গত্বা পাকং করোতি চ ॥৩৪
কৃষ্ণোঽপি দুগ্ধা গাঃ কাশ্চিদ্দোহয়িত্বা জনৈঃ পরাঃ।
আগচ্ছতি পিতুর্ব্বাক্যাৎ স্বগৃহং সখিভির্বৃতঃ।
অভ্যাঙ্গোর্ম্মর্দ্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংস্নাপিতো মুদা
ধৌতবস্ত্রধরঃ স্রগ্বী চন্দনাক্তকলেবরঃ। ৩৬
দ্বিধাবদ্ধচিকুরৈর্গ্রীবাভালোপরি স্ফুরন্।
চন্দ্রাকারস্ফুরদ্ভাল-তিলকালকরঞ্জিতঃ। ৩৭
কঙ্কণাঙ্গদকেয়ূর-রত্নমুদ্রালসৎকরঃ।
মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষা মকরাকৃতিকুণ্ডলঃ। ৩৮

জাগরিত করাইলে দন্তধাবন করিয়া গাত্রে তৈলমর্দ্দন করেন। তাহার পরে সখীগণ তাঁহাকে স্নানবেদিতে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া দিলে তিনি অলঙ্কারভবনে গমন করেন। তথায় সখীগণ বিবিধ অলঙ্কার, মাল্য ও গন্ধদ্রব্য লেপন দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করে। তাহার পরে যশোদা সখীগণদ্বারা রাধিকার শ্বশ্রূর নিকটে সবিশেষ আগ্রহসহকারে প্রার্থনা করিয়া উত্তম অন্ন পাক করিবার জন্য সখীগণসহ রাধিকাকে আহ্বান করেন। —২৯। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—রোহিণী প্রভৃতি পাচিকা বর্ত্তমান থাকিতে যশোদা রাধিকাদেবীকে পাক করিতে আহ্বান করেন কেন? বৃন্দা বলিতে লাগিলেন,—মুনিবর! আমি পূর্ব্বে ভগবতী কাত্যায়নীর মুখে শুনিয়াছিলাম,—দুর্ব্বাসামুনি রাধাকে এই বর দিয়াছেন যে, দেবি! আমার অনুগ্রহবলে তুমি যে অন্ন পাক করিবে, তাহা অমৃতাপেক্ষা অতি সুস্বাদু এবং ভোক্তার আয়ুর্ব্বর্দ্ধক হইবে। পুত্রবৎসলা যশোদা এই কারণে পুত্র দীর্ঘজীবী হইবে এবং পুত্র সুমধুর অন্ন ভোজনে লোলুপ, এই মনে করিয়া প্রতিদিন রাধিকাকে অন্ন পাক করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া থাকেন। পতিব্রতা রাধাও শ্বশ্রূর অনুমতি লইয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে নন্দালয়ে গমন করিয়া পাক করেন। তৎপরে কৃষ্ণ পিতার আদেশে গোষ্ঠ হইতে লোক দ্বারা কত গুলি দুগ্ধবতী গবী দোহন করাইয়া বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া গৃহে আগমন করেন। তিনি গৃহে আসিলে ভৃত্যগণ আনন্দসহকারে তৈল মাখাইয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়া দেয়, স্নান করিয়া তিনি ধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গাত্রে চন্দন লেপন ও মাল্য ধারণ করেন, এবং লম্বমান কেশকলাপ মধ্যভাগে সীমন্তাকারে বিভক্ত করিয়া দুই পার্শ্বে লম্বিত করিয়া দেন; তখন তাঁহার সেই দ্বিধাবিভক্ত (কঙ্কতিকাপরিষ্কৃত তৈলচিক্কণ) কেশকলাপ গ্রীবা ও ললাটের উপরে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করে। ভৃত্যগণ তাঁহার কপালে চন্দ্রাকৃতি অপূর্ব্ব অলকা তিলক-রচনা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহাতে তিনি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেন। ৩৬—৩৭। তিনি করে সুন্দর কঙ্কণ, রত্নকেয়ূর, বক্ষঃস্থলে মুক্তাহার, এবং কর্ণযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডল পরিধান করেন।

মুহুর্মাকারিতো মাত্রা প্রবিশেদ্ভোজনালয়ম্ ।
অবলম্ব্য করং সখ্যুর্বলদেবমনুব্রতঃ ॥ ৩৯
ভুঙ্‌ক্তেহথ বিবিধান্নানি ভ্রাতা চ সখিভির্বৃতঃ
হাসয়ন্ বিবিধৈর্হাস্যৈঃ সখীংস্তৈর্হসতি স্বয়ম্ ।
ইত্থং ভুক্ত্বা তথাচম্য দিব্যখট্টোপরি ক্ষণম্ ।
বিশ্রম্য সেবকৈর্দ্দত্তং তাম্বুলং বিভজন্মদন ॥
গোপবেষধরঃ কৃষ্ণো ধেনুবৃন্দপুরঃসরঃ ।
ব্রজবাসিজনৈঃ প্রীত্যা সর্ব্বৈরনুগতঃ পথি ॥৪২
পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রান্তেনাপি তং গণম্
যথাযোগ্যং তথা চান্যান্ বিনিবর্ত্ত্য বনং ব্রজেৎ ॥ ৪৩
বনং প্রবিশ্য সখিভিঃ ক্রীড়য়িত্বা ক্ষণং ততঃ ।
বিহারৈর্ব্বিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা ॥৪৪
বঞ্চয়িত্বা তু তান্ সর্ব্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয়সখৈর্বৃতঃ
সঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষাৎ প্রিয়াসন্দর্শনোৎসুকঃ ।
সাপি কৃষ্ণং বনং যান্তং দৃষ্ট্বা স্বং গৃহমাগতা ।
সূর্য্যাদিপূজাব্যাজেন কুসুমাহৃতয়ে তথা ॥ ৪৬
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছয়া বনম্ ।
ইত্থং তৌ বহুযত্নেন মিলিত্বা স্বগণৈস্ততঃ ॥৪৭
বিহারৈর্বিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা ।
দোলাস্বেব সমারূঢৌ সখিভির্দ্দোলিতৌ ক্বচিৎ
ক্বচিদ্বেণুং করভ্রষ্টং প্রিয়য়াপহ্নুতং হরিঃ ।
অন্বেষয়ন্নুপালব্ধো বিপ্রলব্ধঃ প্রিয়াগণৈঃ ॥ ৪৯
হসিতৈর্বহুধা তাভির্হাসিতস্তত্র তিষ্ঠতি ।

(এইরূপে তিনি বেশবিন্যাসে রত থাকিয়া কালযাপন করিতেন) পরে মাতার পুনঃপুনঃ আহ্বানে সখার কর ধারণপূর্ব্বক বলরামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভোজনাগারে প্রবেশ করেন। ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া ভ্রাতা এবং বয়স্যগণের সঙ্গে উপবেশন করিয়া বিবিধ উপকরণসহ অন্ন ভোজন করিতে থাকেন। ভোজনকালে বিবিধ হাস্যপরিহাসে বয়স্যগণকে হাসাইতে এবং স্বয়ংও হাসিতে থাকেন। এইরূপে আহার-কার্য্য সমাপন করিয়া আচমন করেন। আচমনের পরে দিব্য পালঙ্কের উপরে উপবেশনপূর্ব্বক ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক আনীত তাম্বুল বয়স্যগণকে ভাগ করিয়া দিয়া, স্বয়ং চর্ব্বণ করিতে করিতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করেন। তাহার পর আবার গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক ধেনুবৃন্দ লইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোচারণে বহির্গত হন; তৎকালে ব্রজবাসিগণ সকলেই প্রীতিবিশতঃ পথে তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে বহির্গমনকালে পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া অনুগামি-বর্গকে যথাযোগ্য প্রীতি-কটাক্ষে সম্ভাষণ দ্বারা বিদায় প্রদানপূর্ব্বক বয়স্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অরণ্যে গমন করেন। বনে গিয়া ক্ষণকাল বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়া করেন। পরে বয়স্যগণ সেই কাননমধ্যে আনন্দে বিবিধ প্রকার ক্রীড়ায় মত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সকলকেই বঞ্চনা করিয়া মাত্র দুই তিনটী প্রিয়বয়স্যকে সঙ্গে লইয়া প্রিয়াকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া আনন্দে সঙ্কেত স্থানে গমন করেন। এদিকে রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণ বনে যাইতেছেন দেখিয়া নিজগৃহে গমনপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া সূর্য্যাদিদেবতা পূজা, বা পুষ্পচয়নব্যপদেশে গুরুজনকে বঞ্চনা করিয়া প্রিয়সঙ্গাভিলাষিণী হইয়া বনে গমন করেন। রাধা কৃষ্ণ এইরূপে বহু আয়াসে বনমধ্যে মিলিত হইয়া পরমানন্দে নানাভাবে ক্রীড়া করিতে থাকেন, বয়স্যগণ তাঁহাদের সঙ্গেই থাকে। রাধা কৃষ্ণ কখনও দোলায় আরোহণ করেন; বয়স্যগণ তাঁহাদিগকে দোল দিতে থাকে। ৩৮—৪৮। কখন বা রাধা, শ্রীকৃষ্ণের করচ্যুত বেণু লুকাইয়া রাখেন, কৃষ্ণ 'বেণু কোথায় রাখিলাম' বলিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করেন; কিন্তু রাধা অন্য কৃষ্ণ-প্রিয়াগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন, কোথায় পাইবেন; তাঁহার কেবল পরিশ্রম সার হয়; প্রিয়াগণ তখন তাঁহাকেই উপহাসগর্ভ তিরস্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে বেণু অর্পণ করেন, কৃষ্ণও

বসন্তবায়ুনা জুষ্টং বনখণ্ডং রুচিমুদা ॥ ৫০
প্রবিশ্য চন্দনাম্ভোভিঃ কুঙ্কুমাদিজলৈরপি।
নিষিঞ্চতো যন্ত্রমুক্তৈস্তৎপঙ্কৈর্লিম্পতো মিথঃ ॥
সখ্যোঽপ্যেবং নিষিঞ্চন্তি তাশ্চ তৌ
সিঞ্চতঃ পুনঃ।
বসন্তবায়ুজুষ্টেষু বনখণ্ডেষু সর্বতঃ ॥৫২
তত্তৎকালোচিতৈর্নানা বিহারৈঃ সগণৌ দ্বিজ।
শ্রান্তৌ কচিদ্বৃক্ষমূলমাসাদ্য মুনিসত্তম ॥ ৫৩
উপবিশ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ।
ততো মধুমদোন্মত্তৌ নিদ্রয়া মীলিতেক্ষণৌ ॥৫৪
মিথঃ পাণী সমালম্ব্য কামবাণবশং গতৌ।
রিরংসু বিশতঃ কুঞ্জং স্খলদ্বাঙ্মনসৌ পথি ॥৫৫
ক্রীড়তশ্চ ততস্তত্র করিণীযূথপৌ যথা।
সখ্যোঽপি মধুভির্মত্তা নিদ্রয়া পীড়িতেক্ষণাঃ ॥
অভিতো মঞ্জুকুঞ্জেষু সর্ব্বা এবাপি শিশ্যিরে।
পৃথগেকেন বপুষা কৃষ্ণোঽপি যুগপদ্বিভুঃ ॥ ৫৭
সর্ব্বাসাং সন্নিধিং গচ্ছেৎ প্রিয়য়া প্রেরিতো
মুহুঃ।
রময়িত্বা চ তাঃ সর্ব্বাঃ করিণীর্গজরাড়িব ॥ ৫৮
প্রিয়য়া চ তথা তাভিঃ ক্রীড়ার্থঞ্চ সরো
ব্রজেৎ।
জলসেকৈ ...তত্র ক্রীড়তঃ সগণৌ ততঃ ॥৫৯
বাসঃস্রক্চন্দনৈর্দ্দিব্যৈর্ভূষণৈরপি ভূষিতৌ।
তত্রৈব সরসস্তীরে দিব্যরত্নময়ে গৃহে ॥ ৬০
প্রাগেব ফলমূলানি কল্পিতানি ময়া মুনে।
হরিস্তু প্রথমং ভুক্ত্বা কান্তয়া পরিবেষ্টিতঃ ॥
দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছয্যাং পুষ্পবিনির্ম্মিতাম্
তাম্বূলৈর্ব্যজনৈস্তত্র পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥৬২

তাঁহাদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করত কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করেন। কখন বা রাধাকে সঙ্গে করিয়া বসন্তবায়ুসেবিত বনমধ্যে প্রবেশ করত উভয়ের গাত্রে পিচকারী দ্বারা চন্দন-জল বা কুঙ্কুমাদি-জল সিঞ্চন করেন; কখন চন্দন বা কুঙ্কুমাদিপঙ্ক গাত্রে লেপন করেন। তাঁহাদের সখীরাও এইরূপ তাঁহাদের এবং আপনাদের অঙ্গে পরস্পর উক্ত চন্দন বা কুঙ্কুমসলিল সিঞ্চন করেন। হে দ্বিজ! তাঁহারা বসন্তবায়ুসেবিত বনমধ্যে এইরূপে সখীগণ-সমভিব্যাহারে তৎকাল-যোগ্য বিবিধ প্রকার লীলা করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তম! এইরূপে ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইলে রাধাকৃষ্ণ কোন বৃক্ষ-তলে গিয়া দিব্য আসনে উপবেশনপূর্ব্বক মধুপান করেন। তাহার পর মধুমদে মত্ত হইয়া উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রাবেশে নেত্র-নিমীলন করিয়া থাকেন। পরে কামার্ত্ত হইয়া রমণাভিলাষে পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক কাম-বিহ্বলচিত্তে স্খলিতবচনে কথা কহিতে কহিতে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করেন। কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা হস্তিনী ও হস্তিরাজের ন্যায় উদ্ধতভাবে ক্রীড়া করিতে থাকেন। সখীরাও এদিকে মধুপানে মত্ত হইয়া নিদ্রা-লসনয়নে সেই মনোহর কুঞ্জের চতুঃপার্শে শয়ন করিয়া থাকে। মদমত্ত গজরাজ যেরূপ বহু করিণীর সহিত অক্লান্তভাবে বিহার করে, তদ্রূপ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার পুনঃ-পুনঃ প্রেরণায় একই শরীরে যুগপৎ সেই সকল সখীদের নিকটে গিয়া প্রত্যেকের সহিত লীলা করেন। তাহার পর প্রভু প্রিয়তমা ও অন্যান্যসখীগণ-সমভিব্যাহারে জলক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সরোবরে গমন করেন। সরোবরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহা-দের সহিত পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে জল সিঞ্চনপূর্ব্বক ক্রীড়া করেন। তাহার পর দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক মাল্য-চন্দনে বিভূষিত হইয়া সেই সরোবরতীরে দিব্যরত্নময় ভবনে প্রবেশ করেন। হে মুনে! আমি সেই ভবনে পূর্ব্বেই ফলমূল সংগ্রহ করিয়া রাখি। প্রভু কান্তাপরিবেষ্টিত হইয়া প্রথমে সেই ফলমূল ভোজন করিয়া পুষ্প-শয্যায় শয়ন করেন। তৎকালে দুই তিনটী মাত্র সখী তাঁহার সেবা করিতে থাকে। কেহ তাম্বূল আনয়ন করিয়া দেয়, কেহ পাদ-সংবাহন করিতে থাকে, কেহ বীজন করে।

সেব্যমানো হসংস্তাভির্ম্মোদিতে প্রেয়সীং স্মরন্
রাধিকাপি হরৌ সুপ্তে সগণা মুদিতান্তরা।
অপি তত্র গতপ্রাণা তদুচ্ছিষ্টং ভুনক্তি চ।
কিঞ্চিদেব ততো ভুক্ত্বা ব্রজেচ্ছয্যানিকেতনে
দ্রষ্টুং কান্তমুখাম্ভোজং চকোরীব নিশাকরম্।
তাম্বুলচর্ব্বিতং তস্য তত্রত্যাভির্নিবেদিতম্॥
ত.ম্বুলান্যপি চাদ্যাতি বিভজন্তী প্রিয়ালিষু।
কৃষ্ণোহপি তাসাংশুশ্রূষুঃ স্বচ্ছন্দং ভাষিতংমিথ
প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি বিনিদ্রোহপি পটাবৃতঃ।
তাশ্চ ক্ষ্বেলাং ক্ষণং কৃত্বা কুতশ্চিদনুমানতঃ ৬৭
বুদ্ধ্বা রসনাং দদ্ভিঃ পশ্যন্ত্যোহন্যোন্যমাননম্।
লীনা ইব লজ্জয়া স্যুঃ ক্ষণমূচুর্ন কিঞ্চন। ৬৮
ক্ষণাদেব ততো বস্ত্রং দূরীকৃত্য তদঙ্গতঃ।
সাধু নিদ্রাং গতোহসীতি হাসয়ন্ত্যো হসন্তি চ
এবং তৌ বিবিধৈর্হাস্যৈ রমমাণৌ গণৈঃ সহ।
অনুভূয় ক্ষণং নিদ্রাসুখঞ্চ মুনিসত্তম। ৭০
উপবিশ্যাসনে দিব্যে সগণৌ বিস্তৃতে মুদা।
পণীকৃত্য মিথো হারচুম্বাশ্লেষপরিচ্ছদান্॥৭১
অক্ষৈর্বিক্রীড়তঃ প্রেম্না নর্ম্মালাপপুরঃসরম্।
পরাজিতোহপি প্রিয়য়া জিতোহহমিতিবৈ ব্রুবন্
হারাদিগ্রহণে তস্যাঃ প্রবৃত্তস্তাড্যতে তথা।
তথৈবং তাড়িতঃ কৃষ্ণঃ করেণাম্বুসরোরুহে॥
বিষণ্ণমানসো ভূত্বা গন্তুঞ্চ কুরুতে হিতম্।
জিতোহস্মি চেত্ত্বয়া দেবি গৃহ্যতাং যৎপণীকৃতম্
চুম্বনাদি ময়া দত্তমিত্যুক্তা সা তথাচরেৎ।
কৌটিল্যং তদ্ভ্রুবোর্দ্রষ্টুং শ্রোতুং তদ্-
ভর্ৎসনং বচঃ।
ততঃ সারিশুকানাঞ্চ শ্রুত্বা বাগাবহং মিথঃ।

প্রভু শ্রীকৃষ্ণও প্রেয়সীকে স্মরণ করত তাহাদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস আমোদে কালাতিপাত করেন। এইরূপ আমোদ করিতে করিতে কপটনিদ্রায় অভিভূত হন। হরি নিদ্রিত হইয়াছেন দেখিয়া তদ্গতচিত্তা রাধিকা সখীগণের সহিত সেই শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ফলমূল কিঞ্চিৎ ভোজন করেন। পরে চকোরী যেরূপ সপ্রেমনেত্রে চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেইরূপ প্রভুর শয্যাগৃহে গমন করিয়া সখীগণপ্রদর্শিত তাম্বুলরাগরঞ্জিত প্রিয়তম মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করত প্রিয়সখীদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করেন। কৃষ্ণও তাহাদের নিঃশঙ্কমনে স্বচ্ছন্দ আলাপ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া থাকেন। তাঁহারাও কৃষ্ণ নিদ্রিত হইয়াছেন মনে করিয়া ক্ষণকাল বিশ্বস্তভাবে নানা রহস্য আলাপ করিতে থাকে; পরে কোনরূপ অনুমানে কৃষ্ণ জাগরিত আছেন জানিতে পারিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত একেবারে জড়সড় হইয়া পড়ে; কিয়ৎক্ষণ আর কোন কথা বলিতে পারে না। ৪৯—৬৮। ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণের অঙ্গবস্ত্র অপসারিত করিয়া, "বেশ নিদ্রা যাইতেছ" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হাসাইতে ও হাসিতে থাকে। হে মুনিসত্তম! এইরূপে রাধা কৃষ্ণ সখীগণের সহিত হাস্য-পরিহাসে ক্রীড়া করত ক্ষণকাল নিদ্রাসুখ অনুভব করেন। তৎপরে সখীগণের সহিত বিস্তৃত দিব্য আসনে উপবেশনপূর্ব্বক পরস্পর হার, পরিচ্ছদ, চুম্বন ও আলিঙ্গন পণ রাখিয়া প্রেমভরে নর্ম্মালাপ করিতে করিতে পরমানন্দে পাশক্রীড়া করিতে আরম্ভ করেন। ক্রীড়া করিতে করিতে প্রিয়ার নিকটে পরাজিত হইলেও "আমি জিতিয়াছি", এই বলিয়া তাঁহার হারাদি গ্রহণ করিতে গিয়া তাড়িত হন। রাধিকা ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি কৃষ্ণের গালে ঠোনা মারেন। কৃষ্ণ প্রিয়ার নিকট ঠোঁনা খাইয়া রাগ করিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। পরিশেষে কিছুতেই রাধাকে আটিয়া উঠিতে না পারিয়া বলেন, দেবি! যদি প্রকৃতই তুমি জিতিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে যে চুম্বনাদি দিব বলিয়া পণ করিয়াছি, তাহা গ্রহণ কর। রাধা অগত্যা

নির্গচ্ছতস্ততঃ স্থানাদ্‌গন্তুকামো গৃহং প্রতি ॥৭৭
কৃষ্ণঃ কান্তামনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ ।
সা তু সূর্য্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমণ্ডলসংযুতা ॥৭৭
কিয়দ্দূরং ততো গত্বা পরাবৃত্য হরিঃ পুনঃ ।
বিপ্রবেষং সমাস্থায় যাতি সূর্য্যগৃহং প্রতি ॥৭৮
সূর্য্যং প্রপূজয়েৎ তত্র প্রার্থিতস্তৎসখীজনৈঃ ।
তদৈব কল্পিতৈর্ব্বেদৈঃ পরিহাসবিগর্হিতৈঃ ॥৭৯
ততস্তা জ্ঞাপিতং কান্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণাঃ ।
আনন্দসাগরে লীনা ন বিদুঃ স্বং ন চাপরম্ ।
বিহারৈর্ব্বিবিধৈরেবং সার্দ্ধযামদ্বয়ং মুনে ।
নীত্বা গৃহান্ ব্রজেয়ুস্তাঃ স চ কৃষ্ণো গবাং ব্রজেৎ ॥৮১
সঙ্গম্য স্বসখীন্ কৃষ্ণো গৃহীত্বা গাঃ সমন্ততঃ ।
আগচ্ছতি ব্রজং হর্ষাদ্বাদয়ন্মুরলীং মুনে ॥ ৮২
ততো নন্দাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা বেণুরবং হরেঃ ।
গোধূলিপটলব্যাপ্তং দৃষ্ট্বা চাপি নভস্তলম্ ॥৮৩
বিসৃজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি স্ত্রিয়ো বালাদয়োঽপি চ ।
কৃষ্ণস্যাভিমুখং যান্তি তদ্দর্শনসমুৎসুকাঃ ॥ ৮৪
রাজমার্গে ব্রজদ্বারি যত্র সর্ব্বে ব্রজৌকসঃ ।
কৃষ্ণোঽপি তান্ সমাগম্য যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৮৫
দর্শনস্পর্শনৈর্ব্বাচা স্মিতপূর্ব্বাবলোকনৈঃ ।
গোপবৃদ্ধান্নমস্কারৈঃ কায়িকৈর্ব্বাচিকৈরপি ॥৮৬
অষ্টাঙ্গপাতৈঃ পিতরৌ রোহিণীমপি নারদ ।
নেত্রান্তসূচিতেনৈব বিনয়েন প্রিয়াং তথা ॥৮৭
এবং তৈস্তদ্‌যথাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃপ্রপূজিতঃ
গবালয়ে তথা গাশ্চ সম্প্রবেশ্য সমন্ততঃ ॥ ৮৭

তাহা গ্রহণ করেন। পাশক্রীড়াকালে রাধার ভ্রূভঙ্গী দর্শন ও কৃষ্ণের প্রতি তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত শুক-সারিকাপক্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া আপনারা আবার বাগ্‌যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। রাধাকৃষ্ণ তাহাদিগের বাগ্‌যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া গৃহগমনাভিলাষে তথা হইতে বহির্গত হন। কৃষ্ণ কান্তার অনুমতি লইয়া গাভীবৃন্দের অভিমুখে গমন করেন। রাধা সখীগণসমভিব্যাহারে সূর্য্য পূজা করিবার নিমিত্ত সূর্য্য-গৃহে গমন করেন। এদিকে অন্তর্য্যামী ভগবান্ হরি কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যগৃহে গমন করেন। রাধার সখীগণ ব্রাহ্মণরূপী কৃষ্ণকে দেখিয়া ব্রাহ্মণজ্ঞানে তাঁহাকে সূর্য্য-পূজা করিয়া দিতে বলে। কৃষ্ণ তখন হাস্যোদ্দীপক কল্পিত বেদমন্ত্রে সূর্য্য পূজা করিতে থাকেন। সুচতুর সখীগণ মন্ত্রপাঠ-শ্রবণে তাঁহাকে প্রাণকান্ত কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হয়। আনন্দে বিভোর হইয়া তখন তাহাদের আত্ম-পর জ্ঞান তিরোহিত হয়। হে মুনে! তাহারা সেখানেও তাঁহার সঙ্গে বিবিধপ্রকার লীলায় প্রায় আড়াই প্রহর কাল অতিবাহিত করিয়া গৃহে গমন করে। কৃষ্ণ তাহার পরে গাভীবৃন্দের দিকে গমন করেন। মুনে! কৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে গাভীসকল সংগ্রহ করিয়া মুরলী বাদন করিতে করিতে পরমানন্দে ব্রজাভিমুখে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর নন্দপ্রভৃতি গোপগণ কৃষ্ণের বেণুরব শুনিয়া এবং নভোমণ্ডল গোধূলিজালে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দে উল্লাসিত হন। তখন ব্রজবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হয়। কৃষ্ণও আগমন করিতে করিতে রাজপথে ব্রজদ্বারে সেই সকল ব্রজবাসীদিগের নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে দর্শন, স্পর্শন, মধুর সম্ভাষণ ও স্মিতপূর্ব্বক অবলোকন করেন; বৃদ্ধ গোপদিগকে নমস্কার করেন। হে নারদ! তৎকালে কৃষ্ণ পিতা, মাতা ও রোহিণীকে কায়মনোবাক্যে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন এবং প্রিয়তমাকে বিনয়-মধুর কটাক্ষপাতে প্রীত করেন। ব্রজবাসীদিগের নিকটেও তিনি এইরূপে যথাযোগ্য স্নেহ-সম্ভাষণ আদরপূজা প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আগ-

পিতৃভ্যামর্থিতো যাতি ভ্রাত্রা সহ নিজালয়ম্।
স্নাত্বা পীত্বা তত্র কিঞ্চিদ্ভুক্ত্বা মাত্রানুমোদিতঃ
গবালয়ং পুনর্যাতি দোগ্ধুকামো গবাং পয়ঃ।
তাশ্চ দুগ্ধ্বা দোহয়িত্বা পায়য়িত্বা চ কাশ্চন। ৯০
পিত্রা সার্দ্ধং গৃহং যাতি তত্র ভারশতানুগঃ।
তত্র পিত্রা পিতৃব্যৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ বলেন চ।
ভুনক্তি বিবিধান্নানি চৌর্ব্যচোষ্যাদিকানি চ।
তন্মতিপ্রার্থনাৎ পূর্ব্বং রাধিকাপি তদৈব হি।
প্রস্থাপয়েৎ সখীদ্বারা পক্কান্নানি তদালয়ম্।
শ্লাঘয়ংশ্চ হরিস্তানি ভুক্ত্বা পিত্রাদিভিঃ সহ।
সভাগৃহং ব্রজেত্তৈশ্চ জুষ্টং বন্দিজনাদিভিঃ।
পক্কান্নানি গৃহীত্বা যাঃ সখ্যস্তত্র পুরাগতাঃ। ৯৪
বহুনি চ পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোদয়া।
সখ্যস্তত্র তয়া দত্তং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং নয়ন্তি চ। ৯৫
সর্ব্বং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈ নিবেদ্যতে।
সাপি ভুক্ত্বা সখীবর্গযুতা তদনুপূর্ব্বশঃ। ৯৬
সখীভির্মণ্ডিতা তিষ্ঠেদভিসর্ত্তুং সমুদ্যতা।
প্রস্থাপ্যতে ময়া কাচিদিত এব ততঃ সখী। ৯৭
তথাভিসারিতা সাথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ।
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জেঽস্মিন্ দিব্যরত্নময়ে গৃহে।
সিতকৃষ্ণনিশাযোগ্যবেষা যাতি সখীযুতা।
কৃষ্ণোঽপি বিবিধং তত্র দৃষ্ট্বা কৌতূহলং ততঃ
কাত্যায়ন্যা মনোজ্ঞানি শ্রুত্বা চ গীতকান্যপি।
ধনধান্যাদিভিস্তাংশ্চ প্রীণয়িত্বা বিধানতঃ। ১০০
জনৈরারাধিতো মাত্রা যাতি সখ্যা নিকেতনম্
মাতরি প্রস্থিতায়াঞ্চ ভোজয়িত্বা ততো গৃহম্।

মনপূর্ব্বক গোষ্ঠে গোরক্ষণ করেন। তাহার পরে তিনি পিতা মাতার অনুরোধে নিজ ভবনে গমন করিয়া স্নান, পান ও মাতার অনুরোধে কিছু ভোজন করিয়া গোদোহন করিবার ইচ্ছায় পুনর্ব্বার গোষ্ঠে গমন করেন; গোষ্ঠে গিয়া গাভী দোহন ও কতগুলিকে বা জল পান করাইয়া দুগ্ধভারবাহীদিগের অগ্রে অগ্রে পিতার সহিত গৃহে গমন করেন। গৃহে গিয়া পিতা পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র ও বলরামের সহিত একত্র বসিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ অন্ন আহার করেন। কৃষ্ণগতচিত্তা রাধিকা প্রার্থনার পূর্ব্বেই সখী দ্বারা সুস্বাদু সিদ্ধ অন্ন কৃষ্ণভবনে প্রেরণ করিয়া থাকেন। হরি পিত্রাদির সঙ্গে উপবেশন করিয়া সেই রাধিকাপ্রদত্ত অন্ন প্রশংসা করিতে করিতে (তৃপ্তিসহকারে) ভোজন করেন। ৬৯—৯৩। আহারের পর শ্রীকৃষ্ণ পিত্রাদির সহিত স্তাবকজন-পরিবৃত সভাগৃহে গমন করেন। যে সকল সখী রাধিকাপ্রদত্ত অন্ন আনয়ন করিয়াছিল, যশোদা আবার তাহাদিগকে প্রচুর অন্ন প্রদান করিয়া থাকেন। সখীগণ তথা হইতে যশোদাপ্রদত্ত অন্ন এবং কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট অন্ন (পৃথক্ করিয়া) লইয়া রাধিকার নিকটে গিয়া অর্পণ করে। রাধিকা সেই অন্ন,—সখীগণকে কিয়দংশ ভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগের সহিত উপবেশন করিয়া ভোজন করেন। তাহার পরে সখীগণে বিভূষিত হইয়া অভিসারে উদ্যত হন, আমিও তখন এই স্থান হইতে কোন সখীকে রাধিকার নিকটে পাঠাইয়া দিয়া থাকি। অনন্তর রাধিকা মৎপ্রেরিত সখীর সঙ্কেতানুসারে, সেদিন শুক্ল বা কৃষ্ণ যেরূপ পক্ষ হয়, তদুপযুক্ত অভিসারিকা-বেশ পরিধানপূর্ব্বক সখী সঙ্গে যমুনার তীরবর্ত্তী কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে এই দিব্যরত্নময় ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সভায় উপবেশনপূর্ব্বক বিবিধ কৌতুক দর্শন এবং মনোহর কাত্যায়নীগীত শ্রবণ করেন। তাহার পরে গায়িকাদিগকে বহু ধন ধান্য প্রদান দ্বারা যথানিয়মে সন্তুষ্ট করিয়া লোকের নিকট প্রশংসা, আদর ও পূজা প্রাপ্ত হন। পরে পুনঃ আহারের সময় উপস্থিত হইলে যশোদা তাঁহাকে লইতে আসেন। কৃষ্ণ বয়স্যের সহিত মাতার সঙ্গে সঙ্গে ভোজনাগারে প্রবেশ করেন। মাতা তাঁহাকে

সঙ্কেতকং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ।
মিলিত্বা তাবুভাবত্র ক্রীড়তো বনরাজিষু ॥১০২
বিহারৈর্বিবিধৈ রাসলাস্যগীতপুরঃসরৈঃ।
সার্দ্ধযামদ্বয়ং নীত্বা রাত্রেরেবং বিহারতঃ ॥
সুষুপ্সুর্বিশতঃ কুঞ্জং পক্ষীশাভিরলক্ষিতৌ।
একান্তে কুসুমৈঃ ক্লিপ্তে কেলিতল্পে মনোহরে
সুপ্তাবাতিষ্ঠতস্তত্র সেব্যমানৌ নিজালিভিঃ।
ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং নৈত্যকং চরিতং হরেঃ
পাপিনোঽপি বিমুচ্যন্তে শ্রবণাদস্য নারদ॥

নারদ উবাচ।

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ত্বয়া দেবি ন সংশয়ঃ
হরের্দৈনন্দিনী লীলা যতো মেঽদ্য প্রকাশিতা

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তা তাং পরিক্রম্য তয়া চাপি প্রপূজিতঃ।
অন্তর্ধানং ততো ব্রহ্মন্ নারদো মুনিসত্তমঃ॥
ময়াপ্যেতচ্চানুপূর্ব্ব্যাৎ সর্ব্বং তে পরিকীর্ত্তিতম্

জপেন্নিত্যং প্রযত্নেন মন্ত্রযুগ্মমনুত্তমম্ ॥১০৪
কৃষ্ণবক্ত্রাদিদং লব্ধং পুরা রুদ্রেণ যত্নতঃ।
তেনোক্তং নারদায়াপি নারদেন মমোদিতম্॥
সংস্কারাংশ্চ বিধায়ৈব মমাপ্যেতত্তবোদিতম্।
ত্বয়াপ্যেতদ্গোপনীয়ং রহস্যং পরমাদ্ভুতম্॥

শৌনক উবাচ।

কৃতকৃত্যোঽভবং সাক্ষাৎ তৎপ্রসাদাদহং গুরো
রহস্যানাং রহস্যং যত্ত্বয়া মহ্যং প্রকাশিতম্ ॥১১১

সূত উবাচ।

ধর্ম্মানেতাননুপাতিষ্ঠ জপন্ মন্ত্রমহর্নিশম্।
অচিরাদেব তদ্দাস্যমবাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ॥
ময়াপি গম্যতে ব্রহ্মন্নিত্যমাযহনং বিভোঃ।
গুরো গুরোর্ভানুজায়াঃ কূলে গোপীশ্বরস্য চ॥
ইদং চরিত্রং পরমং পবিত্রং
প্রোক্তং মহেশেন মহানুভাবম্।

আহার করাইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি অলক্ষিতভাবে যমুনাতীরবর্ত্তী এই সঙ্কেতভবনে আসিয়া কান্তার সহিত মিলিত হন। এখানে আসিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া বনশ্রেণীমধ্যে ক্রীড়া করেন। এইরূপে বিবিধ নৃত্যগীত প্রভৃতি রাসলীলায় রাত্রির প্রায় আড়াই প্রহর অতিক্রম করিয়া উভয়ে শয়নেচ্ছায় অলক্ষিতভাবে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করেন। কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্পময় মনোহর ক্রীড়াশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হন; তৎকালে সখীগণ তাঁহাদের সেবা করিতে থাকে। নারদ! এই আমি আপনার নিকটে শ্রীহরির নিত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণের এই নিত্য চরিত শ্রবণ করিলে পাপিগণ পাপ-মুক্ত হয়।১০৩—১০৫। নারদ কহিলেন,—দেবি! আপনি অদ্য আমার নিকটে শ্রীহরির নিত্যলীলা প্রকাশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিলেন; আমি ধন্য হইলাম। সূত কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মুনিসত্তম নারদ এই বলিয়া বৃন্দাদেবীকে প্রদক্ষিণ করিলেন; অনন্তর বৃন্দা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। আমিও তোমার নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিলাম। এই অত্যুত্তম-মন্ত্র-যুগল প্রতিদিন যত্নপূর্ব্বক জপ করিবে। পূর্ব্বকালে রুদ্রদেব শ্রীকৃষ্ণের মুখে ইহা পাইয়াছিলেন, তাহার পরে তিনি নারদের নিকটে ইহা বলেন; নারদ আবার আমার নিকটে প্রকাশ করেন। আমিও দীক্ষা-সংস্কার-সহ সেই মন্ত্র তোমার নিকটে প্রকাশ করিলাম। তুমি এই অত্যদ্ভুত গুহ্যবৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিবে, কাহার নিকটে প্রকাশ করিবে না। শৌনক কহিলেন,—গুরো! আপনার অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হইলাম; আপনি অতি গুহ্য বিষয় আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিলেন। সূত কহিলেন,—তুমি রাত্রি দিন এই মন্ত্র জপ করত এই ধর্ম্মের উপাসনা কর। তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব প্রাপ্ত হইবে। হে ব্রহ্মন্! আমিও যমুনাতীরে গুরুর গুরু প্রভু গোপীশ্বরের সেই পবিত্র নিত্যধামে গমন করি। যে সকল মনুষ্য মহেশ্বরপ্রোক্ত মহামহিমা-

শৃণ্বন্তি যে ভক্তিযুতা মনুষ্যা-
স্তে নূনং পদমচ্যুতস্য ॥ ১১৪
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যমারোগ্যাভীষ্টসিদ্ধিদম্।
স্বর্গাপবর্গসম্পত্তিকারণং পাপনাশনম্ ॥ ১১৫
ভক্ত্যা পঠন্তি যে নিত্যং মানবা বিষ্ণুতৎপরাঃ
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন।
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-
মাহাত্ম্যে দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
সূত সূত মহাভাগ লোমহর্ষণনন্দন।
কথা রম্যা ত্বয়া প্রোক্তা লোকস্যানন্দদায়িনী
শ্রীকৃষ্ণস্য মহাভাগ চরিতং মহদদ্ভুতম্।
শ্রুতং সর্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং নির্বৃতিস্তেন চাভবৎ
অহো শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যং ভক্তানাং গতিদায়কম্

বিত এই পরম পবিত্র চরিত ভক্তিভাবে শ্রবণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। এই প্রশংসনীয় পাপবিনাশী কৃষ্ণ-চরিত শ্রবণ করিলে যশোলাভ, আয়ু বৃদ্ধি আরোগ্যলাভ ও অভীষ্টসিদ্ধি হয়। এমন কি, স্বর্গ ও মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। যে সকল বিষ্ণুভক্ত মানব ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া তথা হইতে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হয় না। ১০৬—১১৬।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে লোমহর্ষণপুত্র মহাভাগ সূত! আপনি আমাদিগের নিকটে লোকের আনন্দদায়ী মনোহর-কথা বলিলেন। হে মহাভাগ! আপনি যে মহৎ অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণচরিত বলিলেন, আমরা তাহা সম্পূর্ণ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় তুষ্ট হইলাম। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কি অদ্ভুত।

যতস্তেন মহাভাগ নির্বৃতং কেহব্রবাপুয়াৎ ॥
অতঃ পুনরপি শ্রীমৎকৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে চান্যদ্ব্রতদানার্হণাদিকম্ ॥৪
স্নানং বাপি মহাভাগ যথা যেন কৃতং পুরা।
তৎসর্ব্বং বিস্তরাদ্‌ব্রূহি যথা নো নির্বৃতির্ভবেৎ
সূত উবাচ।
সাধু পৃষ্টং দ্বিজশ্রেষ্ঠা লোকানাং তারণং পরম
যূয়ং কৃতার্থাঃ কৃষ্ণস্য ভক্তানাং পূর্ণমানসাঃ ॥৬
কৃষ্ণস্য চরিতং পুণ্যং সাধূনাং হর্ষদং পরম্।
প্রবক্ষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা মহদাখ্যানমদ্ভুতম্ । ৭
একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ
মথুরায়ামন্বরীষং কৃষ্ণারাধনমানসম্ ॥ ৮
মহাভাগং ব্রতপরং দদর্শ মুনিসত্তমঃ।
স আগতং মুনিবরং সৎকৃত্য নৃপসত্তমঃ ॥
ভবন্ত ইব পপ্রচ্ছ শ্রদ্ধয়া হৃষ্টমানসঃ । ৯

ভক্তগণ এই মহিমার বলে পরমা গতি লাভ করে, অতএব হে মহাভাগ! ইহা শ্রবণ করিতে কাহার অতৃপ্তি জন্মে? অতএব ঐ মহৎ শ্রীকৃষ্ণচরিত পুনরপি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! পূর্ব্বকালে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে স্নান দান পূজা বা ব্রত, যাহা দ্বারা যে প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় বিস্তৃতভাবে আমাদের নিকটে বলুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমাদের বড়ই আনন্দ বোধ হইবেক। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! আপনারা উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন; লোকসমূহের উদ্ধারের প্রকৃষ্ট উপায় আপনারা অদ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তের মধ্যে আপনারাই কৃতার্থ হই-য়াছেন, আপনাদেরই মনোরথ সফল হই-য়াছে। শ্রীকৃষ্ণচরিত সাধুদিগের অতি আনন্দকর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি অদ্য আপনাদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট অদ্ভুত উপাখ্যান বলিব। একদা ভগবদ্ভক্ত মুনিসত্তম নারদ ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের আরা-

অম্বরীষ উবাচ।
যম্মুনে পরমং ব্রহ্ম বেদবাদিভিরুচ্যতে।
স দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ স্বয়ং নারায়ণঃ পরঃ॥১
যোঽমূর্ত্তো মূর্ত্তিমানীশো ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যো ধ্যাতব্যঃ স কথং হরিঃ
যস্মিন্ সর্ব্বমিদং বিশ্বমোতপ্রোতং প্রতিষ্ঠিতম্
অব্যক্তমেকং পরমং পরমাত্মেতি বিশ্রুতম্॥১
যতো জন্মাদি জগতো যো নির্ম্মায় স্বয়ম্ভুবম্।
দদৌ তস্মৈ চ নিগমানাত্মস্থেব ব্যবস্থিতান্॥
কথমারাধ্যতে সোঽয়ং সমস্তপুরুষার্থদঃ।
যোগিনামপি দুর্গম্যস্তদেতৎ কৃপয়া বদ॥১৪
অনারাধিতগোবিন্দো ন বিন্দতি যতোঽভয়ম্
ন তপোযজ্ঞদানানাং লভতে ফলমুত্তমম্॥১৫
অনাস্বাদিতগোবিন্দ-পাদাম্বুজরসো নরঃ।
মনোরথকথানীতং কথমাকলয়েৎ ফলম্॥১৬
হরেরারাধনং হিত্বা দুরিতৌঘনিবারণম্।
নান্যৎপশ্যামি জন্তূনাং প্রায়শ্চিত্তং পরং মুনে॥
যদঙ্ঘ্রিনর্ত্তনবর্ত্তিন্যঃ শ্রূয়ন্তে সিদ্ধয়োঽখিলাঃ।
কথমারাধ্যতে সে ঽয়ং কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥
উপাস্যতে স ভগবান্ কথং নারায়ণো নরৈঃ॥
স্ত্রীভিশ্চ সর্ব্বমেতন্মে হিতায় জগতো বদ॥১৯
ভক্তিপ্রিয়োঽসৌ ভগবান্ কয়া ভক্ত্যা প্রসীদতি
কথং ভক্তির্ভবেদস্মিন্ সর্ব্বৈরারাধ্যতে কথম্।
বৈষ্ণবোঽসি হরেস্তস্য প্রিয়োঽসি পরমার্থবিৎ
তেন ত্বামেব পৃচ্ছামি ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদুত্তম॥২১
শ্রোতারমথ বক্তারং প্রষ্টারং পুরুষং হরেঃ।
প্রশ্নঃ পুনাতি কৃষ্ণস্য তদঙ্ঘ্রিসলিলং যথা॥

ধনায় নিরত কৃষ্ণবিষয়ক ব্রততৎপর মহাভাগ অম্বরীষ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ অম্বরীষ সমাগত মুনিবরকে পূজা করিয়া আপনাদিগের স্থায় হৃষ্টচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞা করিয়াছিলেন। অম্বরীষ বলিয়াছিলেন,—মুনে! বেদবাদী মহর্ষিগণ যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, পুণ্ডরীকাক্ষ দেব নারায়ণই ত সেই পরব্রহ্ম। যিনি নিরাকার হইয়াও মায়ামূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান্, অব্যক্ত হইলেও মায়াবশে ব্যক্ত, যিনি চিন্তার বহির্ভূত পদার্থ, সেই সর্ব্বভূতময় সনাতন ঈশ্বর হরিকে কিরূপে ধ্যান করিতে হয়। ১—১১। এই নিখিল বিশ্ব যাঁহাতে ওত-প্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; যিনি অব্যক্ত অদ্বয় পরমাত্মা বলিয়া বিখ্যাত; যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস হইতেছে; যিনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত বেদাদি শাস্ত্র দান করিয়াছেন; সেই যোগিদুর্জ্ঞেয় নিখিল পুরুষার্থপ্রদ দেব নারায়ণকে কিরূপে আরাধনা করা যায়, তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। কারণ, তাঁহাকে আরাধনা না করিলে অভয়পদ এবং তপস্যা, যজ্ঞ ও দানের উত্তম ফল—কিছুই লাভ করা যায় না। সেই শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মরসাস্বাদ না করিয়াই বা মানব কিরূপে অভীষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইবে? মুনিবর! আমি সেই শ্রীহরির আরাধনা ব্যতীত জীবদিগের পাপসমূহবিনাশী উত্তম প্রায়শ্চিত্ত আর কিছুই দেখিতে পাই না। শুনিতে পাই, সেই শ্রীহরির কৃপাকটাক্ষপাতেই অখিল সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; সেই ক্লেশবিনাশী দেব কেশবকে কিরূপে আরাধনা করিতে হয়? নর-নারীগণ সেই ভগবান্ নারায়ণকে কি প্রকারে উপাসনা করিবে; তাহা আপনি জগতের হিতার্থে বিস্তৃত করিয়া আমার নিকটে বলুন। ১২—১৯। শুনিয়াছি—ভগবান্ ভক্তিপ্রিয়, এক্ষণে কিরূপ ভক্তিতে তিনি প্রসন্ন হন, কি প্রকারেই বা তাঁহাতে ভক্তি হয়, এবং কি উপায়েই বা তাঁহাকে সকলে আরাধনা করিতে পারে, তাহা আমার নিকটে বলুন। হে ব্রহ্মন্! আপনি শ্রীহরির প্রিয়পাত্র পরম বৈষ্ণব; আপনি ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ; আপনি পরমার্থতত্ত্ব অবগত আছেন, এই কারণেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। শুনিয়াছি—শ্রীহরির পাদোদক

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৩
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্
যস্মাদবাপ্যতে সর্ব্বং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৪
ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্।
বালানাঞ্চ যথা পিত্রোরুত্তমশ্লোকবর্ত্মনাম্ ॥২৫*
তস্মাত্ত্বং ভগবন্ মহ্যং বৈষ্ণবং ধর্ম্মমাদিশ।
যস্যোপদেশদানেন লভ্যতে বেদজং ফলম্ ॥
নারদ উবাচ।
সাধু পৃষ্টং মহীপাল বিষ্ণুভক্তিমতা ত্বয়া।
জানতা পরমং ধর্ম্মমেকং মাধবসেবনম্ ॥ ২৭
যস্মিন্নারাধিতে বিষ্ণৌ বিশ্বমারাধিতং ভবেৎ
তুষ্টঞ্চ সকলং তুষ্টে সর্ব্বদেবময়ে হরৌ ॥ ২৮
যস্য স্মরণমাত্রেণ মহাপাতকসংহতিঃ।
তৎক্ষণাত্ত্রাসমায়াতি স সেব্যো হরিরেব হি ॥
যোঽয়ং কারণকার্য্যাদি কারণস্যাপি কারণম্
অনন্যকারণং যোগী জগজ্জীবো জগন্ময়ঃ ॥৩০
অণুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো নির্গুণো গুণভৃন্মহান্।
অজো জন্মত্রয়াতীতো ধ্যাতব্যঃ স হরিঃ সদা
সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা পুরুষর্ষভ।
যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্ম্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান
প্রসঙ্গেন সতামাত্মমনঃকর্ণরসায়নাঃ
ভবন্তি কীর্ত্তনীয়স্য কথাঃ কৃষ্ণস্য নির্ম্মলাঃ ॥

যেরূপ পবিত্রতাকারক, সেইরূপ এই শ্রীহরি-বিষয়ক প্রশ্ন, প্রশ্নকর্ত্তা, শ্রোতা ও বক্তাকে পবিত্র করিয়া থাকে। জীবদেহের মধ্যে মনুষ্যদেহ (মনুষ্যজন্ম) একে ত দুর্লভ, তাহার উপরে ক্ষণভঙ্গুর; সেই দুর্লভ ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রিয় শ্রীহরির দর্শনলাভ আরও দুর্লভ বলিয়া বিবেচনা করি। এই সংসারে যদি অর্দ্ধক্ষণের জন্যও সাধুসঙ্গ লাভ করা যায়, তাহা মনুষ্যদিগের পক্ষে অমূল্য নিধিস্বরূপ; কারণ, সেই সাধুসঙ্গ হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি এই পুরুষার্থচতুষ্টয় সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ভগবন্! সৎপথাবলম্বী সুমতি বালকদিগের পক্ষে পিতা-মাতা দর্শন যেরূপ সুখপ্রদ ও আনন্দজনক; তদ্রূপ আপনার দর্শনলাভ নিখিল প্রাণীর কল্যাণকর। অতএব হে ভগবন্! আমাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম উপদেশ দিন; যাহার উপদেশশ্রবণে বেদপাঠের ফল লাভ করা যায়। নারদ কহিলেন,—মহীপাল! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন; আপনি প্রকৃতই একজন বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণুসেবাই যে পরম ধর্ম্ম, ইহা আপনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। যে বিষ্ণুর আরাধনা করিলে তাঁহার এই নিখিল বিশ্বের আরাধনা করা হয়, যে সর্ব্বদেবময় হরি সন্তুষ্ট থাকিলে, সকলই সন্তুষ্ট থাকে, যাহার স্মরণ মাত্রেই মহাপাতকসমূহ তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেই শ্রীহরিকেই সর্ব্বতোভাবে সেবা করিবে। যিনি নিখিল কার্য্যকারণের করণেরও কারণ, যাহার অন্য কারণ নাই, যিনি জগন্ময় হইয়া জগতের জীবরূপে প্রতিভাত হইতেছেন; যিনি যোগিভাবে থাকিয়াও মায়াবশে সংসারিরূপে বিচরণ করিতেছেন, যিনি সূক্ষ্ম হইলেও বৃহৎ, কৃশ হইলেও স্থূল, নির্গুণ গুণধারী ও মহান্; যিনি জন্ম না হইলেও জাত, সেই ত্রিজন্মাতীত শ্রীহরিকে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। হে পুরুষপ্রবর! আপনি শ্রীহরির আরাধনাবিধি সম্যক্ রূপ অবগত আছেন, তথাপি যে জগতের উপকারী ভাগবতধর্ম্মের বিষয় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তাহার কারণ (আর কিছুই নহে) সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের কথা সকল

* ইতঃ পরম্—
"ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥"
ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

ভাবসাধ্যঃ স্বয়ং দেবঃ স্বয়ং জানাতি তদ্ভবান্
তথাপি বক্ষ্যে জগতাং হিতায় তব গৌরবাৎ
যদাহুঃ পরমং ব্রহ্ম প্রধানং পুরুষং পরম্।
যন্মায়য়া সর্ব্বমিদং বিশ্বমস্তীতি সোঽচ্যুতঃ॥ ৩৫
পুত্রান্ কলত্রং দীর্ঘায়ু রাজ্যং স্বর্গাপবর্গকম্।
স দদাতীপ্সিতং সর্ব্বং ভক্ত্যা সম্পূজিতোঽচ্যু
কর্ম্মণা মনসা বাচা তৎপরা যে হি মানবাঃ।
তেষাং ব্রতানি বক্ষ্যামি প্রীতয়ে তব ভূপতে
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা।
এতানি মানসাস্যাহুর্ব্রতানি হরিতুষ্টয়ে॥ ৩৮
একভুক্তং তথা নক্তমুপবাসমযাচিতম্।
ইত্যেবং কায়িকং পুংসাং ব্রতমুক্তং নরেশ্বর।
বেদস্যাধ্যয়নং বিষ্ণোঃ কীর্ত্তনং সত্যভাষণম্

অপৈশুন্যমিদং রাজন্ বাচিকং ব্রতমুচ্যতে॥
চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য সদা শুদ্ধিবিধায়িনঃ॥
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থাঃ সোঽয়ং তত্তোষকারণম্
পতিরূপো হিতাচারৈর্ম্মনোবাক্কায়সংযমৈঃ।
ব্রতৈরারাধ্যতে স্ত্রীভির্বাসুদেবো দয়ানিধিঃ॥
স্বাগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈরপি পূজনম্।
কর্ত্তব্যং কৃষ্ণচন্দ্রস্য দ্বিজাতিবদরূপিণঃ॥ ৪৪
ত্রয়ো বর্ণাস্তু বেদোক্ত-মার্গারাধনতৎপরাঃ।
স্ত্রীশূদ্রাদয় এব স্যুর্নামারাধনতৎপরাঃ॥ ৪৫
ন পূজনৈর্ন যজ্ঞৈর্ন ব্রতৈরপি মাধবঃ।
তুষ্যতে কেবলং ভক্তিপ্রিয়োঽসৌ সমুদাহৃতঃ

প্রসঙ্গক্রমে কীর্ত্তিত হইলে সাধুদিগের আত্মা মন ও কর্ণের তৃপ্তিসাধন করে, এইকারণেই আপনি শ্রীহরির কথায় মনস্তৃপ্তি করিবার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।২০—৩৩। দেব নারায়ণ নিজেই ভক্তের বাধ্য, ইহা আপনি নিজেই অবগত আছেন। তথাপি আপনার গৌরবরক্ষা ও জগতের হিতের নিমিত্ত আমি শ্রীহরির উপসনাপ্রকার আপনার নিকটে বলিব। পণ্ডিতগণ যাঁহাকে—পরব্রহ্ম ও পরাৎপর প্রধান বলিয়া থাকেন, যাঁহার মায়ায় এই নিখিল বিশ্ব অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনিই দেব অচ্যুত। তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে তিনি পুত্র, কলত্র, দীর্ঘজীবন, রাজ্য, স্বর্গ, এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত সকল অভীষ্টই প্রদান করিয়া থাকেন। হে ভূপতে! যে সকল মানব কায়মনোবাক্যে সেই শ্রীহরির সেবায় কালাতিপাত করিয়া থাকেন, আপনার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় ব্রতের বিষয় আপনার নিকটে বলিতেছি। অহিংসা, সত্য, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য ও অকপটতা এ গুলিকে মানসব্রত বলা হয়, এই মানসব্রতেও শ্রীহরি প্রীত থাকেন। হে নরেশ্বর! দিবাভাগে একবার অযাচিত অন্ন আহার, ও রাত্রিকালে উপবাস, ইহাকে কায়িক ব্রত বলা হইয়া থাকে। রাজন্! বেদাধ্যয়ন, বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন, সত্য কথা বলা ও খলতা না করাকে বাচিক ব্রত বলে। চক্রপাণির নামকীর্ত্তন সকল স্থানে সর্ব্বদাই করা যাইতে পারে, তাহাতে অশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না, কারণ—শ্রীহরির নামোচ্চারণেই মানব শুচি হইয়া থাকে। বর্ণাশ্রমীর আচারবান্ মানব একমাত্র বিষ্ণুকেই পরম পুরুষ ও উদ্ধারের একমাত্র উপায় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা আরাধনা করত তাহাতেই সন্তুষ্টভাবে কালযাপন করে। রমণীগণ—দয়ানিধি বাসুদেবকে নিজ পতির ন্যায় জ্ঞান করিয়া সদাচারে থাকিয়া মন, বাক্য ও শরীর সংযমপূর্ব্বক ব্রত দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিবে। স্ত্রী ও শূদ্র আগমোক্ত বিধানে ব্রাহ্মণের ন্যায় নিরাকার কৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই কেবল বেদোক্ত বিধানে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবে; স্ত্রী জাতি ও অন্যান্য শূদ্রাদি জাতি কেবল নামকীর্ত্তন ও নামজপরূপ আরাধনায় অধিকারী।৩৪—৪৫। ভগবান্ মাধব কেবল ভক্তিপ্রিয়; তিনি কেবল ভক্তিতে যত সন্তুষ্ট,—পূজা, যাগ বা

হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিম্।
যজন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে॥
অহিংসা প্রথমং পুষ্পং দ্বিতীয়ং করণগ্রহঃ।
তৃতীয়কং ভূতদয়া চতুর্থং ক্ষান্তিরেব চ॥ ৪৮
শমস্তু পঞ্চমং পুষ্পং ধ্যানঞ্চৈব তু সপ্তমম্।
সত্যঞ্চৈবাষ্টমং পুষ্পমেতৈস্তুষ্যতি কেশবঃ॥৪৯
পুষ্পান্তরাণি সন্ত্যেব বাহ্যানি নৃপসত্তম।
এতৈরেব তু তুষ্যেত যতো ভক্তিপ্রিয়োঽচ্যুত
বারুণং সলিলং পুষ্পং সৌম্যং ঘৃতপয়োদধি।
প্রাজাপত্যং তথান্নাদি আগ্নেয়ং ধূপদীপকম্॥৫১
ফলপুষ্পাদিকঞ্চৈব বানস্পত্যন্তু পঞ্চমম্।
পার্থিবং কুশমূলাদ্যং বায়ব্যং গন্ধচন্দনম্॥৫২
শ্রদ্ধাখ্যং বিষ্ণুপুষ্পঞ্চ বাদ্যং বিষ্ণুপদং স্মৃতম্।
এভিস্তু পূজিতঃ পুষ্পৈঃ সদ্যো বিষ্ণুঃ প্রসীদতি

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি পূজাস্থানানি বৈ হরেঃ॥৫৪
বর্ষে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ জপেত্তু তম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষু গ্রাসযসাদিনা
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরঃসরৈঃ
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনা।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেনার্চ্চয়েদ্বিভুম্॥৫৭
ধিষ্ণ্যেষেতেষু তদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎসমাহিতঃ॥
ব্রাহ্মণৈঃ পূজিতৈরেব হরিঃ সম্পূজিতো ভবেৎ
নির্ভৎসিতৈস্তু তৈর্ভূপ ভবেন্নির্ভৎসিতো বিভুঃ
নিগমো ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ যদাধারেণ বর্ত্ততে।
স দ্বিজো বৈষ্ণবীমূর্ত্তিঃ কীর্ত্তিতঃ পাবনো নৃণাম্

ব্রতে তত তুষ্ট নহেন। জ্ঞানিগণ হরিকে অগ্নিতে হবির্দ্বারা, জলে পুষ্পদ্বারা, হৃদয়ে ধ্যান দ্বারা, এবং সূর্য্যমণ্ডলে জপদ্বারা সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন। অহিংসা—প্রথম পুষ্প, ইন্দ্রিয়সংযম—দ্বিতীয় পুষ্প, প্রাণীর উপরে দয়া—তৃতীয় পুষ্প, ক্ষমা—চতুর্থ পুষ্প, শম—পঞ্চম পুষ্প, ধ্যান—সপ্তম পুষ্প, সত্য—অষ্টম পুষ্প, এই আটটী পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে কেশব (সাতিশয়, তুষ্ট হয়েন। নৃপসত্তম! অন্যান্য বাহ্য পুষ্প যথেষ্ট থাকিলেও উক্ত আটটি পুষ্পেই শ্রীহরি তুষ্ট থাকেন; কারণ তিনি ভক্তিপ্রিয়; ভক্ত ব্যতীত আটটী পুষ্প দ্বারা পূজা—আর কেহ করিতে পারে না। জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—বরুণ; পুষ্পের চন্দ্র; ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও অন্নাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—প্রজাপতি; ধূপদীপাদির অগ্নি; ফল-পুষ্পাদির বনস্পতি; কুশ-মূলাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—পৃথিবী; গন্ধ-চন্দনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—বায়ু; শ্রদ্ধা,—বিষ্ণু পূজার উত্তম পুষ্প; বাদ্য, বিষ্ণুপদ; এই সকল উপকরণে পূজা করিলে বিষ্ণু সদ্য প্রসন্ন হন। ৪৬—৫৩। সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা, এবং নিখিল, প্রাণী বিষ্ণুর পূজ্য-স্থান। ত্রয়ী বিদ্যায় এবং অনলে হবি-দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। উত্তম ব্রাহ্মণে আতিথ্যদ্বারা এবং গাভীর উপরে উত্তম ঘাস জলাদি দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে। বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকার, হৃদয়ে ধ্যান, সমীরণে মুখ্য বুদ্ধি; জলে জল প্রভৃতি দ্রব্যত্যাগ ও স্থণ্ডিলে মন্ত্র পাঠ দ্বারা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। স্বীয় আত্মাকে বিভুজ্ঞানে ভোগদ্বারা তৃপ্ত করিলে তাঁহার পূজা করা হয়। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পরাৎপররূপী বিভুকে অর্চ্চনা করিতে হইলে সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইতে হইবে। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আধারে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ শান্ত বিভুকে একাগ্রচিত্তে তদ্রূপে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। রাজন্! ব্রাহ্মণের পূজা করিলেও শ্রীহরির পূজা করা হয়; ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিলে শ্রীহরিকেই তিরস্কার করা হয়। নিগম এবং ধর্ম্মশাস্ত্র যাঁহাতে একাধারে বর্ত্তমান; সেই লোকপাবন ব্রাহ্মণই বৈষ্ণবীমূর্ত্তি

সর্ব্বং শুভং জগতি ধর্ম্মত এব লভ্যং
ধর্ম্মো গতির্নিগমতো নৃপ ধর্ম্মশাস্ত্রাৎ।
নূনং তয়োরপি গতির্ভুবি ভূমিদেবা-
স্তৈরর্চ্চিতৈরিহ জগৎপতিরর্চ্চিতঃ স্যাৎ॥
ন যজ্ঞদানৈর্ন তপোভিরুগ্রৈ-
র্ন যোগযুক্ত্যা ন সমর্চ্চনেন।
তথা হরিস্তুষ্যতি দেবদেবো
যথা মহীদৈবততোষণেন॥ ৬২
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্মদৈবপ্রবর্ত্তকঃ।
ব্রহ্মণৈরেব তুষ্যেত তোষিতৈর্ব্রহ্মদৈবতম্॥
নরকেঽপি চিরং মগ্নাঃ পূর্ব্বজা যে কুলদ্বয়ে।
তদৈব যান্তি তে স্বর্গং যদার্চ্চতি সুতো হরিম্
কিং তেষাং জীবিতেনেহ পশুবচ্চেষ্টিতেন কিম্।
যেষাং ন প্রবণং চিত্তং বাসুদেবে জগন্ময়ে॥
ধ্যানং তস্য প্রবক্ষ্যামি যন্ন দৃষ্টং হি কেনচিৎ।
শ্রুয়তাং ভূপ কৈবল্যং নিত্যং মলবিবর্জ্জিতম্

যথা দীপো নিবাতস্থো নিশ্চলো বাহ্নিরূপধৃক্।
প্রজ্জ্বলন্নাশয়েৎ সর্ব্বমন্ধকারং নৃপোত্তম॥ ৬৭
তদ্বদ্দোষবিহীনাত্মা ভবত্যেব নিরাময়ঃ।
নিরাশো নিশ্চলো ভূপ বৈরমৈত্রীবিবর্জ্জিতঃ॥৬৮
শোকদুঃখভয়দ্বেষ-লোভমোহভ্রমাদিভিঃ।
বিষয়ৈরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ কৃষ্ণধ্যায়ী বিমুচ্যতে॥ ৬৯
যথা জ্বালাপ্রসঙ্গেন দীপস্তৈলং প্রশোষয়েৎ।
তথা ধ্যানপ্রসঙ্গেন কর্ম্মণোঽপি ক্ষয়ো ভবেৎ
তদ্ধ্যানং দ্বিবিধং তস্য প্রোক্তং শঙ্করপূর্ব্বকৈঃ
নির্গুণং সগুণং বাপি তত্রাদ্যং শৃণু মানদ॥ ৭১
কেবলং জ্ঞানদৃষ্ট্যাসৌ দৃশ্যতে যোগযুক্তিভিঃ।
পরমাত্মপরৈ রাজন্ সততং ধ্যানতৎপরৈঃ॥৭২

বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। রাজন্! এই জগতে একমাত্র ধর্ম্মকার্য্যেই শুভ লাভ হইয়া থাকে। একমাত্র ধর্ম্মই নিগম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই পৃথিবীতে নিগম ও ধর্ম্মশাস্ত্র জানিবার উপায়ও একমাত্র ব্রাহ্মণ; সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলেই জগৎপতি শ্রীহরির পূজা করা হয়। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট রাখিলে দেবদেব শ্রীহরি যেরূপ তুষ্ট থাকেন, যজ্ঞ, দান কঠোর তপস্যা, যোগ বা পূজায় তাদৃশ তুষ্ট নহেন। ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিলে, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রহ্মদেবতা ব্রহ্মা তুষ্ট থাকেন। পিতৃকুল, মাতৃকুল, উভয়কুলের পূর্ব্বপুরুষগণ চিরদিন নরকে মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে পুত্র শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নরক হইতে উদ্ধার পাইয়া স্বর্গে গমন করিবেন। যাহাদের চিত্ত, জগদ্ব্যাপী বাসুদেবে আসক্ত নহে; তাহাদের পশুবৎ ব্যবহার—তাহাদের সমস্তই বৃথা। রাজন্! এক্ষণে সেই বিষ্ণুর ধ্যান আপনার নিকটে বলিব, যাহা কেহ কখন অবলোকন করে নাই, সেই নিত্য নির্ম্মল মুক্তিপ্রদ ধ্যান শ্রবণ করুন।৫৪—৬৬। হে নৃপসত্তম! বহ্নিরূপধারী দীপ যেমন নির্ব্বাত প্রদেশে নিশ্চলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ কৃষ্ণধ্যানকারী মানব দোষবিহীন (নিষ্পাপ) ও নিরাময় হইয়া নিশ্চল অর্থাৎ ধীরভাবে অবস্থান করত বাসনাজাল ক্ষয় করিতে থাকেন; তাঁহার কাহারও সহিত শত্রুতা বা মিত্রতা কিছুই থাকে না—তিনি উদাসীনভাবে অবস্থিতি করেন; তিনি শোক, দুঃখ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, ভ্রম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্বথা মুক্ত হইয়া থাকেন। দীপ যেরূপ জ্বলন্ত শিখাদ্বারা তৈল শোষণ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণধ্যায়ী মানব ধ্যানবলে কর্ম্মক্ষয় করিয়া থাকে। হে মানদ! শঙ্কর প্রভৃতি দেবদেবগণ সেই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান দুই প্রকার বলিয়াছেন,—নির্গুণ ও সগুণ। আপনার নিকট প্রথমে নির্গুণ ধ্যানের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। রাজন্! যাঁহারা যোগবলে পরমাত্মসাক্ষাৎকারে নিয়ত যত্নবান, কেবল তাঁহারাই নির্গুণ ধ্যান অর্থাৎ উপাসনা করিয়া জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে ঐ নির্গুণরূপে দেখিতে পান। হে ভূপতে! তাঁহারা দেখেন,—

হস্তপাদবিহীনশ্চ সর্ব্বং গৃহ্লাতি গচ্ছতি।
মুখনাসাবিহীনশ্চ ভুঙ্‌ক্তে জিঘ্রতি ভূপতে ॥৭৩
অকর্ণঃ শৃণুতে সর্ব্বং সর্ব্বসাক্ষী জগৎপতিঃ।
অরূপো রূপসম্বন্ধঃ পঞ্চবর্গবশং গতঃ ॥ ৭৪
সর্ব্বলোকস্য যঃ প্রাণঃ পূজ্যতে সচরাচরৈঃ।
অজিহ্বো বদতে সর্ব্বং বেদশাস্ত্রানুগং তথা।
ত্বগ্‌বিহীনঃ স্পৃশেৎ সর্ব্বং শীতোষ্ণাদি নরাধিপ
সদানন্দো বিবিক্তাত্মা একরূপো নিরাশ্রয়ঃ ॥৭৬
নির্গুণো নির্ম্মমো ব্যাপী সগুণো নির্ম্মলোজসঃ
অবশ্যঃ সর্ব্ববশ্যাত্মা সর্ব্বদঃ সর্ব্ববিত্তমঃ ॥ ৭৭
তস্য মাতা চ নৈবাস্তি স বৈ সর্ব্বময়ো বিভুঃ।
এবং সর্ব্ববিধং ধ্যানং যশ্চ পশ্যত্যনন্যধীঃ ॥৭৮
স যাতি পরমং স্থানমমূর্ত্তমমৃতোপমম্।
দ্বিতীয়ন্তু প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে ॥ ৭৯

মূর্ত্তাকারন্তু সাকারং নিরালম্বং নিরাময়ম্।
যস্য বাসনয়া সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং বাসিতং নৃপ ॥৮০
স তস্মাদ্ বাসুদেবেতি প্রোচ্যতে বিধিপূর্ব্বকৈঃ
স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্‌ঘনশ্যামং সূর্য্যতেজসমপ্রভম্ ॥৮১
দক্ষিণে শোভতে শঙ্খো মহামণিবিচিত্রিতঃ।
কৌমোদকী গদা চাপি মহাসুরবিমর্দ্দিনী ॥৮২
বামে চ শোভতে বীর পদ্মং চক্রং জগৎপতেঃ
চতুর্ব্বাহুং সুরেশানং শার্ঙ্গিণং কমলাপতিম্ ॥৮৩
কম্বুগ্রীবং সুবৃত্তাস্যং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
রাজমানং হৃষীকেশং দর্শনৈঃ কুন্দসন্নিভৈঃ ॥৮৪
গুড়াকেশস্য নৃপতে হ্যধরো বিদ্রুমাকৃতিঃ।
শোভতে পদ্মনাভাখ্যঃ কিরীটেনাতিভাস্বতা।

পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণ হস্তপদ-বিহীন হইলেও সকল বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গতায়াত করিতেছেন। মুখ নাসিকা না থাকিলেও তিনি আহার করিতেছেন ও গন্ধ গ্রহণ করিতেছেন। সর্ব্বসাক্ষী জগৎপতি কর্ণহীন হইয়াও সমুদয় শুনিতেছেন; রূপবিহীন হইয়াও পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া রূপবান্‌রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। সকল লোকের প্রাণ বলিয়া যিনি এই নিখিল চরাচর কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন; তিনি জিহ্বা-শূন্য হইয়া বেদশাস্ত্রানুগত সকল কথা বলিতেছেন। ৬৭—৭৫। হে নরাধিপ! ত্বগ্‌বিহীন হইলেও তিনি নিখিল শীতোষ্ণাদি স্পর্শ করিতে পারেন; তিনি সর্ব্বদা আনন্দময়, পবিত্রেন্দ্রিয়, একরূপ, নিরাধার, নির্গুণ, নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল ওজোরূপী; তিনি কাহারও বশ্য নহেন; কিন্তু অপর সকলেই তাঁহার বশ্য, তিনি সকলকে সকল বস্তু দান করিতেছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য; তাঁহার মাতা নাই, তিনি সর্ব্বময় বিভু। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে ধ্যান দ্বারা এইরূপে সর্ব্বময় বিভুকে দেখিতে পায়; সে ব্যক্তি, মূর্ত্তিবিহীন অমৃতোপম সেই পরম কৈবল্যধামে গমন করিতে সমর্থ হয়। হে মহামতে! এক্ষণে দ্বিতীয় ধ্যানের কথা বলিব, শ্রবণ কর। ৭৬—৭৯। রাজন্! দ্বিতীয় ধ্যানের বিষয়,—সাকারমূর্ত্তি; অর্থাৎ প্রভুর যে সাকার মূর্ত্তির কোন আলম্বন নাই, সেই নিরাময় সাকার প্রভুর বাসনায় এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বাসিত অর্থাৎ বাসনাময় হইয়াছে। এই কারণেই নিখিল লোকে তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকে। তাঁহার গাত্রবর্ণ—স্নিগ্ধ সজল জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ; সূর্য্যকিরণের ন্যায় তাঁহার শরীরপ্রভা। হে বীর! সেই জগৎপতির চতুর্ব্বাহু, তাঁহার দক্ষিণ বাহুযুগলে মহামণিচিত্রিত শঙ্খ এবং মহাদৈত্যঘাতী কৌমোদকী গদা; আর বাম বাহুযুগলে পদ্ম ও চক্র শোভা পাইতেছে। সেই সুরেশ্বর কমলাপতির শার্ঙ্গ ধনু, তাঁহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায়, মুখমণ্ডল সুবর্ত্তুল; পদ্মপলাশলোচন সেই হৃষীকেশের কুন্দোপম দশনগুলি অতি সুন্দর। ৮০—৮৪। হে, নৃপতে! সেই গুড়াকেশের অধর প্রবালতুল্য আরক্ত, তাঁহার শীর্ষদেশে অত্যুজ্জ্বল কিরীট শোভা পাইতেছে। তাঁহার নাভিদেশে পদ্ম, এই জন্য তাঁহার নাম পদ্মনাভ।

বিলাসী লক্ষ্মলক্ষ্মী চ কেশবঃ কৌস্তভাঙ্কিতঃ।
জনার্দ্দনঃ সূর্য্যতেজঃকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ॥
কেয়ূরহারকটক কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ।
বিরাজতে ভ্রাজমানো বনুষালঙ্কৃতেন চ॥ ৮৭
বাসসা হেমবর্ণেন প্রাবৃতো গরুড়াসনঃ।
ধ্যাতব্যঃ সগুণো রাজন্ ভক্তাঘৌঘহরো হরিঃ
এবং তে ধ্যানমুদ্দিষ্টং দ্বিবিধং নৃপসত্তম।
যৎকৃত্বা মুচ্যতে পাপৈর্মনোবাক্কায়সম্ভবৈঃ ॥৮৯
যং যঞ্চাভিলষেৎ কামং তং তং প্রাপ্নোতি
নিশ্চিতম্।
পূজ্যতে দেববর্গৈশ্চ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

তিনি বিলাসী,—ভৃগুপদচিহ্ন ও কৌস্তভ ধারণ করিয়াছেন। কেশিনামক দৈত্যকে বধ করিয়া তিনি "কেশব" এই নাম পাইয়াছেন; দুষ্টলোকের উৎপীড়ন করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে জনার্দ্দন বলিয়া ডাকে। তাঁহার দুই কর্ণে সূর্য কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল দুই কুণ্ডল। তিনি হার, কেয়ূর, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গুরীদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতেছেন। তিনি সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ বসন পরিধানপূর্ব্বক গরুড়োপরি অবস্থিতি করিতেছেন। রাজন্! ভক্তগণের পাপরাশিনাশী ভগবান্ হরিকে এইরূপে গুণময় ধ্যান করিতে হইবে। হে নৃপসত্তম! আমি তোমার নিকট দ্বিবিধ ধ্যানের কথাই বলিলাম, এইরূপে ধ্যান করিলে,—মানব মানসিক, বাচিক ও কায়িক,—এই ত্রিবিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়,—যাহা অভিলাষ করিবে, নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হয় এবং দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ৮৫—৯০।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অম্বরীষ উবাচ।
সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠ লোকানুগ্রহকারক।
বিষ্ণোর্দ্ধ্যানং ত্বয়া প্রোক্তং সগুণং নির্গুণঞ্চ যৎ
অধুনা লক্ষণং ব্রূহি ভক্তেঃ সাধুকৃপাকর।
যাদৃশী ক্রিয়তে যেন যথা যত্র যদা তথা॥ ২
সূত উবাচ।
ইত্যুক্তমাকর্ণ্য নৃপোত্তমস্য
মুনিঃ প্রহৃষ্টো নিজগাদ ভূপম্।
শৃণুষ রাজন্নখিলাঘহারিণীং
ভক্তিং হরেস্তে প্রদদামি সম্যক্॥ ৩
বিবিধা ভক্তিরুদ্দিষ্টা মনোবাক্কায়সম্ভবা।
লৌকিকী বৈদিকী চাপি ভবেদাধ্যাত্মিকী তথা
ধ্যানধারণয়া বুদ্ধ্যা বেদানাং স্মরণেন চ।
বিষ্ণুপ্রীতিকরী চৈষা মানসী ভক্তিরুচ্যতে ॥৫
বেদমন্ত্রসমুচ্চারৈরবিশ্রান্তং দিবানিশম্।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

অম্বরীষ কহিলেন,—মুনিবর! সাধু সাধু, আপনি যে বিষ্ণুর সগুণ-নির্গুণ দ্বিবিধ ধ্যানের কথা বলিলেন, তাহা অতি উত্তম। আপনি যথার্থই লোকহিতৈষী। অজ্ঞানান্ধ জীবের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনার প্রধান কার্য্য। হে সাধুকৃপাকর! এক্ষণে ভক্তির লক্ষণ বলুন, কে কোন্ সময়ে কি প্রকারে কিরূপ ভক্তির অধিকারী, তাহাও বিশেষ করিয়া বলুন! সূত কহিলেন,—মুনিবর নারদ মহারাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! নিখিল-পাপনাশিনী হরিভক্তি আপনাকে দিতেছি, শ্রবণ করুন—গ্রহণ করুন। মানসিক, বাচিক, কায়িক, লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে ভক্তি অনেকবিধ। ধ্যান, ধারণা, তদগতচিত্ততা ও বেদস্মৃতি দ্বারা যে বিষ্ণুর প্রীতিসাধন, তাহাকে মানসিক ভক্তি বলে। দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে বেদমন্ত্র উচ্চারণ,

জপৈশ্চারণ্যকৈশ্চৈব বাচিকী ভক্তিরিষ্যতে ।
ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়জয়েন চ ।
কায়িকী ভক্তিরুদ্দিষ্টা সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী ॥ ৭
পাদ্যার্ঘ্যাদ্যুপচারৈশ্চ নৃত্যবাদিত্রগীতকৈঃ ।
বলিভির্জ্জাগরার্চ্চাভির্লৌকিকী ভক্তিরীরিতা ॥
ঋগ্‌যজুঃসামজপ্যৈশ্চ সংহিতাধ্যয়নাদিভিঃ ।
হবির্হোমক্রিয়াভিশ্চ যা ভক্তিঃ সা তু বৈদিকী ॥
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ বিষুবাদিষু যঃ পুনঃ ।
যাগঃ সঙ্কীর্ত্তিতো বিজ্ঞৈর্বৈদিকীভক্তিসাধকঃ
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি প্রধানাদীনি সঙ্খ্যয়া ।
অচেতনানি রাজেন্দ্র পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥১১
চেতনঃ স সমুদ্দিষ্টঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ কর্ম্মণাম্ ।
আত্মা নিত্যো হ্যনকশ্চ হ্যধিষ্ঠাতা প্রয়োজকঃ
ব্যক্তিস্থশ্চেতনো নিত্যঃ কারণানাঞ্চ কারণম্
তত্ত্বসর্গো ভাবসর্গো ভূতসর্গশ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ১৩
সঙ্খ্যায়াশ্চ প্রসঙ্খ্যানং প্রধানঞ্চ গুণাত্মকম্ ।
জ্ঞাত্বা সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে প্রধানস্য গুণাত্মনঃ ॥
কারণত্বং ব্রহ্মণশ্চ সাধর্ম্ম্যমিদমুচ্যতে ।
নানাত্বং চাত্র বৈধর্ম্ম্যং প্রধানস্য বিদুর্বুধাঃ ॥
তত্ত্বান্তরঞ্চ তত্ত্বানাং কার্য্যকারণমেব চ ।
প্রয়োজনং প্রয়োজ্যত্বং জ্ঞাত্বা তত্ত্বপ্রসঙ্খ্যয়া ॥
সঙ্খ্যানাং প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈঃ সর্ব্বতত্ত্বার্থ-
চিন্তকৈঃ ।
ইতি মত্বাস্য সদ্ভাবং তত্ত্বসঙ্খ্যাঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥
ব্রহ্মতত্ত্বাধিকং চাপি জ্ঞাত্বা তত্ত্বং বিদুর্বুধাঃ ।
সাঙ্খ্যৈঃ কৃতা ভক্তিরেষা প্রোচ্যতেঽধ্যা-
ত্মিকী নৃপ ।
যোগজামপি বক্ষ্যামি ভক্তিমাধ্যাত্মিকীং শৃণু

আরণ্যক উপনিষদ্ পাঠদ্বারা যে বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদন, তাহাকে বাচিক ভক্তি কহে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্রত, উপবাস ও নিয়ম দ্বারা যে তাঁহার উপাসনা, তাহাকে কায়িক ভক্তি বলে। এই কায়িক ভক্তি দ্বারা সকলপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। পাদ্য, অর্ঘপ্রভৃতি উপচার ও অন্যান্য উপহার দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক নৃত্যগীত-বাদ্যসহকারে রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি মহাসমারোহে যে বিষ্ণুর পূজা, ইহাকে লৌকিক ভক্তি বলে। ১—৮। ঋক্, যজু ও সামবেদ পাঠ, বেদসংহিতার অধ্যয়ন ও হোমাদি দ্বারা যে বিষ্ণুর প্রীতিসাধন, তাহাকে বৈদিকী ভক্তি বলে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যদিবসে বিষ্ণুর উদ্দেশে যে যাগ, বিজ্ঞগণ তাহাই প্রকৃত বৈদিকী ভক্তির কার্য্য বলিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! মূল প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অচেতন; পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষ,—চেতন, তিনিই কর্ম্মসমূহের কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। তিনিই নিত্য নির্লিপ্ত আত্মা; তিনি সকলের অধিষ্ঠাতা হইয়া প্রয়োজক। সেই নিত্য আত্মা প্রত্যেক ব্যক্তিতে চেতনরূপে অবস্থান করিতেছেন; তিনি নিখিল কারণের কারণ। তত্ত্বসৃষ্টি, ভাবসৃষ্টি, ভূতসৃষ্টি, সংখ্যার সংখ্যাত্ব, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি—এসকলই তাঁহার তত্ত্ব হইতে নিষ্পন্ন। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহা নহে; ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে তাঁহার সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দর্শন করিয়া স্থূলবুদ্ধিগণ তাঁহাতেই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের কারণত্ব ও সাধর্ম্ম্য আরোপ করিয়া থাকে, পরব্রহ্মের চেতন ধর্ম্ম এ সকলে থাকিতে পারে বটে; কিন্তু বুধগণ নানাত্ব ও বৈধর্ম্ম্য প্রকৃতিরই ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। নিখিল তত্ত্বের মর্ম্মার্থবিৎ পণ্ডিতগণ পর-পর তত্ত্ব-সমূহকে পূর্ব্বপূর্ব্ব তত্ত্বসমূহের কার্য্য এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্ব-সমূহকে পর পর তত্ত্বসমূহের কারণ নিশ্চয় করিয়া তত্ত্বসমূহের ক্রমিক সংখ্যানুসারে প্রয়োজকত্ব ও প্রয়োজ্যত্ব স্থির করিয়াছেন। বুধগণ এইরূপে প্রতি-পদার্থে চেতন পুরুষের চিন্ময়ী সত্তা এবং তত্ত্বসংখ্যা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া উক্ত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের অতীত ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! সাংখ্যবিদ্‌গণ এইরূপে তত্ত্বনির্ণয় করিয়া পরমেশ্বরে

প্রাণায়ামপরো নিত্যং ধ্যানবান্ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ
ভৈক্ষ্যভক্ষাব্রতী চাপি বিষয়েভ্যো নিবৃত্তিমান
পশ্যন্নুদ্যোতিতমুখং ব্রহ্মসূত্রং কটীতটে। ২০
শ্বেতবর্ণং চতুর্ব্বাহুং বরদাভয়হস্তকম্।
ধ্যায়মানঃ স্বহৃদয়ে যোগযুক্তো মহেশ্বরম্।
হৃষ্টং স্বচেতসা রাজন্ পীতবস্ত্রং সুলোচনম্॥
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী ভেদতস্ত্রিধাঃ।
ভক্তয়ো বিবিধা জ্ঞেয়া বিষ্ণোরমিততেজসঃ॥
যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মাৎ
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ।২৩
যাবজ্জনো ন শৃণুতে ভুবি বিষ্ণুভক্তিং
সাক্ষাৎ সুধারসমশেষরসৈকসারম্।
তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাত-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি॥ ২৪

যে ভক্তিস্থাপন করেন, তাহাকে আধ্যাত্মিক ভক্তি বলে। হে নৃপ! এক্ষণে আপনার নিকটে যোগজনিত আধ্যাত্মিক ভক্তির কথা বলিব, শ্রবণ করুন। (যোগজ আধ্যাত্মিক ভক্তিলাভ করিতে হইলে) ইন্দ্রিয়সংযম-পূর্ব্বক প্রাণায়াম করত নিত্য ধ্যান করিতে হইবে; বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভিক্ষোপজীবী হইয়া যোগব্রত অবলম্বন করত হৃদয়মধ্যে, কটীতটে ব্রহ্মসূত্র ও হস্তে বরাভয়ধারী চতুর্ব্বাহু শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বলাস্য মহেশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। রাজন্। মনে মনে ভাবিতে হইবে,—সেই পীত-বসনপরিহিত সুলোচন ভগবান্ হরি, হৃষ্টচিত্তে মদীয় হৃদয়মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ৯—২১। অমিততেজস্বী বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি সাত্ত্বিক-রাজসিক ও তামসিকরূপে আবার নানাপ্রকার। প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ক্ষণকালমধ্যে ভস্মসাৎ করে; তদ্রূপ ভগবদ্-ভক্তি তৎক্ষণাৎ পাপরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে। মানব যে পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে নিখিল রসের একমাত্র সার সাক্ষাৎ সুধারসস্বরূপ বিষ্ণুভক্তি শ্রবণ করিতে না পায়; তাবৎকাল

সংকীর্ত্ত্যমানঃ কীর্ত্তিত এব নিত্যং
মহানুভাবো ভগবাননন্তঃ
সমস্তদোষহং বিনিহন্তি যেষং
বায়ুর্যথা ভানুরিবান্ধকারম্। ২৫
ন ভূপ দেবার্চ্চনযজ্ঞতীর্থ-
স্নানব্রতাচারতপঃক্রিয়াভিঃ।
তথা বিশুদ্ধিং লভতেহন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে। ২৬
কথা বিশুদ্ধা নরনাথ তথ্যা-
স্তা এব পথ্যা হরিভক্তকথ্যাঃ।
সঙ্কীর্ত্ত্যতে যাসু পবিত্রকীর্ত্তি-
র্বিশুদ্ধমূর্ত্তির্নিজদত্তভক্তিঃ। ২৭
ধন্যোহসি বীর ধরণীবর ধর্ম্মধুর্য্য
ধ্যানৈকতানহৃদয়ঃ পুরুষোত্তমস্য।
যন্নৈষ্ঠিকী মতিরসৌ তব সৌভগ্য শ্রী
শ্রীকৃষ্ণ শ্রুসুকৃতশ্রবণে প্রবৃত্তা। ২৮

বহু দেহে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক জরা, মৃত্যু জন্ম-প্রভৃতি শত শত অভিঘাতকদুঃখ ভোগ করে। বায়ু যেরূপ মেঘরাশি অপসারিত করে, সূর্য্য যেরূপ অন্ধকাররাশি নাশ করেন, সেইরূপ মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ অনন্তের নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলেই তিনি চতুর্দ্দিক্ হইতে (নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ-কারীর) পাপরাশি নাশ করেন। হে ভূপ! ভগবান্ অনন্ত হৃদয়ে থাকিলে অর্থাৎ চিন্তিত হইলে অন্তরাত্মা যেরূপ চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, দেবার্চ্চনা, যজ্ঞ, তীর্থস্নান, ব্রতাচরণ ও তপস্যাদ্বারাও সেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ২২—২৬। নরনাথ! যিনি স্বয়ং লোককে ভক্তি দান করেন, সেই পবিত্রকীর্ত্তি—বিশুদ্ধমূর্ত্তি ভগবান্ অনন্ত যে সকল কথায় কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই হরিভক্ত-কথিত কৃষ্ণকথা অতি পবিত্র, অতিহিতকর—অতিমধুর। হে ধীরপ্রকৃতি মহারাজ! হে ধার্ম্মিকপ্রবর! তুমি ধন্য! যথার্থই তোমার হৃদয় পুরুষো-ত্তমের ধ্যানবিষয়ে একাগ্র হইয়াছে। তোমার

আনারাধ্য হরিং ভক্ত্যা বরদং বিষ্ণুমব্যয়ম্ ।
কুতঃ শ্রেয়ো ভবেদ্ভূপ পুরুষস্যাত্মমানিনঃ ॥
মায়াজনিরমা যাহসৌ ভক্ত্যা রাজন্ যয়া যয়া*
সাধ্যতে সাধুপুরুষৈঃ স্বয়ং জানাতি তত্ত্ববান্ ॥
ন বিদ্যতে তে নৃপ ধর্ম্মতত্ত্ব-
মজ্ঞাতমেতদ্বিপুলং পুনর্ম্মাম্ ।
যৎ পৃচ্ছসে তীর্থপদপ্রসঙ্গাৎ
কথারসং বৈষ্ণবগৌরবেণ ॥ ৩১
নাতঃ পরং পরমতোষবিশেষপোষং
পশ্যামি পুণ্যমুচিতঞ্চ পরস্পরেণ ।
সন্তঃ প্রসজ্য যদনন্তগুণানন্ত-
শ্রেয়োনিধীনবিকভাবজুষো ভজন্তি ॥ ৩২
ব্রাহ্মণাঃ সুরভী সত্যং শ্রদ্ধাযাগতপাংসি চ ।
শ্রুতিস্মৃতিদয়াদীক্ষা-সন্তোষা হনবো হরেঃ ॥৩৩
অদিত্যশ্চন্দ্রমা বায়ুর্ভূমিরাপোঽম্বরং দিশঃ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বভূতময়ো বিভুঃ ॥ ৩৪
বিশ্বরূপং স্বয়ং শক্তো জগদেতচ্চরাচরম্ ।
স্বয়ং ব্রাহ্মণমাবিশ্য সদৈবান্নং ভুনক্তি চ ॥ ৩৫
ততস্তু তীর্থাস্পদপাদরেণূন্
ধরাধরাস্থালয়ভূমিরেখান্ ।
সভাজ্য সম্পূজয় পুণ্যলক্ষ্মীঃ
সর্ব্বস্বভূতানখিলাত্মভূতান্ ॥ ৩৬
ব্রাহ্মণং বিষ্ণুবুদ্ধ্যা যো বিদ্বাংসং সাধু পশ্যতি ।
স এব বৈষ্ণবো যশ্চ স্বস্য ধর্ম্মে সমাস্থিতঃ ॥ ৩৭
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ভক্তিলক্ষণমর্থিতম্ ।
স্নাতুং গচ্ছামি গঙ্গায়াং ন কথাবসরোঽধিকঃ ॥
প্রাপ্তোঽয়ং মাধবো মাসো মাধবস্যাতিবল্লভঃ
তস্যাপি সপ্তমী শুক্লা গঙ্গায়ামতিদুর্লভা ॥ ৩৯
বৈশাখশুক্লসপ্তম্যাং জাহ্নবী জহ্নুনা পুরা ।

নিষ্ঠাবতী বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ প্রেম পুণ্যকথাশ্রবণে অবহিত হইয়া নিজ সৌভাগ্যবত্তার পরিচয় দিতেছে। হে ভূপ! যে ব্যক্তি বরপ্রদ পাপবিনাশী অব্যয় বিষ্ণুকে আরাধনা না করিয়া অহংকারে মত্ত হইয়া থাকে; তাহার শ্রেয়োলাভ কোথা হইতে হইবে? রাজন্! সাধুগণ, মায়াসম্পর্কশূন্য হইলেও মায়াসম্ভূত ঐ ভগবান্ বিষ্ণুকে যে যে ভক্তি দ্বারা সাধনা করিয়া থাকেন, আপনি তাহা অবগত আছেন। হে নৃপ! এই বিপুল ধর্ম্মতত্ত্ব আপনার অজ্ঞাত নহে, তথাপি যে আপনি তীর্থসেবাপ্রসঙ্গে সেই ধর্ম্মকথা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের উপরে গৌরব প্রদর্শন ব্যতীত আর কোন কারণ নাই। সাধুগণ যে, অনন্ত মঙ্গলের নিধান, বিবিধ ভাবময়, অনন্ত-গুণকথা একাগ্রভাবে কীর্ত্তন করেন, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অতিসন্তোষকর—অতি পবিত্র কর্ম্ম, —আর কোথাও দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণ, গাভী, সত্য, শ্রদ্ধা, যাগ, তপস্যা, শ্রুতি, স্মৃতি, দয়া, দীক্ষা ও সন্তোষ, শ্রীহরির অঙ্গ। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, ভূমি, জল, আকাশ, দিক্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র,—সমস্তই সেই শ্রীহরির অঙ্গ; কারণ, প্রভু—সর্ব্বভূতময়। এই চরাচর জগৎ সৃজনে শক্তিমান্ বিশ্বরূপী ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং ব্রাহ্মণে আবিষ্ট হইয়া (ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া) সর্ব্বদা অন্নভোজন করিতেছেন। অতএব যাঁহাদের আবাসভূমি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধাম; যাঁহাদের পদরেণু তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ; যাঁহারা পুণ্য লক্ষ্মীর সারসর্ব্বস্ব; সেই অখিলের আত্মরূপী ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা কর। যে ব্যক্তি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুজ্ঞানে ভক্তি-নেত্রে অবলোকন করে, যাহার নিজ ধর্ম্মে অচলা মতি, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বৈষ্ণব। আপনি ভক্তি-লক্ষণ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই আপনার নিকটে বলিলাম, এক্ষণে আমি গঙ্গাস্নানে যাইতেছি, আমার কথা কহিবার অধিক অবসর নাই। শ্রীহরির অতিপ্রিয় বৈশাখমাস উপস্থিত। এই বৈশাখমাসের শুক্লা সপ্তমী গঙ্গায় অতি দুর্লভ, অর্থাৎ এই সপ্তমীতে গঙ্গাস্নান অতি পুণ্যপ্রদ বলিয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে কি

* 'রাজন্ত মায়য়া' ইতি পাঠঃ কচিৎ।

ক্রোধাৎ পীতা পুনস্ত্যক্তা কর্ণরন্ধ্রাত্তু দক্ষিণাৎ
তস্যাং সমর্চ্চয়েদ্দেবীং গঙ্গাং গগনমেখলাম্।
স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন স ধন্যঃ সুকৃতী নরঃ।
তস্যাং যস্তর্পয়েদ্দেবান্ পিতৄন্ মর্ত্ত্যো যথাবিধি
সাক্ষাৎপশ্যতি তং গঙ্গা স্নাতকং গতপাতকম্
ন মাধবসমো মাসো ন গঙ্গাসদৃশী নদী।
দুর্লভঃ খলু যোগোঽয়ং হরিভক্ত্যৈব লভ্যতে
বিষ্ণুপাদসমুদ্ভূতা ব্রহ্মলোকাদুপাগতা।
শ্রীমহেশজটাজূট-বাসিনী দুঃখনাশিনী। ৪৪
ত্রিভিঃ স্রোতোভিরশ্রান্তং যা পুনাতি জগত্রয়ম্
স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণী সততানন্দকারিণী। ৪৫
অনেকদুরিতোদ্দাম-হারিণী দুর্গতারিণী।
ভজমানজনস্বান্তঃকান্তিকেলিবিলাসিনী। ৪৬
সগরান্বয়নির্ব্বাণ-কারিণী ধর্ম্মচারিণী।
ত্রিমার্গচারিণী দেবী লোকালঙ্কৃতিকারিণী।
দর্শনস্পর্শনস্নান-কীর্ত্তনধ্যানসেবনৈঃ।
পুণ্যানপুণ্যপুরুষান্ পাবয়ন্তী সহস্রশঃ। ৪৮
গঙ্গা গঙ্গেতি গঙ্গেতি যৈস্ত্রিসন্ধ্যং ত্রিরীরিতম্
সুদূরস্থৈশ্চ তৎপাপং হন্তি জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্।
যোজনানাং সহস্রেষু গঙ্গাং যঃ স্মরতে নরঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাসৌ লভতে পরমাং গতিম্।
বৈশাখশুক্লসপ্তম্যাং দুর্লভা সা বিশেষতঃ।
প্রাপ্যতে জগতীপাল হরিবিপ্রপ্রসাদতঃ। ৫১
ন মাধবসমো মাসো ন মাধবসমো বিভুঃ।
পোতো হি দুরিতাম্ভোধৌ মজ্জমানজনস্য যঃ।

না সন্দেহ। পূর্ব্বকালে জহ্নুমুনি বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতিথিতে গঙ্গাদেবীকে ক্রোধে পান করিয়া দক্ষিণকর্ণবিবর দিয়া পুনরায় ত্যাগ করিয়াছিলেন; সেই কারণেই গঙ্গাদেবীর নাম জাহ্নবী হইয়াছে। সেই বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে যথাবিধানে গগনমেখলা গঙ্গাদেবীর পূজা ও তাঁহার সলিলে স্নান করিলে মানব পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া ধন্য হয়। যে মানব সেই বৈশাখীয় শুক্লা সপ্তমীতে যথাবিধানে গঙ্গায় স্নান এবং তদীয় সলিলে পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করে; সে বীতপাতক হইয়া গঙ্গাদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করে। বৈশাখের তুল্য মাস নাই। গঙ্গার ন্যায় নদীও আর নাই, গঙ্গা এবং বৈশাখমাসের যোগ হরিভক্তিবলেই লব্ধ হইয়া থাকে। ভগবতী গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপন্না হইয়া ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়া শ্রীমহেশ্বরের জটাজূটে বাস করিতেছেন। তিনি সকলের দুঃখনাশিনী; এই জন্যই তিনি অবিরত ত্রিধা স্রোতে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হওয়াতে ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছেন। তিনি জীবগণের স্বর্গারোহণের সোপান; সর্ব্বদা লোককে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন; পাপরাশি হরণ করিতেছেন; দুর্গমে পতিত জীবকে উদ্ধার করিতেছেন; সেবকজনের হৃদয়স্থিত পুণ্যকান্তির সহিত সখ্য স্থাপনপূর্ব্বক (স্বচ্ছতাসাধর্ম্ম্যে) উল্লাস-সহকারে লীলা করিতেছেন। ধর্ম্মচারিণী দেবী ত্রিপথগা সগরবংশ উদ্ধার করিয়াছেন, ত্রিলোক অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দর্শন, স্পর্শন, নামকীর্ত্তন, ধ্যান, সেবন ও তদীয় জলে অবগাহন করিয়া লোকসকল পবিত্র হইতেছে, সহস্র সহস্র পাপী পুরুষকে তিনি পবিত্র করিতেছেন। যাহারা অতি দূরে থাকিয়াও ত্রিসন্ধ্যায় গঙ্গা গঙ্গা এই নাম উচ্চারণ করে, তাহাদের ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপরাশি ধ্বংস হয়। যে মানব সহস্র যোজনে থাকিয়া গঙ্গা স্মরণ করে; সে পাপকারী হইলেও পরমা গতি লাভ করে। হে ভূপাল! বিশেষতঃ বৈশাখমাসের শুক্লা-সপ্তমীতে গঙ্গাস্নান অতি দুর্লভ, শ্রীহরি ও ব্রাহ্মণের প্রসাদেই কেবল উহা ঘটিতে পারে। মাধবের (বৈশাখের) তুল্য মাস আর নাই এবং মাধবের (শ্রীহরির) তুল্য দেবতাও আর নাই; এই মাধব (বৈশাখ-মাস ও শ্রীহরি), পাপসাগরে মগ্নব্যক্তির

দত্তং জপ্তং হুতং স্নাতং যদ্ভক্ত্যা মাসি মাধবে
তদক্ষয়ং ভবেদ্ভূপ পুণ্যং কোটিশতাধিকম্।
যথা দেবেষু বিশ্বাত্মা দেবো নারায়ণো বিভুঃ।
যথা জপ্যেষু গায়ত্রী সরিতাং জাহ্নবী তথা॥
যথোমা সর্বনারীণাং তপতাং ভাস্করো যথা।
আরোগ্যলাভো লাভানাং দ্বিপদানাং দ্বিজো যথা।
পরোপকারঃ পুণ্যানাং বিদ্যানাং নিগমো যথা
মন্ত্রাণাং প্রণবো যদ্বদ্ধ্যানানামাত্মচিন্তনম্॥৫৬
সত্যং স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং তপসাঞ্চ যথা বরম্।
শৌচানামাত্মশুদ্ধিশ্চ দানানামভয়ং যথা॥৫৭
গুণানাঞ্চ যথা লোভক্ষোভো মুখ্যো গুণঃস্মৃতঃ
মাসানাং প্রবরো মাসস্তথাসৌ মাধবো মতঃ।
তত্র যৎ ক্রিয়তে দানং যজ্ঞঃ স্নানমুপোষণম্।
তপোঽধ্যয়নপূজাদি তদক্ষয়ফলং স্মৃতম্॥৫৯
বৈশাখাস্তানি পাপানি সূর্য্যাস্তানি তমাংসি চ।
পরোপকারপৈশুন্যপ্রায়াণি সুকৃতানি চ॥৬০
কার্ত্তিকে মাসি যৎকিঞ্চিত্তুলাসংস্থে দিবাকরে।
স্নানদানাদিকং রাজংস্তৎপরার্দ্ধগুণং ভবেৎ॥
তস্মাৎ সহস্রগুণতো মাঘে মকরগে রবৌ।
ততোঽপি শতসংখ্যাকংবৈশাখে মেষগে রবৌ
তে ধন্যাস্তে সুকৃতিনো নরা বৈশাখমাসি যে।
প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন পূজয়ন্তি চ মাধবম্॥৬৩
প্রাতঃ স্নানঞ্চ বৈশাখে যজ্ঞদানমুপোষণম্।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥৬৪
পুনঃ কলিযুগে রাজন্ম তদ্যোগ্যং ভবিষ্যতি।
অশ্বমেধাদিকং যস্মান্মাহাত্ম্যং মাধবস্য যৎ॥৬৫
অশ্বমেধমখঃ পুণ্যঃ কলৌ নৈব প্রবর্ত্ততে।
এব মাধবমাসস্য হয়মেধসমো বিধিঃ॥৬৬
অশ্বমেধস্য যৎপুণ্যং স্বর্গমোক্ষফলপ্রদম্।
ন বেৎস্যন্তি কলৌ পাপজনা দুরিতবুদ্ধয়ঃ॥৬৭

পোতস্বরূপ। হে ভূপ! এই মাধবমাসে দান, জপ, হোম, স্নান—ভক্তিপূর্ব্বক যাহা করা যাইবে, তাহা অক্ষয় হইবে; ইহাতে শত-কোটির অধিক পুণ্য লাভ হয়। দেবতার মধ্যে যেমন বিশ্বাত্মা দেব নারায়ণ; জপ্য মন্ত্রের মধ্যে যেমন গায়ত্রী; নদীসমূহের মধ্যে তেমনি জাহ্নবী। নিখিল রমণী মধ্যে যেমন উমা, তেজস্বী বস্তুর মধ্যে সূর্য্য, লাভের মধ্যে যেমন আরোগ্যলাভ, দ্বিপদ প্রাণীর মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, পুণ্য-কার্য্যের মধ্যে যেমন পরোপকার, বিদ্যার মধ্যে যেমন নিগম, মন্ত্রের মধ্যে যেমন প্রণব, ধ্যানের মধ্যে যেমন আত্মচিন্তন, তপস্যার মধ্যে যেমন সত্য ও স্বধর্ম্মানুবর্ত্তন, শৌচের মধ্যে যেমন আত্মশুদ্ধি, দানের মধ্যে যেমন অভয়দান, গুণের মধ্যে যেমন নির্লোভতা (শ্রেষ্ঠ), মাসের মধ্যে তেমনি বৈশাখমাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৫৫—৫৮ এই বৈশাখমাসে স্নান, দান, উপবাস, যজ্ঞ, তপস্যা, অধ্যয়ন, পূজাদি, যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় ফল প্রদান করে। পরোপকারে খলতা প্রকাশে যেমন পুণ্য নষ্ট হয়, সূর্য্যকর্ত্তৃক যেমন অন্ধকার নাশিত হয়, তদ্রূপ বৈশাখ-মাস কর্ত্তৃক পাপরাশির বিনাশ হইয়া থাকে। হে রাজন্! সূর্য্য তুলারাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে স্নান-দানাদি যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার পরার্দ্ধগুণ ফল হয়; সূর্য্য মকররাশিতে গত হইলে অর্থাৎ মাঘ-মাসে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ফল হয়, সূর্য্য মেষরাশিগত হইলে অর্থাৎ বৈশাখমাসে আবার তাহা অপেক্ষা শতভাগ অধিক ফল হয়। যে সকল মানব বৈশাখ-মাসে প্রাতঃস্নান, করিয়া যথাবিধানে মাধবের পূজা করে, তাহারা পুণ্যবান্, তাহারাই ধন্য। বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান, যজ্ঞ, দান, উপবাস, হবিষ্য ও ব্রহ্মচর্য্য করিলে মহা-পাতক নাশ হয়। রাজন্! কলিযুগের মানব-গণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারিবে না; এই নিমিত্ত তাহাদের জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের সমফল বৈশাখমাহাত্ম্য বিহিত হইয়াছে। কলিযুগে পবিত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিধান নাই, এই নিমিত্ত বৈশাখমাসোক্ত, কার্য্যই অশ্ব-মেধের সমান বলিয়া বিধান করা হইয়াছে।

তস্মিন্ভবৈর্নরৈঃ পাপৈর্গন্তব্যং নরকার্ণবে।
অতস্তু বিরলস্তস্য প্রচারো যেন নির্ম্মিতঃ॥৬৮

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদস্য মহাত্মনঃ।
অম্বরীষস্তু রাজর্ষির্বিস্মিতো বাক্যমব্রবীৎ॥১

অম্বরীষ উবাচ।

মার্গশীর্ষাদিকান্ মাসান্ হিত্বা পুণ্যান্ মহামুনে
সর্ব্বমাসাধিকং মাসং বৈশাখং কিং প্রশংসসি॥
সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকো যস্মান্মাধবো মাধবপ্রিয়ঃ
কো বিধিস্তত্র কিংদানং কিন্তপঃ কা চ দেবতা

তৎপদাম্ভোজরজসা পাবিতস্য চ মে মুনে।
উপদেশপ্রদানেন প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥৪
ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মমার্গাণামুপদেষ্টাসি বৈ মুনে।
ত্বমেকোঽখিলতত্ত্বার্থং জানাসি মুনিসত্তম॥৫
কর্ত্তোপদেষ্টা ধর্ম্মাণামনুমন্তা প্রযোজকঃ।
শাস্ত্রবিদ্ভির্মুনিবর স্মর্য্যন্তে সমভাগিনঃ॥৬
ব্রতসত্রতপোদানৈর্যৎ ফলং সমবাপ্যতে।
ধর্ম্মোপদেশদানেন তৎ সর্ব্বমুপলভ্যতে॥৭
তীর্থস্নানং তপো যজ্ঞকর্ম্ম যৎকুরুতে শুভম্॥
অপি তৎফলভাগী স্যাদ্যঃ প্রবর্ত্তয়িতা ভবেৎ
তদর্হসি ভবান্ পুণ্যমুপদেষ্টুং কৃপানিধে।
দুর্লভো গুরুসম্বন্ধো দেশকালোপপত্তয়ঃ॥৯
ন কেচন তথা ভাবাশ্চেতঃ শীতলয়ন্তি নঃ।

কলিযুগের পাপমতি পাপিষ্ঠ নরগণ অশ্বমেধ যজ্ঞের স্বর্গমুক্তিপ্রদ পবিত্র ফলের বিষয় বুঝিতে পারিবে না; আয়াসসাধ্য বলিয়া সে কর্ম্মে প্রবৃত্তই হইবে না, কেবল পাপ-কর্ম্মে রত থাকিয়া নরকার্ণবে ডুবিতে থাকিবে। এই নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রচার বিরল করিয়া বৈশাখমাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ৫৯—৬৮।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—রাজর্ষি, অম্বরীষ মহাত্মা নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন। অম্বরীষ বলিলেন,—হে মহামুনে! আপনি মার্গশীর্ষপ্রভৃতি পবিত্র মাস পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখমাসকে সকল মাসের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন কেন? আপনি বলিলেন, মাধবমাস সকল মাসের শ্রেষ্ঠ এবং মাধবের প্রিয়; (এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি) এই বৈশাখমাসের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানপ্রণালী কি প্রকার? ইহাতে কিরূপ দান করিতে হয়? কি প্রকার তপস্যা করিতে হয়? এই মাসের পূজনীয় দেবতা কে? হে মুনে! আপনার পাদ-পদ্মরজো দানে আমাকে যেমন পবিত্র করিলেন, তেমনি অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ প্রদান করুন। হে মুনিসত্তম! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মপথের উপদেষ্টা—আপনি একাই নিখিল তত্ত্বার্থ অবগত আছেন। মুনিবর! আপনি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠাতা, উপদেষ্টা, অনুমোদনকর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক। আপনি শাস্ত্র-বিৎ। শুনিয়াছি—শাস্ত্রবিদ্গণ ধর্ম্মপিপাসু। ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য আমার নিতান্ত কৌতূহল রহিয়াছে। ব্রত, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে যে ফল পাওয়া যায়; এক ধর্ম্মোপদেশ দানে সেই ফল পাওয়া যায়। তীর্থস্নান, তপস্যা ও যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া যায়; যিনি ঐ সকল সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেন, তিনিও সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব হে কৃপানিধে! আপনি আমাকে কৃপা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন। যথাকালে উপযুক্ত সদ্গুরুর সাক্ষাৎকার বড়ই দুর্লভ! বিশেষ সৌভাগ্য বলে আপ-নার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। ভবাদৃশ

রাজ্যলাভাদয়োঽপ্যেতে যথা তব সমাগমঃ ॥
সূত উবাচ ।
অথ মন্দমৃদুস্মের-স্ফুরদ্দন্তপ্রভানুগঃ ।
অম্বরীষং প্রত্যুবাচ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ১১
নারদ উবাচ ।
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি হিতায় জগতস্তব ।
বিধিং মাধবমাসস্য যঃ প্রোক্তো ব্রহ্মণা পুরা ।
দুর্লভং ভারতে বর্ষে জন্ম তস্মান্মনুষ্যতা ।
মানুষে দুর্লভঞ্চাপি স্বস্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনম্ ॥ ১৩
ততোঽপি ভক্তির্ভূপাল বাসুদেবে সুদুর্লভা ।
তত্রাপি দুর্লভো মাসো মাধবে মাধবপ্রিয়ঃ ॥১৪
তমবাপ্য ততো মাসং স্নানদানজপাদিকম্ ।
কুর্ব্বন্তি বিধিনা যে তু ধন্যাস্তে কৃতিনো নরাঃ ।
তেষাং দর্শনমাত্রেণ পাপিনোঽপি বিকল্মষাঃ ।
ভবন্তি ভগবদ্ভাব-ভাবিতা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৬
মাধবে মাসি যৈঃ স্নাতং প্রাতর্নিয়মসংযুতৈঃ ।
তে কোটিবর্ষপর্য্যন্তং ক্রীড়ন্তে নন্দনে বনে ॥
যথা ন বারিধিসমো লোকে কোঽপি জলাশয়ঃ
তথা মাসো ন বৈশাখসদৃশো মাধবপ্রিয়ঃ ॥১৮
তাবৎ পাপানি তিষ্ঠন্তি মনুষ্যাণাং কলেবরে ।
যাবৎ কিল মলধ্বংসী মাসো নায়াতি মাধবঃ ॥
অবশিষ্টদিনান্তেব পঞ্চ মাসস্য তস্য বৈ ।
একাদশীং সমারভ্য সর্ব্বমাসসমানি বৈ ॥ ২০
বৈশাখে পূজিতো দেবো মাধবো মধুহা তু যৈঃ
নানোপচারৈ রাজেন্দ্র তৈঃ প্রাপ্তং জন্মনঃ
ফলম্ ॥ ২১
কিং কিং ন দুর্লভতরং প্রাপ্যতে মাসি মাধবে
স্নানেন পরমেশস্য পূজনেন যথাবিধি ॥ ২২
ন দত্তং ন হুতং জপ্তং ন তীর্থে মরণং কৃতম্ ।
যৈর্হি নারায়ণে নৈব ধ্যাতো নিখিলপাপহা ॥২৩

সাধু ব্যক্তির সমাগমে মন যেরূপ শীতল হয়; রাজ্য লাভ প্রভৃতি কোন সম্পদেও সেরূপ হয় না। ১—১০। সূত কহিলেন,—অনন্তর মুনিসত্তম নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া (মহারাজ) অম্বরীষকে প্রত্যুত্তর দিলেন। নারদ কহিলেন,—পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা আমার নিকটে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বৈশাখ-মাসের ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রণালী জগতের হিতার্থে আপনার নিকটে বলিব শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মই দুর্লভ, তাহাতে মনুষ্যজন্ম আরও দুর্লভ, মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি তদপেক্ষাও দুর্লভ। হে ভূপাল! বাসুদেবে ভক্তি তাহা অপেক্ষাও অতিদুর্লভ। তাহাতেও আবার মাধবপ্রিয় মাধবমাস আরও দুর্লভ। সেই কারণে পবিত্র বৈশাখমাস প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা যথাবিধানে স্নান, দান, জপপ্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য করেন, তাঁহারাই ধন্য কৃতী পুরুষ। পাপিগণ তাঁহাদের দর্শনমাত্রেই বীতপাপ হইয়া ভগবদ্ভক্ত ও ধর্ম্ম কাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। যাহারা বৈশাখমাসে নিয়মযুক্ত হইয়া প্রাতঃস্নান করে, তাহারা কোটি বৎসর পর্য্যন্ত নন্দনকাননে ক্রীড়া করে। এই ত্রিভুবনে সমুদ্রের তুল্য জলাশয় যেমন আর নাই; সেইরূপ বৈশাখমাসের তুল্য বিষ্ণুপ্রিয় মাস আর নাই। পাপধ্বংসী মাধবমাস যাবৎ না আগত হয়, তাবৎকাল মনুষ্যশরীরে পাপ অবস্থিতি করে। বৈশাখমাসের তুল্য বিষ্ণুপ্রিয় মাস আর নাই। পাপধ্বংসী মাধবমাস যাবৎ না আগত হয়, তাবৎকাল মনুষ্যশরীরে পাপ অবস্থিতি করে। বৈশাখমাসের একাদশী হইতে অবশিষ্ট পাঁচ দিন সম্পূর্ণ মাসের ন্যায় পুণ্য প্রদ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাসে ধর্ম্ম কার্য্যে যে ফল, ঐ অবশিষ্ট পাঁচদিনের ধর্ম্মকার্য্যেও সেই পূর্ণমাসের ফল পাওয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! যাহারা বৈশাখমাসে দেব মধুসূদনকে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়াছে, তাহাদের জন্ম সার্থক হইয়াছে। বৈশাখমাসে যথাবিধানে পরমেশ্বরকে স্নান করাইয়া পূজা করিলে দুর্লভতর কোন কোন্ পুণ্য লাভ না করা যায়? যাহারা নিখিলপাপনাশী—দেব নারায়ণকে ধ্যান করে নাই; তাহাদের দান, হোম, জপ, তীর্থমরণ—সমস্তই বৃথা। হে

তেষাং জন্ম নৃণাং লোকে জ্ঞাতব্যং
নিষ্ফলং নৃপ।
দ্রব্যেষু বিদ্যমানেষু কৃপণো যো ভবেন্নরঃ ॥২৪
অদত্ত্বা ম্রিয়তে যো হি তস্য দ্রব্যং নিরর্থকম্।
তীর্থস্নানাদিতপসা সৎকুলে জন্ম লভ্যতে ॥২৫
ন দানেন বিনা ভূপ কিঞ্চিদপ্যুপতিষ্ঠতি।
বৈশাখস্নানমাহাত্ম্যাদপি পঞ্চদিনাত্মকাৎ ॥ ২৬
সৎকুলে প্রাপ্যতে জন্ম বৈভবং বিবিধং তথা
সুপুত্রঃ সুকুলং ভূপ ধনধান্যবরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৭
সুজন্ম মরণঞ্চাপি সুভোগাঃ সুখমেব চ।
সদা দানেঽধিকা প্রীতিরৌদার্য্যং ধৈর্য্যমুত্তমম্ ॥
প্রসাদাত্তস্য দেবস্য বিষ্ণোশ্চৈব মহাত্মনঃ।
নারায়ণস্য জায়ন্তে সিদ্ধয়ো ভূপ বাঞ্ছিতাঃ ॥২৯
ঊর্জ্জে মাসি তপোমাসি মাধবে মাধবপ্রিয়ে।
স্নাত্বা দামোদরং ভক্ত্যা মাধবং মধুসূদনম্ ॥৩০
বিশেষেণ সমভ্যর্চ্চ্য দত্ত্বা দানানি শক্তিতঃ।
ঐহিকং সুখমাসাদ্য নরো হরিপদং ব্রজেৎ।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাতকাবলী
বিলীয়তে মাধবমজ্জনেন।
সূর্য্যোদয়ে ভূপ যথা তমিস্রং
বচঃ স্বয়ম্ভুরিদমাদিশন্মে ॥ ৩২
চকার বিষ্ণুর্বিপুলপ্রচারং
মাসস্য বৈ মাধবসংজ্ঞকস্য।
যমস্য গুপ্তং বচসা বিচিন্ত্য
মনুষ্যলোকে গমিতং চকার ॥ ৩৩
তস্মাদস্মিন্ সমায়াতে মাধবে মাসি বৈষ্ণবৈঃ।
স্নাত্ব পুণ্যজলে তীর্থে গঙ্গায়াঃ পাবনে নৃণাম্
রেবায়া বা মহারাজ যমুনে সারদেঽথবা।
প্রাতস্ত্বনুদিতে ভানৌ বিধানেন নৃপোত্তম ॥৩৫
পূজয়িত্বা চ দেবেশং মুকুন্দং মধুসূদনম্।
পুত্রপৌত্রধনশ্রেয়োবাঞ্ছিতানি সুখানি চ ॥৩৬

রাজন্! মনুষ্যলোকে তাহাদের জন্মই বৃথা জানিবে। যে ব্যক্তি অর্থ থাকিতেও কৃপণ,—নারায়ণের অর্চ্চনায় অর্থ ব্যয় করে না। দান না করিয়া—কেবল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহার সে সঞ্চিত অর্থ নিরর্থক, কোন কাজেই লাগে না। তীর্থস্নান, তপস্যা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য দ্বারা সৎকুলে জন্ম লাভ করা যায়। কিন্তু হে রাজন্! সৎকুলে জন্ম লাভ করিয়া অর্থসঞ্চয় করত তাহা দান না করিলে কিছুই থাকে না। বৈশাখমাসের ঐ একাদশ্যাদি পঞ্চদিনে স্নানের মাহাত্ম্যে সৎকুলে জন্ম, বিবিধ ঐশ্বর্য্য, সুপুত্র, সুকুল, ধন-ধান্য, ও মনোমত পত্নী লাভ হইয়া থাকে। হে ভূপ! মহাত্মা দেবদেব বিষ্ণুর প্রসাদে সুজন্ম, সুমৃত্যু, সুভোগ, সুখ, সর্ব্বদা দানে সমধিক আনন্দ, ঔদার্য্য, ও উত্তম ধৈর্য্যপ্রভৃতি সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকমাসে, মাঘমাসে, বিষ্ণুপ্রিয় বৈশাখমাসে, স্নান, ভক্তিপূর্ব্বক বিশিষ্টরূপে মধুসূদন দামোদরের পূজা, এবং যথাশক্তি দান করিলে মানব ঐহিক সুখ লাভ করিয়া অন্তে হরিপদ প্রাপ্ত হয়। হে ভূপ! সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার নাশ হয়, সেইরূপ বৈশাখমাসে (যথানিয়মে) স্নান করিলে বহুজন্মার্জ্জিত পাতকরাশি নষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ব্রহ্মা আমার নিকটে বলিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু, মনুষ্যগণ স্বস্বকর্ম্মফলে কৃতান্তের করালকবলে পতিত হইয়া নরকে গমন করিতেছে দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ মনুষ্যলোকে বৈশাখমাসের সুপ্রচার করিয়া দিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! বৈশাখমাস আসিলে বিষ্ণুভক্তগণ, লোকপাবন গঙ্গা সলিলে, রেবাতোয়ে, যমুনাজলে সারদোদকে অথবা অন্য কোন পুণ্যতীর্থে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অরুণোদয়কালে যথাবিধানে স্নান করিবে।” ১১—৩৪। হে নৃপোত্তম! অনন্তর দেবদেব মধুহন্তা মুকুন্দের পূজা করিয়া তৎফলে পুত্রপৌত্র, ধনসমৃদ্ধি প্রভৃতি অভীষ্ট সুখভোগের পর অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। হে মহাভাগ! তুমিও বৈশাখমাসের এইরূপ মহিমা অবগত হইয়া মধুসূদনের পূজা কর। বৈশাখমাসে যথা-

অনুভূয় ততস্ত্বন্তে স্বর্গমক্ষয়মাপ্নুয়াৎ।
এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগ মধুসূদনমর্চ্চয় ॥ ৩৭
স্নাত্বা সম্যগ্ বিধানেন বৈশাখে তু বিশেষতঃ
দেবমারাধ্য গোবিন্দং নারায়ণমনাময়ম্ ॥
প্রাপ্স্যসি ত্বং সুখং পুত্রং ধনানি চ হরেঃ পদম্
দেবদেবং নমস্কৃত্য মাধবং পাপনাশনম্ ॥৩৮
প্রারভেত ব্রতমিদং পৌর্ণমাস্যাং মধোর্নৃপ।
যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুক্তঃ শক্ত্যা কিঞ্চিৎপ্রদায় চ ॥
হবিষ্যভুগ্ভূমিশায়ী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ।
কৃচ্ছ্রাদিতপসা ক্ষামো ধ্যায়ন্নারায়ণং হৃদি ॥৪১
এবং প্রাপ্য চ বৈশাখীং দদ্যান্মধুতিলাদিকম্।
ভোজনং দ্বিজমুখ্যেভ্যো ভক্ত্যা ধেনুং সদক্ষিণাম্
অচ্ছিদ্রং প্রার্থয়েচ্চাপি তস্য স্নানস্য ভূসুরান্।
যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়া ভূপ মাধবস্য জগৎপতেঃ ॥
তথৈব মাধবো মাসো মধুসূদনবল্লভঃ।
এবংবিধিযুক্তো মর্ত্ত্যঃ স্নাত্বা দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ৪

উদ্যাপনং চরেচ্ছক্ত্যা মধুসূদনতুষ্টয়ে।
ইদং মাধবমাসস্য মাহাত্ম্যং কথিতং তব।
যৎপুরা ব্রহ্মণো বক্ত্রাচ্ছ্রুতমাসীন্ময়া নৃপ ॥ ৪৫
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাস-
মাহাত্ম্যে পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদস্য স ভূপতিঃ।
প্রণম্য বিস্মিতঃ প্রাহ চিন্তয়ন্মনসা হরিম্ ॥ ১
অম্বরীষ উবাচ।
কথমেতদ্বিমুহ্যামঃ স্বল্পায়াসেন যন্মুনে।
প্রাপ্যতে স্নানমাত্রেণ ফলং চৈবাতিদুর্লভম্ ॥
নারদ উবাচ।
সত্যমুক্তং ত্বয়া রাজন্নল্পায়াসেন যন্মহৎ।
ফলং সম্প্রাপ্যতে তত্র শ্রদ্ধৎস্ব বিধিভাবিতম্ ॥

বিধানে স্নান ও নির্ম্মল দেবনারায়ণকে বিশেষরূপে পূজা করিলে পুত্র ধনাদি ঐশ্বর্য্য সুখভোগের পর হরিপদ প্রাপ্ত হইবে। হে নৃপ! বৈশাখী পৌর্ণমাসী তিথিতে পাপনাশী দেবদেব মাধবকে নমস্কার করিয়া এই ব্রত আরম্ভ করিবে। যথা,—নিয়মযুক্ত হইয়া হবিষ্যাশন, ভূমিশয়ন করত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যথাশক্তি দান করিবে। কৃচ্ছ্র প্রভৃতি কঠোর তপস্যায় শরীর ক্ষীণ করত মনে মনে কেবল নারায়ণকে ধ্যান করিবে। বৈশাখী পূর্ণিমায় এইরূপ নিয়মে অবস্থানপূর্ব্বক সুব্রাহ্মণদিগকে মধুতিলাদি দান, ভোজন ও সদক্ষিণা ধেনু দান করিবে। এবং ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আমার স্নানের কার্য্য অচ্ছিদ্র হউক, এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে ভূপ! লক্ষ্মীদেবী জগৎপতি মাধবের যেরূপ প্রিয়পাত্রী; এই বৈশাখ মাসও তাঁহার সেইরূপ প্রিয়। মানব মধুসূদনের প্রীতিকামনায় দ্বাদশ বৎসর কাল এইরূপ বিধানে স্নান ও বিষ্ণুপূজা করিয়া পরে যথাশক্তি ব্রত উদ্যাপন করিবে। হে রাজন্! পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মার মুখে বৈশাখ-মাহাত্ম্য যেরূপ শুনিয়াছিলাম; তোমার নিকট অবিকল তাহাই বলিলাম। ৪৩—৪৫।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহারাজ অম্বরীষ নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে হরিকে চিন্তা করত কহিলেন। অম্বরীষ কহিলেন,—হে মুনে! স্বল্প আয়াসে কেবল স্নান করিয়াই যে এইরূপ অতি দুর্লভ ফল পাওয়া যায়, ইহাতে আমার সাতিশয় বিস্ময় হইতেছে, কিছুতেই ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না; তাহা হইলে আমরা এরূপ মোহগ্রস্ত হইয়া থাকি কেন? ঐরূপ অনায়াসলভ্য পুণ্য কর্ম্মই ত অগ্রে কর্ত্তব্য হইতেছে। নারদ

ধর্ম্মস্য গতয়ঃ সূক্ষ্মা দুর্জ্ঞেয়া হীশ্বরৈরপি।
মুহূর্ত্তে চাত্র বিদ্বাংসোঽচিন্ত্যশক্তিহরেঃ কৃতৌ
বিশ্বামিত্রাদয়ো রাজন্ ধর্ম্মাধিক্যেন বাহুজাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ সমুপায়াতাঃ সূক্ষ্মা ধর্ম্মগতিস্ততঃ॥ ৫
অজামিলোঽপি ভূপাল দাসীপতিরিতি শ্রুতঃ
ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী নিত্যং পাপপথি স্থিতঃ॥ ৬
ম্রিয়মাণঃ সুতস্নেহাৎ প্রোচ্য নারায়ণেতি চ।
তদ্ধ্যাননামগ্রহণাৎ পদং লেভে সুদুর্লভম্॥ ৭
অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো হুতবহো যথা।
তথা দহতি গোবিন্দনাম ব্যাজাদপীরিতম্।
কানীনস্য মুনেঃ পৌত্রা ভ্রাতৃজায়াভিগামিনঃ।
গোলকস্য চ বৈ পাণ্ডোঃ পুত্রাঃ কুণ্ডাঃ স্বয়ং তথা
ত্বে পঞ্চাপি চ ভূপাল পাণ্ডবা দ্রৌপদীরতাঃ।
তেষাঞ্চ পুণ্যশ্লোকত্বং সূক্ষ্মা ধর্ম্মগতিস্ততঃ॥ ১০
বিচিত্রাণি চ কর্ম্মাণি বিচিত্রা ভূতভাবনাঃ।
বিচিত্রাণি চ ভূতানি বিচিত্রাঃ কর্ম্মশক্তয়ঃ॥ ১১
কদাচিৎ সুকৃতং কর্ম্ম কূটস্থং যদবস্থিতম্।
কেনচিৎ কর্ম্মণা ভূপ শুভেন পরিবর্দ্ধতে॥ ১২
ফলং দদাতি সুমহৎ কাস্মিন্নপি চ জন্মনি।
সূক্ষ্মো ধর্ম্মোঽতিগহনো বীয়তে ন যথা তথা॥
নৈতস্য ফলদানস্য শ্রূয়তে ভূপ নিশ্চয়ঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতং কর্ম্ম চ্ছন্নং পাপান্তরৈরপি

কহিলেন,—রাজন! আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন,—অল্প আয়াসে যে এরূপ মহৎ-ফল লাভ, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে বটে, কিন্তু কি করিবেন, বিধাতার বাক্য, আপনাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। ধর্ম্মের গতি অতিসূক্ষ্ম, ইহা ঈশ্বরের বোধগম্য নহে, অচিন্ত্যশক্তিশালী শ্রীহরির কার্য্যে বিদ্বানেরাও মোহগ্রস্ত হন, কিসে কি হইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না। রাজন! বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণ জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও বহুতর ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন, এবিষয়ে ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম, ইহা স্বীকার ব্যতীত আর বুঝিবার উপায় কি? হে ভূপাল! অজামিলও দাসীপতি বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সে ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া এক দাসীতে আসক্ত হইয়া সর্ব্বদাই পাপ কর্ম্ম করিত, তাহার পুত্রের নাম ছিল,—"নারায়ণ"। মৃত্যুকালে পুত্রস্নেহে সে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়াছিল; সেই নারায়ণনাম গ্রহণের সঙ্গে ভগবান্ নারায়ণের চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়ায়, মৃত্যুর পরে সে সুদুর্লভ উত্তম পদ পাইয়াছিল। অনিচ্ছায় অবুদ্ধিপূর্ব্বকও অগ্নিস্পর্শ করিলে যেমন অঙ্গ দগ্ধ হয়, সেইরূপ অন্যচ্ছলে গোবিন্দনাম উচ্চারণ করিলে পাপরাশি দগ্ধ হইয়া থাকে। কানীন (১) মুনির পৌত্র, গোলক (২) সন্তান পাণ্ডুর পুত্র ভ্রাতৃপত্নীগামী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব—একে কুণ্ড (৩) সন্তান; তাহাতে আবার পাঁচজনে এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহারা কিনা শেষে পুণ্যশ্লোক বলিয়া বিখ্যাত হইলেন; এবিষয়ে ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম ভিন্ন আর কি বলিব? কর্ম্ম সকল বিচিত্র, সৃষ্টিকর্ত্তারাও বিচিত্র, সৃষ্টপ্রণালী সকলও বিচিত্র; কর্ম্মসমূহের শক্তিও বিচিত্র—কাহার কিরূপ শক্তি, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। হে ভূপ! যে সুকৃত এক সময়ে ফল প্রদান না করায় কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাহাই আবার অন্য সময়ে অন্য কোন শুভ কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বহুকাল প্রচ্ছন্নরূপে নিষ্ফল অবস্থায় থাকিয়া অন্য কোন জন্মে সুমহৎ ফল প্রদান করে। ধর্ম্মের গতি অতিসূক্ষ্ম,—অতি দুর্ব্বোধ; যেন-তেন প্রকারেণ তাহার অনুমান করিবার উপায় নাই। এই পুণ্যের ফলদান অর্থাৎ কোন পুণ্য কখন ফলিবে, তাহার নিশ্চয় কোথাও শুনাও যায়

(১) অবিবাহিত কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে কানীন কহে।

(২) বিধবার সন্তানকে গোলক বলে।

(৩) জারজ সন্তানকে কুণ্ড বলে।

তদাগত্য কুতঃ ক্বাপি স্বং ফলঞ্চ প্রযচ্ছতি।
কৃতস্য নেহ নাশোঽস্তি পুণ্যস্য দুরিতস্য চ ॥১৫
তথাপি বহুভিঃ পুণ্যৈর্দুরিতং যাতি দারুণম্
যদুক্তং ভবতা রাজন্নায়াসাধিক্যতো ভবেৎ ॥
মহৎপুণ্যঞ্চ তত্রাপি কারণং মে নিশাময়।
স্বল্পায়াসমহায়াসৌ যদ্যল্পত্বমহত্ত্বয়োঃ ॥ ১৭
মহাপুণ্যাস্ততস্তে স্যুঃ সততং কর্ষকাদয়ঃ।
মন্ত্রোচ্চারঞ্চ (১)সিংহাদেরায়াসং বহুলং
স্মৃতঃ ॥ (২)

না। যৎকিঞ্চিৎ সুকৃত কর্ম্মও—অনেক দেখা গিয়াছে যে, বহুতর পাপকর্ম্মে আবৃত থাকিয়া বহুকালের পর অতর্কিতভাবে আগমন করিয়া নিজ ফল প্রদান করিল। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্ম বা পাপকর্ম্মের কদাপি নাশ হয় না, কোন না কোন সময়ে তাহার ফল অবশ্যই ফলিয়া থাকে। তাহা হইলেও বহুতর পাপ নাশ করিতে হইলে বহুপুণ্যের প্রয়োজন, অল্পপুণ্যে বহু পাপ নাশ কোনক্রমেই হইতে পারে না। তবে যে আপনি বলিলেন, অল্পায়াসে বহুপাপ নাশ কিরূপে হয়, তাহার উত্তর এই যে, পাপনাশের প্রতি আয়াসের বাহুল্য কারণ নহে, পুণ্যের আধিক্যই তাহার কারণ। তবে অল্পায়াসে যে মহৎ পুণ্য হয়, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ধর্ম্মের গতি—অতিসূক্ষ্ম, কর্ম্মের শক্তি অদ্ভুত, কিসে কি হয় কিছুই বলা যায় না। আয়াসের (পরিশ্রমের) অল্পতা ও আধিক্য যদি পুণ্যের অল্পতা ও আধিক্যের প্রতি হেতু হইত, তাহা হইলে শ্রমজীবী কৃষকেরা নিশ্চয়ই মহাপুণ্য সঞ্চয় করিত; কারণ তাহারা মহাপরিশ্রম করিয়া থাকে। আমাদের অল্পায়াসসাধ্য মন্ত্রোচ্চারণ এবং

(১) 'মন্ত্রোচ্চারাচ্চ' ইতি কচিৎ কল্পিতঃ।
(২) আয়াসবহুলস্মৃতঃ। ইতি।

পঞ্চগব্যং প্রশস্তং বৈ ব্রতাঙ্গত্বেন নো
ভবেৎ।
ইতিকর্ত্তব্যবাহুল্যং মহত্ত্বঞ্চ তদল্পতা ॥ ১৯
জলাগ্ন্যাদিপ্রবেশস্তু প্রশস্যেত ব্রতান্তরাৎ।
ইদমল্পং মহচ্চেদমিতি নৈব নিয়ামকম্ ॥ ২০
ফলং যচ্চোদিতং শাস্ত্রে তদেব স্যান্মহন্নৃপ।
যথাল্পনাশো মহতা মহন্নাশস্তথাল্পতঃ।
কিং স্বল্পবিস্ফুলিঙ্গেন তৃণরাশিঃ প্রদহ্যতে ॥২১
হত্যাযুতং পাপসহস্রমুগ্রং
গুর্ব্বঙ্গনাকোটিনিষেবণঞ্চ।
স্তেয়াদিপাপানি চ কৃষ্ণভক্তে-
রজ্ঞানজাতানি লয়ং ম্রিয়ন্তে ॥ ২২
বিষ্ণুভক্তিমতা বীর যৎকিঞ্চিৎক্রিয়তেঽল্পকম্
সুকৃতং সাধু বিদুষা তদক্ষয়ফলং ভবেৎ ॥২৩

সিংহাদি হিংস্রজন্তুর বহুল আয়াস যদি সমান হইত, তাহা হইলে আমাদের মন্ত্রপূত পঞ্চগব্য প্রশস্ত বলিয়া ব্রতের অঙ্গ হইত না। ইতি-কর্ত্তব্যের বাহুল্য বা অল্পতা, ফলের বাহুল্য বা অল্পতার প্রতি কারণ হইলে, অল্পায়াসসাধ্য ব্রতাপেক্ষা জলপ্রবেশ, বা অগ্নি প্রবেশ প্রভৃতি কঠোর কষ্টসাধ্য কর্ম্মেরই ফলাধিক্য হইয়া পড়ে। ইহাতে আয়াসও অল্প, সুতরাং ইহার ফল অল্প; ইহাতে আয়াস অধিক, সুতরাং ফলও অধিক, ইহাই নিয়ম নহে। হে নৃপ! শাস্ত্রে যে কর্ম্মে যেরূপ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই যথার্থ। মহতের দ্বারা যেরূপ অল্পের নাশ হয়, সেরূপ অল্প দ্বারাও মহতের নাশ হইতে পারে। অল্পমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গে রাশীকৃত তৃণ দগ্ধ হয় না কি? ।১—২১। যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তিগুণে অযুত জীবহত্যা, কোটি গুরুদারগমন ও সুবর্ণাপহরণ প্রভৃতি বহুতর অজ্ঞানকৃত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। হে বীর! কৃষ্ণভক্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যকর্ম্ম করিলেও তাহা অক্ষয় ফল প্রদান করে। অতএব

সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যো মাধবে মাসি মাধবম্।
সমারাধ্য নরো ভক্ত্যা তত্তদ্বাঞ্ছিতমাপ্নুয়াৎ ।২৪
অপত্যং দ্রবিণং রত্নং দারা হর্ম্ম্যং হয়া গজাঃ।
সুখানি স্বর্গমোক্ষৌ চ ন দূরে হরিভক্তিতঃ ।২৫
এবং শাস্ত্রোক্তবিধিনা স্বল্পেনাপি ন স শয়ঃ।
পাপস্য মহতোঽপি স্যাৎ ক্ষয়ো বৃদ্ধিঃ সুকর্ম্মণঃ
ফলাধিক্যং ভবেদ্ভূপ স্বাধিক্যাদ্ভাবকর্ম্মণো ।
সূক্ষ্মা ধর্ম্মস্য বিজ্ঞেয়া গতিস্তু বিবিধৈরপি ।২৭
প্রিয়ো মাধবমাসোঽয়ং মাধবস্য মহাত্মনঃ।
একোঽপ্যনুষ্ঠিতো লোকে সমগ্রেপ্সিতদায়কঃ

পুণ্যেন গাঙ্গেন জলেন কালে
দেশে চ যঃ স্নানপরোঽপি ভূপ।
আ জন্মতো ভাবহতোঽপি দাতা
ন শুদ্ধিমেতীতি মতং মমৈতৎ। ২৯

গঙ্গাদিতীর্থেষু বসন্তি জীবা
দেবালয়ে পক্ষিগণাশ্চ নিত্যম্।
বিনাশমায়ান্তি কৃতোপবাসা
ভাবোজ্‌ঝিতা নৈব গতিং লভন্তে। ৩০
ভাবং ততো হৃৎকমলে নিধায়
শ্রীমাধবং মাধবমাসি ভক্ত্যা।
যজেত যঃ স্নানপরো বিশুদ্ধঃ
পুণ্যং ন শক্তা বয়মস্য বক্তুম্।
প্রজ্বাল্য বহ্নিং ঘৃততৈলসিক্তং
প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখং স্বকালে।
প্রবিশ্য দগ্ধঃ কিল ভাবদুষ্টো
ন স্বর্গমাপ্নোতি ফলং ন চান্যৎ। ৩২
শ্রদ্ধৎস্ব ভূপ তস্মাত্বং মাধবস্য ফলং প্রতি।
স্বয়ঞ্চাপি শুভং কর্ম্ম বিকর্ম্মশতনাশনম্ ।৩৩
যথা হরের্নামভয়েন ভূপ
নশ্যন্তি সর্ব্বে দুরিতস্য বৃন্দাঃ।

মানব মাধবমাসে ভক্তিপূর্ব্বক মাধবের পূজা করিয়া যে তত্তৎ ফল লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুত্র, অট্টালিকা, অশ্ব, হস্তী, স্বর্গ ও মুক্তি,—হরিভক্তের নিকটে কিছুই দূরবর্ত্তী নহে,—হরিভক্ত অনায়াসেই এ সকল লাভ করিতে পারে। এইরূপ শাস্ত্রোক্ত বিধানে অল্পমাত্র পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারা যে মহাপাপের ক্ষয় এবং সুকৃতের বৃদ্ধি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে ভূপ! ভক্তি ও কর্ম্ম উভয়ের আধিক্যেই ফলের আধিক্য হইয়া থাকে। আর ধর্ম্মের গতিও যে সূক্ষ্ম, তাহা বিবিধ প্রকারেই জানা যাইতে পারে। এই মাধবমাস,—মহাত্মা মাধবের প্রিয়। এই মাধবমাসীয় কৃত্যবৎ একটি মাত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই মানব ইহলোকে সমগ্র অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। হে ভূপ! যে ব্যক্তি জন্মাবধি ভাবদুষ্ট অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন ও ভক্তিমান্ নহে; সে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত তীর্থক্ষেত্রে পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান ও দান করিলেও বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না, ইহাই আমার মত। গঙ্গাদি তীর্থে কত জীব বাস করে, দেবালয়েও কত পক্ষী অনবরত অবস্থান করে, উপবাস করিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু তাহারা ভাবত্যক্ত অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক তত্তৎ কর্ম্মে রত নহে বলিয়া সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না। ২২—৩০। অতএব যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে হৃৎপদ্মে ভাব অর্থাৎ ভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক স্নান করত বিশুদ্ধভাবে ভক্তি সহকারে শ্রীমাধবের পূজা করে, তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা নির্দ্দেশ করিতে আমি অপারগ। যে ব্যক্তি ভাবদুষ্ট, সে অগ্নি জ্বালিত করিয়া তাহাতে ঘৃত-তৈল প্রক্ষেপের পর, অগ্নিশিখা যথাকালে দক্ষিণাবর্ত্তে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিলে, সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেও স্বর্গ বা অন্য কোন শুভ ফল পাইতে পারে না। অতএব হে রাজন্! তুমি বৈশাখমাসের ফলের প্রতি বিশ্বাস কর, এবং নিজেও শত দুষ্কর্ম্ম-নাশী ঐ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। হে ভূপ! হরিনামভয়ে পাপরাশি যেমন অদৃশ্য

নূনং রবৌ মেষগতে বিভাতে
স্নানেন তীর্থে চ হরিস্তবেন। ৩৪
তেজসা বৈনতেয়স্য পাপ্মানঃ পন্নগা ইব।
বিদ্রবন্তি চ বৈশাখ-স্নানেনোষসি নিশ্চিতম্॥
গঙ্গায়াং নর্ম্মদায়াং বা স্নাত্বা মেষগতে রবৌ।
পাপপ্রশমনং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিভাবতঃ॥
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিসন্ধ্যমপি ভূপতে।
স যাতি পরমং স্থানং সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ॥৩৭
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমম্বরীষ সমাসতঃ।
বৈশাখস্নানমাহাত্ম্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥৩৮
অম্বরীষ উবাচ।
পাপপ্রশমনং স্তোত্রং শ্রোতুমিচ্ছামি তে মুনে
যস্য স্মরণমাত্রেণ পাপরাশির্বিলীয়তে॥ ৩৯
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি শ্রাবিতোঽস্মি
শুভং বিধিম্॥

বিকর্ম্মোৎপত্তিতং যস্য শ্রবণাদেব হীয়তে॥৪০
চিত্রং কিমত্র মধুসূদনদৈবতস্য
স্নানস্য পুণ্যসবনৈরিহ মাধবস্য।
স্নানৈরবশ্যবিহিতৈরঘরাশিনাশঃ
স্যাদস্য নামপঠনাদপি তস্য লোকঃ॥ ৪১
তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রং
হৃদ্যঞ্চ লোকে সুকৃতৈকলভ্যম্।
যদুচ্যতে কেশবনামধেয়ং
মন্যে মুনে মাধবমাসি ভব্যম্॥ ৪২
ধন্যাস্ত তে মাধবমাসি নাম
স্মরন্তি যেঽহো মধুসূদনস্য।
তস্যৈব মে কিঞ্চিদতশ্চরিত্রং
পুনঃ পবিত্রং বদ মন্যসে চেৎ॥ ৪৩
সূত উবাচ।
বচঃ সমাকর্ণ্য হরিপ্রিয়স্য
প্রীতো মুনিস্তস্য নৃপোত্তমস্য।
তন্মাধবস্নানসমুৎসুকোঽপি
কথারসেনাহ স মাধবস্য॥ ৪৪

হইয়া যায়, বৈশাখমাসের প্রাতঃকালে কোন তীর্থক্ষেত্রে স্নান ও শ্রীহরির স্তব করিলেও তদ্রূপ পাপ নাশ হইয়া থাকে। যেমন গরুড়ের প্রতাপে সর্পগণ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ বৈশাখ মাসর প্রাতঃস্নানে পাপরাশি দূরে পলায়ন করে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে ভূপতে! যে ব্যক্তি, বৈশাখমাসে গঙ্গা বা নর্ম্মদা-নদীতে স্নান করিয়া একবার, দুইবার বা ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তিভাবে পাপনাশন স্তব পাঠ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম স্থানে গমন করে। হে মহারাজ অম্বরীষ! এই আমি তোমার নিকটে বৈশাখস্নানমাহাত্ম্য সমুদয় বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা বল। অম্বরীষ কহিলেন,—মুনে! যাহার স্মরণ মাত্রে পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই পাপপ্রশমন স্তোত্র আপনার নিকটে শুনিতে ইচ্ছা করি। যাহার শ্রবণ মাত্রেই সঞ্চিত পাপরাশি নষ্ট হয়; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই শুভ বৈশাখমাসকৃত্য শ্রবণ করাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন। সেই দেবদেব মধুসূদনের নামোচ্চারণ করিয়া সামান্য নিত্য-স্নান করিলে যখন পাপরাশির নাশ হইয়া থাকে; তখন বৈশাখমাসে তাঁহার নামোচ্চারণপূর্ব্বক বিহিত পবিত্র স্নান করিলে যে পাপ নষ্ট হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? মুনে! আমার ধারণা; বৈশাখমাসে যে পবিত্র মনোহর কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা হয়, তাহাই পরম পুণ্যপ্রদ; এবং লোকের তাহাই একমাত্র পুণ্যলভ্য। যাঁহারা বৈশাখমাসে মধুসূদনের নাম স্মরণ করেন, তাঁহারাই ধন্য; আমার বিশ্বাস,—তাঁহাদেরই পবিত্র চরিত্র। যদি পবিত্র বলিয়া কাহার উল্লেখ করিতে চান, ত, তাঁহাদেরই নামোল্লেখ করুন। সূত কহিলেন,—মুনিবর নারদ সেই হরিভক্ত নৃপবরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীত

নারদ উবাচ।
মন্যে মহীপাল মিথো মুকুন্দ-
কথারসালাপবিধির্বিশুদ্ধঃ।
ত্বয়া সমো মাধবমাসধর্ম্ম-
স্নানাধিকোঽয়ং হরিদৈবতস্য॥ ৪৫
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থমেব চ।
অহো রাত্রাণি পুণ্যার্থং তং মন্যে বৈষ্ণবং ভুবি
কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি তে রাজন্ বৈশাখস্নানজং ফলম্
অস্মৎপিতাপি নো বক্তুমলং বিস্তরতোঽখিলম্
যত্র মজ্জনমাত্রেণ পাপা মুক্তিমুপাগতাঃ।
পুরা তীর্থপ্রসঙ্গেন ভ্রমন্ কোঽপি মুনীশ্বরঃ॥৪৮
মুনিশর্ম্মেতি বিখ্যাতো ধর্ম্মাত্মা সত্যবাক্ শুচিঃ
যুক্তঃ শমদমাভ্যাঞ্চ ক্ষান্তিসন্তোষসংযুতঃ॥৪৯
যুক্তশ্চ পিতৃকার্য্যেষু শ্রুতিস্মৃতিবিধানবিৎ।
যুক্তো মধুরবাক্যেষু সংযুক্তো হরিপূজনে॥৫০
যুক্তো বৈষ্ণবসংসর্গে ত্রিকালজ্ঞানবান্ মুনিঃ।
দয়ালুরতিতেজস্বী তত্ত্ববিদ্ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥ ৫১
মাধবে মাসি রেবায়াং স্নানার্থং প্রতিসঞ্চরন্।
অগ্রতঃ পঞ্চ পুরুষান্ দদর্শাতীব দুর্গতান্॥৫২
পরস্পরস্য সংসর্গ-কারিণঃ কৃষ্ণবিগ্রহান্।
বটচ্ছায়ামুপাশ্রিত্য সমাসীনান্ মহীপতে॥ ৫৩
ঈক্ষতো দিক্ষু সর্ব্বাসু দুরিতোদ্বিগ্নচেতসঃ।
তানালোক্য দ্বিজশ্রেষ্ঠশ্চিন্তয়ামাস বিস্মিতঃ॥৫৪
কুতো হ্যেতে নরা ভীমে বিপিনে দীনচেষ্টিতাঃ
চৌরা বা বিকৃতাকারা দৃশ্যন্তে পাপভাগিনঃ।
পরস্পরং চ ভাষন্তো ভিন্নাঞ্জনচয়োপমাঃ।

হইলেন এবং বৈশাখমাসে গঙ্গাস্নানে যাইতে উৎসুক হইলেও হরিকথারসে বিভোর থাকায় সেদিকে দৃক্পাত না করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। নারদ কহিলেন,—মহীপাল! আমার বোধ হইতেছে, পরস্পর দুই জনে কৃষ্ণকথারূপ রসালাপ অতি বিশুদ্ধ ও মধুর, তোমার সঙ্গে আমার এই যে কৃষ্ণকথালাপ চলিতেছে, ইহা বোধ হয় বৈশাখমাসের বিহিত স্নান অপেক্ষাও সমধিক পুণ্যপ্রদ।৩১—৪৫। যাহার জীবন ধর্ম্মার্থে, ধর্ম্ম শ্রীহরির প্রীতিসাধনার্থে, এবং দিবারাত্র পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতিবাহিত হয়, এই পৃথিবীতে তাহাকেই আমি বৈষ্ণব বলিয়া মনে করি। হে রাজন্! আমি বৈশাখমাসের স্নান-ফল যৎকিঞ্চিৎ মাত্র আপনার নিকটে বলিতে পারিব। আমার পিতৃদেবও ইহা বিস্তৃতভাবে সম্পূর্ণরূপে বলিতে সক্ষম নহেন, সুতরাং আমি কোথা হইতে সম্পূর্ণ বলিব। (এক কথায় বলি) বৈশাখমাসে স্নান করিলেই লোক পাপমুক্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে মুনিশর্ম্মা নামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, পবিত্রস্বভাব, শমদমগুণশীল, ক্ষমাশীল ও সদা সন্তুষ্ট ছিলেন; শ্রুতি স্মৃতির বিধান জানিতেন, সর্ব্বদা পিতৃলোকের পূজা করিতেন, লোককে মিষ্ট কথা বলিতেন, সর্ব্বদা শ্রীহরির পূজা এবং প্রায়ই তীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গে ভ্রমণ করিতেন। সেই মহর্ষি ভূত-ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারিতেন, বৈষ্ণবের সংসর্গে কালযাপন করিতেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ মুনি দয়ালু ও অতিশয় তেজস্বী ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। সেই মহর্ষি মুনিশর্ম্মা একদা বৈশাখমাসে রেবানদীতে স্নান করিতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে অতীব দুরবস্থাপন্ন পাঁচটী পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। হে মহীপতে! সেই পাঁচজন এক বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়াছিল; তাহাদের আকৃতি কৃষ্ণবর্ণ, দেখিয়া বোধ হইল তাহারা পরস্পর এক সঙ্গে বাস করে, তাহারা সেই বটচ্ছায়ায় বসিয়া ঘোরতর পাপকর্ম্ম করায় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। দ্বিজবর তাহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এই ভীষণ কাননে দীনভাবাপন্ন এই নরগণ কোথা হইতে আসিল, ইহাদিগকে চোর বা কদাকার পাপী পুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে; ইহাদের আকৃতি

যবদেবং স বিপ্রাগ্র্যো বিচারয়তি ধীরধীঃ॥
তাবদাগম্য তে প্রোচুর্বদ্ধাঞ্জলিপুটা মুনিম্ ॥৫
পুরুষা ঊচুঃ।
ভব্যং ভবন্তং পুরুষোত্তমং বৈ
মন্যামহে বিপ্রবর প্রসীদ।
যদাত্মদুঃখং চ বয়ং বিচার্য্য
বিজ্ঞাপয়ামঃ শৃণু তদ্দ্বিজেন্দ্র ॥ ৫৮
সন্তঃ প্রতিষ্ঠা দীনানাং দৈবাদদ্ভুতপাপ্মনাম্।
আর্ত্তানামার্ত্তিহর্ত্তারো দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৫৯
অহং পঞ্চালদেশীয়ঃ ক্ষত্রিয়ো নরবাহনঃ।
ব্রাহ্মণং হতবান্ মোহাচ্ছরেণাধ্বনি পাপকৃৎ ॥
শিখাসূত্রবিহীনশ্চ তিলকেন বিবর্জ্জিতঃ।
অটামি জগতীমেতাং ব্রহ্মঘ্নোঽহমিতি ব্রুবন্
ব্রহ্মঘ্নায়াতিপাপায় ভিক্ষামন্নং প্রদীয়তাম্।
এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্নত্রাস্মি চাগতঃ ॥ ৬২
ব্রহ্মহত্যা ন মেঽদ্যাপি প্রয়াতি মুনিসত্তম।
এবং মে বর্ষমেকং হি ব্যতীতং কুর্ব্বতোঽনঘ।
দহ্যমানস্য পাপেন শোকাকুলিতচেতসঃ।
চন্দ্রশর্ম্মাপরো বিপ্রো যোঽয়ং সংলক্ষ্যতে দ্বিজ
গুরুঘাতী স তু ব্রহ্মন্ মোহাকুলিতমানসঃ।
নিবসন্মাগধে দেশে সন্ত্যক্তঃ স্বজনৈস্ততঃ ॥৬৫
দৈবাদসাবপি মুনে ভ্রমন্নিহ সমাগতঃ।
শিখাসূত্রবিহীনশ্চ বিপ্রলিঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৬
পৃষ্টো ময়া তু বৃত্তান্তং সত্যমেবাবদদ্দ্বিজ।
বসতা যদ্‌গুরোর্গেহে ক্রোধাকুলিতচেতসা ॥৬৭
মহামোহগতেনাপি যথা বৈ খাদিতো গুরুঃ।
তেন পাপেন দগ্ধোঽসৌ বর্ত্ততে শোকপীড়িতঃ
তৃতীয়োঽয়ং পুনঃ স্বামিন্ দেবশর্ম্মা প্রমার্দ্দিতঃ

সুচিক্কণ কজ্জলরাশির ন্যায় শ্যামবর্ণ; ইহারা পরস্পর কি বলাবলি করিতেছে। সেই ধীরবুদ্ধি বিপ্রবর যখন এইরূপ বিতর্ক করিতেছিলেন, তখন সেই পুরুষগণ তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল। পুরুষগণ কহিল,—হে বিপ্রবর! আমরা আপনাকে মঙ্গলময় পুরুষোত্তম বলিয়া মনে করিতেছি, অতএব হে দ্বিজেন্দ্র! বিচারপূর্ব্বক আমরা আপনার নিকটে যে আত্মদুঃখ নিবেদন করিব, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। সাধুগণ, দৈবাৎ পাপকারী দীনগণের উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সাহায্যব্যতীত তাহাদের আর গতি নাই। সাধুগণ দর্শনদানেই বিপন্নদিগের বিপদ্ দূর করিয়া থাকেন। আমার নিবাস,—পঞ্চালদেশে, আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়, আমার নাম নরবাহন; আমি পথিমধ্যে মোহবশতঃ শরদ্বারা এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছি, সেই পাপে আমি শিখা, যজ্ঞসূত্র ও তিলকবিহীন হইয়া "আমি ব্রহ্মহত্যাকারী" এইরূপ ঘোষণা করত পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। "আমি ব্রহ্মহত্যাকারী—অতি পাপিষ্ঠ; আমাকে অন্ন ভিক্ষা দাও" এই কথা বলিতে বলিতে আমি সর্ব্বতীর্থে ভ্রমণ করত এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হে মুনিসত্তম! হে অনঘ! আমি এক বৎসরকাল এইরূপ অনুতাপ করত কষ্টে অতিবাহিত করিলাম, কিন্তু আমার ব্রহ্মহত্যাপাপের অদ্যাপি শান্তি হইল না। আমি ব্রহ্মহত্যাপাপে দগ্ধ; এবং তজ্জনিত শোকে একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। হে দ্বিজ! আর এই যে ব্রাহ্মণটীকে দেখিতেছেন, ইঁহার নাম চন্দ্রশর্ম্মা। হে ব্রহ্মন! ইনি মোহবশতঃ বিবেকশূন্য হইয়া গুরুহত্যা করিয়াছেন; ইনি মগধদেশে বাস করিতেন, গুরুহত্যাপাপ করায় ইঁহার স্বজনবর্গ ইঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। হে মুনে! তৎপরে উনি শিখা ও যজ্ঞসূত্রবিহীন এবং সর্ব্বপ্রকার ব্রাহ্মণের চিহ্নবিবর্জ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ এই স্থানে আগমন করেন। হে দ্বিজ! তাহার পর আমি উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে উনি আমার নিকটে যথাযথ সত্য ঘটনা বিবৃত করেন; উনি গুরুগৃহে বাসকালে মহামোহবশতঃ কোন কারণে ক্রোধে অধীর হইয়া গুরুকে হত্যা করিয়াছেন;

সুরাপো ব্রাহ্মণো জাতো মোহাদ্বেশ্যাপ্রসঙ্গতঃ
পৃষ্টো ময়ায়মপি মে যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ।
আত্মনশ্চেষ্টিতং পূর্ব্বমস্তস্তাপেন পীড়িতঃ॥ ৭০
নিরস্তঃ সর্ব্বলোকৈশ্চ ভার্য্যাবন্ধুজনৈরপি।
তেন পাপেন সংযুক্তো ভ্রমন্নত্রায়মাগতঃ॥ ৭১
চতুর্থো বিধরো নাম বৈশ্যোহয়ং গুরুতল্পগঃ।
মোহান্মাসত্রয়ং যাবদ্বেশ্যাভূতাং চ মাতরম্॥৭২
বুভুজে স বিদেহস্থাং জ্ঞাতত্বস্তুতশ্চরন্।
দুঃখিতোহভ্যাগতশ্চাত্র ভ্রমমাণো মহীং মুনে॥
পঞ্চমোহয়ং মহাপাপী পাপিসংসর্গকারকঃ।
প্রত্যহং ধনলোভেন চৌর্য্যাদি কৃতবান্ বহু॥
বৈশ্যোহসৌ পাতকৈঃ ক্রান্তস্ততস্ত্যক্তো জনৈঃ স্বয়ম্
নির্ব্বিণ্ণমানসো দৈবান্নন্দনামেহ সঙ্গতঃ॥ ৭৫

উনি সেই পাপে দগ্ধ হইয়া নিতান্ত শোকাকুল অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। হে স্বামিন্! আর এই তৃতীয় ব্যক্তির কথা শ্রবণ করুন;—ইহাঁর নাম দেবশর্ম্মা, ইনি ব্রাহ্মণ হইলেও বেশ্যাসক্ত হইয়া সুরাপান করিতেন, পরিশেষে ভার্য্যা ও বন্ধুজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঘোরতর পাপকার্য্য করায় অনুতপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আগমন করেন এবং আমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার নিকট যথাযথ ঘটনা জ্ঞাপন করেন। আর এই চতুর্থ ব্যক্তি;—ইহার নাম বিধর, জাতিতে বৈশ্য, এ গুরুদার গমন করিয়াছে, এবং তিনমাস কাম বিদেহবাসনা ব্যভিচারিণী মাতার সহিত সহবাস করিয়াছে। হে মুনে! তৎপরে নিজের পাপকার্য্য বুঝিতে পারিয়া সবিশেষ অনুতপ্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আগমন করিয়াছে। ঐ পঞ্চম ব্যক্তির নাম "নন্দ" ও জাতিতে বৈশ্য, ও ব্যক্তিও পাপীদিগের সংসর্গে থাকিয়া ঘোরতর পাপ করিয়াছে, ধনলোভে প্রতিদিন বহু চৌর্য্য করিয়াছে, পরে বহুপাতকাক্রান্ত হওয়ায়, স্বজনবর্গকর্ত্তৃক

এবং পঞ্চাপি পাপিষ্ঠাঃ স্থানমেকমুপাগতাঃ।
কঃ কস্যাপি ন সম্পর্কং ভোজনাচ্ছাদনাদপি॥
করোতি চ মহাভাগ বিনা বার্ত্তাং দ্বিজোত্তম।
বিশন্ত্যেকাসনে নৈব ন স্বপন্ত্যেকসংস্তরে॥৭৭
এবং দুঃখসমাক্রান্তা নানাতীর্থেষু বৈ গতাঃ।
নাস্মাকং পাতকং ঘোরং প্রয়াতি মুনিসত্তম॥৭৮
দৃষ্ট্বা ভবন্তং দীপ্যন্তং প্রসন্নানি মনাংসি নঃ।
বদন্তি দুরিতপ্রান্তং সাধোস্তে পুণ্যদর্শনাৎ॥৭৯
উপায়ং বদ নঃ স্বামিন্ যথা পাপক্ষয়ো ভবেৎ।
জ্ঞায়সে করুণোহস্মাভিস্ত্বন্তু বেদার্থবিৎ প্রভো
অর্ত্তানাং মার্গমাণানাং দুঃখচ্ছেদমুপাগতঃ।
মোহাদবাপ্তপাপানাং ত্বমুদ্ধর্ত্তাসি নিশ্চিতম্॥৮১

পরিত্যক্ত হইয়া, অনুতপ্তচিত্তে বহির্গমনপূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছে। এইরূপে আমরা পঞ্চ পাপিষ্ঠ একত্র মিলিত হইয়াছি। হে মহাভাগ! দ্বিজোত্তম! কেহই আমাদের সংসর্গ করে না; আমাদিগের সহিত আহার-ব্যবহার সকলেই ত্যাগ করিয়াছে। কেহ আমাদের সংবাদও লয় না, আমাদের সহিত একাসনে উপবেশন বা এক শয্যায় শয়নও কেহই করে না। হে মুনিসত্তম! আমরা এইরূপে দুঃখপীড়িত হইয়া নানাতীর্থে গমন করিয়াছি; কিন্তু কোথাও আমাদের ঘোর পাতকের শান্তি হয় নাই। সম্প্রতি আপনাকে তপোদীপ্ত দেখিয়া আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে। আপনি সাধু, আপনার পবিত্র দর্শনে আমাদের পাপ ক্ষয় হইবার উপক্রম হইয়াছে—মনে হইতেছে। হে স্বামিন্! এক্ষণে যাহাতে আমাদের পাপ ক্ষয় হয়, তাহার উপায় বলুন; প্রভো! আপনাকে বেদার্থবিৎ ও দয়াময় বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা বিপন্ন হইয়া বিপদ নিবারণের উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম, (সৌভাগ্য ক্রমে) আপনি আমাদের দুঃখ উচ্ছেদের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা মোহবশতঃ পাপসঞ্চয় করিয়াছি, আপনি নিশ্চয় আমা-

নারদ উবাচ।
তেষামেবং বচঃ শ্রুত্বা মুনিশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
ইদমাহ বিচার্য্যৈতান্ করুণাবরুণালয়ঃ ॥ ৮২
মুনিশর্ম্মোবাচ।
যূয়মজ্ঞানতঃ প্রাপ্তাঃ পাপানি সত্যভাষিণঃ।
অনুতাপযুতা যস্মাদনুগ্রাহ্যা ময়া ততঃ ॥ ৮৩
শৃণুধ্বং মদ্বচঃ সত্যমূর্দ্ধবাহুর্ব্বদাম্যহম্।
যন্ময়াঙ্গিরসঃ পূর্ব্বং শ্রুতং মুনিসমাগমে ॥ ৮৪
তদ্দৃষ্টং বেদশাস্ত্রেষু সর্ব্বেষাং প্রত্যয়াবহম্।
বিষ্ণুনারাধিতেনাদৌ স্বয়মুক্তং চ তত্ত্বতঃ ॥৮৫
ন তৃপ্তিরশনাদন্যা ন গুরুর্জনকাৎ পরঃ।
ন পাত্রমস্তি বিপ্রেভ্যো ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ
ন গঙ্গয়া সমং তীর্থং ন দানং ধেনুদানবৎ।
ন গায়ত্র্যা সমং জাপ্যং নৈকাদশ্যা সমং ব্রতম্
ন ভার্য্যয়া সমং মিত্রং ন চ ধর্ম্মো দয়াসমঃ।
ন স্বাতন্ত্র্যসমং সৌখ্যং গার্হস্থ্যান্নাশ্রমঃ পরঃ ॥
ন সত্যাৎ পর আচারো ন সন্তোষসমং সুখম্
ন মাধবসমো মাসো মহাপাপহরঃ পরঃ ॥ ৮৯
বিধিনানুষ্ঠিতো ভক্ত্যা মধুসূদনবল্লভঃ।
গঙ্গাদিষু চ তীর্থেষু বিশেষেণ সুদুর্লভঃ ॥ ৯০
প্রায়শ্চিত্তানি সর্ব্বাণি বাজিমেধমুখান্যপি।
তাবদ্‌গর্জ্জন্তি পাপিষ্ঠা যাবন্নায়াতি মাধবঃ ॥৯
বৈশাখে হ্যমলে মাসি যঃ স্নায়াদ্ধরিতৎপরঃ।
হরিপাদসমুদ্ভূতে সলিলে বিমলাশয়ঃ।
স এব সর্ব্বপাপৈস্তু মুক্তো যায়াৎ পরাং গতিম্
মাসে তু বৈ মাধবসংজ্ঞকেহস্মিন্
যঃ স্নাতি পাপৈঃ স বিমুচ্যতে হি।
মেষস্থিতে ভাস্বতি নর্ম্মদায়াঃ
শম্মপ্রদে বারিণি বারিতাঘে ॥ ৯৩

দের উদ্ধার করিবেন। ৪৬—৮১। নারদ কহিলেন,—দয়ার সাগর দ্বিজোত্তম মুনিশর্ম্মা তাহাদের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচারপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিলেন। মুনিশর্ম্মা বলিলেন,—তোমরা অজ্ঞানবশতঃ পাপ করিয়াছ; তোমরা সত্যবাদী এবং এক্ষণে অনুতপ্ত হইয়াছ; সুতরাং তোমাদিগের উপরে অনুগ্রহ করা আমার উচিত হইয়াছে। তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। আমি উর্দ্ধবাহু তপস্বী, সুতরাং আমি তোমাদিগের নিকটে মিথ্যা বলিব না। পূর্ব্বে এক সময়ে মুনিদিগের এক সভায় মহর্ষি অঙ্গিরার মুখে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তোমাদিগের নিকটে বলিতেছি; বেদশাস্ত্রেও তাহা দেখা গিয়াছে, এবং সকলেরই তাহা বিশ্বাসযোগ্য; স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু আরাধিত হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরার নিকটে যথার্থরূপে তাহা বলিয়াছিলেন। যেমন ভোজনের ন্যায় তৃপ্তি আর কিছুতে হয় না, পিতার ন্যায় গুরু আর নাই, ব্রাহ্মণের ন্যায় উত্তম দান-পাত্র আর নাই, ভগবান্ কেশব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেবতা আর নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, ধেনুদানের তুল্য দান নাই, গায়ত্রীর সমান জপমন্ত্র নাই, একাদশী ব্রতের তুল্য ব্রত নাই, ভার্য্যার সমান মিত্র নাই, দয়ার ন্যায় ধর্ম্ম নাই, স্বাধীনতার ন্যায় সুখ নাই, গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় আশ্রম নাই, সত্যের ন্যায় সদাচার নাই, সন্তোষের তুল্য সুখ নাই, সেইরূপ বৈশাখমাসের তুল্য সর্ব্বপাপহর মাস আর নাই। মধুসূদনের প্রিয় বৈশাখমাসে বিহিত কার্য্য—যথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক করিলে ফলের সীমা নাই, বিশেষতঃ গঙ্গাদি তীর্থে এইরূপ শুভ মাসের সংযোগ অতি দুর্লভ—সকলের ভাগ্যে ঘটে না। হে পাপিষ্ঠগণ! বৈশাখ মাস যাবৎ না আগত হয়, তাবৎকালই অশ্বমেধ-প্রমুখ প্রায়শ্চিত্ত সকল ("পাপ নাশ করি" বলিয়া গর্ব্বে) গর্জ্জন করিতে থাকে। যে ব্যক্তি পবিত্র বৈশাখমাসে একান্তচিত্তে হরিধ্যান করত বিশুদ্ধভাবে হরিপাদসম্ভূত জলে (গঙ্গাজলে) স্নান করে; সে নিখিল-পাপমুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি সূর্য্যের মেষরাশি সঞ্চারকালে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে নর্ম্মদা নদীর সুখপ্রদ পাপনাশী সলিলে স্নান করে, সে নিশ্চয়ই

দুর্লভা হি মহানদ্যো মাধবে মাসি সর্ব্বতঃ।
ততোঽপি দুর্লভা গঙ্গা যমুনা চাপি নর্ম্মদা ॥
পাপাস্বেতাসু তিসৃষু প্রাপ্যৈকামপি সাদরম্
যঃ স্নাতি মাধবে মাসি বিপাপঃ স হরিং ব্রজেৎ
তস্মাদহো সহ ময়া সুকৃতৈকসারে
বৈশাখমাসি চ ভবন্ত উপেত্য রেবাম্।
মজ্জন্তু পাতককৃতো মুনিবৃন্দজুষ্টে
রেবাজলে নিখিলপাপভয়াপহত্যৈ ॥৯৬
এবমুক্তাস্ততঃ সর্ব্বে মুদিতা মুনিনা সহ।
জগ্মুস্তে পাপিনো রেবাং শংসন্তোঽদ্ভুত-
কারিণীম্ ॥৯৭
দ্বিজস্তু নর্ম্মদাতীরং সম্প্রাপ্য হৃষ্টমানসঃ।
সস্নৌ বেদোক্তবিধিনা প্রাতঃকালে নরাধিপ ॥
তে পাপিনঃ পঞ্চ যদৈব রেবা-
জলে নিমগ্না বচসৈব তস্য।
শ্রীমাধবে মাসি বিবর্ণদেহাঃ
সদ্যঃসুবর্ণৈককচো বভূবুঃ ॥ ৯৯
পাপপ্রশমনং স্তোত্রং শ্রাবিতা মুনিশর্ম্মণা।
সমক্ষং সর্ব্বলোকানাং জাতাস্তে বরকান্তয়ঃ॥
তত্রস্থা মানবাস্তাংস্তু বিরজান্ স্নানমাত্রতঃ।
ন স্পৃশন্তি চ রাজেন্দ্র পাপিসংসর্গশঙ্কয়া ॥ ১০১
মুনিশর্ম্মানুরোধেন ততো ধর্ম্মপ্রমাণতঃ।
সদ্যো দিব্যাভবদ্বাণী যদৈতে বিগতৈনসঃ ॥
স্নাতানাং মাধবে মাসি মুকুন্দহৃদয়াত্মনাম্।
পাপপ্রশমনং স্তোত্রং শৃণ্বতামিহ সাদরম্ ॥ ১০৩
সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং পরম্।
যৎপ্রাতর্ম্মাধবে মাসি ভক্ত্যা তীর্থাবগাহনম্ ॥
ইত্যেবমাকর্ণ্য গিরং নভস্থা-
মত্যদ্ভুতামাশু ততো মনুষ্যাঃ।
শশংসুরেতানপি পঞ্চ পুণ্যান্
বৈশাখমাসঞ্চ মুনিঞ্চ রেবাম্ ॥ ১০৫

পাপমুক্ত হয়। বৈশাখে মহানদী সর্ব্বতোভবেই দুর্লভ,—বিশেষ ভাগ্য ব্যতীত বৈশাখ মাসে মহানদীস্নান ঘটে না; গঙ্গা, যমুনা ও নর্ম্মদা আবার ততোঽধিক দুর্লভ। বৈশাখমাসে যে পাপী এই নদীত্রয়ের মধ্যে অন্ততঃ একটীকেও প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করে; সে বীতপাপ হইয়া হরিলোকে গমন করে। অতএব তোমরা যখন বহু পাতক সঞ্চয় করিয়াছ, তখন পুণ্যের মধ্যে সার পুণ্যময় বৈশাখ মাসে আমার সঙ্গে নর্ম্মদা নদীতে গমন করিয়া নিখিল পাপভীতি নিবারণের নিমিত্ত মুনিবৃন্দ-সেবিত নর্ম্মদাসলিলে স্নান কর। মুনিশর্ম্মাকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই পাপিগণ অদ্ভুত শক্তিধারিণী নর্ম্মদানদীর প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। হে নরাধিপ! সেই ব্রাহ্মণ মুনিশর্ম্মা নর্ম্মদানদীতীরে উপস্থিত হইয়া প্রাতঃকালে হৃষ্টচিত্তে বেদোক্ত বিধানে সেই নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিলেন। সেই পঞ্চ পাপিষ্ঠও মুনিশর্ম্মার আদেশে শ্রীবৈশাখমাসে সেই নর্ম্মদাসলিলে যেমন অবগাহন করিল, অমনি তৎক্ষণাৎ বিবর্ণ শরীর হইয়াও সুবর্ণের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট হইল; তাহাদের দেহের পাপকালিমা কোথায় চলিয়া গেল। ৮২--৯৯। তাহার পর মুনি শর্ম্মা তাহাদিগকে পাপপ্রশমন স্তোত্র শুনাইয়া দিলেন। সর্ব্বলোকের সমক্ষেই তাহারা এইরূপ উৎকৃষ্ট দেহকান্তি প্রাপ্ত হইল। হে রাজেন্দ্র! তত্রত্য জনগণ, স্নানমাত্রেই তাহারা এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল দেখিয়াও পাছে পাপীর সংসর্গ ঘটে এই আশঙ্কা করিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিল না। তাহার পর যখন তাহারা নিষ্পাপ হইল, তখন মুনিশর্ম্মার অনুরোধে ধর্ম্মপ্রমাণ দেখাইবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হইল।—বৈশাখমাসের প্রাতঃকালে ভগবান্ মুকুন্দের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া এইরূপ স্নান এবং ভক্তিপূর্ব্বক পাপপ্রশমন স্তোত্র শ্রবণ করিলে নিখিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বৈশাখমাসের প্রাতঃকালে ভক্তিপূর্ব্বক তীর্থে স্নান, ইহা এক উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। অনন্তর এইপ্রকার অত্যদ্ভুত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তত্রত্য

অথাকর্ণয় ভূপাল স্তবং দুরিতনাশনম্।
যমাকর্ণ্য নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে পাপরাশিভিঃ
যস্য শ্রবণমাত্রেণ পাপিনঃ শুদ্ধিমাগতাঃ।
অন্যেঽপি বহবো মুক্তাঃ পাপাদজ্ঞানসম্ভবাৎ॥
পরদারপরদ্রব্য-জীবহিংসাদিকে যদা।
প্রবর্ত্ততে নৃণাং চিত্তং প্রায়শ্চিত্তং স্তুতিস্তদা॥
বিষ্ণবে বিষ্ণবে নিত্যং বিষ্ণবে বিষ্ণবে নমঃ
নমামি বিষ্ণুং চিত্তস্থমহঙ্কারগতং হরিম্॥ ১০৯
চিত্তস্থমীশমব্যক্তমনন্তমপরাজিতম্।
বিষ্ণুমীড্যমশেষাণামনাদিনিধনং হরিম্॥ ১১০
বিষ্ণুশ্চিত্তগতো যন্মে বিষ্ণুর্বুদ্ধিগতশ্চ যৎ।
যোঽহঙ্কারগতো বিষ্ণুর্যো বিষ্ণুর্ময়ি সংস্থিতঃ
করোতি কর্ত্তৃভূতোঽসৌ স্থাবরস্য চরস্য চ।
তৎপাপং নাশমায়াতি তস্মিন্ বিষ্ণৌ বিচিন্তিতে
ধ্যাতো হরতি যঃ পাপং স্বপ্নে দৃষ্টশ্চ পাপিনাম্
তমুপেন্দ্রমহং বিষ্ণুং নমামি প্রণতপ্রিয়ম্॥১১৩
জগত্যস্মিন্নিরালম্বে হ্যজমক্ষরমব্যয়ম্।
হস্তাবলম্বনং স্তোত্রং বিষ্ণুং বন্দে সনাতনম্॥
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিভো পরমাত্মন্নধোক্ষজ।
হৃষীকেশ হৃষীকেশ হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে॥
নৃসিংহানন্ত গোবিন্দ ভূতভাবন কেশব।
দুরুক্তং দুষ্কৃতং ধ্যাতং শময়াশু জনার্দ্দন॥১১৬
যন্ময়া চিন্তিতং দুষ্টং স্বচিত্তবশবর্ত্তিনা।
আকর্ণয় মহাবাহো তচ্ছমং নয় কেশব॥ ১১৭
ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ পরমার্থপরায়ণ।
জগন্নাথ জগদ্ধাতঃ পাপং শময় মেঽচ্যুত॥
যচ্চাপরাহ্ণে সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে চ তথা নিশি।

মানবগণ, ঐ পাপমুক্ত পঞ্চ পুরুষের, বৈশাখ মাসের, মুনিশর্ম্মার এবং নর্ম্মদানদীর প্রশংসা করিতে লাগিল। হে ভূপাল! অতঃপর পাপপ্রশমন স্তোত্র শ্রবণ করুন; ভক্তিপূর্ব্বক যাহা শ্রবণ করিলে মানব পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় এবং যাহা শ্রবণ করিয়াই অপর বহুতর পাপী অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে। যখন মনুষ্যদিগের চিত্ত পরদারসংসর্গ, পরদ্রব্য অপহরণ ও জীবহিংসা প্রভৃতি পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; তখন এই পাপপ্রশমনস্তোত্র প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য করে। প্রতিদিন বিষ্ণুকে প্রণাম করি, প্রণাম করি; যিনি মনোমধ্যে—অহঙ্কার মধ্যে অবস্থিত করিতেছেন, সেই শ্রীহরি (পাপহারী) বিশ্বব্যাপী—বিষ্ণুকে প্রণাম করি। যিনি সকলের চিত্তমধ্যে অবস্থিতি, যিনি নিখিল জগতের পূজ্য, যাঁহার আদি ও অন্ত নাই; তিনি অনন্ত অব্যক্ত অপরাজিত ঈশ্বর। যে বিষ্ণু আমার চিত্তমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিতেছেন, অহঙ্কারে রহিয়াছেন, যে বিষ্ণু আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি নিখিল স্থাবর-জঙ্গমের কর্ত্তাস্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন, সেই বিষ্ণুকে চিন্তা করিলে নিখিল পাপ নষ্ট হয়। যাঁহাকে ধ্যান করিলে, স্বপ্নে দর্শন করিলে পাপীদিগের পাপ দূর হয়, সেই ভক্ত-বৎসল উপেন্দ্র বিষ্ণুকে আমি প্রণাম করি। এই অবলম্বনশূন্য জগতে যাঁহার এই স্তোত্র হস্তাবলম্বন স্বরূপ; সেই জরামৃত্যুবর্জ্জিত অব্যয় সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করি। হে নিখিল ঈশ্বরের ঈশ্বর! হে বিভো! হে অধোক্ষজ (পাপনাশী) পরমাত্মন্! হে হৃষীকেশ! হৃষীকেশ! হৃষীকেশ! আপনাকে প্রণাম করি।১০০—১১৫। হে নৃসিংহ! হে অনন্ত! গোবিন্দ! হে ভূতভাবন কেশব! হে জনার্দ্দন! আমি যে পাপকথা বলিয়াছি, পাপকার্য্য করিয়াছি ও পাপচিন্তা করিয়াছি,—আপনি সত্বর তাহা নাশ করুন। হে মহাবাহু কেশব! এ দীনের নিবেদনে একবার কর্ণপাত করুন। আমি নিজ চিত্তের বশীভূত হইয়া যে পাপ চিন্তা করিয়াছি; আপনি তাহা দূর করুন। হে ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ! হে পরমার্থনিরত! হে জগন্নাথ! হে অচ্যুত! হে জগদ্ধাতঃ! আপনি আমার পাপ দূর করুন। হে হৃষী-

কায়েন মনসা বাচা কৃতং পাপমজানতা॥১১৯
জানতা চ হৃষীকেশ পুরীকাক্ষ মাধব।
নামত্রয়োচ্চারণতঃ সর্ব্বং যাতু মম ক্ষয়ম্॥১২০
শারীরং মে হৃষীকেশ পুণ্ডরীকাক্ষ মানসম্।
পাপং প্রশমমায়াতু বাক্কৃতং মম মাধব॥ ১২১
যদ্ভুঞ্জানঃ পিবংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রদ্ যদা স্থিতঃ
অকার্ষং পাপমর্থার্থং কায়েন মনসা গিরা॥১২
মহদল্পং চ যৎপাপং দুর্যোনিনরকাবহম্।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতু বাসুদেবস্য কীর্ত্তনাৎ॥
অস্মিন্ সঙ্কীর্ত্তিতে বিষ্ণৌ যৎপাপং তৎপ্রণশ্যতু
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমঞ্চ যৎ॥১২৪
যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে গন্ধস্পর্শবিবর্জ্জিতম্।
সূরয়স্তৎপদং বিষ্ণোস্তৎসর্ব্বং মে ভবত্বলম॥
পাপপ্রশমনং স্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়ান্নরঃ।
শারীরৈর্ম্মানসৈর্ব্বাচা কৃতৈঃ পাপৈঃ প্রমূচ্যতে
মুক্তঃ পাপগ্রহাদিভ্যো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্
তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন স্তোত্রং সর্ব্বাঘনাশনম্॥
প্রায়শ্চিত্তমঘৌঘানাং পঠিতব্যং নরোত্তমৈঃ।
প্রায়শ্চিত্তৈঃ স্তোত্রজপৈর্ব্রতৈর্নশ্যতি পাতকম্।
ততঃ কার্য্যাণি সংসিদ্ধ্যৈ তানি বৈ ভুক্তিমুক্তয়ে
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপমৈহিকঞ্চ নরেশ্বর॥ ১২৯
স্তোত্রস্য শ্রবণাদস্য সদ্য এব বিলীয়তে।
পাপদ্রুমকুঠারোঽয়ং পাপেন্ধনদবানলঃ॥ ১৩০
পাপরাশিতমস্তোমভানুরেষ ততো নৃপ।
ময়া প্রকাশিতস্তভ্যং তথা লোকানুকম্পয়া॥
স্তবোঽয়ং যো ময়া প্রাপ্তো রহস্যং পিতুরাদরাৎ
ইতি তে যন্ময়া প্রোক্তং স্তোত্রং পাপপ্রণাশনম্
অস্যাপি পুণ্যমাহাত্ম্যং বক্তুং শক্তঃ স্বয়ং হরিঃ

কেশ! হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাধব! আমি জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে কায়মনোবাক্যে যে পাপ করিয়াছি; আমার সেই পাপ সকল উক্ত "হৃষীকেশ," "পুণ্ডরীকাক্ষ" ও "মাধব" এই তিন নাম উচ্চারণেই ক্ষয়প্রাপ্ত হউক। হে বিভো! আপনার "হৃষীকেশ" এই নামে শারীরিক পাপ, "পুণ্ডরীকাক্ষ" এই নামে মানসিক পাপ এবং "মাধব" এই নামে বাচিক পাপ দূর হউক। হে বিভো! আমি ভোজনকালে পানকালে, অবস্থানকালে, স্বপনে ও জাগরণে অর্থের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে যে পাপ করিয়াছি; এবং কুজন্ম ও নরকাবস্থানের হেতুস্বরূপ অল্প বা মহৎ যে যে পাপ করিয়াছি; আপনার বাসুদেবনাম-কীর্ত্তনে আমার সে সমস্ত পাপ লয়প্রাপ্ত হউক।১১৬—১২৩। আমি ইহজন্মে যে পাপ করিয়াছি; বিষ্ণুনাম-কীর্ত্তনে তাহা নষ্ট হউক। যাহা পরব্রহ্ম, যাহা পরম পবিত্র পরম ধাম; গন্ধস্পর্শবিবর্জ্জিত যে অব্যয় ধাম প্রাপ্ত হইয়া সূরিগণ তথা হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হন না; শ্রীবিষ্ণুর সেই পরম পদ আমার আশ্রয় হউক; আমি যেন তথা হইতে আর নিবৃত্ত না হই। যে মানব এই পাপপ্রশমন স্তোত্র পাঠ ও শ্রবণ করে; সে শারীরিক মানসিক ও বাচিক পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পাপগ্রহ প্রভৃতি দুর্য্যোগ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে এই স্তোত্র সকল প্রকারেই সর্ব্ববিধ পাপ নাশ করিয়া থাকে। এই স্তোত্র পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ; অতএব ভক্তিমান্ মানবের ইহা অবশ্য পাঠ্য, স্তোত্র পাঠ, মন্ত্রজপ ও ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তে পাপনাশ হইয়া থাকে। অতএব সুখভোগ, মুক্তি প্রভৃতি অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত উক্ত স্তোত্র-পাঠাদি অবশ্য কর্ত্তব্য। হে নরেশ্বর! এই স্তোত্রশ্রবণে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত এবং ঐহিক পাপ সমস্তই সদ্য নষ্ট হইয়া থাকে। হে নৃপ! এই স্তোত্র পাপরূপ বৃক্ষের পক্ষে কুঠারস্বরূপ, পাপরূপ ইন্ধনে দাবানলস্বরূপ, পাপরাশিরূপ অন্ধকাররাশির সূর্য্যস্বরূপ, সেই কারণেই আমি লোকসমূহের উপর কৃপা করিয়া ইহা তোমার নিকটে প্রকাশ করিলাম। আমি পিতৃদেবের নিকট ভক্তিভাবে যে পাপনাশন স্তবরূপ পরম গুহ্যবিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম; অবিকল তাহাই তোমার

স্বস্তি তেহস্তু গমিষ্যামি গঙ্গায়ামথ সত্বরম্।
স্নাতুং মাসং সমায়াতো মাসানাং মাধবো মহান্
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
গন্তু সমুদ্যতং জ্ঞাত্বা মুনিং রাজা ততো মুদা।
বিধিং পপ্রচ্ছ সঙ্‌ক্ষিপ্তং স্নানদানকথোচিতম্॥
অম্বরীষ উবাচ।
মুনে বৈশাখমাসেঽস্মিন্ কো বিধিঃ
কিং তপোঽধিকম্।
কিঞ্চ দানং কথং স্নানং কথং কেশবপূজনম্॥২
কৃপয়া বদ বিপ্রর্ষে সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং হরিপ্রিয়ঃ।
বিশেষতোঽপি পূজায়াং বিধিং তীর্থপদো বদ

নারদ উবাচ।
মেষসংক্রমণে ভানোর্ম্মাধবে মাসি সত্তম।
মহানদ্যাং নদীতীর্থে নদে সরসি নির্ঝরে॥৪
দেবখাতে তথা স্নায়াদ্‌যথাপ্রাপ্তে জলাশয়ে।
দীর্ঘিকাসু চ কূপাদৌ নিয়মেন হরিং স্মরন্॥৫
মধুমাসস্য শুক্লায়ামেকাদশ্যামুপোষয়েৎ।
পঞ্চদশ্যাং ততো ধীরো মেষসঙ্ক্রমণেঽপি বা
বৈশাখস্নাননিয়মং ব্রাহ্মণানামনুজ্ঞয়া।
মধুসূদনমভ্যর্চ্চ্য কুর্য্যাৎ সুস্নানপূর্ব্বকম্।৭
বৈশাখমখিলং মাসং মেষসঙ্ক্রমণে রবেঃ।
প্রাতঃ সনিয়মস্নানাৎ প্রীয়তাং মধুসূদনঃ॥৮
মধুহন্তুঃ প্রসাদেন ব্রাহ্মণানামনুগ্রহাৎ।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে পুণ্যং বৈশাখস্নানমন্বহম্॥৯
মাধবে মেষগে ভানৌ মুরারে মধুসূদন।
প্রাতঃস্নানেন মে নাথ যথোক্তফলদো ভব।

নিকটে বলিলাম। এই স্তবের পবিত্র মাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীহরিই স্বয়ং বলিতে সমর্থ। আপনার মঙ্গল হউক; মাসশ্রেষ্ঠ বৈশাখমাস আগতপ্রায়, আমি গঙ্গাস্নান করি; আর বিলম্ব করিব না। ১২৪—১৩৪।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মুনিবর নারদ এই বলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছেন, দেখিয়া রাজা আবার (তাঁহাকে বসাইয়া) স্নানদানের সংক্ষিপ্তবিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। অম্বরীষ কহিলেন,—মুনে! এই বৈশাখমাসে স্নানদানের বিধি কি প্রকার? এই মাসে কোন্ কার্য্য তপস্যায় অধিক ফল প্রদান করে। ইহাতে কিরূপ দান করিতে হয়? কি প্রকারে স্নান করিতে হয়, কি প্রকারে কেশবের পূজা করিতে হয়? হে বিপ্রর্ষে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং শ্রীহরির প্রিয়পাত্র; আপনার পাদপদ্ম পবিত্র তীর্থস্বরূপ, এই মাসে শ্রীহরিকে পূজা করিবার বিশেষ বিধি কি? কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। নারদ কহিলেন, হে সত্তম! সূর্য্যের মেষসংক্রমদিন হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ বৈশাখমাসে মহানদী, নদীতীর্থ, নদ, সরোবর, নির্ঝর, দেবখাত, দীর্ঘিকা, কূপ প্রভৃতি যে কোন জলাশয় প্রাপ্ত হইয়া সংযত থাকিয়া শ্রীহরির স্মরণপূর্ব্বক স্নান করিবে। বিশেষতঃ ধীর-প্রকৃতি মানব বৈশাখমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পূর্ণিমা তিথিতে সুস্নাত হইয়া মধুসূদনের পূজা করিবে। অথবা মেষসংক্রমদিনে অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নানের সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্পের মন্ত্রার্থ এই—"আমি সূর্য্যের মেষরাশিসংক্রমদিন হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ বৈশাখমাস নিয়মপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিব; ইহাতে মধুসূদনের প্রীতি হউক। মধুসূদনের প্রসাদে এবং ব্রাহ্মণদিগের অনুগ্রহে আমার প্রাত্যহিক পবিত্র বৈশাখস্নান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক। হে মুরারি মধুসূদন! হে নাথ!

যথা তে মাধবো মাসো বল্লভো মধুসূদন।
প্রাতঃস্নানেন মে তস্মিন্ ফলদঃ পাপহা ভব॥
এবমুচ্চার্য্য তত্তীর্থে পদৌ প্রক্ষাল্য বাগ্‌যতঃ।
স্মরন্নারায়ণং দেবং স্নানং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ॥১২
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্ বিদ্বান্মূলমন্ত্রমিমং পঠন্।
নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ॥১৩
দর্ভপাণিস্তু বিধিবদাচান্তঃ প্রণতো ভুবি।
চতুর্হস্তসমাযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ।
প্রকল্প্যাবাহয়েদ্গঙ্গাং মন্ত্রেণানেন বৈ নরঃ॥১৪
বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্তেনসস্তস্মাদজন্মমরণান্তিকাৎ॥ ১৫
তিস্রঃ কোট্যো২র্দ্ধকোটী চ তীর্থানাংবায়ুরব্রবীৎ
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি।
নন্দিনীতি চ তে নাম বেদেষু নলিনীতি চ।
দক্ষা পৃথ্বী বিয়দ্গঙ্গা বিশ্বকায়া শিবামৃতা॥ ১৭
বিদ্যাধরী মহাদেবী তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমঙ্করী জাহ্নবী চ শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী॥
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তেন গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥
সপ্তবারাভিজপ্তেন করসম্পুটযোজিতা॥২০
মূর্দ্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলির্ভূত্বা চতুর্বা ষট্ চ সপ্ত বা।
স্নানং কৃত্বা মৃদা তদ্বদামন্ত্র্য তু বিধানতঃ॥২১
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া পূর্ব্বসঞ্চিতম্॥২২
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ বিষ্ণুনা শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বলোকানাং প্রভবারণি সুব্রতে॥

আমি সৌর বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান করিতেছি; আমাকে যথোক্ত ফল প্রদান করুন। হে মধুসূদন! এই বৈশাখমাস আপনার অতি প্রিয়, আপনার এই প্রিয়মাসে আমি প্রাতঃস্নান করিতেছি, আমার পাপনাশ করিয়া যথোক্ত ফল প্রদান করুন। ১—১১। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সেই জলাশয়ের তীরে (ঘাটে) পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক সংযতবাক্য হইয়া দেব নারায়ণকে স্মরণ করত যথা বিধানে স্নান করিবে। স্নানের প্রণালী যথা.—বিদ্বান্ স্নানকর্ত্তা প্রথমে ভূতলে প্রণাম করিয়া কুশহস্তে যথাবিধি আচমন করিয়া "নমো নারায়ণায় নমঃ" এই মূল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক চারিদিকে এক এক হস্ত মাপিয়া চতুর্হস্তবেষ্টিত চতুষ্কোণ স্থান চিহ্নিত করত তীর্থ কল্পনা করিবে। উক্ত প্রকারে তীর্থ কল্পনা করিয়া এই মন্ত্রে গঙ্গার আবাহন করিবে। আবাহনমন্ত্রার্থ এই—"হে জাহ্নবি! আপনি বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্না; বিষ্ণু আপনার দেবতা, এই জন্য আপনি বৈষ্ণবী, আমি জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত যত পাপ করিয়াছি ও করি, আপনি সেই পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। বায়ু বলিয়াছেন, স্বর্গে, ভূতলে ও অন্তরীক্ষে যে সাড়ে তিন কোটি তীর্থ রহিয়াছে; একমাত্র আপনাতে সেই সকল তীর্থ বিদ্যমান। আপনার নাম নন্দিনী, বেদশাস্ত্রে আপনাকে নলিনী বলে। দক্ষা, পৃথ্বী, বিয়দ্গঙ্গা, বিশ্বকায়া, শিবা, অমৃতা, বিদ্যাধরী, মহাদেবী, লোকপ্রসাদিনী, ক্ষেমঙ্করী, জাহ্নবী, শান্তা ও শান্তিপ্রদায়িনী গঙ্গার এই পবিত্র নামাবলী স্নানকালে কীর্ত্তন করিবে। তাহা হইলে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা তথায় সন্নিহিতা হইবেন। পরে পূর্ব্বোক্ত "নমো নারায়ণায় নমঃ" এই মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মন্ত্রপূত জল চারিবার ছয়বার বা সাতবার মস্তকে ক্ষেপণ করিবে, অনন্তর যথাবিধি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিবে; মৃত্তিকালেপনমন্ত্রার্থ যথা—হে বসুন্ধরে! আপনি (সর্ব্বংসহা) কত অশ্ব রথ কর্ত্তৃক আক্রমণ এবং বামনরূপী বিষ্ণুর পদাক্রমণ সহ্য করিয়াছেন (অতএব আমার এই সামান্য অপরাধটুকু সহ্য করিবেন। আমি আপনার একটু মৃত্তিকা উদ্ধার করিতেছি), হে (উদ্ধৃত) মৃত্তিকে! আমার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ হরণ কর। শতবাহু কৃষ্ণ বরাহরূপে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। হে সর্ব্বভূতজননি সুব্রতে! আপ-

এবং স্নাত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য তু বিধানতঃ।
উত্থায় বাসসী শুক্লে শুদ্ধে তু পরিধাপয়েৎ॥
ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাত্ত্রৈলোক্যাপ্যায়নায় বৈ।
ব্রাহ্মণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং
দেবান্ যক্ষাংস্তথা নাগান্‌গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্‌
ক্রূরান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ তরূন্ বৈ জম্ভকান্
খগান্॥ ২৬
বিদ্যাধরান্ জলধরাংস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাধারাশ্চ যে জীবাঃ পাপকর্ম্মরতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নার্থায় দীয়তে সলিলং ময়া। ২৮
কৃত্বোপবীতী দেবেষু নিবীতী চ ভবেন্নরঃ।
মনুষ্যাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা ঋষিপুত্রানৃষীংস্তথা। ২৯
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
সনৎকুমারশ্চ তথা কপিলশ্চাসুরিশ্চ বৈ। ৩০
বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তদ্বন্মুখ্যা ঋষিসুতা ইমে।
সর্ব্বেঽপি তৃপ্তিমায়ান্তু ময়া দত্তেন বারিণা। ৩১
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ। ৩২
দেবব্রহ্মঋষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ।
অবসব্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সব্যং জানু চ ভূতলে
অগ্নিষ্বাত্তাস্তথা সৌম্যা হবিষ্মন্তস্তথোষ্মপাঃ।
কব্যানলান্ বর্হিষদস্তথা মাতামহানপি।
সন্তর্প্য বিধিবৎসর্ব্বানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ। ৩৪
যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যেঽস্মত্তস্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ
আচম্য বিধিবৎপশ্চাদালিখেৎ পদ্মমগ্রতঃ।
সাক্ষতৈশ্চ সপুষ্পৈশ্চ সলিলারুণচন্দনৈঃ। ৩৬
অর্ঘ্যং দদ্যাৎ প্রযত্নেন সূর্য্যনামানুকীর্ত্তনৈঃ॥
নমস্তে বিষ্ণুরূপায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে।
সহস্ররশ্ময়ে নিত্যং নমস্তে সর্ব্বতেজসে। ৩৭

নাকে নমস্কার করি।১২—২৩। এইরূপে স্নানকার্য্য সমাধা করিয়া যথাবিধানে আচমনানন্তর ধৌত শুক্ল বস্ত্রযুগল পরিধান করিবে। অনন্তর ত্রৈলোক্যের তৃপ্তির নিমিত্ত তর্পণ করিবে। প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিবে। পরে দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রূর জীব, সর্প, সুপর্ণজাতীয় পক্ষী, তরু, জম্ভক (কুটিলগামী জীব) খগ, বিদ্যাধর, জলচর, যাহারা আকাশগামী, যে সকল জীব নিরাধার অর্থাৎ শূন্যে অবস্থিত, এবং যাহারা পাপকর্ম্মে রত, তাহাদের প্রীতির নিমিত্ত আমি জল দান করিতেছি, এই বলিয়া তর্পণ করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক উপবীতী হইয়া দেবতা, ঋষি ও ঋষিপুত্রের তর্পণ করিবে এবং নিবীতী হইয়া মনুষ্যতর্পণ করিবে। সনক, সনন্দ, কপিল, সনাতন, সনৎকুমার, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ এই প্রধান ঋষিপুত্রগণ, ইহাঁরা সকলে মদ্দত্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। তৎপরে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদের তর্পণ করিবে। দেবতা, ব্রহ্মা ও ঋষিদিগকে অক্ষতোদক * দ্বারা তর্পণ করিবে। তাহার পর প্রাচীনাবীতী হইয়া বামজানু ভূতলে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য, হবিষ্মান, উষ্মপ, কব্য, অনল, (সুকালী ?) বর্হির্দ ও (আজ্যপ) নামক পিতৃগণের তর্পণ করিবে। তাহার পর (যমতর্পণ করিয়া) পিত্রাদির তর্পণ যথাবিধানে সম্পন্ন করিয়া এই মন্ত্র পড়িবে। যাঁহারা বান্ধব নহেন, বা যাঁহারা বান্ধব অথবা যাঁহারা জন্মান্তরের বান্ধব, যাঁহারা আমার প্রদত্ত জল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সকলে তৃপ্তি লাভ করেন। ২৪—৩৫। ইত্যাদি প্রকারে তর্পণকার্য্য সমাধা করিয়া আচমনপূর্ব্বক (সন্ধ্যাদি নিত্য কর্ম্মের পর) পুরোভাগে একটি পদ্ম অঙ্কন করিবে, তাহার পর আতপতণ্ডুল, পুষ্প, রক্তচন্দন ও জল দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। তৎপরে "হে ভক্তবৎসল, সহস্ররশ্মি! আপনাকে নমস্কার! আপনি

* সযব বা সতণ্ডুল।

নমস্তে রুদ্রবপুষে নমস্তে ভক্তবৎসল।
পদ্মনাভ নমস্তেঽস্তু কুণ্ডলাঙ্গদভূষিত ॥৩৮
নমস্তে সর্ব্বলোকানাং সুপ্তানামুপবোধন।
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চৈব সর্ব্বং পশ্যসি সর্ব্বদা ॥ ৩৯
সত্যদেব নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তেঽস্তু প্রভাকর নমোঽস্তু তে ॥৪০
এবং সূর্য্যং নমস্কৃত্য সপ্তধা তু প্রদক্ষিণম্।
দ্বিজং গাং কাঞ্চনং স্পৃষ্ট্বা পশ্চাচ্চ স্বগৃহং
ব্রজেৎ ॥ ৪১
আশ্রমস্থাংশ্চ সম্পূজ্য প্রতিমাঞ্চাপি পূজয়েৎ
পূর্ব্বং ভক্ত্যা চ গোবিন্দং গৃহে চ নিয়তাত্মবান্
পূজয়েদ্ভক্তিতো রাজন্ ভূয়ত্র যথাবিধি ॥ ৪৩
বিশেষাদপি বৈশাখে যোঽর্চ্চয়েন্মধুসূদনম্।
সর্ব্বসংবৎসরং যাবদর্চ্চিতস্তেন মাধবঃ ॥ ৪৪
মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে মেষস্থে কর্ম্মসাক্ষিণি।
কেশবপ্রীতয়ে কুর্য্যাৎ কেশবব্রতসঞ্চয়ম্ ॥৪৫
দদ্যাদনেকদানানি তিলাজ্যপ্রভৃতীনি চ।
জন্মকোটিসমুদ্ভূত-পাতকান্তকরাণি চ ॥৪৬
জলান্নশর্করাধেনু তিলধেন্বমুখানি চ।
বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জ্যানি দানানীপ্সিতসিদ্ধয়ে ॥৪৭
বৈশাখং সকলং মাসং নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ
জপন্ হবিষ্যং ভুঞ্জানঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
একভুক্তমথো নক্তমযাচিতমতন্দ্রিতঃ।
মাধবে মাসি যঃ কুর্য্যাৎ স লভেৎ সর্ব্ব-
মীপ্সিতম্ ॥৪৯
বৈশাখে বিধিবৎ স্নান-দ্বয়ং নদ্যুদকে বহিঃ।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ভূশয্যা নিয়মস্থিতিঃ ॥ ৫০
ব্রতং দানং জপো হোমো মধুসূদনপূজনম্।
অপি জন্মসহস্রোত্থং পাপং হন্তি দারুণম্ ॥ ৫১
তথৈব মাধবো ধ্যাতো বিনাশয়তি কিল্বিষম্।

রুদ্রমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার; আপনি বিষ্ণুরূপী, আপনি ব্রহ্মরূপী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বতেজোময় আপনাকে নমস্কার। হে কেয়ূরকুণ্ডলভূষিত পদ্মনাভ! আপনাকে নমস্কার, হে নিখিল সুপ্ত ব্যক্তির জাগরণকারিন্! আপনাকে নমস্কার। হে সত্যদেব। আপনি সুকৃত দুষ্কৃত সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বদা সাক্ষী, আপনাকে নমস্কার। হে ভাস্কর! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে দিবাকর! আপনাকে নমস্কার; হে প্রভাকর! আপনাকে নমস্কার।” এইরূপে সূর্য্যদেবকে নমস্কার ও সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণ গো ও কাঞ্চন স্পর্শপূর্ব্বক নিজগৃহে গমন করিবে। গৃহে গিয়া আশ্রমস্থ দেবতাদিগকে পূজা ও প্রতিমা পূজা করিবে। রাজন্! প্রথমতঃ স্নান করিয়াই ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া গৃহে গিয়া আবার সংযতচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা করিবে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে মধুসূদনের পূজা করে; সে সংবৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার পূজার যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হয়। নিখিল সৎকর্ম্মের সাক্ষী অর্থাৎ একমাত্র আধার সৌর বৈশাখমাস উপস্থিত হইলে কেশবের প্রীতির জন্য কেশবের পূজারূপ ব্রতসঞ্চয় করিবে। বিষ্ণুর উদ্দেশে তিল ঘৃতপ্রভৃতি প্রচুর দান করিবে। তাহাতে কোটি জন্মের সঞ্চিত পাতকসকল নষ্ট হইয়া যাইবে। অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বিষ্ণুর উদ্দেশে অর্থসত্ত্বে কৃপণতা না করিয়া, অন্ন, জল, শর্করা, তিল, ধেনু প্রভৃতি দান করিবে। জিতেন্দ্রিয় হইয়া সম্পূর্ণ বৈশাখমাস নিত্যস্নান ও হবিষ্যান্ন ভোজন করত বিষ্ণুমন্ত্রজপ ও পূজা করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ৩৬—৪৮। বৈশাখমাসে যে ব্যক্তি আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুর উদ্দেশে দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া একবার মাত্র রাত্রিকালে অযাচিত অন্ন ভোজন করে, সে সমুদয় অভীষ্ট লাভ করে। বৈশাখমাসে নদীসলিলে যথানিয়মে দুইবার স্নান এবং ভূশয্যায় শয়ন, বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্রত, দান, জপ, হোম ও বিষ্ণুর পূজা করত ব্রহ্মচর্য্য নিয়মে অবস্থান করিলে সহস্রজন্মসঞ্চিত ঘোরতর পাপরাশি নষ্ট হইয়া যায়।

তথৈব মাধবে স্নানং নিয়মেন বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৫২
তীর্থে চানুদিনং স্নানং তিলৈশ্চ পিতৃতর্পণম্
দানং ধর্ম্মঘটাদীনাং মধুসূদনপূজনম্ ॥ ৫৩
মাধবে মাসি কুর্ব্বীত মধুসূদনতুষ্টিদম্।
তিলোদকসুবর্ণান্ন-শর্করাবস্ত্রগোহিণীঃ ॥ ৫৪
পাদত্রাণাতপত্রাজং কুম্ভান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিষু।
ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদীশং ভক্ত্যা চ মধুসূদনম্।
সাক্ষাদ্বিমলয়া লক্ষ্ম্যা সমুপেতং সমাহিতঃ ॥৫৫
সুবর্ণতিলপাত্রৈশ্চ ব্রাহ্মণান শক্তিতো বহূন।
তর্পয়েদ্দুগ্ধপাত্রৈর্যো ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৫৬
বৈশাখে মাসি বৈ স্নাত্বা প্রাতর্নদ্যাং সমাহিতঃ
পূজয়িত্বা হরিং ভক্ত্যা পুষ্পৈঃ কালোদ্ভবৈঃ
ফলৈঃ ॥৫৭
পূজয়েদ্‌ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা পাষণ্ডালাপবর্জ্জিতঃ।
তর্পয়েদ্বস্ত্রগোদানৈ রত্নাদ্যৈর্দ্ধনসঞ্চয়ৈঃ ॥৫৮
যশ্চাপি নিঃস্বপুরুষো মাধবে মাসি মাধবম্।
পুষ্পার্চ্চনবিধানেন পূজয়েন্মধুসূদনম্ ॥ ৫৯
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি সোঽপি পরং পদম্
আজ্যং বিত্তং তথা শক্ত্যা স্তোকং স্তোকং
সমাচরেৎ।
স জন্মশতসাহস্রং ন শোকফলভাগ্‌ভবেৎ ॥৬১
ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য ন দারিদ্র্যং ন বন্ধনম্।
স বিষ্ণুভক্তো জায়েত ধন্যো জন্মনি জন্মনি ৬২
যাবদ্‌যুগসহস্রাণি শতমষ্টোত্তরং ভবেৎ।
তাবৎস্বর্গে বসেদ্ধীরো ভূর্পতিশ্চ পুনর্ভবেৎ ॥৬৩
ভূপতির্ব্বিবিধান্ ভোগান ভুক্তা চৈব যথাসুখম্
মাধবস্য প্রসাদেন মাধবে লীয়তে ততঃ ॥ ৬৪
শৃণু রাজেন্দ্র বক্ষ্যামি সমাসান্মাধবার্চ্চনম্।
বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চাপি মিশ্রকং পাপনাশনম্ ॥
অনন্তানন্তপারস্য নান্তঃ পূজাবিধের্নৃপ।
অথ সংক্ষিপ্য চোচ্যেত যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৬৬

বিষ্ণুধ্যানে যেরূপ পাপনাশ হয়, বৈশাখ-মাসে যথানিয়মে স্নান করিলেও সেইরূপ পাপনাশ হইয়া থাকে। বৈশাখমাসে মধু-সূদনের প্রীতিকামনায় প্রত্যহ তীর্থস্নান, তিল দ্বারা পিতৃতর্পণ, ধর্ম্মঘটাদিদান ও মধু-সূদনের পূজা করিবে; ব্রাহ্মণদিগকে তিল, সুবর্ণ, অন্ন, শর্করা, বস্ত্র, ধেনু, পাদুকা, ছত্র, শঙ্খ ও কুম্ভ দান করিবে এবং ত্রিসন্ধ্যায় একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক সাক্ষাৎ কমলা-সমন্বিত ঈশ্বর মধুসূদনের পূজা করিবে। বৈশাখমাসে সুবর্ণপাত্র তিলপূর্ণপাত্র বা দুগ্ধ-পূর্ণ পাত্র দান করিয়া বহুতর ব্রাহ্মণকে তৃপ্ত করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হয়। বৈশাখমাসে প্রাতঃকালে নদীতে স্নান করিয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক তৎকালোৎ-পন্ন পুষ্প ও ফলদ্বারা শ্রীহরির পূজা এবং যথাশক্তি বহুতর ধন, রত্ন, বস্ত্র, গো প্রভৃতি দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তৃপ্ত করিবে, পাষণ্ডিদিগের সহিত আলাপ করিবে না। যাহার কিছুই নাই, সেও বৈশাখমাসে কেবল পুষ্প দ্বারা মধুসূদনের পূজা করিবে। তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। ৪৯—৬০। যাহার যেমন শক্তি, সে সেইরূপ অর্থব্যয় করিয়া শ্রীহরির পূজা করিবে; ঘৃতদ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক, যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়েও শ্রীহরির পূজা করিলে শতসহস্র জন্মের সঞ্চিত পাপ দূর হইবে, কখন শোক-তাপ পাইতে হইবে না, তাহার পীড়া, দারিদ্র্য বা বন্ধনভীতি কিছুই থাকিবে না, সে জন্মে জন্মে বিষ্ণুভক্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে। সেই ধীরপ্রকৃতি বিষ্ণুভক্ত মানব অষ্টোত্তর শতসহস্র যুগ স্বর্গে বাস করিবার পর রাজা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিবে। রাজা হইয়া বিবিধ সুখভোগে কালযাপন করিয়া শ্রীহরির প্রসাদে অন্তে তাঁহাতে গিয়া লীন হইবে। রাজেন্দ্র! এক্ষণে পাপনাশী বৈদিক তান্ত্রিক ও মিশ্র বিষ্ণুপূজা সংক্ষেপে বলিব, শ্রবণ কর। হে নৃপ! অনন্ত ও অপার মহিমান্বিত শ্রীহরির পূজাবিধিরও অন্ত নাই;—সম্পূর্ণ বলিয়া উঠা কঠিন, সুতরাং পূজার আনুপূর্ব্বিক অনুষ্ঠানপ্রণালী সংক্ষেপে তোমার নিকট কথিত হইতেছে। শ্রীহরির পূজাবিধি ত্রিবিধ

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্রঃ শ্রীবিষ্ণোস্ত্রিবিধো মখঃ ।
ত্রয়াণামুদিতেনৈব বিধিনা হরিমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৭
বৈদিকো মিশ্রকো বাপি বিপ্রাদীনামুদাহৃতঃ ।
তান্ত্রিকো বিষ্ণুভক্তস্য শূদ্রস্যাপি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
যথা স্বনিগমেনোক্তং বিধিত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ ।
যজেচ্চ বিধিবদ্বিষ্ণুং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ৬৯
অর্চ্চয়েৎ স্থণ্ডিলে বাগ্নৌ সূর্য্যে হৃদি বা দ্বিজে
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং তদনুজ্ঞয়া ॥
পূর্ব্বং স্নানং প্রকুর্ব্বীত ধৌতদন্তোঽঙ্গশুদ্ধয়ে ।
উভয়োরপি চ স্নানং মন্ত্রৈর্মৃদ্গ্রহণাদিনা ॥৭১
সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মাণি বেদতন্ত্রোদিতানি চ ।
পূজাস্তে কল্পয়েৎ সম্যক্ সঙ্কল্পং কর্ম্মপাবনম্ ॥
শৈলী ধাতুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতা ॥ ৭৩
চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্ ।

উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়াং কেশবার্চ্চনে ॥
অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্
স্নাপনং ত্ববিলেখ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনম্ ॥৭৫
দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্দেবার্চ্চা প্রতিমাদিম্বমায়য়া ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্ভক্তিভাবেন চৈব হি ॥ ৭৬
স্নানালঙ্করণঞ্চেষ্টমর্চ্চায়ামেব ভূপতে ।
শ্রদ্ধয়োপহৃতং শ্রেষ্ঠং কৃষ্ণভক্তেন বার্য্যপি ॥ ৭৭
গন্ধো ধূপং সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ
শুচিঃ সম্ভৃতসম্ভারঃ প্রাগ্দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ ॥
আসীনশ্চ হ্যুদগ্বক্ত্রো হ্যর্চ্চায়ামথ সম্মুখঃ ।

—বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র ; এই ত্রিবিধ বিধানেই শ্রীহরিকে পূজা করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে বৈদিক ও মিশ্রপূজা কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধ জাতির জন্য বিহিত। তান্ত্রিক পূজা বিষ্ণুভক্ত শূদ্রেও করিতে পারে। মানব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে স্ব স্ব নিগমোক্ত বিধানে যথাবিধি শ্রীহরির পূজা করিবে। প্রথমতঃ ভক্তিপূর্ব্বক গুরুপূজা করিয়া, গুরুর অনুমতি লইয়া স্থণ্ডিলে, অগ্নির উপরে, সূর্য্যের উপরে বা ব্রাহ্মণের উপরে উপচার দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে। ৬১—৭০। প্রথমতঃ দন্তধাবন করিয়া শরীরশুদ্ধির নিমিত্ত স্নান করিবে, এই পূজাঙ্গস্নানেও প্রাতঃস্নানবৎ স্নানমন্ত্র পাঠ এবং গাত্রে মৃত্তিকালেপনাদি কর্ত্তব্য। স্নানের পর বৈদিক ও তান্ত্রিক দ্বিবিধ সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূজার প্রথমে পূজা কর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্নতাকারক সঙ্কল্প করিবে। পূজার প্রতিমা পাষাণময়, স্বর্ণাদি ধাতুময়, লৌহময়, লেপময়ী (আলিপনা দ্বারা অঙ্কিত), আলেখ্যময়, বালুকাময়, মণিময় ও মনোময় (মনঃকল্পিত) এই অষ্টবিধ। প্রতিমা আবার প্রতিষ্ঠিত ও অপ্রতিষ্ঠিত ভেদে দুই প্রকার। প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপ্রতিমাপূজার আবাহন (প্রাণপ্রতিষ্ঠা) ও বিসর্জ্জন করিতে হয় না ; অপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার শক্ত্যনুসারে বিকল্প চলিতে পারে (আবাহন বিসর্জ্জন করিতে হইবে, সামান্য দশোপচারে পূজা করিলে আবাহন বিসর্জ্জন না করিলেও চলে। কিন্তু স্থণ্ডিলে পূজা করিলে আবাহন বিসর্জ্জনাদি করিতে হইবে)। আলেখ্যময় প্রতিমা অর্থাৎ স্নান করাইলে যে প্রতিমা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহার স্নান করাইবে না, মাত্র মার্জ্জনা করিবে ; তাদৃশ প্রতিমা পূজার অঙ্গভূত স্নান দর্পণাদিতে করাইবে। ৭১—৭৫। প্রতিমাদির উপরে দেবপূজা অকপটচিত্তে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপচার দ্রব্য দ্বারা করিতে হইবে। তবে ভক্ত ব্যক্তি ভক্তিভাবে যথা-লব্ধ দ্রব্যদ্বারাই পূজা করিতে পারে। হে ভূপতে! যে কোনরূপে পূজা করা হউক না কেন, স্নাপন এবং আভরণদান সকল পূজাতেই বিধেয়। তবে কৃষ্ণের উপরে একান্ত ভক্তিমানের কথা স্বতন্ত্র। সে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক মাত্র বারি দিয়া পূজা করিলেও তাহাই অন্যের পক্ষে ষোড়শোপচার। ভক্তিমানের কেবল জলদ্বারা পূজাই যথেষ্ট,—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দান, তাহার পক্ষে অতি বাহুল্য। প্রথমতঃ স্নানাদিদ্বারা শুচি হইয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি আয়োজনপূর্ব্বক

কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং হর্য্যর্চ্চাং পাণিনা স্পৃশেৎ
কলসং প্রোক্ষণীয়ঞ্চ যথাবদুপসাদয়েৎ।
তদদ্ভির্দ্দেবযজনং দ্রব্যাণ্যাত্মানমেব চ। ৮০
প্রোক্ষ্যপাত্রাণি ত্রীণ্যদ্ভিস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈশ্চ সাদয়েৎ
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থে ত্রীণি পাত্রাণি দাপয়েৎ॥
হৃতশীর্ষা চ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ।
পিণ্ডে বায়ুগ্নিসংশুদ্ধে হৃৎপদ্মস্থাংপরাং বিভোঃ
অণ্বীং জীবকলাং ধ্যায়ন্নাদান্তে সিদ্ধভাবিতাম্
তথাত্মভূতয়া পিণ্ডব্যাপ্তে সম্পূজ্য তন্ময়ঃ। ৮৩
আবাহ্যার্চ্চাদিষু স্থাপ্য ন্যস্তাঙ্গাং তাং প্রপূজয়েৎ।
পাদ্যার্ঘ্যস্নানার্হণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।
ধর্ম্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাসনং হরেঃ। ৮৪
পদ্মমষ্টদলং তত্র কর্ণিকাকেসরোজ্জ্বলম্।
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং হরেঃকৃতয়সিদ্ধয়ে। ৮৫
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্।
মুষলং কৌস্তভং মালাং শ্রীবৎসঞ্চাপি পূজয়েৎ
নন্দোপনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব হি।
বলং মহাবলঞ্চৈব মুকুন্দং কুমুদেক্ষণম্। ৮৭
দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষক্‌সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বস্বস্থানেত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ।
চন্দনোশীরকর্পূরকুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রৈর্নিত্যদা বিভবে সতি। ৮৯
স্বর্ণধর্ম্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া।
পৌরুষেণাপি সূক্তেন সামনীরাজনাদিভিঃ। ৯০
বস্ত্রোপবীতাভরণ স্রগ্‌গন্ধাদ্যনুলেপনৈঃ।
অলঙ্কুর্ব্বীত স প্রেমবিষ্ণুভক্তো যথোচিতম্। ৯১
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসে হৃক্ষতান্।

উত্তরাস্য হইয়া প্রতিমার সম্মুখে দর্ভময় আসনে উপবেশন করিবে। উপবেশন করিয়া (সাধারণ পূজাবৎ স্বস্তিবাচনাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করার পরে) আত্মশরীরে ন্যাস করিয়া শ্রীহরির অঙ্গে করস্পর্শপূর্ব্বক ন্যাস করত পূজা করিবে। যথাযোগ্য এক কলস জল এবং একটী প্রোক্ষণী পাত্র সম্মুখে আনিয়া রাখিবে। সেই প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল দ্বারা দেবপূজার উপচারদ্রব্য ও আত্ম-প্রোক্ষণ করিবে। পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দানের জন্য তত্তৎ দ্রব্যপূর্ণ করিয়া তিনটি পাত্রসম্মুখে রাখিবে। প্রোক্ষণীপাত্রস্থ সলিলে সেই পাত্র-প্রোক্ষণ করিয়া সেই পাত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দান করিবে। পূজাকালে গায়ত্রী-পাঠ পূর্ব্বক মস্তকস্থিত শিখা বন্ধন করিয়া শ্রী-হরির ধ্যান করিবে। ধ্যান করত নিজের হৃদয়পদ্মস্থিত শ্রীহরির সূক্ষ্ম জীবাংশ অগ্নি বায়ুশোধিত সেই প্রতিমায় স্থাপনপূর্ব্বক সেই প্রতিমাস্থিত দেবতা-চৈতন্যের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান করিয়া আবাহন করত তন্ময় হইয়া পূজা করিবে। সেই প্রতিমাস্থিত জীবকলার আবাহনপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানজলাদি উপচার দানদ্বারা পূজা করিবে। ধর্ম্মাদি নয়টী দ্বারা শ্রীহরির আসন কল্পনা করিয়া তদুপরি কর্ণিকা কেশরযুক্ত একটী অষ্টদল পদ্ম বিন্যাসপূর্ব্বক বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত দ্বিবিধ ফললাভের নিমিত্ত দ্বিবিধ উপায়ে শ্রীহরির পূজা করিবে। অনন্তর সুদর্শন-চক্র, পাঞ্চজন্য, শঙ্খ, গদা, খড়্গ, বাণ, ধনু, লাঙ্গল, মুষল, কৌস্তভ, বনমালা, ও শ্রীবৎসচিহ্নের পূজা করিবে। সম্মুখে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত নন্দ, উপনন্দ, গরুড়, প্রচণ্ড, চণ্ড, বল, মহাবল, মুকুন্দ, কুমুদেক্ষণ, দুর্গা, গণেশ, ব্যাস, বিষক্‌সেন গুরু ও অন্যান্য দেবতা-দিগকে প্রোক্ষণাদি পূর্ব্বক পূজা করিবে। বিভব থাকিলে, প্রতিদিনই চন্দন, উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম, অগুরু দ্বারা সুবাসিত জলে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শ্রীহরিকে স্নান করাইবে। স্বর্ণধর্ম্ম মন্ত্র, মহাপুরুষ মন্ত্র ও পুরুষসূক্ত মন্ত্র পাঠ, সামগান ও নীরাজনাদি দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে। বিষ্ণুভক্ত মানব প্রেমভরে যথা-যোগ্য বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত আভরণ মাল্য ও গন্ধাদি অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা শ্রীহরিকে অলঙ্কৃত করিবে।৭৬ ৯১। পূজক, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রী-

গন্ধধূপোপহারাংশ্চ দদ্যাদ্বৈ শ্রদ্ধয়ার্চ্চকঃ ॥৯২
গুড়পায়সসর্পীংষি শষ্কুল্যপূপমোদকান্।
নৈবেদ্যং দধিদুগ্ধানি নৈকসংখ্যানি কল্পয়েৎ।
অভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনাদর্শ দন্তধাবাভিষেচনম্।
অন্নাদ্যং নৃত্যগীতাদি পর্ব্বণ্যপ্যেবং নৃপ। ৯৪
বিধিনা বিহিতে কুণ্ডে মেখলাবর্ত্তবেদিভিঃ।
অগ্নিমাধায় পরিতঃ সমূহেৎ পাণিনোদকম্ ॥৯৫
পরিস্তীর্য্যাথ পর্য্যুক্ষ্য দধেধ্মঞ্চ যথাবিধি।
প্রোক্ষণ্যাসাদ্য দ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নাবাজ্য-
সেচনম্। ৯৬
তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্। ৯৫
স্ফুরৎকিরীটকটক-কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥৯৮
ধ্যায়ন্নর্ভ্যর্চ্চ্য দারুণি হবিষা সন্তানি চ।
প্রাস্যাজ্যভাগাবাঘারৌ দত্বা চাজ্যপ্লুতং হবিঃ
অভ্যর্চ্চ্যাথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যো বলিং হরেৎ
মুখবাসঞ্চ সুরভিং তাম্বুলঞ্চ উপাহরেৎ ॥১০০
উপযোগং গৃণন্নিত্যং কর্ম্মণ্যভিরবাক্যৈঃ।
সৎকথাং শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তং ক্ষণিকো ভবেৎ
স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিত্যং বন্দেত দণ্ডবৎ ॥১০২
শিরস্তৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ।
ইতি শেষাং হরের্দ্দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্।
উদ্বাসয়েচ্চেদুদ্বাস্যং জ্যোতির্জ্জ্যোতিষি তাস্বঃ
অর্চ্চাদিষু পদং যত্র শ্রদ্ধাবাংস্তত্র চার্চ্চয়েৎ।

হরিকে পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, আতপ-তণ্ডুল, গন্ধ, ধূপ ও অন্যান্য উপচার প্রদান করিবে। গুড়, পায়স, ঘৃত, শষ্কুলী (কর্ণাকৃতি পিষ্টক বিশেষ) অপূপ, মোদক, নৈবেদ্য, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি প্রচুর আহার্য্য শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া দিবে। হে নৃপ! প্রতি পর্ব্বদিবসে এইরূপে স্নানজল, দন্তধাবন কাষ্ঠ ও দর্পণ দানপূর্ব্বক শ্রীহরিকে স্নাপন ও পূজা করিয়া অন্নাদি দান করিবে, এবং নৃত্যগীতাদি আমোদ করিবে। পূজা করিয়া শ্রীহরির উদ্দেশে হোম করিবে; যথাবিধানে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার চতুঃপার্শ্বে মেখলা বেদি প্রভৃতি রচনা করিয়া তদুপরি বহ্নিস্থাপন করিবে। করস্থ সলিলদ্বারা যথাবিধানে সেই স্থাপিত অগ্নির সমূহন কুশদ্বারা আস্তরণ ও পর্য্যুক্ষণ করিয়া যথাবিধি ইধ্মাধান (কাষ্ঠ প্রদান) করিবে। প্রোক্ষণী পাত্রে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রোক্ষণপূর্ব্বক অগ্নিতে আজ্যসেক করিবে। অগ্নিমধ্যে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিবে; মনে মনে চিন্তা করিবে, অগ্নিমধ্যে তপ্তস্বর্ণের ন্যায় কান্তিমান্ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ব্বাহু বক্ষে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ভগবান্ শ্রীহরি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার পরিধানে পদ্মকিঞ্জল্কবৎ পীতবাস, মস্তকে কিরীট, হস্তে বলয়, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক, কটীতটে কটীসূত্র, গলে বনমালা। এইরূপে শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া হবির্দ্বারা ঘৃতাক্ত জলন্ত কাষ্ঠের পূজা করত আঘার আজ্যভাগ প্রদানপূর্ব্বক পূজা ও নমস্কার করিয়া পার্ষদবর্গকে পূজোপহার দিবে। পরে শ্রীহরির উদ্দেশে মুখসৌরভকর দ্রব্য ও সুগন্ধি তাম্বূল প্রদান করিবে। প্রতিদিন এইরূপে শ্রীহরির পূজা ও পূজার উপযোগিতা প্রদর্শন ও স্তব পাঠ করিবে; সৎকথা শ্রবণ করিবে ও অপরকে শ্রবণ করাইবে। এইরূপে মুহূর্ত্তকাল উৎসবময় হইয়া থাকিবে। বহুবিধ পৌরাণিক এবং লৌকিক স্তোত্র দ্বারা শ্রীহরিকে স্তব করিয়া "হে ভগবন্! নিত্য প্রসন্ন হউন" এই বলিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। শ্রীহরির পদদ্বয়ে মস্তক লগ্ন করিয়া বাহুযুগল দ্বারা সেই পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক "হে ঈশ্বর! আমি শরণাগত—বিপন্ন; আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণারূপ দুস্তর সাগর হইতে রক্ষা করুন" এই বলিয়া শ্রীহরির পদপুষ্প সাদরে মস্তকে ধারণ করিবে; এবং বিসর্জ্জনীয় হইলে সেই প্রতিমায় তেজোমূর্ত্তি আত্মতেজে বিসর্জ্জিত

সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্ব্বাত্মানমবস্থিতম্ ॥১০৫
এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ
সর্ব্বতস্ত যতঃ সিদ্ধিং হরের্ব্বিন্দত্যভীপ্সিতাম্
বিষ্ণ্বর্চ্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্দৃঢ়ম্।
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজাকর্ম্মোপসিদ্ধয়ে॥
পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্ব্বস্বথাবহম্।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা সাযুজ্যতামিয়াৎ॥১০৮
প্রতিষ্ঠয়া সার্ব্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্।
পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভিস্তৎসাম্যতামিয়াৎ
নাশ্বমেধেন যজ্ঞেন ভক্তিযোগস্ত বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভত এবং যঃ পূজয়েদ্ধরিম্॥

অর্থাৎ লীন করিবে। ৯২—১০৪। সর্ব্বাত্মরূপী বিষ্ণু সর্ব্বভূতে এবং নিজ আত্মায় অবস্থিত; অতএব শ্রদ্ধালু হইয়া, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই তাহাকে অর্চ্চনা করা যায়; কারণ মানব এইরূপে যে কোন স্থানেই বৈদিক তান্ত্রিক বিধানে (ভক্তিপূর্ব্বক) শ্রীহরির পূজা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। সুদৃঢ় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিষ্ণুপ্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা করিবে। পূজাকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মন্দিরের পার্শ্বে রমণীয় পুষ্পোদ্যান করিয়া রাখিবে। প্রতিপর্ব্বে মহাসমারোহে, এবং প্রতিদিন যাহাতে শ্রীহরির পূজা নির্ব্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দভাবে সম্পন্ন হইতে পারে; এইরূপ ভাবে, শ্রীহরির উদ্দেশে ক্ষেত্র, বিপণী, নগর, এবং গ্রাম উৎসর্গ করিয়া তৎসমুদয় দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিলে অন্তে বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। বিষ্ণুপ্রতিমা-প্রতিষ্ঠায় সার্ব্বভৌমপদ, মন্দির-প্রতিষ্ঠায় ত্রৈলোক্যের আধিপত্যপ্রাপ্তি, সেই প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুর প্রাত্যহিক পূজায় ব্রহ্মলোকে গমন এবং উক্ত তিনটি কার্য্য করিলে বিষ্ণুর সাম্য লাভ হইয়া থাকে। অশ্বমেধ যজ্ঞে ভক্তিযোগ লাভ করা যায় না, কিন্তু শ্রীহরির পূজায় ভক্তিযোগলাভ হইয়া থাকে।

যৎকৃষ্ণপ্রণিপাতধূলিধবলং তদ্বর্ষ্ম তদ্বৎ শুভং,
নেত্রে চেত্তপসোর্জ্জিতে সুরুচিরে যাভ্যাং হরির্দৃশ্যতে।
সা বুদ্ধির্ব্বিমলেন্দুশঙ্খধবলা যা মাধবব্যাপিনী
সা জিহ্বা মৃদুভাষিণী নৃপমুহুর্যা স্তৌতি নারায়ণম্॥ ১১১
মূলমন্ত্রেণ কর্ত্তব্যং স্ত্রীশূদ্রৈরপি পূজনম্।
শ্রদ্ধয়া গুরুমার্গেণ তথান্যৈরপি বৈষ্ণবৈঃ॥১১২
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং পাবনং মাধবার্চ্চনম্।
বিশেষান্মাধবে মাসি ত্বমেতৎ কুরু ভূপতে॥

সূত উবাচ।

ইত্যেবমাদিশ্য মুনির্নরেন্দ্র-
মামন্ত্র্য তং মন্ত্রবিদং সভার্য্যম্।
স্নাতুং যযৌ মাধবমাসি গঙ্গা-
মভ্যর্চ্চিতস্তেন নৃপেণ বিপ্রঃ॥ ১১৪
বিধিং স রাজাপি তথা চকার
বৈশাখমাসস্য মুনিপ্রণীতম্।

যে গৃহ শ্রীকৃষ্ণের প্রণামকালীন উত্থিত ধূলিজালে ধবলিত হয়, সেই গৃহই শুভ; যে নেত্রযুগলে শ্রীহরির দর্শনলাভ হয়, সেই নেত্রযুগলই অতিসুন্দর এবং তাহারই তপোবল সমধিক; নিষ্কলঙ্ক শশধর এবং নির্ম্মল শঙ্খের ন্যায় নির্ম্মলা যে বুদ্ধি শ্রীমাধবে সদা আসক্ত, তাহাই বুদ্ধি; হে নৃপ! যে জিহ্বা সর্ব্বদা নারায়ণের স্তব করে, সেই জিহ্বাই মধুরভাষিণী। স্ত্রী, শূদ্র ও অপরাপর বৈষ্ণবগণ গুরূপদিষ্ট বিধানে মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরিকে পূজা করিবে। হে ভূপতে! এই আমি তোমাকে পবিত্র বিষ্ণুপূজার বিষয় সমস্ত বলিলাম, তুমি বিশেষতঃ বৈশাখ মাসে এই বিষ্ণুপূজা কর। সূত কহিলেন,—মুনিবর নারদ, সেই মন্ত্রজ্ঞ, ভার্য্যাসহ আসীন নরপতিকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, সেই রাজপ্রদত্ত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় প্রাপ্ত হইয়া বৈশাখ মাসে গঙ্গাস্নান করিতে গমন করি-

পত্ন্যা সমং পুণ্যধিয়া তমেব
স চিন্তয় লোকপবিত্রকীর্ত্তিঃ ॥১১৫

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

সূত সূত মহাপ্রাজ্ঞ সমাঃ সঞ্জীব শাশ্বতীঃ।
যদ্বয়ং পুণ্যসময়ং শ্রাবিতা জগতো হিতম্ ॥১
বদ ভূয়োঽপি ভূয়িষ্ঠং পিবামস্তাবকং বচঃ।
পায়ং পায়ং ন তৃপ্যামো বয়ং সূত তদুত্তমম্ ॥২

সূত উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সংবাদমাদিলোকস্য জগতাং জগদীশিতুঃ॥ ৩
ষট্‌সহস্রাণি চোচ্ছ্রায়ে বিস্তারে চ পুনস্ত্রয়ম্।
এবং যুগসহস্রাণি যোজনানাং বিধায় চ ॥৪
বাময়া দংষ্ট্রয়োদ্গৃহ্য চোদ্ধৃতাসৌ বসুন্ধরা।
দিব্যং বর্ষসহস্রং বৈ দংষ্ট্রয়া ধারিতা মহী ॥৫
ধর্ম্মাখ্যানপ্রসঙ্গেন সোবাচ বিনয়ান্বিভুম্ ॥ ৬

ধরোবাচ।

এতে দ্বাদশ মাসা বৈ ষষ্টির্দিনশতত্রয়ম্।
তেষাং কিমুত্তমং পুণ্যং প্রিয়ঞ্চ তব কেশব ॥৭
পবিত্রঃ কার্ত্তিকো মাসস্তুলাসংস্থে দিবাকরে।
মেষস্থে মাধবো মাসো ভাস্করে পঠ্যতে বুধৈঃ
মার্গশীর্ষোঽপি মাসানাং পাবনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
এবং মাসাঃ পবিত্রাস্তে বাসরাঃ কেঽপি
কীর্ত্তিতা।
যুগাদয়ো যুগান্তাশ্চ তথা কল্পাদয়ঃ পরে ॥ ৯
সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকং মাসমেতেভ্যো
দেব পাবনম্ ॥
সর্ব্বধর্ম্মময়ং শ্রীমন্নেকং নিশ্চিত্য মে বদ ॥ ১১

লেন। সেই-পবিত্রকীর্ত্তি রাজাও নারদোক্ত সেই সেই বৈশাখকৃত্য অতিপুণ্যকর মনে করিয়া পত্নীর সহিত তাহার অনুষ্ঠান করিলেন। ১০৫—১১৫।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! হে মহাপণ্ডিত সূত! আপনি জগতের হিতকর পবিত্র আচার শ্রবণ করাইয়া জগতের বড়ই উপকার করিলেন;—আপনি চিরজীবী হউন। আপনি আবার উপদেশামৃত দান করুন; আমরা আপনার বচনামৃত পর্য্যাপ্তরূপে পান করি। হে সূত! আপনার এই উত্তম বাক্যামৃত পুনঃপুনঃ পান করিয়াও আমাদের পরিতৃপ্তি হইতেছে না। সূত কহিলেন,—এ বিষয়ে জগতের আদি পুরুষ জগদীশ্বরের এক পুরাতন উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আপনাদের নিকটে তাহা বলিতেছি। আদিদেব ভগবান্ বিষ্ণু ষট্‌সহস্র যোজন উচ্চ এবং ত্রিসহস্র যোজন বিস্তৃত এই পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া ইহার সহস্র যুগব্যাপী অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করেন। তিনি প্রলয়জলধিমগ্না বসুন্ধরাকে বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক বামদন্তদ্বারা উদ্ধার করিয়া দিব্য সহস্র বৎসর সেই দন্তে ধারণ করিয়াছিলেন; সেই সময়ে বসুন্ধরা দেবী ধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে বিনীতভাবে প্রভুকে বলিয়াছিলেন। পৃথিবী কহিয়াছিলেন,—হে কেশব! এই যে তিনশত ষাট দিনে দ্বাদশ মাস, ইহার মধ্যে কোন্ মাস বা দিন উত্তম পুণ্যপ্রদ এবং আপনার প্রিয়? শুনিয়াছি সূর্য্যের তুলারাশিসংক্রমে যে কার্ত্তিক মাস এবং মেষরাশিসংক্রমে যে বৈশাখ মাস, তাহা পবিত্র বলিয়া কথিত। এইরূপ অগ্রহায়ণ মাসও পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত। এইরূপ কতকগুলি মাস ও কতকগুলি দিন পবিত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যুগাদ্যা তিথি, যুগান্ততিথি এবং কল্পাদ্যা তিথিও পবিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। হে শ্রীমন্ দেব! কোন্

শ্রীবরাহ উবাচ।
বিধিনাবিধিনা চৈব যে যজন্তি নরা ধরে।
মাধবে মাসি মাং ভক্ত্যা তৈস্তু পূজ্যো-
হস্ম্যহং সদা॥ ১২
হিরণ্যাক্ষো বরারোহে মাধবে তু মধুর্হতঃ।
আদিদৈত্যাবুভাবেতৌ হত্বা ত্বং তু সমুদ্ধৃতা॥
ত্রেতাযুগে ত্রয়ীধর্ম্মো জ্ঞানবর্ণব্যবস্থিতিঃ।
মাধবে মাসি সম্ভূতা তস্মান্মে মাধবঃ প্রিয়ঃ॥১৪
তৃতীয়ায়াং মাধবে তু যুগং ত্রেতাভিধং সিতে
প্রবৃত্তশ্চ ত্রয়ীধর্ম্মঃ পবিত্রস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥ ১৫
অক্ষয্যা সোচ্যতে লোকে তৃতীয়া হরিবল্লভা
স্নানে দানেঽর্চ্চনে শ্রাদ্ধে জপে পূর্ব্বজতর্পণে
যেঽর্চ্চয়ন্তি চ বৈ বিষ্ণুং শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ
তেষাং দদাম্যহং সর্ব্বং যন্মনোঽভীষ্টমুত্তমম্।

যে দদত্যপি দানানি ধন্যাস্তে ধার্ম্মিকা নরাঃ॥
যে যজন্তি হরিং নিত্যমধ্বরৈর্ব্বিবিধৈরপি।
মাধবে যজতে যো মাং তেভ্যস্তস্যাধিকং ফলম্
স্নানং দানং জপো হোমস্তপো যজ্ঞাদিকং ব্রতম্
বৈশাখে যৎকৃতং দেবি তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
মন্বন্তরাণাং কোটীস্তু দশ পঞ্চ চ সপ্ত চ।
মৎসান্নিধ্যগতাস্তে বৈ তিষ্ঠন্তি ভয়বর্জ্জিতাঃ॥
যদ্যপি স্যুগ্রহাঃ সর্ব্বে ক্রূরা জন্মব্যয়াষ্টকাঃ।
প্রাতঃস্নানেন বৈশাখে সর্ব্বে সৌম্যা ভবন্তি বৈ
বৈশাখে মাসি যো বিপ্রান্ ভোজয়েদ্ভক্তিতৎ-
পরঃ।
সিক্থে সিক্থে ভবেত্তৃপ্তিঃ পিতৄণাং যুগসঙ্খ্যয়া
যচ্ছন্তি তত্র মধুরাধিকভোজনানি
বিপ্রেষু বৈ যবতিলোদকভোজনাংশ্চ।
ছত্রাম্বরাণি পদরক্ষণভূষণানি
ধন্যাস্ত এব পরিতোষকরা হি বিষ্ণোঃ॥২৪

মাস ও তিথ্যাদি সকল অপেক্ষা অধিক পুণ্যপ্রদ এবং সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপ, তাহা আমাকে স্থির করিয়া বলুন।১—১১। শ্রীবরাহদেব কহিলেন,—হে পৃথ্বি! যাহারা বৈশাখমাসে যথাবিধানে বা অবিধানে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পূজা করে; তাহারা আমার নিত্যপূজার ফল প্রাপ্ত হয়। হে বরারোহে! আমি বৈশাখমাসে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ ও মধুকে বধ করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। ত্রেতাযুগের ত্রয়ী ধর্ম্মস্থাপন; জ্ঞান প্রচার এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্যবস্থাপন এই বৈশাখ মাসেই হইয়াছিল। এই বৈশাখমাস আমার বড়ই প্রিয়। বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় ত্রেতাযুগের আরম্ভ এবং ত্রয়ীধর্ম্মের প্রচার হওয়ায় বৈশাখ মাস পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত; এবং সেই তৃতীয়া তিথিও লোকে অক্ষয়া ও বিষ্ণুর প্রিয়া বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐ তিথিতে স্নান, দান, পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ, দেবপূজা ও জপে অক্ষয় ফল হইয়া থাকে। ঐ তিথিতে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা ও পিতৃশ্রাদ্ধ করে, আমি তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার উত্তম মনোরথ পূর্ণ করি। যাহারা ঐ অক্ষয়া তৃতীয়ায় দান করে, তাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা কৃতার্থ হয়। প্রতিদিন বিবিধ যজ্ঞরূপ মহাসমারোহে আমার পূজা করিলে যে ফল, একমাত্র বৈশাখ মাসে আমাকে পূজা করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইয়া থাকে। হে দেবি! বৈশাখ মাসে স্নান, দান, জপ, হোম, তপস্যা, ও যজ্ঞাদি ব্রত যাহা করা হয়, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। বৈশাখমাসে উক্ত কর্ম্মকারী মানবগণ, আমার নিকটে আগমন করিয়া দ্বাবিংশ কোটি মন্বন্তর নির্ভয়ে অবস্থান করে। বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান করিলে নিখিল ক্রূর-গ্রহ প্রতিকূল থাকিলেও কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না; প্রত্যুত শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। বৈশাখমাসে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণভোজন করায়, তাহার পিতৃগণ প্রত্যেক অন্নের যত সংখ্যা তত যুগ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। যাহারা বৈশাখমাসে ব্রাহ্মণদিগকে অতি মধুর খাদ্য দ্রব্য, যব, তিল, জল, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা, ও ভূষণ প্রদান করে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই প্রকৃত

বিশেষাদিহ দাতব্যাস্তিলা মধুসমন্বিতা ।
ধর্ম্মায় বৃহতে দীর্ঘ দুরিতক্ষয়হেতবে ॥২৫
এবং কৃতেন যৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে মনুজৈশ্চ তৈঃ
তৎ কৈর্গণয়িতুং শক্যং বর্ষকোটিশতৈরপি ।
পুত্রপৌত্রাদিসম্পত্তিং দীর্ঘায়ুশ্চ যথেপ্সিতম্ ।
ইহাপ্নোতি পরত্রাপি মামেব প্রতিপদ্যতে । ২৭
যঃ পরিত্যজ্য বৈশাখ-ব্রতমন্যত্তুপাচরেৎ ।
স করস্থং মহারত্নং হিত্বা লোষ্টং হি যাচতে ।
স্থত উবাচ ।
এবং স ভগবান্ পূর্ব্বমাদিদেবোহবদদ্বিভুঃ ।
মাধবং মাসমুদ্দিশ্য জগত্যাং জগতীধরঃ ॥ ২৯
কিমত্র বহুনোক্তেন ন তদস্তি মহীসুরাঃ ।
যদপ্রাপ্যং ভবেন্মাসি মাধবে মাধবার্চ্চনাৎ ॥৩০
শৃণু বপ্র পুরাবৃত্তমিহার্থে পরমাদ্ভুতম্ ।
ব্রাহ্মণস্য চ সংবাদং যমস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৩১
মধ্যদেশে মহদ্গ্রামো ব্রাহ্মণানাং বভূব হ ।
গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে যামুনস্য গিরেরধঃ ॥ ৩২
বিদ্বাংসস্তত্র ভূয়িষ্ঠা বিদ্বাংসশ্চাবসংস্তদা ।
অথ প্রাহ যমঃ কঞ্চিৎ পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ ॥৩৩
রক্তাক্ষমূর্দ্ধচিকুরং কাকজঙ্ঘাল্পনাসিকম্ ।
গচ্ছ ত্বং ভো মহদ্গ্রামং ততো ব্রাহ্মণমানয় ।
বসিষ্ঠগোত্রসম্ভূতং নামতো যজ্ঞদত্তকম্
শমে নিবিষ্টং বিদ্বাংসং যজ্ঞকর্ম্মবিশারদম্ ॥৩৫
ন চান্যমানয়েথাস্ত্বং সগোত্রং তস্য পার্শ্বতঃ ।
সংহিতাদিগুণস্তেন তুল্যোহধ্যয়নজন্মনা ॥ ৩৬
আকৃত্যা চ তথা চিহ্নৈঃ সমস্তৈরেব সত্তমঃ ।
তমানয় যথোদ্দিষ্টং পূজা কার্য্যা হি তস্য মে ।
স গত্বা প্রতিকূলস্তু চকার যমশাসনম্ ।
তমেব চানয়ামাস প্রতিষিদ্ধো যমেন যঃ ॥৩৮
তস্মৈ যমঃ সমুত্থায় পূজাং কৃত্বা চ ধর্ম্মবিৎ ।
প্রোবাচ নীয়তামেষ সোহপ্যত্রা নীয়তামিতি ।

বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ দীর্ঘ দুরিতক্ষয়, ও বিপুলধর্ম্ম-সঞ্চয়ের নিমিত্ত মধুসহ তিলদান অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ কার্য্য করিলে মনুষ্যগণ যে পুণ্য অর্জ্জন করে, তাহা শতকোটি বৎসরেও গণিয়া উঠা যায় না। ইহাতে মানব ইহলোকে পুত্র-পৌত্রাদি সম্পদ্, দীর্ঘজীবন, এবং অভীষ্ট বিষয় সকল লাভ করিয়া অন্তে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বৈশাখব্রত পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রত করে, সে করস্থ মহারত্ন ত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র যাচ্ঞা করে। স্থত কহিলেন,—ভূভারধারী সেই ভগবান্ প্রভু আদিদেব, বৈশাখমাস উদ্দেশ করিয়া পৃথিবীকে এই কথা বলিয়াছিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! অধিক আর কি বলিব, বৈশাখমাসে বিষ্ণুর পূজা করিলে কোন বিষয় দুর্লভ হয় না। হে ব্রাহ্মণগণ! এই বিষয়ে ব্রাহ্মণ যমসংবাদরূপ অত্যাশ্চর্য্য পুরা কাহিনী আপনাদের নিকটে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মধ্যদেশে গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগে যামুন পর্ব্বতের অধোভাগে মহদ্-গ্রাম নামে এক গ্রাম ছিল; সেই গ্রামে বহুতর বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তৎকালে একদিন মহাত্মা যম, রক্তনেত্র ঊর্দ্ধকেশ কাকজঙ্ঘ ক্ষুদ্রনাসাযুক্ত কৃষ্ণপিঙ্গল নামক কোন দূতকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—ওহে দূত! তুমি মহদ্গ্রামে গমন কর; তথায় বশিষ্ঠগোত্রসম্ভূত শমগুণযুক্ত যজ্ঞকর্ম্ম-বিশারদ যজ্ঞদত্ত নামে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকে আনয়ন কর; তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার বংশে উৎপন্ন আকারে গুণে ও বিদ্যায় তাঁহারই তুল্য আর একজন ব্রাহ্মণ আছেন, দেখিও যেন তাঁহাকে আন-য়ন করিও না, কেবল সেই যজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণকেই আনিবে। আমি তাঁহাকে যথা-নিয়মে পূজা করিব। ২৪—৩৭। অন-ন্তর দূত তথায় গিয়া তাঁহার আদেশের বিপরীত কার্য্য করিল, যম যাহাকে আনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, দূত তাহাকেই আন-য়ন করিল। ধর্ম্মবিৎ যম গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিয়া দূতকে আদেশ করি-লেন, ইহাকে লইয়া গিয়া যথাস্থানে রাখিয়া

সূত উবাচ।

এবমুক্তে তু বচনে ধর্ম্মরাজেন স দ্বিজঃ।
উবাচ ধর্ম্মরাজং তং নির্ব্বিণ্ণো গমনেন বৈ। ৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কস্মাদহমিহানীতঃ কস্মাৎ প্রেষয়সে পুনঃ।
গন্তুং নৈবোৎসহে তত্র মর্ত্ত্যলোকে পুনঃ প্রভো।৪১

যম উবাচ।

ইহ ক্ষীণায়ুষাং পুংসাং বাসঃ পুণ্যবতাং ভবেৎ
অয়ং মে ধর্ম্মরাজস্য লোকে ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
সৌখ্যভূমিরিয়ং স্বর্গে ধর্ম্মরাজো মহীশ্বরঃ।
পুণ্যাপুণ্যানুসারেণ জন্তূনাং সুখদুঃখদঃ।৪৩
পাপিনাং যমরূপোঽস্মি নৃণাং নিরয়দায়কঃ।
তথা পুণ্যবতাং সৌখ্যস্বর্গদো ধর্ম্মমূর্ত্তিমান।৪৪
গচ্ছ বিপ্র ত্বমদ্যৈব নিলয়ং স্বং যথাগতঃ।
অদ্যাপি দশ বর্ষাণি হ্যায়ুস্তে পরিকীর্ত্তিতম্।
ক্ষয়ে তবায়ুষঃ প্রাপ্তির্লোকস্যাস্য ভবিষ্যতি।
প্রষ্টব্যং চেত্ত্বয়া যুক্তং পৃচ্ছস্ব প্রব্রবীমি তে।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যৎ কৃত্বা সুমহৎ পুণ্যং স্বর্গঃ স্যাদ্ব্রূহি তন্মম।
সর্ব্বস্য ত্বং প্রমাণঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মবিনিশ্চয়ে। ৪৭
যদি দেব ময়া সম্যগ্‌গন্তব্যং নিজমন্দিরম্।
তদ্ব্রূহি কর্ম্মণা কেন পতন্তি নরকে নরাঃ।৪৮
ব্রজন্তি কেন চ স্বর্গং তৎ সর্ব্বং কৃপয়া বদ।৪৯

যম উবাচ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা যে ধর্ম্মবিমুখা নরাঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে তে বৈ নিরয়গামিনঃ।৫০
পশ্যন্তি ভেদবুদ্ধ্যা যে ব্রহ্মাণং শঙ্করং হরিম্।
বিরক্তা বিষ্ণুবিদ্যাসু নরা নিরয়গামিনঃ।৫১
ক্ষেত্রবৃত্তিগৃহচ্ছেদং প্রীতিচ্ছেদঞ্চ যে নরাঃ।

আইস। সূত কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিলে পর সেই ব্রাহ্মণ গমন করিতে হইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রভো! আপনি আমাকে কি জন্যই বা এখানে আনিলেন, এবং কি জন্যই বা আবার পাঠাইতেছেন। কিন্তু আমার আর সেই মর্ত্ত্যলোকে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। যম কহিলেন,—আমি ধর্ম্মরাজ আমার এই রাজ্যের ধর্ম্ম এই যে, যাহাদের আয়ুঃক্ষয় হইয়াছে, তাদৃশ পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ এই স্থানে বাস করিতে পাইবেন। ইহা স্বর্গ সুখ ভোগ করিবার স্থান, আমি এই স্থানের রাজা। আমি প্রাণীদিগের পাপ-পুণ্যানুসারে দুঃখ ও সুখ প্রদান করিয়া থাকি; যে সকল মানব পাপী, আমি তাহাদের যম,—তাহাদিগকে নরকভোগ করাইয়া থাকি; আর যাহারা পুণ্যবান; মূর্ত্তিমান ধর্ম্মরূপে আমি তাহাদিগকে স্বর্গসুখ প্রদান করিয়া থাকি। ৩৮—৪৪। হে ব্রাহ্মণ! তুমি অদ্য যেমন আগমন করিয়াছ, তেমনি গৃহে গমন কর। এখনও তোমার দশবৎসর আয়ু রহিয়াছে, এই আয়ুঃক্ষয় হইলে আবার এই স্থানে আসিবে। এক্ষণে যদি তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে ত জিজ্ঞাসা কর; আমি তাহার উত্তর দিতেছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দেব! আপনি সকলের ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের নিরূপণকর্ত্তা, আপনি বলুন, কিরূপ সুমহৎ পুণ্য অনুষ্ঠান করিলে লোকে স্বর্গ লাভ করিতে পারে। হে দেব! যদি আমার নিতান্তই নিজালয়ে ফিরিয়া যাইতে হয়, তবে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যাই, আপনি কৃপা করিয়া বলুন। কোন্ কার্য্য করিলে লোক নরকগামী হয় এবং কোন্ কার্য্য করিলেই বা স্বর্গগামী হয়? যম বলিলেন,—যে সকল লোক ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য করিতে, ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা করিতে এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গের জল্পনা করিতে বিমুখ আর ভগবান বিষ্ণুর প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, তাহারাই নরকগামী হইয়া থাকে। যাহাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরে ভেদজ্ঞান আছে এবং বিষ্ণুবিদ্যাতে যাহাদের অনুরাগ নাই, তাহারাই নরকগামী হইয়া থাকে। যাহারা লোকের ক্ষেত্রধ্বংস

আশাচ্ছেদঞ্চ কুর্বন্তি তে নরা নরকৌকসঃ ॥৫২
আগতান্ ভোজনার্থং বৈ ব্রাহ্মণান্ বৃত্তিকর্ষিতান্
যঃ পরীক্ষেত মূঢ়াত্মা স জ্ঞেয়ো নরকাতিথিঃ
অনাথং বৈষ্ণবং দীনং রোগার্ত্তং বৃদ্ধমেব চ
নানুকম্পয়তে মূঢ়ঃ স জ্ঞেয়ো নরকাতিথিঃ।
নিয়মাংশ্চ সমাদায় যঃ পশ্চাদজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিলোপয়তি মূঢ়াত্মা স বৈ নিরয়ভাজনম্ ॥ ৫৫
শৃণু বিপ্র যথা যান্তি নরাঃ স্বর্গং দয়ালবঃ।
সমাসেনৈব বক্ষ্যামি কিঞ্চিত্তে গৌরবাদহম্
যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিং দেবং বিষ্ণুং জিষ্ণুং সনাতনম্
নারায়ণমজং দেবং বিষ্ণুরূপং চতুর্ভুজম্ ॥৫৭
ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতং যে স্মরন্তি চ।
লভন্তে তে হরিস্থানং শ্রুতিরেষা সনাতনী॥
ইদমেব হি মাঙ্গল্যমিদমেব ধনার্জ্জনম্।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্যদ্দামোদরকীর্ত্তনম্ ॥ ৫৯
কীর্ত্তনাদেব দেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে ॥
গাথাং গায়ন্তি যে নিত্যং বৈষ্ণবীং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
স্বাধ্যায়নিরতা নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥
বাসুদেবজপাসক্তানপি পাপকৃতো জনান্।
নোপসর্পন্তি তান্ বিপ্র যমদূতাঃ সুদারুণাঃ॥
নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম ॥ ৬৩
যে যাচিতাঃ প্রহৃষ্যন্তি প্রিয়ং দত্বা বদন্তি চ।
ত্যক্তদানফলা যে তু তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥
বর্জ্জয়ন্তি দিবাস্বাপং নরাঃ সর্ব্বংসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতা য তে মর্ত্ত্যাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ৬৫
দ্বিষতামপি যে দোষান্ন বদন্তি হিতং কদা।
কীর্ত্তয়ন্তি গুণাংশ্চৈব তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

করে, বৃত্তিচ্ছেদ করে, এবং প্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটায়, আর কাহাকেও উদ্ভ্রান্ত করে কিংবা আশায় নিরাশ করে, তাহারাই নরকবাসী হয়। যে মূঢ়াত্মা আহারার্থী অতিথিগণকে এবং বৃত্তিপ্রার্থী ব্রাহ্মণগণকে দানের যোগ্যতা বিচারের জন্য পরীক্ষা করে, সে-ই নরকগামী হয়। সে মূঢ়মতি দীন, দুঃখী, রোগী, অনাথ, বৈষ্ণব ও বৃদ্ধগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করে না, সেই নরকগামী হয়। যে পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়াও পরে অজিতেন্দ্রিয় হইয়া পড়ে এবং সেই সকল নিয়মাদির আর অনুষ্ঠান করে না সেই মূঢ়াত্মারই নরকে বাস হয়। হে বিপ্র! আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি উপায়ে মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হয়, আমি আপনার অনাদর করিতে পারি না তাই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ করুন। ইহাই চিরন্তন শ্রুতি যে, যাঁহারা দুষ্টদমনকারী সনাতন দেব বিশ্বব্যাপী চতুর্ভুজ অনাদি ভগবান নারায়ণকে পূজা করেন, ধ্যান করেন এবং স্মরণ করেন তাঁহারাই বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়েন। এই যে দামোদরের নামকীর্ত্তন, ইহাই মঙ্গল কর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত ধনসঞ্চয়,—ইহাই জীবনের ফল। অমিততেজা দেব বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনেই সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় পাপরাশি বিলীন হইয়া যায়। যাহারা প্রতিদিন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৈষ্ণবী গাথা গান করে এবং সর্ব্বদা স্বাধ্যায়রত থাকে, তাহারা স্বর্গে গমন করে। হে বিপ্র! যাহারা বাসুদেবনামজপে আসক্তচিত্ত, তাহারা পাপকারী হইলেও উগ্রপ্রকৃতি যমদূতগণ তাহাদের নিকটে যাইতে পারে না। ৫১—৬২। হে দ্বিজোত্তম! একমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন ব্যতীত, জীবদিগের সর্ব্বপাপনাশক উত্তম প্রায়শ্চিত্ত আর দেখি না। যাহারা অন্য লোক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করে ও প্রার্থিত বস্তু দান করিয়া প্রিয় বাক্য বলে, এবং দানফল আকাঙ্ক্ষা করে না; তাহারা স্বর্গে গমন করে। যে সকল মানব দিবাভাগে নিদ্রা যায় না, যাহারা সহিষ্ণু, এবং সকলের আশ্রয়দাতা সেই মানবগণ স্বর্গে গমন করে। যাহারা বিদ্বেষবশতঃ শত্রুদিগেরও কদাপি অহিতাচরণ করে না, প্রত্যুত তাহাদের গুণকীর্ত্তন করে,

যে শান্তাঃ পরদারেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা ।
রময়ন্তি ন সত্ত্বাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৬৭
যস্মিন্ কস্মিন্ কুলে জাতা দয়াবন্তো যশস্বিনঃ
সানুক্রোশাঃ সদাচারাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
ব্রতং রক্ষন্তি যে কোপাচ্ছ্রিয়ং রক্ষন্তি মৎসরাৎ
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যাং হ্যাত্মানন্ত প্রমাদতঃ ।
মতিং রক্ষন্তি যে লোভান্মনো রক্ষন্তি কামতঃ
ধর্ম্মং রক্ষন্তি দুঃসঙ্গাত্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৭
একাদশ্যাঞ্চ বিধিবদুপবাসপরায়ণাঃ ।
শুক্লে কৃষ্ণে চ যে বিপ্র তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ
মাতেব সর্ব্ববালানামৌষধং রোগিণামিব ।
রক্ষার্থং সর্ব্বলোকানাং নির্ম্মিতৈক দশী তিথিঃ
একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিদ্যতে ।
তামুপোষ্য বিধানেন তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥৭৩

যে ভক্তিমন্তো মধুসূদনস্য
নারায়ণস্যাখিলনায়কস্য ।
সত্যেন হীনা রজসাপি যুক্তা
গচ্ছন্তি তে নাকমনন্তপুণ্যাঃ ॥ ৭৪
বেত্তসীং যমুনাং সীতাং পুণ্যাং গোদাবরীনদীম্
সেবন্তে যে শুভাচারাঃ স্নানদানপরায়ণাঃ ॥
ন তে পশ্যন্তি পস্থানং নরকস্য কদাচন ॥ ৭৬
যে নর্ম্মদায়ামিহ শর্ম্মদায়াং
মজ্জন্তি তৃষাস্ত্যপি দর্শনেন ।
বিধূতপাপাশ্চ মহেশলোকং
গচ্ছন্তি তে তত্র চিরং রমন্তে ॥ ৭৭
স্নাতাশ্চর্ম্মণ্বতীতীরে ত্রিরাত্রং নিয়তা নরাঃ ।
ব্যাসাশ্রমে বিশেষেণ তে নরা নাকিনঃ স্মৃতাঃ
গঙ্গাজলে প্রয়াগে চ কেদারে পুষ্করেঽপি বা
ব্যাসাশ্রমে প্রভাসে চ মৃতাস্তে বিষ্ণুগামিনঃ ॥
দ্বারবত্যাংকুরুক্ষেত্রে যোগাভ্যাসেন বা মৃতাঃ

তাহারা স্বর্গগামী হয়। যাহারা শান্তগুণাবলম্বী ও কায়মনোবাক্যে কখনই পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয় না এবং সাত্ত্বিকভাবাপন্ন,তাহারা স্বর্গে গমন করে। যাহারা দয়ালু পর-দুঃখমোচনকারী এবং সদাচারী বলিয়া বিখ্যাত, তাহারা যে কোন বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও (নীচবংশজ হইলেও) স্বর্গে গমন করে। যাহারা ক্রোধ হইতে ব্রত-রক্ষা, মাৎসর্য্য হইতে সম্পত্তিরক্ষা, মান ও অপমান হইতে বিদ্যারক্ষা, প্রমাদ (অনবধানতা) হইতে আত্মরক্ষা, লোভ হইতে বুদ্ধিরক্ষা, কাম হইতে মনোরক্ষা, এবং কুসংসর্গ হইতে ধর্ম্মরক্ষা করে, তাহারা স্বর্গগামী হয়। হে বিপ্র! যাহারা শুক্ল, কৃষ্ণ—উভয়পক্ষীয় একাদশীতে যথানিয়মে উপবাস করে, তাহারা স্বর্গে গমন করে। এই একাদশী তিথি, নিখিল বাল,কের মাতার ন্যায় ও রোগীদিগের ঔষধের ন্যায় নিখিল লোকের রক্ষার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। পাপ হইতে রক্ষার উপায় একাদশীর ন্যায় আর নাই, যথানিয়মে এই একাদশী তিথিতে উপবাস করিলে নরগণ

স্বর্গে গমন করে। যাহারা সর্ব্বেশ্বর মধু দৈত্য-বিনাশী নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান্, তাহারা রাজসিক প্রকৃতি ও মিথ্যাবাদী হইলেও নারায়ণ-ভক্তিবলে অনন্ত পুণ্য-সঞ্চয়পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে! যাহারা সদাচারী ও যথাবিধানে স্নানদানরত হইয়া, বেত্তসী (নদী বিশেষ), যমুনা, সীতা,ও পবিত্র গোদাবরী নদীর সেবা করে; তাহারা কদাপি নরকপথ অবলোকন করে না। যাহারা সুখপ্রদ নর্ম্মদা নদীতে স্নান করে এবং উক্ত নদীদর্শনে আনন্দলাভ করে, তাহারা বীতপাপ হইয়া মহেশলোকে গমন-পূর্ব্বক তথায় চিরকাল আনন্দে বাস করে। যাহারা চর্ম্মণ্বতী নদীতে স্নান, ও উক্ত নদীতীরে ত্রিরাত্র বাস করে এবং বিশেষতঃ ব্যাসাশ্রমে বাস করে; তাহারা স্বর্গবাসী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা গঙ্গা-জলে, প্রয়াগে, কেদারতীর্থে, পুষ্কর তীর্থে, ব্যাসাশ্রমে অথবা প্রভাসতীর্থে প্রাণত্যাগ করে; তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করে। যাহারা, দ্বারবতীতীর্থে, কুরুক্ষেত্রে অথবা

হরিরিত্যর্ণযুগলং বক্ত্রে যেষাং হরিপ্রিয়াঃ।
ত্রিরাত্রমপি যো বিপ্র দ্বারবত্যাং পুরি স্থিতঃ
একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎকৃতং ভবতি দ্বিজ।
নরো নির্ধূয় তং সর্ব্বং ব্রজেৎ স্বর্গমিতি স্থিতিঃ
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
একাদশ্যুপবাসস্ত কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ।৮২
একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সর্ব্বতীর্থতপাংসি চ।
মহাদানানি চ ব্রহ্মন্ ব্রতং বৈষ্ণবমেকতঃ ।৮৩
বৈষ্ণবব্রতজো ধর্ম্মো ধর্ম্মো যজ্ঞাদিসম্ভবঃ।
একত্র তুলিতৌ ধাত্রা তত্র পূর্ব্বোঽভবদ্গুরুঃ॥
হরিবাসরভক্তানামচ্যুতাচ্যুতভাষিণাম্।
নাহং শাস্তা বিশেষেণ তেভ্যো বিপ্র বিভে-
ম্যহম্ ॥ ৮৫

যেষাং পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ একাদশ্যামুপোষিতঃ।
সহাত্মনা স পুরুষান্ শতমুদ্ধরতে বলাৎ ।৮৬

যোগাভ্যাসদ্বারা প্রাণত্যাগ করে, যাহাদের মুখে "হরি" এই বর্ণযুগল সর্ব্বদা উচ্চারিত হয়, তাহারা শ্রীহরির প্রিয়পাত্র। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি দ্বারবতী পুরীতে ত্রিরাত্র অবস্থিতি করে; তাহার একাদশ ইন্দ্রিয়কৃত পাপসকল বিদূরিত হওয়ায় সে স্বর্গে গমন করে। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ, এবং শত শত রাজসূয় যজ্ঞ, একাদশী-উপবাসের ষোড়-শাংশের একাংশেরও যোগ্য নহে। হে ব্রহ্মন্! একদিকে নিখিল যজ্ঞ, সকল প্রকার তীর্থসেবা, তপস্যা ও মহাদান আর অপরদিকে একমামাত্র বিষ্ণূপাসনাকথা। বিধাতা এক-দিকে বৈষ্ণবব্রতজনিত ধর্ম্ম ও অপরদিকে যজ্ঞাদি-সম্ভূত ধর্ম্ম রাখিয়া তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছিলেন; তাহাতে বৈষ্ণবব্রত-জনিত ধর্ম্মই গুরু হইয়াছিল। হে বিপ্র! যাহারা একাদশীভক্ত এবং মুখে সর্ব্বদা অচ্যুত-নাম উচ্চারণ করে, তাহাদিগকে শাসন করিবার ক্ষমতা আমার নাই; আমি তাহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করি। যাহাদের পুত্র পৌত্র একাদশীতে উপবাসী থাকে, তাহারা সেই পুত্র পৌত্র ও পূর্ব্ব পুরুষের

উপোষণং ততঃ কুর্য্যাৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
একাদশ্যাং স পুরুষো ভুক্তৈমুক্তেকসাধনম্॥
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।
ত্রিস্পৃশা ব্যাঞ্জুলী চান্যা পক্ষসংবর্দ্ধিনী পরা॥
তিলদগ্ধাপরা জ্ঞেয়াপ্যখণ্ডদ্বাদশী তথা।
মনোরথাখ্যা চ পরাভৈমদ্বাদশীকা পরা ॥ ৮৯
ইত্যেবমাদয়ো ভেদা দ্বাদশ্যাং সন্তি কেশবে।
ব্রত্যেষ্বেতেষু যে শক্তা জ্ঞেয়াস্তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ
শ্রোতারো ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং ধর্ম্মপ্র ন্যয়সঙ্গতাঃ।
প্রিয়ঙ্করাশ্চ বালানাং স্বর্গলোকে ব্রজন্তি তে।
মাসি মাস্যেকদিবসে দর্শে শ্রাদ্ধব্রতা নরাঃ।
তৃপ্যন্তি পিতরো যেষাং তে ধন্যাঃ
স্বর্গগামিণঃ ॥৯২

ভোজনেষূপপন্নেষু ভোজ্যং যচ্ছন্তি সাদরম্।
অভিন্নমুখরাগেণ শিষ্টাস্তে স্বর্গগামিণঃ ॥ ৯৩
নরনারায়ণাবাসে ত্রিরাত্রং যে সমাশ্রিতাঃ।

সহিত উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিলে মানব ইহ-লোকে সুখভোগানন্তর অন্তে মুক্তিলাভ করে। জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, পাপনাশিনী ত্রিস্পৃশা, ব্যাঞ্জুলী, পক্ষবর্দ্ধিনী, তিলদগ্ধা, অখণ্ডদ্বাদশী, মনোরথদ্বাদশী, ভৈমী দ্বাদশী, ইত্যাদি অনেক প্রকার বিষ্ণুদ্বাদশী আছে। যাহারা এই সকল দ্বাদশীব্রত করিয়া থাকে, তাহাদিগকে পরব্রহ্মে লীন বলিয়া জানিবে। যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছে, ধর্ম্মে যাহা-দের বিলক্ষণ আস্থা আছে, এবং যাহারা বালকদিগের হিতৈষী, তাহারা অন্তিমে স্বর্গ-গামী হয়। যাহারা প্রতিমাসে একাদশী ও অমাবস্যা তিথিতে পিতৃশ্রাদ্ধ করে, তাহাদের পিতৃগণ পরিতৃপ্ত এবং তাহারাও স্বর্গগামী হয়। ভোজ্যদ্রব্য উপস্থিত থাকিলে যাহারা তাহা অবিকৃত মুখে (প্রসন্নবদনে) দেবতা অতিথিদিগকে দান করে, তাহারা সাধু,— এবং অন্তিমে স্বর্গগামী হয়। মর্ত্ত্যলোকবাসী যে সব লোক নন্দা তিথিতে আরম্ভ করিয়া নরনারায়ণের আশ্রমে (বদরিকাশ্রমে)

মর্ত্ত্যলোকে চ নন্দায়াং ধন্যাস্তে কেশবপ্রিয়াঃ ।
ষণ্মাসমুষিতা বিপ্র পুরুষোত্তমসন্নিধৌ ।
এতে স্যুরচ্যুতাত্মানো দৃষ্টা অপ্যঘহারিণঃ ॥৯
অনেকজন্মার্জ্জিতপুণ্যতো যে
মজ্জন্তি তোয়ে মণিকর্ণিকায়াঃ ।
নমন্তি বিশ্বেশমবাপ্য কাশীং
তে বৈ ময়াপীহ ভবন্তি বন্দ্যাঃ ॥ ৯৬
পূজয়িত্বা হরিং যে তু ভূমৌ দর্ভতিলৈঃ সহ ।
তিলান্ বিকীর্য্য লোহঞ্চ দত্বা ধেনুং পয়স্বিনীম্
যে মৃতা বিধিবদ্বিপ্র তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
শ্লক্ষ্ণাং বাণীং নিরাবাধাং মধুরাং পাপবর্জ্জিতাম্
স্বাগতেনাভিভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥৯৯
শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলসঞ্চয়ে ।
বিপাকজ্ঞাশ্চ যে কেচিত্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
দানধর্ম্মপ্রবৃত্তানাং ধর্ম্মমার্গানুযায়িনাম্ ।
প্রোৎসাহং বর্দ্ধয়ন্তে যে তে মোদন্তে চিরং দিবি
হেমন্তে দারুদো যশ্চ তথা গ্রীষ্মে জলপ্রদঃ ।
বর্ষাস্বাশ্রমদাতা চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১০২
পুণ্যকালেষু সর্ব্বেষু নিত্যনৈমিত্তকাদিষু ।
ভক্ত্যা যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং স নূনং সুরলোকভাক্
দানং দরিদ্রস্য বিভোঃ ক্ষমিত্বং
যূনাং তপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্ ।
ইচ্ছানিবৃত্তিশ্চ সুখোচিতানাম্
দয়া চ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি ॥ ১০৪
দ্বিবিধঃ কর্ম্মসম্বন্ধঃ পাপপুণ্যসমুদ্ভবঃ ।
সত্যমেব সমাশ্রিত্য ক্রিয়তে হ্যত্র নির্ণয়ঃ ॥১০৫
তপো ধ্যানসমাযুক্তং তারণায় ভবাম্বুধেঃ ।
পাপস্য পতনায়োক্তং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥১০৬
বলেন পরিবারেণ শৌর্য্যেণাভিযুক্তস্য চ ।
পুণ্যহীনস্য বৈ পুংসঃ পাত এব বিধীয়তে ॥১০৭
উন্নতা গিরিদুর্গেষু বৃক্ষশ্চাপি সুপুষ্টকাঃ ।
পতন্তি বায়ুবেগেন সমূলাস্তু ঘনা অপি ॥১০৮

তিন্মাত্র বাস করিয়াছে তাহারা ধন্য এবং কেশবের প্রিয় পাত্র। ৯৩—৯৪। হে বিপ্র! যাহারা পুরুষোত্তমের নিকটে ছয়মাস বাস করিয়াছে তাহারা বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করে, এবং তাহাদিগকে দেখিলেই পাপনাশ হইয়া থাকে। যাহারা বহুজন্মের পুণ্যফলে বারাণসীতে গিয়া মণিকর্ণিকার জলে স্নানপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে; তাহাদিগকে আমিও প্রণাম করি। হে বিপ্র! যাহারা শ্রীহরির পূজা করিয়া ভূমিতে দর্ভ ও তিল বিকিরণপূর্ব্বক যথাবিধি লৌহ ও পয়স্বিনী ধেনুদান করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গে গমন করে। যাহাদের কথা কাহারও পীড়াদায়ক নহে, পরন্তু অতি মধুর ও ধীর; এবং যাহারা দেখিলেই স্বাগত সম্ভাষণ করে, ও কখনও পাপকর্ম্ম করে না; তাহারা স্বর্গে গমন করে। যাহারা, শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফল সম্যক্ রূপে অবগত অর্থাৎ শুভ কর্ম্মই কেবল করে; তাহারা স্বর্গগামী হয়। যাহারা, দানধর্ম্মে প্রবৃত্ত সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করে, তাহারা চিরকাল স্বর্গে আমোদ করে। যে ব্যক্তি হেমন্তকালে কাষ্ঠ, গ্রীষ্মকালে জল এবং বর্ষাকালে আশ্রয় দান করে; সে স্বর্গে গিয়া সম্মানের সহিত তথায় বাস করে। ৯৫—১০২। নিত্য নৈমিত্তিকপুণ্যকালে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, সে নিশ্চয়ই সুরলোকে গমন করে। যাহারা অর্থের অসদ্ভাবেও দান, ও সামর্থ্য সত্ত্বেও ক্ষমা করে, তরুণ বয়সে পঞ্চা এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও যাহারা ঔদ্ধত্যভাব প্রকাশ না করে, যাহারা চিরকাল সুখে অতিবাহিত করিয়াও ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক নিখিল প্রাণীর উপরে দয়াশীল; তাহারা স্বর্গে গমন করে। কর্ম্মসম্বন্ধ দ্বিবিধ—পাপকর্ম্ম এবং পুণ্যকর্ম্ম; এই বিষয় প্রথমতঃ সত্য অবলম্বনে নির্ণয় করিতেছি। ধ্যানের সহিত তপস্যা, সংসারসমুদ্রের নিস্তারহেতু এবং পাপকর্ম্ম সত্য সত্যই অধঃপতনের হেতু। যাহার পুণ্য নাই, তাহার শারীরিক সামর্থ্য, লোকবল এবং শৌর্য্য থাকিলেও তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। পর্ব্বতরূপ দুর্গমস্থানে পরিপুষ্ট উচ্চ

সামান্যং সর্ব্বজন্তূনাং বলং ধর্ম্মস্তু কেবলঃ।
যেন সন্তরতে জন্তুরিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১০৯
ময়া সর্ব্বমিদং সম্যক্ স্বর্গমার্গপ্রদায়কম্।
সমাসেন সমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

একমূর্খোঽপি জানাতি শুভকর্ম্মকরঃ পুমান্।
ন যাতি নরকং স্বর্গং তথা পাপক্রিয়ারতঃ ॥ ১
ক্রতুভির্ব্বিবিধৈরিষ্টৈর্ব্রতদানজপাদিভিঃ।
সত্যেনাচারকুশলৈঃ স্বর্গসৌখ্যমবাপ্যতে ॥ ২
বিদ্যাচারধনোপেতৈস্ত্বৃষিভির্বেদপারগৈঃ।
প্রাপ্যতে পুণ্যযোগেন যজ্ঞৈর্নাকস্ততঃ ক্বচিৎ
বিত্তেন চ বিনা দানং বহু দাতুং ন শক্যতে।
বিদ্যমানধনেনাপি কুটুম্বাসক্তচেতসা ॥ ৪
অগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মা বিশেষেণ কলৌ যুগে।
দুষ্করা দানধর্ম্মোঽপি দুষ্করো ভগবন্মতঃ ॥ ৫
অনায়াসেন ধর্ম্মেণ লভ্যতে ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ।
তন্মে বিশেষতো ব্রূহি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শক ॥ ৬
তদেকং কথ্যতাং ধর্ম্মং সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
কৃতেনৈকেন যেনেহ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭
ধনং ধান্যং যশো ধর্ম্মমায়ুর্যেনাভিবর্দ্ধতে।
মর্ত্ত্যলোকেঽপি সৌখ্যং স্যাৎ স্বর্গো যেনাক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৮
সাক্ষান্নারায়ণো যেন ভক্তানামভয়প্রদঃ।
তুষ্যেদস্য প্রসাদেন কামঃ করতলে স্থিতঃ ॥ ৯
সর্ব্বযজ্ঞতপোদান-তীর্থসেবাধিকং ফলম্।
লভ্যতে যেন যদ্যস্তি বৈবস্বত তদাদিশ ॥ ১০

নিবিড় বিটপিশ্রেণীও বায়ুবেগে সমূলে উৎপাটিত হইয়া থাকে। কেবল ধর্ম্মই নিখিল প্রাণীর একমাত্র বল। সেই বলে জীব ইহ ও পরলোকে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। এই আমি তোমার নিকটে স্বর্গ ও মুক্তি-প্রদ বিষয় সকল সংক্ষেপে সম্যক্ রূপে বলিলাম। এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা, তাহা বল। ৯৫—১১০।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মূর্খ ব্যক্তিও ইহা জানে যে, পুণ্যকর্ম্ম করিলে স্বর্গে গমন এবং পাপকর্ম্ম করিলে নরকে গমন হইয়া থাকে। বিবিধ ব্রত, দান, জপ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম ও যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সদাচারী ও সত্যপরায়ণ হইলে স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর বেদশাস্ত্রপারদর্শী বিবিধ বিদ্যাসম্পন্ন সদাচারী ধনবান্ ঋষিগণ যাগযজ্ঞ করিয়া পুণ্যবলে স্বর্গে গিয়া থাকেন; কিন্তু অর্থের অভাবে সকলের পক্ষে বহুদান সম্ভবে না। অর্থ থাকিলেও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ না করিয়া কয়জনে দান করিতে সমর্থ হয়? পরিবারবর্গের উপরে মমতাবশতঃ অর্থসত্বেও অনেকেই দানে কুণ্ঠিত হয়। সুতরাং হে ভগবন্! কলিকালে দানধর্ম্ম অনায়াসলভ্য নহে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কার্য্যও কলিযুগে দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতএব হে ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রদর্শক! অনায়াসে কিরূপে ধর্ম্মসঞ্চয় হইতে পারে; তাহাই আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। নিখিল ধর্ম্মের মধ্যে যে ধর্ম্ম সর্ব্বোত্তম সেই একটিমাত্র ধর্ম্ম কি? তাহা আমাকে বলুন,—একমাত্র যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সর্ব্বপাপক্ষয় হয়; ধন-ধান্য, যশ, পুণ্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, যাহাতে মর্ত্ত্যলোকে সুখ-ভোগ, এবং অন্তে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, যাহাতে ভক্তদিগের অভয়দাতা সাক্ষাৎ দেব নারায়ণ তুষ্ট হন এবং বাঞ্ছিত বস্তু করতলগত হয়। যে ধর্ম্মের আচরণে —সকল প্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও তীর্থ-

অনুগ্রাহ্যো হ্যহং দেব যদি ধর্ম্মোপদেশতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মক্রিয়াসারং তদেকং কৃপয়া বদ ॥১১
পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্‌যথা।
তথা তথৈব সংস্মৃত্য কথিতানি মনীষিভিঃ॥
কর্ত্তুং তানি ন শক্যন্তে দেব প্রত্যেকশো নরৈঃ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যমেকং চেদস্তি তদ্‌বদ ॥১৩

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো যমং ধর্ম্মস্বরূপিণম্।
তুষ্টাব প্রযতো ভূত্বা সূক্ষ্মধর্ম্মাভিকামুকঃ॥১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নমস্তে সর্ব্বশমন নমস্তে জগতাং পতে।
নমোঽস্তু দেবরূপায় স্বর্গমার্গপ্রদায়িনে॥ ১৫
ধর্ম্মশাস্ত্রস্বরূপায় ধর্ম্মরাজ নমোঽস্তু তে॥ ১৬
ত্বয়া ভূঃ পাল্যতে দেবাপ্যন্তরীক্ষঞ্চ দ্যৌর্ম্মহঃ
জনস্তপস্তথা সত্যং সর্ব্বস্বং পাল্যতে ত্বয়া॥১৭
ন ত্বয়া রহিতং কিঞ্চিজ্জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
বিদ্যতে ত্বদ্‌গৃহীতন্তু সদ্যো নশ্যতি বৈ জগৎ
ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানাং সতাং সত্বস্বরূপবান্।
রাজসানাং রজশ্চৈব তামসানাং তমস্তথা॥১৯
চতুষ্পদাং ভবান্ দেব চতুঃশৃঙ্গস্ত্রিলোচনঃ।
সপ্তহস্তস্ত্রিধা বদ্ধো বৃষরূপ নমোঽস্তু তে॥২০
সর্ব্বযজ্ঞময়ো ধর্ম্মস্ত্বয়ি বিগ্রহবিগ্রহঃ।
সাক্ষাদ্দৃষ্টোঽসি লোকেশ দেব তুভ্যং নমো নমঃ॥২১
হৃদিস্থঃ সর্ব্বভূতানাং পুণ্যপাপেক্ষিতা ভবান্।
তেন শাস্তা চ ভূতানাং দাতা দেব প্রশাসিতা
প্রবর্ত্তকো হি ধর্ম্মস্য দেব দণ্ডধরো ভুবি।

সেবা অপেক্ষা সমধিক ফল হয়; হে বৈবস্বত! যদি এইরূপ ধর্ম্ম কিছু থাকে ত আমাকে বলুন। হে দেব! যদি আমি আপনার ধর্ম্মোপদেশরূপ অনুগ্রহের পাত্র হই, তাহা হইলে নিখিল ধর্ম্মকার্য্যের সারস্বরূপ সেইরূপ একটি ধর্ম্ম কৃপা করিয়া বলুন। ভিন্ন ভিন্ন পাপসমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত সকল তত্তৎপ্রকারে মনীষিগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু দেব! তাহা প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে সুসাধ্য নহে; অতএব একটি ধর্ম্মকার্য্যে সকল পাপ নষ্ট হইবে, এইরূপ যদি কোন পুণ্য কর্ম্ম থাকে ত আমাকে বলুন। সূত কহিলেন,—সেই বিপ্রবর, সূক্ষ্ম (সুসাধ্য অথচ মহৎ) ধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া, ধর্ম্মরূপী যমকে এই বলিয়া ভক্তিভরে একাগ্রচিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১৪। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে জগৎপতে! আপনাকে প্রণাম, হে নিখিল জীবের দমনকর্ত্তা! আপনাকে নমস্কার। হে দেবরূপী, স্বর্গপথের প্রদর্শক! আপনাকে নমস্কার। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মশাস্ত্রস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি ভূর্লোক, তপোলোক, সত্যলোক অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ পালন করিতেছেন, অতএব আপনি সর্ব্বস্ব পালন করিতেছেন। এই নিখিল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ কিছুই আপনা হইতে রহিত নহে, আপনার অস্তিত্ব সর্ব্বত্রই বিরাজমান। আপনি গ্রহণ করিলে এই জগৎ সদ্য নাশ প্রাপ্ত হয়। আপনি নিখিল প্রাণীর আত্মা; আপনি সাধুদিগের সত্বগুণস্বরূপ, আপনি রাজসিক-প্রকৃতি লোকদিগের রজোগুণস্বরূপ, এবং তামসিকদিগের তমোগুণস্বরূপ। হে দেব! আপনি চতুষ্পদ প্রাণীদিগের বৃষরূপী, আপনি চতুঃশৃঙ্গ সপ্তহস্ত ত্রিলোচন দেব, আপনি ধর্ম্ম বৃষভরূপে সত্বরজস্তম এই ত্রিবিধ গুণে বদ্ধ রহিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার। সর্ব্বযজ্ঞময় ধর্ম্ম, মূর্ত্তিমান্ হইয়া আপনাতে বিরাজমান; লোকেশ! অদ্য এবংবিধ আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি (আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই), হে দেব! আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আপনি নিখিল জীবের হৃদয়ে থাকিয়া পাপ পুণ্য দর্শন করিতেছেন; এবং সেই পাপ-পুণ্য দর্শন করিয়া তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন; হে দেব! আপনি

সর্ব্বধর্ম্মময়ং সারমেকং বদ সুনিশ্চিতম্ ॥ ২৩

যম উবাচ।

পরিতুষ্টোঽস্মি তে বিপ্র স্তোত্রেণ চ বিশেষতঃ
অথাপ্যাগমধর্ম্মেণ মান্যোঽসি মম সত্তম ॥ ২৪
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং যদ্গোপ্যং পরমং মম।
সারমুদ্ধৃত্য সর্ব্বেষাং যদেকং নিশ্চিতং ময়া ॥২৫
মহানিরয়সঙ্ঘাতান্নির্ব্বাসনকরং পরম্।
অনাখ্যেয়মপি ব্রহ্মন্ বক্ষ্যে বিনয়তোষিতঃ।
ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত
স্তে তে পুরাণাগমা।
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং
জল্পন্তু কল্পে বিধৌ।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেকিনাং ব্যতিকরং
নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ২৭

ভবো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ত্রয়মেব ত্রয়ী মতা।
দীপোঽগ্নিবর্ত্তিস্নেহৈস্তু যথা বিপ্র তথা হরিঃ ॥
অনারাধ্য হরিং ভক্ত্যা কো লোকান্
প্রাপ্নুয়াচ্ছুভান্।
অরাধিতে হরৌ কামাঃ সর্ব্বে করতলে স্থিতাঃ
অনারাধ্য হরিং লোকঃ সর্ব্বদং সর্ব্বদেহিনাম্
কোঽপিকাপি কিমপ্যত্র ন লভেতেতি নিশ্চিতম্
অশক্যং দূষণং দারান্ সসর্জ্জ পরমেশ্বরঃ।
রজস্তমোভ্যাং যুক্তোঽভূদ্রজঃ সত্ত্বাধিকং বিভুঃ
সসর্জ্জ নাভিকমলে ব্রহ্মাণং কমলাসনম্।
রজসা তমসা জুষ্টঃ স রুদ্রমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৩২
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রিয়তশ্চৈতদুচ্যতে।
সত্ত্বেন মুচ্যতে জন্তুঃ সত্ত্বং নারায়ণাত্মকম্ ॥৩৩
রজসা সত্ত্বযুক্তেন ভবেচ্ছ্রীমান্ যশোঽধিকঃ।
যদ্বেদবাক্যং ধর্ম্মস্থ তন্মুদ্দিশ্যোপসেব্যতে ॥৩৪

সকলের শাসনকর্ত্তা; এবং দাতা। হে দেব! আপনি দণ্ডধর হইয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন; যাহাতে-সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান, এরূপ সারবান্ একটি পুণ্যকার্য্য নিশ্চয় করিয়া বলুন। যম কহিলেন,—হে বিপ্র! আমি তোমার এই স্তবে সাতিশয় তুষ্ট হইলাম; হে সত্তম! যদিও আমি সকলের শাসনকর্ত্তা অতএব মাননীয়; তথাপি তুমি আগমধর্ম্ম অবগত আছ বলিয়া তুমিও আমার মাননীয়, সেই কারণেই যাহা এতাবৎকাল কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই; যাহা আমি অতি-গোপন করিয়া রাখিয়াছি, হে ব্রহ্মন্! তোমার বিনীতবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমি সর্ব্বধর্ম্মের সার উদ্ধারপূর্ব্বক সেই সর্ব্বোত্তম, মহানরক-সমূহ হইতে মুক্তিকর, লোকের নিকটে অপ্রকাশ্য, পরমধর্ম্মের কথা তোমার নিকটে বলিব। ১৫—২৬। সেই সেই পুরাণ তন্ত্রসকল চরাচর জগৎকে মোহিত করিতে থাকুক এবং সেই সেই দেবতাকে পরম অর্থাৎ একমাত্র উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করুক; কিন্তু নিখিল পুরাণ তন্ত্রের মত একত্র সম্মিশ্রণপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে, সিদ্ধান্তে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই উপাস্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকেন। হে বিপ্র! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনজনই প্রধান দেবতা, কিন্তু যেমন অগ্নি, বর্ত্তিকা ও তৈল এই তিন লইয়া প্রদীপ; তেমনি উক্ত তিনজনকে লইয়াই বিষ্ণু, অর্থাৎ একমাত্র বিষ্ণুই উক্ত ত্রিতয়াত্মক! ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরিকে অরাধনা না করিলে মানবগণ, কিরূপে শুভ লোকসকল লাভ করিবে? শ্রীহরির আরাধনায় নিখিল অভীষ্ট বিষয় করতল-গত হইয়া থাকে। নিখিল জীবের সকলাভীষ্টদাতা শ্রীহরিকে আরাধনা না করিলে কোন মানবই কিছুই সিদ্ধ করিতে পারে না, ইহা স্থির। সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুই রজ ও তমোগুণ যুক্ত হইয়া, সংসারক্লেশের মূলীভূত অপত্য দারা স্বজন করেন; প্রভু সত্ত্বাধিক রজোগুণ অবলম্বন করিয়া নাভিকমলে কমলাসনঃ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই প্রভুই রজঃ ও তমোগুণযুক্ত করিয়া রুদ্রদেবকে সৃজন করিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তম,—এই

তদ্রুদ্রমিতি বিখ্যাতং কনিষ্ঠং গদিতং নৃণাম্।
তেন রাজা ভবেল্লোকে রজসা তমসা যুতঃ॥৩৫
যদ্দীনং রজসা কর্ম্ম কেবলং তামসঞ্চ যৎ।
তচ্চ দুর্গতিদং নৃণামিহ লোকে পরত্র চ॥৩৬
যো বিষ্ণুঃ স স্বয়ং ব্রহ্মা যো ব্রহ্মা স স্বয়ং হরঃ
দেবাস্ত্রয়োঽপি যজ্ঞেঽস্মিন্নিজ্যা দেবেষু
নিত্যশঃ॥৩৭
যো ভেদং কুরুতে তেষাং ত্রয়াণাং দ্বিজসত্তম।
স পাপকারী পাপাত্মা হ্যনিষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥
বিষ্ণুরেব পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব জগদ্দ্বিজ।
তস্যায়ং মাধবো মাসঃ প্রিয়ঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু॥
কীর্ত্যতে হ্যশ্বমেধাদি-মহাক্রতুফলপ্রদঃ।
তীর্থস্নানতপোদান-জপযজ্ঞফলাধিকঃ॥৪০
স্নানং প্রভাতে নিয়মেন নদ্যা-
মনারতং মেষগতে রবৌ যে।
কুর্ব্বন্তি যেঽস্মিন্নপি বিপ্রপূজাং
মদ্দণ্ডভাজো হি ন তে ভবন্তি॥৪১
হত্বা হত্বা কিঙ্করৌঘং পুরো মে
পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা চিত্রগুপ্তস্য লেখ্যম্।
স্নাত্বা স্নাত্বা মাধবে মাসি তীর্থে
পূর্ব্বান্ পূর্ব্বানুদ্ধরন্তীহ পাপাৎ॥৪২
ইদং ভবচ্ছেদকরং ন তস্মাৎ
প্রকাশনীয়ং পরমং রহস্যম্।
নির্ব্বাসহেতুর্নরকালয়স্য
মমাধিকারক্ষয়কারণং হৃৎ॥৪৩
ভাগীরথী নর্ম্মদা চ যমুনা চ সরস্বতী।
বিশোকা চ বিতস্তা চ বিন্ধ্যস্যোত্তরতঃ স্থিতাঃ
গোদাবরী ভীমরথী তুঙ্গভদ্রা চ দেবিকা।
তাপী পয়োষ্ণী বিন্ধ্যস্য দক্ষিণে তু প্রকীর্ত্তিতাঃ
দ্বাদশৈতা মহানদ্যো নিত্যং তেনাবগাহিতাঃ
বৈশাখে বিধিনা স্নানং নদ্যাং যঃ প্রাতরাচরেৎ
সর্ব্বাঃ সমুদ্রগাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বে পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ

তিনটীকে গুণ কহে। সত্ত্বগুণে জীব মুক্তি লাভ করে, সত্ত্বগুণ নারায়ণস্বরূপ। সত্ত্বগুণ-যুক্ত রজোগুণে মানব শ্রীমান্ ও যশস্বী হয়। রজ ও তমোগুণযুক্ত হইলে মানব, লোকে রাজা হইয়া থাকে। যে কর্ম্মে রজোগুণের সম্পর্ক নাই—কেবল তামসিক, তাদৃশ কর্ম্ম মনুষ্যদিগের ইহ ও পরকালে দুর্গতি প্রদান করিয়া থাকে। যিনিই বিষ্ণু তিনিই স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মা, তিনিই আবার স্বয়ং হর, এই তিন দেবতাই, যজ্ঞে দেবতাদিগের মধ্যে নিত্য পূজ্য। হে দ্বিজসত্তম! যে ব্যক্তি এই তিন দেবের ভেদজ্ঞান করে, সে পাপকারী, সেই পাপাত্মা দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে। ২৭—৩৮। হে দ্বিজ! বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম, বিষ্ণুই জগৎ। নিখিল কর্ম্মের মধ্যে বৈশাখকৃত্যই সেই বিষ্ণুর সমধিক প্রিয়। এই বৈশাখকৃত্যে অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞ অপেক্ষা অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি সৌর বৈশাখ মাসে যথানিয়মে নদীতে নিত্য প্রাতঃস্নান এবং বিষ্ণুর পূজা করে; তাহারা কখনই আমার নিকটে দণ্ডিত হয় না। যাহারা বৈশাখমাসে নিত্য তীর্থ স্নান করে; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমার নরকে নিমগ্ন থাকিলে তাহারা চিত্রগুপ্তের নিষেধপত্র অগ্রাহ্য করিয়া আমার সমক্ষেই মদীয় দূতগণকে প্রহার করিয়া সেই পূর্ব্বপুরুষদিগকে পাপমুক্ত করত উদ্ধারপূর্ব্বক পরমা গতি লাভ করে। এই বৈশাখে প্রাতঃস্নান সংসার-বন্ধন-চ্ছেদকর;—নরকালয় হইতে উদ্ধারের হেতু; ও আমার অধিকারনাশক; এই কারণে আমি ইহা কোথাও প্রকাশ করি নাই, এতাবৎকাল অতি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে প্রাতঃকালে যথাবিধানে যে কোন নদীতে স্নান করিয়াছে, সে, বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরস্থিত ভাগীরথী, নর্ম্মদা, যমুনা, সরস্বতী, বিশোকা, বিতস্তা এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণস্থিত গোদাবরী, ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, দেবিকা, তাপী ও পয়োষ্ণী এই দ্বাদশ মহানদীতে নিত্যস্নানের ফল-লাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে সূর্য্যের অর্দ্ধোদয়-

সর্ব্বমায়তনং পুণ্যং সর্ব্বে পুণ্যা বরাশ্রমাঃ ॥৪৭
তেনাবগাহিতা দৃষ্টাঃ প্রণতা বহুসেবিতাঃ।
স্নানমর্দ্ধোদিতে সূর্য্যে বৈশাখে নিয়তশ্চরেৎ ॥৪৮
তস্য পুণ্যং মহাদেবঃ কিঞ্চিদ্বক্তুং ন শক্যতে
যদি বক্ত্র সহস্রাণাং সহস্রাণি ভবন্তি চ ॥ ৪৯
আয়ুশ্চ ব্রহ্মণা তুল্যং যদি স্যাদ্দ্বিজসত্তম।
তদা মাধবমাসস্য ফলং কথয়িতুং ভবেৎ ॥ ৫০
মহানিরয়ক্যার্যগ্নির্মাধবো মাধবো যথা।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপমগম্যাগমনাদিকম্ ॥ ৫১
কামাকামকৃতং পাপমতিপাতকমেব চ।
উপপাপং রহস্যঞ্চ সঙ্করীকরণং পরম্ ॥ ৫২
জাতিভ্রংশকরং ঘোরং যচ্ছিত্রীরণং তথা।
মহাবলং প্রকীর্ণঞ্চ বাঙ্মনঃকায়সম্ভবম্ ॥ ৫৩
মাধবো নির্দ্দহেন্মাসো বিধিনা সমুপাসিতঃ ॥
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ॥ ৫৩
বসেদ্বিষ্ণুপুরে শ্রীমান্মাধবে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্
সূত উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ভূসুরঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ মাসস্য মাধবস্য বিধিং শুভম্
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ধর্ম্মরাজ মহাভাগ সম্যগ্‌গুহ্যং প্রকাশিতম্।
মাধবস্নানজং পুণ্যং নারাণাং মুক্তিদং পরম্ ॥
মাধবং মাধবে মাসি স্নাত্বা প্রাতঃ সমাহিতঃ।
কথং সম্পূজয়েদ্দেবং কৈঃ পুণ্যৈস্তদ্বিধিং বদ ॥
ধর্ম্মরাজ উবাচ।
সর্ব্বেষাং পত্রজাতীনাং তুলসী কেশবপ্রিয়া।
পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ॥
বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসীদলে।
সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু তুলসী বিষ্ণুবল্লভা ॥৬০
ত্যক্ত্বা তু মালতীপুষ্পং ত্যক্ত্বা চৈব সরোরুহম্

কালে সংযতভাবে স্নান করিয়াছে তাহার নিখিল পবিত্র নদীতে স্নান, নিখিল পবিত্র পর্ব্বত-দর্শন, নিখিল পবিত্র দেবালয়ে গিয়া প্রণাম এবং নিখিল পবিত্র আশ্রম-সেবার ফললাভ হইয়াছে। মহাদেবও পঞ্চমুখে তাহার পুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হন না। হে দ্বিজসত্তম! যদি সহস্র সহস্র মুখ হয় এবং ব্রহ্মার তুল্য আয়ু হয় তাহা হইলে বৈশাখমাসের ফল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ৩৯—৫০। মাধবমাস, দেব মাধবের ন্যায় মহানরকসমূহের করীযানল (ঘুটের আগুন) স্বরূপ—নাশক। বৈশাখমাসবিহিত কার্য্য যথাবিধানে সম্পন্ন করিলে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত অগম্যাগমনাদি পাপ, অতিপাতক, উপপাতক, সঙ্কর পাপ, গুপ্ত পাপ, ঘোরতর জাতিভ্রংশকর পাপ, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শ্বেতকুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ ও কায়িক, বাচিক মানসিক সকল প্রকার পাপ একেবারে দগ্ধ হইয়া যায়। উক্ত বৈশাখমাসে শ্রীহরির পূজা করিলে শত সহস্রকোটি কল্প বৈকুণ্ঠে বাস হইয়া থাকে। সূত কহিলেন,—ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মরাজ যমের এইকথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার বৈশাখমাসের শুভবিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে মহাভাগ ধর্ম্মরাজ! বৈশাখমাসে স্নানজনিত পুণ্য মানুষ্যদিগের পরম মুক্তিপ্রদ, এই গোপনীয় বিষয় অদ্য আমার নিকটে প্রকাশ করিলেন। এক্ষণে আবার জিজ্ঞাসা করি, বৈশাখমাসে সমাহিত ভাবে প্রাতঃস্নায়ী কি প্রকারে দেব মাধবের পূজা করিবে? এবং সেই পূজায় কিরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়, আপনি তাহা বিশেষ করিয়া বলুন। ২১-৫৮। ধর্ম্মরাজ কহিলেন,—সকল প্রকার পত্রের মধ্যে তুলসী-পত্রই কেশবের প্রিয়, তুলসীপত্রে পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ, গঙ্গাদি নদী এবং বাসুদেবাদি দেবগণ বাস করেন। সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই তুলসী বিষ্ণুর প্রিয়। মালতীপুষ্প ত্যাগ করিয়া, পদ্মপুষ্প ফেলিয়া দিয়া কেবল তুলসী পত্রদ্বারাই ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করিবে। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করে; অনন্ত-

গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা মাধবমর্চ্চয়েৎ। ৬১
তস্য পুণ্যফলং বক্তুমলং শেষোঽপি নো ভবেৎ। ৬২
অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্ত্বা দেবার্থং পিতৃকর্ম্মণি।
তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
দারিদ্র্যদুঃখভোগাদিপাপানি সুবহূন্যপি। ৬৩
তুলসী হরতে ক্ষিপ্রং রোগানিব হরীতকী।
তুলসী কৃষ্ণগৌরাখ্যা তয়াভ্যর্চ্চ্য মধুদ্বিষম্‌। ৬৪
বিশেষেণ হরের্ভক্তো নরো নারায়ণো ভবেৎ
মাধবং সকলং মাসং তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্‌
ত্রিসন্ধ্যং মধুহন্তারং নাস্তি তস্য পুনর্ভবঃ। ৬৬
অলাভে পুষ্পপত্রাণামন্নাদ্যনাপি পূজয়েৎ।
শালিগোধূমতণ্ডুল-যবৈর্ব্বাপি হরিং সদা। ৬৭
কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং তস্য সর্ব্বদেবময়ং ততঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাংশ্চ তর্পয়েৎ সচরাচরম্‌। ৬৮
যোঽশ্বত্থমর্চ্চয়েদ্দেবমুদকেন সমন্ততঃ।
কুলানামযুতং তেন তারিতং স্যান্ন সংশয়ঃ।
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্ব্বিচিন্তিতম্‌।
অশ্বত্থতর্পণাত্তাত সর্ব্বদুঃখং বিনশ্যতি। ৭০
তর্পিতাঃ পিতরস্তেন তেন বিষ্ণুঃ সমর্চ্চিতঃ
যোঽশ্বত্থমর্চ্চয়েদ্ধীমান্‌ গ্রহাস্তেনৈব পূজিতাঃ
শ্বেতাশ্বপুষ্পাণি তথাক্ষতাংশ্চ
হুতাশনং চন্দনমর্কবিম্বম্‌।
অশ্বত্থবৃক্ষঞ্চ সমালভেত
ততশ্চ কুর্য্যান্নিজজাতিধর্ম্মান্‌ ৭২
কৃত্বাপ্যষ্টাঙ্গযোগন্তু স্নাত্বা পিপ্পলতর্পণম্‌।
কৃত্বা গোবিন্দমভ্যর্চ্চ্য ন স দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ॥
ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং বৈশাখ্যাঞ্চ দিনত্রয়ম্‌।
সর্ব্বশক্তোঽপি বিধিনা নারী বাপুরুষোঽপি বা
পূর্ব্বোক্তনিয়মৈর্যুক্তঃ প্রাতঃ স্নাত্বা স শক্তিতঃ
বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বর্গমক্ষয়মশ্নুতে। ৭৫
বৈশাখমাসে যো ভক্ত্যা ভোজয়েদ্‌ব্রাহ্মণান্মুদা

দেবও তাহার পুণ্যফল বলিতে সমর্থ নহেন। স্নান না করিয়া তুলসীপত্র চয়ন করিতে নাই, অস্নাত অবস্থায় ছিন্ন তুলসীপত্র দ্বারা কৃত দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য নিষ্ফল হয়; তবে অস্নাত ব্যক্তি তুলসীপত্র চয়ন করিলে, পঞ্চগব্য দ্বারা তাহা শোধন করিয়া লইতে পারে। হরীতকী যেরূপ নানা রোগ নাশ করে, সেইরূপ তুলসী, দারিদ্র্য ক্লেশ প্রভৃতি বিধিব পাপতাপ শীঘ্র নষ্ট করে। কৃষ্ণ গৌর তুলসী দ্বারা মধুসূদনের পূজা করিলে মানব, বিশিষ্ট রূপে হরিভক্ত হইয়া অন্তিমে নারায়ণ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বৈশাখমাস ত্রিসন্ধ্যায় তুলসী দ্বারা মধুহন্তা হরিকে পূজা করে, তাহার আর জন্ম হয় না। পুষ্প পত্র না পাইলে কেবল অন্নাদিদ্বারাও শ্রীহরির পূজা করিবে। সর্ব্বদেবময় সেই শ্রীহরিকে শালি, গোধূম, তণ্ডুল বা যব দ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। পিতৃগণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ ও আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত) জগতের তর্পণ করিবে। যে ব্যক্তি দেব অশ্বত্থ বৃক্ষের চতুঃপার্শে জল দিয়া পূজা করে, তাহার অযুত কুল উদ্ধার হয়, তাহার সন্দেহ নাই। বৎস! যে ব্যক্তি জলদান দ্বারা অশ্বত্থবৃক্ষের তৃপ্তিসাধন করিয়াছে, তাহার, অলক্ষ্মী, কলকর্ণী, দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তা, এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নষ্ট হয়; তাহার পিতৃলোক তর্পিত হন এবং সে বিষ্ণুপূজার ফল প্রাপ্ত হয়। ৫৯—৭০। যে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি অশ্বত্থের পূজা করে, সে নিখিল গ্রহপূজার ফল প্রাপ্ত হয়। শ্বেতাশ্বপুষ্প, অক্ষত, হুতাশন, চন্দন, সূর্য্যমণ্ডল, ও অশ্বত্থ বৃক্ষের নিত্য সেবা করিবে, পরে নিজ জাতিধর্ম্মের আচরণ করিবে। অষ্টাঙ্গযোগসাধন, স্নান, অশ্বত্থতর্পণ, এবং গোবিন্দের পূজা করিলে মানব দুর্গতিলাভ করে না। সম্পূর্ণ মাসে অশক্ত হইলে বৈশাখমাসের ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, ও পূর্ণিমা এই তিন দিনে নারী বা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সাধ্যমত প্রাতঃস্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করে। যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে আনন্দসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করায়; সংযত

ত্রিরাত্রমুষসি স্নাত্বা সকৃচ্চ প্রযতঃ শুচিঃ ॥৭৬
গৌরান্ বা যদি বা কৃষ্ণাংস্তিলান্ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতান্।
দত্ত্বা দ্বাদশবিপ্রেভ্যস্তৈরেব স্বস্তি বাচয়েৎ ॥৭৭
প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজো মে পিতৃদেবাংশ্চ তর্পয়েৎ
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥৭৮
অযুতাযুতঞ্চ তিষ্ঠেৎ স স্বর্গলোকে যথাসুখম্।
মামেবনতু পশ্যেৎ স পূজিতঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥৭৯
পক্কান্নমুদকং তানি পিতৃদৈবততুষ্টয়ে।
ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পূর্ণিমায়াং দিনত্রয়ম্।
যো দদ্যাদ্ভক্তিতো' বিপ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
স্বুবর্ণতিলপাত্রৈস্তু ব্রাহ্মণং শক্তিতোঽন্বহম্।
তর্পয়েদুদপাত্রৈস্তু ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৮১
বৈশাখপূর্ণিমায়াঞ্চ স্থষ্টাঃ কমলযোনিনা।
তিলা দেয়াশ্চ ভক্ষ্যাশ্চ শ্রেয়ঃসন্ততিহেতবে।
ইহার্থে চ পুরাবৃত্তং তদাকর্ণয় সুব্রত।
ফলং মাধবমাসস্থ পূর্ণায়াং পরমাদ্ভুতম্ ॥৮৩
মেষসংসক্রমমারভ্য তিথয়স্ত্রিংশদুত্তমাঃ।
সর্ব্বযজ্ঞাধিকাঃ পুণ্যাঃ পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৮৪
বিশেষতোঽপি তামিস্রাঃ পবিত্রাঃ পিতৃদুর্লভাঃ
ততোঽপি পূর্ণিমা পুণ্যা মাধবী মাধবপ্রিয়া ॥৮৫
এবং বরাহকল্পস্ত তিথিরাদ্যা মহাফলা।
পুরা নারায়ণেনাস্যাং দিতিজৌ দ্বাবিমৌ হতৌ
হিরণ্যাক্ষমধু বিপ্র পৃথিবী চ সমুদ্ধৃতা ॥৮৭
ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পূর্ণিমায়াময়ং বিভুঃ।
ক্রমাদেব ত্রয়ঞ্চক্রে শুক্লেঽস্মিন্মাসি মাধবে ॥৮৮
ততঃপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র বিশেষাদেব পূর্ণিমা।
কল্পাদিপাবনী খ্যাতা কর্ম্মণঃ কল্পসাক্ষিণী ॥৮৯
যেন স্নাতং ন বৈশাখে প্রাতর্নিয়মশালিনা।

হইয়া শুচিভাবে উক্ত তিন দিন প্রাতঃকালে স্নান করে, দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে মধুমিশ্রিত কৃষ্ণ বা শ্বেত তিল দান করে, ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করায় এবং "প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজো মে" এই বলিয়া যমতর্পণ, পিতৃতর্পণ, ও দেবতাতর্পণ করে, তাহার যাবজ্জীবনকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। সে অযুত বৎসর স্বর্গলোকে সুখে বাস করে, তাহার সকল দেবতা পূজা করার ফললাভ হয়, তাহাকে আর আমার দর্শন পাইতে হয় না। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি বৈশাখী ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এই তিন দিনে পিতৃগণ ও দেবগণের তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত পক্কান্ন, জল ও মধুমিশ্রিত তিত দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। বৈশাখমাসে প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে স্বুবর্ণপাত্র, তিলপূর্ণ পাত্র, এবং জলপূর্ণ পাত্র দ্বারা তৃপ্ত করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নাশ হয়। বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে ব্রহ্মা তিলসৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উক্ত তিথিতে কল্যাণ-সমূহ কামনায় তিলদান ও তিল ভক্ষণ কর্ত্তব্য। ৭১—৮২। হে সুব্রত! এই বিষয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার অত্যাশ্চর্য্য ফলসূচক এক পুরাতন ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ কর। চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশটি তিথিই উত্তম, পবিত্র এবং পুরাণে নিখিল যজ্ঞ অপেক্ষা সমধিক ফলদায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এই তিনটী তিথি অতি পবিত্র এবং পিতৃলোকের দুর্লভ। বিষ্ণুপ্রিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা আবার তদপেক্ষা সমধিক পবিত্র। এই পূর্ণিমা বরাহকল্পের প্রথম তিথি, এই নিমিত্ত ইহা অতিফলদায়ক। হে বিপ্র! পুরাকালে প্রভু নারায়ণ এই বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে যথাক্রমে হিরণ্যাক্ষ ও মধুদৈত্যবধ এবং পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! তদবধি বৈশাখী পূর্ণিমা কল্পের আদি অতিপুণ্যদায়িনী, সকল সৎকর্ম্মের আধার ও কল্পসাক্ষিণী বলিয়া বিশেষরূপে বিখ্যাত হইয়াছে। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি যথানিয়মে

কিং তস্য জন্মনা বিপ্র নূনমাত্মাপহারিণা ॥ ৯
ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ
অপি সম্যগ্বিধানেন নারী বা পুরুষোঽপি বা
প্রাতঃস্নানং সনিয়মং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
স্নানদানার্চ্চনশ্রাদ্ধ-ক্রিয়াপুণ্যবিবর্জ্জিতা ।
যস্যাতীতা চ বৈশাখী স নূনং নিরয়ালয়ঃ ॥ ৯২
ন বেদেন সমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ।
ন দানং জলগোতুল্যং ন বৈশাখীসমা তিথিঃ
জলধেনুঞ্চ যো দদ্যাদ্বৈশাখ্যাং বিষ্ণুতৎপরঃ
ত্রয়াণামপি দেবানাং চতুর্থোঽয়ং বিশেষতঃ ॥
মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ ।
জলধেনুং সমালোক্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥
দশ পূর্ব্বান্ পরান্ বংশ্যান্নরকাত্তারয়ন্তি তে ।
জলধেনুং প্রযচ্ছন্তি বৈশাখে বিধিনা দশ ॥ ৯৭
শর্করাফলতাম্বুলমুপানৎকরপত্রিকাঃ ।
প্রযচ্ছন্তি দ্বিজাগ্র্যেভ্যো ধন্যাস্তে চাত্র কীর্ত্তিতা
মণিকোদককুম্ভাংশ্চ পকান্নং হেমদক্ষিণাম্ ।
যঃ প্রযচ্ছতি বৈশাখ্যাং সোঽশ্বমেধফলং
লভেৎ ॥৯৮
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
ব্রাহ্মণস্য চ সংবাদং প্রেতৈঃ সহ মহাবনে ॥৯৯
ব্রাহ্মণো ধনশর্ম্মাসীন্মধ্যদেশেষু চানঘঃ ।
কুশাদ্যর্থে বনং যাতো দদর্শেদমথাদ্ভুতম্ ॥১০০
ভীতোঽপশ্যন্মহাপ্রেতান্ দুষ্টাংস্ত্রীনতি দারুণান্
উর্দ্ধকেশান্ সরক্তাক্ষান্ কৃষ্ণদন্তান্ কৃশোদরান্
কুর্ব্বতো বিবিধারাবান্ ধাবতোঽপি ইতস্ততঃ
তান্ দৃষ্ট্বা ভয়বিত্রস্তো ব্রাহ্মণো নির্গতো জবাৎ
ক্রন্দমানাস্ততস্তেঽপি তমেবানুযযুস্তদা ।
স গম্যমানস্তৈঃ প্রেতৈরুবাচ মধুরং বচঃ ॥১০৩

বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করে নাই ; তাহার জন্মই বৃথা ! সে নিশ্চয়ই আত্মবঞ্চক। বিশেষতঃ ঐ বৈশাখী ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে সম্যগ্নিয়মে যথাবিধি প্রাতঃস্নান করিলে, কি নারী, কি পুরুষ সকলেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৮৩—৯২। যে ব্যক্তি বৈশাখী পূর্ণিমায় স্নান, দান, দেবপূজা ও শ্রাদ্ধরূপ পুণ্যকর্ম্ম না করিয়া বৃথা কাল অতিক্রম করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই নরকবাসী হয়। যেমন বেদের তুল্য শাস্ত্র নাই, জল ও ধেনুদানের তুল্য দান নাই, সেইরূপ বৈশাখী পূর্ণিমার তুল্য তিথি নাই। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হইয়া বৈশাখী পূর্ণিমায় জলধেনু দান করিতে পারে, সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই দেবত্রয়ের মধ্যে চতুর্থ দেবতা স্বরূপ। মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ও ভ্রূণহত্যাকারী গুরুদারগামী মানব জল-ধেনু দর্শনেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যাহারা বৈশাখমাসে যথাবিধানে দশটি জলধেনু দান করে, তাহারা পূর্ব্বাপর দশ পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করে। যাহারা বৈশাখ মাসের উক্ত পূর্ণিমায় উত্তম ব্রাহ্মণকে শর্করা, ফল, তাম্বুল, চর্ম্মপাদুকা, ও করপত্রিকা দান করে, তাহারা ধন্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যে ব্যক্তি বৈশাখী পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ মণিক (জালা), কলস, পকান্ন এবং স্বুবর্ণ দক্ষিণা দান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে মহারণ্যে প্রেতদিগের সহিত এক ব্রাহ্মণের কথোপকথনরূপ পুরাতন ইতিহাস কথিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মধ্যদেশে ধনশর্ম্মা নামে এক পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, একদা তিনি কুশাদি আহরণের নিমিত্ত বনে গমন করিয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিলেন, তিনি ভয়ে ভয়ে দেখিতে লাগিলেন,—কতকগুলি দুষ্ট মহাপ্রেত বিবিধপ্রকার বিকট চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। তাহাদের উদর ক্ষীণ, আরক্ত চক্ষু, লম্বমান কেশকলাপ উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত, দন্ত কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা দেখিতে অতি বিকটাকার। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া অরণ্য হইতে সবেগে বহির্গত হইলেন। অনন্তর সেই প্রেতগণও চীৎকার করিতে করিতে ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিতে লাগিল, প্রেতগণ পশ্চাৎ

ধনশর্ম্মোবাচ।

কে যূয়ঞ্চ কুতোঽবস্থা জাতেতি নিরয়োচিতা।
ভয়ার্ত্তমনুকম্প্যং মাং দুঃখিতং ত্রাতুমর্হথ ॥ ১০৪
বৈষ্ণবং বহুভৃত্যঞ্চ নিঃস্বং বিপ্রং বনাগতম্।
তত্র তামপি স শ্রেয়ো নূনং দাস্যতি কেশবঃ ॥
ব্রহ্মণ্যো ভগবান্ বিষ্ণুস্তুষ্টো ময্যনুকম্পয়া।
অতসীপুষ্পসঙ্কাশো বিষ্ণুঃ পীতাম্বরো হরিঃ ॥
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১০৭
অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
অব্যয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রেতমোক্ষপ্রদায়কঃ ॥

যম উবাচ।

নামশ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণোস্তে পরিতোষিতাঃ।
পিশাচাঃ পুণ্যভাবস্থা দয়াদাক্ষিণ্যযন্ত্রিতাঃ ॥১
প্রীণিতাস্তস্য বচসা তদাদিষ্টেন চোদিতাঃ।
ইদমূচুর্দ্বিজং প্রেতাঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিপীড়িতাঃ ॥১১

প্রেতা উচুঃ।

দর্শনেনৈব তে বিপ্র নামশ্রবণতো হরেঃ।
ভাবমন্যমনুপ্রাপ্তা বয়ং জাতা দয়ালবঃ ॥ ১১১
অপাকরোতি ত্বরিতং শ্রেয়ঃ সংযোজয়ত্যপি।
যশো বিস্তারয়ত্যাশু নূনং বৈষ্ণবসঙ্গমঃ ॥১১২
রসায়নোপমা শান্তা পরমানন্দদায়িনী।
নানন্দয়তি কিং নাম বৈষ্ণবী বাস্তচন্দ্রিকা ॥
অয়ং কৃতঘ্ননামাস্তি দ্বিতীয়োঽয়ং বিদৈবতঃ।
অবৈশাখস্তৃতীয়োঽয়ং ত্রয়াণামপি পাপকৃৎ ॥
সদৈবানুষ্ঠিতানেন পাপেনাপি কৃতঘ্নতা।
তেনাস্য বর্ত্মজং নাম কৃতঘ্নাখ্যং ব্যবস্থিতম্
সুদাস ইতি নাম্নায়ং দ্রোহোঽভূৎপূর্ব্বজন্মনি
কৃতঘ্নস্তেন পাপেন প্রাপ্তোঽবস্থামিমাং দ্বিজ
অতিপাপানি ধূর্ত্তে চ গুরুস্বাম্যহিতেঽপি বা।
নিষ্কৃতির্বিদ্যতে বিপ্র কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥

পশ্চাৎ আগমন করিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ মধুরবচনে তাহাদিগকে কহিলেন। ধনশর্ম্মা কহিলেন,—তোমরা কে? তোমাদের এরূপ নরকোচিত অবস্থা কিরূপে হইল। আমি নিঃস্ব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, আমার অনেকগুলি প্রতিপাল্য; আমার সঙ্গে আর কেহ নাই। তোমাদিগের এরূপ আচরণে আমি একান্ত ভীত ও কাতর হইয়াছি; আমি তোমাদের দয়ার পাত্র, আমাকে রক্ষা কর। আমার উপ দয়া করিলে অতসীপুষ্পতুল্যকান্তি পীতাম্বর ভগবান্ ব্রহ্মাণ্যদেব বিষ্ণু, নিশ্চয়ই তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন। যাঁহার নাম শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপক্ষয় হয়, সেই অনাদিনিধন শঙ্খচক্রগদাধারী অচ্যুত পুণ্ডরীকাক্ষ দেবনারায়ণ প্রেতব্যক্তিদিগকে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন। ৯৩—১০৮। যম কহিলেন,—সেই পিশাচগণ—শ্রীবিষ্ণুর নাম শ্রবণেই সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া পুণ্যবুদ্ধি হইল। তাহাদের হৃদয়ে দয়া দাক্ষিণ্যের উদয় হইল। তখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পীড়িত সেই প্রেতগণ সেই ব্রাহ্মণের কথায় সাতিশয় তুষ্ট হইয়া তাঁহার আদিষ্ট বিষয়ের অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল। প্রেতগণ কহিল,—হে ব্রাহ্মণ! আপনার দর্শন এবং শ্রীহরির নাম শ্রবণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে অন্যভাবের উদয় হইয়াছে, আমরা দয়ালু হইয়াছি। নিশ্চয়ই বৈষ্ণবসম্মিলনে অবিলম্বে পাপনাশ মঙ্গললাভ এবং যশোবিস্তার হইয়া থাকে। বৈষ্ণবী বাস্তচন্দ্রিকা (বৈষ্ণবসংসর্গ) শান্ত রসায়নের ন্যায় মঙ্গলদায়িনী; এই বৈষ্ণবসংসর্গ কাহার না আনন্দকর? এই ব্যক্তির নাম কৃতঘ্ন, এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম বিদৈবত, আর এই তৃতীয় ব্যক্তির নাম অবৈশাখ; এই অবৈশাখ একাই তিন জনের পাপ করিয়াছে। এই পাপিষ্ঠ কৃতঘ্ন সর্ব্বদাই কৃতঘ্নতা করিত বলিয়া ইহার নাম কৃতঘ্ন হইয়াছে। এই কৃতঘ্ন পূর্ব্বজন্মে সুদাস নামে বিখ্যাত ছিল; হে দ্বিজ! সেই সময় এ কৃতঘ্নতা আচরণ করায় এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে বিপ্র! অতিশয় পাপকর্ম্ম বা গুরু ও প্রভুর অহিতাচরণ করিলেও বরং নিস্তার আছে, কিন্তু যে কৃতঘ্নতা আচরণ করে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। হে দ্বিজোত্তম!

নানানিরয়সজ্জাতং শরীরৈর্যাতনাক্ষমৈঃ।
অনুভূয় তদাবস্থামস্ত্যামেতাং দ্বিজোত্তম ॥১১৮
অনেনান্নং সদা ভুক্তমকৃত্বা দেবতার্চ্চনম্।
অদত্তং গুরুবিপ্রেভ্যস্তেনৈবায়ং বিদৈবতঃ ॥
অয়ং দশসহস্রাণাং গ্রামাণামীশ্বরো নৃপঃ।
হরিবীর ইতি খ্যাতঃ স চাসীৎ পূর্ব্বজন্মনি ॥
রোষাহঙ্কারনাস্তিক্যৈর্গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘনোদ্যতঃ।
অকৃত্বৈব মহাযজ্ঞান্ ভুক্তবান্ বিপ্রনিন্দকঃ ॥
কর্ম্মণা তেন পাপেন মহানরকসঙ্করম্।
অনুভূয় গতঃ প্রেতো জাতো নাম্না বিদৈবতঃ
অবৈশাখস্তৃতীয়োঽহং ত্রয়াণামপি পাপকৃৎ।
তেন মে কর্ম্মণা নাম ব্রাহ্মণোঽহং ব্যবস্থিতঃ ॥
মধ্যদেশে ভবেন্নাম্না গৌতমো
গোত্রতোঽপ্যহম্।
বিপ্রো বাসপুরাবাসী যথাসং পূর্ব্বজন্মনি ॥১২৪
ময়া কেবলমেকৈকশ্রৌতমার্গানুসারিণা।
উদ্দিশ্য মাধবং দেবং ন স্নাতং মাসি মাধবে ॥
ন দত্তং ন হুতং কিঞ্চিদ্বৈশাখস্য বিশেষতঃ।
নার্চ্চিতো মধুহা তত্র তোষিতা ন মনীষিণঃ ॥
মণিকোদককুম্ভৈশ্চ ন দানৈর্নাপি দেবতাঃ।
তর্পিতা ন তিলা দত্তাঃ সক্ষৌদ্রাঃ
শ্রোত্রিয়েষু চ ॥ ১২৭
ন পুষ্পফলতাম্বুল-চন্দনং ব্যঞ্জনাম্বরৈঃ।
বিদ্বাংসো নার্চ্চিতাস্তত্র পিতৃদৈবততৃপ্তয়ে ॥
ময়া নৈকাপি বৈশাখী পূর্ণা পূর্ণফলপ্রদা।
স্নানদানক্রিয়াপূজাসুকৃতৈরপি পালিতা ॥১২৯
তেন মে বৈদিকং কর্ম্ম জাতং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলম্
ততোঽবৈশাখনামাহং প্রেতো জাতোঽস্মি
সর্ব্বতঃ ॥ ৩০
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ত্রয়াণামপি কারণম্।
ত্বং নো ভব সমুদ্ধর্ত্তা পাপাদ্বিপ্রোঽসি বৈ
যতঃ ॥ ৩১
অধিকা বিপ্র তীর্থেভ্যো দ্বিজাঃ সুকৃতসাধবঃ

এই কৃতঘ্ন সেই কারণে দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যন্ত্রণা-সহ শরীরে বিবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। আর এই যে বিদৈবত, এ ব্যক্তি দেবতার পূজা না করিয়া ভোজন করিয়াছে; গুরুবিপ্রকে কিছুই দান করে নাই; সেই কারণেই ইহার নাম বিদৈবত হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মে এ দশসহস্র গ্রামের অধীশ্বর হইয়া রাজা হইয়াছিল। এ হরিবীর নামে বিখ্যাত ছিল। নাস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া এ ক্রোধে অহঙ্কারে সর্ব্বদা গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিত, ব্রাহ্মণ-দিগের নিন্দা করিত, মহাযজ্ঞ না করিয়াই ভোজন করিত। এ ব্যক্তি সেই পাপ কর্ম্মে বিদৈবত-নামক প্রেত হইয়া মহানরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ১০৯—১২২। আমার নাম অবৈশাখ; আমি একাই তিন-জনের পাপ করিয়াছি; সেই পাপে আমার এই দুর্গতি হইয়াছে। আমি পূর্ব্বজন্মে গৌতমগোত্রোৎপন্ন এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; আমার নামও গৌতম; বাসপুর গ্রামে আমার বাস ছিল। আমি কেবল বেদবিহিত কর্ম্ম করিতাম। বৈশাখ মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে স্নান করি নাই, দান বা হোম করি নাই; বিশেষতঃ বৈশাখমাসে মধুসূদনের পূজা করি নাই। মনীষিগণের সন্তোষ উৎপাদন করি নাই। জলপূর্ণ মণিক বা কুম্ভ দান করিয়া দেবতা-ব্রাহ্মণের তৃপ্তি-সাধন করি নাই। কোনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে মধুমিশ্রিত তিল দানও করি নাই। দেবতা ও পিতৃপুরুষের প্রীতিকামনায় পুষ্প, চন্দন, ফল, তাম্বুল, অন্ন ব্যঞ্জন ও বস্ত্র দান করিয়া বিদ্বান্‌দিগকে পূজা করি নাই। পূর্ণফলপ্রদ বৈশাখী পূর্ণিমায় আমি একবারও স্নান, দান পূজা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম করিতে পারি নাই। সেই জন্য মৎকৃত বৈদিক কর্ম্ম-সকল বৃথা হইয়াছে, সেইকারণে আমি অবৈশাখ নামে প্রেত হইয়া জন্ম গ্রহণ করি-য়াছি। আমাদের তিন জনের এইরূপ প্রেত হইবার কারণ সমস্তই আপনার নিকটে বলিলাম। আপনি ব্রাহ্মণ, অতএব আমাদিগকে এই পাপ হইতে উদ্ধার করুন।

তারয়ন্তি মহাপাপান্নিরয়েভ্যোঽপি সংশ্রিতান্‌
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতি সর্ব্বদা ।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমো বরঃ ॥ ১৩৪
অথবা মম পুত্রোঽস্তি ধনশর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ ।
তং গত্বা বোধয় স্বামিন্নস্মদর্থে কৃতোদ্যমঃ ॥
কার্য্যে সমুদ্যমং কৃত্বা পরেষাং সমুপস্থিতে ।
পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি যজ্ঞদানক্রিয়াধিকম্‌ ॥১৩৫
যম উবাচ ।
প্রেতবাক্যং সমাকর্ণ্য ধনশর্ম্মাতিদুঃখিতঃ ।
স তং জনকমজ্ঞাসীৎ পতিতং নিরয়ে নিজম্‌ ॥
আত্মানমভিতো নিন্দন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৩৭
ধনশর্ম্মোবাচ ।
অহং তব সুতঃ স্বামিন্‌ গৌতমস্য নিরর্থকঃ ।
যস্য পুত্রো ন নিস্তারং পিতুঃ কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ।
আত্মানং পাবয়েন্নাসৌ পুমান্‌ দ্রব্যবানিব ॥
ধর্ম্মো হি গহনো জ্ঞেয়ঃ প্রযত্নেনাপি ধীমতা ।
যথা মম পিতা চ ত্বমিমাং প্রাপ্তোঽসি দুর্গতিম্‌
যদা চ সুখসন্তানং ন মত্তঃ প্রাপ্তবানসি ।
লোকয়োঃ সুখসন্তানস্তথা স তনয়ো মতঃ ॥
দ্বৌ গুরূ পুরুষস্যেহ পিতা মাতা চ ধর্ম্মতঃ ।
তয়োরপি পিতা শ্রেয়ান্‌ বীজপ্রাধান্যদর্শনাৎ ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং তাত গতিস্তব
ধর্ম্মতত্ত্বং ন জানামি সংশ্রয়ামি ভবদ্বচঃ ॥ ১৪২
প্রেত উবাচ ।
শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি ভাবিনোঽর্থস্য মে বলাৎ
অথ পুণ্যেন কেনাপি ভবিত্রী সুগতির্মম ॥
মহাশ্রৌতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতা কিল গর্ব্বতঃ ।

হে বিপ্র! পুণ্যবান্‌ সাধু ব্রাহ্মণগণ তীর্থ অপেক্ষাও অধিক পবিত্র; তাঁহারা নরক হইতে মহাপাপীদিগকেও উদ্ধার করিতে পারেন। যে মানব সর্ব্বদা গঙ্গাদি সকল তীর্থে স্নান করে এবং যে সাধুদিগের সঙ্গে অবস্থান করে, তাহাদের অপেক্ষা সাধুসমাগম আরও পবিত্র। প্রভো! যদি আপনি স্বয়ং আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে ধনশর্ম্মা নামে বিখ্যাত আমার একটি পুত্র আছে, আপনি তাহাকে গিয়া বলুন। আমাদের জন্য এই পরিশ্রম-টুকু আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ করিলেও আমাদের যথেষ্ট উপকার (করা হইবে)। আপনারও যথেষ্ট পুণ্য হইবে; কারণ এইরূপ পরকীয় কার্য্যে সহায়তা করিলেও যজ্ঞদানাদি কর্ম্মাপেক্ষা সমধিক পুণ্য হইয়া থাকে। যম কহিলেন,—ধনশর্ম্মা, প্রেতবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে নরকপতিত আপন পিতা বলিয়া জানিতে পারিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন। ধনশর্ম্মা কহিলেন—প্রভো! আমি সেই আপনার পুত্র; আমার জন্মে ধিক্‌! যেহেতু আপনার কোন কাজ করিতে পারি নাই। যে পুত্র অনলস হইয়া আপন পিতার উদ্ধার করিতে পারিল না, সে পুত্র বৃথা; তাহার আত্মা অপবিত্র। ধর্ম্মের গতি অতি দুর্ব্বোধ; বুদ্ধিমান ব্যক্তি সবিশেষ আয়াসে তাহা অব-গত হইতে পারেন। আপনি আমার পিতা হইয়া এরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেন এবং আমা হইতে যখন আপনার কিছুমাত্র সুখ হইল না, তখন আমার জন্মেই ধিক্‌। যে পুত্র পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের সুখপ্রদ হইতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত পুত্র বলা যায়। পিতা ও মাতা এই দুই জনই (পুত্রের) প্রকৃত গুরু; তন্মধ্যে পিতৃবীজে পুত্রের উৎপত্তি বলিয়া মাতা অপেক্ষা পিতারই প্রাধান্য অধিক। এক্ষণে হে পিতঃ! কি করি? কোথা যাই? কিরূপে আপনার গতি হইবে? আমি ধর্ম্মতত্ত্ব জানি না, এক্ষণে আপনার উপদেশই আমার প্রধান অবলম্বন।১২৩—১৪২। প্রেত কহিল,—পুত্র! কি করিতে হইবে, বলিতেছি শ্রবণ কর; ভবিতব্যতাবলে একটি পুণ্য কর্ম্মেই আমার সদ্গতি হইবে। আমি বেদবিহিত কর্ম্মেই

নৈবাদৃতং গুরুবচো গুরুস্তত্রাপমানিতঃ।
গুরূণামপমানেন প্রহৃষ্টক্রোধবিস্ময়ৈঃ।
পৌরাণিকবিধানেন কর্ম্ম শ্রৌতাবিরোধি যৎ।
বৈদিকং কেবলং কর্ম্ম কৃতমজ্ঞানতো ময়া।
পাপেন্ধনদবজ্বালা পাপদ্রুমকুঠারিকা। ১৪৬
কৃতা নৈকাপি বৈশাখী বিধিনা বৎস পূর্ণিমা।
অব্রতা যস্য বৈশাখী সোহবৈশাখী ভবেন্নরঃ
দশ জন্মানি চ ততস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে।
চিরং ভুক্ত্বা দুঃখমন্তে প্রেতঃ পর্য্যায়তো ভবেৎ
ততঃ কথঞ্চিল্লভতে মানুষ্যমতিদুর্লভম্।
উপায়ং তেহভিধাস্যামি প্রেতমোক্ষকরং পরম্
শ্রুতবান্ যদহং পূর্ব্বজন্মনি স্বগুরোর্মুখাৎ।
গচ্ছ পুত্র গৃহং স্নাত্বা যমুনায়াং বিধানতঃ। ১৫০
অদ্যতঃ সর্ব্বগতিদা কল্যাদ্যা সাপ্যুপাগতা।
পঞ্চমেহহনি বৈশাখী পিতৃদেবার্চ্চনে হিতা।
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
সহোদকুম্ভান্নফলানি ভক্ত্যা।
দদ্যাৎ পিতৃভ্যো ভবতীহ দত্তং
শ্রাদ্ধং মুদে তেন সমাঃ সহস্রম্। ১৫২
বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাং যো ভোজয়েদ্ভূমিদেবতান্
সিক্থে সিক্থে ভবেৎ প্রীতিঃ পিতৄণাং
যুগসঙ্খ্যয়া। ১৫৩
বৈশাখ্যাং বিধিবৎস্নাত্বা ভোজয়ন্ ব্রাহ্মণান্ দশ
পায়সং সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
যস্তিলৈর্যবসম্মিশ্রৈঃ স্নাতি সর্ব্বাঙ্গতস্তদা।
তস্য ব্রহ্মা চ ধর্ম্মশ্চ দদাতি বরমীপ্সিতম্। ১৫৫
প্রীতয়ে ধর্ম্মরাজস্য যো দদ্যাদুদকুম্ভকান্।
সপ্ত সপ্ত কুলং তেন তারিতং স্যান্ন সংশয়ঃ।
ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পূর্ণায়াং ভক্তিতৎপরঃ।

আসক্ত থাকিতাম, গর্ব্ববশতঃ গুরুবাক্য শ্রবণ করি নাই, পরন্তু গুরুর অপমান করিয়াছি। গুরুকে অপমানিত করিয়া আনন্দ ক্রোধ ও বিস্ময়সহকারে, যাহা বেদবিরুদ্ধ নহে, এরূপ পৌরাণিক কর্ম্ম মাত্র করিয়াছি; বৎস! আমি অজ্ঞান বশতঃ কেবল বেদোক্ত কর্ম্মই করিয়াছি; একবারও পাপরূপ ইন্ধনের দাবানল-শিখা এবং পাপরূপ বৃক্ষের কুঠারস্বরূপ বৈশাখী পূর্ণিমা যথাবিধি পালন করি নাই। যে ব্যক্তি বৈশাখী পূর্ণিমায় কোন ব্রত করে নাই, সে অবৈশাখ হয়। তাহা হইলে দশজন্ম তির্য্যগ্‌জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তথায় বহু দুঃখ ভোগ করিয়া অন্তে পর্য্যায়ক্রমে প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর অতিকষ্টে অতিদুর্লভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে। এক্ষণে তোমার নিকটে প্রেতগণের উদ্ধারের উত্তম উপায় বলিতেছি। আমি পূর্ব্ব জন্মে নিজ গুরুর মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই বলিতেছি; হে বৎস! তুমি অদ্য হইতে নিজগৃহে গমন করিয়া বিশিষ্টরূপে যমুনায় স্নান কর। অদ্য হইতে পাঁচদিন পরে সেই কল্যাদ্যা বৈশাখী পূর্ণিমা আসিবে; বৈশাখী পূর্ণিমা সকলের গতিপ্রদা এবং পিতৃপুরুষ ও দেবগণের পূজায় ফলদায়িনী হয়। যে ব্যক্তি এই পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃলোকের উদ্দেশে সতিল-জলপূর্ণ কুম্ভ, অন্ন এবং ফল দান ও শ্রাদ্ধ করে, সে সহস্র বৎসর পরমানন্দে কালাতিপাত করে। যে ব্যক্তি এই বৈশাখী পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণভোজন করায়, তাহার প্রত্যেক অন্নের সংখ্যানুসারে তত যুগ পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে। বৈশাখী পূর্ণিমায় যথাবিধানে স্নান করিয়া দশটী ব্রাহ্মণকে পায়সভোজন করাইলে, সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত তিথিতে যে ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গে যবমিশ্রিত তিল মাখিয়া স্নান করে; ব্রহ্মা এবং ধর্ম্ম তাহাকে অভীষ্টবর প্রদান করিয়া থাকেন। ১৪৩ ১৫৫। যিনি ঐ তিথিতে ধর্ম্মরাজের প্রীতিকামনায় জলপূর্ণ কলস দান করিতে পারেন, তিনি চতুর্দ্দশ কুল উদ্ধার করেন, সন্দেহ নাই। পুত্র! তুমি এই বৈশাখী ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান,

স্নাত্বা জপ্ত্বা তথা দত্ত্বা হুত্বা সম্পূজ্য মাধবম্।
যৎ ফলং জায়তে পুত্র তদস্মাকং সমর্পয় ।১৫৮
নৈতৌ পরিচিতৌ প্রেতৌ হিত্বা স্বর্গতিমাশ্রয়ে
এতয়োরপি পাপস্য প্রান্তোঽয়ং সমুপস্থিতঃ।

যম উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা স বিপ্রাগ্র্যো গৃহং গত্বা তথা-
করোৎ।
প্রীতঃ পরময়া ভক্ত্যা বৈশাখস্নানদানকৃৎ ।১৬০
স্নাত্বা স মুদিতো ভক্ত্যা প্রাপ্য মাধবপূর্ণিমাম্
দত্ত্বা বহুনি দানানি তেভ্যঃ পুণ্যং দদৌ পৃথক্
তৎক্ষণাদেব তে সর্ব্বে বিমানস্থা দিবং যযুঃ।
তৎপুণ্যদানযোগেন মুদিতা দ্বিজসত্তম। ১৬১
ধনশর্ম্মাপি বিপ্রেন্দ্র শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবিৎ।
ভুক্ত্বা ভোগান্ চিরং কালংব্রহ্মলোকমবাপ্তবান
এষা পুণ্যতমা তস্মাদ্বৈশাখী বিশ্বপাবনী।
কথ্যতে তু ময়া বিপ্র সমাসেনাতিগৌরবাৎ।

ধন্যাস্ত এব কৃতিনশ্চ ত এব জাতা
লোকে ত এব পুরুষাঃ পুরুষার্থভাজঃ।
যে মাধবে মধুনিসূদনমর্চ্চয়ন্তি
প্রাতর্নিমজ্জ্য নিয়মেন বিশুদ্ধচিত্তাঃ ।১৬৫
যো মাধবে মাসি নরঃ প্রভাতে
স্নাত্বা সমারাধয়তে রমেশম্।
যমৈরুপেতো নিয়মৈরশেষৈ-
র্ব্বৃতোঽপি নূনং স নিহন্তি পাপম্। ১৬৬
তৈরেব কালো বিহিতস্ত এব
নরেষু ধন্যা বিগতৈনসস্তে।
প্রাতঃ সমুত্থায় নিমজ্জ্যতে যৈ-
র্গাঙ্গে মধুদ্বেষিসমর্চ্চনায়। ১৬৭
অহোঽতিধন্যঃ সুকৃতৈকসারঃ
সর্ব্বাধিকো মাধবমাস এষঃ।
যস্মিন্ কৃতং বিপ্র কথঞ্চিদল্পং
পুণ্যং পুনঃ স্যাদিহ কল্পতুল্যম্। ১৬৮
মজ্জতো হি মনুজস্য মাধবে
মাধবার্চ্চনকৃতে দিনোদয়ে।

দান, হোম, জপ ও বিষ্ণুপূজা করিয়া যে ফল লাভ করিবে, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর; আর আমার এই দুইটী পরিচিত প্রেতকে পরিত্যাগ করিয়া আমি স্বর্গ লাভ করিতে ইচ্ছা করি না; ইহাদেরও পাপের অবসান হইয়াছে (সুতরাং ইহাদের উদ্দেশেও তোমাকে এই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে হইবে)। ১৫৬—১৫৯। যম কহিলেন,—সেই বিপ্রবর ধনশর্ম্মা, প্রেমরূপী পিতার আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক গৃহে গিয়া সন্তুষ্টচিত্তে পরমভক্তিসহকারে বৈশাখী ত্রয়োদশী হইতে স্নান-দান করিতে লাগিলেন। তৎপরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে তিনি আনন্দসহকারে স্নান ও বহুতর দানাদি করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, তাহা সেই প্রেতগণকে প্রদান করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! সেই প্রেতগণ তৎপ্রদত্ত পুণ্যফলে তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরমানন্দে স্বর্গধামে গমন করিল। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণবেত্তা বিপ্রবর ধনশর্ম্মাও বহুকাল সুখ ভোগ করিয়া অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্র! তোমার গৌরব রক্ষার্থ আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট এই জগৎপাবনী বৈশাখী পূর্ণিমার কথা বলিলাম। যাহারা বৈশাখমাসে যথানিয়মে প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া মধুসূদনের পূজা করে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই প্রকৃত পুরুষার্থ লাভ করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত পুরুষপদবাচ্য, তাহাদেরই জীবন সার্থক। যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসে নিখিল যম-নিয়মসম্পন্ন হইয়া প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক রমাপতির আরাধনা করে, সে নিশ্চয়ই পাপ নাশ করিয়া থাকে। যাহারা উক্ত বৈশাখমাসে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মধুসূদনের পূজা করিবার নিমিত্ত গঙ্গাস্নান করে, তাহারাই সময় সার্থক করিয়াছে; তাহারাই প্রকৃত নিষ্পাপ হইয়াছে; তাহারাই মনুষ্যমধ্যে ধন্য ।১৬০-১৬৭। অহো! বৈশাখমাসের কি অপূর্ব্ব মহিমা! ধন্য বৈশাখমাস! পুণ্যরাশির সারভাগরূপে বিরাজমান; এমন পবিত্র মাসের তুলনা

তামসোঽপি জলবিন্দুসঙ্গমা-
দঙ্গমাবহতি পাবনং যতঃ ॥ ১৬৯
তানি দেহমধিরুহ্য দেহিন-
স্তাবদেব বিচরন্ত্যঘানি চ।
যাবদেতি ন চ মাধবাহ্বয়ঃ
শ্রীরমারমণবল্লভো বিরাট্‌ ॥ ১৭০
স্নাতুং পদানি মনুজো গমনে বিভাতে
তীর্থে দদাতি মধুসূদনমাসি যুক্তঃ।
ভূয়ো ভবন্তি হয়মেধসমানি তানি
শ্রীমাধবস্মরণতো গদতোঽস্য নাম ॥১৭১
মেরুমন্দরতুল্যানি পাপান্যপ্রাণ্যনেকধা।
দহতে মাধবো মাসোঽনুষ্ঠিতো হরিবল্লভঃ ॥
ইদং সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং ময়া তেঽনুগ্রহাদ্‌দ্বিজ
বৈশাখস্নানমাহাত্ম্যং শৃণু পাপক্ষয়ং পরম্‌ ॥
যস্তু শ্রোষ্যতি ভক্ত্যেমমিতিহাসং ময়োদিতম্‌
সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তো ন মামালোকয়িষ্যতি
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বহুশোঽপি কৃতান্যপি।
বৈশাখস্য বিধানেন তানি নশ্যন্তি নিশ্চিতম্‌।
ত্রিংশৎ পূর্ব্বান্‌ পরাংস্ত্রিংশৎ পিতৄন্‌
সন্তারয়েন্নরঃ।
যতো ভগবতস্তস্য হরেরক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥ ১৭৬
প্রিয়োঽসৌ মাধবো মাসঃ স মাসঃ প্রবরো
যতঃ।
সংশয়ং মা বিধেহীহ মহীদেব কথঞ্চন ॥ ১৭৭
বৈশাখং প্রতি মাসং হি সমাসাদ্‌ যন্ময়োদিতম্‌
ইহার্থে যৎ পুরাবৃত্তং তদপ্যাকর্ণয়াদ্ভুতম্‌।
অনাখ্যেয়মপীদং তে কথয়িষ্যে কথানকম্‌ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯॥

নাই। হে বিপ্র! এই মাসে যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য করিলেও তাহা কল্পতুল্য বলিয়া গণ্য হয়। এই মাসে বিষ্ণুপূজা করিবার নিমিত্ত যে প্রাতঃস্নান করিতেছে, তাহার গাত্রস্পৃষ্ট জলবিন্দু স্পর্শে তামসলোকও পবিত্র পুণ্যময় শরীর ধারণ করে। এই বৈশাখমাসরূপী বিরাট রমাপতি যাবৎ আগত না হন; তাবৎ কালই পাপ-রাশি মনুষ্যশরীরে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ (আধিপত্য বিস্তার) করে, যে ব্যক্তি এই বৈশাখ মাসে প্রাতঃকালে মধুসূদনের স্মরণ ও নামোচ্চারণ করিতে করিতে তীর্থ-স্নানার্থ পদক্ষেপ করে; তাহার সেই পুণ্যকর্ম্মার্থপদক্ষেপেই অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। যথানিয়মে হরি-প্রিয় বৈশাখমাস-বিহিত কার্য্য করিলে মেরু-মন্দরতুল্য বিশাল-বিকট নানাবিধ পাপ-রাশি দগ্ধ হইয়া যায়। হে বিপ্র! তোমার উপরে অনুগ্রহ করিয়া এই বৈশাখমাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিলাম। এক্ষণে পুনরপি পরম পাপক্ষয়কর বৈশাখ-স্নানমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মৎকথিত এই ইতিহাস ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে, সে পাপমুক্ত হইয়া আমাকে দেখিবে না। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ পুনঃ-পুনঃ করিলেও বৈশাখকৃত্য-বিধানে তৎসমুদয় নিশ্চিতই নষ্ট হইয়া থাকে এবং মানব পূর্ব্ব-বর্ত্তী ত্রিংশ এবং পরবর্ত্তী ত্রিংশ পিতৃপুরুষের উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। বৈশাখমাস অক্লিষ্টকর্ম্মা ভগবান্‌ হরির প্রিয়, এ নিমিত্ত ইহা মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হই-য়াছে। হে ভূদেব! তুমি এ বিষয়ে কোন-রূপ সন্দেহ করিও না। বৈশাখমাসের ইতিকর্ত্তব্য বিষয়ে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা সংক্ষেপে তোমার নিকটে বর্ণিত হইল। এই বিষয়ে এক অদ্ভুত পুরাকাহিনী আছে, তাহা অপ্রকাশ্য হইলেও তোমার নিকটে বলিব, শ্রবণ কর। ১৬৮—১৭৮।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যম উবাচ।

বভূব ভূপতিঃ পূর্ব্বং খ্যাতো নাম্না মহীরথঃ।
পূর্ব্বপুণ্যফলাবাপ্ত-প্রভূতৈশ্বর্য্যসম্পদঃ॥ ১
বভূব ভূপতিঃ সর্ব্ব-ললনাললিতান্বিতঃ।
তদেকব্যসনাসক্তির্ন ধর্ম্মার্থব্যবস্থিতঃ॥ ২
মন্ত্রিবিন্যস্তরাজ্যশ্রীর্বুভুজে বিষয়ান্ নৃ ঃ।
স কামিনীসহচরো রাজ্যকার্য্যপরাঙ্মুখঃ॥ ৩
ন প্রজা ন ধনং ধর্ম্মং নার্থকার্য্যং স পশ্যতি।
কেবলং কামিনীকেলি-কলনোচিতবাঙ্মনাঃ॥ ৪
অথ কালেন মহতা পুরোধাস্তস্য কশ্যপঃ।
বচঃ প্রোবাচ তং ধর্ম্ম্যমিতি চেতসি চিন্তয়ন্॥ ৫
নিবারয়তি নো মোহাদধর্ম্মান্ পতিং গুরুঃ।
সোঽপি তৎপাপভাগ্যস্মাদ্বোধনীয়ঃ পুরোধসা
বোধিতোঽপ্যবজানাতি স চেদ্বাক্যং পুরোধসঃ
পুরোধাস্তত্র নির্দ্দোষো রাজা স্যাৎ
সর্ব্বদোষভাক্॥ ৭

কশ্যপ উবাচ।

শৃণু রাজন্ মম গুরোর্ব্বচো ধর্ম্মার্থসংহিতম্।
অভিরামার্থমুপেতার্থমিচ্ছারাগাদিবর্জ্জিতম্॥ ৮
অয়মেব পরো ধর্ম্মো যদ্গুরোর্ব্বচসি স্থিতিঃ।
গুর্ব্বাজ্ঞা ... রো রাজ্ঞামায়ুঃশ্রীসৌখ্যবর্দ্ধনঃ॥৯
ন বিপ্রাস্তর্পিতা দানৈর্বিষ্ণুর্নারাধিতস্ত্বয়া।
ন ব্রতং ন তপঃ কিঞ্চিন্ন তীর্থং হি ত্বয়া কৃতম্
হরিনাম ত্বয়া কাম-বশগেন ন চিন্তিতম্॥১০
তরলতরলৈরর্থৈর্ভোগৈরক্ষতভঙ্গুরৈঃ।
মুহূর্ত্তপেয়৲স্তারুণ্যৈর্ন নৃত্যন্তে মহাশয়াঃ॥ ১১
কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন নয়েন বা
কিং বিবিক্তেন মনসা স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

যম বলিলেন,—পূর্ব্বে মহীরথ নামে বিখ্যাত ভূপতি ছিলেন, তিনি পূর্ব্বপুণ্য-ফলে প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই ভূপতি সর্ব্বদা অসংখ্য রমণী সহিত কামক্রীড়ায় আসক্ত থাকিয়া ধর্ম্মার্থ বিষয় চিন্তা করিতেন না, কেবল রমণী-বিলাসরূপ ব্যসনেই আসক্ত ছিলেন। এমন কি, ঐ নৃপতি তজ্জন্য স্বয়ং রাজ-কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া মন্ত্রিহস্তে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর কেবল কামিনীগণের সহিত বিবিধ ইন্দ্রিয়সুখই সম্ভোগ করিতেন। তিনি কি প্রজাগণ, কি ধন, কি ধর্ম্ম এবং কি অর্থকার্য্য কিছুরই উপর দৃষ্টি করিতেন না, তাঁহার চিত্ত কামিনী-কেলিতেই আসক্ত ছিল এবং তদ্বিষয়েই বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশ করিত। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর, তদীয় পুরোহিত কশ্যপ, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, "যে গুরু, মোহ-বশতঃ অধর্ম্ম হইতে নৃপতিকে নিবারণ না করেন, তিনিও তৎপাপভাগী হইয়া থাকেন। এজন্য প্রবোধ দান করা পুরোহিতের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা যদি প্রবোধিত হইয়াও পুরোহিতের বাক্য অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে পুরোহিতের কোন দোষ থাকে না, রাজাই সর্ব্বদোষভাগী হন। কশ্যপ এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই নৃপতিকে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। কশ্যপ বলিলেন,—রাজন্! আমি তোমার গুরু, আমার ইচ্ছারাগাদিবর্জ্জিত, সদর্থযুক্ত, ধর্ম্মার্থসম্বলিত অভিরামার্থ বাক্য শ্রবণ কর। গুরুবাক্যে আস্থাই পরম ধর্ম্ম, অণুমাত্র গুরু-আজ্ঞাই রাজাদিগের আয়ুঃ, শ্রী ও সুখ-বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। তুমি কামবশী ভূত হইয়া দানদ্বারা বিপ্রগণকে প্রীত এবং ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাব্রত বা তপো-ইনুষ্ঠান, তীর্থসেবন কিংবা কখন হরিনাম চিন্তা কর নাই, কিন্তু মহাশয় ব্যক্তিগণ, তরলবৎ অতি তরল অর্থ বা বিষয় ভোগে এবং অক্ষতবৎ ভঙ্গুর, মুহূর্ত্তপেয় যৌবন-সুখে কদাচ নৃত্য করেন না।১—১১। রমণী-গণ যাহার মন হরণ করে, তাহার বিদ্যা, তপস্যা, দান, নীতিজ্ঞান ও মানসিক বিবে

একো মুখ্যো মহাধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ
সর্ব্বমন্যচ্ছরীরোপ-ভোগ্যং নাশং প্রয়াতি চ।
ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন নরস্তরতি দুর্গতিম্॥ ১৪
অনিত্যোল্লসিতোত্তাল-জলকল্লোলচঞ্চলম্।
কিং ন জানাসি রাজেন্দ্র নৃণাং জীবিতবিভ্রমম্
বিনয়োষ্ণীষমুকুটঃ সত্যধর্ম্মৌ চ কুণ্ডলে।
ত্যাগশ্চ কঙ্কণে যেষাং কিং তেষাং
জড়মণ্ডনৈঃ॥ ১৬
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য লোষ্টকাষ্ঠসমং ভুবি।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥ ১৭
গম্যমানেষু সর্ব্বেষু ক্ষীয়মাণে তথায়ুষি।
জীবিতে লুপ্যমানে চ কিমুথায় ন ধাবসি॥১৮

কুটুম্বং পুত্রদারাদি শরীরং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
পারক্যমধ্রুবং কিন্তু স্বীয়ে সুকৃতদুষ্কৃতে॥১৯
যদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য গন্তব্যমবশেন তে।
অনর্থে কিং প্রসক্তস্ত্বং স্বধর্ম্মং নানুতিষ্ঠসি॥২০
অবিশ্রামমভক্ষ্যাম্বুমপাথেয়মদেশিকম্।
মৃতঃ কান্তারমধ্বানং কথমেকো গমিষ্যসি॥ ২১
ন হি ত্বাং প্রস্থিতং কিঞ্চিৎ পৃষ্ঠতোঽনুগমি-
ষ্যতি।
দুষ্কৃতং সুকৃতঞ্চ ত্বাং যান্তমনুযাস্যতি॥ ২২
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং কর্ম্ম কুলদেশোচিতং হিতম্
ধর্ম্মমূলং নিষেবস্ব সদাচারমতন্দ্রিতঃ॥ ২৩
পরিত্যজেদর্থকামৌ স্যাতাং চেদ্ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ।
ধর্ম্মেণ প্রাপ্যতে সর্ব্বমর্থকামাদিকং সুখম্॥ ২৬
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।

কেই বা কি কর? পাঞ্চভৌতিক দেহ বিনষ্ট হইলেও যাহা জীবগণের অনুগমন করে, সেই মহাধর্ম্মই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; নতুবা শরীরোপভোগ্য অপর সমস্তই শরীরনাশে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য পুত্তিকাগণ (উইপোকা) যেমন ক্রমে ক্রমে বল্মীক-মৃত্তিকা (উইয়ের ঢিপের মাটি) সঞ্চয় করে, তদ্রূপ সকলেরই অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। একমাত্র ধর্ম্ম-সাহায্যেই মানব দুর্গতি হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হয়। রাজেন্দ্র! জান না কি যে, মানবগণের জীবন উত্তাল জলকল্লোলবৎ নিতান্ত অনিত্য ও চঞ্চল। যাঁহারা মস্তকে বিনয়-রূপ উষ্ণীষ ও মুকুট, কর্ণযুগলে সত্য ও ধর্ম্মকথারূপ কুণ্ডলযুগল ও হস্তে দানরূপ কঙ্কণ পরিধান করিতে পারেন, তাঁহাদিগের আর জড় স্বর্ণাদিভূষণের প্রয়োজন কি? মৃৎখণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ডবৎ মৃত শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তদীয় বান্ধবগণ বিমুখ হইয়া গৃহে প্রতিগমন করে, কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মই সেই মৃত ব্যক্তির অনুগামী হয়। সকল বস্তুই যখন তপ্রবণ, আয়ুঃও যখন প্রতিনিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, জীবনও যখন কালেতে বিলুপ্ত হয়, তখন কি জন্য না সমুদ্যত হইয়া সৎকার্য্য সাধনে ধাবমান হইতেছ?। কি কুটুম্ব, কি স্ত্রী পুত্রাদি, কি শরীর এবং কি ভোগ্য বস্তু সকল, কিছুই পরলোকগামী হইবে না, সকলই অনিশ্চিত; কেবল স্বীয় সুকৃত-দুষ্কৃতই পরলোকে গমন করিয়া থাকে। যখন তোমাকে দৈবের বশীভূত হইয়া সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে হইবে, তখন কি জন্য অহিত-কর কার্য্যে প্রসক্ত হইয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেছ না? তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কিরূপে সেই বিশ্রামস্থানবিহীন ভক্ষ্যবিহীন জলবিহীন পাথেয়বিহীন দেশবিহীন কান্তার-পথে একাকী গমন করিবে? যখন তুমি এই সংসার হইতে সেই পথে প্রস্থান করিবে, তখন কিছুই তোমার সঙ্গে যাইবে না, কেবল একমাত্র সুকৃত-দুষ্কৃতই তোমার অনুগামী হইবে। অতএব নিরালস্য হইয়া নিজ কুলদেশোচিত শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত আত্ম-হিতকর ধর্ম্মমূলক সদাচারের অনুষ্ঠান কর। যে অর্থকাম ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, সকলেরই তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; একমাত্র ধর্ম্ম দ্বারাই অর্থকামাদি-জনিত সমুদয় সুখই প্রাপ্ত হওয়া যায়। নৃপতিগণের ইন্দ্রিয়নিচয়ের জয়-

জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি পথি স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥ ২৫
অতিপ্রগল্‌ভললনা-কটাক্ষচপলাঃ শ্রিয়ঃ।
বিনয়প্রণিধানেন চিরং তিষ্ঠন্তি ভূভুজাম্॥২৬
কামদর্পাতিশীলানামবিচারিতকর্ম্মণাম্।
সহায়ুষা প্রণশ্যন্তি সম্পদো মূঢ়চেতসাম্॥ ২৭
বিভূতিনষ্টদৃগ্‌ভিস্তু নৃত্যন্তে ন মহাশয়াঃ।
নাগতাভির্ন যাতাভির্নদীভিশ্চীয়তেঽম্বুধিঃ॥২৮
ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোঽধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনী নৃপঃ॥
ব্যসনানি চ দুঃখানি কামজানি বিশেষতঃ।
ত্যজ স্বর মহারাজ কামং ধর্ম্মবিরোধনম্॥৩০
জড়ানামবিবেকায় সুরাণাঞ্চ দুরাত্মনাম্।
ভাগ্যভোগ্যানি রাজ্যানি সন্তি নীতিমতামপি
নৈব স্থিরাণি তানীহ দুরিতৈরনুসেবিতৈঃ।
বিলীয়ন্তে যথা বহ্নি-সংসর্গেণেন্ধনানি চ॥৩২
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা
ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত এব সঃ॥৩৩
উপদেষ্টাশমবতাং গুরুরিষ্যতে যতঃ।
কিন্তু ত্বাসন্নবিপদামুপদেশাঃ শিরোরুহাঃ॥ ৩৪
বিষয়জ্বরমুৎসৃজ্য সময়া স্বস্থয়া ময়া।
যুক্ত্যা চ ব্যবহারিণ্যা স্বার্থঃ প্রাজ্ঞেন সাধ্যতে
অশুভাচরিতং যাতি শুভং তস্মাদপীতরৎ।
জন্তোশ্চিত্তঞ্চ শিশুবত্তস্মাত্তচ্চালয়েদ্বলাৎ॥৩৬
উপধার্য্য মতিং রাজন্ বৃদ্ধানাং ধর্ম্মদর্শিনাম্
নিযচ্ছেৎ পরয়া বুদ্ধ্যা চিত্তমুৎপথগামি যৎ॥
ন ধর্ম্মাণ্যুপকুর্ব্বন্তি ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ।
ন হস্তপাদচলনং ন দেশান্তরসঙ্গতম্॥৩৮

রূপ যোগই অহর্নিশ অনুষ্ঠেয়, জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাগণকে সৎপথে স্থাপন করিতে সমক্ষ হন। রাজশ্রী, অতি প্রগল্‌ভা ললনাগণের কটাক্ষের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল, বিনয় ও প্রণিধান দ্বারাই তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। কাম ও দর্পবশে যাহাদিগের চরিত্র দূষিত, যাহারা অবিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করে, সেই সকল মূঢ়মতি ব্যক্তিদিগের আয়ুর সহিত সমুদয় সম্পৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনাগত এবং বিগত নদীনিচয় দ্বারা যেমন সাগর বিবর্দ্ধিত হয় না, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যমদে যাহাদিগের বিবেকদৃষ্টি বিলুপ্ত হয়, মহাশয় ব্যক্তিগণ তাদৃশ জনগণের সহবাসে আনন্দিত হন না। ব্যসন ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যসনই অধিকতর কষ্টপ্রদ, কারণ ব্যসনাসক্ত মানব উত্তরোত্তর অধঃপতিত হয়, আর ব্যসনশূন্য নৃপতি মৃত হইলে স্বর্গগামী হইয়া থাকে। আবার সর্ব্বপ্রকার ব্যসনের মধ্যে কামজ ব্যসনই বিশেষরূপ দুঃখদায়ক; অতএব হে মহারাজ! নিজ মঙ্গল চিন্তা কর, ধর্ম্মবিরোধী কাম পরিত্যাগ কর! কি জড়, কি দেবতা, কি দুরাত্মা ও কি নীতিমান্ ব্যক্তিগণ সকলেরই রাজৈশ্বর্য্য সকল ভাগ্যবলে ভোগ্য হইয়া থাকে এবং অবিবেকের কারণ হয়। পাপাচরণ দ্বারা কদাচ উহা স্থায়ী হয় না, বহ্নিসংসর্গে কাষ্ঠনিচয়ের ন্যায় পাপসংসর্গে বিলীন হইয়া যায়। গমনই করুক আর অবস্থানই করুক, নিদ্রাই যাউক আর জাগরিতই হউক, যাহার চিত্ত সদসৎ বিচারে অক্ষম, সে নিশ্চয়ই মৃত। যেহেতু অজিতেন্দ্রিয় রাজাদিগের গুরুই উপদেষ্টা বলিয়া কথিত হয়, সেই হেতুই এইরূপ বলিতেছি, কিন্তু আসন্নবিপদ্ ব্যক্তিগণের নিকট উপদেশবাক্য সকল কেশতুল্য প্রতীয়মান হয়। আমি প্রাজ্ঞ বলিয়াই ব্যবহারানুযায়িনী স্বীয় সদ্‌যুক্তি অনুসারে বিষয়জ্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বার্থ সাধন করিতেছি। প্রাণিগণের চিত্ত শিশুবৎ কখন অশুভাচরণ ও কখন তদিতর শুভাচরণও করিয়া থাকে, এজন্য বলপূর্ব্বক তাহাকে সৎকার্য্যে নিয়োজিত করা বিধেয়। রাজন! ধর্ম্মদর্শী বৃদ্ধদিগের পরামর্শ লইয়া সদ্‌বুদ্ধি দ্বারা উৎপথগামী চিত্তকে নিয়মিত করা কর্ত্তব্য। ১২—৩৭। অপথগামিচিত্ত মানবগণের কি ধর্ম্ম, কি মিত্র, কি বান্ধব, কি হস্তপাদাদিসঞ্চালন, কি দেশান্তর-

ন কায়ক্লেশবৈধুর্য্যং ন তীর্থাদ্যটনাদয়ঃ।
কেবলং তন্মনস্কস্য জপেনাসাদ্যতে পদম্ ॥৩৯
বিষয়ে বর্ত্তমানস্য তস্মাচ্চিত্তস্য সংযমে।
যত্নঃ কুর্য্যাদ্‌বুধো রাজন্ ধ্রুবং যত্নেন বা জিতঃ
তত্তৎকর্ম্মকৃতো রাজন্ ভবতা যেন বঞ্চিতঃ।
মুনিভিশ্চ ফলৈস্তৈস্তৈরতোঽপ্যাকর্ণয়াধুনা ॥৪১
সুহৃতাপি মনুষ্যেণ প্রষ্টব্যাঃ সুহৃদো বুধাঃ।
তে চ পৃষ্টা বদন্তি স্ম তৎকর্ত্তব্যং যথোচিতম্
সর্ব্বোপায়েন কর্ত্তব্যো নিগ্রহঃ কামকোপয়োঃ
শ্রেয়োঽর্থিনা যতস্তৌ হি শ্রেয়োঘাতার্থমুদ্যতৌ
কামো হি বলবান্ রাজন্ শরীরস্থো রিপুর্ম্মহা
ন তস্য বশগো ভূয়াজ্জনঃ শ্রেয়োঽভিলাষকঃ ॥
যঃ কামো দেবদেবেন পুরা তেনৈব শূলিনা।
ললাটবহ্নিনা দগ্ধঃ কৃতোঽনঙ্গ ইতি স্থিতিঃ ॥
ধর্ম্ম এব ততঃ শ্রেয়ান্ বিধিনা সমনুষ্ঠিতঃ।
ধৈর্য্যমালম্ব্য চ ততো ধর্ম্মমেব সমাচর ॥ ৪৬

শ্বাস এব চপলঃ ক্ষণমধ্যে
যো গতাগতশতানি বিধত্তে।
জীবিতেঽপি তদধীনচেতসা
কঃ সমাচরতি ধর্ম্মবিলম্বম্ ॥ ৪৭

দশমীমপি যাতস্য চেতো নাদ্যাপি ভূপতে।
বিষয়েভ্যো নিষিদ্ধেভ্যো হা হা ন বিরমেদলম্
তস্মাৎ সর্ব্বং নিষ্ফলত্বং প্রয়াতং কামকশ্মলাৎ
বয়স্তেঽপ্যধুনা ভূপ সমাচর হিতং নিজম্ ॥
বদাম্যহং তব নৃপ হিতং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
পুরোহিতো যতস্তেঽহং সদসৎকর্ম্মভাগপি ॥
একতঃ সর্ব্বপুণ্যানি পাপনাশায় পাপিনাম্।
একতো মাধবো মাসো মাধবস্য প্রিয়ঃ সদা ॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।

গমন, কি শরীরক্লেশাদি ও কি তীর্থপর্য্যটনাদি কিছুই কিছু উপকার করিতে পারে না; কেবল তদ্‌গতচিত্ত হইয়া ইষ্টমন্ত্র জপেই পরিত্রাণ হইয়া থাকে। অতএব রাজন্! জ্ঞানী ব্যক্তির বিষয়াসক্ত চিত্তকে নিয়মিত করিতে সবিশেষ যত্ন করা উচিত; এজন্য যিনি যত্ন দ্বারা চিত্তকে সংযত করিতে পারেন, তৎকার্য্যকারী ব্যক্তির যত্নেরই জয়। রাজন! তুমি স্বীয় বৃথা যত্নকে যে ফলে বঞ্চিত করিয়াছ, মুনিগণ স্ব স্ব যত্নকে তৎফলে যোজিত করিয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য বিষয় শ্রবণ কর। বিষয়োপভোগ-বিমোহিত মানবগণের জ্ঞানী সুহৃদ্‌গণকে কর্ত্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করা এবং তাঁহারা যেরূপ বলেন তদনুরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। ফলে, আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তির সর্ব্বপ্রযত্নে কাম-ক্রোধ জয় করা কর্ত্তব্য। কারণ, কাম-ক্রোধই শ্রেয়োবিঘাতক। রাজন্! কাম, শরীরমধ্যবর্ত্তী বলবান মহান্ শত্রু; এজন্য শ্রেয়োভিলাষী ব্যক্তি কদাচ তাহার বশীভূত হইবেন না। পূর্ব্বে দেবদেব শূলপাণি, পরম শত্রু বলিয়াই ললাটবহ্নি দ্বারা কামকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই কাম অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। সেই হেতু, বিধাতা ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ কর। জীবগণের শ্বাসবায়ু অতি চঞ্চল, উহা ক্ষণমধ্যেই শত শত বার যাতায়াত করিতেছে, অতএব জীবনকে তদধীন জানিয়া কোন ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণে বিলম্ব করিয়া থাকে? হে ভূপতে! অদ্যাপি তুমি দশমাবস্থা প্রাপ্ত হও নাই, কিন্তু হায়! তুমি দশমদশা প্রাপ্ত হইলেও তোমার চিত্ত কখন নিষিদ্ধ ভোগ্য বস্তুনিচয় হইতে বিরত হইবে না। তজ্জন্যই বলিতেছি, হে ভূপ! কামজনিত পাপ বশতঃ তোমার সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে, অদ্যাপি তোমার ধর্ম্মাচরণের বয়স আছে; এই বেলা নিজ হিতকর কার্য্য আচরণ কর। হে নৃপ! আমি তোমার সর্ব্বসৎকর্ম্মভাগী পুরোহিত বলিয়াই তোমাকে অত্যুত্তম হিতকর বিষয় বলিতেছি যে, পাপিগণের পাপনাশের নিমিত্ত একদিকে সর্ব্বপ্রকার পুণ্য ও একদিকে সদা মাধবপ্রিয় মাধবমাস।৩৮—৫১। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান,

মহান্তি পাপকান্তেব কীর্ত্তিতানি মুনীশ্বরৈঃ।
তত্র যন্মনসা বাচা কার্য্যেনাপি কৃতং নরৈঃ।
নাশয়েন্মাধবো মাসঃ সর্ব্বং পাপতমো মহৎ।
দিবাকর ইব ধ্বান্তং নাশয়েন্নৃপ সর্ব্বশঃ।
তথা শ্রীমাধবো মাসস্তস্মাচ্চর বিধানতঃ।

আ জন্মতোঽপি বিহিতানি মহান্তি রাজন্
ঘোরাণি তানি দুরিতানি বিহায় মর্ত্ত্যঃ।
বৈশাখমাসবিহিতাচরণপ্রভাব-
পুণ্যেন তেন হরিমন্দিরমেতি চান্তে।৫৫

যদ্যেকমপি বৈশাখমাচরন্তি বিধানতঃ।
ভাবতঃ পাপিনোঽপ্যন্তে প্রায়ান্তি হরিমন্দিরম্
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র মাসেঽস্মিন্ মাধবেঽধুনা
প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন সমর্চ্চয় মধুদ্বিষম্।৫৭
তণ্ডুলস্য যথা চর্ম্ম যথা তাম্রস্য কালিমা।
নশ্যেত ক্রিয়য়া রাজংস্তথা পুংসো মলং মহৎ।
জীবস্য তণ্ডুলস্যেব সহজোঽপি মলো মহান্।
নশ্যতে ন চ সন্দেহস্তস্মাৎ কর্ম্মোদিতং কুরু।

রাজোবাচ।

ক্ষীরোদভবতুল্যাভিঃ শীতলামলবৃষ্টিভিঃ।
কথাভিশ্চ বিচিত্রাভিস্ত্বয়াহং তোষিতো দ্বিজ।
অসাগরোত্থং পীযূষমদ্রব্যং ব্যসনৌষধম্।
ত্বয়াহং পায়িতঃ সৌম্য ভবরোগনিবারণম্।
হর্ষপ্রদো নৃণাং পাপ-হানিকৃজ্জীবনৌষধম্।
জরামৃত্যুহরো বিপ্র সদ্ভিঃ সহ সমাগমঃ।৬২
যানি যানি দুরাপানি বাঞ্ছিতানি মহীতলে।
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যেব সাধুনামিহ সঙ্গমাৎ।
যঃ স্নাতঃ পাপহরয়া সাধুসঙ্গমগঙ্গয়া।
কিন্তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ
কিমধ্বরৈঃ।৬৪

সুবর্ণাপহরণ ও গুরুপত্নীগমনকে মুনিবরগণ মহাপাতক বলিয়াছেন। ঐ সকল পাতকের মধ্যে বাক্য, মন বা কার্য্য দ্বারা মানবগণ যে মহৎ পাপই করুক, মাধবমাস তৎসমুদয়ই বিনষ্ট করিয়া দেয়। হে নৃপ। দিবাকর যেমন অন্ধকার বিদূরিত করেন, মাধবমাসও তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার পাতককে বিনষ্ট করিয়া থাকেন; অতএব যথাবিধানে মাধবমাসীয় কৃত্যের অনুষ্ঠান কর। রাজন্! মানবগণ বৈশাখমাসবিহিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানজনিত পুণ্যপ্রভাবে আজন্মাচরিত ঘোরতর মহাপাপনিচয় বিদূরিত করিয়া দেহাবসানে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন। অধিক কি; অশেষপ্রকারে পাপী মানবগণ, জীবনের মধ্যে যদি একবার মাত্র ভক্তিভাবে যথাবিধি বৈশাখকৃত্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও পরিণামে বিষ্ণুলোকে গমন করে। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও সম্প্রতি এই বৈশাখমাসে প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া যথাবিধি মধুসূদনকে অর্চনা কর। রাজন্! কুট্টনরূপ কার্য্য দ্বারা যেমন তণ্ডুলাবরণ এবং মার্জনরূপ কার্য্যদ্বারা যেমন তাম্রের কালিমা বিদূরিত হয়, উক্ত কার্য্য দ্বারাও সেইরূপ মানবের মহৎ পাপমল তিরোহিত হইয়া থাকে, কুট্টনাদি কার্য্যে তণ্ডুলের সহজ মলবৎ উল্লিখিত কার্য্যে মানবগণেরও সহজ মহৎ মল যে বিনষ্ট হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; অতএব বিহিত বৈশাখকৃত্যের আচরণ কর। এতাদৃশ বচনাবলী শ্রবণে রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজ! ক্ষীরোদসাগরসম্ভূত-সুধা-বর্ষণোপম ভবদীয় সুশীতল সুবিমল বিচিত্র বচনাবলী শ্রবণে আমি পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। হে সৌম্য! অদ্য আপনি আমায় অসাগরসম্ভূত পীযূষস্বরূপ এবং কোনরূপ দ্রব্য না হইলেও ভবরোগনিবারক ব্যসনব্যাধির মহৌষধ পান করাইলেন।৫২—৬১। হে বিপ্র! সত্যই সাধুসমাগম মানবগণের হর্ষপ্রদ, জরামৃত্যুহর, পাপনাশন ও জীবনৌষধস্বরূপ। মহীতলে বাঞ্ছিত যাহা কিছু দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য, সাধুসঙ্গমে নিঃসন্দেহ তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বপাপহর সাধুসঙ্গমরূপ গঙ্গাজলে স্নান করিতে পারে, তাহার দান, তীর্থ, তপস্যা বা যজ্ঞে প্রয়োজন কি?

যো যো ভাবঃ পুরা হ্যাসীৎ কামৈকসুখলোলুপঃ
দর্শনাদ্বচনাত্তেঽদ্য বিপরীতোঽভবদ্বিভো ॥
একজন্মসুখস্যার্থে সহস্রাণি বিলোপয়েৎ।
প্রাজ্ঞো জন্মসহস্রাণি সঞ্চিনোত্যেকজন্মতঃ ॥
হা হা কামরসাস্বাদ-সুখলালসচেতসা।
ময়া মূঢ়েন ন কৃতং কিঞ্চিদাত্মহিতং দ্বিজ ॥ ৬
অহো মে মনসো মোহো যদাত্মা যোষিতাং কৃতে।
পাতিতো ব্যসনে ঘোরে দুঃখোদর্কে দুরত্যয়ে
ভগবন্ পরিতুষ্টেন বোধিতো বচসা ত্বয়া।
উপদেশপ্রদানেন ত্বং মামুদ্ধর্ত্তুমর্হসি ॥ ৬৯
পুরাচরিতপুণ্যোঽহং ভবতা বোধিতোঽস্মি যৎ
ত্বৎপাদরজসা বাপি বিশেষাদপি পাবিতঃ ॥ ৭০
বিধিং মাধবমাসস্য ব্রূহি মে বদতাংবর।
সর্ব্বপাপক্ষয়করো যস্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭১
কথং স্নানঞ্চ কিং দানং কো দেবো নিয়মশ্চকঃ
এতদাচক্ষ্ব বিপ্রর্ষে দুরিতোত্তরণায় মে ॥ ৭২

যম উবাচ।

ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ কশ্যপঃ স দয়ানিধিঃ।
প্রোবাচ বচনং বিপ্র ধর্ম্ম্যং বিশ্বহিতং হি যৎ ॥

কশ্যপ উবাচ।

পূর্ব্বাপরসমাধান-ক্ষয়বুদ্ধ্যা চ তন্দ্রিতে।
পৃষ্টজ্ঞানে ন বক্তব্যং বাধমে পাতকাশয়ে ॥
পাপবৃত্তস্য তু তথা দত্ত্বা ভূপ শুভাং মতিম্।
বিদ্যাদানফলং সম্যক্প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥
বিতৃষ্ণামথ শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ কৃপাবতা।

বিভো! পূর্ব্বে আমার একমাত্র কামসুখ-বিষয়ক যাহা কিছু মনোভাব ছিল, অদ্য আপনার দর্শন ও বচনাবলী শ্রবণে তৎসমুদয়ই বিপরীত হইয়াছে। সত্যই মূঢ় মানবগণ, একজন্মের সুখের নিমিত্ত সহস্র সহস্র জন্মের সুখ নষ্ট করে এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এক জন্ম হইতেই সহস্র সহস্র জন্মের সুখ সঞ্চয় করিয়া থাকে। হে দ্বিজ! হায়! আমি মূঢ় বলিয়া কামরসের আস্বাদ-জনিত সুখোপভোগে আসক্তচিত্ত হইয়া কিছুমাত্র নিজ হিত সাধন করি নাই। হায়! আমার মনের কি মোহ! আমি যোষিদ্গণের নিমিত্ত পরিণামে কেবল দুঃখময় অপার ভীষণ ব্যসন-সাগরে আত্মাকে পাতিত করিয়াছি। ভগবান! আপনি পরিতুষ্ট হইয়া উপদেশবাক্যে আমায় প্রবোধিত করিলেন, এক্ষণে কর্ত্তব্যোপদেশদানে আমায় উদ্ধার করুন। আমি পূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্য করিয়াছিলাম বলিয়াই আপনি আজ আমায় প্রবোধ দান করিলেন এবং ভবদীয় পাদরজোদানে সবিশেষ পবিত্র করিলেন। হে বদতাংবর! আপনি যে সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কর মাধবমাসের কথা বলিলেন, এক্ষণে আমায় তন্মাসীয় কর্ত্তব্যবিধি বলুন। ঐ মাসে কি প্রকারে স্নান, কিরূপ দান, কোন্ দেবের আরাধনা ও কিরূপই বা নিয়ম কর্ত্তব্য? হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমার দুরিত হইতে নিস্তারের নিমিত্ত এতদ্বিষয় বলুন। যম বলিলেন, —হে বিপ্র! রাজা মহীরথ এইরূপ কহিলেই দয়ানিধি ভগবান্ কশ্যপ, বিশ্বহিতকর ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। কশ্যপ বলিলেন,—হে ভূপ! পূর্ব্বাপরসঙ্গতি জ্ঞানের হানি সম্ভাবনায় অর্দ্ধনিদ্রিত ব্যক্তিকে এবং জিজ্ঞাসিত বিষয় যাহার জানা আছে, তাদৃশ লোককে ও পাপাশয় অধম ব্যক্তিকেই কোন প্রকারে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তদ্ভিন্ন পাপ-প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে সদ্বুদ্ধি দান করিলে যে সম্যক্রূপ বিদ্যাদানের ফল লাভ হয়, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই।৬২—৭৫। জিজ্ঞাসিত না হইলেও কাহাকে কোন বিষয় বলা উচিত নহে এবং যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে, তাহাকেও প্রত্যুত্তর দিবে না। সেস্থানে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত থাকিলেও জড়বৎ

অপৃষ্টমপি বক্তব্যং শ্রেয়ঃ শ্রদ্ধাবতাং হিতম্।
সাম্প্রতং শুদ্ধহৃদয়ো জাতস্ত্বং বচনান্মম।
পুরাচরিতপুণ্যেন কেনাপি চ মহীপতে। ৭৮
পাপাবস্থং শরীরং তদ্গতং তব মমাশ্রয়াৎ
শ্রবণাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রস্য ধর্ম্মাবস্থন্তু তেহভবৎ। ৭৯
পাপাবস্থমধর্ম্মাখ্যং ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিতম্।
অপরং সদ্ব্রতং যদ্ধি বিজ্ঞেয়ং তদ্ধি ধার্ম্মিকম্
ধর্ম্মাধর্ম্মোপভোগায় তত্তৃতীয়মতীন্দ্রিয়ম্।
তস্মাত্রিভেদং দেহং হি বেদবিদ্ভিরিহোচ্যতে
যাবন্ন ধর্ম্মভোগশ্চ মুক্তিশ্চৈতত্রিভেদকম্।
পাপাবস্থং শরীরং তৎ পাপসংজ্ঞং তদুচ্যতে
ইদানীং গুরুভক্তিঞ্চ কুর্ব্বতো বচনং মম।
শৃণ্বতো ধর্ম্মরূপন্তু শরীরং তে ব্যবস্থিতম্
তেনৈব শুদ্ধিরমলা জাতা ধর্ম্মক্রিয়োচিতা।
দৈবেন দেহিনাং নাম চেতাংসি চরিত্রানি চ
শরীরাণি চ পুষ্যন্তে কালে কালে বিপর্য্যয়ম্
সাম্প্রতং ভবতো রাজন্ মনো ধর্ম্মে সমাস্থিতম্
তেন ত্বাং কারয়িষ্যামি মাধবস্নানমুত্তমম্। ৮৬

যম উবাচ।

ততস্তু কারিতস্তেন কশ্যপেন পুরোধসা।
স নৃপো মাধবে মাসি স্নানং দানঞ্চ পূজনম্।
যথা দৃষ্টং পুরা শাস্ত্রে বৈশাখস্নানজং বিধিম্।
স মুনিঃ প্রত্যুবাচাস্মৈ ভূপায় চ যথোদিতম্।

স কারিতস্তেন বিধানভাবো
রাজাপি চক্রে বিধিবত্তদানীম্।
শ্রীমাধবে মাসি বিধানমীড্যং
ততো যথাকর্ণিতমাদরেণ। ৮৯

প্রাতঃস্নানঞ্চ পাদ্যঞ্চ হ্যর্ঘ্যঞ্চ হরিপূজনম্।
নৈবেদ্যং ভক্তিভাবেন চকার স নৃপোত্তমঃ।

দানং যথানিয়মপালনমাদরেণ
বৈশাখমাসি বিদধাতি বিধানমেবম্।
যো ভক্তিতোঽহরহমসৌ প্রতিবর্ষমেবং
কৃত্বা প্রয়াতি হরিধাম মহীসুরাগ্র্য। ৯১

ব্যবহার করিবে; কেবল, বোধশক্তিমান্ শ্রদ্ধাশালী পুত্র ও শিষ্যদিগকেই দয়াপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা না করিলেও তাহাদিগের হিতকর বিষয় বলা উচিত। হে মহীপতে! এক্ষণে তুমি কোনও পূর্ব্বপুণ্যফলে আমার কথায় পবিত্রহৃদয় হইয়াছ; আমার সংসর্গে তোমার পাপাবস্থাপন্ন শরীর বিগত এবং ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণে ধর্ম্মাবস্থাপন্ন শরীর সম্ভূত হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত পাপাবস্থাপন্ন শরীরের নাম অধর্ম্মশরীর ও সদাচারসম্পন্ন যে অপরবিধ শরীর, তাহা ধার্ম্মিকনামক শরীর জানিবে। আর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মভোগার্থ যে তৃতীয় প্রকার শরীর, তাহা অতীন্দ্রিয়; তজ্জন্যই বেদবিৎ পণ্ডিতগণ ত্রিবিধ দেহ বলিয়া থাকেন। যাবৎকাল না মুক্তি হয়, যাবৎকাল ধর্ম্মাধর্ম্মভোগ হয়, তাবৎকালই ঐ ত্রিবিধ শরীর থাকে। পাপাবস্থাপন্ন অধর্ম্মনামক শরীরকেই বিদ্বদ্গণ পাপশরীর বলিয়া উল্লেখ করেন। এক্ষণে তুমি গুরুভক্তি ও আমার কথা শ্রবণ করিতেছ বলিয়া, তোমার ধার্ম্মিক শরীর হইয়াছে এবং তজ্জন্যই ধর্ম্মকার্য্যোপযুক্ত বিমল পবিত্রতা জন্মিয়াছে। দৈবগতিতেই দেহিগণের নাম, চিত্ত, চরিত ও শরীর সময়ে সময়ে বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজন্! দৈবগতিতেই সম্প্রতি তোমার মন ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তজ্জন্যই আমি তোমায় মাধবস্নানরূপ অত্যুত্তম ধর্ম্মকার্য্য করাইব। ৭৬—৮৬। অনন্তর সেই পুরোহিত কশ্যপ, সেই নৃপতিকে বৈশাখমাসে যথোক্ত স্নান, দান, ও বিষ্ণুপূজা করাইলেন। মুনিবর কশ্যপ পূর্ব্বে শাস্ত্রে বৈশাখমাসীয় স্নান দানাদিবিষয়ক যেরূপ বিধি দেখিয়াছিলেন, ভূপতিকে তদ্বিষয় যথোক্ত কহিলেন। তৎকালে কশ্যপ, রাজাকে যেরূপ বিধানে স্নানাদি করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, রাজাও তাঁহার মুখে যেমন শুনিলেন, তদনুযায়ী যথাবিধি বৈশাখমাসে স্নানাদি প্রশংসনীয় কার্য্য সকল সাদরে করিলেন। সেই নৃপতি, বৈশাখমাসে প্রতিদিন প্রাতঃস্নান, পাদ্য, অর্ঘ্য ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভক্তিভাবে হরি-

অথেতরেষু মাসেষু কামিনীকুচকেলিবান্ ।
ভোগৈকলালসো ভূয়ো ভবত্যেব যথারুচি ॥
ন ধর্ম্মানয়মং রাজ-কার্য্যেষু ন বিচারণাম্ ।
করোতি কামবশগো হিত্বা মাসঞ্চ মাধবম্ ॥
মহতামপি বিপ্রাগ্র্য দুর্নিবার্য্যো মনোভবঃ ।
শরীরসহজো নূনমনাদির্বাসনাক্রমঃ ॥ ৯৪
কেশকজ্জলশালিন্যো দুঃস্পর্শা লোচনপ্রিয়াঃ ।
যস্মাদগ্নিশিখা নার্য্যো দহন্তি তৃণবন্নরম্ ॥ ৯৫
ঘোরঃ শত্রুঃ শরীরস্থঃ পুংসাং কামো যথোচিত
মোহধূমময়ঃ পাপো ন কেষামন্ধকারকঃ ॥ ৯৬

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

পূজা, এবং সাদরে যথাবিধি দান করিলেন। দ্বিজবর! যে ব্যক্তি প্রতিবর্ষে বৈশাখমাসে ভক্তিভাবে প্রতিদিন এইরূপ করে, সে নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। অনন্তর সেই নৃপতি, পুনরায় ভোগাসক্ত হইয়া অপর একাদশ মাস কামিনীগণের সহিত যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কামাধীন হইয়া বৈশাখমাস ব্যতীত অপর কোন মাসেই কোনরূপ ধর্ম্ম কার্য্য বা রাজ্য-সংক্রান্ত বিচারাদি করিতেন না। বিপ্রবর! বস্তুতঃ কাম মহদ্ব্যক্তি-দিগেরও দুর্নিবার্য্য, নিশ্চয় জানিবেন; বাসনাজাল শরীরের সহিতই সমুদ্ভূত হয়, উহার আদি নাই। কেশকজ্জলশালিনী লোচনপ্রিয়া রমণীগণ যখন পুরুষগণকে তৃণবৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে, তখন উহারা লোচন-প্রিয় অগ্নিশিখাস্বরূপ, উহাদিগের কেশ-কলাপই ধূমাবলী; এজন্য উহাদিগকে স্পর্শ করা উচিত নহে। পুরুষগণের কামই শরীরস্থ ঘোরশত্রু, মোহধূমময় পাপিষ্ঠ কাম কোন্ ব্যক্তিকে না অন্ধ করিয়া থাকে? ৮৭—৯৬।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০।

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

যম উবাচ ।

অথ কালকটাক্ষেণ লক্ষিতো নৃপতিস্তদা ।
মৃতোহতিরতিসেবোত্থ-ক্ষয়ক্ষীণকলেবরঃ ॥ ১
নীয়মানো মম গণৈস্তাড্যমানো মুহুর্ম্মুহুঃ ।
ক্রন্দমানো মহারাবান্ সংস্মরন্নিজপাতকম্ ॥ ২
বিষ্ণুদূতৈস্তদাগত্য তানধিক্ষিপ্য মেহনুগান্ ।
ধর্ম্মবানয়মিত্যুক্ত্বা হারোপ্য ব্যোমবাহনম্ ॥ ৩
নীতো হরিপুরং বিপ্রস্তূয়মানোহপ্সরোগণৈঃ ।
প্রাতঃস্নানেন বৈশাখমাসস্য ক্ষীণপাতকঃ ॥ ৪
অথ ধর্ম্মবিহীনোহয়মিতি মত্বা চ তৈঃ পুনঃ ।
দেবদূতৈরদূরেণ নরকস্য চ বর্ত্মনঃ ।
আনীতো নৃপতির্বিষ্ণোর্নির্দ্দেশেহতিবিশারদৈঃ
স গচ্ছন্নপি শুশ্রাব জীবানাং ক্রন্দনং পুনঃ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

যম বলিলেন,—অনন্তর কিয়ৎকালের পর সেই নৃপতি কালকটাক্ষে পতিত হই-লেন, অতিশয় রতিসেবা-জনিত ক্ষয়রোগে ক্রমশঃ ক্ষীণকলেবর হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিলেন। যমদূতগণ তাঁহাকে মুহুর্ম্মুহুঃ পীড়ন করিতে করিতে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে তিনি নিজপাতক স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বিষ্ণুদূতগণ আগমনপূর্ব্বক মদীয় সেই সকল অনুচরগণকে বিদূরিত করিয়া "ইনি ধর্ম্মশালী" এইরূপ কহিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ করাইয়া বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। বিপ্রবর! বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নানজন্য নিষ্পাপ সেই নৃপবরকে তখন অপ্সরা সকল স্তব করিতে লাগিল। অন-ন্তর আবার বিষ্ণুনির্দেশবর্ত্তী সেই দেব-দূতগণ সেই নৃপতিকে "ইনি কর্ত্তব্য ধর্ম্ম-কার্য্যবিহীন" মনে করিয়া নরকপথের অদূরে আনয়ন করিল। তৎকালে নৃপতি, সেই পথে গমন করিতে করিতে নরকমধ্যে পীড্য-

নিরয়ে পচ্যমানানামারাবং বিবিধং তদা ॥ ৬
পাপিনাং কথ্যমানানামাক্রন্দমতিদারুণম্।
শ্রুত্বা বিস্ময়বান্ বিপ্র রাজাভূদতিদুঃখিতঃ ॥ ৭
প্রোবাচ দূতান্ কিময়মাক্রন্দো দারুণঃ শ্রুতঃ।
কিমত্র কারণং তন্মে সর্ব্বং বক্তুমিহার্হথ ॥ ৮

দূতা উচুঃ।

অত্যন্তব্যক্তমর্য্যাদাঃ পাপাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়েষু সুঘোরেষু তামিস্রাদিষু পাতিতাঃ ॥৯
কৃতপাতকনস্তত্র প্রাণত্যাগাদনন্তরম্।
যাম্যং পন্থানমাশ্রিত্য দুঃখমশ্নন্তি দারুণম্ ॥ ১০
যমস্য পুরুষৈর্ঘোরৈঃ কৃষ্যমাণা ইতস্ততঃ।
অন্ধকারে নিপতিতা ভক্ষ্যন্তে হ্যতিদারুণৈঃ ॥
শ্বভিঃ শৃগালৈঃ ক্রব্যাদৈঃ কাককঙ্কবকাদিভিঃ।
অগ্নিমুখৈর্বৃকব্যাঘ্রৈর্ভুজগৈর্বৃশ্চিকাদিভিঃ ॥১২
অগ্নিনা দহ্যমানাশ্চ তুদ্যমানাশ্চ কণ্টকৈঃ।
ক্রকচৈঃ পাট্যমানাশ্চ পীড্যমানাশ্চ তৃষ্ণয়া ॥১৩
ক্ষুধয়া বাধ্যমানাশ্চ ঘোরৈর্ব্যাধিগণৈস্তথা।

পূয়শোণিতগন্ধেন মূর্চ্ছ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৪
কথ্যন্তে কথিতে তৈলে তাড্যন্তে মুষলৈঃ কচিৎ
আয়সীষু প্রপচ্যন্তে শিলাসু কচিদেব চ ॥ ১৫
কচিদ্বান্তমথাশ্নন্তি কচিৎ পূয়মসৃক্ কচিৎ।
কেশশোণিতমাংসাসৃগ্-বসাস্থিনিকরেষু চ ॥১৬
আশ্রিতাঃ কুণপাঃ পশ্চাৎ কীর্ণাসু ভূমিষু কচিৎ
শাবদুর্গন্ধনীরন্ধ্র সজ্ঘাদ্রিশতকোটিষু ॥ ১৭
করপত্রশিলাপাতপ্রবিনিষ্টতলেষু চ।
লোহতৈলবসাস্তম্ভ-কূটশাল্মলিসদ্মসু ॥ ১৮
ক্ষুরকণ্টককীলোগ্র-জ্বালাক্ষুব্ধবিভীতিষু।
তপ্তবৈতরণীপূয়-পূরিতেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৯
আসিপত্রবনোৎকৃত্ত-নরনারীতনুষু চ।

মান রোদনপরায়ণ জীবগণের বিবিধ খেদ-সূচক শব্দ শ্রবণ করিলেন। বিপ্র! তিনি প্রপীড়িত রোরুদ্যমান পাপিগণের নিদারুণ শব্দশ্রবণে অতীব দুঃখিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি বিষ্ণুদূতগণকে কহিলেন,—এ কি দারুণ শব্দ শুনিতেছি? ইহার কারণ কি? আমায় এতৎ সমুদয় বিষয় বলুন। বিষ্ণুদূতগণ কহিলেন,—মর্য্যাদাবিহীন পুণ্যবিবর্জ্জিত পাপিষ্ঠ জন্তু সকল তামিস্রাদি ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। পাপাচারী প্রাণিগণ প্রাণত্যাগানন্তর যমমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। ১—১০। শৃগাল, কুক্কুর, কাক, কঙ্ক, বক, অগ্নিমুখ, বৃক, ব্যাঘ্র, ভুজগ, বৃশ্চিকাদি এবং মাংসাশী—রাক্ষসা দমূর্ত্তিধারী অতিনির্দ্দয় ঘোরাকৃতি যমদূতগণ পাপীদিগকে ঘোর অন্ধকারময় স্থানে নিপাতিত করিয়া ইতস্ততঃ আকর্ষণ করত ভক্ষণ করিয়া থাকে। কোথাও পাপিগণ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ, কোথাও কণ্টকনিচয় দ্বারা বিদ্ধ, কোথাও করপত্র দ্বারা ছেদিত, কোথাও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত, কোথাও বিবিধব্যাধিসমূহে ব্যথিত, কোথাও পূয়শোণিতগন্ধে পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছিত, কোথাও সুতপ্ত তৈলে ভর্জ্জিত, কোথাও মুষলাঘাতে তাড়িত ও কোথাওবা লৌহময়ী শিলাভূমিতে আক্ষিপ্ত হইতেছে। পাপাচারী ব্যক্তিগণ, কোন স্থানে স্বয়ং ভুক্তদ্রব্য বমন করিয়া স্বয়ংই ভোজন করিতেছে এবং কোথাও পূয় ও কোথাও বা শোণিত পান করিতেছে। কোথাও কেশ, শোণিত, মাংস, বসা ও অস্থিসমূহে ভূমিতল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং তাদৃশ শোণিতাদিকীর্ণ ভূতলে কোথাও বা প্রভূত শবদেহ অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে পর্ব্বতাকার দুর্গন্ধময় নিবিড় শবরাশি দৃষ্ট হইতেছে। তথাকার তলভাগ নিরন্তর করপত্র ও শিলানিচয়পাত-নিবন্ধন অতীব অসহনীয় উত্তপ্ত। কোনস্থানে মায়াময় শাল্মলী গৃহসকল অবস্থিত রহিয়াছে, ঐ গৃহ-সমূহের স্তম্ভসকল, তীক্ষ্ণাগ্রলৌহ, তৈল ও বসাদ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং তথায় চতুর্দ্দিক্ ক্ষুর, কণ্টক ও কীলকাদির উগ্র প্রভায় দুর্দ্দৃশ্য হওয়ায় সকলেরই ভীতি উৎপাদন করিতেছে। পৃথক্ পৃথক্ স্থান বৈতরণীনদীর উত্তপ্ত পূয়সমূহে পরিপূর্ণ।

ঘোরান্ধকারদহন-দারুণেষু মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২০
পচ্যমানা রুদন্তশ্চ দারুণং বিবিধৈঃ স্বরৈঃ।
কণ্ঠেষু বদ্ধপাশাশ্চ ভুজঙ্গাবেষ্টিতাঃ কচিৎ ॥ ২১
কূটাগারে ভ্রাম্যমাণাঃ শরীরৈর্যাতনোচিতৈঃ।
পীড্যন্তে পাপিনো রাজন্ ক্রন্দন্তোঽমী বিকর্ম্মিণঃ ॥২২
সহিতং বিষয়াস্বাদৈঃ ক্রন্দনং তৈর্ব্বিধীয়তে।
ভুজ্যতে চ কৃতং পূর্ব্বমেতৎসর্ব্বৈশ্চ জন্তুভিঃ ॥
পরস্ত্রীষু কৃতঃ সঙ্গঃ প্রীতয়ে দুঃখদো হি সঃ।
মুহূর্ত্তবিষয়াস্বাদোঽনেককল্পান্তদুঃখদঃ ॥ ২৪
বপুষস্তব রাজেন্দ্র প্রাতঃস্নাতস্য মাধবে।
বিধিনা পবনস্তৈস্তে প্রাপ্য স্পর্শঞ্চ ভাসনাম্ ॥
লব্ধসৌখ্যাঃ ক্ষণং জাতা মহসাপ্যায়িতাস্তব।
আক্রন্দরহিতা জাতাস্তেনৈতে নিরয়ং গতাঃ ॥
নামাপি পুণ্যশীলানাং শ্রুতং সৌখ্যায় কীর্ত্তিতম্
জায়তে তদ্বপুঃস্পর্শ-বায়ুঃ স্পর্শসুখাবহঃ ॥২৬

যম উবাচ।

ইতি দূতবচঃ শ্রুত্বা স রাজা করুণানিধিঃ।
প্রত্যুবাচ হ তান দূতান্ বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥২৮
কোমলং হৃদয়ং নূনং সাধূনাং নবনীতবৎ।
বহ্নিসন্তাপসন্তপ্তং তদ্‌যথা দ্রবতি স্ফুটম্ ॥ ২৯

রাজোবাচ।

নার্ত্তজন্তূনহং হিত্বা পীড়িতো গন্তুমুৎসহে।
স পাপিষ্ঠো হি আর্ত্তানাং শোকং নাপহরেৎ ক্ষমঃ ॥ ৩০
মদঙ্গসঙ্গমোৎসৃষ্ট-বায়ুস্পর্শেন তে যদি।
জন্তবঃ সুখিনো জাতাস্তস্মাত্তত্র নয়ন্তু মান্ ॥৩১
পরতাপচ্ছিদো যে তু চন্দনা ইব চন্দনাঃ।
পরোপকৃতয়ে যে তু পীড়ান্তে কৃতিনো হি তে

মধ্যে মধ্যে অসিপত্রবনে নরনারীগণের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে। কোথাও ঘোর অন্ধকার ও কোথাও বা ভীষণ অগ্নিরাশি দেদীপ্যমান হইতেছে। পাপিগণ ঐ সকল স্থানে প্রপীড়িত হইয়া বিবিধস্বরে রোদন করিতেছে। কোথাও পাপী সকল কণ্ঠদেশে পাশবদ্ধ ও ভুজঙ্গবেষ্টিত এবং কোথাও বা যাতনাভোগোপযোগী শরীরে কূটাগার-নিচয়ে ভ্রাম্যমাণ হইয়া প্রপীড়িত হইতেছে। রাজন্! অসৎকার্য্যকারী ঐ পাপাত্মারাই ঐরূপ ক্রন্দন করিতেছে। ঐ সকল পাপী জন্তুগণ পূর্ব্বে যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছে, তাহারই এইরূপ ফলভোগ হইতেছে। উহারা যে সমস্ত পাপজ বিষয় উপভোগ করিয়াছে, তাহারই উল্লেখের সহিত এইরূপ ক্রন্দন করিতেছে। প্রীতির নিমিত্ত লোকে যে পরস্ত্রীসঙ্গ করে, তাহা কেবল দুঃখপ্রদ; ফলে মুহূর্ত্তকাল সুখকর বিষয়াস্বাদে অনেক কল্পান্তকাল দুঃখ ভোগ করিতে হয় ।১১—২৪ রাজেন্দ্র! তুমি বৈশাখমাসে যথাবিধি প্রাতঃস্নান করিয়াছিলে বলিয়া পবিত্রতাজনক ত্বদীয় দেহ-পবনস্পর্শে এই নরকবাসিগণ ক্ষণকালের জন্য সুখী হইয়াছে এবং তোমা-দ্বারা সহসা আপ্যায়িত হইয়াছে বলিয়াই অধুনা উহাদিগের ক্রন্দন-ধ্বনি প্রশমিত হইতেছে। এই জন্যই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—পুণ্যাত্মাদিগের নাম শ্রবণেও সুখ লাভ হইয়া থাকে; দেখ,ত্বদীয় দেহবায়ুস্পর্শে নারকীদিগেরও সুখোদয় হইয়াছে। যম কহিলেন,—করুণানিধি সেই রাজা, বিষ্ণুদূত-গণের এতদ্বাক্য শ্রবণে অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ বিষ্ণুর সেই দূতগণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। সাধুদিগের হৃদয় যখন অন্যের সন্তাপানলে সন্তপ্ত হইলে দ্রবীভূত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা নবনীতবৎ কোমল। তজ্জন্যই রাজা বলিলেন,—"আমি ক্লেশপীড়িত প্রাণি-গণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করি না," যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়াও আর্ত্তগণের শোক হরণ না করে, সে নিঃসন্দেহ পাপিষ্ঠ। নরকবাসী জন্তুগণ যদি মদীয় দেহবায়ুস্পর্শে সুখী হইয়া থাকে, তবে আমাকে সেই নরকে লইয়া চলুন। যাহারা চন্দনবৎ পরসন্তাপহারী, তাহারাই প্রাকৃত চন্দনপদবাচ্য এবং যাহারা পরোপকারার্থ ক্লেশ সহ্য করে, তাহারাই

সন্তস্ত এব যে লোকে পরদুঃখবিদারণাঃ।
আর্ত্তানামার্ত্তিনাশার্থং প্রাণা যেষাং তৃণোপমাঃ।
তৈরিয়ং ধার্য্যতে ভূমির্নরৈঃ পরহিতোদ্যতৈঃ।
মনসো যৎ সুখং নিত্যং স স্বর্গো নরকোঽপরম্‌।
তস্মাৎ পরসুখেনৈব সাধবঃ সুখিনঃ সদা ॥ ৩৪
বরং নিরয়পাতোঽত্র বরং প্রাণবিয়োজনম্‌।
ন পুনঃ ক্ষণমার্ত্তানামার্ত্তিনাশমৃতে সুখম্‌ ॥ ৩৫
দূতা উচুঃ।
জন্তবো নিরয়ে ঘোরে পচ্যন্তে তত্র পাপিনঃ।
স্বকর্ম্মৈবোপভুঞ্জানা মোহস্থানং ন বিদ্যতে ॥
যৈর্ন দত্তং হুতং তীর্থে পুণ্যে স্নানং ন বা কৃতম্‌।
পুনর্নোপকৃতং নৃণাং সুকৃতং ন কৃতং পরম্‌ ॥
নেষ্টং ন তপ্তং নো জপ্তং যৈর্ন হৃষ্টতয়া নৃপ।
পরস্মিন্নিহ ঘোরেষু পচ্যন্তে নিরয়েষু তে ॥ ৩৮
দুঃশীলা যে দুরাচারা ব্যবহারেষ নিন্দিতাঃ।
পরাপকারিণঃ পাপ-কারিণো দুর্ব্বিহারিণঃ ॥ ৩৯
এহি ভূপ মহাভাগ গচ্ছামো হরিমন্দিরম্‌।
ন তে পুণ্যবতো যুক্তমিহ স্থাতুমতঃ পরম্‌ ॥ ৪০
বিদারিণো হি মর্ম্মোক্ত্যা পাপাঃ পরস্বদাং হি যে।
নিরয়েষ্বপি পচ্যন্তে যে পরস্ত্রীবিহারিণঃ ॥ ৪১
রাজোবাচ।
যদ্যহং সুকৃতী দূতাঃ কস্মাদস্মিন্‌ মহাভয়ে।
যাতনামার্গ আনীতঃ কিং ময়া সুকৃতং কৃতম্‌ ॥
ময়া ন সুকৃতং তাদৃক্‌ কৃতং বৈ কামশালিনা।
কথং হরিপুরং গন্তা সংশয়ং ছেত্তুমর্হথ ॥ ৪৩
দূতা উচুঃ।
সুকৃতং ন কৃতং সত্যং ত্বয়া কামবশাত্মনা।
নেষ্টং যজ্ঞৈর্ন বা যজ্ঞাবশিষ্টং ভবতাশিতম্‌ ॥
কিন্তু মাধবমাসে যদ্বিধিনা বৎসরত্রয়ম্‌।
প্রাতঃ স্নাতং গুরুবচঃপ্রেরিতেন ত্বয়া পুরা ॥
ভক্ত্যা সম্পূজিতো বিষ্ণুর্বিশেষো মধুসূদনঃ।

যথার্থই কৃতী। যাহারা আর্ত্তব্যক্তিগণের আর্ত্তিনিবারণার্থ আত্মপ্রাণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে, জগতে সেই সকল পরদুঃখাপহারী মানবই সাধু বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরহিতোদ্যত সেই সাধুগণই এই ভূতলকে রক্ষা করিতেছেন। মনের যে নিত্য সুখ, তাহাই প্রকৃত স্বর্গ, আর মানসিক ক্লেশই নরক বলিয়া কথিত হয; তজ্জন্যই সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদা পরসুখে সুখী হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমার নরকাবস্থান বা প্রাণত্যাগও বরং ভাল; কিন্তু আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের আর্ত্তিনাশ ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার ক্ষণকালের নিমিত্ত সুখ হইবে না। রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে বিষ্ণুদূতগণ কহিলেন,—পাপিগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই ঘোর নরকে যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, ইহাতে তোমার এরূপ মোহ হইবার কোন কারণ নাই। হে নৃপ! যাহারা সানন্দচিত্তে দান, হোম, তীর্থস্নান, মানবগণের উপকার, দেবতাপূজন, তপশ্চরণ, ইষ্টমন্ত্রজপ বা অন্যপ্রকার সুকৃত না করে; যাহারা দুঃশীল, দুরাচার, ব্যবহার কার্য্যে নিন্দিত, পরাপকারী, দুর্ব্বিহারী ও পাপাচারী তাহারাই পরলোকে ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। হে মহাভাগ ভূপ! এস, আমরা এক্ষণে বৈকুণ্ঠে গমন করি; তুমি পুণ্যাত্মা, তোমার আর এস্থানে থাকা উচিত নহে। যাহারা কটুবাক্যে অপরের মর্ম্ম বিদারণ করে এবং যাহারা পরস্ত্রীতে বিহার করে, তাহাদিগকেও নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ৩২—৪১। তৎশ্রবণে রাজা বলিলেন,—হে বিষ্ণুদূত! আমি যদি পুণ্যাত্মাই হই, তবে কি হেতু আমাকে এই মহাভয়জনক নরকমার্গে আনয়ন করিলেন? আমি কি করিয়াছি? আমি কামপরবশ হইয়া কখন ত সুকৃত করি নাই, তবে কি প্রকারে বিষ্ণুলোকে গমন করিব। আমার এই সংশয় ছেদন করুন। বিষ্ণুদূতগণ কহিলেন,—তুমি কামপরতন্ত্র হইয়া কোনরূপ সুকৃত কর নাই সত্য, এবং যজ্ঞানুষ্ঠান বা যজ্ঞাবশেষ ভোজনও কর নাই যথার্থ, কিন্তু তুমি যে মৃত্যুর পূর্ব্বে গুরুবাক্যানুসারে বৎসরত্রয় বৈশাখমাসে যথা-

মহাপাপাতিপাপৌঘনিহন্তা ভক্তবৎসলঃ ॥৪৬
সর্ব্বৈকসারেণ পুনস্তেনৈকেন নরেশ্বর।
নীয়সে বিষ্ণুভবনং পূজ্যমানো মরুদ্গণৈঃ ॥৪৭
যথৈব বিস্ফুলিঙ্গেন জ্বাল্যতে তৃণসঞ্চয়ঃ।
প্রাতঃস্নানেন বৈশাখে তথাঘৌঘো নরেশ্বর॥
তাবন্নপুষি পাপানি প্রভবন্তি নরেশ্বর।
যাবন্ন মাধবে মাসে তীর্থে মজ্জতি চোষসি॥
বৈশাখে মাসি যো যুক্তো যথোক্তনিয়মৈর্নরঃ।

ব্রজেৎ ॥৫০
আজন্মতো ন সুকৃতং যত্ত্বয়াস্তৎ পুরা কৃতম্।
তেন ত্বং নিরয়স্থানমার্গং নীতো নরেশ্বর ॥৫১
অথ ভূমিপতে তূর্ণমস্মাভিশ্চ মরুদ্গণৈঃ।
স্তূয়মানো বিমানেন গচ্ছ গোবিন্দমন্দিরম্ ॥৫২

যম উবাচ।

ততস্তু করুণাবার্দ্ধিস্তেষাং শোকেন পীড়িতঃ।
ভূপতিঃ শ্রীহরের্দূতান্ বিনয়েনাহ বাড়ব ॥৫৩
ঐশ্বর্য্যস্যাভিজাতস্য গুণানাং সুকৃতস্য চ।
সন্তঃ ফলং হি মন্যন্তে হ্যার্ত্তানাং পরিরক্ষণম্॥
যদ্যস্তি সুকৃতং কিঞ্চিন্মম তেনৈব জন্তবঃ।
স্বর্গং গচ্ছন্তু মুক্তাগাঃ স্থানে চৈষাং বসাম্যহম্
এবং ভূপবচঃ শ্রুত্বা দূতা বিষ্ণোর্ম্মনোহরাঃ।
ঔদার্য্যং সত্যমেতস্য ধ্যায়ন্তো জগদুর্নৃপম্॥

দূতা উচুঃ।

অনেন তব কারুণ্য-ধর্ম্মেণ বচসা নৃপ।
বভূব বৃদ্ধির্দ্ধর্ম্মস্য সঞ্চিতস্য বিশেষতঃ ॥৫৭
স্নানং দানং জপো হোমস্তপো দেবর্চ্চনাদিকম্
কৃতং যন্মাধবে মাসি তদনন্তফলং হ্যভূৎ ॥৫৮
স্বর্গে যজ্বা চ দাতা চ ক্রীড়তে ত্রিদশৈঃ সহ।
বাপীষু হেমপদ্মাসু কল্পবৃক্ষযুতাসু চ।
গীয়মানো মুদং যাতি গীর্ব্বাণরমণীগণৈঃ॥ ৫৯

বিধি প্রাতঃস্নান এবং মহাপাতক ও অতিপাতকাদি অখিলপাপনিহন্তা ভক্তবৎসল বিশ্বেশ্বর ভগবান্ মধুসূদনকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়াছ, হে নরেশ্বর! অখিল কার্য্যের সার একমাত্র সেই কার্য্য হেতুই দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া বৈকুণ্ঠধামে নীত হইতেছ। নরবর! স্ফুলিঙ্গমাত্র অগ্নিদ্বারাই যেমন প্রভূত তৃণরাশি ভস্মীভূত হয়, একমাত্র বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান দ্বারাও তদ্রূপ নিখিলপাপপুঞ্জ দগ্ধ হইয়া যায়। নরেশ্বর! মানব যাবৎকাল না বৈশাখমাসে উষাকালে তীর্থজলে অবগাহন করে, তাবৎকালই মানবশরীরে বিবিধ পাতক প্রভুত্ব করিয়া থাকে। যে মানব, বৈশাখমাসে ভগবান্ হরির প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া যথোক্ত নিয়মপরায়ণ হয়, সে রাশি রাশি অতিপাতক হইতেও মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। নরেশ্বর! তুমি যে জন্মাবধি অন্যপ্রকারে কোনরূপ সুকৃতাচরণ কর নাই, তজ্জন্যই নরকমার্গে আনীত হইয়াছ। হে ভূমিপতে! অতঃপর তুমি দেবগণ ও আমাদিগের কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ত্বরায় বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে গমন কর।২৫—৫২। যম বলিলেন,—হে বাড়ব! অনন্তর করুণাসাগর ভূপতি নরকবাসীদিগের দুঃখে কাতর হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে সবিনয়ে কহিলেন,—'আর্ত্তগণের পরিরক্ষণকেই পণ্ডিতগণ ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, গুণগ্রাম, ও সুকৃতের ফল মনে করেন। অতএব আমার যদি কিঞ্চিৎ সুকৃত থাকে, তবে সেই পুণ্যে এই নারকী জন্তুগণ নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করুক, আমি ইহাদিগের স্থানে বাস করি। বিষ্ণুদূতগণ ভূপালের এবম্বিধ মনোহর বাক্য শ্রবণে মনে মনে তদীয় অকৃত্রিম ঔদার্য্যের বিষয় চিন্তা করত নৃপতিকে কহিলেন,—হে নৃপ! ত্বদীয় এতাদৃশ বাক্যে ও দয়াধর্ম্মে ত্বদীয় সঞ্চিত সুকৃতের সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। তুমি বৈশাখমাসে স্নান, দান, জপ, হোম, তপশ্চরণ ও দেবার্চ্চনাদি যাহা কিছু করিয়াছ, তৎসমস্তই অনন্তফলজনক হইয়াছে। ফলে, যাগকর্ত্তা ও দাতা স্বর্গধামে কল্পবৃক্ষবিরাজিত হেমপদ্ম-সুশোভিত বাপীনিচয়ে ত্রিদশগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং দেবাঙ্গনাগণ

জলান্নদানতো লোকং লভতে বারুণং শুভম্
কুলানি হেলয়া সপ্ত সন্তারয়তি গোপ্রদঃ।
হয়ং দত্ত্বা রবের্লোকং যাতি বিদ্যাপ্রদো নরঃ
ব্রহ্মলোকং তথা হেমদানাদ্যাতি সুরালয়ম্।
যাতি দেহী দয়াকন্যা-দানাদ্যৈর্দ্দেবলোকতাম্।
মাধবে মাসি যঃ স্নাত্বা দত্ত্বা সম্পূজ্য মাধবম্।
অবাপ্য সকলান্ কামান্ প্রয়াতি হরিমন্দিরম্
একতোঽপি তপোদান-ক্রতুস্বত্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
একতো বিধিবন্মাসো মাধবশ্চরিতো মহান্॥৬৪
তস্য মাধবমাসস্য দিনৈকস্যাপি ভূপতেঃ।
কৃতং যৎ সুকৃতং ভক্তে সর্ব্বদানাধিকং পরম্
কারুণ্যেন দিনৈকস্য পুণ্যং দেহি ধরাপতে।
নিরয়ে পচ্যমানেভ্যো দুঃখিতেভ্যো দয়ানিধে
ন দয়াসদৃশো ধর্ম্মো ন দয়াসদৃশং তপঃ।
ন দয়াসদৃশং দানং ন দয়াসদৃশঃ সখা॥ ৬৭
পুণ্যদঃ পুণ্যমাপ্নোতি নরো লক্ষগুণং সদা।
কারুণ্যেন বিশেষাত্তে ধর্ম্মবৃদ্ধিস্ততোঽভবৎ।
দুঃখিতানাং হি ভূতানাং দুঃখোদ্ধর্ত্তা হি যো নর
স এব সুকৃতী লোকে জ্ঞেয়ো নারায়ণাংশজঃ
মাধবে মাসি পূর্ণায়াং স্নানদানাদিকং ত্বয়া।
যত্তীর্থে বিহিতং বীর সর্ব্বাঘবিনিসূদনম্॥ ৭০
তদেভ্যো দেহি বিধিবৎ কৃত্বা সাক্ষ্যে হরিং প্রভুম্।
ত্রিবাচিকঞ্চ নিরয়াদ্যেনামী স্বর্গমাপ্নুয়ুঃ॥ ৭১
কপোতার্থং স্বমাংসানি কারুণ্যেন পুরা শিবিঃ
দত্ত্বা দয়ানিধিঃ স্বর্গে স জাতঃ কীর্ত্তিবারিধিঃ॥
দধীচিরপি রাজর্ষির্দত্ত্বাস্থিচয়মাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যকৌমুদীং কীর্ত্তিং লব্ধবান্স্বর্গমক্ষয়ম্
সহস্রজিচ্চ রাজর্ষিঃ প্রাণানিষ্টান্মহাযশাঃ।
ব্রাহ্মণার্থে পরিত্যজ্য গতো লোকানমুত্তমান্

কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে। এইরূপ মানব, অন্নজল দান করিলে সুখময় বারুণলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি গো দান করে, সে অনায়াসে সপ্তকুল নিস্তার করিয়া থাকে। অশ্ব দান করিলে সূর্য্যলোকে ও বিদ্যা দান করিলে মানব ব্রহ্মলোকে গমন করে হেমদানে সুরালয় প্রাপ্ত হয়, এবং দয়া, ও কন্যাদানাদির ফলে দেবলোক প্রাপ্ত হয়। মানবগণ মাধবমাসে প্রাতঃস্নান, নারায়ণপূজা ও যথোচিত দান করিলে সমুদয় অভীষ্ট উপভোগপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। একদিকে তপোদানযজ্ঞাদি সমুদয় কার্য্য ও একদিকে বৈশাখমাসে স্নানদানাদি মহৎকার্য্যানুষ্ঠান জানিবে। ভূপতে! অধিক কি, তুমি বৈশাখমাসের একদিনমাত্রও যে সুকৃতাচরণ করিয়াছ, তাহা তোমার সর্ব্ববিধ দানাদি হইতেও সমধিক ফলপ্রদ হইয়াছে। অতএব হে দয়ানিধে ধরাপতে! তুমি কারুণ্যবশতঃ নরকপীড়িত দুঃখার্ত্ত এই ব্যক্তিগণকে বৈশাখমাসীয় একদিনমাত্রের পুণ্য দান কর। দয়াদৃশ ধর্ম্ম, দয়াসদৃশ তপস্যা, দয়াসদৃশ দান বা দয়াসদৃশ সখা আর নাই। সর্ব্বসময়েই পুণ্যপ্রদ মানব লক্ষগুণ অধিক পুণ্য প্রাপ্ত হয়, বিশেষতঃ তুমি যখন কারুণ্যবশে দান করিতেছ, তখন তোমার তাহাপেক্ষাও সমধিক ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে। যে মানব, দুঃখিত ব্যক্তিগণের দুঃখ হরণ করিতে পারে, সে-ই পরমসুকৃতিশালী এবং নারায়ণের অংশজাত জানিবে; হে বীর! তুমি বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাতে তীর্থস্থানে সর্ব্বপাপবিনাশন যে স্নান-দানাদি করিয়াছ, ভগবান্ হরিকে যথাবিধি বারত্রয় সাক্ষী করিয়া ইহাদিগকে দান কর, তাহাতেই ইহারা নরক হইতে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে দয়ানিধি শিবিরাজ দয়াপরবশ হইয়া কপোতের প্রাণরক্ষার্থ স্বমাংস দান করিয়া স্বর্গধামে কীর্ত্তিসাগর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। রাজর্ষি দধীচিও নিজ অস্থিনিচয় দান করিয়া ত্রিলোকোদ্ভাসিনী কীর্ত্তি ও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। মহাযশাঃ রাজর্ষি সহস্রজিৎও ব্রাহ্মণার্থে স্বীয় প্রিয়প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বোত্তম লোকনিচয় প্রাপ্ত

না স্বর্গে নাপবর্গেঽপি তৎসুখং লভতে নরঃ।
যদার্ত্তজন্তুনির্ব্বাণ-দানোত্থমিতি নো মতিঃ ৭।
সর্ব্বেষু দানজাতেষু পুরাজাতেষু ভূপতে।
কর্ম্মণা তেন সংখ্যাতুং ধুরি ধৈর্য্যং নিয়োজ্য চ
দৃষ্ট্বা তব ধিয়ং সৌম্য দয়াদানসুনিশ্চলাম্।
অস্মাভিরপি তুৎসাহঃ ক্রিয়তে বেদবাদিভিঃ
যদি তে রোচতে রাজন্নবিলম্বতয়া ততঃ।
তদেভ্যো দেহি তৎপুণ্যং যাতনাদুঃখদাহকম্
ইত্যুক্তঃ স তদা দেবং কৃত্বা সাক্ষ্যে গদাধরম্
তেভ্যস্ত্রিয়াচিকং পুণ্যং দয়াবান্‌বিধিনা দদৌ।
দত্তে মাধমাসস্য তস্মিন্নেকদিনোদ্ভবে।
মুক্তে জন্তবো যাম্যযাতনাদুঃখবর্জ্জিতাঃ।৮০
বিমানবরমারূঢ়াস্তে সর্ব্বে ত্রিদিবং যযুঃ।

হইয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় মানব, দুঃখার্ত্ত জীবগণকে শান্তিদান করিয়া যাদৃশ সুখলাভ করিতে পারে, স্বর্গ বা মোক্ষ-লাভেও তাদৃশ সুখলাভ হয় না। হে ভূপতে! পূর্ব্বে মানবগণ কর্ত্তৃক যত-প্রকার দানক্রিয়া হইয়াছে, তোমার এই কার্য্য দর্শনে আমরা ধীরতা অব-লম্বন করিয়াও ইহা যে তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন প্রকার, তাহা গণনা করিতে পারিতেছি না। হে সৌম্য! ত্বদীয় দয়াদান বিষয়ে সুনিশ্চলা মতি দর্শনে বেদবাদী আমরাও ইহাতে উৎসাহ প্রদান করিতেছি। রাজন্! যদি তোমার একান্ত অভিপ্রেত হয়, তবে অবিলম্বে ইহাদিগকে যাতনাদুঃখনাশক স্বীয় তৎপুণ্যফল প্রদান কর। তৎকালে সেই দয়াবান্ ভূপতি বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া দেব গদাধরকে বারত্রয় তৎকার্য্যের সাক্ষী করিয়া সেই নরকবাসীদিগকে যথাবিধি পুণ্য দান করিলেন। ভূপতি এইরূপে বৈশাখমাসীয় একদিনের মাত্র পুণ্য দান করিলেই সেই নরকবাসী জন্তুসকল যম-যাতনাদুঃখ পরিহারপূর্ব্বক দিব্যবিমানারো-হণে নৃপতিকে সানন্দচিত্তে নিরীক্ষণ, প্রণাম

প্রণমন্তস্তবন্তস্তং পশ্যন্তঃ সম্প্রহর্ষিতাঃ। ৮১
নৃপেণ দত্তং তদবাপ্য পুণ্যং
বৈশাখমাসস্য দিনাভিজাতম্।
সর্ব্বে যযুস্তে নরকাদ্বিমুক্তা
দিবং বিমানাধিগতা বিচিত্রম্ ॥ ৮২
সংস্তূয়মানো মুনিদেবসঙ্ঘৈ-
র্যস্তদ্বিশেষেণ চ লব্ধপুণ্যঃ।
পরং পদং যোগিবরৈরলভ্যং
যযৌ জগন্নাথগণাভিবন্দ্যঃ। ৮৩
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬১।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যম উবাচ।
এতন্মাধবমাসস্য সমাসাৎ কিঞ্চিদীরিতম্।
মাহাত্ম্যং পূর্ণিমায়াশ্চ বিশেষাদ্দ্বিজসত্তম ॥ ১
বৈশাখমাসে মধুসূদনস্য
প্রিয়ং য এতৎপঠতীতিহাসম্।

ও স্তুতিবাদ করিতে করিতে সুরপুরে গমন করিতে থাকিল। বাড়ব! নৃপতি মহীরথ-প্রদত্ত বৈশাখমাসীয় একদিনজাত পুণ্যমাত্র প্রাপ্ত হইয়াই সমুদয় নরকবাসিগণ নরক হইতে বিমুক্ত হইয়া বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক বিচিত্র স্বর্গধামে গমন করিয়াছিল। ভূপবর মহীরথও সমধিক পুণ্য লাভ করিয়া মুনিগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত এবং বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিত হইয়া যোগিবরগণদুষ্প্রাপ্য পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। ৬৮—৮৩।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যা ।

যম বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আমি সংক্ষেপে বৈশাখমাসের বিশেষতঃ বৈশাখী পূর্ণিমার এই যৎকিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য তোমায়

স যাতি কৃষ্ণালয়মাশু পূতঃ
কল্পাননেকানিহ মোদতে চ ॥ ২
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যমিদং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
স্বর্গ্যং শ্রীদং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণম্ ॥ ৩
ইদং মাধবমাসস্য মাহাত্ম্যং মাধবপ্রিয়ম্।
চরিতং ভূপতেস্তস্য সংবাদং চাবয়োর্নরঃ ॥৪
শ্রুত্বা পঠিত্বা বিধিবদনুমোদ্য মনঃপ্রিয়ম্।
লভেদ্ভক্তিং ভগবতি যয়া স্যাৎ ক্লেশসঙ্ক্ষয়ঃ ॥
অথ গচ্ছ মহাভাগ দেবলোকাদিতো ভবান্।
নিপাত্য ভুবি তে দেহং রুদন্ত্যদ্যাপি বান্ধবাঃ
বিলপ্যমানৈরপি বন্ধুভিস্তে
ন যাবদগ্নৌ তব যচ্ছরীরম্।
প্রক্ষিপ্যতে হন্ত জবেন তাবদ্-
যাহি স্বয়ং সুপ্ত ইব প্রবুদ্ধঃ ॥ ৭
মম প্রসাদাদিহ পুণ্যযোগঃ
শ্রুতো যথাবত্তমিমং বিধেহি।
বিধানতো বৈ সময়ে সমং তে
সমাগমোঽস্তে ভবিতা সুরৈশ্চ ॥ ৮
সূত উবাচ।
ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা নত্বা ধর্ম্মাধিপং ততঃ।
পুনঃ পপাত স ইহ পরিতুষ্টমনা দ্বিজঃ ॥ ৯
ধর্ম্মরাজপ্রসাদেন তত্রস্তত্র মহীতলে।
সংসুপ্ত ইব চোত্তস্থৌ বন্ধুবর্গসমন্বিতঃ ॥ ১০
বিধিমেনং দ্বিজো ভূমৌ বর্ষে বর্ষে চ স স্বয়ম্
চকার কারয়ামাস মাধবস্নপনং পরম্ ॥ ১১
যমব্রাহ্মণসংবাদো ময়ায়ং বোধিতো হি বঃ।
তস্য মাধবমাসস্য পুণ্যস্নানপ্রসঙ্গতঃ॥ ১২
বৈশাখমাসে সততং হরিপ্রিয়ে
স্নানং বিদধ্যাচ্চ দদাতি ভক্ত্যা।
দানঞ্চ হোমং সুকৃতং তথা বুধো
হরেঃ পদং তস্য ন দুর্লভং কদা ॥ ১৩
যঃ শৃণোত্যেকচিত্তেন মাহাত্ম্যং মেষসূর্য্যজম্

বলিলাম। যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসে মধুসূদনের এই প্রিয় ইতিহাস পাঠ করে, সে পবিত্র হইয়া ত্বরায় বিষ্ণুলোকে গমন করে এবং তথায় বহুকল্প আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। এই ইতিবৃত্ত সর্ব্ব প্রশংসনীয়, যশস্কর, আয়ুর্বৃদ্ধিকর, স্বর্গপ্রদ, ঐশ্বর্য্যজনক, চিত্তপ্রসাদকর, পাপনাশন ও মহৎ স্বস্ত্যয়নস্বরূপ। যে মানব, এই মাধবপ্রিয় মাধব-মাসমাহাত্ম্য, ভূপতি মহীরথের চরিত্র এবং মনঃপ্রীতিকর আমাদিগের এই সংবাদ যথাবিধি শ্রবণ, পাঠ বা পাঠাদিতে অনুমোদন করে, সে যদ্দ্বারা সংসারক্লেশ বিদূরিত হয়, তাদৃশ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে মহাভাগ! এক্ষণে তুমি এই দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে গমন কর। ত্বদীয় বান্ধবগণ এখনও তোমার দেহ ভূতলে রাখিয়া রোদন করিতেছে। বিলাপপরায়ণ সেই বান্ধবগণ, যাবৎ না তোমার শরীর অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতেছে, তুমি তন্মধ্যে ত্বরায় যাও এবং স্বয়ং নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় প্রবুদ্ধ হও। তুমি মদীয় প্রসাদে যে পুণ্য-যোগের বিষয় শ্রবণ করিলে, অতঃপর যথাবিধি তদ্বিষয় আচরণ কর, উল্লিখিত পুণ্যাচরণ জন্য পরিণামে যথাসময়ে সুরগণের সহিত তোমার সমাগম হইবে। ১-৮। সূত বলিলেন,—সেই দ্বিজবর, এইরূপ দেববাক্য শ্রবণে পরিতুষ্টচিত্ত হইয়া ধর্ম্মরাজকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মরাজপ্রসাদে মহীতলে আসিয়া প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় উত্থিত ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইলেন এবং ভূতলে প্রতিবর্ষে বন্ধু বান্ধবদিগকে যথাবিধি বৈশাখস্নানাদি করাইতে লাগিলেন, স্বয়ংও করিতে লাগিলেন। মুনিগণ! বৈশাখমাসীয় পুণ্যজনক প্রাতঃস্নানপ্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে এই যমব্রাহ্মণসংবাদ পরিজ্ঞাত করাইলাম। যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ভগবান্ হরির প্রিয় প্রতিবৈশাখমাসে ভক্তিসহকারে স্নান দান ও হোমাদি সুকৃত আচরণ করে, কদাপি তাহার হরিপদ দুর্লভ হয় না। যে মানব, একাগ্র চিত্তে বৈশাখমাসীয় এই মাহাত্ম্য-কথা

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
ঋষয় উচুঃ।
সূত সূত মহাপ্রাজ্ঞ ত্বয়াতিকরুণাত্মনা।
বৈশাখমাসমাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং পাপনাশনম্॥১৫
নিয়মা মধুহন্তুর্ষে মাধবে কথিতাস্ত্বয়া।
পূজনং স্নানদানাদ্যং শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ॥১৬
যথা চ মাধবো দেবঃ প্রীয়তে পাপনাশনঃ।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামো ধ্যানং তস্য মহাত্মনঃ।
কৃষ্ণস্য ভক্তবৃন্দানাং প্রিয়স্য ভবতারণম্॥১৭
সূত উবাচ।
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
গোগোপগোপীপ্রাণস্য বৃন্দাবনচরস্য চ॥১৮
একদা নারদঃ পৃষ্টো গোতমেন দ্বিজোত্তমাঃ
স তস্মৈ প্রাহ যদ্ধ্যানং তদ্বক্ষ্যে পাপনাশনম্
নারদ উবাচ।
কুসুমপ্রকরসৌরভোদ্গলিতমাধ্বিকোল্লসৎ-
সুশাখিনবপল্লবপ্রকরনম্রশোভাযুতম্।
প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরী-বেষ্টিতং
স্মরেত সততং শিবং শিতমতিঃ সুবৃন্দাবনম্॥
বিকাশিসুমনোরসাস্বদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্চর-
চ্ছিলীমুখমুখোদ্গতৈর্ম্মুখরিতান্তরং ঝঙ্কৃতৈঃ।
কপোতশুকসারিকা পরভৃতাদিভিঃ পত্রিভি-
র্ব্বিরাণিতমিতস্ততো ভুজগশত্রুনৃত্যাকুলম্॥২১
কলিন্দদুহিতুশ্চলল্লহরি-বিপ্রুষাং বারিভি-
র্ব্বিনিদ্রসরসীরুহোদর-রজশ্চয়োদ্ধূসরৈঃ।
প্রদীপতমনোভবব্রজবিলাসিনীবাসসাং
বিলোলনপরৈর্নিষেবিতমনারতং মারুতৈঃ॥২২
প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং মৌক্তিক-
প্রভাপ্রকরকোরকং কমলরাগনানাফলম্।
স্থবিষ্ঠমখিলর্ত্তুভিঃ সততসেবিতং কামদং
তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ॥

শ্রবণ করে, সে, সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতৎশ্রবণে ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! হে মহাপ্রজ্ঞ! তুমি কারুণ্য প্রকাশ করিয়াই আমাদিগের নিকট পাপনাশন বৈশাখমাসমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে। কিন্তু তুমি যে, বৈশাখমাসে মধুসূদনের প্রীতিকর বর্ত্তব্য নিয়ম এবং পূজন ও স্নানাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছ তৎসমুদয়, যেরূপ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানানুসারে আচরিত হইলে ভগবান্ মাধব প্রীত হন তদ্বিষয়, ও ভক্তপ্রিয় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাপবিনাশন ভবতারণ ধ্যানের বিষয় এক্ষণে আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! শুনুন তবে—গো, গোপ ও গোপীগণের জীবনস্বরূপ বৃন্দাবন-বিহারী জগন্ময় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানাদির বিষয় বলিতেছি। হে দ্বিজোত্তমগণ! একদা গোতম নারদকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহাকে যে ধ্যান বলিয়াছিলেন, আমি সেই সর্ব্বপাপপ্রণাশন ধ্যানের বিষয় কহিতেছি। ৯—১৯।

নারদ বলিয়াছিলেন,—গোতম! পবিত্রাত্মা মানব, যাহাতে তরুরাজিসকল কুসুমনিচয়ের সৌরভ ও গলিত মাধ্বীকাদি দ্বারা সমুল্লসিত ও বিনম্রভাবে শোভমান হইতেছে, প্রফুল্ল নবমঞ্জরী-শোভিত মনোহর লতাজালে তরুসকল বেষ্টিত আছে। মধুকরগণ প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহের রসাস্বাদনে লোলুপ হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করত গুনগুন্ ধ্বনিতে যাহার অভ্যন্তর নিরন্তর নিনাদিত করিতেছে। চতুর্দ্দিকে কপোত, শুক, সারিকা ও কোকিলাদি বিহঙ্গম সকল সুমধুর রব এবং ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। মন্দ মন্দ সমীরণ, বিকসিত কমলনিচয়ের অভ্যন্তরস্থ পরাগ-সংস্পর্শে ধূসরিত হইয়া যমুনার চঞ্চল তরঙ্গাবলীর জলকণাসকল বহন করত মদনোন্মত্ত ব্রজবিলাসিনীদিগের পরিধেয় বসননিচয় সঞ্চালিত করিতে করিতে নিরন্তর যাহার সেবা করিতেছে, তাদৃশ কল্যাণকর বৃন্দাবনকে অগ্রে চিন্তা করিবে। পরে সেই বৃন্দাবন মধ্যে যাহার নব পল্লব সকল বিদ্রুমবৎ, কোরকসকল সমুজ্জ্বল মুক্তাবলীবৎ এবং নানাবিধ ফল সকল স্বর্ণকমলবৎ, সুশোভিত

সুহেমশিখরাচলে উদিতভানুবদ্ভাসুরা-
মধোঽস্য কনকস্থলীমমৃতশীকরাসারিণঃ।
প্রদীপ্তমণিকুট্টিমাং কুসুমরেণুপুঞ্জোজ্জ্বলাং
স্মরেৎপুনরতন্দ্রিতো বিগতষট্তরঙ্গাং বুধঃ।
তদ্রত্নকুট্টিমনিবিষ্টমহিষ্ঠযোগ-
পীঠেঽষ্টপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য।
উদ্যদ্বিরোচনসরোচিরমুষ্য মধ্যে
সঞ্চিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমথো মুকুন্দম্ ॥ ২৫
সুত্রামহেতিদলিতাঞ্জনমেঘপুঞ্জ-
প্রত্যগ্রনীলজলজন্মসমানভাসম্
সুস্নিগ্ধনীলঘনকুঞ্চিতকেশজালং
রাজন্মনোজ্ঞশিতিকণ্ঠশিখণ্ডচূড়ম্ ॥ ২৬
রোলম্বলালিতসুরদ্রুমসূনুসম্পদ্-
যুক্তং সমুৎকচনবোৎপলকর্ণপূরম্।
লোলালিভিঃ স্ফুরিতভালতলপ্রদীপ্ত-
গোরোচনাতিলকমুজ্জ্বলচিল্লিচাপম্ ॥২৭
আপূর্ণশারদগতাঙ্কশশাঙ্কবিম্ব-
কান্তাননং কমলপত্রবিশালনেত্রম্ ॥
রত্নস্ফুরন্মকরকুণ্ডলরশ্মিদীপ্ত-
গণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচারুনাসম্ ॥২৮
সিন্দূরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দ-
মন্দারমন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাশম্।
বন্ধুপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবক্লিপ্ত-
গ্রৈবেয়কোজ্জ্বলমনোহরকম্বুকণ্ঠম্ ॥ ২৯
মত্তভ্রমদ্ভ্রমরঘুষ্টবিলম্বমানাং
সন্তানকপ্রসরদামপরিষ্কৃতাংসম্।
হারাবলীভগণরাজিতপীবরোরো-
ব্যোমস্থলীলসিতকৌস্তুভভানুমন্তম্ ॥ ৩০
শ্রীবৎসলক্ষণসুলক্ষিতমুন্নতাংস-
মাজানুপীনপরিবৃত্তসুজাতবাহুম্।

হইতেছে, ষড়ৃতু সতত যাহাতে বিরাজমান, যাহা সর্ব্বদা স্থিরভাবে অবস্থিত ও সর্ব্বকাম-প্রদ, যাহার পত্রসকল মরকতমণির ন্যায় সুদৃশ্য, তাদৃশ সমুন্নত কল্পপাদপকে চিন্তা করিবে। অনন্তর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি একাগ্র-হৃদয়ে অমৃতশীকরবর্ষী সেই কল্পপাদপের অধোদেশে সুমেরুশিখরোদিত দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল, প্রদীপ্ত মণিময় কুট্টিমশোভিত এবং কুসুম-রেণুপুঞ্জে পিঞ্জরিত,ষড়বিধবিকার-বিহীন স্বর্ণবেদিকা চিন্তা করিবে। তৎপরে উল্লিখিত মণিময় কুট্টিমস্থিত যোগপীঠমধ্যে সমুদিত সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল অষ্টদল কমলের চিন্তা করিয়া তদুপরি সুখাসীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। তাঁহার শরীর-কান্তি, অশনিবিদলিত সুনীল মেঘমালা ও অচিরোদ্গত নীলকমলবৎ কমনীয়; কেশ-কলাপ সুস্নিগ্ধ নীলবর্ণ কুঞ্চিত ও ঘন এবং মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া বিরাজ-মান। তদীয় কর্ণযুগলে প্রস্ফুটিত নবোৎ-পল ভ্রমরাবলীবিরাজিত মন্দার পুষ্পবৎ শোভা পাইতেছে, ললাটফলকে গোরো-চনাবিনির্ম্মিত সমুজ্জ্বল তিলকাবলীর চতু-র্দ্দিকে অলিকুল সঞ্চরণ করায় উহার অপূর্ব্ব-মাধুরী প্রকাশ পাইতেছে এবং সমুজ্জ্বল ভ্রূযুগল যেন শরাসনের ন্যায় সৌন্দর্য্য-বিস্তার করিতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডল, নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, লোচন-যুগল কমলপত্রবৎ বিশাল, মুকুরোপম বিমল গণ্ডস্থল রত্নরাজি-বিরাজিত মকরাকৃতি কুণ্ডল-প্রভায় দেদীপ্যমান, নাসিকা অতি সুদৃশ্য ও সমুন্নত। তদীয় অধর, সিন্দুর অপেক্ষা সমধিক সুন্দরতর এবং ইন্দু, কুন্দ, ও মন্দার পুষ্পোপম মন্দ মন্দ হাস্যদ্যুতিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহার কম্বুবৎ মনোহর কণ্ঠদেশে বন্ধু প্রবাল ও কুসুমনিচয়ে বিরচিত গ্রীবাভূষণ বিদ্যমান থাকায়,উহা অতি সমুজ্জ্বল হইয়াছে।২০—২৯ তাঁহার স্কন্ধদেশে কল্পতরুকুসুমবিরচিত মাল্যদাম দোদুল্যমান হওয়ায় উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে এবং মধু-পানোন্মত্ত ভ্রমরনিকর তদুপরি গুনগুনধ্বনি করত বিচরণ করিতেছে। তদীয় সুবিস্তৃত উরঃস্থলরূপ ব্যোমাঙ্গনে রত্নহারাবলী তারকা-রাজির ন্যায় এবং কৌস্তুভমণি দিবাকরের

আবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং
ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরমঞ্জুলরোমরাজিম্ ॥ ৩১
নানামণিপ্রঘটিতাঙ্গদকঙ্কণোর্ম্মি-
গ্রৈবেয়সারসননূপুরতুন্দবন্ধম্ ।
দিব্যাঙ্গরাগপরিপিঞ্জরিতাঙ্গযষ্টি-
মাপীতবস্ত্রপরিবীতনিতম্ববিম্বম্ ॥ ৩২
চারূরুজানুমনুবৃত্তমনোজ্ঞজঙ্ঘং
কান্তোন্নতপ্রপদনিন্দিতকূর্ম্মকান্তিম্ ।
মাণিক্যদর্পণলসন্নখরাজিরাজদ্-
রক্তাঙ্গুলিচ্ছদনসুন্দরপাদপদ্মম্ ॥ ৩৩
মৎস্যাঙ্কুশারিদরকেতুযবাব্জবজ্রৈঃ
সংলক্ষিতারুণকরাঙ্ঘ্রিতলাভিরামম্ ।
লাবণ্যসারসমুদায়বিনির্ম্মিতাঙ্গং
সৌন্দর্য্যনিন্দিতমনোভবদেহকান্তিম্ ॥ ৩৪

আস্যারবিন্দপরিপূরিতবেণুরন্ধ্র-
লোলৎকরাঙ্গুলিসমীরিতদিব্যরাগৈঃ ।
শশ্বদ্দ্রবৈঃ কৃতনিবিষ্টসমস্তজন্তু-
সন্তানসন্ততিমনন্তসুখাম্বুরাশিম্ ॥ ৩৫
গোভির্মুখাম্বুজবিলীনবিলোচনাভি-
রূধোভরস্খলিতমন্থরমন্দগাভিঃ ।
দন্তাগ্রদষ্টপরিশিষ্টতৃণাঙ্কুরাভি-
রালম্ববালধিলতাভিরথাভিবীতম্ ॥ ৩৬
সম্প্রস্নুতস্তনবিভূষণপূর্ণনিশ্চ-
লাস্যদ্রুতক্ষরিতফেনিলদুগ্ধমুগ্ধৈঃ ।
বেণুপ্রবর্ত্তিতমনোহরমন্দগীত-
দত্তোচ্চকর্ণযুগলৈরপি তর্ণকৈশ্চ ॥ ৩৭
প্রত্যগ্রশৃঙ্গমৃদুমস্তকসম্প্রহার-
সংরম্ভভাবনবিলোলখুরাগ্রপাতৈঃ ।
আমেদুরৈর্ব্বহুলসাস্নগলৈরুদগ্র-
পুচ্ছৈশ্চ বৎসতরবৎসতরীনিকায়ৈঃ ॥ ৩৮

ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। তদীয় বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে সুশোভিত, অংসদ্বয় সমুন্নত, বাহুযুগল সুগোল, সুঠাম ও আজানুলম্বিত, উদরদেশ ত্রিবলিদ্বারা বন্ধুর, নাভি গভীর, এবং নাভির ঊর্দ্ধভাগে যে রোমাবলী তাহা শ্রেণীবদ্ধ ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরের ন্যায় মনোহর। তদীয় কলেবর দিব্য অঙ্গরাগে পিঞ্জরিত এবং ভুজদ্বয়ে বিবিধ মণিময় অঙ্গদ ও কঙ্কণ, অঙ্গুলীনিচয়ে অঙ্গুরীয়, গ্রীবাদেশে গ্রৈবেয়, কটিতটে চন্দ্রহার, চরণযুগলে নূপুর, উদরদেশে উদরবন্ধ ও নিতম্বমণ্ডলে পীতবসন শোভমান হইতেছে। তাঁহার উরু ও জানুদ্বয় অতি মনোহর, জঙ্ঘাদ্বয় বর্ত্তুল ও মনোজ্ঞ, কমনীয় অথচ উন্নত। পাদাগ্রভাগ দ্বারা কূর্ম্মপৃষ্ঠের সৌন্দর্য্যও নিন্দিত হইতেছে এবং মাণিক্য-দর্পণবৎ শোভমান নখরাজিদ্বারা বিরাজিত রক্তাঙ্গুলিনিচয়ে পাদপদ্মের অসীম সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। তদীয় করচরণতলে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, যব, পদ্ম ও বজ্র চিহ্ন শোভমান হইতেছে। তাঁহার সমুদয় অঙ্গ যেন অখিল সৌন্দর্য্যের সারভাগ লইয়াই গঠিত হইয়াছে। ফলে তদীয় শরীরসৌন্দর্য্যে কন্দর্পের দেহকান্তিও বিনিন্দিত হইয়া থাকে। অনন্তসুখের সাগরস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ মুখারবিন্দের ফুৎকারে বেণুদর পূর্ণ করিয়া তদুপরি অঙ্গুলিনিচয় সঞ্চালন করত দিব্য রাগরাগিণীদ্বারা অখিল প্রাণিগণকেই তন্ময় করিয়া রাখিয়াছেন। দুগ্ধপূর্ণ স্তনভারবশতঃ যাহারা মৃদুমন্দগামী এবং গমনকালে প্রায় যাহাদিগের পদস্খলন হইয়া থাকে, তাদৃশ ধেনুসকল, তদীয় মুখপঙ্কজে লোচনযুগল স্থিরভাবে সংলগ্ন রাখিয়া আনন্দে পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের চর্ব্বিতাবশিষ্ট তৃণাঙ্কুর সকল দন্তাগ্রভাগেই অবস্থিত আছে।২০—২৯। গোবৎসসকল, স্তনপান করিতে করিতে তদীয় মনোহর বেণুরব-শ্রবণে স্তনপানে বিরত হইয়া ঊর্দ্ধকর্ণে চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদিগের মুখকুহরমধ্যে জননীর ভূষণস্বরূপ দুগ্ধস্রাবী স্তনমণ্ডল স্থিরভাবে অবস্থিত থাকায় ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে নিরন্তর দুগ্ধফেন ক্ষরিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। গলকম্বলভূষিত স্থূলকায় বৎ-

হম্বারবক্ষুভিতদিগ্বলয়ৈর্ম্মহস্তি-
রধ্যক্ষভিঃ পৃথুককুদ্ভরভারখিন্নৈঃ।
উত্তম্ভিতশ্রুতিপুটীপরিপীতবংশ-
ধ্বানামৃতোদ্ধতবিকাসিবিশালঘোণৈঃ ॥৩৯
গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাস-
বেশৈশ্চ মূর্চ্ছিতকলস্বনবেণুবীণৈঃ।
মন্দোচ্চতারপটুগানপরৈর্ব্বিলোল-
দোর্ব্বল্লরীললিতলাস্যবিধানদক্ষৈঃ ॥ ৪০
জঙ্ঘান্তপীবরকটীরতটীনিবদ্ধ-
ব্যালোলকিঙ্কিণিঘটারণিতৈরটদ্ভিঃ।
মুগ্ধৈস্তরক্ষুনখকল্পিত-কান্তভূষৈ-
রব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতম্ ॥ ৪১
অথ সুললিতগোপসুন্দরীণাং
পৃথুকবরীনিতম্বমন্থরাণাম্।

সতর ও বৎসতরীসকল শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া অভিনব শৃঙ্গশোভিত কোমল মস্তকপ্রহারে পরস্পর যুদ্ধক্রীড়া-বাসনায় ভূমিতলে ঘন ঘন খুরাঘাত করিতেছে। যাহাদিগের হম্বারবে দিঙ্মণ্ডল ক্ষুভিত হয়, যাহাদিগের শরীর ককুদ্ভরে ভারাক্রান্ত, নাসাপ্রদেশ সরল চিক্কণ ও বিশাল, তাদৃশ মহাবৃষভগণ তাঁহার চতুঃ-পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক কর্ণদ্বয় উত্তোলন করিয়া তদীয় অমৃতোপম বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে সকল গোপবালক বিরাজ করিতেছে, তাহাদিগের গুণ, শীল, বয়স, বিলাস ও বেশ সমস্তই সেই শ্রীকৃষ্ণের সমান; সকলেই মন্দ ও উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীতে নিপুণ, হস্তদ্বয় সঞ্চালন-সহকারে মনোহর নৃত্যক্ষম এবং বেণু ও বীণার সুমধুরস্বর মূর্চ্ছনায় পারদর্শী। জঙ্ঘাপ্রান্তে ও বিশাল জঘন-প্রদেশে নিবদ্ধ কিঙ্কিণীমালাসকল, তাহাদিগের গমনকালে দোদুল্যমান হওয়ায় মধুরধ্বনি উৎপাদন করিতেছে ও গলদেশে ব্যাঘ্রনখবিরচিত কমনীয় অলঙ্কার শোভমান হইতেছে এবং সকলেই মধুরভাষী ও

গুরুকুচভরভঙ্গুরাবলগ্ন-
ত্রিবলিবিজৃম্ভিতরোমরাজিভাজাম্ ॥৪২
তদতিরুচিরচারুবেণুবাদ্যা-
মৃতরসপল্লবিতাঙ্গজাঙ্ঘ্রিপস্য।
মুকুলবিমলরম্যরূঢ়রোমোদ্গম-
সমলঙ্কৃতগাত্রবল্লরীণাম্ ॥ ৪৩
তদতিরুচিরমন্দহাসচন্দ্রা-
তপপরিজৃম্ভিতরাগবারিরাশেঃ।
তরলতরতরঙ্গভঙ্গবিপ্রুট্-
প্রকরঘনশ্রমবিন্দুসন্ততানাম্ ॥ ৪৪
তদতিললিতমন্দচিল্লিচাপ-
চ্যুতনিশিতেক্ষণমারবাণবৃষ্ট্যা।
দলিতসকলমর্ম্মবিহ্বলাঙ্গ-
প্রবিসৃতদুঃসহবেপথুব্যথানাম্ ॥ ৪৫
তদতিরুচিরবেষরূপশোভা-
মৃতরসপানবিধানলালসানাম্।

মোহনমূর্ত্তি। তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ, নিতম্ব-মন্থর, মোহনমূর্ত্তি গোপসুন্দরীগণের নিতম্ব-দেশ অতি মনোহর, কবরীবন্ধন অতিবিশাল এবং গুরুকুচভরে বিদলিত পরস্পরসংলগ্ন ত্রিবলীর উপর মনোহর রোমাবলী বিরাজ করিতেছে। তাহাদিগের দেহলতিকা, তাদৃশ মনোহর রোমরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বেণুরবরূপ অমৃতরসে পল্লবিত মদনরূপ পাদপের মুকুলোদ্গম হইয়াছে। তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গব্যাপক ঘর্ম্মবিন্দুসকল, শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোহর মৃদু মৃদু হাস্যরূপ চন্দ্রালোকে বিবর্দ্ধিত অনুরাগরূপ সাগরের চঞ্চল তরঙ্গাবলীর কণানিচয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোমুগ্ধকর ভ্রূচাপনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ মদনবাণ বর্ষণে তাহাদিগের সমুদয় মর্ম্মস্থান বিদলিত ও সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হওয়াতেই যেন তাহাদের কলেবর নিরতিশয় কম্পিত হইতেছে ।৩৭—৪৫। শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোহর বেশ-রূপ শোভারূপ অমৃতরসপানে লোলুপ

প্রণয়সলিলপূরবাহিনীনা-
মলসবিলোলবিলোচনাম্বুজানাম্ ॥ ৪৬
বিস্রংসৎকবরীকলাপবিগলৎফুল্লপ্রসূনস্রব-
মাধ্বীলম্পটচঞ্চরীকঘটয়া সংসেবিতানাং মুহুঃ
মারোন্মাদমদস্খলদ্গিরামালোলকাঞ্চ্যুল্লস-
ন্নীবীবিশ্লথমানচীনসিচয়ান্তাবির্নিতম্বত্বিষাম্।
স্খলিতললিতপাদাম্ভোজমন্দাভিঘাত-
চ্ছুরিতমণিতুলাকোট্যাকুলাশামুখানাম্।
চলদধরদলানাং কুড্মলাপক্ষ্মলাক্ষি-
দ্বয়সরসিরুহানামুল্লসৎকুণ্ডলানাম্ । ৪৮
দ্রাঘিষ্ঠশ্বসনসমীরণাভিতাপ-
প্রম্লানীভবদরুণোষ্ঠপল্লবানাম্।
নানোপায়নবিলসৎকরাম্বুজানা-
মালীভিঃ সততনিষেবিতং সমন্তাৎ ॥ ৪৯

হইয়াই তাহারা যেন, প্রণয়রূপ সলিল প্রবাহে ভাসমান হইতেছে এবং তাহাদিগের অলস-বিলোললোচন সকল যেন সেই সলিলোপরি পদ্মবৎ শোভা পাইতেছে। কবরী বিশ্লথ হওয়ায় তাহা হইতে বিগলিত প্রফুল্ল কুসুম-নিচয়ের মধুপানে লোলুপ হইয়া মধুকর সকল মুহুর্ম্মুহু গুন গুন রবে তাহাদিগের সেবা করিতেছে, তাহাদিগের মৃদু মৃদু বচনাবলী মদনমদে মত্ততা হেতু স্খলিত হইতেছে, এবং নীবী হইতে বিশ্লথ চীন বসনের প্রান্তভাগ হইতে প্রকাশমান নিতম্বপ্রভা, বিলোল কাঞ্চীদামে উল্লসিত হইতেছে। তাহাদিগের মনোহর চরণাম্বুজ সকল স্খলিত হওয়ায় মণিময় নূপুরনিচয় ছিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, এবং তজ্জন্য শীৎকারহেতু অধরপল্লব সকল কম্পিত হইতেছে। তাহাদিগের কর্ণে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে এবং সুন্দর পক্ষ্মভূষিত নীলকমলোপম লোচনদ্বয় সকল আলস্যভরে পদ্মকোরকবৎ শোভমান হইতেছে। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসমরুতে তাহাদিগের অরুণবর্ণ ওষ্ঠপল্লব সকল প্রম্লান হইতেছে,এবং করকমলনিচয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর নানাবিধ পূজোপহার শোভা পাই-

তাসামায়তলোলনীলনয়নব্যাকোশনীলাম্বুজ-
স্রগ্ভিঃ সম্পরিপূজিতাখিলতনুং নানা-
বিলাসাস্পদম্।
তন্মুগ্ধাননপঙ্কজপ্রবিগলন্মাধ্বীরসাস্বাদিনীং
বিভ্রাণং প্রণয়োন্মদাক্ষিমধুকৃন্মালাং মনোহারিণীম্
গোপীগোপপশূনাং
বহিঃস্মরেদগ্রতোঽস্য গীর্ব্বাণঘটাম্।
বিত্তার্থিনং বিরিঞ্চিত্রিনয়নশতমন্যুপূর্ব্বিকাং
স্তোত্রপরাম্ ॥ ৫১
তদ্বদ্দক্ষিণতো মুনি-
নিকরং দৃঢ়ধর্ম্মবাঞ্ছয়া সমাম্নায়পরম্।
যোগীন্দ্রানথ পৃষ্ঠে
মুমুক্ষমাণান্ সমাধিনা তু সনকাদ্যান্ ॥৫২
সব্যে সকান্তানথ যক্ষসিদ্ধ-
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাংশ্চ।
সকিন্নরানপ্সরসশ্চ মুখ্যাঃ
কামার্থিনো নর্ত্তনগীতবাদ্যৈঃ ॥ ৫৩

তেছে; এতাদৃশ গোপাঙ্গনাগণ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া সতত তাঁহার সেবা করিতেছে। ঐ সকল গোপবালা আয়ত সুনীল বিলোল লোচনরূপ নীলকমলমালাদ্বারা তদীয় সর্ব্বাঙ্গের পূজা করিতেছে। তিনি নানাবিধ বিলাসের আকর এবং প্রমদাগণের প্রণয়মদপূর্ণ লোচনস্বরূপ মনোমোহকর মধুকর সকল চতুর্দ্দিকে উড্ডীয়মান হইয়া তদীয় মনোহর মুখপঙ্কজবিগলিত মধুরস আস্বাদন করিতেছে। অনন্তর এইরূপ চিন্তা করিবে যে উল্লিখিত গোপী, গোপ ও গোগণের বহির্ভাগে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ব্রহ্মা, মহাদেব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতেছে। তাঁহার দক্ষিণভাগে দৃঢ়তর ধর্ম্মলাভবাসনায় বেদাচারপরায়ণ মুনিবৃন্দকে এবং পৃষ্ঠদেশে সমাধিস্থ মুমুক্ষু সনকাদি যোগীন্দ্রগণকে চিন্তা করিবে। পরে তদীয় বামভাগে নিজ নিজ কান্তাসমন্বিত যক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর এবং অপ্সরা সকল অভীষ্ট লাভ-বাসনায় নৃত্য-গীত-বাদ্য করিতেছে, এইরূপ ভাবনা

শঙ্খেন্দুকুন্দধবলং সকলাগমজ্ঞং
সৌদামিনীতড়িপিশঙ্গজটাকলাপম্।
তৎপাদপঙ্কজগতামমলাঞ্চ ভক্তিং
বাঞ্ছন্তমুজ্ঝিতত্বরান্তসমস্তসঙ্গম্॥ ৫৪
নানাবিধশ্রুতিগুণান্বিতসপ্তরাগ-
গ্রামত্রয়ীগতমনোহরমূর্চ্ছনাভিঃ।
সম্প্রীণয়ন্তমুদিতাভিরপি প্রভক্ত্যা
সঞ্চিন্তয়েন্নভসি মাং দ্রুহিণপ্রসূতম্॥ ৫৫
ইতি ধ্যাত্বাত্মানং পটবিশদধীর্নন্দতনয়ং
নরো বৌদ্ধৈরর্ঘ্যপ্রভৃতিভিরনিন্দ্যোপহৃতিভিঃ
যজেদ্ভূয়ো ভক্ত্যা স্বপুষি বহির্দ্রব্যৈশ্চ বিভবৈ-
রিতি প্রোক্তং সর্ব্বং যদভিলষিতং ভূসুরবরাঃ
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬২॥

করিতে হইবে। অতঃপর ভক্তিভাবে নভোমণ্ডলে ব্রহ্মাত্মজ আমাকে চিন্তা করিবে; ভাবিবে—আমার সর্ব্বশরীর শঙ্খ, ইন্দু ও কুন্দকুসুমবৎ শুভ্রবর্ণ, মদীয় মস্তকে তড়িৎপুঞ্জবৎ পিশঙ্গবর্ণ জটাজাল শোভা পাইতেছে। আমি অন্যান্য সমুদয় প্রিয় বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল তদীয় পাদপদ্মে বিমলভক্তি বাঞ্ছা করিতেছি। আমি অখিল কলার সহিত সমুদয় আগম বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং নানাবিধ শ্রুতিগুণযুক্ত সপ্ত রাগ ও গ্রামত্রয়ীগত মূর্চ্ছনা-প্রকাশ করত সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতেছি। শুভ্র পটবৎ বিশদমতি মানব, পরমাত্মস্বরূপ নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ ধ্যানান্তে মানসিক অর্ঘ্যাদি সুপ্রশস্ত উপহারদ্রব্যে নিজ হৃৎপিণ্ডমধ্যে পূজা করিয়া পুনরায় বাহ্য উপহার দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবে। হে দ্বিজবরগণ! আপনারা যে বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, এই আমি তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। ৪৬—৫৬।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬২।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।
ভূয়ো বদ মহাভাগ রামচরিত্রমদ্ভুতম্।
রামমাহাত্ম্যসর্ব্বস্বং ভক্তানাং প্রীতিদায়কম্॥১
অশ্বমেধক্রতুবরং কৃত্বা দাশরথির্যথা।
প্রবৃত্তো লোককৃত্যেষু শাস্ত্রকৃত্যেষু কে বিদঃ॥
সূত উবাচ।
অযোধ্যাং গন্তুকামেন শঙ্করেণ মহাত্মনা।
পার্ব্বত্যা সহ দেবেন উষিতং সরযূতটে॥ ৩
মুনয়স্তং সমভ্যেত্য শঙ্করং বিশ্বরূপিণম্।
কণ্বপাদ্যা মহাত্মানঃ পপ্রচ্ছুরমিতৌজসম্॥ ৪
স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ সভার্য্যঃ কুত আগতঃ।
কিমাগমনকৃত্যন্তে কং দেশং গন্তুমুদ্যতঃ॥ ৫
শঙ্কর উবাচ।
অহং শম্ভুরিতি খ্যাতো বিপ্রো হিমগিরিস্থিতঃ
দ্রষ্টুঞ্চ রাঘবং গচ্ছে মম কার্য্যং মহত্ততঃ॥ ৬

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি পুনরায় শ্রীরামচরিত্র কীর্ত্তন কর; কারণ,উহা রামমাহাত্ম্যসর্ব্বস্ব ভক্তগণের পরম প্রীতিদায়ক। লোকাচার ও শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যে পারদর্শী শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞপ্রধান অশ্বমেধ সমাপনান্তে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বল। তৎশ্রবণে সূত কহিলেন,—

যজ্ঞাবসানে মহাত্মা দেব শঙ্কর, অযোধ্যাগমনাভিলাষে পার্ব্বতীর সহিত সরযূতটে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে কণ্বপাদি মহাত্মা মুনিগণ, অমিততেজা বিশ্বরূপী মুনিবেশধারী শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! আপনার শুভাগমন ত? আপনি সস্ত্রীক কোথা হইতে আসিতেছেন? আগমনের উদ্দেশ্য কি? এবং কোন্ স্থানেই বা যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। শঙ্কর কহিলেন, আমি শম্ভু নামে বিখ্যাত বিপ্র, হিমালয়ে আমার অবস্থিতি আমি শ্রীরামকে দেখিতে যাইব, আমার

মামাহ্বয়তি রাজাসৌ পুরাণশ্রবণে রতঃ।
আগচ্ছন্তু ভবন্তোঽপি রাঘবঃ পরিতুষ্যতি ॥৭
ততঃ শিবস্তে মুনয়ো যযু রামদিদৃক্ষয়া।
তানাগতান্ বসিষ্ঠস্তু জ্ঞাত্বা রামায় চোক্তবান্॥৮
ততঃ সত্বরমুত্থায় নির্যযৌ সপুরোহিতঃ।
অর্ঘ্যপাদ্যাদিনা সর্ব্বান্ পূজয়ামাস তানৃষীন্ ॥৯
গৃহরাজং ততঃ সর্ব্বান্ প্রাবেশয়দরিন্দমঃ।
প্রত্যেকমাসনং দত্ত্বা স্বাগতোক্ত্যাসনস্থিতান্॥
ক্রমেণ রঘুশার্দ্দূলঃ পূজয়ামাস তানৃষীন্।
বাচা মধুরয়া প্রীণন্নিদমাহাসনস্থিতান ॥ ১১

শ্রীরাম উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম প্রাপ্তমদ্য তপঃফলম্।
অদ্যাভ্যাসস্য বিদ্যানাং ফলকালোঽয়মাগতঃ
অদ্য মে পিতরস্তুষ্টা রাজ্যঞ্চ সফলং মম।
অদ্য মে সফলং বৃত্তমদ্য মে সফলং শ্রুতম্ ॥

এবং বদন্তং রাজানং ব্রাহ্মণাঃ কশ্যপাদয়ঃ।
উচুঃ প্রিয়তরং বাক্যং রামং রাজীবলোচনম্

ঋষয় ঊচুঃ।

অয়ং শম্ভুর্দ্বিজঃ প্রাপ্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ১৫
কৈলাসবাসী সততং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ।
ব্রহ্মণা ব্রহ্মবর্চ্চস্কে তুল্যো ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥১৬
হরিণা ব্রহ্মবাৎসল্যে প্রসাদে শঙ্করোপমঃ।
এবংবিধো মহাতেজাঃ শম্ভুর্ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ ॥১৭
অষ্টাদশপুরাণজ্ঞো মীমাংসান্যায়কোবিদঃ।
ত্বদ্বাক্যগৌরবাদেব প্রাপ্তোঽয়ং মুনিপুঙ্গবঃ ॥
ত্বয়াহূতো মুনিবরঃ কৈলাসাদাগতঃ প্রভো।
অতঃ পৃচ্ছ মহাভাগ পুরাণাখ্যানমুত্তমম্ ॥১৯
শ্রোতুকামা বয়ং প্রাপ্তাস্ত্বামদ্য রঘুনন্দন।

তথায় মহৎ কার্য্য আছে। রাজা রামচন্দ্র, পুরাণ শ্রবণার্থ আমায় আহ্বান করিতেছেন, আপনারাও আমার সহিত আসুন, ইহাতে শ্রীরাম অতি তুষ্ট হইবেন। অনন্তর শঙ্কর ও সেই মুনিগণ রামদর্শনবাসনায় অযোধ্যায় গমন করিলেন। এ দিকে বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে আগত দেখিয়া শ্রীরামের নিকট তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন; অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুরোহিতের সহিত ভবন হইতে নির্গত হইলেন এবং অর্ঘ্য-পাদ্যাদি দ্বারা সেই সমুদয় ঋষিগণকে পূজা করিলেন। তৎপরে রঘুকুলতিলক রাম, সেই সমুদয় ঋষিগণকে উৎকৃষ্ট এক গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন এবং প্রত্যেককে আসন দিয়া তাঁহারা তদুপরি উপবিষ্ট হইলে, স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক ক্রমে সকলকে পূজা করিয়া, মধুর বচনে তাঁহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করত কহিলেন,—আজ আমার জন্ম সফল হইল, আজ আমি তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলাম এবং আজ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাভ্যাসের ফলকাল উপস্থিত হইল। অদ্য আমার পিতৃগণ পরিতুষ্ট হইলেন এবং রাজ্য, বেদাধ্যয়ন ও বেদবিহিত সদাচরণ সফল হইল। রাজীবলোচন রাজা রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে থাকিলে কশ্যপাদি দ্বিজগণ অতি প্রিয়বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ঋষিগণ বলিলেন,—এই যে দ্বিজবর শম্ভু উপস্থিত হইয়াছেন, ইনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, বেদ-বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতহিতে রত।১—১৫। কৈলাসগিরি ইঁহার বাসস্থান, ইনি সতত তপস্যার্থ কৃতসঙ্কল্প ব্রহ্মার ন্যায় ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন ও ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য। ব্রাহ্মণ-গণের প্রতি বাৎসল্যপ্রকাশে ইনি ভগবান্ হরির তুল্য ও প্রসন্নতায় শঙ্করোপম। এই ব্রাহ্মণপুঙ্গব শম্ভু যেমন এবম্বিধ গুণশালী, তেমনই আবার মহাতেজা। ইনি অষ্টা-দশ পুরাণে সবিশেষ অভিজ্ঞ এবং মীমাংসা ও ন্যায়ে সবিশেষ পারদর্শী; এই মুনিপুঙ্গব আপনারই বাক্যের গৌরব-রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। প্রভো! এই মুনিবর আপনা কর্ত্তৃক আহূত হওয়াতেই কৈলাসগিরি হইতে আগমন করিয়াছেন, অতএব হে মহাভাগ! আপনি এক্ষণে ইঁহাকে কোন পুরাণ-আখ্যানের বিষয় জিজ্ঞাসা করুন। হে রঘুনন্দন! আমরা

অন্তং গতস্য বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ।
পুংসো শ্রুতপুরাণস্য ন সম্যগ্‌গতিদর্শ-ম্॥২০॥

সূত উবাচ।

এবমুক্তো রঘুশ্রেষ্ঠো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে পুরাণশ্রবণোৎসুকঃ॥২২

শ্রীরাম উবাচ।

লিঙ্গার্চ্চনপ্রকারঞ্চ লিঙ্গমাহাত্ম্যমেব চ।
নানাখ্যানেতিহাসানাং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ তদুপায়াংশ্চ সুব্রত।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো মুনিবরোত্তম।

শ্রীশম্ভুরুবাচ।

রাম রাম মহাবাহো পুণ্যবানসি রাঘব।
রাজ্যাসক্তস্য তে জাতা পুরাণশ্রবণে রতিঃ॥
স্নান্মহৎসেবয়া রাম পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥২৬
সা জিহ্বা যা শিবং গায়েত্তচ্চিত্তং যত্তদর্পিতম্।
তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ॥২৭
সুজন্মদেহমত্যর্থং তদেবাশেষজন্মসু।
যদেব পুলকোদ্ভাতি হরনামানুকীর্ত্তনাৎ॥২৮
কৃতার্থোঽসি মহারাজ তৎপ্রশ্নানুগতা মতিঃ।
অনন্তরং সমাজগ্মুর্জ্জাঙ্ঘিকাঃ সত্বরশ্রমাঃ।
তৎকরাৎপত্রিকাং গৃহ্য পপাঠ রঘুসত্তমঃ॥৩০
মনসাচিন্তয়দ্রামঃ কথমেতদভূদিতি।
রামং শম্ভুস্তদা প্রাহ দেব্যা ব্রাহ্মণবেষবান্॥

শম্ভুরুবাচ।

কিং চিন্তয়সি কাকুৎস্থ মুনিষগ্রে বসৎস্বপি।
তদ্বাক্যং রাঘবঃ শ্রুত্বা পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবান্॥

শ্রীরাম উবাচ।

বিভীষণঃ কথমসৌ বদ্ধঃ শৃঙ্খলয়া নৃভিঃ।
মৎস্থাপিতং শিবং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং স্বহো

পুরাণাখ্যান শ্রবণ করিবার নিমিত্তই আপনার নিকট আজ উপস্থিত হইয়াছি; কারণ, সমুদয় বেদ আদ্যন্ত অধ্যয়ন করিলেও এবং সমুদয় শাস্ত্রার্থ অবগত হইলেও, যে ব্যক্তি পুরাণকথা শ্রবণ করে নাই, তাহার গতি সম্যক্ দেখি না। সূত বলিলেন,—রঘুবর রামচন্দ্র, তত্ত্বদর্শী মুনিগণকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে পুরাণশ্রবণে উৎসুক হইয়া সমধিক হর্ষ লাভ করিলেন। তখন শ্রীরাম বলিলেন,—হে সুব্রত মুনিবরোত্তম! আপনার নিকট আমি লিঙ্গার্চ্চনের প্রকার, লিঙ্গার্চ্চন-মাহাত্ম্য, পাপনাশন নানাবিধ উপাখ্যান ও ইতিহাসকথা, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের বিষয় এবং উক্ত চতুর্ব্বর্গলাভের উপায়সকল শুনিতে ইচ্ছা করি। তৎশ্রবণে শম্ভু কহিলেন,—হে মহাবাহো, রাম! তুমি যথার্থই পুণ্যবান্। রাঘব! পুণ্যফলেই তুমি রাজ্যাসক্ত হইলেও তোমার পুরাণশ্রবণে অনুরাগ জন্মিয়াছে। রাম! পুণ্যতীর্থ-নিষেবণ এবং মহতের সেবার জন্যই এইরূপ সুবুদ্ধি হইয়া থাকে। ফলে, যে জিহ্বায় শিবনাম উচ্চারিত হয়, সেই জিহ্বাই জিহ্বা, যে চিত্ত মহেশ্বরে অর্পিত থাকে, সেই চিত্তই চিত্ত এবং যে করযুগল তদীয় পূজায় নিরত, কেবল সেই করযুগলই শ্লাঘনীয়। হরনামানুকীর্ত্তনে যে দেহ পুলকাঞ্চিত হয়, অনন্ত জন্মের মধ্যে সেই দেহেরই অতি সার্থক জন্ম, অতএব মহারাজ! তোমার যে শঙ্করমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসায় মতি জন্মিয়াছে, ইহাতেই তুমি কৃতার্থ হইয়াছ। শম্ভুর এইরূপ বাক্যাবসানে দ্রুতপদে আগমনজন্য পরিশ্রান্ত কতিপয় পাদচারী রাজচর তথায় আগমন করিল। রঘুবর রাম তাহাদিগের হস্ত হইতে পত্রিকা লইয়া পাঠ করিতে থাকিলেন। পরে রাম, মনে মনে "কিজন্য এরূপ ঘটিল" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে, পার্ব্বতী-সমন্বিত ব্রাহ্মণ-বেশধারী ভগবান্ শম্ভু শ্রীরামকে কহিলেন,—কাকুৎস্থ! এই সকল মুনিগণ তোমার সম্মুখে অবস্থিত থাকিতে তুমি কি চিন্তা করিতেছ? শ্রীরাম তদীয় বাক্য শ্রবণে মুনিপুঙ্গবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! বিভীষণ মৎস্থাপিত রামেশ্বর শিবলিঙ্গদর্শন করিয়া

দ্রাবিড়ৈঃ কুটিলৈদুষ্টৈৰ্ম্মানবৈস্তদ্বিচার্য্যতাম্ ।
বিচার্য্য মুনিবর্য্যাস্তে নেশাস্তজ্জ্ঞাতুমঞ্জসা ।
ন জানীম ইতি প্রাহু রামং রামস্তদাব্রবীৎ ।
পুরাণং বীক্ষ্য বিধিনা তৎ সর্ব্বং ব্রূত সত্তমাঃ ।
ভবদজ্ঞানহেতুশ্চ বিচার্য্যস্তদনন্তরম্ ॥ ৩৫
কিং কিং পুরাণং প্রেক্ষ্যং স্যাদ্বর্জ্জনীয়ং তথৈব কিম্ ।
প্রশস্তঃ কীদৃশঃ শ্লোকস্তদন্যঃ কীদৃশো ভবেৎ
কীদৃশেষু চ কার্য্যেষু কীদৃশঃ পূজকস্তথা ।
পূজা চ কীদৃশৈর্ভক্তৈঃ কার্য্যা নির্ণয়দর্শনে । ৩৭
ইতি রামস্য বচনং শ্রুত্বা তে দ্বিজসত্তমাঃ ।
প্রত্যূচুস্তং রঘুশ্রেষ্ঠং চিন্তাব্যাকুলমানসম্ ।
ন বক্তারো বয়ং রাম বীক্ষ্যতাস্ত পুরাণবিৎ ।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ শম্ভুং পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ ।
সোঽপি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য প্রত্যুবাচ মহামতিঃ ।

শম্ভুরুবাচ ।

পুরাণজীবী পূজার্হঃ স্বশাখাধ্যয়নঃ শুচিঃ ।
মীমাংসাতত্ত্ববিজ্ঞানঃ শ্রোত্রিয়োঽনৃতদূষকঃ ।
দেবেষু চ সমস্তেষু সমদৃষ্টিঃ শিবে রতঃ ।
শতরুদ্রিয়জাপী চ সাগ্নিকশ্চাতিবাচকঃ ।৪১
যজুর্ব্বেদী বিশেষেণ পূজয়েৎ পুস্তকং সুধীঃ ।
শ্রীতালপত্রলিখিতং দেবলিপ্যন্বিতং শুভম্ ॥
বক্ষ্যাদ্যস্তিপ্রচম্পট্ট-যুগলাৎ প্রণবাক্ষরম্ ।
প্রাগূর্দ্ধং রেখয়োঃ প্রান্তে প্রণবস্যাগ্রযোজিকা
রেখৈকা তু ভবেদেবমকারস্তস্য পার্শ্বতঃ ।
শিরোভাগমুপক্রম্য সকোণাধঃ প্রলম্বিনী ॥৪৪
আকারঃ স হি বিজ্ঞেয়ঃ পট্টিকাদক্ষরেখয়া ।

কিজন্য দ্রাবিড়দেশীয় কুটিলমতি দুষ্ট মানবগণ-কর্ত্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন? আপনারা তদ্বিষয় মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করুন। ১৬—৩৩। অনন্তর মুনিগণ বিচার করিয়া তদ্বিষয় কিঞ্চিন্মাত্রও স্থির করিতে পারিলেন না, পরে শ্রীরামকে কহিলেন,—আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন শ্রীরাম বলিলেন,—হে সত্তমগণ! আপনারা যথাবিধি পুরাণতত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক তৎসমুদয় বিষয় বলুন, তদনন্তর আপনাদিগের এরূপ অজ্ঞতার কারণও বিচার করিবেন। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, কোন্ কোন পুরাণ দ্রষ্টব্য? এবং কোন্ পুরাণই বা বর্জ্জনীয়? অপিচ, কিরূপ শ্লোক প্রশস্ত, কিরূপই বা অপ্রশস্ত? কি প্রকার কার্য্যে কি প্রকার পূজক বিহিত? এবং মীমাংসা শাস্ত্রে কীদৃশ ভক্তগণের কীদৃশ পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে? শ্রীরামের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই মুনিসত্তমগণ চিন্তাব্যাকুল-মানস রঘুবরকে কহিলেন,—রাম! আমরা এতৎসমস্ত বিষয় বলিতে পারিব না, এই পুরাণবিৎ শম্ভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। রাঘব মুনিগণের এতদ্বাক্যশ্রবণে সবিনয়ে শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই মহামতি শম্ভুও শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—যিনি নিজ শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন, পুরাণপাঠই যাঁহার উপজীবিকা, যিনি পবিত্রাত্মা, ও শ্রোত্রিয়, মীমাংসাতত্ত্বে যাঁহার সবিশেষ জ্ঞান ও সমুদয় বেদে যাঁহার সমদৃষ্টি আছে, যিনি মিথ্যার দোষ দেখাইয়া থাকেন এবং যিনি মহেশ্বরে অনুরক্ত, শতরুদ্রিয়জাপী, সাগ্নিক, অতিবক্তা, ও সুবুদ্ধি, তাদৃশ পূজার্হ ব্যক্তিই সুন্দর তালপত্রে দেবাক্ষরলিখিত সুন্দর পুস্তকের পূজা করিবেন। বিশেষতঃ তিনি যজুর্ব্বেদী হইলে আরও উত্তম হয়। প্রথমে দুটী দাঁড়ি, তৎপরে প্রণবাক্ষর; প্রণবের প্রথমে দুটি বক্র রেখা (উর্দ্ধ ও অধোভাবে রাখিবে) সেই দুটির প্রান্ত যেন পরস্পর মিলিত হয়, তাহার অগ্র অর্থাৎ উপরিভাগে আর একটি (বিন্দুযুক্ত) বক্র রেখা থাকিবে। তাহার পরে অকার লিখিবে। উপর দিক্ হইতে রেখা টানিবে, তাহাতে কয়েকটি কোণ আছে। তৎপরে অধোদেশে একটি লম্বা রেখা, অধঃকোণ হইতে আবার উপর দিকে রেখা দিলে অকার লিখিত হয়। অকারে সর্ব্বশেষে যে রেখা টানিবে, তাহা পট্টিকা অর্থাৎ দাঁড়ি—

বামে ষড়ুবক্রবিন্দূ স্বাবিকার ইতি কীর্ত্তিতঃ।
তস্য বামশিরোরেখালম্বিন্তা ঈ উদাহৃতঃ।
সর্ব্বাক্ষরে শিরোরেখা অবক্রা প্রণবং বিনা।
তস্যাস্তু লম্বরেখা স্যাত্তদন্তে চ লবিত্রবৎ।
উকারঃ স হি বিখ্যাতো লবিত্রদ্বয়তস্তূদ্ ॥৪৭
এবমন্যানি সর্ব্বাণি হ্যক্ষরাণ্যাহ ভারতী।
লিপ্যানয়ৈব লিখিতং পুরাণন্তু প্রশস্যতে ॥৪৮
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ মার্ত্তণ্ডং নারদেরিতম্।
মার্কণ্ডেয়মথাগ্নেয়ং কৌর্ম্মং বামনমেব চ ॥৪৯
গারুড়ং লৈঙ্গমাখ্যাতং স্কান্দং মাৎস্যং
নৃসিংহকম্।
তথৈব গদিতং নাম পুরাণং কাপিলং তথা।
বারাহং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং শকুনেষু প্রশস্যতে ॥৫০
শৈবং ভাগবতং দৌর্গং ভবিষ্যোত্তরমেব চ।
ভবিষ্যঞ্চোপসংজ্ঞানি তন্ত্রা নি চ
বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫১
বিমুচ্য পুস্তকে রজ্জুং পীঠে নিক্ষিপ্য সংস্কৃতম্
ধৌতবস্ত্রধরঃ স্নাতা শুচিরক্রোধনোঽত্বরঃ ॥৫২
আদাবাত্মানমভ্যর্চ্চ্য কৃত্বা সঙ্কল্পমেব চ।
অঙ্কুশং চাক্ষসূত্রঞ্চ পাশং পুস্তকমেব চ।
ধারয়ন্তীং সিতাং ধ্যায়েৎ প্রসন্নাস্যাং সরস্বতীম্
গোক্ষীরসদৃশাকারং ত্রিনেত্রং বৃষবাহনম্।
সহাসবদনং শান্তং শুক্লাম্বরধরং শিবম্ ॥৫৪
হরিণঞ্চাভয়ং চোর্দ্ধ-বাহুযুগ্মে কিরীটিনম্।
ব্যাখ্যামুদ্রা চ দক্ষেঽধো বামহস্তে বরপ্রদম্

সরল ঊর্দ্ধ-অধোলম্বিত রেখা। তাহার দক্ষিণে—আর একটি ঐরূপ রেখা মিলাইয়া দিলে, আকার হয়। বামভাগে দুইটি বিন্দু অর্থাৎ পুটুলি, চারিটি বক্র রেখা এই ছয়টি বস্তুতে ইকার হয়। ইকারের উপরিভাগ হইতে টানিয়া সর্ব্বনিম্নে যে বক্র রেখা তাহাকে বামে রাখিয়া পরে একটি বক্র লম্বমান রেখা প্রথম ঊর্দ্ধমুখ ও পরে অধোমুখ রেখা টানিলে ঈকার হয়। সকল অক্ষরেরই মাত্রা সরল, কেবল প্রণবের মাত্রা বক্র। অর্থাৎ ইকার ঈকার লিখিতেও মাথা বক্র রেখায় নিম্নে সরল মাত্রা দিবে; কিন্তু প্রণবে তাহা দিবে না। শিরোরেখার নিম্নে একটি ঊর্দ্ধ-অধঃলম্বিত সরল রেখা, তন্নিম্নে লবিত্রবৎ অর্থাৎ কাস্তের ন্যায় বক্র রেখা টানিলে উকার হয়। দুটী বক্র রেখা টানিলে ঊকার হয় *। ৩৪—৪৭। দেবী ভারতী এইরূপ অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অক্ষরই বলিয়াছেন। এইরূপ লিপিদ্বারা লিখিত পুরাণই সুপ্রশস্ত। বিবিধ পুরাণের মধ্যে দেবাক্ষর-লিখিত ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, সৌর, নারদ, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, কৌর্ম্ম, বামন, গারুড, লৈঙ্গ, স্কান্দ, মাৎস্য, নারসিংহ, কাপিল, বারাহ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শকুনজ্ঞানে প্রশস্ত। [শিবপুরাণ, ভাগবত, দুর্গামাহাত্ম্যসূচক-পুরাণ] ভবিষ্যোত্তরভবিষ্য এবং সৌর কাপিল প্রভৃতি ভিন্ন উপপুরাণ শকুনজ্ঞানে প্রশস্ত নহে। অবগাহনপূর্ব্বক পবিত্র ও ধৌতবস্ত্রধারী হইয়া পাঠক, পবিত্র পুস্তকরজ্জু উন্মোচনপূর্ব্বক পীঠোপরি নিক্ষেপনান্তে সর্ব্বাগ্রে শান্ত ও অব্যগ্রভাবে আত্মার্চ্চন ও সঙ্কল্প করিয়া, "যিনি করচতুষ্টয়ে অঙ্কুশ, অক্ষমালা, পাশ, ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, যাঁহার মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন ও বর্ণ অতি শুভ্র, তাদৃশী দেবী সরস্বতীকে ধ্যান করিবেন। পরে যাঁহার বর্ণ, গোক্ষীর সদৃশ, যিনি ত্রিনেত্র, বৃষারূঢ়, সহাস্যবদন, প্রশান্তমূর্ত্তি, ও শুক্লাম্বরপরিধান, যাঁহার ঊর্দ্ধবাহুদ্বয়ে মৃগ ও অভয়-মুদ্রা, দক্ষিণ অধোবাহুতে ব্যাখ্যামুদ্রা, বাম অধোবাহুতে বরমুদ্রা,

---

* এই কয়টি শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর করিয়া কেহ কেহ ইহা হইতেই অন্য প্রকার অক্ষরের দেবলিপিত্ব প্রতিপাদন করেন। তন্ত্রশাস্ত্র এবং প্রাচীন আবিষ্কৃত অক্ষর দেখিলে বাঙ্গালা অক্ষরকেই দেবাক্ষর বলা উচিত। তজ্জন্য ব্যাখ্যান্তর পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গাক্ষর, তাৎপর্য্যই অনুবাদ করা হইল।

নানারত্নবিভূষাঢ্যাং গিরিজার্দ্ধাম্বুজাসনম্ ।
বহুভির্মুনিমুখ্যৈস্তু ধ্যায়মানপদাম্বুজম্ ॥ ৫৬
মূর্ত্তিমদ্ভিস্তথা বেদৈঃ স্তূয়মানং পুরাণকৈঃ ।
অন্যৈঃ সমস্তলোকৈশ্চ সংসেবিতপদাম্বুজম্ ॥
ধ্যাত্বৈবং পূজকঃ সম্যগাদৌ পূজাং সমাচরেৎ
আপো বা ইদমিত্যেতৎ কলসস্যাভিমন্ত্রণম্ ॥
তজ্জলং তু গৃহীত্বাথ পাত্রস্থমভিমন্ত্রয়েৎ ।
তৎসদ্ব্রহ্মেতি মন্ত্রেণ প্রশস্য প্রণবেন তু ॥৫৭
আত্মানং সর্ব্বপাত্রাণি তত আবাহয়েদিতি ।
যদ্বাগিতিত্র্যচেনৈব ভারতীষোড়শার্চ্চনম্ ॥
পুরুষসূক্তেন বা কুর্য্যাদ্গায়ত্র্যা বা সমর্চ্চয়েৎ
ওঁনমো ভগবতেঽমুকপুরাণায়েতিপুরাণমর্চ্চয়েৎ
কাণ্ডাদিতি হি মন্ত্রেণ দূর্ব্বামানীয় পূজয়েৎ ।
ওঁ নমো ভগবত্যৈ দূর্ব্বায়ৈ, ইতি ॥ ৬২

সলোকপালপূজা স্যাদথ কন্যার্চ্চনং ভবেৎ ।
বৎসরাৎ পঞ্চকাদূর্দ্ধং দশবর্ষাদধঃ শুভা ॥ ৬৩
অনুৎপন্নঋতুর্ব্বাপি তাং প্রযত্নেন পূজয়েৎ ।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপ-দীপতাম্বুলভূষণৈঃ ॥ ৬৪
পাঠয়েদপ্যমুং মন্ত্রং পূজকঃ কন্যকামিমাম্ ।
সত্যং ব্রূহি প্রিয়ং ব্রূহি ভগবতি
সরস্বতি নমস্তে নমস্ত ইতি ॥ ৬৫
গায়ত্র্যানুক্রমার্থাত্তু দূর্ব্বাযুগ্মন্তু কাময়েৎ ॥
সন্নিধৌ পুস্তকস্যাধঃ সহস্রপরমেত্যচা ॥ ৬৬
দূর্ব্বাযুগ্মত্রয়ং দদ্যাত্তস্যা হস্তে বিচক্ষণঃ ।
সাপি ক্ষিপেৎ পুস্তসন্ধৌ শলাকাত্রয়মম্বনু ॥৬৭
বিসৃজ্য তাং পুনর্দ্দদ্যাচ্ছিবাভ্যাং নম ইত্যথ
পত্রয়োর্ম্মধ্যমঃ শ্লোকঃ কার্য্যসিদ্ধেহি সূচকঃ ।
পূর্ব্বপত্রে সমাপ্তিঃ স্যাৎ শ্লোকস্য যদি রাঘব ॥

মস্তকে কিরীট ও সর্ব্বাঙ্গে নানাপ্রকার রত্ন-বিভূষণ বিরাজ করিতেছে; যিনি গিরিজা-ধিষ্ঠিত পদ্মাসনের অর্দ্ধভাগে আসীন আছেন; বহুসংখ্যক মুনিবরগণ যাঁহার চরণকমল ধ্যান করিতেছেন, মূর্ত্তিমান্ সমুদায় বেদ-পুরাণ যাঁহার স্তব করিতেছে এবং অন্যান্য সমস্ত লোকই যাঁহার চরণাম্বুজের সেবা করিতেছে; পূজক এতাদৃশমূর্ত্তি মহেশ্বরকে সম্যক্ ধ্যানান্তে পূজা আরম্ভ করিবে। পূজাগ্রে "আপো বা ইদং" ইত্যাদি মন্ত্রে জলকলস অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে কিঞ্চিৎ কলসজল লইয়া "তৎসৎ ব্রহ্ম" এই মন্ত্রে সম্মুখস্থিত পাত্র-জল অভিমন্ত্রিত করিবে। অনন্তর প্রণব-দ্বারা আপনাকে ও সমুদয় পূজোপকরণ-পাত্রকে প্রশংসিত করিয়া "যদ্বাক্" ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয় দ্বারা আবাহন করিবে। তৎপরে পুরুষসূক্ত মন্ত্র বা গায়ত্রীদ্বারা দেবী ভার-তীর ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর প্রণবাদি "নমো ভগবতেঽমুক-পুরাণায়" এইরূপ মন্ত্রে পুরাণের পূজা করিবে। অনন্তর "কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে দূর্ব্বা আনয়নপূর্ব্বক "নমো ভগবত্যৈ দূর্ব্বায়ৈ" এই মন্ত্র দ্বারা দূর্ব্বার পূজা করিয়া লোকপালগণের পূজান্তে কুমারীপূজা করিতে হইবে। যাহার বয়ঃক্রম, পঞ্চ বৎসরের অধিক ও দশ বৎসরের ন্যূন, তাদৃশ কুমারীই প্রশস্ত, অথবা যাহার ঋতুকাল উপস্থিত হয় নাই, তাদৃশ কুমারীও পূজার্হ। গন্ধ,পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ, তাম্বূল ও ভূষণাদি দ্বারা প্রযত্নসহকারে কুমারীর পূজা করা কর্ত্তব্য ।৫৮—৬৪। অনন্তর পূজক কুমারীকে "হে ভগবতি সরস্বতি! সত্য বল, প্রিয় বল, তোমাকে নমস্কার নম-স্কার" এই মন্ত্র পাঠ করাইবে। ত্রিপদা গায়ত্রীর একৈক পাদের অর্থ চিন্তা করিয়া প্রত্যেক দূর্ব্বাদ্বয়ে ইষ্ট প্রার্থনা করিবে। বিচক্ষণ পূজক পুস্তকখানিসমীপে "সহস্র পরমে"তি মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারীর হস্তে উপর্য্যধোভাবে সেই দূর্ব্বাযুগ্মত্রয় প্রদান করিবে। শলাকাত্রয়ের সহিত সেই দূর্ব্বাযুগ্মত্রয় পর পর পুস্তক-সন্ধিস্থলে নিক্ষেপ করিবে। "শিবাভ্যাং নমঃ" এই বলিয়া একটী শলাকাদানের পর আবার 'শিবাভ্যাং নমঃ" বলিয়া শলাকা দিবে। শলাকাবিদ্ধ পুস্তকপত্র

পত্রে পরে পঠেৎ শ্লোকং বিবিচ   দীরয়েৎ
শনৈঃশনৈঃ পঠেৎ প্রাজ্ঞো ব্যাখ্যাস্তেচ্চ
শনৈঃশনৈঃ ॥ ৭০
ত্বরেহ ন হি কর্ত্তব্যা কুপ্যতি ত্বরয়া তু গীঃ।
ঘটিকায়াস্ত পাদং স্যাদত্বরা স্যাত্ততোঽধিকা॥৭১
ত্বরয়েন্ন চ বক্তারং জ্ঞাতব্যাংশমনু দ্বিজম্।
বিবিচ্য পাঠং শ্লোকস্য নিশ্চিত্যার্থঞ্চ মানসে।
প্রতীপং তং ন বক্তব্যং বিবিচ্য রঘুনন্দন।
যদি যুক্তমযুক্তং বা শ্লোকমন্যং পঠেদসৌ ॥৭৩
পুস্তকস্থঞ্চ হিত্বৈব পূজকঃ স দ্বিজো যদি।
তত্রৈথেব হি বিজ্ঞেয়ং বিসংবাদো ন শস্যতে॥
দৈবাগতো হি স শ্লোকো দৈবং হি বলবত্তরম্
উপশ্রুতিষু যদ্বচ্চ নাপরাধো দ্বিজস্য তু। ৭৫
বিস্ময়ো ন চ কর্ত্তব্যো দৈবস্যকুটিলা গতিঃ।
যত্তৎপদবিপর্য্যাসে পত্রে চোৎপন্নবারিণী।
তস্মাদেশং তিরস্কৃত্য দ্বিতীয়ন্তু পঠেৎতঃ।
ততস্তৃতীয়ং পাঠ্যং স্যাত্ততঃ কার্য্যবিবেচনম্॥
অবিসর্গান্তপূর্ব্বান্তে পবর্গৈতরপঞ্চমঃ।
স্তুতিলিঙ্গুর্জ্জিতঃ শ্লোকঃ শাকুনেষু প্রশস্যতে।
অধ্যায়াদিঃ সমাপ্তিশ্চ বৃথাপত্রং বৃথা লিপিঃ।
উক্তানুবচনঞ্চৈব হ্যাপস্তুতমথৈব চ। ৭৯
দগ্ধপত্রং নষ্টলিপিঃ সন্দগ্ধাক্ষরমেব চ।
এতানি শকুনে নিত্যং বর্জ্জনীয়ানি পণ্ডিতৈঃ
প্রশ্নো হি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো দীপ্তশান্তপ্রভেদতঃ
শান্তঞ্চ দ্বিবিধং জ্ঞেয়মুৎপত্তিস্থিতিবৃদ্ধিতঃ। ৮
তত্র শান্তং প্রশস্তং স্যাল্লক্ষিতং পূর্ব্বলক্ষণৈঃ।
কার্য্যভেদাস্ত বর্ণ্যন্তেঽচিন্নর্ত্ত্যোপযোগিনঃ।
কস্যচিৎ কার্য্যমাদায় কশ্চিৎ প্রষ্টা ভবত্যপি।
স করোতি তদা প্রশ্নঃ সমেত্যস্মরতেঽত্র কিম্
স পুনর্দ্ধার্য্য পত্রং তত্তস্মিন্ পত্রং প্রশস্যতে।
অথবা তৎ ক্ষমোপেতং বৈরাগ্যং পরমেব চ
যতঃ কুতশ্চ দৃষ্টশ্চ স্তুতিপাদকমেব চ।
পরিহৃত্য পরঞ্চাপি তস্মিন্নর্থে শুভপ্রদঃ। ৮৫
বৃতো গৃহ্লাতি বাগর্থমিতি প্রশ্নঃ শুভপ্রদঃ।
বিবাদে বিজয়প্রশ্নে জয়দ্যোতকমিষ্যতে।৮৬
সৃষ্টিরপ্যত্র শস্তা স্যাৎ ক্রূরায়াং ক্লেশতো জয়ঃ
প্রশান্তায়ামুপায়ৈস্তু মিশ্রায়াং বিড়্বয়ো ভবেৎ

উদ্ঘাটন করিয়া দেখিবে,—সেই পত্রের শেষস্থ শ্লোক যদি অর্দ্ধাংশমাত্র সেই পত্রে এবং অর্দ্ধাংশ তৎপরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠে বর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি বুঝিবে। আর পূর্ব্বপত্রেই যদি শ্লোকসমাপ্তি হইয়া গিয়া থাকে ত দ্বিতীয় পত্রের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক অর্থ করিবে। (দ্বিতীয় পত্রের শ্লোক যদি পূর্ব্বশ্লোকের অনুবাদ-স্বরূপ না হয়, তাহা হইলে মন্দ নহে।) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, শ্লোকপাঠ ও ব্যাখ্যা শনৈঃ শনৈঃ করিবে, ত্বরা করিবে না। ত্বরা করিলে সরস্বতী কুপিতা হন। একটি শ্লোক পাঠে পঞ্চদশ পল পর্য্যন্ত যাইতে পারে। তদপেক্ষা অধিক সময় ব্যয়ে অত্বরা হয়। অত্বরাও কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞাতব্য অংশ আছে, বিবেচনা করিয়া বক্তাকে ত্বরা দিবে না। বক্তা যদি যথাযথ পাঠ বা অর্থ করিতে অসমর্থ হন, তথাপি তাঁহার প্রতিকূল কথা বলিবে না, স্বয়ং সৎপাঠ ও সদর্থ চিন্তা করিবে। পূজক যদি পুস্তকস্থ শ্লোক ত্যাগ করিয়া অন্য শ্লোক পাঠ করে, তবে তাহাই মানিয়া লইবে, সে সময়ে বিসংবাদ অধিক-তর দোষাবহ। বক্তার তাহাতে দোষ নাই, কেননা সকলেই দৈবাধীন, একবার দুইবার তিনবার পর্য্যন্ত দেখিয়া কার্য্য বিবেচনা করিবে। যে শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ বিসর্গান্ত নহে, যাহার পঞ্চমবর্ণ পবর্গমধ্যে নিবিষ্ট নহে, যে শ্লোকে স্তুতিবোধ হয় না বা লিঙ্গ নাই, সেই শ্লোক শকুনজ্ঞানে প্রশস্ত অর্থাৎ শলাকাবিদ্ধ পত্রশেষে যদি সেইরূপ শ্লোক থাকে ত কার্য্যসিদ্ধি হয়।৬৫-৭৮। অধ্যায়ারম্ভ, অধ্যায়সমাপ্তি, বৃথাপত্র, বিদল, অক্ষরানু-বাদ শ্লোক, সহসা পুস্তকে যাহা নাই তেমন শ্লোকের পাঠ, দগ্ধপত্র, লুপ্ত-অক্ষর, দগ্ধা-ক্ষর—এ সমস্ত পত্রশেষে থাকিলে দুঃশকুন জানিবে। শান্ত ও দীপ্তভেদে দ্বিবিধ প্রশ্ন, তদনুসারে নিমিত্তজ্ঞান করিতে হয়, প্রশ্নানু-

পুরাদিবর্ণনং যত্তু মধ্যমং যদি চোত্তমম্।
কলিসম্ভাবনায়াঞ্চ শৃঙ্গারস্তোপবর্ণনে॥ ৮৮
রাজ্যনির্ব্বাহচিন্তায়াং রাজ্যলিঙ্গং শুভাবহম্।
যস্থাপি যাদৃশং যোগ্যং বিচার্য্যং তাদৃশং বুধৈঃ
স্তুতিবৈরাগ্যয়োঃ কার্য্য-বিলম্বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কার্য্যাল্পসিদ্ধিঃ স্খলিতে ন চ নির্ব্বাহমৃচ্ছতি॥
তস্মাদ্ব্যর্থস্থাস্তভাবো রাম শাস্ত্রবিচারণে।
বিসর্গান্তশ্চ পূর্ব্বার্দ্ধ বিপর্য্যাসৌ ভবিষ্যতঃ॥৯১
সঙ্কল্পিতান্তথাভাবে হ্যধ্যায়স্থ সমাপনে।
কাণ্ডাদেস্তু সমাপ্তৌ তু স্যাত্তৎকার্য্যবিনাশনম্
তস্মাদেতাদৃশে দোষে শকুনস্থ বিপর্য্যয়ঃ।
স্থতে পুস্তকপাতে চ স্বাহতে মস্তকাদিষু॥৯৩
বক্তা বৈমাননং যাতি ততঃ শকুননাশনম্।
তস্মাদেতাদৃশে দোষে শকুনং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
উপমায়াং ভবেদ্রাম কার্য্যাভাসো ন বস্তুতঃ।
সন্তানাস্তোহস্তত্র চোক্তা স্তুতির্বধ্যকসপ্রদা॥
স্তুতিঃ প্রশস্তা কুত্রাপি গুণবক্তাপি নির্ণয়ে।
বিবাহে চৌরধে দানে ব্যবহারে বৃষৌ তথা॥
যথার্থা চ স্তুতী রাম নির্ব্বাহেঽপি ন দূষণম্।
অযথার্থা স্তুতির্যা হি তত্র কার্য্যং ন সিধ্যতি॥
অবুদ্ধার্থে তথা পদ্যে পুরাণাদিসদাদৃতে।
পলায়নে দশাভাবে ব্যাধিসম্ভব এব চ॥ ৯৮
চৌরাদ্যুদ্ভবে তস্মিন ঘোরঃ কার্য্যবিনাশনম
শান্তঃ স্যাদ্যদি চেৎ প্রশ্ন ইতিপ্রাহুঃ পুরাবিদঃ

শ্রীরামচন্দ্র উবাচ।

অবুদ্ধার্থং কথং পদ্যং পুরাণজ্ঞো বদিষ্যতি।
অনুক্তো ন শ্রুতঃ সম্যক্ শ্রোতৃণামিতি নিশ্চয়ঃ
তদুদাহ্রিয়তাং মহ্যমর্থশ্চাপি বিচার্য্যতাম্।
ভাগাবোধকমপ্যত্র বক্তুমর্হসি পণ্ডিত॥ ১০১

শম্ভুরুবাচ।

মধূনি চ মধুস্তত্র মধুর্ম্মধুভুজং মধুঃ।
মধুনা মধুনাদর্থবিষাণি চ বিষাণি চ॥ ১০২
অবুদ্ধার্থস্ত্বয়ং শ্লোকঃ শকুনে ন হি শস্যতে।
ক্বতে ক্বতে ক্বতে রোরৌরীরীরারং ররীররম
এবং করোতি শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতো-
হতিথিঃ।
ভাগাবুদ্ধস্ত্বয়ং শ্লোকঃ শকুনে ন প্রশস্যতে॥
এবমাদীনি পদ্যানি পুরাণেষু রঘূত্তম।
সন্তি তেষাং ন চ ব্যাখ্যা তৎপাঠস্তু পরং
ভবেৎ॥ ১০৫
বক্তুঃ শ্রোতুরবৈগুণ্যং ব্রতেষু নিয়মেষু চ।
বেদবচ্চ পুরাণানি ন চিন্ত্যানি কথং ত্বিতি॥
ত্রিরুক্তাদিবশাদর্থ-ধীরপ্যস্তু বিচারতঃ।
শ্লোকার্থং প্রক্রিয়াশ্চৈব বিচার্য্য পরমার্থতঃ॥
বলবাংস্তত্র হি শ্লোকঃ প্রক্রিয়া তু ততো লঘুঃ
বৃথাপত্রে বৃথায়াসো দগ্ধপত্রে বিনাশনম্॥১০৮
স্যাদন্তরিতনির্ব্বাহ-পত্রে কার্য্যবিস্থত্রতা।
শীর্ণপত্রে ব্যয়ঃ প্রোক্তঃ প্রনষ্টলিপিকে তু বা॥
বৃথাক্ষরে বৃথায়াসঃ পুনরুক্তে বিসংবিদে।
উপমানে তু কার্য্যং তৎসিধ্যতি বা ন সিধ্যতি
বিলম্বেনাথবা সিদ্ধিরস্পষ্টে চাক্ষরে পুনঃ।
কার্য্যং সংশয়মাপ্নোতি নির্দ্দিষ্টদিবসেঽপি॥

সারে কার্য্যভেদে শুভাশুভ নিমিত্তনির্দ্দেশক কুড়িটি শ্লোক আছে। তন্মধ্যে যে পদ্যের অর্থবোধ হয় না, পুরাণজ্ঞব্যক্তিকৃত তৎপাঠ শ্রুতিগোচর হইলে, পলায়ন প্রভৃতি বিষয়ে শান্তিপ্রশ্নে কার্য্যবিনাশ হয়, ইহা শেষ উপদেশ।৭৯—৯৯। ইহাতে শ্রীরাম বলিলেন,—পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি অর্থবোধ না করিয়া পদ্য কীর্ত্তন করিবেন কেন? আর কীর্ত্তন না করিলে অন্যেরও শ্রুতিগোচর হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব হে পণ্ডিত! সেইরূপ শ্লোক আপনি কীর্ত্তন করুন। আর আংশিক অবুদ্ধার্থ শ্লোকও যদি থাকে, তাহাও কীর্ত্তন করুন। শম্ভু বলিলেন,—'মধূনিব মধুস্তত্র' ইত্যাদি শ্লোক অবোধ্যার্থ, 'ক্বতে ক্বতে ক্বতে রোরৌ' এই সকল আংশিক অবোধ্যার্থ শ্লোক,ইহা শকুন বিষয়ে অপ্রশস্ত। ইহার অর্থ না থাকিলেও পুরাণে ইহা পঠিত হইবে। শকুননির্ণয় প্রত্যহ কর্ত্তব্য নহে, ভোজনোত্তর কর্ত্তব্য নহে, পূর্ব্বদিন রাত্রিতে পূজা ও পরদিন শকুনজ্ঞান কর্ত্তব্য। নিতান্ত ত্বরাস্থলে প্রাতঃকালেই পূজা ও শকুনির্ণয় হইবে। প্রক্রিয়াবিশেষে বিশেষ শকুন অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত জ্ঞান হয়।

ন প্রত্যহং নিরীক্ষেত পুরাণশকুনং নৃপ।
ভুক্তোত্তিষ্ঠংস্তথা নৈব নিরীক্ষেত পুরাণকম্॥
পূর্ব্বস্মু দিবসস্যাথ রাত্রৌ পূজাং বিধায় চ।
প্রাতঃকালে পরেহ্যুশ্চ শকুনেরঘুনন্দন॥১১৩
পশ্চান্নিরীক্ষণং কার্য্যং সদ্যঃকালমথাপি বা।
প্রক্রিয়াদিবিশেষেণ বিশেষং শকুনং বদেৎ॥
শুভকার্য্যেষু সর্ব্বেষু প্রেতশ্রাদ্ধাদিবর্জ্জনম্।
দণ্ডপ্রণয়নং শাপো দেশানাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ॥১১৫
রক্ষসাং দুষ্টসত্বানাং শুদ্ধং প্রাণিবিহিংসনম্।
দহনাদেব নির্ম্মাণং বমনং করুণং হৃদি॥ ১১৬
হাসো বীভৎসতা দুঃখদুঃস্বপ্নভ্রমপাপকাঃ।
পটাদিপূর্ণনং পীড়া কলহো মরণং তথা॥ ১১৭
ক্রূরাণামাগমশ্চাপি মহতাং ভয়মেব চ।
এবমাদ্যাস্তথা চান্যাঃ প্রক্রিয়াস্ত বিবর্জ্জয়েৎ॥
শ্রিয়ঃপ্রাপ্তিবিচারে তু রাজদৃষ্টিঃ সুখাবহা।
গ্রহাণামুদয়ো রোগ-শান্তিরপ্যত্র শস্যতে॥১১৯
কিমত্র বহুনোক্তেন তত্তদ্‌যোগং বিচারয়েৎ।
সর্ব্বেষু চ পুরাণেষু স্কান্দমত্র প্রশস্যতে॥ ১২০
বৈষ্ণবং কেচিদিচ্ছন্তি রামায়ণমথাপরে।
সত্যাদিসর্ব্বদোষাণাং বৈষ্ণবে নৈব দোষতা॥
স্কান্দে রামায়ণে চৈব দোষত্বমপি চান্যতা।
কিন্তু পূজয়িতুং শক্যং বৈষ্ণবং নৈব কেনচিৎ
সদাচারবিহীনেন পূজিতং যদি চেন্তবেৎ।
তদাশুভমিবায়াতি শকুনং নৈব সিদ্ধ্যতি।
সদ্বাচারসমোপেতে শাখাবন্ধে যথা বৃষঃ॥১২৩
সূত উবাচ।
ইত্থং শম্ভুদ্বিজেনাথ বোধিতো রাঘবস্তদা।
বিভীষণপরীক্ষায়াং শকুনায়োপচক্রমে॥ ১২৪
বশিষ্ঠং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং পুরাণেষু বিশারদম্।

প্রেতশ্রাদ্ধের কথা সকল কার্য্যেই অশুভ। দণ্ডপ্রণয়নাদি বৃত্তান্তও বর্জ্জনীয়। শ্রী-সম্পত্তি লাভবিচারে রাজদৃষ্টি শুভ, গ্রহোদয় ও রোগশান্তিও শুভ। এই শকুনজ্ঞানে স্কন্দ-পুরাণই প্রশস্ততম। ১০০—১২৩। সূত কহিলেন,—শম্ভু-ব্রাহ্মণ এইরূপে বুঝাইয়া বলিলে, 'রাম, বিভীষণ কি কারণে বদ্ধ হইলেন, তাহার জানিবার নিমিত্ত শকুনের

বভাষে রাঘবো বাক্যং পুরাণং বীক্ষ্যতামিতি
বশিষ্ঠোঽপ্যাহ রামং তং মুনেশ্চামুষ্য সন্নিধৌ
বক্তুং নিরীক্ষিতুং রাম ন শক্তির্মম বিদ্যতে॥
শম্ভুং প্রাহ ততো রামো মুনিসম্প্রেক্ষিতাননম্
ভবন্তোঽপি হি তত্ত্বজ্ঞাঃপুরাণেষু বিশারদাঃ॥
তদ্বদন্তু পুরাণস্থং শকুনং মম কার্য্যতঃ।
তথেতি শম্ভুরুক্ত্বা তু শুচির্ভূত্বার্চ্চকোঽভবৎ॥
স্কান্দমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ প্রশ্নং কৃত্বেহি তত্ত্বতঃ।
স কিং শৃঙ্খলয়া বদ্ধো মম ভক্তো বিভীষণঃ।
অমী দৃষ্টাস্তদা শ্লোকাস্ত্রয় আদেশকাস্ত্রিধা॥
বদ্ধা সমুদ্রং স তু রাঘবেন্দ্রো
রুরোধ গুপ্তাং ক্ষণদাচরেন্দ্রৈঃ।
যোদ্ধুং সমাগত্য সমাযযুস্তে
লঙ্কাপুরস্থাস্ত্বতিকায়মুখ্যাঃ॥ ১৩০

উপক্রম করিলেন। তিনি পুরাণশাস্ত্রবিশারদ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আপনি পুরাণ দর্শন করুন (পুরাণদর্শন করিয়া কি কারণে বিভীষণ বদ্ধ হইল, তাহা বলুন)। বশিষ্ঠদেব সেই শম্ভুমুনির সমক্ষে রামকে বলিলেন,—রাম! আমার বলিবার বা দেখিবার শক্তি নাই। অনন্তর মুনিগণ সেই শম্ভু-মুনির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে, রাম সেই শম্ভু মুনিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন,—আপনারাও তত্ত্বজ্ঞানী এবং পুরাণশাস্ত্রে বিশারদ; অতএব আমার এই কার্য্যের নিমিত্ত পুরাণস্থ শকুন বলুন। শম্ভু "তাহাই হইতেছে" এই বলিয়া পবিত্রভাবে পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।১২৪—১২৮। তিনি যথাবিধানে স্কন্দপুরাণের পূজা করিয়া যথাযথ প্রশ্ন করিলেন যে, "মদীয় ভক্ত বিভীষণ কি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে?" এইরূপ প্রশ্নের পরক্ষণেই উক্ত প্রশ্নের উত্তরসূচক এই তিনটি শ্লোক দৃষ্ট হইল। "রঘুনাথ রাম সমুদ্রবন্ধন করিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ-কর্ত্তৃক রক্ষিত লঙ্কানগরী অবরোধ করিলে, অতিকায়

অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলা দ্বিজাস্তথা।
প্রমদাঃ কেশশূলিন্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥
এবং স্তুতো মহেশশ্চ দেবতাঃ প্রাহ বৈ শিবঃ
মোচয়িষ্যে ভবৎপত্নীর্মল্লাসুরনিরোধিতাঃ।
শ্লোকত্রয়ং নিরীক্ষ্যাথ বদ্ধনিশ্চয়মুক্তবান্।
মোচনং ত্বরয়া রাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ইতি শ্রুত্বা মুনের্বাক্যং রামঃ সমুনিবানরঃ।
কর্ত্তুং বিনির্যযৌ শীঘ্রং বিভীষণগবেষণম্।
শ্রীরঙ্গনামনগরং ত্বরয়া বিবেশ হ।
রামং তে পূজয়ামাসুঃ পার্থিবাস্তত্র যে স্থিতাঃ
পূজিতস্তানুবাচাথ ক স্থিতোঽসৌ বিভীষণঃ।
দেব শ্রীরাম ন বয়ং জানীমস্ত কথামিমাম্॥
প্রেরয়ামাস কাকুৎস্থো বানরান্ সর্ব্বতো দিশঃ
ততো গত্বা কপিবরা দৃষ্টবন্তো ন বৈ বত।
অথ রামো মুনিং প্রাহ শম্ভুং পশ্চাদদস্ব মে।
তথেতি রামসহিতো মুনিঃ শম্ভুদ্বিজান্বিতঃ।
দর্শয়েতি তথৈবেতি বিপ্রঘোষং জগাম সঃ।
পৃষ্টাস্তত্র দ্বিজাস্তেঽপি দর্শয়ামাসুরর্চ্চিতাঃ।
অন্তর্ভূমিগৃহে বদ্ধং রাক্ষসং বহুশৃঙ্খলৈঃ।
অথাহ রাঘবো বিপ্রাঃ কিমনেন কৃতং ত্বিতি।
তৈরুক্তং ব্রহ্মহত্যেতি বৃদ্ধব্রাহ্মণসংজ্ঞিতঃ।
দ্বিজোঽতিধার্ম্মিকঃ কশ্চিদেকান্তেপ্রবয়াঃ কৃশঃ
ধ্যানায়োপবনে তস্থৌ তত্র গত্বা বিভীষণঃ।
পাদেনাধর্ষয়দ্বিপ্রং স বিপ্রোঽপ্যতিচূর্ণিত।১৪২
পদমেকমতো গন্তুং ন শশাক বিভীষণঃ।

প্রভৃতি লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। "কলিযুগে জনপদসকল অট্টশূল, ব্রাহ্মণগণ শিবশূল ও রমণীগণ কেশশূলিনী হইবে।" মহেশ্বর শিব এইরূপে স্তুত হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—তোমাদের মল্লাসুরনিরুদ্ধ পত্নীদিগকে আমি মুক্ত করিব। শম্ভু উক্ত শ্লোকত্রয় দর্শন করিয়া বিভীষণ নিশ্চয়ই বদ্ধ এবং অবিলম্বে তাহার বন্ধন মোচন হইবে বুঝিতে পারিয়া রামের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—রাম! অবিলম্বে বিভীষণ বন্ধনমুক্ত হইবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। রাম শম্ভু-মুনির উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত মুনিগণ ও বানরগণের সহিত অবিলম্বে যাত্রা করিলেন। অনন্তর রাম সত্বর সদলবলে শ্রীরঙ্গনামক নগরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য রাজগণ তাঁহাকে পূজা করিলেন। তাঁহাদিগের নিকটে পূজাপ্রাপ্ত হইয়া রাম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিভীষণ কোথায়? তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"দেব শ্রীরাম! আমরা তাঁহার কিছুমাত্র সন্ধান জানি না।" অনন্তর ককুৎস্থবংশধর রাম (বিভীষণকে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত) চতুর্দ্দিকে বানরগণকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বানরগণ চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও বিভীষণকে দেখিতে পাইল না। ১২৯—১৩৭। তৎপরে রাম শম্ভু মুনিকে বলিলেন,—মুনিবর! আপনি বিভীষণের সন্ধান বলিয়া দিন। শম্ভু "আচ্ছা, দেখাইতেছি" এই বলিয়া রাম ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে লইয়া বিপ্রঘোষনামক এক গ্রামে গমন করিলেন এবং তথাকার ব্রাহ্মণগণকে সমাদরপূর্ব্বক বিভীষণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বিভীষণকে দেখাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাক্ষস বিভীষণ ভূমধ্যবর্ত্তী এক গৃহমধ্যে বহুতর শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর রাম তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিপ্রগণ! বিভীষণ কি কারণে বদ্ধ হইলেন? "তাঁহারা উত্তর করিলেন,—বিভীষণ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন, এই স্থানে অতি ধার্ম্মিক বর্ষীয়ান্ কৃশদেহ বৃদ্ধব্রাহ্মণ নামে এক ব্রাহ্মণ এক নির্জ্জন উপবনে তপস্যা করিতেছিলেন, বিভীষণ তথায় গিয়া সেই ব্রাহ্মণকে পদদলিত করিয়াছিলেন, বিভীষণের পদপেষণে ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, বিভীষণ তথা হইতে এক পদও চলিতে সমর্থ হয় নাই; ব্রহ্মহত্যা-

অশ্বাতিপ্তাড়িতো দুষ্টো ন মমার বধৈরপি।
অতো রাম বধিত্বৈনং পাপাত্মানং সুখীভব।
রামঃ সংশয়মাপন্নো বিপ্রানিদমুবাচ হ। ১৪৪

শ্রীরাম উবাচ।

বরং মমৈব মরণং মদ্ভক্তো হন্যতে কথম্।
রাজ্যমায়ুর্ম্ময়া দত্তং তথৈব স ভবিষ্যতি ॥১৪৫
ভৃত্যাপরাধে সর্ব্বত্র স্বামিনো দণ্ড ইষ্যতে।
রামবাক্যং দ্বিজাঃ শ্রুত্বা বিস্ময়াদিদমব্রুবন্॥

দ্বিজা উচুঃ।

ন পট্টবন্ধমরণং ভো রাম মুনিসম্মতম্।
বসিষ্ঠাদিমুনীন্দ্রৈস্তৈর্ব্বিচারং কুরু যদ্ধিতম্। ৪৭
রামপৃষ্টা মুনিবরাঃ প্রায়শ্চিত্তমথোচিরে।
অজ্ঞানব্রহ্মহত্যা তু প্রায়শ্চিত্তৈরপোহ্যতে।
ইয়মজ্ঞানতো হত্যা প্রায়শ্চিত্তমপেক্ষতে।
গবাক্ষ ত্রিশতং ষষ্টিং দদাতু স বিভীষণঃ।
বন্ধকাশ্চাপি তে বিপ্রাস্তথেত্যুচুঃ পরস্পরম্।
মোচয়িষ্যাম তদ্রক্ষঃ প্রায়শ্চিত্তং করোতু সঃ।
বিমুচ্য রাক্ষসং বিপ্রা রাঘবায় ন্যবেদয়ন্।
রামোঽপি নাভিভাষেত্তং প্রাসঙ্গিকমভাষত।
স্নাত্বা পৃষ্ট্বা মুনীন্ ক্রুদ্ধান্ প্রায়শ্চিত্তমতঃ পরম্
দ্বিজানুমতিতঃ পাপী মামুপৈষ্যতু রাক্ষসঃ।
শ্রুত্বেতি রাঘববচো রাক্ষসঃ পাপসংবৃতঃ।
প্রায়শ্চিত্তমৃষিপ্রোক্তং কৃত্বা রামমথাভ্যগাৎ।
প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধাত্মা ননাম রঘুনন্দনম্।
রামস্তং প্রহসন্ বাক্যমিদম হ সভান্তরে ॥১৫৪

শ্রীরাম উবাচ।

অদ্যপ্রভৃতি পৌলস্ত্য বিমৃশ্য কুরু যদ্ধিতম্।

পাপে তাহার গতিরোধ হইয়াছে। আমরা সেই দুষ্ট রাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত বহু প্রহার করিয়াছি, কিন্তু দুষ্ট পাপিষ্ঠ কিছুতেই মরে নাই; অতএব হে রাম! আপনি এই পাপাত্মাকে বধ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করুন। রামচন্দ্র বিভীষণকে মারিবেন কি না, স্থির করিতে না পারিয়া সংশয়াকুল হইয়া ব্রাহ্মণ দিগকে বলিলেন। শ্রীরাম কহিলেন,—বরং আমি মরিতে পারি, আমার ভক্তকে কিরূপে বধ করিব। আর এক কথা, আমি ইহাকে রাজত্ব এবং অমরত্ব প্রদান করিয়াছি, সুতরাং মারিলেও ত মরিবে না। সর্ব্বত্র ভৃত্যের অপরাধে প্রভুই দণ্ডনীয়; কারণ প্রভুর দোষেই ভৃত্য অন্যায় কর্ম্ম করে। তাহা হইলে ত আমার নিজেরই দণ্ডগ্রহণ করা উচিত। রামের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,—ভো রাম! এইরূপ বদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া মৃত হওয়া (প্রাণত্যাগ না হইলেও মৃতপ্রায় হইয়া থাকা) মুনিদিগের সম্মত নহে; অতএব যাহাতে বিভীষণের হিত হয়, বশিষ্ঠাদি প্রধান মুনিগণের সহিত বিচার করিয়া তাহা করুন। অনন্তর রাম জিজ্ঞাসা করিলে, প্রধান প্রধান মুনিগণ প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব করিয়া বলিলেন,—বিভীষণ অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তে এ পাপের শান্তি হইতে পারে। এই অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক; অতএব বিভীষণ তিনশত ষষ্টি গোদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করুক। যে সকল ব্রাহ্মণ বিভীষণকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে একবাক্যে বলিলেন,—বিভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করুক, তাহা হইলে আমরা উঁহাকে ছাড়িয়া দিব। ১৩৮—১৫০। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া রামকে নিবেদন করিলেন। রাম বিভীষণকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া তদীয় সহচরকে বলিলেন,—পাপিষ্ঠ রাক্ষস স্নানানন্তর ক্রুদ্ধ মুনিগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমার নিকটে আগমন করুক। পাপযুক্ত রাক্ষস বিভীষণ রামের বাক্য শ্রবণানন্তর মুনিগণ-কথিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া রামসমীপে গমন করিলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা সেই বিভীষণ, রঘুনন্দনকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর রাম সভামধ্যে সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলিলেন। রাম বলিলেন,—পুলস্ত্যনন্দন! আমি তোমার

অস্মাকং ত্বৎকৃতে রক্ষঃ প্রয়াসোঽয়মভূদ্যতঃ
কৃপালুর্ভব সর্ব্বত্র ভৃত্যো মম যতো ভবান্।
অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে নিশ্চিতার্থে রঘূত্তমে।
ঊচুরস্মাকমজ্ঞানং কথং শীঘ্রমুপাগতম্। ১৫৬
শ্রীশম্ভুরুবাচ।
বিপ্রাবজ্ঞানতো বিপ্রা অজ্ঞানং না সমেষ্যতি
ঋষয় ঊচুঃ।
ত্রেতাযুগেঽস্তিরামায়ণঃ পুরাণানি চ কৃৎস্নশঃ
দ্বাপরান্তে ভারতঞ্চ কথমেতদ্ধি যুজ্যতে। ১৫৮
সূত উবাচ।
পুরাণানি তথাপ্যেবং সন্তি তন্নামকানি তু।
ব্যাসেরিতানি তত্রৈব পুরাণানি চ নান্যথা।
অদ্যাপি চ বিধানং তৎপুরাণশ্রবণে ফলম্।
মহাভারতমপ্যত্র শকুনায় বিশিষ্যতে। ১৬০
আদিপর্ব্বৈকমভ্যর্চ্চ্য নিরীক্ষেত বিনিশ্চয়ম্।
অথবা সর্ব্বপর্ব্বাণি প্রশস্তান্যর্থনির্ণয়ে। ১৬১
শ্লোকাদিলক্ষণং সর্ব্বং পূর্ব্বোক্তং তদিহাপি তু
শ্লোকানামন্বয়াদেকস্তাৎপর্য্যাদথবাপরঃ। ১৬২
অর্থঃ সম্প্রতিপদ্যেত তাৎপর্য্যং তত্র গৃহ্যতে।
অর্থাদেব হি সর্ব্বত্র বস্ত্বাদেস্তু নিরূপণম্। ১৬৩
যত্রার্থো দৃশ্যতে তত্র স ধাতুঃ সমুদাহৃতঃ।
অত্রার্থাদেব শব্দানাং ন মিথ্যৈব নিরূপণম্।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র তাৎপর্য্যং গ্রহীতব্যং মনীষিভিঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে শকুনজ্ঞানে
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।
অতঃ পরং মহাভাগ কিং চকার স রাঘবঃ।
মুনয়স্তে মহাত্মানঃ কিমকুর্ব্বংস্ততঃ পরম্। ১

জন্য এত কষ্ট পাইলাম; অতএব তুমি অদ্য হইতে এরূপ গর্হিত কর্ম্ম আর কখনই করিও না, যাহাতে আপনার হিত হয়, এইরূপ কর্ম্ম কর। হে রাক্ষস! তুমি আমার ভৃত্য, অতএব তোমার সাধুশীল হওয়া উচিত; তুমি সর্ব্বত্র দয়ালু হইবে। রাম এইরূপে পুরাণদৃষ্ট শকুননির্ণয় দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিলে মুনিগণ শম্ভুকে কহিলেন,—আমাদিগের ঝটিতি এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন? শম্ভু কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করাতেই এ মোহ উপস্থিত হইয়াছে; আর কখনই এরূপ মোহ হইবে না। ঋষিগণ বলিলেন,—সূত! ত্রেতাযুগে রামায়ণ এবং সমগ্র পুরাণ আর দ্বাপরযুগের শেষে মহাভারত যথোক্ত ফলপ্রদ এই সকল পুরাণাদির এরূপ ফলদানের যুক্তি কি? কেন এরূপ ফললাভ হয়। ১৫১—১৫৮। সূত কহিলেন,—পুরাণের মহিমার কথা কি বলিব, তন্নামে আরও কত পুরাণ আছে, সমস্তই ব্যাস-বিরচিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তত্তৎপুরাণ শ্রবণের ফল এখনও সকলেই প্রাপ্ত হইতেছে। মহাভারতেও শকুনজ্ঞান হইয়া থাকে। এক আদিপর্ব্বই পূজা করিলে তাহা হইতে শুভাশুভ নিরূপণ করা যাইতে পারে। অথবা সকল পর্ব্বই শুভাশুভ-নিরূপণে প্রশস্ত। পূর্ব্বে পুরাণ-শ্লোকাদিতে যে যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে; এই মহাভারতের শ্লোকেও সেই সকল লক্ষণ সমস্তই আছে; অন্বয়মাত্রে শ্লোকের একরূপ অর্থের প্রতীতি হয়; আবার তাৎপর্য্যে তাহার অন্যরূপ অর্থ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে তাৎপর্য্যার্থই গ্রাহ্য। তাৎপর্য্যার্থেই সর্ব্বত্র বস্তু প্রভৃতির নিরূপণ হইয়া থাকে। যাহাতে অর্থ প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার মূলে ধাতু বিদ্যমান। এই তাৎপর্য্যার্থ হইতে বস্তু-নিরূপণ কোথাও বৃথা হয় না। অতএব মনীষিগণ সর্ব্বত্র তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন। ১৫৯—১৬৪।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত! অতঃপর শ্রীরাম এবং মহাত্মা মুনিগণ কি

সূত উবাচ।

রামচন্দ্রে সুখাসীনে বিভীষণকপীশ্বরে।
শম্ভুমূচুর্মুনিবরাঃ কথাং পুণ্যাং বদস্ব নঃ। ২
তেষামাকর্ণ্য তদ্বাক্যং পার্ব্বতীমাহ শঙ্করঃ।
ইদং কস্যাপি বিপ্রস্য গৃহং পরমশোভনম্।
রম্যোপবনবাপীভির্ব্বিবিধৈর্লতিকাদিভিঃ শোভিতম্॥৩
কূজন্মধুকরশ্রেণ্যা হ্বয়ন্তং কুসুমায়ুধম্। ৪
মধ্যাহ্নসন্ধ্যামারোঢ়ুমিব সূর্য্যঃ প্রবর্ত্ততে।
গচ্ছ বাপীজলস্নাতৌ পরিধায় সুবাসসী। ৫
মৃগনাভিসমুদ্দৃষ্ট-ঘনসারসুচন্দনম্।
আলিপ্য শল্লকীদামগূঢ়ধম্মিল্লসংযুতৌ।
অনল্পঘনসারং তু তাম্বূলং প্রতিখাদিতম্।
আস্বাদ্য মাদ্যমুদিতৌ যত্র ধারাগৃহে শুভে॥৭
ময়ূরনাদবহুলে বর্হির্ম্মধুরগীতকৈঃ।
শয্যায়ামাস্থিতাবাঞ্চ পরস্পরমুখস্থিতৌ। ৮
বিশালস্মিতরক্তোষ্ঠমাননং চুম্বিতং যদি।
সংসারফলমাপ্রাতমাবয়োস্ত ভবিষ্যতি। ৯
ইতীরিতমথ শ্রুত্বা কুপিতা মুনয়স্ত তম্।
উক্তবন্তঃ শুভং বাক্যমস্মাসু কিমিদং ত্বয়া॥১০
প্রবলেয়ং প্রিয়াশক্তিঃ কৃতা নো মদ্বচঃ কৃতম্।
অথ কোপপরাচ্ছম্ভোরাননাৎ পরমাদ্ভুতা।
জ্বালা বিনির্গতা সাপি করালবদনাভবৎ। ১২
কস্যচিত্তু মুনের্ভার্য্যামাসসাদাথ সত্বরম্।
পলায়নপরা চাসীদ্রামং দৃষ্ট্বা চ বিভ্যতী। ১৩
রামোঽপি ব্রাহ্মণীং শুদ্ধাং মোচয়ামীত্যবাদহ
জগাম পুষ্পকেনৈব ব্রুবন্নুক্তিং পুনঃপুনঃ।
বাণঞ্চ ধনুষা যোক্তুং ন চ সস্মার রাঘবঃ।
শম্ভুরপ্যতিপুণ্যানি বনান্যায়তনানি চ।
পুরাণি চ বিচিত্রাণি দৃষ্ট্বা রামং ন চাস্মরৎ।

করিয়াছিলেন? সূত বলিলেন—বিভীষণ ও বানরগণের প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সুখাসীন হইলে মুনিবরগণ শম্ভুকে কহিলেন,—আপনি আমাদিগের নিকট পুণ্য কথাসকল কীর্ত্তন করুন। তখন মুনিবেশধারী শঙ্কর মুনগণের তদ্বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে কহিলেন,—এই দেখ, কোন দ্বিজবরের পরম সুন্দর ভবন দৃষ্ট হইতেছে। দেখ, রম্য উপবন, বাপী ও বিবিধ লতাসমূহে উহা কেমন শোভিত হইয়াছে। ঐ স্থানে মধুকর সকল গুন্‌গুন্ শব্দে যেন মদনদেবকে আহ্বান করিতেছে। দেখ, সম্প্রতি সূর্য্যদেবও যেন মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন; অতএব চল, আমরা এক্ষণে ঐ সরোবরজলে অবগাহনান্তে মনোহর বসনযুগ্ম পরিধান এবং সর্ব্বাঙ্গে মৃগনাভি ও কর্পূরবিমিশ্রিত উৎকৃষ্ট চন্দন লেপনপূর্ব্বক শল্লকীদামে কেশপাশ গুম্ফিত করিব; পরে পরস্পর চর্ব্বিত কর্পূরপূর্ণ তাম্বূল আস্বাদনপূর্ব্বক অতীব হৃষ্টান্তঃকরণে বর্হিকোর্গীম্বিত ময়ূরগণের সুমধুর কেকারবে পূর্ণ ঐ উদ্যানস্থ মনোহর ধারাগৃহের মধ্যে আস্তৃত শয্যার উপরিভাগে পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করত অবস্থিতি করি। ঈষৎ হাস্যে-বিকসিত রক্তবর্ণ-ওষ্ঠ-ভূষিত মুখমণ্ডল যদি চুম্বন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদিগের সংসারফল উপভুক্ত হইবে। শম্ভুর এবংবিধ বচনাবলীশ্রবণে মুনিগণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ হিতবাক্য বলিলেন,—আমাদিগের নিকটে আপনি এ কি বলিতেছেন? আপনার প্রিয়াসক্তি অতি প্রবল হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের বাক্য রক্ষা করিতেছেন না। এতদ্বাক্য শ্রবণে শম্ভু ক্রুদ্ধ হইলে পর, তদীয় মুখমণ্ডল হইতে পরমাদ্ভুত জ্বালা নির্গত হইল এবং তাহা এক করালবদনা রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিল। ১—১২। অনন্তর অতি ত্বরিতভাবে কোন মুনিবরের ভার্য্যাকে লইয়া সম্মুখে শ্রীরামকে অবলোকনপূর্ব্বক সভয়চিত্তে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন শ্রীরামচন্দ্রও "আমি শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণীকে মোচন করিতেছি" পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া পুষ্পকারোহণে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ব্যস্ততাবশতঃ ধনুতে শরসন্ধান করিতে বিস্মৃত

ক্ষণেন চ তদা প্রাপ্তো লোকালোকং মহাগিরিম্।
দৃষ্ট্বাথ রাঘবঃ শৈলং গৃহমার্গসমাকুলম্ ॥
বিপ্রযোষিন্মহাভাগাঃ ক গতা বদত দ্বিজাঃ।
ইতো গতেতি তে প্রোচুস্তমোভাগংগিরেরিতি
রামো বিবর্ণবদনঃ কষ্টমিত্যভিচিন্তয়ন্ ॥ ১৮
অথ শম্ভুর্মহাতেজাঃ প্রকাশমতুলং দদৌ।
তৎপ্রকাশপ্রভাবেণ রামঃ কৃত্যাং যথাবম্ ॥
তমোময়ী মহাভূমিঃ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতা।
আব্রহ্মাণ্ডকটাহান্তা শতযোজনকোটিতঃ ॥ ২০
মহারজতভূমিশ্চ তমোমধ্যে ব্যবস্থিতা।
তত্র নারায়ণপুরং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম।
সরামমুনিবর্য্যাস্ত তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ২২
কিমেতদিতি চাচিন্ত্য নঃ প্রবেশঃ কথং ভবেৎ
কিমেষ প্রলয়াগ্নিঃ স্যান্মায়য়া পরমাত্মনঃ।
কিংবা নো মরণং স্বদ্য উত শ্রেয়ো ভবিষ্যতি
ইতি চিন্তাকুলেষেব সরামেষু মুনিষ্বথ।
শম্ভুরাহ শৃণুত্বাদ্য রাঘবৈতদ্বদামি তে ॥ ২৪
প্রকল্পিতা ময়া মায়া ন কৃত্যা চৈতদদ্ভুতম্।
নারায়ণীয়মেতত্তু পরমং ধাম ভাস্বতম্ ॥ ২৫
উষ্ণশীতাদ্যবিচ্ছেদ্যং জ্ঞানগম্যং ন চাক্ষুষম্।
তত্তু পূজয়তশ্চোর্দ্ধং পশ্য ব্রহ্মপুরোগমান্ ॥২৬
দিক্ষু সর্ব্বাসু চ মুনীন্ পশ্য পূজয়তোঽমলান্।
চতুরঃ পশ্য বেদাংস্তু স্তবতঃ পরমং পদম্ ॥২৭
যোগিনঃ সনকাদ্যাস্ত যোগমাস্থায় যত্নতঃ।
ধ্যায়ন্তি পরমং তেজস্তদিদং পশ্য রাঘবঃ ॥২৮
অমুঞ্চ রোমশং পশ্য প্রদক্ষিণনমস্ক্রিয়াঃ।]
কুর্ব্বাণং কোটিকোটিশ্চ বালখিল্যান্মুনীশ্বরান্ ॥

হইলেন। শম্ভুও অনুগমন করত অতি পবিত্র বন, আয়তন ও বিচিত্রপুরনিচয় সন্দর্শন করিয়া "শ্রীরাম যে কে" তাহা আর তাঁহার স্মরণ রহিল না। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ক্ষণমধ্যেই লোকালোকনামক মহাগিরিতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় অসংখ্য গৃহ ও মার্গদর্শনে মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগ দ্বিজগণ! সেই ব্রাহ্মণী কোন্দিকে যাইলেন, বলুন। তখন তাঁহারা বলিলেন, পর্ব্বতের এই অন্ধকারময় ভাগের দিকে গিয়াছেন, তৎশ্রবণে শ্রীরামচন্দ্র অতি কষ্টের বিষয় বিবেচনা করিয়া ম্লানমুখ হইলেন। অনন্তর ভগবান্ শম্ভু, অতুল তেজঃপ্রকাশ করিলেন, শ্রীরামচন্দ্রও সেই আলোকপ্রভাবে কৃত্যার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহার প্রান্তভাগ ব্রহ্মাণ্ডকটাহে সংলগ্ন এবং বিস্তার শত শত কোটি যোজন পরিমিত, সেই তমোময়ী মহাভূমিতে কোন প্রকারই অপর জন্তু নাই, সেই অন্ধকারময় স্থানমধ্যে মহারজতভূমি অবস্থিত এবং তন্মধ্যে নারায়ণের কোটি কোটি সূর্য্যময় তেজোময় পরম ধাম বিরাজ করিতেছে। শ্রীরামসমন্বিত সমুদয় মুনিগণই সেই স্থান দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন, এবং "এ কি! কিরূপে আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব, পরমাত্মার মায়ায় ইহা কি প্রলয়াগ্নি উপস্থিত হইল। অথবা আজ আমাদিগের মরণ উপস্থিত! কিংবা ইহাতে আমাদিগের মঙ্গলই হইবে" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৩—২৩। শ্রীরামসহ সেই মুনিগণ এইরূপ চিন্তাকুল হইলে ভগবান্ শম্ভু বলিলেন,—রাঘব! শুনুন আমি এক্ষণে ইহার বিষয় আপনাকে বলিতেছি। আমি মায়া সৃষ্টি করিয়াছি, সেই রমণী কৃত্যা নহে, এই তেজোময় স্থান ভগবান নারায়ণের পরম ধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। চর্ম্মচক্ষে ইহা দৃষ্ট হয় না, ইহা কেবল জ্ঞানগম্য এবং শীতোষ্ণাদি দ্বারা অবিচ্ছেদ্য। দেখ, ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মাদিদেবগণ অবস্থিত থাকিয়া সেই ব্রহ্মের পূজা করিতেছেন। দেখ, সর্ব্বদিকে বিমলচেতা মুনিগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছে এবং বেদচতুষ্টয় সেই পরমপদের স্তব করিতেছে। হে রাঘব! আরও দেখ, সনকাদি যোগিগণ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সযত্নে সেই পরম তেজের ধ্যান করিতেছেন এবং দেখ রোমশ মুনি ও বালখিল্য মুনিবর-

লক্ষ্মাদিসর্ব্ববনিতা-পূজ্যমানং পরং পদম্।
সাকারঞ্চ নিরাকারং ব্রহ্ম যৎপরিকীর্ত্তিতম্॥
অজ্ঞানিনো ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥৩০
শম্ভুবাক্যাদতঃ সর্ব্বে পূজয়ামাসুরচ্যুতম্।
গিরিকর্ণীঞ্চ তুলসীং শল্লকং মারুতং তথা॥৩১
নীলোৎপলৈরম্বুজৈশ্চ কৃষ্ণাস্ফুটজলৈরপি।
পূজয়ন্তো মহাত্মানো মহাত্মানং জনার্দ্দনম্॥ ৩২
নারদং খেঽথ দদৃশুর্জ্জটিলং সবিপঞ্চিকম্।
নারায়ণপদাঘোষং লম্বকূর্চ্চোপবীতিনম্॥ ৩৩
স চাপি মনসা দধ্যৌ ক এষ ইতি নারদঃ॥৩৪
সম্পদ্যাতঃ প্রভোঃ পাদে শম্ভোরানন্দনির্ঝরে
শৈবীং পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং জজাপ মনসা মুনিঃ
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি জন্মাদ্য সকলং মম
ব্রহ্মাদিবন্দ্যং চাগম্যং জ্ঞাতবানস্মি তে পদম্
নারদং তমথ প্রাহ শম্ভুর্মৈবং বদেতি হি।
যথা চ মাং ন জানন্তি তথা মে কুরু বর্ত্তনম্।
গচ্ছ শীঘ্রং হরিং ব্রূহি মমাগমনমন্ততঃ॥ ৩৭
অথ স ত্বরয়া গত্বা সর্ব্বং বাজ্ঞাপয়দ্ধরিম্।
অথ স ত্বরয়া বিষ্ণুরাদায়ার্ঘ্যোদকং শুভম্॥
কমলাসহিতো যোগি-কোটিকোটিসমাবৃতঃ।
নির্গতো নারদং হস্তে গৃহীত্বা গরুড়ধ্বজঃ॥ ৩৯
নমো নমো নমোঽস্ত্বস্মৈ শঙ্করায়েত্যুদীরয়ন্।
অর্ঘ্যপাদ্যাদিনা সর্ব্বান্ পূজয়ামাস কেশবঃ॥
প্রাবেশয়দমেয়াত্মা নারায়ণপুরং শুভম্।
গৃহরাজে ততঃ স্থিত্বা নারায়ণ উবাচ হ॥ ৪১

নারায়ণ উবাচ।

কথমেতে সমায়াতাঃ কোঽয়ং রাজা মহাযশাঃ
অমানুষপ্রবেশোঽয়ং ব্রহ্মাদেরপ্যগোচরঃ॥৪২

গণ কোটি কোটিবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ-পুরঃসর নমস্কার করিতেছেন। সেই পরম বস্তু সাকাররূপে কমলাপ্রভৃতি বনিতাগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান এবং নিরাকাররূপে ব্রহ্ম নামে পরিবর্ত্তিত হন। অজ্ঞানী মানবাদি তাঁহাকে দেখিতে পায় না, যাহাদিগের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হয়, তাহারাই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। শম্ভুর এতদ্বাক্য শ্রবণানন্তর সকলেই ভগবান্ অচ্যুতকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মহাত্মা সকল শ্বেত অপরাজিতা, তুলসী ও নীলোৎপল প্রভৃতি দ্বারা মহাত্মা জনার্দ্দনকে পূজা করিতে করিতে গগনাঙ্গনে নারদকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, তাঁহার মস্তকে জটাজাল, হস্তে বীণা, কটিতটে লম্বকূর্চ্চ ও স্কন্ধদেশে যজ্ঞোপবীত বিরাজ করিতেছে এবং তিনি নারায়ণের শ্রীচরণারবিন্দবিষয়ে গান করিতেছেন। অনন্তর সেই মহামুনি নারদও "ইনি কে?" মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে আনন্দরসের নির্ঝরস্বরূপ প্রভু শম্ভুর চরণে পতিত হইয়া মনে মনে পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলিলেন,—আমি আজ ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম, আজ আমার জন্ম সফল হইল, কারণ আজ আমি ভবদীয় ব্রহ্মাদিবন্দ্য দুর্লভ চরণারবিন্দ সন্দর্শন করিতে পাইলাম। পরে ভগবান্ শম্ভু নারদকে কহিলেন, এরূপ বলিও না, এক্ষণে আমার সম্বন্ধে এরূপ কর, যাহাতে ইঁহারা আমাকে না জানিতে পারেন। শীঘ্র ভগবান্ হরির সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সংক্ষেপে আমার আগমনবার্ত্তা তাঁহাকে নিবেদন কর। তৎপরে নারদ ত্বরায় গমনপূর্ব্বক ভগবান্ হরিকে সমুদয় বিষয় জ্ঞাপন করিলে কমলাসহ আসীন কোটি কোটি যোগিগণে পরিবৃত গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বিষ্ণু, তৎক্ষণাৎ শুভ অর্ঘ্যোদক লইয়া নারদের হস্তধারণ করত নির্গত হইলেন। ২৪—৩৯। অনন্তর কেশব; "নমো নমঃ শঙ্করায়" এই কথা বলিয়া অর্ঘ্য পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে এবং অন্যান্য সকলকেই যথাযোগ্য পূজা করিলেন। পরে অমেয়াত্মা নারায়ণ, নিজ শুভ পুরমধ্যে ভগবান্ শম্ভুকে প্রবেশ করাইলেন, এবং পরমোত্তম নিজভবনে অবস্থান-পূর্ব্বক কহিলেন,—ইঁহারা কি হেতু এস্থানে আসিয়াছেন? এই মহাযশা রাজাই বা

শম্ভুরুবাচ।
মুনিবেষা যথা প্রাপ্তা বয়মেতে নৃপস্তথা।
ভবাংশো নৃপতিশ্চায়ং রামচন্দ্রঃ প্রতাপবান্॥
এনাং সংবীক্ষিতুং পত্নীং তব কেশব কা ক্ষতি
নারায়ণস্তথেত্যুক্ত্বা প্রাবিশেত্যাহ রাঘবম্॥৪৪
অথ প্রবিশ্য ভবনং লক্ষ্মীং বীক্ষ্য নমস্য চ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা বাক্যমাহ শুচারিণীম্॥৪৫
শ্রীরাম উবাচ।
কৃতার্থোঽস্মি ন সন্দেহো বদ ত্বং কিম্ মন্যসে॥৪৬
শ্রীদেব্যুবাচ।
ত্বং যুবা কামরূপশ্চ রূপবানসি রাঘব।
সীতা সা চারুসর্ব্বাঙ্গী তব পত্নী তয়া ভবান্॥
বিযুক্তোঽসি পুরা বাসীদতীব বিরহাকুলঃ।
মমাপি বদ সর্ব্বং ত্বদথবা ন চ লপ্স্যসি॥৪৮

সহাসাস্তথ বাক্যানি যুনাং চিত্তহরাণি চ।
শ্রুত্বা তু তানি সর্ব্বাণি রামচন্দ্রো যতাত্মবান্
নির্গন্তুং কাঙ্ক্ষতে তত্র স্থানম্যা ত্বমুখাম্বুজম্।
স্মরবাণেন পদ্মেন সম্পীড্য রঘুশেখরম্॥৫০
অম্বর নির্যযৌ দেবী পদ্মা পদ্মবনপ্রিয়া।
একপত্নীব্রতং জ্ঞাত্বা রামং তে সমুপাগমন্॥৫১
অথ বেপিতসর্ব্বাঙ্গং স্খলৎপদগতিং নৃপম্।
শিবনারায়ণৌ দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতৌ॥
অহোঽস্য দ্রঢ়িমা চিত্তে মায়িনোঽপ্যবশাত্মনঃ
ধৈর্য্যং পশ্যেহ নিয়তং তেন রামঃ সুকীর্ত্তিমান্
সর্ব্বতঃ শিবমেবাস্য নাশিবং বিদ্যতে ক্বচিৎ
অথ রামো বচঃ প্রাহ গচ্ছেঽহং ভগবন্ প্রভো
অনুজ্ঞাতোঽথ হরিণা পুষ্পকেণ স রাঘবঃ।
সমুনিঃ সহশম্ভুশ্চ সহনারায়ণো যযৌ॥৫৫

কে? এ স্থানে ত কোন মনুষ্যই প্রবেশ করিতে পারে না, এস্থান ব্রহ্মাদিরও অগোচর। নারায়ণের এতদ্বাক্য শ্রবণে শম্ভু কহিলেন,—মুনিবেষধারী আমরা যেরূপে আসিয়াছি, এই নৃপতিও সেইরূপে আসিয়াছেন; এই প্রতাপবান্ নৃপতি রামচন্দ্র ত আপনারই অংশ, অতএব হে কেশব! ইনি ভবদীয় পত্নী কমলাকে নিরীক্ষণ করায় কি ক্ষতি? এতৎশ্রবণে ভগবান্ নারায়ণ, তথাস্তু বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে কহিলেন,—গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কর। ৪০—৪৪। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কমলাকে অবলোকনপূর্ব্বক বিনয়নম্রভাবে নমস্কার করিয়া এই কথা বলিলেন,—দেবি! আমি যে আজ কৃতার্থ হইলাম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার সম্বন্ধে আপনি কি বিবেচনা করেন, বলুন। দেবী বলিলেন,—রাঘব! তুমি রূপবান্ যুবা পুরুষ ও কামবশীভূত, ত্বদীয় পত্নী সীতাও পরম রূপ-লাবণ্যবতী। পূর্ব্বে তুমি তাঁহার সহিত বিযুক্ত হইয়া অতীব বিরহাতুর হইয়াছিলে, এক্ষণে আমার সম্বন্ধেও সমুদয় বিষয় বল, অথবা আমার বিষয় বুঝিতে পারিবে না। যুবকগণের চিত্তহারী এতাদৃশ সহাস্য বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সংযতাত্মা শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় মুখ-কমল অবনত করিলেন,—এবং সে স্থান হইতে নির্গত হইতে অভিলাষী হইলে পদ্মবনপ্রিয়া দেবী পদ্মা পদ্ম রূপ কামবাণে রঘুবরকে সম্পীড়িত করিয়া জননীর ন্যায় তথা হইতে নির্গত হইলেন। এদিকে তত্রত্য সকলে শ্রীরামচন্দ্রকে যথার্থই একপত্নীব্রতধর জানিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। ৪৫—৫১। অনন্তর লজ্জাবশে শ্রীরামের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত ও পদস্খলন হইতে দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর ও নারায়ণ উভয়েই পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, অহো! শ্রীরাম মায়াধীন হইলেও ইঁহার চিত্তের কি দৃঢ়তা! এবং প্রতিনিয়ত ইঁহার কি ধৈর্য্য দেখ! এই জন্যই ইনি অলৌকিক কীর্ত্তিমান, বস্তুতঃ এই নিমিত্তই ইঁহার সকল বিষয়েই মঙ্গল, কদাচ ইঁহার অকুশল নাই। অনন্তর রঘুবংশধর শ্রীরামচন্দ্র, "হে প্রভো ভগবন্! গমনে অনুমতি দিন" এই কথা বলিয়া হরির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুষ্পকবিমানাধিরোহণে

লোকালোকং গতঃ শীঘ্রং ততঃ স্বাদূদধিং গতঃ।
ততো দ্বীপসমুদ্রাংশ্চ জম্বুদ্বীপং পুনর্গতঃ॥ ৫৭
ভরদ্বাজাশ্রমপদে তস্থিবান্ গৌতমীতটে।
অথ স্নাত্বা মহানদ্যাং ভরদ্বাজো মুনীশ্বরঃ।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ পুষ্পকং দৃষ্টবান্মুনিঃ
তত্র রামং মহাবাহুং শিবনারায়ণাবৃষীন্॥ ৫৮
যথাবৎপূজয়িত্বা তু তানুবাচ মহামুনিঃ।
মমাশ্রমপদে যূয়ং ভোক্তুমর্হথ সত্তমাঃ॥ ৫৯
রামস্তু মুনিবাক্যেন তথেত্যাহ কথঞ্চন।
অথ স্নাত্বা মহানদ্যাং কৃত্বা দেবাদিতর্পণম্।
ভোক্তুকামং তথা রামং বশিষ্ঠো বাক্যমুক্তবান্
ধর্ম্মত্যাগো ভবেদ্রাম ন শ্রাদ্ধং ক্রিয়তে যদি।

রাম উবাচ।

অমায়াং গ্রহণে তীর্থে ব্যতীপাতে চ সংক্রমে
ব্যতীতং যদি চেচ্ছ্রাদ্ধং ভগবন্ ক্রিয়তে পুনঃ
নিত্যশ্রাদ্ধং পুনর্নৈব কুর্য্যাদিতি বচস্তব।
যথা মমৈব মাতৃণাং মরণে সমুপস্থিতে॥ ৬৩
অশৌচে চ সমায়াতে নিত্যশ্রাদ্ধং নবৈ কৃতম্
ব্যতীপাতাদিকালেষু কৃতন্তু বচনাত্তব॥ ৬৪

বসিষ্ঠ উবাচ।

এতে হি মুনয়ঃ সর্ব্বে তথা শম্ভুরয়ং দ্বিজঃ।
এতন্মুখাদশেষেণ নির্ণয়স্তু ভবিষ্যতি॥ ৬৫
সহ সর্ব্বে বিনিশ্চিত্য মুনয়ঃ শম্ভুমব্রুবন্।
বদাস্মাকমশেষং ত্বং দ্বিজবর্য্য মহানসি॥ ৬৬

শম্ভুরুবাচ।

ত্যক্তব্যং যচ্চ বৈ শ্রাদ্ধং পুনঃ কার্য্যমথৈব চ
সূতকে সমনুপ্রাপ্তে বিঘ্নেষু চ বদাম্যহম্॥ ৬৭
মাসিকাম্বুদকুম্ভানি শ্রাদ্ধানি প্রসবেষু চ।
প্রতিসংবৎসরং শ্রাদ্ধং সূতকানন্তরং বিদুঃ॥৬৮

মুনিগণ, শম্ভু ও নারায়ণের সহিত তথা হইতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর ত্বরায় পুনরায় লোকালোক গিরিতে উপস্থিত হইলেন, পরে ক্রমে ক্ষীরোদসাগর, বহুল দ্বীপ ও লবণসমুদ্র অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার জম্বুদ্বীপে আগমন করিলেন। অতঃপর ভরদ্বাজমুনির আশ্রমপ্রদেশে গৌতমীনদীতটে অবস্থিত আছেন, এমত সময়ে বহুল শিষ্যমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত মুনিবর শ্রীমান্ ভরদ্বাজ, সেই মহানদীতে স্নানাবসানে পুষ্পক রথ দেখিতে পাইলেন। পরে সেই মুনিবর, মহাবাহু রামচন্দ্র ভগবান হরিহর এবং মুনিগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন,—হে সত্তমগণ! অদ্য মদীয় আশ্রমে ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। ৫২—৫৯। তখন শ্রীরামচন্দ্র মুনিবরের বাক্যানুসারে তথাস্তু বলিয়া নদীতে স্নানান্তে দেবাদিতর্পণ সমাপনপূর্ব্বক যেমন ভোজনাভিলাষী হইলেন, অমনি বশিষ্ঠ বলিলেন,—যদি শ্রাদ্ধ না কর, তাহা হইলে ধর্ম্মত্যাগী হইতে হইবে। তৎশ্রবণে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্! আপনি ত বলিয়াছিলেন যে, অমাবস্যা, গ্রহণ, তীর্থ, ব্যতীপাত যোগ ও সংক্রমকালে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ যদি পতিত হয়, তাহা পুনরায় করিতে হইবে, কিন্তু নিত্য শ্রাদ্ধ পতিত হইলে আর কর্ত্তব্য নহে; ইহার নিদর্শন ত আমার মাতৃগণের মরণ জন্য অশৌচ হইলে, যে নিত্য শ্রাদ্ধ পতিত হইয়াছিল, তাহা ত আর করি নাই, কিন্তু ব্যতীপাতাদিকালে যে সকল শ্রাদ্ধ করা হয় নাই, তাহাইত আপনার বাক্যানুসারে করিয়াছিলাম। এতৎ শ্রবণে বসিষ্ঠ বলিলেন,—ভাল, এই সকল মুনিগণ রহিয়াছেন এবং দ্বিজবর শম্ভুও উপস্থিত আছেন। ইঁহারই মুখে সম্যক্‌রূপে এবিষয়ের নির্ণয় হইবে। তখন তত্রত্য সমুদয় মুনিগণ মিলিত হইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক শম্ভুকে কহিলেন,—হে দ্বিজবর! আপনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, এজন্য আপনি আমাদিগকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলুন। শম্ভু বলিলেন,—সাধারণতঃ যে শ্রাদ্ধই না করা হয়, তাহাই পুনরায় কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে অশৌচ বা ক্ষত প্রভৃতি বিঘ্ন উপস্থিত হইলে যেরূপ বিধান আছে, তদ্বিষয় বলিতেছি। মাসিক উদকুম্ভ শ্রাদ্ধ, অশৌচ

ত্যক্তাক্তস্থানি যাবন্তি মৃতকে বিঘ্নসম্ভবে।
অনন্তরং হি কার্য্যাণি সর্ব্বাণি চ ন সংশয়ঃ॥
মাসিকানি সমস্তানি শ্রাদ্ধং প্রত্যাব্দিকং তথা।
মৃতকানন্তরং কার্য্যং বিঘ্নেহন্যস্মিন্ যতো-
হন্যথা। ৭০

একাদশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে কর্ত্তব্যং শুভমিচ্ছতা।
তত্র ব্যতিক্রমে হেতাবমায়াং ক্রিয়তে তু তৎ
যথোক্তরদিনেষেব কর্ত্তব্যং যদি বিঘ্নতঃ।
কৃষ্ণপক্ষে ত্বমায়াস্তু কর্ত্তব্যং রাম নো কৃতম্।
মৃতাহস্য যদা মাসো ন জ্ঞায়েত কথঞ্চন।
মার্গশীর্ষেহথবা মাঘে শ্রাদ্ধং তদ্দিবসে স্মৃতম্।
যদা তু বাসরাজ্ঞানং মাসজ্ঞানমথৈব চ।
অমায়ামেব তন্মাসে শ্রাদ্ধং সাংবৎসরং ভবেৎ
দিনমাসাপরিজ্ঞানে প্রোষিতস্য মৃতস্য চ।
তত্তিথির্বা দিনং গ্রাহ্যং তত্রাজ্ঞানং যদা ভবেৎ

আশ্বিনামা চ মার্গামা মাঘামা চ দিনত্রয়ম্।
তত্র বাস্তবং গ্রাহ্যং দিনমাসাপ্রতীতিতঃ।
বৃদ্ধীয়ং যৎশবন্ধাস্তপ্রেতশ্রাদ্ধানুমাসিকম্।
নিত্যোদকুম্ভশ্রাদ্ধঞ্চ মাসেম্বুরধিকোহপি চ
গ্রহণে পুত্রজন্মাদৌ কর্ম্মণ্যপি চ শান্তিকে।
সঙ্কল্পিতে চ সর্ব্বস্মিন্নধিমাসে ন দুষ্যতি। ৭৮
রোগী যদা মনুষ্যঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যুপস্থিতে।
ভার্য্যাং বা ভ্রাতরং বাপি শিষ্যঞ্চাপি নিযো-
জয়েৎ। ৭৯

তস্যাভাবে ন হানিঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ শ্রাদ্ধসংজ্ঞিনঃ
নিত্যশ্রাদ্ধে যথাশক্তি ভোক্তারং তু নিযো-
জয়েৎ। ৮০

অমাবাস্যামাসিকঞ্চ মৃতাহব্যতিরেকতঃ।
স্বয়ং কর্ম্মণ্যশক্তশ্চেৎসুতং বিপ্রং নিয়োজয়েৎ
রাজকার্য্যেণ যুক্তস্য দাস্যগ্রহণবর্জ্জিনঃ।

মধ্যেও কর্ত্তব্য এবং প্রতি সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ অশৌচান্তে করণীয় বলিয়াছেন। ৬০—৬৮ অশৌচ বা কোন প্রকার বিঘ্ন হইলে নিত্য শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য যে কিছু শ্রাদ্ধ অকৃত হয়, তৎসমস্তই যে, পরে পুনরায় কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সংশয় নাই। সমুদয় মাসিক ও প্রত্যাব্দিক শ্রাদ্ধই অশৌচান্তে করণীয়, কারণ,অন্য প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইলে অন্য প্রকার ব্যবস্থা আছে। অন্যপ্রকার বিঘ্ন হইলে শুভাভিলাষী ব্যক্তির কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীতেই কর্ত্তব্য, যদি কোন কারণে সে দিবসে না হয়, তাহা হইলে অমাবস্যাতে করিতে হইবে। রাম! যদি কোন বিঘ্ন বশতঃ অমাবস্যাতেও কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ না করিতে পারে, তাহা হইলে তৎপরবর্ত্তী শ্রাদ্ধদিনে করণীয়। যে স্থানে মৃততিথি পরিজ্ঞাত থাকে, কিন্তু মৃতমাস কোনরূপেই পরিজ্ঞাত হয় না, সে স্থানে অগ্রহায়ণ বা মাঘমাসীয় সেই তিথিতে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। আর যদি মৃতমাস নির্দ্ধারণ হয়, কিন্তু মৃততিথি অপরিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে সেই মাসের অমাবস্যাতে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবে। প্রোষিত মৃত ব্যক্তির মৃত-তিথি ও মৃতমাস অপরিজ্ঞাত হইলে যে দিন প্রবাসে গমন করে, সেই দিনই তাহার মৃতাহরূপে গ্রাহ্য হইবে। আর তাহাও যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, বা মাঘমাসীয় অমাবস্যার মধ্যে যে কোন অমাবস্যাই মৃততিথি বলিয়া গ্রহণীয়। প্রেতের অভ্যুদয়কর মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ এবং নিত্য উদকুম্ভশ্রাদ্ধ মলমাসেও হইবে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। মলমাসে গ্রহণনিমিত্তক ও পুত্রজন্মনিমিত্তক শ্রাদ্ধ, শান্তিকার্য্য এবং পূর্ব্বসঙ্কল্পিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই কোন দোষ নাই। শ্রাদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হইলে মনুষ্য যদি রোগগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ভার্য্যা ভ্রাতা বা শিষ্যকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। যদি ভার্য্যাদির অভাব হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধের অকরণ জন্য হানি হইবে না। নিত্য শ্রাদ্ধে আত্মশক্তি অনুসারে ভোক্তাকে নিযুক্ত করিতে পারে।৬৯—৮০। মৃতাহ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ ব্যতীত অমাবস্যাদি কর্ত্তব্য মাসিক শ্রাদ্ধকার্য্যে স্বয়ং যদি অশক্ত হয়, তাহা হইলে উপনীত

ব্যসনেষু সমস্তেষু শ্রাদ্ধং বিপ্রেণ কারয়েৎ ॥৮২
প্রাতঃকালে তু ন শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিজোত্তমাঃ
নৈমিত্তিকেষু শ্রাদ্ধেষু ন কালনিয়মঃ স্মৃতঃ। ৮৩
গৃহাদিব্যতিরিক্তস্য প্রক্রমঃ কুতপঃ স্মৃতঃ।
কুতপাদথবাপ্যর্ব্বাগাসন্নকুতপো ভবেৎ ॥ ৮৪
মাসে মাসে যথা শ্রাদ্ধে পরাহ্নস্পৃগবিধীয়তে।
অপরাহ্নব্যাপিনী স্যাদুভয়ত্র যদা ক্ষমা ॥ ৮৫
ক্ষয়ে পূর্ব্বা তু কর্ত্তব্যা বৃদ্ধৌ সাম্যে পরা স্মৃতা
অমাবস্যা তু যা হি স্যাদপরাহ্নদ্বয়ে সমা ॥ ৮৬
ক্ষয়ে পূর্ব্বা পরা বৃদ্ধে সাম্যেঽপি চ পরা
ভবেৎ ॥ ৮৭
ক্ষীণস্তু চন্দ্রমা যত্র তত্র শ্রাদ্ধং তু পার্ব্বণম্।
অমাষ্টভাগে দৃশ্যাসৌ ভূতাষ্টাংশে স
নাস্তি চেৎ ॥ ৮৮
মধ্যাহ্নব্যাপিনী যা স্যাদেকোদ্দিষ্টে তিথি-
র্ভবেৎ।
সায়াহ্নব্যাপিনী যা স্যাৎ পার্ব্বণে সা তিথি-
র্ভবেৎ ॥৮৯
অল্পাপরাহ্নগা যামা স্থিতা শ্রাদ্ধাদিকে ভবেৎ
মৃতাহে ত্রিমুহূর্ত্তা চ সায়ংকালে তিথির্ভবেৎ।
পরে হ্যস্তং গতা যত্র ত্রিমুহূর্ত্তস্তু পূর্ব্ববৎ।
তত্রাপরেদ্যুঃ শ্রাদ্ধং স্যাজ্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য নাশনম্
অমাশ্রাদ্ধং যথা কুর্য্যান্মৃতাহে সমুপস্থিতে।
মধ্যাহ্নব্যাপিনী তত্র হ্যদ্বিজস্য বিধীয়তে ॥৯২

শ্রীরাম উবাচ।

শ্রাদ্ধক্রমমশেষেণ মর্ত্ত্যকর্ম্মক্রমং তথা।
প্রাসঙ্গিকানাং ধর্ম্মাণাং নির্ণয়ং বক্তুমর্হসি ॥৯৩

শম্ভুরুবাচ।

শ্রাদ্ধস্য দিবসে প্রাপ্তে পূর্ব্বেদ্যুর্নিয়মান্বিতঃ।

পুত্রকে নিয়োগ করিবে। যে ব্যক্তি রাজ-কার্য্যে বা পরের দাসত্বে নিযুক্ত তাহার পক্ষে এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যসন-সময়ে ব্রাহ্মণ-দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিধেয়। জ্ঞানবান্ দ্বিজগণ কদাচ প্রাতঃকালে শ্রাদ্ধ করিবেন না, কিন্তু নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধে কোনরূপ কালনিয়ম নাই। গৃহাদি ব্যতিরিক্ত শ্রাদ্ধের আরম্ভ কাল কুতপ। কুতপের সন্নিহিত কালেও শ্রাদ্ধ আরব্ধ হইতে পারে। প্রতিমাসীয় শ্রাদ্ধের কাল অপরাহ্নব্যাপিনী অমাবস্যা। যদি দুই দিনই অমবস্যা অপরাহ্নব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে তিথিক্ষয়স্থলে পূর্ব্বদিনে এবং তিথিবৃদ্ধিস্থলে বা তিথি সমান থাকিলে পর দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। দুইদিনেই অপরাহ্ণ কালে অমাবস্যা থাকিলে, তিথিক্ষয়ে পূর্ব্ব দিন, তিথি বৃদ্ধি বা সাম্যাবস্থায় পরদিন শ্রাদ্ধকাল। তবে উভয় দিন অপরাহ্ণ পাইলে যেদিনে সম্পূর্ণ চন্দ্রক্ষয়, সেই দিনে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ হইবে অর্থাৎ চতুর্দ্দশীর অষ্ট-মাংশে চন্দ্রকলাক্ষয় হইয়া, অমাবস্যার অষ্ট-মাংশে আবার সূক্ষ্ম কলায় উদয় হইলে ঐ চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যায় পার্ব্বণশ্রাদ্ধ হইবে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে মধ্যাহ্নব্যাপিনী তিথি গ্রাহ্য, পার্ব্বণে সায়াহ্ন-ব্যাপিনী তিথি গ্রাহ্য; যদি সেই তিথি—'অল্পাপরাহ্নগায়ামা' অর্থাৎ অপরাহ্নের কিয়দংশ অর্থাৎ শ্রাদ্ধযোগ্যকাল-ব্যাপিনী হয়, তবে তাহা শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে গ্রাহ্য; (দ্বিজের পক্ষে) মৃততিথি যদি পূর্ব্ব-দিন দিবার শেষ তিনমুহূর্ত্তমাত্রব্যাপিনী হইয়া পরদিন অস্তপর্য্যন্ত থাকে অর্থাৎ বর্দ্ধ-মানা হয়, তাহা হইলে পরদিন শ্রাদ্ধ হইবে (পূর্ব্বদিনে হইবে না)। পূর্ব্বদিনের ত্রিমুহূর্ত্ত কালে শ্রাদ্ধ করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিনাশ হয়। কেননা—মৃততিথিশ্রাদ্ধ ও অমাবস্যাশ্রাদ্ধ একপ্রকারে করিতে হয়। (অমাবস্যাতে যেমন ক্ষীণা, স্থিতা, বর্দ্ধ-মানা ভেদে ব্যবস্থা আছে, মৃততিথিতেও সেইরূপ ব্যবস্থা।) দ্বিজেতরের পক্ষে মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী তিথি গ্রাহ্য (নিরগ্নি দ্বিজ ও শূদ্রাদির মৃততিথি-নিমিত্তক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নব্যাপিনী তিথিতে কর্ত্তব্য, ইহা প্রাঞ্জল ব্যবস্থা)। ৮১—৯২। শ্রীরাম কহিলেন,—শ্রাদ্ধের ক্রম মনুষ্যদিগের কর্ম্মক্রম, এবং প্রাসঙ্গিক ধর্ম্মসমূহের নিরূপণ বলিতে হইবে। শম্ভু বলিতে

ভোজয়ীত বিপ্রেন্দ্রান্ বিপ্রলক্ষণসংযুতান্ ।৯৪
একভুক্তং ব্রহ্মচর্য্যমন্ত্যজাদ্যৈরভাষণম্ ।
দন্তধাবনমভ্যঙ্গ-নখকেশনিকৃন্তনম্ । ৯৫
কর্ত্তা কুর্ব্বীত পূর্ব্বেহ্যস্ত্যক্তা চৈব পরেহহনি ।
গৃহীত নিয়মাংস্তান্ সর্ব্বমেতৎ পরিত্যজেৎ
ত্রিকালঞ্চৈব পূজা চেৎ প্রাতর্দেবং যজেৎ
স্বকম্ ।
অরুণোদয়বেলায়াং করোতি যদি পূজনম্ ।
অধঃশায়ী তথাভূতঃ প্রাতরুত্থায় কর্ম্মবিৎ ।
প্রাতস্ত্যমপি যৎ কর্ম্ম তৎ কৃত্বা স্নানপূর্ব্বকম্
ঋণত্রয়বিনির্ম্মুক্তো যাস্যতি ব্রহ্ম তৎ পরম্ ।
সূর্য্যস্যোদয়বেলায়াং শিবপূজাং করোতি যঃ
সূর্য্যেণ সমতেজস্বী শিবলোকে মহীয়তে ।১০০
উদিতে ভাস্করে পশ্চাদ্ঘটিকান্তরপূজনম্ ।
রুদ্রেণ সমতেজস্বী শিবলোকে মহীয়তে ।
দ্বিতীয়ঘটিকায়াস্তু যদি পূজনমীশিতুঃ ।
বায়ুনা সমতেজস্বী শিবলোকে মহীয়তে ।১০২
তৃতীয়ঘটিকায়াস্তু শিবপূজাং সমাচরেৎ ।
কুবেরসমতেজস্বী শিবলোকে মহীয়তে ।১০৩
চতুর্থীপঞ্চমীষষ্ঠীসপ্তমীঘটিকাসু যঃ ।
শিবং পূজয়তে ভক্ত্যা শিবলোকে মরুৎসমঃ
তৎকাল এব ক্রিয়তে পূজা যৎকালচোদিতা
যথাপ্রতিজ্ঞমথ বা গৃহীতনিয়মো যজেৎ ।১০৫
উপচারেষু শক্ত্যা বৈ নিয়মং পরিপালয়েৎ ।
নিয়মাতিক্রমে বাপি যাগঞ্চ স্যাদ্যথোর্থদি।১০৬

শ্রীরাম উবাচ ।

ক পূজা দেবদেবস্য শঙ্করস্যামিতৌজসঃ ।
স্মরণাৎ পাপনাশস্য স্মরণান্মোক্ষদস্য চ ।১০৭
শিবস্য শিবরূপস্য শিবতত্ত্বার্থবেদিনঃ ।
সোমস্য সোমভূষস্য সোমনেত্রস্য রাজিনু ।

লাগিলেন,—শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন সংযত থাকিয়া ভাল ভাল সুব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে, তদ্দিবস একাহারী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক থাকিবে, অন্ত্যজ প্রভৃতিদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। দন্তধাবন, তৈলভক্ষণ, ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে না। পূর্ব্বদিনের মত শ্রাদ্ধদিনেও এই নিয়ম পালন করিবে। দন্তধাবনাদি করিবে না। কর্ত্তা যদি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা-পূজাকারী হন, তাহা হইলে প্রাতঃকালে অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবেন। পূর্ব্বদিন ভূতলে শয়ান থাকিয়া অরুণোদয়কালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাধানন্তর স্নান করিয়া অভীষ্ট দেবের পূজা করিলে, ত্রিবিধ ঋণমুক্তির পর সেই পরব্রহ্মপদ-প্রাপ্ত ঘটে। যিনি সূর্য্যের উদয়কালে শিবপূজা করেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া শিবলোকে গিয়া সম্মানের সহিত বাস করেন। সূর্য্যোদয়ের পর এক ঘটিকার মধ্যে পূজা করিলে—রুদ্রতুল্য তেজস্বী হইয়া সম্মানের সহিত রুদ্রলোকে বাস করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘটিকায় মহেশ্বরের পূজা করেন, তিনি বায়ুতুল্য তেজস্বী হইয়া শিবলোকে সম্মানিত হন। তৃতীয় ঘটিকায় শিবপূজা করিলে কুবেরের তুল্য তেজস্বী হইয়া শিবলোকে গৌরবান্বিত হইয়া বাস করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ঘটিকায় ভক্তিপূর্ব্বক শিবের পূজা করেন, তিনি দেবতুল্য হইয়া শিবলোকে বাস করেন। যৎকালে পূজার ইচ্ছা হইবে, তৎকালেই পূজা করিতে পারিবে। ৯৩—১০৪। অথবা শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সংযত থাকিয়া নিয়ম পালনপূর্ব্বক যথাশক্ত উপচারে পূজা করিবে, অথবা (প্রয়োজনানুসারে) নিয়মাতিক্রম করিয়াও প্রভুর পূজা করা যাইতে পারে। শম্ভু মুনির এই কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবভক্ত রাম ভাববিহ্বল হইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—যাঁহার স্মরণে পাপ নাশ হয়, অধিক কি যাঁহার স্মরণেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে; সেই অমিততেজা দেব শঙ্করের পূজা কোথায়? তাঁহার পূজা করিতে সমর্থ কে? তিনি শিবতত্ত্বার্থবিৎ শিবরূপী (মঙ্গলময়) শিব; তিনি চন্দ্রভূষণ ও

বেদমূর্ত্তেরমূর্ত্তেশ্চ বেদসারস্য বেদিনঃ।
বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞস্য বেদ্যাবেদ্যস্য যোগিনঃ
গোক্ষীরসমদেহস্য গোক্ষীরস্নানমোদিনঃ।
গোপত্রিণস্ত্রিনেত্রস্য ত্রয়ীনেত্রস্য মায়িনঃ ॥১১
প্রশ্নমধ্যে তথা রামং শিবজ্ঞানমথাবিশৎ।
স্থাণুভূত ইবাসীনো নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ ॥১১১

আনন্দনিষ্যন্দবিলোচনাশ্রু-
প্রবাহসংস্পৃষ্টকপোলদেশঃ।
দধার দেবং গিরিশং হৃদম্বুজে
গোক্ষীরসুস্নিগ্ধসুচারুগাত্রম্ ॥ ১১২

প্রতিবিম্বমথো গাত্রে রামস্য সমদৃশ্যত ॥ ১১৩
দৃষ্টৈব বিম্বিতং শম্ভুং চতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনম্
বিস্ময়ং পরমং যাতাঃ সর্ব্বে মুনিহরীশ্বরাঃ ॥
শম্ভোর্ব্বক্ষঃস্থিতং রামং দৃষ্ট্বা দীপ্তাকৃতিং শুভম্

তুষ্ণীং বভূবুর্যামার্দ্ধমথ রাম উদৈক্ষত।
স্বপ্রশ্নমনুসন্ধায় প্রাহ সর্ব্বং বদেতি চ ॥ ১১৫

শম্ভুরুবাচ।

অচলে যা সদা পূজা চলে বাপি যথেচ্ছয়া।
লিঙ্গে সম্পূজনং মুখ্যমলাভে প্রতিমাদিষু ॥
অধিকারবিশেষেণ তত্র তত্রাপি পূজনম্।
বিগুণং সগুণং বাপি সফলং লিঙ্গপূজনম্ ॥
প্রতিমাদিকৃতা পূজা বিগুণা সফলা ন হি।
অচলে বা চলে বাপি পূজা লিঙ্গে প্রশস্যতে
চলস্য পূজনং বক্ষ্যে স্থাপনোদ্বাসনে তথা।
তে উভে ন বিজানাতি কশ্চিন্মুনিরপি কচিৎ ॥
স্থাপয়ন্তি হৃদজ্ঞে বৈ গোপয়ন্তি যজন্তি চ।
উদ্বাসয়ন্তি দেবেশং শঙ্করং যোগিনঃ সদা ॥
ক্রিয়া চাতীব হোতৃণাং বহ্নৌ দেবং ত্রিয়ম্বকম্

সোমরূপী, চন্দ্র তাঁহার নেত্র; তিনি মূর্ত্তিহীন; বেদ তাঁহার মূর্ত্তি; তিনি বেদের সারভূত, তিনি বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ ও অপরের দুর্জ্ঞেয় যোগী। গোদুগ্ধের ন্যায় তাঁহার গাত্রকান্তি; গোদুগ্ধে স্নান করাইলে তিনি সাতিশয় প্রীত হন; তিনি ত্রিলোচন; বেদত্রয় তাঁহার তিনটি লোচন; তিনি মায়াময়, তাই মায়া করিয়া বৃষবাহন হইয়াছেন।” এইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে রাম শিবজ্ঞানে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। তিনি নাসাগ্রে নয়ন বিন্যস্ত করিয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়া গণ্ডদেশ পরিপ্লুত করিতে লাগিল। তিনি ধ্যানবলে হৃৎপদ্মে গোদুগ্ধের ন্যায় স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ, সুচারুদেহ দেব গিরিশকে ধারণ করিলেন। তৎকালে রামের গাত্রে মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সভাস্থিত মুনিগণ ও বানরপতিগণ শ্রীরামের গাত্রে চতুর্বাহু ত্রিলোচন শম্ভুর প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। সেই প্রতিবিম্ব, শম্ভুর বক্ষঃস্থলে আবার রামের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তাঁহারা আরও বিস্মিত হইয়া অর্দ্ধ প্রহরকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাহার পর রাম নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক নিজ প্রশ্নের অনুসন্ধান করিয়া শম্ভুকে সমুদয় বলিতে বলিলেন।১০৫—১১৫

অনন্তর শম্ভু বলিতে লাগিলেন,—প্রতিষ্ঠিত প্রতিমায় সর্ব্বদা পূজা করিতে পারা যায়, অথবা ইচ্ছামত নূতন প্রতিষ্ঠা করিয়াও পূজা হইতে পারে। প্রতিমাদির অভাবে শিবলিঙ্গপূজা করাই সর্ব্বোত্তম হয়। অধিকারিভেদে পূজারও বিশেষ আছে। শিবলিঙ্গের উপরে পূজা করা বিগুণ হউক আর সগুণই হউক, ফলপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিমাদির উপরে যে পূজা করা হইবে, তাহাতে বৈগুণ্য কিছু ঘটিলে কোন ফল হয় না। প্রতিষ্ঠিতই হউক, আর নবগঠিতই হউক, লিঙ্গের উপরে পূজা বিশেষ প্রশস্ত। এক্ষণে নবগঠিত লিঙ্গের পূজা স্থাপন ও বিসর্জ্জন-বিধি বলিব। কুত্রাপি কোন মুনিই স্থাপন ও বিসর্জ্জন-বিধি অবগত নহেন। যোগিগণ সর্ব্বদাই দেবদেব শঙ্করকে হৃদয়-

পুজকানামশেষাণাং শিবলিঙ্গে মহেশ্বরম্॥
লিঙ্গস্থ স্থাপনং পূজাপুত্থাসনমথৈব চ।
ধারণং শঙ্করস্থৈব লিঙ্গমেব মহেশ্বরম্ ॥১২২
সজ্জিতং পরমোৎকৃষ্টং স্বর্ণশ্চৈব বিনির্ম্মিতম্।
রাজতৈর্ব্বা দলৈঃ কার্য্যং রাজতৈর্ব্বেণবৈস্তথা
লতাসূত্রৈরথো বাপি রচিতং দারুণাথবা।
বস্ত্রেণ বাথ রচিতং মৃদা বিরচিতং ভবেৎ॥
তত্র সংবেষ্ট্য বস্ত্রেণ সুগন্ধেন সমন্বিতে।
ধৌতবস্ত্রযুগে শুদ্ধে মন্বাসনসমন্বিতে॥ ১২৫
শীতোষ্ণরহিতে পাদ-চতুষ্টয়সমন্বিতে।
প্রাবৃত্তিচ্ছেদনোপেতে ক্রিমিকীটবিবর্জ্জিতে॥
ধৌতেন মৃদুবস্ত্রেণ সর্ব্বতো বেষ্ট্য তং শিবম্।
বিভস্থ সজ্জিকামধ্যে প্রবৃত্য চ পুনর্বিভুম্॥
এষা হি সজ্জিকা রাম দেবস্থাগ্রেতি কীর্ত্তিতা
তস্থ চ স্থাপনং পাঠো রহস্থে চ মহেশিতুঃ।

অথবা ভিত্তিমূলে স্থাদ্দেববেদ্যামথাপি বা।
সুরক্ষিতে তথা দেশে রক্ষকঞ্চ নিযোজয়েৎ
প্রাণাদেবাবিনাভাবং কুর্ব্বীত নিয়মৈঃ সহ।
এতদ্ধি রাজসং প্রোক্তং স্থাপনং পরমাত্মনঃ॥
সাত্ত্বিকং স্বসমীপস্থং ধারণং তামসং পুনঃ।
ধারণং গাত্রসংস্পর্শমথবা দেহগোপনম্ ॥১৩১
মস্তকে ধারণং মুখ্যং ব্রহ্মণা চ তথা কৃতম্।
বিক্তস্থ মুকুটস্থান্তে ধারণং শুভমুচ্যতে॥
ললাটে ধারণং শস্তং যথা লক্ষ্ম্যা ধৃতং শুভম্।
বাণেন চ ধৃতং মূর্দ্ধ্নি দক্ষিণোরসি বা পুনঃ॥
কর্ণে চ হরিকর্ণেন মুনিনা পরমর্ষিণা॥ ১৩৪
বিনির্ভিদ্য তথা গাত্রং লৌহস্থানং প্রকল্প্য চ॥
ধারয়ন্তি তথা লিঙ্গং রাক্ষসাঃ কেচিদুত্তমাঃ।
অনিকেতনমর্ত্ত্যানামশক্তানাং শিরোধৃতিঃ॥
অধমাধমমাখ্যাতং নীবীবন্ধাদি ধারণম্।

পদ্মে স্থাপন, গোপন, পূজা ও বিসর্জ্জন করিতেছেন।১০৬—১২০। দেব ত্র্যম্বকের উদ্দেশে, অনলে হোমের ব্যাপার অনেক, শিবলিঙ্গে মহেশ্বরের পূজাব্যাপারও বিস্তৃত। শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিয়া পরে বিসর্জ্জন করিবে, কারণ লিঙ্গই মহেশ্বর। শিবলিঙ্গস্থাপনোযোগী আধার স্বর্ণনির্ম্মিত হইলে অত্যুত্তম, অভাবে রৌপ্যনির্ম্মিত, বংশনির্ম্মিত, লতাসূত্রাদিনির্ম্মিত, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, বস্ত্রনির্ম্মিত, একান্ত অভাব পক্ষে মৃত্তিকানির্ম্মিতও ব্যবহৃত হইতে পারে। আসনখানি সুগন্ধ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত হইবে; তদুপরি সুবাসিত নির্ম্মল ধৌত বসনযুগল পাতিয়া দিবে, আসনখানি না শীতল, না উষ্ণ এরূপ হইবে, চারিটি পায়া থাকিবে, কীটাদি ক্ষত হইবে না, উপরিভাগের আচ্ছাদ মধ্যাচ্ছিন্ন হইবে। লিঙ্গরূপী প্রভু মহেশ্বরকে কোমল ধৌত বসনদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক আসন-মধ্যে স্থাপন করিয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবে রাম! দেবদেবকে স্থাপন করিবার আসনের কথা কথিত হইল, উক্ত প্রকার আসনে মহেশ্বরকে স্থাপন করিয়া নির্জ্জন ভবনে, ভিত্তিমূলে, অথবা দেববেদীতে রাখিয়া দিবে যে স্থানে রাখিবে, সে স্থানটি যেন সুরক্ষিত হয়, এবং তথায় একজন রক্ষক নিযুক্ত করিবে। নিয়মপূর্ব্বক আত্মপ্রাণের সহিত অভিন্ন ভাবে রক্ষা করিয়া পূজা করিবে। পরমাত্মা মহেশ্বরের এইরূপে স্থাপনকে 'রাজস স্থাপন, বলে। নিজের সমীপে স্থাপন করাকে 'সাত্ত্বিক' স্থাপন, বলে। গাত্রসংস্পৃষ্ট বা দেহমধ্যে গুপ্ত করিয়া ধারণ করাকে 'তামস' ধারণ, বলে। তন্মধ্যে মস্তকে ধারণই মুখ্য, ব্রহ্মা তাহা করিয়াছিলেন। মস্তকের মুকুটের মধ্যে ধারণই শুভ। অপর অঙ্গের মধ্যে ললাটে ধারণই প্রশস্ত, লক্ষ্মীদেবী লালাটে ধারণ করিয়াছিলেন। বাণরাজ কখন মস্তকে কখন বা বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে ধারণ করিতেন। হরিকর্ণনামক মহর্ষি কর্ণে ধারণ করিতেন। কোন কোন উত্তম রাক্ষসেরা গাত্র ভেদ-পূর্ব্বক লৌহময় আসন কল্পনা করিয়া তাহাতে ধারণ করিত। যাহাদের থাকিবার স্থান নাই—অন্য কোথাও রাখিতে অক্ষম, তাহারা মস্তকে ধারণ করিবে। নীবীবন্ধ প্রভৃতি

তেষু তূচ্ছিষ্টসম্প্রাপ্তৌ মস্তকে ধারণং ভবেৎ
অধমাধমবৃত্তীনাং সদা বৈ লিঙ্গধারণম্।
পাপিনামপি চাশ্চর্য্যং যমলোকো ন বিদ্যতে॥
শ্রীরাম উবাচ।
চিত্রগুপ্তেন লিখিতা ললাটে যা লিপির্দৃঢ়া।
তয়া লিপ্যা তু নিয়তং নরকং কথমন্যথা।
করোতি পূজনং শম্ভোঃ পাপং নাশয়তে কথম্
শম্ভুরুবাচ।
পাপং নাশয়তে কৃৎস্নমপি জন্মশতার্জ্জিতম্।
তৎসনাৎ সর্ব্বপাপানাং স্মরণাচ্চ মাহেশিতুঃ।
ভস্মৈতদীদৃশমাখ্যাতং ভস্ম ধারণমুত্তমম্॥ ১৪০
যথাবিধি ললাটে বৈ বহ্নিবীর্য্যপ্রধারণাৎ।
নাশয়েল্লিখিতাং যামীং পটস্থামিব হব্যভুক্॥
কর্ণোপরি কৃতং পাপং নষ্টং স্যান্মুখধারণাৎ।
কণ্ঠে চ ধারণাৎ কণ্ঠভোগাদিকৃতপাতকম্॥
বাহ্বোর্ব্বাহুকৃতং পাপং বক্ষসি মনসা কৃতম্।
নাভ্যাং শিশ্নকৃতং পাপং পৃষ্ঠে গুদকৃতং তথা
পার্শ্বয়োর্ধারণাদ্রাম পরস্ত্র্যালিঙ্গনাদিজম্।
তদ্ভস্মধারণং শস্তং সর্ব্বত্রৈব ত্রিপুণ্ড্রকম্॥১৪৪
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ত্রয্যগ্নীনাঞ্চ ধারণম্।
গুণৈর্লোকত্রয়াণাঞ্চ ধারণং তেন বৈ কৃতম্
ধৃতং পঞ্চদশস্থানে শুদ্ধং ভস্মাভিমন্ত্রিতম্॥
কোষ্ঠযুগ্মে বাহুযুগ্মে কোষ্ঠোপরি যুগে তথা।
ধারণং সর্ব্বদেহানাং পূজায়ৈ ধর্ম্মসম্মতম্॥
ভস্মাশনা ভস্মশয্যা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ।
ভস্মস্নানাঃ সদা পাপৈর্মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
আদৌ ব্রাহ্মণদীক্ষায়াং ত্রিয়াযুষমিতি স্মৃতম্।
প্রসবে চ মনুষ্যাণাং ভূতাবেশেঽপি রক্ষকম্
সর্পাদিবিষহান্যর্থং সর্ব্বেষাং সাধনং স্থিরম্॥
অপি বা বৈষ্ণবো মর্ত্ত্য অপি বাপীতরো জনঃ
ভস্মস্নায়ী ভস্মযুক্তঃ কর্ম্মস্বধিকরোতি বৈ॥১৫১

স্থানে ধারণ করাকে নিকৃষ্ট বলা হয়। নীবীবন্ধাদি ধারণে তৎস্থান উচ্ছিষ্ট হইলে মস্তকে রাখিতে হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যাহারা ঘোরতর পাপী, চিরজীবন কেবল কুকর্ম্ম করিয়া কাটাইয়াছে, তাহারাও লিঙ্গ ধারণ করিয়া যমলোক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। শ্রীরাম জিজ্ঞাসিলেন,—যাহার ললাটে চিত্রগুপ্তের অকাট্য লিপি বিদ্যমান, সেই লিপির ফলে নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী তাহার অন্যথা হয় কিরূপে? একমাত্র শিবপূজা করিয়া তাহার সঞ্চিত পাপ ভোগ ব্যতিরেকে নষ্ট হয় কিরূপে? শম্ভু কহিলেন—'পূজা ত অধিক কথা, মহেশ্বরের নামস্মরণেই শতজন্মার্জ্জিত সমগ্র পাপ নষ্ট হয়; মন্ত্রপূত ভস্মের গুণও এই প্রকার; বহ্নিবীর্য্য মন্ত্রপূত ভস্ম ললাটে ধারণ করিলে অনলে পটলিপির ন্যায়, ললাটলিখিত যমলিপি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। হে রাম! এইরূপ কর্ণে ধারণে কর্ণকৃত পাপ, মুখে ধারণে মুখকৃত পাপ, কণ্ঠে ধারণে কণ্ঠকৃত পাপ, বাহুতে ধারণ করিলে বাহুকৃত পাপ, বক্ষে ধারণে মনঃকৃত পাপ, নাভিতে ধারণে শিশ্নকৃত পাপ, পৃষ্ঠে ধারণে গুহ্যকৃত পাপ, এবং পার্শ্বদ্বয়ে ধারণ করিলে পরস্ত্রী-আলিঙ্গনাদিজনিত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ প্রশস্ত। লোকত্রয় রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এইরূপে ভস্মধারণ করিতেন। প্রকোষ্ঠদ্বয়ে বাহুদ্বয়ে প্রকোষ্ঠোপরি দুই পার্শ্বে ইত্যাদি পঞ্চদশ স্থানে মন্ত্রপূত বিশুদ্ধ ভস্ম ধারণ করিতে হয়। পূজার নিমিত্ত সর্ব্বদেহে ভস্মধারণ ধর্ম্মসম্মত। যাহারা ভস্মভক্ষণ, ভস্মশয্যায় শয়ন, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মম্রক্ষণ, এবং ভস্মে স্নান করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পাপমুক্ত থাকেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৩৬—১৪৮। ব্রাহ্মণের দীক্ষাকালে ত্রিয়াযুষনামক ভস্মধারণের বিধান আছে। সন্তানপ্রসবকালে রমণী ভস্মধারণ করিবেন। ভূতাবিষ্ট মানব ভস্ম ধারণ করিয়া ভূতাবেশ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। সর্পাদি-বিষ নষ্ট করিবার নিমিত্ত, অধিক কি সর্ব্বাভীষ্টসাধনের নিমিত্ত ভস্মধারণ করিবে। কি

রাম উবাচ।
ভস্মমাহাত্ম্যমাদৌ মে ভস্মায়ুষ্যং হি কস্য বে
কথং হি রক্ষতে হ্যেতৎ সর্ব্বমেতদ্বদস্ব মে॥
শম্ভুরুবাচ।
আয়ুষ্যবর্দ্ধনে হেতুস্ত্রিবিধস্যাপি দেহিনঃ।
পাপঘ্নং শীতমুষ্ণঞ্চ স্পর্শাচ্ছিবপদপ্রদম্॥১৫৩
তত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি চেতিহাসং পুরাতনম্।
আসীদ্বাসিষ্ঠবংশস্থ ধনঞ্জয় ইতি দ্বিজঃ॥১৫৪
তস্য ভার্য্যাশতং চাসীদ্রূপলাবণ্যসংযুতম্।
তাসামেকা তু সুষুবে শান্তাকা করুণং মুনিম্
ভার্য্যাণাং সংখ্যয়া রাম সুতাশ্চাসংস্তপস্বিনঃ।
তেষাং বিভাগঃ পিত্রা চ বিষয়ঃ পরিকল্পিতঃ।
ভ্রাতৃণাঞ্চ তথা হ্যেব বৈরবন্ধো মহানভূৎ।
জাতিত্বে চৈকনাশিত্বে বৈরং নিয়তমেব তু॥

বৈষ্ণব, কি শৈব, সকলেই ভস্মধারণ ও ভস্মস্নান করিয়া কর্ম্মে অধিকারী হয়। রাম জিজ্ঞাসিলেন,—মুনে! প্রথমে আমার নিকটে ভস্মের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ভস্মধারণে কাহার আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং ভস্মদ্বারা মানব কি প্রকারে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন। শম্ভু কহিলেন,—ভস্মধারণে ত্রিবিধ প্রাণীরই আয়ুর্বৃদ্ধ হইয়া থাকে। শীতল ভস্মধারণে পাপনাশ এবং উষ্ণভস্ম স্পর্শমাত্রেই শিবপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই বিষয়ে তোমায় নিকটে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি (শ্রবণ কর)। বশিষ্ঠবংশে উৎপন্ন ধনঞ্জয় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার একশত ভার্য্যা, সকলেই রূপলাবণ্যসপন্না; তাঁহাদিগের মধ্যে শান্তাকানাম্নী ভার্য্যা একটি সন্তান প্রসব করেন; সেই পুত্রের নাম করুণ। রাম! সেই ধনঞ্জয়ের অন্যান্য পত্নীদিগের সকলেরই এক একটি করিয়া পুত্র হইয়াছিল; পুত্রগুলি সকলেই তপস্বি-ধর্ম্মাবলম্বী। পুত্রগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা তাঁহাদিগকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিলেন। বিষয়বিভাগ-উপলক্ষে ভ্রাতৃবর্গের পরস্পর

অথাসৌ করুণো গত্বা ভবনাশিনিকাতটে।
নানামুনিগণৈঃ সার্দ্ধং নরসিংহদিদৃক্ষয়া॥১৫৮
নৃসিংহদর্শনার্থন্তু ব্রাহ্মণেন চ কেনচিৎ।
উৎকৃষ্টফলজম্বীরমানীতং গন্ধরূপবৎ॥১৫৯
করুণস্তু তদাদায় আজিঘ্রৎ ফলমুত্তমম্॥
তত্র স্থিতা দ্বিজগণাঃ শাপেন তমযোজয়ন্॥
মক্ষিকা ভব পাপাত্মন্ বর্ষাণাং শতমপ্যতঃ।
শাপাবসানং ভবিতা দধীচেন মহাত্মনা॥১৬১
অথ মক্ষিকতাং প্রাপ্তো ভার্য্যামিদমভাষত।
মক্ষিকাত্বমহং প্রাপ্তো মাং শুভে পালয়স্ব ভোঃ
ইত্যুক্ত্বা স তথাভূতো বভ্রাম চ ততস্ততঃ॥
অথৈবংবিধমাজ্ঞায় জ্ঞাতয়ঃ পাপনিশ্চয়াঃ।
তদ্বধে যত্নমাস্থায় তৈলমধ্যে হ্যপাতয়ন্॥১৬৩

সাতিশয় শত্রুতা জন্মিয়া গেল। বিষয়-বিভাগ লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রায়ই বিরোধ ঘটিয়া থাকে। অনন্তর শান্তাকা-গর্ভজাত পুত্র করুণ নরসিংহদেব দর্শনের নিমিত্ত নানা মুনিগণের সমভিব্যাহারে ভবনাশি-নিকা-নদীতটে গমন করিলেন। সেই সময়ে অপর এক ব্রাহ্মণ নৃসিংহদেব দর্শন করিবার নিমিত্ত,উৎকৃষ্ট সুগন্ধি মনোহর এক জম্বীর ফল হস্তে করিয়া, তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ১৪৯—১৫৯। করুণ মুনি সেই উত্তম ফলটী হস্তে লইয়া আঘ্রাণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্রত্য দ্বিজগণ তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন;—"রে পাপাত্মন্! তুমি শতবর্ষ মক্ষিকা হইয়া থাক। মহাত্মা দধীচমুনির কৃপায় তোমার শাপাবসান হইবে।" অনন্তর করুণ মক্ষিকাত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভার্য্যাকে গিয়া কহিলেন,—"শুভে! আমি মুনিদিগের অভি-সম্পাতে মক্ষিকা হইয়াছি; তুমি আমাকে পালন কর। এই বলিয়া সেই মক্ষিকারূপী করুণ ইতস্ততঃ উড্ডয়ন করিতে লাগিলেন, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহার এরূপ অবস্থা জানিতে পারিয়া পাপবুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে বধ করিবার সুযোগ-অনুসন্ধানে যত্নবান

মৃতং পতিমথাদায় দুঃখিতা সা কৃশোদরী ॥১৬৪
তদ্দুঃখশমনার্থায় প্রাহ দেবী হরুন্ধতী।
শমুং সঞ্জীবয়াম্যদ্য ভস্মনৈব শুচিস্মিতে॥
অথাগ্নিহোত্রজং ভস্ম অরুন্ধত্যৈ স্তবেদয়ৎ।
মৃত্যুঞ্জয়েন মন্ত্রেণ মৃতজন্তৌ তথাক্ষিপৎ॥ ১৬৫
মন্দবায়ুস্তদা জন্তো ব্যজনেন শুচিস্মিতা।
উদতিষ্ঠত্ততো জন্তুর্ভস্মনোহস্য প্রভাবতঃ॥১৬৬
ততো বর্ষশতে পূর্ণে জ্ঞাতিরেকো হ্যমারয়ৎ
মৃতে ভর্ত্তরি সা সাধ্বী দুঃখিতা চ শুচিস্মিতা
দধীচং নাম বিপ্রেন্দ্রং মহামাহেশ্বরং মুনিম্।
জগাম শরণং সাধ্বী মুনিরাহ তপোধনঃ॥
ম্রিয়মাণা বিহীনস্তু জমদগ্নিং তপোনিধিম্।
তথৈব জীবয়ামাস কশ্যপঞ্চ তথাবিধম্॥ ১৭০
দেবানপি তথা তু ত্রাম্যমপ্যেতাদৃশান্ পুরা।
তস্মাত্তু ভস্মনা জন্তুং জীবয়ামি তবানঘে॥১৭১
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ দধীচো
মহেশ্বরং বৈ শরণং জগাম।
ভস্মাভিমন্ত্র্যাথ করে গৃহীত্বা
সঞ্জীবয়ামাস ধবং সুসাধ্ব্যাঃ॥ ১৭২
মাহেশস্য করস্পর্শাদ্ধশাপঃ করুণোহভবৎ।
স্বরূপঞ্চ ততো গত্বা স্বমাশ্রমপদং যযৌ॥ ১৭৩
দধীচমপি সা সাধ্বী গৃহমানীয় ভোজনে।
প্রার্থয়ামাস বিপ্রর্ষিমুক্তবানথ স দ্বিজঃ॥ ১৭৪
ভুক্তবত্যথ বিপ্রেন্দ্রে কোটিশিষ্যাঃ সমাগতাঃ
অথ দেবাঃ সমায়াতা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ॥

হইয়া একদিন কৌশলে তাঁহাকে তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিল। তৈলে পতিত হইয়া মক্ষিকারূপী করুণ প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় কৃশোদরী ভার্য্যা মৃত পতিকে লইয়া অতীব শোকার্ত্তা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী অরুন্ধতী তাঁহার দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—"অয়ি শুচিস্মিতে! তুমি একটু হোমভস্ম আনয়ন করিয়া দাও, আমি ভস্ম মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারাই অদ্য তোমার স্বামীকে জীবিত করিব"। অনন্তর করুণপত্নী, অরুন্ধতীকে অগ্নিহোত্রের ভস্ম আনয়ন করিয়া দিলে, অরুন্ধতী ঐ ভস্ম মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রে পূত করিয়া ঐ মৃত মক্ষিকার উপরে নিক্ষেপ করিলেন। করুণপত্নী শুচিস্মিতাও তৎকালে ব্যজনদ্বারা মৃত পতির উপরে মন্দ মন্দ বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, ভস্মপ্রভাবে মক্ষিকারূপী করুণ, ক্ষণকাল মধ্যে জীবিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর শত বৎসর পূর্ণ হইলে, অপর এক জ্ঞাতি সেই মক্ষিকাকে আবার মারিয়া ফেলিল। সাধ্বী শুচিস্মিতা স্বামীর মৃত্যুতে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া, মহামাহেশ্বর দধীচ নামক এক বিপ্রবরের নিকটে গিয়া শরণাপন্ন হইলেন। সাধ্বী তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, সেই তপস্বিপ্রবর দধীচ তাঁহাকে বলিলেন। "হে অনঘে! ভস্মপ্রভাবে তপস্বী জামদগ্নি, এবং মহর্ষি কশ্যপ জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; দেবগণও প্রাণত্যাগ করিয়া ভস্মপ্রভাবে জীবন পাইয়াছেন; আমিও পূর্ব্বে ভস্মপ্রভাবে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। অতএব ভস্মদ্বারাই তোমার এই মৃত স্বামীকে জীবিত করিব।" ১৬০—১৭১। এই বলিয়া ভগবান্ দধীচ, মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন; অনন্তর মন্ত্রপূত ভস্ম হস্তে লইয়া সধ্বীর স্বামীকে জীবিত করিলেন। শিবভক্তের করস্পর্শে করুণের শাপমোচন হইল। তৎপরে তিনি নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। সেই পতিব্রতা শুচিস্মিতা স্বামীর জীবনপ্রাপ্তি এবং শাপমোচন হওয়ায় সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, দধীচমুনিকে বাড়ীতে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে আহার করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তদীয় স্বামী করুণও তাঁহাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন। অনন্তর বিপ্রবর দধীচ আহার করিলে, তাঁহার কোটি শিষ্য তথায় উপস্থিত হইল। সেই সময়ে ভস্মধবলিতসর্ব্বাঙ্গ দেবগণ দধীচমুনির সন্নিধানে

নমস্কৃত্বা দধীচন্তু পপ্রচ্ছুঃ শিবকাঙ্ক্ষয়া। ১৭৬
দেবা উচুঃ।
অস্মাকন্তু পুরা জ্ঞানং নষ্টমাসীন্মহামতে।
গৌতমস্য চ ভার্য্যাং বৈ দৃষ্ট্বা কামাতুরা বয়ম্
তথা চ ধর্ষিতা দেবী বিবাহকৃতমঙ্গলা।
তাং বৈ কাময়মানানাং নষ্টং জ্ঞানমভূচ্চ নঃ॥
ততঃ সর্ব্বে বয়ং ভীতা গতা দুর্ব্বাসসং মুনিম্।
স উবাচাধুনা সর্ব্বমপনেষ্যামি বো মলম্॥১৭৯
শতরুদ্রিয়মন্ত্রেণ মন্ত্রিতং শম্ভুনা স্বয়ম্।
মমাপি দত্তং তেনৈব ব্রহ্মহত্যাদিশান্তয়ে॥১৮০
ইত্যেবমুক্ত্বা দুর্ব্বাসা দত্তবান্ ভস্ম চোত্তমম্।
অথ তদ্বচনাৎ সর্ব্বে বয়ং বৈ কৃতচেতনাঃ।১৮১
শতরুদ্রিয়মন্ত্রেণ ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ।
নির্দ্ধূতপাতকাঃ সর্ব্বে তৎক্ষণাচ্চৈব হে মুনে।

আশ্চর্য্যমেতজ্জানীমো ভস্মসামর্থ্যমীদৃশম্।
দধীচ উবাচ।
শৈবস্য ভস্মনঃ শক্তিং সঙ্ক্ষেপেণ বদামি বঃ।
বিস্তরেণ ন শক্যং বৈ বক্তুং বর্ষশতৈরপি॥১৮৪
অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি পুরাবৃত্তন্তু দেবয়োঃ।
হরিশঙ্করয়োঃ সর্ব্বে ব্রহ্মহত্যাদিনাশনম্॥১৮৫
পুরা চৈকার্ণবে ঘোরে ব্রহ্মণঃ প্রলয়ে সতি।
মহাবিষ্ণুস্তু ভগবান্ শয়িতো বৈ মহাম্ভসি॥
তস্য পার্শ্বদ্বয়ং প্রাপ্য ব্রহ্মাণ্ডানাং শতদ্বয়ম্।
বিংশতিঃ পাদয়োঃ পার্শ্বে বিংশতির্ম্মস্তকান্তরে
নাসামৌক্তিকভাবেন ব্রহ্মাণ্ডমদধাৎ প্রভুঃ।
তন্নাভিমণ্ডলে কেচিল্লোমশাদ্যা মুনীশ্বরাঃ।
তপস্তপন্তঃ সুমহদীশ্বরং পর্য্যুপাসতে॥১৮৮
অথ বিষ্ণুর্ম্মহাতেজাশ্চিন্তামাপ সিসৃক্ষয়া।
ধ্যানযোগপরো ভূত্বা স কিঞ্চিৎপর্য্যপশ্যত।

সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন এবং দধীচমুনিকে নমস্কার করিয়া শিবমাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার ইচ্ছায় সেই প্রধান শিবভক্ত দধীচকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৭২—১৭৬। দেবগণ কহিলেন—হে মহামতে! পূর্ব্বে আমরা গৌতমের ভার্য্যাকে দর্শন করিয়া কামাতুর হইয়াছিলাম বলিয়া,আমাদের জ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। বিবাহকৃতমঙ্গলা গৌতমভার্য্যাকে আমরা ধর্ষণ করিয়াছিলাম, সেই পাপেই আমাদের জ্ঞানলোপ হয়। তাহার পর আমরা সকলে ভীত হইয়া দুর্ব্বাসা মুনির নিকটে গমন করিলে, তিনি আমাদিগকে বলেন,—এক্ষণে আমি আপনাদিগের পাপমুক্তি করিয়া দিতেছি, ভগবান্ শম্ভু আমাকে ব্রহ্মহত্যাদি পাপশান্তির নিমিত্ত শতরুদ্রিয় মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ভস্ম প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই ভস্মদ্বারা আপনাদিগের পাপ নষ্ট করিতেছি। এই বলিয়া দুর্ব্বাসা মুনি উত্তম ভস্ম প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহার কথায় আমরা ভস্ম মাখিয়া জ্ঞানলাভ করিলাম। হে মুনে! আমরা সকলেই তৎক্ষণাৎ শতরুদ্রিয়মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া পাপমুক্ত হইলাম। ভস্মের এরূপ মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। দধীচ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—শিবভস্মের মহিমা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, সেই বিষয় আপনাদিগের নিকটে সংক্ষেপে বলিতেছি। কারণ উহা বিস্তৃতভাবে শতবৎসরেও বলা সম্ভবে না। হে দেবগণ! এই বিষয়ে দেব হরি ও শঙ্করের ব্রহ্মহত্যাদিপাপনাশক এক পুরাকাহিনী আছে, তাহা আপনাদিগের নিকটে বলিতেছি। পূর্ব্বে ব্রহ্মার মহাপ্রলয়-কালে পৃথিবী যখন একার্ণবে পরিণত হয়, তখন ভগবান্ মহাবিষ্ণু সেই মহাসলিলে শয়ান থাকেন। সেই সময়ে প্রভু নারায়ণ দুই পার্শ্বে দুই শত ব্রহ্মাণ্ড, দুই পদের পার্শ্বে বিংশতি ব্রহ্মাণ্ড, মস্তকমধ্যে বিংশতি ব্রহ্মাণ্ড, এবং নাসিকায় মুক্তারূপে একটি ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাভিমণ্ডলে লোমশ প্রভৃতি (কতিপয়) মহামুনি কঠোর তপস্যায় রত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছিলেন।১৭৭—১৮৮। অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু, সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া ধ্যানমগ্ন হই-

অথ দুঃখেন মহতা রুরোদোচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ ॥
এতস্মিন্সময়ে দীপ্তিঃ কাচিল্লোকবিলক্ষণা।
দৃষ্টা চ হরিণা ভীত্যা লোচনে চ নিমীলিতে
আগম্যমানো গোক্ষীরসমতেজাঃ সুগাত্রবান্
সংগ্রথ্য কোটিব্রহ্মাণ্ডদামযুগ্মং করদ্বয়ে ॥ ১৯২
দধানমুরসা ধাম কোটিব্রহ্মাণ্ডকল্পিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডমেকং হ্যপতত্তুৎপতচ্চ করদ্বয়ে ॥ ১৯৩
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং তথাভূতং তমব্যয়ম্।
বিষ্ণুং তুষ্টাব চাদৃষ্ট্বা দর্শনায় চ তস্য বৈ ॥ ১৯৪

বিষ্ণুরুবাচ।

নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে শাশ্বতাব্যয়।
ন জানেহহং তবত্বং ত্বোঞ্চ বেৎসি নমো নমঃ
জানামি ন চ তে ভাবং দুর্নিরীক্ষ্যা চ তে দ্যুতি
মাণিক্যকুণ্ডলং হেমদামজালবিভূষিতম্ ॥ ১৯৬
রত্নাঙ্গুলীয়ং সুভগং বাহুকোষ্ঠসুভূষণম্।
তন্দুরক্তোষ্ঠমাকর্ণদীর্ঘায়তবিলোচনম্ ॥ ১৯৭
বাণলোচনসঙ্কাশং ভাললোচনমব্যয়ম্।
কন্দর্পকার্ম্মুকভ্রান্তি জনকভ্রূবমীশ্বরম্ ॥ ১৯৮
স্নিগ্ধোন্নতসুচারঙ্গ-নাসমচ্ছকপোলকম্।
মন্দস্মিতং প্রসন্নাস্যং বালেন্দুদর্শনং বিভুম্ ॥
বিজ্ঞানরক্তবসনং বেদকল্পিতভূষণম্।
শরণং ত্বাং প্রপন্নোহস্মি চক্ষুর্মে দীয়তাং বিভো ॥ ২০০
দীনান্ধকৃপণাজ্ঞান-নষ্টস্য শরণং ভব।
অথ দিব্যং দদৌ চক্ষুঃ স্বাত্মদর্শনশক্তিমৎ ॥
অথ দৃষ্ট্বা হরিঃ শম্ভুং ত্রিনেত্রং পুরতঃ স্থিতম্
কো ভবানিত্যুবাচাথ ন জানে ত্বাং মহাযশঃ।

লেন। কিন্তু ধ্যানমগ্ন হইয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না; তখন সৃষ্টির কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এমত সময়ে এক অলৌকিক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল। শ্রীহরি তদ্দর্শনে নয়নযুগল মুদিত করিলেন। তৎকালে গোদুগ্ধের ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ সুন্দর তেজোময় এক মূর্ত্তি নারায়ণের নিকটে আসিতে লাগিলেন। তিনি করযুগলে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের দুইছড়া মালা গাঁথিয়া পরিধান করিয়াছেন। বক্ষঃস্থলে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তেজ ধারণ করিয়াছেন। তিনি দুই হস্তে দুটি ব্রহ্মাণ্ড লইয়া ঘুটি খেলিতেছেন। সেই অব্যয় দেবমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার। বিষ্ণু সেই অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জময় মূর্ত্তি দেখিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাকে সুস্পষ্ট দেখিবার ও তিনি কে তাহা জানিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! হে শাশ্বত অব্যয়! আপনাকে নমস্কার; আপনাকে আমি জানি না, আপনার মহিমা বুঝি না, আমি অজ্ঞ, আপনি আমাকে জানেন; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। আপনার ভাব আমি জানি না; আপনার তেজোময় মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না। আপনার কর্ণে মাণিক্যকুণ্ডল, কণ্ঠে স্বর্ণহার, অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয়ক, এবং বাহুদ্বয়ে সুন্দর করভূষণ; আপনার ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, কর্ণ বিস্তৃত, লোচন দীর্ঘ, ললাট আর এক চক্ষু; তাহাতে আপনি বাণলোচনবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। আপনি অব্যয় পরমেশ্বর। আপনার ভ্রূযুগল দেখিলে কন্দর্পধনু বলিয়া ভ্রম হয়। আপনার নাসিকা ও অন্যান্য অবয়ব তৈলাক্তবৎ চিক্কণ, উন্নত ও মনোহর। আপনার গণ্ডস্থল (দর্পণের ন্যায়) স্বচ্ছ। আপনার প্রসন্নবদনে মৃদু মধুর হাস্য সর্ব্বদা বিরাজমান। হে বিভো! আপনি বাল চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। আপনি বিজ্ঞানরক্তবসন এবং বেদকল্পিতভূষণ। হে বিভো! আমি আপনার শরণাপন্ন; আমাকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করুন। ১৮৯—২০০। আমি দীন, অন্ধ, অনাথ, অজ্ঞান, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। অনন্তর সমাগত তেজোমূর্ত্তি শম্ভু শ্রীহরিকে স্বরূপ দেখাইবার নিমিত্ত জ্ঞান-

প্রণামং কেবলং কর্ত্তুং শক্তোঽস্মি ন হি বেদ্মিতুম্‌
সদাশিব উবাচ।
তব জ্ঞানং প্রদাস্যামি কুরু স্নানঞ্চ বারুণম্।
ভস্মস্নানং ততঃ পশ্চাত্ততো জ্ঞানং দদামি তে॥
ভগবানুবাচ।
মৎস্নানযোগ্যসলিলং ন চ তিষ্ঠতি কুত্রচিৎ।
ইত্যুক্তোঽথ নিমগ্নস্তু ব্রহ্মাণ্ডাসক্তবিগ্রহঃ।
উরুদঘ্নজলে স্নানং ন যোগ্যমভবদ্ধরেঃ।
শম্ভুর্জহাস স্নানায় জলমত্যধিকং হরেঃ॥২০৬
দধীচ উবাচ।
অথ দেবঃ শিবো বিষ্ণুং ভালাক্ষেণ ব্যলোকয়ৎ
বিলীনসর্ব্বাবয়বং বামাক্ষেণ ব্যলোকয়ৎ॥২০৭
ততঃ সূক্ষ্মতনুর্বিষ্ণুঃ শীতদেহশ্চ শম্ভুনা।
উরুশ্চ স্নাহি ভো বিষ্ণো হ্রদ এষ বিকল্পিতঃ
ততো হ্রদে হরিঃ স্নাতুং হরাঙ্কে কল্পিতে তথা
প্রবেষ্টুং ন শশাকাথ গম্ভীরে তদ্রুদেহস্য তু
হরিরাহ চ নো পন্থা হ্রদস্যাস্য প্রবেশনে।
মার্গো মে দীয়তাং দেব হ্যথ শম্ভুস্তমব্রবীৎ।
শম্ভুরুবাচ।
কোটিযোজনগম্ভীরং জলমেতন্মহৎপুরা।
নিবিষ্টস্যৈব ভবত উরুদঘ্নং জলং বিভো॥
ইদানীং তিষ্ঠতশ্চাপি ন প্রবেশো হ্রদে কথম্।
অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণোঽয়মুরুস্থস্মিন্ হ্রদে চ মে॥২১১
পশ্যামি প্রবিশ ত্বঞ্চ পাদস্পর্শং দদামি তে।
বাক্যমেকন্তু সোপানং বেদং মদ্বাক্যনিঃসৃতম্

চক্ষু প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাযশাঃ শ্রীহরি পুরোভাগে অবস্থিত ত্রিনেত্র শম্ভুকে দর্শন করিয়া বলিলেন,—আপনি কে? আপনাকে আমি চিনিলাম না; কেবল আপনাকে নমস্কার করিতে সমর্থ হইতেছি; আপনাকে জানিতে পারিতেছি না। সদাশিব কহিলেন,—তোমাকে আমি জ্ঞান প্রদান করিব। তুমি প্রথমতঃ জলে স্নান করিয়া লও, তাহার পর ভস্মস্নান করিলে আমি তোমাকে জ্ঞান প্রদান করিব। ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন,—আমি অবগাহন করিয়া স্নান করি এরূপ জল কোথাও নাই। সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডধারী হরি এই বলিয়া অবস্থিত হইলেন, তিনি তাঁহার উরুপ্রমাণ একার্ণবসলিলে স্নান করিতে পারিলেন না। তৎপরে এত অধিক জলেও হরি স্নান করিতে পারিলেন না দেখিয়া শম্ভু হাস্য করিলেন। দধীচ কহিলেন,—অনন্তর দেব শিব ললাটনেত্র দ্বারা শ্রীহরিকে দর্শন করিলে, তাঁহার অঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড সকল বিলীন হইয়া গেল। আবার শম্ভু বামনেত্র দ্বারা বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তাঁহার শরীর সূক্ষ্ম হইয়া গেল, দেহ সঙ্কুচিত হইল। তাহার পর শম্ভু বিষ্ণুকে বলিলেন,—বিষ্ণো! তুমি স্নান কর; তোমার স্নানের জন্য আমি নিজ ক্রোড়োপরি হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছি। তাহার পর শ্রীহরি মহাদেবের ক্রোড়দেশে সেই কল্পিত গভীর হ্রদে স্নান করিতে উদ্যত হইয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রবেশ করিবার পন্থা না পাইয়া শ্রীহরি, শিবকে কহিলেন,—দেব! আমি এই হ্রদে প্রবেশ করিবার পন্থা পাইতেছি না, আপনি অবতরণ করিবার পন্থা করিয়া দিন। অনন্তর শম্ভু তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ২০১—২১০। শম্ভু কহিলেন,—হে অপারশক্তিশালিন্! তুমি এই কোটিযোজন গভীর, একার্ণবসলিলে স্নান করিবার উপযুক্ত জল পাইলে না, সর্ব্বত্রই তোমার একহাঁটু জল হইল; কিন্তু এক্ষণে সেই একার্ণবসলিলে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আমার উরুর উপরে অষ্টাঙ্গুল স্থানের মধ্যে কল্পিত এই হ্রদে প্রবেশ করিতে পারিতেছ না কেন? আমি দেখিতেছি, কোন ভয় নাই, নিঃশঙ্কচিত্তে তুমি এই হ্রদমধ্যে প্রবেশ কর; যাহাতে এই হ্রদে তোমার পদস্পর্শ হয়, তলাইয়া না যাও তাহা করিতেছি। আমার বাক্যই এক-

হরিরুবাচ।
শব্দারোহণসামর্থ্যং কস্যাপীহ ন বিদ্যতে।
মূর্ত্তস্যারোহণং শক্যং গ্রহণং বা কথং শ্রুতেঃ॥
শম্ভুরুবাচ।
পুংসঃ শক্তির্ন বস্তূনাং ধারণারোহণাদিষু।
গৃহাণেমং মহাবেদং জগ্রাহ হরিরপ্যথ॥ ২১৫
নস্রকরস্তাশক্তেহি পতন্নিব জনার্দ্দনঃ।
ন চ শক্যং ময়া ধর্ত্তুমিতি প্রাহ শিবং হরিঃ
শিবঃ প্রহস্য নিপতিষ্যত্যতীব মহাহ্রদে।
তৎসোপানমথারুহ্য স্নাতুমর্হসি কেশব॥ ২১৭

দধীচ উবাচ।
বেদে সোপানভূতে হি উরুদঘ্নোপলক্ষিণি।
তত্র স্নাত্বা স বিধিনা বহিরুত্তীর্য্য চোক্তবান্‌।
স্নাতোঽস্মি কিমতঃ কার্য্যং শম্ভুরাহ হরিং ততঃ।
ধ্যায়সে হৃদয়ে কিং ত্বং ন চ কিঞ্চিদদস্ব মে॥
হরির্ন কিঞ্চিদিত্যাহ অথ শম্ভুরুবাচ হ॥ ২২০
ভস্মস্নানেন সংশুদ্ধো বেৎস্যসে পরমং শুভম্‌
দীক্ষিতস্য হি তচ্ছস্তং তদ্রক্ষাং করবাণ্যহম্‌॥
দধীচ উবাচ।
স্ববক্ষঃস্থিতভস্মৈকং নখেনাদায় শঙ্করঃ।
প্রণবেনাভিমন্ত্র্যাথ গায়ত্র্যা ব্রহ্মভূতয়া॥ ২২২
অঙ্গুলীভ্যামথো গৃহ্য শিবঃ পঞ্চাক্ষরেণ বৈ।
হরিমস্তকগাত্রেষু সর্ব্বেষপি সমাক্ষিপৎ॥ ২২৩
শান্তদৃষ্ট্যা নিরীক্ষ্যাথ জীবেত্যাহ হরিং হরঃ

মাত্র সোপান, তুমি এই মদীয় বাক্যসোপানে আরোহণ করিয়া ইহাতে অবতরণ কর। তুমি জান, আমার বাক্য হইতে বেদের উৎপত্তি, সুতরাং আমার বাক্য, বেদ-বাক্য। হরি বলিলেন,—শব্দের উপরে আরোহণ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, যাহার মূর্ত্তি আছে, তাহার উপরেই আরোহণ করিতে পারা যায়। কিন্তু শব্দ বা বেদ-বাক্য তাহার ত আকার নাই, তাহার উপরে কিরূপে আরোহণ করিতে পারা যাইবে। শম্ভু বলিলেন,—আমি শক্তি-প্রদান না করিলে, কি মূর্ত্তিমান্‌, কি অমূর্ত্তিমান্‌, কোন বস্তুই গ্রহণ বা তদুপরি আরোহণ করিতে পারা যাইবে না, আমি শক্তি-প্রদান করিলে, পুরুষ, যাহার আকৃতি নাই, তাহার উপরেও আরোহণ করিতে পারিবে; অতএব তুমি এই মহাবেদ গ্রহণ কর। ২১১—২১৫। অনন্তর হরি বেদ গ্রহণ করিতে যাইয়া পরাঙ্মুখ হইলেন, তাঁহার হস্ত উঠিল না, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে গিয়া পতনোন্মুখ হইয়া শিবকে বলিলেন—"আমি ধরিতে পারিলাম না। অনন্তর শিব হাস্য করিয়া সেই মহাহ্রদে বেদ-সোপান করিয়া দিয়া বলিলেন,—কেশব! এই সোপান করিয়া দিয়াছি, তুমি, এই সোপানে আরোহণ করিয়া স্নান করিতে পারিবে। দধীচ কহিলেন,—বেদ সেই মহাহ্রদের সোপান হইলে শ্রীহরি তাহার জল উরুপ্রমাণ বুঝিতে পারিয়া তাহাতে অবতরণপূর্ব্বক যথাবিধ স্নানানন্তর তীরে উত্থিত হইয়া বলিলেন;—আমি স্নান করিয়াছি, এক্ষণে কি কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। শম্ভু বলিলেন,—তুমি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছ, আমাকে তাহা বলিতেছ না কেন? হরি উত্তর করিলেন,—আমি কিছুই চিন্তা করিতেছি না। অনন্তর শম্ভু বলিলেন,—ভস্মস্নানে শুদ্ধ হও, তাহার পর পরম শুভ জানিতে পারিবে। দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এই ভস্মস্নান বিশেষ প্রশস্ত, আমি ভস্মদ্বারা তোমাকে রক্ষা করিব। দধীচ কহিলেন,—শঙ্কর এই বলিয়া নখে করিয়া নিজ বক্ষঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া প্রণব ও গায়ত্রীমন্ত্রপূত করত পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দুই অঙ্গুলি দ্বারা সেই ভস্ম শ্রীহরির মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পরে মহাদেব শান্তনয়নে শ্রীহরির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 'বাঁচিয়া থাক' এই কথা বলিলেন। তাহার

ধ্যায়স্ব কিং তে হৃদয়ে স চ ধ্যানপরোঽভবৎ
অপশ্যদ্ধৃদয়ে দীপং দীর্ঘাকারমতিপ্রভম্।
হরিরাহ শিবং সাক্ষাদ্দীপো দৃষ্টো ময়েতি চ
শিবঃ প্রাহ ন তে জ্ঞানং পরিপক্কমথো হরে।
ভস্ম ভক্ষয় তে জ্ঞানং সমগ্রং সম্ভবিষ্যতি।
হরিরুবাচ।
ভক্ষয়িষ্যে শুভং ভস্ম স্নাতোঽহং ভস্মনা পুরা
দৃষ্ট্বেশ্বরং ভক্তিগম্যং ভস্মাভক্ষয়দচ্যুতঃ। ২২৭
তত্রাশ্চর্য্যমভূদাসীৎ পক্কবিম্বসমদ্যুতিঃ।
বাসুদেবঃ শুদ্ধমুক্তা-কনবর্ণোঽভবৎক্ষণাৎ।
তদাপ্রভৃতি শুক্লোঽসৌ বাসুদেবঃ প্রসন্নবান্
পুনর্ধ্যানপরো ভূত্বা দীপমধ্যে চ পুরুষম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং ত্রিনেত্রং দ্বিভুজং শিবম্।
বরদং দক্ষিণে হস্তে বামে চাভয়দং বিভুম্।
পঞ্চবর্ষীয়বপুষং শরচ্চন্দ্রাযুতদ্যুতিম্।
মাণিক্যকুণ্ডলং হেমদামজালবিভূষিতম্। ২৩১
রত্নাঙ্গুলীয়সুভগং বাহুকোষ্ঠসুভূষণম্।
তনুরক্তোষ্ঠমাকর্ণদীর্ঘায়তবিলোচনম্। ২৩২
বাণলোচনসঙ্কাশং ভাললোচনমব্যয়ম্।
কন্দর্পকার্ম্মুকভ্রান্তি-জনকভ্রূবমীশ্বরম্। ২৩৩
স্নিগ্ধোন্নতসুচার্বঙ্গ-নাসমচ্ছকপোলকম্।
মন্দস্মিতং প্রসন্নাস্যং বালেন্দুদর্শনং বিভুম্।
বিজ্ঞানরক্তবসনং বেদকল্পিতনূপুরম্।
বামাঙ্গুলীয়মধ্যস্থ-মণিপ্রণবমব্যয়ম্। ২৩৫
দৃষ্টবানথ তং বিষ্ণুঃ কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা।
অথাহ শম্ভুর্বিষ্ণো হৃদি দৃষ্টং হি কিং ত্বয়া
হরিরাহ পুরা দৃষ্টঃ পুরুষঃ শান্তবিগ্রহঃ।
ইত্যুদীর্য্য মহাবিষ্ণুঃ শিবপাদে পপাত হ।

পর আরও বলিলেন, "তোমার হৃদয়মধ্যে কি আছে, একবার চিন্তা করিয়া দেখ। অনন্তর শ্রীহরি ধ্যানমগ্ন হইলেন, ধ্যানমগ্ন হইয়া তিনি হৃদয়মধ্যে দীর্ঘাকৃতি অত্যুজ্জ্বল দীপ দর্শন করিলেন। তাহার পর হরি শিবকে বলিলেন,—আমি হৃদয়মধ্যে একটী মূর্ত্তিমান্ জলন্ত দীপ দর্শন করিলাম। শিব বলিলেন,—হরে! এখনও তোমার পরিপক্ক জ্ঞান হয় নাই; তুমি একটু ভস্ম ভক্ষণ কর. তাহা হইলে তোমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইবে। শ্রীহরি উত্তর করিলেন,—আমি প্রথমে ভস্মে স্নান করিয়াছি, এক্ষণে শুভ ভস্ম ভক্ষণ করিব। এই বলিয়া শ্রীহরি ভক্তিগম্য জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া ভস্মভক্ষণ করিলেন। ভস্মভক্ষণে শ্রীহরির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল, তাঁহার পক্কবিম্বফলতুল্য দেহকান্তি ক্ষণকালমধ্যে বিশুদ্ধ মুক্তার ন্যায় আভাময় হইয়া গেল; তদবধি প্রসন্নচিত্ত বাসুদেব শুক্লবর্ণ হইয়া গেলেন। তাহার পর আবার ধ্যানমগ্ন হইয়া দেখিলেন, হৃদয়স্থিত দীপমধ্যে শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য ত্রিনেত্র দ্বিভুজ শিবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। আরও দেখিলেন,—প্রভু দক্ষিণ হস্তে বর এবং বাম হস্তে অভয় দান করিতেছেন। পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় তাঁহার আকার। অযুত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার দেহকান্তি। তাঁহার কর্ণে মাণিক্যকুণ্ডল, কণ্ঠে স্বর্ণহার, অঙ্গুলিতে সুন্দর রত্নাঙ্গুরীয়ক, বাহুদ্বয়ে সুন্দর করভূষণ, রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, আকর্ণবিস্তৃত দীর্ঘ নয়ন, বাণলোচনবৎ বিরাজ করিতেছে। সেই অব্যয় পরমেশ্বরের ললাটে আর এক চক্ষু, তাঁহার ভ্রূযুগল দেখিলে কন্দর্পধনু বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার নাসিকা ও অন্যান্য অঙ্গ তৈলাক্তবৎ চিক্কণ, উন্নত ও মনোহর; তাঁহার গণ্ডস্থল স্বচ্ছ। প্রভুর প্রসন্ন বদনে মৃদুমন্দ হাস্য সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। তিনি বালচন্দ্রবৎ প্রতিভাত হইতেছেন। তিনি বিজ্ঞানরক্তবসন ও বেদকল্পিতনূপুর। প্রণব তাঁহার বামাঙ্গুলীয়মধ্যস্থ মণি। তৎকালে বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। অনন্তর শম্ভু তাঁহাকে বলিলেন,—বিষ্ণো! তুমি হৃদয়ে কি দর্শন করিলে? হরি বলিলেন,—আমি হৃদয়মধ্যে শান্তমূর্ত্তি পুরুষ দর্শন করিলাম, এই বলিয়া মহাবিষ্ণু

হরিরুবাচ।
ন শক্তিং ভস্মনো জানে প্রভাবং তে কুতো
বিভো।
নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু ত্বামেব শরণং গতঃ॥
সদাশিব উবাচ।
বরং বৃণু মহাভাগ মনসা যং ত্বমিচ্ছসি।
শিবেরিতমথাকর্ণ্য হরির্ব্বব্রে বরোত্তমম্ ॥২৩৯
হরিরুবাচ।
ত্বৎপাদযুগলে শম্ভো ভক্তিরস্তু সদা মম।
অথ দত্ত্বা বরং শম্ভুরিদমাহ বচো হরিম্॥ ২৪০
শম্ভুরুবাচ।
ভস্মধারণসম্পন্নো মম ভক্তো ভবিষ্যতি॥
দধীচ উবাচ।
ইত্থমুক্তং মহাজ্ঞানং ভস্মসম্ভবমাদিতঃ।
তস্মাদ্যূয়ং সুরাঃ সর্ব্বে ধারয়ধ্বং তদাদরাৎ
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না দেবাশ্চাসংস্তদন্তিকে

মহাদেবের চরণে পতিত হইলেন। হরি বলিলেন,—প্রভো! আমি ভস্মেরই মহিমা জানি না, আপনার মহিমা কিরূপে জানিব? (আপনাকে আর অধিক কি বলিব) আপনারই শরণাপন্ন হইলাম; আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ২২৪—২৩৮। সদাশিব কহিলেন,—মহাভাগ! তুমি মনে মনে যে বর ইচ্ছা কর, প্রার্থনা কর। শিববাক্য শ্রবণ করিয়া হরি উত্তম বর প্রার্থনা করিলেন। হরি বলিলেন,—শম্ভো! আপনার পদযুগলে আমার সর্ব্বদা যেন ভক্তি থাকে; আমি এই বর প্রার্থনা করি। অনন্তর শম্ভু হরিকে বর প্রদান করিয়া বলিলেন; শম্ভু বলিলেন,—তুমি ভস্মধারণসম্পন্ন মদীয় ভক্ত হইবে। দধীচ কহিলেন,—হে সুরগণ! এই ভস্মসম্ভূত মহাজ্ঞানের বিষয় আদ্যোপান্ত আপনাদের নিকট বলিলাম, আপনারা সকলে ভক্তিপূর্ব্বক এই ভস্মধারণ করুন। দেবগণ দধীচ মুনির নিকটে ভস্মমহিমা শ্রবণ করিয়া

য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্॥
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো যাত্যসৌ শাঙ্করং
পদম্ ॥২৪৩

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে ভস্মমাহাত্ম্যে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শুচিস্মিতোবাচ।
আয়ুষ্যবর্দ্ধনং ভস্মাশনং দৃষ্টং মহামুনে।
পরলোকগতিং দাতুং শক্তমেতং ভবান্ বদ॥
দধীচ উবাচ।
অত্র তে কথয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্।
চিত্রগুপ্তযমাভ্যাঞ্চ খ্যাতঞ্চ যদ্বভূব চ॥ ২
মিথিলায়াং পুরা কশ্চিচ্ছুনঃ পর্য্যটতে ক্ষুধা।
পুরা জন্মশতাৎ পূর্ব্বং ব্রাহ্মণঃ পাপনিশ্চয়ঃ॥
পূর্ব্বে বয়সি বেদাঢ্যঃ শাস্ত্রাঢ্যশ্চ সুবুদ্ধিমান্।

বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে "তাহাই বটে" এই কথা বলিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই অত্যুৎকৃষ্ট পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিতে পারে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শঙ্করপদ প্রাপ্ত হয়।২৩৯—২৪৩।
চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

শুচিস্মিতা কহিলেন,—হে মহামুনে! ভস্মধারণ যে আয়ুষ্যবর্দ্ধন তাহা দৃষ্ট হইয়াছে; উহা যে, পরলোকগতি-দানে সক্ষম, এক্ষণে তাহার বিষয় বর্ণন কর। দধীচ, কহিলেন,—আমি তোমাদিগের এই জিজ্ঞাসিত বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিব, যাহা চিত্রগুপ্ত ও যমকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে মিথিলা নগরে একটি কুকুর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পর্য্যটন করিতেছিল সে শতজন্মের পূর্ব্বে অতি পাপিষ্ঠ ব্রাহ্ম

স স্নাতুং জাহ্নবীং গত্বা স্নানং কৃত্বা পিতৄনপি
দেবান্‌ ঋষীন্‌ সমভ্যর্চ্চ্য যযৌ প্রান্তলিকাপুরম্‌।
প্রতিশ্রয়মথো চক্রে ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে। ৫
তত্রৈকা ক্ষত্রিয়সুতা যৌবনস্থা হতপ্রিয়া।
প্রভ্রষ্টরাজ্যা ষট্‌কোটিনিষ্কদ্রব্যেণ সংযুতা। ৬
স্তুত্বাথ কম্বিতুং বিপ্র সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্‌।
রাত্রৌ চন্দ্রোদয়ে শুক্লে জ্যোৎস্নাহসিতদিঙ্মুখে
ব্রাহ্মণাভ্যাসমাগত্য উচ্চৈর্ব্যবমথাব্রবীৎ।
কুতস্ত্বমাগতো বিপ্র কং বা দেশং গমিষ্যসি।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অকালচর্য্যা সর্ব্বেষাং শঙ্কামুৎপাদয়েদ্ধ্রুবম্‌।
বয়ঃস্থয়োর্ম্মিথো বাদো রহস্যে হাস্যমন্দিরম্‌।

ক্ষত্রিয়োবাচ।

কথাপ্রসঙ্গে যাত্রায়াং তীর্থে দেশাদিবিপ্লবে।
দুর্ভিক্ষগ্রামদহনে রহোবাদো ন দূষিতঃ। ১০
প্রতিশ্রয়স্ত মদ্গেহে ভবতৈব কৃতঃ পুরা।
মদ্গেহবাসিনী চাহং ন শঙ্কা ত্বিহ কস্যচিৎ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

তূষ্ণীম্ভাবো ময়া কার্য্যো গচ্ছ ত্বং সদ্ম চাত্মনঃ
ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণেনাসৌ মনসাচিন্তয়ত্বিদম্‌। ১২
অনেন সঙ্গমো মহ্যং যথা স্যাৎ তথাপ্যহম্‌।
রোদনন্তু করিষ্যামি তথা চায়াতি সান্ত্বিতুম্‌।
মাঞ্চ সান্ত্বয়িতুং প্রাপ্তো মাং সমুত্থাপয়িষ্যতি।
অহমুত্তিষ্ঠমানৈব দোর্লতাকণ্ঠসঙ্গিনী।
কুচযুগ্মং হি তদ্গাত্রং স্পর্শয়িত্বৈব মূর্চ্ছিতা। ১৪
গতভাসাং হি মাং দৃষ্ট্বা নিষণ্ণঃ স্বয়মেব সঃ।
অঙ্কয়োর্ম্মামকং দেহং নিধাস্যতি দ্বিজাগ্রণীঃ। ১৫
অচেতনেব বসনমপাস্য রুদতীব চ। ১৬
সুস্নিগ্ধং রোমরহিতং পক্বাশ্বত্থদলাকৃতি।
দর্শয়িষ্যামি তৎস্থানং কামগেহং সুগন্ধি চ।
মহ্যৈব বিলুঠন্ত্যাঙ্গে তস্য বস্ত্রমপাস্যতে।

ছিল। সে প্রথম বয়সে অতি বুদ্ধিমান্‌ বেদবিৎ ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। একদা সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া দেব ও পিতৃগণের সন্তর্পণানন্তর প্রান্তলিকাপুরে গমনপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় ভোজনানন্তর বিশ্রাম নিরত রহিয়াছে, এমতকালে নির্ম্মল চন্দ্রমা লোকে দিগ্‌বধূগণ হাস্যমুখী হইলে কোন পূর্ণযৌবনা, ভর্ত্তৃহীনা ভ্রষ্টরাজ্যা ক্ষত্রিয়রমণী, ষট্‌কোটীমুদ্রা মূল্যের উৎকৃষ্ট অলঙ্কারাদি ধারণপূর্ব্বক সেই সর্ব্বাবয়বসুন্দর ব্রাহ্মণযুবকের সমীপাগত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকনানন্তর জিজ্ঞাসা করিল,—হে ব্রাহ্মণ! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোন দেশেই বা গমন করিবেন। ব্রাহ্মণ কহিল,—অকালচর্য্যা সকলেরই ভয়প্রদ, আমরা উভয়ে যৌবনসম্পন্ন, জ্যোৎস্নাময়ী নিশাকালে এই নির্জ্জনগৃহে আমাদিগের উভয়ের হাস্য-পরিহাসাদি উচিত নহে। ক্ষত্রিয়া কহিল,—কথাপ্রসঙ্গে, যাত্রায়, তীর্থে, দেশাদিবিপ্লবে, দুর্ভিক্ষে এবং গ্রামদহনে নির্জ্জনে আলাপ দূষিত নহে, আপনি পূর্ব্বেই আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আমি স্বগৃহে থাকিয়া আপনার সহিত আলাপ করিতে ভয় করিব কেন? ।১—১১। ব্রাহ্মণ কহিল,—আমার নির্ব্বাক্‌ থাকাই উচিত, তুমি নিজ গৃহে গমন কর। এই প্রকারে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া, সেই ক্ষত্রিয়া মনে মনে চিন্তা করিল—আমি সাধ্যানুসারে উঁহার সহিত মিলনের চেষ্টা করিব। আমি কপট রোদন আরম্ভ করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ভূমি হইতে উঠাইবেন, আমি উঠিতে উঠিতে বাহুলতা দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, উন্নত কুচদ্বয় তাঁহার গাত্রে সংলগ্ন করাইয়া মূর্চ্ছিতার ন্যায় হইব; তিনি আমাকে বাগ্‌বিরহিত দেখিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিবেন, তখন আমি বসন পরিহারপূর্ব্বক অচেতনার ন্যায় রোদন করিতে থাকিব। এই প্রকারে পক্ব অশ্বত্থপত্রাকৃতি, সুস্নিগ্ধবর্ণ, রোমরহিত, সুগন্ধি কামগৃহ দেখাইব। আমি তাঁহার অঙ্গে পুনঃপুনঃ

লোলুপ্য চিত্তং তস্তেত্থমাত্মাধীনং করোমি তম্
অদৃষ্টৌ যাদৃশং চিত্তং দৃষ্টৌ নৈতাদৃশং ভবেৎ
দর্শনে যাদৃশং চিত্তং সংলাপে নৈব তাদৃশম্।
সংলাপে যাদৃশং চিত্তং হাস্যোক্তৌ নৈব
তাদৃশম্।
হাস্যোক্তৌ যাদৃশং চিত্তং স্পর্শনে নৈব
তাদৃশম্ ॥ ২০
স্পর্শনে যাদৃশং চিত্তং যোনিদৃষ্টৌ ন তাদৃশম্
তদ্দৃষ্টৌ যাদৃশং চিত্তং যোনিস্পর্শে ন তাদৃশম্
বাহুমূলকুচদ্বন্দ্ব-যোনিস্পর্শনদর্শনাৎ।
কস্য ন স্খলতে চিত্তং রেতঃ স্কন্নঞ্চ নো ভবেৎ
দধীচ উবাচ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ক্ষত্রিয়া গৃহমভ্যগাৎ।
স্বগৃহদ্বারমাসাদ্য মন্দপূর্ব্বং রুরোদ হ ॥ ২৩
চিরং কালঞ্চ রুদিতে ব্রাহ্মণঃ করুণানিধিঃ ॥২৪
স্ত্রীবালবৃদ্ধাতুররাজযোগিনো-
বিষাগ্নিতোয়াদিনিপাতনানাম্।
দুঃখস্য চৈবোদ্ধরণং প্রশস্তকে
কূপস্য খাতেন সমং বদন্তি। ২৫
ইত্থং বিচার্য্য বিপ্রোহসৌ শুচিভূতঃ প্রসন্নধীঃ
তস্যাঃ সমীপমগমত্তামুবাচ ততো দ্বিজঃ ॥২৬
অলং শোকেন মহতা হ্যমুত্রবিরোধিনা।
শরীরশোষণং হ্যেতচ্চিত্তাবধ্বংসনং তথা ॥২৭
ত্যজ শোকমিমং বালে ন চার্থঃ শোচিতেন বৈ
শোকস্য কারণং কিংবা যেনেত্থং রুদ্যতে ত্বয়া
দধীচ উবাচ।
এবমুক্তা দ্বিজেনাথ ন চ কিঞ্চিদুবাচ হ।
মূর্চ্ছিতেবাপতদ্ভূমৌ তমদৃষ্টেব বীক্ষতী ॥ ২৯
তামথোত্থাপয়ামাস ব্রাহ্মণঃ পরমার্থবিৎ।
উত্থাপিতাপি তেনাসৌ নিপপাত পুনঃপুনঃ ॥৩০
পতিতাং পতিতাং বিপ্রো নিষিধ্যোত্থাপ্য তাং
পুনঃ।
অঙ্কমারোপয়ামাস প্রমমার্জ্জ বিলোচনে ॥৩১

বিলুণ্ঠিত হইলে তাঁহারও কটীবসন অপনীত হইবে। এই উপায় দ্বারা চিত্তের প্রলোভন উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে আত্মাধীন করিব। ১২—১৮। বয়ঃসম্পন্না সুন্দরী রমণী নয়নগোচর হইলে স্বভাবদৃঢ়চিত্ত যুবকের চিত্তদার্ঢ্য কিঞ্চিৎ অল্পতা প্রাপ্ত হয়, যুবতী সহ সংলাপে তদপেক্ষা অল্পতা প্রাপ্ত হয়, তৎসহ হাস্য-পরিহাসাদি দ্বারা তদপেক্ষা অল্পতা প্রাপ্ত হয়, স্পর্শ করিলে চিত্তধৈর্য্য কিংৎ পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিলেও যোনি-দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা তাহাও দূরীভূত হয়, এই প্রকার যুবতীর বাহুমূল কুচযুগল যোনি-দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা কোন্ যুবকের চিত্ত স্খলনানন্তর রেতঃস্খলন না হয়? দধীচ কহিলেন,—সেই ক্ষত্রিয়া উক্ত প্রকার চিন্তা করিয়া নিজগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং স্বগৃহদ্বারে উপনীত হইয়া কাতরভাবে রোদন আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ ঐ প্রকারে রোদন করিতে থাকিলে, সেই করুণানিধি দ্বিজসন্তান চিন্তা করিলেন, পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, স্ত্রী, বাল, বৃদ্ধ, আতুর, রাজা ও যোগিগণকে বিষ, অগ্নি ও জলাদিদ্বারা সজ্যটিত দুঃখ হইতে উদ্ধার করিলে, নির্ম্মল বারিপূর্ণ কূপখননের তুল্য পুণ্য হইয়া থাকে। ১৯—২৫। সেই নির্ম্মলবুদ্ধি, সুপবিত্র ব্রাহ্মণ এই প্রকার বিচার করিয়া সেই ক্ষত্রিয়ার সমীপে গমন করিয়া কহিলেন,—হে বালে! ঐহিক ও পারত্রিক সুখের প্রতিকূল শোক করা বৃথা; উহাদ্বারা শরীর শুষ্ক ও চিত্ত হতজ্ঞান হইয়া ঘোর মোহাক্রান্ত হয়, অতএব তুমি বৃথা শোক পরিহারপূর্ব্বক তোমার রোদনের হেতুভূত শোকের কারণ বল। দধীচ কহিলেন,—সেই ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উক্ত প্রকারে সম্ভাষিতা হইয়া কোন উত্তর করিল না, যেন তাহাকে দেখিতেও পাইল না, এই প্রকারে মূর্চ্ছিতার ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। সেই পরম তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইলেও সে পুনঃ পুনঃ ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণও তাহাকে পতনে নিষেধপূর্ব্বক পুনঃ-পুনঃ উত্থাপিত করিয়া স্বীয় অঙ্কে স্থাপন

অথ সা মূর্চ্ছিতেবাশু বসনং পরিমুচ্য তম্।
দর্শয়ন্তী স্তনৌ গুহ্যং বাহুমূলে বিলোচনে। ৩২
আলম্ব্য কণ্ঠে বাহুভ্যাং স্তনা ত্যামস্পৃশদ্দ্বিজম্
চন্দ্রাতপশ্চ বিশদো মন্দমারুতসম্ভবঃ। ৩৩
অথ চিন্তাপরো বিপ্রো ন চ কার্য্যমিদং মম।
পিতুর্ব্বা মাতুরুচিতং পত্যুর্ব্বাথ গুরোস্তথা।
অসম্বুদ্ধস্য মে সর্ব্বং বিপরীতং বিভাতি বৈ।
অথ কামঃ সমায়াতো রহস্যে স্থিতয়োস্তয়োঃ
বিব্যাধ নিশিতৈর্ব্বাণৈর্দ্বিজং কামো ত্বরান্বিতান্
স্মরবাণাতুরো বিপ্রশ্চিন্তয়ামাস কামুকঃ। ৩৬
ইয়ং সুচারুসর্ব্বাঙ্গী কামিনীব প্রদৃশ্যতে।
নো চোদ্‌যোনিমুখে দৃষ্টা ধ্রুবং নাপাং-
স্তুনির্গমঃ। ৩৭
তদেতস্যাঃ কুচস্পর্শাৎ সর্ব্বং ব্যক্তং ভবিষ্যতি
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা কুচৌ যোনিমথাস্পৃশৎ।
সাপি মূর্চ্ছিতরূপৈব মন্দস্মিতমুখাভবৎ।
আলিলিঙ্গে দ্বিজং গাঢ়মাননঞ্চ চুচুম্ব হ। ৩৯
তয়োরথ সমাযোগো বর্ষাণাং শতমপ্যভূৎ।
গতে বর্ষশতে পশ্চাদেকস্মিন্ দিবসে দ্বিজঃ।
স্নাতুং যযৌ নদীং প্রাতঃস্নায়িবিপ্রপ্রসঙ্গতঃ।
স্নানং তত্র তথা চক্রে পুরাণং শ্রুতবানথ। ৪১
কৌর্ম্মং সমস্তপাপানাং নাশনং শিবভক্তিদম্।
ইদং পদ্যঞ্চ শুশ্রাব পুরাণজ্ঞেন ভাষিতম্। ৪২
ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনস্তথৈব গুরুতল্পগঃ।
কৌর্ম্মং পুরাণং শ্রুত্বৈব মুচ্যতে পাতকাত্ততঃ।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং বিপ্রঃ পৌরাণিকমভাষত।
ময়া কৃতানাং পাপানাং ন চ সংখ্যাস্তি কাচন।
অশেষপাপসন্দোহ-নাশনং তদিহোচ্যতাম্।
পৌরাণিক উবাচ।
আরাধয়স্ব দেবেশং শঙ্করং ত্রিদশেশ্বরম্।

করত তাহার চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই স্ত্রিয়া, মূর্চ্ছিতার ন্যায় বসন পরিহারপূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণকে স্বীয় পয়োধরযুগল, বাহুমূলদ্বয়, বঙ্কিম চক্ষুর্দ্বয় ও গুহ্যদেশ দেখাইল এবং বাহুদ্বয় দ্বারা দ্বিজের কণ্ঠাবলম্বনপূর্ব্বক স্তনদ্বয় দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিল। একে ত নির্ম্মল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্র, তাহাতে আবার তৎকালে মন্দ মারুত প্রবাহিত হইতেছিল। তখন ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন, এই বাক্য আমার অনুচিত; পিতা, মাতা, গুরু বা স্বামীর উচিত। আমার ন্যায় নির্ব্বোধের পক্ষে এই কার্য্য পুণ্যের না হইয়া পাপেরই হইল। তখন মন্মথ, সেই নির্জ্জন-গৃহস্থিত যুবক-যুবতীর নিকট আগমন করিলেন। ত্বরাত্মা কাম, নিশিত পঞ্চবাণদ্বারা ব্রাহ্মণকে বিদ্ধ করিলেন; তখন স্মর-শর-পীড়িত কামুক দ্বিজ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অতিচার্ব্বঙ্গী এই নারী সুকুমারীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, তাহা না হইলে ইহার যোনিমুখে কখনই রেতোনির্গম দৃষ্ট হইত না। যাহা হউক ইহার কুচদ্বয় স্পর্শ করিলেই সমুদয় ব্যক্ত হইবে। মনে মনে উক্তরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ, তাহার কুচদ্বয় ও যোনি স্পর্শ করিল। ঐ নারীও যেন মূর্চ্ছিতাবস্থাতেই ঈষদ্ধাস্যমুখী হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করত তাহার মুখ চুম্বন করিল। তাহাদিগের এই মিলন শতবর্ষব্যাপী হইয়াছিল; শতবর্ষ গত হইলে ঐ ব্রাহ্মণ এক দিবস স্নানের নিমিত্ত প্রাতঃস্নায়ী ব্রাহ্মণগণের সহিত নদীতে গমন করিলেন, এবং তথায় স্নানানন্তর কোন পুরাণজ্ঞ কর্ত্তৃক কথিত, সর্ব্বপাপ-নাশন শিবভক্তিপ্রদ কৌর্ম্ম পুরাণ শ্রবণ করিলেন; ঐ পুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী, পরদ্রব্যাপহারী ও গুরুপত্নীগামী পাপিগণও এই পুরাণ শ্রবণ করিলে, সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হয়। ২৬—৪৩। উক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর, ব্রাহ্মণ পুরাণ-বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়! আমি অসংখ্য পাপ করিয়াছি, তৎসমুদয় পাপরাশি-নাশের উপায় বলুন। পৌরাণিক কহিলেন,—হে বিপ্র! তুমি ত্রিদশেশ্বর দেবাদিদেব শঙ্করের আরাধনা

তস্য সম্পূজনাদ্বিপ্র সর্ব্বং পাপং বিনশ্যতি।
পাপমেব তমঃ প্রোক্তং জ্ঞানদীপেন নশ্যতি।
অথবা পূজয়া বিপ্রসমস্তাঘবিনাশনম্‌॥ ৪৭
জ্ঞানপূজাবিহীনানাং নরকে পতনং ধ্রুবম্‌॥৪৮

দধীচ উবাচ।

অথ দ্বিজো হ্যভ্যগমচ্ছিবালয়ম্নুত্তমম্‌।
দ্রোণপুষ্পসহস্রেণ পূজয়ামাস শঙ্করম্‌॥ ৪৯
গৃহং জগাম চ ততো যোজনং কৃতবানথ।
বিহায় ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো জগামেষ্টাং ভুবস্ততঃ॥
হবিষ্যমন্নমাদায় ভুক্ত্যশক্তেঃ শিবালয়ম্‌।
গত্বা দীপস্থিতাজ্যেন ভোজনং কৃতবান্‌ বহিঃ
অথ মৃত্যুবশং প্রাপ্তো যমলোকং জগাম বৈ।

যম উবাচ।

ত্বয়া কৃতানাং পাপানাং ফলং নরকপাতনম্‌।
বর্ষকোটিদ্বয়ং বিপ্র শ্বানজন্মশতং পুনঃ॥ ৫৩

শিবদীপাজ্যহরণাৎ ফলং নরকসেবনম্‌।
নরকে চ স্থিতিস্তস্য শতবর্ষং সুভীষণম্‌ ৫৪॥
কুম্ভীপাকে চ কাষ্ঠত্বং ভস্ম ভূত্বা পুনঃপুনঃ।
বর্ষাণাং দশকস্ত্বেবং কৃমিভুক্তিঃ পরং দশ॥৫৫
পুনশ্চ দীপবর্ত্তিত্বং বর্ষাণাঞ্চ তথা দশ।
শ্লেষ্মামেধ্যপুরীষেষু মূত্ররেতোহ্রদেষু চ॥ ৫৬
উন্মজ্য চ নিমজ্জ্যাথ শ্লেষ্মবন্মলভোজনম্‌।
ততো নরকশেষেণ শ্বানজন্মশতং পরম্‌॥ ৫৭
যমবাক্যমিতি শ্রুত্বা ব্রাহ্মণো নিপপাত চ।
অথ তস্য প্রিয়া ভার্য্যা পতিচিন্তাপরাভবৎ॥
এতস্মিন্নন্তরে তস্যাঃ সমীপং নারদোঽভ্যগাৎ
নারদস্য পপাতাসৌ পাদয়োরতিদুঃখিতা॥ ৫৯
তামুত্থাপ্য মুনিঃ শুদ্ধাং গতায়ুষমভাষত।
অয়ি মুগ্ধে বিশালাক্ষি ভর্ত্তারং গন্তুমর্হসি॥ ৬০

হয়; তাঁহার পূজা দ্বারা সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইবে। হে ব্রাহ্মণ! পণ্ডিতগণ পাপকে তমঃ এবং জ্ঞানকে দীপ কহিয়া থাকেন, সুতরাং জ্ঞানোদয় মাত্রেই পাপরাশি দূরীভূত হয়, অথবা ভক্তিপূর্ব্বক দেবগণের পূজা করিলেও পাপধ্বংস হইতে পারে। জ্ঞান ও পূজাবিহীন মানবগণের নরকভোগ নিশ্চিত। দধীচ কহিলেন,—পৌরাণিক-বাক্য শ্রবণানন্তর সেই দ্বিজ, শ্রেষ্ঠধাম শিবালয়ে গমনপূর্ব্বক দ্রোণপুষ্পসহস্র দ্বারা শঙ্করের পূজাবিধান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ভোজন করিলেন এবং ক্ষত্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্ট স্থানে গমন করিলেন। অতঃপর এক দিবস ঐ ব্রাহ্মণ হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজনে অসমর্থ হওয়ায় শিবালয়াভ্যন্তরস্থ প্রদীপস্থিত ঘৃত গ্রহণপূর্ব্বক তৎসহকারে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া বহির্গত হইলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণ মৃত্যুবশ প্রাপ্ত হইয়া যমালয়ে গমন করিল। যম কহিলেন;—হে বিপ্র! তুমি নিজকৃত পাপরাশির ফলে বর্ষকোটিদ্বয় নরক ভোগানন্তর শতবার কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। শিবদীপাজ্যহরণহেতু ভীষণ যন্ত্রণার সহিত শতবর্ষ নরকবাস ব্যবস্থা, পুনঃপুনঃ কাষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ কুম্ভীপাকে ভস্ম হইতে হইবে; এই প্রকারে দশবর্ষ অতীত হইলে, পরবর্ত্তী দশবর্ষ কৃমি হইয়া ভোগ করিতে হইবে; পরে দীপবর্ত্তির আকার প্রাপ্ত হইয়া দশবর্ষকাল শ্লেষ্মা ও অপবিত্র পুরীষমধ্যে ও মূত্ররেতঃপূর্ণ হ্রদে বাস করিতে হইবে। ঐ নরকহ্রদে কখন নিমগ্ন কখন বা ভাসমান হইয়া শ্লেষ্মা, মল ও মূত্র প্রভৃতি ভোজনে নিয়মিত কাল শেষ হইলে শতবার কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। ৪৪—৫৭। ব্রাহ্মণ, যমের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন; অনন্তর ব্রাহ্মণের প্রিয়া ভার্য্যা পতিচিন্তাপরায়ণা হইলেন। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ ঐ ব্রাহ্মণপত্নীর সমীপে আগমন করিলেন, তদ্দর্শনে অতি দুঃখিতা সাধ্বী তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। দেবর্ষি, তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া কহিলেন,—তোমার স্বামী কালগ্রস্ত হইয়াছেন; হে মুগ্ধে! বিশালাক্ষি! তোমার

ভর্ত্তা তে হি বিশালাক্ষী মৃতো বন্ধুবিবর্জ্জিতঃ
ন রোদিতব্যং তে ভদ্রে অনলং প্রবিশাব্যয়ে
ব্রাহ্মণ্যুবাচ ।
অশক্যং যদি বা শক্যং ময়া গন্তুং মুনে বদ ।
অগ্নিপ্রবেশকালো বৈ ব্যতীতো ন ভবেত্তথা ।
নারদ উবাচ ।
যোজনানাং শতম্বেকমিতঃ স্থানাৎপুরং হি তৎ
শ্বো দাহঃ কিল বিপ্রস্য ভবিতা গন্তুমর্হসি ।৬৩
অব্যয়োবাচ ।
দূরস্থিতং কান্তনাথং গন্তুমর্হামি হে মুনে ।
তচ্চত্ত সমাকর্ণ্য নারদস্তামথাব্রবীৎ । ৬৪
নারদ উবাচ ।
বিপক্ষীনালসংস্থা ত্বং ভব গচ্ছাম্যহং ক্ষণাৎ ।
ইত্যাদীর্য্য ততো গত্বা স্বরাক্রন্তে গতস্য তম্
দেশং নষ্টদ্বিজস্থানং তামুবাচাব্যয়াং মুনিঃ ।
রোদনং নেহ কর্ত্তব্যং যদি ত্বমগ্নিমেষ্যসি ।৬৭

পাপং যদি কৃতং ভদ্রে পরপুরুষসেবনম্ ।
এতদ্বিশুদ্ধয়ে পুত্রি প্রায়শ্চিত্তং সমাচর । ৬৭
ভবোপপাতকব্রাতনাশো বহ্নিপ্রবেশনাৎ ।
নাস্ত্যৎপত্ত্যাম নারীণাং সর্ব্বপাপোপশান্তয়ে ।
অগ্নিপ্রবেশং মুক্তৈকং প্রায়শ্চিত্তং জগত্রয়ে ।
দধীচ উবাচ ।
অথ নারদবাক্যেন চোদিতোবাচ সা দ্বিজম্ ।
অগ্নিপ্রবেশে নারীণাং কিং কর্ত্তব্যং মহামুনে
নারদ উবাচ ।
স্নানং মঙ্গলসংস্কারো ভূষণাঞ্জনধারণম্ ।
গন্ধপুষ্পং তথা ধূপং হরিদ্রাক্তধারণম্ ।৭১
মঙ্গলঞ্চ তথা সূত্রং পাদালক্তকমেব চ ।
শক্ত্যা দানং প্রিয়োক্তিশ্চ প্রসন্নাস্যত্বমেব চ ।
নানামঙ্গলবাদ্যানাং শ্রবণং গীতকস্য চ ।
ব্যভিচারকৃতে পাপে তৎপাপস্য প্রশান্তয়ে ।
অতীতং পাতকং পৃষ্টা প্রায়শ্চিত্তং তদীরিতম্

স্বামীর নিকটে গমন করাই উচিত। হে বিশালাক্ষি! ভদ্রে! অব্যয়ে! তোমার স্বামী দেহত্যাগ করিয়া বন্ধুবিবর্জ্জিত হইয়াছেন; রোদন পরিহার করিয়া বহ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক তৎসকাশে গমন কর। ব্রাহ্মণী কহিলেন,—হে মুনে! আমি স্বামিসকাশে গমনে সক্ষমা হইব কি না? তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অগ্নিপ্রবেশকাল অতীত হইবে না ত? বলুন। নারদ কহিলেন,—সেই স্থান, এই স্থান হইতে শতযোজন দূরবর্ত্তী, আগামী কল্য তোমার স্বামীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইবে, তুমি তথায় যাইতে পারিবে। অব্যয়া কহিলেন, হে মহামুনে! আমি দূরাস্থিত পতির নিকটে গমন করা উচিত বোধ করিতেছি; তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর নারদ কহিলেন,—তুমি বিপক্ষীনালসংস্থা হও, আমি ক্ষণকালমধ্যে তথায় উপস্থিত হইব, এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করত সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দ্বিজের মৃত্যুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি অব্যয়াকে কহিলেন,—যদি অগ্নিপ্রবেশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে রোদন কর্ত্তব্য নহে। হে ভদ্রে পুত্রি! যদি কখন পরপুরুষসেবারূপ পাপাচরণ করিয়া থাক, তবে বিশুদ্ধিলাভের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের সমাচরণ কর। বহ্নিপ্রবেশ দ্বারা তোমার উপপাতকসমূহের নাশ হইবে, বহ্নিপ্রবেশই নারীগণের সর্ব্বপাপপ্রণাশনের একমাত্র উপায়। ত্রিজগতে কেবল বহ্নিপ্রবেশই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।৫৮—৬৯। দধীচ কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণী, দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া কহিল,—হে মহামুনে! অগ্নিপ্রবেশ কালে স্ত্রীগণের কি কি কর্ত্তব্য আছে বলুন। নারদ কহিলেন,—স্ত্রীগণ অগ্নিপ্রবেশ-কালে স্নান ও মঙ্গল-সংস্কারানন্তর ভূষণ, অঞ্জন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, হরিদ্রা, ও মঙ্গল-সূত্র এবং পদালক্তক ধারণ করিয়া, যথাশক্তি দান করিবেন এবং প্রসন্নবদনা হইবেন। নানা মঙ্গলবাদ্য ও মঙ্গলগীত শ্রবণ করিবেন; যদি ব্যভিচাররূপ পাপ থাকে, তবে তৎপাপপ্রশান্তির নিমিত্ত সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট

কুর্য্যাদথ স্বকাং ভূষাং বিপ্রায় প্রতিপাদয়েৎ।
ভূষাভাবে স্বকীয়েন প্রায়শ্চিত্তন্ত কারয়েৎ।
নান্যথা তস্য পাপস্য নাশনং বেত্তি কুত্রচিৎ।
অব্যয়োবাচ।
সর্ব্বমেতৎ করিষ্যামি হরিদ্রা মে ন বিদ্যতে।
ভূষণং কিমু তদ্‌ব্রহ্মন্ সর্ব্বমেতৎ প্রদীয়তাম্।
নারদ উবাচ।
নেহাস্তি কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যদ্রব্যমন্যদপেক্ষয়া।
দধীচ উবাচ।
অথ ক্ষণেনাভ্যগমৎ কৈলাসং শিবমন্দিরম্।
গিরিজামথ দৃষ্ট্বা তাং প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ।
হরিদ্রা দীয়তাং মাতর্ভূষণানি চ সূত্রকম্।৭৯
পার্ব্বত্যুবাচ।
বিধবায়ৈ ময়া কিঞ্চিদ্ভূষণং দীয়তে কথম্।
ময়া দত্তে হি তস্মিংস্ত বৈধব্যং নোপপদ্যতে
নারদ উবাচ।
মাতর্নো বিধবা তাবদ্ভবাঙ্গং যাবদস্তি বৈ।
আ দাহাৎ সূতকং নাস্তি তিষ্ঠেৎ সৌভাগ্য-
মুত্তমম্।৮১
পার্ব্বত্যুবাচ।
ন চান্যদেহো মনুষ্যাং হরিদ্রাং ধর্তুমর্হতি।
ভূষণাদৌ ময়া দত্তে চিরং জীবিতামবাপ্নুতে।
দীয়তে হি জয়ন্ত্যৈব সর্ব্বমেতদ্বয়েরিতম্।
জয়ন্তীং সাজগামাথ তস্যা দত্তমথাহরৎ।৮৩
আপস্ত্যা অব্যয়ায়াস্ত হরিদ্রাং দত্তবান্মুনিঃ।
ততঃ সুসূক্ষ্মবস্ত্রঞ্চ ভূষণঞ্চ দদৌ মুনিঃ।৮৪
আহ চৈনাং তবান্ত্যেষ্টিং কঃ করোতি নিযুজ্যতম্
অব্যয়োবাচ।
ত্বমেব মে সমস্তানাং ক্রিয়াণাং কারণং মুনে।
পিতাসি সর্ব্বং কুরুষদ্য নমস্তে মুনিপুঙ্গব।৮৬
দধীচ উবাচ।
অথ তং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা নারদস্তামুবাচ হ।

অতীত পাপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার ব্যবস্থা-স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত-সাধনকল্পে স্বকীয় অলঙ্কারাদি ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবেন। যদি অলঙ্কারাদি না থাকে, তবে স্বজন দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইতে হইবে, নচেৎ অন্য কোন প্রকারে সেই পাপের নাশ হইবে না। অব্যয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে সমুদয় কার্য্য করিব, কিন্তু আমার হরিদ্রা কিংবা কোনও ভূষণ নাই, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তৎসমুদয় দান করুন। ৭০—৭৬। নারদ কহিলেন,—এই পৃথিবীতে হরিদ্রা ও রক্তসূত্র ব্যতিরেকে অন্য কোন সৌভাগ্যদ্রব্য নাই। দধীচ কহিলেন,—দেবর্ষি তৎক্ষণাৎ কৈলাসে শিবালয়ে গমনপূর্ব্বক পার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন,—হে মাতঃ! এই ব্রাহ্মণপত্নীকে হরিদ্রা এবং রক্তসূত্র ও ভূষণ দান করুন। পার্ব্বতী কহিলেন,—আমি কি প্রকারে এই বিধবাকে হরিদ্রাদি দান করিব, আমি হরিদ্রাদি দান করিলে কদাচিৎ বৈধব্য হয় না। নারদ কহিলেন,—হে জগন্মাতঃ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামীর দেহ বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উত্তম সৌভাগ্য থাকে, স্বামীর দেহদাহের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বৈধব্য হয় না। পার্ব্বতী কহিলেন,—অন্য কোন দেহ, মনুষ্য-হরিদ্রা ধারণের উপযুক্ত হয় না, যেহেতু আমি ভূষণাদি দান করিলে চিরজীবন প্রাপ্ত হয়। তুমি জয়ন্তীর নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে প্রার্থিত বস্তুসমূহ দান করিবেন। দেবর্ষি গিরিজার বাক্যানুসারে জয়ন্তীর নিকট আগমনপূর্ব্বক তদ্দত্ত হরিদ্রাদি গ্রহণ করিলেন। মহামুনি নারদ সুস্নাতা অব্যয়াকে হরিদ্রা দানানন্তর সুসূক্ষ্ম বস্ত্র ও ভূষণ দান করিয়া কহিলেন,—হে অব্যয়ে! তোমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কে করিবে? তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয় নিযুক্ত কর।৭৭—৮৫। অব্যয়া কহিলেন,—হে মুনে! আপনিই আমার এই সমস্ত কার্য্যের কারণ হইতেছেন, হে মুনিপুঙ্গব! আপনি পিতা, অদ্য আমার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য আছে, তৎসমুদয় আপনি করুন, আমি আপনাকে নমস্কার করি। দধীচ কহিলেন,—অনন্তর

অব্যয়ে গচ্ছ দহনং প্রবিশ ত্বং যদিচ্ছসি ॥৮৭
অথ সা ভূষিতা সাধ্বী ত্রিঃ প্রদক্ষিণপূর্ব্বকম্।
নারদন্তু নমস্কৃত্য সা গৌরীমর্পয়মনঃ ॥ ৮৮
সুসূক্ষ্মং মঙ্গলং সূত্রং হরিদ্রামক্ষতাংস্তথা।
কুসুমানি চ বাসাংসি কস্তুরীং চন্দনং তথা ॥৮৯
সৌবর্ণকঙ্কতিকাঞ্চ ফলানি বিবিধানি চ।
স্বদক্ষিণাদিবস্ত্রান্তং স্পর্শয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥৯০
পার্ব্বতীপ্রীতিকামা সা পুরন্ধ্রীভ্যোঽখিলং দদৌ।
জ্বালামালাভিরাকাশং দহন্তমিব চানলম্ ॥ ৯১
ত্রিঃপ্রদক্ষিণমাগত্য স্থিত্বাগ্নেঃ পুরতঃ সতী।
ইদং প্রাহ তদা বাক্যং প্রাঞ্জলিঃ প্রহসন্মুখী ॥৯২

অব্যয়োবাচ।

ইন্দ্রাদয়ো দিশাং পালা মাতর্মেদিনি ভাস্কর।
ধর্ম্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং মম ভাষিতম্।
পাণিপীড়নমারভ্য চৈতদন্তমহর্নিশম্।
বাঙ্মনঃকর্ম্মভির্ভর্ত্তা সেবিতো যদি ভক্তিতঃ।
ব্যভিচারো যথা ন স্যাদবস্থাত্রিতয়ে মম।
তেন সত্যেন মে পত্যা সার্দ্ধং যানং প্রযচ্ছত
ইত্যুক্ত্বা তু স্বহস্তাগ্রপুষ্পকং ক্রতমাক্ষিপৎ।
প্রবিষ্টা জ্বলনং দীপ্তমথাপশ্যদ্বিমানকম্ ॥ ৯৩
সূর্য্যেণ সমমুৎকৃষ্টমপ্সরোগীতশোভিতম্।
আরুরোহ বিমানং সা ভর্ত্রা সাকং দিবং যযৌ
যমঃ প্রাহাথ সম্পূজ্য বনিতাং তাং পতিব্রতাম্
অক্ষয়ঃ স্বর্গ এবেহ ন চ পাপং তবাস্তি বৈ ॥
কোটিদ্বয়সমাস্তত্র নরকে হন্তু পাতকম্।
মৃষ্টমেব ন সন্দেহঃ কিন্তু পাতকমেব তু ॥ ৯৯
একং শিবস্য দীপাজ্যভক্ষণেন ন ভর্জ্জিতম্।
ন চাপি নরকে পাতঃ শ্বানজন্মশতং ভবেৎ।

অব্যয়োবাচ।

অগ্নিপ্রবেশশুদ্ধানাং পুনশ্চ নরকং কথম্।

দেবর্ষি নারদ সেই ব্রাহ্মণের দাহানন্তর অব্যয়াকে কহিলেন,—হে অব্যয়ে! চল যদি ইচ্ছা কর, তবে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ কর। নারদবাক্য শ্রবণানন্তর সেই ভূষণ-সম্পন্না সাধ্বী বারত্রয় বহ্নিপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক দেবর্ষিকে নমস্কার করিয়া গৌরীর প্রতি মন সমর্পণ করিলেন এবং সুসূক্ষ্ম মঙ্গলসূত্র, হরিদ্রা, অক্ষত, কুসুম ও বস্ত্রসমূহ, কস্তুরী, চন্দন, সুবর্ণকঙ্কতিকা ও বিবিধ ফল প্রভৃতি স্বদক্ষিণা সকল এবং বস্ত্রের প্রান্তভাগে পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শ করিয়া পার্ব্বতীর প্রীতিকামনাপূর্ব্বক তৎসমুদয় দ্রব্য পুরন্ধ্রীবর্গকে দানানন্তর আকাশস্পর্শিশিখা-সমূহ বিশিষ্ট বহ্নিরাশির বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া তৎসম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক করপুটে সহাস্য বদনে বক্ষ্যমাণ বাক্যসমূহ কহিতে লাগিলেন। অব্যয়া কহিলেন,—হে ইন্দ্রাদি দিক্পালগণ! হে মাতঃ বসুমতি! হে দেব দিবকর! হে ধর্ম্মাদিদেবগণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। যদি আমি পাণিপীড়ন হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ভক্তিপূর্ব্বক অহর্নিশ বাক্য মন ও কর্ম্মদ্বারা ভর্ত্তৃসেবারূপ পরম সত্য পালন করিয়া থাকি, অবস্থাত্রয়ে যদি কখনও তাহার ব্যভিচার না ঘটিয়া থাকে, তবে সেই সত্যফলে আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে স্বামিসহ উত্তমলোক-গমনের উপযুক্ত যানপ্রদান করুন ॥৮৬—৯৫॥ সতী অব্যয়া এই কথা বলিয়া স্বহস্তাগ্রস্থিত পুষ্প ক্রত নিক্ষেপ করত প্রদীপ্ত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তন্মধ্যে সূর্য্য-সমতেজোবিশিষ্ট অপ্সরোগণ-শোভিত পরম সুন্দর বিমান দেখিতে পাইয়া তদারোহণপূর্ব্বক স্বামিসহ স্বর্গে গমন করিল। তখন যমরাজ সেই পতিব্রতা ব্রাহ্মণপত্নীর পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—তোমার পাপ বর্ত্তমান থাকায় তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইবে না; বর্ষকোটিদ্বয় নরকভোগদায়ক পাপের নাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একমাত্র শিবদীপাজ্য-ভক্ষণজনিত পাপ দগ্ধ নাই বলিয়া কেবল শতবার কুক্কুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, নরক-ভোগ করিতে হইবে না। অব্যয়া কহিলেন —যাহারা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা শুদ্ধি লাভ

অগ্নিপ্রবেশাৎ সর্ব্বেষাং পাপানাং নাশকং ভবেৎ ॥ ১০১
যম উবাচ।
শিবদ্রব্যাপহারস্য পাতকং নৈব নশ্যতি।
ইত্থমাহ পুরা শম্ভুরন্যেষাং নাশনং ভবেৎ ॥
অথ স শ্বানতামাপ্য শতাব্দং স্থাস্তুতঃ পরম্।
দধীচমন্দিরংপ্রাপ্তো মৃত্যোরাস্যগতো হি সঃ
তস্য ভিত্তিসমীপে তু ভস্মাস্তে হ্যভিমন্ত্রিতম্।
ভস্মনি শ্বা পপাতাস্মিন্ মমার চ গতো যমম্
যমঃ সম্পূজ্যাবনতো ভবান্ পুণ্যতমো মুনিঃ
মদ্গেহে ভবতঃ স্থানং ন যোগ্যং গম্যতাং বহিঃ ॥ ১০৫
অথ গত্বা বহিস্তস্থৌ সারমেয়ো যমোদিতঃ।
সন্তাপাবস্থিতং তঞ্চ নারদো দৃষ্টবানমুম্ ॥ ১০৬
পপ্রচ্ছ চ কিমর্থং ত্বমিহ তিষ্ঠসি দীপ্তিমান্।
শিবভস্মস্থিতমৃতং শৈবং জানে মহামতে ॥
শৈবানাং পাপিনাঞ্চাপি সাহসেন তনুত্যজাম্
যমলোকো ন চাস্তীতি শিবাজ্ঞা শিবচোদিতা
দধীচ উবাচ
ইত্থমাভাষ্য তং শ্বানং কৈলাসমগমন্মুনিঃ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যেশং ব্যজ্ঞাপয়দথো হরম্ ॥
দেব কশ্চিদ্যমপুরাদ্বহিরাস্তে শুকুক্কুরঃ।
ভস্মন্যেব মৃতস্তস্মাদ্ভবলোকং স চার্হতি।১১
অথো মুখ্যগণাবিষ্টো বীরভদ্রঃ শিবেরিতঃ
আনয়ামাস তং শ্বানং দিব্যরূপধরং তদা ॥ ১১১
মহেশপাদপ্রণতং দেবায়াথ ব্যজিজ্ঞপৎ।
আহ মাহেশ্বরো দেবং কুক্কুরৈনং গণং স্থিতম্
তথেতি চ শিবঃ প্রাহ গণঃ শ্ব নমুখোঽভবৎ ॥

করে, তাহারা নরকভোগ করিবে কেন? অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা সকলেরই সকল প্রকার পাপের শান্তি হয়। যম কহিলেন,—পুরাকালে ভগবান শম্ভু কহিয়াছিলেন যে, বিশুদ্ধিজনক ক্রিয়াসমূহ দ্বারা সকলপ্রকার পাপেরই নাশ হইতে পারে, কিন্তু শিবদ্রব্য-হরণজনিত পাপের নাশ নাই, তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ কুক্কুরদেহ ধারণ করিয়া শতবর্ষজীবী হইয়াছিল। সে একদা দধীচমুনির আলয়ে গমন করিয়া তাঁহার গৃহভিত্তির সমীপস্থ অভিমন্ত্রিত ভস্মের উপর পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করত যমসন্নিধানে গমন করিল। যমরাজ ঐ কুক্কুরদেহধারী ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া অবনত ভাবে কহিলেন,—মহাশয়! আপনি অতি পুণ্যবান্ মুনি, অতএব আমার আলয় আপনার স্থিতির যোগ্য নহে; অনুগ্রহপূর্ব্বক বহির্গমন করুন। অনন্তর সেই সারমেয় যমরাজের বাক্যানুসারে পুরীর বহির্ভাগে আসিয়া সন্তপ্তচিত্তে অবস্থান করিতেছে, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করিয়া তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি দীপ্তিশালী হইয়াও এ স্থানে অবস্থান করিতেছ কেন? হে মহামতে! শিবভস্মস্থিত মৃতগণকে শিবভক্ত বলিয়া জানি, শিবভক্তগণ সাহসপূর্ব্বক দেহত্যাগ দ্বারা পাপী হইলেও যমলোকগামী হইবে না; ভগবান্ শিবের এইরূপ আজ্ঞা আছে।৯৬-১০৮। দধীচ কহিলেন, —দেবর্ষি নারদ সেই কুক্কুরকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সম্ভাষণ করিয়া কৈলাসে গমন করিলেন এবং মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর কহিলেন,—হে দেব! দেখিলাম, একটি সুদীপ্তিশালী সারমেয় যমলোকের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছে, সে ভবদ্ভস্মে পতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছে, অতএব শিবলোক-বাস-যোগ্য। নারদবাক্য শ্রবণানন্তর ভগবান মহেশ, মুখ্যগণমধ্যে উপবিষ্ট বীরভদ্রকে আজ্ঞা করিলে, বীরভদ্র তদ্দণ্ডে সেই দিব্যরূপধর সারমেয়কে তথায় আনয়ন করিলেন। সারমেয় শিবপদে প্রণত হইল। মহেশ্বরভক্ত বীরভদ্র কুক্কুরকে শিবসমীপে আনয়ন করিয়া কহিলেন,—হে দেব! ইহাকে ভবদীয়গণমধ্যে স্থান দান করুন। মহেশ্বর অথাস্তু বলিয়া বীরভদ্রের বাক্যে

দধীচ উবাচ।

অতুলং ভস্মমাহাত্ম্যং ময়োক্তন্তে শুচিস্মিতে।
ইতঃ পরং হি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি সুব্রতে
শুচিস্মিতোবাচ।
কশ্যপং যমদগ্নিঞ্চ দেবানাঞ্চ পুরা কথম্।
ভস্ম রক্ষতি চ ব্রহ্মংস্তন্মমাচক্ষ ভো মুনে॥
দধীচ উবাচ।
কশ্যপাদিযুতা দেবাঃ পূর্ব্বমভ্যাগমদ্গিরিম্।
শৌকরং নাম বিখ্যাতমদ্রিমধ্যে সুশোভনম॥
নানাবিহঙ্গসঙ্কীর্ণং নানামুনিগণাশ্রয়ম্।
বাসুদেবাশ্রমং রম্যমপ্সরোগণসেবিতম্॥ ১১৭
বিচিত্রবৃক্ষসম্পন্নং সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলম্।
তথাবিধং প্রবিষ্টাস্তে বয়ং গিরিমথাপরে॥
স্তবন্তঃ কেশবং তত্র গতাঃ স্ম গিরিশেখরম্।
দৃষ্ট্বা তত্র মহাজ্বালাং প্রবিষ্টাশ্চ বয়ঞ্চ তাম্॥
মামেকন্তু তিরস্কৃত্য অদহদ্দেবতামুনীন্।
মাং দদাহ ততঃ পশ্চাদ্ভস্মভূতা বয়ং শুভে॥
অস্মানেতাদৃশান্ দৃষ্ট্বা বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্।
কেনাপি কারণেনাসৌ গতবান্ পর্ব্বতত্তমম্॥
ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গো মস্তকস্থশিবঃ শুচিঃ।
একাকী নিস্পৃহঃ শান্তো হাহাশব্দমথাশৃণোৎ॥
অথ চিন্তাপরশ্চাসীন্ম্রিয়মাণশবধ্বনিঃ।
শবানামিব গন্ধশ্চ দৃশ্যতে তন্নিরীক্ষণে॥ ১২৩
ইতি নিশ্চিত্য মনসা জগামাগ্নিমতিপ্রভম্।
স বহ্নির্বীরভদ্রস্তু দগ্ধুমারব্ধবানথ॥ ১২৪
তৃণাগ্নিরিব শান্তোঽভূজ্জলমাসাদ্য তঞ্চ সঃ।
ততোঽপরাং মহাজ্বালাং বীরভদ্রস্তু দৃষ্টবান্॥
খং গচ্ছন্তীং মহাকালো জ্বালাং নিপতিতামপি

অনুমোদন করিলে সেই শানমুখ ব্রাহ্মণ গণরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। দধীচ কহিলেন,—হে সুব্রতে শুচিস্মিতে! এই আমি তোমার নিকট অতুল ভস্মমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, অতঃপর আর কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর। শুচিস্মিতা কহিলেন, —হে ব্রহ্মন্! হে মুনে! পূর্ব্বকালে শিব-ভস্ম জমদগ্নি ও কশ্যপ এবং দেবগণকে কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছিল, তদ্বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন। দধীচ কহিলেন,—পূর্ব্বে কোন সময়ে দেবগণ কশ্যপাদি ঋষিগণের সহিত শৌকর-নামে বিখ্যাত পরম সুশোভন পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত নানাজাতীয় বিহঙ্গগণ দ্বারা সমাকীর্ণ, বহু মুনির আশ্রয়, ভগবান্ বাসুদেবের আবাসস্থান ও অপ্সরোগণের নিত্য বিচরণ-স্থল হওয়ায় পরমরমণীয় হইয়াছিল। ঐ পর্ব্বতে নানাজাতীয় বৃক্ষ থাকায় উহা সকল ঋতুতেই নানাবিধ কুসুমরাজি দ্বারা সুশোভিত থাকিত. আমরা সকলে এবং অন্যান্য অনেকে সেই সুশোভিত পর্ব্বতে গমন করিয়া ভগবান্ কেশবের স্তব করিতে করিতে তথায় গিরিশেখরের নিকট উপনীত হইলাম এবং তথায় প্রচণ্ড শিখাবিশিষ্ট অগ্নিরাশি দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। সেই প্রবল অগ্নি প্রথমে কেবল আমাকে পৃথক্ রাখিয়া সকল দেবতা ও মুনিগণকে দাহ করিল, পরে আমাকেও দাহ করিল। হে শুভে! এইরূপে আমরা সকলেই পুড়িয়া ভস্ম হইলাম। ইত্যবসরে প্রতাপবান্ বীরভদ্র কোন কারণ বশতঃ উক্ত শৌকর পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মলেপ দ্বারা ধূসরিত ও শিরোদেশে ভগবান শিব উপবিষ্ট থাকায় তিনি অতি পবিত্রভাবাপন্ন ছিলেন; সেই সর্ব্বভোগনিস্পৃহ সমগুণসম্পন্ন বীরভদ্র একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে হাহাকার শব্দ শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন—ইহা ম্রিয়মাণ জীবদেহের কণ্ঠস্বর বলিয়া বোধ হইতেছে এবং শবদাহের গন্ধও অনুভব করিতেছি, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি সেই অতীব প্রভাশালী বহ্নিরাশির সমীপে উপনীত হইয়া আমাদিগকে তদবস্থ দেখিলেন। তখন সেই অগ্নিরাশি বীরভদ্রকেও দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তৃণাগ্নি যেরূপ জল প্রাপ্ত হইলে আপনিই শান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই বহ্নি-

মনসাচিন্তয়চ্চাপি বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্॥ ১২৬
সর্ব্বেষাং নাশিনী জ্বালা প্রাণিনাং শতকোটিশঃ।
তৎসর্ব্বরক্ষণার্থং হি পিপাসুশ্চাপ্যহস্মিমাম্।
প্রাশ্নামি মহতীং জ্বালাং জলন্তু তৃষিতো যথা।
এতস্মিন্নন্তরে বীরং বাগাহ চাশরীরিণী। ১২৮

ভারত্যুবাচ।

বীর মা সাহসং কার্ষীঃ ক তৃষা কাগুক্ষণিঃ।
তৃষিতানাং জলেনার্থো বিপরীতেন নাগ্নিনা।
নিকামং যোজনশিরাঃ প্রনষ্টো রাক্ষসেশ্বরঃ।
শতযোজনবক্ত্রশ্চ শতবাহুস্তথাপরঃ। ১৩০
অগস্ত্যশ্চ মহাভাগো নিঃশেষং পীতসাগরঃ।
এতানন্যানসংখ্যাতান্ জ্বালেয়ং তানমারয়ৎ।

বীরভদ্র উবাচ।

ভীষিকেয়ং মহাজ্বালা ত্বদুক্তা ন হি জায়তে।
সরস্বতি ভবত্যাঞ্চ মম রোষশ্চ জায়তে॥১৩২
সর্ব্বদেবার্চ্চিতপদং বীরভদ্রমবেহি মাম্॥১৩৩

ভারত্যুবাচ।

ময়োক্তং হিতভাবেন ন দোষান্নান্যতো মুনে।
কোপমুৎসৃজ্য বীর ক্ষমাত্মনো হিতমাচর।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবী ভারতী বীরভীতিতঃ।
অথ বীরো মহাজ্বালামপাসীল্লীলয়ৈব তু।
ক্ষণেন মহতী জ্বালা শতযোজনবিস্তৃতা।
একেন বীরভদ্রেণ পীতা পরমদুঃসহা। ১৩৬
অথ চেন্দ্রমুখ নাক মুনীনাং ভস্মরাশয়ঃ।
দৃষ্টা বৈ বীরভদ্রেণ আহূতাশ্চ মহাত্মনা॥
ন চাব্রুবন্ প্রতিবচো মৃতত্বাদৃষিদেবতাঃ।
বীরভদ্রস্তু তং জ্ঞাত্বা নাশং মুনিদিবৌকসাম্।
দধ্যাবমুন্ কথং সর্ব্বান্ জীবয়াম্যদ্য কোবিদঃ
ধ্যানেন দৃষ্টবাংশ্চাপি জীবনং ভস্মদেহিনাম্।

রাশিও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বতঃ সমতা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর বীরভদ্র সেই মহাগ্নি দেখিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ মহাবল বীরভদ্র সেই গগনব্যাপিনী মহাজ্বালাকে নিপতিত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—ইহাকে বহুপ্রাণিসংহারকারিণী জ্বালা বলিয়া বুঝিতেছি, অতএব তৎসমুদয়ের রক্ষার নিমিত্ত আমি এই মহতী জ্বালা পান করিতে ইচ্ছা করি।১০৯—১২৭। 'তৃষ্ণার্ত্ত যেরূপ জলপান করে, আমিও সেইরূপে এই অগ্নি পান করি', এই বলিয়া পানে উদ্যত হইলে আকাশসম্ভব বাণী বীরভদ্রকে কহিলেন,—হে বীর! তুমি এই অগ্নিপানে সাহস করিও না, যথায় জলপানেচ্ছা তথায় অগ্নি? পিপাসুগণের স্নিগ্ধ জলেই প্রয়োজন, বিপরীত ভাবাপন্ন অগ্নিতে প্রয়োজন কি?। শতযোজনবিস্তৃত বদন ও শত বাহুধারী যোজনশিরা-নামক রাক্ষস ও নিঃশেষে সাগর পানকারী মহাভাগ অগস্ত্য এবং অন্যান্য অনেক বিখ্যাত পুরুষ এই মহাগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছেন। বীরভদ্র কহিলেন,—হে সরস্বতি! ত্বৎকথিতা মহাজ্বালা আমার ভয়জনিকা হইতেছে না, বরং তোমার প্রতিও আমার ক্রোধ জন্মিতেছে; তুমি আমাকে সর্বদেব কর্ত্তৃক পূজিতপদ বীরভদ্র বলিয়া জানিও। ভারতী কহিলেন,—হে মুনে! আমি তোমার হিত ভাবনা করিয়াই এইরূপ বলিলাম, কোন দোষের জন্য অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ বলি নাই, অতএব তুমি রোষ পরিহারপূর্ব্বক আত্মহিত আচরণ কর। সরস্বতী এই কথা বলিয়া, বীরভদ্র হইতে ভীতি প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলে, বীরভদ্র অনায়াসেই সেই অগ্নিরাশি পান করিলেন। একমাত্র বীরভদ্র ক্ষণকাল মধ্যে সেই পরমদুঃসহা শত-যোজন-বিস্তৃতা মহতী জ্বালা পান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বীরভদ্র ইন্দ্রপ্রমুখ মুনিগণের ভস্মরাশি দেখিয়া তাঁহাদিগের নামোল্লেখপূর্ব্বক আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ মৃত্যু বশতঃ প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম হইলে, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বীরভদ্র, তাঁহাদিগের মৃত্যু অবগত হইয়া, 'অদ্য কি প্রকারে, এই দেবতা ও ঋষিগণকে সঞ্জীবিত করিব', এই চিন্তা করিয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেন এবং তদ্দ্বারা

অথাচম্য মৃতানাঞ্চ ভস্মাস্তথ চ ভস্মনা।
মৃত্যুঞ্জয়েন মন্ত্রেণ মন্ত্রিতেন হ্যমন্ত্রয়ৎ। ১৪০
অথোত্থিতা মুনিবরাঃ স্বং স্বং রূপমুপাশ্রিতাঃ।
অথ তে গতবন্তশ্চ গিরেঃ পার্শ্বং মহাপ্রভম্।
তত্রাপি ভক্ষিতা সর্ব্বে সর্পেণাতিশরীরিণা।
অথ বীরো মহাসর্পসমীপমগমৎ প্রভুঃ। ১৪২
বীরমাগতমালোক্য ভুজগো যোদ্ধুমারভৎ।
যুযুধে বর্ষমেকন্তু নানারূপধরঃ ফণী। ১৪৩
অথ বীরঃ প্রগৃহ্যোষ্ঠযুগ্মং করযুগেন তু।
দ্বিধা চক্রে সমস্তাঙ্গং দেবাস্তত্র গতায়ুষঃ। ১৪৪
দৃষ্ট্বাথ ভস্মনৈবৈতান্ জীবয়ামাস শঙ্করঃ।
অথ দেবাঃ সমুনয়ো বীরভদ্রং প্রণম্য তু। ১৪৫
গতবন্তো যথামার্গং দদৃশূ রক্ষ আগতম্।
পঞ্চমেঢ্রং মহাকায়ং দোর্ভিশ্চ দশভির্যুতম্।
পঞ্চপাদসমোপেতং শিরোভিশ্চাষ্টভির্যুতম্।
কাঙ্ক্ষমাণং মহাহারং যুধ্যমানো হি বালিনা।
মহাবরাহবপুষো বাসুদেবস্য যদ্বলম্।
তাদৃশং দ্বিগুণীভূতং কপৌ বালিনি নিশ্চিতম্।
তাদৃশং বানরশ্রেষ্ঠং সসুগ্রীবং স রাক্ষসঃ।
মুষ্টিযুদ্ধে পঞ্চপাদৈঃ সহসাহত্য বালিনম্। ১৪৯
সুগ্রীবঞ্চ করাভ্যাং স হন্তুমেবং প্রচক্রমে।
আস্যে নিক্ষিপ্য সুগ্রীবমগ্রসীৎ কবলং যথা।
বালী সুগ্রীবগমনং দৃষ্ট্বা চিন্তামবাপ হ।
কথমেনং হনিষ্যামি রক্ষয়িষ্যে কথং কপিম্।
এবং হি চিন্তয়ানং তং বানরং রাক্ষসেশ্বরঃ।
অগ্রসীদেকযত্নেন তথাভূতঞ্চ রাক্ষসম্। ১৫২
দৃষ্ট্বা দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে পলায়নপরাস্তথা।

ভস্মদেহী দেবতা ও ঋষিগণের জীবন দেখিতে পাইলেন। অনন্তর আচমন করিয়া স্বাগাত্রস্থ ভস্ম হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করত মৃতগণের ভস্মে স্থাপন দ্বারা তাহাও অভিমন্ত্রিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ দেবতা ও ঋষিগণ স্ব স্ব রূপ গ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। অনন্তর সকলেই শৈকর-পর্ব্বতের একটি মহাপ্রভাশালী পার্শ্বভাগে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র হঠাৎ একটি বৃহৎকায় সর্প আসিয়া তাঁহাদিগের সকলকেই গ্রাস করিল, দেখিয়া প্রভু বীরভদ্র সেই মহাসর্পের সমীপে গমন করিলেন। বীরভদ্রকে সমীপাগত দেখিয়া সেই মহাসর্প তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই নানারূপধর সর্প ফণা বিস্তারপূর্ব্বক একবর্ষ যাবৎ যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর বীরভদ্র স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা সর্পের ওষ্ঠাধর ধারণপূর্ব্বক তাহার দেহ বিদারিত করিয়া দেখিলেন, তাহার উদর মধ্যে দেবতা ও ঋষিগণ মৃতাবস্থায় রহিয়াছেন। দেবতা ও ঋষিগণকে তথাভূত দেখিয়া শঙ্কর তাঁহাদিগকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিলেন। অনন্তর দেবগণ মুনিগণসহ বীরভদ্রকে প্রণাম করিয়া গন্তব্য-পথে গমন করিতে করিতে সম্মুখভাগে একটী রাক্ষসকে আগত দেখিলেন। ঐ মহাকায় রাক্ষস পঞ্চমেঢ্র, দশবাহু, পঞ্চপাদ ও অষ্টশিরোযুক্ত; বিপুল ভক্ষ্য ইচ্ছা করিয়া কপিপতি বালীর সহিত যুদ্ধে রত হইয়াছে। ভগবান্ বাসুদেব সুমহৎ বরাহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া তদ্দেহে যত বল ধারণ করিতেন, কপিরাজ বালীর দেহে তাহার দ্বিগুণ বল ছিল ইহা নিশ্চিত। সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস, সুগ্রীবসহকৃত এবম্ভূত বানরশ্রেষ্ঠ বালীকে মুষ্টিযুদ্ধ করিতে করিতে সহসা পঞ্চ-পাদ দ্বারা কঠিন আঘাত করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা সুগ্রীবকে হনন করিবার উপক্রম করিল, এবং দেখিতে দেখিতে আস্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক অন্নগ্রাসের ন্যায় তাহাকে গ্রাস করিল। ১৩৭—১৫০। তখন বালী, সুগ্রীবের গতি দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি প্রকারে এই রাক্ষসকে বধ করিব এবং কি প্রকারেই বা সুগ্রীবকে রক্ষা করিব। বালী এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন কালে ঐ রাক্ষস অতীব যত্নসহকারে তাহাকে গ্রাস করিল; দেবতা ও ঋষিগণ, রাক্ষসকে উক্তরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্য

পলায়মানাংস্তান্ দৃষ্ট্বা পঞ্চমেঢ্রশ্চ রাক্ষসঃ॥
হস্তৈঃ সমস্তৈস্তান্ সর্ব্বানাদায়াভক্ষয়ত্তদা।
বীরভদ্রস্ততো দৃষ্ট্বা বানরর্ষিসুরাদনম্॥ ১৫৪
পঞ্চাশদ্‌যোজনশিলাং করেণাদায় তং রুষা।
নিজঘান শিরোমধ্যে পতিতং মধ্যমং শিরঃ॥
তত আদায় শৈলস্য শৃঙ্গং তচ্ছতযোজনম্।
স্থাপয়িত্বা দৃঢ়তরং রাক্ষসেন্দ্রং তথাহরৎ॥
রাক্ষসোঽথ বভাষেদং বীরভদ্রং ত্রিলোচনম্
মম বাহুবলং পশ্য বীক্ষিতস্ত্বদ্বলং ময়া॥ ১৫৭
অসিদ্বয়মিদং ধৌতং পঞ্চাশদ্‌যোজনোন্নতম্।
একযোজনবিস্তার‍ং সুদৃঢ়ং লক্ষণান্বিতম্॥
একং গৃহাণাভিমতং বশিষ্টং তন্মম প্রিয়ম্।
বীরভদ্রস্তথেত্যুক্ত্বা গৃহীত্বাসিং মহাবলঃ॥ ১৫৯
করেণাচালয়ত্তীক্ষ্ণং ক্ষেলাং চক্রে ততঃ ক্রুধা।
গৃহীতাসিস্তথা ক্ষেলাং চক্রে রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥
বীরভদ্রং সমভ্যেত্য কণ্ঠং প্রতি সমর্পয়ৎ।
তদ্গাত্রং ভিন্নমভবচ্ছোণিতং নির্গতং বহু॥
রাক্ষসস্তেকহস্তেন পপৌ তচ্ছোণিতং ততঃ।
বীরভদ্রঃ কণ্ঠদেশে রাক্ষসং প্রাহরত্রুষা॥
শিরোদ্বয়ং তথা ছিন্নং পতমানং ততোঽগ্রহীৎ।
স সংক্ষয়দমেয়াত্মা সিংহনাদং চকার হ॥ ১৬৩
তেন নাদেন মহতা ক্ষুব্ধমাসীজ্জগত্রয়ম্।
অন্যোন্যমসিঘাতেন ভিন্নগাত্রৌ বিকস্বরম্॥
কিংশুকাবিব দৃশ্যেতে পুষ্পিতৌ রুধিরোক্ষিতৌ।
বর্ষমেকস্তু সংযুধ্য সাসী দেবাসুরৌ তদা॥
অতশ্চ বর্ষমেকন্তু গদাযুদ্ধমভূত্তদা।
অসিপুত্রিকয়া পশ্চাদ্বর্ষমেকং ততঃ পরম্॥

করিতে দেখিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু পঞ্চমেঢ্র রাক্ষস তাঁহাদিগকে পলায়নপর দেখিয়া দশ বাহু,—বিস্তারপূর্ব্বক ধারণ করিয়া ভক্ষণ করিল। তখন বীরভদ্র সেই রাক্ষসকর্ত্তৃক বানর, ঋষি ও সুরগণকে ভক্ষিত হইতে দেখিয়া, অতীব ক্রোধসহকারে পঞ্চাশৎ যোজনবিস্তৃত এক খণ্ড শিলা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মস্তকসমূহের মধ্যে আঘাত করিলেন। শিলাঘাতে তাহার মধ্যম মস্তকটি চূর্ণ হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর বীরভদ্র সেই শতযোজনবিস্তৃত শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক রাক্ষসেন্দ্রকে দৃঢ়তররূপে আঘাত করিবামাত্র রাক্ষসেন্দ্র তাহা গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিলোচন বীরভদ্রকে কহিল,—আমি তোমার বল দেখিলাম,এক্ষণে তুমি আমার বাহুবল দেখ। আমার নিকট পঞ্চাশৎ যোজন উন্নত এবং একযোজন বিস্তৃত সুদৃঢ় সুলক্ষণান্বিত এই দুইখানি মার্জ্জিত অসি আছে; তোমার অভিমত একখানি গ্রহণ কর, অপরখানি আমি প্রিয় জ্ঞানে গ্রহণ করিব। মহাবল বীরভদ্র, 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া একখানি গ্রহণপূর্ব্বক অতীব ক্রোধসহকারে করদ্বারা সেই তীক্ষ্ণ অসির সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, রাক্ষসপুঙ্গবও অপরখানি গ্রহণপূর্ব্বক সঞ্চালন করিতে লাগিল। রাক্ষস, বীরভদ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার কণ্ঠে অসির আঘাত করিবামাত্র তদ্‌গাত্র ছিন্ন হইয়া বহু শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন রাক্ষস এক হস্ত দ্বারা সেই শোণিত পান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অমেয়াত্মা বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসের কণ্ঠদেশে আঘাত করিলেন; তদ্দ্বারা রাক্ষসের দুইটি মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে থাকিলে, তিনি ঐ পতমান শিরোদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। সেই সিংহনাদ শ্রবণে জগত্রয় ক্ষুব্ধ হইল। অসির আঘাতে উভয়েই ভিন্নগাত্র হইয়া রুধিরাক্ত-কলেবর হওয়াতে তাঁহাদিগের উভয়কেই পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। এই দেবতা ও রাক্ষস একবৎসর যাবৎ সেই অসিদ্বয় দ্বারা যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর একবৎসর উভয়ে গদাযুদ্ধ করিয়া পরবর্ত্তী একবর্ষকাল অসিপুত্রিকা দ্বারা যুদ্ধ করি-

পুনর্গৃহীত্বাসিযুগং যুযুধাতে পরস্পরম্।
শং ক্রুবাণো মহাখড়্গং দংষ্ট্রাকায়ো গণেশ্বরঃ
সারোষরক্তনয়নশ্চালয়িত্বাসিমগ্রতঃ।
তস্য কণ্ঠবনং সর্ব্বং চিচ্ছেদ কদলীর্যথা॥
শিরাংসি সর্ব্বাণ্যাদায় বভক্ষ ভগনেত্রহা।
তস্য গাত্রং করুরুহৈর্ব্বিদার্য্যাহৃত্য দেবতাঃ॥
কপীন্দ্রৌ চ তথা চান্যা অদ্রাক্ষীৎপরমেশ্বরীম্
এতদ্‌যুদ্ধং মহাঘোরং নারদো বীক্ষ্য
চাভ্যগাৎ॥ ১৭০

ব্রহ্মণে বাসুদেবায় শঙ্করায় ব্যজিজ্ঞপৎ।
মুনয়ো রক্ষিতা দেবা বালিসুগ্রীববানরৌ।
এতৌ সঞ্জীবয়ামাস ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
রক্ষসে শম্ভুনা দত্তো বরঃ পরমদারুণঃ॥ ১৭২
হিরণ্যকশিপো রাজ্যে বলবানেকরাক্ষসঃ।
দেবৈঃ সার্দ্ধন্তু যুযুধে বর্ষাণাং শতমদ্ভুতম্॥১৭৩

পলায়িতাশ্চ বহুধা মৃতাশ্চ শতশোঽসুরাঃ।
শুক্রেণ রক্ষিতঃ সোঽথ গুরুণাচিন্তয়দ্বিদম্।
মৃতোঽস্মি শতশ শুক্র জীবিতোঽস্মি
ত্বয়ৈব হি।

অমৃত্যবে ত্বমেতস্মাদুদরস্থমৃতায় চ॥ ১৭৫
অন্যথা মরণং মহ্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
গুরো যমেন সার্দ্ধং মে যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্॥
ময়াসৌ গ্রসিতো যুদ্ধে যমরাজঃ প্রতাপবান্।
মমোদরং প্রবিশ্যাসৌ বিভেদ চ ননাদ চ॥
অহং মৃতস্তদা চাসং ত্বয়া সঞ্জীবিতঃ পুনঃ।
তস্মাদুদরসংস্থানাং মরণায় তপে তপঃ॥ ১৭৮

শুক্র উবাচ।

এবমেতন্ন সন্দেহো যথাবত্তং সমাচর।
স্যমন্তপঞ্চকং তীর্থং তত্র ত্বং তপ্তুমর্হসি॥ ১৭৯

রাক্ষস উবাচ।

তপে মহত্তপো ঘোরং যন্ন চীর্ণং সুরাসুরৈঃ।
গুল্‌ফপ্রদেশে পাদান্তে স্বয়ংপাশৈঃ প্রবধ্য চ॥

লেন। অনন্তর উভয়ে পুনর্ব্বার অসি গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মঙ্গলকবচশীল দীর্ঘদন্তধারী গণেশ্বর বীরভদ্র ক্রোধরক্তনয়ন হইয়া পুরোভাগে মহা অসি সঞ্চালনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করত রাক্ষসের মস্তকসমূহ কদলীতরুবৎ অনায়াসে ছিন্ন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রহা বীরভদ্র রাক্ষসের মস্তকসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলেন। আর নখদ্বারা রাক্ষসের শরীর বিদারণপূর্ব্বক ঋষি, দেবতা ও বানরদ্বয়কে বহিষ্কৃত করিয়া দেখিলেন, পরমেশ্বরী জগদম্বা তাঁহার এই যুদ্ধব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দেবর্ষি নারদও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করণানন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের নিকট গমন করিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। কহিলেন,—ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক বীরভদ্র, দেবতা ও ঋষিগণকে রক্ষা করিয়া বানরদ্বয়কে সঞ্জীবিত করিয়াছেন; ভগবান্ শম্ভু ঐ রাক্ষসকে অতি কঠোর বর দান করিয়াছিলেন। অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে এক বলবান্ রাক্ষস, দেবগণের সহিত শতবর্ষ ব্যাপিয়া অদ্ভুত যুদ্ধ করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধে বহুরাক্ষস পলায়িত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিল। ঐ রাক্ষস, গুরু শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া চিন্তা করত কহিয়াছিল,—হে গুরো। আমি শত শত বার মরিয়া আপনা কর্ত্তৃক জীবিত হইয়াছি, আপনি অমৃত্যু আমার নিমিত্ত আমার উদরস্থদিগের মৃত্যুর নিমিত্ত হউন, নচেৎ আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। হে গুরো! কোন সময়ে যমের সহিত আমার ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল; আমি সেই যুদ্ধে যমরাজকে গ্রাস করিলাম, কিন্তু প্রতাপবান্ যমরাজ আমার উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমি মরিলাম, তখন আপনি যাইয়া আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন; তদ্ধেতু আমি উদরস্থদিগের মৃত্যুর নিমিত্ত তপস্যা করিব। শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—ইহাই ঠিক, তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না; তুমি সমন্তপঞ্চকতীর্থে যাইয়া তপস্যা আরম্ভ কর। ১৫১—১৭৯। রাক্ষস কহিল,—আমি তথায়

অয়স্তম্ভযুগং কৃত্বা হ্যয়ঃপট্টিকয়ান্বিতম্।
পট্টিকায়াং পাদবন্ধং কৃত্বাধঃশীর্ষতাং তথা॥
বিবৃতাস্যং তথা কল্পং কৃত্বাধো মুখমুচ্চকৈঃ।
স্তম্ভোত্তরেণ জ্বালায়া বক্রিকায়ামিতস্ততঃ॥
অধঃশিরাস্তথা তিষ্ঠন্ন্মীলৈয়্যেব বিলোচনে।
এবং তপশ্চরিষ্যামি বরদঃ কোঽপি মে ভবেৎ
ব্রহ্মা বা বরদঃ সোঽস্তু শঙ্করো বিষ্ণুরেব চ।
বরদেন তু মে ভাব্যং যো বা কো বা বরপ্রদঃ
ইত্থমাভাষ্য মুনিনা গুরুণা ভার্গবেণ সঃ।
তথাতপচ্চ ষণ্মাসং পুনরম্ভচ্চকার হ॥
নখাভ্যাং স্বশিরশ্ছিত্বা জুহাবাগ্নৌ সমন্ত্রকম্।
নমো ভদ্রায় মন্ত্রেণ চত্বারি চ শিরাংসি সঃ॥
পঞ্চমঞ্চ শিরো হোতুং যতমানে চ রাক্ষসে।
বহ্নিমধ্যে-সমুত্তস্থৌ ভগবানম্বিকাপতিঃ॥১৮৭

যাইয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে এরূপ ঘোরতর মহৎ তপের আচরণ করিব, যাহা কখন কোন সুর বা অসুর কর্ত্তৃক আচরিত হয় নাই। দুইটি লৌহস্তম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি একটী লৌহ-পটিকা স্থাপন করিব; পদপ্রান্তদ্বয় ও গুল্ফদ্বয় লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া উক্ত পট্টিকার সহিত বন্ধনপূর্ব্বক অধঃশিরা হইব; স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূমির উপর ইতস্ততঃ বক্র শিখা বিস্তারপূর্ব্বক বহ্নি জ্বলিতে থাকিবে, আমি মুখব্যাদনে ও চক্ষুরুন্মীলন-পূর্ব্বক সেই অগ্নিরাশির উপরে মুখ রক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিব; আমি এই প্রকারে তপস্যা করিতে থাকিলে অবশ্যই কেহ আমার বরদাতা হইবেন। ব্রহ্মা, শিব বা বিষ্ণু সেই বরদাতা হইতে পারেন; যাহাই হউক ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ অবশ্যই আমার বর-দাতা হইবেন। সেই রাক্ষস, গুরু শুক্রা-চার্য্যের সহিত এইরূপ আলাপ করিয়া সমস্ত-পঞ্চকে গমনপূর্ব্বক ছয়মাস কাল ব্যাপিয়া উক্তপ্রকারে তপস্যা করিল। অনন্তর নখ-দ্বারা একে একে স্বীয় মস্তকচতুষ্টয় ছিন্ন করিয়া "নমো ভদ্রায়" এই মন্ত্রদ্বারা সমন্ত্রক করত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল।

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশো ভালচন্দ্রবিভূষণঃ।
অধঃশিরস্কং তদ্রক্ষ ইদমাহ মহেশ্বরঃ।
মা সাহসং কৃথা রক্ষো বরদোঽস্মি বরং বৃণু॥
রাক্ষস উবাচ।
বহূনাঞ্চ বরাণান্তু দাতা নূনং মহেশ্বরঃ।
হৃতশীর্ষসমুৎপত্তিং গ্রস্তজীবমৃতিস্তথা॥১৯০
বরাহবপুষো বিষ্ণোরস্তু শক্তিশ্চতুর্গুণা।
ময়ি তে ন হি রোষঃ স্যাৎ সন্নিধিস্তু সদা মম॥
ত্বজ্জটোৎপাটনেনৈকঃ পুরুষঃ সম্ভবিষ্যতি।
তেনৈব মরণং নান্যৈরিদং মেঽস্তু ব্রতং শিব
ভবিষ্যত্যেবমেবৈতদিত্যুক্তান্তরধীয়ত।
এবং লব্ধবরঃ পাপী রাক্ষসো নিহতস্ত্বয়া॥১৯৩
অথালিঙ্গ্য হরির্বীরং শঙ্করশ্চ পিতামহঃ।

অনন্তর রাক্ষস পঞ্চম মস্তক আহুতি দানের উপক্রম করিলে শুদ্ধস্ফটিকতুল্য চন্দ্রালঙ্কৃতললাট অম্বিকাপতি ভগবান্ মহে-শ্বর বহ্নিমধ্যে সমুত্থিত হইয়া অধঃশিরস্ক রাক্ষসকে কহিলেন,—হে রাক্ষস! তুমি এরূপ কার্য্যে সাহস করিও না, আমি তোমাকে বর দানের নিমত্ত আগমন করি-য়াছি, ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর। রাক্ষস কহিল,—মহেশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে বহু বর দান করিবেন, হে শিব! আমাকে বক্ষ্যমাণ বরসমূহ দান করুন; আমার হৃতমস্তক-সমূহের সমুৎপত্তি, আমার উদরগত জীবের মৃত্যু, বরাহরূপধারী বিষ্ণুর বলের চতুর্গুণ বল, আমার প্রতি আপনার অক্রোধ, আমার সমীপে আপনার সদা অবস্থান এবং আপনার জটোৎপান দ্বারা যে পুরু-ষের উৎপত্তি হইবে, তৎকর্ত্তৃক আমার মৃত্যু, অন্য কর্ত্তৃক নহে। মহেশ্বর 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া রাক্ষসকে উক্ত বর-সমূহ দানানন্তর অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। নারদবাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তথায় আগমন করিয়া, 'তুমি এবম্প্রকার বরপ্রাপ্ত পাপী রাক্ষসকে বধ করিয়াছ" এই কথা বলিয়া বীরভদ্রকে আলিঙ্গন করত

যথাগতমথো জগ্মুরথ দেবাদিযোষিতঃ ॥ ১৯৪
নিপত্য দণ্ডবদ্ভূমৌ বীরভদ্রমথাব্রুবন্।
নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে করুণাকর ॥ ১৯৫
নমস্তে শাশ্বতানন্ত নমস্তে বরদো ভব ॥১৯৬
বীরভদ্র উবাচ।
ভস্মনা জীবয়িষ্যামি স্বুরান্ সমুনিবানরান্।
ভবতীভিঃ প্রতোষ্টব্যং শোকঃকার্য্যো নচাধুনা
ইত্যুক্ত্বা বীরভদ্রস্তু ভস্মনাজীবয়ৎ স তান্।
উত্থিতা মুনিদেবাশ্চ বানরৌ প্রভবত্যুত ॥১৯৮
ইদমুচুর্ব্বচো হৃষ্টাঃ শিরস্থাঞ্জলয়ো নমন্।
ত্বযাত্র জীবিতাস্তাত পিতা ত্বংধর্ম্মতো হি নঃ ॥
অস্মাকং শরণং নিত্যং ভব শঙ্করসম্ভব।
শিশূনাং দুষ্টচরিতং দৃষ্ট্বা শিক্ষেত্তথা চ তান্ ॥
রক্ষেৎ পরকৃতাবাধাব্যাধিভিশ্চ যথৌরসান্।
দক্ষাধ্বরে কৃতাগস্কাঃ শিক্ষিতা ভবতানঘ ॥
ইদানীং রক্ষিতাস্তাত বয়ং শিশুবদেব তে ॥
বীরভদ্র উবাচ।
সত্যমেতন্ন সন্দেহো যত্র বাধা ভবেত্তু বঃ।
তত্র মাং স্মরত ক্ষিপ্রং বাধা নাশং গমিষ্যতি
বীরভদ্রপদং যেঽপি পঠন্ত্যষ্টশতং ততঃ।
প্রণবাদিনমোঽন্তঞ্চ চতুর্থীসহিতং তথা ॥ ২০৪
তেষাং রাক্ষসপীড়ায়া নাশনঞ্চ ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মরাক্ষসপীড়াসু পিশাচাদিভয়েষু চ ॥ ১০৫
নামানুস্মরণাৎ সর্ব্ববাধানাস্তু বিনাশনম্ ॥১০৬

বিদ্যুৎপ্রভালোচনমুগ্রমীশং
বালেন্দুদংষ্ট্রাকৃশোভিতাধরম্ ॥
সুনীলগাত্রঞ্চ জটাকৃতস্রজং
পঞ্চাবশাঙ্গে ভসিতং ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥ ২০৭

ব্রহ্মরাক্ষসমুক্ত্যর্থং স্মরণং স্থিদমীরিতম্।
মন্ত্রে চ বীরভদ্রস্য সর্ব্বমেতদুদীরিতম্ ॥ ২০৮

অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তথায় উপস্থিত দেব ও ঋষিগণের পত্নীগণ ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া বীর-ভদ্রকে কহিলেন,—হে দেবদেবেশ! হে করুণাকর! হে শাশ্বত! হে অনন্ত! আমরা তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমাদিগকে অভীষ্ট বর দান কর, অর্থাৎ আমাদিগের স্বামিগণের জীবন দান কর। ১৮০—১৯৬। বীরভদ্র কহিলেন,—আপনারা এক্ষণে সন্তুষ্ট হউন, আমি সকলকেই শিবভস্ম দ্বারা সঞ্জীবিত করিব, অকারণ শোক করিবার প্রয়োজন নাই। বীরভদ্র এই কথা বলিয়া দেবতা ঋষি ও বানরদ্বয়কে জীবিত করিলে তাঁহারা উত্থিত হইয়া আনন্দের সহিত অঞ্জলিন্যস্ত-শিরা হইয়া প্রণামপূর্ব্বক সেই প্রভাবশালী বীরকে কহিলেন,—হে পিতঃ! আমরা যখন আপনা কর্ত্তৃক জীবিত হইলাম, তখন আপনি ধর্ম্মানুসারে আমাদিগের পিতা হইতেছেন। হে শিবসম্ভূত বীর! আপনি আমাদিগের নিত্য আশ্রয় হউন; পিতা যেমন শিশুদিগের দুষ্টাচার দেখিলে তাহাদিগকে শিক্ষা দান ও পরকৃত বাধা-ব্যাধি হইতে রক্ষা করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদিগকে ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় শিক্ষা দান ও পরকৃত বাধা-ব্যাধি হইতে রক্ষা করিবেন। হে অনঘ! দক্ষযজ্ঞকালে আমরা কৃতাপরাধ হইলে, আপনি আমাদিগকে শিশুবৎ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, হে পিতঃ! এক্ষণেও আমরা আপনা কর্ত্তৃক শিশুবৎ রক্ষিত হইলাম। দেবগণের বাক্য শ্রবণানন্তর বীরভদ্র কহিলেন,—আমি সত্য কহিতেছি, যখন যখন তোমাদিগের বিপদ্ ঘটিবে, তত্তৎকালে আমাকে স্মরণ করিলে, ত্বরায় তোমাদিগের সকল বিপদ্ নিশ্চয়ই নাশ পাইবে। ১৯৭—২০৩। অষ্টোত্তর শত বীরভদ্র-নাম জপের পরে যাহারা চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত বীরভদ্র-পদটি প্রণবাদি নমোঽন্ত করিয়া (ওঁ বীরভদ্রায় নমঃ) অষ্টোত্তর শত বার পাঠ করে, তাহাদিগের রাক্ষসজনিত পীড়া নাশপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম-রাক্ষসজনিত পীড়া ও পিশাচাদি হইতে ভয়, বীরভদ্র নাম স্মরণমাত্রই দূরীভূত হয়। ব্রহ্মরাক্ষসাক্রমণ হইতে মুক্তির

দধীচ উবাচ।

অথৈবং বিদধে বীরো মুনিদেবাস্তথা গতাঃ।
এতত্ত্রিয়ায়ুষং প্রোক্তং ভস্মমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥
পঠতঃ শৃণ্বতো বাপি স্মরতোঽঘবিনাশনম্।
শিবভক্তিপ্রদং পুণ্যমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্॥২১০

শুচিস্মিতোবাচ।

অহং কৃতার্থা ধন্যা চ নারীণামুত্তমাস্ম্যহম্।
হতপাপা তথা চাস্মি নমস্তে মুনিপুঙ্গব॥২১১

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বিভূতিমাহাত্ম্যে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৫॥

নিমিত্ত, যিনি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালী চক্ষুবিশিষ্ট, অতি উগ্র, অতীব মহান্, যাঁহার রক্তাধরের উপরিভাগে বালচন্দ্রবৎ বক্র দন্ত শোভা পাইতেছে ও গলদেশে দীর্ঘজটা মালার ন্যায় লম্বিত রহিয়াছে, যাঁহার গাত্র নীল এবং ললাটাদিপঞ্চাঙ্গে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক শোভিত, সেই বীরভদ্রমূর্ত্তিই স্মর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বীরভদ্রের মন্ত্রে এই সমুদয় কথিত আছে। দধীচ কহিলেন,—বীরভদ্র এবম্প্রকার বিধান করিলে, দেবগণ যথাস্থানে গমন করিলেন। এই ত্রিআয়ুষ উত্তম ভস্ম-মাহাত্ম্য কথিত হইল। ইহার পাঠ, শ্রবণ ও স্মরণ দ্বারা মানবের সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ নাশ পায় এবং শিবভক্তি, পুণ্য, আয়ু ও আরোগ্যের বৃদ্ধি হয়। শুচিস্মিতা কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! আমি আপনার কৃপায় কৃতার্থা ও ধন্যা হইয়া অন্য নারীগণ হইতে শ্রেষ্ঠা হইলাম, আমার সকল পাপ বিদূরিত হইল, অতএব আমি আপনাকে নমস্কার করি। ১৯৮—২১১।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়॥৬৫॥

ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

ভস্মোৎপত্তিং মহাভাগ ভস্মমাহাত্ম্যমেব চ।
ভস্মসন্ধারণে পুণ্যং ভস্মাদানে চ তদ্বদ॥১

শম্ভুরুবাচ।

ভস্মোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্
স্মরণাৎ কীর্ত্তনান্নাম তাং শৃণুষ্ব নরাধিপ॥২
য একঃ শাশ্বতো দেবো ব্রহ্মবন্দ্যঃ সদাশিবঃ
ত্রিলোচনো গুণাধারো গুণাতীতোঽক্ষরোঽব্যয়ঃ॥৩
সিসৃক্ষা তস্য জাতাথ বীক্ষ্যাত্মস্থং গুণত্রয়ম্।
বেদত্রয়মিদং জ্ঞেয়ং গুণত্রয়মিদং হি যৎ॥৪॥
পৃথক্ কৃত্বাত্মনস্তাত তত্র স্থানং বিভজ্য চ।
দক্ষিণাঙ্গেঽসৃজৎপুত্রং ব্রহ্মাণং বামতো হরিম্
পৃষ্ঠদেশে মহেশানং ত্রীন্ পুত্রানসৃজদ্বিভুঃ।
জাতমাত্রাস্তু তে পুত্রা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥৬

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীরাম কহিলেন,—হে মহাভাগ! ভস্মোৎপত্তি ও ভস্মমাহাত্ম্য এবং ভস্মধারণ ও গ্রহণজনিত পুণ্যের বিষয় বর্ণন করুন। শম্ভু কহিলেন,—হে নরেশ রাম! আমি তোমার নিকট ভস্মের উৎপত্তির বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর; যাহা স্মৃত ও কীর্ত্তিত হইলে সর্ব্ব পাপ প্রনষ্ট হয়। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে যে একমাত্র বেদবন্দ্য সনাতন, গুণত্রয়ের আধার অথচ গুণাতীত সুতরাং অচ্যুতস্বরূপ ও অবিনশ্বর, ত্রিলোচন সদাশিব ছিলেন, তাঁহার সৃষ্টিকরণের ইচ্ছা জন্মিলে, বেদত্রয়রূপ সেই আত্মস্থ গুণত্রয়কে দেখিতে পাইয়া উহাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া, পরস্পর পৃথক্ করত স্বীয় অঙ্গত্রয়ে স্থাপন করিলেন। বিভু সদাশিব এই প্রকার দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মা, বামাঙ্গ হইতে হরি ও পৃষ্ঠদেশ হইতে মহেশ্বর এই তিন পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। সেই ব্রহ্মবিষ্ণু-

ইদমূচুর্ব্বচঃ স্পষ্টং কো ভবান্ কে বয়ং স্থিতি।
তানাহ চ শিবঃ পুত্রান্ যূয়ং পুত্রা অহং পিতা
ইদং গুণত্রয়ং পুত্রা ভজধ্বং কর্ম্মহেতুকম্ ॥৮
পুত্রা উচুঃ।
কং বা গুণং কো ভজতে কিয়ন্তং কালমীশ্বরঃ
কথং গুণনিবৃত্তিশ্চ ভবেদেতদ্বদস্ব নঃ ॥৯
শিব উবাচ।
যাবজ্জ্ঞানং হি ভবতাং যাবদায়ুরথাপি বা।
ধারণং তাবদেব স্যাদেকৈকস্য গুণস্য চ ॥ ১০
সত্ত্বং ব্রহ্মা রজো বিষ্ণুর্ভজেন্মাহেশ্বরস্তমঃ।
ইত্যুক্তমাত্রে দেবেশে ব্রহ্মা সত্ত্বমথাগ্রহীৎ ॥১২
ন চ চালয়িতুং শক্তো ধারণে কিমু শক্তিমান্।
তং গুণন্তু তিরস্কৃত্য রজোগুণমথাগ্রহীৎ ॥১২
ন চ চালয়িতুং শক্তো জগ্রাহার্থ তমোগুণম্।
ন চ চালয়িতুং শক্তো নিপপাত রুরোদ চ।
বিষ্ণুশ্চ বামহস্তেন রজোগুণমধারয়ৎ।
অঙ্গুলীভ্যাং মহেশোঽপি তমোগুণমধারয়ৎ।
সত্ত্বমেকোঽঙ্গুলীভ্যাঞ্চ সত্বং বিষ্ণুমথাদধাৎ
ব্রহ্মাণং পাদপীঠে চ দধার চ ননর্ত্ত চ ॥ ১৫
নৃত্যন্তমত্যন্তবিলাসরূপং
গোক্ষীররূপং তরুণং ত্রিনেত্রম্।
সর্ব্বং দধানং কৃতকৌতুকং শিবং
সমীক্ষ্য পুত্রান্ বরদো বভাষে। ১৬
শিব উবাচ।
প্রীতোঽস্মি তব পুত্রাহং বরং বৃণু যথেপ্সিতম্
অথাহ পিতরং পুত্রো বরমেতং দদস্ব মে ॥১৭
মামুদ্দিশ্য কৃতা পূজা তব পূজা ভবেচ্ছিব।
তিষ্ঠের্ম্ময়ি সদা ত্বঞ্চ ত্বমেবাহঞ্চ বাব্যয়। ১৮
শিব উবাচ।
এবমেব মহাভাগ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

মহেশ্বররূপ পুত্রত্রয় জাত মাত্রই সদাশিবকে বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক কহিলেন,—আপনি কে? এবং আমরাই বা কে? শিব সেই পুত্রগণকে কহিলেন,—আমি পিতা, তোমরা পুত্র। হে পুত্রগণ! তোমরা কর্ম্মের হেতুভূত এই গুণত্রয়ের ভজনা কর। পুত্রেরা কহিলেন,—হে ঈশ্বর! আমাদিগের কে কত কাল পর্য্যন্ত কোন্ গুণের ভজনা করিবে? এবং কি প্রকারেই বা গুণসমূহের নিবৃত্তি হইবে, তৎসমুদয় আমাদিগকে বলুন। শিব কহিলেন,—যাবৎ তোমাদিগের জ্ঞান বা আয়ু থাকিবে তাবৎ এক এক জন এক একটি গুণ অবলম্বন করিয়া থাকিবে। সদাশিব, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ গ্রহণ করিতে বলিলে ব্রহ্মা সত্ত্বগুণ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু ঐ গুণ ধারণে শক্তিমান্ হওয়া দূরের কথা, উহা চালনে সক্ষম হইলেন না। সুতরাং ব্রহ্মা উহা ত্যাগ করিয়া রজোগুণ গ্রহণ করিলেন। তাহারও চালনে অক্ষম হইয়া তমোগুণ গ্রহণ করিলেন কিন্তু উহারও চালনে সক্ষম না হইয়া পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বামহস্ত দ্বারা রজোগুণ ধারণ করিলেন,—মহেশ্বরও অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা তমোগুণ ধারণ করিলেন। অনন্তর মহেশ অঙ্গুলী দ্বয় দ্বারা সত্ত্ব ও বিষ্ণুকেও ধারণ করিলেন এবং ব্রহ্মাকে পাদপীঠে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তরুণ গোদুগ্ধের ন্যায় বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ ত্রিনেত্র মহেশ তমঃ সত্ত্ব গুণদ্বয় ও রজোধারী বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাকে ধারণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া সদাশিব, পুত্রগণকে বর দিবার নিমিত্ত কহিলেন। সদাশিব কহিলেন,—হে পুত্র! আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি, ইচ্ছা মত বর গ্রহণ কর। তচ্ছ্রবণে মহেশ পিতাকে কহিলেন,—আপনি আমাকে বক্ষ্যমাণ বর প্রদান করুন। হে শিব! হে অব্যয়! আমাকে উদ্দেশ করিয়া পূজা করিলে আপনারই পূজা করা হয়, আপনি সদা আমার আত্মায় অবস্থান করেন, ও আমিও আপনার তুল্য হই, আমাকে এই বরত্রয় দান করুন। সদাশিব কহিলেন,—তাহাই হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয়

রক্তগৌরাবিমৌ পুত্ত্রৌ ব্রহ্মবিষ্ণু মমৈব তু।
বাহুমূলস্থয়োম্ন্যো চ মমাকারৌ তথানঘ।
অথ ব্রহ্মাণমাহেদং ভজস্বেকং গুণং ভবান্‌॥
ব্রহ্মোবাচ।
ত্বন্নির্দ্দিষ্টং গুণমহং ধর্ত্তুং শক্তো ন হীশ্বর।
ধারয়িষ্যে রজো দেব সত্ত্বং ভজতু বৈ হরিঃ।
অবশিষ্টং গুণং চায়মীশ্বরো ধারয়িষ্যতি॥ ২২
শম্ভুরুবাচ।
গুণানাদায় তে দেবা ন শেকুর্নিত্যধারণম্‌।
কর্ত্তুং ভরণশক্ত্যর্থং শিবমিত্যবদন্‌ সুরাঃ॥
গুণত্রয়ং সর্ব্বকালং ন চ ধারয়িতুং ক্ষমাঃ।
দীয়তাং ভগবন্‌ শক্তির্যদি তোষং বরপ্রদঃ॥২৪
অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা শিবো বাক্যমভাষত।
বিদ্যাশক্তিঃ সমস্তানাং শক্তিরিত্যভিধীয়তে॥
গুণত্রয়াশ্রয়া বিদ্যা অবিদ্যা চ তদাশ্রয়া।
গুণত্রয়স্য দগ্ধ্বৈব তৎসারং ধর্ত্তুমর্হথ॥ ২৬

যচ্চ কিঞ্চিদ্‌ভবেদত্র ভবদ্ভির্ধ্রিয়তাং হি তৎ।
অথাহুস্তৎসুতা বাক্যং ন দাহো জ্বলনং বিনা
শিবঃ প্রাহ মহেশস্য লোচনে বহ্নিরস্তি বৈ।
গুণত্রয়মিদং ধেনুর্বিদ্যা স্যাদ্‌গোময়ং শুভম্‌
মূত্রং চোপনিষৎ প্রোক্তং কুর্য্যাদ্ভস্ম ততঃ পরম্‌
বৎসাস্তু স্মৃতয়ো যস্যাস্তৎসম্ভূতন্তু গোময়ম্‌॥
আ গাব ইতি মন্ত্রেণ ধেনুং তত্রাভিমন্ত্রয়েৎ।
গাবো ভগো গাব ইতি প্রাশয়েত্তু তৃণং জলম্‌
উপোষ্য চ চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লে কৃষ্ণেঽথবা ব্রতী।
পরেদ্যুঃ প্রাতরুত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ॥৩১
কৃতস্নানো ধৌতবস্ত্রো গোময়ার্থং ব্রজেত্তু গাম্‌
উত্থাপ্য তাং প্রযত্নেন গায়ত্র্যা মূত্রমাহরেৎ॥
সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে ধারয়েন্মৃন্ময়ে ঘটে।

নাই। হে অনঘ! এই দুই, রক্ত-গৌর ব্রহ্মা-বিষ্ণুও আমার পুত্র। ইঁহারা মদীয় বাহু-মূলস্থ রোম হইতে উৎপন্ন এবং মৎসদৃশ। এই কথা বলিয়া সদাশিব ব্রহ্মাকে কহিলেন, তুমিও একটী গুণ আশ্রয় কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ঈশ্বর। আমি আপনার নির্দ্দিষ্ট সত্ত্বগুণ ধারণে অক্ষম, অতএব আমি রজোগুণ গ্রহণ করি, বিষ্ণু সত্ত্বগুণ গ্রহণ করুন। আর অবশিষ্ট তমোগুণ এই মহেশ্বর ধারণ করুন।১—২২। শম্ভু কহিলেন, হে রাম! সেই দেবত্রয় উক্ত গুণত্রয়ের নিত্য-ধারণে অক্ষম হইয়া, বহনশক্তি লাভের নিমিত্ত সকলে একত্রিত হইয়া শিবসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ভগবন্‌! আমরা সর্ব্বকাল গুণত্রয় ধারণে অক্ষম হইতেছি; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক নিত্যধারণে শক্তি লাভার্থ আমাদিগকে বর দান করুন। অনন্তর সদাশিব তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন,—বিদ্যাশক্তিকেই সর্ব্বশক্তি বলা যায়; বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তোমরা গুণত্রয়কে দগ্ধ করিয়া গুণত্রয়ের সার-ভূত পদার্থমাত্র ধারণ করিবে। গুণত্রয় দাহের পর তথায় যাহা কিছু থাকিবে, তোমরা তাহাই ধারণ করিবে। শিববাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার পুত্রেরা কহিলেন,—হে পিতঃ! অগ্নি ব্যতিরেকে দাহকার্য্য হইতে পারে না। শিব কহিলেন,—মহেশের লোচনে বহ্নি আছে। এই গুণ-ত্রয় বেদরূপা ধেনু ও গুণত্রয়াশ্রিতা-বিদ্যা ঐ ধেনুর শুভগোময় এবং বেদান্তর্গত উপনিষৎ উহার মূত্র হইবে; অনন্তর ঐ গোময় ভস্ম করিতে হইবে। স্মৃতিসমূহ যে বেদরূপা ধেনুর বৎস, গোময়ও সেই ধেনু হইতে উৎপন্ন। 'আ গাব' এই মন্ত্রদ্বারা ধেনুকে অভিমন্ত্রিত করিয়া 'গাবো ভগো গাব' এই মন্ত্র দ্বারা উহাকে জল ও তৃণ ভক্ষণ করাইবে। ব্রতী ব্যক্তি শুক্ল অথবা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর শুচি সমাহিত কৃতস্নান ও ধৌতবসনধারী হইয়া গোময় সংগ্রহের নিমিত্ত ধেনুর নিকট গমন করিবে; অনন্তর প্রযত্ন সহকারে উহাকে উঠাইয়া অগ্রে গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক মূত্র সংগ্রহ করিবে।

পৌকরে বা পলাশে বা পাত্রে গোশৃঙ্গ এব বা।
আদধীত হি গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্।
অভূমিপাতং গৃহ্নীয়াৎপাত্রে পূর্ব্বোদিতে-
হধিকে ॥৩৪
গোময়ং শোধয়েদ্বিদ্বান্ শ্রীর্ম্মাং ভজতু মন্ত্রতঃ।
অলক্ষ্মীর্ম্ময়ীতি মন্ত্রেণ গোময়স্যাপমার্জ্জনম্।
সন্ত্বা সিঞ্চামি মন্ত্রেণ গোমূত্রংগোময়ে ক্ষিপেৎ
পঞ্চানান্ত্বেতি মন্ত্রেণ পৌড়াংশ্চৈব চতুর্দ্দশ। ৩৬
কুর্য্যাৎ সংশোষ্য কিরণৈস্তরণেরাহরেত্তুতান
নিদধ্যাদথ পূর্ব্বোক্তপাত্রে গোময়পিণ্ডকান্।
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন প্রতিষ্ঠাপ্যাগ্নিমিন্ধয়েৎ।
পিণ্ডান বিনিক্ষিপেত্তত্তদর্ণদেবায় পিণ্ডকান্।
আঘারাবাজ্যভাগৌ চ প্রক্ষিপ্য হোহুনেৎসুধী
ততো নিধনপতয়ে ত্রয়োদশ জয়াবদঃ। ৩৯
হোতব্যাঃ পঞ্চ ব্রহ্মাণি নমো হিরণ্যবাহবে।
ইতি সর্ব্বাহুতীর্হুত্বা চতুর্থ্যন্তৈশ্চ মন্ত্রকৈঃ ॥৪০
কৃতসর্ব্বঃ কক্রুদ্রায় যস্তু চৈকঙ্কতীতি চ।
এতৈশ্চ জুহুয়াদ্বিদ্বাননাজ্ঞাতত্রয়ন্তথা। ৪১
ব্যাহৃতীরথ হুত্বা তু ততঃ স্বিষ্টকৃতং হুনেৎ।
ইধ্মশেষন্তু নির্ব্বর্ত্ত্য পূর্ণপাত্রোদকন্ততঃ। ৪২
পূর্ণমাসান্তযজুষা জলেনান্তেন বৃংহয়েৎ।
ব্রাহ্মণেষমৃতমিতি তজ্জলং শিরসি ক্ষিপেৎ।
প্রাচ্যামিতিদিশাং লিঙ্গৈর্দ্দিক্ষু তোয়ং
বিনিক্ষিপেৎ।
ব্রহ্মণেদক্ষিণাং দত্বা শাস্ত্যৈ পুলকমাহরেৎ ॥৪৪
আহরিষ্যামি দেবানাং সর্ব্বেষাং কর্ম্মগুপ্তয়ে।
জাতবেদসমেনে ত্বাং পুলকচ্ছাদ্যপাদ্যযে।
মন্ত্রেণানেন তং বহ্নিং পুলকে চ্ছাদয়েদতঃ।
ত্রিদিনং জ্বলনাস্থিত্যৈ চ্ছাদনং পুলকৈঃ স্মৃতম্
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ

ঐ গোমূত্র স্বর্ণ বা রজত পাত্রে, কিংবা মৃণ্ময় ঘটে অথবা পৌষ্কর, পলাশ গো-শৃঙ্গ পাত্রে ধারণ করিতে হইবে। অনন্তর 'গন্ধ দ্বারা, ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত প্রকার পাত্রে ভূমিতে পতনের পূর্ব্বে গোময় সংগ্রহ করিবে; গোমূত্রও ভূমিতে পতনের পূর্ব্বে গ্রহণ করিতে হইবে। ধীমান্ ব্যক্তি 'শ্রীর্মাং ভজতু' মন্ত্রদ্বারা গোময়ের শোধন-পূর্ব্বক, 'অলক্ষ্মীর্ময়ি' এই মন্ত্রদ্বারা গোময়ের উপরে কিঞ্চিৎ জল সেক করিবে। অনন্তর 'সংত্বা সিঞ্চামি' মন্ত্রদ্বারা গোমূত্র গোময়ে ক্ষেপণ করিবে। 'পঞ্চানাংত্বা' এই মন্ত্র দ্বারা ঐ গোময়ের চতুর্দ্দশ পিণ্ড নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করত পূর্ব্বোক্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর ব্রতী বেদের যে শাখাবলম্বী, সেই শাখোক্ত মন্ত্রদ্বারা বহ্নি স্থাপন করিয়া প্রজ্বলিত করিবে এবং গোময়পিণ্ডসমূহ ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আঘরাজ্যভাগদ্বয়ের অগ্নিতে নিক্ষেপণানন্তর আহুতি দ্বয় অর্পণ করিবেন। অনন্তর 'নিধনপতয়ে নমঃ' মন্ত্রদ্বারা ত্রয়োদশ আহুতি দানের পর 'হিরণ্যবাহবে নমঃ' মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি দান করিবেন এই প্রকারে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত মন্ত্রদ্বারা সর্ব্বাহুতি দান করিবেন। পরে 'কৃতসর্ব্বঃ' কক্রুদ্রায় যস্তু চৈকংকতীতি চ' এই মন্ত্র-দ্বারা অহুতিত্রয় দানের পর অমন্ত্রক আহুতিত্রয় দান করিবেন। অনন্তর সপ্তব্যাহৃতিহোম করিয়া স্বিষ্টকৃত হোম করিবেন। তৎপরে অদগ্ধ কাষ্ঠগুলি হোমাগ্নি হইতে অপসারিত করিয়া উদকপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিবেন এবং 'পূর্ণমাসান্তযজুষা জলেনান্তেন বৃংহয়েৎ ব্রাহ্মণেষমৃতম্' এই মন্ত্রদ্বারা সেই জল মস্তকে নিক্ষেপ করিবেন। পরে সেই জলের কিয়দংশ, 'প্রাচ্যাম্, প্রতীচ্যাম্' ইত্যাদি দ্বারা নামোচ্চারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিবেন এবং বহ্নি শান্ত হইলে ব্রহ্মদক্ষিণা দানানন্তর পুলকাহরণ করিবেন। 'আমি কর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত দেবগণের পুলক (পার্ব্বত্য-মৃত্তিকাবিশেষ) আহরণ করিব' এই কথা বলিয়া 'জাত-বেদসমেনেত্বাং পুলকচ্ছাদ্য পাদ্যয়ে' এই মন্ত্র পড়িয়া পুলক দ্বারা সেই বাহ্নি আচ্ছাদন করিবেন। দিবসত্রয় জলস্থিত পুলকদ্বারা

ভস্মাধিকমভীপ্সংস্তু হ্যধিকং গোময়ং হরেৎ।
দিনত্রয়েণ যদি বা একস্মিন্ দিবসে বহু।
তৃতীয়ে বা চতুর্থে বা প্রাতঃ স্নাত্বা সিতাম্বরঃ
শুক্লযজ্ঞোপবীতী চ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
শুক্লদন্তো ভস্মদিগ্ধো মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ ॥৪৯
তদ্‌ব্রেতি-চোচ্চারয়িত্বা ভস্মসত্যং ন সন্ত্যজেৎ।
তত আবাহনমুখা উপচারাস্তু ষোড়শ ॥ ৫০
কর্ত্তব্যাহুতিদানেন ততোঽগ্নিমুপসংহরেৎ।
অগ্নের্ভস্মেতিমন্ত্রেণ গৃহ্নীয়াদ্ভস্ম চোত্তমম্ ॥ ৫১
অগ্নিরশ্মীতিমন্ত্রেণ প্রযুজ্য চ ততঃ পরম্।
সংযোজ্য গঙ্গাসলিলৈঃ কপিলাপয়সাথবা ॥৫২
চন্দ্রকুঙ্কুমকাশ্মীরমুশীরং চন্দনন্তথা।
অগুরুদ্বিতয়ঞ্চৈব চূর্ণয়িত্বা তু সূক্ষ্মতঃ। ৫৩
ক্ষিপেদ্ভস্মনি তচ্চূর্ণমোমিতি ব্রহ্মমন্ত্রতঃ।
ততঃ পয়ঃসেচনে চ গদিতঃ কপিলামনুঃ। ৫৪
অমৃতং দেবি তে ক্ষীরং পবিত্রমিহ বুদ্ধিদম্।
তব প্রসাদান্মুচ্যন্তে মনুজাঃ সর্ব্বপাপ্মানঃ ॥৫৫
প্রণবেনাবহেদ্‌বিদ্বান্ বহবো বটবকানথ।
অণোরণীয়ানিতি হি মন্ত্রেণ তু বিচক্ষণঃ। ৫৬

শ্রীশিব উবাচ।

ইত্থন্তু ভস্ম সম্পাদ্য শুদ্ধমাদায় মন্ত্রবিৎ।
প্রণবেন বিমৃজ্যাথ সপ্তপ্রণবমন্ত্রিতম্। ৫৭
ঈশানেন শিরোদেশং মুখং তৎপুরুষেণ চ।
উরোদেশমঘোরেণ গুহ্যং বামেন মন্ত্রয়েৎ।
সদ্যোজাতেন বৈ পাদৌ সর্ব্বাঙ্গং প্রণবেন তু
তত উদ্ধূল্য সর্ব্বাঙ্গমাপাদতলমস্তকম্। ৫৯
তত আচম্য বসনং ধৌতং শ্বেতং প্রধারয়েৎ
পুনরাচম্য কর্ম্ম স্বং কর্ত্তুমর্হতি সর্ব্বতঃ। ৬০

বহ্নির আচ্ছাদন ব্যবস্থা। শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন, অধিক পরিমাণে ভস্ম ইচ্ছা করিলে, অধিক পরিমাণে গোময় সংগ্রহ করিতে হইবেক। এক দিনে অথবা দিবসত্রয়ে বহুগোময় সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে প্রাতঃস্নায়ী, শুক্ল বসন শুক্ল যজ্ঞোপবীত, শুক্ল মাল্য ও শুক্ল অনুলেপন-ধারী, শুভ্রদন্ত এবং ভস্মদিগ্ধ-কলেবর হইয়া মন্ত্রবিৎ ব্রতী, 'তদ্‌ ব্রেতিচোচ্চার্যয়িত্বা কং ভস্ম সত্যং ন সন্ত্যজেৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক আবাহনাদি ষোড়শ উপচার দ্বারা বহ্নিদেবের পূজা করিয়া আহুতিদানের পর বহ্নির উপসংহার (বিসর্জ্জন) করিবেন। অনন্তর 'অগ্নের্ভস্ম এই মন্ত্র-দ্বারা তদুদ্ভূত ভস্ম গ্রহণ করিবেন। ৪৮—৫১। অনন্তর 'অগ্নিরশ্মি' এই মন্ত্র-দ্বারা সেই দগ্ধ গোময় পিণ্ডগুলি মার্জ্জিত করিয়া গঙ্গাসলিল অথবা কপিলার দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে। কাশ্মীর, কর্পূর, চন্দ্র, কুঙ্কুম, উশীর, দুইপ্রকার অগুরু সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া 'ওঁ' এই ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঐ ভস্মে নিক্ষেপ করিবে, পরে 'অমৃতং দেবি তে ক্ষীরং পবিত্রমিহবুদ্ধিদম্। তবপ্রসাদান্মুচ্যন্তে মনুজাঃ সর্ব্বপাপ্মানঃ॥* এই কপিলা-মন্ত্র দ্বারা তদুপরি দুগ্ধ সেচন করিতে হইবে। পরে বিচক্ষণ ব্রতী 'ওঁ অণোরণীয়ান্' এই মন্ত্র দ্বারা সেই গোময়পিণ্ড ভস্মগুলি গ্রহণ করিবেন। ২৩—৫৬। শ্রীশিব কহিলেন,—মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ, এই প্রকারে ভস্ম গ্রহণ ও শুদ্ধ করিয়া প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া সপ্তপ্রণব দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন। অনন্তর 'ঈশান' উচ্চারণপূর্ব্বক শিরোদেশ ও মুখ 'অঘোর' উচ্চারণপূর্ব্বক উরুদেশ, 'বাম' উচ্চারণপূর্ব্বক গুহ্য-দেশ 'সদ্যোজাত' উচ্চারণপূর্ব্বক পাদদ্বয় এবং প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ অভিমন্ত্রিত করিয়া পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিবে। পরে আচমন করিয়া ধৌত শুক্ল বসন ধারণপূর্ব্বক পুনরাচমন

* দেবি! তোমার দুগ্ধ অমৃত, পবিত্র; ইহা পান করিলে বুদ্ধি বাড়ে; আপনার অনুগ্রহে মানবগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

ততো ভস্ম সমাদায় প্রমৃজ্য প্রণবেন তু।
ত্রিনেত্রং ত্রিগুণাধারং ত্রয়াণাং জনকং বিভুম্
স্মরন্ নমঃশিবায়েতি ললাটে তু ত্রিপুণ্ড্রকম্
নমঃশিবাভ্যামিত্যুক্ত্বা বাহ্বোর্ব্বাপি ত্রিপুণ্ড্রক
অঘোরায় নম ইতি উভাভ্যাঞ্চ প্রকোষ্ঠয়োঃ।
ভীমায়েতি ততঃ পৃষ্ঠে শিরোধিপশ্চিমে তথা
নীলকণ্ঠায় শিরসি ক্ষিপেৎ সর্ব্বাত্মনে নমঃ।
প্রক্ষাল্যাথ ততো হস্তৌ কর্ম্মানুষ্ঠানমাচরেৎ।

শিব উবাচ।

যুয়মেবং প্রকারেণ ভস্ম কৃত্বা প্রযুষ্য চ।
গুণান্ ধারয়িতুং শক্তাস্ততঃ স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ

শম্ভুরুবাচ।

ইত্থং শিবোদিতা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তথা কৃত্বা চ বিধিনাহমহমিকয়া তদা।৬৬
অজ্ঞোক্তবোধনাশক্তাঃ প্রণম্য শিবমূচিরে।
কং গুণং ধারয়েৎ কো বা শিবঃপ্রাহ সুতানথ

কর্ম্মশক্তিং তথা জ্ঞানং মুখরেণৈব নঙ্ক্ষ্যতি।
অল্পায়ুর্দ্ভূতে ব্রহ্মা মনুভিশ্চাস্য জীবিতম্।
যোহহং ব্রহ্মাণ্ডমালাভির্ভূষিতো ব্রহ্মগোপনম্
রজোগুণমবষ্টভ্য ন চ জানাসি মাং সদা।৬৯
ব্রহ্মাধিকবলো বিষ্ণুরায়ুষি ব্রহ্মণোঽধিকঃ।
ব্রহ্মাণ্ডমালাভরণে মহেশস্য মমৈব তু। ৭০
চতুর্নিশ্বাসমাত্রেণ বিষ্ণোরায়ুরুদাহৃতম্।
ব্রহ্মা ত্বধিকসত্ত্বত্বাৎ সত্ত্বমালম্বতে হরিঃ। ৭১
জানাতি সর্ব্বকালং মাং ন কচিদেব বিস্ময়েৎ।
সাত্ত্বিক্যৈবৈব পূজাস্য রাজসী তামসী ন তু।
শান্তং শিবং সত্ত্বগুণং রজোবত্তানুমানতঃ।
তমো নীলং তথা চৈব গুণং শম্ভুস্তথাঽজৎ।৭৩
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাপি দধার চ পুরা কিল।
অতশ্চ ত্রিবিধা পূজা শঙ্করস্য বিধীয়তে। ৭৪
রজশ্চ তমসা যুক্তং দারুণং পরিকীর্ত্তিতম্।

করিয়া স্বীয় সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইবে। পরে ভস্ম গ্রহণ ও প্রণবদ্বারা প্রমার্জ্জনপূর্ব্বক ত্রিনেত্র, ত্রিগুণাধার, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জনক, বিভু (সর্ব্বব্যাপী) সদাশিবকে স্মরণ করিয়া 'শিবায়নমঃ' মন্ত্র দ্বারা ললাটে, 'শিবাভ্যাং নমঃ' মন্ত্র দ্বারা বাহুদ্বয়ে, 'অঘো রায় য়নমঃ' মন্ত্র দ্বারা উভয় প্রকোষ্ঠে 'ভীমায় নমঃ' মন্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠে 'নীলকণ্ঠায় নমঃ' মন্ত্র দ্বারা গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগেএবং 'সর্ব্বাত্মনে নমঃ' মন্ত্রদ্বারা মস্তকে ত্রিপুণ্ড্রক দিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালনানন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। শ্রীশিব কহিলেন,—হে পুত্রগণ তোমরা এই প্রকারে ভস্ম প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে গুণসমূহ ধারণে সক্ষম হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিবে। শম্ভু কহিলেন,—হে রাম! তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সদাশিব কর্তৃক এইরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া বিধিঅনুসারে ভস্ম ধারণ করিয়া পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করত সদা-শিবকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—আমা-দিগের মধ্যে কে কোন্ গুণ ধারণ করিবেন?

তচ্ছ্রবণে সদাশিব কহিলেন,—কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞান মুখরেণুর ন্যায় নাশ পাইবে; কতিপয় মন্বন্তরান্তে ব্রহ্মার নাশ হইবে, সুতরাং ব্রহ্মা অল্পায়ু হইতেছেন। হে ব্রহ্মন্! তুমি রজোগুণাশ্রয়ী হইয়া আমাকে ব্রহ্মাণ্ড-মালাভূষিত বেদরক্ষক বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের পালনকার্য্যে ব্রহ্মা অপেক্ষা বিষ্ণুর বল ও আয়ু অধিক; মহেশ্বরের বা আমার চতুর্নিশ্বাসে বিষ্ণুর আয়ু পর্য্যবসিত হইবে। ব্রহ্মা অপেক্ষা সত্ত্বগুণ অধিক থাকায় বিষ্ণু সত্ত্বগুণাবলম্বী হউন। সর্ব্বকাল আমাকে জানিতে পারি-বেন, কদাচ বিস্মৃত হইবেন না এবং জগতে তাঁহার কেবল সাত্ত্বিকী পূজাই বিহিত হইবে; রাজসী বা তামসী পূজা নহে। শান্ত মঙ্গল-ময় সত্ত্বগুণাবলম্বী মহেশ্বরে রজোগুণেরও বিদ্যমানতা থাকায় তিনি নীলবর্ণ তমোগুণও ধারণ করুন। সর্ব্বপ্রথমে সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণ য় ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া শঙ্করের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই পূজাই বিহিত হইবে। তমোগুণযুক্ত রজকে দারুণ কহে; শঙ্কর, তমোরজো-মিশ্রিত

দারুণাপি ততঃ পূজা শঙ্করে গতিদা মতা ॥৭৫
রজশ্চ তমসা যুক্তমলং শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকম্।
বিচ্ছিন্নাপি ততঃ পূজা শঙ্করে ফলদা মতা ॥৭৬
তমশ্চ সত্ত্বসংযুক্তং মিশ্রকঞ্চ প্রবর্ত্তকম্।
মিশ্রপূজাপি ফলদা শঙ্করে লোকশঙ্করে। ৭৭
যাদৃশং তাদৃশং বাপি নিয়মেনার্চ্চনং বিভোঃ
শঙ্করস্যাশুফলদং যাদৃশস্যাপি দেহিনঃ॥ ৭৮

শম্ভুরুবাচ।

এতৎসঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং বিধানং ভস্মনোঽনঘ
বক্তৃশ্রোতৃজনানাঞ্চ সমস্তাঘবিনাশনম্। ৭৯
অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্
শ্রুত্বা যামাপ ধর্ম্মাত্মা শিবভক্তিমনুত্তমাম্।
ইক্ষ্বাকুর্নাম বিপ্রেন্দ্রো মহাবিদ্যো মহামতিঃ।
বহুশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ। ৮১
ন যষ্টা ন চ দাতা চ ন দেবানাং চ পূজকঃ।
ন চাধ্যাপয়িতা বেদং ন চাখ্যাতা শ্রুতস্য চ
ন পুরাণেতিহাসানাং শ্রুতীনামাগমস্য বা।
যত্নাত্তোক্তা তথা দেহসংস্কারৈকপ্রবর্ত্তকঃ ॥৮৩
তাদৃশস্য দ্বিজস্যাথ সমালক্ষ্যায়ু রত্যগাৎ।
লক্ষান্তরে তথৈকস্মিন্ বৎসরে মাসি পঞ্চমে॥
তৃতীয়দিবসে রাত্র্যাং পুরাণং শ্রুতবানিদম্।
স্বসম্পাদিতবিত্তস্য যেন দানং ন বৈ কৃতম্॥
দিনে দিনে ভুজ্যমানং নিঃসারং স্যাৎক্রমেণ হি
বর্ষাণ্যেব চ তাবন্তি নরকে পচ্যতে ধ্রুবম্॥
কৃমিযোনিসহস্রঞ্চ অনুভূয় ততঃ পরম্।
দরিদ্রো ব্যাধিতোঽবন্ধুর্দুষ্টভার্য্যো বহুপ্রজঃ।
দিনে দিনে ভক্ষিতেন যাচিতেন চ জীবনম্।
যত্র ক্বাপি চ বীজানাং মগ্নানামথ মার্গণাৎ॥
লব্ধে জীবনং কর্ম্ম ভৃত্যানামথ জীবনম্।
মধ্যে শ্রোত্রবিহীনশ্চ নেত্রহীনঃ খলস্মলঃ॥

দারুণ পূজা দ্বারা পূজিত হইলে উত্তম গতি দান করেন। রজস্তমোমিশ্রিত পূজা শাস্ত্র-বিহিত হইলেও তদ্বিচ্ছিন্না অর্থাৎ কেবলা রাজসী বা কেবলা তামসী পূজা দ্বারা পূজিত হইলেও শঙ্কর ফলদায়ক হন; সত্ত্বসংযুক্ত তমোমিশ্রক নামে অভিহিত; লোকমঙ্গলকর শঙ্কর তমঃ-সত্ত্বমিশ্রিত (মিশ্রক) পূজা দ্বারাও প্রীতি প্রাপ্ত হন, সুতরাং উক্ত পূজা সফল। বিভু শঙ্কর, যে কোন দেহধারী জীব কর্ত্তৃক উল্লিখিত নিয়মসমূহের যে কোন নিয়মদ্বারা পূজিত হইলে আশু ফল দান করেন। ৫৭—৭৮। শম্ভু কহিলেন,—হে অনঘ রাম! এই আমি তোমার নিকট বক্তা ও শ্রোতার সর্ব্বপাপ-বিনাশক ভস্মোৎপত্তির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী কথা বর্ণন করিব, যাহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বোত্তমা শিবভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে মহাবিদ্যা-শালী, উদারবুদ্ধিসম্পন্ন, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, নীতি-শাস্ত্রবিশারদ ইক্ষ্বাকুনামক জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কখন কোনপ্রকার যজ্ঞ দান ও দেবপূজা করেন নাই কিম্বা বেদ-শ্রুতি পুরাণ ও তন্ত্রাদির অধ্যপনা বা ব্যাখ্যাও করেন নাই, কেবল সর্ব্বদা আহারে ও দেহসংস্কারে যত্নশীল থাকিতেন। সেই ব্রাহ্মণ এই প্রকারে লক্ষবর্ষ আয়ু অতীত করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরের পঞ্চম মাসের তৃতীয় দিবসের রাত্রিতে বক্ষ্যমাণ পুরাণ-বাক্য শ্রবণ করিলেন;—"যে মানব স্বাধিকৃত সম্পত্তির কিছুমাত্র দান না করিয়া যতদিন ভোগ দ্বারা নিঃশেষিত করে, ততদিন সংখ্যক বৎসর নিশ্চয়ই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। সহস্রবার কৃমিযোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া মলমূত্রাদির ভোগানন্তর দরিদ্র, ব্যাধিযুক্ত ও বন্ধুহীন এবং দুষ্টভার্য্যাযুক্ত ও বহু সন্তানের পিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। প্রতিদিন ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা করিবে; যখন ভিক্ষাও কুত্রাপি মিলিবে না, তখন মগ্নবীজানুসন্ধান দ্বারা জীবিকা করিবে; যখন তাহাও অপ্রাপ্য হইবে, তখন ভৃত্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা করিবে। এবম্প্রকারে জীবিকা করিতে করিতে বধির ও অন্ধ হইয়া নিয়ত নিঃসারিত মললিপ্ত হইয়া অতীব হেয়তাপ্রাপ্ত ও দুঃখভাগী হইবে।

এবং পুরাণং শ্রুত্বাসাবিক্ষাকুর্শত্রুঃখিতঃ।
মনসাচিন্তয়চ্ছেদং স্মারং স্মারং দ্বিজাধমঃ। ৯
রূপপুষ্পৈর্ম্মহিম্ময়ী দুর্গাপি ফলবর্জ্জিতা।
তথা পুরাণরহিতা বিদ্যা নো গতিদর্শিনী॥
বহুশাস্ত্রং সমভ্যস্য বহূন্ বেদান্ সবিস্তরান্।
পুংসোঽশ্রুতপুরাণস্য ন সম্যগ্‌যাতি দর্শনম্॥
শম্ভুরুবাচ।
এবং চিন্তয়তস্তস্য হ্যকালমরণন্ত্বভূৎ।
যমলোকং গতশ্চায়ং যমেন পরিভাষিতঃ।৯৩
যম উবাচ।
অনেকপাপযুক্তোঽহসি পুণ্যং নৈব মহত্তব।
ন বেদাধ্যাপনাৎ প্রাপ্তং পাপঞ্চ বিদিতং তব॥
কোটিবর্ষাণি নরকে তব স্থিতিরিতি দ্বিজ।
আয়ুরস্তি তবাত্যল্পং গম্যতাং পৌর্ব্বিকী তনুঃ
কুরু পুণ্যং হিতং দানং দেবতাপূজনং জপম্
সাঙ্গমধ্যাপনং বিপ্র-ভোজনং ভস্মধারণম্।
ভজ বিশ্বেশ্বরং দেবং দেবদেবমুমাপতিম্।
তস্য প্রযত্নমাত্রেণ মম লোকং ন গচ্ছসি॥ ৯৭
যৎকিঞ্চিৎপ্রত্যহং পাপিন্ পুরাণং শৃণু সাদরম্
তত্তস্তচ্ছ্রবণাদেব নেক্ষসে মম যাতনাঃ॥ ৯৮
যমস্য বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণঃ স্বাং যযৌ তনুম্।
অথেশপূজনকৃতে যত্নমাস্থায় স দ্বিজঃ॥ ৯৯
আগমন্মুনিবর্য্যস্তু জাবালিং শিবপূজকম্।
তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্নং শ্রুতিস্মৃতিবিবেচকম্।
পুরাণতত্ত্ববেত্তারং লক্ষশিষ্যসমাবৃতম্॥
জরাশিথিলসর্ব্বাঙ্গং বেদবেদাঙ্গপারগম্॥
দ্রষ্টুকামো যযৌ শৈলং মন্দরং চারুকন্দরম্।
নানাবিহঙ্গসম্পূর্ণং নানাপুষ্পলতাবৃতম্॥
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতং নানাগন্ধোপশোভিতম্।
কিন্নরাণাঞ্চ মিথুনৈর্গীতপূর্ণমহাগুহম্॥১০৩
অনেকরূপলাবণ্য-বনিতোষিতপাদপম্।

সেই দ্বিজাধম ইক্ষাকু পুরাণবাক্য শ্রবণানন্তর অতীব দুঃখিত হইয়া উক্ত বাক্যগুলি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন। যেরূপ সুরূপসম্পন্না মৃন্ময়ী দুর্গা পুষ্পরাশি দ্বারা পূজিতা হইলেও ভক্তি ব্যতিরেকে ফলদায়িনী হন না, সেইরূপ মানব বহু শাস্ত্র ও বহু বেদ অধ্যয়নানন্তর পুরাণাদির শ্রবণ দ্বারা দেবতা ও যজ্ঞাদির প্রতি ভক্তি না করিলে সম্যক্ গতি (জ্ঞান) লাভ করিতে পারে না। শম্ভু কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কিঞ্চিৎ আয়ু অবশিষ্ট থাকিলেও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া যমলোকে গমন করিল। যমরাজ তাহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্যসমূহ দ্বারা উপদেশ দিলেন।৭৯—৯৩। যম কহিলেন,—হে দ্বিজ! তুমি অত্যন্ত পাপী, বেদাদির অধ্যয়ন দ্বারা কোন মহৎ পুণ্য লাভ কর নাই এবং পাপ কি, তাহাও জানিতে পার নাই। তজ্জন্য তোমাকে কোটিবর্ষ নরকে বাস করিতে হইবে; তোমার এখনও কিঞ্চিৎ আয়ু আছে, পূর্ব্বদেহে গমন কর, অনন্তর লোকহিত, দান, যজ্ঞ, দেবপূজা, জপ, সাঙ্গবেদের অধ্যাপন, ব্রাহ্মণভোজন, ভস্মধারণ প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, দেবদেব উমাপতি বিশ্বেশ্বরদেবের ভজনা কর; তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইলে তোমার আর আমার লোকে আসিতে হইবে না। হে পাপন্! প্রতিদিন আদরপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুরাণ শ্রবণ কর, তচ্ছ্রবণ দ্বারা যমযাতনা হইতে অব্যাহতি পাইবে। সেই দ্বিজ, যমবাক্য শ্রবণানন্তর স্বীয়দেহে আগমন করিয়া প্রযত্নসহকারে শিবার্চ্চন আরম্ভ করিলেন। সেই দ্বিজ, এক সময়ে তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন, শ্রুতি ও স্মৃতির মীমাংসক, বেদবেদাঙ্গপারগ, পুরাণতত্ত্ববিৎ, শিবপূজক, লক্ষশিষ্য-পরিবৃত, জরা-শিথিলসর্ব্বাঙ্গ, মুনিবর জাবালিকে দেখিবার ইচ্ছায় সুচারু কন্দর শোভিত, নানাজাতীয় বিহঙ্গসমাকুল, নানাবিধ পুষ্পলতা-পরিশোভিত সর্ব্বঋতু-প্রস্ফুটিত নানাবিধ সুগন্ধি-কুসুম-গন্ধামোদিত কিন্নরমিথুনকণ্ঠবিনিঃসৃত সুগীত লহরী ব্যাপ্তকন্দর, অনেক সুকান্তিবিশিষ্ট

লম্বমানবিচিত্রাভিঃ স্রগ্‌ভিঃ শোভিতপাদপম্ ॥
রতিশ্রমপ্রসুপ্তানাং বোধনাদিত্বষট্‌পদম্।
কূজন্তি চ পিকাঃ কামং বিযুক্তানাং যুক্তে কিল
নানামুনিগণাকীর্ণং প্রশান্তমৃগচারিণম্।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণং গন্ধর্ব্বগণসেবিতম্ ॥১০৬
নানাসিদ্ধমুখোদ্ভূত-গীতপূর্ণবনান্তরম্।
বিচিত্রফলসম্পূর্ণং নানাদেবালয়ান্বিতম্ ॥১০৭
প্রাসাদশতসম্বাধং নানাগৃহসমন্বিতম্।
সিংহাননৈর্গজমুখৈরুলুকবদনৈরথ ॥১০৮
অমুখৈর্বিমুখৈরুগ্রৈরর্দ্ধবক্ত্রৈর্ম্মৃগীমুখৈঃ।
রুরুজম্বুকগোধাহি-বানরর্ক্ষমুখৈরপি ॥ ১০৯
ব্যাঘ্রবৃশ্চিকভল্লুষ্ট্র শ্বানগর্দ্দভতুণ্ডকৈঃ।
সমস্তজীববদনৈঃ সদৃশাস্যৈর্গণেশ্বরৈঃ ॥ ১১০
বল্লীমুখৈর্বৃক্ষমুখৈঃ শিলাবক্ত্রৈরয়োমুখৈঃ।
শঙ্খমুক্তাদিজলজ-বদনৈরূপশোভিতম্ ॥১১১
অধিকাঙ্গৈরনঙ্গৈশ্চ জটিলৈঃ শিখিমুণ্ডিতৈঃ।
পক্ষিবক্ত্রৈর্বিশ্ববক্ত্রৈস্তিমিগ্রাহমুখৈরপি ॥ ১১২
ঘটাস্যৈঃ শূর্পবদনৈঃ কর্ণপাদমুখৈরপি।
ঘণ্টামুখৈর্ব্বেণুমুখৈঃ কিঙ্কিণীবদনৈরপি ॥ ১১৩
যাদৃগ্‌বস্তু জগত্যস্মিংস্তাদৃশাস্যৈরধোমুখৈঃ।
কৈশ্চন্নিস্তুতকন্দর্প-রূপলাবণ্যকোমলৈঃ ॥১১৪
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশৈশ্চন্দ্রকোটিসমপ্রভৈঃ।
নানাবর্ণৈর্বিশ্বমুখৈর্বিশ্বরূপৈশ্চতুর্মুখৈঃ ॥ ১১৫
দ্বিমুখৈঃ পঞ্চবক্ত্রৈশ্চ ত্রিমুখৈঃ ষণ্মুখৈরপি।
একানেকমুখৈঃ শান্তৈঃ সর্ব্বদা সুখিভির্ভৃতম্ ॥
নানাভোগসমৃদ্ধৈশ্চ রতিকামসমৈরপি।
লক্ষ্মীনারায়ণপ্রখ্যৈরুমেশসমবিগ্রহৈঃ।
নানারূপধরৈশ্চান্যৈঃ সেবিতং মন্দরাচলম্ ॥
ধেনবো যত্র বেদাশ্চ মীমাংসাবৎসসংযুতাঃ।
ধর্ম্মাদয়ঃ সবর্ণাঃ পুরাণানি চ কর্ম্মণা ॥ ১১৮

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে পরিবেষ্টিত, সুবৃহৎ তরুরাজীর আশ্রয়, বিচিত্রকুসুমমালা-সুলম্বিত পাদপাবলীবিরাজিত, রতিশ্রমহেতু সুনিদ্রাভোগানন্তর জাগরিত ভ্রমরগণকৃত-মধুরগুঞ্জন-ধ্বনিবিশিষ্ট, মন্দরাখ্য অচলে গমন করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বতে কোকিল-কোকিলাগণ স্বেচ্ছানুসারে মুহুর্মুহুঃ কুহুধ্বনি দ্বারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নায়কনায়িকাগণের সম্মিলন সংঘটন করিতেছে। ঐ পর্ব্বত বহুমুনিজনের আবাসস্থল, উহাতে অসংখ্য মৃগ প্রশান্তভাবে বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা অপ্সর ও গন্ধর্ব্বগণ কেলি করিতেছে। স্থানে স্থানে সিদ্ধকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি দ্বারা বনানন্তর-ভাগ পূর্ণ হইতেছে, নানাজাতীয় বৃক্ষ ফলভরে অবনত রহিয়াছে, অনেকানেক দেবালয় গৃহ এবং প্রসাদসদৃশ অট্টালিকারাজি শোভা পাইতেছে; সিংহানন, গজবদন, পেচকমুখ, মুখরহিত, পশ্চান্মুখ, উগ্রবদন, অর্দ্ধবদন, মৃগীমুখ, হরিণ শৃগাল গোধা সর্প বানর ভল্লুক-মুখ, ব্যাঘ্র বৃশ্চিক উষ্ট্র কুকুর গর্দ্দভমুখ, জাগতিক সমুদয় জীবের বদনসদৃশ বদনধারী গণেশ্বরগণ, বৃক্ষ, বল্লী, শিলা ও লৌহমুখ, গণেশ্বরগণ শঙ্খ শম্বুক প্রভৃতি জলচর জীবের বদনসদৃশ বদন-বিশিষ্ট গণেশ্বরগণ, অধিকাঙ্গ, অঙ্গরহিত, জটাধারী, শিখাধারী, পক্ষিমুখ, বৃষমুখ, তিমিঙ্গিল ও নক্রমুখ, ঘট ও সূর্পাস্য, কর্ণ ও পাদমুখ, ঘণ্টা বেণু ও কিঙ্কিণীমুখ, গণেশ্বরগণ, সমুদয় পার্থিব জীবের আস্যের ন্যায় আস্যধারী ও অধোমুখ গণেশ্বরগণ, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন। কেহ কন্দর্পের ন্যায় কোমল-রূপলাবণ্যধারী, কেহ কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, কেহ কোটিচন্দ্র সদৃশ দীপ্তিশালী, কেহ বহুবিধবদনশোভিত, কেহ নানারূপধর, কেহ কেহ বা একমুখ, দ্বিমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ বা ষণ্মুখধারী, কেহ কেহ বা সদাশান্ত ও কেহ কেহ বা রতি ও কামদেবের ন্যায় নানা ভোগসমৃদ্ধি দ্বারা সদা সুখী, কেহ কেহ বা লক্ষ্মীনারায়ণ ও উমামহেশ্বরের ন্যায় রূপশোভিত, এবম্প্রকার গণেশ্বরগণ সদা মন্দারাচলে বিহার করিতেছেন। ৯৪—১১৭। এই মন্দরপর্ব্বতে বেদসমূহ ধেনু ও মীমাংসাশাস্ত্রসমূহ তাহার বৎসরূপে অবস্থান করিতে-

স্মৃতীতিহাসজাতানি আগমাশ্চ শরীরিণঃ।
স্থিতাশ্চ মন্দরে যত্র স শৈলঃ পাপনাশনঃ॥
তস্য মধ্যে মহাপুণ্যং পুরং পরমশোভিতম্।
বাপীতড়াগোপবনপ্রাসাদশতশোভিতম্॥১২০
সপ্তপ্রাকারপরিখং রত্নাট্টালকসংযুতম্।
গোপুরৈর্নবভির্যুক্তং বিচিত্রগৃহসংযুতম্॥১২১
যস্য চাপ্রতিমং তেজ উষ্ণশীতাদিবর্জ্জিতম্।
তন্মধ্যে নগরী পুণ্যা তন্মধ্যে চ সভা শুভা॥
তস্যাং ভদ্রাসনং মধ্যে বেদপাদং বিচিত্রিতম্।
সর্ব্বোপনিষদাক্লিপ্তং পাদপীঠং সুশোভনম্॥
পুরাণান্যাগমাস্তস্য স্তস্তীতি শিবপাদয়োঃ।
তত্রাসীনো মহাযোগী গোক্ষীরসদৃশাকৃতিঃ॥

ছেন; সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম পুরাণ স্মৃতি ইতিহাস ও আগমসমূহ অনুকূল কর্ম্মসমূহের সহিত দেহপরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করিতেছেন; এজন্য মন্দরশৈল সর্ব্বপাপনাশক। তন্মধ্যে পরম পবিত্র, শত শত বাপী তড়াগ উপবন প্রাসাদ প্রভৃতি দ্বারা অতীব শোভমান, সপ্ত প্রাচীর ও সপ্ত পরিখাপরিবেষ্টিত রত্ন-নির্ম্মিতঅট্টালকসংযুক্ত, নব-সিংহদ্বারপরি-শোভিত ও বিচিত্রগৃহাবলী-বিরাজিত সুবৃহৎ নগরী আছে। উহার দীপ্তি অপ্রমেয়, উহাতে অত্যুষ্ণতা ও অতিশীততা নাই। এতাদৃশ সুবৃহৎ নগরীমধ্যস্থ সুপবিত্র পুরী-মধ্যে এক মঙ্গলময়ী মহতী সভা আছে। সেই সভার মধ্যস্থলে ভদ্রাসন সংস্থাপিত; তৎসমীপে বিচিত্র সুশোভন পাদপীঠ (পদদ্বয় স্থাপনের চৌকী) বিরাজমান আছে, বেদচতুষ্টয় উহার চতুষ্পাদ (চারিটী পায়া) রূপে অবস্থিত, তদুপরি উপনিষৎ-সমূহ বিস্তৃত, তদুপরি পুরাণ ও আগমসমূহ সুখকর আস্তরণরূপে আস্তৃত রহিয়াছে; গোক্ষীরসদৃশ ধবলাকৃতি মহাযোগী ভগবান সদাশিব ভদ্রাসনোপরি উপবেশনপূর্ব্বক উক্ত পাদপীঠে পদদ্বয় রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট আছেন। বিশ্বনিয়ন্তা সদাশিব তথায় সর্ব্বোৎকর্ষসম্পন্ন ষোড়শবর্ষদেশীয় যুবাপুরু-

মন্দস্মিতসুচার্ব্বাস্যো দ্ব্যষ্টবর্ষবয়াঃ প্রভুঃ।
দধার উরসা মালাং মণিরুদ্রাক্ষকল্পিতাম্॥১২৫
বিভ্রাণ উপবীতং চ কর্ণিকারসমদ্যুতিঃ।
সুরত্নকুণ্ডলো দেবঃ কিরীটকনকাম্বরঃ॥১২৬
নানাভূষণসংযুক্তো নানাগন্ধবিলেপনঃ।
বামাঙ্কারূঢ়গিরিজো বীক্ষ্যমাণস্তদাননম্॥১২৭
মুগ্ধাং নম্রমুখীং বালাং নবযৌবনশোভিতাম্।
ভূষিতাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং বিভ্রতীং কনকাম্বুজম্॥

আলিঙ্গ্য বামেন করেণ দেবীং
দক্ষেণ তস্যা মুখমুন্নময্য।
স্পৃষ্ট্বা শিরো বামকরেণ তস্যা
দক্ষেণ কুর্ব্বংস্তিলকঞ্চ দেবঃ॥১২৯

ভক্তির্বীজয়তে দেবং প্রণবব্যজনেন চ।
পূজা কাপি কুসুমৈর্ম্মালা দেবায় বিভ্রতী॥
জ্ঞপ্তির্বিরক্তির্ব্বনিতে বিভ্রত্যৌ যোগচামরে।
সমাধিঃ কার্য্যকর্ত্তাস্য ধারণা যোষিদস্য চ॥
যমাশ্চ নিয়মাশ্চৈব কিঙ্করাস্তস্য কীর্ত্তিতাঃ।

ষের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন; তিনি মন্দস্মিত-বিজড়িত সুচারু বদন, কণ্ঠবিলম্বিত মণি-রুদ্রাক্ষরচিত মালা, কর্ণিকার-কুসুমদ্যুতি-শোভিত যজ্ঞোপবীত, সুরত্নকুণ্ডল, কিরীট, কনকাম্বর প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণ এবং সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি বিলেপন ধারণপূর্ব্বক বামাঙ্কস্থিত-গিরিজাবদনে ন্যস্তদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছেন। ১১৮—১২৭। ভগবান্ অতি সুন্দরী, নম্রমুখী, নবযৌবনসম্পন্না, সর্ব্বা-ভরণভূষিতা, স্বর্ণকমলধারিণী চার্ব্বঙ্গী বালা-রূপিণী গিরিনন্দিনীকে বামাঙ্কে আলিঙ্গন করিয়া বামহস্ত দ্বারা দেবীর মস্তক ধারণ ও দক্ষিণহস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ উন্নমিত করিয়া তদীয় ললাটে তিলক দান করিতেছেন। ভক্তিদেবী প্রণবরূপ ব্যজন দ্বারা ভগবানের অঙ্গে বায়ু সঞ্চালন করিতেছেন; পূজাদেবী ভগবানের উদ্দেশে কুসুমহার বিরচন করিতেছেন; জ্ঞপ্তি ও বিরক্তিনাম্নী বনিতা-দ্বয় জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগরূপ চামরদ্বয় ধারণ করিতেছেন, সমাধি ভগবানের

প্রাণায়ামঃ পুরোধাশ্চ প্রত্যাহারঃ সুবর্ণধৃৎ।
ধ্যানঞ্চ দ্রবিণাধ্যক্ষঃ সত্যং সেনাপতিস্তথা।
ব্রহ্মপ্রভৃতি কীটান্তাঃ পশবস্তৎপতিঃ শিবঃ।
পশূনাং পালকো ধর্ম্মঃ স্যাদধর্ম্মশ্চ তস্করঃ।
মায়াপাশেন তে বদ্ধা মোচনী কাশিকামৃতিঃ।
নানাবিধাশ্চ প্রমদা দেবদেবমুমাপতিম্‌।
এতাদৃশমুমানাথং কোটিজন্তুরনুস্মরেৎ ॥ ১৩৫
ইষ্টান্‌ ভোগানবাপ্যাথ শিবলোকে মহীয়তে
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেন্দ্রাদ্যাস্তৎপুরদ্বারপালকাঃ ॥১৩৬
লক্ষ্মীসরস্বতীদেব্যৌ দেহল্যর্চ্চনে উক্তিতৌ।
নিযুক্তে দেবদেবস্য দেবাশ্চ সুরযোষিতঃ॥
দাস্যো দেবাঃ সমস্তাশ্চ দাসা যস্য মহাত্মনঃ।
এতাদৃশং মহাশৈলমিক্ষ্বাকুঃ সন্দদর্শ হ॥ ১৩৮

মুনিং প্রণম্য জাবালিমিদমাহ বচস্তদা।
গন্তুকামো মহাশৈলং ন শক্তোঽস্মি ন বা মুনে॥ ১৩৯
মমায়ুরল্পং কথিতং যমেন জ্ঞানিনা পুরা।
নরকশ্চ বহুঃ প্রোক্তঃ কথং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি

জাবালিরুবাচ।

ময়াপি সর্ব্বমেতত্তে জ্ঞাতং দিব্যেন চক্ষুষা।
আয়ুর্দ্দশদিনং ব্রহ্মন্‌ বিদ্বানপি ন ধর্ম্মকৃৎ॥১৪১
ন তপস্তে হ্যনভ্যাসান্ন চ যোগোঽল্পকালতঃ।
ন দানং দ্রবিণাভাবাদসামর্থ্যাত্তথার্হণা॥ ১৪২
ন যজ্ঞো ন ব্রতং পূর্ত্তং ন চ পুণ্যমনায়ুষঃ।
ন চাধ্যাপনতীর্থাদিসেবা কালবিরোধতঃ॥১৪৩
তস্মাত্ত্বৎপাপনাশায় প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
গতিপ্রদং তথা ধর্ম্মং গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা মুনে॥

কার্য্যকর্ত্তা, ধারণা সমাধির পত্নী; যম ও নিয়মসমূহ তাঁহার কিঙ্কর বলিয়া কথিত; প্রাণায়াম তাঁহার পুরোহিত ও প্রত্যাহার সুবর্ণধারী স্বরূপ; ধ্যান ধনাধ্যক্ষ এবং সত্য সেনাপতিরূপে কার্য্য করেন; কীটপতঙ্গাদি হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জীবব্যূহ পশুবৎ এবং ভগবান্‌ শিব তাহাদিগের পতিরূপে বিরাজমান। ধর্ম্ম পশুগণের পালক ও অধর্ম্ম তস্কররূপে অবস্থান করিতেছেন। পশুগণ সকলেই মায়ারজ্জু দ্বারা বদ্ধ এবং কাশীমৃত্যুই তাহাদিগের বন্ধনমোচনের উপায়। শ্রদ্ধা দয়া অহিংসা প্রভৃতি উত্তমা স্ত্রীগণ দেবদেব উমাপতির পরিচর্য্যা করিতেছে। কোটি কোটি জন্তু এতাদৃশ উমাপতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাহারা শিব কৃপায় অভিলাষানুরূপ বহুভোগ্য বস্তুর ভোগানন্তর অন্তে সুখধামশিবলোকে বাস করে; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, শিবপুরীর দ্বারপালরূপে নিযুক্ত আছেন। ১২৮—১৩৭। লক্ষ্মী ও সরস্বতীদেবী শিবপুরীর গৃহদ্বারসমূহের মার্জ্জনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, অন্যান্য দেবদেবীগণ মহাত্মা উমাপতির দাসত্বে নিযুক্ত আছেন; সেই দ্বিজ ইক্ষ্বাকু এতাদৃশ মন্দরশৈল সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকু মহর্ষি জাবালিকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মুনে! আমি মহাশৈল মন্দরে যাইতে ইচ্ছা করিলেও সমর্থ হইতেছি না; যেহেতু ইতিপূর্ব্বে মহাজ্ঞানী যমরাজ আমাকে কহিয়াছেন যে, তোমার আয়ুর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং তুমি বহু নরক ভোগ করিবে; অতএব যাহাতে আমি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি তাহার বিধান করুন। মহর্ষি জাবালি তদ্বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন,—দ্বিজ! আমি দিব্যচক্ষু দ্বারা তোমার সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি তোমার আয়ুর আর দশদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে, তুমি বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও কখন কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই। কখন অল্প কালের জন্যও তপস্যা বা যোগাভ্যাস কর নাই। ধনের ও সামর্থ্যের সদ্ভাব সত্ত্বেও দান, যজ্ঞ, ব্রত, পূর্ত্তকর্ম্ম (কূপাদিপ্রতিষ্ঠা) ও অধীত শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা এবং তীর্থাদিতে গমন না করিয়া এক্ষণে আয়ুর শেষাবস্থায় উপনীত হইয়াছ। তদ্ধেতু আমি তোমার পাপনাশের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি

ইক্ষ্বাকুরুবাচ ।
যাবজ্জীবং প্রতিজ্ঞায় ক্রিয়তে যো বৃষো দ্বিজ
তেন পাপপরীহারো ভবিষ্যতি সুনিশ্চিতম্ ॥
তদ্‌যেন ধর্ম্মচর্য্যেণ মম পাপং প্রণশ্যতি ।
কেন বা পুণ্যযোগেন স্বর্গতিশ্চ ভবিষ্যতি ॥
শরণং ভব বিপ্রর্ষে নরকাদতি বিভ্যতঃ ।
সর্ব্বধর্ম্মফলং প্রাহুঃ শরণাগতপালনম্ ॥ ১৪৭
জাবালিরুবাচ ।
সত্যং স্বল্পেন কালেন ন তাদৃগ্‌লভ্যতে বৃষঃ
অমৃতে ত্বনৃতে শক্যং বক্তুং স্বপ্নান্তরেষপি ।
রহস্যমেকং কিঞ্চিত্তু যস্য কস্যাপি নোচ্যতে ॥
ইক্ষ্বাকুরুবাচ ।
শরণং পালয় মুনে কালো মে নির্গমিষ্যতি ॥
জাবালিরুবাচ ।
মম প্রাণাধিকং বিপ্র রহস্যং শ্রুতিচোদিতম্ ।
শিবলিঙ্গার্চ্চনং নাম ব্রহ্মাদিভিরনুষ্ঠিতম্ ॥১৫০
সমস্তপাপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং তস্মাচ্ছিবপূজাং সমাচর ॥১৫১
নাতিক্রামেদ্‌যদি মুনে শিবলিঙ্গার্চ্চনং শুভম্
যঃ শম্ভুপূজাং বিচ্ছিন্দ্যাত্তেন চ্ছিন্নং
হি মে শিরঃ ॥ ১৫২
বরং শূলবিনিক্ষেপো বরং শাল্মলিকর্ষণম্ ।
বরং প্রাণপরিত্যাগো নৈব পূজাব্যতিক্রমঃ ॥
বরং বহ্নিপ্রপতনং বরঞ্চাধঃ শিরঃ কৃতম্ ।
বরং স্বমলভুক্তির্ব্বা নেশপূজাব্যতিক্রমঃ ॥১৫৪
অপূজয়িত্বা চেশানং যো হি ভুঙ্‌ক্তে নরাধমঃ
পাপানামন্নরূপাণাং তস্য ভোজনমুচ্যতে ।
অনুচ্চার্য্য পদং শম্ভোর্ভুঙ্‌ক্তে যদি চ খাদতি ।
শিবেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে ।
ভস্মীভবন্তি তস্যাশু মহাপাতককোটয়ঃ ॥১৫৬

না। হে দ্বিজ! তোমার কোন সদ্গতিপ্রদ ধর্ম্ম নাই, অতএব তুমি আমার নিকটে অবস্থান অথবা অন্যত্র গমন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। ইক্ষ্বাকু কহিলেন,—হে মহর্ষে! যাবজ্জীবন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিলে সেই ধর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয় পাপ নাশ হয়। যে ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা আমার পাপসমূহ নষ্ট হইবে এবং যে পুণ্যযোগ দ্বারা আমার স্বর্গে স্থিতি হইবে, তদুপদেশ দ্বারা আমাকে কৃতার্থ করুন। হে বিপ্রর্ষে! আমি বিষম-নরকভীতি হেতু আপনার শরণাপন্ন হই-লাম; পণ্ডিতগণ শরণাগতপালনকে সর্ব্ব-ধর্ম্মের সার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ১৩৮—১৪৮। জাবালি কহিলেন,—হে দ্বিজ! যদিও তাদৃশ সদ্গতিদায়ক কোন ধর্ম্ম স্বল্প কালে লব্ধ হইতে পারে না, ইহা সত্য; তথাপি আমি তোমাকে সংক্ষেপে একটি অতিগুহ্য সত্য ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারি, যাহার কিছুমাত্র অন্যের নিকটে প্রকাশ করিবে না। ইক্ষ্বাকু কহিলেন,—হে মুনে! শরণাগতের রক্ষা করুন, আমার আয়ু অতি সত্বর নিঃশেষিত হইবে। জাবালি কহিলেন,—হে বিপ্র! ব্রহ্মাদিদ্বারা অনু-ষ্ঠিত, বেদবিহিত, শিবলিঙ্গার্চ্চননামক অতি গুহ্যধর্ম্ম আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়; উহা সর্ব্ববিধ পাপ উপদ্রব নষ্ট করিয়া নানাবিধ ঐহিক সুখ ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। অতএব তুমি শিবপূজারূপ ধর্ম্মাচরণ কর। হে দ্বিজ! কদাচ এই শুভদায়ক শিব-পূজার অন্যথা করা উচিত নহে; যে মানব এবম্ভূত শিবার্চ্চনের ব্যতিক্রম উৎ-পাদন করে, সে নিশ্চয়ই আমার শিরশ্ছেদন করে। শিবপূজা পরিত্যাগরূপ ঘোর মহাপাতক অপেক্ষা স্বীয় অঙ্গে শূল নিক্ষেপ শাল্মলীকণ্টক ঘর্ষণ অথবা প্রাণ পরিত্যাগও শ্রেষ্ঠ। বহ্নিপ্রবেশ, অধঃশিরা হইয়া অব-স্থান, অথবা স্বমল ভোজনও শিবপূজা-ব্যতিক্রম অপেক্ষা শুভকর। যে নরাধম শিবপূজা না করিয়া বা শম্ভুর নাম উচ্চা-রণ না করিয়া অন্নাদি ভক্ষণ করে, তাহার সেই অন্নাদিকে পাপ বলা যায়; যে বাক্য দ্বারা শিব এই মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করে, তৎক্ষণাৎ ঐ নামাগ্নি দ্বারা তাহার

শিবং প্রদক্ষিণীকৃত্য যো নমস্তি মানবঃ।
ভূমেঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা যত্তৎপুণ্যমবাপ্নুয়াৎ॥
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা নমস্কারং চ পঞ্চধা।
পুনঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা নত্বা মুচ্যেত পাতকৈঃ॥
সর্ব্ববাদ্যানি যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েদ্বা শিবালয়ে।
বলেন মহতা যুক্তো বেদসেব্যত্র জায়তে॥১৫
শ্রাবয়েদ্যঃ পুরাণানি দেবদেবং ত্রিলোচনম্।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বসেচ্ছিববশে কৃতী॥
তং নিত্যমাদরেণেশো বক্তি বাক্যং প্রিয়ং সদা॥ ১৬১
এতৎসংক্ষেপতঃ প্রোক্তমীশপূজনমুত্তমম্।
অল্পায়ুশ্চ ভবান্ বিপ্র শিবপূজনমাচর॥ ১৬২
ত্রিকালং বা দ্বিকালং বা এককালমথাপি বা।
যামং যামার্দ্ধমথবা শিবপূজনমাচর॥ ১৬৩
বানপ্রস্থাশ্রমো ভূত্বা বানপ্রস্থকৃতাশ্রয়ঃ।
বানপ্রস্থপ্রসূনৈশ্চ প্রাতঃ পূজয় শঙ্করম্॥ ১৬৪
শ্রীফলৈঃ শতপত্রৈশ্চ পদ্মসৌগন্ধিকৈরপি।
নীপৈর্জপাভিঃ পুন্নাগৈঃ করবীরৈশ্চ পাটলৈঃ
তুলস্যা চ রবিদলৈরপরাজিতয়া তথা।
অপামার্গদলৈ রুদ্রজটাধমনকেন চ॥ ১৬৬
সর্ব্বৈরেভিঃ সমফলৈর্বিল্বপত্রৈশ্চ ধূর্ত্তকৈঃ।
দ্রোণৈঃ শিরীষৈঃ শঙ্খৈশ্চ দূর্ব্বয়া কোরকৈরপি
নন্দ্যাবর্ত্তৈরক্ষতৈশ্চ তিলমিশ্রৈশ্চ কেবলৈঃ।
অন্যৈরপি যথাশক্তি প্রাতঃ সম্পূজয়েচ্ছিবম্॥
কর্ণিকায়ৈশ্চ সৌবর্ণৈর্দূর্ব্বয়াপি শিবার্চ্চনম্।
মুকুলৈর্নার্চ্চয়েদ্দেবং চম্পকৈর্জলজং বিনা॥
জলজানাঞ্চ সর্ব্বেষাং পত্রাণামক্ষতস্য চ।
কুশপুষ্পস্য রজতসুবর্ণকৃতয়োরপি॥ ১৭০
অন্নৎ কৃত্বা যথা যত্নু তৈলপক্বং ভবেন্নৃপ।
ন তৎপর্য্যুষিতং প্রোক্তমপূপাদি গমিষ্যতি॥
উক্তিতং যৎকলায়ুক্তং তৈলক্ষারান্নজীরকৈঃ।
জলে তৎপ্রোক্ষিতং মূলফলশাকাদিকং নৃপ॥

কোটিমহাপাতক ভস্মীভূত হয়; শিবমূর্ত্তি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নমস্কার করিলে যে পুণ্য লব্ধ হয়, শিবাধিষ্ঠিত ভূমির প্রদক্ষিণ দ্বারাও সেই পুণ্য লব্ধ হয়; প্রদক্ষিণত্রয়ানন্তর অষ্টাঙ্গাদি পঞ্চবিধ প্রণাম দ্বারাও সেই পুণ্য লব্ধ হইতে পারে। ১৪৯—১৫৮। পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিলেই পাতকসমূহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। যে মানব শিবালয়ে নানা প্রকার বাদ্য করে বা করায়, সে অতীব বলশালী হইয়া বেদসেবী ব্রাহ্মণরূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। যে মানব দেবদেব ত্রিলোচনকে পুরাণসমূহ শ্রবণ করান, সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত হইয়া শিবলোকে বাস করেন। ভগবান্ মহাদেব তাহাকে সর্ব্বদা সাদরে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিবপূজার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, তোমার আয়ু অতি অল্পই আছে; অতএব পাপক্ষয়ের নিমিত্ত শিবপূজনে রত হও। দিবসের ত্রিকাল, দ্বিকাল, এককাল বা একপ্রহর অথবা প্রহরার্দ্ধব্যাপক পূজার আচরণ কর। ভূমি বানপ্রস্থাশ্রম ও বাণপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে পলাশপুষ্পসমূহ দ্বারা শঙ্করের পূজা করিবে। শ্রীফল, শতপত্র (পদ্ম), পদ্মসৌগন্ধিক, কদম্ব, জপা, পুন্নাগ, করবীর, পাটল, তুলসী, রবিদল, অপরাজিতা, অপামার্গদল, রুদ্রজটা (লতাবিশেষ), বিল্বপত্র, ধূর্ত্তক (ধুতুরা), দ্রোণ, শিরীষ শঙ্খ, দূর্ব্বা, কোরক, নন্দ্যাবর্ত্ত ও তিলমিশ্রিত আতপ তণ্ডুল, এই সকল দ্রব্য সমফলদায়ক। সাধ্যানুসারে উক্ত দ্রব্যসকল এবং অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রাতঃকালে শিবপূজা করিবে। স্বর্ণকর্ণিকায় ও স্বর্ণদূর্ব্বাদ্বারাও শিবপূজা করা যায়; কোন প্রকার মুকুল ও চম্পকদ্বারা শিবপূজা করিবে না; জলজ সর্ব্বপ্রকার পত্র, অক্ষত, কুশপুষ্প স্বর্ণ ও রজতপুষ্প দ্বারা শিবপূজা হইতে পারে। হে রাজন্! পূজান্তে তৈলপক্ব অপূপাদি (পিষ্টক) উপহার দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহা পর্য্যুষিত (বাসি) হইলে হইবে না। তৈল

ন চ পর্য্যুষিতং প্রোক্তং গঙ্গাতোয়ঞ্চ সাগরম্ ।
মহানদীজলং সর্ব্বং কেদারজলমেব চ ॥ ১৭৩
হ্রদরূপেণ যত্তীর্থং কূপতীর্থেন রাঘব ।
তড়াগবাপীসরসাং কূপেনাপাঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥১৭৪
তত্তীর্থতোয়ং সর্ব্বঞ্চ ন চ পর্য্যুষিতং ভবেৎ ।
ন রাত্রৌ জলমাহার্য্যং দিবা সম্পাদয়েজ্জলম্ ॥
শস্তমেকং তথা ধার্য্যং ন চ পর্য্যুষিতং হি তৎ
এবং বিদিত্বা পূজাং ত্বং শিবলিঙ্গে সমাচর ॥

শম্ভুরুবাচ ।

এবমুক্তোহথ মুনিনা ইক্ষ্বাকুর্ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ।
শিবপূজাপরো ভূত্বা দিনাষ্টকমতিষ্ঠত ॥ ১৭৭
নবমেহথ দিনে প্রাপ্তে প্রাতঃকালে কৃতার্চ্চনঃ
মরণাবসরে প্রাপ্তে শিবপূজাং বিধায় সঃ ।
স্বান্ প্রাণানুপহারায় তত্যাজৈব মহেশিতুঃ ।
মৃতং তমথ বিজ্ঞায় যমদূতাঃ সমাগতাঃ ॥ ১৭৯
যমলোকপ্রাপকা যে বদ্ধমাস্থায় তস্থিরে ।
শৈবাশ্চাপি সমায়াতা দূতা বহ্নিমুখাদয়ঃ ॥১৮০
তেষামন্যোন্যবাদোঽভূন্নামকো নামকস্থিতি ।
অথবা মোক্ষপাণিঞ্চ শিবদূতমথার্দ্দয়ন্ ॥ ১৮১
অথ বহ্নিমুখঃ ক্রুদ্ধো যতদূতশতং তমঃ ।
মহাকায়স্তথা ভূত্বা গৃহীত্বা চ করেণ তৎ ॥ ১৮২
শিরাংসি চ তথৈকেনাপীড্য চিচ্ছেদ শষ্পবৎ
মায়য়িত্বা ততো দূতানাদায়েক্ষ্বাকুমভ্যগাৎ ॥
নিবেদয়ামাস চ তং বীরভদ্রায় ধীমতে ।
স চাপি শঙ্করায়াথ তং প্রাহ চ মহেশ্বরঃ ॥১৮৪
ত্বয়াষ্টদিনপূজৈব কৃতা কৃশা দিনে দিনে ।
ত্বমনিন্দঃ পুরা মাঞ্চ লিঙ্গং শিশ্নাগ্রমিত্যুত ॥
তেনৈব পাপযোগেন শিশ্নচক্রো ভবিষ্যসি ।
শিশ্নাগ্রে বিবরং চক্রং জিহ্বানাসাদিবর্জ্জিঃ ॥
পূর্ব্বং মন্নামবক্তৃত্বাৎক্তাচাপি ভবিষ্যসি ।
অথেশবচনাৎ সোঽপি তথাভূতোঽভবৎক্ষণাৎ

ক্ষার অন্ন ও ক্ষীরকমিশ্রিত ফল-মূল ও শাকাদি নিবেদনান্তে জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। হে রাঘব! গঙ্গাজল, সাগরজল, কেদারবাহিনী স্রোতস্বতীর জল এবং যে সকল হ্রদ, কূপ, তড়াগ, বাপী ও সরোবর তীর্থরূপে পরিগণিত আছে, তৎসমুদয়ের জল পর্য্যুষিত হয় না। পূজার্থ জল দিবা-ভাগে আহরণ করিবে, রাত্রিতে সংগ্রহ করিবে না। সদ্যঃসংগৃহীত জলই গ্রাহ্য, পর্য্যুষিত বারি অগ্রাহ্য। হে বিপ্র! তুমি এই সকল বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া শিবলিঙ্গ পূজনে রত হও। শম্ভু কহিলেন,—হে রাম! সেই ব্রাহ্মণপ্রিয় ইক্ষ্বাকু, জাবালি কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া অষ্টাহকাল শিবপূজা দ্বারা অতিবাহিত করিল। অনন্তর নবমদিনে প্রাতঃকালে শিবার্চ্চন সম্পন্ন করিয়া মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া অবসর বুঝিয়া স্বজীবন উপহার দ্বারা শিবপূজাপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিল। তাহাকে মৃত জানিয়া যম-দূতগণ তৎসমীপে আগমন করিল। যম-দূতগণ ইক্ষ্বাকুকে যমলোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছে, এমত কালে বহ্নিমুখাদি শিবদূতগণ তথায় উপস্থিত হই-লেন। তখন শিবদূত ও যমদূতগণের মধ্যে ইক্ষ্বাকুর অধিকার লইয়া পরস্পর বাদানু-বাদ হইতে লাগিল এবং যমদূতগণ ক্রুদ্ধ হইয়া মোক্ষপাণি শিবদূত বহ্নিমুখকে প্রহার করিল। অনন্তর শতযমদূতসদৃশ ক্রোধী বহ্নিমুখ ক্রুদ্ধ হইয়া বৃহৎ শরীর ধারণপূর্ব্বক এক হস্ত দ্বারা ইক্ষ্বাকুকে গ্রহণ ও অপর হস্ত দ্বারা যমদূতগণের মস্তকসমূহ তৃণবৎ ছেদন করিয়া কৈলাসে আগমন করিলেন এবং তাবৎ বৃত্তান্ত ধীমান্ বীরভদ্রের নিকট বর্ণন করিলেন; বীরভদ্রও ইক্ষ্বাকুবিষয়ক বৃত্তান্ত শিবের গোচর করিলেন। বীরভদ্রের বাক্য শ্রবণানন্তর মহেশ্বর ইক্ষ্বাকুর প্রতি কহিলেন,—তুমি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অষ্ট-দিন মাত্র আমার পূজা করিয়াছ,—কিন্তু পূর্ব্বে শিবলিঙ্গ, 'শিশ্নের অগ্রভাগ' এই কথা বলিয়া আমার নিন্দা করিয়াছ, সেই পাপ-যোগ দ্বারা শিশ্নচক্র হইবে, তোমার শিশ্নের অগ্রভাগে বিবর ও চক্র হইবে এবং তোমার জিহ্বা ও নাসিকাদি থাকিবে না। পূর্ব্বে

শম্ভুরুবাচ।
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুরাণাখ্যানমুত্তমম্।
বিমুক্তপাপবন্ধশ্চ শিবভক্তো ভবিষ্যতি ॥১৮৮
স যাতি চ শিববাসে বক্তা চাপি তথা ভবেৎ
যশ্চ বক্তি কথামেনাং হরেণ সদৃশো ভুবি॥১৮
উক্তা কথামিমাং পূর্ব্বমধীরো নাম ভূমিপঃ।
স্বর্গং স গতবান্ রাজা কৃতপাপোঽথ ভার্য্যয়া
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে বিভূতিমাহাত্ম্যে
ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৬॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।
শ্রীরাম উবাচ।
অয়মগ্নিশিখো নাম বহ্নিঃ শিবগণঃ শুচিঃ।
স কথং তাদৃশো ভূতস্তন্মে বদ নমস্তব ॥ ১
শম্ভুরুবাচ।
অয়মাসীৎ পুরা কশ্চিৎ ক্ষত্রিয়ঃ ক্রোধনঃ সদা
নষ্টভার্য্যো নষ্টসেনো নষ্টরাষ্ট্রোঽতি দুঃখিতঃ ॥
লব্ধা লুলাপদ্বিতয়ং কৃষিং চক্রে সহাত্মজৈঃ।
ঋণেন মহতা যুক্তঃ পুনশ্চাতীব দুঃখিতঃ ॥ ৩
পুনশ্চ দুঃখিতো রাজা সর্পেণ সুতনাশনাৎ।
তথাভূতো মহীপালস্তত্যাজ কৃষিমপ্যুত ॥ ৪
পরিত্যজ্য সুতৌ চাপি ত্যক্তাহারো রুরোদ হ
সুতাবথ সমাগম্য প্রাহতুঃ পিতরন্ত্বিদম্ ॥৫
পুত্রাবূচতুঃ।
কিমর্থং রুদ্যতে তাত নষ্টো নায়াতি রোদনাৎ
শরীরশোষণায়াথ শোকস্তেঽদ্য ভবিষ্যতি ॥৬
শোকেন চক্ষুষী নষ্টে কণ্ঠো নষ্টস্তথা তব।
অনুষ্ঠানং তথা নষ্টং কিমর্থং পরিতপ্যসে ॥৭

আমার নাম বলিতে বলিয়া বাক্‌শক্তির অভাব হইবে না। ইক্ষ্বাকু শিববাক্যান্তে তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ প্রাপ্ত হইল। ১৫৯—১৮৭। শম্ভু কহিলেন,—যে প্রতিদিন এই পবিত্র পুরাণাখ্যান শ্রবণ করে, সে সমুদয় পাপবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শিবভক্তরূপে বিচরণ করে, এবং অন্তে পুরাণবক্তার সহিত একত্রে শিবলোকে বাস করে; যে ব্যক্তি পৃথিবীতে এই শিবমাহাত্ম্যবিষয়ক কথা কীর্ত্তন করেন, তিনি শিবতুল্য হন। পূর্ব্বকালে অধীরনামক রাজা পাপকারী হইলেও শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া ভার্য্যার সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৮—১৯০।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীরাম কহিলেন,—ঐ পবিত্রস্বভাব বহ্নিমুখনামক শিবদূত কিরূপে বহ্নিমুখ হইল, তাহা আমাকে বলুন। আমি আপনাকে নমস্কার করি। শম্ভু কহিলেন,—এই বহ্নিমুখ পূর্ব্বজন্মে এক ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ক্ষত্রিয়জন্মে এ সর্ব্বদা ক্রোধী ছিল, ভার্য্যা রাজ্য ও সৈন্য সকল নষ্ট হওয়ায় সে অতিশয় দুঃখিত হইয়া দুইটী মহিষ সংগ্রহপূর্ব্বক তিনটী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৃষি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাজা হইয়া এইরূপ কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহাতেও তাহার কোনরূপ অর্থার্জ্জন হইল না, পরন্তু ঋণজালে জড়িত হইয়া একান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল; দুর্ভাগ্যক্রমে একটী পুত্রও সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়া সেই রাজা অতি দুঃখে কৃষিকর্ম্মও পরিত্যাগ করিল। পরে সে পুত্রদ্বয়ের উপরেও স্নেহ-মমতা ত্যাগ করিয়া অনাহারে থাকিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর পুত্রদ্বয় পিতার নিকটে গিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ১—৫। পুত্রদ্বয় কহিল,—পিতঃ! আপনি রোদন করিতেছেন কেন? যে গিয়াছে তাহার জন্য রোদন করিলে কি হইবে? আপনার রোদনে সে ফিরিয়া আসিবে না। আপনার এইরূপ রোদনে কেবল শরীরকেই কষ্ট দেওয়া হইবে। দেখুন! শোকে আপনার চক্ষুদুইটী নষ্ট হইয়াছে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়াছে, কাজকর্ম্ম

একো নষ্টো ন চায়াতি রক্ষ পঞ্চ স্থিতানমূন্।
বহূনাং রক্ষণং পুণ্যমাশ্রিতানাং বিশেষতঃ। ৮
অন্যাশ্রিতমমুং শত্রুং কথং শোচিতুমর্হসি। ৯
পিতোবাচ।
পুত্রঃ শত্রুঃ কথং পুত্রৌ যুবাং শত্রূ তথা চ মে
অত্যন্তসুখিনং পুত্রং কথং শত্রুমভাষতম্। ১
সুতাবূচতুঃ।
জায়মানো হরেদ্ভার্য্যাং বর্দ্ধমানো হরেদ্ধনম্।
ম্রিয়মাণস্তথা প্রাণাংস্তস্মাৎ কিমতঃ পরম্। ১১
যৎসুখঞ্চ ত্বয়া প্রোক্তং স্পর্শনালিঙ্গনাদিভিঃ।
দুঃখোদর্কমিদং রাজন্ সর্ব্বমেতদ্বদামি তে। ১২
প্রসূতিকালে পুত্রস্য ভার্য্যানাশবিচারণা।
জীবিতায়ামথো পত্ন্যামাত্মনঃ সুখনাশনম্। ১৩
যোষিদ্ভক্তৌ তু জাতায়াং সংযোগো
নোপপদ্যতে।
আলিঙ্গনপরে গাঢ়ং স্তন্যেনাঙ্গং পরিপ্লুতে।
তথাপি যদি সংযোগঃ শিশুরোদনতা স্ত্রিয়াঃ।
দৃঢ়ং শিশুগতং চিত্তং ততো বৈরস্যমেব চ। ১৫
অথ চেৎপতিতো ভিত্তে মধ্যেমৈথুনমূর্চ্ছিতঃ
রতিমধ্যে তু বিচ্ছেদে দুঃখং কিঞ্চিদসন্নিভম্
সর্ব্বকালে পরিমিতে কদাচিদ্রতিসম্ভবঃ।

সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব (আমাদের একান্ত অনুরোধ) আপনি এরূপে আর শোক করিবেন না। আপনার একটীমাত্র সন্তান নষ্ট হইয়াছে, তাহার আর ফিরিয়া আসিবারও সম্ভাবনা নাই; অতএব তাহার জন্য আপনি পাঁচটী প্রাণ নষ্ট করিতে বসিয়াছেন কেন? এই পঞ্চ প্রাণকে রক্ষা করুন। একটীকে ত্যাগ করিয়া বহুকে রক্ষা করায় পুণ্য আছে, বিশেষতঃ ইহারা আপনার আশ্রিত। আপনার সে পুত্র আপনাকে ছাড়িয়া অপরকে আশ্রয় করিয়াছে, সুতরাং সে আপনার শত্রু; তাহার জন্য শোক করিতেছেন কেন? পিতা কহিলেন,—বৎসদ্বয়! পুত্র শত্রু কে বলিল? তাহা হইলে ত তোমরাও আমার শত্রু? পুত্র অত্যন্ত শুভপ্রদ, তোমরা তাহাকে শত্রু বলিলে কেন? পুত্রদ্বয় কহিল,—পুত্র জন্মিয়া ভার্য্যাহরণ করে, * বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অর্থহরণ করে, মরিলে প্রাণ হরণ করে, ইহা অপেক্ষা পুত্রের শত্রুতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? হে রাজন্! তবে যে আপনি পুত্রের অঙ্গস্পর্শ ও আলিঙ্গনাদিতে সুখের কথা বলিলেন,—তাহা আপাততঃ অনুভূত হইলেও পরিণামে দুঃখদায়ক হয়। তাহা আপনার নিকট বিস্তৃতভাবে বলিতেছি। প্রথমতঃ পুত্রের প্রসবকালে ভার্য্যানাশের সম্ভাবনা; পুত্রপ্রসবের পর ভার্য্যা জীবিত থাকিলেও পূর্ব্ববৎ সহবাসসুখ আর ঘটে না; সন্তান হওয়ার পরে কিছুদিন ত অশুচিতানিবন্ধন ভার্য্যাসহবাস ঘটিতেই পারে না, তাহার পরেও ভার্য্যাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে পাইলে তাহার দুগ্ধপূর্ণ স্তনভার হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া যায়। তাহাতেও যদি সহবাস ঘটে ত, সহবাস করিতে করিতে হয়ত শিশু কাঁদিয়া উঠিল, তাহাতে সহবাসের বিঘ্ন হইয়া পড়ে, ভার্য্যার চিত্ত তখন শিশুর উপরে একান্ত আসক্ত থাকে; সহবাসে ইচ্ছা করে না। ৬-১৫। সম্ভোগ কালে বালক যদি শয্যা হইতে পড়িয়া গেল ত সম্ভোগ করিতে করিতেই উঠিতে হয়, সম্ভোগ করিতে করিতে আকস্মিক বিরাম ঘটিলে বিশেষ ক্লেশ হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে সুচারু

---

* ভার্য্যাহরণ করে ইহার তাৎপর্য্য এই যে—পুত্রোৎপত্তির পর অধিকাংশ স্ত্রীরই স্বামীর প্রতি আর তত ভালবাসা থাকে না, বিশেষতঃ পুত্র স্বামীর স্নেহের পাত্র না হইলে তাহার স্বামীর উপরে ভালবাসা একেবারেই থাকে না; এক মাত্র পুত্রেই তাহার ভালবাসা প্রকাশিত হয়।

তৎকালে ভোজনং নাস্তি স্বাপো নাস্তি চ ভার্য্যয়া ॥ ১৭
শিশূনাং রক্ষণে দুঃখং ব্যাধিসর্পগ্রহাদিভিঃ।
তন্মতং যৎসুখঞ্চিত্তং যথাঙ্কারোহণং পিতুঃ ॥১
আলিঙ্গনকৃতং তাত চুম্বনাদিকৃতং তথা।
অব্যক্তমধুরোক্ত্যাদি যৎসুখানি নরেশ্বর ॥ ১
রতিমধ্যে বিরামস্থ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
অন্যান্যপি চ দুঃখানি সন্তি পুত্রে সহস্রশঃ ॥ ২
অনেন কিং ত্বং ক্রিয়সে ইহামুত্রবিরোধিনা
ত্যজ শোকমিমং তস্মাদাবাং পুত্রৌ স্থিতাবিহ
রাজোবাচ।
ত্যজামি শোকং দুর্ব্বাধং সর্ব্বকার্য্যবিরোধিনম্
আত্মনশ্চ হিতং কার্য্যমিহামুত্র সুতৌ মম ॥২২
পুরোধসন্তু গচ্ছামি মম পূর্ব্বং মহাগুরুম্।
বশিষ্ঠং মুনিবর্য্যঞ্চ স দাস্যতি গতিং মম ॥

এবমুক্ত্বা গতো বিপ্রং বারাণস্যাং স্থিতং গুরুম্।
দণ্ডবৎ প্রণনামাথ মুনিনা পরিপূজিতঃ ॥ ২৪
আলিঙ্গিতঃ শিরোঘ্রাতো দত্তাসনপরিগ্রহঃ।
উক্তশ্চাগমনং কিমত্র কিং কার্য্যং করবাণি বৈ
রাজোবাচ।
গতিং প্রযচ্ছ মে বিপ্র সংসারতারণায় হি।
খিন্নোঽহং কর্ম্মণা শশ্বত্বত্তং শরণং গতঃ ॥
বশিষ্ঠ উবাচ।
গতিং পশ্য মহালিঙ্গং বিশ্বেশ্বরমিতি স্থিতম্।
এনং পূজয় রাজেন্দ্র দেবদেবং পিনাকিনম্ ॥
যমারাধ্য পুরা শক্তিরুরুন্ধত্যাঃ সুতো মুনিঃ।
রক্ষসা ভক্ষিতশ্চাপি যমলোকং গতো ন সঃ
কিঞ্চিৎকালং গতঃ স্বর্গং ব্রহ্মলোকমগাদতঃ
ব্রহ্মলোকাদ্বিষ্ণুলোকে ক্রীড়মানস্তে সুতো মম

সহবাস কদাচিৎ হয় ত ঘটে; সন্তান হইলে না হয় স্বচ্ছন্দে আহার, না হয় ভার্য্যার সহিত এক শয্যায় শয়ন আবার পীড়া সর্পদংশন প্রভৃতি উপদ্রব হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে কত কষ্ট পাইতে হয়। অতএব হে পিতঃ! সন্তানকে আলিঙ্গন চুম্বন ও ক্রোড়ে করায় যে অপার সুখ হয় এবং তাহার অস্ফুট মধুর বাক্য শ্রবণে যে আনন্দ হয়, হে নরেশ্বর! সে সুখ বা আনন্দ সম্ভোগবিলাসিক সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য নহে; পুত্রে আরও সহস্র সহস্র কষ্টের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব ঐহিক আমুষ্মিক সুখের ব্যাঘাতকর এই পুত্রচিন্তায় আপনার কি ফল হইবে? আপনি শোক পরিত্যাগ করুন, আমরা ত দুই ভাই আপনার পুত্র রহিয়াছি! রাজা কহিল, —তোমরা দুই পুত্র যখন বর্ত্তমান রহিয়াছ, তখন আমি সকল কার্য্যের বিরোধী দুর্ব্বার শোক পরিত্যাগ করিতেছি; এক্ষণে নিজের ঐহিক-আমুষ্মিক হিতকর কার্য্য করিতে হইবে। এক্ষণে আমি মদীয় পূর্ব্বতন মহাগুরু মুনিবর বশিষ্ঠ পুরোহিতের নিকটে গমন করি। তিনি আমাকে উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিবেন। এই বলিয়া সেই রাজা বারাণসীতে অবস্থিত গুরু বশিষ্ঠের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল; বশিষ্ঠ মুনি তাহাকে পরম সমাদরে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—তুমি এস্থানে কি জন্য আসিয়াছ, আমায় কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা বল। রাজা কহিল,—বিপ্র! আপনি আমাকে সংসারমুক্তির উপায় বলিয়া দিন। আমি বিষয়কার্য্যে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছি, একারণে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজেন্দ্র! বিশ্বেশ্বর দেবদেব পিনাকীর মহালিঙ্গই সংসারমুক্তির একমাত্র উপায়; অতএব তাঁহাকে দর্শন ও পূজা কর। পুরাকালে অরুন্ধতীর গর্ভজাত মদীয় পুত্র মুনিবর শক্তি যাঁহাকে আরাধনা করায় রাক্ষসভক্ষিত হইয়াও যমলোকে গমন করে নাই। পরন্তু সে কিছু কাল স্বর্গ-লোকে বাস করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে; পরে ব্রহ্মলোক হইতে বিষ্ণুলোকে গিয়া ক্রীড়া করিতেছে।

অমুং পশ্য মহারাজ লুব্ধকং বনচারিণম্ ।
পূজয়ন্তং হি বিশ্বেশং পত্রমাত্রৈঃ স্বসম্ভৃতৈঃ
শমীবৃক্ষস্য সম্ভূতৈস্তথা পুগপ্রসূনকৈঃ ।
কদম্বকুসুমৈরর্ককুসুমৈর্যুথিকাভবৈঃ ॥৩১
এতৈরন্যৈর্মহেশানং পূজয়ন্তং বিলোকয় ।
ইতোঽর্দ্ধযামমাত্রেণ মরিষ্যতি তদদ্ভূতম্ ।
অন্তকালে সমায়াতে লুব্ধকেঽপি শিবায় বৈ
উপহারপ্রদানায় দৃষ্টবান্ পার্শ্বতো ঘটম্ । ৩৩
তং চূতফলসম্পূর্ণং শুনা স্পৃষ্টং বিগর্হিতম্ ।
সঙ্কল্পিতোপহারস্য হ্যভাবাল্লুব্ধকস্তথা ।
ইদং জগৌ শুভং বাক্যং লোকানাং ভক্তি-
সূচকম্ ॥ ৩৪
পুষ্পাভাবে হরির্নেত্রং ফলাভাবেঽঙ্গুলং রবিঃ
লিঙ্গবিস্রংসনে কিঞ্চ জমদগ্নিঋষিস্তথা । ৩৫
লিঙ্গপীঠং ভবেদেষ গাত্রং নির্ভিদ্য দত্তবান্

আর ঐ দেখুন, মহারাজ ! এক বনচর ব্যাধ স্বকরতোলিত শমীপত্র পূগপুষ্প, কদম্বপুষ্প, আকন্দপুষ্প, ও যুথিকা প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ঈশান দেবকে পূজা করিতেছে, দেখিবেন এই ব্যক্তি চারিদণ্ড পরেই অদ্ভুতরূপে প্রাণত্যাগ করিবে।" (বশিষ্ঠদেব এই বলিয়া বিরত হইলে সেই রাজা ব্যাধের পূজা দেখিতে লাগিল।) এদিকে সেই ব্যাধ মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে, মহেশ্বরকে উপহার দিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুই প্রাপ্ত হইল না; পার্শ্বে আম্রফলপূর্ণ এক ঘট দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু তাহা কুকুরস্পৃষ্ট হওয়ায় দুষ্ট হইয়াছে বলিয়া উপহাররূপে নিবেদন করিতে পারিল না। তখন সেই ব্যাধ সঙ্কল্পিত উপহার না পাইয়া লোকের ভক্তিরসের উদ্দীপক এই শুভ বাক্য বলিতে লাগিল,—শিবপূজা করিতে গিয়া শ্রীহরি পুষ্পাভাবে নেত্র, এবং রবি ফলাভাবে অঙ্গুল দিয়াছিলেন। জমদগ্নি ঋষি শিবপূজা করিতে করিতে শিবলিঙ্গ পাত হওয়ায় "ইহাই লিঙ্গপীঠ হইবে" এই মনে

অন্যৈর্মাহেশ্বরৈরন্যৎ সাহসং পরমং কৃতম্ ।
মমাপিতত্তথা কার্য্যমন্যথা দোষভাগহম্ ॥৩৭
এতস্মিন্নন্তরে কশ্চিদুন্মত্তঃ শিবমভ্যগাৎ ।
অথ লুব্ধকৃতাং পূজামাহৃত্যাত্তবান্ ক্ষণাৎ ॥
বমনঞ্চ তদা চক্রে শিবপীঠেঽথ লুব্ধকঃ ।
শিবাপকারিণঞ্চৈনং হন্মি নো বেত্যচিন্তয়ৎ ॥
অথ স্বাত্মবধায়ৈব যত্নমাস্থায় শঙ্করঃ ।
উন্মত্তেন যথোদ্ভুক্তা শিবপূজা ময়া কৃতা ॥৪০
লিঙ্গপ্রাবরণে হ্যেষা তদহং মম দেহিনঃ ।
প্রাবৃতিস্ত্বপ্রিয়া ত্বদ্য নির্মোক্তব্যা ময়া ক্রতম্ ॥
পূজাবিমোচনায়ৈতৎ ফলহানেঽর্গলং ত্যজেৎ
ইত্থং সঙ্কল্প্য স তদা তীক্ষ্ণস্বধিতিনাদ্ভুতম্ ।
চক্রেঽত্বচং দক্ষপাদং ত্বচং ছিত্ত্বা কটেরধঃ ॥৪২

করিয়া অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অনেক শিবোপাসক পরম সাহসিক কার্য্য করিয়াছিলেন। অতএব আমিও সেইরূপ কোন সাহসের কার্য্য করিব, তাহাতে আমার কোন দোষ হইবে না।" ব্যাধ মনে মনে এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে এক উন্মত্ত সেই ব্যাধপ্রতিষ্ঠিত শিব-লিঙ্গের নিকটে আসিয়া ব্যাধকৃত পূজা কাড়িয়া লইয়া ক্ষণকালমধ্যে আহার করিল এবং সেই শিবপীঠের উপরে বমন করিল। অনন্তর সেই ব্যাধ 'এই মহাদেবের অনিষ্টকারীকে বধ করি কিনা" এরূপ চিন্তা করিয়া, সেই উন্মত্তকে না মারিয়া কল্যাণকামনায় আত্মবধের সঙ্কল্প করিয়া মনে মনে ভাবিল,—এই উন্মত্ত যেমন মৎকৃত শিবপূজা ভক্ষণ করিল, তেমনি আমি এই শিবলিঙ্গ আবৃত করিবার জন্য অদ্যই (এ যাবৎ কোন প্রিয়কার্য্য করে নাই বলিয়া) অপ্রিয় গাত্রচর্ম্ম উন্মোচন করিয়া প্রদান করিব, এইরূপ করিলেই আমার শিবপূজা সাঙ্গ হইবে, এবং এই উন্মত্তকৃত বিঘ্ন বিদূরিত হইবে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই ব্যাধ তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা অদ্ভুতরূপে গাত্রচর্ম্ম ছেদন করিতে

বামপাদং তথা চক্রে কটিপর্য্যন্তমাশু চ ।
হৃষ্টশ্চাবেপিতশ্চৈব তত উর্দ্ধমথাচ্ছিনৎ ॥ ৪৩
করাংসোদরহৃৎকণ্ঠত্বচং নির্ভিদ্য লুব্ধকঃ ।
মস্তকস্থ ত্বচঞ্চাপি নির্ব্বিভেদ প্রহৃষ্টবান্ ॥ ৪৪
ততোহত্বরতস্তস্মাদ্‌গাত্রং নির্ভিদ্য বর্ত্তুলম্ ।
ছিত্বাঙ্গুলীং সমাদায় দেবায়ার্পিতবাংস্ত্বচম্ ॥
আয়াদেব তথা দিব্যরূপঃ স্রক্ষশ্চতুর্ভুজঃ ।
নানাভূষণসংযুক্তঃ স্থিতো বিয়তি শাঙ্করঃ ॥৪৬
অথ শৈবাঃ সমায়াতা দূতাঃ শতসহস্রশঃ ।
বিচিত্রমুকুটাকারাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ॥৪৭
ত্রিশূলপাণয়ঃ সর্ব্বে শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভাঃ ।
চতুর্ভুজাঃ স্বরূপাশ্চ বিমানবরসংস্থিতাঃ ॥ ৪৮
সর্ব্বে সূর্য্যসমাঃ শান্তা রম্ভাবৎপ্রিয়য়া যুতাঃ ।
স্বনুপত্নীবলোৎসাহ-বিলাসস্ত্রীশতান্বিতাঃ ॥৪৯
তেজসা সূর্য্যসদৃশাঃ পুষ্পবৃষ্টিমবাকিরন্ ॥ ৫০
তৈরাহুতো লুব্ধকশ্চ নাগচ্ছদবদচ্চ তান্ ।
ভার্য্যাবন্ধুজনোপেতো গচ্ছেহহমথবা ন বা ॥
শৈবাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বাক্যমেতদথোচিরে ।
যেন পুণ্যং কৃতং পাপং তেন ভোগ্যং হি তৎফলম্ ॥ ৫২

লুব্ধক উবাচ ।

অশৈবানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণামেককর্ত্তৃকম্ ।
মাহেশ্বরাণাং ধর্ম্মাণাং ফলঞ্চ দ্বিবহুম্বপি ॥৫৩
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বীরভদ্রঃ শতার্কভঃ ।
নানাকোটিগণোপেত এহি লব্ধক বন্ধুযুক্ ।
সর্ব্বং স্বয়োক্তঞ্চ তথা সভার্য্যো জ্ঞাতিবন্ধুযুক্

আরম্ভ করিল । ১৭—৪২ । প্রথমতঃ সে দক্ষিণ পদ হইতে কটির অধোভাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ত্বক উন্মোচন করিল ; পরে বামচরণ হইতে ঐরূপ কটি পর্য্যন্ত ত্বক্ উন্মোচন করিল । তাহার পর সেই ব্যাধ অকম্পিত শরীরে ও হৃষ্টচিত্ত হইয়াই দেহের উর্দ্ধ-ভাগের ত্বক্ উন্মোচন করিতে আরম্ভ করিল ; হস্ত, স্কন্ধ, উদর, হৃদয় ও কণ্ঠের চর্ম্ম উন্মোচনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে মস্তকের চর্ম্ম ছেদন করিয়া লইল । এইরূপে সমস্ত শরীর ত্বক্‌শূন্য করিয়া বর্ত্তুল করিয়া দেখিল, এবং মহাদেবকে সেই ত্বক্ এবং অঙ্গুলি ছেদন করিয়া অঙ্গুলি প্রদান করিল । এই-রূপ কার্য্য করিতে করিতে সেই ব্যাধের দেহপিণ্ড চৈতন্যশূন্য হইলে সম্মুখবর্ত্তী আকাশে নানা ভূষণে ভূষিত সুন্দর সুলোচন চতুর্ভুজ দিব্যমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল । অনন্তর শতসহস্র শিবদূত আসিয়া উপস্থিত হইল । ৪৩—৪৭ । তাহাদের মস্তকে বিচিত্র মুকুট, অঙ্গে বহুবিধ অলঙ্কার, হস্তে ত্রিশূল ; তাহারা সকলেই শুদ্ধস্ফটিকতুল্য বর্ণশালী চতুর্ভুজ ও সুরূপসম্পন্ন ; সকলেই উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আগমন করিয়া-ছিল । সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী শান্তপ্রকৃতি দূতগণ রম্ভার ন্যায় সুন্দরী বিলাসিনী প্রিয়া-গণ পুত্রগণ ও অন্যান্য পরিজনবর্গ সমভি-ব্যাহারে উৎসাহসহকারে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই দিব্যমূর্ত্তিধারী ব্যাধের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করত সেই ব্যাধকে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল । কিন্তু সেই ব্যাধ তাহাদিগের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না, বলিল—আমি ভার্য্যা ও বন্ধুবর্গসহ আপনাদিগের সঙ্গে যাইতে চাহি ; একাকী যাইতে ইচ্ছা করি না । তাহার ঐ কথা শুনিয়া শিবদূতগণ কহিল,—যে পুণ্য করি-য়াছে, সে-ই তাহার ফলভোগ করিবে ; পাপের ফলও যে পাপী, সে-ই ভোগ করিবে, অতএব তুমি পুণ্য করিয়াছ, তোমার ভার্য্যাদি বন্ধুগণ তাহার ফল ভোগ করিতে পাইবে কেন ? ব্যাধ উত্তর করিল,—যাহারা শৈব নহে, তাহারাই কেবল স্ব স্ব পুণ্যের ফল একাই ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু শৈবদিগের পুণ্যফল বহুলোকে পাইতে পারে । ব্যাধ এইরূপ বলিতেছে এমন সময়ে একত্র উদিত শতসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী বীরভদ্র বহুকোটিপ্রমথগণ সমভি-ব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ব্যাধকে কহিল,—ব্যাধ ! তুমি যথার্থ কথাই বলি-

আরুহ্যেদং বিমানঞ্চ শিবং গচ্ছাশিবস্তু বঃ।
অথ তদ্বচনাৎ প্রাপ্তঃ শিবলোকে বিমানগঃ।
বশিষ্ঠ উবাচ।
দৃষ্টবানসি সর্ব্বং ত্বমীশপূজাং সমাচর।
বিমুক্তপাপবন্ধস্ত্বং শিবলোকং গমিষ্যসি।৫৬
যদি রাজ্যং ত্বয়া প্রার্থ্যং মার্জ্জয়েশাঙ্গনং নৃপ
গোময়োদকলেপঞ্চ নিত্যমেব সমাচর। ৫৭
এতাবতা ভূমিরাজ্যং ধ্রুবং তব ভবিষ্যতি।
যাবদায়ুশ্চ তে রাজ্যমন্তে শিবপদং ভবেৎ।
নৈতস্মিংস্তু ভবে রাজ্যসংসিদ্ধিরস্তু মৃত্যুতঃ।
অতো দেহান্তরং প্রাপ্য শিবসেবাপ্রভাবতঃ।
ভবিষ্যতি চ তে রাজ্যং শিবভক্তিঃস্থিরাতদা
শম্ভুরুবাচ।
অথ কৃত্বা তথা পূজাং মৃতঃ স্বর্গং গতস্ততঃ।
রাজজন্ম পুনঃ প্রাপ্য রাজ্যঞ্চক্রে শিবে রতঃ

কদাচিৎ দেবস্য গৃহমভ্যগমন্নৃপঃ।
নানাদীপসমোপেতং মণিভির্নাগরাড়িব।৬২
ভটানামথ সম্মর্দ্দ একো দীপোঽপতন্নৃপে।
তদাসৌ কুপিতো রাজা দীপমাদায় সত্বরম্।
দেবালয়পুরে বীর স্বক্ষিপৎ কোপসংযুতঃ।
দগ্ধং দেবগৃহং তেন এনশ্চ সমপদ্যত। ৬৪
অথ দেবপুরস্তত্র দগ্ধবেশ্মাদিকং গৃহম্।
নির্ম্মাপয়ামাস নৃপো মহেশানমথার্চ্চয়ৎ। ৬৫
অথ মৃত্যুদিনে প্রাপ্তে রাজারাধিতশঙ্করঃ।
ভস্মস্নায়ী ভস্মশায়ী জপন্ রুদ্রং মমার হ।৬৬
শিবলোকং গতঃ সোঽয়ং বীরভদ্রেণ ভাষিতঃ
ভব ত্বং গণশার্দ্দূলো মম বৈ পরিচায়কঃ।৬৭
শাঙ্করান্ মম নির্দ্দেশাদানয়স্ব মমান্তিকম্।

তেছ, তুমি ভার্য্যা ও বন্ধুগণসমভিব্যাহারে গমন কর; এই বিমানে আরোহণ করিয়া শিবের নিকটে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। অনন্তর বীরভদ্রের বাক্যানুসারে সেই ব্যাধ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করিল। অনন্তর বশিষ্ঠ সেই রাজাকে বলিলেন,—রাজন্! সমস্তই দেখিলে ত? এক্ষণে তুমি মহেশ্বরের পূজা কর, তাহা হইলে পাপবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করিবে। যদি রাজ্য চাও, তবে শিবমন্দিরের অঙ্গন মার্জ্জনা কর এবং প্রতিদিন তথায় গোময়জল লেপন কর। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই তোমার পৃথিবীরাজ্য লাভ হইবে, এবং যাবজ্জীবন তুমি সেই রাজ্য ভোগ করিয়া অন্তে শিবপদ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহজন্মে তোমার রাজ্যলাভ ঘটিবে না, মৃত্যুর পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া শিবারাধনার প্রভাবে তুমি রাজ্য লাভ করিবে। শিবের উপরে তোমার অচলা ভক্তি হইবে। শম্ভু কহিলেন,—অনন্তর সেই রাজা বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে শিবপূজা করিয়া স্বর্গে গমন করিল, পরে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা হইল এবং শিবের উপরে সর্ব্বদা ভক্তিমান্ হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই রাজা একদা, নাগরাজ বাসুকি যেমন বিবিধ মণির প্রভায় আলোকিত থাকেন, সেইরূপ বহুদীপের প্রভায় আলোকিত এক দেবমন্দিরে গমন করিল; অনন্তর তথায় রাজানুচর সৈনিকগণের সম্মর্দ্দে (ভিড়ে) একটি প্রদীপ রাজার গাত্রে পতিত হইয়া গেল। হে বীর! তখন রাজা কুপিত হইয়া সত্বর সেই প্রদীপ লইয়া ক্রোধভরে দেবালয়ের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিল, তাহাতে সেই দেবালয় দগ্ধ হইয়া গেল, রাজারও পাপসঞ্চয় হইল। অনন্তর সেই রাজা সেই দেবালয়ের দগ্ধ গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইল এবং মহেশ্বরকে পূজা করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা মৃত্যু-দিবস উপস্থিত হইলে শঙ্করকে আরাধনাপূর্ব্বক ভস্মে স্নান, ভস্মে শয়ন ও রুদ্রমন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। পরে সে শিবলোকে গিয়া উপস্থিত হইলে বীরভদ্র তাহাকে বলিল,—তুমি প্রথমশ্রেষ্ঠ মদীয় পরিচায়ক হইয়া থাক এবং শিবভক্তদিগকে আমার আদেশে আমার নিকটে

শিরোহীনো ভবাংশ্চাপি জ্বালাবক্ত্রো
ভবিষ্যতি। ৬৮
স উবাচ মহাত্মানং বীরভদ্রং গণেশ্বরম্।
চক্ষুঃ শ্রোত্রং তথা জিহ্বা নাসিকাস্যং
শিরো গণ।
এতৈর্ব্বিনা ব্যবহৃতিঃ কথং মে সম্ভবিষ্যতি।
অভাবে শিরসঃ কিংবা ময়া পাপং কৃতং
বিভো। ৭০
বীরভদ্র উবাচ।
ত্বয়ৈব স্বীকৃতা পূর্ব্বং দেবী পরমসুন্দরী।
মহেশভবনে নিত্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যকরঙ্গকৈঃ। ৭১
স্বস্তিকং সর্ব্বতোভদ্রং নন্দ্যাবর্ত্তাদিকং শুভম্
পদ্মমুৎপলমান্দোলপাদৌ ব্যজনচামরে।
ত্রিশূলং শঙ্খচক্রে চ গদা ধনুস্তথৈব চ। ৭৩
ত্রিশূলং ডমরুং খড়্গং বৃষং ভৃঙ্গীরিটিং শিবম্
তথাষ্টপত্রং কমলমন্যদ্‌যন্ত্রাদিকং তথা। ৭৫
কুর্ব্বন্তী প্রতিদিনং সেবতে বৃষভধ্বজম্।

আনয়ন কর। তোমার মস্তক থাকিবে না, অগ্নিশিখা তোমার মুখ হইবে। ৪৮—৬৮। তাহার পর সে গণেশ্বর মহাত্মা বীরভদ্রকে কহিল,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও মুখ না থাকিলে আমার কার্য্য চলিবে কিরূপে? প্রভো! আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে, আমার মস্তক থাকিবে না। বীরভদ্র কহিল,—তুমি জন্মান্তরে এক পরমসুন্দরী দেবীরূপিণী বেশ্যা রাখিয়াছিলে (সেই বেশ্যা অতি সুচরিত্রা ছিল, একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা ছিল, তুমি তখন রাজা ছিলে।) সেই বেশ্যা প্রতিদিন শিবমন্দিরে গিয়া চতুর্ব্বিধ বর্ণদ্বারা স্বস্তিক, সর্ব্বতোভদ্র, নন্দ্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শুভ মণ্ডল, পদ্ম, উৎপল, আন্দোলপাদ, ব্যজন, চামর, ত্রিশূল, শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু, ডমরু, খড়্গ, বৃষ, ভৃঙ্গীরিটি, অষ্টদলপদ্ম, অন্যান্য যন্ত্র ও শিবমূর্ত্তি অঙ্কন করত শিবপূজা করিত। একদা সেই বেশ্যা দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক ঐরূপে পূজা করিতেছে, এমন সময় এক কারাঙ্গিক তথায় প্রবেশ করত

কদাচিদথ সা বেশ্যা দেবসদ্মন্যুপস্থিতা। ৭৬
রাজাকারাঙ্গিকঃ কশ্চিদ্দেববেশ্ম সমাবিশৎ।
অথ তাং দৃষ্টবাংস্তত্র স ইদং বাক্যমুক্তবান।
কারাঙ্গিক উবাচ।
একাস্তসংস্থিতা বেশ্যা যুবাহং স্থবিরো ন চ।
স্থবিরং ব্যাধিতং ষণ্ঢমশক্তং ধনবর্জ্জিতম্।
অদীর্ঘমেহনং দীনং পুরুষং যোষিদুৎসৃজেৎ।
অশ্মশূলং মলচ্ছিন্নং জড়ং দুর্গন্ধদূষিতম্। ৭৮
স্বল্পমব্যসনং নারী দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
তস্মান্মে দীয়তাং বেশ্যে মৈথুনং জীবয়াশু মাম্
বেশ্যোবাচ।
নিয়তঃ সর্ব্বজাতীনামিহামুত্র সুখপ্রদঃ।
পাতিব্রত্যং পরো ধর্ম্মঃ স্ত্রীণামিতি হি শুশ্রুম।
যদধীনা যদা বেশ্যা তদা নান্যেন সঙ্গতা।
পতিব্রতেতি বিখ্যাতা তস্মাত্ত্বং পরিপালয়ে।

বেশ্যাকে দেখিয়া (তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া) তাহাকে কহিল। ৬৯—৭৬। কারাঙ্গিক কহিল,—তুমি জাতিতে বেশ্যা, এবং একাকিনী অবস্থান করিতেছ; আমিও যুবা পুরুষ, বৃদ্ধ নহি। স্ত্রীলোকে বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, নপুংসক, অশক্ত, নির্দ্ধন অদীর্ঘমেঢ্র, দীন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্র বা শূলরোগগ্রস্ত, জড়প্রকৃতি মললিপ্তাঙ্গ, দুর্গন্ধদূষিত, অব্যসনী পুরুষকেই বারনারীরা দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া থাকে; (কিন্তু আমি ত তাহা নহি) অতএব হে বেশ্যে! আমার মনোরথ পূর্ণ কর, আমাকে শীঘ্র জীবন দান কর। বেশ্যা উত্তর করিল,—আমি শুনিয়াছি,—পাতিব্রত্য ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের পরমধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই তাহাদিগের ঐহিক আমুষ্মিক সুখ প্রদান করে, এবং সকল জাতীয় রমণীরই তাদৃশ ধর্ম্ম থাকিতে পারে। বিশেষতঃ বেশ্যা যখন যাহার অধীনে থাকিবে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকেও ভজনা করিতে পারে না; তখন সে একমাত্র সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকাতে পতিব্রতা বলিয়াই বিখ্যাতা,

কারাঙ্কিক উবাচ।
যদি চৈবং মৃতিঃ শীঘ্রং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
অথ রাজান্তিকং গত্বারাজানমিদমুক্তবান্ ॥৮২
বেশ্যা বেশ্যৈব নো ভার্য্যা নাস্তি বক্তুঞ্চ নোচিতম্।
ইত্থং রাজানমুক্তাথ মণ্ডং চৈবারনালজম্ ॥৮৫
কিঞ্চিদাদায় তস্যাস্ত মন্দিরং গতবানয়ম্।
নিদ্রাবসরমালোক্য প্রস্তৃজ্য চ করং ততঃ ॥৮৫
বস্ত্রঞ্চ বিবরে তত্র মণ্ডং চিক্ষেপ দুষ্টধীঃ।
এবং কৃত্বা ততো গত্বা রাজানমিদমুক্তবান্।
রাজন্নির্গত্য গত্বাথ বেশ্যাগ্র্যাং তব যোষিতম্
উত্থাপয়িত্বা বেশ্যাং তাং সর্ব্বাঙ্গং দ্রষ্টুমর্হসি।
উন্মুক্তবস্ত্রমথবা বসনং পশ্য যত্নতঃ।
বেশ্যাবেশ্মাথ গতবান্ রাজা কারাঙ্কিকং বচঃ
ইদমাহ সনিদ্রেয়ং পশ্যেমাং যাসি পশ্যসি।
স উবাচ নৃপং তত্র ন মে যুক্তমিদং নৃপ ॥ ৮৮
তস্মাত্বং বা পিতরং দর্শনায় নিযোজয়।
তদ্দৃষ্টৌ সর্ব্বমেবেদং ব্যক্তমাশু ভবিষ্যতি।
আনীতা হ্যথ রাজ্ঞা তু মাতা বীক্ষিতুমুদ্যতা।
বচনাত্তু নৃপস্যৈব বস্ত্রং শোধয়তীব সা ॥ ৯০
তত্র স্থিতং মণ্ডমথ বিজ্ঞায়াষা হ্যমর্দ্দয়ৎ।
মর্দ্দনাদ্বসনং ক্লিন্নং কিং তদিত্যাহ পার্থিবঃ ॥
ন কিঞ্চিদেব নো কিঞ্চিদিতি বেশ্যাপ্রসূরপি
বহুবাক্যেন রাজাথ বসনং বীক্ষ্য শঙ্কয়া ॥
শুক্রক্লিন্নমিদং বাসঃ প্রাহৈতৎপশ্যতামিতি।
অথ দৃষ্ট্বা সমীপস্থাস্তথেত্যুচুর্ব্বচো নৃপম্ ॥ ৯৩
রাজাথ স্বগৃহং গত্বা দণ্ডাধ্যক্ষমভাষত।

সুতরাং আমি যাঁহার অধীনে আছি, একমাত্র তাঁহাকেই ভজনা করিব। ৭৭—৮১। কারাঙ্কিক কহিল,—যদি এইরূপই তোমার সঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই তোমাকে মরিতে হইবে সন্দেহ নাই। অনন্তর সেই কারাঙ্কিক যাহার বেশ্যা, সেই রাজার নিকটে গিয়া (কথাপ্রসঙ্গে) কহিল,—মহারাজ! যে—বেশ্যা,—সে বেশ্যাই থাকে,—সে কখনই বিবাহিতা সাধ্বী, ভার্য্যার ন্যায় হইতে পারে না; অতএব তাহাকে সাধ্বী ভার্য্যার মত করিয়া রাখা উচিত নহে।" সেই দুষ্টবুদ্ধি কারাঙ্কিক রাজাকে এই কথা বলিয়া কোন সুযোগে সেই বেশ্যার ভবনে গিয়া, নিদ্রিতাবস্থায় সেই বেশ্যার বস্ত্রে আরনালের মণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আসিল। এইরূপ করিয়া সে রাজার নিকটে গিয়া বলিল,—রাজন্! আপনি গিয়া একবার আপনার সেই পতিব্রতা বেশ্যাভার্য্যাকে অবলোকন করুন, তাহাকে উঠাইয়া ভাল করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করুন, অথবা ভাল করিয়া তাহার উন্মুক্ত বসনখানিই দেখুন। অনন্তর রাজা বেশ্যাগৃহে গমনপূর্ব্বক দেখিয়া আসিয়া সেই কারাঙ্কককে কহিল,—সে ত নিদ্রিত রহিয়াছে; (তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই, আমার কথায় বিশ্বাস না হয়) তুমি স্বয়ং গিয়া দেখিতে পার; (আমার তাহাতে আপত্তি নাই।) তৎপরে কারাঙ্কিক রাজাকে কহিল,—রাজন্! আপনার কথা আমার ঠিক বোধ হইতেছে না; আপনি একবার আপনার মাতা বা পিতাকে দেখিতে বলুন, তাঁহারা দেখিলে সমস্তই ব্যক্ত হইবে। অনন্তর রাজা মাতাকে আনাইয়া দেখিতে বলিলে, মাতা গিয়া দেখিতে উদ্যত হইয়া সেই বেশ্যার বস্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর রাজমাতা তাহার বস্ত্রস্থিত মণ্ড লইয়া মর্দ্দন করিল; মর্দ্দনে বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গেল। তখন রাজা বেশ্যাকে জিজ্ঞাসা করিল "একি? বেশ্যাপুত্রী 'এ কিছু নয়, মহারাজ! এ কিছু নয়" বারংবার এই কথা বলিল। রাজা, অন্য পুরুষের সহিত ইহার সহবাস ঘটিয়াছে আশঙ্কা করিয়া, পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গকে কহিলেন,—আমার বোধ হইতেছে এই বস্ত্র শুক্রক্লিন্ন, তোমরাও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। অনন্তর সমীপস্থ ব্যক্তিগণও দেখিয়া তাহাই বলিল। অনন্তর রাজা স্বগৃহে গিয়া

ইদানীমেব বেশ্যায়াঃ শিরশ্ছিন্ধ্যবিচারয়ন্। ৯৪
দর্শনীয়ং শিরস্তস্যা ঘটিকাভ্যন্তরে মম।
দণ্ডকশ্চ নৃপোক্ত্যাস্তাস্তথা কৃত্বা হ্যদর্শয়ৎ। ৯৫
বীরভদ্র উবাচ।
এবং কৃতং ত্বয়া পূর্ব্বং প্রাপ্তঞ্চ ফলমদ্য তে।
জ্বালয়ৈব হি বক্তা ত্বং শ্রোতা দ্রষ্টা চ জিঘ্রসি
রসং জানাসি মতিমানতিক্রোধী ভবিষ্যসি।
শম্ভুরুবাচ।
এবং জ্বালমুখো জাতো রাজা মাহেশ্বরোঽক্ষমী
তস্মাত্তু ক্ষময়া ভাব্যং পরত্রেহ সুখেপ্সুনা।
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্।
বিমুক্তপাপবন্ধশ্চ শিবলোকে ভবিষ্যতি। ৯৯
শ্রীরাম উবাচ।
মহেশনামমাহাত্ম্যং পূজামাহাত্ম্যমেব চ।
নমস্কারস্য মাহাত্ম্যং দৃষ্টিমাহাত্ম্যমেব চ। ১০০
জলদানস্য মাহাত্ম্যং ধূপদানস্য সত্তম।
দীপগন্ধাদিদানস্য মাহাত্ম্যং বদ মে গুরো।
শম্ভুরুবাচ।
একৈকনামমাহাত্ম্যং বিস্তরান্ন হি শক্যতে।
সংক্ষেপেণ চ তে বচ্মি শৃণু রাঘব সাদরম্।
পুরা ত্রেতাযুগে রাজা বিধৃতো নাম বীর্য্যবান
মৃতে পিতরি বালোঽসৌ ভূমিরাজ্যে-
ঽভিষেচিতঃ। ১০৩
সমানবয়সঃ সর্ব্বান্ সমীপস্থাংশ্চকার সঃ।
যে বৃদ্ধা যে চ বিদ্বাংসস্তে চ তস্য ন সম্মতাঃ।
যুবানঃ সম্মতা দুষ্টা অকার্য্যকরণাস্তথা।
সুস্ত্র্যানয়নদক্ষাশ্চ চৌরকর্ম্মবিশারদাঃ। ১০৫
মাণ্ডবার্ত্তারতা লাস্য-নিপুণাস্তস্য সম্মতাঃ।
বশীকরণমন্ত্রজ্ঞা বস্ত্রৌষধবিদস্তথা। ১০৬
গীতনর্ত্তনশীলাশ্চ ধূর্ত্তা দ্যূতবিদঃ প্রিয়াঃ।
পিতৃসম্মতকর্ত্তৄণাং ত্যাগঞ্চক্রে স পার্থিবঃ।

দণ্ডাধ্যক্ষকে আদেশ করিল,—তুমি বিচার না করিয়া এক্ষণেই বেশ্যার মস্তক ছেদন কর; এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে তাহার মস্তক আনিয়া দেখাও। দণ্ডাধ্যক্ষ রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ সেই বেশ্যার মস্তক ছেদন করিয়া রাজাকে দেখাইল। ৯০—৯৫। বীরভদ্র তাহাকে কহিল,—তুমি জন্মান্তরে এইরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য এই ফল প্রাপ্ত হইলে। তুমি এই বহ্নিশিখারূপ মুখ দ্বারাই কথা কহিবে, শুনিতে পাইবে, দেখিতে পাইবে, গন্ধ আঘ্রাণ করিবে, রস আস্বাদন করিবে; তুমি বুদ্ধিমান্ ও অতি-ক্রোধী হইবে। শম্ভু কহিলেন,—সেই শিব-ভক্ত রাজার ক্ষমাগুণ ছিল না বলিয়া, সে বহ্নিমুখ হইয়াছে, অতএব যে ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখের আশা করে, তাহাকে ক্ষমা-শীল হইতে হইবে। যে ব্যক্তি এই অত্যু-ত্তম পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, সে পাপবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করিবে। শ্রীরাম কহিলেন,—হে সত্তম! হে গুরো! আপনি মহেশ্বরের নামমাহাত্ম্য পূজামাহাত্ম্য, নমস্কারমাহাত্ম্য, দর্শনমাহাত্ম্য এবং তাঁহার উদ্দেশে জলদান, ধূপদান, দীপদান ও গন্ধাদিদানের মাহাত্ম্য আমার নিকটে বলুন। শম্ভু কহিলেন,—হে রাঘব! আমি প্রত্যেকের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বলিতে পারি না, তবে সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি যত্নসহকারে শ্রবণ কর। পুরাকালে ত্রেতাযুগে বিধৃত নামে এক বীর্য্যবান্ রাজা ছিল, পিতৃবিয়োগ হওয়াতে সে বাল্যাবস্থা-তেই রাজপদে অভিষিক্ত হয়। অপরিণত-বুদ্ধি বালকের হস্তে প্রভুত্ব, সুতরাং সে যথেচ্ছাচরণ করিতে আরম্ভ করিল, সমান-বয়স্ক অসৎ লোকদিগকেই সর্ব্বদা সহচর করিল। যাহারা বৃদ্ধ বা বিদ্বান, তাহারা তাহার অপ্রিয় হইয়া উঠিল। যাহারা দুষ্ট-প্রকৃতি, অকার্য্যকরণে পটু, উত্তমা রমণী আহরণ করিতে দক্ষ, চৌরকার্য্যে নিপুণ, সর্ব্বদা মাণ্ডবার্ত্তায় রত, নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণ, বশীকরণ-মন্ত্র জানে, বস্ত্রৌষধবিজ্ঞ, অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ—ঈদৃশ ধূর্ত্ত যুবা পুরুষই তাহার প্রিয়পাত্র হইতে লাগিল। যাহারা তাহার পিতৃসম্মত সাধু কার্য্য করে,

বিচার্য্য স চ তৈঃ সার্দ্ধং দুষ্টৈঃ কার্য্যমকারয়ৎ
এতাদৃশাংস্তথাচান্যান্ দুষ্টান্ স হি যুযোজ হ॥
এতদ্দুক্রমথালম্ব্য শিষ্টং সুহৃদমত্যজৎ।
উরোমুষ্টিঞ্চ কেৎকারং যে কুর্য্যুস্তস্য তে প্রিয়াঃ
ভগলক্ষণতত্ত্বজ্ঞা রতিতন্ত্রবিশারদাঃ।
রাজনীতিবিহীনং তদ্রাজ্যং সমভবত্তদা॥১১০
গজাশ্বরথমুষ্ট্রাজং গোমহিষ্যাদিকঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমাপন্নমপহারা যতস্ততঃ॥ ১১১
রত্নানি বস্ত্র ধান্যানি ন দৃশ্যন্তে পুরে তদা।
অথ ভূপান্তরেণাসৌ নির্জ্জিতঃ প্রপলায়িতঃ॥
মহারণ্যমথো গত্বা গিরিদুর্গমকল্পয়ৎ।
তত্র চাল্পপরীবারশ্চোরবৃত্তিং সমাশ্রিতঃ॥১১৩

সুবর্ণবস্ত্রধান্যাদি রত্নগন্ধাদিকং তথা।
তত্র তত্র বিনির্দ্দিশ্য চোরানায়ানবঞ্চকান্॥১১৪
বন্ধাদ্যকারয়ত্তেষু দ্রব্যাহরণকর্ম্মণি।
যদাহারো ন বিদ্যেত তদাহারমকল্পয়ৎ॥১১৫
গোমহিষ্যাদিমাংসেন যদ্যন্নং নোপলভ্যতে।
অশ্বীয়নরমাংসেন ভোজনং পর্য্যকল্পয়ৎ॥১১৬
এতাদৃশমভূদ্বৃত্তং সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিবর্জ্জিতম্।
একস্ত সচিবস্তস্য সুরাপো নাম রাক্ষসঃ॥১১৭
নিযুঙ্ক্তে সর্ব্বকালং তমাহর প্রহরেতি চ।
এবং রক্ষোমতে স্থিত্বা নানাদেশগতান্নরান্॥
নৃশংস্রপরীবারো হ্যাদদ্যাদকৃপালয়ঃ।
স্বস্যাভিমতযোষাস্ত তত্র তত্র সমাহরৎ॥ ১১৯
কিঞ্চিৎকালঞ্চ তা ভুক্ত্বা তাশ্চাপি সমভক্ষয়ৎ
এবং হত্বা নরান্নারী রাজ্যঞ্চক্রে সুদুঃসহম্॥

তাহাদিগের সহিত সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিল। ৯৬—১০৭। সেই নব-রাজা সেই দুষ্টলোকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। এই প্রকার আরও দুষ্টলোক অন্যস্থান হইতে সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের কথা শুনিয়া ভদ্র সুহৃদকে একে-বারে ত্যাগ করিল। যাহারা রতিশাস্ত্র-বিশারদ এবং উরোমুষ্টি ও কেৎকার করিতে (অশ্লীল আলাপপরিহাসকর্ম্ম করিতে) পটু; তাহারাই তাহার প্রিয় হইল। ক্রমে তাহার রাজ্য হইতে রাজনীতি একে-বারে উঠিয়া গেল। রাজ্যে হস্তী, অশ্ব, রথ, উষ্ট্র, গো, মহিষ ও ছাগলাদি সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে চুরি হইতে আরম্ভ হইল। তৎকালে সেই নগরে ধন, ধান্য, রত্নাদি আর দেখা গেল না (রাজ্যবাসী সকলেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল)। অনন্তর অন্য এক রাজা আসিয়া তাহাকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্য কাড়িয়া লইল। তখন সেই দুর্ব্বুদ্ধি রাজা তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এক গিরিদুর্গ আশ্রয় করিল। সামান্য পরিজনের সহিত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কাল যাপন করিতে লাগিল। ১০৮—১১৩। সেখানে সেই দুষ্ট বিধুত, প্রবঞ্চক চোরদিগের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সুবর্ণ, বস্ত্র, ধান্য, রত্ন, ও গন্ধাদি নানা দ্রব্য অপহরণ করিতে লাগিল; সেই প্রবঞ্চকদিগকে দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থাহরণে নিযুক্ত করিল। ক্রমে তাহাতেও যখন আহার-সংস্থান না হইতে লাগিল, তখন গো-মহিষাদির মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহারও অভাব হইলে অশ্বমাংস ও নরমাংস ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। সে সেই অরণ্যমধ্যে সন্ধ্যোপাসনাদি-সৎকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া এইরূপ ঘোরতর পাপকার্য্য করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। সুরাপ নামে তাহার এক রাক্ষস মন্ত্রী ছিল। সর্ব্বদা তাহাকেই সে 'খাদ্য আহরণ কর, লোককে প্রহার কর' এই বলিয়া অসৎকর্ম্মে নিয়োগ করিত। সেই নৃশংস রাক্ষস তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া সহস্রলোকবেষ্টিত হইয়া নানা দেশ হইতে দস্যুবৃত্তি করিয়া মনুষ্য আহরণ করিত; নানা দেশ হইতে আপনার অভিমত স্ত্রীলোক

এবং বর্ষসহস্রন্তু রাজ্যং কৃত্বা নরাধমঃ।
জরাশিথিলসর্ব্বাঙ্গো বলীপলিতভূষিতঃ॥ ১২১
নির্জ্জীবমভবৎ স্থানং সমন্তাদ্দশযোজনম্।
অথ মৃত্যুদিনং প্রাপ্তং রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ॥
মৃত্যুকালেহথ সম্প্রাপ্তে স্নাতং ভূমিগতং নৃপম্
তস্য চানুচরাঃ সর্ব্বে পরিবার্য্যোপতস্থিরে॥
সুরাপঃ সচিবঃ প্রাহ কিং কার্য্যং মম চাদিশ।
অথ রাজা তথাশক্তো নির্গতায়ুস্তদার্দ্দিতঃ॥
নাভেরধস্ত ক্ষীণাসুঃ কথঞ্চিদ্বাক্যমুক্তবান্।
ত্বং সর্ব্বকালং দৈত্যেন্দ্র প্রাহর প্রহরাহর॥১২৫
ইত্যথোক্তা মমারাপো যমদূতাঃ সমাযযুঃ।

সংগ্রহ করিয়া আনিত; কিছুকাল তাহাদিগের প্রতি পাশব অত্যাচার করিয়া পরে তাহাদিগকে বধ করিয়া ভক্ষণ করিত। নরাধম সেই বিধৃত অরণ্যমধ্যে প্রায় সহস্রবৎসরকাল এইরূপে নরনারী হত্যা করিয়া অতি দুঃসহ রাজত্ব করিল। তাহার আবাসস্থানের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দশ-যোজন স্থান ক্রমে জীবশূন্য হইয়া গেল। এইরূপে অত্যাচার করিতে করিতে তাহার বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইল, সর্ব্বাঙ্গ জরা-শিথিল হইল; মস্তক পলিতময় এবং সর্ব্বাঙ্গ বলীময় হইয়া গেল। অনন্তর সেই দুরা-ত্মার মৃত্যুদিন নিকটবর্ত্তী হইল। অনন্তর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে রাজা স্নাত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে, তাহার অনু-চরবর্গ তাহাকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহি-য়াছে, এমত সময়ে সেই সুরাপ মন্ত্রী তাহাকে বলিল "এক্ষণে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।" রাজা তখন মৃত্যুশয্যায়; প্রাণবায়ু নাভির অধোভাগ ত্যাগ করিয়া ক্ষীণভাবে বহিতেছে; তখন সে অতিশয় যন্ত্রণাগ্রস্ত ও উত্থানশক্তিশূন্য; তথাপি অতি কষ্টে তাহাকে বলিল,—হে দৈত্যেন্দ্র! সর্ব্বদাই আহর প্রহর (আহরণ ও প্রহার কর)। ১১৪—১২৫। এই কথা বলিতে বলিতেই সে প্রাণ ত্যাগ করিল। অনন্তর যম-

বিচিত্রং বন্ধনে যত্নং চক্রুস্তাড়নতৎপরাঃ॥১২৬
চূর্ণিতা বন্ধপাশাশ্চ হেতিদণ্ডাশ্চ চূর্ণিতাঃ।
তদ্গাত্রস্পর্শমাত্রেণ তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ১২৭
অথায়াতঃ স্বয়ং মৃত্যুঃ পাশৈরেনমযোজয়ৎ।
মৃত্যুপাশমপি ছিন্নং বীক্ষ্য মৃত্যুরচিন্তয়ৎ॥
সর্ব্বমর্ত্ত্যমৃতির্দৃষ্টা দৃষ্টা নৈতাদৃশী কচিৎ।
ইতিচিন্তাপরে মৃত্যৌ জ্বালাবক্ত্রঃ প্রতাপবান্
বীরভদ্রেণ নির্দ্দিষ্টঃ সহসাগাচ্চ শূলভৃৎ।
জ্বালাবক্ত্রমথালোক্য মৃত্যুস্তূর্ণং পলায়যৌ॥১৩০
পলায়মানং তং দৃষ্টা মৃত্যুং বহ্নিমুখস্তদা।
অরে রে চোর চোর ত্বং তিষ্ঠতিষ্ঠ ক যাস্যসি
এনসো মুচ্যসে চোর শূলারোপণমাত্রতঃ।
এবমাভাষ্য মৃত্যুং তং শূলপ্রোতমকল্পয়ৎ॥
শূলং স্কন্ধগতং কৃত্বা দূতান্ সংগ্রথ্য রজ্জুনা।

দূতগণ তথায় আগমন করিয়া তাড়নাপূর্ব্বক তাহাকে বিচিত্রভাবে বন্ধন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার গাত্র স্পর্শমাত্রেই তাহাদের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন হইল, অস্ত্র ও দণ্ড চূর্ণ হইয়া গেল। যত্ন বিফল হইল দেখিয়া যমদূতগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অনন্তর স্বয়ং মৃত্যু আসিয়া তাহাকে পাশদ্বারা বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সে মৃত্যু-পাশও ছিন্ন হইল দেখিয়া মৃত্যু ভাবিতে লাগিলেন,—'অনেক লোকের মরণ দেখি-য়াছি, কিন্তু এমন মরণ ত কোথাও দেখি নাই।' মৃত্যু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতাপশালী বহ্নিমুখ বীর-ভদ্রের আদেশে শূলহস্তে তথায় সহসা উপস্থিত হইল। অনন্তর মৃত্যু বহ্নি-মুখকে দেখিয়া শীঘ্র পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন বহ্নিমুখ তাঁহাকে পলা-য়ন করিতে দেখিয়া কহিল,—"অরে চোর! কোথায় যাস্, দাঁড়া দাঁড়া, তোকে শূলে আরোপিত করিয়া পাপমুক্ত করি।" এই বলিয়া বহ্নিমুখ তাহাকে শূলবিদ্ধ করিল; মৃত্যুকে শূলদ্বারা স্কন্ধে বিদ্ধ করিয়া যমদূত-গণকে রজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক তাহাদিগের

পাদশৃঙ্খলবিস্তস্তানাদায় নৃপমধ্যগাৎ ॥ ১৩৩
বিমানবরমারোপ্য গীতবাদ্যসুশোভিতম্‌।
বীরান্তিকমথো গত্বা সর্ব্বমস্মৈ স্তবেদয়ৎ ॥
বীরভদ্রোঽপি তৎসর্ব্বং শঙ্করায়ামিতাত্মনে।
নানামুনিগণৈর্দ্দেবৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরৈঃ ॥ ১৩৫
সেব্যমানায় দেবায় পার্ব্বতীসহিতায় চ।
প্রণিপত্য নিবেদ্যাথ শূলস্থং মৃত্যুমেব চ ॥
তুষ্ণীং বভূব বিশ্বাত্মা বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্‌ ॥
অগ্ন্যাননং বীক্ষ্য শিবো বিগর্হয়ন্‌
কথং ত্বয়ৈতদ্‌গণ সাহসং কৃতম্‌।
বিভেষি মৃত্যোর্ন কথং যমাধিকাদ্‌-
বদস্ব সর্ব্বং পরমার্থতো মে ॥ ১৩৭
প্রণম্য তং বহ্নিমুখোঽতিরোষা-
ন্মৃত্যুং সমালোক্য ননর্ত্ত হর্ষাৎ।
উবাচ চৌর্য্যং কৃতমেব মৃত্যুনা
তদেষ শূলেঽপি ময়া প্ররোহিতঃ ॥ ১৩৮

বিমোচয়ামাস শিবোঽপি মৃত্যুং
দূতানশেষান্নিরুজশ্চকার।
মৃত্যুং সমালোক্য শিবো বভাষে
মন্নাম যেষাং মরণে সমাস্তে ॥ ১৩৯
মচ্চেতসামন্তধিয়াঞ্চ নাম
হীনাক্ষরং বাধিকবর্ণযুক্তম্‌।
মমৈব লোকং প্রদদামি সত্যং
হ্যনেন নাম প্রহরেতি ভাষিতম্‌ ॥ ১৪০
প্রশব্দমাত্রং ত্বধিকং হরেতি
পদপ্রদঞ্চ পদমীরয়ন্তি।
আয়াদমুংস্ত্বং জপতো নমস্ব
মদীয়বাক্যঞ্চ যমং বদস্ব ॥ ১৪১
নতিং যজিং কীর্ত্তিমুপাস্তিমাশ্রিতা
দাস্তঞ্চ কৈঙ্কর্য্যমথ শ্রুতিংবদাঃ।

চরণে শৃঙ্খল বন্ধন করিল; তাহাদিগকে এইরূপ বন্ধন করিয়া লইয়া সেই মৃত রাজার নিকটে উপস্থিত হইল এবং সেই রাজাকে উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করাইয়া গীত-বাদ্য করিতে করিতে বীরভদ্রের নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। বীরভদ্রও অমিতাত্মা শঙ্করের নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন দেব শঙ্কর, পার্ব্বতীর সহিত একাসনে অবস্থান করিতেছিলেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও বহুবিধ মুনিগণ তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। বিশ্বাত্মা প্রতাপশালী বীরভদ্র সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া শূলস্থ মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত ঘটনা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন সদাশিব বহ্নিমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"ওরে বহ্নিমুখ! তুই এরূপ সাহস কার্য্য করিলি কেন? তোর কি মৃত্যুর ভয় নাই; তুই কি জানিস না যে মৃত্যু যম অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। তোর এ ব্যাপার কি? আমাকে খুলিয়া বল্‌। তখন বহ্নিমুখ তাহাকে প্রণাম করিয়া মৃত্যুর প্রতি অতিক্রুদ্ধদৃষ্টি অর্পণপূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং সদাশিবকে কহিল,—হে ঈশান। মৃত্যু চুরি করিয়াছিল বলিয়া আমি ইহাকে শূলে আরোপিত করিয়াছি। তখন সদাশিব মৃত্যু ও অন্যান্য যমদূতগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন, এবং মৃত্যুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—যাহারা মৃত্যুকালে আমার নাম উচ্চারণ করে, মদ্গতচিত্ত হইয়াই করুক, বা অন্যগতচিত্ত হইয়াই করুক, আর হীনাক্ষর বা অধিক অক্ষর যোগ করিয়াই বা আমার নাম উচ্চারণ করুক না কেন? যে কোনরূপে আমার নাম উচ্চারণ করিলেই আমি তাহাদিগকে আমার লোকে স্থান দান করি। এ ব্যক্তি মৃত্যুকালে "প্রহর" এই কথা বলিয়াছিল, তাহাতে আমার "হর" এই নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, কেবল 'প্র' এই কথা অধিক বলিয়াছে। (তাহাতেই এ পাপমুক্ত হইয়াছে) তুমি আমার এই কথা যমকে গিয়া বল। আর এখন হইতে আমার নাম উচ্চারণকারীদিগকে দূর হইতে দেখিয়াই প্রণাম করিও। যাহারা বেদপাঠে

পঞ্চাক্ষরোক্তিং শতরুদ্রিয়োক্তিং
শিবস্থ কুর্ব্বন্তি ন তে বিচার্য্যাঃ ॥১৪২
মন্নামরুদ্রাক্ষবিভূতিধারণো
মমাগ্রতো যস্ত পুরাণবক্তা।
সর্ব্বেষু পাপেষ্বপি তেষু সৎসু
প্রশাস্ম্যহং নৈব যমাধিকারঃ ॥ ১৪৩
যে চাপি পাপান্বিতমায়িনো নরাঃ
পরান্নবস্ত্রাদিবধূভুজশ্চ।
বারাণসীমৃত্যুপরাশ্চ যে বৈ
শ্রীশৈলমর্ত্ত্যাশ্চ ন তে বিচার্য্যাঃ ॥১৪৪
যুকাশ্চ দংশা অপি মৎকুণাশ্চ
মৃগাদয়ঃ কীটপিপীলিকাশ্চ।
সরীসৃপা বৃশ্চিকশূকরাশ্চ
কাশীমৃতাঃ শঙ্করমাপ্নুবন্তি ॥ ১৪৫
ইদং নাম গৃণন্‌ ধ্যায়েদ্‌যো বৈ হৃৎপদ্মমন্দিরে
ত্রিয়ম্বকং বিরূপাক্ষং সোমং সোমার্দ্ধভূষণম্‌ ।
ত্রিনেত্রকং ত্রয়ীনেত্রং সোমসূর্য্যাগ্নিলোচনম্‌ ।
তং নমস্কৃত্য দূরস্থো ভব মৃত্যো মমাজ্ঞয়া ॥
অথাকর্ণ্য শিবপ্রোক্তং মৃত্যুস্তষ্টাব শঙ্করম্‌ ॥
নমস্তে দেবতানাথ নমস্তে দেবমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বজ্ঞায় নমস্তুভ্যং পশূনাং পতয়ে নমঃ ॥
অথ দেবো মহাদেবো মৃত্যুং প্রাহ বরং বৃণু।
স্তোত্রেণানেন তুষ্টোঽস্মি মৃত্যুর্ব্বরমযাচত ॥
ত্বদীয়ং পালয় বিভো মাঞ্চ শঙ্কর পাপিনম্‌ ॥
তথেত্যুক্তা মৃত্যুমীশো গচ্ছ বৎসেতিচাব্রবীৎ
যমলোকং গতঃ সোঽথ যমায়াশেষমুক্তবান্‌ ॥

শম্ভুরুবাচ।

য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্‌।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি শঙ্করসন্নিধিম্‌॥১৫২
ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে পূজামাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

রত থাকিয়া আমাকে প্রণাম, আমার পূজা, আমার কীর্ত্তি-ঘোষণা ও উপাসনা করত আমার দাসত্ব করে, আমার কিঙ্কর হইয়া অবস্থিতি করে, "শিবায় নমঃ" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করে, শতরুদ্রিয় পাঠ করে; তাহাদিগের সম্বন্ধে বিচার করিবার কিছুই নাই। যে ব্যক্তি আমার নামোচ্চারণ, রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম ধারণ করত আমার অগ্রে পুরাণ পাঠ করে, তাহার সর্ব্ববিধ পাপ সত্ত্বেও তাহাকে আমি উদ্ধার করি; তাহার উপরে যমের অধিকার নাই। যাহারা কাশীধামে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা কপটাচারী পাপী ? পরদ্রব্য ও পরবধূর হরণকারী হইলেও শ্রীশৈলের (কৈলাস ধামের) মানব, তাহাদের সম্বন্ধে বিচার্য্য কিছুই নাই। কাশীধামে মৃত্যু হইলে যুক (উকুন) মৎকুণ (ছারপোকা) মশক, পিপীলিকা, মৃগাদি পশু, সরীসৃপ, বৃশ্চিক ও শূকরাদি সকল জীবই শঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। ১২৬—১৪৫। যে ব্যক্তি আমার এই নামোচ্চারণ করে এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি যাহার নেত্র, অর্দ্ধচন্দ্র যাহার শিরোভূষণ সেই ত্রয়ীনেত্র ত্রিলোচন বিরূপাক্ষ ত্র্যম্বককে হৃৎপদ্মমন্দিরে ধ্যান করে; হে মৃত্যো! তুমি আমার আদেশে দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অপসৃত হইও। অনন্তর মৃত্যু শিবোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবতানাথ! আপনাকে নমস্কার, হে দেবমূর্ত্তে! আপনাকে প্রণাম, হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনাকে নমস্কার! হে পশুপতে! আপনাকে নমস্কার। অনন্তর দেব মহাদেব মৃত্যুকে বলিলেন,—হে মৃত্যো! তোমার এই স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন মৃত্যু—তাঁহার নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন,—প্রভো! শঙ্কর! আমি পাপী, আমি আপনারই আশ্রিত আমাকে পালন করুন। মহেশ্বর "তথাস্তু" বাক্যের পর 'বৎস এক্ষণে গমন কর' এই বলিয়া বিদায় দিলেন। মৃত্যুও যমলোকে গমন করিয়া যমকে সমস্ত কথা বলিলেন। শম্ভু কহিলেন,—যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই অত্যুত্তম পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শম্ভুরুবাচ।

অথান্যদপি নির্ব্বচ্মি প্রমদাখ্যানমুত্তমম্।
সুতয়া দেবরাতস্য যৎ প্রাপ্তং নামকীর্ত্তনাৎ॥
দেবরাতসুতা বালা কলা নামাতিরূপিণী।
ধনঞ্জয়সুতস্যাসীদ্ভার্য্যা শৌণস্য ধীমতঃ॥ ২
তাবুভৌ নিয়তৌ নিত্যং ধর্ম্মৈকপ্রবণৌ শুভৌ
লব্ধবন্তৌ নিধিমথো গঙ্গাস্নানায় তৌ গতৌ।
প্রবাহপতিতে কূলে মৃত্তিকানয়নায় তৌ।
কুদ্দালদায় মৃল্লোষ্টং দৃষ্টবন্তৌ মহাঘটম্॥ ৪
রাজতং চোর্দ্ধপাষাণমথ শৌনঃ প্রিয়াং বচঃ।
ইদমাহ কথং কার্য্যং কিং কর্ত্তব্যং হি নো হিতম্॥ ৫

ভার্য্যোবাচ।

ন নারীমতমালম্ব্য কিঞ্চিৎকার্য্যং সমাচরেৎ।
ন চ নার্য্যা বদেদ্গুহ্যমপ্রিয়ং বা কথঞ্চন॥ ৬
যদি নারীসমক্ষন্তু দ্রবিণং দৃষ্টিমাপতেৎ।
বঞ্চয়ীত তথা নারীমীদৃশৈর্ব্বাক্যসঞ্চয়ৈঃ॥ ৭
অস্মাভির্ন হি সম্প্রেক্ষ্যং কিংবা তত্রহিতিষ্ঠতি
দ্রবিণং চেন্ন সম্প্রেক্ষ্যং বাধোদর্কং ভবিষ্যতি
অস্মাজ্জাতন্তু যদি চেৎ কুতো জ্ঞানবিনিশ্চয়ঃ
অপ্রদৃষ্টস্ত্বিদানীং চেন্নিভৃতঃ কোঽপি তিষ্ঠতি।
তিরোধানং ন কিঞ্চিচ্চেন্মায়য়া কোঽপি তিষ্ঠতি।
ন চেন্মায়া মনুষ্যাণাং ক্ষেত্রপালস্তু তিষ্ঠতি।
ন হি চেত্তৈরবশেহ তিষ্ঠতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ।

সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শঙ্করসন্নিধানে গমন করে।১৪৬—১৫২।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

শম্ভু কহিলেন,—অনন্তর আর একটি উত্তম রমণীয় উপাখ্যান বলিতেছি, সেই উপাখ্যানে দেবরাতের কন্যা মহেশ্বরের নাম কীর্ত্তনে যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (তাহা শ্রবণ কর) দেবরাতের পরমা সুন্দরী কন্যা, তাহার নাম কলা; ধনঞ্জয় নামক কোন ব্যক্তির পুত্র ধীমান্ শৌণ সেই কলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই শৌণ ও কলা সাধুপ্রকৃতি ছিলেন; উভয়ে সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করিতেন, সর্ব্বদা সদাচারে কাল যাপন করিতেন। একদা তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া এক নিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা স্নানার্থ অবতীর্ণ হইয়া জলপ্রবাহের সন্নিহিত তীরপ্রদেশে মৃত্তিকা আনয়ন করিতে গিয়া রৌপ্যময় বৃহৎ একটী ঘট দর্শন করেন। সেই ঘট দর্শন করিয়া শৌণ প্রিয়াকে বলেন,—ঐ একটি রৌপ্যময় ঘট দেখা যাইতেছে, এক্ষণে কি করা উচিত; কি করিলে আমাদের ইষ্ট লাভ হইবে। তদীয় ভার্য্যা-কলা উত্তর করিলেন,—স্ত্রীলোকের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা উচিত নহে। স্ত্রীলোকের নিকট কোন গোপনীয় কথা বলিতে নাই; কোনরূপ অপ্রিয় কথাও তাহাকে বলা উচিত নহে। যদি স্ত্রীলোকের সমক্ষে অর্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে এইরূপ কথা বলিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিতে হইবে যে,—"উহা আমাদিগের দেখা উচিত নহে; কি জানি উহাতে কি আছে? যদি উহা অবশ্য গ্রাহ্য অর্থও হয়, তথাপি উহা লওয়া উচিত নহে; কারণ যদি কেহ উহা রাখিয়া গিয়া থাকে ত, আমরা লইয়াছি জানিতে পারিলে পরে আমাদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে। আমরা লইতেছি, ইহা সে জানিতে পারিবে না, তাহারই বা নিশ্চয় কি? যাহার ধন, এক্ষণে আমরা তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতেছি না বটে; কিন্তু হয় ত সে এখানে কোথাও লুকাইয়া থাকিতে পারে। কেহ লুকাইয়া না থাকিলেও হয় ত কেহ দুষ্ট মনুষ্য ধরিবার জন্য অর্থ দিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে। তাহা না হইলেও হয়ত এই স্থানের ক্ষেত্রস্বামী ঐ অর্থ রাখিয়া

ন সোঽপি চেন্মহাবাধা রাজ্ঞাং তত্র ভবিষ্যতি
ন চ জানাতি চেদ্রাজা ব্যবহারাদিসম্ভবঃ।
স চেদ্‌গূঢ়প্রকারেণ চোরবাধা ভবিষ্যতি ॥১২
অপ্রমত্তস্থ ভবতো মহানর্থো ভবিষ্যতি।
প্রায়েণার্থবতাং নৃণাং ভোগলিপ্সোপজায়তে।
ভোগাদ্ভোগান্তরেচ্ছা চ সর্ব্বানুষ্ঠাননাশিনী।
জানাতি যদি নারী স্বং ভাবযোগগতং তথা।
নারী স্বতন্ত্রতামেতি রোষান্মন্ত্রপ্রকাশিনী।
রোষেঽবিশ্বাসতাংযাতি তদা দোষঃপুরোদিতঃ

গিয়াছে। ১—১০। যদিও তাহা না হয় ত ঐ অর্থের মালিক (স্বত্বাধিকারী) কোন ভয়ঙ্কর ব্রহ্মরাক্ষস এই খানে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাও যদি না হয়; তথাপি এই অস্বামিক অর্থ আমরা লই কিরূপে? অস্বামিক অর্থে ত রাজার অধিকার; আমরা এই অর্থ লইয়াছি, জানিতে পারিলে, রাজা আমাদিগকে অতিশয় বিপদে ফেলিবেন। যদি বল, রাজা ত জানিতে পারিতেছেন না; তবে আর বিপদ্ কি? কিন্তু জানি কি? যদি কোনরূপে গোপনে রাজা জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগকে চোর বলিয়া ধরিবেন। এই অর্থ লইয়া কোনরূপে অসাবধান হইলে মহাবিপদে পড়িতে হইবে। বিশেষতঃ অর্থবান্ মনুষ্যদিগের প্রায়ই সেই লব্ধ অর্থের ভোগবাসনা হইয়া থাকে। সেই অর্থ ভোগ করিতে করিতে অন্য ভোগের ইচ্ছা আসিয়া পড়ে,—যে ইচ্ছায় সকলপ্রকার সদনুষ্ঠান একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীলোকে যদি পুরুষের মনোগত ভাব এবং সমস্ত কার্য্যকলাপ জানিতে পারে, তাহা হইলে একেবারে স্বাধীন হইয়া বসে; হয় ত কোন সময়ে ক্রোধের বশে স্বামীর গুপ্তবিবরণ সাঙ্কেত অর্থের কথা অপরের নিকটে প্রকাশ করিয়া ফেলে। এইরূপে অনিষ্ট ঘটাইতে পারে বলিয়া স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলিতে নাই, ইহা পূর্ব্বেই তোমার

বিশ্বাসিনী চ বিস্রব্ধঃ প্রবাসে চাঞ্চচিত্ততা।
বিস্রাব্ধাজ্জায়তে স্ত্রীণাং নানাবিধবিচেষ্টিতা ॥১৬
যং কঞ্চিৎ পুরুষং দৃষ্ট্বা যুবানং প্রীতিমাপভেৎ
প্রীত্যা সঞ্জায়তে যোগো যোগান্মৈথুনসঙ্গতিঃ।
সততং মৈথুনে জাতে বিস্রব্ধান্তরমাপভেৎ।
ভবতা বা তথা পূর্ব্বং ভুক্তেঽদানীং কভুজ্যতে
কাং প্রতীচ্ছা ভবেদানীং প্রীতিঃ কস্তামথাপি বা
কা বিদগ্ধা সুসংনিগ্ধা পুরুষাদন্তশ্চরেৎ ॥১৯
যোঽত্রবীদর্থ বাক্যং তাং যদি ক্রয়াম্মধ্যমে।
সর্ব্বমেব তথা বাচি নান্যথা বাক্যমুচ্যতে ॥২০
ইত্থং প্রবৃত্তিতাং যাতা তথা রূপান্তরেণ চ।
দ্রব্যমাদায় যৎ কিঞ্চিদনুবর্ত্তেৎ স্বতন্ত্রতঃ ॥ ২১
স মারয়িত্বা তাং দ্রব্যং গৃহীত্বা পাতয়িষ্যতি।
অথ পূর্ব্বপতির্মূত্যৌ প্রবিশেন্নাগুগুক্ষণিম্ ॥ ২২
বৈধব্যে দ্রবিণং সর্ব্বং ধর্ম্মার্থং মে ভবিষ্যতি।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা বৈধব্যে সমুপস্থিতে ॥২৩
যোনিকণ্ডুং সমাসাদ্য দিবা বা যদি নিশি।
একান্তস্থানমত্যেত্য বিবৃত্য বসনং ভগম্ ॥২৪
ইদমূচে বচো দুঃখাদুপস্থস্বকরা সতী।
কিং ত্বয়া বৈ কৃতং যোনে কিংবা পাপমুপাশ্রিতা
শিশ্নস্থ বাধবা পাপং যদ্দস্তরবে...নাৎ।
যচ্চ কর্ত্তৃকৃতং পাপং মাতৃকসেবাবিবর্জ্জনাৎ।
অতোঽপি কণ্ডুসন্তূতো প্রবেশয়েদথাঙ্গুলিম্।

নিকটে বলিয়াছি। বিশেষতঃ স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিলে সেও পুরুষের উপরে বিশ্বাস করিয়া থাকে; তখন সে ভাবে 'যদি আমি গোপনে কোন দুষ্কর্ম্ম করি, তাহা হইলে আমার স্বামী তাহাতে আমার উপরে কোন শঙ্কা করিবে না।' এইরূপ বিশ্বাস থাকায় স্বামীকে সে আর তত ভয় করে না, স্বামী বিদেশে গমন করিলে অন্য পুরুষের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার কুকার্য্য করিতে পারে। তখন সে যে-কোন যুবা পুরুষ দেখিলেই প্রীতি অনুভব করে, এইরূপে প্রীতিলাভ করিতে করিতে হয় ত একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; এইরূপ সাক্ষাতে তাহার সহিত সংস্থ-

বিচিত্রচেষ্টাং কৃত্বা তু কণ্ঠবুদ্ধেরতঃ পরম্ ।২৭
মর্দ্দয়িত্বা কয়াত্যাং তৎসন্ত্যজ্য চ বিবৃত্য চ ।
অসকৃৎকৃতৌ পাদৌ বিবৃতাঙ্গাতিহৃষ্টিতা ।২৮
খট্টাকাষ্ঠমথালিঙ্গ্য স্তনপীড়ং যথাপ্রিয়ম্ ।
অথো বিচিত্রচিত্তস্থং ততঃ প্রাদুষ্টতা ভবেৎ ।
অথবাহি পুরে স্থিত্বা সাকং ব্যবহৃতঞ্চ যৎ ।
আলস্য বেশ্মনি নিশি সন্ধ্যায়াং বিশিখাসু চ
কৃত্বাভবেশনাস্নানং বৈঃকৈরপ্যুপভুজ্যতে ।৩১
যথাবাধ্যপ্রভাবেণ শঙ্কিতা যোগ্যমাচরেৎ ।
অজ্ঞাতং চ গৃহং গত্বা রময়েদেব নিশ্চিতম্ ।৩২
নারীসমক্ষং লক্ষে তু প্রবিশে হেতুদিষ্যতে ।
তস্মান্মমাপি ভবতো ন বিচারপ্রয়োজনম্ ।৩৩

শৌণ উবাচ ।

এবমেতন্ন সন্দেহো গচ্ছ ত্বং তিষ্ঠ দূরতঃ ।
মলমূত্রবিসর্গার্থং স্থিত্বা গচ্ছামাতঃ পরম্ ।৩৪
তস্যাং গতায়াং শৌণোহপি বস্ত্রখণ্ডং স্বকন্নয়ং
একৈকস্মিংস্তথা খণ্ডে স্বগ্রহীদ্রবিণং বহু ।৩৫
সৈকতে স্ববরং জানুদন্নং কৃত্বা ততস্ততঃ ।
ক্ষিপ্তা মলং পূরয়িত্বা বিষ্ঠাং চক্রে ততোপরি ।
বস্ত্রাধারং ঘটং তঞ্চ প্রতিচিক্ষেপ কুত্রচিৎ ।
সর্ব্বমজ্ঞাতবৎ কৃত্বা স্নানায় প্রযযৌ মুনিঃ ।৩৭
তস্য ভার্য্যা ততঃস্নানংকৃত্বা সম্পূজ্য পার্ব্বতীম্
গচ্ছেতিভর্ত্রা সা প্রোক্তা স্ববেশ্মাভ্যগমৎসতী
এতামেকাকিনীং জ্ঞাত্বা মারীচো নাম রাক্ষসঃ
ভর্ত্তৃরূপমথাস্থায় কলামেতদুবাচ হ ।৩৯

মারীচ উবাচ ।

সগুগোদাবরীতীরে পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
আরামমিতি প্রোক্তং যত্র ভীমঃ স্বয়ং স্থিতঃ
ভুক্তিমুক্তিপ্রদো নৃণাং স্মরণাৎ পাপনাশনঃ ।
তত্র গচ্ছাবহে শীঘ্রং ত্বত্ত নির্গচ্ছ সুন্দরি ।

কলোবাচ ।

ইদানীমভিষেকায় প্রবৃত্তো নাভিষিক্তবান ।

টম অবশ্যম্ভাবী। * স্ত্রীলোকের সমক্ষে অর্থলাভ করিলে পরিণামে এই রূপ ঘটে। অতএব আমার পরামর্শ গ্রহণে আপনার প্রয়োজন নাই।১১—৩৩। শৌণ কহিলেন,—তাহাই বটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; সে যাহা হউক, এক্ষণে তুমি এখান হইতে গিয়া দূরে থাক। মল-মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য আমাকে এখানে ক্ষণ কাল থাকিতে হইবে, তাহার পরেই যাইতেছি অনন্তর কলা স্বামীর কথামত সে স্থান হইতে চলিয়া গেলে শৌণ একখানি বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া এক এক খণ্ডে সেই প্রচুর ধন বন্ধনপূর্ব্বক সেই গঙ্গাতীরের বালুকাময় প্রদেশে জঙ্ঘাপ্রমাণ গর্ত্ত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন; পরে সেই গর্ত্ত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত করিয়া তদুপরি মল ত্যাগ করিলেন এবং সেই ঘট কোথাও নিক্ষেপ করিলেন। সেই মুনি শৌণ,সকলের অজ্ঞাতসারে এই কার্য্য সমাধা করিয়া স্নান করিতে গমন করিলেন। এদিকে শৌণভার্য্যা কলা স্বামীর নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্য এক ঘাটে স্নান করিয়া পার্ব্বতীর পূজা করিলেন; স্বামীর নিকটে বাটীতে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পাইয়াছেন বলিয়া তিনি স্নান-পূজার পর স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া একাকিনী বাটীতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া মারীচ নামক এক রাক্ষস তাঁহার স্বামীর রূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া তাহাকে বলিল, মারীচ কহিল—গোদাবরী নদীতীরে পবিত্র পাপনাশী এক রমণীয় আরাম আছে, যথায় ভীম শিব স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন, এবং যাঁহার স্মরণ মাত্রেই মনুষ্যদিগের পাপ নাশ, সুখভোগ ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে; হে সুন্দরি! তুমি শীঘ্র আইস, আমরা সেই উদ্যানে গমন করি।৩৪—৪১। কলা

---

* ২৭শের ১৮শ শ্লোক হইতে ৩২শ শ্লোক পর্য্যন্তের অনুবাদ এস্থলে কেন প্রদত্ত হইল না; অন্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও মূলাংশ পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

কথমেতাদৃশং ত্বং হি পূর্ব্বামুক্তং বদিষ্যসি ॥৪২
প্রকৃতেরন্যথাভাবমুৎপাতং বিদ্ধি সত্তমাঃ ॥ ৪৩
মারীচ উবাচ।
ভর্ত্তুঃপ্রতিকূলত্বং নারীণাং ধর্ম্ম উচ্যতে।
প্রতিকূলানুকূলা বা মম শীঘ্রং বদস্ব তৎ ॥ ৪৪
তুষ্ণীং ভূত্বাথ সা সাধ্বী ভর্ত্তেত্যেব বিচার্য্য তম্।
নির্ব্বযৌ তেন সা বালা বনমধ্যে গতা সতী ॥
অথ মধ্যাহ্নকালোহসৌ ক্রিয়তামাহ্নিকক্রিয়া।
রাক্ষসোহথ বচঃ শ্রুত্বা নানুষ্ঠানস্থলং ত্বিহ ॥৪৬
যত্র তত্রাস্তি গন্তব্যমিতো গচ্ছাবহে ততঃ।
কিঞ্চিৎপ্রদেশং গত্বা তু গুহাং বীক্ষ্য সরস্তথা
ইহ স্থানং হি মে স্থাতুং কার্য্যং স্নানমথাবদৎ
ইত্যুক্তা সরসি স্নাত্বা ফলাহারং প্রকল্প্য চ।
ভোজনাবসরে প্রাপ্তে কলা দধ্যাপুমাং শিবম্।
অয়ং ধবো মম ন বা ইতি ধ্যানপরাভবৎ।
অথ ধ্যানেন তং চোরং নিশ্চিত্য চ পতিব্রতা।
ভীতাতিনম্রবদনা অশ্রুপূর্ণমুখী তদা।
কষ্টমাপতিতং পাপমিত্যুক্তা নিপপাত চ ॥ ৫০
রুদতীং তামথো দৃষ্ট্বা রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ।
ধর্ষিতুং তামথারেভে ন চৈতদ্ধর্ষণং প্রতি ॥
বলাৎকারমথো কর্ত্তুং পতমানে তু রাক্ষসে।
আজানুনাভিপর্য্যন্তং শৈলং স্থানমকল্পয়ৎ ॥৫২
শিলাত্বমভবদ্বস্ত্রং রাক্ষসো বীক্ষ্য তামথ।
ইত্যেবং তাং হনিষ্যামি খাদয়িষ্যাম্যতঃ পরম্
ইত্যুক্তা ভ্রামরিত্বাসিং শিরশ্ছেত্তুং প্রচক্রমে
কলাহং মৎপতির্জ্ঞাত্বা শাপং দাস্যাম মা হর।
ইত্যুক্তমাত্রে বচসি শিরশ্চিচ্ছেদ রাক্ষসঃ ॥

উত্তর করিলেন,—তুমি এইমাত্র স্নান করিতে আরম্ভ করিলে, এখনও তোমার স্নান করা হয় নাই; আর এই দ্রাক্ষা-কাননে যাওয়ার কথাও ত অগ্রে বল নাই; তবে সহসা এইরূপ প্রস্তাব করিতেছ কেন? তোমার কি মতিভ্রম হইয়াছে? সাধুগণ বলেন—এরূপ মতিভ্রম হওয়া বড়ই অনিষ্টকর। মারীচ রাক্ষস (কোপ প্রকাশ করিয়া) কহিল,—স্বামীর প্রতিকূলতা আচরণ না করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। তুমি আমার প্রতিকূলা কি অনুকূলা, তাহা শীঘ্র বল। তখন সেই সাধ্বী বালিকা তাহার কথার কোন উত্তর করিতে না পারিয়া তাহাকে আপন স্বামী স্থির করিয়া তাহার সঙ্গে বনমধ্যে গমন করিলেন; বনমধ্যে গমন করিয়া সেই স্বামিহিতাকাঙ্ক্ষিণী কলা তাহাকে কহিলেন,—"মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা কর।" তাহা শুনিয়া রাক্ষস উত্তর করিল,—এস্থান সন্ধ্যাহ্নিকের উপ-যোগী নহে, অন্য কোন উত্তম স্থানে গিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিব, এখনও আমাদিগকে কিছু দূর যাইতে হইবে, অতএব আইস যাই। এই বলিয়া রাক্ষস তাঁহাকে লইয়া আরও কিছু দূর গমন করিয়া এক গুহা ও সরোবর দেখিয়া বলিল, এই স্থানেই আমাদিগকে থাকিতে হইবে, অতএব এই স্থানেই স্নান করি, এই বলিয়া সেই রাক্ষস সরোবরে স্নান করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার আহার করিবার সময়ে কলা উমামহেশ্বরের ধ্যান করত "ইনি আমার স্বামী কি না" এই-রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪২—৪৯। অনন্তর পতিব্রতা কলা ধ্যানবলে তাহাকে চোর প্রবঞ্চক বলিয়া জানিতে পারিয়া ভয়ে বদন অবনত করিলেন; তখন তিনি অশ্রু-পূর্ণমুখী হইয়া হায় কি সর্ব্বনাশ! (কি পাপ) এই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পাপ-বুদ্ধি রাক্ষস তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি পাশব অত্যাচার করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু সে রাক্ষস বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিতে যাইয়া পাতিত হইল। এদিকে সেই সাধ্বীর জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্থান পাষাণময় হইল এবং বস্ত্রও পাষাণ হইয়া গেল। অনন্তর রাক্ষস তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাদৃশ অত্যাচারে অসমর্থ হইয়া "তোমাকে মারিয়া খাইয়া ফেলিব" এই বলিয়া অসি ঘুরা-

প্রাপ্তায়াং দুর্গতিং তস্যামথ শৈবাঃ সমাগতাঃ
ধৃত্বা বিচিত্রাভরণাঃ সর্ব্বায়ুধধরাঃ শুভাঃ॥৫৬
এনাং বিমানমারোপ্য শিবলোকমুপাগমন্।
তামাগতাং গিরিসুতা হর্ষেণ প্রতিপূজ্য চ
স্বপাদপ্রণতাং তন্বাঙ্গীং বাক্যমভাষত। ৫৭
পাতিব্রত্যেন তে তুষ্টা স্বভীষ্টং প্রদদামি তে
কলোবাচ।
দাসীভাবং প্রযচ্ছ ত্বং ত্বৎপাদাব্জং মম প্রিয়ম্
প্রার্থ্যৈঃ কিমন্যৈর্ব্বর্হিতস্তথাস্ত্বিতি শিবাব্রবীৎ
ইন্দ্রাদিবনিতাভিঃ সা পূজিতাথ কলানিধিঃ।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ শৌণো মুনিরথো গৃহম্
ন তত্র দৃষ্ট্বা তাং ভার্য্যাং ধ্যানযোগপরোঽভব

রক্ষোহৃতাং মৃতাং প্রাপ্তাং শিবলোকমুমাং প্রতি।
উমাদত্তবরা চাপি দৃষ্টবান্ জ্ঞানচক্ষুষা॥ ৬১
কিঞ্চিদ্দুঃখসুখস্থিতস্তং পর্য্যাবৃত্য মুনিস্তদা।
শ্বশুরং গতবান্ সোঽথ দেবরাতং মুনীশ্বরঃ।
নিবেদ্য সর্ব্বং সহিতো বিশ্বামিত্রমগান্মুনিম্।
নিবেদ্য তদ্বশিষ্ঠস্তু বশিষ্ঠোঽপ্যাহ তান্ মুনীন্
গত্বা কৈলাসমাদৌ তু দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্॥
অনুজ্ঞাং শিবতো লব্ধা পার্ব্বতীমন্দিরং গতঃ
দেব্যৈ বিজ্ঞাপ্য তৎসর্ব্বং যথার্থং প্রবদামি তৎ
তথেত্যুক্তা মুনিবরাঃ কৈলাসং শঙ্করালয়ম্।
গত্বা প্রণম্য দেবেশং বীরভদ্রেণ পূজিতাঃ।

ইয়া তাঁহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হইল। "আমি কলা; আমার স্বামী জানিতে পারিলে তোমাকে অভিসম্পাত করিবেন, আমাকে—'মা হর" হরণ করিও না, এইরূপ বাক্য সেই রমণীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্রই রাক্ষস তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। সেই কলা এই-রূপে অপমৃত্যু প্রাপ্ত হইলে বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত শিবদূতগণ সকল প্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বিমানে আরোহণ করাইয়া শিবলোকে লইয়া গেল। পর্ব্বতনন্দিনী সেই পাদনতা সাধ্বী পুণ্যস্বভাবা শৌণপত্নীকে পরমানন্দে সমাদর করিয়া কহিলেন,—আমি তোমার পাতিব্রত্যে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি; এই কারণে তোমাকে অভিমত বর দিতে ইচ্ছা করি।৫—৫৮। কলা কহিলেন,—আপনার পাদপদ্ম আমার অতি প্রিয়, অতএব যাহাতে আপনার পাদপদ্মের দাসী হইতে পারি, তাহা করুন, তদ্ভিন্ন আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই। পার্ব্বতী "তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে আপনার দাসীত্ব প্রদান করিলেন। সেই সাধ্বীরত্ন কলা, ইন্দ্রাদি-দেব-কামিনীগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে কলার স্বামী শৌণমুনি স্নানান্তে বাড়ীতে আসিয়া ভার্য্যাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সন্ধান লইবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন; পরে ধ্যান বলে জানিতে পারিলেন,—কলা রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃত হইয়া তাহার হস্তে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক শিবলোকে উমার নিকট গমন করিয়াছেন এবং উমার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। মুনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া কিছু দুঃখিত হইলেন, পরক্ষণে প্রকৃস্থিত হইয়া নিজ শ্বশুর দেবরাতের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বলিলেন; পরে শ্বশুরকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বামিত্রমুনির নিকটে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রমুনির সাহায্যে বশিষ্ঠমুনির নিকটে সেই সংবাদ বলিলেন; বশিষ্ঠ আবার সে সংবাদ অপরাপর মুনিদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'প্রথমতঃ কৈলাসে গমনপূর্ব্বক দেব মহেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া পার্ব্বতীর মন্দিরে গমন করত তাঁহাকে যথার্থ কথা বলা যাউক। ৫৯—৬৫। সেই প্রধান মুনিগণ বশিষ্ঠদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সকলে মিলিয়া কৈলাসে শিবধামে গমন করিয়া বীরভদ্রের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করত

বিজ্ঞাপয়ামা মুনিদ শৌণভার্য্যা হৃতেতি চ।
শিবঃ প্রাহ মুনীন্দ্রাংস্তান্ জ্ঞাতমেব ময়া ত্বিদম্
অকালমরণং তস্যা আয়ুর্ব্বর্ষশতং স্থিতম্।
অকালমৃত্যুযুক্তানাং পুনর্জীবনমস্তি চ। ৬৮
দশপুত্রপ্রসবিনী রূপসৌভাগ্যবত্যপি।
ভবদ্ভিরিতি নিশ্চিত্য সমাগতমিহ দ্বিজাঃ। ৬৯
যমলোকগতানান্তু সর্ব্বমেতদ্বিনিশ্চিতম্।
মম লোকগতানাঞ্চ গতিরন্যা ন বিদ্যতে।৭০
অনয়া কীর্ত্তিতং নাম প্রাণনির্গমনে পুরা।
নিষ্ঠা যমলিপিঃ স্পষ্টা কথমায়ুষ্যনির্ণয়ঃ।
অথবা গিরিজায়ৈ নিবেদয়ত কৃৎস্নশঃ। ৭১
অথ তে পার্ব্বতীপাদদর্শনায় গতা দ্বিজাঃ।
প্রণম্য মাতরং সর্ব্বে বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্।
দীনানাথকৃশাভার্য্যা-প্রনষ্টপিতৃকান্ শিশূন্।
রক্ষয়িত্বা পুরা মাতরিষ্টদা ত্বং সদা হ্যভূঃ। ৭৩
কন্যা পৌত্রী মমৈবেয়ং ত্বামারাধ্য পতিং শুভম্
শৌণং লব্ধবতী মাতস্তৎপূজায়াঃ ফলং ত্বিদম্
তপসা লভ্যতেঽপর্ণে দানেন যদি বাপি চ।
ব্রতোপবাসৈরথবা কন্যা সা লভ্যতে ময়া।৭৫
এতয়া পরিবিষ্টান্নং ভোক্তুমিচ্ছামি তৎ কথম্।

পার্ব্বত্যুবাচ।

যাদৃশী চৈব তে ভার্য্যা তাদৃশী দীয়তে ময়া।
নৈনাং ত্যক্তুমহং শক্তা কিংবা ত্বং মন্যসে মুনে

বিশ্বামিত্র উবাচ।

মাতা ত্বমিত্যেব ময়া হ্যবিশঙ্কিতমীরিতম্।
শৌণো মুনিরয়ং মাতস্তব বিজ্ঞাপয়িষ্যতি। ৭৮

মহেশ্বরের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া "শৌণভার্য্যা অপহৃত হইয়াছে" এই বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। অনন্তর সদাশিব সেই মুনীন্দ্রগণকে উত্তর করিলেন,—"আমি সমস্তই অবগত আছি; শত বর্ষ আয়ুঃসত্ত্বেই তাহার অকালমৃত্যু হইয়াছে। যাহাদের অকালমৃত্যু ঘটে, তাহারা পুনর্জীবিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! এই সুন্দরী শৌণভার্য্যা স্বামি-সৌভাগ্যশালিনী দশপুত্রবতী, ইহা নিশ্চয় করিয়াই তোমরা এখানে আসিয়াছ; কিন্তু যাহারা যমলোকে যায়, তাহারাই আয়ু থাকিলে ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আমার এই লোকের ত সে নিয়ম নাই; মদীয় লোকে যাহারা আগমন করে, তাহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। ৬৬—৭০। বিশেষতঃ এ প্রাণ পরিত্যাগকালে মদীয় নাম উচ্চারণ করিয়াছে, এবং ইহার ললাটে যমলিপিও সুস্পষ্ট ছিল, সুতরাং ইহার আয়ু নির্ণয়ই বা কিরূপে করিবে? (আমার নিয়ম অনুসারে ইহাঁর পুনর্জীবন সম্ভবে না) তবে পার্ব্বতীর নিকট গিয়া সমস্ত বল, (তিনি যদি মত করেন ত হইতে পারে)।" অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ পার্ব্বতীর পাদপদ্ম দর্শনের নিমিত্ত গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাদের মাতৃস্থানীয়া পার্ব্বতীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের অগ্রণী হইয়া বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন,—মাতঃ! আপনি পূর্ব্বে কত দীন অনাথ দুর্ব্বল বিপত্নীক ও পিতৃহীন শিশুদিগের রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা তাহাদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়াছেন। এই কন্যা আমার পৌত্রী, এ আপনাকে আরাধনা করিয়া ঐ শৌণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। মাতঃ! ইহা আপনাকে পূজা করারই ফল। হে দেবি অপর্ণে! সম্প্রতি কন্যাকে কি প্রকারে পুনঃ প্রাপ্ত হইব, কিরূপ তপস্যা, দান, ব্রত ও উপবাস করিলে এই কন্যাকে পাইতে পারি; কন্যা কর্ত্তৃক পরিবেশিত অন্ন আমি ভোজন করিতে ইচ্ছা করি; আমার এই ইচ্ছা কিরূপে পূর্ণ হইবে? ৭১—৭৬। পার্ব্বতী উত্তর করিলেন,—তোমার জন্য যেরূপ নারীর প্রয়োজন হয়, তাহা আমি দিতে পারি, কিন্তু হে মুনে! এই কন্যাকে আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার বলিলেন,—আপনি মাতা, তাই আপনাকে নিঃশঙ্কভাবে বলিলাম; মাতঃ! এই শৌণমুনি উপস্থিত আছেন, ইনি আপ-

শৌণ উবাচ।

তামেব ভার্য্যাং প্রতি মে প্রীতিরত্যুৎকটা সতি।
সৈব মে দীয়তাং ভার্য্যা চান্যথা মরণং ভবেৎ
পার্ব্বত্যুবাচ।
ভার্য্যাপতী সমাবেব বিবমৌ তু বিগর্হিতৌ।
তব চাসদৃশী চেয়ং সদৃশীং প্রবদাম্যহম্। ৮০
ন চ মন্মন্দিরং প্রাপ্তাং ত্যক্ষ্যে দেহবিবর্জ্জিতাম্
শৌণ উবাচ।
যদি নো দীয়তে চেয়ং ভার্য্যামন্যাং মম প্রিয়াম্
রাজ্যং মহেশ্বরে ভক্তিং প্রযচ্ছ বরমুত্তমম্ ॥
ভবিষ্যত্যেবমেবৈতদিত্যুক্ত্বা চাব্রবীন্মুনীন্।
ভোক্তব্যমিহ যুষ্মাভির্ম্মমাস্মিন্ দিবসত্রয়ম্ ॥৮৩
প্রতীন্দুবারে দেবস্য মহেশস্যৈব তুষ্টয়ে।
ভোজনীয়াঃ সদাকালমষ্টৌ বিপ্রা মুনীশ্বর। ৮৪
ইচ্ছয়া যত্র কুত্রাপি ব্রতমেতদুপক্রমেৎ।

বৎসরে পরিপূর্ণে তু মহারাজমমীশ্বরম্। ৮৫
চতুর্নিষ্কপ্রমাণেন তদর্দ্ধেনৈব কারয়েৎ।
শ্বেতবস্ত্রযুগং সূক্ষ্মং চামরে ব্যজনে তথা। ৮৬
পাদুকোপানহৌ ছত্রং সর্ব্বং বিপ্রে নিয়োজয়েৎ
স্বশক্ত্যা দক্ষিণাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণাংশ্চ বিসর্জ্জয়েৎ
এতদুদ্যাপনে কুর্য্যাদাদৌ মধ্যে তথা সুধীঃ।
দিনে দিনে তথা পূজা সোমস্য পরমাত্মনঃ।
তৎপুরুষস্য বিদ্মহে মহাদেবস্য ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ইতি পূজামন্ত্রঃ। ৮৯
স্থণ্ডিলে পূজয়েদ্দেবং প্রতিমায়ামথাপি বা।
একভক্তং স্বয়ং কুর্য্যাদ্ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিতঃ। ৯০
এতৎ সোমব্রতং প্রোক্তং শিবতুষ্টিপ্রদং শুভম্
য এবং কুরুতে ভক্ত্যা নারী বা পুরুষো-
হপি বা। ৯১
ছায়েব শঙ্করস্তাসৌ নিত্যমেবানুবর্ত্ততে।

নাকে মনের কথা বলিতেছেন। পরে শৌণ কহিলেন,—মাতঃ! সেই ভার্য্যার প্রতিই আমার একান্ত আসক্তি, তাহাকেই আপনি প্রদান করুন, নতুবা আমার মৃত্যু হইবে। পার্ব্বতী বলিলেন,—স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর অনুরূপ হওয়া উচিত, নতুবা নিন্দার বিষয় হয়; সেই জন্য বলিতেছি,—এই কন্যা তোমার অনুরূপ নহে, তোমাকে তোমার অনুরূপ ভার্য্যা প্রদান করিতেছি। বিশেষতঃ এ যখন দেহ ত্যাগ করিয়া আমার ভবনে আগমন করিয়াছে, তখন ইহাকে ত্যাগ করিতে পারি না। ৭৭—৮১। শৌণ কহিলেন—মাতঃ! যদি একান্তই ইহাকে প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমাকে অন্য উপযুক্ত প্রিয় পত্নী, রাজ্য ও শিবভক্তি এই উত্তম বর প্রদান করুন। "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী আগত মুনিদিগকে বলিলেন,—তোমরা আমার এই ভবনে তিন দিবস থাকিয়া আহার কর। হে মুনীশ্বর! তোমরা প্রত্যেক সোমবারে দেব মহেশ্বরের প্রীতিকামনায় নিয়মিতভাবে আটটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যে কোন স্থানে ইচ্ছা করিলে এই ব্রত করিতে পারিবে। বৎসর পরিপূর্ণ হইলে, চারিনিষ্ক (মোহর) অথবা দুই নিষ্ক পরিমাণ সুবর্ণ দ্বারা মহেশ্বরের মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করাইয়া পূজা করিবে। উত্তম সূক্ষ্ম শ্বেত বস্ত্রযুগল, দুইটী চামর, দুইখানি তালবৃন্ত, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, ছত্র, ব্রাহ্মণকে দান করিবে এবং যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিবে। ৮২—৮৭। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সোমবার ব্রতের আরম্ভ, উদ্যাপন এবং প্রত্যেক ব্রত-দিবসে পরমাত্মা সোমদেবের পূজা করিবে। পরমাত্মরূপী মহাদেবের সেই জ্যোতীরূপ জ্ঞাত হইয়া চিন্তা করিবে, সেই রুদ্রদেব আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করুন।" ইহা পূজার মন্ত্র। স্থণ্ডিলে অথবা প্রতিমায় মহাদেবের পূজা করিবে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক একভক্ত করিবে। এই শুভ সোমবারব্রত মহাদেবের তুষ্টিপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে নর বা নারী ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই

অদ্য সোমদিনং প্রাপ্তং মধ্যাহ্নাৎ পরতো ভুজিঃ
যূয়ঞ্চ সর্ব্বে মুনয়ঃ কৃতপৌর্ব্বাহ্নিকক্রিয়াঃ।
মাধ্যাহ্নিকীং ক্রিয়াং কৃত্বা ভোক্তুমর্হথ সত্তমাঃ
মাতুর্ব্বচনমাকর্ণ্য তথেত্যুক্ত্বা নমস্য চ।
অনুষ্ঠানায় তে সর্ব্বে গত্বা ভাগীরথীং নদীম্।
সময়ে মধ্যতো বৃত্তে কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকীং ক্রিয়াম্।
বিশেশপূজাং কৃত্বা চ ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
অথ তে পার্ব্বতীগেহং গত্বা দেবীং প্রণম্য চ
লোকমাতুর্নিয়োগেন শালঙ্কায়নকাত্মজঃ। ৯৬
পাদপ্রক্ষালনমুখান্যুপচারানকল্পয়ৎ।
পঞ্চগন্ধকমাদায় তান্ মুনীনভ্যলেপয়ৎ। ৯৭
ব্রাহ্মণায় মহাদানাপ্রোতি যো দদ্যাৎ পঞ্চগন্ধকম্
পঞ্চবাণসমো ভূত্বা স্ত্রীণাং বল্লভতামিয়াৎ। ৯৮
বিষ্ণবে যো হি দদ্যাত্তু সোঽপি মারসমো ভবেৎ।
কামী ত্বকামী যঃ কুর্য্যাৎ কৈলাসে পঞ্চ বৎসরান্।
সর্ব্বগন্ধসমোপেতো ভোগী চেষ্টার্থসংযুতঃ।
যথেষ্টবর্ত্তনো ভূত্বা ততো জায়েত ভূমিপঃ।
কস্তুরী চন্দনং চন্দ্রমগরুদ্বিতয়ং তথা।
পঞ্চগন্ধকমাখ্যাতং সর্ব্বকার্য্যেষু শোভনম্।
বিলুপ্তপঞ্চগন্ধেষু ব্রাহ্মণেষু মহাত্মসু।
আসীনেষু তদা প্রায়াদ্‌ব্রাহ্মণঃ স্থবিরঃ কৃশঃ।
উন্মত্তবেশো দিগ্বাসা জরাজর্জ্জরিতস্তনী।
খল্বাটঃ শ্বাসকাসী চ বহুহিক্কী ক্ষুধান্বিতঃ।
লালাপ্লুতঃ শ্মশ্রুকূর্চশ্লেষ্মা নগ্নঃ স্খলৎপদঃ।
দ্যষ্টবর্ষা তদা নারী সর্ব্বাভরণভূষিতা। ১০৪
রূপলাবণ্যসংযুক্তা লোকোৎকৃষ্টস্বরূপিণী।

সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় মহাদেবের অনুচর হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়। অদ্য সোমবার, হে মুনিগণ! তোমরাও সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসিয়াছ এবং ব্রাহ্মণ; অতএব অদ্য মধ্যাহ্নের পর আমার এই স্থানে আহার করিবে। হে সত্তমগণ! মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন করিয়া অদ্য এই স্থানে তোমাদিগকে আহার করিতে হইবে। ৮৮—৯৩। সেই মুনিগণ মাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মধ্যাহ্নকৃত্যঅনুষ্ঠান করিবার জন্য ভাগীরথী তীরে গমন করিলেন। ভাগীরথীতে গমন করিয়া তাঁহারা স্নান এবং মধ্যাহ্নসন্ধ্যাদি সমাপনান্তে ষোড়শোপচারে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিলেন। পরে তাঁহারা পার্ব্বতীর ভবনে গমন করিয়া দেবী পার্ব্বতীকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর লোকমাতার আদেশে শালঙ্কায়নকাত্মজ সেই ঋষিদিগকে পদ প্রক্ষালনার্থ জল আসন প্রভৃতি প্রদান করিয়া পঞ্চগন্ধক লইয়া তাঁহাদিগের গাত্রে লেপন করিয়া দিলেন। যে। ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে এইরূপ পঞ্চগন্ধ প্রদান করে, সে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ হইয়া স্ত্রীলোকের প্রিয় হয়। যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে এই পঞ্চগন্ধ প্রদান করিবে, সেও কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ হইবে। যে ব্যক্তি কৈলাসে থাকিয়া পাঁচ বৎসর এইরূপ পঞ্চগন্ধ দানে ব্যাপৃত থাকিবে, তাহার কোন কামনা থাকুক বা না থাকুক, তাহার সর্ব্বশরীর সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধে বাসিত হইবে; সে ধনী ও কর্ম্মক্ষম হইয়া ইচ্ছামত সুখভোগের পর রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। কস্তুরী, চন্দন, কর্পূর ও বিবিধ অগুরু, ইহাকে পঞ্চগন্ধ বলে; এই পঞ্চগন্ধ সকল কর্ম্মেই উত্তম। ৯৪—১০১। সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চগন্ধ লপ্ত হইয়া উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে জরাজীর্ণ, কৃশ, বহু হিক্কা ও শ্বাসকাস রোগগ্রস্ত, মস্তকে টাকযুক্ত এক ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উলঙ্গ হইয়া উন্মত্তবেশে স্খলিতপদে শশব্যস্ত ভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর লালায় আপ্লুত, শ্মশ্রু ও গুম্ফ শ্লেষ্মা ক্ষরিত হইতেছিল। নগ্নভাবে সেই ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই অনুপম-রূপলাবণ্যশালিনী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা এক

পুরুষান্ রূপসংযুক্তান্ বীক্ষন্তী চ ততস্ততঃ ।
গায়ন্তী স্বথ নৃত্যন্তী তং দৃষ্ট্বা হসন্তী পতিম্ ।
প্রবাধতে বৃদ্ধধব শীঘ্রমেহি ক্ষুধা মম ॥ ১০৬
আলম্ব্য ত্বৎকরং বৃদ্ধ দুঃখিতা নিত্যমস্ম্যহম্ ।
ভূষণং বসনং ঘ্রাণং স্রগ্‌বিলেপনমেব চ ॥১০৭
হাস্যো গীতিস্তথা পানং মণ্ডনং শোভনং গৃহম্
সর্ব্ববস্তুসমৃদ্ধিশ্চ কামস্যৈবাভিবৃদ্ধয়ে ॥১০৮
সর্ব্বেষামেব কামানাং রতিরেকা প্রয়োজনম্ ।
সুখানি সর্ব্বাণ্যেকত্র রতিরেকত্র চ স্থিতা ॥ ১
তুলয়া তুলিতং পূর্ব্বং রতিঃ শতগুণাধিকা ।
তস্মাদৃশী সমাসাদ্য ভবন্তং কিং করিষ্যতি ।
ইতি চান্যানি বাক্যানি ব্রুবাণা গৃহ্য বৈ করে ।
তদুত্তরমুবাচেদং কিং কুর্ম্মো ভাগ্যমীদৃশম্ ।
ন মামর হুরুক্ত্যা ত্বং মাং বিজ্ঞায়াথ চেদৃশম্

ষোড়শবর্ষীয়া যুবতি চতুর্দ্দিকে সুন্দর পুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতসহকারে নৃত্য ও গান করিতে করিতে, কখন বা সেই বৃদ্ধ পতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই বৃদ্ধকে বলিতে লাগিলেন। হে বৃদ্ধ স্বামিন্! শীঘ্র আইস, আমার অতিশয় বুভুক্ষা হইয়াছে। তাহাতে আমি কাতর হইতেছি। হে বৃদ্ধ! আমি তোমার হস্তে পতিত হইয়া নিয়ত দুঃখ ভোগ করিতেছি। বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধ, মাল্য, অনুলেপন, হাস্য, গান, পান, সুন্দর গৃহ, এবং সকলপ্রকার ধনসমৃদ্ধি কেবল কামবর্দ্ধন করিয়া থাকে। সকল প্রকার কামের মধ্যে স্বামি-সহবাসই স্ত্রীলোকের একমাত্র প্রয়োজন। এক দিকে সকল সুখ ও অন্যদিকে স্বামি-সহবাস, উভয়ের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে স্বামি-সহবাসই অন্যসুখ অপেক্ষা শতগুণে অধিক প্রতীয়মান হইয়াছে। অতএব মাদৃশী রমণী তোমার ন্যায়বৃদ্ধ পতিকে লইয়া কি করিবে?১০২—১১০। সেই যুবতি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ইত্যাদি নানা কথা বলিল। পরে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"কি করিব, আমার ভাগ্য

এতাদৃশো দ্বিজঃ প্রায়াৎ পার্ব্বতীমন্দিরং তদা
অবিজ্ঞায়ৈব গিরিজামিদং বচনমব্রবীৎ ॥
দ্বিজ উবাচ ।
অন্নার্থিনমিহ প্রাপ্তং বিদ্ধি মামতিথিং মুনে ।
ভোজনাবসরে প্রাপ্তং ব্রাহ্মণান্নং হি ভোজয়
তদ্ভার্য্যা বচনং প্রাহ ক মুনির্ব্বোবিদত্র হি ।
অন্ধস্য বচনং সর্ব্বমেবমেতাদৃশং দৃঢ়ম ॥ ১১৫
পার্ব্বত্যুবাচ ।
প্রক্ষাল্য চরণাবেকমাসনে উপবেশয় ।
জাম্বূনদকৃতেহত্তীব ভোজনাত্তর্পয় দ্বিজম্ ।
সুরত্নচষকোপেতমমৃতং ব্রহ্মবাদিনীম্ ।
অরুন্ধতীমথাহূয় পর্য্যবেষয়দম্বিকা ॥১১৬
কলা চারুন্ধতী চৈব হ্যনসূয়া পতিব্রতা ।
পরিবেশং পদার্থানাং স্রগ্‌গন্ধাক্তভূষণা ॥
অকুর্ব্বন্নম্বিকাবাক্যাৎ ষড়্রসানাং পৃথক্ পৃথক
ভুঞ্জাতেষু তু বিপ্রেষু দিগ্বাসা ব্রাহ্মণাকৃতিঃ ॥

এইরূপ, আমার দুরবস্থা দর্শনে কটূক্তি করিয়া আমাকে আর মারিও না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভার্য্যার কথায় এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়া পার্ব্বতীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পার্ব্বতী বলিয়া জানিতে না পারিয়াই বলিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মুনে! আমি অন্নার্থী অতিথি, আহারকালে উপস্থিত হইয়াছি; আমাকে অন্ন প্রদান করুন। অনন্তর সেই বৃদ্ধের ভার্য্যা। কহিলেন,—মুনিপত্নী কোথায়? এই বৃদ্ধ অন্ধব্রাহ্মণ যাহা বলিল, তাহা যথার্থ। অনন্তর পার্ব্বতী কহিলেন,—পদপ্রক্ষালন করাইয়া এই ব্রাহ্মণকে স্বর্ণাসনে উপবেশন করাও এবং উত্তম রত্নময় পাত্রে অমৃত আনয়নপূর্ব্বক এই ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত কর। অনন্তর অম্বিকা ব্রহ্মবাদিনী অরুন্ধতীকে ডাকিয়া পরিবেশন করিতে আদেশ করিলেন। পতিব্রতা অরুন্ধতী, অনসূয়া ও কলা, মাল্য গন্ধ ও ভূষণে বিভূষিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক পার্ব্বতীর আদেশে ছয়রসযুক্ত উত্তম খাদ্যদ্রব্য পৃথক্ পৃথক্

ক্ষণেন বুভুজে সর্ব্বং দাতুং নো শেকুরঙ্গনাঃ।
অথ সা গিরিজা দেবী স্বয়ং দাতুং প্রচক্রমে।
যথাদত্তমশেষঞ্চ ক্ষণেনাশ্নাতি স দ্বিজঃ।
তা গুম্ফিতমশেষঞ্চ ভোক্তুমৈচ্ছৎপ্রিয়া সহ॥১২০
তথাম্বিকা সমাদায় প্রাদাদক্ষয়মস্ত্বিতি।
অথ বামকরেণাসৌ ভোক্তুমৈচ্ছত্ততঃ সতী॥
তত্রাপ্যক্ষয্যমেবাস্ত তবান্নমিতি চার্পয়ৎ।
করান্তরমথোৎপাদ্য ভোক্তুমৈচ্ছদ্দ্বিজোত্তমঃ॥
এবং করসহস্রঞ্চ কৃত্বৈচ্ছদ্ভোজনং দ্বিজঃ।
দত্ত্বা দত্ত্বা পুনর্দ্দেবী সন্তুষ্টা ন চ কোপনা॥১২৩
ন চিত্তমন্যথা কর্ত্তুং শক্যমস্যা ইতি দ্বিজঃ।
প্রক্ষাল্য হস্তৌ চরণৌ হস্তার্পিতসুগন্ধবান্।

পার্ব্বতীং বাক্যমাহেদং তোষিতাহং বরং বৃণু
পার্ব্বত্যুবাচ।
মম দাতুং বরং শক্তো যদি ত্বং ব্রাহ্মণোত্তম।
বরেণ মম কিং কার্য্যং শঙ্করো মে যতঃ পতিঃ
তদাহ ব্রাহ্মণো দেবীং শঙ্করঃ কীদৃশস্ত্বিতি।
সদৃশোহসৌ ত্বয়া নো বা ত্বদ্‌যোগ্যো নান্যথা
ভবেৎ॥১২৬
স্ত্রীবল্লভত্বং মধ্যেবং রূপদাক্ষ্যং শুভাঙ্গতা।
নো চেদেতাদৃশী ভার্য্যা মদধীনা কথং ভবেৎ
পার্ব্বত্যুবাচ।
স্বভার্য্যাবচনঃ শ্রুত্বা তব বাক্যং তথা দ্বিজঃ।
অপলাপস্ত্বয়ং ব্রহ্মন্ শ্রুতং কিংবা তথা বিষম্
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ধম্মিল্লং তে কল্পিষ্যামি মমাঙ্কং ত্বং সমারুহ।
প্রবলেদ্‌যদি তে চিত্তং পাতিব্রত্যং কুতস্তব॥

পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ আহার করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহাদের মধ্যে সেই বৃদ্ধ দিগম্বর ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিবামাত্র ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া ফেলিলেন, পরিবেশিকা রমণীগণ তাঁহাকে অন্ন দিয়া উঠিতে পারিল না। পরিশেষে দেবী গিরি-নন্দিনী স্বয়ং পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যেমন অন্ন আনিয়া দেন, ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎই তাহা ভোজন করিয়া ফেলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ প্রিয়ার সহিত তাগুম্ফিত সমস্ত অন্ন আহার করিতে ইচ্ছা করিলেন।১১১-১২০ পার্ব্বতী তাঁহার ইচ্ছামত তাগুম্ফিত সমস্ত দ্রব্য লইয়া "অক্ষয় হউক" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ দুইহস্তে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পার্ব্বতী "তোমার অন্ন অক্ষয্য হউক" এই বলিয়া আবার অন্ন দিলেন। তখন দ্বিজবর আবার অন্য হস্ত বাহির করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করি-লেন। ক্রমে সহস্র হস্ত বাহির করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। দেবী পার্ব্বতী সন্তুষ্টচিত্তে বারংবার অন্ন প্রদান করিতে লাগিলেন! কিছুমাত্র কোপ প্রকাশ করি-লেন না। তখন ব্রাহ্মণ কিছুতেই তাঁহার মনে বিরক্তি বা ক্রোধ হইল না দেখিয়া হস্ত-পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক হস্তে সুগন্ধ অর্পণ করিয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন—আমি তোমার উপর তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে বিপ্রবর! আপনি যদিও আমাকে বর প্রদান করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু শঙ্কর আমার যখন স্বামী রহিয়াছেন, তখন আমার বরে কোন প্রয়োজন নাই। তখন ব্রাহ্মণ দেবীকে কহিলেন,—শঙ্কর কিরূপ? তিনি তোমার উপযুক্ত কি না? অবশ্য তিনি তোমার উপযুক্তই হইবেন। দেখ দেখি, আমাতে কিরূপ রমণীমোহন সৌন্দর্য্য অঙ্গসৌষ্ঠব ও দক্ষতা রহিয়াছে; এরূপ না থাকিলেই বা আমার একাদৃশী ভার্য্যা বাধ্য থাকিবে কেন? ১২১—১২৭। পার্ব্বতী উত্তর করিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আপনার ভার্য্যার কথা এবং আপনার এই বাক্য শুনিয়া, আপনার এ বাক্য মিথ্যা বোধ হইতেছে—হে ব্রাহ্মণ! আপনার এই বাক্য আমার কর্ণে বিষবৎ প্রবেশ করিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি আমার ক্রোড়ে আরোহণ কর, আমি তোমার কেশ-

পার্ব্বত্যুবাচ।
মম ব্রতং দ্বিজশ্রেষ্ঠ শঙ্করাঙ্কৈকরোহণম্।
অথ তচ্চিত্তমাজ্ঞায় ভবান্যাঃ পরমেশ্বরঃ ॥১৩০
ষোড়শবর্ষবয়া ভূত্বা সুস্নিগ্ধকচবন্ধনঃ।
সুস্নিগ্ধচারুনয়নো গোক্ষীরসমবিগ্রহঃ ॥১৩১
কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
স্বপার্শ্বস্থিতনার্য্যংসে প্রসারিতভুজদ্বয়ঃ ॥১৩২
গায়ন্ মন্দং তয়া সাকমুময়া পটয়া যথা।
অথ তাং পার্ব্বতীং শম্ভুঃ করেণাকৃষ্য চ স্মরন্
বিন্যস্য হস্তৌ বনিতাদ্বয়াংসে
গায়ন্ সমস্তাভরণঃ প্রসন্নদৃক্।
ননর্ত্ত চানন্দসমৃদ্ধগাত্রো
মুনীন্দ্রগীতশ্চ স কালবেলম্ ॥১৩৪
এতাদৃশং শিবং ধ্যাত্বা জন্মকোটিশতৈরপি।
ন দুঃখং জায়তে তস্য সদা হর্ষশ্চ জায়তে ॥১৩৫
অথ স্তুতো মুনিবরৈর্নারীং কৃত্বা হরিং ততঃ।
অথ সা পার্ব্বতী হৃষ্টা দেবং প্রাহ পিনাকিনম্॥
পার্ব্বত্যুবাচ।
কিমিত্যেতাদৃশং ভাবমাস্থায় ত্বমিহাগতঃ।
নারীং কৃত্বা তথা বিষ্ণুং কিং প্রকৃত্যা ন চাগতো ॥ ১৩৭
শিবঃ প্রাহ ব্রতে চাত্র হ্যতিথের্ভোজনং শুভম্
জানে সিদ্ধিমথো যেষাং নিষাদো নাভিজায়তে
জাতে বিষাদে তু ব্রতমসম্যাগাত নিশ্চয়ঃ।
সোমবারা সমায়াস্ত যাবত্যেহব্দশতানি তু॥
তাবন্তি মৎপুরে দেবি সর্ব্বভোগসমন্বিতঃ।

পাশ বন্ধন করিয়া দিই। তোমার চিত্ত যদি বিচলিত হয় তত তোমার পাতিব্রত্য কোথায়? অনন্তর পার্ব্বতী উত্তর করিলেন,—দ্বিজবর! (আমাকে ও কথা বলিবেন না), শঙ্করের অঙ্কে আরোহণই আমার একমাত্র ব্রত! অনন্তর সেই বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণরূপী পরমেশ্বর মহাদেব ভবানীর মনোবৃত্তি অবগত হইয়া সে বৃদ্ধবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুন্দর ষোড়শবর্ষবয়স্ক যুবক পুরুষের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; তাঁহার গো দুগ্ধতুল্য শ্বেত মূর্ত্তিতে কোটিকন্দর্পের লাবণ্য উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তাঁহার কেশপাশ সুচিক্কণ, অঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার, তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীর স্কন্ধদেশে বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক, উমার স্কন্ধে হস্তার্পণপূর্ব্বক যেরূপ গান করিতেন, সেইরূপ মন্দ মন্দ ভাবে গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সর্ব্বদা মুনীন্দ্রগণবন্দিত সর্ব্বাভরণ-ভূষিত শাস্ত সম্মুখবর্ত্তিনী পার্ব্বতীকে করাকর্ষণ দ্বারা নিকটে আনায়নপূর্ব্বক উভয় রমণীর স্কন্ধে উভয় বাহু ন্যস্ত করিয়া আনন্দোৎফুল্লগাত্রে প্রসন্ননেত্রে নৃত্য ও গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২৮—১৩৪। এতাদৃশ শিবমূর্ত্তি দর্শন করিলে শতকোটি জন্মেও দুঃখভোগ হয় না। প্রত্যুত: সর্ব্বদা আনন্দে কাল যাপন হইয়া থাকে, অনন্তর আগন্তুক মুনিগণ তাহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলে তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী সঙ্গিনী রমণীকে হরি করিলেন। (শ্রীহরি বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপী সদাশিবের সঙ্গে সঙ্গে রমণীবেশ ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি রমণীবেশ ত্যাগ করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন) অনন্তর পার্ব্বতী পরমানন্দিত হইয়া দেব পিনাকীকে কহিলেন, পার্ব্বতী বলিলেন,—দেব! বিষ্ণুকে নারী করিয়া এরূপ ভাবে আপনি এখানে আসিলেন কেন? নিজ নিজ মূর্ত্তিতে আসিলেন না কেন? সদাশিব কহিলেন,—এই ব্রতে শুভ অতিথিভোজন হইতেছে, এবং এই ব্রতে যাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে জানি; তাহাদিগের কার্য্যান্তে যাহাতে কোন দুঃখ না হয়, পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়, এই জন্য এরূপ ভাবে আসিয়াছি। ব্রতানুষ্ঠানের পর মনে বিষণ্ণতা আসিলে অর্থাৎ পরমানন্দ অনুভব না হইলে ব্রত সুসম্পূর্ণ হয় না, ইহা স্থির। দেবি! এই সোমব্রতের ফল এই যে—এই ব্রতের মধ্যে যত সোমবার থাকিবে, ব্রতকর্ত্তা তত বৎসর সর্ব্বপ্রকার সুখ ভোগ করত মদীয়

সভার্য্যাপুত্রবন্ধুশ্চ বেদোক্তায়ুর্য্যজীবনঃ ॥১৪০
পশ্চাদ্বারাণসীং গত্বা মৃতো মুক্তিমবাপ্স্যসি ।
শম্ভুরুবাচ ।
অথ দেবে স্থিতে তত্র মুনয়স্ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্ ।
কৃত্বা পঞ্চ নমস্কারান্ পুনঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ॥
পুনশ্চ দণ্ডবদ্ভূত্বা বিসৃষ্টা নির্যযুস্ততঃ ।
অথ শৌণঃ স্বাভিমতাং ভার্য্যামাপ হ্যনিন্দিতাম্
রাজ্যঞ্চ ভারতে বর্ষে ধর্ম্মেণাপালয়দ্দ্বিজঃ ।
মানুষানখিলান্ ভোগানবাপ শিবভক্তিমান্ ॥
নিত্যং দেবার্চ্চনপরো নিত্যং ব্রাহ্মণপূজকঃ ।
নিত্যদাতা নিত্যযাযী নিত্যশ্রোতা পুরাণকম্
মৃতঃ স গতবাল্লোঁকং শঙ্করস্য বিভোঃ শুভম্ ।
শম্ভুরুবাচ ।
নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্যং প্রসঙ্গাৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ।
শৃণ্বতাং সর্ব্বপাপঘ্নং ভক্তানাঞ্চ তথা নৃপ ॥১৪৬

লোকে অবস্থান করিবে। তৎপরে বেদোক্ত সুদীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রী-পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত সুখ-ভোগের পর কাশীতে গিয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিবে। ১৩৫—১৪১। শম্ভু কহিলেন—অনন্তর দেব মহেশ্বর তথায় আসীন হইলে মুনিগণ তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পঞ্চবিধ নমস্কার করিলেন; পরে পুনরপি তাঁহার নিকট বিদায় প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ শৌণ নিজ অভিমত অনিন্দনীয় ভার্য্যা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিলেন, এবং শিবভক্ত হইয়া মানুষলভ্য অখিল সুখভোগ করিলেন। তিনি প্রতি দিন দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, দান, যজ্ঞ এবং পুরাণ শ্রবণ করিতেন। (এইরূপ সদনুষ্ঠান ও সুখভোগের পর) যথাসময়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়া প্রভু শঙ্করের শুভ লোকে গমন করিলেন। শম্ভু কহিলেন;—হে নৃপ! প্রসঙ্গক্রমে তোমার নিকটে নামকীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তিত হইল। ইহা শ্রবণ করিলে ভক্তদিগের সকল পাপ

সর্ব্বকল্যাণদং নিত্যং সুভার্য্যারাজ্যদং শিবম্
শিবভক্তিপ্রদং গোপ্যং যস্য কস্যাপি নেরয়েৎ

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে নামমাহাত্ম্যকথনং নাম অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৮॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীরাম উবাচ ।
যে দৃশ্যন্তে বিমানস্থা নানারূপধরাঃ শুভাঃ ।
সর্ব্বকামফলোপেতাঃ সুভার্য্যাঃ শতবেষ্টিতঃ ॥
সহস্রনরনারীভিঃ পূজ্যমানাঃ পদে পদে ।
গায়ন্তী বিংশতির্যোষা রূপলাবণ্যকোমলাঃ ॥২
করঙ্কবাহনী চৈকা চামরাসক্তবাহবঃ ।
তালবৃন্তদ্বয়ং নার্য্যো বীজয়ন্তি প্রগৃহ্য বৈ ॥৩
স চক্রে চান্দমধ্যেঽস্যা উপধানং তথাপরঃ ।

দূর হয়। এই মঙ্গলময় নামকীর্ত্তনোপাখ্যান শ্রবণ করিলে সর্ব্বদা সুভার্য্যা, রাজ্য, ও শিবভক্তি প্রভৃতি সকলপ্রকার কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে; এই গোপনীয় আখ্যান যে কোন ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করা উচিত নহে। ১৪২—১৪৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৬৮ ॥

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীরাম জিজ্ঞাসিলেন,—ঐ যে গগনমণ্ডলে শত শত উত্তমা রমণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুন্দর নানারূপধারী পুরুষগণ বিমানে আরূঢ় দৃষ্ট হইতেছেন, সকলপ্রকার বাঞ্ছিত সুখ প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত সহস্র নরনারী কর্তৃক সেবিত হইতেছেন এবং প্রত্যেক বিমানে উঁহাদের পার্শ্বদেশে রূপলাবণ্যসম্পন্না কোমলাঙ্গী বহুতর রমণী এবং এক এক জন তাম্বুলপাত্রবাহিনী পরিচারিকা চামর বীজন এবং তালবৃন্ত সঞ্চালন করত গান করিতেছে। প্রত্যেক বিমানে চন্দ্রের ন্যায়

ইষ্টদেবং নমস্কৃত্বা পুরাণং বক্তুমর্হতি ॥ ৩০
অর্দ্ধযামং প্রতিদিনং যদি বাপীচ্ছয়া ভবেৎ।
এবং দিনসমাপ্তিং চ কৃত্বা কৃত্যং সমাচরেৎ ॥
শ্রোতুশ্চ তুষ্ণীং মননং তুষ্ণীং শ্রবণমেব বা।
অন্যথা ভারতী ক্রুধ্যেত্তৎ ক্রোধান্মূকতা ভবেৎ
তস্মাৎ পুরাণশ্রোতা চ তাম্বূলাদিসমর্পণম্।
বক্তুশ্চ জীবিকা কার্য্যা স্বসামর্থ্যানুসারতঃ ॥৩৩
পুরাণপ্রক্রমে দেয়ং সুচেলোদ্গমনীয়কম্।
সূক্ষ্মাম্বরমথো বাপি বস্ত্রদ্বিতয়মর্পয়েৎ ॥ ৩৪
আসনং তু মহচ্চিত্রং রম্যামূর্জ্জ্বলং মৃদু।
সুবর্ণং বা তথা দদ্যাদ্গোভূগেহাদিকং তথা ॥
এতৎ সমস্তং বিপ্রেন্দ্রা দক্ষিণামূর্ত্তিনা পুরা।
শঙ্করেণ মুনীনাং হি ভাষিতং চ দিবৌকসাম্ ॥
অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে তং প্রণম্যাসনস্থিতম্।
পৃথক্পৃথক্চ তাম্বূলং দত্ত্বা শুশ্রূষবঃ স্থিতাঃ ॥
তেনাপি কথিতং সর্ব্বং পুরাণং সর্ব্বসম্পদম্।
উপাস্ত্যাধ্যায়পর্য্যন্তং শ্রুতবন্তো দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৮

দিলীপ উবাচ।

কামগেন বিমানেন সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধিনা।
সর্ব্বতঃ সুখযুক্তেন পুণ্যস্থানমুপস্থিতম্ ॥ ৩৯

বসিষ্ঠ উবাচ।

নালং পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্নিতোঽপ্যতিশয়ান্তরৈঃ
ক্রীড়মানা ভবিষ্যন্তি যেন তৎপুণ্যমুচ্যতে ॥৪০
সুধাধবলিতং কৃত্বা শিববেশ্ম সমন্ততঃ।
স্ত্রিয়ো রূপবিলাসাঢ্যাঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ॥৪১
নানাসঙ্গীতকুশলা নানানৃত্যবিশারদাঃ।
চতস্রোঽষ্টৌ ষড়থবা মর্দ্দলধ্বনিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪২
বাসস্তৌ দ্বে আবজিক্যৌ কোণিকাধমনে উভে।

"শ্রবণ কর" এই বলিয়া এই প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিবে,—হরি, হর, গণেশ ও ভারতী ও ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া পুরাণ পাঠ করিতে হয়। প্রতিদিন অর্দ্ধ প্রহর অথবা ইচ্ছামত সমস্ত দিন পুরাণ শ্রবণ করিয়া অন্য কার্য্য করিবে। পাঠকালে শ্রোতা মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পুরাণার্থ চিন্তা অথবা মৌনভাবে কেবল শ্রবণ করিবে; এইরূপে শ্রবণ না করিলে ভারতী ক্রুদ্ধ হন; তাঁহার ক্রোধে শ্রোতার [illegible]লের পরিবর্ত্তে মূকতা লাভ ঘটে। [পু]রাণশ্রবণের পর শ্রোতা পাঠককে তাম্বূলাদি [প্র]দান এবং সাধ্যানুসারে তাঁহাকে জীবিকো-[প]যোগী অর্থ দান করিবে। পুরাণপাঠের [আ]রম্ভে উত্তম ধৌত বস্ত্রযুগল অথবা সূক্ষ্ম [বস্ত্র]যুগল পাঠককে প্রদান করিবে। রমণীয় [উজ্জ্ব]লোজ্জ্বল চিত্রিত বৃহৎ আসন, সুবর্ণ, গো, [ভূ]মি, গৃহ প্রভৃতি দান করিবে। ২৫—৩৫। বিপ্রেন্দ্রগণ! পূর্ব্বকালে দক্ষিণামূর্ত্তি [শঙ্ক]র স্বর্গবাসী মুনিদিগের নিকটে এই [সম]স্ত বিষয় বলিয়াছিলেন। অনন্তর সেই [সক]ল মুনিগণ সেই আসনস্থিত মুনিকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ তাম্বূল প্রদানপূর্ব্বক শ্রবণেচ্ছুক হইয়া উপবেশন করিলেন। তিনিও সর্ব্বসম্পদ্যুক্ত সকল পুরাণ আদ্যোপান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, ব্রাহ্মণগণ শুনিতে লাগিলেন। অঙ্গিরা বলিলেন,—বশিষ্ঠদেবের নিকটে দিলীপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কিরূপে পুণ্য করিলে সর্ব্বসম্পদ্যুক্ত সর্ব্বসুখময় কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া পুণ্যস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন,—রাজন্! তুমি তত অধিক পুণ্যফলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার নাই, যাহাতে তোমার কথিত পুণ্যফল অপেক্ষা অধিক পুণ্যফল পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাও উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া উত্তম স্থানে গিয়া ক্রীড়া করিতে পারা যায় এরূপ পুণ্যের কথাই বলিতেছি। ৩৬—৪০। শিবমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে সুধাধবলিত করিয়া তাহার সম্মুখে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা রূপবতী বিলাসিনী নানা সঙ্গীতনিপুণা বিবিধনৃত্যশিক্ষিতা আটটী, ছয়টী,

মাসিকাশ্চ চত্বারঃ স্যুঃ সন্তুষ্টৈকাথ গায়িকা ॥৪৩
একা দ্বে বা সুগীতজ্ঞে মুখরে হি প্রকীর্ত্তিতে।
কোণবাদ্যকৃতে দ্বে তু তুষ্ণীভূতাঃ ষড়ষ্ট বা॥৪৪
সর্ব্বা রূপবিলাসিন্যঃ সর্ব্বাশ্চাপত্তিতস্তনাঃ।
রতিতন্ত্রাদিকুশলাস্তত এব বিশঙ্কিতাঃ ॥ ৪৫
সুসূক্ষ্মবস্ত্রবেষাশ্চ বিদ্যুচ্চঞ্চলদৃষ্টয়ঃ।
এতাদৃশীভির্যোষাভির্যেন নৃত্যং হি কারিতম্।
একস্মিন দিবসে রাজন্ বৎসরাৎ স বিমানগঃ
শতস্ত্রীবীক্ষিতমুখো যুবা বহুভিরর্চ্চিতঃ ॥ ৪৭
আনন্দ এব সম্পূর্ণঃ ক্রোধের্ষ্যাদিবিবর্জ্জিতঃ।
পঙ্কগন্ধবিলিপ্তাঙ্গঃ সচন্দ্রাদিদলাননঃ ॥ ৪৮

অভাবে অন্ততঃ চারিটী মর্দ্দলবাদিকা রমণী, দুইটী সুবাসিনী আবর্জিকা রমণী, একটী বীণাবাদিকা, একজন শঙ্খবাদিকা, চারিজন নর্ত্তকী, একটী সন্তুষ্টচিত্তা গায়িকা, একটী বা দুইটী সুগীতবিৎ মুখরা রমণী এবং তাহাদের সঙ্গিনী আটটী বা ছয়টী মৌনাবলম্বিনী রমণী দ্বারা নৃত্য করাইবে। রমণীগণ সকলেই পরমা সুন্দরী ও বিলাসিনী হইবে, সকলেই রতিশাস্ত্রে পারদর্শিনী হইবে, নিঃশঙ্ক-ব্যবহার জানিবে, উচ্চস্তনী যুবতী হইবে, অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান ও উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া তাহারা বিদ্যুতের ন্যায় চপল নেত্রের কটাক্ষবিক্ষেপ করিতে করিতে নৃত্য করিবে। হে রাজন্! স্বনির্ম্মিত শিবমন্দিরের সম্মুখে এবংবিধ রমণী দ্বারা অন্ততঃ এক দিবসও যিনি নৃত্য করাইতে পারিয়াছেন, তিনি সংবৎসরমধ্যে কামগামী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শত শত সুন্দরীগণে সেবিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ আনন্দরূপে বিরাজ করেন। রমণীগণ একান্ত অনুরাগিণী হইয়া তাঁহার মুখোপরি সতত সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকেন। আর সেই ভাগ্যবান্ পুরুষের গাত্রে পঙ্কগন্ধ লেপনপূর্ব্বক কর্পূরাদিবাসিত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে রমণীগণসহ বিমানেই সুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার

সূর্য্যোপমশ্চ যোষাশ্চ সর্ব্বাস্তাদৃশভাষিতাঃ।
সদ্যোবিকসিতামোদি-পারিজাতকৃতস্রজঃ ॥৪৯
সর্ব্বাবিকসিতায়ো হি রক্তসন্ধ্যাকৃতস্রজঃ।
ধম্মিলে বক্ষসি তথা বিভ্রত্যঃ সুস্মিতাধরাঃ॥
চরত্যেতাদৃশীভিশ্চ নৃত্যগীতানুমোদিতঃ।
এবং বিমানগো ভূত্বা উষিত্বা কালমক্ষয়ম্ ॥৫১
পশ্চাজ্জায়েত নৃপতিরেবং কৃত্বা পুনস্তথা।
রাজ্যং স্বর্গফলং ভুক্ত্বা শিবভক্তো ভবিষ্যতি

শম্ভুরুবাচ।

দিলীপায় বসিষ্ঠোক্তং মুনীনামঙ্গিরোঽব্রবীৎ
তে তথা কৃতবন্তশ্চ তৌর্য্যত্রিকমুমাপতেঃ ॥৫৩
শ্রুত্বা পুরাণং পদ্মঞ্চ সমগ্রং সুখিনোঽভবন্।
ত এতে ব্রাহ্মণা রাম বিমানবরমাস্থিতান্ ॥৫৪
দৃশ্যন্তে যে চ সুখিনঃ সদা মুদিতমানসাঃ।

ক্রোধ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি কুবৃত্তি একেবারেই থাকে না। ৪১—৪৮। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হন। তাঁহার সঙ্গিনী রমণীগণও তাঁহার ন্যায় সৌন্দর্য্য ও দীপ্তিশালিনী হন। সেই রমণীদিগের বদ্ধ চিকুরকলাপে ও বক্ষোদেশে সদ্যোবিকসিত সুগন্ধ পারিজাত এবং রক্ত-কহ্লারকুসুমের মালা শোভা পাইয়া থাকে। তাঁহাদের অধরে সর্ব্বদাই সুমধুর মন্দহাস্য বিরাজমান হয়। পূর্ব্বোক্ত পুণ্যকারী মানব বিমানে আরোহণপূর্ব্বক এবংবিধ গুণশালিনী রমণীদিগের সহিত অনন্তকাল নৃত্যগীত আমোদে অতিবাহনপূর্ব্বক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পর ইচ্ছামত রাজ্যসুখরূপ স্বর্গফল ভোগ করিয়া শিবভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শম্ভু কহিলেন,—বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক দিলীপের নিকটে কথিত এই কথাই, অঙ্গিরা মুনিদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন। মুনিগণও উমাপতির নিকটে সেইরূপে নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রদান এবং সমগ্র পদ্মপুরাণ শ্রবণ করিয়া সুখী হইয়াছেন। রাম! সেই ব্রাহ্মণগণই এই উৎকৃষ্ট বিমানে দৃষ্ট হইতেছেন, ইঁহারা বিমানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং পুরাণেষু বিনিশ্চিতম্।৫৫
ইতঃ পরঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি রাঘব।৫৬
রাম উবাচ।
ক এষ দৃশ্যতে ব্যোম্নি সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
বিমানস্থো মহাদীপ্তমধ্যাহ্নার্ক ইবাপরঃ।৫৭
দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং তস্যাঙ্কে চারুহাসিনী
অপরা শ্রীরিব ব্রহ্মংস্তথা পঞ্চ সুযোষিতঃ।৫৮
গায়ন্তি মধুরাং গীতিং সভ্রূভঙ্গনিরীক্ষণৈঃ।
মন্দস্মিতৈঃ করতল-শব্দাস্ফোটিকয়া তথা।৫৯
ক্বচিদানন্দকৈর্গীতৈরন্যোন্যকরতাড়নৈঃ।
অন্যোন্যমুখমালোক্য প্রলোভৈর্গীতপূর্ব্বকৈঃ
ক্রীড়ন্নাস্তে মহাযোগী পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভঃ।
এবং চরিতপুণ্যেন কেন বা তদ্বদস্ব মে।৬১
শম্ভুরুবাচ।
এষ বিপ্রঃ পুরা রামঃ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ।
নানাবিধসুখোপেতো ভার্য্যাপোষণতৎপরঃ।৬২

অপুত্রো দানহীনশ্চ দেবতার্চ্চনবর্জ্জিতঃ
পঞ্চযজ্ঞবিহীনশ্চ স্বাধ্যায়পরিবর্জ্জিতঃ।৬৩
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্ন-ভোজনপ্রবণোঽশুচিঃ।
কদাচিদগমদ্গেহং গোতমস্য মহাত্মনঃ।৬৪
ত্র্যম্বকস্য গিরৌ পুণ্যে নানমুনিগণাশ্রিতে।
তত্রাতিশোভিতগৃহং স্ফটিকস্তম্ভকল্পিতম্।৬৫
অগুরুদ্রবকস্তূরী-চন্দ্রকুঙ্কুমচর্চ্চিতম্।
ভিত্তির্যস্য চ সন্তানকুসুমামোদসৌষ্ঠবম্।৬৬
কস্তূরিকাপুষ্পরস-সমুৎসেচিতভূতলম্।
সূক্ষ্মসুশ্বেতবিবিধ-বিতানোপরিশোভিতম্।
সমীপসরসীজাত মঞ্জুগুঞ্জন্মধুব্রতম্।
পটীরতরুসম্ভূত-গন্ধপূরিতদিঙ্মুখম্।
শিক্ষাগতকৃতাহ্লাদ-গীতপূরিতদিঙ্মুখম্।৬৮
নিদাঘজনিতাতাপ-নাশনায় বিনির্ম্মিতম্।

সুখে সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছেন। পুরাণকথিত সার কথা সমস্তই তোমার নিকটে কথিত হইল। অতঃপর আর কি শুনিতে বাসনা কর, তাহা বল। ৪৯—৫৬। রাম কহিলেন,—মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় মহা প্রদীপ্ত নিখিল মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাভরণভূষিত অপর এই যে একজন বিমানে আরূঢ় দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি কে? ইনি এতই তেজস্বী যে, ইঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করা সুকঠিন। হে ব্রহ্মন্! ইঁহার ক্রোড়ে দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় এই চারুহাসিনী রমণীটী কে? দেখিতেছি ইঁহার পার্শ্বে পাঁচটী সুরমণী করতালি প্রদান করত ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ভ্রুভঙ্গী সহকারে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মধুর স্বরে গান করিতেছেন। পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক করতালি প্রদানসহকারে গান করিয়া ঐ ভাগ্যবান্ পুরুষকে প্রলোভিত করিতেছেন। পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় বর্ণশালী ঐ মহাযোগী কোন্ পুণ্যফলে এইরূপ ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন। শম্ভু কহিলেন,—রাম! এই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে সর্ব্ববিধ সম্পত্তিশালী বিবিধ-সুখভোগী ছিলেন, কেবল ভার্য্যার ভরণপোষণেই তৎপর থাকিতেন। ইনি অপুত্রক ছিলেন, ইনি দেবপূজা বা দান কিছুই করিতেন না, পঞ্চযজ্ঞ ও বেদপাঠবর্জ্জিত ছিলেন। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও ত্রিসন্ধ্যায় আহার করিতেন, সর্ব্বদা অপবিত্র থাকিতেন। পরে এক দিন তিনি নানা মুনিগণসেবিত কৈলাস পর্ব্বতে মহাত্মা গৌতমের আশ্রমে গমন করেন। মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে এক মনোহর মন্দির; সেই মন্দিরের স্তম্ভ স্ফটিকময়, এবং তাহার ভিত্তি, অগুরু, কস্তূরী, কর্পূর ও কুঙ্কুম-রস দ্বারা সুগন্ধীকৃত; মন্দিরটী সন্তানকুসুমের সৌরভে আমোদিত। মন্দিরের অভ্যন্তরবর্ত্তী ভূমিভাগ কস্তূরী ও কুসুমের রসে সিক্ত। উপরিভাগে অতি চিক্কণ শ্বেতবস্ত্রনির্ম্মিত সুন্দর চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। ৫৭—৭১। তথায় সমীপবর্ত্তী পদ্ম সরোবর হইতে মধুর ভ্রমরঝঙ্কার নিয়ত-শ্রুতিগোচর হইতেছে। পার্শ্বস্থ চন্দনবৃক্ষের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষার্থী ছাত্রগণের সুমধুর আনন্দ-

কদলীদলসংচ্ছাদি-পাবকাকল্পিতচ্ছদম্ ।৬৯
পটীরতরুসুস্নিগ্ধ-সান্দ্রদ্বারকপাটকম্ ।
সৌগন্ধিকমহামোদি কল্পিতাস্তরভিত্তিকম্ । ৭০
ঈশানভোগসুভগ-রতিকল্পিতবেদিকম্ ।
হাটকাকল্পিতপদং বিচিত্রবনিকাবৃতম্ । । ৭১
সুস্নিগ্ধনিবিড়চ্ছায় বটমূলোপকল্পিতম্ ।
প্রসূনকদলীখণ্ড সরোভিঃপ্রান্তশোভিতম্ ।
মহাবটাগ্রসংলগ্ন-তুষারস্তিতপয়োধরম্ ।
নাকোপবনসম্পন্ন-বিচিত্রারামশোভিতম্ ।৭৩
বাপীকূপতড়াগাঢ্যমনেকগৃহশোভিতম্ ।
মন্দং মন্দং ববৌ বায়ুর্যত্র গেহে সুখপ্রদঃ ।৭৪
বাদিনশ্চারুসর্ব্বাঙ্গ্যো বাদ্যানি স্মরসম্পদঃ ।
বীণাবেণুত্রিবেণুঞ্চ বাদয়ন্তি বরাঙ্গনাঃ । ৭৫

তৌর্য্যত্রিকরুতো নার্য্যশ্চতুর্দ্দিক্ষু তথোৎকৃতঃ ।
সুবর্ণাদিকপাত্রেষু বটকা ভস্মনঃ শুভাঃ । ৭৬
বাসিতাঃ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ সুধূপৈরপি ধূপিতাঃ ।
কুশগ্রথিতসত্যশ্চ রুদ্রমালাশ্চ কোটিশঃ ।৭৭
কৃষ্ণাজিনসহস্রাণি বহিঃপ্রান্তে স্থিতানি চ ।
এতাদৃশে গৃহবরে দেববন্দ্যো মুনীশ্বরঃ । ৭৮
কর্পূরাদীংশ্চ সংস্থাপ্য চতুর্দ্দিক্ষু মুনীশ্বরঃ ।
পটীরপীঠে কর্পূরসিংহাসনমকল্পয়ৎ । ৭৯
সূক্ষ্মং শ্বেতঞ্চ সুস্নিগ্ধমাবৃতং ঘনসারকৈঃ ।
সুগন্ধিবাসিতজলৈঃ স্নাপ্য ক্ষীরেণ শঙ্করম্ ।
অন্যৈশ্চ বৈদিকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ স্নাপয়িত্বা সদাশিবম্ ।
দারুচন্দ্রোপপীঠে তু বস্ত্রপীঠং নিধায় চ । ৮১
পবিত্রকামগ্রন্থঃ স্থাপ্য স্থাপয়িত্বা দলেশ্বমূন ।
একস্মিন্নক্ষতাঃ স্থাপ্য হ্যস্মিন্ সলিলাক্ষতাঃ

গীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে। সেই সুনির্ম্মিত মন্দির গ্রীষ্মকালে বড়ই সুখদায়ক। তাহার পার্শ্বে কদলীবন ; দীর্ঘ দীর্ঘ কদলী-তরুর পত্ররাজি দ্বারা চতুষ্পার্শ্ব আচ্ছাদিত থাকায় অভ্যন্তরে কিছুমাত্র তাপ প্রবেশ করে না। সুগঠিত দ্বার-কপাট সুস্নিগ্ধ চন্দন-কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত। অভ্যন্তর ভিত্তি ভাগে, কহ্লার পুষ্পমালা বিলম্বিত ; এই জন্য মন্দিরটী সর্ব্বদাই সুগন্ধে পূর্ণ রহিয়াছে। মন্দিরের মধ্যভাগে সুবর্ণ নির্ম্মিত মনোহর বেদি ; সেই বেদি মহেশ্বরের সুখলীলার উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত। মন্দিরের পুরো-ভাগে বিচিত্র উদ্যান, পশ্চাদ্ভাগে সুস্নিগ্ধ ঘনচ্ছায়ায় এক বটবৃক্ষ ; সেই বটবৃক্ষের মূলে মন্দিরটী স্থাপিত, পার্শ্বদেশে কদলীবন ও সরোবর থাকায় মন্দিরটি অতি শোভা-যুক্ত হইয়াছে। মন্দিরটি দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, মহাবটের মূলদেশে তুষারধবল এক খণ্ড মেঘ সংলগ্ন রহিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী উদ্যান, নন্দনকাননের ন্যায় রম-ণীয় ও বিচিত্রশোভাময়। পার্শ্বে অনেক-গুলি গৃহ, বাপী, কূপ ও তড়াগ থাকায় সেই মন্দির অতি রমণীয়। তথায় সর্ব্বদা সুখকর সমীরণ মন্দ মন্দভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

মন্দিরের বাহিরে চারিদিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামোন্মাদিনী রমণীগণ নৃত্যগীত এবং বীণা, বেণু ও ত্রিবেণু প্রভৃতি বাদ্য বাদন করি-তেছে, মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী উপরিস্থ গৃহের ভিত্তিসংলগ্ন সুবর্ণাদিপাত্রে উত্তম ধূপ প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত শুভ ভস্মগুটিকা সংগৃহীত থাকে। কুশসূত্রগ্রথিত কোটি কোটি রুদ্রাক্ষমালা ভিত্তিভাগে লম্বিত রহিয়াছে। ৬৮—৭৭। বাহিরে এক প্রান্তে সহস্র কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম রাশীকৃত রহিয়াছে। দেববন্দিত মুনিবর গৌতম এতাদৃশ রমণীয় মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়াছেন। মন্দিরের মধ্যস্থলে চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত পীঠোপরি কর্পূর দ্বারা এক সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই সিংহাসনে চন্দনাবৃত সুস্নিগ্ধ শ্বেতকায় সূক্ষ্ম এক শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ গৌতমাশ্রমে গমনপূর্ব্বক শিবপূজা করিয়া ব্রাহ্মণের এইরূপ সমৃদ্ধি হইয়াছে। একদা মুনিবর গৌতম সেই শিবমূর্ত্তির সম্মুখে সমাসীন হইয়া বৈদিক মন্ত্র ও পৌরাণিকাদি অন্যান্য মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সুগন্ধি সলিল ও ক্ষীরদ্বারা সদাশিবকে স্নান করাইলেন ;

পঞ্চগন্ধকমেকস্মিন্নেকস্মিন্নষ্টগন্ধকম্ ।
কাশ্মীরং মৃগনাভিঞ্চ কর্পূরং চন্দনং তথা ॥৮৩
পাত্রেষন্যেষু বিন্যস্য পূজাস্থানে প্রকল্প্য চ ।
নানাবরণমার্গেণ পূজা তত্র বিধীয়তে ॥৮৪
লিঙ্গমধ্যে স্থিতো দেবঃ পঞ্চবক্ত্রঃ সদাশিবঃ ।
তস্য প্রাবরণং লিঙ্গশক্তিস্তস্য বিধীয়তে ॥৮৫
শক্তেরাবরণং বিষ্ণুর্বিষ্ণোরাবরণং বিধিঃ ।
ব্রহ্মপ্রাবরণং চন্দ্রস্তস্য সূর্য্যস্ততঃ শ্রুতিঃ ॥৮৬
দিগ্দেবতাস্তু তদ্বৃত্তিস্তাসামাবরণং দিশঃ ।
দিশামাবরণং শম্ভুস্তস্য চাবরণং গুণাঃ ॥৮৭
দশপ্রাবরণং হ্যেতল্লিঙ্গলিঙ্গার্চ্চনং শুভম্ ।
কেষাঞ্চিন্মতমেতৎ স্যাদথ প্রাবরণান্তরম্ ॥৮৮
বিদ্যাবরণমাখ্যাতং তদুমাবরণং স্মৃতম্ ।
বিষ্ণুরাবরণং তস্যা বিষ্ণোশ্চাবরণং বিধিঃ ॥৮৯
ব্রহ্মপ্রাবরণং চন্দ্রস্তস্য ভানুস্তথাবৃতিঃ ।
ভানোরাবরণং চেশ ইতি ষোঢ়াবৃতিঃ স্মৃতা ॥
বিধিং বিনা সমাখ্যাতং পঞ্চাবরণমুত্তমম্ ।
শশাঙ্কবিষ্ণুশক্তীনামেতদাবরণত্রয়ম্ ॥ ৯১
অম্বিকাবরণং প্রোক্তমেকাবরণমুত্তমম্ ।
অথবা লোকপালাঃ স্যুরাবৃতিঃ সোমপূজনে ।
অনাবরণমথবা পূজনং শস্যতে শিবে ।
পত্রিকাষ্টদলেষেব স্থিতদ্রব্যৈর্যজেচ্ছিবম্ ॥৯৩
পত্রিকালক্ষণং বক্ষ্যে সর্ব্বকর্ম্মোপযোগিতম্ ।
স্বর্ণেন রাজতেনাথ তাম্রেণাথ প্রকল্পিতম্ ॥৯৪
মুক্তাশুক্তিনিভং কুর্য্যাৎ পত্রিকাষ্টদলং শুভম্ ।
পদ্মপত্রসমানেন পত্রাকারং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৯৫
স্থলমাত্রং ততঃ শস্তং নির্বৃতং বিস্তৃতং পদম্ ।

স্থাপনানন্তর তিনি চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত পীঠে সেই কর্পূরনির্ম্মিত বেদিকার উপরে বস্ত্রাসন পাতিয়া তদুপরি শিবপ্রতিমা স্থাপন করিলেন। তৎপরে তাঁহার সম্মুখে পত্রিকা স্থাপন করিয়া সেই পত্রিকার প্রত্যেক দলে পূজার উপকরণ সামগ্রী রাখিতে লাগিলেন, পত্রিকার কোন দলে যব এবং কোন দলে আর্দ্র তণ্ডুল রাখিলেন। ৭৮—৮২। কোন দলে পঞ্চগন্ধ, কোন দলে অষ্টগন্ধ, কোন দলে কুঙ্কুম, কোনটীতে মৃগনাভি, কোথাও কর্পূর, কোথাও চন্দন রাখিলেন। সেই পত্রিকার অন্যান্য দলে (পত্রে) ও এইরূপ অপরাপর উপকরণ রাখিয়া নানা আবরণমার্গে পূজা করিতে লাগিলেন। লিঙ্গমধ্যে দেব পঞ্চমুখ সদাশিব অবস্থান করিতেছেন, লিঙ্গশক্তিকে সেই সদাশিবের আবরণরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গশক্তির আবরণ বিষ্ণু, বিষ্ণুর আবরণ বিধাতা, বিধাতার আবরণ চন্দ্র। চন্দ্রের আবরণ সূর্য্য, সূর্য্যের আবরণ বেদ, বেদের আবরণ দিগ্দেবতা, দিগ্দেবতাদিগের আবরণ দিক্, দিক্সকলের আবরণ শম্ভু, শম্ভুর আবরণ, সত্বরজস্তমঃ এই গুণ ত্রয় এই দশবিধ আবরণে শিবলিঙ্গের পূজা করিলে শুভ ফল হয়। কাহারও কাহারও মতে এই আবরণ অন্য প্রকার—যথা লিঙ্গমধ্যবর্ত্তী সদাশিবের আবরণ বিদ্যা, বা উমা, উমার আবরণ বিষ্ণু, বিষ্ণুর আবরণ ব্রহ্মা; ব্রহ্মার আবরণ চন্দ্র, চন্দ্রের আবরণ সূর্য্য, সূর্য্যের আবরণ ঈশ, এই ছয় প্রকার আবরণ। কেহ ব্রহ্মাকে বাদ দিয়া পঞ্চবিধ আবরণ বলেন। কাহারও মতে চন্দ্র, বিষ্ণু ও শক্তি এই ত্রিবিধ আবরণ। আর কেহ কেহ অম্বিকাকেই একমাত্র আবরণ বলিয়া থাকেন। অথবা লোকপালকগণকেই শিবপূজার আবরণ করিবে। অথবা বিনা আবরণেই একমাত্র শিবের পূজা করিবে; তাহাই অনেকের মতে প্রশস্ত। শিবের সম্মুখে অষ্টদল পত্রিকা স্থাপনপূর্ব্বক পূজার উপচার দ্রব্য ঐ অষ্টদলে রাখিয়া শিবপূজা করিবে। এক্ষণে সর্ব্বকর্ম্মে উপযোগী পত্রিকার লক্ষণ বলিব। পত্রিকাটি স্বর্ণ, রৌপ্য, অভাবে তাম্রদ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। উহার আকার মুক্তাশুক্তির ন্যায় হইবে। চতুষ্পার্শ্বে আটটী দল থাকিবে। দলগুলির আকার ঠিক পদ্ম-পত্রের ন্যায় হইবে। অথবা শক্তি-

অঙ্গুলমধ্যমূপরি পদ্মাকৃতিদলাষ্টকম্। ৯৬
অথবা শক্তিমার্গেণ পঞ্চপত্রং প্রকল্পয়েৎ।
ত্রিপত্রমথবা কুর্য্যাচ্ছক্তিভাবেন তেন চ। ৯৭
যথা স্যাচ্ছোভনং পত্রং তথা কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
শক্ত্যাষ্টত্তরিতরুদ্রাক্ষৈঃ কল্পিতাষ্টশতৈঃ শুভা।
মালোপবীতং ত্রিংশত্যা অষ্টকেন প্রকল্পিতা।
প্রগণ্ডয়োরথৈকৈকং বদ্ধা তু দ্বে প্রকোষ্ঠয়োঃ।
শিরস্যেকা ধৃতা তেন কণ্ঠে চ পরমর্ষিণা।
রুদ্রাক্ষৈঃ স্ফটিকৈ রত্নৈঃ কল্পিতা রুদ্রমালিকা
ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনং কৃত্বা পদ্মাসনগতো মুনিঃ।
আবাহনাসনঞ্চার্ঘ্যং পাদ্যঞ্চাচমনীয়কম্। ১০১
নির্ব্বর্ত্ত্য গঙ্গাসলিলৈঃ স্নাপয়ামাস শঙ্করম্।
অষ্টগন্ধকসংযুক্তৈর্যুক্তৈর্ব্বকুলপাটলৈঃ। ১০২
স্বর্ণভাণ্ডস্থিতৈর্ব্বস্ত্রশোধিতৈর্ব্বাসিতৈর্দৃঢ়ম্।
দ্বারে তাম্রকটাহশ্চ প্রবন্ধদ্রোণিনা শুভম্। ১০৩
গোশৃঙ্গেণ বিষাণেন গবয়স্য তথা কচিৎ।
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন রত্নপাত্রৈরথাপি বা। ১০৪
স্বর্ণৈর্ব্বা রাজতৈর্ব্বাপি তাম্রৈঃ কাংস্যৈরথাপি ব
স্বর্ণৈশ্চ সূক্ষ্মকলশৈঃ স্নাপয়ামাস চেচ্ছয়া। ১০৫
অথবা মৃন্ময়ৈঃ কুর্য্যাৎ পদ্মপত্রৈরথাপি বা।
পলাশৈশ্চ ক্তজম্বাদ্যৈঃ পাত্রৈঃ সংস্নাপয়েদ্বিভুম্
স্নানানামথ সর্ব্বেষাং ধারাস্নানং বিশিষ্যতে।
নমস্তেত্যাদিমন্ত্রেণ শতরুদ্রীয়সংজ্ঞিনা। ১০৭
শং চেত্যাদ্যনুবাকেন শান্তিরূপেণ চেশ্বরম্
আবৃত্য চ যথাশক্তি পশ্চাদ্গন্ধাদি বিন্যসেৎ।
ততশ্চ শোভনৈঃ পুষ্পৈঃ পত্রৈর্ব্বিল্বৈঃ সমর্চ্চয়েৎ
তুলসীমারুবদলৈঃ কহ্লারৈশ্চ মহোৎপলৈঃ।
নীলোৎপলৈরুৎপলৈশ্চ শ্বেতৈশ্চ করবীরকৈঃ
কর্ণিকারৈঃ সিতাম্ভোজৈরপরাজিতয়া তথা।
তিলাক্ষতৈর্যবৈশ্চ শ্রীপত্রৈস্তিলমিশ্রকৈঃ।
এবং মহেশমীশানং পূজয়ামাস গৌতমঃ। ১১১
কর্পূরাগুরুকস্তূরীসর্জ্জাগুরুকচন্দনৈঃ।
অন্যৈশ্চ ধূপয়ামাস যোড়শাথ প্রদীপিকাঃ। ১১২
কর্পূরবর্ত্তিসংযুক্তা দীপযন্ত্রোপরি স্থিতাঃ।

মার্গে পঞ্চদল পত্রিকা করিবে। শক্তিমার্গে ত্রিদল পত্রিকায়ও বিধান আছে। যাহাতে দলগুলি মনোহর হয়, বিচক্ষণ পূজক, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। যথাশক্তি অষ্টোত্তর শত, ত্রিংশৎ অথবা আটটী রুদ্রাক্ষ দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিয়া সেই মালা উপবীতবৎ কণ্ঠলম্বিত করিবেন। মহর্ষি গৌতম দুইখণ্ডে দুইটী, দুই প্রকোষ্ঠে দুইটী, মস্তকে একটী রুদ্রাক্ষ স্থাপনপূর্ব্বক উক্তপ্রকারে মধ্যে রত্ন ও স্ফটিকময় রুদ্রাক্ষ দ্বারা সুশোভিত একটী রুদ্রাক্ষমালা প্রস্তুত করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। ৮৩-১০০। অনন্তর ব্যাঘ্র চর্ম্মময় পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মহেশ্বরকে আবাহন করিয়া আসন পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ স্বর্ণভাণ্ডস্থিত বস্ত্রশোধিত অষ্টগন্ধযুক্ত বকুল ও পাটল পুষ্পে সুবাসিত গঙ্গাজল দ্বারা মহেশ্বরকে স্নান করাইলেন। তাঁহার মন্দির-দ্বারে দ্রোণীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট সুবৃহৎ জলাধার তাম্রকটাহ রক্ষিত ছিল; তথা হইতে গোশৃঙ্গ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, রত্নপাত্র, স্বর্ণপাত্র, রজতপাত্র, তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র, এবং ক্ষুদ্র স্বর্ণকলসে জল লইয়া ইচ্ছামত স্নান করাইলেন। অভাবে মৃন্ময় পাত্র, পদ্মপত্র, আম্র, জম্বু প্রভৃতির পত্রে জল লইয়াও প্রভুকে স্নান করাইতে পারা যায়। সকল স্নানের মধ্যে ধারা স্নানই প্রশস্ত। "নমস্তে"—ইত্যাদি শতরুদ্রীয় স্তোত্র "শাঞ্চ"—ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যথাশক্তি স্নাপন ও আবাহন করিয়া গন্ধাদি প্রদান করিতে হয়। ১০১—১০৮। তাহার পর উত্তম পুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র কহ্লার, মহোৎপল নীলোৎপল, উৎপল, শ্বেতকরবীর, কর্ণিকার, শ্বেতপদ্ম, অপরাজিতা, তিল, যব, আতপতণ্ডুল, ও তিলমিশ্রিত বিল্বপত্র দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিবে। মহর্ষি গৌতমও এইরূপে মহেশ্বরের পূজা করিলেন। কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী, শালনির্য্যাস (ধুনা) ও চন্দনাদি কাষ্ঠের দ্বারা মহেশ্বরের নিকটে ধূপ দান

নিবেদিতং মহেশায় হ্যথ নৈবেদ্যমুত্তমম্ ।১১৩
সুপক্কশালিপিষ্টান্নং ভক্ষ্যং লেহ্যঞ্চ চোষকম্ ।
মধুরাদিসমোপেতং পঞ্চভক্ষ্যসমন্বিতম্ ।১১৪
অনেকপক্কশাখাঢ্যমনেকপক্কমিশ্রিতম্ ।
পানং বিংশতিসংযুক্তং দ্রাক্ষারম্ভাফলান্বিতম্
সহকারফলৈশ্চান্যৈর্নাগরঙ্গকসাঙ্কৈতৈঃ ।
শর্করাগুড়সংযুক্তৈরাজ্যপাত্রসমন্বিতম্ । ১১৬
সুপাষ্টকাদিসংযুক্তং যুক্তং মূলফলাদিনা ।
যথাসম্ভবসংযুক্তৈরন্যৈরপূপকল্পিতম্ । ১১৭
অগ্রপুষ্পসমোপেতং নৈবেদ্যং প্রদদৌ মুনিঃ ।
সৌবর্ণপত্রিকাজ্যত-নীরাজনসহস্রকম্ । ১১৮
সোপহারায় দেবায় দত্বা চৈব নমস্য চ ।
পূগখণ্ডানথো স্থূলান্ পত্রাণি ক্ষালিতানি চ ॥
অপৃষ্ঠান্যাণি সুশ্বেতচ্ছদপ্রাবৃত্তিকানি চ ।
ঘনসারকচূর্ণঞ্চ স্বল্পপত্রদ্বয়ং শুভম্ । ১২০
সৌবর্ণপাত্রবস্তুমিদং তাম্বূলমীশ্বরে ।

করিলেন। মহেশ্বরের সম্মুখে কর্পূরবর্ত্তিকা-যুক্ত ষোড়শটি প্রদীপ দীপাধারে রাখিয়া জ্বালিয়া দিলেন। অনন্তর উত্তম নৈবেদ্য, সুপক্ব শালিধান্যের পরমান্ন পিষ্টক প্রভৃতি চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয়, ভক্ষ্য ও বিবিধ মধুর খাদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন। ১০৯—১১৪। বিবিধ প্রকার পক্ক মিষ্টান্ন বিংশতিপ্রকার পানীয় দ্রব্য, দ্রাক্ষাফল, রম্ভাফল, আম্রফল, নাগরঙ্গফল, ইত্যাদি বিবিধ ফল, শর্করা-গুড়মিশ্র বিবিধপ্রকার ঘৃতপক্ক পিষ্টক, বিবিধপ্রকার সূপ, ও যথাসম্ভব নানা ফল-মূল ঈশান দেবকে নিবেদন করিয়া দিলেন। খাদ্যদ্রব্যে সুশোভিত পুষ্প-পত্রবৎ প্রতীয়মান নৈবেদ্য প্রদান করি-লেন। অন্যান্য উপচার প্রদানের পর মুনি সহস্রদল পত্রিকার সহস্র আরাত্রিক দীপ জ্বালিয়া আরাত্রিক করিলেন। আরাত্রিকান্তে প্রণামপূর্ব্বক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া কর্ত্তিত সুপারিখণ্ড এবং বৃক্ষপক্ক অখণ্ড তাম্বুল নিবেদন করিয়া সুবর্ণপাত্রে চূর্ণখদিরযুক্ত,ত্রিতাম্বুলরচিত বীটিকা ঈশ্বরকে

অথ প্রদক্ষিণং কৃত্বা নমস্কারাননন্তরম্ । ২২১
অষ্ট যোষাস্ততঃ প্রাপ্তাস্তন্ত্রীবেণ্বাদিধারিতাঃ ।
বিচিত্রবাদ্যবাদিন্যঃ সম্প্রাপ্তা মুনিসন্নিধিম্ ॥
ক্ষুদ্রতালযুগং গৃহ্য স্বয়ং গাতুং প্রচক্রমে ।
গৌতমে গাতুমুদ্যুক্তে তানং কুর্য্যুরথাঙ্গনাঃ ॥
মন্দং মন্দঞ্চ বাদ্যানি বাদয়ন্তি তথা পরাঃ ।
ধ্রুবং গায়তি মুনৌ স্বরা মূর্ত্তভৃতস্তথা । ১২৪
প্রনৃত্যন্তং মহেশাগ্রে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো ভগবান্নারদো মুনিঃ ॥
তমাগতং গৌতমোঽপি সম্পূজ্য প্রণিপত্য চ
আহ চৈনং কৃতার্থোঽস্মি ন চ কশ্চিন্ময়া সমঃ ॥
তবাগমনকৃত্যং কিং কুত আগমনং তথা ।১২৭
নারদ উবাচ ।
পাতালাদাগতোঽস্মীহ ভুক্তা বৈ বাণমন্দিরে

প্রদান করিলেন। অনন্তর ঋষি প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার শেষ করিলে, বিচিত্র বাদ্য-বাদিকা আটটী রমণী বীণা, বেণু, প্রভৃতি যন্ত্র হস্তে তাঁহার নিকটে আগমন করিল। ১১৫—১২২। অনন্তর মুনি গৌতম, ক্ষুদ্র কর-তালযুগল লইয়া স্বয়ং গান করিতে আরম্ভ করিলেন। মুনি গান করিতে থাকিলে রমণী-গণ কেহ তান দিতে লাগিল, কেহ বা মন্দ মন্দ ভাবে বাদ্য বাদন করিতে আরম্ভ করিল। মুনি গান করিতে লাগিলে তথায় সপ্তস্বর যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। গান করিতে করিতে মুনি ভাবা-বেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই ব্যাপার অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে তথায় ভগবান্ নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১২৩—১২৫। মহর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলে গৌতম তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক পূজা করিয়া বলিলেন,—আপনার আগমনে আমি অদ্য কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার তুল্য ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই; এক্ষণে আপনার আগমনের প্রয়োজন এবং কোথা হইতে এ শুভ আগমন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা

আয়াস্যন্তি মহাত্মানো বাণশুক্রাদয়ো গৃহম্ ॥
অথ ক্ষণাদভ্যাগমদ্বাণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
বিংশত্যক্ষৌহিণীযুক্তো গজমারুহ্য সোঽসুরঃ
অপরং হি গজং শুক্রঃ প্রহ্লাদো রথমুত্তমম্।
বৃষপর্ব্বা রথবরং বলিশ্চ্যরগমুত্তমম্ ॥ ১৩০
আগতানথ তান্ সর্ব্বানাজ্ঞায় স তু গৌতমঃ।
সশিষ্যো নির্জ্জগামাথ হ্যদায়ার্ঘ্যাদিকং তথা ॥
গৌতমঞ্চাপি তে বীক্ষ্য হ্যবরুহ্য গজাদিকাৎ।
নমশ্চক্রুরথো দৈত্যাস্তং নমস্কৃত্য ভার্গবম্ ॥
আলিঙ্গ্য রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ পূজয়িত্বা যথাবিধি।
সেনায়াঃ সন্নিবেশঞ্চ চকার মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৩৫
পাদৌ প্রক্ষাল্য শুক্রস্য তোয়ং মূর্দ্ধ্নি ধৃতং যথা
বিচিত্রফলসংযুক্তং দত্তবানর্হণং মুনিঃ ॥ ১৩৪
বাপীতড়াগসরসি স্নানপূর্ব্বকৃতক্রিয়াঃ।
সঙ্গমে বর্ত্তমানে তু গৌতমস্যাশ্রমে শুভে ॥
তদেশোঽন্তু প্রবিশ্যাথ রাক্ষসাঃ সপুরোহিতাঃ।
দেবপূজাপ্রযত্নঞ্চ চক্রুঃ সর্ব্বে শিবালয়ে ॥ ১৩৬
সদ্যঃ প্রকল্পিতায়াঞ্চ বেদ্যাং শুক্রোঽযজচ্ছিবম্
তস্যৈব বামভাগে তু প্রহ্লাদোঽযজদচ্যুতম্
সোমঞ্চ বলিরপ্যেবমন্যে চাসুরপুঙ্গবাঃ।
অথ বাণোঽযজন্দেবমেকমেব ত্রিয়ম্বকম্ ॥ ১৩৮
শুক্রেঽপি ভগবন্তং তমুমানাথমপূজয়ৎ।
গৌতমোঽপ্যথ মধ্যাহ্নে পূজয়ামাস শঙ্করম্ ॥
সর্ব্বে শুক্লাম্বরধরা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ।
সিতেন ভস্মনা কৃত্বা সর্ব্বস্থানে ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥
নত্বা তু ভার্গবং সর্ব্বে ভূতশুদ্ধিং প্রচক্রমুঃ।
হৃৎপদ্মমধ্যে সুষিরং তত্রৈব ভূতপঞ্চকম্ ॥ ১৪১
তেষাং মধ্যে মহাকাশমাকাশে নির্ম্মলানলম্।

করি। নারদ কহিলেন,—আমি পাতাল হইতে বাণরাজার ভবনে আহার করিয়া এখানে আসিতেছি। মহাত্মা বাণরাজাও শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি সমভিব্যাহারে আপনার গৃহে আসিতেছেন। নারদের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই ক্ষণকালমধ্যে শক্র-বিজয়ী বাণাসুর গজে আরোহণপূর্ব্বক বিংশতিঅক্ষৌহিণী সৈন্যসমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। শুক্রাচার্য্য অন্য একটী গজে, প্রহ্লাদ উত্তম একখানি রথে, বৃষপর্ব্বা উত্তম রথে এবং বলি উত্তম একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি গৌতম সেই সমাগত অতিথিদিগকে দর্শন করিয়া অর্ঘ্যাদি লইয়া শিষ্য-সমভি-ব্যাহারে বহির্গত হইলেন। দৈত্যগণও গৌতমকে দর্শন করিবামাত্র হস্তিরথাদি হইতে অবতীর্ণ হইয়া নমস্কার করিলেন। মুনিবর গৌতম শুক্রাচার্য্যকে নমস্কার, দৈত্যদিগকে আলিঙ্গন ও অন্য সকলকে যথাবিধি আনন্দিত করিয়া সৈন্য থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মুনি গৌতম শুক্রাচার্য্যের পদপ্রক্ষালন করিয়া তদীয় পদজল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে পূজা করিয়া বিচিত্র ফলমূল উপহার দিলেন। ১২৬—১৩৪। সেই দৈত্যগণ শুভ গৌতমাশ্রমে মিলিত হইয়া বাপী, তড়াগ ও সরোবরে, যাহার যথায় ইচ্ছা, স্নান ও আহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া পুরোহিতের সহিত শিবমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেবপূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। শুক্রাচার্য্য সদ্যঃ কল্পিত বেদিতে উপবেশনপূর্ব্বক শিবপূজা করিতে লাগিলেন, তাঁহারই বামভাগে উপবিষ্ট হইয়া প্রহ্লাদ অচ্যুতের পূজায় প্রবৃত্ত হই-লেন। বলি ও অন্যান্য অসুরগণ সোম-দেবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বাণ একমাত্র দেব ত্র্যম্বকের পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। শুক্রাচার্য্য সেই ভগবান্ উমাপতির পূজা করিলেন। অন-ন্তর গৌতমও মাধ্যাহ্নিক শিবপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই শুক্লবস্ত্র পরি-হিত,সকলেরই শরীর ভস্মধবলিত, সকলেই শুক্ল ভস্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ত্রিপুণ্ড্রক রচনা করিলেন। পরে তাঁহারা ভার্গবকে প্রণাম করিয়া ভূতশুদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূতশুদ্ধি করিতে বসিয়া তাঁহারা হৃদয়পদ্ম-মধ্যে স্থান কল্পনাপূর্ব্বক তথায় পঞ্চভূত

তন্মধ্যে চ মহেশানং ধ্যায়েদ্দীপ্তিময়ং শুভম্।
অজ্ঞানসংযুতং ভূতং সমলং কর্ম্মসঞ্চিতম্।
তদ্দেহমাকাশদীপে প্রদহেজ্জ্ঞানবহ্নিনা। ১৪৩
আকাশস্যাবৃতিকাহং দগ্ধাকাশমথো দহেৎ।
দগ্ধাকাশমথো বায়ুমপ্তিভূতং তথা দহেৎ। ১৪৪
অবভূতঞ্চ ততো দগ্ধা পৃথিবীভূতমেব চ।
তদাশ্রিতান্ গুণান্ দগ্ধা ততো দেহং প্রদাহয়েৎ
এবং দহিত্বা ভূতাদিং দেহে তজ্জ্ঞানবহ্নিনা।
শিখামধ্যস্থিতং বিষ্ণুমানন্দরসনির্ভরম্। ১৪৬
নিষ্পন্নচন্দ্রকিরণং সর্ব্বাশকিরণং শিবম্।
শিবাঙ্গোৎপন্নকিরণৈরমৃতদ্রবসংযুতৈঃ। ১৪৭
সুশীতলা ততো জ্বালা প্রশান্তা চন্দ্ররশ্মিবৎ।
প্রসারিতসুধারশ্মিভিঃ সান্দ্রীভূতশ্চ সংপ্লবঃ।
রূপেণ প্লাবিতং ভূতগ্রামং সঞ্চিন্তয়েৎ পরম্।

ইত্থং কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং ক্রিয়ার্হো
মর্ত্যঃ শুদ্ধো জায়তে এব শুদ্ধঃ।
পূজাং কর্ত্তুং জাপ্যকর্ম্মাপি পশ্চা-
দ্দেবে ধ্যানং ব্রহ্মহত্যাদিহানিঃ। ১৫০
এবং ধ্যাত্বা চন্দ্রদীপ্তিপ্রকাশং
ধ্যানেনারোপ্যাশু লিঙ্গে শিবস্তু।
সদাশিবং দীপমধ্যে বিচিন্ত্য
পঞ্চাক্ষরেণার্চ্চনমব্যয়স্তু। ১৫১
আবাহনাদীনুপচারাংস্তথাপি
কৃত্বা স্নানং পূর্ব্ববচ্ছঙ্করস্তু।
উডুম্বরং রাজতং স্বর্ণপীঠং
বস্ত্রাদিচ্ছন্নং সর্ব্বমেবেহ পীঠম্। ১৫২
অগ্রে কৃত্বা বুদ্বুদানাঞ্চ বৃষ্টিং
পীঠে পীঠে নাগমেকং পুরস্তাৎ।
কুর্য্যাৎ পীঠে চোর্দ্ধকে নাগযুগ্মং
দেবাভ্যাসে দক্ষিণে বামতশ্চ। ১৫৩
জপাপুষ্পং নাগমধ্যে নিধায়
মধ্যেবস্ত্রং দ্বাদশপ্রান্তিগুণ্যে।
সুখেস্তেন তস্য মধ্যে মহেশং
লিঙ্গাকারং পীঠযুক্তং প্রপূজ্যম্। ১৫৪

চিন্তা করিয়া সেই পঞ্চভূতে মহাকাশ, মহাকাশে নির্ম্মল আসন এবং সেই আসনে দীপ্তিমান্ শুভ মহেশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভূতশুদ্ধি করিতে হইলে সেই কল্পিত মহাকাশ প্রদীপে জ্ঞানানল দ্বারা অজ্ঞানসংযুক্ত অতীত মলীমস কর্ম্ম সকল এবং সেই কর্ম্মের হেতুভূত দেহ দগ্ধ করিতে হয়। তৎপরে উক্ত আকাশের আবরণস্বরূপ অহঙ্কার দগ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আকাশকেও দগ্ধ করিতে হয়, আকাশদাহের পর বায়ু, বায়ুর পর জল,জলের পর পৃথিবী, পৃথিবীর পর পৃথিবীতে আশ্রিত গুণসকল দগ্ধ করিয়া দেহকে দগ্ধ করিতে হয়।১৪৩—১৪৫। এইরূপে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভূতাদি দাহের পর দেহমধ্যে শিখামধ্যবর্ত্তী আনন্দরসপূর্ণ, সদ্যোনিষ্পন্ন চন্দ্রের সুমনোহর জ্যোৎস্নাবৎ উদ্ভাসিত, সর্ব্বব্যাপী শিবমূর্ত্তি চিন্তা করিতে হইবে, (তাহা হইলে) হৃদয়ে সমানীত শিবের অঙ্গোৎপন্ন অমৃতরসতুল্য কিরণে বহ্নিজ্বালা প্রশান্ত হইয়া চন্দ্রকিরণবৎ সুশীতল হইয়া যাইবে। শিবশরীর জাত সুধা প্রবাহে ভাসমান হৃৎপদ্মে পরিশোধিত ভূত সমূহকে সেই সুধারসে প্লাবিত চিন্তা

করিবে। এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিলে মানব পরিশুদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা লাভ করে; পূজা, জপ, এবং দেবধ্যান সকল হয়, ব্রহ্মহত্যাদি পাপের শান্তি হয়। এইরূপ ভূতশুদ্ধির পরে চন্দ্রকিরণবৎ উজ্জ্বল অব্যয় সদাশিবমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ধ্যানবলে অবিলম্বে শিবলিঙ্গে সেই মূর্ত্তি আরোপণপূর্ব্বক হৃদয়দীপমধ্যে সদাশিবের চিন্তা করত (উভয়ের অভেদ জ্ঞানে) পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিবে; অনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নান করাইয়া আবাহনাদি উপচার দ্বারা শঙ্করের পূজা করায় পরে ধ্যানবলে সম্মুখে ও পার্শ্বে উডুম্বর, রজতময় স্বর্ণময় বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত পীঠ স্থাপন করিয়া বুদ্বুদ বর্ষণ করত প্রত্যেক পীঠে এক একটি নাগ কল্পনা করিবে, দেবতার নিকটে দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে ঊর্দ্ধ পীঠে দুইটী নাগ ধ্যানবলে স্থাপন

এবং কৃত্বা বাণমুখ্যা দিতীশা
দত্ত্বা দত্ত্বা পঞ্চগন্ধাষ্টগন্ধম্।
পুষ্পৈঃ পত্রৈঃ শ্রীতিলৈরক্ষতৈশ্চ
তিলোন্মিশ্রৈঃ কেবলৈশ্চ প্রপূজ্য। ১৫৫
ধূপং দত্ত্বা বিধিবৎ সম্প্রযুক্তং
দীপং দত্ত্বা গোক্তমেবোপহারম্।
পূজাশেষং তে সমাপ্যাথ সর্ব্বে
গীতং নৃত্যং তত্র তত্রাপি চক্রুঃ। ১৫৬
অথাস্মিন্নন্তরে গৌতমস্য
প্রাপ্তঃ শিষ্যঃ শঙ্করাত্মেতি নাম্না। ১৫৭
উন্মত্তবেষো দিগ্বা। অনেকাং বৃত্তিমাশ্রিতঃ।
কচিদ্দ্বিজাতিপ্রবরঃ কচিচ্চণ্ডালসন্নিভঃ। ১৫৮
কচিচ্ছুদ্রসমো যোগী তাপসঃ কচিদপ্যুত।
গর্জ্জত্যুৎপততে চৈব নৃত্যতি স্তৌতি গায়তি
রোদিতি শৃণুতে ব্যক্তং পতত্যুত্তিষ্ঠতি কচিৎ।
শিবজ্ঞানৈকসম্পন্নঃ পরমানন্দনির্ভরঃ। ১৬০
সঙ্গাতো ভোজ্যবেলায়াং গৌতমস্যান্তিকং যযৌ।
বুভুজে গুরুণা সাকং কচিদুচ্ছিষ্টমেব চ। ১৬১
কচিন্নেহতি তৎপাত্রং তূষ্ণীমেবাভ্যগাৎ কচিৎ।
হস্তং গৃহীত্বৈব গুরোঃ স্বয়মেবাত্তুনক্ কচিৎ।
কচিদ্গৃহান্তরে মূত্রং কাচৎ কর্দ্দমলেপনম্।
সর্ব্বদা তং গুরুর্দৃষ্ট্বা করমালম্ব্য মন্দিরম্। ১৬৩
প্রবিশ্য স্বীয়পীঠে তমুপবেশ্যাভ্যভোজয়ৎ।
স্বয়ং তদন্ন পাত্রেণ বুভুজে গৌতমো মুনিঃ।
তস্য চিত্তং পরিজ্ঞাতুং কদাচিদথ সুন্দরী।
অহল্যা শিষ্যমাহূয় ভুঙ্ক্ষেত্যাথ সা শুভা।
সৌবর্ণে ভাজনে চান্নং নিধায় চষকান্তরে।
পানাদিকমথো দত্ত্বা একস্মিন্ যাবকং পুনঃ।
নিধায়াঙ্গারনিচয়ং কণ্টকানাং চয়ং পরে।
নিধায় ভুঙ্ক্ষ ভুঙ্ক্ষেতি স চাপি বুভুজে মুনিঃ
যথা পপৌ হি পানীয়ং তথা বহ্নিমপি দ্বিজঃ।

করিয়া নাগমধ্যে জবা পুষ্প রাখিয়া বস্ত্রাবৃত পীঠোপরি সুশ্বেতবর্ণ লিঙ্গাকৃতি মহেশ্বরের পূজা করিবে। ১৪৬—১৫৪। বাণ প্রভৃতি দৈত্যগণ এইরূপ অনুষ্ঠানের পর পুনঃপুনঃ পঞ্চগন্ধ পুষ্প-তিলমিশ্র বিল্বপত্র ও কেবল বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিয়া যথাবিধানে ধূপ, দীপ ও উক্ত উপহার দিয়া পূজাসমাপনান্তে নৃত্য ও গীত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে নৃত্য-গীত করিতেছেন, এমত সময়ে শঙ্করাত্মা নামে গৌতমের এক শিষ্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বেশ উন্মত্তের ন্যায় ও তিনি উলঙ্গ; তিনি নানাপ্রকার ভাব ধারণ করেন, কখন উত্তম ব্রাহ্মণ হন, কখন চণ্ডাল, কখন শূদ্র, কখন যোগী ও কখন তপস্বী হইয়া গর্জ্জন করেন, লম্ফ প্রদান করেন, নৃত্য করেন, গান করেন, স্তব করেন, কখন কাঁদেন, কখন স্থির হইয়া শ্রবণ করেন, কখন পতিত হন; কখন উত্থিত হন, এইরূপে শিবজ্ঞানময় হইয়া পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। তিনি আহারের সময় উপস্থিত হইলে গৌতমের নিকটে গমন করেন এবং গুরুর সহিত উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করেন, কখন তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেন, তাঁহার উচ্ছিষ্টপাত্র লেহন করেন, কখন বা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, কখন বা গুরুর হস্ত ধারণ করিয়া স্বয়ংই আহার করেন, কখন গৃহমধ্যে মূত্রত্যাগ করেন, কখন কর্দ্দমলেপন করিয়া দেন। গুরু গৌতম সকল সময়েই তাঁহাকে দেখিলে কর ধারণপূর্ব্বক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিজ আসনে বসাইয়া আহার করাইতেন এবং স্বয়ং তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাত্রে আহার করিতেন। একদা অহল্যা সুন্দরী সেই শিষ্যের মন পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া "আহার কর" এই বলিয়া সুবর্ণময় এক পাত্রে অন্ন ও অন্য এক পাত্রে পানীয় অপর এক পাত্রে যাবক ও অন্য পাত্রে অঙ্গারসমূহ এবং কণ্টকরাশি প্রদান করিয়া বারংবার "খাও খাও" বলিয়া তাঁহাকে

কণ্টকাংস্তু তদ্‌ভুক্ত্বা যথাপূর্ব্বমতিষ্ঠত ॥ ১৬৮
পুরা হি মুনিকন্যাভিরাহূতো ভোজনায় চ।
দিনেদিনে তৎপ্রদত্তং লোষ্টমস্তু চ গোময়ম্ ॥
কর্দ্দমং কাষ্ঠদণ্ডঞ্চ ভুক্ত্বা প্রীত্যাথ হর্ষিতঃ।
এতাদৃশো মুনিরসৌ চণ্ডালসদৃশাকৃতিঃ ॥১৭০
সুজীর্ণোপানহৌ হস্তে গৃহীত্বা তু তথা করে।
অন্ত্যজোচিতভাষাভির্বৃষপর্ব্বাণমভ্যগাৎ ॥১৭১
বৃষপর্ব্বেশয়োর্ম্মধ্যে দিগ্বাসাঃ সমতিষ্ঠত।
বৃষপর্ব্বা তমজ্ঞাত্বা পীড়য়িত্বা শিরোঽচ্ছিনৎ ॥
হতে তস্মিন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠে জগদেতৎ চরাচরম্।
অতীব কলুষমভবত্তত্রস্থা মুনয়স্তথা। ১৭৩
গৌতমস্য মহাশোকঃ সঞ্জাতঃ সুমহাত্মনঃ।
নির্যযৌ চক্ষুষো বারি শোকং সন্দর্শয়ন্নিব ॥ ১৭৪
গৌতমঃ সর্ব্বদৈত্যানাং সন্নিধৌ বাক্যমুক্তবান্
কিমনেন কৃতং পাপং যেন ছিন্নমিদং শিরঃ ॥

মম প্রাণাধিকস্ত্বেহ সর্ব্বদা শিবযোগিনঃ
মমাপি মরণং সত্যং শিষ্যচ্ছন্মা যতো গুরুঃ ॥
শৈবানাং ধর্ম্মযুক্তানাং সর্ব্বদা শিববর্ত্তিনাম্।
মরণং যত্র দৃষ্টং স্যাত্তত্র নো মরণং ধ্রুবম্ ॥

শুক্র উবাচ।

এনং সঞ্জীবয়িষ্যামি মম গোত্রং শিবপ্রিয়ম্।
কিমর্থং ম্রিয়তে ব্রহ্মন্ পশ্য মে তপসো বলম্ ॥
ইতি বাদিনি বিপ্রেন্দ্রে গৌতমোঽপি মমার হ
তস্মিন্ মৃতেঽথ শুক্রোঽপি প্রাণাংস্তত্যাজ যোগতঃ ॥ ১৭৯
তথাপি হতমাত্মায় প্রহ্লাদাদ্যা দিতীশ্বরাঃ।
সর্ব্বে মৃতাঃ ক্ষণেনৈব তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১৮০

উপরোধ করেন; সেই ব্রাহ্মণ অম্লানবদনে সমস্তই আহার করেন। অন্যান্য অন্নভক্ষণ ও পানীয়পান যেরূপ করিয়াছিলেন, জলন্ত অঙ্গার ও কণ্টক সেইরূপ খাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহা খাইয়া কিছুমাত্র বিকার প্রকাশ করেন নাই। মুনিকন্যাগণ প্রতিদিন তাঁহাকে আহারের জন্য আহ্বান করিয়া গোময়জল, লোষ্ট্র, ও কাষ্ঠদণ্ড প্রদান করিত আর ব্রাহ্মণ অম্লানবদনে প্রীতিপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এইরূপ গুণসম্পন্ন গৌতমশিষ্য চণ্ডালের বেশে ছিন্ন চর্ম্মপাদুকাযুগল হস্তে লইয়া ইতর ভাষায় গালাগালি প্রদান করিতে করিতে বৃষপর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং উলঙ্গ হইয়া সেই বৃষপর্ব্বা ও শিবমূর্ত্তির মধ্যভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন। বৃষপর্ব্বা তাঁহাকে জানিতেন না; ঐরূপ উন্মত্তবেশ দর্শন করিয়া পীড়নপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণপ্রবর এইরূপে নিহত হইলে এই নিখিল চরাচর জগৎ কলুষিত (পাপে মলিন) হইয়া উঠিল। তথাকার মুনিগণ অতিশয় ব্যথিত হইলেন, মহাত্মা

গৌতম নিদারুণ শোকে অতিশয় কাতর হইলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি শোকপ্রকাশপূর্ব্বক সকল দৈত্যদিগের সমক্ষে বলিলেন, —ইনি কি পাপ করিয়াছিলেন যে, ইহাঁর মস্তকচ্ছেদন করা হইল; ইনি সর্ব্বদা শিবধ্যান-মগ্ন যোগী, ইনি আমার ব্যাপদেশে গুরু; আমি ইহাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতাম; ইহাঁর মৃত্যু না হইয়া আমার মৃত্যু হইলে ভাল ছিল। শিবের প্রতি তন্ময়ভাবাপন্ন ধার্ম্মিক শৈবদিগের মৃত্যু যেখানে দেখিতে হয়, সেখানে আমাদেরও মৃত্যু নিশ্চয়।১৫৫ ১৭৭। শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! ইনি একে শিবের প্রিয়পাত্র,তাহাতে আমার বংশোৎপন্ন; সুতরাং আমি ইহাঁকে জীবিত করিব; আপনি প্রাণত্যাগ করিবেন না, আমার তপোবল দেখুন। বিপ্রবর শুক্রাচার্য্য এই কথা বলিতে বলিতেই গৌতম প্রাণত্যাগ করিলেন, গৌতম প্রাণত্যাগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাচার্য্যও যোগবলে প্রাণত্যাগ করিলেন। শুক্রাচার্য্য প্রাণ ত্যাগ করিলেন দেখিয়া প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যেশ্বরগণও ক্ষণকালমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন; আকস্মিক এই ঘটনা অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল

মৃতমাসীদথ বলং তস্য বাণস্য ধীমতঃ।
অহল্যা শোকসন্তপ্তা রুরোদোচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ
গৌতমেন মহেশস্য পূজয়া পূজিতো বিভুঃ।
বীরভদ্রো মহাযোগী সর্ব্বং দৃষ্ট্বা চুকোপ হ॥
অহো কষ্টমহো কষ্টং মাহেশা বহবো মৃতাঃ।
শিবং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি তেনোক্তং করবাণ্যহম্
ইতি নিশ্চিত্য গতবান্ মন্দরাচলমব্যয়ম্।
নমস্কৃত্য বিরূপাক্ষমিদং সর্ব্বমথোক্তবান্॥ ১৮৪
ব্রহ্মা হরিঃ স্থিতৌ তত্র দৃষ্ট্বা প্রাহ শিবো বচঃ
মদ্ভক্তৈঃ সাহসং কর্ম্ম কৃতং দৃষ্ট্বা বরপ্রদঃ॥
গত্বা পশ্যামহে বিষ্ণো যুবামপ্যাগমিষ্যথ।
অথেশো বৃষমারুহ্য বায়ুনা ধৃতচামরঃ॥ ১৮৬
নন্দিকেন সুবেষেণ ধৃতে ছত্রেঽতিশোভনে।
সুশ্বেতে হেমদণ্ডে চ নানাস্বযোগে ধৃতে বিভোঃ
মহেশানুমতিং লব্ধ্বা হরির্নাগান্তকে স্থিতঃ।
আরক্তনীলচ্ছত্রাভ্যাং শুশুভে লক্ষকৌস্তুভঃ
শিবানুমত্যা ব্রহ্মাপি হংসারূঢ়োঽভবত্তদা।
ইন্দ্রগোপপ্রভাকারচ্ছত্রাভ্যাং শুশুভে বিধিঃ॥
ইন্দ্রাদিসর্ব্বদেবাশ্চ স্বস্ববাহনসংযুতাঃ।
অথ তে নির্যযুঃ সর্ব্বে নানাবাদ্যানুমোদিতাঃ॥
কোটিকোটিগণাকীর্ণা গৌতমস্যাশ্রমং গতাঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানা দৃষ্ট্বা তৎপরমাদ্ভুতম্॥ ১৯১
স্বভক্তান্ জীবয়ামাস বামকোণনিরীক্ষণাৎ।
শঙ্করো গৌতমং প্রাহ তুষ্টোঽহমস্তে বরং বৃণু
গৌতম উবাচ।
যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম।
ত্বল্লিঙ্গার্চ্চনসামর্থ্যং নিত্যমস্তু মহেশ্বর॥১৯৩
বৃতমেতন্ময়া দেব শৃণুষ্বৈতত্ত্রিলোচন।

ক্রমে সেই ধীমান্ বাণের সৈন্যসকলও প্রাণত্যাগ করিল। তাঁহারা প্রাণত্যাগ করিলে, অহল্যাদেবী শোকসন্তপ্তা হইয়া পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি গৌতম মহেশ্বরকে যেমন পূজা করিতেন, সেইরূপ প্রভু বীরভদ্রেরও পূজা করিতেন। মহাযোগী বীরভদ্র তৎসমুদয় অবলোকন করিয়া কুপিত হইলেন— বলিতে লাগিলেন,—হায় কি কষ্ট! হায় কি কষ্ট! বহু শৈব প্রাণ ত্যাগ করিলে, মহেশ্বরকে গিয়া এই বার্ত্তা নিবেদন করি, তাহার পর তিনি যাহা বলেন, তাহাই করিব এই স্থির করিয়া বীরভদ্র মন্দরাচলে গমন করিয়া অব্যয় বিরূপাক্ষ দেবকে নমস্কারপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা বলিলেন।১৭৮ ১৮৪। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মহাদেবের সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, মহাদেব তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—হে বিষ্ণো! হে ব্রহ্মন্! আমার ভক্তগণ অসমসাহসিকের কার্য্য করিয়াছে, অতএব তথায় গিয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করি; তোমরাও আমার সঙ্গে আইস। এই বলিয়া মহেশ্বর বৃষবাহনে আরোহণ করিলেন, বায়ু তাঁহার পার্শ্বে চামর ধারণ করিলেন, সুবেশধারী নন্দী প্রভুর মস্তকোপরি অতি শ্বেতবর্ণ সুবর্ণদণ্ড অত্যুর্লভ উত্তম দুই ছত্র ধারণ করিলেন। কৌস্তভচিহ্নধারী হরি, মহেশ্বরের অনুমতি লইয়া গরুড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক আরক্তনীলচ্ছত্রযুগলে সুশোভমান হইলেন। মহাদেবের অনুমতি অনুসারে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মাও হংসে আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রগোপকীটতুল্য রক্তবর্ণ ছত্রযুগলে শোভিত হইলেন। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ স্ব স্ব বাহনে আরোহণপূর্ব্বক কোটি কোটি অনুচরে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ বাদ্যের সহিত তথা হইতে যাত্রা করিয়া গৌতমের আশ্রমে গমন করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর তথায় গিয়া সেই অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর বামনয়নের কোণ দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তদিগকে জীবিত করিয়া গৌতমকে কহিলেন,—"আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর।" গৌতম কহিলেন,—হে দেবেশ! হে মহেশ্বর! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত এই বর দিন যে, আমি যেন

মম শিষ্যো মহাভাগো হেয়াহেয়াদিবর্জ্জিতঃ।
প্রেক্ষণীয়ং মমত্বেন ন চ পশ্যতি চক্ষুষা।
ন ঘ্রাণেন চ ঘ্রাতব্যং ন দাতব্যং ন চেতরৎ
ইতি বুদ্ধা তথা কুর্ব্বন্ স হি যোগী মহাযশাঃ।
উন্মত্তবিকৃতাকারঃ শঙ্করাখ্যেতি কীর্ত্তিতঃ।১৯৬
ন কশ্চিত্তং প্রতিদ্বিষ্যান্ন চ তং হিংসয়েদিতি।
এতন্মে দীয়তাং দেব এতেষামমৃতিস্তথা।১৯৭

শ্রীভগবানুবাচ।

আকল্পমেতে জীবন্তু ততো মুক্তিং ভজন্তু চ।
ত্বয়া কৃতমিদং বেশ্ম বিস্তৃতং বিকৃতং শুভম্।
স্থিতাঃ ক্ষণমাত্রন্তু ততো যাস্যামি মন্দিরম্।

গৌতম উবাচ।

অযোগ্যং প্রার্থয়ামীশ যথা দোষং ন পশ্যতি।
ব্রহ্মাদ্যলভ্যং দেবেশ দীয়তাং যদি রোচতে।
অথেশো বিষ্ণুমালোক্য গৃহীত্বা তু করং হরেঃ
প্রহসন্নম্বুজাতাক্ষমিত্যুবাচ সদাশিবঃ।২০১

শ্রীশিব উবাচ।

রানোদরোঽসি গোবিন্দ দেয়ং তে ভোজনং কিমু।
স্বয়ং প্রবিশ্য যদি বা স্বয়ং ভুঙ্‌ক্ষ স্বগেহবৎ।২০
গচ্ছ বা পার্ব্বতীগেহং যা কুক্ষিং পূরয়িষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা তৎকরালম্বী একান্তমগমদ্বিভুঃ।২০৩
আদিশ্য নন্দিনং দেবো দ্বারাধ্যক্ষং যথোক্তবৎ
গৌতমঞ্চ উবাচাথ উত্তরং বিষ্ণুভাষণম্।২০৪

শ্রীশিব উবাচ।

সম্পাদয়ান্নং সর্ব্বেষাং ভোক্তুকামা বয়ং মুনে।
ইত্যুক্ত্বৈকান্তমগমদ্বাসুদেবেন শঙ্করঃ।২০৫
মৃদুশয্যাং সমারুহ্য শয়িতৌ দেবতোত্তমৌ।

প্রতিদিন আপনার লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা করিতে পারি। হে দেব ত্রিলোচন! আমার আর একটী প্রার্থনা শ্রবণ করুন,—আমার এই মহাভাগ শিষ্য দেখিতেছেন, ইঁহার হেয়-উপাদেয় জ্ঞান নাই; সর্ব্বত্রই ইঁহার মমতা, চর্ম্মচক্ষু দ্বারা ইনি কিছুই দেখেন না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছুই নাই, দাতব্যও নাই, অদাতব্যও কিছুই নাই, ইত্যাকার সমজ্ঞানে ইনি যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। ইনি মহাযশস্বী যোগী, ইঁহার নাম শঙ্করাত্মা, ইনি উন্মত্ত বিকৃতবেশে সর্ব্বদা কালযাপন করেন। হে দেব! এক্ষণে কেহ যাহাতে ইঁহার প্রতি দ্বেষ করিতে না পারে, কেহ হিংসা না করে এবং কিছুতেই ইঁহাদের মৃত্যু না হয়, আপনাকে এইরূপ অনুগ্রহ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—ইহারা কল্প পর্য্যন্ত জীবিত থাকুক, তাহার পর মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। তুমি যে এই বিস্তৃত সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমরা ক্ষণকাল ইহাতে অবস্থান করিয়া স্বগৃহে গমন করি। গৌতম কহিলেন,—হে ঈশ্বর! আমি কিছু অসম্ভব বিষয়ের প্রার্থনা করি; প্রার্থী ব্যক্তি কিছুতেই দোষ দেখে না, তাহার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা করে। হে দেবেশ! যদি আপনার অভিমত হয়, তবে আমাকে ব্রহ্মাদিদুর্লভ কিছু দান করুন। অনন্তর মহেশ্বর সদাশিব, পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তদীয় কর গ্রহণপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে বলিলেন। শিব কহিলেন,—গোবিন্দ তোমার উদর শূন্য দেখা যাইতেছে, তুমি কিছু আহার করিবে কি? তুমি নিজেই নিজের বাড়ীর মত এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ভোজন করিতে পার। অথবা পার্ব্বতীর ভবনে গমন কর, তিনি তোমাকে উদরপূর্ণ করিয়া আহার করাইবেন। এই বলিয়া প্রভু বিষ্ণুর কর ধারণপূর্ব্বক একান্তে গমন করিলেন; এবং দ্বারাধ্যক্ষ নন্দীকে যথোক্ত কার্য্য করিতে আদেশ করিয়া গৌতমকে বিষ্ণুর প্রতি কথিত বিষয়ের প্রত্যুত্তরে বলিলেন। ১৮৫—২০৪। শ্রীশিব কহিলেন,—"হে মুনে আমরা সকলে আহার করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আমাদিগের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর।" এই বলিয়া শঙ্কর বাসুদেবের সঙ্গে একান্তে নির্জ্জন মন্দিরে গমন করি-

অন্যোন্যং তাড়নং কৃত্বা প্রোত্তস্থতুরভাবপি
গত্বা তটাকং গম্ভীরং স্নাতুং তৌ দেবসত্তমৌ।
কয়াম্বুপাতমন্যোন্যং পৃথক্‌কুর্ব্বোতয়ত্র চ ॥২০৭
মুনয়ো রাক্ষসাশ্চৈব জলক্রীড়াং প্রচক্রিরে।
অথ বিষ্ণুর্মহেশশ্চ জলপাতানি শীঘ্রতঃ। ২০৮
চক্রতুঃ শঙ্করঃ পদ্মকিঞ্জল্কাঞ্জলিনা হরেঃ।
অবাকিরন্মুখে তস্য পদ্মোৎফুল্লবিলোচনে ॥২০৯
নেত্রে কেশরসম্পাতান্মমীলয়ত কেশবঃ।
অত্রান্তরে হরেঃ স্কন্ধমারুরোহ মহেশ্বরঃ ॥২১০
হর্য্যুত্তমাঙ্গং বাহুভ্যাং গৃহীত্বা স ন্যমজ্জয়ৎ।
উন্মজ্জয়িত্বা চ পুনঃ পুনশ্চাপি পুনঃপুনঃ ॥২১১
পীড়িতঃ স হরিঃ স্কন্ধ পাতয়ামাস শঙ্করম্।
অথ পাদৌ গৃহীত্বা তমাচকর্ষ চাভ্রাময়ৎ ॥২১২
অতাড়য়দ্বক্ষেরক্ষঃ পাতয়ামাস চাচ্যুতম্ ॥২১৩
অথোত্থিতো হরিস্তোয়মাদায়াঞ্জলিনা ততঃ।
অবাকিরদথো শম্ভুরথ বিষ্ণুরথো হরিঃ ॥২১৪
জলক্রীড়ৈবমভবদথ চর্ষিগণান্তরে।
জলক্রীড়াসম্ভ্রমেণ বিস্রস্তজটবন্ধনাঃ ॥২১৫
অথ সম্ভ্রমতস্তেষামন্যোন্যং জটবন্ধনম্।
ইতরেতরবদ্ধাসু জটাসু চ মুনীশ্বরাঃ ॥ ২১৬
শক্তিমন্তোঽশক্তিমত আকর্ষন্তি চ সব্যথম্।
পাতয়ন্তোঽশক্তশ্চাপি ক্রোশন্তো রুদন্তস্তথা।
এবং প্রবৃত্তে তুমুলে সম্ভূতে তোয়কর্ম্মণ।
আকাশে নারদো হৃষ্টো ননর্ত্ত চ ননাদ চ।
বিপঞ্চীং নাদয়ন্ বাদ্যং ললিতাং গীতিমুজ্জগৌ।
স্বগীত্যা ললিতায়াস্তু হ্যগায়ত বিধা দশ। ২১৭

লেন। সেই উত্তম দেবযুগল মন্দিরমধ্যে গমন করিয়া কোমল শয্যায় শয়নপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ পরস্পর কথোপকথন করিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; অনন্তর সুরেশ্বর শিব ও বিষ্ণু এক গভীরজল তড়াগে স্নান করিতে গমন করিলেন। অন্যান্য দেবগণ, মুনিগণ ও দৈত্যগণ স্নান করিতে গিয়া করধারা পরস্পরের গাত্রে জলসেচন করত জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর ও বিষ্ণু উভয়ের পরস্পরের শরীরে ক্ষিপ্রহস্তে জলসেচনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। শঙ্কর পদ্মের ন্যায় উৎফুল্লনেত্র শ্রীহরির মুখে পদ্মকেশর মিশ্রিত জল অঞ্জলি দ্বারা নিক্ষেপ করিলেন। ২০৫—২০৯। কেশব, চক্ষুতে পদ্ম-কেশর নিপতিত হওয়ায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সেই অবকাশে মহেশ্বর তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন এবং বাহুযুগল দ্বারা তদীয় উত্তমাঙ্গ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে জলমগ্ন করিলেন। পরে উন্মগ্ন করিয়া আবার মগ্ন করিলেন, এইরূপ হরিকে পুনঃপুনঃ মগ্ন ও উন্মগ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি তাহাতে ব্যথিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শুক্ররূপধারী শঙ্করকে ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর শম্ভু, শ্রীহরির পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন এবং বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর হরি উত্থিত হইয়া অঞ্জলি দ্বারা জল লইয়া শম্ভুর গাত্রে ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন, শম্ভুও তাঁহার গাত্রে জল ছড়াইতে লাগিলেন; এইরূপে উভয়ে পরস্পরের গাত্রে জল ছড়াইতে লাগিলেন। ঋষিদিগের মধ্যেও এইরূপ জলক্রীড়া হইতে লাগিল। জলক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদের জটাবন্ধন খসিয়া গেল। ক্রীড়াবেগে জটাবন্ধন উন্মুক্ত হইলে তাঁহারা পরস্পরে জটায় জটায় বন্ধন করিয়া শক্তিমানেরা দুর্ব্বলকে আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহারা কখন চীৎকার, কখন বা অপরের নিকট পরাভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।২১০—২১৭। তাঁহাদিগের এইরূপ তুমুল জলক্রীড়া হইতে থাকিলে, নারদ অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক আনন্দে চীৎকার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বিপঞ্চী বাদনপূর্ব্বক ললিতস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন নারদের মুখে দশবিধ সুললিত গীত হইতে লাগিল।

শুশ্রাব গীতিং মধুরাং শঙ্করো লোকভাবনঃ।
স্বয়ং গাতুং হি ললিতং মন্দং মন্দং প্রচক্রমে॥
স্বরং গায়তি দেবেশে মিশ্রা মঙ্গলকৈশিকী।
নারদে নৃত্যমানে তু গায়তি স্বরভেদিনি।
স্বয়ং ধ্রুবং সমাদায় সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্।
স্বধারামৃতসংযুক্তং গানেনৈবমযোজয়ৎ। ২২২
বাসুদেবো মর্দ্দলঞ্চ করাভ্যামিদমাহনৎ।
আবগাহঞ্চতুর্ব্বক্ত্রস্তম্বুরুর্ধ্ধুধরো বভৌ। ২২৩
তানকা গৌতমাদ্যাশ্চ তুষ্ণীং গাতুঞ্চ বায়ুজঃ
গায়কে মধুরং গীতং হনূমতি কপীশ্বরে। ২২৪
ম্লানমম্লানমভবৎ কৃশাঃ পুষ্টাস্তদাভবন্।
স্বাং স্বাং গীতিমতঃ সর্ব্বে তিরস্কৃত্যৈব মূর্চ্ছিতাঃ
তুষ্ণীভূতং সমভবদ্দেবর্ষিগণদানবম্।
একঃ স হনূমান্ গাতা শ্রোতারঃ সর্ব্ব এব তে
মধ্যাহ্নকালে বিততে ভোজনাবসরে সতি।
দুকূলযুগ্মমাধত্ত শৃণ্বন গীতিং মহেশ্বরঃ। ২২৭
পীতবস্ত্রদ্বয়ং বিষ্ণুরাঃক্তং চতুরাননঃ।
অপ্যর্হাণ্যথ সর্ব্বেঽপি কৃত্যং কৃত্বাপি কালিকম্
স্বং স্বং বাহনমারুহ্য নির্গতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
গানপ্রিয়ো মহেশস্তু জগাদ প্লবগেশ্বরম্॥২২৯

শ্রীশিব উবাচ।

প্লবগ ত্বং ময়াজ্ঞপ্তো নিঃশঙ্কং বৃষমারুহ।
মম চাভিমুখো ভূত্বা গায়স্বাশেষগায়নম্। ২৩০
অথাহ কপিশার্দ্দূলো ভগবন্তং মহেশ্বরম্।
বৃষভারোহসামর্থ্যং তব নান্যস্য বিদ্যতে ॥২৩১
তব বাহনমারুহ্য পাতকী স্যামহং প্রভো।
মামেবারুহ দেবেশ বিহঙ্গঃ শিবধারণঃ। ২৩২
তব চাভিমুখং গানং করিষ্যামি বিলোকয়।

লোকভাবন শঙ্কর সেই মধুর গীত শ্রবণ করিয়াই আর্দ্রবস্ত্রে জলাশয়তীরে বসিয়াই স্বয়ং ললিতস্বরে মন্দমন্দভাবে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবেশ শঙ্কর স্বয়ং গান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নারদ বিবিধস্বরে গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া মিশ্রা মঙ্গলকৈশিকী সর্ব্বলক্ষণান্বিত ধ্রুপদস্বরোচ্চারিত গীতে ধারামৃত সংযোগ করিতে লাগিলেন। বাসুদেব দুই হস্তে মর্দ্দলবাদন করিতে লাগিলেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও গান ধরিলেন। গৌতমাদি মুনিগণ তান দিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বায়ুনন্দন কপিবর হনুমান ধীরে ধীরে গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। হনুমান্ মধুরস্বরে গান গাহিতে আরম্ভ করিলে, যাঁহারা উৎসাহের সহিত প্রফুল্লভাবে গান গাহিতে ছিলেন, তাঁহাদের মুখ ম্লান হইয়া গেল; তাঁহারা আপন আপন গান পরিত্যাগ করিয়া হনুমানের গানে একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। দেবগণ, ঋষিগণ ও দৈত্যগণ সকলেই মৌনাবলম্বন করিলেন, একমাত্র হনুমান্ই গান করিতে লাগিলেন; আর সকলেই শ্রোতা হইলেন। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে, মহেশ্বর গান শুনিতে শুনিতে বস্ত্রযুগল পরিধান করিলেন। বিষ্ণু পীতবর্ণ বস্ত্রযুগল এবং ব্রহ্মা রক্তবস্ত্রযুগল পরিধান করিলেন। অপর সকলেও তাৎকালিক আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ২১৮—২২৮। অনন্তর দেবগণ সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া স্ব স্ব বাহনে আরোহণপূর্ব্বক তথা হইতে বহির্গত হইলেন। গানপ্রিয় মহেশ্বর কপিবরকে বলিলেন। শিব কহিলেন,—ওহে বানর! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার এই বৃষে আরোহণ কর; এবং আমার সম্মুখে বসিয়া গান করিতে আরম্ভ কর। অনন্তর কপিবর হনুমান্ ভগবান্ মহেশ্বরকে কহিলেন,—হে প্রভো! বৃষভে আরোহণ করিবার সামর্থ্য একমাত্র আপনারই আছে; আপনি ভিন্ন অপর কেহ বৃষভে আরোহণ করিতে পারে না, অতএব আপনার বৃষভে আরোহণ করিয়া আমি কি পাতকী হইব? হে দেবেশ! আপনিই স্বয়ং আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন; তাহাতে এই অধম বানর শিবের

অথেশ্বরো হনূমন্তমারুরোহ বৃষং যথা ॥ ২৩৩
আরূঢ়ে শঙ্করে দেবে হনূমান্ কন্ধরাশিরঃ।
ছিত্বা ত্বচং পরাবৃত্য মুখং গায়তি পূর্ব্ববৎ।২৩
শৃণ্বন্ গীতিসুধাং শম্ভুর্গৌতমস্য গৃহং ততঃ।
সর্ব্বে চাপ্যাগতাস্তত্র দেবর্ষিগণদানবাঃ। ২৩৫
পূজিতা গৌতমেনাথ ভোজনাবসরে সতি।
যচ্ছুষ্কদারুসম্ভূতং গৃহোপস্করণাদিকম্ ॥ ২৩৬
প্ররূঢ়মভবৎ সর্ব্বং গায়মানে হনূমতি।
তস্মিন্ গানে সমস্তানাং চিত্রদৃষ্টিরতিষ্ঠত।২৩
দ্বিবাহুরীশস্য পদাভিবন্দনঃ
সমস্তগাত্রাভরণাপপন্নঃ।
প্রসন্নমূর্ত্তিস্তরুণঃ সুমধ্যো
বিন্যস্তমূর্দ্ধাঞ্জলিভিঃ সুরেভিঃ॥ ২৩৮
শিরঃ করাভ্যাং পরিগৃহ্য শঙ্করো
হনূমতঃ পূর্ব্বমুখঞ্চকার।
পদ্মাসনাসীনহনূমতোঽঞ্জলৌ
নিধায় পাদং ত্বপরং মুখে চ॥ ২৩৯
পাদাঙ্গুলীভ্যামথ নাসিকাং বিভুঃ
স্নেহেন জগ্রাহ চ মন্দমন্দম্।
স্কন্ধে মুখে ত্বংসতলে চ কণ্ঠে
বক্ষঃস্থলে চ স্তনমধ্যমে হৃদি। ২৪০
ততশ্চ কুক্ষাবথ নাভিমণ্ডলে
ততো দ্বিতীয়ং ন্যদধাত্তু চাঞ্জলৌ।
শিরো গৃহীত্বাবনময্য শঙ্করঃ
পস্পর্শ পৃষ্ঠং চুবুকেন সধ্বনিঃ।
হারঞ্চ মুক্তাপরিকল্পিতং শিবো
হনূমতঃ কণ্ঠগতঞ্চকার॥ ২৪১
অথ বিষ্ণুর্মহেশানমিদং বচনমুক্তবান্।
হনূমতা সমো নাস্তি কৃৎস্নব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে॥২৪২
শ্রুতিদেবাদ্যগম্যং হি পদং তব কপিস্থিতম্।
সর্ব্বোপনিষদব্যক্তং ত্বৎপদং কপিসর্ব্বযুক্॥

বাহন হইয়া ধন্য হইবে। আমি আপনার অভিমুখ হইয়া গান করিব দেখুন। অনন্তর দেবদেব শঙ্কর বৃষে যেরূপ আরোহণ করিতেন সেইরূপ হনূমানের স্কন্ধে আরোহণ করিলে, হনূমান গ্রীবা হইতে মস্তকত্বক্ ছেদনপূর্ব্বক মুখভাগ শম্ভুর অভিমুখীন করিয়া পূর্ব্ববৎ গান করিতে লাগিলেন। শম্ভু সুধাসম মধুর গীত শ্রবণ করিতে করিতে গৌতমের গৃহে উপস্থিত হইলেন। দেবগণ, ঋষিগণ ও দৈত্যগণ সকলেই গৌতমের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আহারের সময় উপস্থিত, গৌতম তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। হনূমান্ তখনও গান গাহিতেছেন; তাঁহার গানের বিরাম নাই। হনূমানের সুমধুর গীতরসে ঋষির গৃহস্থিত শুষ্ক কাষ্ঠসকল সরস হইয়া মঞ্জরিত হইল। সেই গানে সকলেরই দৃষ্টি বিস্ময়ে চিত্রার্পিতবৎ স্থির নিশ্চল হইল। ২২৯—২৩৭। মহেশ্বর স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইলে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারভূষিত প্রসন্নমূর্ত্তি যুবা পুরুষ হনূমান বাহুযুগল দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন, দেবগণ মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন শঙ্কর, করযুগল দ্বারা হনূমানের মস্তক ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার মুখ ফিরাইয়া যথাস্থানস্থ করিয়া দিলেন। অনন্তর হনূমান্ পদ্মাসনে উপবেশন করিলে প্রভু মহেশ্বর স্নেহবশতঃ ধীরে ধীরে এক পদ হনূমানের অঞ্জলিতে অপর পদ তাঁহার মুখে, এবং মুখার্পিত পদের অঙ্গুলি তাঁহার নাসিকায় স্থাপন করিলেন; এক চরণ হনূমানের অঞ্জলিতে স্থাপনপূর্ব্বক অপর চরণ তাঁহার স্কন্ধে, মুখে, কণ্ঠে, বক্ষস্থলে, হৃদয়ের ঠিক মধ্যস্থলে, কুক্ষিতে (বগলে) এবং নাভিমণ্ডলে স্পর্শ করাইলেন। অনন্তর শঙ্কর, হনূমানের মস্তক অবনমনপূর্ব্বক সশব্দে চিবুক দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলেন, এবং তাঁহার কণ্ঠে মুক্তাহার পরাইয়া দিলেন। অনন্তর বিষ্ণু মহেশ্বরকে বলিলেন,—এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে হনূমানের তুল্য আর কেহ নাই; আপনার যে পদ বেদের অগম্য এবং দেবাদিদুর্লভ; সেই

যমাদিসাধনৈর্যোগৈর্ন ক্ষণং তে পদং স্থিতম্।
মহাযোগিহৃদন্তোজে বলং যচ্ছং হনূমতি।
বর্ষকোটিসহস্রেষু তপঃ কৃত্বা তু দুষ্করম্।
স্বরূপং নাভিজানন্তি কুতঃ পাদং মুনীশ্বরাঃ॥
অহো ভাগ্যং বিচিত্রং হি চপলো বানরো মৃগঃ
ধত্তে পাদযুগঞ্চাঙ্গে যোগী হৃদ্যপি ন ক্ষমম্॥
ময়া বর্ষসহস্রং তু সহস্রাব্জৈস্তথাবহম্।
ভক্ত্যা সম্পূজিতোঽপীশপাদো নো দর্শিতস্ত্বয়া
লোকে বাদো হি সুমহান্ শম্ভুর্নারায়ণপ্রিয়ঃ।
হরিঃ প্রিয়স্তথা শম্ভোর্নতাদৃগ্‌ভাগ্যমস্তি মে॥
সদাশিব উবাচ।
ন ত্বয়া সদৃশো মহ্যং প্রিয়োঽস্তি ভগবন্ হরে।
পার্ব্বতী বা ত্বয়া তুল্যা ন চান্যো বিদ্যতে মম.
অথ দেবায় মহতে গৌতমঃ প্রণিপত্য চ।
ব্যজ্ঞাপয়দমেয়াত্মন্ দেবেহি করুণানিধে॥২৫০
মধ্যাহ্নোঽয়ং ব্যতিক্রান্তো ভুক্তিবেলাখিলস্য চ
অথাচম্য মহাদেবো বিষ্ণুনা সহিতো বিভুঃ।
প্রবিশ্য গৌতমগৃহং ভোজনায়োপচক্রমে॥ ২৫২
রত্নাঙ্গুলীয়ৈরথ নূপুরাভ্যাং
দুকূলবন্ধেন তড়িৎসুকাঞ্চ্যা।
হারৈরনেকৈরথ কণ্ঠনিষ্ক-
যজ্ঞোপবীতোত্তরবাসসী চ॥ ১৫৩
বিলম্বিচঞ্চন্মণিকুণ্ডলেন
সুপুষ্পধম্মিল্লবরেণ দেব।
পঞ্চাঙ্গগন্ধস্য বিলেপনেন
বাহ্বঙ্গদৈঃ কঙ্কণকাঙ্গুলীয়ৈঃ॥ ২৫৪
ইত্থং বিভূষিতঃ শিবো নিবিষ্ট উত্তমাসনে

পদ অদ্য সামান্য বানর হনূমানের উপরে অর্পিত হইয়াছে। আপনার যে পদ নিখিল উপনিষদে অব্যক্ত রহিয়াছে; বানরের উপরে তাহা অদ্য সুব্যক্ত হইয়া প্রকাশিত। আপনার যে পদ মহাযোগীদিগের হৃদয়-পদ্মে যমাদি বিবিধ সাধন এবং যোগবলেও ক্ষণকালের জন্য অবস্থান করে নাই, সেই নির্ম্মল পদ অদ্য হনূমানের উপরে বল-স্বরূপে অবস্থিত। ২৩৮—২৪৪। প্রধান প্রধান মুনিগণ সহস্রকোটি বৎসর দুস্তর তপস্যা করিয়াও আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন নাই। চরণের ত কথাই নাই। এই হনূমানের কি অদ্ভুত সৌভাগ্য যে, সামান্য চঞ্চল বানর পশু হইয়া, যোগীরা যাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন না, আপনার সেই পদ অনায়াসে সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিতেছে। হে ঈশান! আমি সহস্রবৎসর প্রতিদিন সহস্র পদ্ম দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আপনার পদোদ্দেশে পূজা করিয়াছি, তথাপি আপনি আমাকে পদ প্রদর্শন করেন নাই। সকল লোকই প্রায় বলিয়া থাকে যে, শম্ভু নারায়ণের প্রিয়; বাস্তবিকই আমি আপনাকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকি; কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, আপনার প্রিয়পাত্র হইতে পারিলাম না। সদাশিব কহিলেন,—হে ভগবন্ হরে! তোমার মত আমার প্রিয়পাত্র আর কেহই নাই, অন্যের কথা দূরে থাকুক, তোমাকে যেরূপ ভাল বাসি, পার্ব্বতীকেও সেরূপ ভাল বাসিতে পারি না। মহাদেব এইরূপ বলিতেছেন—এমত সময়ে মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন,—"হে অমেয়াত্মন্! দেব করুণানিধি! গাত্রোত্থান করুন; মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত প্রায়,সকলেরই আহারের সময় হইয়াছে।" ২৪৫-২৫১। অনন্তর প্রভু মহাদেব গৌতমের ভোজনগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষ্ণুর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেবের করাঙ্গুলীতে রত্নের অঙ্গুলীয়ক, দুই চরণে নূপুর, কটিতটে দুকূল বসন; নিকষে বিদ্যুতের ন্যায় চাকচিক্যশালী সুন্দর কাঞ্চীদাম; গলে বহুবিধ হার, কণ্ঠে দীনার (মোহর); যজ্ঞোপবীত ও উত্তরীয় বসন বিলম্বিত, কর্ণে মণিকুণ্ডল দোদুল্যমান, মস্তকের বদ্ধকেশভার উত্তম পুষ্পে সুশোভিত এবং বাহুযুগলে কঙ্কণ ও বলয় সুশোভিত ছিল। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার-

স্বসম্মুখং হরিং তথা। ‌ ‌ ‌ বেশয়দ্বরাসনে।
অন্যোন্যসম্মুখস্থিতৌ হরীশৌ দেবসত্তমৌ।
সুবর্ণভাজনান্যথো দদৌ স চাপি গৌতমঃ।
ত্রিংশৎপ্রভেদভক্ষকান্ সুপায়সং চতুর্ব্বিধম্।
সুপক্বপাকজাতকং শতদ্বয়ং প্রকল্পিতম্।
অপক্বমিশ্রকং তথা শতত্রয়ং প্রকল্পিতম্
শতং শতং তথা সুকন্দশাককং তথা মুনিঃ।
শাকাদি সর্ষপান্বিতং দদৌ চ পঞ্চবিংশতিম্
সুশর্করাদিকং তথা সুচূতদাড়িমাদিকম্।
মোচাফলং তু গোস্তনীং সুখর্জ্জুনাগরঙ্গকম্
জম্বুফলং প্রিয়ালুকং বিকঙ্কতং ফলং তথা।
এবমাদীনি চান্যানি দ্রব্যাণ্যর্প্য যথাবিধি।
দত্বাপোশনঞ্চ বিপ্রো ভুজধ্বমিতি চাব্রবীৎ।
ভুঞ্জানেষু চ সর্ব্বেষু ব্যজনং সূক্ষ্মবিস্তৃতম্।
গৌতমঃ স্বয়মাদায় শিববিষ্ণূ ব্যবীজয়ৎ॥ ২৫৯

পরিহাসমথো কর্ত্তুমিয়েষ পরমেশ্বরঃ।
পশ্য বিষ্ণো হনুমন্তং কথং ভুঙ্ক্তে স বানরঃ।
বানরং পশ্যতি হরৌ মঙ্ক্ষু বিষ্ণুভাজনে।
চিক্ষেপ মুনিসক্ষেষু পশ্যৎস্বপি মহেশ্বরঃ।২৬১
হনুমতে দত্তবাংশ্চ স্বোচ্ছিষ্টং পায়সাদিকম্।
ত্বদুচ্ছিষ্টমভোজ্যন্তু তবৈব বচনাদ্বিভো। ২৬২
অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং তথা।
মহ্যং নিবেদ্য সকলং কূপ এব বিনিক্ষিপেৎ।
অভুক্তে ত্বদ্বচে নূনং ভুক্তে চাপি কৃপা তব।

সদাশিব উবাচ।

বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভুতে চন্দ্রকান্তে হৃদি স্থিতে।
চান্দ্রায়ণসমং জ্ঞেয়ং শম্ভোর্নৈবেদ্যভক্ষণম্।
ভুক্তিবেলেয়মধুনা তবৈবাস্তং কথান্তরাৎ।
ভুক্ত্বা তু কথয়িষ্যামি নির্ব্বিশঙ্কং বিভুঙ্ক্ষ্ব তৎ
অথাসৌ জলসংস্কারং কৃতবান্ গৌতমো মুনিঃ

ভূষিত মহাদেব উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন এবং শ্রীহরিকে আপনার সম্মুখে উত্তম আসনে বসাইলেন। দেবসত্তম সেই শিব ও বিষ্ণু পরস্পর সম্মুখীন হইয়া আহার করিতে বসিলেন; অনন্তর গৌতম মুনি তাঁহাদের সম্মুখে সুবর্ণপাত্র প্রদান করিলেন। তৎপরে ত্রিশপ্রকার অন্ন, চতুর্ব্বিধ উত্তম পায়স, উত্তমরূপে পক্ক দুইশত ব্যঞ্জন, অপক্ক ও পক্কাপক্ক, তিনশত বা ততোধিক উত্তম কন্দশাক, পঁচিশ প্রকার সর্ষপযুক্ত শাক, উত্তম শর্করাদি মিষ্টান্ন, উত্তম আম্র দাড়িমাদি ফল, মোচাফল, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, নাগরঙ্গফল, জম্বুফল, পিয়ালফল এবং বিকঙ্কতফল ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য যথানিয়মে যাহার পর যাহা ভোজ্য, তাহা প্রদান করিয়া গণ্ডুষার্থ জল প্রদান করিলেন, এবং "আপনারা আহার করুন" এই কথা বলিতে লাগিলেন।২৫২-২৫৮। হনুমান্, অন্যান্য দেবগণ ও দৈত্যগণ সকলেই তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। নিখিল খাদ্য দ্রব্য পরিবেশন করিয়া গৌতম সূক্ষ্ম বিস্তৃত চামর লইয়া স্বহস্তে শিব ও বিষ্ণুকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরমেশ্বর পরিহাস করিতে ইচ্ছা করিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—বিষ্ণু! ঐ দেখ বানর হনুমান্ কেমন ভোজন করিতেছে। বিষ্ণু মহাদেবের কথায় বানরের দিকে যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি মহেশ্বর মুনিদিগের সমক্ষেই বিষ্ণুর পাত্রে কিঞ্চিৎ অন্নমণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। এবং হনুমানের পাত্রে নিজের উচ্ছিষ্ট পায়স প্রদান করিলেন। অনন্তর হনুমান্ বলিলেন,—প্রভো! আপনারই নিকটে শুনিয়াছি, আপনার উচ্ছিষ্ট খাইতে নাই; আপনিই বলিয়াছিলেন—'আমার উদ্দেশে প্রদত্ত নৈবেদ্য, ফল, বিল্বপত্র, পুষ্প সমস্তই অগ্রাহ্য, অতএব আমাকে নিবেদন করিয়াই তাহা কূপে নিক্ষেপ করিবে।' সুতরাং এক্ষণে আপনার প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিব কিনা, কৃপা করিয়া বলুন। সদাশিব উত্তর করিলেন,—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ বাণলিঙ্গ যাহার হৃদয়ে অবস্থিত, তাহার পক্ষে শিবের নৈবেদ্য ভক্ষণ চান্দ্রায়ণতুল্য পাপনাশক; পরন্তু পুণ্যপ্রদ।

আরক্তসুস্নিগ্ধসুসূক্ষ্মগাত্রা
ননেকধা ধৌতসুশোষিতাঙ্গান্।
তড়াগতোয়ৈঃ কতবীজঘর্ষিতৈ-
র্বিশোধিতৈস্তৈঃ করকানপূরয়ৎ ॥২৬৭
নদ্যাঃ সৈকতবেদিকাম্
নবতরাং সম্পাদ্য সূক্ষ্মাম্বরৈঃ,
শুক্লৈঃ শ্বেততরৈরধোপরিঘটাং
স্তোয়েন পূর্ণান্ ক্ষিপেৎ।
ক্ষিপ্ত্বা নালকজাতিমাস্তপুটকং
তৎকোলকস্তূরিকা-
চূর্ণং চন্দনচন্দ্ররশ্মিবিশদাং
মালাং পুটাস্তাং ক্ষিপেৎ ।২৬৮
যামস্ত পি পুনশ্চ বারিবসনে
নাশোধ্য কুম্ভে ক্ষিপে-
চ্চন্দ্রগ্রন্থিমথো নিধায় বকুলং
ক্ষিপ্ত্বা তথা পাটলম্ ।২৬৯

শেফালিস্তবকমথো জলঞ্চ তত্র
বিন্যস্য প্রথমত এব তোয়শুদ্ধিম্।
কৃত্বাথো মৃদুতরসূক্ষ্মবস্ত্রখণ্ডে-
নাবেষ্টেৎ সৃণিকমুখঞ্চ সূক্ষ্মতন্ত্রম্ ॥২৭০
অনাতপপ্রদেশে তু নিধায় করকানথ।
মন্দবাতসমোপেতে সূক্ষ্মব্যজনবীজিতে ।২৭১
অথ উর্ব্বীং সুসলিলৈঃ সিঞ্চয়েৎ সৃণিকামপি।
সংস্কৃতাঃ স্বায়তাস্তত্র নরা নার্য্যোঽথবা নৃপ।
তৎকন্যা বা ক্ষালিতাঙ্গা ধৌতমন্দাশ্চ বাসসঃ।
মধুপিঙ্গলনির্যাসমসান্দ্রমগুরুদ্রবম্ । ২৭৩
বাহুমূলে চ কণ্ঠে চ বিলিপ্য সান্দ্রমেব চ।
মস্তকে জাপকং ন্যস্য পঞ্চগন্ধবিলেপনম্ ।২৭৪
পুষ্পনদ্ধসুকেশাস্ত তাঃ শুভাঃ স্যুঃ সুনির্ম্মলাঃ

বিশেষতঃ এক্ষণে আহারের সময়, কথা-ন্তরে এক্ষণে আহারের রসভঙ্গ হইতে পারে; অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে আহার কর। আহারের পরে তোমাকে সব কথা বলিব। অনন্তর তাঁহাদের আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিলে গৌতম মুনি তাঁহাদিগের জন্য কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া সুগন্ধি জল প্রদান করিতে লাগিলেন। কমণ্ডলুগুলি ধৌত বিশুদ্ধ তাম্রনির্ম্মিত এবং সুমার্জ্জিত বলিয়া আরক্তবর্ণ, উজ্জ্বল ও কোমল। মুনি বিশুদ্ধ তড়াগজলে কতবীজ ঘর্ষণ করিয়া দিয়া সেই জলে কমণ্ডলু পূর্ণ করিলেন।২৫৯—২৬৭। বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রস্তুত করিবার প্রণালী যথা,—নদী হইতে আর্দ্র বালুকা আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা বেদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই, বেদির উপরে কলস রাখিয়া কলসের মুখ অতিশুক্ল সূক্ষ্ম ধৌত বসনে আবৃত করিবে; পরে সেই বস্ত্রাবৃত কলসীতে জল ঢালিয়া উহা পূর্ণ করিবে; পরে কস্তূরীচূর্ণ জাতী-কুসুম, চন্দন, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র মালা কলসীর মুখে রাখিয়া দিবে। ঐ কলসের জল পুন-র্ব্বার অন্য একটি বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইয়া তাহাতে কর্পূর দিবে; এবং বকুল, পাটল ও শেফালিকা পুষ্পের স্তবক নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা কলসীর মুখ আবৃত করিয়া রাখিবে। অনন্তর সেই কলসস্থিত শোধিত নির্ম্মল জল কমণ্ডলু বা ভৃঙ্গারে পুরিয়া উহার নালমুখে একটু কর্পূর দিয়া কোমল সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ঐ নালের মুখ বাঁধিয়া যেখানে রৌদ্রের সম্পর্ক নাই, অথচ মন্দমন্দভাবে বায়ু বহে, এইরূপ শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। যদি তথায় বাতাস না বহে, তবে মন্দমন্দভাবে ব্যজন সঞ্চালন করিবে।২৬৮—২৭০। হে রাজন্! যে স্থানে কমণ্ডলু রক্ষিত হইবে, সে স্থান শুষ্ক হইলে তথায় জল ছিটাইয়া দিবে। যে সকল নর, নারী, বা কন্যা, ব্রাহ্মণ অতিথিকে ঐ জল প্রদান করিবে, তাহারা সুন্দরমূর্ত্তি হইবে; এবং তাহা-দিগকে সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া ধৌতবসন পরিধানপূর্ব্বক সুবেশভূষা ধারণ করিতে হইবে; সর্ব্বাঙ্গে মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ নির্য্যাস অর্থাৎ আঠাযুক্ত নয় এইরূপ তরল অগুরু-চন্দন মাখিতে হইবে; কণ্ঠে বাহু-মূলে ও মস্তকে ঘন অগুরুচন্দন মাখিতে হইবে এবং মস্তকে পঞ্চগন্ধ লেপন করিতে

এবমেবার্চ্চিতা নার্য্য আত্তকুঙ্কুমবিগ্রহাঃ ॥২৭৫
যুবত্যশ্চারুসর্ব্বাঙ্গ্যো নিতরাং ভূষণৈরপি।
এতাদৃগবনিতাভির্ব্বা নরৈর্ব্বা দাপয়েজ্জলম্॥
তেঽপি প্রদানসময়ে সূক্ষ্মবস্ত্রাম্নবেষ্টনম্।
অথ বামকরে ন্যস্য করকং পশ্চ তত্র হি ॥২৭৭
দারিকাস্যস্তমুন্মূচ্য ততস্তোয়ং প্রদাপয়েৎ।
এবং সৎকারয়ামাস গৌতমো ভগবান্মুনিঃ॥
মহেশাদিষু সর্ব্বেষু ভুক্তবৎসু মহাত্মসু।
প্রক্ষালিতাঙ্ঘ্রি হস্তেষু গন্ধোদ্বর্ত্তিতপাণিষু ॥২৭৯
তদাসনসমাসীনে দেবদেবে মহেশ্বরে।
অথ নীচসমাসীনা দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা॥ ২৮০
মণিপাত্রেষু সংবেষ্ট্য পূগখণ্ডান সুধূপিতান্।
অকোনবর্ত্তুলান্ স্থূলান্সূক্ষ্মানকৃশানপি ॥২৮১
শ্বেতয়াত্রাণি সংশোধ্য ক্ষিপ্ত্বা কর্পূরখণ্ডকম্।
চূর্ণঞ্চ শর্করায়াথ নিবেদয়তি গৌতমে॥ ২৮২
গৃহাণ দেব তাম্বূলমিত্যুক্তবচনে মুনৌ।
কপে গৃহাণ তাম্বূলং প্রযচ্ছ মম খণ্ডকান্।
উবাচ বানরো নাস্তি মম শুদ্ধির্ম্মহেশ্বর।
অনেকফলভক্ষস্বাদানরস্য শুচিঃ কথম্॥ ২৮৪

সদাশিব উবাচ।

মদ্বাক্যাদখিলং শুদ্ধেন্মদ্বাক্যাদমৃতং বিষম্॥
মদ্বাক্যাদখিলা বেদা মদ্বাক্যাদ্দেবতাদয়ঃ॥
মদ্বাক্যাদ্ধর্ম্মবিজ্ঞানং মদ্বাক্যান্মোক্ষ উচ্যতে।
পুরাণান্যাগমাশ্চৈব স্মৃতয়ো মম বাক্যতঃ ॥২৮৬
অতো গৃহাণ তাম্বূলং মম দদ্যাঃ সুখণ্ডকান্।
হরির্ব্বামকরেণাদাত্তাম্বূলং পূগখণ্ডকম্॥ ২৮৭
ততঃ পত্রাণি সংগৃহ্য ততঃ খণ্ডান্ সমর্পয়েৎ।
কর্পূরমগ্রতো দত্তং গৃহীত্বাভক্ষয়চ্ছিবঃ॥ ২৮৮
দেবে তু কৃততাম্বূলে পার্ব্বতী মন্দরাচলাৎ।

হইবে। সুপরিষ্কৃত কেশদামে পুষ্প বন্ধন করিবে; সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম মাখিবে, এইরূপ ভাবে সুসজ্জিত সুভূষিত নির্ম্মলবপু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী নারী অথবা সুন্দর যুবাপুরুষ দ্বারা জল দান করাইবে। তাহারাও জলদান করিবার সময়ে সূক্ষ্মবস্ত্র-বেষ্টিত কমণ্ডলু বামহস্তে ধারণপূর্ব্বক বস্ত্রাবৃত নালমুখ উন্মোচন্ করিয়া জল দান করিবে। ভগবান্ গৌতম মুনিও তাঁহাদিগকে এইরূপে জল দান করিয়া আতিথ্য করিয়াছিলেন। মহাত্মা মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ আহারের পর হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক হস্তে গন্ধদ্রব্য প্রদান করিলেন। দেবদেব মহেশ্বর উচ্চ আসনে সমাসীন হইলেন। অন্যান্য দেবতা ও ঋষিগণ নীচ আসনে উপবেশন করিলেন। মুনিবর গৌতম পুরু সুগোলপ্রশস্ত দীর্ঘ পাক ছাঁচিপানের কোণ কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাতে চূর্ণ, কর্পূর, সুপারিখণ্ড ও সুগন্ধিদ্রব্য (এলাচাদি) প্রদান করিয়া মণিময় পাত্রে রাখিয়া শঙ্করকে নিবেদন করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—দেব! তাম্বুল গ্রহণ করুন। তাহার পর হনুমানকে তাম্বুল দিয়া বলিলেন,—"কপিবর!" তাম্বুল গ্রহণ করুন। হনুমান্, আমার মুখশুদ্ধিকর তাম্বুলে প্রয়োজন নাই, আমাকে দুই এক খণ্ড সুপারি প্রদান করুন" এই বলিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন,—মহেশ্বর! আমি বহুফলভক্ষ বানর, আমার আবার মুখশুদ্ধি কি? বানরের মুখশুদ্ধি কছুতেই হয় না। সদাশিব কহিলেন, আমার কথায় সমস্তই শুদ্ধ হয়, আমার কথায় অমৃত বিষ হয়, আমার কথাতেই নিখিল বেদ, আমার কথাতেই দেবগণের আবির্ভাব; আমার কথাতেই ধর্ম্মজ্ঞান, আমার কথাতেই মুক্তি হয়। পুরাণ, আগম ও স্মৃতিশাস্ত্র সকলও আমার কথাতেই হইয়াছে; অতএব আমি বলিতেছি, তোমার মুখশুদ্ধি হইবে, তুমি তাম্বুল গ্রহণ কর, সুপারিখণ্ড আমাকে প্রদান কর। নারায়ণ বামহস্তে তাম্বুল ও সুপারিখণ্ড গ্রহণ করিলেন। মহাদেব গৌতমের হস্ত হইতে তাম্বুল লইয়া তাহাতে সুপারি প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক স্বহস্তে হনুমান্‌কে তাম্বুল দিলেন এবং তিনি প্রথম প্রদত্ত আরও একটু কর্পূর লইয়া ভক্ষণ করিলেন। দেবদেব মহেশ্বর তাম্বুল ভক্ষণ

জয়াবিজয়য়োর্হস্তং গৃহীত্বায়ান্মুনের্গৃহম্ । ২৮৯
দেবপাদৌ ততো নত্বা বিনম্রবদনাভবৎ
উন্নময্য মুখং তস্যা ইদমাহ ত্রিলোচনঃ । ২৯
ত্বদর্থং দেবদেবেশি হ্যপরাধঃ কৃতো ময়া ।
যত্ত্বাং বিহায় ভুক্তং হি তথান্যচ্ছৃণু সুন্দরি ।২৯১
অথ স্বমন্দিরে স্থাপ্য দেবদেববিবর্জ্জিতে
সর্ব্ববন্ধবিমুক্তে চ মহদেনো ময়া কৃতম্ । ২৯২
ক্ষন্তুমর্হসি দেবেশি ত্যক্তকোপা বিলোকয় ।
ন বভাষৈবমুক্তা সা অরুন্ধত্যা হি নির্যযৌ ।
নির্গচ্ছন্তীং মুনির্জ্ঞাত্বাদণ্ডবৎ প্রণনাম চ ।
তদারভ্য মহেশায় দণ্ডপ্রণতিসংস্তুতিম্ ।
কুর্ব্বন্নুবাচ চ শিবা গৌতম ত্বং কিমিচ্ছসি ।

গৌতম উবাচ ।
কৃতকৃত্যোঽহস্মি দেবেশি যদি দেয়ো বরো মম
মন্মন্দিরে মহাভাগে ভোক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥
দেব্যুবাচ ।
ভোক্ষ্যামি তব গেহেঽহং শঙ্করানুমতা মুনে ।
গত্বেশং গৌতমো বিপ্রো লব্ধানুজ্ঞঃ পুনর্গতিঃ
ভোজয়ামাস গিরিজাং দেবীং চারুন্ধতীং তথা
ভুক্তাথ পার্ব্বতী সর্ব্বং গন্ধপুষ্পসুভূষণা ।
সহানুচরকন্যাভিঃ সহস্রাভির্হরং যযৌ
অথাহ শঙ্করো দেবীং গচ্ছ গৌতমমন্দিরম্ ।
সন্ধ্যোপাস্তিমহং কৃত্বা হ্যাগচ্ছামি পুনর্গৃহম্ ।
ইত্যুক্তা প্রযযৌ দেবী গৌতমস্যৈব মন্দিরম্ ।
সন্ধ্যাবন্দনকামাশ্চ সর্ব্ব এব বিনির্গতাঃ ।
কৃতসন্ধ্যাস্তটাকে তু মহেশাদ্যাস্তু কৃৎস্নশঃ
অথোত্তরমুখঃ শম্ভুর্ন্যাসং কৃত্বা জজাপ হ ।

করিতেছেন, এমন সময় মন্দরপর্ব্বত হইতে পার্ব্বতী মধ্যাহ্নকালেও মহাদেব আসিলেন না বলিয়া ভাবিত হইয়া জয়াবিজয়ার হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই গৌতমমুনির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আহারের সময়ে বাটীতে উপস্থিত হন নাই বলিয়া মনে মনে আপনাকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া মহেশ্বরের পদযুগল ধারণপূর্ব্বক অবনতবদনে অবস্থান করিলেন। অনন্তর ত্রিলোচন পার্ব্বতীর বদন উন্নমিত করিয়া বলিলেন,—"দেবদেবশি! আমি তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি, যেহেতু তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া এখানে একাকী ভোজন করিলাম। অয়ি সুন্দরি! আরও শুন; তোমাকে দেবদেবশূন্য সর্ব্ববন্ধনমুক্ত গৃহে রাখিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি। হে দেবেশি! তুমি আমাকে ক্ষমা কর; কোপ ত্যাগ করিয়া একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর।" মহাদেব এই কথা বলিলে পার্ব্বতী কোন উত্তর না দিয়া অরুন্ধতীকে সঙ্গে করিয়া তথা হইতে নির্গতা হইলেন। পার্ব্বতী যাইতেছেন দেখিয়া গৌতম মুনি তাঁহার পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মহেশ্বরের পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিলেন। তাহার পর পার্ব্বতী গৌতমকে বলিলেন গৌতম! তুমি কি চাহিতেছ? গৌতম কহিলেন,—দেবেশি! আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি; হে মহাভাগে! যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বর দেন, তাহা হইলে "অদ্য আপনি আমার গৃহে আহার করুন" আমি এই বর প্রার্থনা করি। পার্ব্বতী কহিলেন,—"যদি শঙ্কর অনুমতি করেন ত তোমার গৃহে আহার করিতে পারি।" অনন্তর গৌতম মহেশ্বরের নিকটে গিয়া অনুমতি লইয়া দেবী পার্ব্বতী ও অরুন্ধতীকে ভোজন করাইলেন। পার্ব্বতী গন্ধপুষ্পে সুভূষিত হইয়া সমুদয় খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া সহস্র অনুচর কন্যার পরিবৃত হইয়া শঙ্কর-সন্নিধানে গমন করিলেন। অনন্তর শঙ্কর দেবীকে কহিলেন,—"তুমি গৌতমের গৃহাভ্যন্তরে গমন কর। আমি সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পুনর্ব্বার এই গৌতমের গৃহেই আসিতেছি।" শঙ্করের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া গিরিজাদেবী গৌতম মন্দিরে গমন করিলেন। অনন্তর মহেশ্বরাদি দেবগণ সকলেই সন্ধ্যাবন্দনাভিলাষে তথা হইতে বহির্গত হইয়া এক

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা মহেশমিদমব্রবীৎ।
বিষ্ণুরুবাচ।
সর্বৈর্নমস্যতে যস্তু সর্বৈরেব সমর্চ্যতে।
হূয়তে সর্বযজ্ঞেষু স ভবান্ কিং জপিষ্যতি।
রচিতাঞ্জলয়ঃ সর্বে ত্বামেবৈকমুপাসতে।
স ভবান্ দেবদেবেশ কস্মৈ বা রচিতাঞ্জলিঃ॥
নমস্কারাদিপুণ্যানাং ফলদস্ত্বং মহেশ্বরঃ।
তব কঃ ফলদো বাদ্যঃ কো বা ত্বত্তোঽধিকো বদ॥ ৩০৫

শঙ্কর উবাচ।
ধ্যায়ে ন কিঞ্চিদ্‌গোবিন্দ ন নমস্যেহ কিঞ্চন
নোপাস্যে কঞ্চন হরে ন জপিষ্যে হ কিঞ্চন।
কিন্তু নাস্তিকজন্তূনাং প্রবৃত্ত্যর্থমিদং ময়া।
দর্শনীয়ং হরে তে স্যুরন্যথা পাপকারিণঃ॥৩০৭
তস্মাল্লোকোপকারার্থমিদং সর্বং কৃতং ময়া।
ওমিত্যুক্ত্বা হরিরথ তং নত্বা সমতিষ্ঠত॥ ৩০৮
অথ তে গৌতমগৃহং প্রাপ্তা দেবগণর্ষয়ঃ।
সর্বে পূজামথো চক্রুর্দেবায় শূলিনে সদা॥৩০৯
দেবো হনূমতা সার্দ্ধং গায়নাস্তে রঘূত্তম।
পঞ্চাক্ষরীং মহাবিদ্যাং সর্ব এব তদাজপন্।
হনূমৎকরমালম্ব্য দেব্যভ্যাসং গতো হরঃ।
একশয্যাসমাসীনৌ তাবুভৌ দেবদম্পতী।
গায়নাস্তে স হনুমাংস্তুম্বুরুর্নারদস্তথা।
নানাবিধবিলাসাংশ্চ চকার পরমেশ্বরঃ॥৩১২
আহূয় পার্বতীমিশ ইদং বাক্যমুবাচ হ॥৩১৩
শ্রীশিব উবাচ।
রচয়িষ্যামি ধম্মিল্লমেহি মৎপুরতঃ শুভে।
দেব্যাহ ন চ যুক্তং তদ্ভর্ত্রা শুশ্রূষণং স্ত্রিয়াঃ।

তড়াগে গিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। শম্ভু উত্তরমুখে হইয়া ন্যাস করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন। বিষ্ণু কহিলেন,—সকলেই যাঁহাকে নমস্কার করে, পূজা করে, নিখিল যজ্ঞে যাঁহাকে আহ্বান করে, সেই আপনি আবার কি জপ করিবেন। একমাত্র আপনাকেই ত সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে উপাসনা করে। হে দেবদেবেশ! আপনি আবার কৃতাঞ্জলিপুটে কাহার উপাসনা করিতেছেন? আপনিই ত নমস্কারাদি পুণ্যকর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন এবং আপনি মহেশ্বর। অতএব আপনার এ পুণ্যকর্ম্মের ফলদাতা কে? আপনার নমস্য কে? আপনা অপেক্ষা বড়ই বা কে? তাহা আমাকে বলুন।২৯১—৩০৫। শঙ্কর কহিলেন,—গোবিন্দ! আমি কিছুই ধ্যান করিতেছি না, কাহাকেও নমস্কার করিতেছি না, কাহাকেও উপাসনা করিতেছি না, হে হরে! কিছুই জপ করিতেছি না; কেবল নাস্তিক লোকদিগের এই সকল পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত আমি ইহা দেখাইতেছি; নতুবা তাহারা কেবল পাপকর্ম্মই করিতে থাকিবে। আমি লোকের উপাকারার্থ সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছি। হরি তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর সেই সকল দেবতা ও ঋষিগণ সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক গৌতমের গৃহে আগমন করিলেন। এবং সকলে সেই দেব শূলপাণিকে পুনঃপুন পূজা করিলেন। হে রঘুকুলধুরন্ধর! অনন্তর দেবদেব মহেশ্বর হনুমানের সহিত গান করিতে বসিলেন। তৎকালে অপর সকলেই পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা জপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহেশ্বর হনুমানের কর ধারণপূর্ব্বক দেবী গিরিজার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহারা দুই স্ত্রীপুরুষে একশয্যায় উপবেশন করিলেন। হনুমান্, তুম্বুরু ও নারদ সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতে লাগিলেন। সেই সময় পরমেশ্বর বিবিধ আমোদ প্রমোদ করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। শুভে! তুমি আমার সম্মুখে উপবেশন কর। আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দি। দেবী বলিলেন,—স্বামীকে দিয়া সেবা

কেশপ্রসাধনকৃতাবনার্থান্তরমাপতেৎ।
কেশপ্রসাধনে দেবে তত্ত্বং সর্ব্বং ন চেপ্সিতম্
অথ বন্ধে কৃতে পশ্চাদংসপ্রান্তপ্রমার্জ্জনম্।
তনোশ্চরমসংলগ্নং কেশপুষ্পাদিমার্জ্জনম্ ॥৩১৬
এতস্মিন্ বর্ত্তমানে তু মহাত্মানো যথাগমন্।
তদা কিমুত্তরং বাচ্যং তব দেবাদিবন্দিনঃ॥
নায়াস্তি চেদথ বিভো ভীতির্নাশমুপৈষ্যতি।
এবং হি ভাষমাণাং তাং করেণাকৃষ্য শঙ্করঃ॥
স্বোর্ব্বোস্তং স্থাপয়িত্বৈব বিস্রস্য কচবন্ধনম্।
বিভজ্য চ করাভ্যাং স প্রসসার নখৈরপি॥
বিষ্ণুদত্তাং পারিজাতস্রজং কচগতামপি।
কৃত্বা ধর্ম্মিল্লমকরোদথ মালাং করাগতাম্ ॥৩২০
মল্লিকাস্রজমাদায় ববন্ধ কচবন্ধনে।
কল্পপ্রসূনমালাঞ্চ ব্রহ্মদত্তাং মহেশ্বরঃ॥৩২১
পার্ব্বতীবসনে গূঢ়গন্ধাঢ্যে চ সমাদদাৎ।
অথাংসপৃষ্ঠসংলগ্নমার্জ্জনং কৃতবান্ বিভুঃ। ৩২২
শ্লথনীবেরধো দেব্যা বস্ত্রবেষ্টৈরধো গতঃ।
দৈবঃ কিমিদমিত্যুক্ত্বা নীবীবন্ধং চকার হ॥
নাসাভূষণমেতত্তে পশ্যামি সমদা ততঃ।
ইত্যুক্ত্বা স্বয়মাদায় বিচ্ছায়ং মৌক্তিকং সতি।
হরিদ্রায়াঃ সমাযোগে মুক্তাফলমদীপ্তিমৎ।
ইদং ন ধ্রিয়তাং মুক্তাফলং মম তব প্রিয়ম্॥
পার্ব্বত্যুবাচ।
অহো ত্বন্মন্দিরে শম্ভো সর্ব্ববস্তু সমৃদ্ধিমৎ।
পূর্ব্বমেব ময়া সর্ব্বং বস্তু জ্ঞাতং বিভূষণৈঃ॥
অহো দ্রবিণসম্পত্তির্ভূষণৈরবগম্যতে।
শিরো বিভূষিতং দেব ব্রহ্মশীর্ষস্য মালয়া॥৩২৭

করান স্ত্রীলোকের উচিত নহে; বিশেষতঃ আপনি চুল বাঁধিতে গেলে অনর্থ ঘটিতে পারে। আপনার চুলবাঁধা আমার মনোমত হইবে না, চুল বাঁধিতে গেলে আমার কাঁধের আশ পাশ মুছাইয়া দিতে হইবে। পিঠে চুল বা ফুলের পাপড়ি প্রভৃতি যাহা লাগিয়া থাকিবে; তাহা আপনাকেই ঝাড়িয়া দিতে হইবে; আপন দ্বারা এ সকল কাজ কিরূপে করাইয়া লইব। আর এক কথা, আপনি চুল বাঁধিতেছেন, এমন সময়ে যদি কোন মান্য গণ্য ভদ্র লোক আপনাকে নমস্কার করিতে আসে, তবে, তাহার নিকটে আপনার এ কাজের কি উত্তর দিবেন? বিভো! যদিও কেহ না আসে, তথাপি কোন লোক আসিতেছে কি না? এই দিকেই আপনার মন থাকিবে, তাহা হইলে আপনি ভাল করিয়া চুল বাঁধিতেই পারিবেন না। পার্ব্বতী এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বারণ করিলেও মহাদেব তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নিজ উরুর উপরে বসাইয়া তাঁহার কেশদাম আলুলায়িত করিলেন, এবং দুই হস্তে কেশকলাপ বিভক্ত করিয়া নখ দিয়া আঁচড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার পর মহেশ্বর খোঁপা বান্ধিয়া দিয়া তাহাতে বিষ্ণুপ্রদত্ত পারিজাত-পুষ্পের মাল্য, মল্লিকাফুলের মালা, এবং ব্রহ্মার প্রদত্ত কল্পতরুকুসুমের মালা পরাইয়া দিলেন। অনন্তর প্রভু পার্ব্বতীর সুবাসিত বসনের অঞ্চল দ্বারা তাঁহার স্কন্ধ ও পৃষ্ঠে লগ্ন কেশ ও ফুলের পাপড়ি প্রভৃতি ঝাড়িয়া দিলেন। সেই সময়ে দেবীর নীবীবন্ধ খসিয়া গেলে, "এ কি হইল" বলিয়া দেব তাঁহার নীবী বন্ধন করিয়া দিলেন। তৎপরে "তোমার নাসিকার অলঙ্কারটী একবার দেখি" এই বলিয়া মহেশ্বর তাঁহার নাসিকা হইতে মুক্তার নোলকটী খুলিয়া লইয়া মুক্তাটী অপরিষ্কৃত রহিয়াছে দেখিয়া হরিদ্রারস দ্বারা পারিষ্কার করিলেন; কিন্তু তাহাতেও মুক্তা সেরূপ উজ্জ্বল হইল না দেখিয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন, এই মুক্তাটী তোমার ভাল বোধ হইলেও আমার ভাল বোধ হইতেছে না; অতএব তুমি ইহা ধারণ করিও না। ৩০৬—৩২৫। পার্ব্বতী উত্তর করিলেন,—শম্ভু! আপনি আমার এ অলঙ্কারটী মনোনীত করিতেছেন না, কিন্তু আপনার অলঙ্কার কি, আপনার ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব; আপনার অলঙ্কার দেখিয়া পূর্ব্বেই আমি আপনার সম্প-

নরকস্থ তথা মালা বক্ষঃস্থলবিভূষণম্।
শেষশ্চ বাসুকিশ্চৈব সবিষৌ তব কঙ্কণে।৩২৮
দিশোঽম্বরং জটাঃ কেশা ভসিতং চাঙ্গরাগকঃ
মহোক্ষো বাহনং গোত্রং কুলং চাজ্ঞাতমেব চ
জ্ঞায়েতে পিতরৌ নৈব বিরূপাক্ষং তথা বপুঃ
এবং বদন্তীং গিরিজাং বিষ্ণুঃ প্রাহাতিকোপনঃ

বিষ্ণুরুবাচ।

কিমর্থং নিন্দসে দেবি দেবদেবং জগৎপতিম্।
তৃণপ্রাণা ন প্রিয়া ভদ্রে তব ননমসংযমম্ ।৩৩১
যত্রেশনিন্দনং ভদ্রে তত্র নো মরণং ব্রতম্।
ইত্যুক্তাথ নখাভ্যাং হি হরিশ্ছেত্তুং শিরো গতঃ ।৩৩২
মহেশস্তৎকরং গৃহ্য প্রাহ মা সাহসং কৃথাঃ।
পার্ব্বতীবচনং সর্ব্বং প্রিয়ং মম ন চাপ্রিয়ম্ ।
মমাপ্রিয়ং হৃষীকেশ কর্ত্তুং যৎ কিঞ্চিদিষ্যতে।
ওমিত্যুক্তাথ ভগবাংস্তূষ্ণীভূতোঽভবদ্ধরিঃ।
হনূমানথ দেবায় ব্যজ্ঞাপয়দিদং বচঃ।
অর্চয়ামি বিনিষ্কামং মম পূজাব্রতং তথা ।৩৩৫
পূজার্থমপ্যহং গচ্ছে মমানুজ্ঞাতুমর্হসি। ৩৩৬

শঙ্কর উবাচ।

কস্ত পূজ্য ক বা পূজা কিং পুষ্পং কিং দলং বদ
কো গুরুঃ কশ্চ মন্ত্রস্তে কীদৃশং পূজনং তথা।
এবং বদতি দেবেশে হনুমান্ ভীতিকম্পিতঃ।
বেপমানসমস্তাঙ্গঃ স্তোতুমেব প্রচক্রমে। ৩৩৮

হনূমানুবাচ।

নমো দেবায় মহতে শঙ্করায়ামিতাত্মনে।
যোগিনে যোগধাত্রে চ যোগিনাং গুরবে নমঃ

ত্তির পরিচয় পাইয়াছি। আপনার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের পরিচয় আপনার গায়ের অলঙ্কার দেখিলেই জানা যায়। দেব! আপনি নরমুণ্ডের মালা দিয়া মস্তক বিভূষিত করিয়াছেন, বক্ষঃস্থলেও আপনি নরমুণ্ডের মালা পরিয়াছেন; বিষধর বাসুকি ও অনন্তকে হস্তের বলয় করিয়াছেন। দিগম্বর পরিধান করিয়াছেন, তৈলাভাবে মস্তকের কেশ জটা হইয়া গিয়াছে; ভস্ম দিয়া অঙ্গরাগ করেন; বৃষভ আপনার বাহন, অজ্ঞাত বংশে আপনার জন্ম, আপনার পিতা মাতা কে, তাহা জানা যায় না। আপনার তিনটী চক্ষু। গিরিজা এইরূপ বলিতে থাকিলে বিষ্ণু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"দেবি! আপনি দেবদেব জগৎপতিকে কি জন্য নিন্দা করিতেছেন? ভদ্রে! আপনি কি জানেন না, শিবনিন্দায় প্রাণত্যাগ করিতে হয়; নিশ্চয়ই আপনার প্রাণের উপর মমতা নাই, তাই আপনি এইরূপ নিন্দা করিতেছেন। যেখানে মহেশ্বরের নিন্দা হয়, সেখানে আমাদের প্রাণত্যাগ করাই মঙ্গল।" এই বলিয়া নখদ্বারা মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। মহেশ্বর তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—হৃষীকেশ! কর কি কর কি? এরূপ অসম সাহসিকের কাজ করিও না, পার্ব্বতীর কথায় আমি রাগ করি না, পার্ব্বতীর সকল কথাই আমার মিষ্ট লাগে, পার্ব্বতীর কোন কথাই আমার অপ্রীতিকর নহে, বরং তুমিই আমার অপ্রিয় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ। অনন্তর ভগবান্ হরি "যে আজ্ঞা" বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর হনুমান্ দেবদেবকে নিবেদন করিলেন,—দেব! আমার নিষ্কামভাবে পূজা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব আমি পূজা করিতে যাইব, আপনি অনুমতি প্রদান করুন। শঙ্কর কহিলেন,—কাহার পূজা? কোথায় পূজা করিবে? কি ফুল, কিসের পত্র দিয়া পূজা করিবে? তোমার গুরু কে? কি মন্ত্র পাইয়াছ, কিরূপে পূজা করিবে? তাহা বল। মহেশ্বর এইরূপ প্রশ্ন করিতে থাকিলে হনুমান্ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পমান হইল; তখন তিনি মহেশ্বরকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হনুমান কহিলেন,—দেব! আপনি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, আপনিই সকলের কথন কারী মহাদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি

যোগিগম্যায় দেবায় জ্ঞানিনাং পতয়ে নমঃ।
বেদানাং পতয়ে তুভ্যং দেবানাং পতয়ে নমঃ
ধ্যানায় ধ্যানগম্যায় ধাতৃণাং গুরবে নমঃ।
শিষ্টায় শিষ্টগম্যায় ভূম্যাদিপতয়ে নমঃ ॥ ৩৪১
অন্তস্তেত্যাদীনাং বেদবাক্যানাং পতয়ে নমঃ।
আতনুষেতিবাক্যৈশ্চ প্রতিপাদ্যায় তে নমঃ ॥
অষ্টমূর্ত্তে নমস্তভ্যং পশূনাং পতয়ে নমঃ।
ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় সোমসূর্য্যাগ্নিলোচন ॥৩৪৩
সুভৃঙ্গরাজধুস্তুরদ্রোণপুষ্পপ্রিয়স্তু তে।
বৃহতীপুগপুন্নাগ-চম্পকাদিপ্রিয়ায় চ ॥ ৩৪৪
নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু ভূয় এব নমো নমঃ।
শিবো হরিমথ প্রাহ মা ভৈষীর্ব্বদ মেঽখিলম্

যোগী, যোগের কর্ত্তা এবং যোগীদিগের গুরু; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি যোগীদিগের উপাস্য দেবতা, আপনি জ্ঞানীদিগের প্রভু; দেবসকলের স্বামী, দেবসমূহের রক্ষাকর্ত্তা, আপনাকে নমস্কার। আপনি ধ্যানস্বরূপ, আপনি ধ্যানের গম্য, আপনি ধ্যানকর্ত্তাদিগের গুরু, আপনাকে নমস্কার। স্বয়ং শিষ্ট, সাধু; এবং শিষ্টদিগের আপনিই একমাত্র উপাস্য; আপনি ক্ষিতি প্রভৃতির অধিপতি, আপনাকে নমস্কার। আপনি "অন্তস্ত" ইত্যাদি বেদবাক্যসমূহের পতি, আপনি "আতনুষ" ইত্যাদি বেদ বাক্যের প্রতিবাদ্য বস্তু, আপনাকে নমস্কার। হে অষ্টমূর্ত্তি! আপনাকে নমস্কার করি; আপনি পশুদিগের পতি; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ত্র্যম্বক—ত্রিলোচন; চন্দ্র, সূর্য্য, ও অগ্নি এই তিনটি আপনার নেত্র। ভৃঙ্গরাজ, ধুতরা ও দ্রোণপুষ্প আপনার প্রিয়, এবং বৃহতী, পুগ, পুন্নাগ ও চম্পকাদি পুষ্প আপনার প্রিয়; আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার; পুনঃপুন আপনাকে প্রণাম করি।" তাহার পর শিব বানরকে বলিলেন,—ভয় নাই, তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমার

হনূমানুবাচ।
শিবলিঙ্গার্চ্চনং কার্য্যং ভস্মোদ্ধূলিতদেহিনা।
দিবাসম্পাদিতৈস্তোয়ৈঃ পুষ্পাদ্যৈরর্পিতাদৃশৈঃ
দেব বিজ্ঞাপয়িষ্যামি শিবপূজাবিধিং শুভম্।
সায়ংকালে তু সম্প্রাপ্তে হ্যশিরঃস্নানমাচরেৎ ॥
ক্ষালিতং বসনং শুক্লং ধৃত্বাচম্য স্থিরপ্রধীঃ।
অথ ভস্ম সমাদায় হ্যাগ্নেয়ং স্নানমাচরেৎ ॥৩৪৭
প্রণবেন সমামন্ত্র্যাপ্যষ্টবারমথাপি বা।
পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ নাম্না বা যেন কেনচিৎ ॥
সপ্তাভিমন্ত্রিতং ভস্ম দর্ভপাণিঃ সমাহরেৎ।
ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামুক্ত্বা শিরসি পাতয়েৎ ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে মুখে ভস্ম প্রসেচয়েৎ।
অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ভস্মবক্ষসি
নিক্ষিপেৎ।
বামদেবায় নম ইতি গুহ্যস্থানে বিনিক্ষিপেৎ।
সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি নিক্ষিপেদথ পাদয়োঃ
উদ্ধূলয়েৎ সমস্তাঙ্গং প্রণবেন বিচক্ষণঃ।

নিকটে বল। ৩২৬-৩৪৫। হনূমান্ কহিলেন,—দেব! আমি সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া সদ্যঃসংগৃহীত জল ও পুষ্পাদি দ্বারা শিবলিঙ্গের পূজা করিব, আমি যেরূপ প্রণালীতে শিবলিঙ্গের পূজা করিব, তাহা আপনার নিকটে নিবেদন করিতেছি। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অশিরঃস্নান করিতে হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানব ধৌত শুক্ল বসন পরিধানপূর্ব্বক আচমনান্তে ভস্ম লইয়া আগ্নেয় স্নান করিবে। কুশহস্তে আটবার প্রণবমন্ত্র, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র অথবা যে কোন মহেশ্বরের নামমন্ত্র সপ্তবার উচ্চারণপূর্ব্বক ভস্ম আহরণ করিয়া মন্ত্রপূত করিবে। পরে "ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্'—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ ভস্ম মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। "তৎপুরুষায় বিদ্মহে"—ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ঐ ভস্ম মুখে প্রদান করিবে। অনন্তর "অঘোরেভ্যো ঘোরেভ্যঃ" এই মন্ত্রে বক্ষস্থলে একটু ভস্ম নিক্ষেপ করিবে। পরে "বামদেবায় নমঃ" এই বলিয়া গুহ্যস্থানে এবং 'সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি' এই বলিয়া পদদ্বয়ে কিঞ্চিৎ ভস্ম নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে

ত্রৈবর্ণিকানামুদিতঃ স্নানাদির্বিধিরুত্তমঃ।
শূদ্রাদীনাং প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গুরুণা তথা।
শিবেতি পদমুচ্চার্য্য ভস্ম সম্মন্ত্রয়েৎ সুধীঃ।
শঙ্করায় মুখে প্রোক্তং সর্ব্বজ্ঞায় হৃদি ক্ষিপেৎ।
সপ্তবারমথাদায় শিবায়েতি শিরঃ ক্ষিপেৎ।
স্থাণবে নম ইত্যুক্ত্বা গুহ্যে চাপি স্বয়ম্ভুবে।
উচ্চার্য্য পাদয়োঃ ক্ষিপ্ত্বা ভস্ম শুদ্ধমতঃ পরম্।
নমঃ শিবায়েত্যুচ্চার্য্য সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূলনং স্মৃতম্।
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য দর্ভপাণিঃ সমাহিতঃ॥৩৫৭
দর্ভাভাবে সুবর্ণং স্যাত্তদভাবে গবালকঃ।
তদভাবেন দূর্ব্বাঃ স্যুস্তদভাবে তু রাজতম্।
সন্ধ্যোপাস্তিং জপং দেব্যাঃ কৃত্বা দেবগৃহং ব্রজেৎ
দেববেদিমথো বাপি কল্পিতং স্থণ্ডিলং তু বা
মৃন্ময়ং কল্পিতং শুদ্ধং পদ্মাদিরচনাযুতম্॥
চাতুর্ব্বর্ণকরঙ্গৈশ্চ শ্বেতেনৈকেন বা পুনঃ।
বিচিত্রাণি চ পদ্মানি স্বস্তিকাদি তথৈব চ।
উৎপলাদিগদাশঙ্খ-ত্রিশূলডমরুং তথা॥৩৬১
সয়োক্ত (?) পঞ্চপ্রাসাদং শিবলিঙ্গমথৈব চ।
সর্ব্বকামফলং বৃক্ষং কুলকং কোলকং তথা॥
ষট্‌কোণং চিত্রকোণঞ্চ নবকোণমথাপি বা।
কোণদ্বাদশকাং দোলাং পাদুকাব্যজনানি চ।
চামরচ্ছত্রযুগলং বিষ্ণুব্রহ্মাদিকং তথা।
চূর্ণৈর্ব্বিরচয়েদ্বেদ্যাং ধীমান্ দেবালয়েঽপি বা
যত্রাপি দেবপূজা স্যাত্তত্রৈবং কল্পয়েদ্বুধঃ।
স্বহস্তরচিতং মুখ্যং ক্রীতঞ্চৈব তু মধ্যমম্।
যাচিতং তু কনিষ্ঠং স্যাদ্বলাৎকারমথাধমম্।
অর্থৈর্যত্নৈর্বলাৎকারাত্তু নিষ্ফলম্।

বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে এই উত্তম ভস্মস্নান-বিধান কথিত হইয়াছে। ৩৪৬—৩৫৩। এক্ষণে, শূদ্রাদির সম্বন্ধে গুরুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। সুবুদ্ধি শূদ্র প্রথমতঃ "শিব" এই পদ উচ্চারণ করিয়া ভস্ম পূত করিবে। পরে সাত বার "শিবায় নমঃ" বলিয়া ঐ ভস্মের কিঞ্চিৎ মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। পরে "শঙ্করায় নমঃ" বলিয়া মুখে, "সর্ব্বজ্ঞায় নমঃ"—বলিয়া হৃদয়ে, "স্থাণবে নমঃ" বলিয়া গুহ্যে, এবং স্বয়ম্ভুবে নমঃ" বলিয়া পদযুগলে উক্ত মন্ত্রপূত ভস্ম—কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবে। পরে "নমঃ শিবায়" বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমনপূর্ব্বক দর্ভহস্ত ও তদ্গতচিত্ত হইবে। দর্ভ না থাকিলে সুবর্ণ, সুবর্ণের অভাব ঘটিলে গবালক (?) তাহাও না পাইলে দূর্ব্বা, দূর্ব্বাও না সংগ্রহ করিতে পারিলে কিঞ্চিৎ রৌপ্য ধারণ করিবে। সন্ধ্যোপাসনা এবং বেদিমন্ত্র জপের পর দেবগৃহে গমন করিবে। দেবতার পূজার জন্য বিশুদ্ধ মৃন্ময় বেদী বা স্থণ্ডিল কল্পনা করিবে। সেই বেদি বা স্থণ্ডিলের উপরে চতুর্ব্বিধবর্ণ অথবা একই প্রকার শ্বেতবর্ণ রজ দ্বারা একটি বা অনেকগুলি বিচিত্র পদ্ম অঙ্কন করিবে; তাহার পার্শ্বে স্বস্তিকাদি মণ্ডল, শঙ্খ, গদা, ত্রিশূল, ডমরু, উৎপল প্রভৃতি, শিবলিঙ্গ, সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষ, কুলক, কোলক, ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, নবকোণ অথবা দ্বাদশকোণ দোলা, পাদুকা, ব্যজন, চামর, ছত্র এবং বিষ্ণু-ব্রহ্মাদি দেবতার আকৃতি, সেই বেদির উপরে রজ দ্বারা অঙ্কন করিবে। ধীমান্ পূজক দেবালয়ের সর্ব্বস্থানেই এইরূপ অঙ্কন করিবে। বিজ্ঞ পূজক, যে স্থানেই দেবপূজা হইবে, সে স্থানেই এইরূপ অঙ্কন করিবে। পূজার উপকরণের মধ্যে যাহা স্বহস্তনির্ম্মিত, তাহাই সর্ব্বোত্তম বলিয়া গণ্য, ক্রয়লব্ধ বস্তু মধ্যম বলিয়া পরিগৃহীত। ভিক্ষালব্ধ বস্তু কনিষ্ঠ অর্থাৎ মধ্যম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট এবং যাহা অপরের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গৃহীত, তাহা অধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নীতিপূর্ব্বক অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করায় যাহা হউক, কিন্তু অন্যায় পূর্ব্বক জোর করিয়া অপরের নিকট হইতে যাহা

রক্তশালিজপাহ্বাণুকলমাসিতরক্তকৈঃ।
তণ্ডুলৈর্ব্রীহিমাত্রোত্থৈঃ কণৈশ্চৈব যথাক্রমম্॥
উত্তমৈর্ম্মধ্যমৈশ্চৈব কথিতৈরধমৈস্তথা।
পদ্মাদিস্থাপনৈরেব তৎসম্যগ্‌যাগমাচরেৎ॥
প্রাগুত্তরমুখো বাপি যদি বা প্রাঙ্মুখো ভবেৎ।
আসনঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্॥
কৌশং চার্ম্মং চৈলতল্পে দারবং তালপত্রকম্।
কাম্বলং কাঞ্চনঞ্চৈব রাজতং তাম্রমেব চ॥
গোকরীষার্কজৈর্ব্বাপি হ্যাসনং পরিকল্পয়েৎ।
বৈয়াঘ্রং রৌরবঞ্চৈব হারিণং মার্গমেব চ।
চার্ম্মং চতুর্ব্বিধং জ্ঞেয়মথ বন্ধুকমেব চ।
যথাসম্ভবমেতেষু হ্যাসনং পরিকল্পয়েৎ॥৩৭২
কৃতপদ্মাসনো বাপি স্বস্তিকাসন এব চ।
দর্ভভস্মসমাসীনঃ প্রাণানায়ম্য বাগ্‌যতঃ॥৩৭৩
তাবৎ স দেবতারূপো ধ্যানং চান্তঃ সমাচরেৎ
শিখান্তে দ্বাদশাঙ্গুল্যো স্থিতং সূক্ষ্মাং তনুং শিবম্।
অন্তশ্চরন্তং ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বমূর্ত্তিষু।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তমণিমাদিগুণান্বিতম্॥৩৭৫
ধ্যাত্বা তং ধারয়েচ্চিত্তে তদ্ব্যাপ্ত্যা পূরয়েত্তনুম্
তয়া দীপ্ত্যা শরীরস্থং পাপং নাশমুপাগতম্॥
স্বর্ণপারদসম্পর্কাদ্রক্তং শ্বেতং যথা ভবেৎ।
তদ্বাদশদলাবৃত্তমষ্ট পঞ্চ ত্রিয়েব বা॥৩৭৭
পরিকল্প্যাসনং শুদ্ধং তত্র লিঙ্গং নিধায় চ।
গুহাস্থিতং মহেশানং লিঙ্গে সঞ্চিন্তয়েত্তথা॥
শোধিতে কলসে তোয়ং শোধিতং গন্ধবাসিতম্।
সুগন্ধপুষ্পং নিক্ষিপ্য প্রণবেনাভিমন্ত্রিতম্॥
প্রাণায়ামশ্চ প্রণবঃ শূদ্রেষু ন বিধীয়তে।
প্রাণায়ামপদে ধ্যানং শিবেত্যোঙ্কারমন্ত্রণম্।
গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীনি পূজাদ্রব্যাণি যানি চ।

লওয়া হয়, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। রক্তবর্ণ শালিতণ্ডুল, কৃষ্ণরক্ত কলম ধান্যের তণ্ডুল এবং এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রীহিতণ্ডুলকণা, যথাক্রমে এই পূজা কার্য্যে—উত্তম, মধ্যম ও অধম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পদ্মাদি স্থাপনপূর্ব্বক যথাসম্ভব উক্ত তণ্ডুল দ্বারা যথাবিধি দেবপূজা করিতে হয়। প্রথমতঃ উত্তরাস্য অথবা নিতান্ত অসুবিধা পক্ষে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিবে। উপবেশন করিবার আসনের বিষয় যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহাই বলিব। কুশাসন, চর্ম্মাসন, কাষ্ঠাসন, তালপত্রাসন, কম্বলাসন, সুবর্ণাসন, রজতাসন, তাম্রাসন ইত্যাদি আসনে পূজক উপবেশন করিবে। চর্ম্মাসনমধ্যে ব্যাঘ্র, রুরু, হরিণ ও মৃগ এই চতুর্ব্বিধ জন্তুর চর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিবে। পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাশনে কুশ ও ভস্মের উপরে উপবেশনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বনে প্রাণায়াম করিয়া অন্তরে দেবতারূপ ধ্যান করিবে—পরে ধ্যানমগ্ন হইয়া চিন্তা করিবে—শিব সূক্ষ্মমূর্ত্তি হইয়া দ্বাদশাঙ্গুল শিখার প্রান্তে অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি এই সূক্ষ্মরূপে নিখিল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিতেছেন; তিনি বিশ্বমূর্ত্তিতে গুহাতে বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গে সকল প্রকার অলঙ্কার, তিনি অণিমাদিগুণসমন্বিত। ৩৫৪—৩৭৫। এইরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া মনে তাঁহার ব্যাপ্তি চিন্তা দ্বারা শরীরকে পূর্ণ করিবে—অর্থাৎ তিনি আমার সর্ব্বশরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। স্বর্ণ ও পারদের সম্পর্কে রক্তবর্ণ যেরূপ শ্বেত হইয়া যায়, সেইরূপ চিন্তায় তাঁহার জ্যোতি দ্বারা শরীরস্থ পাপ সকল নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর দ্বাদশদল, অষ্টদল, পঞ্চদল অথবা ত্রিদল বিশুদ্ধ পদ্মাসনে লিঙ্গমূর্ত্তি রাখিয়া সেই লিঙ্গমূর্ত্তিতে গুহাস্থিত মহেশ্বর অবস্থিতি করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। তৎপরে বিশুদ্ধ কলসে সুবাসিত জল ও গন্ধ পুষ্প প্রদান করিয়া প্রণব দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। শূদ্রেরা প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ এবং প্রাণায়াম করিতে পারে না; শূদ্রেরা প্রণবস্থলে শিবপদ ব্যবহার এবং প্রণায়াম স্থলে ধ্যান করিবে। গন্ধ, পুষ্প,

তানি স্থাপ্য সমীপে তু ততঃ সঙ্কল্প ইষ্যতে
শিবপূজাং করিষ্যামি শিবতুষ্ট্যর্থমেব চ।
ইতি সঙ্কল্পয়িত্বা তু তত আবাহনাদিকম্॥
কৃত্বা তু স্নানপর্য্যন্তং ততঃ স্নানং প্রকল্পয়েৎ।
নমস্তেত্যাদিমন্ত্রেণ শতরুদ্রিয়বিধানতঃ॥ ৩৮৩
অবিচ্ছিন্না তু যা ধারা মুক্তিধারেতি কীর্ত্তিতা।
তয়া যঃ স্নাপয়েন্মাসং জপন্ রুদ্রমুপাংশু বা॥
একবারং ত্রিবারঞ্চ সপ্ত পঞ্চ নবাপি বা।
একাদশমথো বারমাথত্রয়োদশান্বিতম্॥ ৩৮৫
মুক্তিস্নানমিদং জ্ঞেয়ং মাসং মোক্ষপ্রদায়কম্।
শৈবয়া বিদ্যয়া স্নানং কেবলপ্রণবেন বা॥৩৮৬
মৃন্ময়ৈর্নালিকেরস্থ শকলৈশ্চোর্ম্মিভিস্তথা।
কাংস্যেন মুক্তাশুক্ত্যা চ পুষ্পাদিকসরেণ বা॥
স্নাপয়েদ্দেবদেবেশং যথাসম্ভবমীরিতৈঃ।
শৃঙ্গস্য চ বিধিং বক্ষ্যে স্নানযোগ্যং যথা ভবেৎ
পূর্ব্বমন্তস্তু সংশোধ্য বহিরন্তস্তু শোধয়েৎ।
সুস্নিগ্ধং লঘু কৃত্বাথ নাগং ছিন্দ্যাৎ কথঞ্চন॥
নীচৈকদেশবিস্তস্ত-দ্বারদ্রোণ্যা সুবৃত্তয়োঃ।
কুশানুযুতয়া স্নানং দেবায় পরিকল্পয়েৎ॥ ৩৯০
এবং গবয়শৃঙ্গস্য জলপূর্ত্তির্যথোচ্যতে॥
দ্বারে নিষিদ্ধলোহার্দ্ধং সু[illegible]দ্বারাসমন্বিতে॥
যোগবক্রং নাগদণ্ডং নাগাকারং প্রকল্পয়েৎ।
ফলস্থানে তু চষকং দণ্ডেন সমরজ্ঞকম্॥৩৯২
তত্রৈব পাতয়েত্তোয়ং মূর্দ্ধযন্ত্রঘটে স্থিতম্।
পাতযেদথ চাস্যেন বামেনৈব করেণ বা॥৩৮৩
মুক্তিধারা কৃতা তেন পবিত্রং পাপনাশনম্।
এবং সংস্নাপ্য দেবেশং পঞ্চগব্যৈস্তথৈব চ॥
পঞ্চামৃতৈরথ স্নাপ্য মধুরত্রিতয়েন চ।
বিভূষ্য ভূষণৈর্দ্দেবং পুনঃ স্নাপ্য মহেশ্বরম্॥
শীতোপচারং কৃত্বাথ তত আচমনাদিকম্।
বস্ত্রং তথোপবীতঞ্চ পঞ্চগন্ধকমেব চ॥ ৩৯৬
কর্প্পূরমরুবঞ্চাপি পটীরমথবা ভবেৎ।
উভয়ং মিশ্রিতং বাপি শিবলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ॥
কৃৎস্নং পীঠং গন্ধপূর্ণং যদ্বা বিভবসারতঃ।
তূষ্ণীমথোপচারং বা কালিয়ং পুষ্পমর্পয়েৎ॥

আতপতণ্ডুল প্রভৃতি পূজার উপকরণ সম্মুখে রাখিয়া সঙ্কল্প করিবে। "শিবের প্রীতিকামনায় শিবপূজা করিব" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া আবাহনাদি করিবে। পরে "নমস্তে" ইত্যাদি শতরুদ্রিয় মন্ত্রে স্নান করাইবে। অবিচ্ছিন্ন জলধারাকে মুক্তিধারা কহে। যে ব্যক্তি একমাসকাল প্রত্যহ মনে মনে রুদ্রমন্ত্র জপ করত মুক্তিধারায় একবার, তিনবার, পাঁচবার, সাতবার, নয়বার, একাদশবার অথবা ত্রয়োদশবার স্নান করাইবে, সে মুক্তি লাভ করিবে; এই একমাসব্যাপী মুক্তিপ্রদ স্নানকে সকলে মুক্তিস্নান বলিয়া থাকে। শিবমন্ত্রে অথবা কেবল প্রণবমন্ত্রে স্নান করাইবে। মৃন্ময় পাত্র, নারিকেলের মালা, কাংস্যপাত্র, মুক্তাশুক্তি, পুষ্পাদিরস ও নবনীত-দ্বারা দেবদেবেশকে স্নান করাইবে। এক্ষণে—স্নানযোগ্য শৃঙ্গবিধান বলিব। ৩৭৬—৩৮৮। প্রথমতঃ শৃঙ্গের অভ্যন্তরভাগ শোধিত করিয়া বাহির্ভাগও শোধিত করিবে; পরে সেই শৃঙ্গটীকে সুস্নিগ্ধ ও লঘু করিয়া নাগ ছেদন করিবে। দ্রোণীর আকারে ঐ শৃঙ্গটী প্রস্তুত করিতে হইবে; উহার নিম্নে একটী দ্বার থাকিবে। ঐ শৃঙ্গটী সুগোল হইবে; উহার অভ্যন্তরে জল ও কুশ নিক্ষেপপূর্ব্বক উহা দ্বারা দেবতাকে স্নানীয় জল প্রদান করিবে। গবয়ের শৃঙ্গ দ্বারা স্নানজলাধার শৃঙ্গ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে মূলোক্তবিধানানুসারে জল দ্বারা পূর্ণ করিবে। এইরূপ করিলেই পবিত্র ও পাপনাশক মুক্তিধারা সম্পাদিত হয়। এইরূপে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত এবং মধুত্রয় দ্বারা দেবেশকে স্নান করাইয়া ভূষণে বিভূষিত করিবে; পরে পুনরপি মহেশ্বরকে স্নান করাইয়া শীতল উপচারে পূজিত করিয়া আচমনীয়াদি, বস্ত্র, উপবীত, পঞ্চগন্ধ, কর্পূর, চন্দন, অথবা মিশ্রিত কর্পূরচন্দন প্রদানপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। ৩৮৯—৩৯৭। আপনার ক্ষমতানুসারে সমস্ত লিঙ্গপীঠ গন্ধপূর্ণ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কালিয়পুষ্প

শ্রীপত্রং মরুচিত্যাজং যথাশক্ত্যাখিলং যথা।
অনেকধূপদ্রব্যঞ্চ গুগ্গুলং কেবলং তথা॥
কপিলাঘৃতসংযুক্তং সর্ব্বধূপায় শস্ততে।
ধূপং দত্ত্বা যথাশক্তি কপিলাঘৃতদীপকান্॥৪০॥
অথবা আজ্যমাত্রেণ দীপান্ দদ্যোপহারকম্।
যথাশক্ত্যুপপন্নঞ্চ দত্ত্বা পুষ্পসমন্বিতম্। ৪০
মুখশুদ্ধিং ততো গত্বা দত্ত্বা তাম্বূলমাদরাৎ।
প্রদক্ষিণনমস্কারৌ পূজৈবং হি সমাপ্যতে॥
গীত্যঙ্গপঞ্চকং পশ্চাত্তানি বিজ্ঞাপয়ামি তে।
গীতির্ব্বাদ্যং পুরাণঞ্চ নৃত্যং হাস্যোক্তিরেব চ।
নীরাজনঞ্চ পুষ্পাণামঞ্জলিশ্চাখিলার্পণম্।
ক্ষমা চোদ্বাসনঞ্চৈব কীর্ত্তিপঞ্চোপচারকম্॥
ভূষণঞ্চ তথা ছত্রং চামরং ব্যজনং তথা।
শিবোপবীতং কৈঙ্কর্য্যং ষড়ীশানোপচারকম্।

ও অন্যান্য উপাচার প্রদান করিবে। তৎপরে বিল্বপত্রাদি প্রদান করিয়া অনেকবিধ গন্ধদ্রব্য নির্ম্মিত ধূপ অথবা কেবল গুগ্গুলধূপ প্রদান করিবে। কপিলা গাভীর ঘৃতযুক্ত ধূপ-দীপই শিবপূজায় বিশেষ প্রশস্ত। ধূপ দান করিয়া যথাসাধ্য কপিলাগাভীর ঘৃতযুক্ত দীপ দান করিবে, অভাবে সামান্য ঘৃতেরই দীপ প্রদান করিবে। পুষ্প ও অন্যান্য উপচারসমূহ যথাসাধ্য প্রদান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মুখশুদ্ধিকর তাম্বূল প্রদান করিবে। তৎপরে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া পূজা শেষ করিবে। পূজাসমাপ্তির পর গীতিপঞ্চক করিতে হয়; গীতিপঞ্চক আপনাকে নিবেদন করিতেছি। গীত, বাদ্য, পুরাণপাঠ, নৃত্য এবং হাস্যোক্তি ইহাকে গীতিপঞ্চক কহে। আরাত্রিক, পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান, অখিল নিবেদন, ক্ষমাপ্রার্থনা ও উদ্বাসন ইহাকে কীর্ত্তিপঞ্চক বলে। ভূষণ, ছত্র, চামর, ব্যজন, উপবীত ও শিবের দাসত্ব প্রার্থনা,—এই ছয়টি ঈশানপূজার উপচার। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া, গীতিপঞ্চক, কীর্ত্তিপঞ্চক এবং উক্ত ছয় উপচারে অর্থাৎ

দ্বাত্রিংশদুপচারং স্যাৎ পূজনং তূত্তমোত্তমম্॥
সদাশিব উবাচ।
এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ তব পূজাং বদাম্যহম্।
মৎপাদযুগলং পূজ্য সর্ব্বপূজাকরো ভব॥
আরাধ্যেঽথং যথা লিঙ্গে তন্মমারাধনং কুরু॥
হনুমানুবাচ।
গুরুণা লিঙ্গপূজৈব নিয়তা পরিকল্পিতা।
তাং করোমি পুরা দেব পশ্চাত্ত্বৎপাদপূজনম্।
ইত্যুক্ত্বৈব নমস্কেশং শিবলিঙ্গার্চ্চনেঽভবৎ।
সরস্তীরমথো গত্বা কৃত্বা সৈকতবেদিকাম্॥
তালপত্রৈর্ব্বিরচিতমাসনং পর্য্যকল্পয়ৎ।
প্রক্ষাল্য পাদহস্তৌ তু সমাচম্য সমাহিতঃ॥
ভস্মস্নানমথো চক্রে পুনরাচম্য বাগ্‌যতঃ।
দেববেদ্যামথো চক্রে পদ্মানি সুমনোহরম্॥
অনন্তরং তালপত্রং পদ্মাসনগতঃ কপিঃ।

বত্রিশ প্রকার উপচারে শিবের পূজা করে, এক দিনেই তাহার সমস্ত পাপ নাশ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সদাশিব কহিলেন,—কপিবর! তুমি যে পূজাবিধির কথা বলিলে, উহা আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত; তুমি উক্ত প্রকারে মদীয় পাদ-যুগলের পূজা করিয়া সর্ব্বপূজাকর হও। মদীয় লিঙ্গোপরি এইরূপ পূজা করিয়া আমারও এইরূপে পূজা কর। হনুমান্ কহিলেন,—গুরুদেব আমাকে এই লিঙ্গপূজাই বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছেন। প্রথমে আমি এই লিঙ্গপূজা করিয়া পশ্চাৎ আপনার পদপূজা করিব। হনুমান্ মহেশ্বরকে এই বলিয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ-পূজনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সরোবরতীরে গমন করিলেন এবং তথায় বালুকাময় বেদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই বেদির উপরে তালপত্রাসনে উপবেশন করিয়া হস্ত-পদ প্রক্ষালনান্তে আচমনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ভস্মস্নান করিলেন। পরে পুনরপি আচমনপূর্ব্বক মৌনী হইয়া সেই বেদীর উপরে সুমনোহর পদ্ম নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর

প্রাণানায়ম্য সংন্যাসং শুক্রধ্যানসমন্বিতঃ ॥৪১৪
প্রণম্য গুরুমীশানং জপন্নাসীদতঃ পরম্।
অথ দেবার্চ্চনং কর্ত্তুং যত্নমাস্থিতবানপি ॥৪১৫
পলাশপত্রপুটক-দ্বয়ানীতজলং শুচি।
শিরঃকমণ্ডলুগতং নিধায়াগ্নিত্রিমন্ত্রিতম্ ॥ ৪১৬
অবাহনাদি কৃত্বাথ স্নানপর্য্যন্তমেব চ।
অথ স্নাপয়িতুং দেবমাদায় করসম্পুটে ॥ ৪১৭
কৃত্বা নিরীক্ষণং দেবপীঠং নো দৃষ্টবান্ কপিঃ
লিঙ্গমাত্রং করগতং দৃষ্ট্বা ভীতিসমন্বিতঃ ॥ ৪১৮
ইদমাহ মহাযোগী কিং বা পাপং ময়া কৃতম্।
যদেতৎ পীঠরহিতং শিবলিঙ্গং করস্থিতম্ ॥
মমাদ্য মরণং স্থিরং ন পীঠং চাগমিষ্যতি।
অথ রুদ্রং জপিষ্যামি তদায়াতি মহেশ্বরঃ ॥৪২
ইতি নিশ্চিত্য মনসা জজাপ শতরুদ্রিয়ম্।
অথাপি ন সমায়াতো মহেশোঽথ কপীশ্বরঃ ॥
রুদ্রং স্থপাতয়দ্ভূম্যাং বীরভদ্রঃ সমাগতঃ।
কিমর্থং রুদ্যতে ভক্ত রুদিহেতুং বদস্ব মে ॥
পীঠহীনমিদং লিঙ্গং পশ্য মে পাপসঞ্চয়ম্ ॥৪২৩
বীরভদ্র উবাচ।
যদি নায়াতি পীঠস্তে লিঙ্গং মা সাহসং কৃথাঃ।
দাহয়িষ্যাম্যহং লোকং যদি নায়াতি পীঠকম্ ॥
পশ্য দর্শয় মে লিঙ্গং পীঠং যদ্যাগতং ন বা।
অথ দৃষ্ট্বা বীরভদ্রো লিঙ্গং পীঠমনাগতম্ ॥৪২৫
দগ্ধুকামোঽখিলাঁল্লোকান্ বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্
অনলং ভুবি চিক্ষেপ ক্ষণাদ্দগ্ধা মহী তদা ॥৪২৬
অথ সপ্ত তলান্ দগ্ধা পুনরূর্দ্ধমবর্ত্তত।
পঞ্চোর্দ্ধলোকানদহজ্জনলোকনিবাসিনঃ ॥৪২৭
ললাটনেত্রসম্ভূতং নখেনাদায় চানলম্।
জম্বীরফলসঙ্কাশং কৃত্বা করতলে বিভুঃ ॥৪২৮

বানর হনুমান্ তালপত্রাসনে পদ্মাসন করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণায়াম ও ন্যাসের পর ধ্যান করিলেন, পরে গুরুকে প্রণাম করিয়া মহেশ্বরমন্ত্র জপ করিলেন, তৎপরে দেবপূজা করিতে যত্নবান হইয়া পলাশপত্রের দুইটি ঠোঙ্গায় করিয়া বিশুদ্ধ জল আনিলেন। জল আনিয়া কমণ্ডলুতে রাখিলেন; অগ্নিমন্ত্রে তিনবার ঐ জল মন্ত্রপূত করিয়া আবাহনাদি করিলেন। অনন্তর বানর মহেশ্বরকে স্নান করাইবার নিমিত্ত দুই হস্তে শিবলিঙ্গ গ্রহণ করিয়া দেখিতে দেখিতে লিঙ্গপীঠ দেখিতে পাইলেন না; কেবল লিঙ্গটিমাত্র করতলে রহিয়াছে দেখিয়া মহাযোগী সাতিশয় ভীত হইয়া বলিলেন,—"একি! আমি কি পাপ করিয়াছি যে, শিবলিঙ্গ আমার করগত হইয়া পীঠহীন হইলেন। যদি পীঠ পুনঃ প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যুই স্থির। যাহা হউক, রুদ্রমন্ত্র জপ করি; তাহা হইলে মহেশ্বর আসিতে পারেন।" এই স্থির করিয়া হনুমান্ মনে মনে শতরুদ্রিয় জপ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও মহেশ্বর আসিলেন না দেখিয়া কপিবর রুদ্রদেবকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর বীরভদ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন "ভক্ত! তুমি রোদন করিতেছ কেন? তোমার রোদনের কারণ কি? তাহা বল। হনুমান উত্তর করিলেন,—দেখুন, আমার সঞ্চিত পাপের ফলে লিঙ্গ পীঠহীন হইয়াছেন। ৩৯৮—৪২৩। বীরভদ্র বলিলেন,— "যদি পীঠ না আসিয়া থাকে তজ্জন্য দুঃসাহসিকের কার্য্য করিও না, পীঠ না আসিলে আমি এখনই জগৎ দগ্ধ করিব। দেখ, শিবলিঙ্গ আমাকে দেখাও, পীঠ আসিল কি না আমি একবার দেখি।" এই বলিয়া প্রতাপশালী বীরভদ্র শিবলিঙ্গের পীঠ উপস্থিত হয় নাই দেখিয়া নিখিল জগৎ দগ্ধ করিবার মানসে ভূতলে নেত্র হইতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে পৃথিবী ক্ষণকালমধ্যে দগ্ধ হইয়া গেল। পৃথিবী দাহের পর বীরভদ্রের নেত্রানল সপ্তপাতাল দগ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। ঊর্দ্ধে উঠিয়াই সেই অগ্নি জনলোকনিবাসী পঞ্চ ঊর্দ্ধলোক দগ্ধ করিয়া ফেলিল। অনন্তর প্রভু বীরভদ্র ললাটচক্ষু হইতে নির্গত সেই অনল নখ দ্বারা

যদি নায়াতি পীঠস্তে দগ্ধা লোকা ন সংশয়ঃ।
অনায়াতমথো দৃষ্ট্বা বীরভদ্রঃ প্রতাপবান ॥৪২৯
সনকাদয়ো মহাত্মানো জ্ঞাত্বা যোগেন চাগতান্
গৌতমস্যাশ্রমবরং সমাগম্য মহেশ্বরম্ ॥৪৩০
ন দৃষ্টবন্তো দেবাদিসেব্যমানমপি দ্বিজাঃ।
অস্তুবন্নথ চ স্তোত্রৈঃ সর্ব্ববেদসমুদ্ভবৈঃ ॥৪৩১
ওঁ নমো দেবদেবায় তস্মৈ
শুদ্ধপ্রভাচিন্ত্যরূপায় তস্মৈ।
নমঃ সুরাণামধীশায় তস্মৈ
নমো নমো বেদগুহ্যায় তস্মৈ ॥৪৩২
নমঃ শিবায়াদিদেবায় তস্মৈ
নমো ব্যালযজ্ঞোপবীতায় তস্মৈ।
নমঃ সুরাবিন্দুসন্দোহবর্ণ-
ত্রয়ীবিন্দুবিশ্বম্ভরায় তস্মৈ ॥ ৪৩৩
পৃথিব্যথো বায়ুরাকাশতোয়ং
পুনঃ শশী বহ্নিসূর্য্যৌ তথাত্মা।
যস্যাষ্টৈতা মূর্ত্তয়ঃ শঙ্করস্য
তস্মৈ নমো জ্ঞানগম্যায় শশ্বৎ ॥ ৪৩৪
এতাং স্তুতিমথাকর্ণ্য ভগনেত্রপ্রদঃ শিবঃ।
বিষ্ণুমাহ চ গচ্ছ ত্বং সমানয় চ তান্ দ্বিজান্ ॥
আনীতাস্তেন হরিণা দেবায় প্রণতাশ্চ তে।
তানাহ শঙ্করো বাক্যং কিমর্থং যূয়মাগতাঃ ॥
মুনয় ঊচুঃ।
দেব দ্বাদশলোকানাং দৃশ্যন্তে ভস্মরাশয়ঃ।
স্থিতমেকং বনমিদং পশ্য তল্লোকসঙ্ক্ষয়ম্ ॥
সদাশিব উবাচ।
উর্দ্ধস্থপঞ্চলোকানাং দাহে সন্দেহ এব নঃ।
কথমঙ্গারবৃষ্টিশ্চ কথং নো বা মহাধ্বনিঃ ॥৪৩৮
মুনয় ঊচুঃ।
ভীতিরস্মাকমধুনা বর্ত্ততে বীরভদ্রতঃ।
স এবাঙ্গারবৃষ্টিঞ্চ পিপাসুরিব তামপাৎ ॥৪৩৯

গ্রহণপূর্ব্বক জম্বীরফলের তুল্য করিয়া করতলে রাখিলেন এবং হনুমানকে বলিলেন,—“তোমার পীঠ যদি না আসে, তাহা হইলে মদীয় নেত্রানলে লোক সকল নিশ্চয়ই দগ্ধ হইল।” অনন্তর প্রতাপশালী বীরভদ্র কিছুতেই লিঙ্গপীঠ আসিল না দেখিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং ধ্যানবলে জানিতে পারিলেন,—মহাত্মা সনকাদি ঋষিগণ জগদ্দাহে ভীত হইয়া মহর্ষি গোতমের সেই উত্তম আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় দেবাদিবন্দিত মহেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া নিখিল বেদসম্মত স্তব দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। “যিনি দেবতাদিগের দেবতা, তাঁহাকে নমস্কার, যাঁহার নির্ম্মল গাত্রকান্তি, এবং যিনি অচিন্ত্যরূপ তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি দেবতাদিগের অধীশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার করি, বেদশাস্ত্রেও যাঁহার অপার মহিমা সুব্যক্ত হইতে পারে নাই, তাঁহাকে নমস্কার। সর্প,—যাঁহার যজ্ঞোপবীত, সেই আদিদেব শিবকে নমস্কার। যিনি তিন বিন্দু সুরার ন্যায় এই ত্রিজগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, এবং আত্মা এই আটটী যাহার মূর্ত্তি—সেই জ্ঞানগম্য শঙ্করকে সর্ব্বদা প্রণাম করি।৪২৯-৪৩৪। ভগনেত্রপ্রদ শিব এই প্রকার স্তব শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—“বিষ্ণো! তুমি গিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন কর।” অনন্তর বিষ্ণু, সনকাদি ঋষিগণকে আনয়ন করিলে, তাঁহারা মহাদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শঙ্কর তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ। মুনিগণ কহিলেন,—দেব! ঐ দেখুন, দ্বাদশ লোক দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে; কেবল এই কাননটি মাত্র দগ্ধ হয় নাই; তদ্ভিন্ন সমস্ত লোকই ভস্মীভূত হইয়াছে। একটি প্রাণীও জীবিত নাই দেখুন। সদাশিব বলিলেন,—তাই ত বটে, উর্দ্ধস্থিত পঞ্চ লোকের দাহকালে আমাদের সন্দেহই হইয়াছিল হইতেছে কেন? এইরূপ শব্দই বা হইতেছে কেন? মুনিগণ কহিলেন,—দেব! এক্ষণে আমরা বীরভদ্র হইতে সাতিশয় ভীতি প্রাপ্ত হই-

দেবোঽথ বীরমাহুয় কিং বীরেত্যব্রবীদ্ভবঃ।
বীরো হনূমতো লিঙ্গপীঠাভাবাদিদং কৃতম্।
কপেশ্চিত্তং পরিজ্ঞাতুং ময়া কৃতমিদং বৃহৎ।
কৃপানিধিরথো দেবো যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। ৪০১
দগ্ধানপ্যখিলাল্লোকানপূর্ব্বতঃ শোভনান্ বিভুঃ
কল্পয়ামাস বিশ্বাত্মা বীরভদ্রমথাব্রবীৎ। ৪৪২
আলিঙ্গ্যাঘ্রায় শিরসি তাম্বুলং দত্তবান্ হরঃ।
অথাসৌ হনুমানীশপূজনং কৃতবানথ। ৪৪৩
একং বনচরং তত্র গন্ধর্ব্বং স বিপঞ্চিকম্।
ইদমাহ মহাবীণা মম বৈ দীয়তামিতি ॥ ৪৪৪
গন্ধর্ব্বো ন ময়া ত্যাজ্যা বীণা প্রাণসমা মম।
মমাপি প্রাণসদৃশী বীণ ত্যাহ কপীশ্বরঃ ॥ ৪৪৫
অথ মুষ্টিনিপাতেন গন্ধর্ব্বে পতিতে কপিঃ।

আদায় বীণাং মহতীং স্বরতন্ত্রসমন্বিতাম্। ৪৪৬
অলাবুসংযুতাং কৃত্বা রাজবৃক্ষফলাকৃতিম্।
তস্যোরসি বিনিক্ষিপ্য গায়ন্নাগাচ্ছিবান্তিকম্।
বৃহতীকুসুমৈঃ শুদ্ধৈর্দ্দেবপাদাবপূজয়েৎ।
তস্মৈ বরমথ প্রাদাদাকল্পং জীবিতং পুনঃ। ৪৪৮
সমুদ্রলঙ্ঘনে শক্তিং বরং প্রাদাদথাপরম্। ৪৪৯
সমস্তভূষাসুবিভূষিতাঙ্গঃ
স্বদীপ্তিমন্দীকৃতদেবদীপ্তিঃ।
প্রসন্নমূর্ত্তিস্তরুণঃ শিবাঙ্ককঃ
সম্ভাবয়ামাস সমস্তদেবান্ ॥ ৪৫০
পীতমুদ্দামনীয়ঞ্চ সমাদায় মহেশ্বরঃ।
পীতবস্ত্রমিদং দেব ত্বং গৃহাণ হরে শুভম্। ৪৫১
ব্রহ্মণে রক্তবসনং সর্ব্বেষাং বস্ত্রদস্তথা।
দেবর্ষিদানবাদীনাং দত্তবান্ বস্ত্রযুগ্মকম্। ৪৫২

তেছি, তিনিই অঙ্গারবৃষ্টি পান করিবার ইচ্ছাতেই বোধ হয় এই জগদ্দাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্তর দেব শঙ্কর বীরভদ্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—“এ কি বীর!” বীরভদ্র উত্তর করিলেন,—হনূমানের লিঙ্গপীঠের অভাব হওয়াতেই আমি এই কার্য্য করিয়াছি; কপিবরের মনোবৃত্তি জানিবার নিমিত্ত আমি এই বৃহৎকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি।' অনন্তর দয়ানিধি মহাদেব দগ্ধ জগৎসমূহকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ করিলেন; বরং পূর্ব্বাপেক্ষাও জগৎসমূহকে সুশ্রীসম্পন্ন করিয়া বিশ্বাত্মা শঙ্কর বীরভদ্রকে মিষ্টবচনে আপ্যায়িত করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাম্বুল প্রদান করিলেন। এদিকে হনূমানও লিঙ্গপীঠ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে শিবপূজা করিতে লাগিলেন। হনূমান্ শিবপূজা করিতেছেন, এমন সময়ে এক বনচর গন্ধর্ব্ব বীণাহস্তে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল; হনূমান্ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—“তোমার এই উৎকৃষ্ট বীণাটী আমাকে প্রদান কর।” গন্ধর্ব্ব উত্তর করিল, এ বীণা আমার প্রাণতুল্য, কিছুতেই আমি ইহা ত্যাগ করিতে পারিব না।” অনন্তর কপিবর “এই আমারও প্রাণতুল্য, অতএব তোমাকেই দিতেই হইবে” এই বলিয়া মুষ্টিপ্রহারে গন্ধর্ব্বকে ফেলিয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বীণা গ্রহণ করিলেন। এবং অলাবুনির্ম্মিত স্বরসূত্রতন্তুযোজিত রাজবৃক্ষের ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সেই মহতী বীণা বক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক গান করিতে করিতে মহাদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। শিবসমীপে উপস্থিত হইয়া হনুমান বিশুদ্ধ বৃহতীপুষ্প দ্বারা মহাদেবের পাদপদ্ম পূজা করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাহাকে আকল্প জীবন এবং সমুদ্রলঙ্ঘনে শক্তিরূপ বর প্রদান করিলেন। অনন্তর যাঁহার গাত্র প্রভায় সমস্ত দেবগণ হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত, সেই প্রসন্নমূর্ত্তি তরুণবপু মঙ্গলময় মহাদেব সমস্ত দেবগণকে সমাদর করিলেন, অনন্তর মহেশ্বর পীতবসন লইয়া “হে দেব! হরি! তুমি এই শুভ পীতবসন গ্রহণ কর” এই বলিয়া নারায়ণকে পীতবস্ত্র প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাকে রক্তবস্ত্র প্রদান করিলেন, এইরূপে নিখিল দেবতাদিগকে বস্ত্র দান করিয়া অন্যান্য ঋষি ও দৈত্যপ্রভৃতিকেও বস্ত্র

রামোঽপি চৈতদাকর্ণ্য শম্ভবে যুগ্মমার্পয়ৎ।
সুসূক্ষ্মং বহুমূল্যঞ্চ স্বর্ণভূষণমেব চ॥ ৪৫৩
অথ ভুক্ত্বা সুখাসীনং সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ।
নানামুনিগণৈর্ভূপৈর্বানরৈর্গৌতমীতটে॥ ৪৫৪
শম্ভুং পুরাণতত্ত্বজ্ঞং রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ।
ত্বমেব সর্ব্বং জানীষে সর্ব্বধর্ম্মগুহাশতম্॥৪৫৫
কস্মিন্ কস্মিন্ যুগে ব্রহ্মন্ কিং বিশিষ্টং বদস্ব মে॥ ৪৫৬

শম্ভুরুবাচ।

ধ্যানমেব কৃতে শ্রেষ্ঠং ত্রেতায়াং যজ্ঞমেব চ।
দ্বাপরে চার্চ্চনং তিষ্যে দানঞ্চ হরিকীর্ত্তনম্॥
সর্ব্বঞ্চ শস্তং সর্ব্বত্র ধ্যানং নৈব কলৌ যুগে।
নরাণাং-মুগ্ধচিত্তত্বাৎ কলিস্থানাং বিশাম্পতে॥
ন ধর্ম্মে নিয়তা বুদ্ধির্ন বেদে নৈব চ স্মৃতৌ।
ন ক্রতৌ ন স্বধাকারে পুরাণানাঞ্চ ন শ্রুতৌ।
ন জপে ন চ তীর্থেষু ন চ শুশ্রূষণে সতাম্।
নেজ্যায়াং দেবতানাঞ্চ ন স্বজাতীয়কর্ম্মণি
ন দেবস্মরণে চাপি ন চ ক্বাপি বৃথে নৃপ।
অতশ্চ দীর্ঘকালানাং পুণ্যানামক্ষমা নরাঃ॥
দানন্তু স্বল্পকালত্বাৎ কর্ত্তুং শক্নোতি মানবঃ।
অতশ্চ কলিদুষ্টানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥
কেষাঞ্চিৎ পাপনাশঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তৈস্তু নান্যথ
ব্রহ্মজ্ঞো ন গয়াশ্রাদ্ধং কাশীগন্তা শ্রুতৌ রতঃ।
পুরাণজ্ঞাবমাশ্চৈতে শ্রোতা তস্য ন বাচকঃ।
যুগানামনুসারেণ তথার্থস্য বিবেচনাৎ॥ ৪৬৪
স্বপরপ্রত্যয়োৎপাদাৎ পরব্রহ্মপ্রকাশনাৎ।
পুরাণবক্তা সর্ব্বস্মাদ্ব্রাহ্মণস্তু বিশিষ্যতে॥৪৬৫
তেনাপি চ কৃতং পাপং ন সজ্যেৎকিমুতান্যতঃ
অন্যেষামপি কেষাঞ্চিৎপুরাণং পাপনাশনম্॥
যঃ পুরাণেষু বিশ্বাসী বক্তারং মন্যতে গুরুম্।
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতারং বিশেষং জ্ঞাতিবন্ধুতঃ॥৪৫
তস্য পাপানি সর্ব্বাণি বিলয়ং যান্ত্যসংশয়ম্।

বিতরণ করিলেন। ৪৩৫—৪৫২। রামও এই কথা শ্রবণ করিয়া শম্ভুকে দুই খানি অতিসূক্ষ্ম বসন এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রদান করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র আহার করিয়া গৌতমী-নদীতটে বহুতর মুনি রাজা ও বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অমাত্য ও পুরোহিত-সমভিব্যাহারে সুখাসীন হইয়া পুরাণতত্ত্বজ্ঞ শম্ভুকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্। আপনি নিখিল ধর্ম্মগুহ্য অবগত আছেন, এক্ষণে কোন্ যুগে কোন্ ধর্ম্মের প্রাধান্য, তাহা বলুন। শম্ভু কহিলেন,—হে বিশাম্পতে! সত্য-যুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পূজা, এবং কলিযুগে দান ও হরিনামকীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। অন্য সকল যুগে সকল ধর্ম্মই প্রশস্ত হইতে পারে, কেবল কলিযুগে ধ্যান প্রশস্ত নহে। কারণ কলিকালে মানবগণের মন সর্ব্বদা মোহগ্রস্ত থাকে। সুতরাং যথানিয়মে ধ্যান করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। হে নৃপ! কলিকালে মানবদিগের মন কি ধর্ম্ম, কি বেদ, কি স্মৃতি, কি যজ্ঞ, কি স্বধামন্ত্রপাঠ, কি পুরাণশ্রবণ, কি জপ, কি তীর্থপর্য্যটন, কি সাধুসেবা, কি দেবপূজা, কি স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্ম, কি দেবস্মরণ, কিছুতেই অভিনিবিষ্ট হয় না; এই জন্য তাহারা দীর্ঘকালসাধ্য পুণ্যকর্ম্ম করিতেই পারে না। দানধর্ম্ম অল্পকালসাধ্য, এইজন্য তাহাতে পারগ হয়। এইজন্য কলিকালের পাপী লোকদিগের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে কোন কোন লোক-দিগের প্রায়শ্চিত্তে পাপ নাশ হইতে পারে—সকলের নহে। কলিযুগে গয়াশ্রাদ্ধ, কাশী-গমন, পুরাণপাঠ ও পুরাণশ্রবণে পাপ-নাশ হইয়া থাকে। যুগমাহাত্ম্যে ধর্ম্ম-বিচার দ্বারা নিজের ও পরের জ্ঞানোৎ-পাদন করে বলিয়া এবং পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান হয় বলিয়া, পুরাণবক্তা ব্রাহ্মণই কলিযুগে শ্রেষ্ঠ। পুরাণবক্তার সাক্ষাৎ জ্ঞানকৃত পাপই পুরাণপাঠকলে নষ্ট হইয়া যায়; অজ্ঞানকৃত পাপের ত কথাই নাই। পুরাণশ্রোতাদিগেরও পাপ নাশ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুরাণের উপরে বিশ্বাসী, পুরাণ-পাঠককে গুরু বলিয়া জ্ঞান করে; অধিক কি, 'ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতা' জ্ঞাতিবন্ধু হইতে বিশিষ্ট-

অথ শ্রীশৈলগমনং পূজকস্য মহেশিতুঃ। ৪৬৮
অতঃ কলৌ মনুষ্যাণাং পুরাণং পাপনাশনম্।
পুরা কলিযুগে রাম বৃত্তং সঙ্কীর্ত্তয়ে শৃণু। ৪৬৯
আসীত্তু গৌতমো নাম ব্রাহ্মণো বেদবর্জ্জিতঃ
তস্য পুষ্টিঃ পশুশ্চান্তাং ভ্রাতরৌ বেদবর্জ্জিতৌ
তাভ্যাং সহ কৃষিঞ্চক্রে তত্র বৃদ্ধিমবাপ চ।
ধ ধান্যাদিকং কিঞ্চিদ্রাজানং দত্তবানথ। ৪৭১
উবাচ বচনং কিঞ্চিদধিকারং নিরূপয়।
অর্থং ন গময়িষ্যামি তৌ শক্তৌ ভ্রাতরৌ মম।

রাজোবাচ।

ব্রাহ্মণস্যাধিকারো হি বৈদিকে ধর্ম্মকর্ম্মণি।
তদন্যত্র নিযুক্তস্য ব্রাহ্ম্যং বিপ্রণশ্যতি। ৪৭৩

গৌতম উবাচ।

যুগেম্বন্যেষু ধর্ম্মোঽয়ং কলিধর্ম্মো ন তাদৃশঃ।
ভূপতিত্বং হি ভূপাল নৃপাণাং ধর্ম্ম উচ্যতে।
ব্রাহ্মণশ্চ পরিক্ষীণস্তং কুর্ব্বন্নৈব দুষ্যতি।
শূদ্রাণাঞ্চ কৃষির্দ্ধর্ম্মো নাপদ্যপ্যগ্রজন্মনঃ। ৪৭৫
তস্মাৎ ক্ষত্রেণ বর্ত্তিষ্যে গ্রামান্ মম সমাদিশ।
অন্যত্র চাত্র ক্ষত্রেণ বর্ত্তনং মম রোচতে। ৪৭৬
অন্যন্ন তু তথেত্যুক্তো দদৌ গ্রামান্ দ্বিজস্য তু
গ্রামাধিকারদুষ্টস্য বর্ত্তনং ত্বন্যথাভবৎ। ৪৭৭
অভক্ষি মাংসং চাপায়ি সুরা চাভাষি দুর্ব্বচঃ।
পরযোষা তথাগামি পরস্বং প্রত্যহারি চ। ৪৭৮
অক্রীড়ি দ্যূতমসকৃৎকলঞ্জং চাদি দুর্ভুজা।
নাপূজি জগতামীশঃ শিবো বা বিষ্ণুরেব বা।
এবং কালেন দুর্ব্বৃত্তং রাজা বাক্যমভাষত।
বিপ্র বিপ্রত্বমুৎসৃজ্য শূদ্রত্বং প্রাপ্তবানসি। ৪৮০

তম ব্যক্তি বলিয়া মনে করে; তাহার সকল পাপ নিশ্চয়ই লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। শ্রীপর্ব্বতে গমন এবং মহেশ্বরের পূজায় যেরূপ পাপ নাশ হয়; কলিকালে মনুষ্যদিগের পুরাণ-শ্রবণে তদপেক্ষা অধিকতর পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। রাম! তোমার নিকটে পুরাকল্পীয় কলিযুগের এক ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকল্পীয় কলিযুগে গৌতম নামে এক বেদ-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ ছিল। পুষ্টি ও পশু নামে তাহার দুই ভ্রাতা ছিল; তাহারাও বেদবর্জ্জিত,তাহাদিগের সহিত সে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অনন্তর একদিন সে রাজাকে কিছু ধনধান্য প্রদান করিবার জন্য বলিয়াছিল,—মহারাজ! আমাকে কিছু সম্পত্তি প্রদান করুন, কিন্তু আমার এই দুই ভ্রাতাকে তাঁহার অংশ প্রদান করিব না; কারণ ইহারা অক্ষম নহে, উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। ৪৫৩—৪৭২। রাজা কহিলেন, বেদ-বিহিত ধর্ম্মকর্ম্মেই ব্রাহ্মণের অধিকার, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়। সুতরাং আপনারা ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে ভূসম্পত্তির অধিকারী হইবেন। গৌতম কহিল,—অন্য যুগের নিয়ম তাহাই বটে, কিন্তু কলিযুগের ধর্ম্ম তাহা নহে। হে ভূপাল! ভূসম্পত্তি পালন ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম বটে,কিন্তু কলিযুগে বিপন্ন উপায়-হীন ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তত দোষী হয় না; কৃষিকর্ম্ম শূদ্রেরই কর্ত্তব্য; বিপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণে কৃষিকার্য্য করিবে না, এই কারণে আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব অন্যত্রই হউক, আর এখানেই হউক, আমাকে কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করুন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে জীবিকানির্ব্বাহ করাই আমার রুচিকর বোধ হইতেছে; অন্য উপায় আমার মনোমত হইতেছে না। ব্রাহ্মণের এই কথায় রাজা তাহাকে কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে বিষয় পাইয়া সৎপথে থাকিতে পারিল না। সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ সম্পত্তি হস্তে পাইয়া মাংসভক্ষণ, সুরাপান, দুর্ব্বাক্যকথন, পরস্ত্রী-গমন, পরস্বাপহরণ, দ্যূতক্রীড়া ও পুনঃপুনঃ কলঞ্জভক্ষণ, প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করিতে লাগিল। কখনই জগদীশ্বর শিব বা বিষ্ণুর পূজা করিত না। এইরূপে কালক্রমে বিখ্যাত দুর্বৃত্ত হইয়া পড়িলে রাজা একদিন তাহাকে ডাকিয়া

তস্মান্নিয়োগধর্ম্মেণ ভবন্তং ভ্রংশয়ামি চ।
মাস্তু বিপ্রত্বমদ্যৈব শূদ্রত্বৈব বরং মম। ৪৮১
তদৃতে যদি বিপ্রাস্তে ন ভোক্ষ্যন্তি বরং মম
ন হি সর্ব্বমিদং যুক্তং শক্তোঽহং পৃথিবীপতে।
শম্ভুরুবাচ।
এবং বদতি দুর্ব্বিপ্রে রাজা তুষ্ণীমতিষ্ঠত।
স তু বৈ শূদ্রতুল্যশ্চ বুভুজেঽন্নং সহামিষম্।
কদাচিদথ দুর্বৃত্তঃ প্রতোলীমণ্ডপাস্থিতঃ।
দ্বিজেন পঠ্যমানন্তু পদ্যন্তু শ্রুতবানিদম্। ১৮৪
হৃদয়ে পদ্যমেতত্তু দ্বিজেরিতমতিষ্ঠত।
পরাৎপরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ। ৪৮৫
ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্।
ব্যাখ্যানমপি চ শ্রুত্বা পৌরাণিকমভাষত।
কীদৃঙ্ নারায়ণঃ প্রোক্তঃ কীদৃশোঽপি মহেশ্বরঃ
কিং পরং স্বয়নং প্রোক্তং দ্বেষঃ কীদৃগুদাহৃতঃ
কিং তৎপরমিতি খ্যাতং ততঃ পরতরঞ্চ কিম্
পৌরাণিক উবাচ।
পরং তদ্‌ব্রহ্মণঃ স্থানং সুখব্যক্তৈকলক্ষণম্।
ততঃ পরতরং বিষ্ণোর্ধাম তদ্‌ব্রহ্মণোঽধিকম্
অবিনাশিতয়া তত্তু কীর্ত্তিতং পরমং পদম্।
তন্মধ্যে পুরুষো বিষ্ণুস্তদঙ্গপরমং বিভুঃ।
আপো হি নরজন্মত্বান্নারাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ
নারাশ্চাস্থায়নং যস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
তৎপরং বর্ত্তনং যেষাং তে প্রোক্তাস্তৎপরায়ণাঃ

বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! তুমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব রাজধর্ম্মের অনুরোধে তোমাকে আমি পদচ্যুত করিব।” ব্রাহ্মণ উত্তর করিল,—রাজন্! আমার ব্রাহ্মণত্বে প্রয়োজন নাই; আমি বরং শূদ্র হইয়া থাকিব। বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম রক্ষা করা বড়ই কঠিন। যদি আপনার অধিকারস্থিত অন্য ব্রাহ্মণেরা এরূপ সম্পত্তি পাইয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক ভোগ করিতে না পারে; তাহা হইলে আপনি আমাকে এই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া কি করিবেন। ফলতঃ আপনার দান করিয়া এইরূপ পুনর্ব্বার গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রকৃতপক্ষে আমি এই সম্পত্তি-রক্ষণেরই উপযুক্ত পাত্র। শম্ভু কহিলেন,—সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে রাজা মৌনাবলম্বন করিলেন, ব্রাহ্মণকে আর কোন কথা বলিলেন না। তখন হইতে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্রের তুল্য হইয়াই সামিষ অন্ন ভক্ষণ ও অকার্য্য করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। অনন্তর এক দিন সেই দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বস্থিত এক গৃহে গমন করিয়া শ্রবণ করিল, এক ব্রাহ্মণ এই পদ্যটি পাঠ করিতেছেন,—

“পরাৎপরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
ন তে তত্রগমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্”।(১)

ব্রাহ্মণের মুখে উচ্চারিত এই পদ্যটী শ্রবণমাত্র সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণের হৃদয়ে লাগিয়া গেল। তাহার তখন ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পদ্য-পাঠক পৌরাণিকের মুখে ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ পৌরাণিককে কহিল,—নারায়ণ কি প্রকার এবং মহেশ্বরই বা কি প্রকার? পর কি? অয়ন কাহাকে বলে! দ্বেষ কি প্রকার? পরায়ণ শব্দের অর্থ কি? পরতর কাহাকে বলে? পৌরাণিক ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—পর-শব্দে ব্যক্ত একমাত্র সুখরূপ ব্রহ্মপদ, সেই ব্রহ্মপদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বিষ্ণুর ধামকে পরতর কহে। সেই বিষ্ণুধাম অবিনশ্বর বলিয়া পরমপদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই অবিনশ্বর ধামে বিশ্বব্যাপী পুরুষ অর্থাৎ বিষ্ণু অবস্থান করেন বলিয়া তাহা পরম-শব্দে অভিহিত হয়। জল নরগণের উৎ-

(১) যাহারা নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান্, তাহারা পরাৎপরতর বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়, যাহারা মহেশ্বরকে দ্বেষ করে, তাহারা সে পদ প্রাপ্ত হয় না।

মহদাদীনি তত্ত্বানি যানি যেষাং য ঈশ্বরঃ।
সূর্য্যাগ্নিশশিনেত্রোঽসৌ মহেশঃ স্যাদুমাপতিঃ
দ্বেষো হি বৈরং বিজ্ঞেয়মীশ্বরে পরমাত্মনি॥

শম্ভুরুবাচ।

এবং পুরাণভেদেন সমীরিতমিদং বচঃ।
চিন্তয়ন্ পুনরপ্যাহ মাদৃশস্ত কথং গতিঃ॥
পৌরাণিকোঽথ তং প্রাহ শৃণু বক্ষ্যামি তে গতিম্।
কুরু সর্ব্বেণ যত্নেন প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি॥
ধর্ম্মঞ্চাপি যথাশক্তি যথাকালং যথাবিধি।
বিমুক্তপাপঃ পশ্চাত্ত্বমুত্তমাং গতিমেষ্যসি॥
পুরাণমথবা নিত্যং শৃণ্বাবহিতশ্চ সন॥
নিরাশো বা মহেশানং পূজয়স্ব পিনাকিনম্।
দেবং বা পুণ্ডরীকাক্ষং কেশবং ক্লেশনাশনম্
সন্ন্যাসমথবা নিত্যং ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব॥
অথবা গচ্ছ কাশীশং মুক্ত্যৈ বা মুক্তিমাপ্নুহি।
গয়াং বা গচ্ছ তত্র ত্বং শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং প্রযত্নতঃ॥
অথবা সর্ব্বদেবানাং সারং পাতকনাশনম্।
রুদ্রং রুদ্রপ্রিয়করং জপন প্রত্যহমাদরাৎ॥৫০১
শ্রীশৈলমথবা গচ্ছ কেদারমথ চেচ্ছয়া।
অথবা প্রতিবর্ষং তু মাঘস্নানং প্রবর্ত্তয়॥৫০২
কিমত্র বহুনোক্তেন ধর্ম্মভক্তঃ সদা ভব।
নৈবং নরকবাসস্তে ভবিতা তু দ্বিজাধম॥৫০৩

গৌতম উবাচ।

শ্রুত্বা সর্ব্বং করিষ্যামি পুরাণং ভবতো মুখাৎ
শাস্ত্রং বিশ্বাসহেতুঞ্চ বর্জ্জ্যঞ্চাপি বদস্ব মে॥৫০৪

পৌরাণিক উবাচ।

বর্জ্জ্যং মাংসং সুরাস্ত্রস্ত্রীভোগাদ্যৃতং বিকত্থনম্
পারুষ্যমনৃতং মায়া দেবদেববিনিন্দনম্॥৫০৫

পত্তির আদি কারণ বলিয়া মনীষিগণ তাহাকে নার বলিয়া থাকেন; সেই নার অর্থাৎ জল বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ বাসস্থান, এই জন্ত বিষ্ণুকে নারায়ণ কহে। সেই নারায়ণ যাহাদের প্রধান আশ্রয়, তাহাদিগকে নারায়ণপরায়ণ কহে। মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের যিনি ঈশ্বর; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি যাঁহার নেত্র, সেই দেব উমাপতিকে মহেশ্বর কহে। সেই পরমাত্মরূপী মহেশ্বরের প্রতি শত্রুতা করাকে দ্বেষ কহে। শম্ভু কহিলেন,—এইরূপে পুরাণের ব্যাখ্যা সহকারে কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ মনে মনে উক্ত বাক্যার্থ চিন্তা করত পুনর্ব্বার কহিল,—(মহাত্মন্) মাদৃশ ব্যক্তির কি প্রকারে সদ্গতি হইবে? অনন্তর পৌরাণিক তাহাকে কহিলেন,—তোমাকে সদ্গতির উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রযত্নে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত কর এবং প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে যথাকালে যথানিয়মে যথাসাধ্য ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলে তুমি পাপমুক্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিবে। অথবা প্রতিদিন একাগ্রচিত্তে পুরাণ শ্রবণ কর। কিংবা নিষ্কামভাবে প্রতিদিন মহেশ্বর পিনাকপাণির পূজা কর। অথবা ক্লেশনাশী দেব পুণ্ডরীকাক্ষ কেশবের অর্চ্চনা কর। অথবা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিত্য ব্রহ্মজ্ঞানতৎপর হও। কিংবা কাশীতে গিয়া মুক্তিকামনায় বিশ্বেশ্বরের পূজা কর; তাহা হইলে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। অথবা গয়ায় গিয়া যথাবিধানে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ কর। অথবা প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক সকল দেবপূজার সারস্বরূপ পাতকনাশী রুদ্রের প্রীতিকর রুদ্রমন্ত্র জপ কর। কিংবা শ্রীপর্ব্বত বা কেদারে গিয়া ইচ্ছামত ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর। অথবা মাঘমাসে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান কর। হে দ্বিজাধম! তোমাকে অধিক কথা আর কি বলিব, তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মভক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে আর নরকে বাস করিতে হইবে না। গৌতম কহিলেন,—আপনার মুখে ধর্ম্মবিশ্বাসের হেতু পুরাণশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যই করিব, এক্ষণে কোন্ কোন্ কার্য্য নিষিদ্ধ, তাহা আমাকে বলুন। পৌরাণিক কহিলেন,—মাংসভক্ষণ, সুরাপান, পরস্ত্রীসংসর্গ, দ্যূত-

গুরূণাং পিতৃবৃদ্ধানাং পুরাণস্মৃতিভাষিণাম্।
নিন্দিতং শ্বেতবৃন্তাকং বর্ত্তুলালাবুবর্জ্জনম্॥
বীজপূরং কুসুম্ভঞ্চ লোহিতং শৃঙ্গমেব চ।
অরকং নালিকেরঞ্চ কুষ্মাণ্ডকং তথৈব চ॥
কোবিদারফলং তৈলপক্বং মানবজং পয়ঃ॥
বাভ্রীণসখরীদুগ্ধং সূতকাক্ষীরমাবিকম্॥৫০৮
ঔষ্ট্রমেকশফক্ষীরং মার্গমাজং নৃসম্ভবম্।
বিবৎসাসন্ধিনীক্ষীরং লবণং চৈব যোগি যৎ
নালিকেররসং কাংস্যে তাম্রে মধু চ সীসকে।
কাচে তক্রং করম্ভাংশ্চ ঘৃতাক্তাংশ্চৈব কারয়েৎ
হোমং তু মৃন্ময়ে পাত্রে পুরোডাশস্য রাজতে।
ন সেবেত পরে লোকে শুভার্থী তু বিচক্ষণঃ
পাত্রান্তশ্চূর্ণলেপোঽপি তত্র ভক্ষণমেব চ।
ক্রমুকস্য তথা ভক্ষশ্চূর্ণপত্রস্য চৈব হি॥৫১২
ক্রমুকস্যাপি পক্বস্য ভক্ষণং ক্রমিযোগিনঃ।
পায়সে লবণঞ্চৈব কেবলঞ্চ করার্পিতম্॥৫১২
সিন্ধুসৌরাষ্ট্রকাম্বোজম গধেষু চ সিংহলে।
ন দোষায় ভবেত্তত্র ক্ষীরঞ্চ লবণান্বিতম্॥৫১৩
ক্ষীরাণি চ সমস্তানি লবণানি চ যোগিতঃ।
দেশেষ ন্যেষু দোষায় পতেন্নৈবেহ সংশয়ঃ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন সদ্ভির্নিন্দ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥

শম্ভুরুবাচ।

এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
স্বমেব ভবনং গত্বা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ॥৫১৬
রাত্রৌ মৃত্যুর্দিবা বেতি ন জানাতি মহানপি।
পরলোকে সুখং দুঃখমিহ ভোগাবিরোধিতম্॥
ক্রিমিকীটমনুষ্যাদ্যৈঃ সুখদুঃখৈঃ পৃথক্ পৃথক্
প্রতিজীবং তু হেতুনাং ভেদো হি সুবিনিশ্চয়ঃ
একস্যাপি হি জীবস্য নাস্তি চৈকবিধা স্থিতিঃ।

ক্রীড়া, আত্মশ্লাঘা, নৃশংসতা, মিথ্যাকথন, কপটভাবলম্বন, দেবদেবনিন্দা, পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধ গুরুলোকদিগের নিন্দা এবং পুরাণবক্তা ও স্মৃতিশাস্ত্র পণ্ডিতদিগের নিন্দা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। শ্বেত বার্ত্তাকু, বর্ত্তুলাকার অলাবু বা তিক্ত অলাবু, বীজপূর (টাবানেবু), কুসুম্ভ, রক্তশৃঙ্গ, অরক, নারিকেল, অররকুষ্মাণ্ড, কোবিদার ফল, তৈলপক্ক, মানুষীদুগ্ধ, বাভ্রীণস দুগ্ধ, গর্দ্দভীদুগ্ধ, সূতিকাগাভীর দুগ্ধ, মেষদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, একশফজন্তুর দুগ্ধ, হারিণদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, বিবৎস বা সন্ধিনী অর্থাৎ সদ্যোজাতগর্ভা গাভীর দুগ্ধ, লবণসংযুক্ত দুগ্ধ, কাংস্য বা তাম্রপাত্রে নারিকেল জল, সীসকপাত্রে মধু এবং কাচপাত্রে তক্র, ও দধিমিশ্রিত ঘৃতাক্ত, শক্তু, ভক্ষণ করিবে না। পারত্রিক শুভাকাঙ্ক্ষী বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃন্ময় পাত্রে হোমীয় পিষ্টক ভক্ষণ করিবে না। চূর্ণলিপ্তপাত্রে ভক্ষণ নিষেধ। তবে চূর্ণলিপ্ত তাম্বুল পুগ (সুপারি) ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে। অভ্যন্তরে যাহার কৃমিকীটাদি জন্মিয়াছে, এরূপ সুপারি পক্ক হইলেও আহার করিবে না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লবণ দিয়া পায়স ভক্ষণ করিবে না। সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র, কাম্বোজ, মাগধ ও সিংহল দেশে লবণযুক্ত দুগ্ধ ভক্ষণে দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। তদ্ভিন্ন অন্যদেশে লবণযুক্ত করিয়া দুগ্ধপান বিশেষ দোষাবহ। অধিক আর কি বলিব; সাধুগণ যে কর্ম্মের নিন্দা করেন, তাহা কদাচ করিবে না। শম্ভু কহিলেন,—মহাত্মা পৌরাণিক ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ নিজ ভবনে গমনপূর্ব্বক দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিল, "মহৎ ব্যক্তিও নিজের মৃত্যু, দিবাভাগে রাত্রিকালে কখন হইবে, তাহা জানিতে পারেন না। ঐহিক ভোগের সহিত পারলৌকিক সুখ-দুঃখের কোন সম্পর্কই নাই, অর্থাৎ ইহলোকে বেশ সুখে কাল কাটিতেছে বলিয়া জন্মান্তরেও যে এমনি সুখে কাটিবে, তাহার স্থিরতা কি? কৃমিকীট ও মনুষ্য প্রভৃতি প্রত্যেক জীবই পৃথক্ পৃথক্ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; কেহ কাহারও সহিত সমান সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবেই সুখ-দুঃখাদির

জন্মকালে মহজ্জ্ঞানং শৈশবেঽত্যল্পবোধনম্ ॥
স্খলৎপদেঽল্পবিজ্ঞানং বাল্যে চাল্পং তথৈব চ
কৌমারে ক্রীড়নাসক্তং যৌবনে বিষযোষিতম্
যৌবনে বিনিবৃত্তে তু দ্রব্যসম্পাদনেষণা।
বার্দ্ধকে ভোগলিপ্সা চ ন চ ভোক্তুং ক্ষমো-
হপি চ। ৫২১

দূষিকাশ্লেষ্মলালাভির্ব্বলীপলিতকম্পনৈঃ।
শ্বাসকাসানিলক্ষিপ্তো হ্রষীকৈর্ব্বিকলৈর্যুতঃ।
কিঞ্চিদ্বর্ত্তুং * ন শক্নোতি ন চ জানাতি কিঞ্চন
তিষ্ঠন্তীষু পরস্ত্রীষু গুহ্যস্থানং প্রদর্শয়ন্। ৫২৩
কোশকণ্ডূয়মপরঃ ক্রুদ্ধো জীবিত (১) লক্ষণৈঃ
কণ্ডূয়তে স্ফিচৌ বস্ত্রমুদ্ধৃত্য চ বিচালয়ন্। ৫২৪
ভুঞ্জানঃ শ্লেষ্মণা গ্রাসং গ্রসিতুং ন চ শক্নুয়াৎ।
যদা কাসস্তদা জজ্ঞে পায়ুবায়ুশ্চ শব্দবান্। ৫২৫
নিঃসৃতিশ্চ মলস্যাপি শ্লেষ্মনির্গম এব চ।
স্নুষাদিভর্ৎসনং বালতালহাস্যনিদর্শনম্। ৫২৬
শুক্রনির্গমনাদীনি সঞ্চিন্ত্য চ পুনঃ পুনঃ।
আহূতো ভোজনাদ্যর্থং ভোজ্যান্নাদি
বিনিন্দয়ন্।
চিরমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য পুনশ্চিন্তামবাপ্য সঃ।
অতিদুষ্কৃতকর্ম্মাহং কথং ভোক্ষ্যে কথং স্বপে।
কথং তিষ্ঠে কথং গচ্ছে পারলোকঃ কথং
ভবেৎ।

কারণ সকল ভিন্ন ভিন্ন ইহা স্থির। এক জীবেরই সকল অবস্থা সমান যায় না; ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটিয়া থাকে। জন্মের পূর্ব্বে গর্ভাবস্থায় সুন্দর জ্ঞান থাকে, ভূমিষ্ঠ হইলে সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, অতি শৈশবকালে অল্প জ্ঞান হয়; ক্রমে অল্পে অল্পে হাঁটিতে হাঁটিতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করিয়া জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে। ক্রমে কৌমারদশায় উপনীত হইলে মানবক্রীড়ায় আসক্ত হয়। যৌবনে বিষয়বাসনা প্রবল হইতে থাকে। যৌবনকাল অতীত হইলে অর্থ সংগ্রহের বাসনা হয়। বৃদ্ধাবস্থায় ভোগ-লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ভোগের ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস হয়, অবিরত চক্ষে পিঁচুটী, নাসিকায় শ্লেষ্মা, ও মুখে লালা গড়াইতে থাকে। মস্তকের কেশ শুক্ল, সর্ব্বাঙ্গ বলিময় ও কম্পান্বিত হইয়া থাকে। শ্বাস, কাস ও বাতরোগে শরীর জীর্ণশীর্ণ, ও ইন্দ্রিয়সকল অবশ হয়। কোন কার্য্যে, সামর্থ্য থাকে না; জ্ঞানশক্তিরও লোপ হয়। এই ত অবস্থা, ইহাতেও আবার অনেক বৃদ্ধের কুপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরস্ত্রী দেখিলে গুহ্যস্থান প্রদর্শনপূর্ব্বক কোশকণ্ডূয়নপর হয়; কটিদেশের বস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক কণ্ডূয়ন করিতে থাকেন, অথচ এদিকে তাঁহার মৃত্যুকাল সন্নিহিত, আহার করিতে করিতে নাসিকা নির্গত শ্লেষ্মার সহিত অন্নগ্রাস গলাধঃকরণ করিতে হয়; কাহারও বা মুখে গ্রাস তুলিতে তুলি-তেই পড়িয়া যায়। কাসি আরম্ভ হইলে সশব্দে অপানবায়ু নির্গত হইতে থাকে, কখন বা সেই সঙ্গে মলও নির্গত হইয়া যায়। সর্ব্বদাই নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে। অনেক বৃদ্ধের পুত্রবধূ প্রভৃতিকে তিরস্কার ও বালকদিগকে উপহাস করা ইত্যাদি কর্ম্ম নিতান্ত কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। ভাবী বৃদ্ধদশার ক্লেশ স্মরণ করিয়া সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ উক্ত প্রকার ভাব-নায় আকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিত; আহারাদি করিতে আহ্বান করিলে সে আহারাদির প্রতি বিরক্ত হইয়া খাদ্য দ্রব্যা-দির নিন্দা করত আহ্বানকারীকে তিরস্কার করিত এবং পরিণাম চিন্তা করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিত এবং আরও চিন্তান্বিত হইয়া ভাবিত,—'আমি অতিশয় পাপিষ্ঠ,—আমি কি প্রকারে ভোজন করিব, কিরূপে নিদ্রা

* দ্বন্তুমিতি বা পাঠঃ।
(১) জীবিত ইতি বা পাঠঃ।

ইতিচিন্তাকুলো নিত্যং ন নমত্যপরান্বিতঃ।
দ্বিজস্থ সদনং গত্বা পুরাণজ্ঞস্থ রাঘব।
লজ্জাবাক্কৃতবক্ত্রশ্চ কিং করোমীত্যভাষত॥
ন কিঞ্চিদপ্যুবাচাসৌ দ্বিজঃ পৌরাণকস্তদা।
পাপোহয়মিতি বিজ্ঞায় শিষ্যেণ নিরগাময়ৎ॥
গৌতমোহপি বিনির্গত্য দ্বার্দ্যেব চ বহিঃ স্থিতঃ
ভুব্যাসীনস্ত বিজ্ঞায় পুরাণার্থবিচারকম্॥ ৫৩২
কথং কথমপি প্রাপ্য পীঠং দত্তঞ্চ নাভজৎ।
বিষয়ো ভূতলে রাম পুরাণজ্ঞমভাষত॥ ৫৩৩
প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যামি তদত্রৈব বিধীয়তাম্॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পাপানি কীর্ত্তয়স্ব ত্বং সর্ব্বথৈব কৃতানি তু।
স চাপি নাকৃতং কিঞ্চিন্ময়া পাপমিতীরয়ন্॥
রুদন্ পপাত ভূম্যাঞ্চ কথং তাতেতি পীড়িতঃ
ব্রাহ্মণস্তমথ প্রাহ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥৫৩৬
মহাপাপে ত্রিরাবৃত্তে পুনশ্চ যদি চেৎ কৃতম্॥

গৌতম উবাচ।

পৌরাণিক মহাভাগ প্রাপ্যাপি ত্বামহং কথম্।
পাপযুক্তো দ্বিজশ্রেষ্ঠ সঙ্গতির্ব্বিফলা ভবেৎ॥

পৌরাণিক উবাচ।

শাস্ত্রং প্রমাণং সর্ব্বেষাং প্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয়ে।
তদ্বিনা যো হি তদ্ব্রূয়াৎ প্রায়শ্চিত্তং ন তদ্ভবেৎ॥৫৩৮
সকৃৎকৃতে সকৃৎ প্রোক্তং দ্বিতীয়ে দ্বিগুণং ভবেৎ।
তৃতীয়ে ত্রিগুণং প্রোক্তং চতুর্থে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ
ত্বয়া কৃতং তু বহুধা চতুর্ব্বিধমপীচ্ছয়া।
কথং বক্তুমহং শক্তঃ প্রায়শ্চিত্তং ভবাদৃশে।

যাইব, কিরূপে থাকিব, কিরূপে পাইব, কিরূপে আমার পরলোক সদ্গতি হইবে।" সর্ব্বদা এইরূপ ভাবনাগ্রস্ত হইয়া কালযাপন করিত। হে রাঘব! ঐ ব্রাহ্মণ গৌতম এইরূপ দুশ্চিন্তায় কালযাপন করত একদা সেই পৌরাণিক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিল,—"মহাশয়। আমি কি করিব?" পৌরাণিক ব্রাহ্মণ তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া পাপিষ্ঠ বলিয়া শিষ্য দ্বারা তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ৪৭৩—৫৩১। গৌতম নিষ্কাসিত হওয়ায় তথা হইতে বহির্গত হইয়া দ্বারদেশে ভূতলে দীনভাবে উপবেশন করিল। গৌতমকে ভূতলে উপবিষ্ট দেখিয়া পৌরাণিক দয়া করিয়া তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া আসন দিলেন। কিন্তু হে রাম! সে আসনে উপবেশন না করিয়া ভূতলে উপবেশন করিল এবং (বিনীতভাবে) পৌরাণিককে কহিল,—"আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব, আপনি তাহার বিধান দিন। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"তুমি কি কি পাপ করিয়াছ, তাহা অগ্রে সমস্ত খুলিয়া বল।" তখন পাপিষ্ঠ গৌতম "এমন পাপ নাই, যাহা আমি করি নাই" এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে "বাবা; আমার উপায় কি হইবে" এই বলিয়া অতি দুঃখিতভাবে ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর পৌরাণিক তাহাকে কহিলেন,—তিন বার মহাপাতক করিয়া যদি আর পাপ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। গৌতম কহিল,—হে মহাভাগ দ্বিজবর পৌরাণিক! আমি আপনার যখন দর্শন পাইয়াছি, তখন পাপী কি সে? আপনার দর্শনেও যদি আমার পাপক্ষালন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধুসঙ্গের আর কোন ফল থাকে না। পৌরাণিক কহিলেন,—(সে স্তুতিবাদ থাক) সকলেরই প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়া দিতে হইলে শাস্ত্রকেই প্রমাণ করিতে হয়; শাস্ত্রপ্রমাণ না লইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। একবার পাপ করিলে একবার, দুইবার পাপ করিলে দুইবার এবং তিন বার পাপ করিলে তিনবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; চতুর্থ বার, পাপ করিলে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। তুমি, দেখিতেছি চারিবার কি, ইচ্ছাপূর্ব্বক বহুবার

গৌতমোঽপি পুনঃ প্রাহ ক গন্তব্যং ময়েতি চ
পৌরাণিকো দ্বিজো রাম তুষ্ণীমেব বভূব হ॥
গৌতমোঽপি মহাশৈলং শ্রিয়া এব জগাম হ।
অথ তত্র নদীং স্নাত্বা দৃষ্ট্বেশং মল্লিকার্জ্জুনম্॥
উপবাসত্রয়ং কৃত্বা শিবরাত্রিমবিন্দত।
চতুর্থমুপবাসঞ্চ চকারাতীবদুঃখিতঃ॥ ৫৪৪
পারণং চাপ্যমায়াং স কৃতবান্ ফলবল্কলৈঃ।
অথ প্রদক্ষিণং চক্রে শ্রীশৈলস্য চ স দ্বিজঃ॥
গতবান্ মন্দিরং পশ্চাচ্চিন্তয়াতিকৃশঃ শ্বসন্।
কথং পাপনিবৃত্তির্মে তুষ্ণীভূতস্য সেৎস্যতি॥
অনন্তমবিচার্য্যং কিং মৎপাপং সুমহত্তরম্।
শ্রুত্বা ন কোঽপি মে ব্রূয়াৎ প্রায়শ্চিত্তং-
বিধীয়তাম্।
কিন্তু কস্মিন্ পুরাণে তু শ্রুতে জ্ঞানং ভবিষ্যতি
ইতি কৃত্বা মতিং সোঽথ পুরাণজ্ঞমভাষত॥৫৪
পুরাণমেকং মে তাত ব্যাখ্যাতুং ভগবানিতি।
জাতকর্ম্মাদিসংস্কারান্ কারয়স্ব মমাশু বৈ॥৫৪৮
দ্বিজো ভূত্বা শৃণোম্যদ্য প্রায়শ্চিত্তং কয়োম্যতঃ
বিধায় কিং পুরাণং মে ভবিষ্যতি চিকীর্ষিতম্
অতঃ শক্যং করিষ্যামি পুরাণার্থং বিনিশ্চয়ন্॥

পৌরাণিক উবাচ।

যথা তৎ কীর্ত্তয়িষ্যামি পুরাণং পাপনাশনম্।
যথাজ্ঞানং যথাশক্তি যথাশুদ্ধং যথাবিধি॥৫৫২
কিংবা রুচিপুরাণং তে কীর্ত্তয়িষ্যে তদেব তু॥

গৌতম উবাচ।

সর্ব্বং রুচিপুরাণং মে বক্তব্যং কিং হিতং বদ।
শ্রুতে যস্মিন্ ভিদা নৈব জায়তে তু হরীশয়োঃ

পৌরাণিক উবাচ।

কৌর্ম্মোক্তং যৎপুরাণং তদ্দেবয়োরভিদাত্মিকম্

পাপ করিয়াছ; সুতরাং তোমাকে কি প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করি? গৌতম পুনর্ব্বার কহিল,—"তবে আমি কোথায় যাইব?" হে রাম! তাহার পর সেই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ মৌনাববম্বন করিলেন, আর কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। অনন্তর গৌতম পবিত্র শ্রীপর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় নদীতে স্নানপূর্ব্বক মল্লিকাফুলের ন্যায় এক অতি শুভ্র শিবলিঙ্গ দর্শন করিল এবং তিন দিন উপবাস করিয়া শিবরাত্রি করিল, পরে অতীব কষ্টে চতুর্থ উপবাস করিয়া অমাবস্যা তিথিতে ফল ও বৃক্ষত্বক ভক্ষণ করিল। পরে সেই ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীপর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিল। পরে চিন্তায় অতিকৃশ সেই ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নিজ ভবনে গমন করিল। বাড়ী গিয়া ভাবিতে লাগিল,—আমার অনন্ত অগম্য ঘোরতর মহাপাপের কথা শুনিয়া, "প্রায়শ্চিত্ত কর" এ কথা আমাকে কেহ বলিবে না; সেই কারণে আমি আর কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করি না, সর্ব্বদা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছি; কিন্তু কি প্রকারে আমার পাপ দূর হইবে। কোন্ পুরাণ শ্রবণ করিলে আমার জ্ঞান হইবে?" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পুনরপি পৌরাণিকের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল। ৫৩২—৫৪৮। "বাবা ভগবন্! আমার নিকটে একখানি পুরাণের ব্যাখ্যা করুন। অবিলম্বে আমার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিন; তাহার পর আপনারই চেষ্টায় ব্রাহ্মণ হইয়া আমি পুরাণের ব্যাখ্যা শ্রবণ করি; তাহার পর প্রায়শ্চিত্ত করিব। কোন পুরাণ শ্রবণ করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহা বলুন; আপনার নিকট পুরাণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, যাহা আমার শক্তির অনুরূপ, তাহা করিব। পৌরাণিক কহিলেন,—যাহাতে তোমার পাপ নাশ হইতে পারে, এরূপ পুরাণ, আমার জ্ঞান ও শক্তির অনুসারে যথানিয়মে বিশুদ্ধ করিয়া বলিতেছি। কিংবা যে পুরাণশ্রবণে তোমার একান্ত আগ্রহ, তাহাই বলিতেছি। গৌতম কহিল,—আমার সকল পুরাণ শ্রবণেই আগ্রহ আছে, এক্ষণে যে পুরাণ আমার পক্ষে মঙ্গলকর এবং যাহাতে শিব-বিষ্ণুর ভেদ নাই—এরূপ

শৃণোতি যস্তৎ প্রথমং তস্য পাপং বিনশ্যতি ॥
তস্য বক্তা তু যো বিপ্রস্তস্য বিঘ্নান্তরং ভবেৎ
শ্রোতব্যং মুস্তবে প্রায়ো যদি ভার্য্যা বিনশ্যতি
কিং চৈকং দুষ্করং বক্ষ্যে শ্রোতুর্ব্বক্তুরনিন্দকম্
ব্যাখ্যাতরি যদি প্রীতির্দ্ধর্ম্মদেবপ্রকাশিনী ॥
আচারদর্শকে পুণ্যে কর্ম্মমোক্ষাদিদর্শকে।
তদা তুষ্টো মহেশঃ স্যাদ্বিষ্ণুরিষ্টফলপ্রদঃ।
পিতরস্তারিতাস্তেন যান্তি তে পরমাং গতিম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে শিবরাঘবসংবাদে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

কোন পুরাণ বলুন। পৌরাণিক কহিলেন,—পূর্ব্বকথিত যে পুরাণ, তাহাতেই শিব-বিষ্ণুর অভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে, এই জন্য তাহারই শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার পাপ নাশ হয়। যিনি সেই পুরাণ পাঠ করেন, তাঁহার কোন বিঘ্ন হয় না। ভার্য্যা বিনাশে সেই পুরাণ শ্রবণই শান্তিপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। পুরাণের শ্রোতা ও বক্তা উভয়কে যে নিন্দা না করে, তাহার পক্ষে অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? যিনি পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়া সদাচার, পুণ্যকর্ম্ম ও মুক্তি প্রভৃতির পথ প্রদর্শন করেন তাঁহার প্রতি যে ভক্তি করে, মহেশ্বর তাহার প্রতি তুষ্ট হন, বিষ্ণু তাহাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, তাহার ধর্ম্মকর্ম্মের পরিসীমা থাকে না এবং তাহা দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া তদীয় পিতৃপুরুষগণ পরমা গতি লাভ করেন। ৫৩২—৫৫৮।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাম উবাচ।
কথং পাতকসঙ্ঘাতসংক্রমে ব্রাহ্মণাধমে।
পুরাণজ্ঞঃ কথং ব্যাখ্যাঙ্ককার দ্বিজসত্তম ॥ ১
শম্ভুরুবাচ।
অধ্যাপনে চাধ্যয়নে জায়তে চাথ সঙ্গমঃ।
সঙ্গতো বৎসরং রাম যাতি পাতকিপাতকম্ ॥
পুরাণজ্ঞে তু কাকুৎস্থ সর্ব্বতত্ত্বার্থবেদিনি।
অপি পাতকসন্দোহচীর্ণপাপং প্রণশ্যতি ॥ ৩
প্রভূতবহ্নিনাশো হি ক্রমরাশির্যথৈব হি।
শলভো দীপনাশায় বহ্নিনাশায় ন প্রভুঃ। ৪
কৃতং পাপং তথান্যেষাং নাশনায় পুরাণিকঃ।
ভূতাদিগ্রস্তমর্ত্ত্যানাং ভূতাদিভয়মোচকঃ ॥ ৫
সমন্ত্রবানপনয়েদ্‌যথা ন স্বয়মাতুরঃ।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! যাহাতে রাশি রাশি পাতক বিদ্যমান, সেই অধম ব্রাহ্মণের নিকটে পৌরাণিক কিরূপে পুরাণ ব্যাখ্যা করিলেন;—উক্ত মহাপাতকীর সংসর্গে তাহাতেও ত পাপ স্পর্শিবার কথা। শম্ভু উত্তর করলেন,—রাম! পরস্পর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় সংসর্গ হয় বটে এবং একবৎসর সংসর্গ করিলে, সংসর্গকর্ত্তা পাতকীর সম্পূর্ণ পাপের ভাগী হইয়া থাকেন। কিন্তু হে কাকুৎস্থ! যিনি নিখিল তত্ত্বার্থবিৎ পুরাণজ্ঞ, তাঁহার উক্ত সংসর্গে কোনরূপ ক্ষতি হয় না। পরন্তু তাঁহার সংসর্গে পাতকীরই পাপসমূহ নষ্ট হইয়া থাকে। অগ্নি যেরূপ বৃক্ষরাশিকে ভস্ম করিয়া থাকেন, সেইরূপ পৌরাণিক আত্মসংসর্গ দ্বারা বহুতর পাতককারীর পাপনাশ করিয়া থাকেন; শলভ যেরূপ কেবল দীপ-নির্ব্বাণেই সমর্থ, প্রভূত অগ্নির কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ পাতকী ব্যক্তি স্বসংসর্গ দ্বারা সাধারণ পুণ্যবানকে

পৌরাণিকস্তথা পাপং ন কিঞ্চিৎ প্রাপ্তুমর্হতি ॥
আত্মনা চ কৃতং পাপমন্যৈরপি চ যৎ কৃতম্।
পুরাণজ্ঞো নাশয়তি স্তুতিতুষ্টং স্বকর্ম্ম বা ॥ ৭
ভবানীশে হৃষীকেশে সমবৃত্তির্ব্বিবেকবান্।
লোকবেদক্রিয়াবেত্তা রুদ্রজাপ্যনতিস্পৃহঃ ॥ ৮
তুষ্টঃ শান্তঃ ক্রিয়াদক্ষঃ প্রভূতোদ্যোগরুদ্বশী
যথৈব তে পুরাণজ্ঞো বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥ ৯
নিয়োগাত্তব ভূপাল হ্যযোধ্যায়ামধিষ্ঠিতঃ।
অপালয়দ্ভুবং কৃৎস্নাং ত্বাঞ্চ রক্ষঃ সমাপতৎ ॥
স চ শুক্রোপদেশেন রাক্ষসস্ত্বামথাভাগাৎ।
মৃগাসক্তং হনিষ্যামি নান্যথাবসরস্ত্বিতি ॥ ১১

অথ বিপ্রো বিদিত্বৈতদ্বসিষ্ঠস্ত্বদ্ধিতপ্রিয়ঃ।
সুপ্তং প্রমত্তং কাকুৎস্থং রক্ষো হন্তি ন সংশয়ঃ
ব্রহ্মাবাপ্তবরং তদ্ধি ময়া কার্য্যং নিবারণম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য বিপ্রর্ষিঃ সেনামাদায় নির্গতঃ ॥
রক্ষো হন্তুমশক্তশ্চ মৃত্যুহীনং ততো মুনিঃ।
স্বয়ঞ্চ রাক্ষসো ভূত্বা বাক্যমাহ মহামুনিঃ ॥১৪
কিমর্থমাগতোঽসীহ বনং মুনিনিষেবিতম্।
স আহ রাজা রক্ষোঘ্নস্তমহং হন্তুমাগতঃ ॥১৫
মুনিরপ্যাহ কিং তেন জীবিতেন মৃতেন বা।
ভুক্ত্বামিষং মদীয়ং তু যুদ্ধং কৃত্বা জয় ব্রজ ॥ ৬

দূষিত করিতে সমর্থ হইলেও, পৌরাণিকের কিছুই করিতে পারে না। পৌরাণিক ভূতাদিগ্রস্ত মানবদিগের ভূতাদি ভয় দূর করিয়া থাকেন। বৈদ্য যেরূপ মন্ত্রৌষধিবলে রোগীকে সুস্থ করে; রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া সংসর্গদোষে স্বয়ং রোগার্ত্ত হয় না; সেইরূপ পৌরাণিক অন্যকৃত পাপ হরণ করিতে গিয়া কিছুমাত্র সেই পাপের ভাগী হয় না। পুরাণশাস্ত্রবিৎ আত্মকৃত ঘোরতর পাপ এবং পরকৃত পাপ সমস্তই নষ্ট করিয়া থাকেন। তিনি বিবেকী, শিব ও বিষ্ণুর উপরে তাঁহার সমান ভক্তি। তিনি লোকাচার, বেদোক্ত ক্রিয়া সমস্তই জানেন, রুদ্রমন্ত্র জপ করেন; ভোগ্যবস্তুতে তাঁহার লালসা অতি অল্প। তিনি তুষ্ট, শান্ত, কার্য্যদক্ষ, অতিশয় উদ্যমী, ও জিতেন্দ্রিয়; যেমন তোমাদের পুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি, পৌরাণিক বলিয়াই ত তুমি উঁহাকে অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। হে ভূপাল! প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনে হয় বশিষ্ঠদেবই ত সমগ্র পৃথিবী পালন করিতেছেন। একদা এক রাক্ষস, শুক্রাচার্য্যের উপদেশে তোমার নিকটে আগমন করিয়া তুমি মৃগয়া করিতেছ দেখিয়া, রাক্ষস "মৃগবধ করিবার নিমিত্ত অন্যমনস্ক হইয়াছে, এই অবসরেই উহার প্রাণনাশ করি, নতুবা আর সুযোগ ঘটিবে না।" এই মনে করিয়া তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। (বোধ হয় তোমার স্মরণ থাকিতে পারে)। অনন্তর তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বিপ্রবর বশিষ্ঠ এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—সুপ্ত বা অন্যমনস্ক অবস্থায় ককুৎস্থবংশজ সন্তান রাক্ষসহস্তে বিনষ্ট হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কারণ রাক্ষসজাতি ব্রহ্মার বলে বলীয়ান্। অতএব রাক্ষসটাকে দূর করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া বশিষ্ঠ সসৈন্যে বহির্গত হইলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ সেই রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বধ করিতে না পারিয়া পরিশেষে স্বয়ং রাক্ষসমূর্ত্তিপরিগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন,—তুমি এই মুনিগণসেবিত কাননমধ্যে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তাহার পর সেই রাক্ষস উত্তর করিল—এই স্থানের রাজা রাক্ষসবধ করিতেছে শুনিয়া আমি তাহাকে বধ করিতে আসিয়াছি। মুনিবর বসিষ্ঠ উত্তর করিলেন,—সে রাজা জীবিত থাকিলেই বা তোমার ক্ষতি কি? মরিলেই বা তোমার লাভ কি? তুমি যদি যুদ্ধে আমার প্রাণবধ করি মাংস ভক্ষণ করিতে পার, তাহা হইলে

রাক্ষস উবাচ।
কথং ত্বং রাক্ষসো মহ্যং ভক্ষণায় ভবিষ্যসি।
বসিষ্ঠোঽপ্যথ মানুষ্যমাস্থায় বিয়তি স্থিতঃ ॥১৭
নিষ্ঠীব্য মস্তকে তস্য মুষ্টিনা তমতাড়য়ৎ।
তাড়িতো রাক্ষসস্তেন ব্যত্রাবয়দৃষিশ্চ তম্ ॥১৮
পলায়মানাবন্যোন্যং জলধিং তু গতাবুভৌ।
তত্রস্থেন গ্রহেণাসৌ গৃহীতো রাক্ষসস্তদা ॥১৯
মুনিঃ পুনরযোধ্যায়াং পূর্ব্ববৎ সমতিষ্ঠত ॥২০
শম্ভুরুবাচ।
তস্মাৎ স্বভিমতং কুর্য্যাৎ পুরাণজ্ঞো বিমৎসরঃ
শ্রবণস্য বিধানং চ কথয়ামি শুভং শৃণু ॥২১
শুক্লপক্ষে দিনে শুদ্ধে বারনক্ষত্রযোগতঃ।
করণে চাপি লগ্নে চ গ্রহতারাবলান্বিতে ॥২২
অমূঢ়ে ন গ্রহে বালে ন চ বৃদ্ধে গুরৌ স্থিতে
ন কৃষ্ণপক্ষে গ্রহণে ন চ নাস্তিকসন্নিধৌ ॥২৩
পূর্ব্বোক্তলক্ষণোপেতং পুরাণং শৃণুয়াদিতি।
শুদ্ধগেহেঽথবা শুদ্ধবেদিকায়াং মঠেঽথবা ॥২৪
নদীতীরে দেবগৃহে সভামণ্ডপ এব চ।
রথ্যামঠেঽথবা রম্যে পুণ্যশালাসু রাঘব ॥২৫
স্বয়ং নমস্য বিপ্রেন্দ্রান্ পুরাণজ্ঞং বিশেষতঃ।
আসনং কল্পিতং কুর্য্যাদূর্দ্ধং সর্ব্ববিশেষিতম্।
এহি ধর্ম্মাসনমিতি বক্তব্যং স্যাদনিষ্ঠুরম্।
পুরাণপ্রক্রমদিনে যৎ কার্য্যং তদুদীরয়ে ॥২৬
ব্যাখ্যাতারং পুরাণস্য বস্ত্রাদ্যৈঃ পরিপূজ্য চ।
শুভানি দত্ত্বা বস্ত্রাণি সূক্ষ্মাণি চ নবানি চ ॥২৮
করকণ্ঠবিভূষাদি পাত্রমাসনমেব চ।

বুঝিতে পারিব তুমি জয়ী হইয়াছ। রাক্ষস কহিল,—তুমিও ত রাক্ষস, তবে কিরূপে তুমি আমার ভক্ষ্য হইবে।" রাক্ষসের কথা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সেই রাক্ষসের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাক্ষসও বসিষ্ঠের মুষ্টিপ্রহার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে তাড়না করিলে, বশিষ্ঠও তাহাকে পুনরপি তাড়িত করিলেন। আকাশপথে এইরূপ পরস্পর তাড়াতাড়ি করিতে করিতে দুইজনেই সমুদ্রে গিয়া পড়িলেন। তখন সেই রাক্ষস এক কুম্ভীরের কবলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। মুনিবর বশিষ্ঠ নিষ্কণ্টক হইয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১—২০। শম্ভু কহিলেন—অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহার অন্যের প্রতি কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই, এরূপ সদাশয় পৌরাণিক, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। এক্ষণে পুরাণশ্রবণের শুভদিনের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শুক্লপক্ষে বিশুদ্ধ তিথি, বার ও নক্ষত্রে, বৃহস্পতির অস্ত, বাল্য ও বার্দ্ধক্য অবস্থা নহে এমন বিশুদ্ধকালে, শুভকর করণে, শুভলগ্নে, চন্দ্র-তারাশুদ্ধিযুক্ত সময়ে পুরাণ শ্রবণ করিবে। কৃষ্ণপক্ষে বা নাস্তিক লোকের সমীপে পুরাণ শ্রবণ করিবে না। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকাল পুরাণ শ্রবণের উত্তম সময়, তাহাতে কৃষ্ণপক্ষাদি দোষ গ্রাহ্য হয় না। ২১—২৩। যে পুরাণ পূর্ব্বোক্তলক্ষণাক্রান্ত, তাহাই শ্রোতব্য। হে রাঘব! বিশুদ্ধ বেদিকায়, মঠে, নদীতীরে, দেবালয়ে, সভামণ্ডপে, রথ্যাপার্শ্ববর্ত্তী পবিত্র মঠে, অথবা যে কোন পবিত্র গৃহে উপবেশনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া পৌরাণিককে বিশিষ্টরূপে অভিবাদন করিয়া পুরাণ শ্রবণ করিবে। পুরাণ পাঠকের আসন বেদির উপরে, শ্রোতৃবর্গের আসন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবে। পৌরাণিকের বসিবার আসন প্রস্তুত করিয়া "ধর্ম্মাসনে আসিয়া উপবেশন করুন।" অতি বিনীত ভাবে এই বলিয়া পুরাণপাঠককে আসনে উপবেশন করাইবে। পুরাণপাঠের আরম্ভ দিবসে কি কি কার্য্য করিতে হয়, তাহা বলিতেছি। ২৪—২৭। প্রথমতঃ পুরাণব্যাখ্যাতাকে সূক্ষ্ম সুন্দর নবীন বসনাদি প্রদান করিয়া পূজা করিবে; বলয়, হার প্রভৃতি অলঙ্কার, পাত্র ও আসন প্রদান-

গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পূজ্য তাম্বুলং বিনিবেদ্য চ।
শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।৩০
সভাসদশ্চ সম্পূজ্য গণেশং প্রার্থয়েত্ততঃ।
ওঁ নম ইত্যাদিমন্ত্রেণ পূজনং ভারতীস্তুতিঃ।
প্রাতঃকালে পুরাণস্য প্রক্রমং প্রারভেদিতি।
উপক্রমদিনে রাম ত্রিপঞ্চ দশ বা শুভাঃ।৩২
শ্লোকা দ্বিতীয়ে দিবসে ততো দ্বিগুণতঃ শুভাঃ
তৃতীয়দিবসে রাম ততশ্চাধিকমিষ্যতে।৩৩
দিনানামব্যবচ্ছেদাদ্ব্যাখ্যানং শ্রবণং তথা।
ব্যবস্থিতির্যদা জাতা তদা পৌরাণিকং গুরুম্।
তাম্বুলাদি প্রদায়াথ পরেদ্যুঃ শৃণুয়াদপি।
পুরাণমেবং শ্রোতব্যং দৈনন্দিনমিতি শ্রুতিঃ।
ব্রতরূপেণ যঃ কশ্চিৎ পুরাণং শৃণুয়ান্নরঃ।
যদৈবং তৎ পুরাণস্তু তত্র যাতি ন সংশয়ঃ।

পুরাণং শ্রোতুকামেন শ্লোকশ্চৈকোঽপি চেচ্ছ্রুতঃ।
তদ্দিনে তু কৃতং পাপং নাশয়েত্তু ন সংশয়ঃ।
এবং পুরাণং শৃণুয়াচ্চ যস্তু
স ব্রহ্মহত্যাকৃতপাপবন্ধাৎ।
সুরাপীতিঃ স্বর্ণহরশ্চ রাম
গুর্ব্বঙ্গনাগশ্চ বিমুক্তিমেতি।৩৮
পাপানি চান্যানি কৃতানি পুম্ভিঃ
সর্ব্বাণি নশ্যন্তি পুরাকৃতানি।
ইহাপি যান্যব্দশতার্জ্জিতানি
শ্রোতুর্ব্বিনশ্যন্তি তথা চ বক্তুঃ।৩৯
কলৌ সমস্তবিপ্রাণাং সর্ব্বজ্ঞত্বং ন বিদ্যতে।
বিগুণাপি ততো ব্যাখ্যা ফলদা দানকর্ম্মবৎ।৪০
পুরাণানামভিপ্রায়ং ব্যাসো বেদ ন চাপরঃ।
অহং বেদ্মি বিশেষেণ ব্যাসাদপি বিধেরপি।
ন স্বাধ্যায়স্তপো বাপি ন মন্ত্রো ন জুহোতয়ঃ।
ফলন্তি ন তথা তিষ্যে পুরাণশ্রবণং যথা।৪২

পূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল দ্বারা পূজা করিয়া পৌরাণিককে তাম্বুল প্রদান করিবে। সর্ব্ববিঘ্নশান্তির নিমিত্ত শ্বেতবসনধারী চন্দ্রতুল্যপ্রসন্নবদন চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে।২৮—৩০। অনন্তর অন্যান্য সভ্যগণকে যথাসম্ভব পূজা করিয়া গণেশের নিকটে প্রার্থনা করিবে। ওঁ নম ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পূজা করিয়া সরস্বতীকে প্রণাম করিবে। প্রাতঃকালেই পুরাণপাঠের আরম্ভ করিতে হয়। রাম পুরাণপাঠের আরম্ভ দিবসে দশটি বা পোনেরোটি মাত্র শ্লোক পাঠ করিবে। দ্বিতীয় দিবসে তাহার দ্বিগুণ শ্লোক পাঠ করিবে। হে রাম! তৃতীয় দিবসে পাঠের কোন বিশেষ নিয়ম নাই, তবে পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক পাঠ করিবে। ৩১—৩৩। এই পুরাণের ব্যাখ্যা ও শ্রবণ যেন বন্ধ না যায়; বিশেষ কোন কারণে কোন দিন বন্ধ যাইলে তৎপরদিন পৌরাণিক গুরুকে তাম্বুলাদি প্রদান করিয়া শ্রবণ করিবে। এইরূপে দৈনন্দিন পুরাণ শ্রবণ করিবে, ইহাই বেদশাস্ত্রের কথা। যে কোন ব্যক্তি পুরাণশ্রবণকে ব্রত বলিয়া গণ্য করিতে পারে; ব্রতজ্ঞানে পুরাণ শ্রবণ করিলে, সেই পুরাণ শ্রোতার গৃহে গমন করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরাণশ্রবণে অভিলাষী হইয়া একটি মাত্র শ্লোক শ্রবণ করিলেও তদ্দিনকৃত সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাম! যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মে পুরাণ শ্রবণ করে, সে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণহরণ, ও গুরুপত্নীগমন-জনিত মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়। পুরাণশ্রোতা ও পুরাণপাঠক উভয়েরই জন্মান্তর-কৃত এবং ইহজন্মে শতবৎসরকৃত সকল পাপ দূর হয়। কলিকালে সকল ব্রাহ্মণের সর্ব্বজ্ঞতা থাকে না, সুতরাং পুরাণব্যাখ্যায় অজ্ঞানকৃত ত্রুটি ঘটিলেও দানকার্য্যের ন্যায় ফলের কোন ব্যাঘাত হয় না। পুরাণসমূহের তাৎপর্য্যার্থ একমাত্র বেদব্যাসই জানেন, অপরে জানে না। তবে বেদব্যাস ও বিধাতা অপেক্ষাও আমি অধিক জানি। কলিকালে পুরাণশ্রবণে যেরূপ ফল হয়, বেদপাঠ, তপস্যা, মন্ত্রগ্রহণ, ও হোমেও সেরূপ ফল হয় না।

একৈকশ্রবণাদেব পাতকং মহদেব তু।
নাশমাপ্নোত্যসন্দেহঃ শ্রীশৈলবর্ত্তনাদিব ॥ ৪৩
অতো গুরুঃ পুরাণজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দোঘনাশনঃ।
ন তস্মাদধিকঃ কশ্চিদ্‌গুরুরস্তি গতিপ্রদঃ। ৪
মন্ত্রেষু গুরবো যে চ বেদশাস্ত্রেষু যে মতাঃ।
নেশতে সর্ব্ববিজ্ঞানং দাতুং কস্মান্ন বোধকাঃ ॥
পিশাচাঃ প্রায়শো রাম ব্রহ্মরাক্ষসনামিনঃ।
বেদমন্ত্রস্য বেত্তারো দৃষ্টাস্তে ন পুরাণবিৎ ॥ ৪
পুরাণবিমুখো নৈব সর্ব্বঃ সর্ব্বং হি পশ্যতি।
পুরাণজ্ঞো হি তত্তস্মাৎপাপনাশকরঃ প্রভুঃ ॥৪
তৎপূজা সর্ব্বপূজা স্যাৎ সর্ব্বদ্রোহস্য পীড়নম্
যথা সমস্তদানানাং বিদ্যাদানং প্রশস্যতে ॥৪৮
পৌরাণিকস্তথা রাম তত্র দানং মহৎ ফলম্ ॥
শ্রীরাম উবাচ।
কিংবা পৌরাণিকে দেয়ং কিয়ৎ কীদৃশমেব চ
পুরাণং কীদৃশং বর্জ্জ্যং বর্জ্জ্যঃ কীদৃক্‌পুরাণবিৎ

ষড্‌রসানন্নপানানি স্নেহদ্রব্যাণি যানি চ।
গৃহং সোপস্করং রাম পুরাণজ্ঞায় দাপয়েৎ ॥ ৫১
পর্য্যাপ্তান্যেব সর্ব্বাণি হ্যধিকানি ফলাধিকান্।
দদ্যাদ্দ্রব্যমতো ভূয়ঃ সচৈলং শোভিতং মৃদু ॥
ভূষণানি যথার্হাণি স্বশক্ত্যা প্রতিপাদয়েৎ।
গন্ধপুষ্পং প্রতিদিনং কেবলং গন্ধমেব বা ॥ ৫৩
কেবলং বা তথা পুষ্পং ফলকালে ফলান্যপি।
তাম্বূলঞ্চ তথা দদ্যান্নমস্কুর্য্যাচ্চ ভক্তিতঃ ॥ ৫৪
পুরাণস্য সমাপ্তৌ তু দদ্যাদ্দানাদিকং তথা।
অধিকন্তু তথা দেয়ং ভূহিরণ্যাদিকং নৃপ ॥ ৫৫
ন চ তূষ্ণীমুপক্রম্য শ্রোতুমর্হতি কশ্চন।
সভাসদ্ভিঃ কৃতা চৈব যা পূজৈকেন বা কৃতা ॥
দেবস্থানে যথাশক্তি সর্ব্বৈঃ পূজনমিষ্যতে।

শ্রীপর্ব্বতে অবস্থানের ন্যায় এক একটি পুরাণ শ্রবণেই মহাপাতক পর্য্যন্ত নষ্ট হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব পুরাণবিৎ গুরু পাপ-বিনাশক বলিয়া শ্রোতার বন্দনীয়। তাঁহা অপেক্ষা অধিক গতিদায়ক গুরু আর নাই। যাঁহারা বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং মন্ত্রগুরু, তাঁহারা পুরাণশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইলে সর্ব্ববিধ জ্ঞান দান করিতে সমর্থ হন না, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। হে রাম! পুরাণশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ যে সকল বেদমন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি পিশাচ বা ব্রহ্মরাক্ষস নামে অভিহিত করি। পুরাণশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইয়া কেহই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। পুরাণবিৎই সকল পাপ নাশ করিতে সমর্থ। নিখিল দানের মধ্যে বিদ্যাদান যেরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ পৌরাণিককে পূজা করা সকল পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পৌরাণিককে পূজা করিলে সকলের পূজা করা হয়, সকল প্রকার অনিষ্ট নিবারণ হয়। হে রাম! পৌরাণিককে দান করায় বিদ্যাদানের ন্যায় মহাফল হয়। শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—পৌরাণিককে কি প্রকার বস্তু কি পরিমাণে দান করিতে হয়; কি প্রকার পুরাণ হেয়, কি প্রকার পুরাণজ্ঞ নিকৃষ্ট, তাহা আমাকে বলুন। শম্ভু কহিলেন,—রাম! ষড্‌রসান্বিত অন্ন ও পানীয় দ্রব্য, ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য, এবং গৃহস্থালী দ্রব্যসহ গৃহ পৌরাণিককে দান করিতে হয়। সকল দ্রব্যই উপযুক্ত মাত্রায় দান করিতে হয়, উপযুক্ত মাত্রারও অধিক দান করিলে অধিক ফল হইয়া থাকে। উত্তম বস্ত্র, মহামূল্য অলঙ্কার প্রভৃতি নানাদ্রব্য সাধ্যমত পৌরাণিককে দেওয়া উচিত। প্রতিদিন গন্ধ-পুষ্প কেবল গন্ধ অথবা কেবল পুষ্প দ্বারা পৌরাণিককে পূজা করিবে। ফলের সময় ফল প্রদান করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাম্বুল প্রদান করিবে। রাজন! পুরাণপাঠ সমাপ্ত হইলে বস্ত্রাদি প্রদান করিবে, অধিকন্তু সুবর্ণ ও ভূমি প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি দিবে। পুরাণশ্রবণ করিয়া কিছু না দিয়া কেহই মৌনভাবে শ্রবণ করিতে পারে না, এক ব্যক্তি পৌরাণিককে যেমন পূজা করিবে, অন্যান্য সভ্যগণেরও সেইরূপ

তীর্থেঽপি চ যথা রাম পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ ॥ ৫৭
স্বশক্ত্যা পূজনং কুর্য্যাৎ পুরাণজ্ঞায় রাঘব।
শ্রোতুস্ত লক্ষণং পূর্ব্বং ময়োক্তং ভবতে নৃপ ॥
পৌরাণিকস্য সর্ব্বস্ব লক্ষণং কথয়ামি তে।
কুলহীনো মহাব্যাধির্ম্মহাপাপী তিরস্কৃতঃ ॥ ৫৯
শৌচাচারবিহীনশ্চ বেদস্মৃতিবিবর্জ্জিতঃ।
অঙ্গদেবঃ পুতিবচো ব্যঙ্গশ্চাপ্যধিকাঙ্গবান্ ॥
পরভার্য্যাপতিঃ স্তেনঃ প্রাণিহন্তা নিরাকৃতিঃ।
অথ বর্জ্জ্যং পুরাণস্তে কথয়ামি নৃপোত্তম ॥ ৬১
পূর্ব্বৈস্তৈরুচ্যমানঞ্চ যৎ প্রোক্তং মুনিভিঃ পরৈঃ
ব্যাসাদয়ো মুনিবরা যৎ প্রোচুস্তত্নদীরয়েৎ ॥ ৬২
পুরাণস্থং পঠেদ্গ্রন্থং ব্যাখ্যাস্থেচ্ছ বিচারয়ন্।
যয়া কয়াপি বা রাম ভাষয়া দেশভেদতঃ ॥ ৬৩
ন দেশভাষারচিতং গ্রন্থং শ্রুত্বা ফলং লভেৎ
ব্যাখ্যা যা কাপি কাকুৎস্থ পুরাণস্থ হিতা হি সা
তস্মাত্ত্বং দেব যাচস্ব ব্যাখ্যাস্তে যৎ পুরাণকম্

শম্ভুরুবাচ।

এবং পৌরাণিকেনোক্তং শ্রুতবানপি গৌতমঃ
স্বয়ং বস্ত্রত্রয়ং প্রাদাদ্ ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥ ৬৫
কৌর্ম্মং পুরাণং প্রথমং শ্রুতবানিতি ন শ্রুতম্
দত্তবান্ স্বর্ণমধিকং বস্ত্রাণি চ শুভানি চ ॥ ৬৬
অথ লৈঙ্গঞ্চ শুশ্রাব বৈষ্ণবং বামনং তথা।
পাদ্মঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব সৌরং ব্রাহ্মমথৈব চ ॥ ৬৭
এবমষ্ট স শুশ্রাব পুরাণানি স গৌতমঃ।
অথ রামায়ণঞ্চৈব কৌর্ম্মমেব পুনশ্চ সঃ ॥ ৬৮
শিবনারায়ণেত্যেবং জপঞ্চক্রে সদৈব হি।
অবাপ নিধনঞ্চাপি স গতো ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥৬৯
ব্রহ্মা সম্পূজিতং বিপ্রং বিষ্ণুলোকমথাগমৎ।
বিষ্ণুনা পূজিতঃ সোঽথ জগাম শিবমন্দিরম্ ॥

পূজা করা উচিত। বিশেষতঃ দেবালয়ে সকলেরই পৌরাণিককে পূজা করা অবশ্য বিধেয়। হে রঘুবংশধর রাম! তীর্থক্ষেত্রে ও পবিত্র স্থানে গিয়া পৌরাণিককে যথাশক্তি পূজা করিবে। রাজন্! পুরাণশ্রোতার লক্ষণ তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে পৌরাণিকের লক্ষণ তোমার নিকটে বলিতেছি। অসদ্বংশজাত মহাব্যাধিগ্রস্ত; মহাপাপী লোকনিন্দিত শৌচাচারবর্জ্জিত, বেদস্মৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, বিকলাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, পরস্ত্রীগামী, স্বর্ণাপহারী ও প্রাণিহত্যাকারী ভিন্ন অপর সকলেই পুরাণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলে পৌরাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। হে নৃপোত্তম! এক্ষণে তোমাকে হেয় পুরাণের কথা বলিতেছি। জ্ঞানবান্ প্রাচীন মুনিগণ যে পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, ব্যাসাদি প্রধান মুনিগণ যে পুরাণ বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই পাঠ করিবে, তদ্ভিন্ন অপর সকল পুরাণ অপাঠ্য। পুরাণের মধ্যবর্ত্তী শেষ বিশেষ অংশসকল পাঠ করিয়া বিচারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিবে। হে রাম! দেশভেদে যে কোন ভাষাতেই পুরাণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; তবে কেবল দেশভাষায় রচিত গ্রন্থ পাঠ করিলে যথোক্ত ফল পাওয়া যায় না। হে কাকুৎস্থ! পুরাণের যে কোন ব্যক্তির যে কোন ব্যাখ্যাতেই হিতসাধন হইয়া থাকে। অতএব তুমিও "পুরাণ ব্যাখ্যা করিব" বলিয়া অনুমতি লইতে পার। ৩৪—৬৪। শম্ভু কহিতেছেন,—সেই মহাত্মা পৌরাণিক ব্রাহ্মণও এইরূপে পুরাণ-কথা কীর্ত্তন করিলে গৌতম (একাগ্রচিত্তে সমস্ত) শ্রবণ করিল, শ্রবণ করিয়া তাহাকে তিনখানি বস্ত্র প্রদান করিল। আমরা শুনিয়াছি—প্রথম সে কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ করিয়াছিল, কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণের পর পৌরাণিককে উত্তম সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রদান করিয়া একে একে লিঙ্গপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বামনপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, সৌরপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, এই আটখানি পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিল। অনন্তর রামায়ণ শ্রবণ করিয়া আবার কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ করিয়াছিল। তাহার পর কিছুকাল সর্ব্বদা "শিব" "নারায়ণ" নাম জপ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইল। ৬৫—৬৯। ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা উহাকে পূজা করিয়া বিষ্ণু-

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সন্ধ্যাবন্দনকর্ম্ম ক্রিয়তা-
মিতি রামো মুনিমাচষ্টায়ম্।
উষ্ণত্যুতিরপ্যস্তমুপৈতি
দ্বিজকুলমেতন্নীড়মুপৈতি॥ ১
স্বয়মপি সন্ধ্যাবন্দনকামো-
ত্তরদিগুত্তরাদিশমুজ্ঝিতযান।
হাহাহূহুকৃতসঙ্গীতির্বন্দিপ্রমুখপ্রস্তুতকীর্ত্তিঃ॥ ২
গৌতমীতটমুপেত্য রাঘবো
বায়ুনন্দনসুধৌতপাদযুগঃ
জাম্ববৎকৃতকরাবলম্বনঃ।
প্রাপদুৎপথনদীস্তু গৌতমীম্।
করদ্বয়ে ধৃতকুশঃ স রাঘবঃ
প্রাগমদ্বরুণদিশামথোত্তমাম্॥ ৪

দত্ত্বা ততোঽর্ঘ্যত্রিতয়ং তথাবিধঃ
প্রহৃষ্টরোমাথ জজাপ সোঽন্তরে।
সম্প্রার্থয়িত্বা বরুণং যথাক্রমং
শম্ভুং বসিষ্ঠং প্রণনাম রাঘবঃ॥ ৫
তাভ্যাং কৃতাশীরগমন্মনঃপদং
হনূমতা ক্ষালিতপাদপঙ্কজঃ।
জুহাব বহ্নীনথ বন্দিমাগধৈঃ
সংস্তূয়মানোঽথ চ নির্যযৌ বহিঃ॥ ৬
প্রহসচ্চন্দ্রকিরণৈঃ সুধালিপ্তমিবাম্বরম্।
প্রসক্তভারাকুসুমং বিতানমিব সর্ব্বতঃ॥ ৭
অথাগচ্ছৎ সৌধতলং বৃদ্ধামাত্যেন কল্পিতম্।
নানাসনসমোপেতং সভাস্থানং যযৌ নৃপঃ॥
অথ মুনিং হ্যুপবেশ্য স রাঘবঃ
স্বয়মপি প্রথমাসনমাভজৎ।
কপিগণাঃ পরিতঃ পৃথুবিগ্রহা
রচনয়া স্থিতিমাপ্রতিপেদিরে॥ ৯

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর রাম সেই শম্ভুমুনিকে বলিলেন,—সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতেছেন, পক্ষিকুলও আপন আপন বাসায় গমন করিতেছে; সায়ংসন্ধ্যার কাল উপস্থিত, অতএব আপনি সন্ধ্যাহ্নিক করুন। তৎপরে রাম নিজেও সন্ধ্যাবন্দনাভিলাষে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। তৎকালে বন্দিগণ তাঁহার কীর্ত্তিগাথা গান করিতে লাগিল, হাহা হুহু নামক স্বর্গীয় গন্ধর্ব্বগণ, তাঁহার বিজয়-সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিল রামচন্দ্র সন্ধ্যাবন্দনাভিলাষে গৌতমী নদীতীরে উপস্থিত হইলে পবননন্দন হনূমান্ তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র জাম্ববানের হস্ত অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সেই গৌতমীনদীর বন্ধুর তটে অবতরণ করিলেন। ১—৩। অনন্তর রাম দুই হস্তে হস্তকুশ ধারণ করিয়া উত্তরাস্য হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক তিনটি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং আনন্দে উৎফুল্লশরীর হইয়া মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বরুণদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া যথাক্রমে শম্ভু ও বসিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শম্ভু ও বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া অভিমত অগ্নিগৃহে গমন করিলেন, তথায় হনুমান্ পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলে শ্রীরাম আসনে উপবেশনপূর্ব্বক হোমকার্য্য সমাধা করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন; বহির্গমনকালে স্তুতিপাঠক ও মাগধগণ তাঁহার বিজয় ঘোষণা করত স্তব করিতে লাগিল। তথা হইতে বহির্গত হইয়া বৃদ্ধ অমাত্য কর্ত্তৃক সুসজ্জিত সভামণ্ডপে গমন করিলেন; সুধাধবলিত সেই সভাগৃহ বিবিধরত্নখচিত সুনির্ম্মল চন্দ্রাতপে, চারিদিকে নক্ষত্রকুসুমোজ্জ্বল উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের সুনির্ম্মল আলোকে আলোকিত নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সেই সভাগৃহের অভ্যন্তরে নানা আসন সুসজ্জিত রহিয়াছিল। অনন্তর রামচন্দ্র সেই শম্ভু মুনিকে উচ্চাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং

সুখসংস্থিতং নৃপমভিবীক্ষ্য স দ্বিজো
বচস্তদা সমুচিতমাহ শম্ভুঃ।
ইহ স্থিতো ভবতি সমস্তপূজিতঃ
কথং কথা নৃপবর বর্ত্ততে গুহায়াম্॥ ১০
আকর্ণ্যাথ রঘূদ্বহো দ্বিজবচঃ শুশ্রূষুরাসীৎ কথাং,
তত্রস্থো নিপুণং নিবার্য্য বচনং সর্ব্বৈঃ শ্রুতং তৎক্ষণাৎ।
শুশ্রাবাথ কথাং মহাদ্ভুততয়া স্বাত্মাশ্রয়ামন্যথা,
বক্তোবাধনবাদিনীমথ নৃপঃ কিং ত্বেতদিত্যাহ চ॥ ১১
কুম্ভশ্রোত্রবধঃ পুরা সমজনি প্রাপ্তো দশাস্যো বধং,
পশ্চাদিত্যয়মন্যথা বিরচিতং রামায়ণং ভাষতে।
কোঽয়ং বিপ্রবরঃ সমস্তজনতানাস্তিত্বসম্পাদকো,
রাজ্ঞাং স্থানমুপেত্য বক্তি স ময়া দণ্ড্যোঽথ পূজ্যোঽথ বা॥ ১২
অথাহ জাম্ববানমুং রঘূত্তমং কথাং প্রতি।
রামায়ণং ন তাবকং দ্বিদং হি কল্পিতং মতম্॥
সমস্তমত্র বিস্তরাদ্বদামি দেব তচ্ছৃণু।
পঙ্কেরুহস্য সূনুতো ময়া শ্রুতং পুরা হ্যভূৎ॥১৪
জাম্ববন্তং বিজ্ঞাপ্য রামচন্দ্রো বচনমাহ॥ ১৫

শ্রীরাম উবাচ।

কীর্ত্তয় পুরাণং মে শুশ্রূষুঃ কুতূহলাদহম্।
প্রণীতং তৎ কেন চ বিজ্ঞাতম্॥ ১৬
জাম্ববানথ ভবাষে হি॥ ১৭
বিধাত্রে নমস্তথৈব বিধুভূষণকেশবাভ্যাম্॥ ১৮
অথ পুরাতনরামায়ণং কথয়ামি যস্য শ্রবণেনাখিলজন্মসম্পাদিতপাপক্ষয়ো জায়তে॥ ১৯

রাজাসনে উপবেশন করিলেন। স্থূলকায় বানরগণ চতুঃপার্শ্বে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল। দ্বিজবর শম্ভু রাজা রাম সুখাসীন হইয়াছেন দেখিয়া, তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন,—হে নৃপবর! এই সভাস্থিত লোকসকল সকলের মান্য। যদি বল কেন? একটি গুহ্য কথা আছে, তাহা যে-সে লোকের সমক্ষে বলা উচিত নহে। রামচন্দ্র তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া গুহ্য কথা শ্রবণে উৎসুক হইয়া, সভাস্থ সকলকে চুপ করিতে বলিলেন। সকলে একাগ্রচিত্তে চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল; শম্ভু পুরাকল্পীয় রামায়ণের অন্যরূপ ঘটনার কিয়দংশ অর্থাৎ পুরাকল্পে, রাম রাবণবধের পর কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি রূপে নূতন কথা প্রকাশ করিলেন। রাম পুরাকল্পের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না, ব্রাহ্মণের মুখে নিজের রাক্ষসবধ কার্য্য অন্যপ্রকার শ্রবণ করিয়া কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, একি? আমি কুম্ভকর্ণকে, প্রথমে নিহত করি, তাহার পর রাবণ নিহত হয়। এই ত আমার রাক্ষস-বধ ঘটনা। এই ঘটনা অন্যরূপ করিয়া এবংবিধ নূতন-প্রকার রামায়ণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, ইনি কে? ইনি কোথাকার ব্রাহ্মণ? রাজসভায় মুখরতা প্রকাশ করত সকল লোককে নাস্তিক করিতে বসিয়াছেন, উঁহাকে আমি দণ্ড দিব, না পূজা করিব? অনন্তর জাম্ববান্ ঐ পুরাকল্পীয় রামায়ণ কথার উল্লেখ করিয়া রঘুনাথকে বলিলেন, দেব! উহা আপনার বর্ত্তমান-চরিত্রবিষয়ক কথা নহে, উহা পুরাকল্পের রামায়ণে আছে। ব্রহ্মার মুখে আমি ঐ পুরাকল্পীয় রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছি; আপনার নিকটে বিস্তৃতভাবে উহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অনন্তর রামচন্দ্র, জাম্ববান্‌কে বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—ঐ পুরাতন রামায়ণ শ্রবণ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে, অতএব বল, কে ঐ রামায়ণ রচনা করিল, কেই বা উহা অবগত আছে? জাম্ববান্ বলিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রণাম

অথ তথাপি দশরথো দশরথসমানরথী মহীয়সা বলেন সুমনসং নাম নগরং জিগমিষয়া পঙ্কেরুহসুতসুতং বসিষ্ঠমাহূয় নমস্কৃত্বা মুনিদত্তানুজ্ঞঃ শতাক্ষৌহিণীসেনয়া সহারুহ্য তুরগমুখ্যং চন্দ্রসমানশরীরমতিরোষসমাবিষ্টো বিষ্টরশ্রবসমারাধ্য দণ্ডযাত্রাং চকার। ২০

সাধ্যো নাম স্বীয়য়া সেনয়া বৃতো দশরথাভিমুখমাযযৌ যোদ্ধুং যুদ্ধকাঙ্ক্ষোহস্তমভূৎ। ২১

মাসমেকং যুদ্ধং কৃত্বা দশরথস্তং সাধ্যং জগ্রাহ

অথ সাধ্যসূনুর্ভূষণো নানান্নপরিবারো যুযুধে দশরথেন। ২২

দশরথোঽপি সাধ্যসূনুং ভুবো ভূষণমবলোক্য যোদ্ধুমেব নৈচ্ছৎ। ২৩

কথমেতাদৃশং হন্মি চাস্মিন্ হতেঽস্য কথং পিতা ভবিষ্যতি কথংতন্মাতা কথমপ্রৌঢ়যৌবনা প্রিয়া ভার্য্যামুষ্য হি দেহে সমালিঙ্গনচুম্বনপরিবর্দ্ধিনবীনতরদলারবিন্দপদানি কুসুমানীব দৃশ্যন্তে। ২৪

এতৎসমানবর্ণবয়া এতাদৃশসুভগঃ পরমপ্রীতিবর্দ্ধনো নাম পুত্রো ভল্লূকভক্ষিতো মৃতঃ স্মৃতিময়ং প্রাপ্যাপি মাং রক্ষয়িতুমিচ্ছতীব মম হৃদয়মন্তথা করোতীতি মনসা বিতর্ক্যাতিবালকং গ্রহীতুমারভত। ২৫

স চ সাধ্যোঽপি পরাধীনো বভূব। ২৬

করিয়া এই আমি পুরাতন রামায়ণ বলিতে আরম্ভ করিলাম, যাহা শ্রবণ করিলে নিখিলজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি নাশ হয়। একাই দশরথীর ন্যায় রথী রাজা দশরথ অতিবলে সুমনা নগর জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠকে ডাকাইয়া নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; পরে তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া শত অক্ষৌহিণী-সমভিব্যাহারে চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সুমনা নগরের রাজার নাম সাধ্য, দশরথ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া সাধ্য নিজ সৈন্য-সমভিব্যাহারে দশরথের অভিমুখে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। উভয়ের পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল। একমাসকাল যুদ্ধ করিয়া দশরথ সাধ্যকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে সাধ্যপুত্র ভূষণ কতিপয় সৈন্য লইয়া দশরথের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। সাধ্যপুত্র ভূষণ, রূপে গুণে বাস্তবিকই ভূষণ, পৃথিবীর অলঙ্কার। তাহাকে দেখিয়া রাজা দশরথের মনে স্নেহ ও দয়ার উদয় হইল; তিনি ভূষণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,— এমন সুন্দর বালককে আমি কিরূপে বধ করি; ইহাকে বধ করিলে ইহার পিতার কি দশা হইবে? ইহার মাতা কিরূপে এই পুত্রশোকে জীবন ধারণ করিবে? আর ইহার বালিকা ভার্য্যার দশাই বা কি হইবে? আহা এই বালকের গাত্রে এখনও পিতামাতা ও বালিকা পত্নীর আলিঙ্গন-চুম্বনাদির চিহ্ন রহিয়াছে; ইহার কি সুন্দর অবয়বসৌষ্ঠব যেন পদ্মপুষ্পের নূতন দল (পাপড়ি); যেন অভিনব কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে। আহা! আমারও এক পুত্র ছিল, তাহারও এইরূপ বয়স, এইরূপই সুন্দর অবয়ব, দেখিলে চক্ষু জুড়াইত, আমার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না; দুরদৃষ্টবশতঃ বাছা আমার ভল্লূকভক্ষিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। এই বালককে দেখিয়া আমার সেই পুত্রের কথা সমস্ত মনে পড়িতেছে; তথাপি ইহাকে দেখিয়া আমি পুত্রশোক ভুলিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিব; ইহাকে দেখিয়া অস্ত্র পরিত্যাগের পরিবর্ত্তে আমার মনে অন্য ভাবের উদয় হইতেছে। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা সেই শিশুকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। কৌশলে তাহাকে আয়ত্ত করিলেন। ৪—২৫। সাধ্য পুত্রের সহিত পরাধীন হইয়া পড়িলেন। সাধ্যপুত্র

স চ কুমারেণ সহ পরাজয়খেদমমত্বা সুখ-মধ্যবাস চ। ২৭

স দশরথোঽপি তত্র মাসং স্থিত্বা তৎ-পুত্রসন্দর্শনসুখমবলোক্যাচিন্তয়ৎ। ২৮

অহো সর্ব্বদুঃখাপনোদনক্ষমমেতন্মুখাব-লোকনং পুত্রসম্বর্দ্ধনং নাম। ২৯

সর্ব্বরাষ্ট্রকোঽপি মম জয়ঃ পুত্রবিয়োগমনু-স্মরতো দুঃখায় কেবলং ভবতি তদস্য পৃচ্ছাং করোমি কথমীদৃশো জায়তে পুত্র ইতি বিতর্ক্য তমপৃচ্ছৎ। ৩০

সাধ্যোঽপি সকলমোক্ষমার্গং ক্ষিতীশায়া-দিশৎ॥ ৩১

হরীশানৌ সহারাধ্য সর্ব্বৈকাদশীরুপোষ্য দ্বাদশীষু ব্রাহ্মণানারাধ্য তৎকালভবং ফল-পূর্ব্বমন্নাদ্যং ব্যঞ্জনং পুষ্পং বা স্থাপয়েন সম্পাদ্য কপিলাঘৃতেন কেশবং স্নপয়িত্বা মুদ্গচূর্ণেন সংলিপ্য স্বাদূদকেন স্নাপয়িত্বা সুরভিপটীরং স্বয়মুদ্ঘৃষ্টং মৃগনাভ্যাগরুসারেণ বা সমেতং দেবাঙ্গে সর্ব্বমুপলিপ্য তুলসী-দলৈর্যূথিকাকরবীরনীলোৎপলকমলকোকনদ-দ্রোণকুসুমমরুবকদমনকগিরিকর্ণিকা-কেতকী-দলপুষ্পৈর্যথাসম্ভবমভ্যর্চ্চ্য দ্বাদশাক্ষরেণ পুরুষসূক্তেন বা নাম্না বা ষোড়শোপচারেণ বারাধ্য প্রণম্য নৃত্যং কৃত্বা দেবং ক্ষমাপয়েৎ॥

তথা ব্রতানি চ বিচিত্রাণি নারায়ণপ্রীণনায় কুর্য্যাৎ। ৩৩

প্রসন্নো ভগবান্ মুনিরীপ্সিতং পুত্রং যচ্ছতি তদমুমারাধয়স্বেতি দশরথমুক্তবান্। ৩৪

ভূষণের প্রতি বাৎসল্য ভাবের উদয় হওয়ায় দশরথ তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলেন না; পরন্তু রাজ্য প্রত্যর্পণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলেন; সুতরাং সাধ্য পরাজিত হইয়াও দশরথের স্নেহপাত্র হইলেন বলিয়া মনে কোনরূপ কষ্ট অনুভব করিলেন না, বরং পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। দশরথ সাধ্যভবনে একমাস কাল থাকিয়া সাধ্যপুত্র ভূষণকে দেখিয়া সুখ বোধ করিতে লাগিলেন ভূষণকে দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইতেছে,—তাই মনে মনে ভাবিলেন,—আহা! পুত্রমুখদর্শন কি সুখকর, ইহাতে সকল দুঃখের অবসান হয়; পরের পুত্র দেখিয়া এই সুখ; না জানি নিজের পুত্র হইলে কত সুখ হইত! পুত্র থাকিলে সকল দুঃখের অবসান হয়। আমি সকল রাজ্য জয় করিয়াছি; কিন্তু পুত্রবিরহ মনে হইলে আমার এ জয়ে কোন সুখ বোধ হয় না, প্রত্যুত কেবল দুঃখের কারণ হইতেছে, অতএব কি প্রকারে এরূপ পুত্র জন্মে, ইহাকে একবার তাহা জিজ্ঞাসা করি। মনে মনে এইরূপ তর্ক করিয়া সাধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধ্য রাজাকে মুক্তিলাভের নিখিল উপায় বলিয়া দিয়া বলিলেন,—

আপনি যুগপৎ শিব ও বিষ্ণুর পূজা করিয়া সমস্ত একাদশীতে উপবাস করিবেন; দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া তত্তৎকালভব ফলমূল, অন্ন-ব্যঞ্জন ও পুষ্পাদি প্রদান করিবেন। বিষ্ণুর অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কপিলাগাভীর ঘৃত, মাখাইয়া মুদ্গচূর্ণ লেপনপূর্ব্বক সুগন্ধি জলে বিষ্ণুকে স্নান করাইবেন। তৎপরে উৎকৃষ্ট চন্দন, নিজে ঘসিয়া লইয়া তাহাতে কস্তুরী ও অগুরুর সারভাগ মিশ্রিত করিয়া দেব বিষ্ণুর অঙ্গে মাখাইয়া দিবেন। তাহার পর প্রচুর তুলসীপত্র, যূথী, করবীর, নীলোৎপল, কমল, রক্তপদ্ম, দ্রোণপুষ্প, মরুপুষ্প, বক, দমনকপুষ্প গিরিকর্ণিকাপুষ্প, কেতকীপুষ্প প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প দ্বারা যথাবিধানে বিষ্ণুর পূজা করিবেন। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, পুরুষসূক্ত মন্ত্র, অথবা মাত্র বিষ্ণুর নাম মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজানন্তর প্রণাম করিয়া নৃত্যান্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। ২৬—৩২। নারায়ণের প্রীতি কামনায় এইরূপ নানাবিধ ব্রত করিবেন। ভগবান্

স চাপি সাধ্যং ততঃ স্থাপ্য গত্বাযোধ্যাং তথা সর্ব্বং কৃতবান্ ॥৩৫

অথ পুত্রকামেষ্টৌ সমাপ্তায়ামাহবনীয়াদ্-যজ্ঞো মূর্ত্তিমান্ ভূতঃ শঙ্খচক্রগদাপাণিরুদ-তিষ্ঠৎ।

রাজানং বরং বৃণীষেত্যুক্তবান্ ॥৩৭

স চ রাজা বব্রে পুত্রানতিধার্ম্মিকান্ দীর্ঘায়ুষশ্চতুরো লোকোপকারকান্ দেহীতি।

অথ রাজমহিষ্যশ্চতস্রঃ কৌশল্যা সুমিত্রা সুরূপা সুবেষা চেতি রাজানমব্রুবন্ দেবপ্রতি-ঘোষমেকেন পুত্রেণ ভবিতব্যম্ ॥৩৯

অথ কৌশল্যোবাচ।

এষ যদি প্রসন্নো দেবস্তদয়মুৎপদ্যতাং মম ॥৪০

রাজোবাচ মম দিষ্টং তদয়ং প্রার্থ্যতে হরিঃ।

বিষ্ণো প্রসীদ দেবেশ কমলাপতে শঙ্খ-চক্রগদাধর বিভীষণস্তুতিসমস্তলোকপালাদি-পূজিতপাদযুগল শাশ্বত হরে নমস্তে নমস্ত এবং স্তুতো ভগবানথ রাজানমাহ। ৪২

মাধব উবাচ।

তব পুত্রো ভবিষ্যামি কৌশল্যায়ামথ চরুং প্রবিবেশ হরিস্তং চরুং হি চতুর্দ্ধা বিভজ্য ভার্য্যাভ্যো দত্তবান্ ॥ ৪৩

অথ কৌশল্যায়াং রামো লক্ষ্মণঃ সুমি-ত্রায়াং সুরূপায়াং ভরতঃ সুবেষায়াং শত্রুঘ্নো জজ্ঞে। ৪৪

খাৎ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ পপাত। অথ চতুরাননঃ স্বয়মুপেত্য জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াশ্চক্রে। ৪৫

ত্রিভুবনাভিরামতয়া রাম ইতি নাম চক্রে, রূপশৌর্য্যাদিলক্ষ্মীযোগ্যতয়া লক্ষ্মণ ইত্য-

---

বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে অভীষ্ট পুত্র প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব আপনি উঁহাকে আরা-ধনা করুন। দশরথ সাধ্যের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তদীয় রাজ্যে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য করিলেন, পুত্রকামনায় বিষ্ণুর উদ্দেশে যাগ করিলেন। অনন্তর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে যজ্ঞাগ্নি হইতে শঙ্খ-চক্র-গদাহস্ত মূর্ত্তিমান্ নারায়ণ উত্থিত হইলেন। উত্থিত হইয়া রাজাকে "বর প্রার্থনা কর" এই কথা বলিলেন। রাজা প্রার্থনা করিলেন,—আমাকে দীর্ঘ-জীবী লোকোপকারী অতি ধার্ম্মিক চারিটী পুত্র দান করুন। অনন্তর কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুরূপা, সুবেশা, এই চারি রাজ-মহিষী রাজার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—আমাদের প্রত্যেকের গর্ভে যেন এক একটী পুত্র জন্মে। অনন্তর কৌশল্যা বলিলেন, যদি এই দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ইনিই আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করুন। রাজা বলিলেন,—তাহা হয় ত আমার বড়ই সৌভাগ্যের কথা, আচ্ছা আমি এই বিষ্ণুকে প্রার্থনা করি। এই বলিয়া রাজা বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন;—"হে বিষ্ণো! হে দেবেশ! হে কমলাপতে! আপনি প্রসন্ন হউন। হে শঙ্খ-চক্র গদাধর! আপ-নাকে নমস্কার। হে অরিভয়ঙ্কর! এই জগ-দ্বাসী সমস্ত লোক এমন কি লোকপালগণও আপনার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, আপনি সনাতন দেব। হে হরে! আপ-নাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। রাজা এই-রূপে স্তব করিতে লাগিলে ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন,—আচ্ছা, আমি কৌশল্যাগর্ভে তোমার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব। এই বলিয়া বিষ্ণু যজ্ঞিয় চরুতে প্রবেশ করিলেন। রাজা সেই চরু চারি-ভাগ করিয়া চারি ভার্য্যাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর কৌশল্যার গর্ভে রাম, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ, সুরূপার গর্ভে ভরত, এবং সুবেশার গর্ভে শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের জন্ম-কালে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের জাতকর্ম্মাদি সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের

.পরস্ত্, ভুবং ভারাত্তারয়তীতি ভরতঃ, শত্রূন্ হন্তীতি শত্রুঘ্ন ইতি নামানি কৃত্বা ব্রহ্মা স্বভবনং জগাম শিশবশ্চ বৃদ্ধিমেব ॥ ৪৬

অথ পাদসঞ্চারিণং বালচন্দ্রসঙ্কাশদর্শং বিম্বাধরমুন্নততিলপ্রসূননাসং পুরশ্চূলিকা-লম্বমানরত্নপত্রকং শ্রবণলোললম্বমানকুণ্ডলং বক্ষঃস্থলবিচলিতস্থূলমুক্তাহারং বিলসৎকার্ত্ত-স্বরবাহুবলয়ং শিঞ্জন্মণিকঙ্কণরত্নাঙ্গুলীয়-হেম মণিরচিতশ্রোণীসূত্রং শিঞ্জন্নূপুরোপশোভিত-পাদমঙ্গুলীয়োপশোভিত--পাদ---মধ্যাঙ্গুলিকং বজ্রাঙ্কুশ-সরোজলাঞ্ছনশোভিতোরু-পাদতলং তূণীরসদৃশজঙ্ঘং করিকরসদৃশোরুং বিস্তৃত-জঘনং সূক্ষ্মমধ্যম্। বর্ত্তুলাবর্ত্তকং গম্ভীর-নাভিমিন্দ্রনীলশিলাবিশালবক্ষঃস্থলং কম্বুগ্রীবং চন্দ্রবিম্বসদৃশবদনমর্দ্ধচন্দ্রসদৃশললাটং নীল-কুটিলকুন্তলং ক্রীড়াসক্তং ধূলিভিরাপাণ্ডুরং ফুল্লপদ্মদলারক্তবিলোললোচনং মহেশ্বর-মিবোদ্ধূলিতভূতিং মহেশ্বরমিব দিগম্বরং রামং কুমারং রাজা দশরথো দৃষ্ট্বা হর্ষপরিপূর্ণ-হৃদয়ঃ পুত্রমালিঙ্গ্য চুম্বিত্বা বক্ষস্যালিলিঙ্গ দৃঢ়ম্ ॥ ৪৭

অথ কুমারোঽপি পার্শ্বেনাঙ্কমারোপ্য কল-কলিতলোচনো যৎকিঞ্চিদুবাচ যাচমানমিত-স্ততো বীক্ষ্যমাণস্তাত গচ্ছে শয়ে তাত ক্রীড়ামি তাতেত্যাদি পুত্রসুখমনুভূয়ানুভূয় নির্বৃতিং যযৌ। অথ কদাচিদ্ভোক্তুমাগতে রাজনি রামচন্দ্রো বালক্রীড়াসক্তহৃদয়ো বহু-ক্রীড়নককরকমল উৎপ্লুত্য ধাবমানো নরপতি-

---

নামকরণ করিলেন, ত্রিভুবনের মধ্যে অতি রমণীয় বলিয়া জ্যেষ্ঠের নাম রাম রাখিলেন, সৌন্দর্য্য-শৌর্য্যাদি লক্ষ্মীর আধার বলিয়া সুমিত্রাগর্ভজাত সন্তানের নাম লক্ষ্মণ, পৃথিবীর ভারাবতরণ করিতে সমর্থ বলিয়া স্বরূপানন্দনের নাম ভরত এবং শত্রু বধ করিতে নিপুণ বলিয়া সুবেশাপুত্রের নাম শত্রুঘ্ন রাখিলেন। ব্রহ্মা নামকরণান্তে স্বভবনে গমন করিলেন। এদিকে বালকগণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।৩৩—৪৬।
অনন্তর রাম হাঁটিতে শিখিলেন, নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অবয়ব অতি সুন্দর। তাঁহার অধর বিম্বফলের ন্যায় আরক্ত; তিলফুলের ন্যায় উন্নত নাসিকা; পুরোভাগে বিলম্বিত কেশদামে রত্নপত্র দোদুল্যমান; কর্ণে লোল কুণ্ডল এবং বক্ষঃস্থলে স্থূল মুক্তাহার বিলম্বিত। তাঁহার দুই বাহুতে সুন্দর স্বর্ণবলয়, মণিকাঙ্কন ও রত্নাঙ্গুরীয়ক, কটীতটে সুবর্ণ মণিরচিত কটিসূত্র; পদযুগল মধুরশব্দকারী নূপুর দ্বারা শোভিত, চরণের মধ্যমা অঙ্গুলিতে মনোহর অঙ্গুরীয়ক, পদতলে বজ্রাঙ্কুশ-পদ্মচিহ্ন সুশোভিত। তূণীরতুল্য জঙ্ঘা, করিশুণ্ডের ন্যায় উরু, বিস্তৃত জঘন, মধ্যভাগ অতি-সূক্ষ্ম; নাভিগর্ত্ত গোলাকার ও গভীর, বক্ষঃস্থল ইন্দ্রনীলমণিময় ফলকের ন্যায় বিশাল, শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদন, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাট, মস্তকের কেশদাম নীল কুটিল; তাঁহার চঞ্চল নয়ন বিকসিত রক্তপদ্মের ন্যায় লোহিতবর্ণ; মহেশ্বরের ন্যায় দিগম্বর বেশে তিনি সর্ব্বাঙ্গে ধূলি মাখিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্মধবলিত মহেশ্বরের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দশরথের আনন্দের সীমা রহিল না; হর্ষাপ্লুত হৃদয়ে তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া কখন চুম্বন, কখন বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। কুমার রামও কখন পার্শ্বদেশ দিয়া রাজার অঙ্কে আরোহণ করেন; কত কি পিতার কাছে আব্দার করেন; রাজার সর্ব্বদা পুত্রের দিকে দৃষ্টি; পুত্রও "বাবা! যাই, বাবা! শুই, বাবা! খেলা করি," ইত্যাদিরূপে কত কথা বলেন। রাজা পুত্র পাইয়া বড়ই সুখী; সুখের পর সুখ, কত সুখ কত তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা ভোজন করিতে বসিয়াছেন, সম্মুখে মণিখচিত

পুরঃস্থিতমণিখচিতস্ুবর্ণভাজনস্থমন্নং বাম-করেণ গৃহীত্বা রাজনি চিক্ষেপ ॥ ৪৮

ইদমপি রাজা সুখায় মেন এতাদৃশান্যস্থানি চকার রামচন্দ্রঃ ॥ ৪৯

অথ কদাচিৎ ক্রীড়মানে রামে বাত্যা রামমপাতয়দ্রামশ্চ রুদন্নপতৎ ॥ ৫০

এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মরাক্ষসো রামমগৃহ্ণা-দ্রামশ্চ মূর্চ্ছামাপ হ ॥ ৫১

অথ সহচরো বাল ইতস্ততো রোরুয়মাণো রামং তথাবিধং রাজ্ঞে ব্যজ্ঞাপয়ৎ ॥ ৫২

অথ রাজা রামমাদায় বসিষ্ঠমাহ কিমিদং রামস্যেতি পপ্রচ্ছ ॥ ৫৩

অথ বসিষ্ঠো ভস্মাদায়াভিমন্ত্র্য ব্রহ্ম-রাক্ষসং মোচয়ামাস পপ্রচ্ছ কো ভবানিতি ॥৫৪

স চাহাহং বেদগর্ব্বিতো ব্রাহ্মণো বহুশঃ পরধনমপহৃত্য ব্রহ্মরাক্ষসো জাতো মে নিষ্কৃতিং বিচারয় ॥ ৫৫

বসিষ্ঠ উবাচ।

ইদমিতঃ পরমেকবর্ষশতোপভোগ্যং রাক্ষসত্বং নরকম্ ॥ ৫৬

ভাগীরথীস্নানমেকং শিবায় বিল্বপত্রশতং সমর্প্য ততঃ স্নাত্বা পাপাদ্বিমুক্তো ভবসীতি। কদাচিত্তাদৃশং কৃতপুণ্যং তব পদং প্রযচ্ছামি তদুপরি শিষ্টগতিং ভজেতি বসিষ্ঠবাক্য-মাকর্ণ্য ব্রহ্মরাক্ষসো বসিষ্ঠোপদিষ্টপুণ্যবশা-দ্দিব্যশরীরো ভূত্বা নমস্কৃত্বা স্বর্গং জগাম ॥ ৫৭

অথ রামং প্রাপ্তে কাল উপনীয় বশিষ্ঠো বেদানধ্যাপয়ামাস ষড়ঙ্গানি মীমাংসাদ্বয়ং নীতিশাস্ত্রং চাধ্যাপয়ামাস ॥ ৫৮

সুবর্ণপাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন রহিয়াছে, রাজা আহার করিতেছেন, এমত সময়ে রামচন্দ্র খেলা করিতে করিতে কতকগুলি খেলনা-দ্রব্য হাতে করিয়া লাফাইতে লাফাইতে পিতার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া সম্মুখস্থিত অন্ন ব্যঞ্জন বামহস্তে লইয়া রাজার গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। রাজার তাহাতেই কত আনন্দ। রামচন্দ্র এইরূপ আরও কত খেলা করিয়াছিলেন। একদিন রাম খেলা করিতেছেন, এমন সময়ে একরূপ বাতাস আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল; রাম পড়িয়া গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইত্যব-সরে এক ব্রহ্মরাক্ষস আসিয়া রামকে গ্রহণ করিল; রাম মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার সহচর অন্যান্য বালকেরা তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিতে করিতে রাজার কাছে গিয়া রামের এইরূপ অবস্থার কথা বলিল। অনন্তর রাজা তাড়াতাড়ি আসিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় রামকে লইয়া বসিষ্ঠদেবের নিকটে গমন করিলেন এবং "রামের এ কি হইল," বলিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। ৪৭—৫৩। বশিষ্ঠদেব রামের গাত্রে মন্ত্রপূত ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্ম-রাক্ষস হইতে মুক্ত করিলেন; ব্রহ্মরাক্ষস রামকে ছাড়িয়া দিলে বশিষ্ঠ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" ব্রহ্ম-রাক্ষস উত্তর করিল, আমি একজন বেদ-গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ; বহুবার পরস্ব অপহরণ করাতে আমি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি; এক্ষণে আমার উদ্ধারের উপায় কি? তাহা বলুন। বসিষ্ঠ বলিলেন,—এখনও তোমাকে এক-শত বর্ষ রাক্ষস থাকিয়া নরকে বাস করিতে হইবে। তবে যদি একবার গঙ্গাস্নান করিয়া শিবকে একশত বিল্বপত্র প্রদান-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্নান করিতে পার, তাহা হইলে পাপমুক্ত হইবে। আর আমি তোমাকে হয় ত কোন পুণ্যময় ধামে প্রেরণ করিতে পারিব। তুমি এখন হইতে শিষ্ট-ভাব ধারণ কর, কাহারও উপরে অত্যা-চার করিও না। বসিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মরাক্ষস বসিষ্ঠের উপদেশ মত পুণ্যকর্ম্ম করাতে দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া বশিষ্ঠকে নমস্কারপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। অনন্তর রামের উপনয়নের কাল উপস্থিত হইলে বসিষ্ঠদেব তাঁহাকে উপনয়ন দিয়া

অথ ধনুর্ব্বেদমায়ুর্ব্বেদং ভরতগান্ধর্ব্ববাস্তু-শাকুনবিবিধযুদ্ধশাস্ত্রাণি চ। ৫৯

অথ বিবাহং কর্ত্তুকামেন রাজ্ঞা দশরথেন নানাদেশজনপতীন্ প্রতি দূতাঃ প্রেরিতাঃ।৬০

অথ কশ্চিচ্ছীঘ্রমাগত্য রাজানমিদমব্রবী-দ্রাজন্ বিদর্ভদেশাধিপতির্ব্বিদেহো নাম রাজা তস্য পুত্রী বৈদেহী হোমলব্ধা রূপেণ লক্ষ্মীসমা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না রামযোগ্যা বিদ্যতে স চ তাং দাতুং রাজা রামায়োদ্যুক্তস্তদ্‌গমতাং শীঘ্রমিতি। ৬১

অথ বসিষ্ঠাদীন্ প্রেরয়ামাস তে চ তত্র গত্বা তাঞ্চ নিরীক্ষ্য লগ্নং নিশ্চিত্যাযোধ্যায়া-মেত্য রাজ্ঞে মুক্তা রামসংহিতাঃ পৃথ্বীপতি-সমেতাঃ শীঘ্রং বিবিধকরিতুরগশকটশিবিকা-দোলিকাভিরতিসুভগরূপভোগ-বিলাসক্রিয়া-নিপুণা হি বিদিতবিবিধচেষ্টা গন্ধর্ব্বকামশাস্ত্র-কুশলা মৃদুকঠিনপৃথুপয়োধরাসন্নকণ্ঠাঃ স্থূল-সূক্ষ্মললাটবিম্বদশনচ্ছদমুখপঙ্কজাঃ কুটিল-কুন্তলদীর্ঘকেশধম্মিল্লাঃ কনকপত্রকর্ণাঃ স্নান-চেঙ্গোত্থিতরোমশোভিতা জপারক্তদশনা বিশদবিস্ফুরচ্ছফরীলোচনাঃ শুক্তিকাসদৃশ-শ্রবণা নক্ষত্রসদৃশস্থূলমুক্তাফলোপশোভিত-নাসাপুটা মুকুরসদৃশকপোলাস্তিলপ্রসূন-নাসিকা আনম্রমধ্যপ্রদেশচুচুকা ইন্দ্রগোপ-প্রতীকাশাধরপুটদশনক্ষতাঃ সমদীর্ঘকাঙ্গ-প্রদর্শনান্বিত--সর্ব্বপ্রদেশবর্ত্তুলানতিমাংসলাঃ

যড়ঙ্গ বেদ, দ্বিবিধ মীমাংসাশাস্ত্র ও নীতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। রাম বশিষ্ঠের নিকট উক্ত শাস্ত্র শিক্ষার পরে ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, নাট্যশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, সামুদ্রিক ও নানাবিধ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করি-লেন। অনন্তর রাজা দশরথ রামের বিবাহ দিবার অভিপ্রায় করিয়া ভাল কন্যার সন্ধান লইবার জন্য নানাদেশীয় রাজাদিগের নিকটে দূত পাঠাইলেন। এক দূত অবি-লম্বে প্রত্যাগমন করিয়া রাজাকে সংবাদ দিল,—রাজন্! বিদর্ভ দেশের রাজা বিদেহের একটি কন্যা আছে; সেটিকে তিনি যজ্ঞ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন; কন্যাটী রূপে লক্ষ্মীতুল্যা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, সর্ব্বাংশে আপনার রামের উপযুক্ত; সেই রাজাও রামকে কন্যাটী দান করিতে উদ্যুক্ত আছেন, অতএব সত্বর হউন। ৫৪—৬২। রাজা দশরথ দূতমুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বশিষ্ঠাদিকে তথায় প্রেরণ করিলেন; বশিষ্ঠপ্রভৃতি তথায় কন্যা দেখিয়া লগ্নপত্র স্থির করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা দশরথ বশিষ্ঠাদির মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া রামাদিকে সঙ্গে লইয়া বহুবিধ-লোক-সমভিব্যাহারে পুত্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত মিথিলায় যাত্রা করি-লেন; সঙ্গে বহুবিধ যান-বাহন চলিল; বিবাহমঙ্গলকর্ম্ম করিবার নিমিত্ত বহুতর নারীও হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, পাল্কী ও ডুলীতে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। সেই রমণীগণ সকলেই রূপবতী, সকলেই বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিতা; সেই বিলাসিনীরা সকলেই সুচতুরা কার্য্য-দক্ষা সঙ্গীত ও কামশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্না; তাহাদের কোমল কঠিন পীনপয়োধর উচ্চ-তায় কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; তাঁহাদের ললাট স্থূল সূক্ষ্ম, অধর বিম্বোপম এবং মুখমণ্ডল প্রফুল্ল-কমলতুল্য। তাঁহাদের কুটিল কুন্তল ও দীর্ঘ কেশদাম বেণীবদ্ধ, কর্ণে সুবর্ণময় পত্র, সদ্যঃস্নাত বলিয়া তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত, দন্ত জবাফুলের ন্যায় আরক্ত, নয়ন শফরী-মৎস্যের ন্যায় বিশদ চঞ্চল; কর্ণ ঝিনুকের ন্যায়, নাসা নক্ষত্রতুল্য স্থূল মুক্তায় সুশোভিত; গণ্ডস্থল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, নাসিকা তিলফুলের ন্যায়, স্তনাগ্র-মধ্যভাগ ঈষৎ আনত (ডোব খাওয়া); অধরের দন্তক্ষতচিহ্ন ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় প্রতীয়মান। সর্ব্বাঙ্গ হৃষ্ট-পুষ্ট মানান-সই দীর্ঘ ও বর্ত্তুল, কিন্তু অতি মাংসল নহে।

পিণ্ডকাগ্রন্থিনীব্যো বলিতবাহুমূলা অনতিচির-কালোত্থিতরোমতয়া হরিদ্রাবর্ণতয়া চ কর্ণি-কারদলসদৃশবাহুমূলা মৃদুস্নিগ্ধবর্তুলসূক্ষ্মমধ্য প্রদেশাঃ কঠিনস্থূলবর্তুলামমগ্নচুচুকপরস্পরস্থা-নাক্রমণস্পর্দ্ধপয়োধরমধ্যলব্ধপদক-পয়োধরো-পরিচঞ্চল-বিবিধমণিময়হারোপশোভিতবক্ষঃ-স্থলাঃ পয়োধরপরিতো লব্ধপদতয়া তরুণ-দৃষ্টিপরম্পরয়াসমানয়া নাভিকূপোপরিতন-রোম-রাজ্যোপশোভিতোদর—প্রদেশাভজ্য-মানমধ্যস্থলীকরণ এব বলীত্রয়োপশোভিতা মুষ্টিগ্রাহ্যমধ্যাঃ করিকরোপমজঘনপ্রদেশা আরোমশমৃদুস্নিগ্ধামলাসমজান্বঃ কদলীস্তম্ভ-সন্নিভোরুযুগলা আমগ্নজানুরুকশকুংশবর্তুল-পিণ্ডিকারহিতজঙ্ঘা আমগ্নগুল্ফা আসূক্ষ্ম-স্নিগ্ধাদীর্ঘদীর্ঘাঙ্গুলিপাদা নূপুররবাহূয়মানমদনা হংসমতঙ্গজগমনা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠস্পর্শিকচ্ছাগ্রা উপরিকচ্ছঃ নীবিং কৃত্বা করদ্বয়যুতা বস্ত্র-প্রদেশকণ্ঠমপ্রাবৃত্যাপরবসনপরিভাগাবৃত্তস্তন-বসনাপরভাগে বামাংস এব দক্ষিণ-পার্শ্বাগতেন দশাভাগেন নাভিপ্রান্তেন প্রবিশিনোপশোভিত—গাত্র—ষষ্টয়োযোষিতো বিবাহমঙ্গলকর্ম্মকরণায়ানেকশ আগচ্ছন্। ৬২

পরিধেয়-বসনের নীবিগ্রন্থি ব

বাহুর অগ্রভাগ ঈষৎ আনত, হরিদ্রার ন্যায় বর্ণ এবং রোমের উদ্গম হইতেছে বলিয়া তাঁহাদের কক্ষদেশ (বগল) কর্ণিকার-কুসুমের পাপড়ির ন্যায় শোভা পাইতেছিল, মধ্যভাগ কোমল স্নিগ্ধ বর্তুল ও ক্ষীণ। তাঁহাদের আমগ্ন চুচুক স্থূল কঠিন বর্তুলা-কার পয়োধরযুগল এতই ঘনসন্নিবিষ্ট যে, দেখিলে বোধ হয় যেন স্পর্দ্ধাসহকারে উভয়ে উভয়ের স্থান আক্রমণ করিতেছে; বক্ষঃস্থল বিলম্বিত বিবিধ-মণিময় বহুগুণিত হারের মধ্যবর্ত্তী গুণ সেই ঘনসন্নিবিষ্ট স্তনযুগলের অন্তরালে স্থান না পাইয়া উপরিভাগে দুলিয়া দুলিয়া বক্ষঃস্থলের শোভা বাড়াইতেছিল। নাভিকূপের উপরি ভাগে অচিরোদ্গত রোমরাজি, সমশ্রেণীতে উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতেছিল, দেখিলে বোধ হয় যেন যুবকদিগের দৃষ্টিরাজি স্তনোপরি আশ্রয় না পাইয়া নিম্নে উর্দ্ধাভিমুখী হইয়া শোভা পাইতেছে। মধ্যভাগ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া কেহ যেন ত্রিবলী দ্বারা বন্ধন করিয়া মধ্যভাগকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে। ফলে তাঁহাদের মধ্য-ভাগ মুষ্টি দ্বারা অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে; তাঁহাদের নিতম্বের পশ্চাদ্ভাগ হস্তি-শুণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান। তাঁহাদের কোমল স্নিগ্ধ অসমান নির্ম্মল জানুতে অল্প অল্প রোমোদ্গম হইতেছে। তাঁহাদের উরু-যুগল; কদলীকাণ্ডের ন্যায় জানুর অগ্রভাগ উরুর আয়তন হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। জঙ্ঘা বর্তুল অথচ পিণ্ডাকৃতি নহে। পায়ের গ্রন্থি আমগ্ন। পায়ের অঙ্গুলিগুলি অপেক্ষাকৃত সরু অথচ তত দীর্ঘ নহে এবং স্নিগ্ধ। তাঁহাদের চরণে নূপুর বাজিতেছিল,—সেই নূপুররবে যেন কাম-দেব আহূত হইতেছিলেন। তাঁহাদের গতি, হংস ও মাতঙ্গের ন্যায়; তাঁহাদের কোঁচার অগ্রভাগ, চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, বস্ত্রের খুট কোঁচায় আবৃত। গায়ে কাঁচুলি। কাঁচুলি-শোভিত বামস্কন্ধে পরিধানবস্ত্রের কোঁচার অবশিষ্ট অংশ, দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে আবার সেই বামস্কন্ধ হইতে সেই বস্ত্রের শেষ প্রান্ত-টুকু লইয়া নাভির নিকট পরিধানবস্ত্রের বন্ধনমধ্যে প্রবেশিত করা হইয়াছে; কিন্তু হস্তদ্বয়, কণ্ঠ এবং উদর প্রভৃতি স্থান পরি-ধান বস্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত নহে। (তাহার আবরণ কার্য্য কাঁচুলিদ্বারা সম্পাদিত হইয়া ছিল) (১) এবংবিধ বহুতর রমণী বিবাহমঙ্গল

(১) এইস্থলে বুঝিতে হইবে, তাঁহারা মহা-রাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান ও বেশভূষা করিয়াছিলেন।

বালিকাশ্চ বিদ্যুল্লতাংশুশোভিতগাত্রযষ্টয় উদ্ভিন্নকুচকমলকুট্মলবিবিধহারোপশোভিতবক্ষসো যৎকিঞ্চিদ্ভাষিণ্যোঽতিচপলমৃদুগতয়ো বৃদ্ধবনিতাশ্চ গচ্ছন্। ৬৩

অথ বিদেহপুরতঃ ক্রোশমাত্রে চূতবনিকায়াং বিবিধবিটপ-বিস্তার-প্রদেশ বিবিধবিহঙ্গ-কূজিতাকর্ণনদত্তকর্ণ-বনহরিণশাবকন্যাং মহারাজতনির্ম্মিতোচ্চনীচপ্রাসাদোপশোভিতপ্রদেশবিবিধবিহঙ্গায়াং হেমবল্কলসংবীতভসিতোদ্ধূলিতশরীরজটিল-মুনিগণধ্যানোপাসনোপশোভিত-বৃক্ষমালায়াং বিবিধ-বিদ্যাধরবধূ-স্তনভারাভিভূত-বিরচিত-তরঙ্গসরসীযুতায়াংসরস্তীরমিলিতসৈরন্ধ্রীযুবতি-ভিরাহূয়মানতরুণজনায়াং নানাবর্ণ-কুসুমসৌরভবাসিতাশেষপ্রদেশায়ামিতস্ততো স্মিরংসয়া প্রদর্শিতস্ফারশফরীবিলোচনতরলচক্ষুষা প্রভাবিলসিত-শরীরবেশ্যাঙ্গনায়াং বিবিধাশ্চর্য্যযুতায়াং দশরথঃ সামাত্য-পুরোহিতাভিরামরামাদিপুত্রসহিতঃ সুখমবাস। ৬৪

অথ বৈদেহোঽপি মিথিলাং নানাপতাকোপশোভিতাং বিবিধপ্রাসাদগোপুরাং দেবতায়তনোপশোভিতায়স্তোষ্ঠ-কেলি--চতুরযুবতিজনানুকীর্ণামুশীর-বিরচিতমহাপ্রপাং সুকেলিজনোপশোভিতবিশিখাং বিবিধপণ্যোপশোভিতরথ্যাং তত্র ব্রহ্মঘোষশোভিতমঠাং প্রতিমন্দিরং মীমাংসাদিব্যাখ্যানসম্পাদ-

করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলেন; কতকগুলি বালিকা তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাদের শরীরকান্তি সৌদামিনীর ন্যায়-সমুজ্জ্বল, কুচকমল মাত্র বিকশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তদুপরি বিবিধ হার বিলম্বিত থাকায় বক্ষঃস্থলের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। তাহাদের গতি অতি চঞ্চল অথচ মনোহর। তাহাদের কথাবার্ত্তা শিশুদিগের মত অসম্বদ্ধ। কতকগুলি বৃদ্ধা রমণীও সেই সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ বিদেহনগরে পৌঁছিয়া বিদেহরাজার ভবনের একক্রোশ দূরে এক আম্রকাননে মন্ত্রী, পুরোহিত ও রামাদির সহিত উপনিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক সুখে অবস্থিতি করিলেন। তথায় সুবর্ণ-নির্ম্মিত বিবিধ-অট্টালিকাসমূহ সুসজ্জিত ছিল; তরুরাজির বিস্তৃত শাখাসমূহে বিবিধ বিহঙ্গ কূজন করিতেছিল, কাননমধ্যচারী হরিণ-শাবকেরা একমনে সেই পক্ষিরব শুনিতেছিল; বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্মধবলিত সুবর্ণবল্কলপরিধায়ী জটাধারী মুনিগণ ধ্যান ও উপাসনা করিতেছিলেন। বহুতর বিদ্যাধরবধূরা আসিয়া তথাকার সরোবরে স্নান করিতেছিলেন। সরোবরের তরঙ্গমালা তাঁহাদের উন্নত পয়োধরভারে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতেছিল। ব্যভিচারিণী যুবতীরা সরোবরতীরে আগমন করিয়া যুবকদিগকে আহ্বান করিতেছিল। তত্রত্য সমস্ত প্রদেশ নানাবর্ণ বিবিধ বনকুসুমে সুবাসিত হইয়াছিল। বারনারীগণ উজ্জ্বলবেশে বিভূষিত হইয়া তথায় অবস্থানপূর্ব্বক কুৎসিতাভিপ্রায়ে ইতস্ততঃ শফরীচঞ্চল বিশাল নেত্রে কটাক্ষবিক্ষেপ করিতেছিল। এবং সেইস্থানে আরও বিবিধ অদ্ভুত দৃশ্যও ছিল। এদিকে বিদেহরাজ মিথিলানগরী নানাবিধ পতাকায় সুশোভিত করিলেন। তথায় অনেক অট্টালিকা, বহুতর সিংহদ্বার, স্থানে স্থানে সুন্দর দেবালয় এবং পথিকদিগের তৃষ্ণানিবারণার্থ উশীরবিরচিত সুবৃহৎ পানীয়শালা, স্থাপন করিয়াছিলেন; পরস্পর-বিলাসক্রীড়া-নিরতা বহুতর সুচতুরা যুবতী এবং প্রত্যেক রাস্তাতেই ক্রীড়ালোলুপ জনগণ আমোদ করিতেছিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান, দোকানে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বেদবিদ্যালয়; তথায় অনবরত বেদপাঠ হইতেছে। প্রত্যেক মন্দিরে মীমাং-

সীমাধ্যয়নাং সুপুণ্যহবির্গন্ধসামাদিস্বরপদক্রম-শ্রুতিব্রাহ্মণবাটিকামনেকপরিবৃঢ়মন্দির-প্রবেশ নিষ্ক্রীতাগুরু-কুসুমামধ্বর্ধ্যুবেষাং মৃদুলবসন-তাম্বুলরক্তদন্তচ্ছদকামিনীং মৃদুবচনকঠিন-বচন--করসংজ্ঞাভি বারিত-প্রতিবচন-বিবিধো-পায়নাহরণকরজনোপশোভিতাং মৃদুধবল-জঘন-পরিবীত-বস্ত্রোপরিভাগেন স্নিগ্ধবর্ত্তুল-পরস্পর-সজ্ঘর্ষপয়োধর-মধ্য-প্রদেশশোভিত-বামাংসকণ্ঠোপশোভিতবনিতাং বিবিধমুক্তা-হারজপাসঙ্কাশদশনচ্ছদমন্দহাস-মালাকারসহ-শ্রোপশোভিতাং পুণ্যাসবসাধনমন্দিরাং তত্র তত্র বিচিত্র-তোরণাং বিশুদ্ধবীথিকাং তত্র তত্র স্থাপিতকল্পপাদপাং রম্ভাবিভূষিতদ্বারাং পুরীং শোভিতাং শোভয়ামাস ॥ ৬৫

অথাস্তিকলনার্থং বিলাসিন্যো নিশাদূর্ব্বা-ক্ষত--মন্ত্রমঙ্গলকজ্জলিতকৈশিক--ধম্মিল্লতৈল-গ্রন্থিতজটোপশোভিতসীমন্তশীর্ষশোভিতনাসা-মুখবিচিত্রাভরণা হেমপাত্রাবস্থিতাজ্যগুগ্‌গুলু-ফলাদিসৌভাগ্যদ্রব্যমুদ্বহন্তীভিঃ স্ত্রীভিরন্যৈ-রপি শোভিতজনৈঃ স রাজা নির্জগাম ॥ ৬৬

তদানীং মঙ্গলতূর্য্যঘোষা দেবদুন্দুভি-ভেরিনিসাণমর্দ্দলশঙ্খাদিনাদাঃ প্রাদুর্ব্বভূবুঃ ॥৬৭

সাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইতেছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সামাদি বেদ মন্ত্র উচ্চা-রণের স্বর শ্রবণগোচর হইতেছে, এবং যজ্ঞিয় হবির গন্ধ বহির্গত হইতেছে। তথায় বহুতর ধনী লোকের বাস ; প্রত্যেক ধনি-লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে গেলে, দ্বারদেশে অগুরুপুষ্প সাজান রহিয়াছে দেখা যায় ; তথায় যাজ্ঞিকলোকের এতই বাহুল্য যে, গমন করিলে মনে হয়, নগরী যেন যাজ্ঞিক-বেশে বিরাজ করিতেছে। তথা-কার রমণীগণ কোমল বসন পরিধান করে, সর্ব্বদা অধর তাম্বুলরাগে রঞ্জিত করে ; সেখানে লোকে লোকারণ্য। নানাদিক্ হইতে জনগণ বিবিধ উপঢৌকন হস্তে উপ-স্থিত হইতেছে। লোকের কোলাহলে কাহারও কথা শুনা যায় না ; কোথাও তাহা-দিগকে হস্ত-সঙ্কেতে উত্তর দেওয়া হইতেছে, কোথাও বা উচ্চ কথায়, কোথাও ধীরে ধীরে কোমল কথায় লোকের কোলাহল নিবারণ করা হইতেছে। রমণীগণ কটীতটে পরিহিত কোমল শ্বেত বসনের অঞ্চল দ্বারা, পৃষ্ঠ-দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া বামস্কন্ধ ও কণ্ঠ বেষ্টন-পূর্ব্বক স্নিগ্ধ বর্ত্তুল পরস্পর ঘনসন্নিবিষ্ট স্তন-যুগল আবরণ করিয়া ঐ বস্ত্রাঞ্চলের অগ্রভাগ উদরের মধ্যবর্ত্তী বস্ত্রগ্রন্থির অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। যেখানে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেখানেই বিবিধ বেশভূষায় সুস-জ্জিতা রমণী ; তাহাদের গলে বিবিধ মুক্তা-হার ; জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধরের মন্দ হাস্যই কেবল দৃষ্টিগোচর হয় ; স্থানে স্থানে বৌধাচারীদের পবিত্র সুরাশোধন মন্দির ; স্থানে স্থানে বিচিত্র তোরণ, সর্ব্বত্র পথ সুস-জ্জিত ; স্থানে স্থানে কল্পবৃক্ষ স্থাপিত ; দ্বারসকল কদলীবৃক্ষে বিভূষিত। অনন্তর রাজা দশরথ বরের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া বিদেহরাজা বরকে মাঙ্গল্য ক্রিয়াপূর্ব্বক প্রত্যুদ্গমন করি-বার নিমিত্ত রমণীগণ সমভিব্যাহারে বহু-তর সুসজ্জিত লোক সঙ্গে লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। রমণীগণ সুচারুরূপে কেশবন্ধনপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে অল-ঙ্কারে বিভূষিত হইলেন ; নাসিকায় বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। তাঁহাদের তৈলচিক্কণ বদ্ধ কেশদাম সীমন্তে বিভূষিত ; হস্তে হরিদ্রা, দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, ঘৃত গুগ্‌গুলপূর্ণ সুবর্ণপাত্র এবং ফল প্রভৃতি নানা-বিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য, নয়নে কজ্জল। তাঁহারা, রামকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইবার নিমিত্ত এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া মাঙ্গল্যদ্রব্যহস্তে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। তৎকালে মঙ্গলতূর্য্যবাদ্য বাজিয়া উঠিল, অন্তরীক্ষে দেবদুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল,

গায়কাশ্চ মঙ্গলানি জগুঃ ॥ ৬৮

মঙ্গলবেদবাক্যানুপাঠেন বৈদিকা ব্রাহ্মণাঃ কুলপাঠকা ভেরীঘোষেণ কৃৎস্নমাকাশমপুরয়ন্ ॥ ৬৯

অথান্যোন্যাকৃতাঃ পূর্ণমঙ্গীকুর্ব্বন্তঃ সূতবন্দিজনাদিভিঃ স্তূয়মানাঃ পুরং প্রবিবিশুঃ ॥৭০

বিদেহনগরাৎ পশ্চিমভাগে নির্ম্মিতং মন্দিরং দশরথঃ প্রবিবেশ ॥ ৭১

অবশিষ্টাশ্চ যথাযোগ্যং বিভবং বিবিশুঃ ॥৭২

অথ নারদো মিথিলাং স্থানীমেবাগচ্ছৎ ॥৭৩

বিদেহোঽপি দেবর্ষিমভিপূজ্য স্বাগতং পৃষ্ট্বা ভোজনঞ্চ কারয়িত্বা সুখাসীনায় মুনয়ে সঘনসারতাম্বুলং দত্ত্বা ব্যজ্ঞাপয়ৎ ॥ ৭৪

শ্বো বিবাহে ভবানিহ স্থাতুমর্হতি কারয়েতে বিবাহম্ ॥ ৭৫

নারদ উবাচ।

শ্বো হি নক্ষত্রে সূর্য্যনক্ষত্রদর্শনং তত্র বিবাহো ন কর্ত্তব্য ইতি ॥ ৭৬

অথ মৌহূর্ত্তিকং বৃদ্ধগার্গ্যমাহূয় রাজা পপ্রচ্ছ ক বিবাহমুহূর্ত্তঃ ॥ ৭৭

স ইতি গার্গং উবাচ ॥ ৭৮

রাজা চ নারদং গার্গ্যং চোদ্বীক্ষ্য ভো ইদমিত্থমিতি পপ্রচ্ছ ॥ ৭৯

অথ নারদো গার্গ্যমুবাচ কথমুক্তলগ্নং দাস্যসি ॥ ৮০

অথ গার্গ্যো বিষঘটিকাশ্চ বিহায় লগ্নং দাস্যামীত্যুবাচ ॥ ৮১

নারদোঽপি ব্রহ্মবচনানি কিং ন জানাসীত্যুক্তবান্ গার্গ্যম্ ॥ ৮২

গার্গ্যেণ পৃষ্টস্তান্ দোষানপঠৎ ॥ ৮৩

চতুর্দ্দিক্ হইতে ভেরী, মঙ্গলশঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যের উচ্চ নিনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। গায়কেরা মঙ্গল গান করিতে লাগিল। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মঙ্গল বেদমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কুলকনর্ত্তনকারিগণ (ঘটকগণ) ভেরীধ্বনির ন্যায় উচ্চস্বরে কুলমহিমা কীর্ত্তন করিয়া সমস্ত আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিদেহরাজ সপরিজনে দূর্ব্বা আতপতণ্ডুলাদি দ্বারা সমাগত বরপক্ষীয়দিগকে সংবর্দ্ধনা করিলেন; সূতবন্দী প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিল। তাঁহারা বিদেহরাজদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট নারীগণমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের থাকিবার জন্য বিদেহনগরীর পশ্চিমদিকে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; দশরথ সেই সুরম্য নব নির্ম্মিত ভবনে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার অন্যান্য সহযাত্রিগণও নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব উপযুক্ত গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। ৬৩—৭২। তৎকালে নারদ মিথিলা নগরীতে আগমন করিলেন, বিদেহরাজ দেবর্ষি নারদকে পূজা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাঁহাকে আহার করাইলেন। আহারান্তে মহর্ষি সুখাসীন হইলে, রাজা তাঁহাকে কর্পূরবাসিত তাম্বুল প্রদান করিয়া বলিলেন,—"কল্য আমি কন্যার বিবাহ দিব, অতএব আপনি উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকার্য্য সম্পাদন করুন। নারদ কহিলেন,—কল্যকার কর্ম্মকালীন সূর্য্যযুক্ত নক্ষত্রের সহিত যোগ করিলে ষষ্ঠ হয়, সুতরাং দশযোগভঙ্গ হওয়ায় উক্ত দিবসে কি প্রকারে বিবাহ দিবে? অনন্তর রাজা বৃদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ গার্গ্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—আপনি কোন্ সময়ে বিবাহের লগ্ন করিয়াছেন। গার্গ্য বলিলেন,—"কল্য"। অনন্তর রাজা নারদ ও গার্গ্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—মহাশয়গণ! আপনাদের এরূপ মতভেদ হইল কেন? নারদ গার্গ্যকে বলিলেন—আপনি উক্ত লগ্নে কিরূপে বিবাহ দিবেন? গার্গ্য বলিলেন,—"বিষনাড়ী বিশেষ দোষাবহ, বিষনাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যে শুভলগ্ন পাইব, তাহাতেই বিবাহ দিব।" নারদ বলিলেন,—আপনি কি ব্রহ্মবচন জানেন না। ৭৩—৮২। তৎপরে গার্গ্য ঐ ব্রহ্মবচনের

ত্রিভুবনমূর্ত্তে বেদপুরাণমূর্ত্তে যজ্ঞমূর্ত্তে স্তোত্র-মূর্ত্তে শাস্ত্রমূর্ত্তে, স্বধামূর্ত্তে নারায়ণমূর্ত্তে সর্ব্ব দেবতামূর্ত্তে ত্রয়ীময় ত্রয়ীপ্রমাণ ত্রয়ীনেত্র সামপ্রিয় বসুধারাপ্রিয় ভক্তিপ্রিয় ভক্তসুল-ভাভক্তবিদুরস্তুতিপ্রিয় ধূপপ্রিয় দীপপ্রিয় ঘৃতক্ষীরপ্রিয় দ্রোণকবরবীরপ্রিয় শ্রীপত্রপ্রিয় কমলকহ্লারপ্রিয় নন্দ্যাবর্ত্তপ্রিয় বকুলপ্রিয় যূথিকাপ্রিয় কোকনদপ্রিয় গ্রীষ্মজলাবাসপ্রিয় যমনিয়মপ্রিয় নিয়তেন্দ্রিয়প্রিয় জপপ্রিয় শ্রাদ্ধ-প্রিয় গানপ্রিয়, গায়ত্রীপ্রিয় পঞ্চব্রহ্মপ্রিয় সদা-চারপ্রিয় গোত্রোৎসাদিকমলভবহরিহরনয়ন-সমর্চ্চিতপাদকমলজয়প্রদ হরিপ্রার্থিতজলোৎ-পাটিতচক্রপ্রদর্শকৃৎস্মৃতিযুক্তিপ্রদ স্মৃতিমঙ্গল প্রদমহ্যাং জয় নমস্তে নমস্তে। ১০

ইতি স্তোত্রমাকর্ণ্য ভগবান্ ভবো রাজন মুরাচ বরদোঽহং বরং বৃণু। ১১

রাজোবাচ।

মম কন্যা বৈদেহী রামায় দিৎসিতা স্বয়ংবরে কুলরূপবলোৎসাহসম্পন্নানেকভূপরাক্ষসবিপ্রা-দিসর্ব্বপ্রাণিসমাগমে রামাধিকবলো যদি তাম-গ্রহীত্তদা বচনমনৃতং মম পাপঞ্চ ভবিষ্যতি, প্রত্যুত দশরথোঽপি সর্ব্বানেবাগতান বিজে-তুমলং ক্ষত্রকদনশ্চ রামো যদ্যায়াস্যতি তহি মম সুতাং কিং করিষ্যতি বা কিং িং বা প্রেষয়িষ্যতি কীদৃশং কারয়িষ্যতি মম কিংবা করিষ্যতি সর্ব্বথা হি প্রভূতবলবাহনো নয়-

যজমান এ অষ্টমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রহিয়া-ছেন, নিখিল জগৎ আপনারই মূর্ত্তি। আপনি লোক মূর্ত্তি, আপনি ত্রিভুবনমূর্ত্তি বেদ-পুরাণ আপনার মূর্ত্তি। আপনি যজ্ঞ-মূর্ত্তি, স্তোত্র-মূর্ত্তি, শাস্ত্রমূর্ত্তি, স্বধামূর্ত্তি ও নারায়ণ মূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন, সমস্ত দেবতা আপ-নার মূর্ত্তি। আপনি বেদমন্ত্র, আপনি বেদ-সমূহের প্রমাণ এবং বেদসমূহও আপনাকে প্রমাণ করিয়া থাকে। তিন বেদ আপনার তিন নেত্র। আপনি সামপ্রিয়, বসুধারাপ্রিয়, ভক্তিপ্রিয়,যাহা ভক্তজনের সুলভ, অভক্তের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ, তাদৃশ স্তুতি আপনার প্রিয়, আপনি ধূপপ্রিয়, দীপপ্রিয়, আপনি ঘৃতদুগ্ধপ্রিয়, আপনি দ্রোণকরবীরপুষ্পপ্রিয়, বিল্বপত্রপ্রির, কমলকহ্লার পুষ্প-প্রিয়, নন্দ্যা-বর্ত্তমণ্ডল-প্রিয়, এবং বকুল, যূথিকা ও কোকনদ-পুষ্পপ্রিয়। গ্রীষ্মকালে জলে বাস আপনার প্রিয়। আপনি যমনিয়মপ্রিয়; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আপনার প্রিয়। আপনি জপপ্রিয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত দ্রব্যে আপনার প্রীতি। গানে আপনার প্রীতি। গায়ত্রীতে আপনার প্রীতি। পঞ্চব্রহ্মে আপনার প্রীতি। আপনি সদাচারে তুষ্ট হন। ব্রহ্মা বিষ্ণু, প্রভৃতি দেবগণ আপনার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীহরির প্রার্থনায় আপনি জল হইতে সুদর্শনচক্র উত্তোলন করিয়া-ছিলেন। আপনিই পৃথিবীতে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত যুক্তি, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত শুভকর্ম্ম সকলের প্রচার করিয়াছেন। আপনার জয় হউক। আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মহেশ্বর রাজাকে বলিলেন,—আমি বর দিতে আসি-য়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। রাজা বলি-লেন,—আমি রামকে বৈদেহী কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু স্বয়ংবর-ক্ষেত্রে বহুতর রূপবান্ সৎকুলজাত বলোৎ-সাহসম্পন্ন, রাজা রাক্ষস ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিবিধ লোক সমাগত হইয়াছেন; সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে রাম অপেক্ষা অধিক বল-শালী কেহ যদি বলপূর্ব্বক আমার কন্যাকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি দশরথের নিকট মিথ্যাবাদী হইব, আমার পাপ হইবে, দশরথ মনে করিলে উপযুক্তপুত্র রামের সাহায্যে সমস্ত আগত ব্যক্তিকে পরাজয় করিতে পারেন। রামচন্দ্র যদি ক্ষত্রিয় বধ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে আমার কন্যাকে কি করিবেন, কোথায় পাঠাইবেন; কিরূপ কার্য্যই বা করাইবেন, আমারই বা

পতিরশেষমপি ত্রিভুবনং হন্যাৎ কিমুত মামল্পসত্ত্বঃ কিমুত বহুনা ভবানেব শরণং মমোপায়ং বদ যথা বিবাহে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি রামশ্চ জামাতা ভবিষ্যতি ॥ ১০২

শম্ভুরপি তথা করোমীত্যুবাচ রাম এব নাথঃ সীতায়া ভবিষ্যতি রামং চ কৃত্বা স্বস্ত্যৈব করিষ্যামি গৃহাণাজগবং ধনুরিদম্॥১০৩

রাজোবাচ।

কিমনেনাজগবেন ধনুষা স্বয়ংবরে সীতাং রামং প্রাপয় ॥ ১০৪

শম্ভুরুবাচ।

ইদং ধনুরসজ্যং মে যস্তু সজ্যং করিষ্যতি।
তস্মৈ দেয়া ময়া সীতা প্রতিজ্ঞামেবমাচর॥১০৫
ইত্যেবমুক্তা ভগবান গণৈরন্তর্দ্দধে হরঃ।
অথাদাতুং ধনূ রাজ্ঞা ন শশাকাতিযত্নতঃ॥১০৬

অথোল্বলং শতসহস্রগজবলং সমাহূয় গৃহাণেত্যুবাচ ॥ ১০৭

স চাপি মাতুলং নত্বাট্টহাসং কৃত্বোৎপ্লুত্য ধনুর্দ্দোর্ভ্যাং করাভ্যামুদ্দধার জানুপর্য্যন্তম্ ॥ ১০৮

মাতুলো মারীচঃ শ্রুত্বৈকাকী বিপ্রবেষং কৃত্বা বিদেহমযাচত বৈশ্বদেবান্তে প্রাপ্তমতিথিং মামবেহি ॥ ১০৯

রাজোবাচ।

স্বাগতং ভো ইদং ব্রহ্মন্নাসনং নিষীদেতি ॥১১০
স চাতিথিস্তথেত্যুক্তা নিষসাদ ॥ ১১১
অথ রাজা জলমাদায় পাদৌ প্রক্ষাল্য গন্ধপুষ্পাক্ষতৈরভ্যর্চ্চ্য মহান্নং তস্মৈ নিবেদ্য ভোজনায় প্রার্থয়ামাস ॥ ১১২

কি করিবেন? আমি মহা ভাবনায় পড়িলাম; ফলে, দশরথের প্রচুর সৈন্য-সামন্ত, তিনি মনে করিলে সমস্ত ত্রিভুবন ধ্বংস করিতে পারেন। আমি ত অতি দুর্ব্বল, আমার ত কথাই নাই। প্রথমে তাঁহার নিকট, রামকে কন্যা দিব স্বীকার করিয়া বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি; এক্ষণে আপনি আমার রক্ষাকর্ত্তা; যাহাতে রামই আমার জামাতা হন, বিবাহকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়; তাহার উপায় বলুন। শম্ভু বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে; রামই সীতার স্বামী হইবেন; অথবা আমি রামেরই শুভ করিয়া যাইব। তুমি আমার এই পিনাক ধনু গ্রহণ কর। রাজা বলিলেন,—আমি আপনার পিনাক ধনু লইয়া কি করিব? এই স্বয়ংবরে যাহাতে রামের সহিত সীতার বিবাহ হয়, তাহাই করুন। ৯৬—১০৪। শম্ভু কহিলেন,—আমি ত তাহাই করিতেছি। তুমি এই ধনু লও; এই ধনুতে জ্যারোপণ করা রহিল না, যে ব্যক্তি ইহাতে জ্যারোপণ করিতে পারিবে, তাহাকেই তুমি সীতা দিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর। ভগবান হর এই বলিয়া প্রমথগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে রাজা বহুতর আয়াস করিয়াও সেই ধনু উত্তোলন করিতে পারিলেন না। অনন্তর রাজা শত সহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী উল্বলকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি এই ধনুকখানি ধরিয়া তুল। উল্বল তদীয় মাতুল মারীচকে প্রনাম করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া লম্ফ প্রদান করিয়া দুই হস্তে ধরিয়া সেই ধনু অতিকষ্টে জানু পর্য্যন্ত তুলিল। তাহার মাতুল মারীচ দূরে অবস্থান করিতেছিল, সে সমস্ত শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের বেশধারণপূর্ব্বক একাকী বিদেহরাজের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিল,—মহাশয়! আপনার বৈশ্বদেব বলি কর্ম্মাবসানে আমি একজন অতিথি আসিলাম। আমার আতিথ্য করুন। রাজা বলিলেন,—ভো ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল ত? এই আসন, উপবেশন করুন। সেই অতিথি তথাস্তু বলিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাজা স্বহস্তে জল আনিয়া অতিথির পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন, গন্ধ পুষ্প অক্ষত দ্বারা তাঁহার পূজা

স চাপি তদন্নং ষড়্‌রসোপেতং সৌবর্ণ-ভাজনগতমীক্ষমাণ ইবেতস্ততো বিলোকয়ামাস। ১১৩

তস্মিন্নেবাবসরে সীতা পদ্মকিঞ্জল্কপ্রভেষ-দারুণববনং বিভ্রতী নীলকুটিলকুন্তলৈশ্চল দৃভির্যূনাং মনাংস্যাকর্ষয়ন্তিরিদং প্রেক্ষমাণদৃষ্টি-ভগ্নশকলৈরিব স্ত্রীণাং চিত্তমীদৃশমিতিদর্শয়ন্তি-রিবোপশোভিতললাটানঙ্গচাপসুভ্রূঃ পদ্মপত্রা-রুণবিলোচনা তিলপ্রসূননাসা মৃদুস্নিগ্ধ-রোমশকপোলানন্তরারক্তোষ্ঠা রক্তাসনমণি-কণিকানিভদাড়িমীদশনা জপারুণাধরাতিশো-ভিতচিবুকা শুক্তিকর্ণা সমদীর্ঘকণ্ঠাতিমাংসল-বক্ষঃ পীনোদ্ভিন্নকুচকুট্মলানেকহারোপ-শোভিতা সুভগাকারানতিমাংসলবাহুলতা মৃদ্বায়তসমানাঙ্গুলিশিখা পদ্মারুণপল্লবা বিবিধ-বহুরত্নাঙ্গুলিভূষণা মুষ্টিগ্রাহ্যমধ্যা সুরোম-রাজিগম্ভীরনাভিঃ পৃথুজঘনা করিকরোরু-তূণীরজঙ্ঘা সুপাদকমলা নূপুরাদিপাদ-বিভূষণা পদাঙ্গুলিভূষিতা বিকসিতসৌগন্ধিকং বিদধতী ভুঞ্জানমারীচস্য পুরতশ্চাগতা। ১১৪

বীক্ষ্যাসাবচিন্তয়দেনাং কথমপহরামি কথমালিঙ্গামি কথমন্যদ্‌যৎকিঞ্চিৎকরোমী-ত্যেবমবসরমলভমানস্তূষ্ণীমেব বিনির্গতঃ। ১১৫

করিলেন। পরে তাঁহাকে একটি বড় ছাগল নিবেদন করিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিলেন; সুবর্ণপাত্রে ষড়্‌রসা-ন্বিত নানাখাদ্য সাজাইয়া দিলেন। মারীচ খাদ্যদ্রব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে এক একবার এদিক্‌ ওদিক্‌ তাকাইতে লাগিল এবং সেই খাদ্য আহার করিতে লাগিল। সেই সময়ে সীতাদেবী তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সীতার পরি-ধানে পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় অরুণবর্ণ বসন। তাঁহার মস্তকের কেশপাশের পার্শ্ববর্ত্তী অল-কদাম বাতাসে কম্পিত হইতেছিল। তাহাতে বোধ হইতেছিল, এই অলকদাম, এইরূপে চঞ্চল হইয়া প্রকাশ করিতেছে যে, স্ত্রীজা-তির চিত্তও এইরূপই চঞ্চল। কিম্বা যুবা-দিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্যই এই-রূপ চঞ্চল হইতেছে, অথবা ইহা চঞ্চল অলকদাম নহে,—দর্শকবৃন্দের ভগ্ন দৃষ্টিমালা যেন উহার কেশপাশে লগ্ন হইয়া এইরূপ কাঁপিতেছে। ঐ চঞ্চল অলকদাম নিপ-তিত হওয়ায় সীতার ললাট এবং কামধনু-বৎ সুন্দর ভ্রূযুগলের অপূর্ব্ব শোভা হইয়া-ছিল। নয়নদ্বয় রক্ত পদ্মের পাপড়ির ন্যায় অরুণবর্ণ। নাসিকা তিলফুলের ন্যায় সুন্দর। গণ্ডস্থল কোমলচিক্কণ, তাহাতে রোমের লেশমাত্র নাই। ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, দন্ত রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র মণিখণ্ড এবং দাড়িম বীজের ন্যায় আরক্তবর্ণ। জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধরে সীতার চিবুকের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। বাহুলতা অতি স্থূলও নহে, অতিক্ষীণও নহে, সুন্দর—কর্ণযুগল ঝিনু-কের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কণ্ঠ সমদীর্ঘ; বক্ষঃস্থল অতি মাংসল, তদুপরি পীন পয়ো-ধরের পুষ্পাকারবৎ সামান্য উদ্‌গম মাত্র হইয়াছে। তাহার উপরে বিবিধ হার শোভা পাইতেছে। পদের অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ আয়ত সমান অথচ সুন্দর, পদতল রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্তবর্ণ, পদাঙ্গুলিতে বহুবিধ রত্নাঙ্গুরীয়ক, মধ্যভাগ মুষ্টিগ্রাহ্য; নাতি গভীর, তাহাতে অল্প অল্প রোমরাজি উত্থিত হইতেছে। নিতম্বভাগ স্থূল বিস্তৃত, উরুযুগল হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সরল ও ক্রম-স্থূল, জঙ্ঘা বাণাধার তূণীরবৎ মনোরম। অতি মনোহর পাদপদ্ম নূপুরাদি অল-ঙ্কারে সুশোভিত। পদের অঙ্গুলি সকল বিবিধ অঙ্গুরীয় দ্বারা বিভূষিত। সীতা প্রফুল্ল কহ্লার পুষ্পহস্তে মারীচের সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়িলেন। মারীচ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিল,—ইহাকে কিরূপে অপহরণ করি, কিরূপে একবার আলিঙ্গন করিতে পারি, কিরূপে

অথ দেবধনুঃসজ্জীকরণায় যতমানাহস্পূর্দ্ধিকয়া বিদ্যমানা অন্যোন্যতিরস্কারেণ মহেন্দ্রঃ প্রাপ ধনুরুত্তমং প্রান্তদ্বয়াপারং নাবনময়িতুং শশাক ॥ ১১৬

অথ সূর্য্যো ধনুরাদায় নময়ন্নেব নিপপাত॥১১৭

বায়ুর্ব্বলবতাং শ্রেষ্ঠো জগ্রাহাজগবমথ স্বেনৈব করেণোৎকর্ষয়ন্নধঃ পপাত ॥ ১১৮

ধনুশ্চ বায়োরুপরি পপাত ॥ ১১৯

অহসংস্তদা সর্ব্বে ॥ ১২০

এতস্মিন্নন্তরে তুরগবরমারুহ্য বাণাসুরঃ সহস্রবাহুরেকানেকশিরোভির্দ্দৈত্যৈঃ পরিবৃতঃ প্রহ্লাদসমেতো বিদেহপুরীমাজগাম ॥ ১২১

অথ স্ববিভূষণোদ্ভাসিতাঃ দিশাঃ কুর্ব্বন্ স তেজসাপযশসো দেবতাঃ কুর্ব্বন্নানাবিধগীতিং শৃণ্বন্ দ্ব্যঙ্গুলমাত্রেণ শক্তো বিররাম॥১২২

প্রহ্লাদো বলিশ্চৈবমধোবাতে অথ বিরেমতুঃ ॥

অথ রাক্ষসেষু তুষ্ণীম্ভূতেষু রাজানোঽতি বলিনঃ সমাগতা জ্যাবন্ধাশক্তা অপসৃত্য তস্থুঃ ॥ ১২৪

অথ ব্রাহ্মণাঃ সমাগতাঃ ১২৫

অথ বিশ্বামিত্রো ধনুরাদায়ৈকাঙ্গুলপর্য্যন্তং কৃত্বা বিররাম নিবৃত্তাশ্চাপরে। ১২৬

অথ দিনমাত্রে ধনুষি তুষ্ণীম্ভূতে রাঘবঃ সহানুজৈরাগত্য ধনুর্নিরীক্ষ্যোপাস্পৃশৎ ॥১২৭

আরও কিছু করিতে পারি, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মারীচ অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে তথা হইতে সরিয়া পড়িল। তাহার পর দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া মর্ত্ত্যবাসী মান্যগণ্য রাজা পর্য্যন্ত সকলেই স্বয়ংবরের সংবাদ পাইয়া তথায় আসিলেন; "আমি অগ্রে জ্যারোপণ করিব।" এইরূপ অহমিকাসহকারে সকলেই সেই মহাদেবধনুতে জ্যারোপণ করিতে চেষ্টা করিলেন। "আমি অগ্রে যাইব" ইত্যাদি প্রকার গর্ব্বপ্রকাশ করিয়া সকলেই পরস্পরকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে দেবরাজ ইন্দ্র সেই বিশাল ধনু গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বহুতর চেষ্টা করিয়াও ধনু নত করিতে পারিলেন না। অনন্তর সূর্য্যদেব ধনু নমন করিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। তৎপরে বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য বায়ুদেব সেই পিনাক ধনু স্বহস্তে ধরিয়া তুলিতে গিয়াই ধনুকের নিম্নে পড়িলেন। ধনু তাঁহার উপরে পড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল।১০৫—১২০। ঐ সময়ে সহস্রবাহু বাণাসুর, একশিরা, ত্রিশিরা প্রভৃতি বহুতর অসুরকে সঙ্গে লইয়া প্রহ্লাদের সহিত উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক বিদেহনগরে আগমন করিলেন। বাণাসুর দৈত্যদিগের রাজা। তাঁহার গাত্রে মহামূল্য বহুবিধ অলঙ্কার। অলঙ্কারচ্ছটায় চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে, তিনি বলদর্পে দেবতাদিগের অপযশ ঘোষণা করিতে করিতে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সভায় বিবিধ গীতি হইতেছিল; তিনি গান শুনিতে শুনিতে তাচ্ছিল্যসহকারে গিয়া সেই ধনু গ্রহণ করিলেন; কিন্তু দুই অঙ্গুলির অধিক উত্তোলন করিতে সমর্থ না হইয়া, পরাঙ্মুখ হইয়া সরিয়া পড়িলেন। তাহার পর বলি ও প্রহ্লাদ আসিয়া ধনু স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। অসুর ও রাক্ষসেরা সকলেই একে একে অপারগ হইয়া ক্ষান্ত হইলে বড় বড় রাজারা আসিলেন, পরিশেষে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া সকলেই সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণেরা আসিলেন, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশ্বামিত্রে কিছু ক্ষত্রিয়বীর্য্য আছে; প্রথমে তিনিই বলগর্ব্বে ধনু গ্রহণ করিয়া অতিকষ্টে ধনু নোয়াইলেন। ধনুকের অগ্রের নিকটে জ্যা আনয়ন করিয়া এক অঙ্গুলির জন্য তিনি পরাইতে পারিলেন না; পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন; বিশ্বামিত্র পারিলেন

অথ রাজকুমারাঃ শতশঃ সমাগতাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতা ধনুর্দৃষ্ট্বা পস্পৃশুর্ন চ চালনক্ষমাঃ অথ দাশরথিপ্রমুখাঃ কুমারাঃ সমাগতাঃ ॥১২৯

অথ বেত্রঝর্ঝরপাণয়ঃ সমাগমন্ সর্ব্বানেবাপসারয়ামাসুঃ ॥ ১৩০

অথ রামো লক্ষ্মণহস্তং গৃহীত্বা সর্ব্বাভরণভূষিতো ধনুরাসাদ্য স্পৃষ্ট্বা নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য ধনুরাদায়োদ্দধার ॥ ১৩১

তদাদানসময়ে সর্ব্ব এবৈত্য সহাসমূচুরত্র ভগ্না মহারথা ইতি ॥১৩২

অথ রামো ধনুর্জ্যাস্থানমবনময্য ধনুষি জানুং কৃত্বা সজ্যমেককরেণোৎপাদয়ন্ কোট্যা ন্যদাপয়ৎ ॥ ১৩৩

অথ সজ্জীকৃতং দৃষ্ট্বা সর্ব্ব এব নাসাগ্রন্যস্তাঙ্গুলয়োঽভবন্ ॥১৩৪

রামোঽপি জ্যামনুনাদয়ংস্তেন নাদেন সর্ব্বেষাং মনাংসি ক্ষুভিতান্যাসন্ স্তকরোৎ॥১৩৫

রামেণ সজ্জিতং ধনুরিতি সর্ব্বত্র বাদঃ সঞ্জাতো জনকোঽপি সীতাং রামায় দদৌ ॥১৩৬

রাজভিশ্চ যুদ্ধং কৃত্বা নির্জ্জিত্য স্বপুরীমগাৎ ॥১৩৭

অথ দশরথো রামং যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্য সুখীবভূব ॥১৩৮

সর্ব্বপ্রজারঞ্জনাচ্চ রামো রাজানুমত ইতি সর্ব্বপ্রজাবাদোঽভূৎ ॥ ১৩৯

অথ কেকয়দেশাধিপতিতনয়া সুবেশা রামং রাজানমসহমানা রাজানমুবাচ মম বরদানাবসর ইতি ॥ ১৪০

না দেখিয়া আর কোন ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন না। অনন্তর সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারভূষিত আরও শত শত রাজপুত্র আসিয়া ধনু দেখিয়া মাত্র স্পর্শ করিলেন; কিন্তু উত্তোলন দূরের কথা, কেহ চালন করিতে পারিলেন না। এইরূপে একে একে সকলেই যখন অপারগ হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, তখন দশরথের পুত্রেরা আসিলেন। রাম অনুজবর্গের সহিত ধনু দর্শন করিয়া স্পর্শ করিলেন। বেত্রহস্ত প্রহরীরা আসিয়া তখন সকল লোককে সরাইয়া দিল। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারভূষিত রাম লক্ষ্মণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ধনুকের নিকট গিয়া স্পর্শ করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে ধনু হস্তে উত্তোলন করিলেন। তিনি যখন ধনু উত্তোলন করিলেন, তখন সকলে হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল,—ইহার স্পর্দ্ধা দেখ, বড় বড় মহারথী যাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, সামান্য বালক হইয়া সেই কার্য্যে অগ্রসর হইল। অনন্তর রাম ধনুকের অগ্রভাগ ধারণপূর্ব্বক নোয়াইয়া ধনুকের মধ্যভাগে জানু রাখিয়া একহস্তে অগ্রভাগে জ্যারোপণ করিলেন। রাম ধনুতে জ্যারোপণ করিলেন, দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে অঙ্গুলি ন্যস্ত করিলেন। রামও জ্যানিনাদ করত সেই নিনাদে সকলের চিত্তক্ষোভ উৎপাদন করিলেন। রাম ধনুতে জ্যারোপণ করিয়াছেন, এই সংবাদ ক্ষণকালমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল; রাম ধনুতে জ্যারোপণ করিয়াছেন, সকলের মুখেই এই কথা। তখন জনক রামকে সীতা প্রদান করিলেন। অন্যান্য রাজগণ আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া রামের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, রাম তাঁহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া সীতাকে লইয়া নিজ রাজধানীতে গমন করিলেন। অনন্তর দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সুখী হইলেন। রাম অল্পকাল মধ্যেই প্রজারঞ্জন করিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। প্রজারা সকলেই তাঁহার যশোঘোষণা করিতে লাগিল। অনন্তর কেকয়রাজের কন্যা সুবেশা—যিনি ভরতের জননী, রাম রাজা হইয়াছেন এ সংবাদ তাঁহার সহ্য হইল না, তিনি রাজাকে

রাজাচিন্তয়ৎ কিং দেয়মিতি ॥ ১৪১
দেব্যুবাচ।
চতুর্দ্দশ বর্ষাণি রামো বনং বিশতু
পালয়তু রাজ্যং ভরতঃ ॥ ১৪২
রাজা চানৃতবচনদোষভয়াৎ কথং কথমপি স্বীচকার ॥ ১৪৩
অথ বসিষ্ঠং ভাবিতয়াবোচত রামো বনায় নির্গচ্ছত্যস্য কিংবা ভবেদিতি বিচার্য্য শুভাশুভং ব্রূহি ॥ ১৪৪
বসিষ্ঠো বিচার্য্য সহর্ষং রাজানমুবাচ ॥ ১৪৫
গত্বা বনং নিখিলদানববীরহন্তা
শম্ভোরনেকবিধপূজনমাতনোতি।
সীতাবিয়োগকুপিতঃ কপিসেনয়া চ
তীর্ত্বোদধিং দশমুখঞ্চ নিহন্তি রামঃ ॥ ১৪৬
আগম্য রাজ্যং রঘুনন্দনোঽপি
বহূনি বর্ষাণি সমাতনোতি ॥ ১৪৭
প্রশস্তকীর্ত্তির্নিখিলেঽপি লোকে
শর্ব্বেণ দেবেন চিরং স্থবাৎসীৎ।
সুপুত্রযুক্তো বহুযজ্ঞযাজী
পরীবৃতঃ সর্ব্বগুণাধিকশ্চ ॥ ১৪৮
ইতি বসিষ্ঠবচনং শ্রুত্বা দশরথো রামগুণাননুস্মরন্নিত্যুবাচ শ্রেয়ো মে মরণং রামস্য নির্গমনেতি ॥ ১৪৯
অথ রামো মাতরং পিতরং গুরুঞ্চ বসিষ্ঠং পিতৃপত্নীর্নমস্কৃত্য বনায় জগাম ॥১৫০
অথোপবনে দিনমেকং স্থিত্বা জটাঃ কারয়িত্বা বল্কলং বাসসং ধৃত্বৈকোপবীতী কৃতদন্তশুদ্ধিরেকেনোপবীতেন জটা বদ্ধা ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গো ভসিতনিষ্ঠুরকায়ো মুক্তাফলদামা মণিব্যত্যস্তরুদ্রাক্ষমালামুরসি

বলিলেন,—"আমাকে বর দিবার সময় উপস্থিত"। রাজা মনে মনে ভাবিলেন, "তাই ত, কি বর দিব।" তাহার পর সুবেশা বলিলেন, "রাম চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করুক, ভরত রাজ্য পালন করুক।" রাজা পূর্ব্বে সুবেশাকে মনোমত বর দিবেন বলিয়া স্বীকার পাইয়াছিলেন, এই জন্যই, পাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, এই ভয়ে অতি কষ্টে স্বীকার করিলেন। তৎপরে বশিষ্ঠকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুবেষার বরগ্রহণানুসারে রাম বনে যাইতেছেন, এক্ষণে আমি রামের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ঘটনা জানিয়া মনের উৎকণ্ঠা দূর করিতে ইচ্ছা করি; বৎস আমার কি বনে বনে কেবল কষ্ট ভোগ করিবে, না সুখী হইতে পারিবে, আপনি ত্রিকালদর্শী, বিচার করিয়া দেখিয়া আমাকে তাহা বলুন। বশিষ্ঠ বিচার করিয়া গণনা করিয়া বলিলেন,—আপনার রাম বনে গিয়া নিখিল দৈত্য-রাক্ষস বধ করিবেন এবং অনেক প্রকারে শিব পূজা করিবেন। তৎপরে রাবণ ইহার সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া বানরসৈন্যসহ সমুদ্র উত্তরণপূর্ব্বক দশাননকে বধ করিবেন। তাহার পর অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া বহু বৎসর রাজত্ব করিবেন। ত্রিজগতে ইঁহার কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। ইনি মহাদেবের সহিত বহুকাল অবস্থিতি করিবেন, সর্ব্ববিধ গুণে উৎকর্ষ লাভ করিয়া বহু যজ্ঞ করিবেন, উত্তম পুত্র লাভ করিবেন। ১২১—১৪৮। দশরথ বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে রামের গুণের বিষয় আন্দোলন করত বলিলেন,—রাম যখন অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে গমন করিতেছে, তখন আমার মরণই মঙ্গল।" অনন্তর রাম মাতা, পিতা, গুরু বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য সপত্নীমাতাকে প্রণাম করিয়া বনে যাত্রা করিলেন। প্রথমে একদিন উদ্যানে থাকিয়া জটানির্ম্মাণ করিলেন, বল্কল পরিধান করিলেন, দন্ত ধাবন করিলেন, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিলেন, ভস্ম মাখিয়া এমন কোমল সুন্দর দেহ কর্কশ করিয়া ফেলিলেন, এক উপবীত দ্বারা জটাবন্ধন এবং এক উপবীত গলে পরিধান করিলেন; আর মণি-খচিত রুদ্রাক্ষ

দধানোহল্পভূষণাদিভূষিতসীতাসহায়ো লক্ষ্মণানুচরো বিবেশ বনান্তরম্ ॥১৫১

অথানেকরাক্ষসাংস্তস্মিন্নিজঘান ভবানিব নিখিলঙ্কার ॥১৫২

সীতাপহরণাদি নিখিলমপি ভবতো যথা তথাস্যাথ সুগ্রীবাশ্রমমৃষ্যমূকপর্ব্বতং রামো জগাম ॥১৫৩

নবিড়চ্ছায়াচূতবৃক্ষমাসাদ্য লক্ষ্মণসহায়ঃ পরিশ্রয়মকল্পয়ৎ ॥ ১৫৪

বৃক্ষে তু ধনূষী আরোপ্যাসীনলক্ষ্মণাঙ্কে শিরঃ কৃত্বা হরিচর্ম্মশয্যাশয়নো লক্ষিতাং গীতিং শৃণ্বন্ বৃক্ষফলং নিরীক্ষমাণো বানরমেকং মণিকুণ্ডলং হেমপিঙ্গলংসুদৃঢ়বদ্ধমৌঞ্জী-কোপীনমচ্ছোপবীতিনমতিচঞ্চলফল-মাদায়াস্তানি বিক্ষিপন্তং পুষ্পমঞ্জরীশ্চ কিরন্তং গানমনুকুর্ব্বন্তং ব্যজনেন রামং বীজয়ন্তমারুহ্য শাখামপি তথা বীজয়ন্তমাবদ্ধচূতফলমাত্রং রামো বীক্ষ্য লক্ষ্মণমভাষত,—লক্ষ্মণ! কোঽয়ং কপিরিতি ॥ ১৫৫

লক্ষ্মণোঽপি ন জান ইত্যুবাচ ॥ ১৫৬

অথ রামঃ সমাহূয় কস্ত্বং কিং নামেত্যপৃচ্ছৎ ॥ ১৫৭

স চ সুগ্রীবস্য হনুমানিত্যুবাচ রামং নত্বা সুগ্রীবমেত্য নত্বা দেব নারায়ণ ইবাপরঃ পুরুষো যুবা মেঘশ্যামো জটাজানুবাহুরতীবযশস্বী সূর্য্যসঙ্কাশেন সহাপরেণ কয়েণেবাস্তেঽধররচূতচ্ছায়াধঃসংস্থিতো সর্ব্বলক্ষণ-

---

মালা গলে ধারণ করিলেন। সীতাদেবী সামান্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। লক্ষ্মণ অনুচরের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা এইরূপে সজ্জিত হইয়া কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই রাম আপনার ন্যায় বনবাসী হইয়া রাক্ষসবধাদি অদ্ভুত কর্ম্ম সকল করিলেন। আপনার যেরূপ সীতাহরণাদি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাঁহারও সেইরূপ সীতাহরণাদি ব্যাপার ঘটিল। তাহার পর, রাম যথায় সুগ্রীবের আশ্রয়, সেই ঋষ্যমূকপর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় ঘনচ্ছায় এক আম্রবৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে একমাত্র লক্ষ্মণ। রাম বৃক্ষশাখায় ধনুর্ব্বাণ ঝুলাইয়া রাখিলেন। লক্ষ্মণ বৃক্ষতলে বসিয়া রহিলেন। রাম লক্ষ্মণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মৃগচর্ম্মে শয়ন করিলেন। শয়ান থাকিয়া রাম বৃক্ষের উপর হইতে গীতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া বৃক্ষের ফল সকল যেদিকে লম্বিত ছিল, সেই শাখার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটি বানর শাখায় বসিয়া আম্রফলের দিকে লক্ষ্য করিতেছে আর গান করিতেছে; কখন তাঁহার দিকে ফল নিক্ষেপ করিতেছে, কখন পুষ্পমঞ্জরী ছড়াইয়া দিতেছে, কখন রামের অভিমুখে বায়ুসঞ্চালন করিতেছে, কখন বা শাখা সঞ্চালন করিতেছে। তাহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, কর্ণে কুণ্ডল, নির্ম্মল যজ্ঞোপবীত। কটিতটে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধ মৌঞ্জী-কোপীন! সেই বানর শাখাবস্থিত হইয়া অতিশয় চপলতা প্রকাশ করিতেছে, ক্ষণকাল স্থিত হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। রাম তাহাকে দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—“লক্ষ্মণ! এই বানরটি কে? ১৪৯—১৫৫। লক্ষ্মণ বলিলেন,—“আমি জানি না।” তাহার পর রাম সেই বানরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —“তুমি কে, কাহার লোক? তোমার নাম কি? বানর “আমি সুগ্রীবের লোক, আমার নাম হনুমান” এই কথা বলিয়া রামকে প্রণাম করিয়া সুগ্রীবের নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—দেব! দ্বিতীয় নারায়ণের ন্যায় ঘনশ্যাম এক যুবাপুরুষকে দেখিয়া আসিলাম। তাঁহার মস্তকে জটা, আজানুলম্বিত বাহু দেখিয়া বোধ হইল তিনি অতীব যশস্বী। তাঁহার সঙ্গে সূর্য্য-

সম্পন্নৌ রাজপুত্রৌ দৃষ্টাবুক্তশ্চ তাভ্যাং সুগ্রীবায় নিবেদয়েতি তত্ত্বয়ি নিবেদিতম্ ॥১৫৮

অথ সুগ্রীবঃ সত্বরমুত্থায় পাদসলিলার্চ্চনাদিদ্রব্যমাদায় পাদপ্রক্ষালনাদিকং কৃত্বা ফলানি সমর্প্য ব্যজ্ঞাপয়ৎ কৌ যুবাং কিমর্থমাগতৌ রাজপুত্রৌ তপস্বিনাবিতি ॥ ১৫৯

সুগ্রীববচনমাকর্ণ্য লক্ষ্মণেনাভাষয়দ্রামঃ ॥১৬০

দশরথতনয়াবাবাং রামলক্ষ্মণৌ দুষ্টনিগ্রহশিষ্টপরিপালনায় বনং গতাবিতি ॥ ১৬১

অথ সুগ্রীবো যুবয়োরুপকারমপকারং কার্য্যমস্তীতি লক্ষ্যতে। অন্যথা সেনাসমেতাবাগমিষ্যতঃ ॥ ১৬২

লক্ষ্মণোঽস্তি কার্য্যান্তরম্। অমুষ্য ভার্য্যাং কেনাপহৃতা ন জ্ঞাতা তামন্বেষ্টুমাগতৌ তদেবাবয়োঃ কার্য্যমন্যদানুষঙ্গিকং তদর্থমপি জলধিং তরাবঃ। অপি পাতালং প্রবিশাবঃ। অপি নাকং সাধয়াবঃ। অপি মহেন্দ্রং পাতয়াবঃ। অপি বলিনং হনাবঃ। কিমপি কুর্ব্বহে ॥১৬৪

সুগ্রীব উবাচ।

রাবণেনাপহৃতয়া কদাচিদ্‌ধ্রিয়মাণাগতয়া বিভূষণানি কানিচিৎপরিত্যক্তানি গতানি ময়া সংগৃহীতানি তানি দর্শয়ামীত্যাভাষ্য রামং মন্দিরমাগময্য দর্শয়ামাস ॥ ১৬৫

রামোঽপি নিরীক্ষ্য নিশ্চিত্য প্রকুপ্য ক গতোঽসৌ রাবণ ইতি পপ্রচ্ছ ॥ ১৬৬

তুল্য তেজস্বী তাঁহার দ্বিতীয় বাহুর ন্যায় অপর একটি পুরুষ রহিয়াছেন। তাঁহারা পথিপার্শ্বস্থ এক আম্রবৃক্ষের তলে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের রাজোচিত লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহারা কোন রাজার পুত্র হইবেন। তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সুগ্রীবকে গিয়া আমাদের কথা বল' তাই আপনার নিকটে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। অনন্তর সুগ্রীব তাড়াতাড়ি উঠিয়া পদপ্রক্ষালন-জল ও পূজাদি দ্রব্য লইয়া রামের নিকটে আগমন করিলেন এবং তাঁহাদের পদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দিয়া আহারার্থ কতকগুলি ফল প্রদান করিয়া বলিলেন,—আপনারা কে? কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? দেখিতেছি আপনারা রাজপুত্র হইয়া তপস্বী হইয়াছেন। সুগ্রীবের কথা শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ দ্বারা বলাইলেন,—আমরা দশরথের পুত্র, আমাদের নাম রাম-লক্ষ্মণ, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের রক্ষণার্থ আমরা বনে আসিয়াছি। অনন্তর সুগ্রীব বলিলেন,—আমার বোধ হইতেছে, আপনাদের বনে আগমনের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে; তাহা না হইলে সৈন্য লইয়া আসিতেন। লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন,—হাঁ অন্য একটু কার্য্য আছে; ইহাঁর ভার্য্যাকে কে অপহরণ করিয়াছে; আমরা তাহার সন্ধান পাইতেছি না; তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি; আপাততঃ তাহাই আমাদের কার্য্য; অন্য সকল আনুষঙ্গিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার উদ্ধারের জন্য আমরা সমুদ্র পার হইতে প্রস্তুত আছি, পাতালে প্রবেশ করিতে পারি, স্বর্গে যাইতে উদ্যত হইতেছি; ইন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করিতে প্রস্তুত; বলিকে মারিতে উদ্যত। তাঁহার জন্য আমরা সকল কার্য্যই অসাধ্য হইলেও করিতে প্রস্তুত হইতেছি। সুগ্রীব বলিলেন,—ইতোমধ্যে রাবণ এক রমণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই রমণীটি যাইবার সময় (রোদন করিতে করিতে) আমাদের এই স্থানে কতকগুলি অলঙ্কার ফেলিয়া গিয়াছেন; আমি তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আপনাকে দেখাইতেছি, দেখুন দেখি, অলঙ্কারগুলি আপনার ভার্য্যার কি না? এই বলিয়া সুগ্রীব রামকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া অলঙ্কারগুলি দেখাইলেন। রাম সেই অলঙ্কারগুলি দেখিবামাত্র সীতার বলিয়া চিনিতে পারিয়া কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন, তাহার পর সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই রাবণ

স চ দক্ষিণামাশাং গত ইতি বভাষে। ১৬৭

অথ রামস্তেন সখ্যমকরোদপৃচ্ছচ্চ কিমর্থমিহ ভার্য্যাহীনঃ স্থিত ইতি। ১৬৮

কপিরুবাচ।

মম ভ্রাতা বালী মহাবলো মম ভার্য্যাং রাজ্যঞ্চাপহৃত্য কিষ্কিন্ধায়ামাস্তে যুদ্ধেন চাহং পরাজিতঃ। ১৬৯

তদ্বধায় সর্ব্বথা মম চিন্তা যথাসৌ ত্বয়া নিহন্যতে তথা ময়াপি সাগরং বদ্ধা পরতটে লঙ্কায়াং স্থিতাং সীতাং রাবণেনাপহৃতাং তব সমর্পয়ামীত্যাভাষ্য শপথং কৃত্বা সুগ্রীবো বালিনাতিবলিনা যুদ্ধায়াহূয় তেন যুযুধে। ১৭০

রামোঽপ্যনন্তরমনিশ্চয়াদ্বালিনং নাহনৎ।

অথ সুগ্রীবঃ পলায়িতো রামমিদমভাষত তব চিত্তমবজ্ঞায় প্রবৃত্তো মরণায়। ১৭১

রামোঽপি যুবয়োর্ব্বিশেষাজ্ঞানান্ময়া তূষ্ণী-ভূতং চিহ্নিতং ত্বাং নিরীক্ষ্য তং হন্মি। ১৭২

অথ সুগ্রীবশ্চিহ্নং কৃত্বা বালিনং যুদ্ধায়াহূয় সমতিষ্ঠত। ১৭৩

তারা বভাষে বালিনং সহায়বানিব লক্ষ্যতে সুগ্রীবো নো চেদেবং নাহ্বয়তি জ্ঞাতং ময়া রামলক্ষ্মণৌ দশরথতনয়ৌ নারায়ণাংশৌ ভূভা-রাবতারায় সমাগতৌ তাবস্য সহায়ভূতৌ॥১৭৪

বাল্যুবাচ।

নীতিমান্ রাম ইতি ময়া শ্রুতো ন হি বল-বন্তং বিহায় দুর্ব্বলং ভজতে তাদৃশঃ সমায়'তু

কোন্ দিকে গিয়াছে?" সুগ্রীব উত্তর করিলেন,—"সে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে।" অনন্তর রাম সুগ্রীবের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি জন্য এখানে ভার্য্যাহীন হইয়া রহিয়াছ?" সুগ্রীব বলিলেন,—বালী নামে আমার এক ভ্রাতা আছে, সে অতি বলবান্; সে আমার রাজ্য ও ভার্য্যাকে কাড়িয়া লইয়া কিষ্কিন্ধায় বাস করিতেছে; আমি যুদ্ধে তাহার নিকটে হারিয়া গিয়াছি। কিরূপে তাহাকে মারিতে পারি, আমার মনোমধ্যে সর্ব্বদাই এই চিন্তা। আপনি যদি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সাগরবন্ধন করিয়া সাগরের ওপারে অবস্থিতা রাবণহৃতা সীতাকে উদ্ধার করিয়া আপনাকে দিতে পারি। এই বলিয়া শপথ করিয়া সুগ্রীব সেই অতি বলবান্ বালীকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যুদ্ধকালে রাম বালীকে মারিবার জন্য বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুই ভ্রাতারই একরূপ আকৃতি; তাহাদের মধ্যে কে বালী, তাহা তিনি স্থির করিতে না পারিয়া মারিতে পারিলেন না। অনন্তর সুগ্রীব বালীর হস্তে সাতিশয় প্রহার প্রাপ্ত হইয়া পলাইয়া আসিয়া রামকে বলিলেন,—"আপনার মনের ভাব না জানিয়া মরিতে গিয়াছিলাম। এখনই বালী আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।" রাম উত্তর করিলেন,—তোমাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে কে বালী, আমি তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই,—বলিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতে পারি নাই, এক্ষণে তুমি কোন চিহ্ন ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে যাও, আমি বালীকে বধ করিতেছি। ১৫৬—১৭২। অনন্তর সুগ্রীব চিহ্নধারণ করিয়া বালীকে পুনরপি যুদ্ধের নিমিত্ত ডাকিয়া যুদ্ধ-সজ্জিত হইলেন। পরাজিত হইয়াও সুগ্রীব পুনর্ব্বার বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন দেখিয়া তারা বালীকে বলিলেন,—বোধ হয় সুগ্রীব কাহারও সহায়তা পাইয়াছে, তাহা না হইলে পরাজিত হইয়া তোমাকে আবার ডাকিত না। এতক্ষণের পর বুঝিয়াছি, দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ,—যাঁহারা নারায়ণের অংশ, ভূভার-হরণের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সুগ্রীবের সহায় হইয়াছেন। বালী বলিলেন, আমি শুনিয়াছি—রাম নীতিমান।

বা রামঃ প্রতিবলমধিকং কৃত্বা বিভেতি বীরো যদি রামঃ স্বয়ং যুদ্ধায় যাতস্তদা যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিত্যাভাষ্য তারাং সম্ভাব্য সুগ্রীবযুদ্ধায় নির্যাতঃ ॥ ১৭৫

অথ মুষ্টিযুদ্ধমন্যোহন্যমভূৎ ॥ ১৭৬

রামোহপি বালিনং জঘান পপাত চ ॥

বাল্যাহ চাশস্ত্রযুদ্ধে বাণঘাতোহথ শোণিতসর্ব্বাঙ্গো বভূব ॥ ১৭৮

অথ তারা চাঙ্গদশ্চ সমাগত্য ব্যথিতৌ বভূবতুঃ ॥ ১৭৯

অথ রাঘবং বানরাঃ সমায়াতা বাল্যুপান্তে নিপেতু রুরুদুশ্চ ॥ ১৮০

অথ তারা রামমাবভাষে শাস্ত্রকুশলাঃ শূরা ধার্ম্মিকা রাঘবাঃ পুরা চাপি রাম কথং পাপমকার্ষীঃ। ন ক্ষত্রধর্ম্মং জানীষে রাজগণসেবিতম্ ॥ ১৮১

অন্যোহন্যং যুধ্যতোর্যুদ্ধে জয়ো বা মরণং ভবেৎ।

অন্যো যদি তয়োর্হন্যাদ্‌ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥

কিং বৈরেণ বালিনমাহ নঃ কিং বৈরম্।

যদি মাংসার্থমভোজ্যং বানরমাংসম্ ॥ ১৮৩

যদ্যাত্মনোহপ্রিয়াৎ সুখাভাবাদপরেষামপি তথাভাবং মন্যসেহহো বিমোহাদ্‌যদি মামাদাতুমিদং কৃতমেকপত্নীব্রতং তব ॥ ১৮৪

আমি সুগ্রীবের অপেক্ষা বলবান্। বলবানকে পাইলে তিনি কখনও দুর্ব্বলের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। নীতিমান বীর পুরুষ আপনা অপেক্ষা বলবান্ প্রতিপক্ষ দেখিলে ভয় পাইয়া পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। আর যদি রাম একান্তই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব। এই বলিয়া তারার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বালী সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর বালী ও সুগ্রীব উভয়ে পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাম অন্তরালে থাকিয়া বালীকে শরাঘাত করিলেন। বালী আহত হইবামাত্র পতিত হইয়া বলিলেন,—"আমাদিগের ত অস্ত্রযুদ্ধ হইতেছে না, তবে কে এরূপ অস্ত্রাঘাত করিল? দেখিতে দেখিতে বালীর সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গেল। অনন্তর তারা ও অঙ্গদ আসিয়া বালীকে তদবস্থ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। অনন্তর অন্যান্য বানরেরা তথায় রামের নিকটে আগমন করিয়া সেই নিহত বালীর চতুঃপার্শ্বে পতিত হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তারা রামকে কহিলেন,—শুনিয়াছি; রঘুবংশীয় রাজারা বীর শাস্ত্রজ্ঞ এবং ধার্ম্মিক। তাঁহারা এইরূপ অধার্ম্মিক কাপুরুষের মত কার্য্য করেন না, তবে কেন রাম! আপনি এইরূপ পাপ কার্য্য করিলেন। আপনি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম—যাহা সকল রাজারাই পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে জয় বা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ইহা জানিয়াই লোকে যুদ্ধ করিতে গিয়া থাকে; এরূপ ক্ষেত্রে যোদ্ধা যোদ্ধাকে মারিলে দোষের হয় না। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া যদি অলক্ষিতভাবে তাহাদের কাহাকেও বধ করে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যা করার পাপ হয়। আপনি বালীকে মারিয়া বৈরনির্যাতন করিলেন? তাহাই যদি করিয়া থাকেন ত বলুন, বালীর সহিত আপনার কি শত্রুতা ছিল? যদি মাংসার্থী হইয়া বালীকে বধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার সে কার্য্য বৃথা হইয়াছে, কারণ বানরের মাংস অভক্ষ্য। যদি নিজে অসুখী আছেন বলিয়া অপরকেও অসুখী করিবার ইচ্ছায় এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার অতি দুর্ব্বুদ্ধি বলিতে হইবে। ফলে আপনার ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তির এরূপ পরসুখদ্বেষ হওয়া সম্ভাবিত নহে। তবে বোধ হয়, আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য

যদি রাবণহৃতাং সীতামানেতুং সুগ্রীবসহায়কৃতমেবমতো মহদন্তরং বলবুদ্ধেন মহাবলেন বালিনা ॥ ১৮৫

সম্ভাবেন দিনকরাবর্ত্তিতান্তরে সীতামানেতুং সমর্থেন স্মরণাগতরাবণদানসমর্থেন বানররাজেন পঞ্চাশৎপরার্দ্ধবানরভল্লূকসেনাবতাত্মকার্য্যেণ সিধ্যতে ইতি কিং সুগ্রীবেণাল্পবীর্য্যেণ সপ্তপরার্দ্ধসেনাপতিনা কপিনা কিং সিধ্যতি কার্য্যং বচনবতা ॥ ১৮৬

অহোঽজ্ঞানং সর্ব্বং দেব ভদ্রং যত্ত্বক্তোঽসি ॥ ১৮৭

বক্তি চ রামঃ পৃথিবীপতিনা ময়া দুষ্টনিগ্রহণং কার্য্যং শিষ্টপরিপালনঞ্চ বালিনা সুগ্রীবমহিষীরুমাপহৃতা রাজ্যঞ্চ। অতশ্চ ন তাদৃগ্বধে দোষঃ ॥১৮৮

তারোবাচ। সুগ্রীবোঽপি তর্হি বধ্যো দুন্দুভিনা যুধ্যতা বালিনা বিলং প্রবিষ্টেন বৎসরং তত্রোষিতং তদন্তরে চ মামপহৃত্য রাজ্যঞ্চ কৃতং সুগ্রীবেণ তৎ পূর্ব্বমপি পশ্চাত্তং হন্তুম্ ॥ ১৮৯

রামোবাচ। কিয়ৎকালপূর্ব্বমিদঞ্চ বদ ॥

তারোবাচ। ষষ্টিবর্ষসহস্রাদর্ব্বাগশীতিতমে বর্ষে রক্ষোযুদ্ধে সুগ্রীবেণ রাজ্যমপহৃতং পুনশ্চ বর্ষান্তরে প্রাপ্তেন বালিনা সুগ্রীবঃ পলায়িতোঽপহৃতা তস্য ভার্য্যা রাজ্যঞ্চাপহৃতং

এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন; তাই বা বিশ্বাস করি কিরূপে? কারণ শুনিয়াছি, আপনি একপত্নীব্রত, পরদারে দৃষ্টিপাতও করেন না; তবে রাবণ আপনার সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়াছে, সেই সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য সুগ্রীবের সাহায্য গ্রহণাভিলাষে যদি এই কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার এ কার্য্য অতি অন্যায় হইয়াছে। আপনি জানেন না, মহাবলশালী বালী ও সুগ্রীবে অনেক প্রভেদ; আপনি বালী দ্বারা যে কাজ পাইতেন, সুগ্রীব দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও পাইবেন না। বালীর সহিত সদ্ভাব করিলে দেখিতেন, বালী সূর্য্যাস্তের মধ্যে সীতাকে আনিয়া দিতে পারিতেন; রাবণকেও বলপূর্ব্বক আপনার নিকটে আনিয়া আপনার শরণাপন্ন করিতেন। বালী বানরের রাজা; পঞ্চাশৎপরার্দ্ধ বানর ও ভল্লুক বালীর সৈন্য; এক বালী দ্বারাই আপনার সকল কার্য্য সিদ্ধ হইত। সুগ্রীবের দ্বারা আপনার কি কাজ হইবে? সুগ্রীব কেবল কথায় মজবুত; ক্ষমতা অতি সামান্য; সপ্ত পরার্দ্ধ মাত্র ইহার সৈন্য। দেব! আপনার আশ্চর্য্য দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত; আমি আপনাকে ভাল কথাই বলিলাম। রাম উত্তর করিলেন,—আমি রাজা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। বালী সুগ্রীবের রাজ্য ও তদীয় পত্নী রুমাকে অপহরণ করিয়া অতি দুষ্টতা প্রকাশ করিয়াছে, সুতরাং তাহাকে বধ করা আমার অন্যায় হয় নাই। তারা বলিলেন,—আপনি যদি তাই বলেন, তবে সুগ্রীবও আপনার বধ্য; এক সময়ে সুগ্রীবও বিলক্ষণ দুষ্ট-স্বভাবের পরিচয় দিয়াছে,—দুন্দুভির সহিত যুদ্ধ করিতে বালী যখন গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একবৎসর তথায় বাস করিয়াছিলেন, সেই অবসরে সুগ্রীব আমাকে অপহরণ করিয়া বালীর স্থান অধিকারপূর্ব্বক রাজত্ব করিয়াছিল; অতএব সুগ্রীবকে আপনার প্রথমে বধ করা উচিত, তাহার পর বালীকে। রাম বলিলেন,—এ কত কালের কথা, বল দেখি। তারা উত্তর করিলেন,—ষাটহাজার বৎসর পূর্ব্বে অশীতিবৎসর বয়সকালে দুন্দুভি রাক্ষসের সহিত বালীর যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে সুগ্রীব বালীর রাজ্য অপহরণ করে; পরে এক বৎসরের পর বালী যুদ্ধ করিয়া প্রত্যাগত হইলে সুগ্রীব পলায়ন করে; তখন বালী ক্রোধে সুগ্রীবের ভার্য্যা এবং রাজ্য

তস্মিন্নেব দিনে ভবতঃ পিতুর্দশরথস্যাভি-ষেকঃ ॥ ১৯১

রাম উবাচ।

ময়া পিতুরনুশাসনাদ্রাজ্যগতদুষ্টনিগ্রহণং কৃতং গুরুবচনস্যালঙ্ঘনীয়ত্বাত্তদপহরণ-বেলায়াং যো রাজা স নাচরৎ ॥ ১৯২

অথবা স্বতন্ত্রৌ মৃগৌ মৃগয়োর্হতশ্চ বালী মৃগাণামস্তোষ্যদারণাদ্যজুগুপ্সা চ সতো মম মৃগয়াবৎ অথ বিমৃগাণাম্ ॥ ১৯৩

চলিতস্থিতবদ্ধানাং চলদ্ভ্রান্তপরায়িণাম্।
অথাবসৃজতাং সঙ্গমুজ্ঝিতা মৃগয়া তথা ॥ ১৯৪
মৃগয়াশাস্ত্রবিধিতো মৃগয়েয়ং ময়া কৃতা।
দর্শনাদর্শনাভ্যাঞ্চ ধাবনাধাবনাত্তথা ॥ ১৯৫
অবরোহাৎ পরং স্থানং সাবয়ানাং প্রভিদ্যতে
রাজ্ঞাঞ্চ মৃগয়া ধর্ম্মো বিনা আমিষভোজনম্ ॥

অথ রামবচনমাকর্ণ্য সর্ব্ব এব প্রাকম্পয়ন্ শিরাংসি ॥ ১৯৭

বালী বভাষে রামমঞ্জলিং মস্তকে নিধায় নমস্তে রাম শৃণু বচনং মম ॥ ১৯৮

শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জগদ্গুরুঃ
নারায়ণঃ স্বয়ং সাক্ষাত্ত্বমিতি ময়া শ্রুতম্ ।
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্বিনঃ ।
হব্যকব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃৎ ॥ ২০০
মরণে চিন্তয়ানস্য ত্বাং বিমুক্তিরদূরতঃ।
স ত্বং মে দর্শনং প্রাপ্তো রাম মে পাপসঙ্ক্ষয়ঃ
গৃহাণ বাণং কাকুৎস্থ ব্যথিতো ভৃশমস্ম্যহম্ ॥

অথ রামস্তথেতি বাণমাদায় বালিনমুবাচ কিমিষ্টং দীয়তাং বদ ॥ ২০৩

কপিরুবাচ।

যদি প্রসন্নো ভগবান্মম সদ্গতিং দেহ্যয়ং সুগ্রীবস্তথা রক্ষণীয়োঽঙ্গদোঽথ তারা চ ময়া পাপিনাপরাধঃ কৃতস্তৎফলমনুভূতম্ ॥ ২০৪ ॥

অপহরণ করিয়াছিলেন। সেই দিনে আপ-নার পিতা দশরথের রাজ্যাভিষেক হয়। রাম বলিলেন,—আমি পিতার আদেশে আমার রাজ্যমধ্যবর্ত্তী দুষ্টের নিগ্রহ করি-য়াছি। গুরুজনের আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নহে, তাই এ কার্য্য করিয়াছি; তবে সুগ্রীব যে সময়ে বালীর ভার্য্যা ও রাজ্য অপহরণ করিয়াছিল, তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি উহাকে শাসন করেন নাই! তাই বলিয়া তখনকার বিচার এখন আমি করি কিরূপে? অথবা বালী ও সুগ্রীব স্বচ্ছন্দচারী মৃগ; রাজাদের মৃগয়া দোষাবহ নহে; আমি মৃগয়াবুদ্ধিতে বালীকে বধ করিয়াছি। অনন্তর রামের কথা শ্রবণ করিয়া সকলে শিরঃকম্পন করিল (রামের কথায় অনুমোদন করিল)। তৎপরে মুমূর্ষু বালী কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহি-লেন,—রাম! আপনাকে নমস্কার; আমার একটি নিবেদন শ্রবণ করুন। আমি শুনি-য়াছি—আপনি শঙ্খ-চক্র-গদা-হস্ত পীতবসন-ধারী জগদ্গুরু সাক্ষাৎ নারায়ণ। যোগি-গণ আপনাকে ধ্যান করেন। যাজ্ঞিকগণ আপনার প্রীতি উদ্দেশে যাগ করেন। এক মাত্র আপনিই পিতৃরূপ দেবরূপ ধারণ করিয়া হব্য ও কব্য ভোজন করেন। মৃত্যু-কালে আপনাকে যে চিন্তা করে, তাহার মুক্তি অতি নিকটবর্ত্তী হয়। রাম! এতা-দৃশ আপনি অদ্য আমার দৃষ্টিগোচর হও-য়াতে আমার পাপ ক্ষয় হইয়া গেল। হে কাকুৎস্থ! আপনি আমার শরীর হইতে বাণ গ্রহণ করুন, ব্যথা অনুভব করিতেছি। অনন্তর রাম "তাহাই হইতেছে" বলিয়া বালীর অঙ্গ হইতে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক বালীকে বলিলেন,—এক্ষণে তোমাকে কি ইষ্ট প্রদান করিব বল। বালী বলিলেন,—ভগবান্ যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত আমাকে সদ্গতি প্রদান করুন। আর এই সুগ্রীবকে যেমন রক্ষা করিবেন, তেমনি আমার অঙ্গদ এবং তারাকেও রক্ষা করিবেন। আমি পাপিষ্ঠ, ঘোরতর অপরাধ করিয়াছি, তাঁ পাপের ফল ভোগ করিলাম। এই ক

অথ রামং পশ্যন্নেব বালী মমার স্বর্গঞ্চ গতঃ ॥ ২০৫

অথ সুগ্রীবং রাজ্যেঽভিষিচ্য স্বয়ং বনং বিবেশ ॥ ২০৬

অথ তেন সহায়েন জলধিসমীপং গত্বা ক লঙ্কা ক সীতা ক চারাতিঃ সুগ্রীবমাহ রামঃ ॥ ২০৭

অথ হনুমানাহ প্রবিশ্য লঙ্কাং বিচিত্য সীতাং সর্ব্বং তত্ত্বমবগত্য যুদ্ধং সন্ধির্ব্বা কর্ত্তব্যস্তদনধিলঙ্ঘনায় কিঞ্চিৎসমাদিশতু ভগবান্ ॥ ২০৮

অথ সুগ্রীবমাহ রামঃ কথমেতদ্ ঘটত ইতি ॥ ২০৯

কপিরুবাচ। মম বানরা ভল্লপ্রমুখাঃ কোটিশঃ সন্ত্যেকং নিযুজ্য সর্ব্বমাকলয্য যথা যুক্তং তথা করণীয়ম্ ॥ ২১০

অথ জাম্ববানাহ হনুমানেকো গচ্ছতু বুধ্যতু লঙ্কাম্ ॥ ২১১

অথ হনুমানগমল্লঙ্কাং পুরীং বিচিত্য সীতামশোকবনিকায়ামাসীনাং তথাচ সম্ভাষ্য বিশ্বাসং কৃত্বা বনং বভঞ্জ বনরক্ষকাংশ্চ ॥২১২

বদ্ধো রক্ষসা লঙ্কাং দগ্ধোত্তরকূলং গত্বা রামং দৃষ্ট্বা বৃত্তান্তং কথয়িত্বা তুষ্ণীমতিষ্ঠৎ ॥২১৩

অথ রামঃ সর্ব্বৈর্ব্বিচারয়ামাস ॥ ২১৪

জাম্ববানুবাচ রামেণ লঙ্কা কপিভির্ব্বিনঙ্ক্ষ্যতীতি নারদেন মমোক্তমথ সাগরোত্তরণে যততয়া শ্রেয়ম্ ॥ ২১৫

অথ রামঃ শঙ্করমারাধ্য সর্ব্বং নিবেদ্য তদুক্তং করোমীতি বচনমুক্ত্বা শিবমভ্যর্চ্চ্য প্রণতো ভূত্বা ব্যজিজ্ঞপৎ ॥ ২১৬

বলিয়া বালী রামকে দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর রাম সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। পরে রাম সুগ্রীবকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—লঙ্কা কোথায়, সীতা কোথায় আর আমার সে শত্রু কোথায়? অনন্তর হনুমান বলিলেন,—লঙ্কায় প্রবেশপূর্ব্বক সীতার অন্বেষণ করিয়া অগ্রে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাউক, তাহার পর সন্ধি বা যুদ্ধ যাহা কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে। অতএব আপনি সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে অনুমতি প্রদান করুন। তাহার পর রাম সুগ্রীবকে বলিলেন,—সমুদ্র লঙ্ঘন কে করিবে; সুগ্রীব উত্তর করিলেন,—ভল্লুক প্রভৃতি কোটি বানর আমার সৈন্য রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও সমুদ্র পারে যাইতে আদেশ করিয়া তাহা দ্বারা অগ্রে সংবাদ লওয়া যাউক, তাহার পর পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, করা যাইবে। ১৭৩—২১০।

অনন্তর জাম্ববান্ বলিলেন,—হনুমান্ একাকী লঙ্কায় গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হউক। তৎপরে তাঁহাদের অনুমতিক্রমে হনুমান্ লঙ্কায় গমন করিয়া সমস্ত নগরী অনুসন্ধান করিতে করিতে অশোককাননমধ্যে সীতাকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন। তাহার পর বনভঙ্গ করিয়া বনরক্ষকদিগকে বধ করিলেন। তাহার পর রাক্ষসেরা তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলে, তিনি লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং রামের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর রাম সকলের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তৎপরে জাম্ববান কহিলেন,—আমি মহর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছি, রাম বানরসেনার সাহায্যে লঙ্কাপুরী ছারখার করিবেন। অতএব আমাদিগকে এক্ষণে যত্নপূর্ব্বক সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে। অনন্তর রাম "শঙ্করের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত নিবেদন করি, তাহার পর তিনি যাহা বলেন, তাহাই করিব" এই

দেব মহাদেব মহাভূতগ্রাস মহাপ্রলয়-কারণ মহাহিভূষণ মহারুদ্র শঙ্কর পরমেশ্বর বিরূপাক্ষ নাগযজ্ঞোপবীত করিকৃত্তিবসন ব্রহ্মশিরঃকপালমালাভরণ নরকাস্থিভূষণ ভসিতপর নারায়ণপ্রিয় শুভচরিত পঞ্চব্রহ্মা-দিদেব পঞ্চানন চতুর্ব্বদন বেদবেদ্য ভক্ত-সুলভাভক্তদুর্লভ পরমানন্দবিজ্ঞানপর পূষ-দন্তপাতন দক্ষশিরশ্ছেদন ব্রহ্মপঞ্চমশিরো-হরণ পার্ব্বতীবল্লভ নারদোপগীয়মান-শুভ-চরিত শর্ব্ব ত্রিনেত্র ত্রিশূলধর পিনাকপাণে কপর্দ্দিন্নেকরূপরুস্ববাহন শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ চতুর্ভুজ নানায়ুধদক্ষিণামূর্ত্তে ঈশ্বর দেবপতে গঙ্গাধর ত্রিপুরহর শ্রীশৈলনিবাস কাশীনাথ কেদারেশ্বর ভূষণসিদ্ধেশ্বর পটহকর্ণেশ্বর কন-খলেশ্বর পর্ব্বতেশ্বর চক্রপ্রদ বাণচিন্তাপাদক মুরহরপূজিতচরণকমল সোম সোমভূষণ সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতির্ম্ময় জগন্ময় নমস্তে নমস্তে ॥২১৭

এবং স্তবতো রামস্য পুরতো লিঙ্গমধ্য-কোপেতস্তেজোময়মূর্ত্তিরাবির্ব্বভূব ॥ ২১৮

অভয়বানথ পুনঃ পদ্মাসনাসীনমুমাধি-ষ্ঠিতাঙ্ক-মীশমামুক্ত-সর্ব্বাভরণং স্ফুকান্তি-কিরীটিনংহৈমবতীকটীস্পর্শং করদ্বয়েনাভয়বর-প্রদং তরঙ্গিতানেকদিশাভিঃ পূর্ণং তেজস্বিনং হাসমুখং প্রসন্নবদনং দদর্শ রামঃ পরমেশিতারং ননাম বদ্ধাঞ্জলিঃ পুনশ্চ দণ্ডবৎ পপাত ॥২১৯

বলিয়া শঙ্করকে পূজাপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ২১১—২১৬। দেব! আপনি মহাদেব। আপনি মহাভূত-সমূহকে গ্রাস করিয়া থাকেন। আপনি মহাপ্রলয়ের কারণ। বাসুকি আপনার ভূষণ। আপনি শঙ্কর। আপনি মহারুদ্র পরমেশ্বর। আপনি বিরূপাক্ষ। সর্প দ্বারা আপনি যজ্ঞোপবীত করিয়াছেন। গজচর্ম্ম আপনার বসন। ব্রহ্মমস্তক ও নর-কপাল-মালা আপনার অলঙ্কার। নরকাসুরের অস্থি দ্বারা আপনি অলঙ্কার করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া থাকেন। নারায়ণকে আপনি ভালবাসেন। আপনি পবিত্রচরিত্র, পঞ্চব্রহ্মাদিদেব। আপনি পঞ্চানন। আপ-নিই চতুর্ম্মুখ। আপনি বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বর। আপনি ভক্তের পক্ষে সুলভ, অভক্তের পক্ষে দুর্লভ, আপনি পরমানন্দ-জ্ঞানে বিভোর। আপনি পূষার দন্ত উৎপাটন করিয়াছেন। দক্ষের মস্তক ছেদন করিয়াছেন, ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক হরণ করিয়াছেন। হে পার্ব্বতীবল্লভ! নারদ সর্ব্বদা আপনার পবিত্র চরিত্র গান করিয়া থাকেন, হে শর্ব্ব! হে ত্রিশূলধারিন্! হে পিনাকপাণি কপর্দ্দিন্! আপনি বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। বৃষভ আপনার বাহন। শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় আপনার শরীরকান্তি। হে ঈশ্বর দেবপতে আপনি নানা অস্ত্রধারী চতুর্ভুজ। আপনি দক্ষিণামূর্ত্তিধারী; আপনি গঙ্গাধর আপনি ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছেন আপনি শ্রীপর্ব্বতে বাস করেন, আপনি কাশীনাথ, কেদারেশ্বর, ভূষণ, সিদ্ধেশ্বর আপনি পটহকর্ণেশ্বর, পর্ব্বতেশ্বর। আপনি কনখলেশ্বর। আপনি চক্রপ্রদ! আপনি বাণাসুরের চিন্তাপ্রদাতা; মুরারি আপনার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন। আপনি চন্দ্রমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, চন্দ্র আপনার ভূষণ। হে জ্যোতির্ম্ময়! আপনি জগন্ময় ও সর্ব্বজ্ঞ। আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। রাম এইরূপে স্তব করিতে থাকিলে তাঁহার সম্মুখস্থাপিত লিঙ্গমূর্ত্তি হইতে তেজো-ময় মূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার। মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট তাঁহার অঙ্গনিঃসৃত জ্যোতি দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া গেল। তিনি পদ্মাসনে আসীন। তাঁহার অঙ্কোপরি পার্ব্বতী দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। পার্ব্বতীর কটি স্পর্শ করিয়া তিনি সহাস্যবদনে বরাভয় প্রদান করিতেছেন

অথ রামং পরমেশ্বরোঽপি বরং বৃণু ত্বং বরদোঽহমিত্যুক্তবান্। রাম উবাচ। লঙ্কাং গমিষ্যামি সমুদ্রতরণ উপায়মেকং মম দেহি শম্ভো। ২২০

শম্ভুরুবাচ।

মমাজগবং ধনুরস্তি তৎকালরূপমবিকল্পং বা ভবতি তদারুহ্য সমুদ্রং তীর্ত্বা লঙ্কামাপ্নুহি।২২১

রামোঽপি তথেতি নিশ্চিত্য স সস্মারাজগবম্। ২২২

আগতং ধনুস্ততশ্চ রামোঽপূজয়ৎ। ২২৩

অথ হরো ধনুরাদায় রামায় দত্তবান্।২২৪

রামোঽপি জলধাবপাতয়ৎ। ২২৫

আরুরুহুঃ সর্ব্বে বানরা রামলক্ষ্মণৌ চ যষ্টিপরার্দ্ধং তেষামসঙ্খ্যেযু বানরেষু ধনুরারূঢেষু নিষ্কামং যযৌ ধনুস্তটং বানরাশ্চ ততস্ততো গত্বা নিরীক্ষয়ামাসুঃ। ২২৬

অথাতিকায়ো নাম রক্ষঃ কপিবলমালোক্য রাবণায়োক্তবৎ। ২২৭।

রাবণোঽপি কিং কপিভিঃ শাখামৃগৈঃ কিং বা মানুষাভ্যাং রামলক্ষ্মণাভ্যাং কিমায়াতং দৈবাগতমস্মাকং ভোজনমিত্যুবাচ। ২২৮

অথ সুগ্রীবঃ পশ্চিমাবলম্বিনি ভাস্বতি হনুমজ্জাম্ববদাদিমহাবলৈশ্চাতিকায়ৈরসঙ্খ্যাতৈর্লঙ্কাপার্শ্বং গত্বোপবনং প্রবিশ্য নানাফলানি খাদিত্বা পয়ঃ পীত্বোপবনরক্ষিরাক্ষসান্ বিদ্রাব্য সর্ব্ববিপিনমেকৈকশো গৃহীত্বা প্রাদ্রবল্লঙ্কাং গোপুরঞ্চ গত্বা সমারুহ্য প্রাসাদঞ্চ বিশীর্য্যৈকৈকশঃ কেচিৎ স্তম্ভমাদায় রক্ষোভির্যুযুধুঃ।

পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া রাম অভয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুনরপি তাঁহার পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। অনন্তর পরমেশ্বর রামকে বলিলেন,—আমি বর দিতে আসিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। রাম বলিলেন,—শম্ভো! আমি লঙ্কায় গমন করিব; অতএব আমাকে সমুদ্র পার হইবার একটি উপায় করিয়া দিন।২১৭—২২০। শম্ভু বলিলেন,—আমার পিনাক ধনু আছে; সেই বৃহৎ ধনু সেতুর ন্যায় করিয়া সমুদ্রের উপরে স্থাপন করিলে তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তুমি লঙ্কায় গমন করিতে পারিবে। রাম "তাহাই হউক" বলিয়া সেই উপায়ে সমুদ্র তরণে কৃতনিশ্চয় হইলে শম্ভু সেই পিনাক ধনু স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র ধনু তথায় উপস্থিত হইল। রাম সেই ধনুর পূজা করিলেন। অনন্তর মহাদেব সেই ধনুকখানি লইয়া রামকে প্রদান করিলেন। রাম ধনু লইয়া লঙ্কাভিমুখে সমুদ্রে পাতিত করিলেন। যষ্টিপরার্দ্ধ বানর ও রাম লক্ষ্মণ নিঃশঙ্কচিত্তে সেই ধনুর উপরে আরোহণ করিলেন; ধনুকের অগ্রভাগ একেবারে সমুদ্রের অপর পারের তটে গিয়া লাগিল। স্বচ্ছন্দে তাঁহারা ধনুর উপর দিয়া সমুদ্রপারে গমন করিলেন। ধনুর উপর দিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিকায় নামক এক রাক্ষস সেই বানরসেনা দর্শন করিয়া রাবণকে গিয়া বলিল,—রাবণ তাহা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল; বানরেরা ত শাখামৃগ, রামলক্ষ্মণ ত মানুষ। তাহারা আসিয়া আমার কি করিবে। বরং ভালই হইয়াছে; সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচুর আহার উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়া গমন করিলে সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি অসংখ্য মহাবলশালী বিশালকায় বানরসমভিব্যাহারে লঙ্কার পার্শ্ববর্ত্তী এক উপবনে গিয়া নানা ফল ভক্ষণ, জল-পান, ও উপবনরক্ষক রাক্ষসদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া, একে একে তথাকার সমস্ত বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া লইয়া লঙ্কার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তৎপরে সকলেই বৃক্ষহস্তে লঙ্কাপুরীরতোরণোপরি

এবৈঁ চ শালাং বভঞ্জুর্গৃহাণি চূর্ণয়ামাসু-র্ব্বালবৃদ্ধস্ত্রীজনাদিকং সর্ব্বমেব নিজঘ্নুঃ ॥ ২৩০

অথৈকং প্রকারং নির্জ্জিতমাজ্ঞায় রাবণ ইন্দ্রজিতং সন্দিদেশ ॥ ২৩১

ইন্দ্রজিতা চ যুদ্ধং বানরাঃ কৃত্বা ভীতাঃ পলায়িতাশ্চ ॥ ২৩১

অথ হনূমানধিবলং নির্গতমাজ্ঞায় রাবণং জ্ঞাত্বা বানরানাহূয় নির্ভর্ৎস্য সেনাং মহতীং কারয়িত্বা দশমুখং কল্পয়িত্বা মোদয়ামাস ॥২৩৩

অথ স্বস্থ এবেন্দ্রজিদ্‌যুযুধে ন চ বানরাস্তং দৃষ্টবন্তঃ ॥ ২৩৪

অথ হনূমজ্জাম্ববন্তৌ খমুৎপ্লুত্য পর্ব্বত-শিখরাভ্যামিন্দ্রজিতং নিজঘ্নতুঃ ॥২৩৫

অথ ভুবি পপাত তং লক্ষ্মণশ্চ যমলোক-গামিনং চকার ॥২৩৬

অথাতিকায়মহাকায়ৌ বানরসৈন্যং বহুশো হত্বা লক্ষ্মণং পীড়য়িত্বা রামেণ সংযুধ্য সুগ্রীবং কৃত্বা হনূমজ্জাম্ববদ্ভ্যাং যুযুধাতে পরাজিতৌ গৃহীত্বা তৌ চ যোদ্ধারাবাদায় রামসমীপং গত্বা রামায় ন্যবেদয়তাম্ ॥ ২২৭

অতিকায়মভাষত রাসো রামণস্য মম ব্রূহি সচিবানামন্যেষাং মহাভবানাঞ্চ ॥২৩৭

অতিকায় উবাচ।

নিশ্চিতমিদং পুরাস্মাভিঃ কার্য্যং সেনা-বিভাগশঃ কৃত্বা বিদ্যুন্মালী নাম রাক্ষসো মহা-বলো বিচিত্রযোধী দর্শনাদর্শনযোধী বানরৈঃ সর্ব্বৈরেক এব যুধ্যতেঽপরে চ বলিনৌ মহান্তঃ শিক্ষিতাস্ত্রাশ্চাবাং যুবাভ্যাং যুধ্যাবো

আরোহণ করিয়া অট্টালিকার উপরে উঠি-লেন। অট্টালিকা সকল ভগ্ন করিয়া কেহ কেহ একটী একটি স্তম্ভ লইয়া রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ গৃহদ্বার ভগ্ন-বিচূর্ণ করিয়া বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই নিহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বানরগণ এইরূপ অত্যাচার করি-তেছে জানিতে পারিয়া রাবণ ইন্দ্রজিৎকে আদেশ করিল। বানরেরা ইন্দ্রজিতের সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। অনন্তর শত্রুবল বহির্গত হইয়াছে, রাবণ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবং বানরেরা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে জানিতে পারিয়া হনূমান্ বানরদিগকে ডাকিয়া তির-স্কার করিলেন এবং বহুতর বানরকে একত্র করিয়া মহতী সেনা সন্নিবেশ করিলেন; দশভাগে সৈন্য বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহ প্রদান করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ আকাশে থাকিয়া অলক্ষ্য ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল; বানরেরা তাহাকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর হনূমান্ ও জাম্ববান্ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আকাশে উঠিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গপ্রহারে ইন্দ্রজিৎকে ভূতলে পাতিত করিল। ইন্দ্রজিৎ ভূতলে পতিত হইলে লক্ষ্মণ বাণনিক্ষেপে তাহাকে যমভবনে প্রেরণ করিলেন।২২১—২৩৬। অনন্তর অতিকায় ও মহাকায় নামক দুই রাক্ষস আসিয়া বহুতর বানর সৈন্য নিহত করিয়া লক্ষ্মণকে ব্যথিত করিল। তাহার পর রাম ও সুগ্রীবের সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া হনূমান্ ও জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হনূমান্ ও জাম্ববান্ সেই যোদ্ধ-যুগলকে পরাজিত করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রামের নিকট লইয়া গেলেন। রাম অতিকায়কে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি, রাবণ এবং রাবণের অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে গিয়া বল;—(যদি সীতাকে প্রত্যর্পণ না করা হয়, তাহা হইলে আমি যুদ্ধে সকলকে নিহত করিব।) অতিকায় বলিল,—আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, ইহা আমরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি; সেই জন্য আমরা দলে দলে সৈন্যসজ্জা করিয়াছি; মহাবলশালী অদ্ভুতযোদ্ধা বিদ্যুন্মালী নামক রাক্ষস, সেই সকল সজ্জিত সেনা লইয়া সমস্ত বানরের সহিত কখন দৃশ্য ও কখন অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিতেছে; তাহার সঙ্গে আরও অনেক

রাবণঃ পুষ্পকমারুহ্যাপরভাগেন ত্বামেব নিহনিষ্যত্যন্যে চ রাক্ষসাঃ কুম্ভকর্ণমুখাশ্চাত্মরূপং কৃত্বা ত্বাং পরিবার্য্য গৃহীত্বা সীতায়ৈ দর্শয়িত্বা তৎসন্নিধাবেব হনিষ্যন্তি ॥ ২৩৯

রামঃ প্রাহাহো বলবতাং কিমসাধ্যমেবং ভবতি বো দৈবগতিঃ কুটিলা ॥২৪০

সুগ্রীবোঽতিকোপনঃ সক্রোধং দৃষ্ট্বা রামমুবাচ বদ্ধাবেতৌ ন মোচনীয়ৌ ॥২৪১

রামঃ প্রাহাবদ্ধৌ মোচনীয়াবেতৌ বসনানি ভূষণান্যানয়েত্যুক্তমাত্রে হনূমতা তান্যানীতানি রামস্তাভ্যাং দত্তবান্ ॥ ২৪২

নত্বা যদেতল্লঙ্কাদ্বারে দৃশ্যতে দারু পঞ্চবক্ত্রং শুক্রেণোক্তমেতেন ছিন্নেন রাবণো হন্যতেঽথ চ দারুচ্ছেদনসমনন্তরং পাতালং গন্তব্যমিতি ভার্গবভাষিতং শাসনং লিখিতং তস্মাত্ত্বমিদং দার্ব্বেকপ্রযত্নেনৈকবাণনিপাতেন পঞ্চধা ছিন্ধি ততস্তব শক্তিং জ্ঞাত্বা যুদ্ধমতিদৃঢ়ং কুর্ব্বহে ॥ ২৪৩

অথ ভার্গববচো বিজ্ঞায় রামঃ পূর্ব্বকোট্যাং স্পর্শমানে সজ্যং কৃত্বা ধনুষি বাণং সংযোজ্য রক্ষোভ্যাং হনুমতাশ্রাবয়ন্নেব বাণং মুমোচ ॥

বাণং ধনুষশ্চলিতং তৌ রাক্ষসৌ বাণমার্গে নিরীক্ষমাণৌ দারু বাণেন পঞ্চধা ছিন্নং

অস্ত্র-বিদ্যাপারদর্শী বলবান্ মহারাক্ষস যোগ দিয়াছে; আমরাও আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। ক্ষণকাল পরে দেখিবেন,—রাবণ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অপর দিক্ দিয়া আসিয়া আপনাকে নিহত করিবেন। কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ স্ব স্ব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আপনাকে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করত সীতার নিকটে লইয়া যাইবেন এবং সীতাকে দেখাইয়া তাঁহার নিকটেই আপনাকে বধ করিবেন। ২৩৭—২৩৯। রাম বলিলেন,—ওহে বলবানের অসাধ্য কি আছে? কিন্তু তোমাদিগের প্রতি বিধি প্রতিকূল হইয়াছেন। তোমরা জানিতে পারিতেছ না যে, তোমাদিগের বিষম বিপদ্ নিকটবর্ত্তী। অনন্তর অতি ক্রোধী সুগ্রীব সেই দুই রাক্ষসের উপর সক্রোধ দৃষ্টিপাত করিয়া রামকে বলিলেন,—মহাশয়! এই বদ্ধ রাক্ষস দুইটীকে ছাড়িয়া দিবেন না; রাজা বলিলেন,—ইহারা বদ্ধ; সুতরাং বিপন্ন। এরূপ অবস্থায় ইঁহাদিগকে বধ করা উচিত নয়; ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। হনূমন্! তুমি বসন-ভূষণ লইয়া আইস। রাম এই কথা বলিবামাত্র, হনুমান বসন-ভূষণ আনিয়া দিলেন। রাম সেই রাক্ষসদ্বয়কে উক্ত বসন-ভূষণ প্রদান করিলেন। তাহার পর অতিকায় আবার বলিল,—আপনি কেবল বলে রাবণকে কোনমতেই বধ করিতে পারিবেন না। লঙ্কাদ্বারে ঐ যে কাষ্ঠময় পঞ্চানন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,ঐ কাষ্ঠমূর্ত্তি ছিন্ন হইলে রাবণ নিহত হইবেন। ঐ দারুচ্ছেদনের পর পাতালে গমন করিতে হইবে; শুক্রাচার্য্যের শাসনপত্র উহাতে লিখিত আছে। যদি আপনি একবারে এক বাণে ঐ কাষ্ঠময় পঞ্চাননকে পাঁচ খণ্ডে ছেদন করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব, আপনি বলবান্। তাহা হইলে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। নতুবা আপনি সামান্য মানুষ—আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করায় আমাদের গৌরব নষ্ট হয়। দুর্ব্বুদ্ধি রাক্ষস বুঝিল না যে, রাম সামান্য মানুষ নহেন, ভাবিয়াছিল—রাম এ কার্য্য কখনই সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, তাই রাবণের মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিল। অনন্তর রাম শুক্রাচার্য্যের আদেশ অবগত হইয়া ধনুর অগ্র অবনমনপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা যোজনা করিলেন; এবং হনূমানদ্বারা সেই রাক্ষসদ্বয়কে শ্রবণ করাইয়া ধনুতে শর সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সেই দুই রাক্ষস তথায় উপস্থিত থাকিয়া দেখিতে লাগিল,—রামের ধনু হইতে বাণ নির্গত হইয়া সেই কাষ্ঠ-

নিরীক্ষ্য রামং ব্যজ্ঞাপয়তামাবয়োঃ শিশবো রক্ষণীয়াস্ত্বয়েতি ॥ ২৪৫

তথেত্যাহ রামঃ। রাক্ষসৌ লঙ্কাং প্রবিষ্টাবথ প্রাকারযুদ্ধং কর্ত্তুং বানরা গত্বা সর্ব্বতো বরণমাত্রং পার্ষ্ণিভিঃ পাদৈর্জানুভিঃ করৈঃ পৃষ্ঠৈশ্চ তলসমং কৃত্বা দ্বিতীয়প্রাকারং গতাস্তদা চ রাবণঃ সমাগত্য সর্ব্বানেবেষুভির্দ্রাবয়িত্বা তদনুগচ্ছন্ রামমগাৎ ॥ ২৪৬

অথ রামমপি পঞ্চভির্ব্বাণৈর্ব্বিব্যাধ ॥ ১৪৭
অথ রামো দশভির্ব্বাণৈ রাবণং সব্রণং চকার অনয়োরতিদারুণমন্যোহন্যং যুদ্ধং বভূব।
রাবণো দশভির্ব্বাণৈর্ব্বিব্যাধ ॥ ২৪৯

অথ রামবাণৈশ্চ ক্ষতজশরীরো রাক্ষসঃ পলায়নপরোঽভবৎ ॥ ২৫০
বানরা লক্ষ্মণশ্চ কোটিকোটিরাক্ষসানঘ্নন্ ॥ ২৫১

অথ পরস্মিন্নহনি বিভীষণো রাবণং নিবার্য্যেদমুবাচ ॥ ২৫২
তৃতীয়োপায়কালোঽয়ং চতুর্থং ন বিচারয়।
চতুর্থো বিপরীতো ন শস্তঃ শস্তাপি কারিণঃ ॥
পরস্য চাত্মনঃ শক্তিং বিদিত্বা চাত্মনোঽধিকম্
তদা যুদ্ধং প্রশস্তং স্যাদ্বিপরীতং বিনাশকম্ ॥
রামেণ বলিনা নৈব যুদ্ধং তে দুর্ব্বলস্য চ।
একেষুবালিহন্তাসৌ বালির্জ্ঞাতস্ত্বয়া পুরা ॥ ২৫৫
মারীচমেকবাণেন ভবানপি পলায়িতঃ।
নিহতা রাক্ষসাঃ শূরা ইন্দ্রজিচ্চ সুতো হতঃ

পঞ্চাননে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই কাষ্ঠ পাঁচ খণ্ডে ছিন্ন হইয়া গেল। তদ্দর্শনে রাক্ষসদ্বয়, এইবার রাক্ষসবংশ নির্ম্মূল হইতে আরম্ভ হইল, ভাবিয়া রামের শরণাপন্ন হইয়া বলিল,—"মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বালক পুত্রগুলিকে রক্ষা করিবেন।" রাম "আচ্ছা, তাহা হইবে" বলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। রাক্ষসদ্বয় লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর বানরেরা ভগ্ন প্রাচীর হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সকলে পাষ্ণিপ্রহার, পদাঘাত, কর প্রহার, এবং পৃষ্ঠাঘাতে প্রথম প্রাচীর সমুদয় ভাঙ্গিয়া তল-সমান করিয়া ফেলিল; তৎপরে তাহারা যেমন দ্বিতীয় প্রাচীর ভাঙ্গিবার নিমিত্ত তাহার উপর আরোহণ করিল, অমনি তৎক্ষণাৎ রাবণ আসিয়া বাণনিক্ষেপ করত তাহাদিগকে তাড়া করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণপূর্ব্বক রামের নিকটে উপস্থিত হইল এবং রামকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিল। অনন্তর রামও দশটী বাণে রাজাকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তাঁহাদের উভয়ে পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাবণ আবার দশ বাণে রামকে বিদ্ধ করিল। অনন্তর রামের বাণে রক্তাক্তশরীর হইয়া রাবণ পলায়ন করিল। তৎপরে বানরগণের সহিত যোগদান করিয়া লক্ষ্মণ কোটী কোটী রাক্ষস বধ করিলেন। অনন্তর পরদিন বিভীষণ রাবণকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে এক্ষণে তৃতীয় উপায় অবলম্বন করিবার সময় উপস্থিত। এক্ষণে শত্রুর সহিত সন্ধি ব্যতীত অন্য উপায় দেখি না, চতুর্থ উপায়ও এক্ষণে আমাদের ফলপ্রদ হইবে না; তবে তদীয় দ্রব্য সীতা প্রত্যর্পণরূপ দান অবলম্বনে ফল হইবে। শত্রুরও নিজের শক্তি ভালরূপ বুঝিয়া নিজের শক্তি শত্রু অপেক্ষা অধিক হইলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য; নতুবা প্রাণনাশের নিশ্চিত সম্ভাবনা। রাম বলবান্। আপনি দুর্ব্বল। অতএব রামের সহিত কোন মতেই আপনার যুদ্ধ করা উচিত নহে। আপনি বালীর বলবিক্রম অবগত আছেন, সেই বালীকে রাম এক বাণে নিহত করিয়াছেন। রাম মারীচকে এক বাণে অপসারিত করিয়াছেন। আপনিও রামের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন করিয়াছেন। বড় বড় রাক্ষস প্রায় সমস্তই নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র

বরেণ্যত্রিতয়ং ভগ্নং তেন যুদ্ধঞ্চ নৈব তে ।
দাসভাবমথো বাপি দত্বা সীতামথাপুহি ॥ ২৫৭
গোপুরস্থং তথা দারু পঞ্চবক্ত্রমথেষুণা ।
চিচ্ছেদ পঞ্চধা তেন রামস্ত্বাং মারয়িষ্যতি ॥
ত্বদর্থং বহবো নষ্টা নাশমেষ্যন্তি চাপরে ।
একো ন্যায়ঃ সুখার্থায় ন চ মৌঢ্যং সহোদর ॥
মানুষীং মৃত্যুসংযুক্তামনিচ্ছন্তীং পতিব্রতাম্ ।
পত্নীং বলবতশ্চাপি পূজয়িত্বা বিসর্জ্জয় ॥ ২৬০
অনিচ্ছন্ত্যাঃ সমাযোগে ভবেদ্দুঃখপরম্পরা ।
দুর্গন্ধমলসংযুক্তো নারীসঙ্গো জুগুপ্সিতঃ ॥ ২৬১
বিরক্তিরথ চেজ্জাতা দুঃখায়াকার্য্যবর্ত্তনম্ ।

ইন্দ্রজিৎও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মান্য-গণ্য তিনটি লোক রণে ভঙ্গ দিয়াছে। অতএব রামের সহিত যুদ্ধ করা কোনমতেই আপনার উচিত নহে আপনি সীতা প্রত্যর্পণ করিয়া রামের দাসত্ব গ্রহণ করুন। রাম এক বাণে তোরণস্থিত কাষ্ঠময় পঞ্চাননকে ছেদন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আপনাকে বধ করিবেন। আপনার জন্য বহুতর লোক নষ্ট হইয়াছে; আরও কত নষ্ট হইবে। সুখের জন্য অন্যায় আচরণ করাতে তত দোষ নাই। কিন্তু ভাই! যাহাতে পদে পদে বিপন্ন হইতে হইতেছে; মূঢ়তাবশতঃ এরূপ গর্হিত কার্য্য করা উচিত কি? বিশেষতঃ সীতা মানুষী। মানুষীর প্রতি এরূপ লোভ আপনার নিতান্ত অনুচিত। আবার তিনি পতিব্রতা। আপনার প্রতি ইচ্ছাই প্রকাশ করিতেছেন না, তাঁহার স্বামীও আপনা অপেক্ষা বলবান্ দেখা যাইতেছে; এরূপ ক্ষেত্রে সীতাকে পূজা করিয়া বিদায় দিন। বলপূর্ব্বক অনিচ্ছু পতিব্রতার ধর্ষণ করিলে বিপদের সীমা থাকিবে না। নারী-সঙ্গটাই বিশেষ ঘৃণার বিষয়। আর এক কথা—এই অকার্য্য করিয়া পরে যদি আপনার ইহাতে বিরক্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অনুক্ষণ অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইবে। আর যদি চিরদিনই

অনুরাগো যদি ভবেন্মরণং নরকং ততঃ ॥
আত্মনো মরণং ব্যর্থং তস্যাশ্চাদ্য সমাগমে ।
ত্যাগো বা মরণং তাত ধর্ম্মপত্ন্যাস্তথা ভবেৎ ।
এবমাদি তথান্যচ্চ কশ্মলং সম্ভবিষ্যতি ।
অন্তদাখ্যামি তে বাক্যং সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়ং হিতম্ ॥ ২৬৪
গত্বা রামান্তিকং নত্বা স্তুত্বা বিজ্ঞাপ্য রাঘবম্
ক্ষম রাম মহাবীর শরণাগতবৎসল ॥ ২৬৫
তামসা রাক্ষসাঃ সর্ব্বে বয়মেতে সুপাপিনঃ ।
সীতাপহারজং দোষং ত্যক্ত্বা পুত্রানবেহি নঃ ।
ত্বদধীনা বয়ং রাম রক্ষ বা মারয়েচ্ছয়া ।
ইত্যুদীর্য্য পুরস্তস্য রাঘবস্য স্থিতা বয়ম্ ॥২৬৭
চিরায়ুষো ভবিষ্যামঃ স্থিররাজ্যা দশানন ।

তাহাতে অনুরক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবিলম্বে মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পরস্ত্রীসহবাস-জনিত নরকভোগ অবশ্যই ঘটিবে। এরূপ স্থলে পরস্ত্রীসংসর্গ করিয়া আপনার মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা কোন ক্রমে সঙ্গত নহে। তবে যদি ভাই! তোমার ধর্ম্মপত্নী হইত, তাহা হইলে তাহার জন্য—তাহার সুখের জন্য আপনার সুখত্যাগ বা মৃত্যু সঙ্গত হইত। আপনার এই পরস্ত্রী-লোভে ইত্যাদি প্রকার আরও কত বিপত্তি ও পাপ ঘটিবে। অতএব আপনাকে সকলের প্রীতিকর হিত কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি রামের নিকটে গিয়া প্রণাম ও স্তব করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া নিবেদন করুন যে, হে মহাবীর রাম! আপনি শরণাগতবৎসল। আমি আপনার শরণাগত, আমাকে ক্ষমা করুন। আমরা তমোগুণাবলম্বী রাক্ষস জাতি, সুতরাং ঘোর পাপী। আমরা আপনার পুত্র স্থানীয় সীতাহরণজনিত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয়দান করুন। হে রাম! আমরা সকলে আপনার অধীন। এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা করুন।" বা মারুন, যাহা ইচ্ছা হয় করুন।" দশানন! এই বলিয়া আমরা রামের শরণাপন্ন হইলে

অথাহ রাবণো বাক্যমহো নো রাক্ষসো ভবান্। ২৬৮
ন শূরো রাজ্যধর্মঞ্চ ন চ জানাসি শাশ্বতম্।
পরনারীপরদ্রব্যপররাজ্যনিষেবয়া। ২৬৯
শূরাণামুত্তমো ধর্ম্মো ন ষণ্ঢানাং ভবাদৃশাম্।
শত্রুপক্ষং সমালিঙ্গ্য নির্গচ্ছেচ্ছা হি চেন্নৃপঃ।
অথ বিভীষণো মন্দিরং গত্বা রামান্তিকং গত্বা তং শরণমভজৎ। ২৭১
অথ রাবণং মহাবলং হন্তুমশক্তো রামো বিভীষণমুখমালোক্য তদুক্তচিহ্নপদং বাণেন নির্ভিদ্যামারয়ৎ। ২৭২
অথ কুম্ভকর্ণো মহাগদামাদায় সর্ব্বং নিষ্পাদ্য বানরাননেকশো ভক্ষয়িত্বা রামোত্তমাঙ্গং গদয়াহন্। ২৭৩
অথ রামো নিশিতবাণশতেন তমহন্মমার কুম্ভকর্ণঃ। ২৭৪
অথ বিভীষণেন রাবণাদেঃ শ্রাদ্ধাদিকং কারয়িত্বা শিবালয়ং তন্নাম্না কারয়িত্বা তমেব লঙ্কারাজ্যে বিভীষণমভিষিচ্য সীতামগ্নিপ্রবেশশুদ্ধামুমামহেশ্বরাভ্যাং নময়িত্বা পুরহরেণ দত্তাখিলমৃতবলায়ুষ্যঃ স্বপুষ্পকমারুহ্য জলধিমুত্তীর্য্য পারাবারতটে সেনাং সমবস্থাপ্য শিবপ্রতিষ্ঠাং তত্র কৃত্বা মুনিভির্দ্দেবৈরভ্যর্চ্চিতোঽযোধ্যামগমৎ। ২৭৫
অথ ভরতাদিসমুপেতো নাগরৈর্ব্বসিষ্ঠেন মুনিভিশ্চাভ্যর্চ্চিতঃ স্বগৃহমগমৎ। ২৭৬

তিনি আমাদিগকে কিছু বলিবেন না, তাহা হইলে আমরা চিরজীবী হইয়া রাজত্ব করিতে পারিব। অনন্তর রাবণ উত্তর করিল,—"তুমি রাক্ষস নহ, তুমি বীরও নহ, রাজার নিত্যকর্ম্ম কি, তাহাও জান না; তাই এ কথা বলিলে; পরস্ত্রী, পরদ্রব্য, ও পররাষ্ট্র বলপূর্ব্বক অপহরণ করা বীর পুরুষের উত্তম ধর্ম্ম;—তোমার মত নপুংসকদিগের নহে তোমার যদি শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে; যাও, শত্রুপক্ষ আলিঙ্গন করিয়া থাক। আমি তোমার কথায় অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। অনন্তর বিভীষণ বাড়ী গিয়া সজ্জিত হইয়া রামের নিকটে গমন করিলেন এবং রামের শরণাপন্ন হইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই মহাবল রাবণকে মারিতে না পারিয়া বিভীষণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর বিভীষণ কোন্ স্থানে বাণ মারিলে রাবণ মরিবে, তাহা দেখাইয়া দিলে রাম সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া শরনিক্ষেপপূর্ব্বক রাবণকে মারিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কুম্ভকর্ণ বৃহৎ এক গদা হস্তে লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল এবং বহুতর বানরকে ভক্ষণ করিয়া রামের উত্তমাঙ্গে গদা প্রহার করিল। অনন্তর রাম একশত তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়া কুম্ভকর্ণকে ধরাশায়ী করিলেন,—কুম্ভকর্ণ আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তৎপরে রাম বিভীষণ দ্বারা রাবণাদির শ্রাদ্ধাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করাইয়া তথায় রাবণের নামে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইলেন, এবং বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা সীতার শুদ্ধি পরীক্ষা করাইয়া সীতাকে উমামহেশ্বর-পদে প্রণাম করাইলেন। পরে মহাদেব তাঁহার সমস্ত মৃতসৈন্যকে পুনর্জীবিত করিয়া তাহাদিগকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিলে রাম উত্তম পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া সমুদ্রের তটে সৈন্য স্থাপনপূর্ব্বক তথায় শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন; এবং দেবগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অযোধ্যা পুরীতে গমন করিলেন। ২৪০—২৭৫। অনন্তর শ্রীরামভদ্র বশিষ্ঠাদি মুনিগণ ও নাগরিকগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ভরতাদি ভ্রাতৃগণের সহিত স্বগৃহে গমন করিলেন, এবং

আত্মনাগতানিন্দ্রাদিদেবানাসনাদিনাভ্যর্চ্চ্য বানরান্ সম্পূজ্য মুক্তজটোঽভিষিক্তো রাজ্যে। ২৭৭

রাবণবধহর্ষিতা দেবা রামমূচুঃ। ২৭৮

ত্বয়াস্বরাজ্যে স্থাপিতা বয়ং নঃ সর্ব্বদা পরিপালয় ত্বমাদিনারায়ণো দেবো নিখিল-দুষ্টনিগ্রহার্থমবতীর্ণো রাবণং সবান্ধবং হত্বা লোকত্রয়রক্ষকোঽসি শ্রিয়া সহ সুখী ভবেত্যু-দীর্য্য স্বর্গং গতাঃ॥ ২৭৯

অথাযোধ্যাবাসিনো রামং প্রহর্ষিতা ঊচুঃ॥
হত্বা শত্রূন্ সমায়াতো দৃষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি বৈ শিবম্।
দিষ্ট্যা ত্বং রাজসে রাম দিষ্ট্যা পালয়সে প্রজাঃ। ২৮১
ত্বয়া যজ্ঞাঃ করিষ্যন্তে ত্বয়া ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে।
ইতি পৌরবচঃ শ্রুত্বা রামো রাজীবলোচনঃ।
বস্ত্রাদিভিরথো সর্ব্বান্নাগরান্ সমপূজয়ৎ।
মুনীনুবাচ ধর্ম্মাত্মা পূজয়িত্বাখিলৈর্জ্জনৈঃ।
কচ্চিত্তপঃ সমৃদ্ধং বা কচ্চিদ্‌যজ্ঞঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
কচ্চিৎস্বদারনিরতাঃ কচ্চিদীশোঽভিপূজ্যতে
কচ্চিৎসপ্রজসো ভার্য্যাঃ কচ্চিৎসর্ব্বং সুখো-ত্তরম্। ২৮৫

মুনয় ঊচুঃ।
ত্বয়ি রাজনি কাকুৎস্থ সর্ব্বং স্বস্থং তপস্বিনাম্
গচ্ছামহে পদমিতঃ কিংবা ত্বং মন্যসে নৃপ। ২৮৬

স্বেচ্ছানুসারে আগত ইন্দ্রাদি দেবগণের আসনাদি দান দ্বারা পূজা ও সাদর-সম্ভাষণাদি দ্বারা বানরগণের তুষ্টিসাধন করিয়া জটা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তখন রাবণবধ হেতু অতীব হর্ষান্বিত দেবগণ, শ্রীরামকে কহি-লেন,—আমরা আপনা কর্ত্তৃক স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃস্থাপিত হইলাম, আপনি সর্ব্বকালে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন; আপনিই আদিদেব নারায়ণ (সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ-সলিলশায়ী বিরাট পুরুষ), সর্ব্ববিধ পাপ ও পাপময় অসুর রাক্ষসাদির বিনাশপূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপন ও জগতের রক্ষার নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সম্প্রতি পুত্রপৌত্রাদি সম্ব-লিত দুর্দ্দান্ত রাক্ষস রাবণকে সংহার করিয়া ত্রিলোক রক্ষা করিলেন। এক্ষণে লক্ষী-রূপিণী সীতাদেবীর সহিত সুখী হউন। এই কথা বলিয়া দেবগণ স্বর্গে গমন করিলেন। অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ পরমানন্দসহকারে শ্রীরামকে কহিলেন,—আপনি আমাদিগের সৌভাগ্যহেতু শত্রুবধ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইহা পরম মঙ্গলের বিষয়। হে রাম! আপনি আমাদিগেরই সৌভাগ্য হেতু অযোধ্যার সিংহাসনে শোভা পাইতেছেন এবং অযোধ্যাবাসী প্রজাগণের পালন করিতেছেন। আপনি অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন এবং আপনা কর্ত্তৃক প্রজাগণের ধর্ম্ম প্রবর্দ্ধিত হইবে। পদ্ম-পলাশাক্ষ শ্রীরাম, নগরবাসিগণের আন্তরিক আনন্দসূচক বাক্যাবলী শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া বস্ত্রাদি দান দ্বারা তাহাদিগকে সমাদৃত করি-লেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম সর্ব্বজন দ্বারা মুনিগণের সুষ্ঠু সৎকার সম্পাদনানন্তর তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে মুনিগণ! আপনাদিগের তপঃকার্য্য নির্ব্ব্যাঘাতে সম্ব-র্দ্ধিত হইতেছে ত? যজ্ঞসমূহ সুখে অনু-ষ্ঠিত হইতেছে ত? আপনারা স্বদারপালনে ও শিবপূজনে রত আছেন ত? আপনা-দিগের ভার্য্যাগণ পুত্রবতী হইতেছেন ত? এবং আপনারা সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করি-তেছেন ত? রাম-বাক্য শ্রবণানন্তর মুনিগণ ঐক বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ! আপ-নার ন্যায় সুধার্ম্মিক ও ক্ষমতাশালী রাজার বিদ্যমানতায় তপস্বিগণের সর্ব্ববিষয়েই কুশল বিরাজ করিতেছে। এক্ষণে আমরা স্ব স্ব আবাসে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, এ বিষয়ে আপনার ইচ্ছা কিরূপ? ২৭৬-২৮৬।

শ্রীরাম উবাচ।
যস্য বি প্রাঃ প্রসীদন্তি তস্য শম্ভুঃ প্রসীদতি।
যস্য প্রসীদতীশানস্তস্য ভদ্রং ভবিষ্যতি॥
তৎ কৃত্বা ভোজনমিহ গন্তুমর্হা অনন্তরম্।
তথেত্যুক্ত্বা মুনিগণাঃ কৃত্বা ভোজনমুত্তমম্॥২৮৮
অভিবর্দ্ধ্য তমাশীর্ভির্দৃষ্টাঃ স্বং স্বং পদং যযুঃ।
রামোঽপি পরমপ্রীতঃ সভার্য্যশ্চ সহানুজঃ॥
অকণ্টকং স কৃতবান্ রাজ্যং সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।
শৃণোত্যেতদুপাখ্যানং যঃ কশ্চিদপি পাতকী॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥
ন দুর্গতির্ভবেত্তস্য যশ্চৈতৎ স্মরতে নরঃ।
যশ্চাপি কীর্ত্তয়েত্তস্য হেবমেতদুদীরিতম্॥২৯১

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে পুরাকল্পীয়-
রামায়ণকথনং নাম একসপ্ততি-
তমোঽধ্যায়ঃ॥৭১॥

মুনিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীরাম কহিলেন,—ব্রাহ্মণগণ যাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন,—ভগবান্ শম্ভু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদা কুশল দান করেন। অতএব আপনারা অদ্য আমার বাটীতে ভোজন করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করুন। মুনিগণও তাহাই হউক, এই বলিয়া রাজগৃহে চর্ব্ব্য-চুষ্যাদি নানাবিধ উত্তমোত্তম ভক্ষ্য-পেয়ের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাবিধ আশীর্ব্বাক্য দ্বারা তাঁহাকে অভিবর্দ্ধিত করিতে করিতে স্ব স্ব আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীরামও তচ্ছ্রবণে স্ত্রী ও ভ্রাতৃগণের সহিত পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর নানাবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া সমগ্র রাজ্য নিষ্কণ্টক অর্থাৎ বিদ্রোহাদি-বর্জ্জিত শান্তিময় করিলেন। যে কোন প্রকার পাতকী, এই রামোপাখ্যান শ্রবণ করিলে পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। যে মানব এই সুপবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার কখনও কোন প্রকার দুর্গতি হয় না। যিনি এই মহৎ উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন, তাঁহারও দুর্গতি লাভের সম্ভাবনা নাই।১৮৭—২৯১।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥৭১॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ভারদ্বাজগৃহে ভুক্ত্বা রামচন্দ্রঃ প্রসন্নধীঃ।
মুনীন্দ্রবিষ্ণুনাহতো বানরর্ক্ষসমন্বিতঃ॥১
মেঘাচ্ছন্নে তদাকাশে মন্দং চরতি মারুতে।
তদ্বনাভ্যন্তরে কাপি সুদেবগৃহমুত্তমম্॥২
অষ্টাপদস্তম্ভযুতং হেমপাটিকবল্মিতম্।
মণিমৌক্তিকসংযুক্তং রাজতৈঃ কলসৈর্বৃতম্॥৩
পটীরচন্দ্রকস্তূরীকুঙ্কুমৈঃ সুরভীকৃতম্।
কর্দ্দমৈর্জ্জালকযুতং কলসোপরিসংবৃতি॥৪
চন্দ্রজ্যোৎস্নাগমং সূর্য্যানিরীক্ষ্যামধ্যভিত্তিকম্
গৃহান্তর্ভূতলং কৃৎস্নং চন্দ্রপুষ্পরসোক্ষিতম্॥৫

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র, মুনিপ্রবর বিষ্ণু, বানর ও ঋক্ষগণের সহিত ভরদ্বাজ-আশ্রমে ভোজনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে প্রসন্ন-চিত্ত হইলেন; গগনমণ্ডল মেঘসমাগমে নিবিড় হইল, এবং মন্দ সমীর প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমত কালে সেই বনাভ্য-ন্তরস্থ কোন স্থানে একটী অত্যুত্তম সু-দেব-গৃহ দৃষ্ট হইল। ঐ দেবালয় স্বর্ণস্তম্ভোপরি স্বর্ণপাটিকাদ্বারা রচিত; স্থানে স্থানে নানা মণি-মুক্তা ও রাজত কলস শোভা বিস্তার করিতেছে। চন্দন, কর্পূর কস্তূরী ও কুঙ্কুম উহাকে সুগন্ধিত করিতেছে; কলসোপরি-ভাগে হিরণ্ময় জালকসমূহ বৃতির আকারে বিন্যস্ত রহিয়াছে। গৃহাভ্যন্তরস্থ ভিত্তি-গাত্রে সূর্য্যকিরণের অসংস্পর্শহেতু মণিময় ভিত্তিগাত্র হইতে সদা স্নিগ্ধ জ্যোতি বহির্গত হইয়া গৃহাভ্যন্তর ভাগ জ্যোৎস্নালোকিত করিয়াছে এবং গৃহতল (মেঝিয়া) কর্পূর

দিগুদীচী তথা কৃৎস্না ভিত্তিকল্পনবর্জ্জিতা।
স্তম্ভে স্তম্ভে চিত্রকারী স্বপাদীপরিকল্পিতম্।
শতহস্তাঙ্গনং তস্য স্ফটিকোপরিকল্পিতম্।
গৃহাঙ্গনাধিকচ্ছায়ঃ পরিজাতমহীরুহঃ ॥৭
কৃৎস্নপ্রাবৃতিকং তত্র নিবিড়ং কদলীবনম্।
কদলীবনসংযুক্তং কেতকীবনসংবৃতম্ ॥৮
ময়ূরনাদবহুলং মঞ্জুকূজন্মধুব্রতম্।
পারাবতগণধ্বানং নানোপবনশোভিতম্ ॥৯
প্রাসাদশতসম্বাধং মত্তকোকিলনাদিতম্।
শাখালম্বমহারত্ন-শোভিতানেকপাদপম্ ॥১০
কিন্নরীবনিতাগীত-নাদপূরিতদিঙ্মুখম্।
অনেকারামসুভগং গৌতমীতটমুত্তমম্ ॥১১
ভারদ্বাজগৃহং পুণ্যমনন্তগুণসেবিতম্।
রতিকন্দর্পসঙ্কাশ-দাসীদাসশতান্বিতম্ ॥১২

নানোপকরণোপেতং ভারদ্বাজগৃহং শুভম্।
তস্য চান্তর্গতঃ সৌধস্তত্রান্তর্গৃহবাটিকাঃ ॥১৩
অষ্টৌ তন্মধ্যতো হ্যেকং গৃহং পরমশোভনম্
চতুর্দ্দিক্ষু মহাদেবগৃহপ্রাসাদশোভিতম্ ॥১৪
প্রতিদেবগৃহং শ্যামাতৌর্য্যত্রিকসুশোভিতম্।
স্বর্গস্থিতবরস্ত্রীণাং বিশ্রামায়ৈব কল্পিতম্ ॥১৫
ভারদ্বাজগৃহাদ্রামো নির্গত্যাশেষসংযুতঃ।
তস্যৈব চ মহাগেহং বনমধ্যগতং স্বগাৎ ॥১৬
তদন্তরাচ্ছাদিতকম্বলং তদা
পৃথক্কুশবস্ত্রাসনসংযুতঞ্চ।
সিংহাসনং মধ্যগতং তথৈকং
মুস্তাসনানেকগতং বিবেশ ॥১৬
পৌরাণিকস্যানুপমাসনান্তরং
ভূপালহর্য্যক্ষবরাসনঞ্চ।
পৌরাণিকং পূর্ব্বমথোপবেশ্য
ততো বসিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবাংশ্চ ॥১৮

যুক্ত পুষ্পরসদ্বারা সুধৌত রহিয়াছে। ঐ দেবালয়ের উত্তর দিক্ প্রাচীরবেষ্টিত নাহে; তথায় নানা চিত্রখচিত স্তম্ভসমূহের উপরিভাগে সুগন্ধি-তৈলযুক্ত দীপাবলী স্থাপিত। তন্মধ্যে শতহস্ত-পরিসর বিশিষ্ট স্ফটিকময় প্রাঙ্গন বিরাজমান আছে এবং তন্মধ্যস্থলে একটি পারিজাততরু প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমুদয় প্রাঙ্গণ ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে। তৎপার্শ্বৈকদেশে সম্পূর্ণবৃত্তি-পরিবৃত ঘন কদলীবন ও তৎসংলগ্ন কেতকীবন শোভা পাইতেছে, স্থানে স্থানে নানা উপবন শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে কোথাও ময়ূর-ময়ূরীগণ কেকা-রব করিতেছে, কোথাও মধুপান-মত্ত মধুকরনিচয় মধুর গুঞ্জন করিতেছে, কোথাও বা পারাবতগণ শান্ত গভীর রব করিতেছে। কোন কোন স্থানে সুসুন্দর অট্টালিকাসমীপবর্ত্তী রত্নফলরাজী-শোভিত-পাদপশাখায় উপবিষ্ট আনন্দমত্ত কোকিলকুল মধুর কুহু কূজন করিতেছে। দিক্সমূহ কিন্নরবধূগণের গীতধ্বনি দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সুপবিত্র গোদাবরী-তীর নানা কুঞ্জবন দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। এবম্ভূত বনখণ্ডে অনন্তগুণযুক্ত নানাবিলাসদ্রব্যসুশোভিত রতি ও কন্দর্প-সদৃশ দাসী ও দাসসমন্বিত, সুপবিত্র ভরদ্বাজগৃহের অন্তর্ভাগে অষ্ট উপবনশোভিত সুধা-ধবলিত প্রাসাদমধ্যে একটি পরম সুশোভন গৃহ বিরাজমান আছে। উহার চতুঃপার্শ্বে শিবালয়সমূহ শোভা পাইতেছে। প্রতিশিবগৃহই অঙ্গনাগণকৃত নৃত্যগীত ও বাদ্য দ্বারা নিনাদিত। দেখিলেই বোধ হয় যেন গৃহগুলি স্বর্গীয়া রমণীগণের বিশ্রামের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। মুনি-বানর-ঋক্ষ-রাক্ষস-পরিবৃত শ্রীরাম ভরদ্বাজাশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া তদীয় বনমধ্যস্থ মহাগৃহের অভ্যন্তরে গমন করিলেন। সেই গৃহের মধ্যে কম্বলাসন, পৃথক্ বস্ত্রাসন, তন্মধ্যভাগে একখানি সিংহাসন, অনেকানেক মুস্তাসন (কুশাসন), পৌরাণিকের নিমিত্ত পৃথক্ অনুপম আসন ও ভূপসিংহোপযুক্ত শ্রেষ্ঠাসন সজ্জিত ছিল। মহর্ষি ভরদ্বাজ সর্ব্বপ্রথমে পুরাণবক্তাকে যথাসনে উপবেশন করাইয়া বশিষ্ঠদেব ও মুনিপুঙ্গবগণকে উপবেশন

নারায়ণং ভূমিপতীন্ কপীংশ্চ
নীচাসনঞ্চ স্বয়মাসসাদ।
মেঘাবৃতং ব্যোম দিশঃ প্রসন্নাঃ
সশিষ্যমুর্ব্বীতলমুপ্তবীজম্। ১৯
তদঙ্গনং নোষ্ণমহো ন শীতলং
সন্তানপুষ্পং দমপুষ্পগন্ধি।
শম্ভুং বিলোক্য থ বচো বভাষে
রামঃ কথাং কীর্ত্তয় শঙ্করস্য ॥ ২০
তৃপ্তির্ন জাতা মুনিবর্য্য শৃণ্বতো
মাহেশমাখ্যানমঘৌঘনাশনম্।
চকার কিংবা নঙ্গ গৌতমাশ্রমে
মহেশ্বরো দেবগণাধিসংবৃতঃ ॥ ২১
শিব উবাচ।
মহাবিপঞ্চীমবলম্ব্য নিষ্ঠিতঃ
স বায়ুসূনুঃ শিবমন্বপৃচ্ছত।
ন্যায়ার্জ্জিতৈরেব হি পূজনে বিভোঃ
কীদৃগ্ভবেচ্চান্যজৈঃ ফলং বদ ॥
চৌর্য্যেরথো কিং ফলমর্পিতার্পণে
উপাহতদ্রব্যসমর্পণেন।
একৈকশো যে ভগবন্ বদেশ
প্রশ্নোত্তরং কিং কথয়াশু শম্ভো। ২৩
অথেশ্বরো বানরমাবভাষে
বদামি সর্ব্বং তব ধ্যানতঃ শৃণু।
ন্যায়ার্জ্জিতৈঃ পূজ্য সদাশিবং ত্বজং
সম্প্রাপ ঐশ্বর্য্যমিদং হি গৌতমঃ। ২৪
পুরা দ্বিজো মঙ্কণসূনুরাকথঃ
সুশোভনামাপ সতীং দ্বিজাত্মজাম্।
দরিদ্র একঃ করুণাসমন্বিতঃ
ষষ্ঠাহভোজী পিতৃবর্জ্জিতশ্চ ॥২৫
উপোষ্য পঞ্চাহমথাপি ভোক্তুং
প্রবৃত্ত এবাথ সমাপতদ্যতিঃ।
যতিৰ্ব্বভাযে মধুরং তদা কথং
মাসোপবাসী তব ভোক্তুমাগতঃ। ২৬

করাইলেন; পরে নারায়ণ,রাজগণ ও বানরগণকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং নীচাসনে উপবেশন করিলেন। তৎকালে আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও দিক্‌সমূহ প্রসন্ন হইয়াছিল, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা এবং ভাবী শস্যের নিমিত্ত উপ্তবীজা হইয়াছিলেন। ঐ গৃহের প্রাঙ্গণ নাতিশীতোষ্ণ এবং নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প বিক্ষিপ্ত থাকায় পুষ্পমধুগন্ধযুক্ত হইয়াছিল। অনন্তর শ্রীরাম শম্ভুকে দর্শন করিয়া কহিলেন,—আপনি আমার নিকট শিববিষয়ক কথা কীর্ত্তন করুন। হে মুনিবীর্য্য! পাপসজ্ঞনাশক শৈবাখ্যান যতই শ্রবণ করিতেছি, ততই শ্রবণেচ্ছা বৃদ্ধি পাইতেছে। তৃপ্ত (অর্থাৎ ইহাই যথেষ্ট এ প্রকার বোধ) হইতেছে না; দেবগণপরিবেষ্টিত মহেশ্বর গৌতমাশ্রমে কি করিয়াছিলেন, বলুন। শিব কহিলেন,—নিষ্ঠাযুক্ত বায়ুপুত্র হনুমান্ মহাবিপঞ্চী অবলম্বন করিয়া শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—ন্যায়ার্জ্জিত বিধিপূর্ব্বক অর্জ্জিত বা অন্যায়ার্জ্জিত উপহারাদি দ্বারা বিভুং (শিবের) পূজা করিলে কি কি রূপ ফল হয় বলুন, হে ভগবন্ শম্ভো। চৌর্য্যলব্ধ দ্রব্যার্পণ, অর্পিত দ্রব্যের পুনরর্পণ ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের অর্পণযুক্ত শিবপূজার ফল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আশু বর্ণন করুন। প্রশ্ন শ্রবণানন্তর শম্ভু পবনতনয়কে কহিলেন,—আমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দান করিতেছি, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। গৌতম ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যসমূহ দ্বারা অনাদি সদাশিবের পূজা করিয়া এই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে মঙ্কণ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার আকথ নামে এক পুত্র হয়; এই আকথ, অতীব সাধুশীলা সুশোভনানাম্নী এক ব্রাহ্মণকুমারীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিতৃবর্জ্জিত অতিদরিদ্র আকথ পঞ্চাহান্তরে ষষ্ঠদিনে ভোজন করিতেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত করুণাসমন্বিত ছিলেন। তিনি একদা পঞ্চাহ উপবাসের পর ষষ্ঠাহে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমত সময়ে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপনীত

তিষ্ঠামি ভুঙ্ক্ষে যদি বাস্তি তে মুনে।
ন বৈ বুভুক্ষাস্তগৃহাদ্বিভোক্তুম্ ॥ ২৭

আকথ উবাচ।

ন মে ভুক্তিঃ পঞ্চদিনং দ্বিজেন্দ্র
ষষ্ঠে দিনে মে ভুক্তিরাগতশ্চ।
তদা ময়া কার্য্যমচিন্তনীয়ং
প্রক্ষালয়াম্যেহি তবাদ্য পাদৌ ॥ ২৮

ওমিত্যথ ক্ষালিতপাদযুগ্মঃ
স ভোজনং কর্ত্তুমিয়েষ যোগী।
রম্ভাদলাংশে বুভুজে তদন্নং
বিপাচ্য সম্পাদিতমাজ্যযুক্তম্ ॥ ২৯

বন্দ্যৈঃ সুসংযুক্তমথাদরেণ
ন কিঞ্চিদুচ্ছেষিতমন্নমস্ত।
অথাকথো বীক্ষ্য মুনিং সুতুষ্টং
তুতোষ ভার্য্যাসহিতস্তপস্বী ॥ ৩০

গতোঽথ ভুক্ত্বাপি যতিঃ স চাকথঃ
সুতুষ্টচিত্তোঽথ জপং চকার
কপোতবৃত্তিং স চকার পত্ন্যা
তপোবিতানায় সাসজ্জনো মুনিঃ ॥ ৩১

পীঠেঽথ কৃত্বা তমুমাপতিং শিবং
লিঙ্গে সমারাধ্য সমন্বিতং গণৈঃ।
লিঙ্গং নিধায়াথ নিরীক্ষমাণো
দদর্শ চাজ্ঞাত কৃষাকৃতিং দ্বিজম্ ॥ ৩২

দিগম্বরং পাদবিহীনমেতং
কাণং কুণিং কর্ণবিহীনকং প্রভুম।
সামোদ্গিরন্তং বহুশাস্ত্রপারগং
গৃহং সমায়াস্তমথো দদর্শ ॥ ৩৩

অথাকথো ভার্য্যাং সুশোভনামিদমুবাচায়ং হি বিকৃতবেষো ব্রাহ্মণঃ সমায়াতি। অৰ্দ্ধং দেয়মেতস্মৈ ভোজনং রক্ষার্দ্ধমন্নঞ্চাস্মিন্নপি দিনে গতে ষষ্ঠেঽহ্নি ভোজনাভাবাত্তব জীবিতং ন স্থিতীতি মম প্রতীয়তে

হইলেন এবং মধুরবাক্যে কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমি একমাস উপবাসী আছি, অদ্য ভোজনের নিমিত্ত তোমার আলয়ে আসিলাম, যদি তোমার দানের উপযুক্ত আহার্য্য থাকে ভালই, নচেৎ অন্যের গৃহে যাইয়া ক্ষুধা শান্তি করি। আকথ, যতির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্র! পঞ্চদিবস আমার গৃহে কোন প্রকার আহার্য্য ছিল না, ষষ্ঠদিনে উহা আসিয়াছে; অতএব আমার আর কোন চিন্তা নাই, আমি অবশ্যই ভবদীয় পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক সৎকার করিব।১—২৮। যোগী আকথের বাক্য অনুমোদনপূর্ব্বক তদ্‌গৃহে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলে, আকথ তাঁহার পাদদ্বয় ধৌত করিলেন এবং বনজাত শাক-মূলাদি পত্নী দ্বারা পাক করাইয়া কদলীপত্রে পরিবেশিত করাইয়া ঘৃতযুক্ত করিলেন। যোগী অতীব আদরসহকারে সেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিলেন, কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট রহিল না। তপস্বী আকথ সন্ন্যাসীকে ভোজনে সুপ্রীত দেখিয়া সস্ত্রীক আনন্দিত হইলেন। যদি, ভোজনান্তে যথেষ্টদেশে গমন করিলেন এবং আকথ সানন্দচিত্তে জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সাধুশীল ব্রাহ্মণ আকথ সমধিক তপঃসঞ্চয়ের নিমিত্ত পত্নীর সহিত কপোতবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তাল-বেতালাদিগণ পরিবৃত উমাপতি শিবের অর্চ্চনানন্তর পীঠোপরি শিবলিঙ্গ রক্ষা করিয়া দেখিলেন, জনৈক অপরিচিত কৃশাঙ্গ দিগম্বর, চক্ষু কর্ণ ও পদবিহীন; ক্ষতনখঃ তেজস্বী সর্ব্বশাস্ত্রপারগ দ্বিজ, সামবেদ গান করিতে করিতে তদীয় গৃহে আগমন করিতেছেন। তদ্দর্শনে আকথ, ভার্য্যা সুশোভনাকে কহিলেন, প্রিয়ে! এই যে বিকৃতাঙ্গ ব্রাহ্মণ আমাদিগের বাটীতে আগমন করিতেছেন, ইহাঁকে আমাদিগের অদ্যকার আহার্য্য অন্নের অর্দ্ধাংশ দান করিয়া অর্দ্ধাংশ তোমার নিমিত্ত রক্ষা কর, কারণ আমার বোধ হইতেছে, অদ্যকার দিন উপবাসে গত হইলে পুনঃ ষষ্ঠাহপর্য্যন্ত আহারাভাবে তোমার জীবন থাকিবেক না;

কিমু ত্বং মস্তসে বদ। সা প্রোক্ত:নোবাচায়ুর্ল-
লাটে লিখিতং নান্তরা নশ্যতি। আকথ আহ
যথা বদ্ধায়ুষোঽপি যক্ষস্য বীরভদ্রেণ ছিন্নং
শিরোজস্রাক্ষনঃ কিমুত মনুষ্যাণাং পাপাত্মনা-
মিতি। তদেনং পরিহৃত্য ত্বং ভুজ্যতে
যদি ত্বেতস্মৈ ময়ান্নং দীয়তে তবেচ্ছানুসারতো
মম কর্ত্তব্যম্। ভার্য্যা প্রাহ কথমহং ভোক্ষ্যে
ত্বয্যভুক্তে ময়া কিং পূর্ব্বং ভুক্তমিদমপরং শৃণু।
অন্নং হি প্রাণিনাংপ্রাণাঃ প্রত্যক্ষংসর্ব্বদেহিনাম্
তস্মাদন্নপ্রদো যস্ত প্রাণদঃ স নিগদ্যতে। ৩৪
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে বর্দ্ধন্তে তানি বৈ যতঃ।
তস্মাদন্নাধিকং কিঞ্চিন্নান্নদানং মহাফলম্।
অশ্বত্থদলপত্রাগ্র-লীনতোয়দ্রবাল্পকে।
জীবিতে ন হি যো দদ্যাত্তস্য জন্ম নিরর্থকম্। ৩

পরলোকসহায়ো হি ধর্ম্মো ভার্য্যা ন বান্ধবাঃ।
ভার্য্যা বা পিতরৌ পুত্রা যাবদায়ুর্ব্ব বান্ধবাঃ॥
সম্পদ্বয়ঃসুহৃদিহ ইহামুত্রস্থিতং হিতম্।
ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠং ভুঙ্ক্তে চাম্নে ক্ষমাবয়োঃ
ইতি ভার্য্যাবচঃ শ্রুত্বা অকথঃ করুণানিধিঃ।
অবিশঙ্কিতমেবাস্মৈ দত্তবানন্নমূর্জ্জিতম্। ৩৯
অয়ং স শঙ্করো দেবো নানাকরণমাগতঃ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা তস্যাঙ্গং পাপনাশনম্।
অজানুপাদং প্রক্ষাল্য পরাজঙ্ঘমতঃ পরম্।
গুল্ফঞ্চ তদধস্তস্য প্রক্ষাল্যাচময়দ্দ্বিজম্। ৪১
অথাকথোঽপি পৎসন্ধিং গৃহাঙ্গনমুপানয়ৎ।
উন্মুচ্য পাদসন্ধিং স নিষসাদার্পিতাসনে। ৪২
সমভ্যর্চ্চাকথঃ সম্যগ্‌ভোজয়ামাস তং মুনিম্।
এতস্মিন্নন্তরে কশ্চিদুন্মত্তো গৃহমাগতঃ। ৪৩
পাদসন্ধিমথাদায় গৃহবাহ্যমপানয়ৎ।

এই বিষয়ে তুমি কি বিবেচনা কর, বল। সুশোভনা কহিলেন,—বিধাতাকর্ত্তৃক ললাটে লিখিত আয়ুঃ আহার দ্বারা বৃদ্ধি বা উপবাস দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। আকথ কহিলেন, হে প্রিয়ে! যখন অবদ্ধায়ু (চিরায়ুঃ) যক্ষের মস্তকও বীরভদ্রকর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়াছিল, তখন পাপমতি স্বল্পায়ুঃ মনুষ্যের কথা কি? অতএব যদি তুমি এই মত পরিত্যাগ করিয়া ভোজন কর, তবে আমি এই ব্রাহ্মণকে অন্নদান করি। আমি এই বিষয়ে তোমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিব। সুশোভনা কহিলেন,—আপনি অভুক্ত থাকিলে আমি কি প্রকারে ভোজন করিব, আমার কি অগ্রে ভোজন করা উচিত? আমি আর একটি কথা বলি, তাহা শ্রবণ করুন। অন্নই স্থূলদেহধারী প্রাণীদিগের প্রত্যক্ষ প্রাণস্বরূপ; তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ অন্নদাতাকে প্রাণদাতা কহিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু আর নাই এবং উহার দান হইতে মহাপুণ্যের সঞ্চয় হইয়া থাকে। বায়ু-চালিত অশ্বত্থপত্রাগ্রভাগসংলগ্ন বারিবিন্দুবৎ ক্ষণ-পতনশীল জীবন প্রাপ্ত হইয়া অন্নাদিদান না করিলে উহা ব্যর্থ করা হয়। ধর্ম্মই পরলোকের সহায় হন, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ এবং সম্পত্তি ও যৌবন, ইহকালে হিতসাধন করিতে সমর্থ, পরলোকে সাহায্য করিতে অক্ষম! ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক মরণকেও ধর্ম্ম বলা যায়; অতএব আতিথিবঞ্চনপূর্ব্বক অন্নভোজন দ্বারা আমাদিগের কি ফল হইবে? করুণানিধি আকথ ভার্য্যাবাক্য শ্রবণানন্তর সেই পবিত্র-অন্নগুলি প্রহৃষ্টচিত্তে বিকলাঙ্গ ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। পরে "শঙ্করদেব ছলনাপূর্ব্বক এই ব্রাহ্মণরূপে আগমন করিয়াছেন।" মনে মনে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া তাঁহার পাপনাশন অঙ্গের জানু পর্য্যন্ত পদভাগ প্রক্ষালনানন্তর কৃত্রিম জঙ্ঘা, গুল্ফ ও পদতল প্রক্ষালন করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন; গৃহাঙ্গণে আনয়নপূর্ব্বক পাদসন্ধি (কৃত্রিম পদসন্ধি) উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে আস্তৃত আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সম্যক্ অর্চ্চনাপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপ ভোজন করাইলেন। ইত্যবসরে এক উন্মত্ত পুরুষ

অথাদহচ্চ তদ্গেহং দম্পতী চাপ্যতাড়য়ৎ ॥ ৪৪
অশক্তস্তাড়িতো বিপ্র দহ্যমানং গৃহং তদা।
বিবেশ দেবমীশানমাদাতুং তূর্ণমেব বা ॥ ৪৫
অথাদায় মহেশানং দগ্ধপূজং দ্বিজোত্তমঃ।
নির্গত্য চ ততো দৃষ্ট্বা মুখসন্তাপমেব চ ॥ ৪৬
দগ্ধপূজাং তিরস্কৃত্য বীক্ষ্য দগ্ধাঙ্গমপ্যত।
ভার্য্যামুবাচ ধর্ম্মাত্মা যথা পূজা মহেশিতুঃ ॥ ৪৭
তথা মম সমস্তাঙ্গং কর্ত্তব্যমবিশঙ্কিতম্ ॥ ৪৮

ব্যঙ্গ উবাচ।

পশ্চাদপি কৃতা পূজা সফলা তে ভবিষ্যতি।
যথান্যদ্রব্যদহনে তাদৃশং দীয়তেহঙ্গনৈঃ।
পূজায়া দহনে তদ্বৎপূজান্যা ক্রিয়তামিতি ॥ ৪৯

আকথ উবাচ।

চৌর্য্যেণাপ্যর্জ্জিতৈর্দ্রব্যৈঃ পূজয়া ন হিতং ভবেৎ ॥
ন চান্যায়ার্জ্জিতৈর্বিপ্র শম্ভোঃ পূজা শুভপ্রদা।
ইত্যুক্ত্বা চাকথস্তূর্ণং স্বাঙ্গং দগ্ধুমুপাক্রমৎ।
দগ্ধং লিঙ্গং ততোন্মত্তো গৃহীত্বান্তর্দধে ক্ষণাৎ ॥
অথ ব্যঙ্গো হরো ভূত্বা বারয়ামাস চাকথম্
কিমর্থং খিদ্যতে বিপ্র বরদোহহং বরং বৃণু ॥ ৫২
আকথোহপি বিভোঃ পাদভক্তিং বব্রে সুনিশ্চলাম্।

সূত উবাচ।

এতাং শ্রুত্বা কথাং রামঃ প্রহৃষ্টো মুনিভির্বৃতঃ
ভারদ্বাজং নমস্কৃত্য প্রয়াণাজ্ঞামযাচত ॥ ৫৪
অথো ভারদ্বাজমুনিঃ প্রসন্নং
শম্ভুং বসিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবঞ্চ।
নারায়ণঞ্চর্ষিগণাংশ্চ নত্বা-
ব্যসর্জ্জয়ন্তেহপি যযুঃ প্রণম্য ॥ ৫৫

নৈমিষীয়া ঊচুঃ।

গত্বাযোধ্যাং মহাতেজাঃ সমস্তমুনিসংযুতঃ।
কিং চকার ততো রামঃ স চ শম্ভুর্মহাযশাঃ ॥

তথায় আগমন করিয়া অঙ্গণ হইতে পাদ-সন্ধি গ্রহণ করিয়া গৃহের বহির্ভাগে গমন করিল এবং তদ্গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দম্পতিকে তাড়না করিতে লাগিল। তখন দ্বিজ আকথ উন্মত্তকে নিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইয়া গৃহমধ্যস্থিত শিবলিঙ্গ বাহিরানয়নের নিমিত্ত অতিসত্বর দহ্যমান গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর দ্বিজোত্তম দগ্ধপূজ মহাদেবকে বাহিরানয়ন করিয়া তাঁহার মুখ-সন্তাপ ও দগ্ধ অঙ্গ দেখিয়া দগ্ধপূজার তিরস্কারপূর্ব্বক ভার্য্যার প্রতি কহিলেন,—হে সুশোভনে শিবের পূজা যেরূপ দগ্ধ হইল, আমার সর্ব্বাঙ্গও সেইরূপ দগ্ধ হওয়া উচিত। তখন বিকলাঙ্গ দ্বিজ কহিলেন,—হে বিপ্র! যেমন একটি দ্রব্য দগ্ধ হইলে, লোকে তজ্জন্য আর একটী দ্রব্য দান করে, তজ্জন্য তুমিও পূজা দগ্ধ হওয়ার জন্য পুনর্ব্বার পূজা কর; সেই পশ্চাৎকৃত পূজা সফল হইবে। আকথ কহিলেন,—চৌর্য্যার্জ্জিত বা অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যদ্বারা শম্ভুর পূজা করিলে সেই পূজা শুভপ্রদ হয় না। আকথ এই কথা বলিয়া স্বীয় অঙ্গ দগ্ধ করিবার উপক্রম করিলেন, উন্মত্ত ইত্যবসরে দগ্ধ শিবলিঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক পলায়ন করিল। অনন্তর বিকলাঙ্গ দ্বিজ শিবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আকথকে কহিলেন,—তুমি কিজন্য দুঃখ-প্রকাশ করিতেছ? আমি তোমাকে বর দিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। আকথ তদ্বাক্যশ্রবণে হৃষ্ট হইয়া শিবপদে সুনিশ্চলা ভক্তিরূপ বর প্রার্থনা করিলেন।২৯—৫৩ সূত কহিলেন,—মুনিগণ পরিবৃত শ্রীরাম এই শিবকথাশ্রবণে প্রহৃষ্ট হইয়া ভরদ্বাজকে নমস্কারপূর্ব্বক গৃহগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তখন মহর্ষি ভারদ্বাজ প্রীতিপ্রাপ্ত শম্ভু, মুনিপুঙ্গব বসিষ্ঠ, নারায়ণ এবং অন্যান্য ঋষিগণকে নমস্কার করিয়া বিদায় দিলেন; তাঁহারাও প্রতিনমস্কার করিয়া অভীষ্ট দেশে গমন করিলেন। অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! মহাতেজা শ্রীরামচন্দ্র মুনিগণ-

সূত উবাচ।
কৌশল্যামাসিকশ্রাদ্ধমপরেঽহনি রাঘবঃ।
বিচিকীর্ষুর্দ্বিজবরান্ সিকল্পানকল্পয়ৎ ॥ ৫৭
শম্ভুং সমস্তত্বজ্ঞং নারদং রোমশং ভৃগুম্।
বিশ্বামিত্রমথো রাম একভুক্তব্রতী তনঃ ॥ ৫৮
ভূমৌ সুখাস্তৃতায়াঞ্চ সুখাপাব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
পরেদ্যুরথসম্প্রাপ্তে প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানবিৎ ॥
অন্নং শাকাদিকং শুদ্ধং জনৈরেব স্বকারয়ৎ।
নানারাণি বিচিত্রাণি চোষ্যাদ্যানি তথৈব চ ॥
ভ্রষ্টকাদীংস্তথা ভক্ষ্যানষ্টাত্রিংশদকল্পয়ৎ।
পায়সং ষড়বিধং চৈব পক্বশাকশতদ্বয়ম্ ॥ ৬১
অপক্বমিশ্রকাণাঞ্চ শতত্রয়মকল্পয়ৎ।
কালশাকাদিকং শাকং ফলানি বিবিধানি চ ॥
মূলানি চৈব কন্দানি বহুলানি চ রাঘবঃ।
কারয়িত্বা নদীং গত্বা সহভ্রাতৃপুরোহিতঃ ॥ ৬৩
সরয়ূসলিলং স্নাত্বা হুত্বাগ্নীংস্ত্বাগতান্ দ্বিজান্।

পরিবৃত হইয়া অযোধ্যা গমনানন্তর কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেই মহাযশা শম্ভুই বা তথায় কি করিয়াছিলেন? সূত কহিলেন;—অনন্তর শ্রীরাম পরাহে মাতা কৌশল্যা-দেবীর মাসিক শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া ঋষিকল্প ব্রাহ্মণদিগকে বরণ করিলেন। তিনি এতদুপলক্ষে সর্ব্বতত্বজ্ঞ শম্ভু, নারদ, রোমশ, ভৃগু ও বিশ্বামিত্রকে বরণ করিয়া স্বয়ং একাহারী হইয়া ব্রতী হইলেন। বিধানজ্ঞ শ্রীরাম, ভূমিতে কুশশয্যায় অব্যা-কুলেন্দ্রিয় হইয়া সুনিদ্রা ভোগানন্তর পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিলেন; এবং সূপকারজনগণ দ্বারা খেচড়ার ওলান্নাদি নানাবিধ অন্ন এবং শাকাদি নানা-বিধ ব্যঞ্জন, চর্ব্ব্য-চুষ্যাদি নানাবিধ ভক্ষ্য, ভ্রষ্টকাদি ও অষ্টত্রিংশৎ প্রকার ভক্ষ্য, ষড়্-বিধ পায়স, দুইশত প্রকার পক্ব শাক, তিন শত প্রকার অপর মিশ্রক, কালশাকাদি শাক, বিবিধ ফল, কন্দ, মূল এবং বহু বল্কলে প্রস্তুত করাইয়া পুরোহিত ও ভ্রাতৃগণের সহিত সরযূনদীতে গমন করিলেন। মহা-

উক্ত্বা তু স্বাগতং তাংস্তু কৃতদেবার্চ্চনো নৃপঃ
প্রাণানায়ম্য সঙ্কল্প্য ক্ষণকৈব প্রদত্তবান্।
রোমশং নারদং রামে বৈশ্বদেবে ন্যমন্ত্রয়ৎ ॥
শম্ভুং ভৃগুং কৌশিকঞ্চ মাতৃস্থানে ন্যমন্ত্রয়ৎ।
গোময়েন ততঃ কৃত্বা মণ্ডলং পূজ্য চার্হিতঃ ॥
পাদপ্রক্ষালনং চক্রে সীতাদত্তোদকেন চ।
আচাময়িত্বা তান্ বিপ্রান্ গৃহং গন্তুমথোদ্যতঃ
অভ্যাগতঃ সমায়াতঃ স্থবিরো বিকৃতাকৃতিঃ।
কৃশঃ সম্প্রচলদ্গাত্রো বেপিতাঙ্ঘ্রিশিরাস্তথা ॥
লম্বমানত্বগুৎকর্বস্তুাসকাসাদিপীড়িতঃ।
দূষিকাক্লিন্নগণ্ডশ্চ লালাসম্পৃক্তকূর্চ্চকঃ ॥৬৯
উবাচ রামং রাজানমহমেকো দ্বিজঃ স্থিতঃ।
মমাপি ভোজনং দেয়ং স্থবিরস্য কৃশস্য চ ॥৭০
রামোঽপি তদ্বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণং বাক্যমুক্তবান্
পাদৌ প্রক্ষালয়াস্য ত্বমহমভ্যর্চ্চয়ে দ্বিজম্ ॥৭১

রাজ রামচন্দ্র সরযূসলিলে স্নান ও দেবা-র্চ্চনাপূর্ব্বক হুতাগ্নি ব্রাহ্মণদিগকে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন এবং মনোবৃত্তিসমূহের সংযমন-পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া বিশ্বদেবের উদ্দেশে রোমশ ও নারদ এবং মাতৃ-উদ্দেশে শম্ভু ভৃগু ও কৌশিক নামক ঋষিত্রয়কে নিমন্ত্রণ করিলেন; অনন্তর গোময় দ্বারা মণ্ডল সংশোধন করিয়া পূজা করত সীতাদত্ত উদকদ্বারা ঋষিগণের পাদ-প্রক্ষালন ও আচমন করাইয়া গৃহগমনে উদ্যত হইলেন। ৫৪—৬৭। এমত কালে অনাহূতভাবে আগত, অতিবৃদ্ধ, বিকৃতদেহ, অতিকৃশ, শিথিলচর্ম্ম, পদকম্পন শিরঃকম্পন-যুক্ত, লোলচর্ম্ম, শ্বাস ও কাস-পীড়িত, নয়ন-মলযুক্তগণ্ড ও লালাযুক্তশ্মশ্রু, এক ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রকে কহিলেন,—হে মহারাজ! আমি একজন ব্রাহ্মণ অভুক্ত রহিয়াছি। আমি অতি কৃশ ও বৃদ্ধ, আমাকেও আহার দেওয়া উচিত হইতেছে। ৬৮—৭০। শ্রীরাম বৃদ্ধাব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণানন্তর লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি এই ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দাও, আমি ইঁহার পূজা করিব।

অত্যাগতোঽপি বচনমাহ রামমথাকুলম্।
ত্বয়া প্রক্ষালিতে পাদে মম ভোজনমিষ্যতে॥
মত্তোঽধিকা দ্বিজাঃ কিন্তে যেন মামবমন্যসে।
শ্রাদ্ধধর্ম্মং ন জানীষে মহর্ষিগণসেবিতম্॥৭৩
মমাবমানতঃ সর্ব্ববিপ্রাণামবমাননম্
শ্রাদ্ধং বিহন্যতে চাপি নরকঞ্চ গমিষ্যসি॥৭৪
অথ রামঃ স্বয়ং বিপ্রপাদৌ প্রক্ষালয়ত্তদা।
আচাময়িত্বা তং বিপ্রং গৃহং প্রাবেশয়ত্ততঃ॥৭৫
আচান্তশ্চ স্বয়ং রামো বিষ্টরং দত্তবানথ।
আসীনেষু চ বিপ্রেষু প্রাণবায়ুং নিরুধ্য চ॥৭৬
স্বকর্ম্মকরণানুজ্ঞাং লব্ধাথ সলিলং জলম্।
অপহতেতি মন্ত্রেণ দ্বারদেশে বিচিক্ষিপেৎ॥৭৮
উদীরতামিতি তথা পিতৃপাত্রস্থলে ক্ষিপেৎ
গায়ত্র্যা চাক্ষতজলং দেবপাত্রস্থলে ক্ষিপেৎ॥
পাকজাতং তথাভ্যুক্ষ্য মন্ত্রয়েত্তদুদীরয়েৎ॥৭৯

শ্রাদ্ধভূমিং গয়াং ধ্যাত্বা দেবং ধ্যাত্বা জনার্দ্দনম্
বস্বাদীংশ্চ পিতৃন্ ধ্যাত্বা ততঃ শ্রাদ্ধং প্রবৃত্তয়॥
বিশ্বেদেবার্চ্চনং কুর্য্যাদ্যবৈর্ব্বা তণ্ডুলৈরথ।
মূলাগ্রযোজিতৌ দর্ভৌ গৃহীত্বা সাক্ষতাবথ॥
ভূপৃষ্ঠদক্ষজানুস্থ দ্বিজহস্তে জলার্পণম্।
পুরূরবার্দ্রবাণাং বৈ দেবানামিদমাসনম্॥৮২
ইতি দত্ত্বাসনং তেষাং শ্রাদ্ধদঃ প্রার্থয়েৎ ক্ষণম্
অর্ঘ্যং কৃত্বা ততঃ পশ্চাদুত্তরাগ্রকুশেষথ।
ন্যুব্জং পাত্রং ততঃ কৃত্বা কুশগ্রন্থিমথোপরি॥
উত্তানন্তু ততঃ কৃত্বা জলৈরভ্যুক্ষ্য রৌপ্যকৈঃ
পবিত্রান্তর্হিতে পাত্রে শন্নো দেব্যা জলং
ক্ষিপেৎ॥
বৈশ্বদেব্যাখিলং কর্ম্ম যাবত্তদ্বিধিচোদিতম্।
যবোঽসিধান্যরাজো বা ইতিপাত্রে ক্ষিপেদ্-
যবান্॥

অভ্যাগত শ্রান্ত ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রকে কহিলেন,—তুমি আমার পদ ধৌত করিয়া দিলে তবে ভোজন করিব, তুমি যে সকল ব্রাহ্মণের পদ স্বয়ং ধৌত করিয়া অর্চ্চনা করিলে, তাঁহারা কি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তুমি আমাকে ঘৃণা করিতেছ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তুমি মহর্ষিগণ-প্রতিপাদিত শ্রাদ্ধধর্ম্ম জ্ঞাত নহ। আমার অবমাননাহেতু সকল ব্রাহ্মণের অবমাননা হইবে, শ্রাদ্ধ নষ্ট হইবে ও তুমি নরকগামী হইবে। শ্রীরাম ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণানন্তর স্বয়ং তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তাঁহাকে আচমন করাইয়া গৃহপ্রবেশ করাইলেন এবং স্বয়ং আচমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিষ্টর (কুশাসন) দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ আসনোপবিষ্ট হইলে, তিনি প্রাণবায়ুর নিরোধপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট হইতে স্বকর্ম্মের (মাতৃশ্রাদ্ধের) অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, অপহতা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ গৃহের দ্বারদেশে সতিল জল ক্ষেপণ করিলেন। 'উদীরতাম্' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃপাত্রে সতিল জল ও গায়ত্রী দ্বারা দৈবপাত্রে সাক্ষত জল ক্ষেপণ ও পাকজাত দ্রব্যসমুদায়ের অভ্যুক্ষণানন্তর (কুশ দ্বারা জলসেক করিয়া) গায়ত্রী পাঠ করিবে; শ্রাদ্ধভূমিকে গয়া ও তত্রস্থ জনার্দ্দনদেবকে মানসে স্থাপন করিয়া বসুগণকে পিতৃগণ ভাবনা করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ৭১—৮০। অনন্তর যব কিংবা তণ্ডুল দ্বারা বিশ্বেদেবার্চ্চন করিবে, তৎপরে মূলাগ্রসংযুক্ত দর্ভদ্বয় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে জল দান করত "পুরূরবার্দ্রবানাং বৈ দেবানামিদমাসনম্" এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে আসন দান করিতে হইবে; শ্রাদ্ধকর্ত্তা উক্ত প্রকারে আসন দান করিয়া ক্ষণ প্রার্থনা করিবেন। অনন্তর উত্তরাগ্র কুশপত্রসমূহের উপরিস্থ পাত্রে অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া আচ্ছাদন করিবে, পরে উক্ত পাত্র বিপর্য্যস্তভাবে কুশগ্রন্থির উপরে রাখিয়া আচ্ছাদন দূর করত উহাতে স্বর্ণধৌত উদক দিয়া পবিত্র (বিতস্তি-পরিমিত কুশাগ্র) দিবে; পরে ঐ পবিত্র ব্রাহ্মণহস্তে দান করিয়া "শং নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাত্রে জল ক্ষেপণ করিবে। তদনন্তর বিধি-

মধুমিশ্রাংশ্চ করকান্ গন্ধপুষ্পসমন্বিতান্। দদেৎ।
দ্বিজ তেঽর্ঘ্য ইত্যুক্তা স্বস্ত্যর্ঘ্যোত্তরস্ততঃ।
আবাহয়িষ্যে তান্ দেবানিতি পৃষ্ট্বা তদুত্তরম্
বিশ্বেদেবাস ইত্যুক্তা বিপ্রমূর্দ্ধ্নি কুশান্ ক্ষিপেৎ
বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমমাগচ্ছন্ত্বিতি সঞ্জপেৎ।
সমাগতো নিষণ্ণোঽথসদর্ভং পাত্রমাহরেৎ। ৮৯
দক্ষিণে চরণে ক্ষিপ্ত্বা মুখ্যপাত্রোদকং ততঃ।
বিপ্রস্য দক্ষিণে হস্তে প্রাগগ্রেঽথ পবিত্রকে। ৯০
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ নিক্ষিপেৎ পাত্রবারি তৎ
ইদং তো অর্ঘ্যমিত্যুক্তা স্বস্ত্যর্ঘ্যোত্তরতস্ততঃ।
পাত্রে ধৃত্বার্ঘ্যতোয়ঞ্চ তৎ পাত্রং স্থাপয়েৎ কচিৎ
অথ দত্ত্বা করে তোয়ং যবৈরেতানথার্চ্চয়েৎ।
অর্চ্চিত প্রার্চ্চিত ইতি পৃষ্ট্বা চোত্তরতস্ততঃ।
পাদাদিমূর্দ্ধপর্য্যন্তমভ্যর্চ্চ্য জলদস্ততঃ। ৯৩
গন্ধদ্বারেতি মন্ত্রেণ তথেত্যুক্তোত্তরস্ততঃ।

পিতৃণামর্চ্চনং কুর্য্যাদেবমেবাপসব্যকম্। ৯৪
উপবীতং দ্বিজং কৃত্বা কুশান্ ভগ্নাংস্তিলান্বিতান্
বামজানুং ভূমিগতং কৃত্বা দদ্যাত্তদাসকম্। ৯৫
দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা ক্ষণপ্রশ্নমথো বদেৎ।
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু ন্যুব্জং পাত্রত্রয়ং ন্যসেৎ। ৯৬
ত্রিকুশগ্রন্থিসংযুক্তমুত্তানমথ কল্পয়েৎ।
ততঃ সম্প্রোক্ষ্য পাত্রেষু সপবিত্রতিলেষু চ। ৯৭
শং নো দেব্যা জলং ক্ষিপ্ত্বা তিলোঽসীতি
তিলান্ ক্ষিপেৎ।
গন্ধপুষ্পমথো দত্ত্বা স্বধার্ঘ্য ইতি পৃচ্ছতি। ৯৮
দত্তোত্তরোঽস্ত্বর্ঘ্য ইতি পিতৃনাবাহয়েত্ততঃ।
তিলপুষ্পকুশৈস্তিষ্ঠন্ কল্পিতার্ঘ্যং করে দদেৎ।
উশন্তস্ত্বেতি মন্ত্রেণ ত্রিরর্ঘ্যোদকমর্পয়েৎ।
অর্চ্চনন্তু তদা তেষামপসব্যন্তু পূর্ব্ববৎ। ১০০
প্রক্ষাল্য ভাজনং স্বর্ণং দেবানাং পরিকল্পয়েৎ
পিতৃণাং রাজতং কুর্য্যাদ্যথাসম্ভবমেব বা। ১০১

পূর্ব্বক বৈশ্বদেবকার্য্য সম্পন্ন করিবে, "যবোঽসি ধান্যরাজো বা" মন্ত্র দ্বারা পাত্রে যব ক্ষেপণ করিবে। তৎপরে মধুমিশ্রিত করকাসমূহ গন্ধ পুষ্পের সহিত দিবে এবং "হে দ্বিজ! এই তোমার অর্ঘ্য" এই বাক্য বলিলে, দ্বিজ "অর্ঘ্যোঽস্তু" তাহাই হউক বলিবেন। অনন্তর বিশ্বদেব আবাহনের অনুজ্ঞা লইয়া 'বিশ্বেদেবা' মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণের মস্তকে কতিপয় কুশ ক্ষেপণ করিতে হইবে। পরে 'বিশ্বেদেবা শৃণুতেমমাগচ্ছন্তু" মন্ত্র জপ করিয়া উপবিষ্ট হইয়া সদর্ভ পাত্র গ্রহণ করিবে; উহা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ চরণে নিক্ষেপ করিয়া মুখ্য পাত্রোদক তথায় নিক্ষেপ করিবে। পরে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্তে প্রাগগ্র পবিত্রদ্বয় দিয়া "যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাত্রোদক দান করিবে এবং "ইদং তো অর্ঘ্যম্" এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন বলিবেন, ব্রাহ্মণও অস্তু বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পাত্রে অর্ঘ্যজল লইয়া পৃথক্ স্থানে রাখিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে অপর জল দিয়া যবদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। "অর্চ্চতি" বলিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের আপাদ-মস্তক তাবৎ অঙ্গে যবনিক্ষেপানন্তর জল দান করিবে। অনন্তর "গন্ধদ্বারাম্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃঅর্চ্চন করিবে; ব্রাহ্মণকে উপবীত দান করিয়া সতিল (ভগ্ন কুশ) আসন দান করিবে; আসন দানকালে বামজানু ভূমিগত করিবে। দক্ষিণাভিমুখ হইয়া ক্ষণ প্রশ্নপূর্ব্বক অনুজ্ঞা লইয়া দক্ষিণাগ্র কুশার উপরে ন্যুব্জ পাত্রত্রয় উত্তানভাবে স্থাপন করিবে; প্রতিপাত্রে একটি করিয়া ত্রিপত্র থাকিবে। পরে তিল ও পবিত্রযুক্ত পাত্রে "শং নো দেবী" মন্ত্রে জলক্ষেপ করিয়া "তিলোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা তিল ছড়াইবে; পরে গন্ধপুষ্প দিয়া "স্বধা অর্ঘ্য" এই প্রশ্ন করিবে এবং "অর্ঘ্য অস্তু" এই উত্তর পাইয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে; তিল-পুষ্প-কুশযুক্ত হইয়া কল্পিত অর্ঘ্য হস্তে লইবে। অনন্তর "উশন্তস্ত্বা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বারত্রয় অর্ঘ্যোদক দিয়া পূর্ব্ববৎ স্রক্-লের অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে স্বর্ণপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া, দৈবের নিমিত্ত এবং

তদভাবে তু কাংস্যং স্যাদনস্থাশিতমুত্তমম্।
পাত্রাণি তদভাবে স্যুঃ পালাশানি ন মধ্যমম্
রম্ভাণি চূতপত্রাণি জম্বুপুন্নাগকানি চ।
পত্রাকাণ্যথ চাম্পানি মধুককুটজান্যপি। ১০৩
মাতুলুঙ্গস্য পত্রাণি শ্রাদ্ধে দেয়ানি বৈ নৃভিঃ।
দর্ব্ব্যামন্নমথাদায় করাভ্যামাজ্যমেব চ। ১০৪
প্রবেশনং ততঃ পৃচ্ছেৎ প্রাচীনাবীতবান্ দ্বিজম্
করিষ্যেঽগ্নৌ করণমিতি কুরুষেতি তদুত্তরম্।
পরিবিশ্যোপবীতী স্যাদভিঘার্য্য সমাহরেৎ।
হুনেৎ সোমায় পিতৃমতে স্বধা নম ইতীরয়ন্।
যমায়াঙ্গিরসে পিতৃমতে স্বধা নম ইতি।
দ্বিতীয়ামাহুতিং হুত্বা চাভিঘার্য্যাক্ততঃ ততঃ।
অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমস্ততঃ পরম্।
হুত্বাপসব্যং কৃত্বা তু পরিবিশ্য দ্বিজান্ ব্রজেৎ
মেক্ষণেন ততোঽভীক্ষ্ণং পাতয়েৎ পিতৃপাত্রকে
পিণ্ডপাত্রমতঃ শেষং দর্ব্বীপ্রক্ষালনং ততঃ।
মেক্ষণস্যাগ্নিনিক্ষেপং ততঃ পাত্রাণ্যপাস্তরেৎ
পাত্রদক্ষিণভাগে তু দদ্যাদন্নমনন্তরম্। ১১০

ভক্ষ্যাণি ভোজ্যশাকানি সর্ব্বাণ্যেব স দত্তবান
অথাতিথির্ম্মহাবৃদ্ধো বীক্ষমাণস্ততস্ততঃ। ১১১
উবাচ রাঘবং শান্তং শীঘ্রমেব নমস্কুরু।
বুভুক্ষা বর্ত্ততেঽস্মাকং ভোক্ষ্যেঽহং বা ত্বদাজ্ঞয়া। ১১২
রামো বভাষে বচনং বিলম্বয় ক্ষণং মুনে
দেবতাঃ পিতরো মক্ষু নমস্যন্তেঽধুনা ময়া। ১১৩
ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ প্রাদাদন্নং পাত্রগতং তদা।
প্রাক্‌সৌম্যাগ্রান্‌কুশানদৈবে প্রতীচীদক্ষিণাগ্রকান্। ১১৪
পিত্রে পবিত্রে যে দর্ভা যবানথ তিলানপি।
অন্নপ্রদানং কুর্ব্বন্তি পৃথিবী ইতি মন্ত্রতঃ। ১১৫
ইদং বিষ্ণুরিতি স্পৃষ্টমঙ্গুষ্ঠেন দ্বিজস্য তু।
দেবেভ্যঃ প্রথমং দদ্যাদ্‌যে দেবা ইতি বৈ পঠন্। ১১৬
পিতৃণাঞ্চ ততো দদ্যাদ্দদ্যাদতিথয়ে ততঃ।
দেবতাভ্য ইতিমুখানুচ্চার্য্যাপোশনং দদেৎ।
ত্রির্জপিত্বা তু গায়ত্রীমুপবীতী পুরোমুখঃ।
প্রাচীনাবীতবান্ ত্রয়'মধুত্রয়মতঃ পরম্। ১১৮
ভুঙ্ক্ষ্বমিতি তানুক্ত্বা ভুঞ্জানেষু দ্বিজাতিষু।
রক্ষোঘ্নমন্ত্রপঠনং ভক্ষ্যভোজ্যাদি দাপয়ন্।

রাজত পাত্রে পিতৃগণের নিমিত্ত অথবা (যথাশক্তি) স্থাপন করিবে; তদভাবে কাংস্যপাত্র, তদভাবে পলাশপত্র, রম্ভা-আম্র-জম্বু-পুন্নাগ-পাত্র এবং তদভাবে চম্পক-মধুক-কুটজ ও মাতুলুঙ্গপত্র শ্রাদ্ধকার্য্যে চলিতে পারে, ধাতুপাত্র উত্তম, পালাশাদি মধ্যম এবং চম্পকাদি অধম বলিয়া জানিবে। তৎপরে প্রাচীনাবীতী হইয়া হাতায় করিয়া সম্বৃত অন্ন পাত্রে পরিবেশনপূর্ব্বক, "অগ্নৌ করিষ্যে" প্রশ্ন করত "কুরুষ্ব" উত্তর পাইয়া "সোমায় পিতৃ-মতে স্বধা নমঃ" "যমায় অঙ্গিরসে পিতৃমতে স্বধা নম" এবং "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ" এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা আহুতিত্রয় দিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন করিবে। অনন্তর পিতৃপাত্র স্থাপন করিতে হইবে, তদনন্তর পিণ্ডপাত্র স্থাপন করিয়া দর্ব্বী প্রক্ষালন করিবে। পরে মেক্ষণের অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া কুশ দ্বারা পাত্রসমূহের আচ্ছাদন করিবে এবং পাত্রের দক্ষিণ ভাগে অন্ন দান করিবে।১০—১১০। শ্রীরাম এই প্রকারে অন্ন ও নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য-শাকাদি রক্ষা করিলে সেই মহাবৃদ্ধ অতিথি ব্রাহ্মণ উহা পুনঃপুনঃ দেখিতে লাগিলেন এবং শান্ত রাঘবকে কহিলেন,—হে মহারাজ! তুমি সত্বর নমস্কার কর, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, তোমার অনুমতি হইলেই আমি ভক্ষণ করিব। শ্রীরাম কহিলেন,—হে মুনে! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষণে দেবতা ও পিতৃগণকে নমস্কার করিব। রাঘব এই কথা বলিয়া পাত্রগত অন্ন আদৌ দৈবে, পরে পিতৃগণকে ও তদনন্তর অতিথিকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণকে ভোজনে অনুমতি দিয়া ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দেওয়াইতে দেওয়াইতে "রক্ষোঘ্ন" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে

এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রো যোঽতিথিস্তদিদং তথা।
কৃতবান্ মহদাশ্চর্য্যং তদ্বদামি সমাসতঃ ॥১২১
পাত্রস্থিতমশেষঞ্চ গ্রাসেনৈকেন চাগ্রসৎ।
প্রাণাহুতীনাং পর্য্যাপ্তং দীয়তামিতি চাব্রবীৎ ॥
এতাবদ্দাতুমশক্তঃ কথং শ্রাদ্ধক্রিয়োদ্যতঃ।
মমৈকস্য প্রদানে ত্বমশক্তো রাম কিং বৃথা ॥
বহূনাং ভোজনং দাতুমুদ্যুক্তো রাম কিং বৃথা
সহস্রাকৃতকর্ম্মাণি ন সমাপ্তিং প্রয়ান্তি চ ॥১২৪
ত্বয়া কৃতমশেষাণাং নালং প্রাণাহুতের্মম।
কথং মে দীয়তে ভুক্তিং কথমেষাং তথা বদ ॥
রামস্তমব্রবীদ্বীরো ভুঙক্ষ ত্বংহি যথাসুখম্।

লাগিলেন। ইত্যবসরে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ এক মহৎ অদ্ভুত কাণ্ড করিলেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি! বৃদ্ধ অতিথি পাত্রস্থিত অপর্য্যাপ্ত অন্ন একমাত্র গ্রাস দ্বারা নিঃশেষে ভক্ষণ করিয়া কহিলেন, আমার প্রাণসমূহের পরিমিত আহুতি দান করুন। * যদি আমার পরিমিত আহার দানে অক্ষম হও, তবে শ্রাদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? হে রাম! যদি একমাত্র আমাকে আহার দান দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে অশক্ত হও, তবে তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ করা বৃথা। তুমি বৃথা বহুলোকের ভোজন দানের নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়াছ, সহস্র কর্ম্ম অসম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে অসম্পন্নই থাকে। তুমি বহুলোকের আহারদান ইচ্ছা করিয়াছ বটে; কিন্তু তৎপরিমিত আহার্য্যের আয়োজন কর নাই, আমার প্রাণসমূহের আহুতি দানেই অক্ষম হইলে, কি প্রকারে আমাকে ভোজনে তৃপ্ত করিবে এবং সমাগত বহুলোকের ভোজনই বা কি প্রকারে দান করিবে, বল।

* প্রাণাহুতি—প্রাণ অপানাদি শরীররক্ষক পঞ্চবায়ু ক্ষুণ্ণ হইলে, আহার রূপ আহুতি দান দ্বারা উহাদিগকে পুষ্টি করা হয়।

ইত্যাদীর্য্য নিরীক্ষ্যাস্য কর্ম্ম তৎপরমাদ্ভুতম্ ॥
অথ শম্ভুং সমাহূয় প্রাহ ত্বং পরিবেশয়।
ত্বং পিতা পার্ব্বতী মাতা শিবা দেবীতি মে
মতিঃ ॥ ১২৭
অন্নপূর্ণেশ্বরী দেবী ভবান্যেবেতি মে মতিঃ।
সা শাম্ভবী বচঃ প্রাহ তৎপর্য্যাপ্তং দদাম্যহম্ ॥
অথোমা কাংস্যমাদায় ভিস্সাপূর্ণমলঙ্কৃতম্।
স্বর্ণদর্ব্ব্যা সমাদায় পায়সং গন্ধকান্তিমৎ। ১২৯
অস্যাক্ষয়মিদং ভূয়াদিতি চ প্রাদাত্তু পায়সম্।
দ্বিজস্য দক্ষিণে হস্তে সাদদাৎ সংকৃতং মুদা ॥
স শিবঃ কম্পমানস্তু ঊর্দ্ধদৃষ্টিরথাভবৎ।
প্রসারিতকরশ্চাসীদ্‌গৃহীত্বা পায়সং করে। ১৩১
দীয়তাং পায়সং স্বাদু সুষ্ঠু পক্বমিদন্তু কিম্।
শম্ভুপত্নী বভাষে তং করে ভুঙক্ষ ততো দদে
অভক্ষয়ত্ততো বিপ্রঃ পুনঃ করতলে স্থিতম্।

বীর রামচন্দ্র, ঐ বিপ্রকে ‘আপনি সুখে ভোজন করুন’ বলিয়া তাঁহার অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভগবান্ শম্ভুকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—আপনিই ইঁহাকে পরিবেশন করুন, আপনি আমাদিগের পিতা এবং শিবশক্তি পার্ব্বতী দেবীই আমাদিগের মাতা বলিয়া আমার মনে স্থির বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরী ভবানী দেবীকে অন্নপূর্ণা বলিয়া জানি, রামবাক্য শ্রবণানন্তর শম্ভুশক্তি পার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—আমিই এই ব্রাহ্মণের পরিমিত আহার দান করিতেছি। ভগবতী উমা পায়সপূর্ণ ভিস্সাপূর্ণ অলঙ্কৃত কাংস্যপাত্র লইয়া স্বর্ণদর্ব্বী দ্বারা পায়স লইয়া “এই মদ্দত্ত পায়স এই ব্রাহ্মণের পক্ষে অক্ষয় হউক” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্তে সুগন্ধ সুরূপ পায়স সানন্দে এক বার মাত্র দান করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণরূপী শিব, হস্তে পায়স গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কহিলেন, —অহো এই পায়স কি সুন্দর পক্ক হইয়াছে, আমাকে পুনর্ব্বার এই পায়স দান কর। তচ্ছ্রবণে শম্ভুপত্নী কহিলেন,—হে দ্বিজ!

তদক্ষয়মথ জ্ঞাত্বা প্রাসারয়দথেতরম্॥ ১৩৩
কস্মিন্ করতলে দেবী পায়সং দত্তবত্যুত।
অন্তেষামপি বিপ্রাণাং পক্কান্নমদাৎ সতী।
অথ পানিদ্বয়গতং বিজ্ঞায়াক্ষয্যং পায়সম্।
দৃষ্ট্বা করান্তরমথো প্রাসারয়ত স দ্বিজঃ॥ ১৩৫
উবাচান্নং প্রদাতব্যং সসূপঘৃতমুত্তমম্।
শিবা দেবী তথা প্রাদাদক্ষয্যং শম্ভুবল্লভা।
যদ্যৎপ্রাদাত্তদা সাধ্বী সর্ব্বমেব তদক্ষয়ম্।
করান্তরমথো সৃষ্টং পরিপূর্ণং পুনঃপুনঃ॥ ১৩৭
এবং করসহস্রন্তু কৃত্বা স বিররাম হ।
উবাচ বচনং বিপ্রো দেহি গণ্ডূষবারি মে॥১৩৮

আপনার করস্থিত পায়স অগ্রে ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষিত করুন; পরে পুনর্ব্বার দান করিব। তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ, করস্থিত পায়স ভক্ষণানন্তর দেখিলেন, উহা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে; সুতরাং উহা অক্ষয় ভাবিয়া দ্বিতীয় হস্ত প্রসারিত করিলেন। ভগবতী সতী দেবী ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় হস্তে পায়স দানানন্তর অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও পক্কান্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ হস্তদ্বয়স্থিত পায়সান্ন ভক্ষণ দ্বারা নিঃশেষকরণে অক্ষম হইয়া অপর এক খানি (তৃতীয়) হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন,—আমার এই হস্তে সূপ ও ঘৃতযুক্ত উত্তম অন্ন দান করুন। শিবপ্রিয়া ভগবতী সতী-দেবী সেই হস্তও অন্নপরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। ভগবতী ব্রাহ্মণকে যাহা যাহা দান করিলেন, তৎসমস্তই অক্ষয় হইতে লাগিল দেখিয়া ব্রাহ্মণও পুনঃপুন নূতন নূতন এক একখানি হস্ত প্রসারিত করিয়াও তৎসমস্ত অক্ষয় ভক্ষ্য-ভজ্যে পরিপূর্ণ দেখিয়া পুনঃ হস্ত সৃষ্টি করণে ক্ষান্ত হইলেন। তিনি সমুদয়ে এক সহস্র হস্তের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর ভোজননিবৃত্তি হইয়া গণ্ডূষ জল প্রর্থনা করিলেন। ভগবতীকে কহিলেন,—হে ভদ্রে! আমি তোমার দত্ত

তর্পিতোঽস্মি ত্বয়া ভদ্রে ন রামেণ ন সীতয়া
শম্ভুরুবাচ।
রামেণ সীতয়া দত্তং ময়া দত্তং হি যত্র চ।
ইতঃ পরং হি কিং দেয়ং পূর্ণং বা ত্বং বদস্ব মে
দ্বিজ উবাচ।
তৃপ্তোঽস্মি ন চ মে দেয়মধিকঞ্চ করস্থিতম্।
বিশ্বরূপং করগতং ন পপাত কথঞ্চন॥ ১৪১
নিযুক্তৌ হি চিরং দধ্যৌ কথং মে কেবলঃ করঃ
ভুক্ত্যৈ কৃতমিদং সর্ব্বং নান্যস্মৈ কর্ম্মণে মম।
তস্মাদন্যকৃতেরেতৎসর্ব্বং রিক্তং ভবিষ্যতি।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা লিপ্তাঙ্গোঽতিথিরাভবৎ
পশ্যৎসু সর্ব্বদেবেষু তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তৃপ্তানথ দ্বিজান্ জ্ঞাত্বা রাঘবঃ পরমার্থবিৎ।
দর্ব্বীকরোঽথ তৃপ্তাঃ স্থ ইতি পৃষ্ট্বা যথাবিধি।

ভক্ষ্য-ভোজ্যে সুতৃপ্ত হইয়াছি; রামচন্দ্র ও সীতাদত্ত অন্নাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণানন্তর শম্ভু কহিলেন,—হে দ্বিজ! রাম, সীতা, পার্ব্বতী ও আমি সকলেই আপনাকে পরিবেশন করিয়াছি, অতঃপর আপনাকে আর কিছু দিতে হইবে কিনা অথবা উদর পূর্ণ হইয়াছে তাহা বলুন। ১১—১৩৯। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমাকে আর কিছুই দিতে হইবে না, আমার হস্তেই প্রচুর খাদ্য রহিয়াছে, হে বিদ্বন্! ব্রাহ্মণ যখন সর্ব্ব প্রকারে করস্থ অন্নাদি নিক্ষেপে অক্ষম হইলেন তখন স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন,—আমার হস্ত কি কেবল আহার কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিবে, অন্য কর্ম্মে সক্ষম হইবে না; তাহা হইলে অন্য সকল প্রকার কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে। ব্রাহ্মণ মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া সহসা লিপ্তাঙ্গ হইলেন। দেবগণ এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন দ্বারা সুতৃপ্ত হইয়াছেন বুঝিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত? তচ্ছ্রবণে

তৃপ্তাঃ স্ম ইতি বিপ্রেন্দ্রা বিকীর্য্যান্নং সমন্ত্রকম্
পাত্রস্য যাম্যাভিমুখঃ সন্নিধৌ পিণ্ডমর্পয়েৎ।
গণ্ডূষমপি বিপ্রাণাং তত্রৈব পরিকল্পয়েৎ॥১৪৬
উচ্ছিষ্টপর্ণপাত্রেষু তে গণ্ডূষমকুর্ব্বত।
গৃহান্তরে চ তে বিপ্রা বিবিশুস্ত্বতিথিং বিনা॥
আহাতিথির্ব্বহিঃ কার্য্যং ময়াচমনং বিদ্যতে।
উত্থাতুং নৈব শক্নোমি করং মে দেহি রাঘব॥
অথ রামঃ করং প্রাদান্নোত্থিতস্তু দ্বিজোত্তমঃ।
হনূমানথ চাপাস্য দত্তবান্ বলবৎকরম্॥১৪৮
ইতরেণ গৃহীত্বা তু করেণ দ্বিজপুঙ্গবম্।
আচকর্ষ কপীন্দ্রস্তু দ্বিজঃ সাক্রোশমুক্তবান্॥

দ্বিজ উবাচ।

ছিদ্যতে মে করো ব্যক্তমুত্থাপয় ততোঽন্যতঃ
লাঙ্গূলেন সপীঠং তমাবৃত্যামস্তকং বলাৎ॥
অথাধাবন্ততঃ পৃথ্বীং দ্বিজস্তু ন চচাল হ।
অথ বানরবীরস্তু পদ্ভ্যাক্রম্য তাং মহীম্॥১৫২
পাদৌ বিন্যস্য সুদৃঢ়ৌ দ্বিজমূর্দ্ধানমাক্ষিপৎ।
বিশীর্ণমভবদ্বেশ্ম দ্বিজাঃ সর্ব্বে বহিস্তথা॥১৫৩
সহবৃদ্ধদ্বিজঃ সোঽথ হনূমান্ বহিরভ্যগাৎ।
পীঠে স স্থাপয়ামাস ব্রাহ্মণং স্থবিরং কৃশম্॥
দ্বিজায় জলমাদায় জাম্ববান্ মৃন্ময়ে ঘটে।
আহ স্বচ্ছং জলং বিপ্র ত্বয়াদেয়ং সভাজনম্॥
সীতা প্রক্ষালয়েদঙ্গং লক্ষ্মণো জলদো ভবেৎ।
জাম্ববানাহ স্বং রামং ব্রহ্মণোক্তমশেষতঃ॥
দ্বিজপ্রক্ষালনে রামো ব্যাদিদেশানুজং প্রিয়াম্
সৌমিত্রির্জলমাদায় দ্বিজাঙ্গক্ষালনে তথা॥
প্রাক্ষালয়দশেষাঙ্গং প্রতিমামিব ভূভুজঃ।
অথ রামোপদেশেন চক্রতুস্তৌ তথৈব চ॥১৫৪

ব্রাহ্মণগণ 'আমরা সুতৃপ্ত হইয়াছি' এই উত্তর করিলে, রামচন্দ্র দক্ষিণমুখ হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অন্ন বিকিরণান্তে পাত্রের সমীপে পিণ্ডার্পণ করিলেন এবং সেই স্থানেই দ্বিজগণকে গণ্ডূষ করাইলেন। তাঁহারা উচ্ছিষ্ট পর্ণপাত্রে গণ্ডূষ করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন, কেবল সেই অতিথি ব্রাহ্মণ সেইস্থানেই উপবিষ্ট থাকিলেন। অতিথি কহিলেন,—আমি বহির্ভাগে যাইয়া আচমন করিব; কিন্তু উঠিতে পারিতেছি না, হে রাঘব! তুমি আমাকে হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন কর। তদনুসারে রামচন্দ্র হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তদবলম্বন দ্বারা উঠিতে পারিলেন না দেখিয়া হনূমান স্বীয় বামহস্তদ্বারা ব্রাহ্মণকে ধারণ করিয়া বলবান্ দক্ষিণ হস্তদ্বারা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কপীন্দ্রের বলপূর্ব্বক আকর্ষণে ব্রাহ্মণ ব্যথিত হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক কহিলেন,—হে হনূমন্! তোমার আকর্ষণে আমার হস্ত ছিন্ন হইতেছে, তুমি অন্য উপায়ে আমাকে উত্তোলন কর। তখন হনূমান্ লাঙ্গুল দ্বারা সপীঠ ব্রাহ্মণের আপাদ-মস্তক বেষ্টন করিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে সঞ্চালিত করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। তখন বীর পবননন্দন পদ দ্বারা ভূমি খনন করত তন্মধ্যে পদদ্বয় দৃঢ় বিন্যস্ত করিয়া ব্রাহ্মণের মস্তক উত্তোলন করিলেন। হনূমানের বলপ্রয়োগে সেই গৃহ ভগ্ন হইল; ব্রাহ্মণগণ দ্রুত বহির্গমন করিলেন। হনূমানও বৃদ্ধকৃশ ব্রাহ্মণকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া বহির্গমন করিলেন। জাম্ববান্ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জলপূর্ণ মৃন্ময় ঘট আনয়ন করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনি এই নির্ম্মল জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি স্বয়ং অঙ্গ প্রক্ষালন করিতে পারিব না, লক্ষ্মণ জল দান করিবেন এবং সীতা আমার অঙ্গ প্রক্ষালন করিবেন; জাম্ববান্ ব্রাহ্মণের বাক্য রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের অঙ্গ প্রক্ষালনের নিমিত্ত লক্ষ্মণ ও সীতাকে আজ্ঞা দান করিলেন; লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ দ্বিজ-প্রক্ষালনার্থ বারি আনয়ন করিলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণ উভয়ে রামাজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ রাজদেহের ন্যায় ধৌত করিতে লাগিলেন।

অথাতিথিঃ স্বগণ্ডূষং সীতাবক্ষে ব্যমুঞ্চত।
সালঙ্কারাম্বভির্ব্যাপ্তা প্রাক্ষালয়দথো সতী
শ্লেষ্মলালাম্বুপ্রচুরং মুখং বিপ্রস্য সা সতী।
প্রমমার্জ্জ পুনঃ শাল্যনাসাশ্লেষ্মাণমত্যজৎ ॥১৬০
আচাময়িত্বা সৌমিত্রিরুত্তিষ্ঠেত্যব্রবীদ্দ্বিজম্।
দ্বিজো ন শক্যমিত্যাহ হনুমানপ্যথাগতঃ ॥১৬১
অতিথিঃ প্রাহ তং বিপ্রঃ পীড়িতোঽহং হনূমতা
গৃহীত্বোর্দ্ধরতা পূর্ব্বং ব্যথিতো বানরেণ চ ॥
জাম্ববানথ তং প্রাহ লোমাঙ্গং মম বৈ মৃদু।
ময়াথো ধ্রিয়সে বিপ্র ন চ পীড়া ভবিষ্যতি ॥
ইত্যুক্তা জাম্ববান্ বিপ্রং দোর্ভ্যা[illegible]ধৃত্বা চোদ্ধরন্
দ্বিজপ্রান্তমথাদায় স্থাপয়ামাস তং মুনিম্ ॥১৬৪
অথ রামো দ্বিজেন্দ্রাণাং প্রদক্ষিণমবর্ত্তত।
দত্তাশীরপি বিপ্রেন্দ্রৈর্দ্দত্বা তাম্বুলমগ্রতঃ ॥১৬৫

অতিথি ব্রাহ্মণ কুল্ল-জল সীতার বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন; সতী সীতাদেবী তথাপি তদ্দেহ প্রক্ষালনে ক্ষান্ত হইলেন না, মুখ-ব্যাপ্ত কুল্ল-জল-বিন্দুসমূহ অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া তাঁহার মুখশোভার বৃদ্ধি করিল। তিনি ব্রাহ্মণের শ্লেষ্মাযুক্ত মুখমণ্ডল যতই পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ যতই নাসানিঃসৃত শ্লেষ্মা দ্বারা অপরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রক্ষালন-কার্য্য সমাধা করিয়া লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—আপনি উত্থিত হউন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি স্বয়ং উঠিতে পারিব না, সুতরাং তাঁহাকে উত্থাপিত করিবার নিমিত্ত হনুমান্ আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ কহিলেন, পূর্ব্বে বানর হনুমান্ আমাকে তুলিবার সময় অত্যন্ত ব্যথা দিয়াছিল, তচ্ছ্রবণে জাম্ববান্ কহিলেন,—আমার অঙ্গ কোমল-লোম-সমাচ্ছন্ন, আমি আপনাকে ধারণ করিয়া উত্তোলন করিলে কিছুমাত্র ক্লেশানুভব হইবেক না। জাম্ববান্ এই কথা বলিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা ব্রাহ্মণকে উত্তোলন করিয়া ব্রাহ্মণগণের সমীপে লইয়া স্থাপন করিলেন। অনন্তর শ্রীরাম ব্রাহ্মণগণের প্রদক্ষিণানন্তর

পাদাবলম্বরূদ্রামো ভ্রাতৃভিঃ সহ চাব্রবীৎ।
অয়ি সীতেঽতিথেরস্য ত্বয়া ন ক্ষালিতং বপুঃ
জঙ্ঘাযুগতিথেরস্য বদনঞ্চ মলান্বিতম্।
সম্যক্ প্রক্ষালয় মুখং দ্বিজো ন সহতে মলম্ ॥

সীতোবাচ।

তথা প্রক্ষালিতং সম্যগিদানীং নির্গতং পুনঃ ॥

রাম উবাচ।

পুনঃপ্রক্ষালয় মলং দোষঃ স্যাদন্যথা মম।
অথ সীতা তথা কৃত্বা তূষ্ণীমেব বভূব হ ॥
আহ রামঞ্চ সীতাঞ্চ দ্বিজঃ পরমকার্য্যবান্।
পাদৌ যৌ মম রাজেন্দ্র তৌ সীতালম্বয়েদিতি
ভবান্ করৌ চ ভরতো মম বীজং প্রযচ্ছতু।
লক্ষ্মণঃ কেশনিচয়প্রসাধনকরো ভবেৎ ॥ ১৭১
শত্রুঘ্নঃ শ্লেষ্মনির্ম্মুক্তং স্ববস্ত্রেণ করোতু মাম্ ॥

সূত উবাচ।

অথ তে চক্রুরতিথেরশেষমুদিতং তথা।

তাঁহাদিগের দত্ত আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে তাম্বুল রক্ষা করিলেন।১৪০—১৬৫। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণ-সহিত সেই অতিথি ব্রাহ্মণের পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন,—হে সীতে! তুমি ইহাঁর শরীর ধৌত কর নাই, জঙ্ঘাদ্বয় ও বদন মলসংযুক্ত রহিয়াছে, শীঘ্র সম্যক্‌রূপে প্রক্ষালিত কর, মলসংযুক্ত থাকায় ব্রাহ্মণ ক্লেশ পাইতেছেন। সীতা কহিলেন,—আমি সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছি, এক্ষণে পুনর্ব্বার নির্গত মল দ্বারা অপরিষ্কৃত হইলেন। শ্রীরাম কহিলেন,—তুমি পুনর্ব্বার সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া দাও, নচেৎ আমার অপরাধ হইবে; সীতা তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন। তখন অতিথি ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র এবং সীতাকে কহিলেন,—সীতা আমার পাদদ্বয়, আপনি আমার হস্তদ্বয় অবলম্বন করুন, ভরত আমার অঙ্গে বীজন ও লক্ষ্মণ আমার কেশসংস্কারকার্য্যে রত হউন এবং শত্রুঘ্ন স্ববস্ত্র দ্বারা আমার শরীর

তথাপূর্ব্বিস্মিয়ং বিপ্রা নরবানররাক্ষসাঃ ॥১৭৩
শিবা দেবীচ শম্ভুশ্চ সক্রভঙ্গমুদৈক্ষতাম্।
মনসা চাপ্যভাবেতামতিথিঃ শম্ভুরেব চ ॥১৭৪
অতিথিশ্চ প্রসন্নোঽভুচ্ছঙ্খচক্রগদাধরঃ।
পীতাম্বরসমস্তাঙ্গভূষিতোঽতীব দীপ্তিমান্॥
যঃ পুরারাধিতঃ শম্ভুঃ প্রসন্নোঽভূত্রিলোচনঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ১৭৬
কোটিসূর্য্য প্রতীকাশঃ কিরীটী করুণানিধিঃ।
আলম্ব্য চক্রিণঃ পাণিমতিষ্ঠত সদাশিবঃ।১৭৭
রামঃ পরমধর্ম্মাত্মা পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ।
দণ্ডবন্নিপপাতোর্ব্ব্যাম্‌ানন্দপ্লাবিতেক্ষণঃ ॥১৭৮
অনমন্ ভ্রাতরস্তস্য দণ্ডবদ্ভূতলে স্থিতাঃ।
শিব উত্থাপ্য কাকুৎস্থমালিঙ্গ্যাঘ্রায় মস্তকম্॥
উবাচ মধুরং বাক্যং রামং রাজীবলোচনম্
বরং বৃণু প্রসন্নোঽস্মি ব্রহ্মাদেরপি দুর্লভম্।
তব দেয়ং ন মে কিঞ্চিদ্‌বৃণু ত্বং ন চিরায় বৈ॥
শ্রীরাম উবাচ।
ন যাচ্যং মে জগন্নাথ ভূরাজ্যং মম সাম্প্রতম্
স্বর্গশ্চ কর্ম্মভিঃ প্রাপ্তো ভক্তিস্ত্বৎপাদদর্শনাৎ॥
আরোগ্যং মে পশ্য ভুঙ্‌ক্তে সা সীতা যোষিতাং বরা।
বশীকৃতাঃ সর্ব্বনৃপাঃ প্রজা ধর্ম্মসমন্বিতাঃ ॥ ১৮৩
হর্ষ এব মমাপন্নস্ত্বদাগমনতোঽচ্যুত।
তথাপি বরয়ে কিঞ্চিদ্ভক্তিরস্তু স্থিরা ত্বয়ি ॥১৮৪
তথা মম গৃহে দেব ত্রিবর্ষং তিষ্ঠ হে প্রভো।
ব্রুবন্ সমস্তধর্ম্মাংশ্চ রূপেণানেন শঙ্কর ॥১৮৫

হইতে শ্লেষ্মাপনয়ন করুন। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! অনন্তর শ্রীরাম প্রভৃতি, অতিথি ব্রাহ্মণের নানাবিধ আজ্ঞা সযত্নে সম্পাদন করিতে লাগিলেন দেখিয়া তথায় সমাগত নর, বানর ও রাক্ষসগণ অতীব বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। শিবা দেবী এবং শম্ভু উভয়ে অতিথির এই ব্যাপার সক্রভঙ্গে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—এই অতিথি স্বয়ং বিষ্ণু। অতিথিও শ্রীরাম প্রভৃতির সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণ করিয়া ও পীতবসনমণ্ডিতকলেবর হইয়া অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পুরাকালে যে ত্রিলোচন মহাদেব আরাধিত হইয়া বিষ্ণুর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ, সর্ব্বাভরণভূষিত, যুগপদুদিত কোটি-সূর্য্যসম তেজস্বী, কিরীটধারী করুণাময় সদাশিব, চক্রধরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পরম ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম পুলকাঞ্চিতকলেবর ও আনন্দবাষ্প-পর্য্যাকুললোচন হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে ভূমিতে দণ্ডবৎ অবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণও ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণত হইলেন। ভগবান্ শিব, ককুৎস্থ-কুল-তিলক রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন। কহিলেন,—হে রাম! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি সত্বর বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ বর দিব, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। শ্রীরাম কহিলেন,—হে জগন্নাথ! আমি এক্ষণে সমগ্র পৃথিবীর রাজা, যাগ-যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গও প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন হইতে ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি; আমার আরোগ্যও বিরাজ করিতেছে। দেখুন যেহেতু স্বচ্ছন্দ শরীরে স্ত্রীরত্নভূতা সীতাসহ দাম্পত্য-সুখ ভোগ করিতেছি; প্রজাগণ আমার সম্পূর্ণ বশে অবস্থিতি করিতেছে, অন্যান্য রাজগণও আমার সম্পূর্ণ বশীকৃত হইয়াছেন; হে অচ্যুত! আপনার আগমনে আমি পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব সম্প্রতি আমার কিছু প্রার্থয়িতব্য না থাকিলেও আমাকে এই বর দেন, যেন আপনার প্রতি আমার চিরদিন অটলা ভক্তি থাকে। ১৬৬—১৮৪। এবং হে প্রভো শঙ্কর! আপনি আমার আলয়ে বর্ষত্রয় এই বর্ত্তমান-

শিব উবাচ।

এবমস্তু তথা রাম সর্ব্বং তে সম্ভবিষ্যতি।
অথাহ চক্রী রাজানং রামং রাজীবলোচনম্‌।

বিষ্ণুরুবাচ।

বরং বৃণু মহাভাগ প্রসন্নোঽহং যমিচ্ছসি।
শ্রীরাম আহ বচনং মম প্রার্থ্যং ন চাস্তি হি।
যৎ প্রাপ্যং শম্ভুতঃ প্রাপ্তমস্তৎ সর্ব্বমুদীরিতম্‌
কিন্ত্বেকং বরয়ে বিষ্ণো প্রসন্নঃ সর্ব্বদা ভব।
অথ সীতাং হরিঃ প্রাহ প্রসন্নোঽহং তবাধুনা।
বরং বৃণু প্রযচ্ছামি তথা সীতাব্রবীদিদম্‌।১৮৯

সীতোবাচ।

বরো বৃতঃ পুরা ভর্ত্রা ন চান্যো মে বরো বরঃ
যদি কামং প্রযচ্ছেথা মনশ্চ পরপুরুষাৎ।১৯০
সন্নিবৃত্তশ্চ ভবতা নমস্তেঽস্তু দ্বিজ প্রভো।
অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রণেমুর্দ্দেবতোত্তমৌ।
অথাসৌ রাঘবং প্রাহ ভুঙ্ক্ষ ত্বং বন্ধুভিঃ সহ
একান্তমন্দিরে চাহং দেব্যা সহ বসামি তে।
বিষ্ণুঃ সমস্তকরণঃ সমুদ্রতনয়ান্বিতাঃ।
একস্মিন্মন্দিরে রাম তিষ্ঠতাং লোলুপো হি সঃ
অথ শুদ্ধমহাগারে পীঠাঢ্যে বহুভাজনে।
অগ্রে বশিষ্ঠো ভগবানুপবিষ্টস্তয়োর্ম্মুনিঃ।১৯৪
অপরে ঋষয়ঃ সর্ব্বে যথা বৃদ্ধা নৃপাস্তথা।
তেষামভিমুখো রামো ভ্রাতৃভিঃ সহিতো নৃপঃ
তরুণে সমভাগে চ হ্যাসনে তানবেশয়ৎ।
হনূমৎপ্রমুখান্‌ ভৃত্যানাহ রামোঽনুসান্ত্বন্‌।

শ্রীরাম উবাচ।

ভবন্তঃ পরিতিষ্ঠন্তু পশ্চাদ্‌ভুঞ্জত নান্যথা।
তথেতি প্রদদুঃ সর্ব্বে পাদ্যার্ঘ্যাননুপূর্ব্বশঃ।

রূপে অবস্থান করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম বর্ণন করুন। শিব কহিলেন,—হে রাম! এই রূপই হউক; তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে, তৎসমস্তই হইবে। অনন্তর চক্রী রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে কহিলেন,—হে মহাভাগ! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর। শ্রীরাম কহিলেন,—এক্ষণে আমার আর কিছুই প্রার্থয়িতব্য নাই, যাহা প্রার্থয়িতব্য ছিল, তাহা শম্ভু হইতে লাভ করিয়াছি এবং যাহা যাহা বক্তব্য ছিল, তৎ সমস্তই বলিয়াছি; এক্ষণে আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকুন। অনন্তর হরি সীতাকে কহিলেন,—হে সীতে! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই দিব; তচ্ছ্রবণে সীতা কহিলেন,—ইতিপূর্ব্বে আমার স্বামী যে সকল বর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমুদায় আমারও প্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতেছি, সুতরাং আমার আর পৃথক্‌ বর প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। তবে যদি আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর দেন, যেন আমার মন সর্ব্বদা পরপুরুষে পরাঙ্মুখ থাকে, হে প্রভো দ্বিজ! আমি আপনাকে নমস্কার করি। অনন্তর উপস্থিত মুনিবর্গ দেবতোত্তম হরিহরকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর সদাশিব রামচন্দ্রকে কহিলেন,—তুমি বন্ধুগণের সহিত ভোজন কর, আমি ভগবতীর সহিত তোমার একান্ত মন্দিরে বাস করিব; এবং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত বিষ্ণু তোমার সেবালোলুপ হইয়া ক্ষীরার্ণব-তনয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত এক মন্দিরে অবস্থিতি করুন। ১৮৫—১৯৩। অনন্তর সুপবিত্র, বহুপীঠ ও বহুভাজনযুক্ত বৃহৎ-গৃহমধ্যে সীতা ও রামের সম্মুখে ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব উপবেশন করিলেন এবং অন্যান্য ঋষিগণকেও বৃদ্ধ রাজগণের ন্যায় সভাতৃক মহারাজ রামচন্দ্র অব্যবহৃত পূর্ব্বতুল্যাসনে উপবেশন করাইয়া হনুমানপ্রমুখ ভৃত্যগণকে অনুসান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন,—তোমরা অপেক্ষা কর; ঋষিগণের ভোজনান্তে তোমরা ভোজন করিবে। তচ্ছ্রবণে সকলেই 'তাহাই হইবেক' বলিয়া উত্তর দান করিলে রামচন্দ্র একে একে অর্ঘ্যাদিদ্বারা ঋষিগণের পদপূজা করিলেন।

ভূভুজস্তাপি তে সর্ব্বে যে রামস্তোপসেবিনঃ
তেষাং দত্ত্বাথ তাম্বূলং কপীন্দ্রাদীনভোজয়ৎ।
ভুক্তবৎসু সমস্তেষু রামো রাজীবলোচনঃ।
দীনান্ধকৃপণাদীনাং পশুপক্ষিমৃগস্ত চ। ১৯৯
দত্ত্বা হি ভোজনং সন্ধ্যাং বন্দিতং হি সমারভৎ
সন্ধ্যাজপাদিকং কৃত্বা নত্বা ত্বেষাং নৃপস্ততঃ।
সিংহাসনগতো রামঃ পৌরজানপদাদিভিঃ।
সেব্যমানঃ সভাস্থানগতো রেজে স রাঘবঃ।
সর্ব্বদেবপরীবারো যথা দেবঃ শচীপতিঃ।
রাজকার্য্যমশেষঞ্চ কৃতবান্ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
নাম্না চৈকৈকশঃ সর্ব্বান্ বিসসর্জ্জ স রাঘবঃ।
ভ্রাতৄন্ বিসর্জ্জয়ামাস বানরাদীংস্তথাপরান্।
অথ রামং মহাতেজা বসিষ্ঠো বাক্যমুক্তবান্।

বসিষ্ঠ উবাচ।

তব প্রাতর্হি যৎকার্য্যং ন চ বিস্মর রাঘব।
আস্তে শম্ভুর্জগন্নাথো ভগবানম্বিকাপতিঃ।
স্মর্ত্তব্যো বন্দনীয়শ্চ ভগবানথ যত্নতঃ। ২০৬
তথেত্যুক্ত্বা গুরুং রাজা নত্বা তঞ্চ ব্যসর্জ্জয়ৎ
স্বয়ঞ্চ ভার্য্যামভজদ্দেবদেবং বিচিন্তয়ন্। ২০৭

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রাতঃ সমুত্থায় গুরো রামো মতিমতাং বরঃ।
কিঞ্চকার তদাখ্যাহি শ্রোতুং কৌতূহলং হি নঃ

সূত উবাচ।

শম্ভুং বিলোক্যাথ ততো বভাষে
রামঃ কথাং কীর্ত্তয় শঙ্করস্ত।
তৃপ্তির্ন জাতা মুনিবর্য্য শৃণ্বতো
মহেশমাহাত্ম্যমঘৌঘনাশনম্। ২০৯

শম্ভুরুবাচ।

অথ প্রশ্নশেষস্তোত্তরমীশ ভাষিতং তে
কীর্ত্তয়িষ্যামি অন্যায়ার্জ্জিতদ্রব্যৈরীশ্বরং য
উপাসতে তে ব্যঙ্গা জায়ন্তে।

অনন্তর মহারাজ রামচন্দ্র সমাগত উপসেবী (সামন্ত রাজগণ) রাজগণকে তাম্বূল দানানন্তর বানরেন্দ্র প্রভৃতিকে ভোজন করাইলেন। এই প্রকারে সকলের ভোজনক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, রাজীবলোচন রামচন্দ্র, দীন, অন্ধ, কৃপণ, পশু, পক্ষী ও মৃগাদির আহারদানানন্তর সন্ধ্যাবন্দনা আরম্ভ করিলেন, এবং সন্ধ্যাজপাদিসমাপনান্তে প্রণামপূর্ব্বক পৌরজানপদগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সেব্যমান হইয়া সভাস্থলে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং সর্ব্বদেবপরিবৃত, দেব শচীপতির ন্যায় ভ্রাতৃগণের সহিত অশেষ রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা রামচন্দ্র প্রত্যেকের নামগ্রহণপূর্ব্বক একে একে অর্থী, প্রত্যর্থী, মন্ত্রিবর্গ, ভ্রাতৃত্রয় এবং বানরাদি অন্যান্য সকলকে বিদায় দিলেন। অনন্তর মহাতেজা বশিষ্ঠ শ্রীরামকে বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন। বশিষ্ঠদেব কহিলেন,—হে রাঘব! তুমি অদ্য প্রাতঃকালে যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা বিস্মৃত হইও না। অম্বিকাপতি জগন্নাথ ভগবান্ শম্ভু তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তুমি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার স্মরণ ও বন্দন করিবে। মহারাজ রামচন্দ্র গুরুর আজ্ঞা স্বীকারপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া দেবাধিদেব মহাদেবের স্মরণ করিতে করিতে সীতার গৃহে গমন করিলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে গুরো! ধীমচ্ছ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কি কার্য্য করিয়াছিলেন বলুন, তচ্ছ্রবণের নিমিত্ত আমাদিগের অতীব কৌতূহল হইয়াছে। সূত কহিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে শম্ভুকে দর্শন করিয়া কহিলেন,—হে মুনিবর্য্য! আপনি শঙ্করকথার কীর্ত্তন করুন, পাপনাশন মহেশমাহাত্ম্য পুনঃপুন শ্রবণ করিয়াও তৃপ্তি পাইতেছি না (যথেষ্ট বোধ করিতেছি না), বরং উত্তরোত্তর শ্রবণপিপাসা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৫—২১০। শম্ভু কহিলেন,—হে রাম! আমি তোমার শিবকথা-বিষয়ক শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য

তদ্‌যথা কশ্চিদ্রূপকো নাম রাক্ষসোঽন্যায়ার্জ্জিতেন দ্রব্যেণ শঙ্করমারাধ্য তেনৈব দ্রব্যেণ ঘণ্টামীশ্বরপ্রীতয়ে কৃতবান্ তস্য পুত্রঃ সম্পাতিরিতি খ্যাতশ্চৌর্য্যার্জ্জিতৈঃ শঙ্করং পূজয়ামাস। তাবুভাবেকস্মিন্ দিবসে মমরতুঃ।

গতৌ শিবলোকং বীরভদ্রেণ ভাষিতৌ চ ভো রূপকান্যায়ার্জ্জিতদ্রব্যেণ পূজা কৃতা তেন ভাবেন ব্যঙ্গা ভূত্বা চৌরগণো ভবিষ্যসি॥

শিবপদবচনাদ্ব্যক্তং নামাশ্রবণাচ্ছ্রোত্রং তস্য শ্বনেন ধ্বস্তং ভবতি নো দর্শনমেতাবদেব ত্বয়েশ্বরপূজা সম্যক্‌কৃতাতো ভক্তিশ্চ ভবিষ্যতি বীরভদ্রস্ত্বনশনং নাম গণং ক্বচিদ্বিচরন্তমিত্যাদিদেশ॥

তৌ চ তথাভূতৌ শিবলোকে স্থিতৌ তত্র॥

শম্ভুরুবাচ।

অথোপহতদ্রব্যপূজাকথাং হনুমতে মহেশভাষিতাং কথয়িষ্যামি। শৃণু রাঘব প্রমথানাং চরিত্রং একৈকস্য কর্ম্মবিপাকং কথয়িষ্যামি॥

উপহতাঙ্গগণব্যাখ্যা ক্রিয়তামিতি হনুমৎপৃষ্টঃ শিব উবাচ॥

তদুপহতদ্রব্যং জ্ঞানতো য ঈশ্বরেঽর্পয়িষ্যতি এতদুক্তং জ্ঞানিনোঽতঃ শৃণু॥

এষ সর্ব্বাঙ্গস্বেদিলঃ সর্ব্বকালং সর্ব্বাঙ্গস্বেদিলঃ স্বেদার্দ্রবসনঃ স্বেদসম্পাদিতাল্পপ্রবাহশরীরো নাসাগ্রনিপতিতস্বেদবিন্দুঃ স্পর্শাযোগ্যো দৃশ্যতে স পুরা স্বেদকরণেশ্বরার্চ্চনং কৃতবান্।

অত্রেতিহাসং কীর্ত্তয়িষ্যামি॥

চেকিতানিরিতি খ্যাতো ব্রাহ্মণঃ কর্ষকোঽভবৎ

দ্বারা শিবোপাসনা করে, তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তাহার একটি উদাহরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে রূপকনামধারী কোন রাক্ষস অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যদ্বারা শঙ্করের আরাধনা করণানন্তর সেই দ্রব্য দ্বারাই ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত ঘণ্টা প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার পুত্র সম্পাতিও চৌর্য্যার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা শঙ্করের পূজা করিয়াছিল; তাহারা উভয়ে একই দিনে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া শিবলোকে গমন করিলে, বীরভদ্র তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে রূপক! তুমি অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা ভগবানের পূজা ও প্রীতির নিমিত্ত ঘণ্টা প্রস্তুত করিয়াছিলে, তৎফলে বিকলাঙ্গ চৌর-গণ হইবে। শিবপদযুক্ত বচনসমূহের মধ্য হইতে শিব-পদটি স্পষ্ট শ্রবণ করিতে পারিবে না এবং তদ্ধ্বনি দ্বারা কর্ণ বধির হইবে, কখনও শিবদর্শনও পাইবে না; তবে শঙ্করের পূজা সম্যক্ সম্পন্ন করিয়াছিলে বলিয়া তোমার শিবপদে ভক্তি থাকিবে। স্বয়ং বীরভদ্র এই ইতিহাস কোন স্থানে বিচরণকারী অনশননামক গণের প্রতি বলিয়াছিলেন। তাহারা পিতা পুত্রে ব্যঙ্গ চৌরগণরূপে শিবলোকে বাস করিতে লাগিল। শম্ভু কহিলেন,—হে রাঘব! উচ্ছিষ্ট দ্রব্য দ্বারা শিবপূজাবিষয়ে মহেশ হনুমানকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, আমি সেই সকল কথা এবং প্রমথগণের চরিত্র ও কর্ম্ম ফল এক এক করিয়া তোমার নিকট বলিব, তুমি শ্রবণ কর। একদা হনুমান্ ভগবান শিবের নিকট উপহতাঙ্গগণ-চরিত্র প্রশ্ন করিলে শিব কহিয়াছিলেন,—হে হনুমন! জ্ঞানপূর্ব্বক উপহত দ্রব্য ঈশ্বরে অর্পণ বিষয়ে জ্ঞানিগণ যেরূপ বলিয়াছেন তাহা শুন; এই যে গণটি স্বেদ-প্রবাহযুক্ত-কলেবর স্বেদার্দ্র-বসন ও নাসিকাস্বভাব হইতে সদা স্বেদবিন্দু ক্ষরিত হওয়ায় ঘৃণিত বোধে স্পর্শের অযোগ্য বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ ব্যক্তি পূর্ব্বে স্বেদযুক্ত হস্ত দ্বারা শিবার্চ্চন করিয়াছিল; ইহার বিষয়ে একটী ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে চেকিতানি নামক জনৈক কৃষি-কর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি প্রতি-

স নিত্যং কৃষিমুৎপাদ্য প্রাতঃস্নাত্বা চ নিত্যশঃ
মধ্যাহ্নকালে সম্প্রাপ্তে প্রজপন্ ব্রাহ্মণস্বসৌ।
অন্নমানয় মে ক্ষিপ্রমিতি ভার্য্যামভাষত ॥২১১
তয়ানীতে চ দানানি বেগেন শিবপূজনম্।
কৃতবান কর্ম্মসন্তপ্তঃ স্বেদিলঃ সর্ব্বদৈব তু॥
গন্ধপুষ্পাক্ষতাদ্যৈশ্চ স্বেদবিন্দুসমন্বিতৈঃ।
অথ সায়ংদিনে প্রাপ্তে ক্ষালিতাঙ্গসুশোভনঃ
পূজয়ামাস দেবেশং কালসম্ভবসাধনৈঃ।
মমারাথ মহাবুদ্ধিঃ শিবলোকং গতশ্চ সঃ ॥২১৪
বীরভদ্রেণ চাপ্যুক্তো ভব ত্বং স্বেদিলো গণঃ
স্বেদস্পৃষ্টৈপদার্থৈশ্চ পু.া শম্ভুঃ প্রপূজিতঃ।
নিত্যং স্বেদসমাযুক্তস্তেন স্বেদিগণো ভব ॥

শম্ভুরুবাচ।

বী.রণাথ সমাদিষ্টঃ প্রাপ্তো রাম গণঃ স্বয়ম্ ॥
অমুং ঘণ্টামুখং পশ্যায়ং পুরা বৈশ্যো
বিভাবসো নাম ধার্ম্মিকো মহাদানকর্ত্তা নিত্যং
ব্রাহ্মণভোজনং কারয়িত্বা কৃতানুষ্ঠানঃ প্রাতঃ-
কালে শিবং নমস্কৃত্য কুসুমৈঃসম্পূজ্য কিঞ্চিৎ
প্রদেশং গোময়েনোপলিপ্য গন্ধাদিকংরচয়িত্বা
দেবায় সমর্প্যোপহতঘণ্টানাদং কৃতবান ॥

রাম উবাচ।

ক

আসীৎ পুরা বলঃকশ্চিৎ সোম ইত্যভিবিশ্রুতঃ
তস্য পুত্রশ্চ মন্দাখ্যো দশবর্ষবয়া অভূৎ ॥২১৭
স চাগ্নিপককুল্মাষান্ ঘণ্টায়াং প্রাক্ষিপন্ নৃপ।
তানভক্ষয়দাশেষং তেন চোপহতাভবৎ ॥২১৮
গ্রহীতুমথ তং বৈশ্যঃ যতমানোঽব্রবীদিদম্ ।
অথ বৈশ্যঃ স্বয়ং তত্র নিশ্চিত্য দ্রব্যশোধনম্
লৌকিকে কৃতবাল্লোকে ব্যবহারপদশ্চ তাম্।

দিন প্রাতঃস্নান করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন এবং মধ্যাহ্নকালে গৃহে আগমনপূর্ব্বক নিতান্ত ক্ষুৎক্ষাম হইয়া ভার্য্যাকে সত্বর অন্ন আনয়নের অনুমতি করিতেন, ব্রাহ্মণপত্নী অন্ন আনয়ন করিতে থাকিলে তিনি বিশ্রাম না করিয়া কর্ম্মসন্তপ্ত ও স্বেদার্দ্রকলেবরে দ্রুতবেগে শিবপূজা করিতে গমন করিতেন এবং স্বেদবিন্দুযুক্ত গন্ধপুষ্পাক্ষতাদি দ্বারা ভগবানের পূজা করিতেন। অনন্তর সায়ং সমাগমে সুধৌত শোভনকলেবর হইয়া তৎ-কালোচিত উপকরণ দ্বারা দেবেশের পূজা করিতেন। কালক্রমে সেই মহাবুদ্ধি ব্রাহ্মণ মৃত্যুযোগে শিবলোকে গমন করিলেন। ২১১—২১৪। তখন গণাধিপ বীরভদ্র ঐ ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—তুমি স্বেদাসিক্তদেহে, স্বেদযুক্ত পুষ্পাক্ষতাদি দ্বারা শম্ভুর পূজা করিতে; তজ্জন্য তুমি স্বেদিল গণ (প্রথম) হইয়া এই শিবধামেই বাস করিতে থাক। শম্ভু কহিলেন,—হে রাম! সেই ব্রাহ্মণ বীরভদ্রকর্তৃক উক্তরূপ আদিষ্ট হইয়া স্বেদিল গণরূপে অবস্থান করিতে লাগিল।০ শিব কহিলেন,—হে হনুমন্! ঐ যে ঘণ্টামুখগণকে দেখিতেছ,—ও ব্যক্তি পূর্ব্বে পরমধার্ম্মিক মহাদাতা বিভাবসু নাম বৈশ্য ছিল; সদা যাগাদির অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইত; প্রতিদিন প্রাতঃকালে সুপবিত্র হইয়া শিবনমস্কার ও পুষ্পাদি দ্বারা শিবপূজা করিয়া পীঠ সম্মুখস্থ কিঞ্চিৎ ভূমি গোময়োপ-লিপ্ত করিয়া তথায় অন্নাদি সজ্জিত করিয়া তৎসমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক তৎপ্রীতির নিমিত্ত ঘণ্টাধ্বনি করিত; কিন্তু তাহার ঐ ঘণ্টাটি উপহত হইয়াছিল। শ্রীরাম শম্ভুকে কহিলেন,—ঐ ঘণ্টাটি কিরূপে উপহত ছিল? শম্ভু কহিলেন,—হে রাজন্! পূর্ব্ব-কালে সোমাখ্যাধারী কোন এক (বল) সৈনিক পুরুষ ছিল ও মন্দাক্ষ নামক তাহার একটী দশবর্ষবয়স্ক পুত্র ছিল; সেই বালক খাইতে খাইতে কতিপয় উচ্ছিষ্ট বহ্নিপক্ব কুল্মাষ (চনক মাষকলাই আদি) ঐ ঘণ্টার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া উহা উপহত হইয়াছিল। বৈশ্য বিভাবসু ঐ ঘণ্টা গ্রহণে উদ্যত হইলে ঐ বল সযত্নে উহার দোষ প্রকাশ করিয়াছিল; বৈশ্য স্বকল্পিত শোধন দ্রব্য দ্বারা লৌকিক আচার অনুসারে

এতেন পাপযোগেন গণো ঘণ্টামুখোহভবৎ

রাম উবাচ।

দ্রব্যশুদ্ধেৰ্বিশুদ্ধা সা কথং পাপস্য কারণম্।
সম্যগুক্তং দ্রব্যশুদ্ধ্যৈ কথং ন দ্রব্যশোধিনী

শম্ভুরুবাচ।

ন লৌকিকব্যবহৃতৌ তব ভক্তো ভবিষ্যতি।
স যাতি চ শিবস্থানং বক্তা চাপি তথা ভবেৎ

সূত উবাচ।

যশ্চ বক্তি কথামেতাং স তেন সদৃশো ভুবি।
গুহ্যাদ্গুহ্যতমং বিপ্রাঃ শিবজ্ঞানপ্রদং ভবেৎ।

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ পুণ্যায়ুষ্যতমং মহৎ।
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা শিবলোকে মহীয়তে॥
পুরাণবক্ত্রে দাতব্যং বস্ত্রং গোহেমভূষণম্।
ভূমিঃ শস্যফলোপেতা দেয়া শক্ত্যনুসারতঃ।
শিবরাঘবসংবাদং সর্ব্বাঘৌঘনিকৃন্তনম্।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স যাতি পরমং পদম্॥১২৬

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামমোক্ষ নাম দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। ৭২।

(অশাস্ত্রবিহিত শোধন দ্রব্য দ্বারা অশাস্ত্র-বিধানে) উহা ব্যবহারযোগ্য করিয়াছিল; সেই উপহত ঘণ্টাবাদনরূপ পাপযোগ দ্বারা সেই বৈশ্য ঘণ্টামুখ গণ হইয়াছিল। শ্রীরাম কহিলেন,—দ্রব্যশুদ্ধির উপায় হইতে বিশুদ্ধা সেই ঘণ্টা কি প্রকারে পাপের কারণ হইল? দ্রব্যশুদ্ধির নিমিত্ত সম্যকরূপে কথিত দ্রব্য কি কারণে দ্রব্যশোধনকারী হইল না? শম্ভু কহিলেন,—শিবভক্ত ও শিবাখ্যান-বক্তা উভয়ে শিবলোকে গমন করেন? সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! যিনি এই পরম পবিত্র শিবকথা প্রকাশ করেন, তিনি এই পৃথিবীতে শিবতুল্য হন

এবং এই গুহ্যাদপি গুহ্য শিবাখ্যান শিব-জ্ঞানপ্রদ হয়। হে মুনিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট পুণ্যজনক ও আয়ুস্কর মহৎ শিবাখ্যান বলিলাম, যিনি ইহা ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তিনি শিবলোকে মহিমশালী হন। পুরাণ-বক্তাকে সাধ্যানু-সারে বস্ত্র, গো, স্বর্ণ ও ভূষণ এবং ফলশস্য-শালী ভূমি দান করা উচিত। এই সর্ব্ব-পাপবিনাশন শিবরামসংবাদ যিনি শ্রবণ করেন কিম্বা অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি পরম পদ অর্থাৎ মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ১১৫—১২৬।

ইতি পদ্মপুরাণেপাতালখণ্ডে রামমোক্ষ নামক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২।

ইতি শ্রীপদ্মাখ্যমহাপুরাণে পাতালখণ্ডং সমাপ্তম্

বিজয়া বটিকা

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

রাজ্যেশ্বর রাজা।

এবং

কুটীরবাসী কৃষক

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

* * *

হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

* * *

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

স্ত্রীলোক এবং বালক সকলেই
ইহার পক্ষপাতী।

* * *

ইংরেজ-পুরুষ

বিশেষতঃ ইংরেজ-মহিলা ইহার
সবিশেষ পক্ষপাতিনী।

* * *

বিজয়া বটিকার

প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারতপ্রসিদ্ধ। অধিক কি, পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং লণ্ডন মহানগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসন সমীপে, আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণী কুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন গুণে বিজয়াবটিকা স্বদেশী সামগ্রী হইয়াও ইংরেজ-নর-নারীর মন আকর্ষণ করিল। জাপানদেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর।

বিজয়া বটিকার শক্তি।

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বররোগ ডাক্তারী কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরগ্য হয় নাই, আত্মীয় স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর,—আবার সময়বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইদ অতিগুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিকা, দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব—এইখানেই গুণপনা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী.—৭৯ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজয়া বটিকা

এবং

কুইনাইন।

কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়। দশ পনর দিন অন্তর পুনঃপুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বর-রোগে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিজয়া বটিকার নিকট কুইনাইন চির-পরাজিত। বিজয়া বটিকার প্রাদুর্ভাবে অনেক গ্রাম ও নগরে কুইনাইনের প্রভুত্ব কমিয়া আসিতেছে। বিজয়া বটিকার এই গুণে অনেকেই মোহিত।

বিজয়া বটিকা কোন্ কোন্ রোগে বিশেষ কার্য্যকরী ?

(১) মাথাধরা, (২) অক্ষুধা, (৩) গা-হাত-পা কামড়ানি, (৪) বৈকালে চক্ষু-জ্বালা, (৫) মাথাঘোরা; (৬) সর্দ্দিকাশী; (৭) গা-ভার ভার; (৮) ধাতুদৌর্ব্বল্য; (৯) দাস্ত অপরিষ্কার; (১০) লাবণ্য-হীনতা; (১১) দুঃস্বপ্নাদি; (১২) পীঠে কোমরে বেদনা; (১৩) বুকভার; (১৪) আবিল্য।

ইহা ব্যতীত—সর্ব্বপ্রকার জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ কাসিযুক্ত জ্বর শোথ, পালা জ্বর, অমাবস্যা-পূর্ণিমার জ্বর, আসামের কালা-জ্বর, বঙ্গের ম্যালেরিয়াজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, কম্পজ্বর, দ্বৌকালীনজ্বর, মেহঘটিতজ্বর, মজ্জাগতজ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর—ইত্যাদি যত-প্রকার জ্বর আছে, তৎসমস্তই বিজয়া বটিকা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এরূপ ফল প্রদ ঔষধ, একাধারে এত গুণবিশিষ্ট ঔষধ —এদেশে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সেবন করুন, সঙ্গে সঙ্গে শুভ ফল পাই-বেন।

মূল্যাদি।

বটিবার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা ১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং কৌটা ৩৬	১৶০	।০	৵০
৩নং কৌটা ৫৪	১॥৵০	।০	৶০
বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ			
৪নং কৌটা ১৪৪	৪।০	॥০	৶০

বিজয়া বটিকার

পাইকারী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অ াৎ বার কৌটা) লইলে কমিশন ১৲ একটাকা; অর্থাৎ ৬।০ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।০ আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন ৵০ দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন ১।০ দেড় টাকা; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা বিজয়া বটিকা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৸০ বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন ৶০ তিন আনা।

৩নং এক ডজন হইলে, কমিশন ২৲ দুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা বিজয়া বটিকা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃমাঃ ১৲ একটাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন ।০ চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়াবটিকা কোথায় প্রাপ্তব্য

কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা বিজয়াবটিকা কার্য্যালয়ে বি, বসু এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

৭৯নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

এই মহাশক্তিরূপা বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়া,
দেহ এবং মনকে শক্তি-সম্পন্ন কর।

ইহা ঠিক সালসা নহে, তবে সালসা নাম না দিলে, ইহার গুণাবলীর বিষয় কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না; সেই জন্য সালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেজিভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, এই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নাম তাই বিজাতীয় ভাষায় করিতে বাধ্য হইলাম,—নচেৎ উপায় নাই। বলুন দেখি সোমরস নাম দিলে সাধারণে কি বুঝিবেন?

চরক-গ্রন্থ অনন্তরত্নের ভাণ্ডার; মহাকল্পতরু-স্বরূপ। সাধক এবং ভক্ত
একান্ত-মনে যাহা খুঁজিবেন, উহাতে তাহাই পাইবেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা

সেই চরক-মহাসাগর মন্থনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছে। এ সালসা-বোতলকে
ধন্বন্তরির অমৃতপূর্ণ কলস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা

এক মহাতেজঃস্বরূপ। উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লতাবিশেষের এমন গুণ যে, এ সালসা সেবনের পাঁচ মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাস্ফূর্ত্তি অনুভূত হইবে, মনে হইবে, শরীরে যেন কোন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। এই মহাশক্তি-স্বরূপিণী-

সালসা-সুধাপানে, মনঃপ্রাণ স্বর্গীয়-সুখে বিভোর হইয়া উঠিবে। এ সালসা সহজ শরীরেও সেবনীয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত—সর্ব্বকালে সর্ব্বঋতুতে সেবনীয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা

সেবন করিলে, নানারোগ আরাম হয়। তন্মধ্যে প্রধানতঃ সহজে এবং শীঘ্র এই রোগগুলি দূর হয় ;—(১) দূষিত রক্তকে পরিষ্কার করে ; (২) সরু হাড়কে মোটা করে ; (৩) কৃশ ব্যক্তিকে সবল ও স্থূলদেহ করে ; (৪) ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় ; (৫) কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ; (৬) লাবণ্যবৃদ্ধি হয় ; (৭) স্মরণশক্তি এবং মেধাবৃদ্ধি হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা

নিম্নলিখিত রোগে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে ; (১) নানা প্রকার পারার ঘা ; (২) নানা প্রকার চর্ম্মরোগ ; (৩) খোষ, চুলকানি ; (৪) গর্ম্মির ঘা ; (৫) বাতরোগ ; (৬) গাঁটের বেদনা ও ফোলা ; (৭) শরীরের অন্য স্থানে বেদনা ; (৮) অর্শ ও ভগন্দর ; (৯) অম্লাদি রোগ ; (১০) মেহ আদি প্রস্রাবের পীড়া।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা।

(১)—পুরুষত্ব হানির মহৌষধ ; (২) শুক্রের বিবিধ দোষ নিবারণের ব্রহ্মাস্ত্র ; (৩) নানারূপ কাস-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ; (৪) ক্রিমি-রোগের মহৌষধ ; (৫) জ্বর-রোগে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া যাঁহারা অতিশয় ক্ষীণদেহ হইয়াছেন, তাঁহাদের ইহা সেবন করা একান্ত বিধেয়। তদবস্থায় সেবন করিলে জ্বরের আশঙ্কা থাকে না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা

সেবন করায়, গলিতকুষ্ঠ-রোগ পর্য্যন্ত আরাম হইয়াছে। কলি-কলুষনাশক এই মহৌষধ—এই সোমরস—এই মহাশক্তি, আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা, একবার সেবন করিয়া দেখুন, হাতে হাতে প্রত্যক্ষ শুভফল পাইবেন। শরীরের সর্ব্বরোগ দূর হইবে।

মূল্যাদি।

	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১ নং আধপোয়া শিশি …	။৵৹ …	।৹ …	৵৹
২ নং একপোয়া শিশি …	১৶৹ …	৸৹ …	৵৹
৩ নং দেড়পোয়া শিশি …	১।৵৹ …	১৲ …	৵৹

ভ্যালুপেবলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা বা চারি আনা অধিক পড়ে। তিন বা চারি শিশি অথবা এক ডজন একত্রে লইলে ডাকমাশুল কিছু কম পড়ে। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেল পার্শেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি ছয় শিশি বা এক ডজন একত্রে লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে।

সালসা পাইবার ঠিকানা,—৭৯ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।